

আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্র

[বৈদিক যুগের আচার-অনুষ্ঠান-সম্পর্কিত গ্রামাণ্য গ্রন্থ]

অমরকুমার চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদনা



দি এশিয়াটিক সোসাইটি

১ পার্ক স্ট্রীট ○ কলকাতা ১৬

Āśwalāyana-Śrautasūtra
Edited by Amarkumar Chattopadhyay

আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্র
অমরকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনা

ই.এস.বি.এন. ৮১ ৭২৩৬ ১২৯ ৭

প্রকাশক
অধ্যাপক দিলীপ কুমার ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক
দি এশিয়াটিক সোসাইটি
১ পার্ক স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০১৬

মুদ্রক
ডেভটস প্রিন্টার্স
৫/২ গার্ডিন গ্রেস
কলকাতা ৭০০ ০০১

মূল্য — টাকা — ১২০০

ডলার — ১২০

মুখবন্ধ

অধ্যাপক অমরকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘আখ্যান-শ্রোতসূত্র’ বইখানি পাঠক সমাজের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। কল্ল বেদাসের একটি অংশ এই শ্রোতসূত্র এবং এর বিষয়বস্তু গুরুশিষ্য পরম্পরায় সবয়ে বিশেষ নিয়ম পালন করে কাশে শুনে মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে এসেছে। বৈদিক যুগের আচার-অনুষ্ঠান-সম্পর্কিত একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে সর্বজন স্বীকৃত।

আমি, আশা করি, ভারতীয় ঐতিহ্য-সচেতন পাঠক সমাজে এই বইখানি সমাদৃত হবে এবং এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগ এবং সম্পাদকের পরিশ্রম সার্থক হবে।

১লা ডিসেম্বর, ২০০২
কলকাতা

দিলীপ কুমার ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক

নিবেদন

ঋগ্বেদের কোন মন্ত্র কোন বিশেষ বৈদিক যজ্ঞে কিভাবে পাঠ করতে হয় তা নির্দেশ করার জন্যই আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রের উদ্ভব। আচার্য সায়ণ তাঁর ঋগ্বেদের ভাষ্যে বার বার এই সূত্রগ্রন্থ থেকেই উদ্ধৃতি দিয়ে মন্ত্রের বিনিয়োগ বা প্রয়োগ নির্দেশ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত বৈদিক যজ্ঞ বর্তমানে প্রচলিত না থাকায় এবং ঐ উদ্ধৃতিগুলি নানা পারিভাষিক শব্দে পূর্ণ বলে আমাদের কাছে ভাষ্যের অর্থ অনেকখানিই অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত থেকে যায়। সেই অসুবিধা কিছুটা দূর করার ইচ্ছা নিয়েই বাংলাভাষায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসমেত মূল সূত্রগ্রন্থটি প্রকাশ করা হল। অভিজ্ঞেরা জ্ঞানেন, যজ্ঞের অনুবঙ্গটি বোঝা থাকলে বেদমন্ত্রের অর্থ যেমন বহুলাংশে স্পষ্ট হয় তেমন আরণ্যকে, উপনিষদে ও অন্যত্র যজ্ঞের যে প্রতীকী ভাবনার কথা বক্ত হয়েচে তাও পাঠকের কাছে বেশ কিছুটা সুগম হয়ে ওঠে।

আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রম্ ছয় বেদাঙ্গের মধ্যে অন্যতম। সূত্রের আকারে লেখা বলে নাম 'সূত্রম্'। আমরা অবশ্য 'সূত্রম্' না বলে বাংলায় সূত্রই বলব। সূত্রের ভাষা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও বাক্যগুলি অসম্পূর্ণ হয় বলে স্থানে স্থানে তার বক্তব্য বোঝা বেশ দুরূহ ব্যাপার। ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যাও বিশেষ বিশেষ স্থানে সূত্রেরই মতো কেবল মাত্র ইঙ্গিতবাহী। তাই এই ধরনের গ্রন্থের অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হওয়া অনেকখানি ঝুঁকিতাই। তবুও ঘটনাস্রোতে নানা শুভাধীর্ষ পরামর্শে এমন এক দুরূহ কাজেই নামতে বাধ্য হলাম। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রথমে ১৮৬৪-৭৪ এবং পরে ১৯৮৯ সালে বিদ্যারত্নমহাশয়ের সম্পাদনায় নারায়ণের বৃত্তিসমেত যে 'আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রম্' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, প্রধানত তাকেই আদর্শ ধরে বর্তমান গ্রন্থটির সম্পাদনা করা হল। ঐ গ্রন্থে অবশ্য কোন অনুবাদ, ব্যাখ্যা বা শব্দসূচী ছিল না। স্থানে স্থানে বোঝার সুবিধার জন্য কোন কোন সূত্রকে ভেঙে আমাদের এই গ্রন্থে একাধিক সূত্ররূপে দেখান ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই-সব স্থলে সূত্রের মূল স্থানাঙ্কটি (নম্বর) সূত্রের শেষে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে নির্দেশ করা হয়েছে। কোন কোন সূত্রে কেবল মন্ত্রই উদ্ধৃত করা হয়েছে বলে সেগুলিকে আর বাংলায় ব্যাখ্যা করার কোন প্রয়োজন হয় নি। এছাড়া অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই সূত্রগুলিকে যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। সূত্রে যে যে শব্দ উহ্য আছে বোঝার সুবিধার জন্য সেই শব্দগুলিকে অনুবাদে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে সূচিত করা হয়েছে।

ব্যাখ্যার কাজে মূল অবলম্বন আমাদের নারায়ণের বৃত্তিই। শ্রীযুক্ত চিত্রস্বামী শাস্ত্রী-মহাশয়ের 'যজ্ঞতত্ত্বপ্রকাশঃ' গ্রন্থের নিকটও বিশেষভাবেই ঋণী। এই দুই গ্রন্থ না থাকলে সম্পাদনার কাজে হাত দেওয়াই দুর্ঘট হত। গ্রন্থের শেষে বেদির যে চিত্রগুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলি নেওয়া হয়েছে শাস্ত্রী-মহাশয়ের ঐ গ্রন্থ থেকেই। বিভিন্ন পাত্রের চিত্রগুলি অবশ্য আমাদের বর্তমান গ্রন্থের স্বকীয়। এছাড়া আরও নানা গ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়েছে। সেই গ্রন্থগুলির কিছু উল্লেখ গ্রন্থের শেষে গ্রন্থপঞ্জীতে করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে দু-তিনটি স্থল ছাড়া হরিরচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' অভিধানকেই অনুসরণ করেছি।

যদিও আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে অনুবাদ ও ব্যাখ্যার কাজ শেষ হয়েছিল, তাহলেও তা প্রকাশ করা

সম্ভব হয়ে ওঠে নি। শেষ পর্যন্ত দশ-বারো বছর আগে করেক জন শুভার্থীর পরামর্শে তা এশিয়াটিক সোসাইটির কাছে জমা দেওয়া হয় প্রকাশনার জন্য। এই শুভার্থীদের মধ্যে অন্যতম ও অগ্রণী হলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ববিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে তিনি উৎসাহ দিয়ে চলেছেন। আমার প্রতি অহৈতুকী আস্থা রাখার ও গ্রন্থপ্রকাশে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য তাঁর কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

সম্পাদনার কাজে নানা সময়ে নানা গ্রন্থের প্রয়োজন পড়েছে। গ্রন্থসংগ্রহের কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন আমার অনুজককর ডঃ প্রাণদাশকর চক্রবর্তী, স্নেহসম্পদ ছাত্র ডঃ উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, স্নেহভাজন দুই ছাত্রী ডঃ দীপ্তি বিশ্বাস ও ডঃ কণা চট্টোপাধ্যায় এবং অপর এক ছাত্র বিবেকানন্দ কাঞ্জিলাল। শেষোক্ত দু-জন এবং নীলাঞ্জনা মুখোপাধ্যায় প্রফ সেখার কাজেও কিছুটা সাহায্য করেছেন। ছবিগুলি এঁকে দিয়েছেন শ্রীমান্ উজ্জ্বল দেবনাথ। এঁদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক স্নেহ ও শুভেচ্ছা জানাই। এই প্রসঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধু দেবব্রত মারিকের কাছ থেকে নিরন্তর যে উৎসাহ পেয়েছি তাও মনে পড়ে। এই মুহূর্তে বিশেষভাবে মনে পড়ে যায় পরম শ্রদ্ধেয় আচার্য প্রয়াত পি. এন. পট্টাভিরামশাস্ত্রীর (পদ্মভূষণ) কথা, যিনি তাঁর জীবনচর্যায় ও ব্যাখ্যানিপুণ্যে ছাত্রাবস্থায় বেদের প্রতি আমাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে তুলেছিলেন।

এশিয়াটিক সোসাইটি এই গ্রন্থটি প্রকাশের ভার নেওয়ায় সোসাইটির কর্তৃপক্ষের এবং প্রকাশনবিভাগের কাছে আমার বিশেষ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। মুদ্রণের কাজে ডেব্রটপ প্রিন্টার্স-এর কাছ থেকে যে আনুকূল্য ও সহযোগিতা পেয়েছি তার জন্য মুদ্রণকর্তৃপক্ষকেও জানাই অনেক ধন্যবাদ।

গ্রন্থের মধ্যে অসাবধানতায় কোন ত্রুটি যদি ঘটে থাকে তাহলে পাঠকেরা যেন তাঁদের স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তা সহ্য করে নেন। স্থানে স্থানে অতিচলিত ভাষা ব্যবহার করার জন্য পাঠকদের বিশেষ প্রশ্রয় প্রার্থনা করি।

কলিকাতা - ৭০০ ০২৭

২২ বৈশাখ, ১৪০৯

(০৫-০৫-০২)

অমরকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

নিবেদন

সঙ্ক্ষেতসূচী

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

প্রথম কতিকা ১, দ্বিতীয় কতিকা ১৪, তৃতীয় কতিকা ২২, চতুর্থ কতিকা ৩২, পঞ্চম কতিকা ৩৬, ষষ্ঠ কতিকা ৪৬, সপ্তম কতিকা ৪৮, অষ্টম কতিকা ৫১, নবম কতিকা ৫২, দশম কতিকা ৫৫, একাদশ কতিকা ৫৭, দ্বাদশ কতিকা ৬১, ত্রয়োদশ কতিকা ৭০।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম কতিকা ৭৩, দ্বিতীয় কতিকা ৮১, তৃতীয় কতিকা ৮৫, চতুর্থ কতিকা ৯১, পঞ্চম কতিকা ৯৬, ষষ্ঠ কতিকা ১০০, সপ্তম কতিকা ১০৫, অষ্টম কতিকা ১০৯, নবম কতিকা ১১২, দশম কতিকা ১১৫, একাদশ কতিকা ১১৮, দ্বাদশ কতিকা ১২২, ত্রয়োদশ কতিকা ১২৩, চতুর্দশ কতিকা ১২৫, পঞ্চদশ কতিকা ১৩১, ষোড়শ কতিকা ১৩৪, সপ্তদশ কতিকা ১৪২, অষ্টাদশ কতিকা ১৪৭, উনবিংশ কতিকা ১৫১, বিংশ কতিকা ১৫৮।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম কতিকা ১৬১, দ্বিতীয় কতিকা ১৬৬, তৃতীয় কতিকা ১৭১, চতুর্থ কতিকা ১৭২, পঞ্চম কতিকা ১৭৭, ষষ্ঠ কতিকা ১৭৯, সপ্তম কতিকা ১৮৬, অষ্টম কতিকা ১৮৯, নবম কতিকা ১৯৩, দশম কতিকা ১৯৫, একাদশ কতিকা ২০১, দ্বাদশ কতিকা ২০৫, ত্রয়োদশ কতিকা ২১১, চতুর্দশ কতিকা ২১৬।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম কতিকা ২২০, দ্বিতীয় কতিকা ২২৫, তৃতীয় কতিকা ২২৮, চতুর্থ কতিকা ২২৯, পঞ্চম কতিকা ২৩১, ষষ্ঠ কতিকা ২৩৩, সপ্তম কতিকা ২৩৫, অষ্টম কতিকা ২৪০, নবম কতিকা ২৪৭, দশম কতিকা ২৪৮, একাদশ কতিকা ২৫১, দ্বাদশ কতিকা ২৫৩, ত্রয়োদশ কতিকা ২৫৫, চতুর্দশ কতিকা ২৫৯, পঞ্চদশ কতিকা ২৬০।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম কতিকা ২৬৪, দ্বিতীয় কতিকা ২৬৮, তৃতীয় কতিকা ২৭১, চতুর্থ কতিকা ২৭৭, পঞ্চম কতিকা ২৭৯, ষষ্ঠ কতিকা ২৮৫, সপ্তম কতিকা ২৯১, অষ্টম কতিকা ২৯৩, নবম কতিকা ২৯৬, দশম কতিকা ৩০২, একাদশ কতিকা ৩০৮, দ্বাদশ কতিকা ৩০৯, ত্রয়োদশ কতিকা ৩১৪, চতুর্দশ কতিকা ৩১৭, পঞ্চদশ কতিকা ৩২২, ষোড়শ কতিকা ৩২৬, সপ্তদশ কতিকা ৩২৭, অষ্টাদশ কতিকা ৩২৮, উনবিংশ কতিকা ৩৩১, বিংশ কতিকা ৩৩৩।

পৃষ্ঠা

দিন

গোচ

নয়

এগার

১

৭৩

১৬১

২২০

২৬৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

৩৩৬

প্রথম কণিকা ৩৩৬, দ্বিতীয় কণিকা ৩৩৭, তৃতীয় কণিকা ৩৩৯, চতুর্থ কণিকা ৩৪৩, পঞ্চম কণিকা ৩৪৭, ষষ্ঠ কণিকা ৩৫২, সপ্তম কণিকা ৩৫৬, অষ্টম কণিকা ৩৫৮, নবম কণিকা ৩৬০, দশম কণিকা ৩৬২, একাদশ কণিকা ৩৬৭, দ্বাদশ কণিকা ৩৭১, ত্রয়োদশ কণিকা ৩৭৩, চতুর্দশ কণিকা ৩৭৬।

সপ্তম অধ্যায়

৩৮০

প্রথম কণিকা ৩৮০, দ্বিতীয় কণিকা ৩৮৫, তৃতীয় কণিকা ৩৯০, চতুর্থ কণিকা ৩৯৪, পঞ্চম কণিকা ৩৯৭, ষষ্ঠ কণিকা ৪০২, সপ্তম কণিকা ৪০৪, অষ্টম কণিকা ৪০৬, নবম কণিকা ৪০৭, দশম কণিকা ৪০৮, একাদশ কণিকা ৪১০, দ্বাদশ কণিকা ৪১৭।

অষ্টম অধ্যায়

৪২২

প্রথম কণিকা ৪২২, দ্বিতীয় কণিকা ৪২৭, তৃতীয় কণিকা ৪৩২, চতুর্থ কণিকা ৪৩৯, পঞ্চম কণিকা ৪৪৫, ষষ্ঠ কণিকা ৪৪৮, সপ্তম কণিকা ৪৫৩, অষ্টম কণিকা ৪৫৮, নবম কণিকা ৪৬১, দশম কণিকা ৪৬২, একাদশ কণিকা ৪৬৩, দ্বাদশ কণিকা ৪৬৪, ত্রয়োদশ কণিকা ৪৬৯, চতুর্দশ কণিকা ৪৭৬।

নবম অধ্যায়

৪৮১

প্রথম কণিকা ৪৮১, দ্বিতীয় কণিকা ৪৮৫, তৃতীয় কণিকা ৪৮৯, চতুর্থ কণিকা ৪৯৪, পঞ্চম কণিকা ৪৯৭, ষষ্ঠ কণিকা ৫০১, সপ্তম কণিকা ৫০২, অষ্টম কণিকা ৫০৮, নবম কণিকা ৫১২, দশম কণিকা ৫১৬, একাদশ কণিকা ৫১৯।

দশম অধ্যায়

৫২৪

প্রথম কণিকা ৫২৪, দ্বিতীয় কণিকা ৫২৬, তৃতীয় কণিকা ৫৩১, চতুর্থ কণিকা ৫৩৬, পঞ্চম কণিকা ৫৩৭, ষষ্ঠ কণিকা ৫৪০, সপ্তম কণিকা ৫৪৩, অষ্টম কণিকা ৫৪৫, নবম কণিকা ৫৪৮, দশম কণিকা ৫৫০।

একাদশ অধ্যায়

৫৫৪

প্রথম কণিকা ৫৫৪, দ্বিতীয় কণিকা ৫৫৭, তৃতীয় কণিকা ৫৬১, চতুর্থ কণিকা ৫৬৫, পঞ্চম কণিকা ৫৬৭, ষষ্ঠ কণিকা ৫৬৯, সপ্তম কণিকা ৫৭২।

দ্বাদশ অধ্যায়

৫৭৬

প্রথম কণিকা ৫৭৬, দ্বিতীয় কণিকা ৫৭৭, তৃতীয় কণিকা ৫৭৮, চতুর্থ কণিকা ৫৭৯, পঞ্চম কণিকা ৫৮৪, ষষ্ঠ কণিকা ৫৮৮, সপ্তম কণিকা ৫৯৪, অষ্টম কণিকা ৫৯৬, নবম কণিকা ৬০১, দশম কণিকা ৬০৪, একাদশ কণিকা ৬০৬, দ্বাদশ কণিকা ৬০৭, ত্রয়োদশ কণিকা ৬০৮, চতুর্দশ কণিকা ৬০৯, পঞ্চদশ কণিকা ৬১১।

পরিশিষ্ট (১-৯)

৬১৭

চিহ্ন (১-১৬)

৭৪৫

গ্রন্থপঞ্জী

৭৬১

সঙ্কেতসূচী

অ. = অথর্ববেদসংহিতা
 অ. স. = অর্থসংগ্রহ
 আ. = আখ্যায়ন-শ্রৌতসূত্র
 আ. গৃ. = আখ্যায়ন-গৃহ্যসূত্র
 আপ. যজ্ঞ = আপস্তম্ব-যজ্ঞপরিভাষাসূত্র
 আপ. শ্রৌ. = আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্র
 আঃ = আত্মা
 ইঃ = ইত্যাদি
 ঋ. = ঋকসংহিতা
 ঋ. প্রা. = ঋকপ্রতিশাখ্য
 ঐ. আ. = ঐতরেয় আরণ্যক
 ঐ. ব্রা. = ঐতরেয়ব্রাহ্মণ
 কা. শ্রৌ. = কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্র
 গো. গৃ. = গোভিল-গৃহ্যসূত্র
 গো. ব্রা. = গোপথব্রাহ্মণ
 তা. ব্রা. = তান্ত্রব্রাহ্মণ
 তৈ. আ. = তৈত্তিরীয় আরণ্যক
 তৈ. ব্রা. = তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ
 তৈ. স. = তৈত্তিরীয়সংহিতা
 ম. = মন্টব্য
 দ্বা. শ্রৌ. = দ্বাধ্যায়ন-শ্রৌতসূত্র
 না. = নারায়ণ (আখ্যায়ন-শ্রৌতসূত্রের বৃত্তিকার)
 নি. = নিরুক্ত
 পা. = পানিনির অষ্টাধ্যায়ী

পা. প. = পানিনীর পরিভাষা
 পূ. যী. = পূর্বমীমাংসা
 বৌ. শ্রৌ. = বৌধ্যায়ন-শ্রৌতসূত্র
 ভা. শ্রৌ. = ভারদ্বাজ-শ্রৌতসূত্র
 মনু. = মনুসংহিতা
 মহা. = মহাভারত
 মি. = মিনিট
 লা. শ্রৌ. = লাটায়ন-শ্রৌতসূত্র
 বা. = কাত্যায়নের বার্তিক
 বা. শ্রৌ. = বাধুল-শ্রৌতসূত্র
 বা. স. = বাজসনেয়ী সংহিতা
 বা. ম. = বালমনোরমা
 বৈ. শ্রৌ. = বৈখানস-শ্রৌতসূত্র
 শ. ব্রা. = শতপথব্রাহ্মণ
 শা. = শাঙ্খায়ন-শ্রৌতসূত্র
 ষ. ব্রা. = ষড়্বিংশব্রাহ্মণ
 সা. উ. = সামবেদসংহিতার উত্তরার্চিক
 সা. পূ. = সামবেদসংহিতার পূর্বার্চিক
 সি. কৌ. = সিদ্ধান্তকৌমুদী
 সু. = সূত্র
 হি. গৃ. = হিরণ্যকেশী-গৃহ্যসূত্র
 হি. শ্রৌ. = হিরণ্যকেশী-শ্রৌতসূত্র
 RPVU = Religion and Philosophy of
 the Veda and Upanishads

বি. দ্র.- মন্ত্রের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ না থাকলে তা ঋকসংহিতার মন্ত্র এবং সূত্রের ক্ষেত্রে বিশেষ সঙ্কেত না থাকলে তা আখ্যায়ন-শ্রৌতসূত্রের সূত্র বলে বুঝতে হবে।

বর্ষসংক্ষেপ

ক = ক্
 য় = য় (ই অ)
 ও = ঔ
 ঞ = ঞ
 হ = হ্
 ঞ্জ = ঞ্জ
 ঃ = কিছুটা হ্
 ঙ (\leq ড) = অধুনালুপ্ত বৈমিক বর্ণবিশেষ।
 কিছুটা যেন জ্।
 ঙ্গ (\leq ট) = ঞ। কিছুটা যেন ঙ্।

सर्विस सेक्टर

गंगासुद्धि

$\text{এঃ} = \text{ন}$
 $\text{ঋ} = \text{২} + \text{চ}$
 $\text{তৃতীয়বর্ণ} = \text{প্রথমবর্ণ}$
 $\text{ম} = \text{ন} + \text{স্বরবর্ণ}$
 $\text{পঞ্চমবর্ণ} = \text{প্রথমবর্ণ}$
 $\text{য (১)} = \text{ই} + \text{স্বর}$
 $\text{র} = \text{ঋ} + \text{অ}$
 $= :$
 $\text{ব} = \text{উ} + \text{স্বর}$
 $\text{জ, ঝ, ঞ} = :$
 $\text{ং} = \text{ন, ম}$

अनामिच्छित

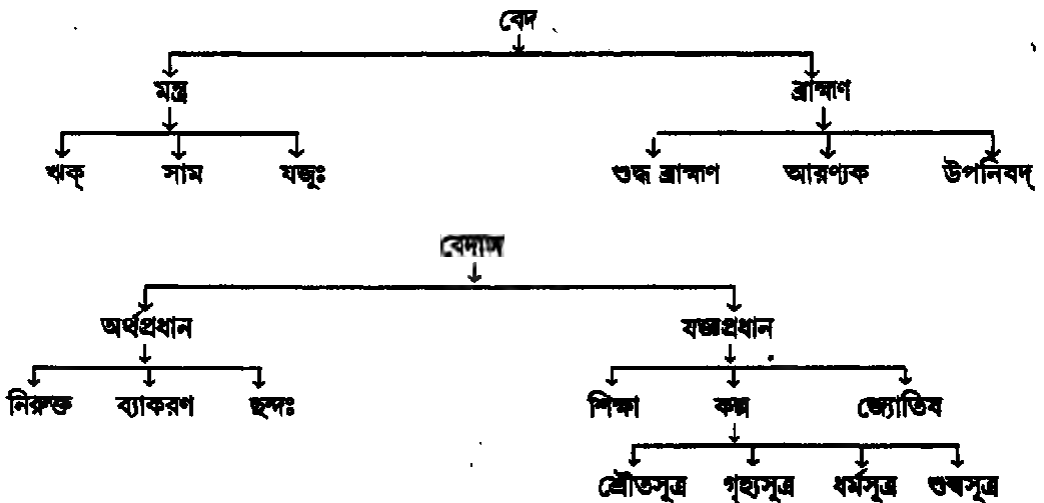
ষ, ণ, ধ = ঙ
 ঞ = ত্ (+ ঙ)
 ঙ = (ত্ +)

ভূমিকা

বেদ বা মূল বৈদিক সাহিত্যের মোটামুটি দুটি অংশ— মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। আচার্য আপস্তম্ব তাই বলেছেন ‘মন্ত্রব্রাহ্মণয়োৰ্ বেদনামধেয়ম্’ (আপ. শ্রৌ. ২৪/১/৩১)। হিরণ্যকেশীর শ্রৌতসূত্রে (১/১/৭ ব্র.) এবং মীমাংসাদর্শনের শবরভাষ্যেও (‘মন্ত্রাণ্ চ ব্রাহ্মণাণ্ চ বেদঃ’— ২/১/৩৩) প্রায় এই একই কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে মন্ত্রের যে সকলন তা ‘সংহিতা’ নামে পরিচিত এবং এই সংহিতার দিকে দৃষ্টি রেখেই বেদকে ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এই চার ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

প্রাচীনপন্থীরা বলেন যজ্ঞের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখেই সংহিতার চার প্রকার ভাগ করা হয়েছিল। হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্যু ও ব্রহ্মা নামে চার ঋত্বিকের এবং তাঁদের সহযোগীদের পক্ষে প্রয়োজনীয় মন্ত্রগুলিই এই চার সংহিতায় সঙ্কলিত ও একত্রিত করে রাখা হয়েছে এবং সেই কারণেই এই চার সংহিতার অপর নাম হোত্রবেদ, ঔদ্গাত্র বেদ, আধ্বর্যব বেদ ও ব্রহ্মবেদ। বৈদিক সমাজে ও সংস্কৃতিতে যে গোড়া থেকেই কোন-না-কোন আকৃতিতে যাগযজ্ঞের প্রচলন ছিল তা নিয়ে কারও মধ্যে কোন মতান্তর নেই, তবে ঋক্-সংহিতার সব সূক্ত ও মন্ত্রই কি যাগযজ্ঞ উপলক্ষে উদ্ভূত অথবা ঠিক কোন কোন বিশেষ সূক্ত যজ্ঞের সঙ্গে সাক্ষাৎ যুক্ত তা নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে বিতর্কের অবকাশ অবশ্যই আছে। এমন অনেক সূক্তও আবার এই সংহিতায় আছে যেগুলি যজ্ঞের সঙ্গেই যে সরাসরি যুক্ত তা নিয়ে কারও মনে কোন সংশয় জাগতে পারে না। যাগযজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত বেশ কিছু পারিভাষিক শব্দের স্পষ্ট উল্লেখও আমরা এই সংহিতার মধ্যে পাই। বিশ্বকর্মসূক্তে (১০/৮১, ৮২), পুরুষসূক্তে (১০/৯০) এবং যজ্ঞসূক্তে (১০/১৩০) যজ্ঞের এক ব্যাপকতন্ত্র-প্রতীকী অর্থেরও সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঋক্-সংহিতায় যে সূক্তগুলি সংগৃহীত হয়েছে সেগুলি মিশ্র-প্রকৃতির, এক একটি সূক্তের বিষয়বস্তু এক এক প্রকারের। আচার্য যাক্ণও তা-ই বলেছেন— ‘এবম্ উচ্চাৰিতৈর্ অভিশ্রুতৈর্ ঋষীণাং মন্ত্রদৃষ্টয়ো ভবন্তি’ (নি. ৭/৩/২০)। স্তুতি, আশীর্বাদ, শপথ, অভিশাপ, কোন বিশেষ অবস্থার বর্ণনা, বিলাপ, নিন্দা, প্রশংসা ইত্যাদি নানা অভিশ্রুত ঋষিদের নানা মন্ত্রের দর্শন ঘটেছে। মন্ত্রগুলিকে তাই কেবল যজ্ঞের দিকে দৃষ্টি রেখে, ঠিক যজ্ঞেরই প্রয়োজনে সংহিতায় সঙ্কলিত করা হয়েছে একথা বলা চলে না। অপর পক্ষে সামবেদ ও যজুর্বেদের সংহিতা যে যজ্ঞের দিকে দৃষ্টি রেখেই এবং যাজ্ঞিকদের কাজের সুবিধার জন্যই সঙ্কলিত হয়েছিল তা নিয়ে কোন সংশয় নেই। গ্রন্থ খুললেই দেখা যায় সামবেদের সংহিতার উদ্ভারটিকে সূক্তগুলি সাজান হয়েছে যজ্ঞেরই প্রয়োজনে দশরাত্র (পৃষ্ঠ্যবড়হ, ছন্দোম, অবিবাক্য), সংবৎসর, একাহ, অধীন, সত্র, প্রায়শ্চিত্ত ও ক্ষুদ্র এই সাতটি পর্বে। কৃকযজুর্বেদের সংহিতাগুলিতে মন্ত্রের কীকে কীকে ঐ মন্ত্রগুলি কে কখন কেন প্রয়োগ করবেন সেই আলোচনাও পাওয়া যায়। শুক্লযজুর্বেদের মন্ত্রগুলিও দর্শপূর্ণাশ, অগ্ন্যাদান, চাতুর্মাস্য, অগ্নিষ্টোম, বাজপেয়, রাজসূয়, সৌত্রামণী, চরন, অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, সর্বমেধ, প্রবর্ণ্য এইভাবে যজ্ঞের প্রকরণ অনুযায়ীই সাজান। যেসব যে অপর অংশ ব্রাহ্মণ সেই ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি যে আগাগোড়া যাগযজ্ঞের আলোচনাতেই পূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যাগযজ্ঞে ‘ব্রহ্মণ্’ বা মন্ত্রের যজ্ঞে কখন কিস্তাবে প্রয়োগ হবে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বলেই হয় তো নাম তার ব্রাহ্মণ। আরম্ভ্যকে যে প্রতীকী আলোচনা পাওয়া যায় তাও যজ্ঞকে কেন্দ্র করেই। উপনিষদে, বিশেষত বৃহদারণ্যকে ও ছান্দোগ্যে, যজ্ঞের প্রতীক্যমী আলোচনা আমরা পেয়ে থাকি। তাই বৈদিক যজ্ঞকে ঠিক ঠিক বুঝতে না পারলে বৈদিক সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধর্মের অনেক অংশই আমাদের কাছে না-বোকা থেকে যায়। বৈদিক শব্দের অর্থ আলোচনার ক্ষেত্রে যাজ্ঞিকদেরও যে কিছু বিশেষ বক্তব্য ছিল তাও আমরা যাক্ণের গ্রন্থ থেকে জানতে পারি (৫/১১/৫; ৭/৪/৩; ৭/২৩/৬; ১১/২১/৩; ১১/৩১/৫; ১১/৪২/৬; ১১/৪৩/৩ ইত্যাদি ব্র.)।

কেবল বেদই নয়, বেদান্তের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যাগযজ্ঞের আলোচনা অনেকখানি স্থান জুড়ে রয়েছে। বেদান্তের অবির্ভাব ঘটেছে বেদের কথা মাথায় রেখেই। বেদান্তের ছয় প্রকার ভেদের কথা আমরা প্রথম পাই সামবেদের ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণে— ‘চত্বারোহস্য বেদাঃ শরীরং ষড়্জান্যান্যানি’ (৪/৭)। বেদান্তগুলির নাম অবশ্য এখানে উল্লেখ করা হয় নি। মুণ্ডক উপনিষদে কিন্তু এই ছয় বেদান্তের প্রত্যেকটির নাম আমরা পেয়ে থাকি (১/১/৫)। যদিও এই উপনিষদে ছটি নামের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে (প্রত্যেকটি নামই রয়েছে একবচনে) এবং বেদান্ত ছটি বলেই আমরা জানি, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বেদান্তগ্রন্থের মোট সংখ্যা ছয়। ছ-টি বেদান্ত মানে ছয় শ্রেণীর বেদান্তগ্রন্থ। ছয় শ্রেণীর বেদান্তেরই মূল লক্ষ্য হচ্ছে বেদের মন্ত্রভাগ। শিক্ষা ও ছন্দের আলোচ্য বিষয় যথাক্রমে মন্ত্রের বিস্তৃত ও ছন্দোবদ্ধ উচ্চারণ। ব্যাকরণ ও নিরুক্তের লক্ষ্য বিস্তৃত পদজ্ঞান ও অর্থজ্ঞান, জ্যোতিষ ও কল্পের দৃষ্টি সঠিক সময়ের নিরূপণ ও যথাস্থানে মন্ত্রের যথাযথ প্রয়োগের দিকে। আমাদের মনে রাখার সুবিধার জন্য একটু সহজ করে বলা যেতে পারে যে, বেদ ও বেদান্ত সাহিত্য যেন তিন তিনটি করে ভাগে বিভক্ত। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের মধ্যে মন্ত্র ঋক্ (পদ্য), সাম (গান), যজুঃ (গদ্য) এই তিন প্রকারের। ব্রাহ্মণও আবার তিন রকমের— দ্রব্যযজ্ঞপ্রধান (শুদ্ধব্রাহ্মণ), প্রতীকযজ্ঞপ্রধান (আরণ্যক) এবং সৃষ্টিযজ্ঞপ্রধান বা জ্ঞানযজ্ঞপ্রধান (উপনিষদ)। বেদান্তও তিনটি তিনটি করে মোট ছয় প্রকারের। তার মধ্যে শিক্ষা, কল্প ও জ্যোতিষ মোটামুটিভাবে যজ্ঞপ্রধান এবং নিরুক্ত, ছন্দ ও ব্যাকরণ অর্থপ্রধান। ছন্দ যে অর্থের সঙ্গে যুক্ত তা আচার্য জৈমিনিও তাঁর “যজ্ঞার্থবশেন পাদব্যবহা” (পূ. মী. ২/১/৩৫) সূত্রাংশে বলেছেন। ঋক্‌সংহিতার অন্যতম ভাষ্যকার বেঙ্কটমাধবও বলেছেন— “পাদে পাদে সমাপ্যন্তে প্রায়োগার্থা অবান্তরাঃ” (ঋগ্‌ভাষ্যের ছন্দোহনুক্রমণী— ৮/১৪)।



বেদ যেন শরীরধারী এক পুরুষ, আর বেদান্তগুলি যেন তার বিভিন্ন অঙ্গ। পানিনিয় শিক্ষাগ্রন্থে রূপক আশ্রয় করে বলা হয়েছে— “ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কয়োহথ পঠ্যতে। জ্যোতিষাম্ অয়নং চক্ষুর্ নিরুক্তং শ্রোত্রম্ উচ্যতে। শিক্ষা দ্বাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং শ্রুতম্॥” (৪১, ৪২)— ছন্দ বেদপুরুষের পা, কল্প হাত, জ্যোতিষ চোখ, নিরুক্ত কাণ, শিক্ষা নাক, ব্যাকরণ মুখ। পা যেমন চলতে সাহায্য করে, হাত কর্মে ব্যাপৃত রাখে, চোখ পথ দেখায়, কাণ শুনে ও বুঝতে সাহায্য করে, নাক শ্বাস নিতে, ও মুখ আহারগ্রহণে সাহায্য করে, বেদান্তগুলিও বেদপুরুষের ক্ষেত্রে যেন ঠিক সেই সেই বিশেষ প্রয়োজনই সিদ্ধ করে। এই বেদান্তগুলির বীজ আমরা ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলির মধ্যেই পাই। বেদান্তগুলির যা যা বস্তুবিষয় বিবরণ সেগুলির কিছু কিছু বিকিষ্ট আলোচনা ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির

মধ্যেই পাওয়া যায় (কল্পসূত্রের বহুলাংশের মূল বিষয়বস্তু তো ব্রাহ্মণের মতোই)। এই বিষয়গুলি নিয়ে ব্রাহ্মণগ্রন্থের যুগে হয়তো তেমন ব্যাপক আলোচনা, বিচার-বিশ্লেষণ ও স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ অথবা সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে নি, কিন্তু সেই সময়ে বিষয়গুলি নিয়ে বিদ্বদ্ভ্রমর চলছিল চিন্তাভাবনা অবশ্যই শুরু হয়ে গিয়েছিল।

হয় বেদাদেশের মধ্যে 'কল্প' নামে যে বেদান্ত তার চারটি ভাগ—শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র, শুদ্ধসূত্র। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ হচ্ছে ঋতি, কারণ সেগুলির বিষয়বস্তু গুরুশিষ্য-পরম্পরায় সযত্নে বিশেষ নিয়ম পালন করে কাশে শুনে মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে এসেছে। এই ঋতিতে যে-সব কর্মের আলোচনা রয়েছে সেগুলি ঋতির অন্তর্গত বলে শ্রৌতকর্ম। শ্রৌতসূত্রের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এই-সব শ্রৌতকর্ম। সাতটি হবির্যজ্ঞ ও সাতটি সোমযাগ এই মোট দশটি শ্রৌতকর্ম বা শ্রৌতযজ্ঞ প্রসিদ্ধ। ঐতরেয় আরণ্যকে আবার বলা হয়েছে 'স এষ যজ্ঞঃ পঞ্চবিধোহগ্নিহোত্রঃ দর্শপূর্ণমাসৌ চাতুর্মাস্যানি পশুঃ সোমঃ' (২/৩/৩)। এই শ্রৌতযজ্ঞগুলির অনুষ্ঠান হয় তিনটি পৃথক্ কুণ্ডে রাখা আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণ নামে তিন অগ্নিকে (ত্রৈত্যগ্নিকে) প্রজ্জ্বলিত করে। অধিকাংশ শ্রৌতযজ্ঞেরই প্রাপ্য ফল হচ্ছে স্বর্গ অর্থাৎ অপার্থিব সুখ। কিছু কিছু কাম্য শ্রৌতকর্মও আবার আছে যেগুলির ফল একাত্তই পার্থিব বা বস্তুমুখী। যে কর্মগুলি কেবল স্বামী-স্ত্রীর নয়, পরিবারের অন্যান্য সদস্যেরও সমৃদ্ধি ও কল্যাণের সঙ্গে জড়িত সেগুলি হল স্মার্তযজ্ঞ। যেমন জাতকর্ম, উপনয়ন, বিবাহ, অশ্বোষ্টি ইত্যাদি। এগুলি মানুষের পার্থিব জীবনের সঙ্গেই যুক্ত। এগুলির অনুষ্ঠান হয় ত্রৈত্যগ্নিতে নয়, স্মার্ত অগ্নিতে, যার অপর নাম 'গৃহ্য', 'আবসখ্য', 'ঔপাসন' ও 'বৈবাহিক' অগ্নি। পিতার মৃত্যুর পরে সম্পত্তিবিভাজনের সময়ে অথবা বিবাহের সময়ে এই অগ্নিকে একটি পৃথক্ কুণ্ডে আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপন করতে হয়। অগ্নিহোত্র, পিতৃকর্ম ইত্যাদি কিছু যাগ আবার আছে যেগুলিকে আমরা শ্রৌত ও স্মার্ত দুটি রূপেই পাই। স্মার্তরাগণি যেন শ্রৌতরাগণেরই সরল সংক্ষিপ্ত এক সংস্করণ। যে আচার-আচরণ কেবল ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে যুক্ত নয়, আমাদের সমাজজীবনের সঙ্গেও জড়িত সেগুলি আলোচনা করা হয়েছে, ধর্মসূত্রে। এখানে অনুষ্ঠান নয়, আচরণই হল মুখ্য বিষয়। এইজন্য এই গ্রন্থগুলিকে সাময়্যচারিক সূত্রও বলা হয়ে থাকে। সময় শব্দের অর্থ কালক্রমে প্রচলিত রীকৃত প্রথা এবং আচার মানে আচরণ। চতুর্থপ্রকারের কল্প হচ্ছে শুদ্ধসূত্র। শুদ্ধ বলতে বোঝায় দড়ি— বেদি ও কুণ্ডকে মাপার দড়ি। এই মাপজোকের আলোচনা যে গ্রন্থে আছে তার নাম শুদ্ধসূত্র।

শ্রৌত, গৃহ্য, ধর্ম, শুদ্ধ নিয়ে কল্প নামে যে বেদান্ত তাকে কল্প বলার কারণ এই যে, 'কল্পাতে সমর্থ্যতে বাগপ্ররোগোহত্র' (ঋ. ভা. ভূ.— সা.)— এগুলির মধ্যে যজ্ঞের সম্পূর্ণ শরীর এবং কেবল যজ্ঞশরীরই নয় মানুষের ধর্মীয় ও লৌকিক জীবনযাত্রার আদর্শ পদ্ধতিও (সে-কালের দৃষ্টিতে) গড়ে তোলা (√ক্লপ্— ধা. ৭৬২; কৃপ সামর্থ্যে—দীক্ষিত; 'সামর্থ্যং কার্যকরীভবনম্'— বা. ম.) হয়েছে। কল্পশব্দের প্রচলিত অপর অর্থ উপায়, ব্যবস্থা (ভূঃ 'ইতি নু প্রথমঃ কল্পঃ'— আ. ১২/৬/১৪; 'উদারঃ কল্পঃ'— অতি. শকু. - পঞ্চম অঙ্ক)। কল্পগ্রন্থগুলি সূত্র, কারণ সূত্রে (সূতায়) যেমন অনেক তত্ত্ব পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও অভ্যন্তর সংহত হয়ে থাকে এখানেও তেমন প্রত্যেকটি বাক্যে বহু বক্তব্য সংহত হয়ে রয়েছে। একটি বাক্য থেকে তাই বহু বক্তব্য অর্থ নিঃসৃষ্ট হয়। এছাড়া প্রত্যেক সূত্র যেমন একটি দীর্ঘ বক্তব্য প্রস্তুত করতে সাহায্য করে তেমন এক একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য পরস্পর যুক্ত হয়ে এখানে যজ্ঞরূপ কল্পকে অর্থাৎ বিশাল যজ্ঞের শরীরকে গড়ে তুলতে সমর্থ করে তোলে। শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে সূত্র বলতে বোঝায় "অজ্ঞানস্ম অসন্দ্বিগ্নং সারবদ্ বিখ্যতো মুখম্। অস্তোভম্ অনবদ্যক্"— খুব অল্প অন্ধরে সীমিত শব্দে প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট সারগত বক্তব্য, যজ্ঞন্যায় ও প্ররোগের ব্যাপ্তিতে বা বিশাল, বাহ্যল্যবর্জিত ও সকল নিন্দ্যবাদের বা ত্রুটির উর্বে। সূত্রের লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য হল কত বেশী কথা বা দৃষ্টান্ত কত অল্প কথায় সূচিত করা যায়। এইজন্য বতটুকু না বললে চলে না সূত্রবাক্যে কেবল ততটুকু অংশই প্রকাশ করা হয়, অন্য পদগুলিকে রাখা হয় উহ্য। এই উহ্য পদগুলিকে পাঠক প্রলাভ থেকেই বুঝে নিতে পারবে ভেবেই বাক্যের মধ্যে তা অনুভব রাখা হয়। আগের বাক্যে যে পদ বলা

হয়ে গেছে প্রয়োজন থাকলেও পরের বাক্যে তাই তা আর বলা হয় না, আগের বাক্য থেকে তার জের (অনুবৃত্তি) টেনে পাঠককে তা বুঝে নিতে হয়। কেবল কল্পই নয়, প্রায় সমস্ত বেদাগ্রহই সূত্রের ভিত্তিতে রচিত। সূত্রের উদ্দেশ্য আমরা পাই বৃহদারণ্যকে— “সূত্রান্যনুযাখ্যানানি য়াখ্যানানি” (২/৪/১০; ৪/১/২; ৪/৫/১১)। এছাড়া ঐতরেয় আরণ্যকের পঞ্চম খণ্ডটি সূত্রের আকারেই রচিত (“অথৈতস্য সমাম্নায়স্য ইত্যাদি দ্বাদশাধ্যায়ীবৎ ‘মহাব্রতস্য পঞ্চবিংশতিম্’ ইত্যাদি পঞ্চমারণ্যকং সূত্রম্ এব”— ঐ. আ. ৫/১/১— সা. ভা.) এবং সামবেদের যে কয়েকটি অল্পখ্যাত ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণগ্রন্থ আছে সেগুলি নামে ব্রাহ্মণ হলেও (অনুব্রাহ্মণ) আকারে কিন্তু সূত্রই।

প্রাচীনকালে অনেক সময়ে গ্রন্থকে বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করে তার বিভিন্ন অংশকে বৃক্ষের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নামে চিহ্নিত করা হত। যেমন কাণ্ড, বকী, স্কন্ধ ইত্যাদি। বেদের ক্ষেত্রেও তেমন শাখা শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। কিন্তু শাখা এখানে ঠিক বৃক্ষের অঙ্গবিশেষের মতো বেদের অংশবিশেষকে বোঝায় না, বোঝায় একই বেদের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বা সংস্করণকে। সম্প্রদায় বা সংস্করণ অনুযায়ী একই বেদের অন্তর্গত মন্ত্রগুলির ক্রমবিন্যাসে ও সংখ্যায় বেশ পার্থক্য দেখা যায়। শাখায় শাখায় ভেদ কিন্তু সর্বত্র যে খুবই নগণ্য তা কিন্তু নয়। পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্য-গ্রন্থে বলেছেন যে, ঋগবেদের একুশ, সামবেদের এক হাজার, যজুর্বেদের একশ (বা একশ এক) এবং অথর্ববেদের নটি শাখা (‘পম্পশা’ অংশ দ্র.)। ‘চরণব্যুহ’ নামে অপর এক গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী ঋগবেদের মাত্র পাঁচটি এবং যজুর্বেদের ছিয়াশীটি শাখা। ভাগবত-পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী ঋগবেদের তের ও যজুর্বেদের পনেরটি শাখা। শাখার বা সম্প্রদায়ের ভেদ অনুযায়ী প্রত্যেক শাখারই নিজ নিজ মন্ত্রসংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং কল্পসূত্র থাকার কথা, কিন্তু কালক্রমে অনেক শাখাই পঠন-পাঠনের অভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কোন শাখায় তাই হয়তো সংহিতা পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু ঐ শাখার ব্রাহ্মণ ও কল্পসূত্রের কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। আবার কোন কোন শাখার ব্রাহ্মণগ্রন্থ হয় তো আছে, কিন্তু সেই শাখার সংহিতা ও কল্পসূত্রের কোন সন্ধান আমরা পাই না। ঠিক এই রকমই আবার কল্পসূত্রের মধ্যে কোন শাখার শ্রৌতসূত্র হয়তো আছে, কিন্তু সেই শাখার গৃহ, ধর্ম ও শুদ্ধসূত্র নেই অথবা গৃহ, ধর্ম ও শুদ্ধসূত্র থাকলেও কোন শ্রৌতসূত্র নেই। চার প্রকার কল্পসূত্রের মধ্যে কোন শাখার কি কি সূত্রগ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যায় তার একটি তালিকা এখানে দেওয়া হল—

শ্রৌত	গৃহ	ধর্ম	শুদ্র
ঋগবেদ :			
আশ্বলায়ন	আশ্বলায়ন ^৩	x	x
শাখায়ন	শাখায়ন	x	x
x	শাখ্যব্যুহ		
সামবেদ :			
মশক / আর্ষেকল্প			
+	x	x	x
ক্ষুদ্রসূত্র-পরিণিষ্ট			
জৈমিনীয়	জৈমিনীয়	x	x
লাট্যায়ন	x	x	x
দ্রাব্যায়ন (রাণায়নীয়)	দ্রাব্যায়ন	গৌতম ^১	x
x	গোভিল ^৩	x	x

শ্রৌত	গৃহ্য	ধর্ম	তত্ত্ব
কৃক্মযজুর্বেদ :			
বৌধায়ন (ভে) ^১	বৌধায়ন ^১	বৌধায়ন	বৌধায়ন
ভারদ্বাজ (")	ভারদ্বাজ	×	×
আপস্তম্ব (")	আপস্তম্ব	আপস্তম্ব	আপস্তম্ব
হিরণ্যকেশী ^২	হিরণ্যকেশী	হিরণ্যকেশী	হিরণ্যকেশী
বা			
সত্যাবাঢ় (")			
বৈখানস (")	বৈখানস	বৈখানস	×
বাথুল (")	বাথুল	×	×
কাঠক	কাঠক	×	কাঠক
মানব (মে) ^২	মানব	×	মানব
বারাহ (")	বারাহ	×	বারাহ
তন্ত্রযজুর্বেদ :			
কাত্যায়ন ^২	পারশুর	×	কাত্যায়ন
অথর্ববেদ :			
বৈতান	×	×	×
×	কৌশিক	×	×

(১) এঁদের 'পিতৃমেধসূত্র' আছে।

(২) মানব, কাত্যায়ন, শৌনক ও পৈঙ্গলাদ শাখার 'ব্রাহ্মকর্ম' আছে।

(৩) আখ্যলারনের গৃহ্যপরিশিষ্ট, গোভিলের কর্মগ্রন্থীপ, গোভিলসূত্রের গৃহ্যসংগ্রহ, বৌধায়নের পরিশিষ্ট, অথর্ববেদের পরিশিষ্ট ইত্যাদি ইত্যাদি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

উপরে একটি আর্গেই আমরা জেনেছি যে, সূত্রগ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে বক্তব্য বিবরণকে সেখানে উপস্থাপিত করা হয়। এক একটি সূত্র এক একটি বাক্য; কিন্তু প্রায়শই সেগুলি অসম্পূর্ণ বাক্য, যেন সংবাদপত্রের শিরোনাম। যদি ধরা যায়, যে সূত্রগ্রন্থের বিবরণ যত সংক্ষেপধর্মী এবং সুপরিষ্কৃত ও সুবিন্যস্ত পরিভাষার উপর যত বেশী নির্ভরশীল সেই সূত্রগ্রন্থ তত পরবর্তী, তা হলে উপরে উল্লিখিত শ্রৌতসূত্রগুলির বাটীনতার ক্রম হবে মোটামুটি এইরকম—

(১) বৌধায়ন, বাথুল, আর্ষেরকর্ম, জৈমিনীর, মানব শ্রৌতসূত্র। এই গ্রন্থগুলির বিবরণ অনেকাংশে ব্রাহ্মণগ্রন্থের মতোই এবং গ্রন্থের মধ্যে পরিভাষার প্রয়োগ তেমন নেই বললেই চলে।

(২) ভারদ্বাজ ও আপস্তম্ব—এই দুই সূত্রগ্রন্থে পরিভাষার অল্প কিছু প্রয়োগ দেখা যায় বটে, তবে তা সাধারণত যখন যে বাগের বিবরণ দেওয়া হয়েছে সেই বাগের প্রসঙ্গেই প্রশমন করা হয়েছে, স্বতন্ত্রভাবে ততটা করা হয় নি।

(৩) লাটায়ন ও দ্রাহায়ণ— এই দুই শ্রৌতসূত্রে কোন বিশেষ বাগের বিবরণ শুরু করার আগেই কিছু পরিভাষার উপস্থাপনা করা হয়েছে।

(৪) আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্র— এখানে গ্রন্থের শেষে (২৪/১-৪) পরিভাষা ও সাধারণ নিয়মাবলীর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

সবগুলি শ্রৌতসূত্রের মধ্যে মানব-শ্রৌতসূত্রেই সব চাইতে প্রাচীন বলে মনে করা হয়। বৌধায়নও একজন সুপ্রাচীন সূত্রকার, কারণ তাঁর রচনাশৈলী অনেকাংশেই ব্রাহ্মণগ্রন্থের মতো। এ ছাড়া বিন্দু মহলে তিনি সূত্রকার নন, প্রবচনকার-রূপেই স্বীকৃত। মনে রাখতে হবে যে, এই প্রবচন শব্দটি প্রাচীনকালে বেদের আলোচনা বা শিক্ষাদানের প্রসঙ্গেই ব্যবহৃত হত।

সূত্রগ্রন্থগুলি যে যে বিশেষ নামের সঙ্গে যুক্ত সেই সেই নামের ব্যক্তিবিশেষই যে ঐ গ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন তা কিন্তু জোরের সঙ্গে বলা যায় না, কারণ ঐ নামগুলি শাখাবিশেষের বা বিশেষ উপশাখার নাম, বংশনাম অথবা গ্রন্থকারের অপেক্ষায় বিদ্যাবংশের দিক থেকে প্রাচীনতর কোন পূজনীয় আচার্যের নাম হতে পারে। আপাতত আশ্বলায়ন নামে কোন ব্যক্তিবিশেষই আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রের রচয়িতা বলে ধরে নিয়ে এই সূত্রগ্রন্থ সম্পর্কে সামান্য কিছু আলোচনা করা যাক। ভেবারের (Weber) মতে জনৈক অশ্বলের সঙ্গে আশ্বলায়নের যোগ আছে (HIL—pg. 53)। আশ্বলায়ন হোতৃকর্মের বিবরণ দেওয়ার জন্য তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছেন। বৃহদারণ্যকে দেখা যায় অশ্বল নামে এক ব্যক্তি ছিলেন বিদেহরাজ জনকের ছোতা (৩/১/২, ১০)। এই অশ্বল তাহলে আশ্বলায়নের পূর্বপুরুষ হতেও পারেন। ব্রাহ্মণগ্রন্থে আয়ন-প্রত্যয়যুক্ত শব্দের সন্ধান অল্পই পাওয়া যায় এবং যে যে স্থানে পাওয়া যায় সেগুলি গ্রন্থের নূতন অংশ বলেই গণ্য করা হয়ে থাকে। নামে আয়ন-প্রত্যয়যুক্ত (অশ্বল + যক্ = আশ্বল + আয়ন =) আশ্বলায়ন তাই প্রাচীন ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি যে সময়ে রচিত বা প্রচারিত হয়েছিল সেই সময়ের লোক নন। আশ্বলায়ন তাঁর গ্রন্থের মধ্যে পূর্বজ আচার্য আশ্বরথ্যের নাম উল্লেখ করেছেন। এই অশ্বরথ বা আশ্বরথ্যের কন্য বা মতবাদকে পাণিনির একটি সূত্রের ('পুরাণপ্রোক্তেযু-' ৪/৩/১০৫) বৃত্তিতে আধুনিক বলে গণ্য করা হয়েছে। আশ্বলায়নের পূর্বসূরীই যদি আধুনিক হন, তাহলে আশ্বলায়ন নিজে নিশ্চরই আরও উত্তরবর্তী কালের লোক। তৌষলির নামও আশ্বলায়ন উল্লেখ করেছেন। পাণিনির (২/৪/৬১) সূত্রে এই তৌষলির নাম পাওয়া যায় এবং সেখানে ৬০ নং সূত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে, তিনি 'প্রাচ্য' অর্থাৎ পূর্বদিকের অধিবাসী।

অনেকে মনে করেন যে, কাভ্যায়ন তাঁর 'সর্বানুক্রমণী' নামে গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন শৌনকের 'বৃহদ্রসেবতা' নামে গ্রন্থকে অবলম্বন করে। এই বৃহদ্রসেবতার আশ্বলায়নের নাম পাওয়া যায়— "অশ্বাকম্ উত্তমং সূর্যং শ্রৌতীত্যাহাশ্বলায়নঃ" (বৃহ. ৪/১৩৯ ম.; 'অশ্বাকম্ উত্তমং কৃষীতাদিত্যম্ ইকমাণঃ'— আ. গৃ. ২/৬/১২)। আশ্বলায়ন তাহলে বৃহদ্রসেবতার এবং বৃহদ্রসেবতার অনুগামী কাভ্যায়নেরও পূর্ববর্তী। কাভ্যায়নের সর্বানুক্রমণীতে পাণিনি সম্রাট নয় এমন কিছু পদের প্রয়োগ মেলে। কাভ্যায়ন তাই পাণিনির পূর্ববর্তী। এই তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা হয় যে, আশ্বলায়ন (← বৃহদ্রসেবতা ← কাভ্যায়ন) বর্তমান ছিলেন খৃ.পূ. চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীরও পূর্বে। যদি ব্যাকরণের উপর যিনি বার্তিক রচনা করেছিলেন সেই কাভ্যায়ন এবং সর্বানুক্রমণী-গ্রন্থের রচয়িতা কাভ্যায়ন অতিরিক্ত ব্যক্তি হন, তাহলেও আশ্বলায়নের আবির্ভাবকাল খৃ.পূ. চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর পরবর্তী হতে পারে না, কারণ হিউয়েন সাঙের মতে বার্তিককারের আবির্ভাব ঘটেছিল বুদ্ধদেবের নির্বাণলভের তিনশ বছর পরে (খৃ. পূ. তৃতীয় শতক)।

বৃহদ্রসেবতার ব্যাকের (খৃ. পূ. ৫০০) উল্লেখ আছে (১/২৬; ৮/৬৫), কিন্তু সর্বানুক্রমণীর লেখক কাভ্যায়নের (৩৫০ খৃ. পূ.) কোন উল্লেখ নেই। যদি শৌনকই বৃহদ্রসেবতা লিখে থাকেন এবং এই শৌনকই আশ্বলায়নের আচার্য হন তাহলে আমাদের সূত্রকারের আবির্ভাব ৫০০-৩৫০ খৃ. পূ.-এর মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে ঘটেছিল

বলে মানতে হয়। প্রথম উপনিষদে (১/১; ৩/১) আমরা আশ্বলায়নের নাম পাই। কৈবল্য উপনিষদে (১/১) দেখা যায় মহাদেব স্বয়ং আশ্বলায়নকে নিজের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। চরকসংহিতা-গ্রন্থেও আশ্বলায়নের নাম পাওয়া যায়। সূত্রকার আশ্বলায়ন তাঁর গ্রন্থের শেষে শৌনকের নাম উল্লেখ করেছেন। যদিও তিনি তাঁর গ্রন্থে শেষ সূত্রের ঠিক আগের সূত্রে বহুবচনে বলেছেন ‘নম আচার্যেভ্যঃ’, কিন্তু শেষ সূত্রে শৌনকের নাম একবচনেই উল্লেখ করে বলেছেন— “নমঃ শৌনকায়” (১২/১৫/১৪)। সন্দেহ জাগে শৌনক কি তাহলে তাঁর আচার্য নয়, অর্থাৎ অগ্রজতুল্য এক বিশেষ ব্যক্তি মাত্র? প্রচলিত পরম্পরাগত বিশ্বাস অবশ্য এই যে, শৌনক আশ্বলায়নের আচার্যই।

একটি প্রাচীন শ্লোকে বলা হয়েছে “শিশিরো বান্ধলঃ সাংখ্যো বাত্‌স্যশ্ চৈব আশ্বলায়নঃ পঠিতো শাকলাঃ শিষ্যাঃ শাখাভেদপ্রবর্তকাঃ।।” — শিশির ইত্যাদি হচ্ছেন শাকলের শিষ্য। সর্বানুক্রমণীর উপর বড়গুরুশিষ্যের রচিত যে বৃত্তিগ্রন্থ আছে সেই বৃত্তিগ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী আশ্বলায়ন ও কাভ্যায়ন এই দু-জনেই ছিলেন শৌনকের শিষ্য — “শৌনকস্য শিষ্যোহভূদ্‌ ভগবান্ আশ্বলায়নঃ”। গৃহসূত্রে আচার্যতর্পণের প্রসঙ্গে আচার্য-পরম্পরার একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। সেই তালিকাতেও আশ্বলায়নের নামের আগে শৌনকের নাম পাওয়া যায়। “ঐতরেয়ং মহৈতরেয়ং শাকলং বান্ধলং..... শৌনকম্ আশ্বলায়নম্” (আ. গৃ. ৩/৪/৪)।

বেশ-কিছু গ্রন্থের সঙ্গে লেখক হিসাবে আচার্য শৌনকের নাম যুক্ত হয়ে আছে। ঐতরেয় আরণ্যকের ষোটি পঞ্চমখণ্ড, আচার্য সারণের মতে তা এই শৌনকেরই রচনা— ‘উক্তঞ্ চ শৌনকেন সুরাপকৃষ্ম উতয় ইতি’ (ঋ. ১/৪/১— ভাষ্য), ‘ঐকিহী তৃচাশীতির্ ইতি ঋগে শৌনকেন সূত্রিতম্’ (ঋ. ১/৮/১— ভাষ্য), ‘পঞ্চমারণ্যকম্ ঋষিপ্রোক্তং সূত্রম্’ (ঐ. আ. ৫/১/১— ভাষ্য)। এছাড়া আর্বানুক্রমণী, ছন্দোহনুক্রমণী, দেবতানুক্রমণী, অনুবাকানুক্রমণী, সূক্তানুক্রমণী, ঋগ্‌বিধান, বৃহদ্‌দেবতা এবং ঋক্‌প্রতিশাখ্যও শৌনকেরই রচনা বলে প্রসিদ্ধি আছে। এই শৌনক ঋগ্‌বেদের উপর একটি শ্রৌতসূত্রও না-কি লিখেছিলেন, কিন্তু পরে যখন দেখেন যে, তাঁর প্রিয় শিষ্য আশ্বলায়নও ঐ একই বিষয়ের উপর একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেছেন তখন তিনি নিজেই নিজের সেই গ্রন্থখানি নষ্ট করে ফেলেন। প্রাচীন পরম্পরা অনুযায়ী ঋক্‌সংহিতার দ্বিতীয় মণ্ডলের সূক্তগুলি ভাগর্ব শৌনকের বংশের ঋষিদের অবদান। দুই শৌনক অভিন্ন কিনা তা অবশ্য আমাদের ঠিক জানা নেই। মহাভারতের আদিপর্বে (১/১) দেখা যায় শৌনকের অনুষ্ঠিত যজ্ঞে বৈশম্পায়নের পুত্র সৌতি ঐ মহাগ্রন্থের বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছিলেন। সেই শৌনক যে আশ্বলায়নেরই আচার্য তার অবশ্য কোন উল্লেখ বা প্রমাণ সেখানে নেই। শতপথব্রাহ্মণে দুই শৌনকের উল্লেখ পাওয়া যায় (১৩/৫/৩/৫; ১৩/৫/৪/১; ১১/৪/১/২)— একজন শৌনক হচ্ছেন ইন্দ্রোত, যিনি পুরোহিত এবং অপর এক শৌনক ছিলেন উদীচ্য অর্থাৎ উত্তর অঞ্চলের অধিবাসী।

বর্তমানে আমরা ঋগ্‌বেদের দুটি মাত্র শ্রৌতসূত্রের সঙ্গে পরিচিত— একটি হচ্ছে আশ্বলায়নের, অপরটি শাখ্যায়নের। এই দুই শ্রৌতসূত্রের মধ্যে Hillebrandt (S.S.S.— pref. X), Maxmuller (HASL— pg. 92) এবং Macdonell (H.S.L.— pg. 206-7)-এর মতে শাখ্যায়নের গ্রন্থটিই হচ্ছে প্রাচীনতর। শাখ্যায়ন-শ্রৌতসূত্রের চতুর্দশ, পঞ্চদশ এবং ষোড়শ অধ্যায়ের বর্ণনা ব্রাহ্মণগ্রন্থের মতো এবং এই গ্রন্থে পুরুষমেধের বর্ণনা আছে (১৬/১০-১৪)। অপর পক্ষে আশ্বলায়নের সূত্রগ্রন্থের বর্ণনা তেমন ব্রাহ্মণধর্মী নয়, সূত্রধর্মীই এবং পুরুষমেধের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি নিয়ে কোন আলোচনাও সেখানে নেই। সম্ভবত তাঁর সময়ে এই যাগ সমাজে অপ্রচলিত বা নিষিদ্ধ হয়ে পড়েছিল বলেই পুরুষমেধের কোন বর্ণনা তিনি দেন নি। এই কারণে অনুমান করা যেতে পারে যে, শাখ্যায়ন আশ্বলায়নের অপেক্ষার পূর্বতরই। কীথ (A.B. Keith) কিন্তু এ-বিষয়ে বিপরীত মতই পোষণ করেন। তিনি বলেছেন যে, শাখ্যায়নের রচনা আশ্বলায়নের অপেক্ষার আরও বিস্তারধর্মী ও সুবিস্তৃত। তাছাড়া আশ্বলায়ন-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ ঐতরেয় আরণ্যকে (৫/১/৫) যে ভূতমৈত্বুনের বিধান দেওয়া হয়েছে শাখ্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে তার

নিন্দা করে বলা হয়েছে ‘তদ্ এতত্ত্ পুরাণম্ উত্সন্নং ন কার্যম্’ (১৭/৬/২)— এই প্রথা প্রাচীন ও উচ্চিন্ন, তাই তা পালন করতে নেই (ঋ. ব্রা. ২৪ পৃঃ; ঐ. আ. ভূ.— ৩১ পৃঃ ব্র.)। আখ্যায়ন তাই শাস্ত্রায়নের অপেক্ষায় পূর্ববর্তী।

ব্রাহ্মণ এবং শ্রৌতসূত্র দুয়েরই বিষয়বস্তু যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও তার পদ্ধতি। কিন্তু বিষয়বস্তু যজ্ঞানুষ্ঠান হলেও ব্রাহ্মণের সঙ্গে শ্রৌতসূত্রের অনেক পার্থক্য আছে, কারণ ব্রাহ্মণে সকল যজ্ঞের আলোচনা নেই এবং যে-সব যাগযজ্ঞের আলোচনা সেখানে আছে সেগুলির আনুপূর্বিক সমগ্র বিবরণও সেখানে দেওয়া নেই (প্রসঙ্গত পৃ. মী. ১/৩/১১-১৪ ব্র.), আছে বিশেষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কিত বিষয়েরই আলোচনা। এছাড়া ব্রাহ্মণে নানা গল্পকথা, মন্ত্রের সার্থকতাবিচার, শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থনির্দেশ ইত্যাদিও পাওয়া যায়। তবে প্রধানত যাগযজ্ঞের বিবরণ দেওয়াই হচ্ছে ব্রাহ্মণের মূল লক্ষ্য। শ্রৌতসূত্রেব একমাত্র লক্ষ্য কিন্তু অনুষ্ঠানে কোন্ ঋত্বিকের কখন কি করণীয় তা নির্দেশ করা। ব্রাহ্মণের মতো শ্রৌতসূত্রগুলিও বেদের বিশেষ বিশেষ শাখার সঙ্গে যুক্ত। প্রচলিত প্রাচীন বিশ্বাস অনুসারে আখ্যায়ন-শ্রৌতসূত্র ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের সঙ্গে যুক্ত এবং ঐতরেয়-ব্রাহ্মণেরই অনুগামী। আচার্য সায়ণ ঋক্সংহিতার উপর তাঁর ভাব্যের ভূমিকায় একস্থানে নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন যে, আখ্যায়ন কি (ঋক্-) সংহিতা অথবা ঐতরেয়-ব্রাহ্মণকে অনুসরণ করে তাঁর শ্রৌতসূত্র রচনা করেছেন? এই প্রশ্ন তুলে তিনি তার সমাধানের চেষ্টাও করেছেন। প্রথমে সম্ভাব্য বিপরীত বা বিপরীত ভাবনার কথাই তুলে বলেছেন যে, আখ্যায়ন যদি সংহিতায় সম্বলিত মন্ত্রের বিনিয়োগ প্রদর্শন করার জন্যই তাঁর গ্রন্থ রচনা করে থাকেন তাহলে তিনি কেন ঋক্সংহিতার ‘অগ্নিমীক্ষে-’ এই প্রথম সূক্তটি যে অনুষ্ঠানে প্রয়োগ করা হয় সেই প্রাতঃসম্বাক বা সোমযাগের বিবরণ প্রথমে দেন নি? আর যদি ব্রাহ্মণের ক্রমকেই তিনি অনুসরণ করে থাকেন, তাহলে ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে প্রথমে দীক্ষণীয়া ইষ্টির কথা বলা থাকে সন্ত্বেও সূত্রকার সেই যাগের বর্ণনা দিয়ে গ্রন্থ শুরু না করে প্রথমে দর্শপূর্ণমাস-ইষ্টির বিবরণ কেন দিয়েছেন? বিরুদ্ধ প্রশ্নটির সমাধান করেছেন তিনি এইভাবে— ঋক্সংহিতায় মন্ত্রগুলিকে যজ্ঞে প্রয়োগের ক্রম অনুযায়ী সাজান হয় নি, তাই সংহিতার ক্রম আখ্যায়ন অনুসরণ করেন নি। প্রসঙ্গত বৃত্তিকার নারায়ণের এই মন্তব্যটিও এখানে উল্লেখ্য— “ব্রাহ্মণোক্তস্য ক্রমস্য ক্রত্বর্থাৎ সমান্নাসিন্ধস্যাক্রত্বর্থাৎ সমান্নাসিন্ধস্য প্রয়োগো ন প্রাপ্নোতি” (আ. ৫/৯/২৪), “এবং চ সূত্রপ্রণয়নেনান্নদব্রাহ্মণম্ অনুসৃতং ভবতি” (আ. ৭/১/৩-বৃত্তি)।

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে দীক্ষণীয়া ইষ্টির বিবরণ প্রথমে থাকলেও তা বিকৃতিযোগ বলে ঐ দীক্ষণীয়ার বর্ণনা না দিয়ে প্রথমে দর্শপূর্ণমাস নামে প্রকৃতিযোগেরই বিবরণ দিয়ে আখ্যায়ন তাঁর গ্রন্থ শুরু করেছেন। প্রকৃতি (মূল হ্রীদ)-যাগের স্বরূপ না জানা থাকলে তো বিকৃতি-যাগের (হ্রীদ বা আদল অনুযায়ী গঠিত অপর যাগের) অনুষ্ঠান ঠিক ঠিক করা যায় না, কারণ বিকৃতি-যাগের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে মোটামুটিভাবে প্রকৃতি-যাগেরই অনুসরণে। অন্যান্য বেদের সংহিতায় কিন্তু যাগের ক্রম অনুযায়ীই ‘ইবে দ্বা-’ ইত্যাদি মন্ত্র বিন্যস্ত হয়েছে বলে আপত্ত্য প্রকৃতি সূত্রকার তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে সংহিতার ক্রমকেই অনুসরণ করেছেন।

এখানে আর একটি প্রশ্ন জাগে যে, গ্রন্থটি যখন ঋগ্বেদের সঙ্গেই যুক্ত তখন দর্শপূর্ণমাসে যে ঋক্সমন্ত্রগুলি পাঠ করতে হয় কেবল সেই ‘প্র বো—’ ইত্যাদি ঋক্সমন্ত্রেরই বিনিয়োগ এই শ্রৌতসূত্রে দেখান হল না কেন? সেগুলি ছাড়াও সংহিতার অন্তর্গত নয় এমন ‘নমঃ প্রবক্ষে—’ ইত্যাদি মন্ত্রেরও প্রয়োগ কেন এখানে দেখান হয়েছে? ভাষ্যকার সায়ণ বলেছেন যে, এই সবই হল ‘ওলোপসংহ্যার’ অর্থাৎ নিজ শাখার বিরোধী না হলে এক শাখার মন্ত্র ও কর্ম অপর শাখায় অন্তর্ভুক্ত (উপসংহ্যার) করে নিয়ে কর্ম করা। যোগে হোতাদের কেবল ঋক্সংহিতার মন্ত্রগুলি পাঠ করলেই চলে না, অতিরিক্ত কিছু মন্ত্রেরও প্রয়োজন পড়ে বন্ধে সেগুলিরও উল্লেখ সূত্রগ্রন্থে করতে হয়েছে।

আচার্য সায়ণের অন্তিমত শোনার পরেও আখ্যায়ন যথার্থই ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের অনুগামী কিনা তা নিয়ে

আমাদের মনের মধ্যে কিছু সংশয় কিন্তু অবশ্যই থেকে যায়। যদি ঐতরেয়ের মতের পরিবেশনেই তিনি প্রবৃত্ত হয়ে থাকেন, তাহলে গ্রন্থের মধ্যে পৃথক করে কেবল কয়েকটি স্থানে 'ঐতরেয়িণঃ' বলে ঐতরেয়ীদের মত উল্লেখ করেছেন কেন? ঐতরেয়গর্হী যদি তিনি হন, তাহলে বিশেষ কিছু মত তো নয়, গ্রন্থের সকল মতই তো ঐতরেয়ীদেরই মত। বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে ঐতরেয়ী বলে উল্লেখ করার তাই কি প্রয়োজন? যদি ধরা হয় যে, ঐতরেয়ীদের পথই তাঁর পথ বলে তাঁদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করার উদ্দেশ্যেই 'ঐতরেয়িণঃ' বলেছেন, তাহলেও সংশয় দূর হয় না, কারণ ৯/১/৩ এবং ১০/১/১৩-১৬ সূত্রে দেখা যাচ্ছে যে ঐতরেয়ীদের মতের অপেক্ষায় তাঁর মত ভিন্ন। অন্যত্রও যেখানে ঐতরেয়ীদের মতের উল্লেখ করা হয়েছে সেখানেও দেখতে পাই নিজে উদাসীন বা নিঃস্পৃহ থেকেই তিনি তাঁদের মতের উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে বর্ণিত হয় নি এমন দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি অনেক বাগের আলোচনা আশ্বলায়ন করেছেন। দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি বাগ যে ব্রাহ্মণের যুগে প্রচলিত ছিল না, পরবর্তী কালে সেগুলির আবির্ভাব ঘটেছিল এমন কথাও বলা চলে না, কারণ বাজসনেয় ও তৈত্তিরীয় সংহিতায় সেগুলির বিবরণ আমরা পেয়ে থাকি।

সূত্রকারদের রীতি হচ্ছে মন্ত্রের বিনিয়োগ অর্থাৎ যজ্ঞে প্রয়োগ নির্দেশ করার সময়ে মন্ত্রটি নিজ শাখার অন্তর্গত হলে তাঁরা কখনই সম্পূর্ণ মন্ত্র উদ্ধৃত করেন না, শিষ্যদের নিকট সেগুলি অত্যন্ত পরিচিত বলে শুধু মন্ত্রের প্রারম্ভিক অংশবিশেষেরই উল্লেখ করে থাকেন। যদি যজ্ঞে অতিরিক্ত কোন মন্ত্রের প্রয়োজন হয় বা তাঁদের নিজ শাখায় প্রচলিত নেই, গুরুগৃহে যা পড়ান হয় নি, তাহলে অবশ্য তাঁরা সেই মন্ত্রটি পাঠার্থীদের নিকট অপরিচিত বলে সম্পূর্ণরূপেই উদ্ধৃত করেন। আশ্বলায়ন যদি ঐতরেয়শাখারই অনুগামী হন, তাহলে ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে 'দম্বা সেবাঃ' এই মন্ত্রটি সংক্ষেপে (সংক্ষেপকে 'প্রতীক' বলা হয়) উল্লেখ করা হয়ে থাকলেও তিনি কেন তা সম্পূর্ণরূপে উল্লেখ করেছেন (৫/১৮/২)? এই মন্ত্রটি প্রচলিত ঋকসংহিতায় নেই এবং শাঙ্খায়নও তাঁর শ্রৌতসূত্রে (৮/৩/৪) মন্ত্রটি সম্পূর্ণরূপেই উল্লেখ করেছেন। এ থেকে আমরা আরও বুঝতে পারি যে, ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের অনুসৃত সংহিতা বর্তমানে প্রচলিত ঋক-সংহিতার অপেক্ষায় 'নিম্ন'। এই রকম ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের ৪/২-৫ অংশে এমন বেশ-কিছু মন্ত্র আছে যা সেখানে প্রতীকের মাধ্যমে উল্লিখিত হয়ে থাকলেও আশ্বলায়ন কিন্তু সেগুলি নিজগ্রন্থে পূর্ণাঙ্গরূপেই উদ্ধৃত করেছেন (৪/৬, ৭)। যে মন্ত্রগুলি ব্রাহ্মণগ্রন্থে প্রতীকের মাধ্যমে উল্লিখিত হয়ে থাকলেও আলোচ্য শ্রৌতসূত্রে সংক্ষেপে নয়, সম্পূর্ণরূপেই উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলি হল—

অগ্নির্মুখং	ঐ. ব্রা.	১/৪	আ. শ্রৌ.	৪/২/৩
অগ্নিস্ত বিবেক	"	"	"	"
অস্তি ত্যং সেবাঃ	"	৪/২; ২২/৮	"	৪/৬/৩
আ নো যাহি তপসা	"	৩২/৭	"	৩/১২/২৯
আ যস্মিন্ সপ্ত	"	৪/৫	"	৪/৭/২১
আয়াহি তপসা	"	৩২/৭	"	৩/১২/২৯
ইয়ং সিদ্ধে	"	৪/২	"	৪/৬/৩
উপ স্রব	"	৪/৫	"	৪/৭/৪
(উরু বিবেক-পরোক্ষ)	"	১৩/৮	"	৫/১৯/৩
এব ব্রহ্মা য ঋত্বিয়	"	১৬/৩	"	৬/২/২
(বৃতাহবনো-পরোক্ষ)	"	১৩/৮	"	৫/১৯/৩

তপ্তো বাং	ঐ. বা.	৪/৫	আ. শ্রৌ.	৪/৭/৫
স্বমগ্নে ব্রতভঙ্গুটি	"	৩২/৭	"	৩/১২/১৬
দমনা দেবঃ	"	১৩/৫	"	৫/১৮/২
(ধাতা দদাতু-পরোক্ষ)	"	১৫/৩	"	৬/১৪/১৬
(ধাতা প্রজ্ঞানাম্-')	"	"	"	৬/১৪/১৬
ব্রহ্ম জজ্ঞানং	"	৪/২	"	৪/৬/৩
ভদ্রাদভি	"	৩/২	"	৪/৪/২
মহান্ মহী	"	৪/২	"	৪/৬/৩
মহীম্ যু	"	২/৩	"	২/১/৩৪; ৪/৩/৩
যদুস্মিয়া	"	৪/৫	"	৪/৭/৯
যয়োরোজসা	"	১৩/১৪; ৩২/৪	"	৫/২০/৬
বি যত্ পবিত্রং	"	৪/৩	"	৪/৬/৬
বিশ্বা আশা	"	৪/৫	"	৪/৭/৭
বৈশ্বানরো ন উতয়ে	"	২৪/২	"	৮/১১/৫
ব্রতানি বিজদ্	"	৩২/৭	"	৩/১২/১৬
সমিদ্ধো অগ্নিরশ্বিনা	"	৪/৫	"	৪/৭/৪
সমিদ্ধো অগ্নির্ বৃষণা	"	"	"	"
সাবীর্হি দেব	"	৫/৪	"	৪/১০/১
স্বাহাকৃতঃ শুচির্দেবেষু	"	৪/৫	"	৪/৭/১০

এমন কিছু মন্ত্র আবার আছে যা ব্রাহ্মণে এবং সূত্রে উভয়ত্রই সম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন— 'হুতং হবিঃ-', 'ইহ রমেহ-', 'উপসৃজন্-', 'বিশ্বস্য দেবী-' (ঐ. ব্রা. ৪/৫; ২৪/৩; ঐ; ১৭/৪; আ. শ্রৌ. ৪/৭/১৭; ৮/১৩/১; ৮/১৩/২; ৬/৫/১৮)। এখানে অবশ্য এ-কথা বলা যেতে পারে যে, বেদপন্থী সমাজে সংহিতার পঠন-পাঠনই ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল বলে সূত্রগ্রন্থে সংহিতার বহির্ভূত কোন নূতন মন্ত্র উদ্ধৃত হলে তা সেখানে (সূত্রে) প্রতীকে গ্রহণ করা হত না, উদ্ধৃত হত সম্পূর্ণরূপেই। উল্লেখ্য যে, ব্রাহ্মণের 'উপসৃজন্-', 'জ্ঞানো ন বা-' (ঐ. ব্রা. ২৪/৩; ১৭/৪) এই দুই স্থলে সূত্রে 'উপসৃজং' এবং 'জ্ঞানোহনরা' (আ. শ্রৌ. ৮/১৩/২; ৬/৫/১৮) পাঠ পাওয়া যাচ্ছে। দুটি ক্ষেত্রেই সম্ভবত লিপিকারের লিপির ভঙ্গিই পার্থক্যের কারণ, মূল পাঠে কোন ভেদ নেই। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে (১/৫) দীক্ষণীয়া ইষ্টির বিষ্টকৃৎ-অনুষ্ঠানে কামনাভেদে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র প্রয়োগ করতে বলা হয়েছে, কিন্তু আশ্বলায়ন তাঁর গ্রন্থে সেগুলির কোন উল্লেখ করেন নি। ব্রাহ্মণে (১৩/১০) অগ্নিমারুত শব্দে 'আ তে পিতর্-' (খ. ২/৩৩/১) মন্ত্রটি পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে, কিন্তু আশ্বলায়নের সূত্রগ্রন্থে মন্ত্রটির কোন বিধান সংশ্লিষ্ট অংশে পাওয়া যায় না। ঐতরেয়ের পত্নবিভাগের (৩১/১) প্রকরণটির সঙ্গে অবশ্য আশ্বলায়নসূত্রের (১২/৯) আক্ষরিক মিল রয়েছে।

বৃত্তিকার নারায়ণ গ্রন্থের প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যাতোই বলেছেন—^{১৪} 'এতস্যেতি শব্দো নিবিড়-প্রৈব-পুরুষাক-কৃত্যপ-বালবিল্য-মহানামী-ঐতরেয়ব্রাহ্মণসংহিতস্য শাকলস্য বাহুলস্য চান্নায়কস্য এতদ্ আশ্বলায়নসূত্রং নাম প্রয়োগশাস্ত্রম্'

ইত্যথেতুসম্বন্ধবিশেষং স্যোতয়তি”। তাঁর মতে নিবিদ্, শ্রৈবাত্ম্যায়ের শ্রৈব, পুরোরাক্, কুস্তাপসূক্ত, বালবিল্যসূক্ত, মহানামী নামে মন্ত্র এবং ঐতরেয়ব্রাহ্মণ-সমত শাকলশাখার এবং বাঙ্লশাখার যে বেদ সেই দুই বেদেরই সঙ্গে সম্পর্কিত এই সূত্রগ্রন্থ। বৃত্তিকার আরও বলেছেন— “এতস্যৈব সম্যগ্-অভ্যাসবুদ্ধস্য ইদং শাস্ত্রং, ন বিলানাং সম্যগ্-অভ্যাসরহিতানাং..... শ্রৌতেষু এব খিলরহিতং, গার্হ্যেষু সখিলত্বম্ এবেতি জ্ঞায়তে” অর্থাৎ এই দুই শাখার বেদেরই মূল অংশ সম্প্রদায়বিশেষের বেদার্থীরা গুরুগৃহে ও নিজগৃহে আগাগোড়া আবৃত্তি ও অনুশীলন করে থাকেন। যে অংশগুলি সেই প্রকারে অনুশীলন করা হয় না সেগুলি খিল এবং ঐ খিল বা পরিশিষ্ট অংশের বিনিয়োগ এই শ্রৌতসূত্রগ্রন্থে প্রদর্শন করা হবে না, হবে গৃহ্যসূত্রে। কিন্তু আমরা যে শাকল ও বাঙ্ল শাখার সংহিতার কথা বর্তমানে জানি সেই দুই সংহিতার খিল অংশেরও বিনিয়োগ সূত্রকার তাঁর গ্রন্থের মধ্যে নির্দেশ করেছেন। তাছাড়া নিবিদ্ ইত্যাদি মন্ত্রকেও তো সংহিতার মূল গ্রন্থের মধ্যে আমরা পাই না, পাই খিল অংশে। সেগুলির বিনিয়োগ তাহলে সূত্রকার দেখালেন কেন (যেমন ৮/৩ খণ্ডে)? এখানে আরও একটি প্রশ্ন এই যে, ‘এতস্য’ এবং ‘সমাদ্ভারস্য’ এই একবচনের পদ থেকে আমরা দুটি শাখার বেদকে বুঝব কেন?

অপর ব্যাখ্যাকার সিদ্ধান্তী কিন্তু এ-বিষয়ে নিশ্চিত নন যে, আলোচ্য শ্রৌতসূত্র ঠিক কোন্ বিশেষ শাখার অন্তর্গত। তাঁর মতে ঋগ্বেদের কোন এক বিশেষ শাখাকে অবলম্বন করেই এই সূত্রগ্রন্থটি রচিত এবং সেই শাখা শাকলও হতে পারে অথবা বাঙ্লও হতে পারে— “অস্তি কশ্চিৎ সমাদ্ভারবিশেষঃ অনেন আচার্যেণ অভিপ্রেতঃ স্যাত্ শাকলকো বা বাঙ্লকো বা সহ নিবিদ্-পুরোরাক্গাদিভিস্”। এ-কথা ঠিক যে, নিবিদ্, পুরোরাক্ ইত্যাদির কথা নারায়ণ এবং সিদ্ধান্তী দু-জনেই তাঁদের ব্যাখ্যায় বলেছেন এবং আখ্যায়ন এই মন্ত্রগুলিরও বিনিয়োগ দেখিয়েছেন। কিন্তু প্রচলিত সংহিতায় এগুলি মূল গ্রন্থের অন্তর্গত নয়, খিলেরই অন্তর্ভুক্ত। তাহলে ‘এতস্য সমাদ্ভারস্য’ কি অন্য কোন এক সংহিতা বা শাকল ও বাঙ্ল শাখার সংহিতার অপেক্ষায় ভিন্ন এবং যেখানে নিবিদ্, শ্রৈব ইত্যাদি ছিল খিল নয়, মূল গ্রন্থেরই অন্তর্গত? তেমন কোন সংহিতা আর অবশিষ্ট ও প্রকাশিত নেই বলে উত্তরটি অস্পষ্টই থেকে গেল।

জনৈক ব্যাভির রচিত ‘অষ্টবিকৃতিবিত্তি’ নামে একটি গ্রন্থ আছে। ঐ গ্রন্থের “শৈশিরীয়ে সমাদ্ভারে ব্যাভিনৈব মহর্বিণ। জটাদ্যা বিকৃতীর্য অষ্টৌ লক্ষ্যন্তে নতিবিস্তরম্।।” (১/৪) শ্লোকে বলা হয়েছে যে, মহর্বি ব্যাভি শৈশিরীয় বেদের ক্ষেত্রে জটাপাঠ প্রভৃতি আট প্রকার বিকৃতিপাঠের কথা অনতিবিস্তৃতভাবে বলেছেন। এই শ্লোকের ‘এর’ শব্দটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে টীকাকার ‘ইতিহাস’ বলে অভিহিত করে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। তার মধ্যে একটি শ্লোক হল পূর্বোক্ত “শিশিরো বাঙ্লঃ সাধ্যো বাত্‌স্যশ্চৈবান্ধলায়নঃ। পঞ্চৈতে শাকলাঃ শিম্বাঃ শাখাভেদপ্রবর্তকাঃ।।”— শিশির, বাঙ্ল, সাধ্য, বাত্‌স্য ও আখ্যায়ন এই পাঁচ জন হচ্ছেন শাকলের পাঁচ শিষ্য এবং তাঁরা বৈদিক শাখার প্রবর্তক। এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করে টীকাকার বলেছেন ‘এব’ শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে এই পাঁচটি শাখার বিকৃতিপাঠের কথা আচার্য ব্যাভির মত অনুসারে বলা হচ্ছে, মাণ্ডুকেয়ের মত অনুসারে বলা হচ্ছে না।

শাকলের বারী শিশির প্রভৃতি পাঁচ শিষ্য তাঁরা ‘গোত্রৈল্লুগিচি’ (পা. ৪/১/৮৯) অনুসারে ‘শাকল’। শাকলদের পাঁচটি আশ্রয় বা শাখাই ‘শাকলাদ্ বা’ (পা. ৪/৩/১২৮) অনুসারে শাকল ও শাকলক বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। শিশির, বাঙ্ল প্রভৃতি পাঁচটি শাখাই তাই শাকল শাখাও বটে। ‘অনুবাকানুক্রমণী’ গ্রন্থে তাই শৈশিরীয় শাখার সংহিতার বিবরণ দিতে গিয়ে বহুবচনে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ‘শাকলাঃ’ অর্থাৎ হে শাকলেরা, তোমরা শোন— “ঋগ্বেদে শৈশিরীয়ায়াং সংহিতায়াং বথাক্রমম্। প্রমাণম্ অনুবাকানাং সূত্রেঃ শৃণুত শাকলাঃ।।” বহুবচনে সম্বোধন করার কারণে অনুবাকানুক্রমণী শৈশিরীয়সংহিতাকে অবলম্বন করে রচিত হলেও তা শাকল-সম্প্রদায়ের পাঁচটি শাখার কেবলই সমানভাবে প্রযোজ্য বলে বুঝতে হবে।

উপরে যা বলা হল তা থেকে শাকল-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত শিশির, বাঙ্ল, সাঙ্খ্য, বাত্‌স্য ও আঙ্খলায়ন ঋষিদের এই পাঁচ শাখার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। ‘চরণব্যূহ’ গ্রন্থে আবার আঙ্খলায়ন, শাঙ্খায়ন, শাকল, বাঙ্ল ও মাতৃকেয় এই পাঁচটি শাখার নাম পাওয়া যায়। সাম্রাজ্যের মতে ‘শাকল’ বলতে এখানে শাকল-সম্প্রদায়ের প্রথমোক্ত শিশিরকেই বুঝতে হবে (সামবেদের দুটি আর্চিককেই ছন্দোবদ্ধ হলেও যেমন পূর্ব আর্চিককেই ‘ছন্দোগ্রহ’ বলা হয় এখানেও ঠিক তেমনই)। যদিও চরণব্যূহের টীকাকার মহিদাসের মতে সাংখ্য ও শাঙ্খায়ন অভিন্ন, তবুও সাম্রাজ্যের মতে দুটি শাখা পরস্পর ভিন্নই। দুটি তালিকা মিলিয়ে দেখলে তাই ঋষিদের মোট সাতটি শাখার নাম পাওয়া যাচ্ছে — শিশির, বাঙ্ল, সাঙ্খ্য, শাঙ্খায়ন, বাত্‌স্য, আঙ্খলায়ন, মাতৃকেয়। দেবীপুরাণে বলা হয়েছে “শাখাস্ তু ত্রিবিধা ভূপ শাকলা যাক্ষমণ্ডকাঃ” (১০৭/১৫)। এখানেও ‘শাকল’ মানে শাকল-সম্প্রদায়ের অগ্রগণ্য শিশির; মণ্ডক আর মাতৃকেয় অভিন্ন। কেবল যাক্ষের নামই অতিরিক্ত পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে ঋষিদের মোট আটটি শাখার সন্ধান আমরা পাচ্ছি — ঐ শিশির ইত্যাদি সাতটি এবং যাক্ষ। এই আটটি শাখার মধ্যে শাকল (শিশির) ও মাতৃকেয় অধিকতর প্রাচীন, কারণ ঐতরেয় আরণ্যকে (৩/১/১,২) এই দুই জনের নাম পাওয়া যায়। অন্যগুলি এই দুই শাখারই অনুশাখা।

শাকল সম্প্রদায়ের পাঁচটি শাখার মধ্যে বর্তমানে কেবল আঙ্খলায়ন শাখাই পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যে বর্তমানে যে শাখা প্রচলিত তা ‘আঙ্খলায়ন’ নামে পরিচিত। অগ্নিপু্রাণে শাকলদের মধ্যে একমাত্র আঙ্খলায়নেরই উল্লেখ আছে। গৌড়রাজ লক্ষ্মণসেনের তাম্রফলকে ‘আঙ্খলায়নশাখাধ্যায়িনে’ এই উক্তিটি পাওয়া যায়। স্বপ্নপুরাণের শ্রীমালখণ্ডে ৭০-তম অধ্যায়ে ঋষিদের এই একটি শাখারই নাম বারে বারে উল্লেখ করা হয়েছে। গুর্জরের শ্রীমাল প্রদেশে বহু দিন থেকেই ঋষিদের আঙ্খলায়ন শাখা প্রচলিত ছিল।

আঙ্খলায়ন-শ্রৌতসূত্রে আমরা এমন কিছু শব্দের সন্ধান পাই যেগুলির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োগ বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গেই মেলে, পাণিনির নির্দেশের অথবা লৌকিক সংস্কৃতির প্রয়োগের সাথে মেলে না। যেমন স্ম্যগ্রঃ (স্ম্য + অগ্রঃ— আ. ৯/৭/১৪) ঐচ্ছন্তঃ (আ + ইচ্ছন্তঃ— ১০/৫/১৩), তান্‌ত্‌ স্ম (তান্ + স্ম— ৫/৫/২৮) অপশ্যন্তোহবানীকমাণাঃ (৫/৩/২০), তাবতিসূক্তাঃ (তাবত্‌সূক্তাঃ— ৮/৫/৭), পাপ্যা কীর্ত্যা (৯/৭/২০), অস্মীম্ (১২/৬/৩৩— পাঠান্তর অবশ্য অস্মাম্), অঙ্গুমস্তৌ (২/১৩/৩; ৬/১৩/৬), উস্তরে (৫/১৮/৯), অপাং পূর্ণাঃ (৬/১২/৬), রথস্তরস্য নৌধস্য পূর্বাম্ (৮/৬/১১, ২০), চরুহালি (২/৬/৪), দীক্ষিতোতৃষিতাঃ (৬/১৪/২৩), তস্যোতৃতমাদিশস্তান্যং (সমাস ও ‘তস্য’ পদে তৃতীয়া বিভক্তির স্থানে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ লক্ষণীয়, তবে শুদ্ধপাঠ ‘উত্তমাদিং’ হলে কোন ব্যতিক্রম হয় না — ৭/১১/৪১, ৪২), অলং-প্রজননঃ (৯/৭/২০), সৌর্বাচাক্ষমসীজ্যাম্ (৯/৮/১), সদোহবির্ধানি (বহুবচন লক্ষণীয়— ১২/৬/৫), পিহিতঃ (‘অপি’ এই উপসর্গের অ-কার লোপ পাওয়ার এক প্রাচীন দৃষ্টান্ত— ৯/৭/২০), দেবতলক্ষণা (২/১৪/২০), পত্নীশালম্ (১২/৬/৬), নিমুজ্জৈত (নিমুজ্যাত্— ২/৬/৫), নিপ্তান্ (নিপ্তান্— ২/৭/১), ওদেতোঃ (তুম্-প্রত্যয়ের অর্থে তোস্-৬/৫/৮), প্রবরিহা (৪/১/১৮), অভ্যসিহা (৫/১৫/৬), প্রত্যসিহা (৮/১২/১৭), সমসিহা (৬/৪/৩), সৎভক্ষরিহা (৫/৬/৩), গারাত্ (১০/৭/১০; ৯/৯/১২), অবহ্নায়াত্ (১০/৮/৪), প্রশিহ্যাত্ (১২/৯/৫), অভ্যন্যাঃ প্রজা বৃহদ্বন্ (উপসর্গ ও ধাতুর মধ্যে ব্যবধান— ১০/৩/১৭), অস্তি যজ্ঞগাথা গীয়তে (৫/৫/২৮; ৮/১৩/৩৪), বি পাঞ্ছনা বর্ষসত্যঃ (১১/৫/২), সংহাপ্য (= সংহায়— ১২/৬/১৭), নিনীত্‌সেহ্ (নিন্‌ + সন্— ৯/১১/১), স্যমান-প্রত্যয়ান্ত ধাতু (ব্যক্‌মান, আরণ্যমান ইত্যাদি), বৈশ্বদেব্যা হবীবি (৯/২/৯), সপ্তদশ সপ্তদশানি (৯/৯/২৩), পরাত্ (সপ্তমী বিভক্তির লোপ— ৫/৯/১), সূক্তরোরুতরা (ষষ্ঠী বিভক্তি— ৫/১২/১১), অঙ্গং চন (৯/৩/১৩), আনুপূর্বম্ (৮/১৩/৩৭— ‘আনুপূর্বম্’ এই পাঠান্তর মানলে অবশ্য কোন ব্যতিক্রম নেই), অঙ্গীভ্যাং (পাঠান্তর আছে— ৫/৬/৮)। এছাড়া

আবৃত্তা (মন্ত্রসমেত— ৬/৮/২৩), সমাবৃত্ত (সমান— ৯/১/১০), মধ্যে অর্ধে 'অন্তরেণ' ('অন্তবেণ মধ্যতঃ ইত্যর্থঃ'— ৫/২/৫, ৮/৭/১০; ৯/২/২১) এবং পূর্বাঙ্ক অর্ধে 'নিত্য' শব্দের প্রয়োগ ('নিত্যে উক্তে ইত্যর্থঃ'— ২/১/৮ বৃষ্টি), পদ (পাদ ৬/৪/২), প্রগাহনম্ (অবগাহন ১২/৮/৮) প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ পাই। এ ছাড়া দু-পাশে বোঝাতে সূত্রকার 'অভিতঃ' শব্দের প্রয়োগ করেছেন ('অভিতঃ উভয়তঃ ইত্যর্থঃ'— ১০/৩/৩৮— বৃষ্টি)। এনপ্-প্রত্যয়যুক্ত বেশ কিছু শব্দের প্রয়োগ (উন্তরেণ, দক্ষিণেন ইত্যাদি) অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। এই স্রোতসূত্রে আমরা কয়েক স্থানে ব্রাহ্মণগ্রন্থসুলভ বর্ণনাও পেয়ে থাকি। যেমন তা পাই ৯/৩/৯-১৩, ২০; ৯/৯/১২, ২৩, ২৮; ১০/৫/১৭; ১২/৪/২৩; ১২/৯/১-১১; ১২/১০/৪ সূত্রে। 'পর্যন্' (< পরিয়ন্ - ২/৫/৫) পদটিও ব্র।

আলোচ্য সূত্রগ্রন্থ থেকে আমরা সে-যুগের মানুষের বিশেষ কিছু পার্শ্বিক আশা- আকাঙ্ক্ষারও সন্ধান পাই। যে-সব অনুষ্ঠানের বিধান এই গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে তা থেকে জানা যায় বিভিন্ন কামনায় বিভিন্ন যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান সে-যুগে করা হত, যেমন ধনে বা বিদ্যায় শ্রেষ্ঠত্বলাভ, গ্রাম, পুত্র, প্রজা ও পশুর প্রাপ্তি, বিজিগীষা, পাপের সকল স্পর্শ হতে মুক্তি, যশোলাভ, দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধি অথবা মহারোগ হতে নিষ্কৃতি, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপ হতে পরিত্রাণ, রাজ্যলাভ, ইন্দ্রিয়শক্তির বৃদ্ধি, তেজ, আধিপত্য, প্রজননশক্তি থাকা সত্ত্বেও সন্তানলাভে বঞ্চিত হলে সন্তানলাভ, উৎকৃষ্ট পশুর প্রাপ্তি, বীরপুত্র, পুষ্টি, বাগ্মিতা, আয়ু, শত্রুতা, দেবত্বলাভ, অভিচার, জয়, বিভূতিলাভ, শযায় জ্ঞাতিজনে ও বিবাহে অভিজাত্য- অর্জন, সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভ, ভোজ্য অন্ন, পশু, আয়ু, গ্রামজ ও অরণ্যজাত পশুর প্রাপ্তি, ব্রহ্মবর্চস বা বিদ্যার বীৰ্য, প্রজাতি, ঋদ্ধি, স্বর্ণ, আদিত্যমণ্ডলের শীর্ষে আরোহণ, চূড়ান্ত জয়, উভয়লোকের আধিপত্য বা উভয়লোকে আশ্রয়লাভ, অনন্ত শ্রী, পরম বিরাটত্ব, পাপ হতে নিবৃত্তি, দ্বিগুণ সম্পদ, আত্মীয়দের শ্রেষ্ঠত্ব, ম্লান তেজ হতে মুক্তি, বংশগৌরব সম্পর্কে সচেতনতা, প্রজালাভে অপরকে অতিক্রম করা ইত্যাদি (৯/৭/২০, ২৭-৩৯; ৯/৮/৫-১৫, ২৬; ৯/৯/১; ৯/১১/১; ১০/১/১-৮; ১০/২/১-৮, ১২-১৫, ১৮-৩৬; ১০/৩/১-৩৯; ১০/৪/১,৫; ১০/৫/৭, ১৩; ১০/৬/১; ১১/২/২-১৪, ১৮-২৫; ১১/৩/১-১০, ১৯-২৩; ১১/৪/২-৪, ৬, ৯, ১০, ১৬, ১৭; ১১/৫/২, ৬, ৮; ১১/৬/৪, ৬, ৮, ১৪, ১৭) এবং সংক্ষেপে যেন সকল কামনারই পূরণ (১১/৭/১ ব্র.)। নানা কামনায় নানা যাগ। তার মধ্যে অভিচারমূলক যাগে ঋদ্ধিকৃদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হয় সেহে বর্ম ধারণ করে এবং মাথায় লাল পাগড়ী পরে। তখন হাতে থাকে তাঁদের তলোয়ার বা খড়্গ। আত্মতির সময়ে যখন বর্ষট্কার উচ্চারণ করতে হয় তখন তা করা হয় রুম্বস্বরে এবং শত্রুকে যেন বিদীর্ণ করে ফেলছি এমন একটা ভাব বাহিরে প্রকাশ করে। আত্মতি যখন দেওয়া হয় তখন তা দিতে হয় এমন ভাব ব্যক্ত করে যে বুক্ (হাতা) দিয়ে আমি যেন গিবে ফেলছি।

কোন কোন যাগে বজ্রমানের আচার-আচরণের উপর কিছু বিধি-নিবেধ লক্ষ্য করা যায়। যেমন অগ্নিহোত্রে অরশিময়ন সত্ত্বেও যদি অগ্নি উৎপন্ন না হয় তাহলে ব্রাহ্মণের হাতে, ছাগের কর্ণকুহরে, দর্ভগুচ্ছে, জলে, কাঠে অথবা মাটিতে হোম করতে হয়। ব্রাহ্মণের হাতে আত্মতি দিলে কোন (অথবা ঐ) ব্রাহ্মণ তাঁর বাড়ীতে থাকতে চাইলে তাঁকে 'না' বলতে পারবেন না। ছাগের কাণে আত্মতি দিলে ছাগমাংস আর খাওয়া চলেবে না। জলে আত্মতি প্রদান করলে ঐই জল খাব না, ঐ জল খাব—এরকম বাহ্যবিচার করতে পারবেন না। ঐই যে নিয়ম-নিবেধ তা সারাজীবন ধরে অথবা কমপক্ষে একবছর বজ্রমানকে মেনে চলাতে হয় (৩/১৪/১৪-২২)। দুই কোলাতেই অগ্নিহোত্রে মূল আত্মতি দুটি। তার মধ্যে দ্বিতীয় আত্মতির আগেই কুণ্ডের আতন নিবে গেলে একখণ্ড সোনাকে আতনের প্রতিনিধি ধরে তার উপরেই আত্মতি দিতে হয় (৩/১৪/২৩)। ক্রয় করার পরে সোম নষ্ট অথবা দহ হয়ে গেলে নুতন সোমলতা এনে বাগ করতে হয়। বৃত্তিকারের মতে বেশ, কীট ইত্যাদি দ্বারা সোম দূষিত হলেও তা নষ্ট অথবা দহ হয় নি বলে ঐ সোম দিয়ে বাগ করা চলে। সোমগুণ অথবা হবির্ধানমগুণ পুড়ে গেলে বিনামদ্রে অথবা

মন্ত্রসমেতই অনুষ্ঠান করতে হবে। সোম যদি সংগ্রহ করা না যায় তাহলে পুতীকা ও ফাছন মিলিয়ে অথবা পুতীকার সঙ্গে অন্য কোন ওষধি মিশিয়ে যাগ করতে হয়। প্রাতঃসবনে সদ্য দোহন-করা দুধ প্রতিনিষিদ্ধব্যের সাথে মেশাতে হয়। মাধ্যদিন সবনে মেশাতে হয় দুধের কাথ (ঘন দুধ) এবং তৃতীয় সবনে দই (৬/৮/৯-১১)।

দীক্ষণীয়া ইষ্টির পর থেকে যজ্ঞের সমাপ্তি পর্যন্ত সত্ৰীদের পিশুপিত্যজ্ঞ ইত্যাদি সমস্ত পিতৃকর্ম বন্ধ রাখতে হয়। স্ত্রীসন্তোষ, ছোটোছুটি করা, মুখ খুলে দন্ত প্রকাশিত করে হাসা, স্ত্রীলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসা, অনার্য নারীর সাথে বাক্যালাপ, মিথ্যাভাষণ, ক্রোধ, জলে ডুবে স্নান, দেহের উপর বৃষ্টিপাত, পাছে ও নৌকার ওঠা, নৃত্য, গীত ও বাদ্যে অংশগ্রহণ ইত্যাদি ব্রতবিরোধী সকল কর্ম এবং অন্য দীক্ষিত ব্যক্তিকে অভিবাদন বর্জন করতে হয়। যিনি দীক্ষিত তিনি উপসদের অনুষ্ঠানকারী যজ্ঞমানকে, উপসদসমাপ্তকারী ব্যক্তি সবনের অনুষ্ঠাকারীকে, দুই যজ্ঞমানের উভয়েই সবনের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়ে থাকলে যিনি পরে যাগ আরম্ভ করেছেন তিনি পূর্বে যিনি আরম্ভ করেছেন তাঁকে, সকলে সব দিক থেকে এ-সব বিষয়ে সমান হলে যিনি বয়সে কনিষ্ঠ তিনি বয়োজ্যেষ্ঠকে অভিবাদন করতে পারেন। শৌচ প্রভৃতি কারণে যজ্ঞমান বেদির বাইরে চলে গেলে তখন আশ্রাবণ কর্ম বন্ধ রাখতে হয়। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় কখনও যজ্ঞমানকে বেদির বাইরে থাকতে নেই (১২/৮/১-২২)।

ব্রতভঙ্গে এবং এক অগ্নির সঙ্গে অন্য অগ্নির সংস্পর্শ ঘটলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। শত্রুর অন্ন ভোজন করলে, পুরোডাশ পাক করার কপাল কোন কারণে নষ্ট হলে, জীবিত অবস্থায় নিজের মৃত্যুর রটনা নিজের কাণে শুনলে, বিহিত সময়ে না করে অবিহিত সময়ে যাগের অনুষ্ঠান করলে, আছতির দ্রব্য পরিধির বাইরে গিয়ে পড়লে, বিহিতক্রমে দেবতাদের আবাহন না করা হয়ে থাকলে, এক দেবতার মন্ত্র অন্য দেবতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলে এবং আছতিদ্রব্যের বিহিত অংশ বিহিত ক্রমে পাণ্ডে গ্রহণ না করা হয়ে থাকলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে এ-সব ক্ষেত্রে সাধারণত কোন বিশেষ ইষ্টির অনুষ্ঠান অথবা আজ্ঞের আছতি অথবা সমগ্র অনুষ্ঠানটিরই পুনরাবৃত্তি। হব্যদ্রব্য অপর হয়ে থাকলে ব্রাহ্মণদের চার শরা চাল রান্না করে খাওয়াতে হয়। আছতিদ্রব্য পুড়ে গেলেও ঐ একই প্রকারের প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হয়েছে। কুকুর ইত্যাদি অবাস্তিত্ত প্রাণী কপাল অথবা মাটির পাত্র জিভ দিয়ে স্পর্শ করলে অথবা পাত্রগুলি চার দিকে ছড়িয়ে দিলে, পুরোডাশ ফেটে অথবা লাকিয়ে উঠলেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় (৩/১৩/২-২৫; ৩/১৪/১-২৩)। নবায়ের সময়ে আগ্রয়ণ-ইষ্টির অনুষ্ঠান না করে নবায় ভক্ষণ করা যাবে না (২/৯/২), অস্তত নবায় দিয়ে অগ্নিহোত্র করে তবে তা আহার করতে হবে।

দীক্ষিত কোন যজ্ঞমান রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে প্রাতঃসবনবাকের সমাপ্তির অথবা উপাকরণের আগে 'পৃষ্টিপতে-' এই মন্ত্রে অগ্নিতে আছতি দিয়ে ঠাণ্ডা ও গরম জল একত্র মিশিয়ে তার মধ্যে একুশটি যব এবং একুশটি দর্ভগুচ্ছ স্থাপন করে সেই জলে দীক্ষিতকে শৌচ প্রভৃতি কর্ম করতে হয়। তাঁকে স্নানও করতে হয় ঐ জলে। স্নান করান ব্রহ্মা নিজে (৬/৯/১)। এই কাজ চলার সময়ে ব্রহ্মার কাছে সকলে বসে থাকেন এবং স্নান শেষ হলে সকলে নিজ নিজ আসনে ফিরে আসেন। দীক্ষিত যজ্ঞমান যদি শেষ পর্যন্ত মারা যান তাহলে তীর্থ ছাড়া অন্য কোন পথ দিয়ে তাঁকে বেদির বাইরে অবতৃথের স্থানে নিয়ে এসে মৃতের উপযোগী সজ্জার সজ্জিত করতে হয়। সেখানে নিয়ে গিয়ে তাঁর চুল, দাড়ি, নখ ও লোম কেটে ফেলাতে হয় এবং সমস্ত শরীরে নলসের নির্বাস মাখিয়ে দিতে হয়। তাঁর গলায় পরিবে দেওয়া হয় নলসের একটি মালা। কেউ কেউ তাঁর অস্ত্র থেকে মল নিকাশন করে নিয়ে অস্ত্রে দই-মেশান আজ্ঞা প্রবেশ করান। এর পর নূতন একটি কাপড় নিয়ে আঁচলের দিক থেকে এক-পা-পরিমাণ অংশ ছিঁড়ে নিয়ে তা সরিয়ে রেখে মৃতের দুটি পা বাদে শরীরের বাকী অংশ ঐ কাপড়টি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। ছিন্ন অংশটি নিয়ে নেন মৃতের আত্মীয়েরা। যজ্ঞমানের গৃহের আত্মীয় ইত্যাদি তিন অগ্নিকে দুই অরশিতে সমারোপণ করে শবকে বেদির বাইরে ডান দিকে নিয়ে (অবতৃথের স্থানে) এসে অরশি মছন করে মছনজাত সেই অগ্নিতে

তার সহ দাহ করা হয়। সত্ৰীদের কেউ যদি আহিতাশ্রি অর্থাৎ ত্রেতাশ্রিহাপনকারী না হন তাহলে মৃত্যুর পরে তাঁকে তাঁর গৃহ্য অগ্নিতেই দাহ করতে হয়। তাঁর মৃত পত্নীকে দাহ করতে হয় লৌকিক (= আহুত, ঔপাসন) অগ্নিতে। দাহের পর ফিরে এসে যাগের অবশিষ্ট অংশের অনুষ্ঠান করতে হয়। দাহের পরবর্তী দিনে গ্রহপাত্র সোমরস নেওয়ার আগে তীর্থ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে শ্মশানের চারপাশে অশ্রদক্ষিণক্রমে তিনবার ঘুরে তার পরে সেখানে বসতে হয়। পরে শ্মশান থেকে মৃতের দাহোত্তর অস্থিগুলি কলশীতে সংগ্রহ করে নিয়ে এসে তীর্থপথে প্রবেশ করে দীক্ষিতের নিজ আসনে ঐ অস্থিকুণ্ডলী রেখে দিতে হয়। যজ্ঞ সমাপ্ত হলে 'এতস্যৈতদ্ অহঃ' বলতে বলতে অবভূথস্থানে গিয়ে সেখানে ঐ অস্থিকুণ্ডল বিন্দুর্জন দিতে হয়। অথবা দুই অরগিতে অগ্নিমহন করে সেই মহনজাত অগ্নিতে মৃতদেহ দাহ করে অস্থিগুলি মাটিতে গুঁতে রেখে সত্র অবিকৃতভাবে শেষ করতে হয়। এর পর একবছর পূর্ণ হলে ঐ অস্থিগুলি নিয়ে ৬/১০/২৫ সূত্রে বিহিত একটি যাগ করতে হয়। দুটি ক্ষেত্রেই সত্ৰের অবশিষ্ট অংশ শেষ করতে হয় একজন কম নিয়েই। বিকল্পে মৃতের কোন নিকট আত্মীয়কে দলে নিয়েও যাগ সম্পন্ন করা চলে। সত্ৰে যজ্ঞমানসের মোট সংখ্যা পূরণের জন্য নিদিষ্ট কোন ব্যক্তিকে গ্রহণ করলেও অস্থিযজ্ঞ কিন্তু করতেই হবে। যিনি গৃহপতি হয়েছেন তিনি মারা গেলে অবশ্য বিকল্পে সত্র অসমাপ্ত রেখে উঠে পড়তে হয় (৬/১০/১-২৭)। একাধে যজ্ঞমান মারা গেলে তাঁকে তাঁর নির্দিষ্ট আসনেই শায়িত রাখা হয়। আচার্য আলেখনের মতে যজ্ঞ শেষ হলে কোন স্রোতের জলে ঐ শরীরকে ভাসিয়ে দিতে হবে। আশ্বখ্য নামে অন্য এক আচার্যের মতে মৃতদেহ সদোমণ্ডপের পূর্ব দিকে নিয়ে গিয়ে দেহের নানা অঙ্গে নানা যজ্ঞপাত্র রেখে তাঁর দাহকর্ম সম্পন্ন করতে হয়। যজ্ঞপাত্রসমেত এই দাহই হচ্ছে এ-ক্ষেত্রে মৃত যজ্ঞমানের অবভূথকর্ম (৬/১০/২৯-৩২)।

যজ্ঞমানের হয়ে যাঁরা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তাঁদের পারিশ্রমিকরূপে দক্ষিণা দিতে হয়। কোন যজ্ঞে পুরোহিতদের কি দক্ষিণা দিতে হয় তার বিশেষ বিধান আছে। বিহিত ঐ দ্রব্যগুলির মধ্যে আছে হিরণ্য (৯/৪/৭), বৎসতরী অর্থাৎ দুগ্ধপান থেকে নিবৃত্ত স্ত্রীগাভী (ঐ), ঋষভ অর্থাৎ প্রজননক্ষম পুরুষগাভী (ঐ), বৃদ্ধ নয় এমন বলদ (ঐ), সোনার মালা (৯/৪/১০), অশ্ব (৯/৪/১১), খেনু (৯/৪/১২), ছাগ (৯/৪/১৩), সোনা ও রূপার কুণ্ডল (৯/৪/১৪, ১৫), পাঁচ বছর বয়সের গর্ভবতী গাভী (৯/৪/১৬), বক্ষ্যা গাভী (৯/৪/১৭), রুম্ব বা গোলাকার অলঙ্কারবিশেষ (৯/৪/১৮), তুলার বস্ত্র (২০), ক্ষৌমবস্ত্র (২১), যবপূর্ণ শকট (২২) শকটবহনে সমর্থ বলদ (২৩), তিন-বছরের গাভী (২৪), অশুকোষ সমেত গরু (২৫), অশ্বযুক্ত রথ (৯/৯/২৩), বিশাল শকট (ঐ), নিম্বকটী দাসী (ঐ), বাহুমূলে স্পর্শমণ্ডিত হস্তী (ঐ), অশ্বতরী (৯/১১/২৪) উর্বর ভূমি (৩/১৪/৯)। এ-কথাও আবার বলা হয়েছে যে, ভূমি ও পুরুষ কাউকে দক্ষিণারূপে দান করা যাবে না।

যজ্ঞানুষ্ঠানের সময়ে যজ্ঞস্থলে ঋষিগণের প্রয়োজন যে প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই গ্রন্থে বিহিত ব্রহ্মোদ্দেশের মধ্যে (১০/৯/১-১১)। বিশেষজ্ঞদের মতে যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্মের ক্রান্তি দূর করার জন্যই এগুলির প্রয়োগ হত।

অল্প কিছু সামাজ্যজ্ঞার উপকরণের উল্লেখও আমরা এই শ্রৌতসূত্রে পাই। সোনার মালা (৯/৯/৪) ও বস্ত্র নামে রয়েছে তৈরী কিঙ্করের (৯/৯/৫) উল্লেখ পাওয়া যায়। কজল ও অনুলেপনদ্রব্যের উল্লেখও আছে (১১/৬/৩)। গৃহের লৌহীন আসবাবপত্রের মধ্যে সোনার গদি ও কুর্চের উল্লেখ রয়েছে (১০/৬/১১-১২)। শ্রাণী ও বৃক্ষের মধ্যে উল্কা বা গোবৃষ (১০/২/৩৮), শুগুণ্ডল (১১/৬/৩), সুগন্ধিতেজন (ঐ) এবং লৈতুদারুর উল্লেখ পাওয়া যায়।

আখ্যায়ন তাঁর শ্রৌতসূত্রে ও গৃহ্যসূত্রে বিভিন্ন যাগে বিভিন্ন বৈদিক মন্ত্রের যে প্রয়োগ নির্দেশ করেছেন তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই একই মন্ত্র শ্রৌতকর্ম ও গৃহ্যকর্ম দুই শ্রেণীর কর্মেই ব্যবহার করা হয়েছে। প্রশ্ন জাগে ঐ মন্ত্রগুলি কিমূলত কোন শ্রৌতকর্মকে উপলব্ধ করেই রচিত হয়েছিল অথবা কোন বিশেষ গৃহ্য অনুষ্ঠানকে উদ্দেশ্য

কৰেই? আবার দেখা যাচ্ছে একই মন্ত্ৰ বা সূক্তকে একাধিক শ্রৌতকৰ্মে প্ৰয়োগ করা হচ্ছে। এখানেও প্রশ্ন ওঠে— গোড়ায় ঐ মন্ত্ৰ বা সূক্ত কোন বিশেষ শ্রৌত অনুষ্ঠানের দিকে লক্ষ্য রেখে রচিত হয়েছিল? একাধিক অনুষ্ঠান তো একই মন্ত্ৰ বা সূক্তের উদ্দিষ্ট হতে পারে না। কখনও আবার দেখা যায় সূক্তের কয়েকটি মন্ত্ৰ বাদ দিয়ে ('উদ্ধ্যতা') কোন কৰ্মে তা পাঠ করতে বলা হচ্ছে। যদি সূক্তের উদ্দিষ্ট কোন বিশেষ এক কৰ্মই হয় তাহলে কয়েকটি মন্ত্ৰ সেখানে বাদ দেওয়া হয় কেন? এমনও দেখা যায় যে, একই সূক্তের কিছু মন্ত্ৰ একস্থানে এবং অবশিষ্ট মন্ত্ৰ অন্য কোন যোগে ব্যবহার করা হচ্ছে। দুটি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মন্ত্ৰ যদি একই সূক্তের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করলেন কেন? শাখ্যায়ন-শ্রৌতসূত্ৰের সঙ্গে তুলনা করলেও দেখা যায় দুই শ্রৌতসূত্ৰ অনেক ক্ষেত্রেই একই মন্ত্ৰের ভিন্ন ভিন্ন প্ৰয়োগ নির্দেশ করেছে। এই-সব কারণে মনে হয় সকল বৈদিক মন্ত্ৰের লক্ষ্য যে কোন বিশেষ বিশেষ যাগ তা নয়, এমন অনেক মন্ত্ৰই ঋকসংহিতায় আছে যেগুলির সঙ্গে যাগযজ্ঞের কোন প্ৰত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, প্ৰয়োজনমত মন্ত্ৰগুলিকে বিশেষ বিশেষ কৰ্মে বিনিয়োগ বা প্ৰয়োগ করা হয়ে থাকে এই মন্ত্ৰ। কোন মন্ত্ৰের একটি বিশেষ শব্দ অথবা বিশেষ ভাবনার সঙ্গে অনুষ্ঠান কৰ্মের স্পষ্টতম কোন সাদৃশ্য খুঁজে পেলেই যেন সেই মন্ত্ৰকে সেই কৰ্মে প্ৰয়োগ করার প্ৰবণতা দেখা যাচ্ছে, যেমন এখনও আমরা দেখতে পাই কোন প্ৰসিদ্ধ কবির কবিতা ও গানকে নিয়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করা হচ্ছে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে। প্ৰয়োগের ক্ষেত্রে মন্ত্ৰ-নিৰ্বাচনের স্বাধীনতা অর্থাৎ ব্যক্তিগত বা সম্প্ৰদায়গত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার ছিল বলেই এক শ্রৌতসূত্ৰের নির্দেশ অপর শ্রৌতসূত্ৰের নির্দেশের সঙ্গে বহুলাংশে মেলে না। অথবা মানতে হয় যে, মন্ত্ৰগুলির আদি যে প্ৰকৃত প্ৰয়োগপদ্ধতি বহুস্থানে তা হারিয়ে গেছে।

আখ্যায়ন-শ্রৌতসূত্ৰে আছে মোট বারোটি অধ্যায় এবং প্ৰত্যেকটি অধ্যায় আবার কয়েকটি করে খণ্ডে বিভক্ত। কোন কোন সংস্করণে ঐ খণ্ডগুলি খণ্ডনামেই চিহ্নিত হয়েছে এবং অন্যান্য কোন কোন সংস্করণে খণ্ডগুলির নাম কণ্ডিকা। গ্রন্থকে বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা এক প্ৰাচীন রীতি। সেই অনুযায়ী খণ্ডগুলির নাম কণ্ডিকা (অর্থাৎ ক্ষুদ্র কাণ্ড) হলেই ঠিক হয়, কিন্তু প্ৰচলিত নাম কণ্ডিকাই। ক্ষুদ্র খণ্ড অর্থে নাম কণ্ডিকাও হতে পারে।

আখ্যায়ন-শ্রৌতসূত্ৰের উপর দেবব্রাহ্মণ, বিদ্যায়ন্য, সিদ্ধান্তী ও নারায়ণ নিজ নিজ ভাষ্য অথবা বৃ্ত্তি লিখেছেন। এর মধ্যে শেষ দু-জনের ব্যাখ্যাই আমরা বৰ্ত্তমানে পেয়ে থাকি। তার মধ্যে আবার সিদ্ধান্তীর ভাষ্যের সামান্য অংশই পাওয়া যায়। আখ্যায়নের শ্রৌতসূত্ৰ ও গৃহ্যসূত্ৰ এবং শাখ্যায়ন-গৃহ্যসূত্ৰ এই তিনটি গ্রন্থের উপরই নারায়ণের ব্যাখ্যা আছে, তবে ঐ তিন নারায়ণ যে অভিন্ন ব্যক্তি তা কিন্তু নয়। শ্রৌতসূত্ৰের ব্যাখ্যাকার নারায়ণ হচ্ছেন নরসিংহের পুত্র ও গোত্রে গার্গ্য— “আখ্যায়নসূত্ৰস্য ভাষ্যং ভগবতা কৃতম্। দেবব্রাহ্মিসমাখ্যেন বিত্তীর্ণং সদ্ অনাকুলম্।। তত্ৰপ্ৰসাদান্ ময়েদানীং ক্ৰিয়তে বৃত্তির্ ইদৃশী। নারায়ণেন গার্গ্যেন নরসিংহস্য সুনুনা।।” অপরপক্ষে আখ্যায়ন-গৃহ্যসূত্ৰের ব্যাখ্যাকার যে নারায়ণ তিনি দিবাকরের পুত্র ও নৈঋব— “আখ্যায়নগৃহ্যস্য ভাষ্যং ভগবতা কৃতম্। দেবব্রাহ্মিসমাখ্যেন বিত্তীর্ণং তত্ৰপ্ৰসাদতঃ।। দিবাকর-বিজবর্ষসুনুনা নৈঋবেণ বৈ। নারায়ণেন বিশ্লেণ কৃতেরং বৃত্তির্ ইদৃশী।।” শাখ্যায়ন-গৃহ্যসূত্ৰের উপর যিনি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন সেই নারায়ণ হচ্ছেন জীপতির পৌত্র ও কুৰুজিতের পুত্র।

যাগ ও যজ্ঞ এই দুটি শব্দ আমরা প্ৰায়ই একত্ৰ পাশাপাশি একনিঃশ্বাসে উচ্চারণ করে থাকি। দুটি শব্দের অর্থ মোটামুটি এক হলেও কিছু পার্থক্য আছে। যজ্ঞ শব্দের অর্থ অপেক্ষাকৃত কিছুটা ব্যাপক। দেবতার উদ্দেশ্যে কোন দ্রব্য ত্যাগ বা নিবেদন করাই হচ্ছে যজ্ঞ। দ্রব্য অগ্নিতেই যে নিবেদিত হবে তা নাও হতে পারে। অপর পক্ষে যাগও তা-ই, কিন্তু তার বহুল প্ৰয়োগ হয়ে থাকে যজ্ঞের বিশেষ বিশেষ প্ৰকারকে বুঝাবার উদ্দেশ্যে। যেমন— ইন্দিয়াগ, পশুযাগ ইত্যাদি। ঐ শব্দটির আবার বিশেষ পারিভাষিক বা শাস্ত্ৰিক অর্থও আছে। যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কতকগুলি ক্ষেত্রে বলে থেকে মন্ত্ৰের শেষে ‘হায়া’ শব্দ উচ্চারণ করে আৰ্হতি দেওয়া হয়। ঐ আৰ্হতিমানকে বলে ‘হোম’।

দাড়িয়ে থেকে মস্তের শেষে 'বৌবট' শব্দ উচ্চারণ করে যে আত্মতান তা হল কিন্তু 'যাগ'। বেদে বা কোন যজ্ঞগ্রন্থে ঋ-খাতু দ্বারা যে কর্মের নির্দেশ করা হয় (যেমন 'অগ্নিহোত্রং জুহুয়াত্') তা হোম এবং যজ্ঞ-খাতু দ্বারা যে কর্ম বিহিত হয়েছে (যেমন 'সোমেন যজ্ঞেত') তা হচ্ছে যাগ।

যাগ আবার দু-প্রকারের— প্রকৃতিযাগ এবং বিকৃতিযাগ। সকল যজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ বেদে ও যজ্ঞগ্রন্থে দেওয়া নেই। যে যাগগুলির সম্পূর্ণ বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে সেগুলিকে বলা হয় 'প্রকৃতি' যাগ এবং যেগুলির কেবল আংশিক বিবরণ বা বৈশিষ্ট্যগুলির কথাই পাওয়া যায় সেগুলি 'বিকৃতি' যাগ নামে পরিচিত। বিকৃতিযাগের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে বহুলাংশে প্রকৃতিযাগেরই আদলে বা ইংসে অর্থাৎ অনুকরণে। প্রত্যেক যজ্ঞে যেটি বা যেগুলি মুখ্য অনুষ্ঠান সেইটি বা সেগুলিকে 'প্রধানযাগ' এবং যেগুলি আনুষঙ্গিক বা গৌণ অনুষ্ঠান সেগুলিকে বলা হয় 'অঙ্গ যাগ'। প্রধানযাগের দেবতারাই প্রধানদেবতা।

গৃহীর পক্ষে করণীয় যজ্ঞ দু-প্রকারের— শ্রৌত এবং স্মার্ত (বা গৃহ্য)। গৃহ্যকর্মের অনুষ্ঠান হয় গৃহ্য অগ্নিতে। যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে বিবাহের অনুষ্ঠান হয় সেই অগ্নিই গৃহ্য অগ্নি। এই অগ্নিরই অপর নাম 'স্মার্ত, আবসধ্য ও ঔপাসন'। গৃহ্যকর্ম নানাবিধ। তার মধ্যে বিশিষ্ট অনুষ্ঠানগুলি হল— ঔপাসনহোম, বৈশ্বদেব বা পঞ্চ মহাযজ্ঞ (দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ন্যজ, ভূতযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ), প্রত্যেক অমাবস্যার করণীয় পার্বণজ্ঞা, অগ্রহায়ণের পরে হেমন্ত ও শিশির ঋতুতে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে করণীয় অষ্টকাক্ষাজ্ঞা, প্রত্যেক মাসে করণীয় মাসিকজ্ঞা, জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা থেকে অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় জ্বৰ্ণাকর্ম, শূলগব (শূলে পাক করা গোমাংস দ্বারা অনুষ্ঠান)। ঔপাসনহোম শ্রৌত অগ্নিহোত্রেরই সংক্ষিপ্ত রূপ। শ্রৌতকর্মের বিধান সাক্ষাৎ জ্ঞাতিতেই থাকে এবং তিন পৃথক পৃথক কুণ্ডে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে তার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। যজ্ঞগৃহে বা যজ্ঞভূমিতে পূর্ব দিকে চতুষ্কোণ আহবনীয়া, পশ্চিমদিকে বৃদ্ধাকার গার্হপত্য এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অর্ধবৃদ্ধাকার দক্ষিণ নামে কুণ্ডে অগ্নি রাখা হয়। তিন কুণ্ডের অগ্নির মধ্যে গার্হপত্যের অগ্নিই আমরণ নিত্য প্রজ্জ্বলিত রাখতে হয়। যজ্ঞের অনুষ্ঠানের সময়ে এই গার্হপত্য কুণ্ড থেকেই অপর দুই কুণ্ডে অগ্নি নিয়ে গিয়ে স্থাপন করা হয়। সাধারণত আহবনীয়ে আত্মতান দেওয়া হয় দেবতাদের উদ্দেশ্যে, গার্হপত্যে দেবপত্নীগণের উদ্দেশ্যে এবং দক্ষিণাগ্নিতে প্রয়াত পূর্বপুরুষ ও অন্যান্যদের উদ্দেশ্যে।

বেদপন্থী সমাজের প্রথা-অনুযায়ী বাল্যে গুরুগৃহ থেকে সাধ্যমত বেদবিদ্যা অর্জন করে নিজ গৃহে ফিরে এসে যুবা অবস্থায় বিবাহ করতে হয় এবং তার পর স্থায়ী-ভাবে কুণ্ডে অগ্নি স্থাপন করে সেই অগ্নিতে প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যা দু-বেলা নিত্য 'অগ্নিহোত্র' নামে অনুষ্ঠান এবং বিশেষ দিনে বিশেষ অনুষ্ঠান করে চলতে হয়। এই বিবাহিত গৃহস্থকে বলা হয় যজ্ঞমান এবং বীদের সাহায্যে তিনি যজ্ঞ করান তাঁদের বলা হয় ঋত্বিক্। ঋত্বিক্ এই শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল ঋতুযাজী (নি. ৩/১৯/১৬) অর্থাৎ যিনি ঋতুতে ঋতুতে যজ্ঞ করান। ইন্দিয়াগে চার, পত্নবাগে পাঁচ এবং সোমবাগে মোট বোল জন ঋত্বিকের প্রয়োজন হয়। ইন্দিয়াগের ঋত্বিকেরা হলেন— হোতা, অধ্বর্যু, অগ্নীত্ (বা অগ্নীধ্র), ব্রহ্মা। কচিং প্রতিব্রাহ্মতা নামে আরও একজন ঋত্বিক থাকেন। পত্নবাগে থাকেন এই পাঁচ জন এবং মৈত্রাবরুণ (বা প্রশান্তা) নামে অপর এক জন। সোমবাগে তিন বেসের প্রত্যেক বেদে অভিজ্ঞ চার জন করেন এবং তিন বেসেই পারদর্শী চার জন এই মোট বোল জন ঋত্বিক্ থাকেন। ঋষেয়ীর ঋত্বিকেরা মন্ত্র পাঠ করেন, সামবেদীর ঋত্বিকেরা গান করেন, যজুর্বেদীর ঋত্বিকেরা যজ্ঞের যাবতীর আরোজন ও আত্মতান করেন এবং ঋবেদজ্ঞ ঋত্বিকেরা অপর ঋত্বিকের কর্মে সহায়তা করেন অথবা কোন ভুলত্রুটি হলে তা ধরিয়ে দেন।

যজ্ঞের অনুষ্ঠানের জন্য নানা ধরনের পাত্রের প্রয়োজন হয়। এর মধ্যে কতকগুলি পাত্র মাটির, কিছু পাত্র কাঠের এবং অপর কতকগুলি পাত্র লিতলের তৈরী। সাধারণত বেতলি কলশী সেতলি হচ্ছে মাটির, বেতলি হাতা সেতলি কাঠের এবং বেতলিতে অন্ন রাখা হয় সেতলি লিতলের। সোমরস রাখার ও আত্মতান দেওয়ার জন্য কাঠের

(cup) কাপের মতো কতকগুলি পাত্র থাকে। এই পাত্রগুলিকে বলে 'গ্রহ'। এই একই উদ্দেশ্যে অথবা জল রাখার প্রয়োজনে হাতলযুক্ত চতুষ্কোণ কতকগুলি কাঠের পাত্র থাকে যেগুলির নাম 'চমস'। এগুলির হাতল তিন আঙুল, মুখের প্রস্থ হয় আঙুল এবং উচ্চতা চার আঙুল এবং সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য নয় আঙুল। হাতলের আকৃতি দেখে বোঝা যায় কোন্ চমসটি কে ব্যবহার করবেন। কাঠের পাত্রগুলি প্রস্তুত করা হয় খয়ের, বরগ, বৈঁচ (বিককত), পলাশ অথবা অশ্বখ গাছের কাঠ দিয়ে। হাতাগুলির নাম জুহু, উপভূত, ধ্রুবা, অগ্নিহোত্রবণী, সুব। হাতাগুলির (সুব) মুখের বিস্তার ও গভীরতা হয় এক বিঘতের অর্ধেক অর্থাৎ ৪½ আঙুল বা ৬ আঙুল করে এবং মুখের শেষ প্রান্তে একটি নালি থাকে। 'সুব' নামের হাতাটিতে অবশ্য কোন নালি থাকে না, মুখের গর্তটি হয় ছোট, বৃদ্ধান্তের পর্বের অর্ধেক পরিমাণ এবং গভীরতার পরিমাণও তাই। যজ্ঞস্থলে কাঠের একটি খড়গও লাগে। এই খড়গের নাম 'স্ম্য'। খুড়ির মতো দেখতে অপর একটি কাঠের পাত্র থাকে যার নাম 'মেক্ষ'। পশুযোগে ও সোমযোগে পশুর বগা পাক করার জন্য দুটি কাঠি (বপাশ্রপণী) এবং হ্রস্বপিত্ত পাক করার জন্য 'হ্রদয়শূল' নামে শিক লাগে। এগুলি ছাড়া আগুন জ্বালাবার কাঠ, আগুন নেড়ে দেওয়ার ঝাঁটা বা কাঠ (উপবেষ), বেদিতে ছড়াবার জন্য কুশ ও তৃণ, ধান বাছার জন্য কুলা (শূর্ণ), চাল কোটার জন্য হামানদিত্তা এবং বাটার জন্য শিল-নোড়া (দ্ব্যত-উপল) রাখা হয়।

ইষ্টিযোগে আহুতির মুখ্য দ্রব্য হচ্ছে কোন শস্যজাত অথবা দুগ্ধজাত বস্তু অর্থাৎ পুরোডাশ, চক, ছাতু, দুধ, দই, ছানা ইত্যাদি। পশুযোগে মুখ্য দ্রব্য পশুর মাংস এবং সোমযোগে সোমলতার রস। ইষ্টিযোগে গৌণ অনুষ্ঠানগুলিতে আজ্য, পশুযোগে আজ্য ও ইষ্টিযোগের দ্রব্য এবং সোমযোগে আজ্য, ইষ্টিযোগের দ্রব্য ও পশুযোগের দ্রব্য আনুষঙ্গিক-রূপে আহুতি দেওয়া হয়ে থাকে।

ইষ্টিযোগ ও পশুযোগ সাধারণত এক দিনেই শেষ হয়। সোমযোগ কিন্তু শেষ হয় সাধারণত কমপক্ষে পাঁচ দিনে (এর মধ্যে শেষ দিনেই কেবল সোমরস আহুতি দেওয়া হয়)। যে দিন সোমরস নিষ্কাশন করে আহুতি দেওয়া হয় সেই দিনকে বলে 'সুত্যা'। যদি মাত্র এক দিনই সোম আহুতি দেওয়া হয় তাহলে সেই সোমযোগকে 'একাহ' বলা হয়। যদি দুই থেকে বারো দিন ধরে প্রত্যহ সোমের আহুতি হয় তাহলে তাকে 'অহীন' বলে। দিনসংখ্যা অনুযায়ী অহীনের নাম দ্ব্যহ, ত্র্যহ, ষড়হ, দ্বাদশাহ ইত্যাদি হয়ে থাকে। যদি বারো বা তার বেশী দিন ধরে আহুতি দেওয়া হয় তাহলে সেই যোগগুলিকে বলা হয় 'সত্র'। দ্বাদশাহ তাই অহীনও, আবার সত্রও। 'প্রকৃতি' যে একাহ সোমযোগ তা সমাপ্তির (সংহা) ভেদ অনুযায়ী সাত প্রকারের— অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্খ্য, বোড়শী, অতিরাত্র, অপ্তোর্বাম, বাজপেয়। সুত্যাদিনের অনুষ্ঠানে তিনটি পর্ব বা অধিবেশন— প্রাতঃসবন, মাধ্যদিন সবন ও তৃতীয় সবন। রাত্রিতেও অনুষ্ঠান হলে রাত্রির তিন পর্বকে সবন নয়, বলা হয় রাত্রিপর্ষায়। ইষ্টিযোগ, পশুযোগ অথবা সোমযোগের সব-কিছু অনুষ্ঠান যদি মাত্র এক দিনেই শেষ হয় তাহলে সেই যোগকে বলা হয় 'সাদ্যক'।

শ্রৌতযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন তিনটি পৃথক পৃথক কুণ্ডে অগ্নির স্থাপন। এই উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান হয় সেই অনুষ্ঠানের নাম 'অগ্ন্যাদান' বা 'অগ্ন্যাধোর'। যদি যে দিন অগ্ন্যাদান হয় সেই দিনই সন্ধ্যার অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান শুরু করা হয় তাহলে ঐ অগ্ন্যাদানকে বলা হয় হোমপূর্বাদান। যদি অগ্ন্যাদানের পরে অন্য কোন অনুষ্ঠান না করে আগামী পূর্ণিমার দিন দর্শপূর্ণিমা নামে ইষ্টিযোগ শুরু করা হয়, তাহলে সেই আধানকে বলা হয়ে থাকে ইষ্টিপূর্বাদান। যখন অগ্ন্যাদানের পরে অন্য কোন যাগ না করে আগে সোমযোগই করা হয় তখন সেই আধানকে বলে সোমপূর্বাদান।

অগ্ন্যাদান বা আধান করতে হলে প্রথমেই সংগ্রহ করতে হবে অরশি এবং অন্যান্য সামগ্রী। শমী (শাঁই) বৃক্ষের অঞ্চলের মধ্যে পরগাছা হিসাবে যে অশ্বখবৃক্ষ জন্মায় সেই বৃক্ষের একটি ডাল (শাখা) কেটে নিয়ে তা থেকে দুটি অরশি প্রস্তুত করতে হয়। অরশি-দুটি দৈর্ঘ্যে ১৬ আঃ, প্রস্থে ১২ আঃ, উচ্চতায় ৪ আঃ। কাটারানের মতে অরশির

আয়তন হচ্ছে ২৪ আঃ। একটি অরলিকে বলা হয় ‘অধরারলি’ এবং অপরটিকে ‘উত্তরারলি’। অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে আছে বালি, কারমুস্তিকা অর্থাৎ উষর ভূমির মাটি (উষা), ইদুরে-উৎখাত করা মাটি (আখুরী), উইমাটি (কম্বীকবপা), অশোষ জলাশয়ের মাটি (সূদ), শূকরে-ঘাঁটা মাটি (বরাহবিহত), ছোট ছোট পাথর (শর্করা), সোনা। এগুলিকে বলে ‘পার্শ্ব সত্তার’। এছাড়া সংগ্রহ করে আনতে হয় সাতটি ‘বানস্পত্য সত্তার’— অশ্বখকাঠ, ডুমুরকাঠ, পলাশকাঠ, শমীকাঠ, বিকঙ্কতকাঠ (বৈচ), বাজ-পড়া গাছের কাঠের টুকরা, পদ্মপাতা।

প্রজ্বলিত অগ্নি যে কুণ্ডগুলিতে স্থাপন করা হবে সেই কুণ্ডগুলিও নির্মাণ করতে হয়। পূর্ব দিকে চতুষ্কোণ (□) আহবনীয়, পশ্চিম দিকে বৃত্তাকার (○) গার্হপত্য এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে (অগ্নিকোণে) অর্ধবৃত্তাকার (D) দক্ষিণ কুণ্ড প্রস্তুত করা হয়। গার্হপত্যের কুণ্ডের কেন্দ্র থেকে আহবনীয়ের কুণ্ডের মধ্যস্থানের দূরত্ব ৯৬ আঃ। মতান্তরে এই দুই কুণ্ডের মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব হবে ৯৬ আঃ। আহবনীয়ের পূর্ব দিকে সভ্য এবং তারও পূর্ব দিকে নির্মাণ করা হয় আবসথ্যের কুণ্ড।

যে দিন কুণ্ডে অগ্নি স্থাপন করা হবে তার পূর্ব দিনে কৌরকর্ম সেরে স্নান করে যজ্ঞমান কৌমবন্ত পরেন। তাঁর পত্নীও নখচ্ছেদন ইত্যাদি করে স্নান সেরে কৌমবন্ত ধারণ করেন। সকালে করণীয় কর্ম এইটুকুই। অপরাত্নে অধ্বর্যু যজ্ঞমানের উপাসন কুণ্ড থেকে অর্ধেক অগ্নি তুলে নিয়ে গার্হপত্য-কুণ্ডের পিছনে রেখে ঐ অগ্নিকে প্রজ্বলিত করেন। প্রজ্বলিত সেই অগ্নিতে চার শরা চাল সিদ্ধ করতে হয়। ভাত সামান্য একটু শক্ত থাকতে যে পাত্রে ঐ চাল সিদ্ধ করা হয়েছিল তা নামিয়ে নিয়ে (উদ্বাসন) ঐ অগ্নিতেই হাতার সাহায্যে পাত্রের কিছু অন্ন আছতি দিতে হয়। এই সিদ্ধ অন্নকে বলে ‘ব্রহ্মোদন’। পাত্রের অবশিষ্ট অন্ন থেকে চারটি পিণ্ড তৈরী করে চার ঋত্বিককে একটি করে পিণ্ড দেওয়া হয়। পাত্রে কিছু অন্ন তখনও কিন্তু থেকে যায়। অধ্বর্যু পাত্রের সেই অবশিষ্ট অন্নকে ফল আছে এমন তিনটি অশ্বখের ডাল দিয়ে ঘেঁটে নিয়ে যে অগ্নিতে অন্ন পাক করা হয়েছে সেই অগ্নিতেই ঐ ডাল ফেলে দেন।

পরবর্তী দিনে উষাকালেই দুটি অরলি নিয়ে ঐ অন্নপাকের অগ্নিতে তা ঈষৎ তপ্ত করে পাকের অগ্নিকে নিবিয়ে দিতে হয়। এর পর পূর্বদিনে যে বালি সংগ্রহ করে আনা হয়েছে তার $\frac{1}{8}$ অংশ গার্হপত্যের কুণ্ডে এবং অপর $\frac{1}{8}$ অংশ দক্ষিণাগ্নির কুণ্ডে রেখে দেন। বাকী $\frac{1}{2}$ অংশ ঢেলে দিতে হয় (নিবপন) আহবনীয়ের কুণ্ডে। যদি সভ্য ও আবসথ্য কুণ্ডও নির্মিত হয়ে থাকে তাহলে ঐ বাকী $\frac{1}{2}$ অংশ তিন ভাগে ভাগ করে এক একটি ভাগ এই শোষাক্ত তিন কুণ্ডে রেখে দিতে হয়। অপর ছটি পার্শ্ব সত্তার এবং সাতটি বানস্পত্য সত্তারও এই একই পদ্ধতিতে ভাগ করে কুণ্ডগুলিতে রাখা হয়। সব শেষে রাখতে হয় সোনা।

এর পর যে অগ্নিকে উষাকালে নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে ব্রহ্মোদনপাকের সেই অগ্নির ভস্ম সরিয়ে দিয়ে সেখানে অরলি মছন করে মখিত অগ্নিকে ঝুঁটে (করীষ), কাঠের টুকরা ইত্যাদি দিয়ে বর্ষিত করে গার্হপত্যের কুণ্ডে স্থাপন করতে হয়। এইভাবে গার্হপত্যের আধান সম্পন্ন হয়। এই সময়ে ব্রহ্মা সামগান করেন। সূর্য অর্ধেক উঠলে গার্হপত্য অগ্নিকে প্রজ্বলিত করে কিছু অশ্বখকাঠ সেখানে রেখে দিতে হয়। কাঠগুলি ছলে উঠলে জ্বলন্ত সেই কাঠগুলি থেকে কিছু কাঠ একটি পাত্রে তুলে নিয়ে পাত্রের তলায় ও অগ্নির চারপাশে বালি ছড়িয়ে (উপবমন) পাত্রটি নিজের হাতে ধরে অধ্বর্যু দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি যখন পাত্রটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন তখন আত্মীয় অরলি মছন করে অথবা গার্হপত্য থেকে কিছু অগ্নি তুলে নিয়ে অথবা যে-কোন স্থান থেকে কিছু অগ্নি সংগ্রহ করে এনে দক্ষিণকুণ্ডে তা রেখে দেন। মতান্তরে অধ্বর্যু নিজেই এই কাজটি করেন। এই সময়ে ব্রহ্মা সামগান করেন। এইভাবে সম্পন্ন হয় দক্ষিণাগ্নির আধান। এর পর ঋত্বিকেরা একটি অশ্ব নিয়ে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আহবনীয়ের অভিমুখে এগিয়ে চলেন। তাঁদের ডান দিকে চলেন একটি চাকা নিয়ে ব্রহ্মা। চাকাটি সত্তবত সূর্যমণ্ডলের প্রতীক।

চাকাটিকে তিনবার ঘোরাতে হয়। অশ্বটি এসে দাঁড়ায় আহবনীয় কুণ্ডের পূর্ব দিকে পশ্চিমমুখী হয়ে। সূর্য যেন এলেন সাত ঘোড়ার রথে চড়ে। ঐ কুণ্ডের উপর দিয়ে অশ্বটি লাফিয়ে এলে অধ্বর্যু গার্হপত্য থেকে তুলে-আনা অগ্নিকে আহবনীয়ের পূর্ব দিকে পশ্চিমমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে কুণ্ডে রেখে দেন। এই হল আহবনীয়ের আধান। সভ্য ও আবসখ্যের আধান হয় মছনজাত অগ্নি বা যে-কোন লৌকিক অগ্নি নিয়ে এসে। এর পর প্রত্যেক কুণ্ডে তিনটি করে অশ্বখকাঠ ও তিনটি করে শমীকাঠ রেখে দিতে হয়। তার পর বিনা মন্ত্রে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করে আজ্য দিয়ে পূর্ণাহতি হোম করতে হয়। হোমের পরে যজমান তিন অগ্নির উপস্থান অর্থাৎ মন্ত্রসমেত প্রণাম করেন এবং কতকগুলি প্রয়শ্চিত্তহোমের অনুষ্ঠান হয়।

যে দিন আধানের অনুষ্ঠান হয় সেই দিনই অথবা দু-তিন-চার দিন পরে বা একমাস-দুমাস অথবা একবছর পরে অগ্নিগুলির সংস্কারের জন্য তিনটি 'পবমান' নামে ইষ্টিযাগ করতে হয়। এই তিনটি ইষ্টিযাগের মুখ্য দেবতা যথাক্রমে অগ্নি পবমান, অগ্নি পাবক, অগ্নি শুচি। যাগ তিনটি হলেও অনুষ্ঠান হয় পৃথক্ পৃথক্ নয়, যৌথভাবে, একই অনুষ্ঠানছত্রের অধীনে। তাই আনুষঙ্গিক গৌণ অনুষ্ঠানগুলি হয় বারে বারে নয়, একবার করেই। তিন দেবতারই ক্ষেত্রে আহতির দ্রব্য হচ্ছে অষ্টাকপাল পুরোডাশ অর্থাৎ আটটি কপালের উপর রেখে সেকা পুরোডাশ। পবমান ইষ্টি যে দিন অনুষ্ঠিত হবে সেই দিনই সন্ধ্যায় অগ্নিহোত্র আরম্ভ করতে হয়। প্রথম যাগের দেবতা পবমান বলে তিনটি যাগকেই পবমান-ইষ্টি বলা হয়।

অগ্ন্যাধানের (নামাস্তর অগ্ন্যাধেয়) পর গৃহস্থকে কোন কারণে কোথাও গিয়ে থাকতে হলে গার্হপত্যের অগ্নিকে মনে মনে দুই অরগিতে অবতরণ বা প্রবেশ করাতে হয়। এর নাম 'সমারোপণ'। গন্তব্য স্থানে এসে অরগি মছন করে আবার গার্হপত্য অগ্নি উৎপন্ন করতে হয়। অরগি থেকে কুণ্ডে অগ্নির এই নেমে-আসাকে বলা হয় 'উপাবরোহণ'। যদি কোন কারণে গৃহ থেকে অগ্নিকে অরগিতে সমারোপণ না করে গন্তব্য স্থানে চলে আসা হয় তাহলে অগ্নির বিনাশ ঘটেছে বলে ধরে নিয়ে আবার অগ্ন্যাধান কর্ম করতে হয়। এই দ্বিতীয়বারের আধানকে বলে 'পুনরাধান'।

অগ্নিহোত্র। যজমান নিজেই এই অনুষ্ঠান করেন। কোন কারণে নিজে না পারলে অবশ্য তাঁর পুত্র অথবা ঋত্বিকদের দিয়ে তা করাতে পারেন। পূর্ণিমা ও অমাবস্যার দিন কিন্তু অনুষ্ঠান করতে হয় নিজেকেই। আহতির দ্রব্য হচ্ছে দুধ, দই অথবা যবাগু। বিশেষ কামনায় চাল, অন্ন অথবা ঘৃতও আহতি দেওয়া যায়। যবাগু হল তরল ফেনসমেত ভাত। অগ্নিহোত্রের শুরু সন্ধ্যায়। প্রথমে নিত্যপ্রজ্বলিত গার্হপত্য থেকে উপবেষের সাহায্যে অগ্নি তুলে এনে (প্রণয়ন) বিনা মন্ত্রে দক্ষিণকুণ্ডে রেখে তার পরে আবার ঐ গার্হপত্য কুণ্ড থেকেই কিছু অগ্নি তুলে নিয়ে মন্ত্রসমেত আহবনীয় কুণ্ডে তা রাখা হয়। যজ্ঞের অনুষ্ঠানস্থলকে বলে 'বিহার'। সূর্যাস্তের পরে ঐ বিহারের ডান দিকে একটি গরু এনে তার দুধ দুহে সেই দুধ একটি কলশীতে রেখে দিতে হয়। এর পর তিন কুণ্ডে জল ছিটিয়ে এবং গার্হপত্য ও আহবনীয়ের মধ্যবর্তী ভূমিতে জল ছড়িয়ে দিতে হয়। পরে গার্হপত্য থেকে কিছু অঙ্গার কুণ্ডের বাইরে নিয়ে এসে বায়ুকোণে (উত্তর-পশ্চিম) তা রেখে ঐ অগ্নিতে কলশীর দুধ গরম করতে হয়। যে পাত্রে দুধ দোহা হয়েছিল সেই পাত্র জল দিয়ে ধুয়ে সেই জল সুবের সাহায্যে কলশীতে ঢেলে দিয়ে কয়েকটি অঙ্গার নিয়ে কলশীর উপরে তিন বার চারপাশে ঘোরান হয় ('পর্যগ্নিকরণ')। এর পর কলশীটি আগুনের উপর থেকে নামিয়ে (উদ্ধাসন) মাটি ঘেঁষে পূর্ব দিকে টেনে নিয়ে যেতে হয়। টানার ফলে মাটিতে কালো রেখা পড়ে যায় ('বর্ষকরণ')। যে অগ্নিতে দুধ গরম করা হল সেই অগ্নিকে অর্থাৎ অঙ্গারগুলিকে আবার গার্হপত্যের কুণ্ডে নিয়ে গিয়ে রেখে দিতে হয়।

অধ্বর্যু এর পর সুব ও অগ্নিহোত্রহবণী নামে হাতা-দুটি আহবনীয়ে কিছুটা গরম করে নিয়ে সুবের সাহায্যে

কলশীর দুধ চার বার অগ্নিহোত্রহবণী নামে হাতায় তুলে নেন ('হবিরক্ষয়ন')। এই দুধ-ভরা হাতার উপরে একটি, দুটি অথবা তিনটি নয়-আঙুল-পরিমাণ পলাশকাঠ ধরে থেকে গার্হপত্যের উপর দিয়ে আহবনীয়ে এনে সেই কাঠ কুণ্ডে স্থাপন করেন। এর পর ঐ আহবনীয়ের কুণ্ডে অগ্নিদেবতার উদ্দেশে অগ্নিহোত্রহবণীর দুধ আছতি দেওয়া হয়। এই হল অগ্নিহোত্রের প্রথম আছতি। এর পর আবার অগ্নিহোত্রহবণীর সাহায্যে প্রজাপতি-দেবতার উদ্দেশে অপর একটি আছতি দিতে হয়। সকালের অগ্নিহোত্রেও এই একই পদ্ধতি। প্রথম আছতির দেবতা হচ্ছেন সেখানে সূর্য এবং দ্বিতীয় আছতির দেবতা প্রজাপতি। অগ্নি ও সূর্য দুই দেবতাই হচ্ছেন জ্যোতিঃস্বরূপ। শাখাভেদে সন্ধ্যায় ও সকালে গার্হপত্যেও চারটি এবং দক্ষিণাগ্নিতেও চারটি আছতি দিতে হয়। গার্হপত্যে প্রদেয় চারটি আছতিরই দেবতা অগ্নি গৃহপতি অথবা যথাক্রমে অগ্নি গৃহপতি, অগ্নি রয়িপতি, অগ্নি পুষ্টিপতি, অগ্নি কাম (বা অগ্নি অন্নাদ্য)। দক্ষিণাগ্নিতে করণীয় হোমের দেবতা যথাক্রমে অগ্নি অদাভা, অগ্নি অন্নপতি, অগ্নি অদাভা, আবার অগ্নি অদাভা। সন্ধ্যার অনুষ্ঠান হয় সূর্যরশ্মি যখন মাটি ছেড়ে গাছের মাথায় গিয়ে পড়ে তখন এবং সকালের অনুষ্ঠান করতে হয় পূর্ব আকাশে যখন সূর্যরশ্মি প্রথম দেখা যায় সেই সময়ে। কেউ কেউ কিন্তু সকালে আছতি দেন সূর্য ওঠার আগেই। অগ্নিশ্রণয়ন করা হয় অবশ্য সকলের ক্ষেত্রেই সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আগেই।

অগ্নিহোত্রের আছতি হয়ে গেলে তিন কুণ্ডের অগ্নিতেই জল ছিটিয়ে আহবনীয়ের ডান দিকে দাঁড়িয়ে তিন অগ্নিরই উপস্থান করতে হয়। এর পর হোমের অবশিষ্ট দুধ পান করে অগ্নিহোত্রহবণীটি দর্ভ দিয়ে মেজে ধুয়ে নেওয়া হয়। আবার এই হাতায় জল নিয়ে সেই জল সর্প, সর্প পিপীলিকা, সর্পেতর জন ও সর্প দেবজ্ঞানদের উদ্দেশ করে চারদিকে উঁচু করে ছিটিয়ে দিতে হয় ('ব্যুত্থসেচন')। হাতায় আবার জল নিয়ে সেই জলের কিছুটা আহবনীয়ের পিছনে এবং কিছুটা যজ্ঞমানের পত্নীর হাতে ছেলে দেবেন ('নিনয়ন')।

দর্শপূর্ণ্যাস। এই যাগ একটি মিলিত যুগ্ম যাগ। একটি যাগের অনুষ্ঠান হয় প্রত্যেক পূর্ণিমা ও প্রতিপদে এবং অপর যাগটির অনুষ্ঠান হয় প্রত্যেক অমাবস্যা ও শুক্লা প্রতিপদে। প্রথমটির নাম পৌর্ণ্যাসযাগ এবং দ্বিতীয়টির নাম দর্শযাগ। পৌর্ণ্যাসযাগে মুখ্য অনুষ্ঠানের বা প্রধানযাগের দেবতা অগ্নি, বিষ্ণু (বা প্রজাপতি বা অগ্নি-সোম), অগ্নি-সোম। দর্শযাগে মুখ্য দেবতা অগ্নি, ইন্দ্র-অগ্নি। যিনি আগে সোমযাগ করেছেন তাঁর ক্ষেত্রে অবশ্য দেবতা অগ্নি, ইন্দ্র এবং আবার ইন্দ্র। প্রথম ইন্দ্রের দ্রব্য দই, দ্বিতীয় ইন্দ্রের দুধ।

অধাধানের পর থেকে প্রতিদিনই দু-বেলা অগ্নিহোত্র করতে হয়। পূর্ণিমার দিন সকালে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানের পরে যজ্ঞমান আহবনীয়ে ও দক্ষিণ কুণ্ডের অগ্নি তুলে ফেলে দিয়ে গার্হপত্য কুণ্ড থেকে আবার জলন্ত কিছু অঙ্গার তুলে ('উদ্ধরণ') ঐ দুই কুণ্ডে নিয়ে এসে ('প্রশয়ন') রেখে দেন। তার আগে অবশ্য কুণ্ডে ঝাঁট দেওয়া ('পরিসমূহন'), গোবর লেপে দেওয়া, পূর্ব-উত্তর দিকে বিস্তৃত তিনটি করে রেখা টানা, ছাই তুলে ফেলে দেওয়া, জল ছিটিয়ে দেওয়া (প্রোক্ষণ) এই পাঁচটি 'ভূসংস্কার' নামে কর্ম করে নিতে হয়। এর পর তিন কুণ্ডেই মন্ত্রসহযোগে কাঠ রেখে দিতে হয় ('অধাধান')। অধাধানের পরে পূর্ব বা উত্তর দিকে গিয়ে কুশ ও দর্ভ সংগ্রহ করে আনতে হয়। বিজোড়-সংখ্যক কুশমুষ্টি নিয়ে আসতে হবে। প্রথম যে কুশমুষ্টিটি সংগ্রহ করা হয় তার বিশেষ নাম 'প্রস্তর'। বেনিতে ছড়াবার দর্ভও নিয়ে আসতে হয়। আনতে হয় একশটি কাঠও (৩ পরিধি + ২ আঘার + ১৫ সামিধেনী + ১ অনুযাজ)। দিনের বেলায় কাজ এইটুকুই। সন্ধ্যায় হয় কেবল প্রাত্যহিক অগ্নিহোত্র। দর্শযাগে অমাবস্যার দিন সকালে একটি শমী অথবা অশ্বখ গাছের বড় ডালও সংগ্রহ করে আনতে হয়। এই ডাল দেখিয়ে বাছুরগুলিকে তাদের মায়েদের কাছ থেকে সরিয়ে আনা হয়। এই কর্মকে বলে 'বৎস-অপাকরণ'। গরুগুলিকে বাছুরদের থেকে সরিয়ে এনে মাঠে ঘাস খেতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এর পর পৌর্ণ্যাসের দিনের মতোই কুশ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে

যেতে হয়। সন্ধ্যায় সাক্ষ্য অগ্নিহোত্রের আগে 'পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ' করতে হয়। সন্ধ্যাকালে গরুগুলি মাঠ থেকে কিরে এলে যবাগু দিয়ে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান এবং গোদোহন করে দই পাতা (আতক্ষন) হয়।

পরের দিন প্রাতঃকালীন অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান হয়ে গেলে আহবনীয়ের কাছেই উত্তর দিকে কুশ ছড়িয়ে তার উপর নানা হাতা, আজ্যহালী, বেদ (দর্ভমুষ্টি), ইড়াপাত্র, প্রশিত্রহরণপাত্র, প্রণীতাপাত্র রেখে দেওয়া হয়। গার্হপত্যের উত্তর দিকে দর্ভ ছড়িয়ে দিয়ে তার উপর রাখা হয় পুরোডাশ প্রস্তুত করার হামান-দিত্তা, শিল-নোড়া ইত্যাদি নানা পাত্র ও শস্য। এই পাত্রগুলির বাঁ দিকে আবার রাখা হয় গরম জল (মদন্তী), বেদের (শায়িত বাছুরের হাঁটুর মতো দেখতে দু-ভাঁজ করা কুশমুষ্টি) সামনের দিক থেকে কেটে নেওয়া অংশ (বেদাগ্র), তৃণশুচ্ছ থেকে প্রস্তুত দড়ি (যোদ্ধ), অম্বাহার্যহালী, পিষ্টলেপপাত্র, ফলীকরণপাত্র, উপবেষ ইত্যাদি। হাতা ও অন্যান্য মুখবিশিষ্ট পাত্রগুলিকে উপড় করে রেখে দিতে হয়। এই-সব কাজ আগে হয়ে গেলে অধ্বর্যু বেদির উত্তর দিকে বসে ব্রহ্মাকে বরণ করেন। ব্রহ্মা বৃত হয়ে আহবনীয়ের ডান দিকে গিয়ে নিজ আসনে বসেন। তাঁর পিছনে নির্দিষ্ট আসনে বসেন যজ্ঞমান। অধ্বর্যু গার্হপত্যের উত্তর দিকে বসে চমসপাত্রে জল ভরে আহবনীয়ের উত্তর দিকে তা নিয়ে গিয়ে ('অপাং প্রশয়নম্') দর্ভের উপরে রেখে দেন। দর্শবাগে অগ্নিহোত্রের পরে আগের দিনের মতোই আবার বৎস-অপাকরণ করতে হয়। হাতা ইত্যাদি পাত্রগুলি রাখার সময়ে দোহনের উপযোগী পাত্রগুলিকেও সেখানে রেখে দিতে হয়।

এর পর হাতে অগ্নিহোত্রহবনী ও কুলা (শূর্ণ) নিয়ে বেদির বাইরে রাখা একটি শকটের উপর উঠে আনীত শকটস্থ শস্য (ধান বা যব) থেকে প্রধানবাগের দেবতার নাম উল্লেখ করে চার মুষ্টি শস্য অগ্নিহোত্রহবনীতে নিতে হয়। হবনী থেকে আবার তা কুলায় রেখে দিতে হয়। উদ্ভিষ্ট প্রত্যেক দেবতার জন্যই চার মুষ্টি করে শস্য নিতে হবে। এই কর্মের নাম 'হবির্নির্বাণ'। এর পর শস্যসমেত শূর্ণটিকে আহবনীয়ের নিকটে এনে প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশে তিন বার করে শূর্ণের শস্যে 'প্রোক্ষণী' নামে শুদ্ধ জল ছিটিয়ে দিতে হয়। এই সময়ে অধ্বর্যু উপড় করে রাখা পাত্রগুলিকে সোজা করে রেখে সেগুলিতে 'পবিত্র' নামে কুশের সাহায্যে তিনবার জল ছিটিয়ে দেন।

পরবর্তী কাজ হল শূর্ণের শস্যগুলি থেকে তুষ ছাড়ান। কৃষ্ণজিন (কালো হরিণের চামড়া) নিয়ে উত্করের কাছে গিয়ে তিনবার ভাল করে ঝেড়ে নিয়ে সেখানে মাটির উপর তা পেতে তার উপর হামানদিত্তা (উলুখল-মুসল) রাখতে হয়। অধ্বর্যু হামানদিত্তায় ধানগুলি কোটবার (অবহনন) সময়ে যজ্ঞমানের পত্নী অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে সাহায্যের জন্য ডাকেন। এই সময়ে আগ্নীত্র শিল-নোড়া বাজান। আবৃত হয়ে পত্নীও এসে ধান কুটতে থাকেন। তুষ ছাড়ার পরে আরও একবার মৃদুভাবে আঘাত করে ধানের সূক্ষ্ম তুষগুলি ছড়িয়ে নিতে হয়। এই দ্বিতীয়বারের কোটাকে বলে 'ফলীকরণ'। এর পরে চালগুলি ভাল করে ধুয়ে নিয়ে (দুগ্ধ =) শিলের উপর রেখে নোড়া (= উপল) দিয়ে বাটিতে হয়। বেটে কৃষ্ণজিনের উপর বাটা চালগুলি ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

বাটা চাল দিয়ে পিঠা (পুরোডাশ) প্রস্তুত করতে হবে। আহবনী অথবা গার্হপত্যের পিছনে মাটির একাধিক খাপরা (কপাল) সাজিয়ে তার উপর বেদের সাহায্যে কিছু অঙ্গার রেখে জল গরম করে নিতে হয়। সেই গরম জলে ('উপসজ্জনী', 'মদন্তী') বাটা চালগুলি মিশিয়ে (কেউ কেউ চালগুলি ভেঙ্গে তার পরে সেগুলি জলে মেশান) দুটি পিণ্ড তৈরী করেন। এর পর কপালগুলির (৮/১২) উপর এক একটি পিণ্ড রেখে দর্ভ ছালিয়ে সৈকে নিতে হয়। যে পাত্রে বাটা চাল মাখা হয়েছিল তা ধুয়ে নিয়ে বেদিতে আঁকা তিনটি রেখার উপর ঐ জল ঢেলে দেন। উদ্ভিষ্ট দেবতা হচ্ছেন একত, দ্বিত এবং ত্রিত। দর্শবাগে কপালগুলি সাজিয়ে রাখার পরে কিন্তু গোদোহন করতে হয়।

এর পর পূর্ব হতেই নির্মিত বেদির সংস্কার করতে হবে। ঐত্ব্যুর থেকে ভাল মাটি তুলে এনে বেদি প্রস্তুত করে জুহু প্রভৃতি পাত্র বেদাগ্র দিয়ে মেজে ধুয়ে নিয়ে ঐ বেদিতে দর্ভের উপর সেগুলি রেখে দিতে হয়। মাঝার পর

বেদাগ্রগুলি আগুনে ফেলে দেওয়া হয়। আদীত্ৰ নামে এক ঋত্বিক যজ্ঞমানের পত্নীর কটিতে মুঞ্জরূপে প্রস্তুত একটি মেখলা ('যোক্ত্র') পরিয়ে দিলে পত্নী গার্হপত্য অগ্নিকে ও দেবপত্নীগণকে উপস্থান করে ডান দিকে গিয়ে নিজ নির্দিষ্ট আসনে উত্তরমুখী হয়ে বসেন। এ-বার অধ্বৰ্যু থিয়ের বড় একটি পাত্র (সর্পির্ধানী) থেকে আজ্যহালীতে যি (আজ্য) তুলে নিয়ে দক্ষিণ ও গার্হপত্যের কূণ্ডে তা গরম করে নিয়ে পত্নীর হাতে ঐ পাত্রটি দেন। পত্নী প্রথমে চোখ বন্ধ করে এবং পরে চোখ খুলে তা দেখে ('আজ্যাবেক্ষণ') পাত্রটি বেদিতে রেখে দেন। তার পর অধ্বৰ্যু এবং যজ্ঞমানও এইভাবেই পাত্রীর সেই আজ্য চোখ বন্ধ করে ও পরে চোখ খুলে দেখেন। আজ্যাবেক্ষণ হয়ে গেলে ঐ আজ্যহালী থেকে ব্রূবের সাহায্যে জুহুতে চার বার, উপভূতে আটবার এবং ধ্রুবায় চার বার আজ্য দিতে হয়।

আজ্যগ্রহণের পরে 'প্রোক্ষণী' নামে জলকে অভিমন্ত্রণ করে সেই মন্ত্রপূত জল তিনবার আহবনীয়ের উত্তর দিকে রাখা যজ্ঞের কাঠ (ইষ)গুলিতে ছিটিয়ে দিতে হয়। বেদির মধ্যে রাখা দর্ভগুলিগুলির উপরেও এবং বেদিতেও তিনবার করে জল ছিটিয়ে দিতে হয়। প্রোক্ষণীর অবশিষ্ট জল বেদির দক্ষিণ প্রোণি (দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ) থেকে উত্তর প্রোণি (উত্তর-পশ্চিম) পর্যন্ত নিতৃগণের উদ্দেশে ঢেলে দেওয়া হয়। ইষ, বেদি ও দর্ভের প্রোক্ষণ হয়ে গেলে দর্ভমুষ্টিগুলির স্থপ খুলে প্রস্তর নামে মুষ্টিটি যজ্ঞমানের হাতে দিতে হয়। যজ্ঞমান আবার তা ব্রূবার হাতে দিতে পারেন। এর পর বেদিতে দর্ভগুলি ছড়িয়ে দিতে হয়। অধ্বৰ্যু এ-বার ঐ প্রস্তরটি নিজের হাতে ধরে থেকে পূর্ব দিক ছাড়া আহবনীয়ের অপর তিন (পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর) দিকে একটি করে ইষ স্থাপন করেন। এই কর্মকে বলে 'পরিধি-পরিধান'।

পরিধি-স্থাপনের পরে অপর দুটি ইষ নিয়ে কূণ্ডের অগ্নির উপরে তা উর্ধ্বমুখ করে রেখে দেন। বেদিতে দর্ভ ছড়ান হয়েছে। সেই আত্মীর্ষ দর্ভের উপরেই উত্তরমুখ করে তির্বগ্ভাবে 'বিধৃতি' নামে দুটি দর্ভ রেখে তার উপরে প্রস্তরটিকে ঝুলে রেখে দেওয়া হয়। প্রস্তরের তৃণগুলির মুখ থাকে পূর্ব দিকে। এই প্রস্তরের তৃণগুলির উপরে জুহু-উপভূত, ধ্রুবা, ব্রূব ও আজ্যহালী রাখা হয়। আহুতিদানের সময়ে এই পাত্রগুলিই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পুরোডাশদুটি আগেই সের্বা হয়ে গিয়েছে। এখন ছাইগুলি সরিয়ে প্রত্যেক পুরোডাশের উপর কিছু আজ্য ঢেলে ('অভিঘারণ') একটি পাত্রেও কিছু আজ্য ছড়িয়ে দিয়ে ('উপস্তরণ') সেই পাত্রে ঐ দুই পুরোডাশকে রেখে প্রত্যেক পুরোডাশের উপর আবার কিছু আজ্য ঢেলে দিতে (অভিঘারণ) হয়। এই-সব কর্ম শেষ হলে বেদির বায়ুকোণে (উত্তর-পশ্চিম) হোতার বসার জন্য আসন প্রস্তুত করে হোতাকে যজ্ঞভূমিতে আসার জন্য আহ্বান করতে হবে।

হোতা আহুত হয়ে বেদিতে এসে নিজ আসনে বসে সামিধেনী নামে মন্ত্র পাঠ করতে থাকেন, আর অধ্বৰ্যু আহবনীয়ের পশ্চিম দিকে পূর্বমুখী হয়ে বসে প্রত্যেকটি সামিধেনী মন্ত্রের শেষে যখন প্রণব উচ্চারণ করা হয় তখন একটি করে সমিৎ (যজ্ঞের কাঠ) আহবনীয়ের অগ্নিতে ফেলে দেন। অগ্নিকে সমিদ্ধ অর্থাৎ প্রদীপ্ত করে তোলার জন্যই এই সমিৎ-স্থাপন। সমিৎ-স্থাপনের সঙ্গে যুক্ত বলে মন্ত্রগুলিকে যেমন সামিধেনী বলা হয়, তেমন ঐ সকল মন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে কর্মটিকেও সংক্ষেপে বলা হয় 'সামিধেনী'।

সামিধেনীর পরে আঘার নামে অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে প্রথমে ধ্রুবা থেকে ব্রূবে আজ্য তুলে নিয়ে সেই আজ্য উত্তর দিকের পরিধির সন্ধিহুল (বায়ুকোণ বা উত্তর-পশ্চিম কোণ) থেকে অগ্নিকোণ (পূর্ব-দক্ষিণ) পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে বক্রপতিতে কূণ্ডের অগ্নিতে ছড়িয়ে দিতে হয়। উদ্ভিষ্ট দেবতা প্রজাপতি। আবার আজ্যহালী থেকে ধ্রুবায় আজ্য ভরে দিতে হয়। এই সময়ে অধ্বৰ্যুর নির্দেশে (ধ্রুব) আদীত্ৰ স্বয়ং দিয়ে তিনটি পরিধি স্পর্শ বা মার্জন করেন ('সংমার্গ-করণ')। অধ্বৰ্যু ডান হাতে জুহু ও বাঁ হাতে উপভূত নিয়ে বেদির উত্তর দিক থেকে ডান দিকে চলে এসে আহবনীয়ের ডান দিকে উত্তরমুখ হয়ে পঁড়িয়ে ডান দিকের পরিধির সন্ধিহুল (নির্ঘৃতি বা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ) থেকে ইন্দ্রান (উত্তর-পূর্ব) কোণ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে বক্রপতিতে যি ছড়িয়ে দেন। এ-বার উদ্ভিষ্ট দেবতা ইন্দ্র।

আঘারের পরে প্রবরপাঠ অর্থাৎ ঋষিবরণের অনুষ্ঠান। ব্রাহ্মকে জানিয়ে প্রবরপাঠের জন্য অধ্বৰ্যু আশ্রাবণ করেন। 'আশ্রাবণ' হল 'আশ্রাবয়' (শোনাও; সেবতাদের মন্ত্র শুনতে অনুরোধ কর) এই শব্দটি উচ্চারণ করা। আদীগ্র এর উত্তরে 'অস্ত্র বৌবট্' (আচ্ছা, তাঁরা শুনছেন) বলে প্রত্যাশ্রাবণ করেন। এই প্রত্যাশ্রাবণের পরে অধ্বৰ্যু হোতার বংশে যে-সব ঋষি জন্মেছেন তাঁদের বরণ করেন। নামের সঙ্গে বতি (= বত্) বা 'অণ্' (= অ) প্রত্যয় যুক্ত করে উল্লেখ করাই হচ্ছে এখানে বরণ। সেবতাদের আহ্বান করে আনেন যজ্ঞস্থলে অগ্নি। সেই অগ্নিকে তাই আহ্বান করতে হয়। প্রাচীন ঋষিদের নাম করে আহ্বান করলে তবেই যেন অগ্নি সাড়া দেন নিজেদের উভয়পক্ষের প্রাচীন সুসম্পর্কের কথা স্মরণ করে। দেবহোতা অগ্নির মতো মনুষ্যহোতাকেও যজ্ঞে বরণ বা আহ্বান করতে হয়। বৃত্ত হয়ে হোতাও যজ্ঞমানের বংশের ঋষিদের নাম উল্লেখ করে অগ্নিকে আহ্বান করেন।

আঘারের অনুষ্ঠান শেষ করে অধ্বৰ্যু বেদির উত্তর দিকে চলে এসেছিলেন। এখন তিনি প্রযাজ্ঞের অনুষ্ঠানের জন্য বেদির দক্ষিণ দিকে গিয়ে আবার আশ্রাবণ করেন। আদীগ্রও তার উত্তরে প্রত্যাশ্রাবণ করেন। প্রত্যাশ্রাবণ হয়ে গেলে অধ্বৰ্যু হোতাকে প্রযাজ্ঞের যাজ্ঞ্যপাঠের জন্য নির্দেশ দেন। প্রযাজ্ঞের মোট দেবতা পাঁচ— সমিত্, তনুনপাত্, ইব্ (ইট্), বর্হিঃ এবং স্বাহা-শব্দযুক্ত বিশেষ কয়েক জন দেবতা (আজ্যভাগ, প্রধানযাগ, ষিষ্টকৃত্ এবং প্রযাজ্ঞ-অনুযাজ্ঞের দেবতা)। প্রথমে জুহুর আজ্য দিয়ে প্রথম তিন প্রযাজ্ঞের একে একে আহুতি দিতে হয়। পরে উপতৃতের অর্বেক আজ্য জুহুতে নিয়ে চতুর্থ প্রযাজ্ঞের এবং তার পরে পঞ্চম প্রযাজ্ঞের অনুষ্ঠান করে জুহুতে কিছু আজ্য বাকী রেখে সেই অবশিষ্ট আজ্য দিয়ে দ্বিটি পুরোডাশে অভিযারণ করতে হয়। কেবল এখানে নয়, সব যাগেই প্রযাজ্ঞের অবশিষ্ট আজ্য দিয়ে প্রধানযাগের আহুতিদ্বয়ে অবশ্যই অভিযারণ করতে হয়। প্রত্যেকের যাজ্ঞ্য ভিন্ন ভিন্ন।

উত্তর দিকে ফিরে এসে আবার দ্রব থেকে সুবের সাহায্যে জুহুতে আজ্য নিয়ে সেই আজ্য প্রস্তরে মাখিয়ে আজ্যভাগের অনুষ্ঠানের জন্য হোতাকে অনুবাক্য্য-মন্ত্র পাঠ করতে প্রৈষ (নির্দেশ) দেন। হোতা প্রথমে অনুবাক্য্য এবং পরে আবার যথাসময়ে প্রৈষ পেয়ে যাজ্ঞ্যমন্ত্র পাঠ করেন। অধ্বৰ্যু হোতার অনুবাক্য্যপাঠের পরে বেদির ডান দিকে চলে এসে প্রথমে যাজ্ঞ্যস্ত্রে আহুতি দেন দেবতা অগ্নির উদ্দেশ্যে কুণ্ডের উত্তর-পূর্ব অর্ধে, পরে যাজ্ঞ্যস্ত্রে স্ত্রাহুতি দেন দেবতা সোমের উদ্দেশ্যে কুণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব অর্ধে। সুবের সাহায্যে দ্রবা থেকে আবার তিনি আজ্য তুলে নিয়ে পোষাকালনের জন্য আহবনীরে একটি আজ্যহোম করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, অধ্বৰ্যু পাঠে আহুতিদ্বয় নিয়ে দেবতার নাম উল্লেখ করে 'অনুবুহি' বলে প্রৈষ দিলে হোতা বা তাঁর সহযোগী যে মন্ত্র পাঠ করেন তাকে বলা হয় 'অনুবাক্য্য' এবং তার পর 'যজ্ঞ' বলে নির্দেশ দিলে যে মন্ত্র পাঠ করা হয় তার নাম 'যাজ্ঞ্য'। যাজ্ঞ্যমন্ত্রের আগে 'যেতযজ্ঞামহে' এবং শেষে 'বৌতবট্' উচ্চারণ করতে হয়। বৌতবট্ বলার সঙ্গে সঙ্গেই যজ্ঞবেদীর ঋক্ষিক্কে অগ্নিতে আহুতিদ্বয় নিবেদন করতে হয়। প্রত্যেক দেবতারই অনুবাক্য্য ও যাজ্ঞ্য মন্ত্র হয় ভিন্ন ভিন্ন।

এ-বার হবে মূল অনুষ্ঠান বা প্রধানযাগ। প্রথমে অগ্নিদেবতার উদ্দিষ্ট পুরোডাশের মধ্যস্থল থেকে তির্ষকভাবে অঙ্গুষ্ঠ-পর্বপরিমাণ অংশ ভেঙে নিয়ে (অবদান) তার পরে আবার পূর্বার্ধ থেকে ঐ পরিমাণ অংশই ভেঙে নিতে হয়। ভাঙা এই দুই অংশ জুহুতে রেখে অধ্বৰ্যু তার উপর অভিযারণ করেন। অবশিষ্ট পুরোডাশেও অভিযারণ করে তিনি হোতাকে অনুবাক্য্য-পাঠের জন্য প্রৈষ দেন। অনুবাক্য্য পাঠ করা হলে অধ্বৰ্যু বেদির ডান দিকে এসে আশ্রাবণ, আদীগ্র প্রত্যাশ্রাবণ এবং আবার অধ্বৰ্যুই যাজ্ঞ্যের জন্য প্রৈষ পাঠ করলে হোতা যাজ্ঞ্য পাঠ করেন। যাজ্ঞ্যর শেষে অধ্বৰ্যু জুহুর কিছু আজ্য আগে আগুনে ঢেলে তার পরে জুহুহিত পুরোডাশখণ্ড অগ্নির উদ্দেশ্যে আহুতি দেন এবং তার পরে আবার আগুনে আজ্য ঢেলে সেন-পূর্বার্ধই চক ও পুরোডাশের আহুতি এইভাবেই হয়ে থাকে। আহুতির পরে আবার উত্তর দিকে ফিরে এসে দ্রবা থেকে সুবের সাহায্যে চারবার আজ্য তুলে নিয়ে জুহুকে

পূর্ণ করে আহবনীয়ের ডান দিকে চলে আসেন। আবার প্রৈষ, অনুবাক্য, আশ্রাবণ, প্রত্যাশ্রাবণ, প্রৈষ ও বাজ্যার পরে উত্তরমুখ হয়ে আছতি দিতে হয়। এ-বার আছতি দেওয়া হয় বিষ্ণু, প্রজাপতি অথবা অগ্নি-সোমের উদ্দেশ্যে উপাংশবশত। এই জন্য এই দ্বিতীয় যাগকে ‘উপাংশযাগ’ বলে। আছতিব্রব্য এ-ক্ষেত্রে পুরোডাশ নয়, আজ্য। অধ্বৰ্যু আবার উত্তর দিকে গিয়ে ধ্রুব থেকে সুবের সাহায্যে জুহুতে আজ্য নিয়ে অগ্নিদেবতার উদ্দিষ্ট পুরোডাশের মতোই অগ্নি-সোম দেবতার পুরোডাশ থেকে দুটি অংশ ভেঙে নিয়ে ঐ আজ্যসমেত জুহুতে তা রেখে দেন। এর পর ডান দিকে চলে এসে প্রৈষ, অনুবাক্য, আশ্রাবণ, প্রত্যাশ্রাবণ, আবার প্রৈষ এবং হোতার বাজ্যাপাঠের শেষে প্রথমে জুহুর আজ্য, পরে দুটি পুরোডাশখণ্ড এবং তার পরে আবার জুহুহু কিছুটা আজ্য অগ্নিতে আছতি দেন। দর্শবাগে যিনি সামান্যবাজী নন তাঁর ক্ষেত্রে দুই প্রধানযাগের দেবতা অগ্নি ও ইন্দ্র-অগ্নি এবং দ্রব্য পুরোডাশ। এই দুই দেবতারই অনুষ্ঠান হয় পৌর্ণমাসযাগের প্রথম ও তৃতীয় দেবতার অনুষ্ঠানের মতোই। যিনি সামান্যবাজী তাঁর ক্ষেত্রে প্রথম একবছর দেবতা অগ্নি, ইন্দ্র, আবার ইন্দ্র। প্রথম দেবতার ক্ষেত্রে অনুষ্ঠান হয় পৌর্ণমাসযাগের মতোই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দেবতা এক বলে তাঁদের উদ্দেশ্যে দই ও দুধ একসঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে আছতি দেওয়া হয়। মিশ্রিত এই দুধ ও দইকে বলে ‘সাম্নায্য’। আছতির জন্য জুহুতে উপস্থাপন, সুবের সাহায্যে দু-বার দই ও দু-বার দুধ গ্রহণ এবং শেষে অভিধারণ করতে হয়। এক বছর পরে ইন্দ্রের পরিবর্তে দেবতা হন মহেশ্বর। যখনই কোন দেবতার উদ্দেশ্যে অধ্বৰ্যু অগ্নিতে আছতি দান করেন তখনই যজ্ঞমান মনে মনে চিন্তা করতে থাকেন যে, আমিই অগ্নিতে আছতি দিচ্ছি এবং মুখে উদ্দিষ্ট দেবতার নাম উল্লেখ করে বলেন ‘(অগ্নয়ে) ইদং ন মম’ অথবা ‘ইদম্ (অগ্নয়ে) ন মম’ বলেন। এছাড়া সর্বত্র অনুমত্ৰণ (হতানুমত্ৰণ) মন্ত্রও তাঁকে পাঠ করতে হয়। যেমন— ‘অগ্নেহু অহং দেবযজ্ঞয়াম্যাদো ভূয়াসম্’, ‘সোমস্যাং দেবযজ্ঞয়া পশুমান্ ভূয়াসম্’।

প্রধানযাগ শেষ হলে তৈত্তিরীয়পন্থীদের ক্ষেত্রে অধ্বৰ্যু বেদির উত্তর দিকে এসে বসে সুবের সাহায্যে পূর্ণমাস-দেবতার উদ্দেশ্যে ‘পার্বণহোম’ এবং ‘নারিষ্ঠহোম’ করেন। দর্শবাগে পার্বণহোমের দেবতা অবশ্য অমাবস্যা।

এর পর হয় ষিষ্টকৃতের অনুষ্ঠান। জুহুতে আজ্য নিয়ে দুই পুরোডাশের অবশিষ্ট অংশের উত্তরার্ধ থেকে একবার করে সামান্য অংশ ভেঙে নিয়ে ঐ হাতায় তা রাখা হয়। দর্শবাগে দুধ এবং দই থেকেও একবার করে সামান্য অংশ তুলে নিতে হয়। যথারীতি প্রৈষ, অনুবাক্য, আশ্রাবণ, প্রত্যাশ্রাবণ, আবার প্রৈষ এবং বাজ্যাপাঠের পরে ঐ অংশদুটি অগ্নির উত্তর-পূর্ব অর্ধে আছতি দেওয়া হয়। আবার উত্তর দিকে ফিরে এসে জুহুতে জল নিয়ে তা পরিষিক্তির মাঝে ঢেলে দেওয়া হয়।

বৈদিক যজ্ঞের প্রসাদকে বলে ‘ইড়া’। এ-বার হবে ইড়াভক্ষণ বা প্রসাদগ্রহণ। দুই পুরোডাশের মাথা থেকে (দর্শবাগে পুরোডাশ, দই এবং দুধ থেকে), ত্রীহিপরিমাণ বা যবপরিমাণ অংশ ভেঙে নিয়ে ‘প্রাশিত্রহরণ’ নামে একটি পাত্রে (গরুর কাপের মতো দেখতে) তা রেখে পাত্রটি ব্রহ্মার হাতে দেওয়া হয়। ব্রহ্মা দুই হাতে ঐ পাত্রটি নিয়ে বেদির মধ্যে ছড়ান ভৃগুগণি সরিয়ে ভূমিতে রেখে দেন। তার পর পাত্রের ঐ পুরোডাশখণ্ড অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার সাহায্যে তুলে নিয়ে ভক্ষণ করবেন, কিন্তু এমনভাবে সতর্ক হয়ে ভক্ষণ তাঁকে করতে হবে দাঁতের সঙ্গে যেন কোন স্পর্শ না ঘটে। ভক্ষণের পরে তিনি পাত্রটি ধুয়ে উপুড় করে রেখে দেন। এর পর ইড়াপাত্রে যি ঢেলে সকল আছতিব্রব্যের ডান দিক থেকে ইড়া নিয়ে তা ঐ পাত্রে রেখে দু-বার ইড়ায় যি ঢেলে তা হোতার হাতে দেন। হোতার ডান দিকে বসে অধ্বৰ্যু আজ্যলিপ্ত সুবার সম্মুখভাগ দিয়ে হোতার তক্তনীর উপরের দুটি গ্রহিতে আজ্য মাখিয়ে ইড়াপাত্রটি তাঁর হাতে দেবেন। হোতা নিজেও ইড়ার একাংশ তুলে নিজের হাতে রেখে দেবেন। এর পর হোতা ইড়ার ‘উপস্থান’ মন্ত্র পাঠ করলে অধ্বৰ্যু পাত্রস্থিত ইড়া থেকে কিছু কিছু অংশ নিয়ে তা হোতা, ব্রহ্মা, অগ্নীন্দ্র ও যজ্ঞমানের মধ্যে ভাগ করে দেন। এর পর হয় প্রকৃত ভক্ষণ। ভক্ষণের পরে হাত-মুখ ধুয়ে (‘মার্জন’) অগ্নিদেবতার পুরোডাশটিকে বজ্রমান চার ভাগে ভাগ করে (‘চতুর্ভাগকরণ’) কবিক্সের দেন। অগ্নীন্দ্রের ভাগটিকে অধ্বৰ্যু দু-বার

উপস্ফারণ, দু-বার অবদান এবং দু-বার অভিধারণ করে (ষট্-অবস্ত = ষডবস্ত) তাঁর হাতে দেন। তার পর তাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাগটি ভক্ষণ করেন।

এর পর দক্ষিণাগ্নিতে চার ঋত্বিকের আহ্বারের পক্ষে পর্যাপ্ত অন্ন প্রস্তুত করে যজমান ঋত্বিকদের বেদির দক্ষিণ দিকে আসতে অনুরোধ করেন। তাঁরা সেখানে এলে তাঁদের মধ্যে দক্ষিণার অন্ন (অবাহার্য) ভাগ করে দেওয়া হয়। তার পরে তাঁদের আবার উত্তর দিকে চলে যেতে বলা হয়। দক্ষিণার পরে আত্মীধ্ব তিন অগ্নি এবং পরিধিগুলিকে স্নান দিয়ে মার্জন করেন (সংমার্গকরণ)। যজ্ঞের কাঠগুলি (ইন্দ্ৰ) যে তৃণের তৈরী দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল সেই দড়ি জল দিয়ে মুছে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেওয়া হয়।

এ-বার হয় অনুযাজ্ঞের অনুষ্ঠান। উপভূতের আজ্য জুহুতে রেখে দুটি হাতাই নিয়ে অধ্বর্যু বেদির ডান দিকে চলে আসেন। অনুযাজ্ঞের তিন দেবতা— দেব বহিঃ, দেব নরাশংস, দেব অগ্নি ষিষ্টকৃত। অনুষ্ঠান হয় প্রযাজ্ঞেরই মতো। অনুষ্ঠানের পরে উত্তর দিকে ফিরে এসে দুটি হাতাকে 'ব্যূহন' অর্থাৎ ইতস্তত নাড়াতে থাকেন বা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখেন। প্রস্তর নামে তৃণগুচ্ছটি নিয়ে জুহুতে ঐ প্রস্তরের তৃণগুলির অগ্রভাগ, উপভূতে মধ্যভাগ এবং ধ্রুবায় মূল (গোড়া) আজ্যলিপ্ত করে নেওয়া হয়। তার পর প্রস্তর থেকে একটি তৃণ তুলে অন্যত্র সরিয়ে রেখে প্রস্তরের মূলটি জুহুতে স্থাপন করে আশ্রাবণ প্রভৃতির পরে যখন 'সূক্তবাকমন্ত্র' পাঠ করা হয় তখন অধ্বর্যু আহবনীয়ে ঐ প্রস্তরটি ফেলে দেন ('প্রহরণ')। দর্শমাগে এই সময়ে একসাথে পলাশের ডালটিও ফেলে দেওয়া হয়। প্রস্তরের যে তৃণটি আগে সরিয়ে রাখা হয়েছিল এ-বার তা অগ্নিতে ফেলে দিয়ে তাকে লক্ষ্য করে 'শংযুবাক' নামে মন্ত্র পাঠ করার জন্য হোতাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, এই যে প্রস্তর তা যজমানেরই প্রতীক, যজমানই যেন যজ্ঞাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে দেবতাদের মধ্যে বিলীন হচ্ছেন। হোতা শংযুবাক-মন্ত্র পাঠ করতে থাকলে আহবনীয়ে পরিধিগুলি ফেলে দেওয়া হয়। পরিধিগুলি যেন দেবহোতা অগ্নির শরীর। তার পর হয় 'সংস্রাব' নামে হোম।

এর পর হবে পত্নীসংযাজ্ঞের অনুষ্ঠান। অধ্বর্যু জুহু উপভূত ও সুব এই তিনটি হাতাকে গরম জলে ধুয়ে সেগুলি নিয়ে গার্হপত্যের পিছনে গিয়ে ডান দিকে উত্তরমুখ হয়ে বসেন। সেখানে বাঁ দিকে আত্মীধ্ব বসেন দক্ষিণমুখ হয়ে। তাঁদের দু-জনের মাঝে বসেন হোতা পূর্বমুখ হয়ে। এই অঙ্গমাগে সোম, ঋত্বী, দেবপত্নীবন্দ, রাকা, সিনীবালা, কুহু এবং অগ্নি গৃহপতির উদ্দেশে আজ্য আহুতি দিতে হয়। প্রৈষ, আশ্রাবণ ইত্যাদি এখানেও হয়ে থাকে। '(অন্নয়) ইদং ন মম' এই যে ত্যাগমন্ত্র তা এখানে যজমান এবং তাঁর পত্নী দু-জনকেই পাঠ করতে হয়। আহুতিদানের পরে আবার পত্নীসংযাজ্ঞের জন্য ইড়াভক্ষণ (আজ্য-ইড়া) করতে হয়। পত্নীসংযাজ্ঞের পর হয় সুবের সাহায্যে 'সংপত্নীয় হোম'।

দক্ষিণাগ্নিতে এ-পর্যন্ত কোন আহুতি দেওয়া হয় নি। এতক্ষণ যেন তা উপেক্ষিত ও অতুচ্ছ। এ-বার ঐ অগ্নিতে ইন্দ্ৰপ্রশ্চনহোম (যে পলাশ ইত্যাদি কাঠের সামনের দিক থেকে ইন্দ্ৰ কেটে নেওয়া হয়েছে সেই কাঠগুলির তলার অংশ), জুহুতে চার বার আজ্য নিয়ে সেখানে ফলীকরণগুলি রেখে (ফলীকরণের সময়ে চালের ও তুবের যে সূক্ষ্ম আন্তরণ খসে পড়ে) সেগুলি দিয়ে ফলীকরণহোম এবং পরে চারটি 'পিষ্টলেপহোম' করতে হয়। পিষ্টলেপ হচ্ছে শিলে-বাটা চাল জল দিয়ে মেখে লেচি তৈরী করার সময়ে পাত্রে যে অংশগুলি লেগে থাকে।

এর পর হোতা বেদিতে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আহবনীয়ের নিকট পর্যন্ত অংশে বেদের তৃণগুলি ছড়িয়ে দেন। যজমানের পত্নী কাটি থেকে যোদ্ধা খুলে নিয়ে নিজের অঞ্জলিতে তা রাখেন। অধ্বর্যু তাঁর অঞ্জলিতে তখন জল ঢালেন এবং পত্নী সেই জল আবার বেদিতে ঢেলে দেন। এর পর পত্নী যজ্ঞভূমি থেকে প্রস্থান করেন। হোতা বেদের অবশিষ্ট তৃণগুলি ভূমিতে রেখে সুবে বা জুহুতে আজ্য নিয়ে আহবনীয়ে হোম করে 'সংস্রাজ্ঞ' নামে মন্ত্র জপ করে প্রস্থান করেন। অধ্বর্যুও আহবনীয়ে সুবের সাহায্যে অনেকগুলি প্রায়শ্চিত্তহোম করেন। তার পর তিনি ধ্রুবা থেকে আজ্য নিয়ে 'সমিষ্টযজুঃ' নামে তিনটি হোম করেন। এরই মাঝে বেদিতে বিহ্বান তৃণগুলি আহবনীয়ে

ফেলে দিতে হয়। প্রীতিপাত্রের যে জল তা বেদিতে ঢেলে দেওয়া হয়, উপবেশ ফেলে দেওয়া হয় উত্করে। কপালগুলিও পৃথক্ করে নিয়ে গুণে গুণে ফেলে দেন ('উদ্‌বাসন')। এর পর তাঁরও প্রস্থান। যজ্ঞমানকে প্রস্থানের সময়ে 'যজ্ঞবিমোক' এবং 'গোমতী' মন্ত্র জপ করতে হয়। তার আগে দক্ষিণ দিক থেকে আহবনীয় পর্যন্ত তিনি তিনবার পদক্ষেপ করেন। এই কর্মের নাম 'বিধুক্রম-প্রক্রমণ'। এই পর্যন্ত হচ্ছে দর্শপূর্ণমাসের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র।

পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ। এই যাগকে কেউ বলেন দর্শযাগেরই অঙ্গ, কেউ আবার বলেন, না, দর্শের অঙ্গ নয়, স্বতন্ত্র এক যাগ। প্রয়াত পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে অনুষ্ঠেয় এই যজ্ঞে পিণ্ডদানের প্রসঙ্গ আছে বলে যাগটির নাম পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ (পিণ্ডযুক্ত পিতৃযজ্ঞ)।

অমাবস্যার দিন সন্ধ্যায় মূলসমেত বর্হি এবং এক-কোপে কাটা কিছু কুশ নিয়ে এসে দক্ষিণাগ্নির চারপাশে ছড়িয়ে দিতে হয়। কুশগুলির ডান পাশে দর্ভতৃণ ছড়িয়ে তার উপরে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞের পাত্রগুলি রেখে দেওয়া হয়। বেদির ডান দিকে শস্যপূর্ণ যে শকট এনে রাখা হয় সেই শকট থেকে ধান নিয়ে দক্ষিণাগ্নির পিছনে কুশাজিনের উপরে রাখা হ্যমানদিত্য (উলুখল) সেই ধানগুলি ঢেলে দিতে ('আবপন') হয়। ধান থেকে তুষ ছাড়িয়ে চালগুলি নিয়ে দক্ষিণাগ্নিতে পাক করা হয়। সম্পূর্ণ সিদ্ধ না করে সামান্য একটু শক্ত অবস্থাতেই ভাত নামিয়ে নিতে হবে।

এর পর দক্ষিণাগ্নির অগ্নিকোণে স্ফ্য দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের অভিমুখে তিনটি রেখা টেনে ঐ রেখায় এক-কোপে কাটা তৃণগুলি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এ-বার সিদ্ধ অগ্নে আজ্য দিয়ে অভিধারণ করে বেদিতে ঐ অগ্নি নামিয়ে রেখে জুহুর পরিবর্তে মৈক্ষণের (খুন্টির মতো দেখতে) সাহায্যে সিদ্ধ অগ্নি দক্ষিণাগ্নিতে আছতি দিতে হয়। আছতির দেবতা এখানে সোম পিতৃপীত। আবার মৈক্ষণের সাহায্যে অগ্নি তুলে নিয়ে যম অগ্নিরস্থান পিতৃমান্ দেবতার উদ্দেশে তা আছতি দিতে হবে। দু-বারই আছতির পরে মৈক্ষণে কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকে এমনভাবে আছতি দেওয়া হয়। ঐ অবশিষ্ট অংশ অন্য একটি পাত্রে রেখে দিতে হয়। পরে দুই অবশেষ একত্রিত করে অগ্নি কব্যাবাহনের উদ্দেশে মৈক্ষণের সাহায্যেই আছতি দিতে হয়। এই শেষ আছতিটি খিষ্টকৃতেরই তুল্য।

যজ্ঞমান প্রাচীনাবীতী হয়ে অর্থাৎ একটি বস্ত্র বা মৃগচর্মের এক প্রান্ত ডান কাঁধে এবং অপর প্রান্তটি বাম কাটিতে রেখে একটি ধূমসমেত উন্মুক (উচ্চা) বাঁ হাতে নিয়ে বেদির অগ্নিকোণে চলে আসতে হয়। সেখানে একটি রেখা টেনে সেই রেখার একপ্রান্তে উন্মুকটি রেখে রেখাতে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের উদ্দেশে এক অঞ্জলি করে জল দেন। এছাড়া একটি করে পিণ্ডও তাঁদের উদ্দেশে অর্পণ করতে হয়। এর পর তাঁদের উপস্থান (মন্ত্রসমেত প্রণাম) করে স্থানীয় অবশিষ্ট অংশ আত্মাণ ও তার পর মার্জন করতে হয়। প্রত্যেক পিণ্ডের উপর কাজল, তেল প্রভৃতি অনুলেপন দ্রব্য ('অভ্যঞ্জন') এবং বস্ত্র ('দশা' বা ছাগের লোম দিলেও চলে) দেওয়ার পরে (শয্যা, বালিশ ও জলের কলশীও দিতে হয়) আবার উপস্থান করতে হয়। পত্নী সজ্জনাধী হলে পিতামহের উদ্দিষ্ট পিণ্ডটি তাঁকে ভক্ষণের জন্য দেওয়া হয়। যজ্ঞমান নিজেও একটি পিণ্ড খান। কুশগুলি এবং উন্মুকটি শেষে দক্ষিণাগ্নিতেই ফেলে দেওয়া হয়।

চাতুর্মাস্য। এই যাগটিও অগ্নিহোত্র এবং দর্শপূর্ণমাসের মতো নিত্য অর্থাৎ অবশ্যকরীয় একটি যাগ। দর্শপূর্ণমাস যাগ যেমন একই দিনে বা উপর্যুপরি দিনে অনুষ্ঠিত হয় না, মাঝে এক-পক্ষকাল ব্যবধান থাকে, চাতুর্মাস্যের অনুষ্ঠানও তেমন একই দিনে হয় না, মাঝে চার মাস করে ব্যবধান থাকে। নাম তাই চাতুর্মাস্য। সমগ্র যাগটি মোট চারটি পর্ব বা ভাগে বিভক্ত। এই চারটি ভাগ হল— বৈশ্বদেব, বরুণপ্রবাস, সাক্ষেধ ও শুনাসীর্ষ বা শুনাসীর্ষীয়। চারটি অনুষ্ঠানের মধ্যেই চার মাস করে ব্যবধান। পর্বের (পূর্ণিমার) দিনে অনুষ্ঠান হয় বলে চারটি ভাগেরই নাম পর্ব।

চারটি পর্বের মধ্যে বৈশ্বদেব পর্বের অনুষ্ঠান হয় ফাল্গুনী বা চৈত্রী পূর্ণিমা়। তার আগের দিন 'অম্বারভূগীয়া' অথবা 'বৈশ্বানর-পার্জন্যা' নামে একটি ইষ্টির অনুষ্ঠান করতে হয়। বৈশ্বানর-পার্জন্যা ইষ্টির প্রধান দেবতা বৈশ্বানর ও পার্জন্যা এবং আহুতির দ্রব্য যথাক্রমে দ্বাদশকপাল পুরোডাশ ও চকু। পরবর্তী দিনে করণীয় চাতুর্মাস্য অনুষ্ঠানের জন্য কুশ, সমিৎ ইত্যাদি এই দিনই সংগ্রহ করে রাখতে হয়। এছাড়া দর্শবাগের মতো বৎস-অপাকরণ ও রাত্রিতে দই পেতে রাখতে হয়।

পূর্ণিমার দিন সকালে আবার বৎস-অপাকরণের পর দুধ দুহে সেই দুধ আহবনীয়ে গরম করে তার মধ্যে আগের দিনে পাতা দই ফেলে দিতে হয়। এর ফলে দুধ ছানায় (আমিষ্কা) পরিণত হয়। ছানার যে জল তাকে বলে 'বাজিন'। এছাড়া পুরোডাশ এবং চকুও প্রস্তুত করতে হয়। 'আশয়স্থালী' নামে একটি পাত্র ঘূতে পূর্ণ করে সেই পাত্রে প্রধানবাগের জন্য প্রস্তুত এক-কপালে সৈঁকা পুরোডাশটি ঢুবিয়ে রাখা হয়, কেবল তার মাথাটি থাকে ঘি-এর উপরে।

এই যাগে মোট ন-টি প্রযাজের অনুষ্ঠান হয়। প্রধানবাগের দেবতা অগ্নি, সোম, সবিতা, সরস্বতী, পৃষা, মরুতগণ, বিশ্বেদেবাঃ, দ্যাভা-পৃথিবী। আহুতির দ্রব্য যথাক্রমে— আট-কপালের পুরোডাশ, চকু, বারো কপালের পুরোডাশ, চকু, পিষ্ট চকু, সাত-কপালের পুরোডাশ, আমিষ্কা, এক-কপালের পুরোডাশ। দ্যাভা-পৃথিবীর পুরোডাশটি অখণ্ডিত অবস্থাতেই আহুতি দিতে হয় এবং সেই সময়ে মধু, মাধব, শুক্র, শুচি এই চারটি মাসের উদ্দেশেও আজ্ঞা আহুতি দেওয়া হয়। প্রযাজের মতো অনুযাজও এখানে নটি, তবে আহুতির দ্রব্য আজ্যমিশ্রিত দই (পৃষদাজ্য)। অগ্নিতে পরিধি-নিষ্কপের পরে জুহুতে বাজিন (ছানার জল) নিয়ে তা বাজীদের উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হয় ইড়াভক্ষণের সময়ে ঋত্বিকেরা পরস্পরের নিকট অনুমতি (আহ্বান, উপহ্বান) প্রার্থনা করেন।

দ্বিতীয় পর্ব হচ্ছে বরুণপ্রঘাস। এই বরুণপ্রঘাসের অনুষ্ঠান হয় আষাঢ় অথবা শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমার দিন। এই যাগে দুটি বেদি প্রস্তুত করা হয়। একটি বেদির নাম উত্তরবেদি, অপরটির নাম দক্ষিণবেদি। উত্তরবেদিতে তিনটি অগ্নিকুণ্ডই থাকে, কিন্তু দক্ষিণবেদিতে থাকে কেবল একটি আহবনীয় কুণ্ড। আহবনীয়ের মধ্যস্থলকে বলে 'নাভি'। গার্গপতা (মতান্তরে ঐষ্টিক বেদির আহবনীয়) থেকে অগ্নি নিয়ে গিয়ে দুই আহবনীয়ের ঐ দুই নাভিতে সেই অগ্নি স্থাপন করা হয়। উত্তরবেদির আহবনীয়ে আহুতি দেন অধ্বৰ্যু, দক্ষিণবেদির আহবনীয়ে দেন, প্রতিপ্রস্থাতা নামে এক অতিরিক্ত ঋত্বিক। কেবল সপ্তম প্রধান যাগটিরই অনুষ্ঠান হয় দক্ষিণবেদিতে। দুই জনের ব্যবহার্য পাত্রগুলিও প্রস্তুত করা হয় পৃথক পৃথক। প্রতিপ্রস্থাতার পাত্রগুলি সোনার অথবা শমীকাঠের। নির্বাপের সময়ে যবেরও নির্বাপ করা হয় এবং তার পরে তা শিলে গুঁড়া করে যজ্ঞমানের পত্নীর হাতে পিষ্টযবের চূর্ণগুলি দেওয়া হয়। পত্নী সেগুলি জলে মেখে লেচি তৈরী করে সেই লেচি দিয়ে প্রদীপের মতো দেখতে কতকগুলি পাত্র তৈরী করেন। এগুলিকে 'করম্পপাত্র' বলে। পরিবারের লোকসংখ্যার অপেক্ষায় একটি বেশী পাত্র প্রস্তুত করতে হয়। এই পাত্রগুলিতে শাইপাতা ও বেঁজুর রেখে পাত্রগুলি একটি শূর্ণে (কুলায়) তুলে রাখা হয়। এছাড়া যবের লেচি দিয়ে অধ্বৰ্যু একটি মেঘ (ভেড়া) এবং প্রতিপ্রস্থাতা একটি মেঘী (স্ত্রী ভেড়া) প্রস্তুত করেন। একটি স্থালীতে এই মেঘ ও মেঘী নিয়ে পাক করে অষ্টম ও সপ্তম প্রধানবাগের জন্য যে দুটি পাত্রে ছানা আছে সেই দুই পাত্রে তা বেখে দেওয়া হয়। অধ্বৰ্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা পৃথক পৃথক অগ্নি মছন করে নিজ নিজ বেদির আহবনীয় কুণ্ডে তা স্থাপন করেন। এই সময়ে যজ্ঞমানের পত্নীকে একটি অবস্তিকর প্রশ্ন করা হয়— তোমার কতগুলি উপপতি আছে? পত্নী যদি তার সদুত্তর দেন তাহলে তিনি ব্যভিচারের সকল পাপ হতে মুক্ত হন।

শূর্ণে-রাখা করম্পপাত্রগুলি নিয়ে যজ্ঞমান ও তাঁর পত্নী দক্ষিণবেদির আহবনীয়ের পূর্ব দিকে চলে যান। সেখানে গিয়ে পশ্চিমমুখ হয়ে দাঁড়িয়ে মাথায় শূর্ণ ধরে রেখে নীচু হয়ে শূণ্ণিত পাত্রগুলি কুণ্ডের অগ্নিতে আহুতি দেন।

আহুতির পর শূণ্টি অন্য কোথাও ফেলে দিতে হয়। এর পর হয় প্রধানযাগ। দেবতা— অগ্নি, সোম, সবিতা, সরস্বতী, পূবা, ইন্দ্র-অগ্নি, মরুতগণ, বরুণ, ক। দ্রব্য— প্রথম পাঁচ দেবতার ক্ষেত্রে বৈশ্বদেবপর্বেরই মতো এবং শেষ চার দেবতার ক্ষেত্রে পুরোডাশ। সপ্তম দেবতার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান হয় দক্ষিণবেদিতে। প্রতিপ্রহাতা মরুতগণের উদ্দেশ্যে আমিক্ষা আহুতি দেওয়ার সময়ে পূর্বপ্রস্তুত মেধীটিও আহুতি দেন। এর পর অশ্বৰূও উত্তরবেদির আহবনীয়ে মেঘসমেত বরুণদেবতার দ্রব্যটি আহুতি দেন। ক-দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়ার সময়ে নভঃ, নভস্য, ইষ, উর্জ এই চার মাসের উদ্দেশ্যেও আজ্য আহুতি দিতে হয়।

অগ্নিতে পরিধি-প্রহরণের পরে বৈশ্বদেবপর্বের মতোই বাজিন-যাগ করতে হয়। তার পরে কোন জলাশয়ে গিয়ে অবভৃথ ইষ্টির অনুষ্ঠান করা হয় (সোমযাগের বিবরণ দ্র.)। এই অবভৃথ এখানে অবশ্য সংক্ষিপ্ত আকারেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। জলাশয় থেকে ফিরে এসে ‘প্রকৃতি’ নামে একটি ইষ্টিযাগ করতে হয়।

এর পর তৃতীয় পর্ব সাকমেষ। এই পর্বের অনুষ্ঠান হয় কার্তিক অথবা অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা চতুদশী এবং পূর্ণিমা এই দু-দিন ধরে। চতুদশীর দিন [ক] সকালে অগ্নিহোত্রের পরে অনীকবতী নামে একটি ইষ্টিযাগের অনুষ্ঠান হয়। এই যাগের দেবতা অনীকবান্ অগ্নি এবং দ্রব্য আট-কপালের পুরোডাশ। সূর্যোদয়ের আগে কাজ শুরু করে সূর্যোদয়ের সময়ে নির্বাণ করতে হয়। [খ] মধ্যাহ্নে হয় সান্তপনী নামে ইষ্টিযাগ। দেবতা মরুত্ সান্তপন এবং দ্রব্য চরু। [গ] সায়াহ্নে অনুষ্ঠিত হয় ‘গৃহমেধীয়া’ নামে ইষ্টিযাগ। দেবতা— মরুত্ গৃহমেধী এবং দ্রব্য দুগ্ধপক চরু। সামিধেনী, আঘার, প্রযাজ, অনুযাজ ইত্যাদি অঙ্গের অনুষ্ঠান এখানে হয় না, হয় কেবল আজ্যভাগ ও ষ্টিকৃতের অনুষ্ঠান। আহুতির পরে অবশিষ্ট চরু রাত্রিতে যজমানের গৃহের সকলকে আহার করতে হয়।

পূর্ণিমার দিনে উষাকালে উঠে স্নান সেরে গৃহের খবভের নাম ধরে ডাকতে হয়। গরু তার উত্তরে শব্দ করে, উঠলে ‘পৌর্গদর্বিহোম’ এবং তার পরে ক্রীড়িন নামে ইষ্টিযাগের অনুষ্ঠান করতে হয়। ইষ্টির অনুষ্ঠান হয় অবশ্য সূর্যোদয়ের সময়ে। এই যাগের দেবতা মরুত্ ক্রীড়ী অথবা মরুত্ স্বতবস্ এবং আহুতির দ্রব্য সাত-কপালের পুরোডাশ।

এর পর হয় মহাহবিঃ অর্থাৎ প্রধানযাগের অনুষ্ঠান। প্রধানযাগের দেবতা— অগ্নি, সোম, সবিতা, সরস্বতী, পূবা, ইন্দ্র-অগ্নি, ইন্দ্র, বিশ্বকর্মা। দ্রব্য— প্রথম ছয় দেবতার ক্ষেত্রে বরুণপ্রধাসের মতোই এবং সপ্তম ও অষ্টম দেবতার ক্ষেত্রে পুরোডাশ। এখানে বেদির মধ্যে পূর্ব দিকে উত্তরবেদি প্রস্তুত করে গার্গপত্য (মতান্তরে আহবনীয়) থেকে সেখানে কিছু অগ্নি নিয়ে গিয়ে (প্রণয়ন) আহবনীয়ের কুণ্ডে রেখে দিতে হয়। তার পরে কেবল আনুষ্ঠানিকতার কারণে অরণি মছন করে মছনজাত অগ্নিও ঐ কুণ্ডে রাখা হয়। আঘার, প্রযাজ ইত্যাদি অঙ্গের অনুষ্ঠান এখানে প্রকৃতিযাগের মতোই হয়ে থাকে। অষ্টম দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতিদানের সময়ে সহঃ, সহস্য, তপঃ, তপস্য, এই চারটি মাসের উদ্দেশ্যেও আজ্য প্রদান করা হয়।

প্রধানযাগের পরে মহাপিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। এর জন্য স্বতন্ত্র একটি বেদি প্রস্তুত করে সেই বেদিকে নুড়ি বা বেড়া দিয়ে ঘিরে (পরিপ্রয়ণ) দিতে হয়। দক্ষিণাগ্নি থেকে অগ্নি নিয়ে গিয়ে ঐ নূতন বেদিতে তা স্থাপন করে সেই অগ্নিতে সব-কিছু অনুষ্ঠান করা হয়। প্রযাজে বর্হি ছাড়া প্রকৃতিযাগের অপর চার দেবতার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান হয়। প্রযাজের পরে প্রাচীনাবীত ধারণ করে বেদিকে পরিক্রমা করে যাগের প্রধানদেবতাদের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান করতে হয়। প্রধানদেবতারা হলেন— পিতৃমান্ সোম, বর্হিবদ্ পিতৃগণ, অমিষান্ত পিতৃগণ। দ্রব্য— ছয়-কপালের পুরোডাশ, ভাজা যব (ধান), মৃতবৎসা গাভীর দুধে মেশান ভাজা যবের গুঁড়া (মহু)। এই যাগে আশ্রাবণের মন্ত্র ‘ও স্বধা’, প্রত্যাশ্রাবণ ‘অন্ত স্বধা’, আগু ‘যে স্বধামহে’, ববট্কার ‘স্বধা নমঃ’। এখানে প্রধানযাগে দুটি করে অনুবাক্য, একটি

করে যাজ্ঞা। ষিষ্টকৃতের দেবতা কব্যাবাহন। সাক্ষাৎ ইড়াভক্ষণ এখানে হয় না, পরিবর্তে আয়্রাণ নিতে হয় মাত্র। আয়্রতির পরে যে দ্রব্য অবশিষ্ট থাকে তা থেকে তিনটি গিণ্ড প্রস্তুত করে বেদির পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ কোণে (উত্তর কোণ বাদ যায়) পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের উদ্দেশে সেগুলি স্থাপন করা হয়। উত্তর কোণে গিয়ে হাতে লেগে-থাকা গিণ্ডের লেপ (আঠা) মুছে নিতে হয়। তার পরে প্রয়াত তিন পিতৃপুরুষকে উপস্থান করে তাঁদের উদ্দেশে শয্যা (কশিপু), বালিশ (উপবর্হণ), বস্ত্র, কাজল প্রভৃতি দিতে হয়। এর পর যজ্ঞোপবীত ধারণ করে বেদিকে প্রদক্ষিণভাবে পরিক্রমা করেন এবং বেদির বেড়া ভেঙে দিয়ে তিনটির মধ্যে প্রথমটি বাদ দিয়ে প্রকৃতিযাগের মতোই শেষ-দুটি অনুযাজের অনুষ্ঠান করেন। তার পরে নিবীত ধারণ করে ইষ্টিয়াগের অবশিষ্ট অঙ্গগুলির অনুষ্ঠান করতে হয়। সমিষ্টযজ্ঞ ও পত্নীসংযাজের অনুষ্ঠান অবশ্য এখানে বাদ দেওয়া হয়।

এ-বার হবে ত্র্যম্বকযাগের অনুষ্ঠান। যজ্ঞমানের গৃহের মোট সদস্যের সংখ্যার অপেক্ষায় একটি বেশী পুরোডাশ বিনা মন্ত্রে পাক করে একটি সাজি বা বেতের ঝাঁপিতে ('মূত') সেগুলি রাখতে হয়। সব-কটি পুরোডাশই সেকতে হবে মাত্র একটি করে কপালে। এর পর এই পুরোডাশগুলি এবং দক্ষিণাগ্নির কুণ্ড থেকে একটি জ্বলন্ত অঙ্গার তুলে নিয়ে ঈশান (উত্তর-পূর্ব) দিকে চলে যেতে হয়। সেখানে গিয়ে ইদুরে-টানা কোন মাটিতে একটি পুরোডাশ রেখে দিতে হয়। পরে চতুষ্পাথে এসে সেখানে ঐ অঙ্গারটি রেখে তাকে প্রজ্জ্বলিত করে অবশিষ্ট পুরোডাশগুলি থেকে মাত্র একবার করে কিছু অংশ ভেঙে নিয়ে (অবদান) দেবতা রুদ্রের উদ্দেশে ঐ অঙ্গারে সেগুলি আয়্রতি দেওয়া হয়। আয়্রতির পরে ঐ অঙ্গারকে তিনবার পরিক্রমা করে অবশিষ্ট ভগ্ন পুরোডাশগুলিকে আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে নীচে পড়ার সময়ে সেগুলি লুফে নিয়ে যজ্ঞমানের হাতে দিতে হয়। এ-বার সেগুলি আবার ঝাঁপিতে রেখে কোন শুষ্ক ডালে বেঁধে রাখতে হয় অথবা উইটিবির গর্তে ফেলে দিতে হয়। ঝাঁপির চার দিকে জল ঢেলে পিছনে আর না তাকিয়ে নিজ গৃহে ফিরে এসে যুতসিদ্ধ চক্র দিয়ে অদিতির উদ্দেশে যাগ করতে হয়।

এর পর হয় চাতুর্মাস্যের শেষ পর্ব শুনাসীরীরের অনুষ্ঠান। সাক্ষমেধের দুই, তিন বা চার দিন পরে অথবা এক মাস বা চার মাস পরে এই পর্বের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই পর্বের প্রধান দেবতারা হলেন— অগ্নি, সোম, সবিতা, সরস্বতী, পুষা, ইন্দ্র-অগ্নি, বিধেদেবাঃ, ইন্দ্র, শুনাসীর বায়ু, সূর্য। প্রযাজ ও অনুযাজ এখানে ন-টি করে। শেষ প্রধানযাগের উদ্দেশে আয়্রতি দানের সময়ে কেবল 'সংসর্প' নামে একটি মাত্র মাসের উদ্দেশে আয়্রতি দেওয়া হয়। এটি বারো মাসের অতিরিক্ত একটি মাস।

চাতুর্মাস্য তিন প্রকারের— ঐষ্টিক, পাতক ও সৌমিক। এতদ্বারা যে বিবরণ দেওয়া হল তা ঐষ্টিক চাতুর্মাস্যের। পাতক চাতুর্মাস্যে প্রত্যেক পর্বে একটি করে পণ্ড আয়্রতি দেওয়া হয়। পণ্ডর দেবতা যথাক্রমে বিধেদেবাঃ, বরুণ, মহর্ষি ও শুনাসীর। পর্বের আরম্ভে অথবা শেষে এই পণ্ডবাণ অনুষ্ঠিত হয়। বিকল্পে পণ্ডযাগের মধ্যেই পর্বের অঙ্গগত ইষ্টিয়াগগুলির অনুষ্ঠান হতে পারে। সৌমিক চাতুর্মাস্যে চার পর্বে যথাক্রমে অগ্নিষ্টোম, উক্খ্য, অগ্নিষ্টোম-উক্খ্য-অতিরাত্র, জ্যোতিষ্টোমের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

আগ্রয়ণ ইষ্টি। এই ইষ্টির অপর নাম 'নবান ইষ্টি'। বর্ষা, শরৎ ও বসন্ত এই তিন ঋতুতে যথাক্রমে নুতন শ্যামাক, চাল ও যব দিয়ে আগ্রয়ণের অনুষ্ঠান হয়। বর্ষা ঋতুর পূর্ণিমায় বা অমাবস্যার নুতন শ্যামাক দিয়ে চক্র প্রস্তুত করে সোমের উদ্দেশে তা আয়্রতি দেওয়া হয়। শরতে পূর্ণিমা বা অমাবস্যার দিন অগ্নি, ইন্দ্র-অগ্নি, বিধেদেবাঃ এবং দ্যাভা-পৃথিবীর উদ্দেশে যাগ করা হয়। যাগের দ্রব্য যথাক্রমে— পুরাণ চালে প্রস্তুত অটি-কপালের পুরোডাশ, নুতন চালে প্রস্তুত বারো-কপালের পুরোডাশ, নুতন চালের রীটর, নুতন চালের এক-কপালের পুরোডাশ। শ্যামাকের অনুষ্ঠানটি বর্ষায় না করে এই শরৎকালে অনুষ্ঠের ত্রীহির আগ্রয়ণের সঙ্গেও একই অনুষ্ঠানক্রমের অধীনে

(সমানতন্ত্রে) করা চলে। বসন্তে অনুষ্ঠিত হয় যবের আগ্রহণ। এই আগ্রহণে আহুতি দেওয়া হয় ইন্দ্র-অগ্নি, বিধেদেবতা, দ্যাবা-পৃথিবী দেবতার উদ্দেশে।

পশুবাণ। এই যাগ প্রত্যেক বছরে বর্ষা ঋতুতে অথবা উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের আরম্ভে, অথবা হয় ঋতুর প্রত্যেকটি ঋতুতে একবার করে করতে হয়। অনুষ্ঠান হয় পুশিমা অথবা অমাবস্যার দিন। সকল পশুবাণের প্রকৃতি হচ্ছে সোমবাণের অন্তর্গত অগ্নি-সোম-দেবতার উদ্দিষ্ট সোমবাণ। কিন্তু সূত্রগ্রন্থগুলিতে আলোচ্য 'নিরাত পশুবাণ' যাণেরই পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায়, অগ্নীষোমীয় পশুবাণের নয়। প্রকৃতিই হোক অথবা বিকৃতিই হোক, যে-কোন পশুবাণে ইন্দিবাণের অপেক্ষায় প্রতিপ্রহাতা এবং মৈত্রাবরণ (প্রশান্তা) নামে দু-জন অতিরিক্ত ঋত্বিক থাকেন। অনুবাক্যামন্ত্র এবং বিশেষ শ্রৈবমন্ত্র (ঋকসংহিতার পরিশিষ্ট অংশে প্রদত্ত) এখানে মৈত্রাবরণকে পাঠ করতে হয়।

পশুবাণ করার আগে অগ্নি-বিকু দেবতার উদ্দেশে একটি ইন্দিবাণের অনুষ্ঠান করতে হয়। তার পরে আহবনীয়ে 'যুগাহতি' নামে একটি হোম করে যুপের কাঠের সন্ধানে বনে যেতে হয়। সংগ্রহ করতে যান ব্রহ্মা, অশ্বর্ষু ও তন্কা (কাঠুরিয়া)। অরণ্যে গিয়ে ছিন্ন ইত্যাদি কোন দোষ নেই এমন পলাশ, খয়ের, বেল অথবা রোহিত গাছের কাঠ কেটে ভূমিস্থিত বৃক্ষে 'হাণুহোম' করেন। যে কাঠ কাটা হয়েছে তার তলা থেকে যজমান উর্ধ্ববাহু হয়ে দাঁড়ালে বতটুকু দৈর্ঘ্য হয় ততটুকু দীর্ঘ অংশ কেটে নেবেন এবং অবশিষ্ট উপরের অংশ ফেলে দেবেন। যে অংশটি কেটে নেওয়া হল তা যজ্ঞভূমিতে নিয়ে এসে তলা থেকে অরস্তুপরিমাণ (২৪ আং) অংশ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশটি থেকে ছুতারকে দিয়ে অষ্টকোণযুক্ত একটি যুপ নির্মাণ করাতে হয়। যুপ প্রস্তুত করার সময়ে প্রথম যে কাঠের টুকরাটি মাটিতে পড়ে তার নাম 'বরু'। এই টুকরাটি রেখে দিতে হয়, পরে প্রয়োজনে লাগবে। যুপের মাথা থেকে দু-আঙুল নীচে একটি 'চবাল' (আংটি) পরিয়ে দিতে হয়।

ঐষ্টিক বেদির পূর্ব দিকে অপর একটি বেদি নির্মাণ করা হয়। এই বেদিকে বলে 'উত্তর বেদি'। এই উত্তরবেদিরই পূর্ব দিকে বেদিরই মধ্যে (নাভি) নূতন একটি আহবনীয়ের কুণ্ড নির্মাণ করা হয়। এই কুণ্ডের মধ্যে নানা সামগ্রী (সম্ভার) স্থাপন করে ঐষ্টিক বেদির আহবনীর থেকে অগ্নি নিয়ে (প্রশরন) গিয়ে রেখে দেওয়া হয়। এই সময়ে হোতা 'অগ্নিপ্রশরনীর্য' নামে অনেকগুলি মন্ত্র পাঠ করেন। অগ্নিহোমের পরে জুহুতে বারো বার আজ্য নিয়ে ঐ অগ্নিতে 'পূর্ণাহতি' হোম করতে হয়। এখন থেকে এই উত্তর বেদির আহবনীয়েই আহবনীরূপে গণ্য হবে এবং ঐষ্টিক বেদির যে আহবনীয় তা গণ্য হবে গার্হপত্যরূপে।

দর্শপূর্ণমাসের মতোই বাণের জন্য মাঠ থেকে কুশ, সমিৎ ইত্যাদি আহরণ করে আনতে হয়। যজ্ঞের কাঠ (ইক্ষ) আনতে হয় মোট একশটি। 'বিশৃতি' হবে এখানে আখগাছের দুটি শলাকা। কলশী, ছুরি, অগ্নিহোত্রহবলী, বসাহোমহবলী, দুটি বপাশ্রপলী, হৃদয়শূল, কুব, দুটি জুহু, দুটি উপভূহ, দুটি আজ্যহালী, ক্ষ্য, দুটি দড়ি (রশনা), ভূমুরকাঠের একটি দণ্ড, একটি প্রক্ষাধা— এই বস্তুগুলি এনে অগ্নিকুণ্ডের উত্তর দিকে রাখা হয়। হাতাতলিকে রাখতে হয় উপুড় করে। দর্শপূর্ণমাসের মতো পাত্রীগুলিতে আজ্য ও দই-মেশান আজ্য (পূবদাজ্য) নিতে হয়।

এর পর যুগস্থাপনের জন্য উত্তরবেদির পূর্ব দিকে একটি গর্ত (অবট) খুঁড়তে হয়। গর্তের গভীরতা হবে চব্বিশ আঙুল। ঐ গর্তের মধ্যে যুপ পুতে (যুপোজ্জয়ন) যুপটিতে আজ্য লেপে দেওয়া হয় ('যুপাঞ্জন')। চবালটিতেও আজ্য লেপে তা যুপের মাথার (দু-আঙুল তলার) পরিয়ে দেওয়া হয় এবং যুপটিকে কুশনির্মিত একটি দড়ি (রশনা) দিয়ে বেঁটন করা হয় ('পরিব্যাপ')। কেউ কেউ এই দড়িতে বরু বেঁধে দেন। এ-বার পশুটিকে যুপের নিকটে নিয়ে এসে বিহিত দেবতার উদ্দেশে উপাকরণ করতে হয়। উপাকরণ হচ্ছে হাতে দুটি কুশ এবং একটি প্রক্ষাধা নিয়ে পশুকে স্পর্শ করে 'অগ্নয়ে স্বা জুটম্ উপাকরোমি' বলা। 'অগ্নয়ে' স্থানে অবশ্য অগ্নি নয়, উদ্দিষ্ট

দেবতারই নাম চতুর্থা বিভক্তি যুক্ত করে বলতে হয়। পশুটি পুরুষ ছাগ হতে হবে এবং তার দাঁত থাকে চাই। পশুটির কোন অঙ্গে যেন কোন ক্রটি না থাকে।

অধ্বৰ্যু যথাসময়ে প্রৈষ দিলে হোতা অগ্নিমহুনীয়া নামে কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করেন। ঐ সময়ে অধ্বৰ্যু অরনি ঘর্ষণ করে অগ্নি উৎপন্ন করেন এবং সেই মহুনজাত অগ্নিকে উত্তর বেদির আহবনীয়ে রেখে দেন এবং পশুটিকে যুগে বেঁধে রাখেন ('পশুনিযোজন')। পশুটির গায়ে জল ছিটিয়ে আজ্যলিপ্ত সুব দিয়ে তার শরীরে আজ্য লেপে দিতে হয়।

ছাগটি যখন যুগে বাঁধা থাকে তখন প্রযাজের অনুষ্ঠান চলতে থাকে। এখানে প্রযাজের সময়ে মৈত্রাবরুণকে বিশেষ প্রৈষমন্ত্র এবং অনুবাক্য মন্ত্র পাঠ করতে হয়। ভূমুরের একটি দণ্ড হাতে নিয়ে তিনি তা পাঠ করেন। মোট এগারটি প্রযাজের অনুষ্ঠান হয়। দেবতারা হলেন— সমিত্‌সমুহ, তনুনপাৎ (বা নরাংশস), ইট্, বর্হিঃ, দ্বার্ন নামে দেবগণ, দুই দৈব্য উবাসা-নস্ত, দুই দৈব্য হোতা, তিন দেবী (ইডা, ভারতী, সরবতী), ত্রষ্টা, বনস্পতি, স্বাহাকৃতি। এখন প্রথম দশটি প্রযাজের অনুষ্ঠান হয়, শেষ প্রযাজটির অনুষ্ঠান হবে বপাহোমের পরে। দ্রব্য সর্বত্রই আজ্য। প্রযাজের বাজ্যামন্ত্রকে বলা হয় 'আজী'।

ছাগটির চার পাশে একটি জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে ঘোরাতে হয়। একে বলে 'পর্যগিকরণ'। হোতা এর পর 'অগ্নিশুপ্রৈষ' নামে মন্ত্রগুলি পাঠ করতে থাকলে আমীক্স আহবনীয় থেকে একটি উন্মুক (উচ্চা) নিয়ে এগিয়ে যান। তাঁর পিছনে পশুঘাতক (শমিতা) চলেন ছাগটিকে নিয়ে। 'শামিত্র' নামে স্থানে পৌঁছে সেখানে ঐ উন্মুকটি রেখে আমীক্স চলে আসেন। শমিতা এক আচ্ছাদিত স্থানে পশুকে শ্বাসরোধ করে বধ করেন। এই কর্মের নাম সংজ্ঞপন। সংজ্ঞপনের পরে 'সংজ্ঞগুহোম' ও কতকগুলি প্রায়শ্চিত্তগুহোম করে দুটি বপাশ্রপণী নিয়ে অধ্বৰ্যু পশুর কাছে গিয়ে নাভির পাশের যে মেদ বা আমাশয়ের কাছে চামড়ার মতো পাতলা যে বপা তা কেটে নিয়ে একটি বপাশ্রপণীর উপর ঐ বপা ছড়িয়ে রাখেন। অন্য একটি বপাশ্রপণী দিয়ে তা ঢেকে আহবনীয়ে। কাছে এনে ঐ বপাশ্রপণীদুটি প্রতিপ্রহাতার হাতে দেন। বপা পাক করে ব্রহ্মশাখার উপরে তিনি তা রেখে দেন। এর পর হয় একাদশতম প্রযাজের অনুষ্ঠান।

প্রযাজের পরে হয় দুই আজ্যভাগের অনুষ্ঠান এবং তার পরে বপার আহুতি। আহুতি দেওয়া হয় আহবনীয়েই এবং জুহুরই সাহায্যে। বপাহোমের পরে ঐ অগ্নিতে বপাশ্রপণীদুটি ফেলে দেওয়া হয়। এর পর সকলে চাঞ্চালে গিয়ে হাত ধুয়ে নেন। তার পর হয় পশুপুরোডাশযাগ। যে দেবতার উদ্দেশে পশুর অঙ্গগুলি আহুতি দেওয়া হবে সেই দেবতারই উদ্দেশে ঐ পুরোডাশযাগ করতে হয়। পুরোডাশের জন্য যখন নির্বাণ করা হয় তখন পশুর অঙ্গগুলি ছুরি (বধিতি) দিয়ে কেটে নিয়ে একটি মাটির পাত্রে রেখে শামিত্র অগ্নিতে তা পাক করতে হয়। ঐ অঙ্গগুলি হল— হৃৎপিণ্ড, জিহ্বা, বুক, বক্ষ, দুটি বৃক, বাঁ হাতের মূল, দুটি পাশ, ডান নিতম্ব, অঙ্গের এক-তৃতীয়াংশ। একদিকে শামিত্র অগ্নিতে পাক চলতে থাকে, আর অপর দিকে আহবনীয়ে পুরোডাশের আহুতিও চলতে থাকে। হৃৎপিণ্ড অবশ্য সিদ্ধ করা হয় না, একটি শূলে রেখে সঁকা হয়। পুরোডাশযাগের যে ইড়া তা প্রতিপ্রহাতা ছাড়া যজমানসমের অপর সকলেই ভক্ষণ করবেন।

মাংস পাক করা হয়ে গেলে অধ্বৰ্যু জুহুতে অঙ্গগুলি ভূলে নিয়ে (এই সময়ে বিটকৃতের জন্যও উপভূতে মাংস ভূলে রাখতে হয়) আজ্যাবণ ইত্যাদির পরে আহবনীয়ে সেগুলি আহুতি দেন। অঙ্গগুলি জুহুতে দেওয়ার পরে মেদ দিয়ে জুহু ও উপভূতের মুখ ঢেকে দিতে হয়। প্রধানযাগের জন্য যখন বাজ্য পাঠ করা হয় তখন বাজ্যামন্ত্রের অর্ধাংশ পাঠ করা হয়ে গেলে প্রতিপ্রহাতা বসাহোমহবনীতে বসা (ডৈলাস্ত ব্রহ্ম) নিয়ে তা আহুতি দেন। বাজ্যামন্ত্রের শেষে আহুতি দেওয়া হয় পশুর ঐ পূর্বোক্ত অঙ্গগুলি। বাজ্যের আগে অনুবাক্য পাঠ করেন মৈত্রাবরুণ।

প্রধানযাগের পরে দর্শযাগের মতো যথাসময়ে নারিষ্ঠোহম, বনস্পতিযাগ (দ্রব্য— পূবদাজ্য), বিষ্টকৃত (উপভূত থেকে অঙ্গগুলি জুহুতে নিয়ে বিষ্টকৃত অগ্নির উদ্দেশে আর্হতি দিতে হয়) এবং ইড়াভক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বনস্পতিযাগের অনুষ্ঠান অবশ্য এই পশুযোগেই হয়ে থাকে। তার পরে অনুষ্ঠিত হয় অনুযাজ। এখানে মোট এগারটি অনুযাজ। সেগুলির দেবতা যথাক্রমে— দেব বর্হিঃ, দেবী দ্বারগণ, দেব্য উবাসা-নস্ত, দুই দেবী জোষ্ট্রী, দেবী উর্জাহতি, দেব্য হোতা, তিন দেবীগণ, দেব নরশংস, দেব বনস্পতি, দেব বর্হিঃ, দেব অগ্নি বিষ্টকৃত। দ্রব্য— দুই-মেশান আজ্য। এই অনুযাজের অনুষ্ঠানের সময়ে প্রতিগ্রহাতা পশুর গুহ্যদেশের অপর এক-তৃতীয়াংশকে এগার খণ্ড করে সেই খণ্ডগুলি শামিত্র অগ্নি থেকে নিয়ে এসে বেদির উত্তরপ্রাণিতে রাখা অগ্নিতে হাতের সাহায্যে একটি একটি করে আর্হতি দেন। এই অনুষ্ঠানকে বলে উপযাজ বা 'উপযজ'।

পশুযোগে পল্লীসংযাজের অনুষ্ঠান হয় পশুর পুচ্ছ (জাঘনী) দিয়ে। ইষ্টিযাগের মতো অন্যান্য অঙ্গযাগগুলিরও যথাযথ অনুষ্ঠান এখানে হয়ে থাকে। শেষে যুপের উপস্থান ও সংহাজপ করে যাগ শেষ করেন। পশুযোগের অনুষ্ঠানে দর্শযাগেরই ক্রম অনুসরণ করা হয়ে থাকে। মধ্যে মধ্যে কিছু নূতন অঙ্গেরও সংযোজন অবশ্য ঘটান হয়। যজমান যুপের উপস্থান ও সংহাজপ করে যজ্ঞভূমি থেকে গ্রহস্থান করেন।

সোমযাগ। এই যাগে তিনিই অধিকারী যাঁর পিতা বা পিতামহ আগে সোমযাগ করেছেন। যাঁর পিতা ও পিতামহ কোন দিন সোমযাগ করেন নি, বেদ অধ্যয়নও করেন নি, কোন হবির্যজ্ঞের অনুষ্ঠানও করেন নি তিনি এই যাগে অধিকারী হতে পারেন না। তবে তিনি সঙ্কল্পিত দিনে সোমযাগ শুরু করার আগে যে পূর্ণিমা বা অমাবস্যা সেই দিন একটি পশুযোগের অনুষ্ঠান করে সোমযোগে অধিকারী হতে পারেন। যাঁর পিতা ও পিতামহ এই দুই পুরুষে (মতান্তরে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিন পুরুষে) সোমযাগ করেন নি তাঁকে ইন্দ্র-অগ্নি দেবতার উদ্দেশে একটি পশুযাগ করতে হয় এবং যাঁর তিন পুরুষে কেউ বেদের কোন পাঠ গ্রহণ করেন নি, যাগযজ্ঞও কিছু করেন নি তাঁকে পশুযাগ করতে হয় অশ্বিঘ্নের উদ্দেশে। এই পশুযাগটি অবশ্য সোমযোগে যে-দিন অগ্নি-সোম দেবতার উদ্দেশে পশুমাংস নিবেদন করা হয় সেই দিনেও সমানতর্রে অর্থাৎ একই অনুষ্ঠানছত্রের অধীনে একত্র করা চলে। তা ছাড়া সকলকেই সোমযোগের আগে কৃশাণ্ডোহম (তৈ. আ. ২/২), পবিত্র-ইষ্টি ইত্যাদির অনুষ্ঠান করে নিতে হয়।

সোমযোগে সোমরস নিষ্কাশন করতে হয়। এই নিষ্কাশনকে বলে 'সূত্যা'। যে দিন প্রকৃতই সোমলতা থেকে রস নিষ্কাশন করে অগ্নিতে তা আর্হতি দেওয়া হয় সেই দিনকে বলে 'সূত্যাদিন'। সূত্যাদিন একটি মাত্র হলে সেই সোমযোগকে একাহ, দুই থেকে বারো দিন পর্যন্ত সূত্যা হলে সেই যাগকে 'অহীন' এবং বারো বা তার অপেক্ষার বেশী দিন ধরে সূত্যা হলে ঐ যাগকে 'সত্র' বলে। সোমযোগে প্রত্যেক বেদে অতিষ্ঠ চার জন করে ঋত্বিক লাগে। এই ঋত্বিকেরা হলেন—

সামবেদীয়	ঋগ্বেদীয়	যজুর্বেদীয়	অথর্ববেদীয় (বস্তুত ত্রিবেদীয়)
উদ্গাতা (চ)	*হোতা (চ)	অধ্বর্যু	ব্রহ্মা (চ)
প্রত্যোতা	*মৈত্রাক্ষণ (চ)	প্রতিগ্রহাতা	*ব্রাহ্মপাঙ্কসী (চ)
প্রতিহর্তা	*অচ্ছাবাক (চ)	*নেতা (চ)	*আরীষ (চ)
সূরক্ষ্য	গ্রাবস্তৃত	উম্রোতা	*পোতা (চ)

[চ = ঋত্বিকের নামে চমস আছে। * = এই ঋত্বিকের নামে বিষ্ণু আছে।]

এই বোলজন ছাড়া 'সবল্য' নামে অতিরিক্ত একজন ঋত্বিকও থাকতে পারেন। ঋত্বিকের বাড়ীতে সোক

পাঠান হয় যজ্ঞসম্পাদনের কাজে তাঁদের সম্মতিলাভের জন্য। যাকে পাঠান হয় তাঁকে বলা হয় 'সোমপ্রবাক'। ঋত্বিকেরা গৃহে এলে তাঁদের মধুপর্ক ইত্যাদি দিয়ে স্বাগত জানান হয় এবং 'অধ্বযুগ্ধা বৃণে', 'হোতারং স্বা বৃণে' ইত্যাদি বলে বিশেষ বিশেষ ঋত্বিকের পদে তাঁদের বরণ করা হয়।

সোমযাগের অনুষ্ঠানের জন্য অনেকখানি আয়গার প্রয়োজন, ঘরের মধ্যে সীমিত স্থানে তা সম্ভব নয়। কোন উন্মুক্ত প্রশস্ত স্থানে গিয়ে সেখানে ইষ্টিযাগের মতোই বেদি ও তিনটি কুণ্ড আগে থেকেই তাই প্রস্তুত করে রাখতে হয়। সোমযাগের জন্য সঙ্কল্পিত দিনে গৃহের গার্হপত্য কুণ্ডের অগ্নিকে দুই অরণিতে সমারোপণ করে কুণ্ডের অগ্নি নিবিয়ে দিতে হয়। নির্ধারিত স্থানে এসে অরণি ঘর্ষণ করে মহুনজাত অগ্নি রেখে দেওয়া হয় নবনির্মিত গার্হপত্যের কুণ্ডে। এই কুণ্ড থেকে অগ্নি নিয়ে গিয়ে (প্রণয়ন) আহবনীয়া ও দক্ষিণ কুণ্ডে স্থাপন করে 'সম্ভারযজ্ঞঃ' নামে ২১টি বা ২৪টি হোম করে এই দুই কুণ্ডের আগুন ফেলে দেওয়া হয়। আবার গার্হপত্য থেকে এই দুই কুণ্ডে অগ্নিকে প্রণয়ন করে 'সম্ভাহোতৃহোম' করে দুই কুণ্ডের সেই অগ্নিগুলিও পরিত্যাগ করা হয়। তার পরে হয় দীক্ষাশীয়া ইষ্টির অনুষ্ঠান। এই ইষ্টিযাগের দেবতা অগ্নি-বিষ্ণু, দ্রব্য এগার-কপালে সেকা পুরোডাশ। এই ইষ্টিযাগের পরে 'প্রাচীনবংশশালা' বা 'বিমিত' প্রস্তুত করা হয়। চালের বা ছাদের উপরে যে বাঁশগুলি থাকে সেগুলির অগ্রভাগ পূর্বমুখী করে রাখা হয়। নাম তাই প্রাচীনবংশ। যজ্ঞমান দীক্ষাশীয়া ইষ্টির পর থেকে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এই শালার বাইরে যান না। এই যাগ উপলক্ষে তাঁকে কতকগুলি সংস্কার পালন করতে হয়। তাঁর দেহে মাখন সেপে ও চোখে কাজল পরিয়ে দেওয়া হয়। বিহিত সংস্কারগুলি সম্পন্ন করা হয়ে গেলে হয় ছটি 'দীক্ষাহুতি' নামে হোম।

দ্বিতীয় দিনে অনেকগুলি অনুষ্ঠান। প্রথমে সকালে [ক] প্রায়শীয়া ইষ্টি। দেবতা— পথ্যা ঋতি, অগ্নি, সোম, সবিতা, অদিতি। প্রথম চার দেবতার দ্রব্য আদ্য এবং অদিতির দ্রব্য চর। যে পাত্রে অদিতির চর পাক করা হয় তা না ধুয়ে রেখে দিতে হয়। উদয়নীয়া ইষ্টিতে এই পাত্রেই আবার চর পাক করতে হয়। [খ] এর পর হয় 'সোমক্রয়'। যিনি সোমলতা বিক্রয় করেন তাঁর সঙ্গে কিছুকাল ধরে কথাবার্তা বলে দাম হির করে লতা কেনা হয়। লতা বিক্রয়ের সময়ে বিক্রেতা একবছরের গরু, সোনা, ক্রীড়াগ, বাছুরসমেত গরু, ঋষভ, শকটবহনে সমর্থ বলদ, অল্পবয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষ বাছুর, বস্ত্র— একে একে দাম এইভাবে বাড়াতো থাকেন এবং ক্রেতা শেষ পর্যন্ত সবগুলি দিতে স্বীকৃতি জানালে তবে তাঁর নিকট সোম বিক্রয় করা হয়।

[গ] সোমক্রয়ের পরে হয় আতিথ্যা ইষ্টি। এই ইষ্টির দেবতা বিষ্ণু এবং দ্রব্য নয়-কপালের পুরোডাশ। সোম রাজা এবং অতিথি। তার আগমনে ও সম্মানে এই ইষ্টি। এই ইষ্টির জন্য শস্য অবহননের সময়ে যে শকটে সোমকে যজ্ঞস্থলে নিয়ে আসা হয়েছে সেই শকটের দ্বিতীয় বলদটিকে শকট থেকে মুক্ত করা হয়। এই সময়েই সোমকে শকট থেকে নামিয়ে আহবনীয়ের পাশে রাখা 'রাজসন্দী' নামে একটি ছোট চৌকি বা টেবিলে এনে রেখে দেওয়া হয়। [ঘ] ইষ্টিযাগ শেষ হলে যজ্ঞমান ও ঋত্বিকেরা মিলিত হয়ে একটি পাত্রে রাখা আদ্য স্পর্শ করে বিশ্বৈববিহীন চিন্তে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য শপথ গ্রহণ করেন। এই শপথগ্রহণকে বলে 'তানুনপত্র'।

[ঙ] তানুনপত্রের পরে প্রবর্গ্য নামে অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের জন্য আজ নয়, আগে থেকেই প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত করে রাখতে হয়। কোন এক পূর্ণিমা বা অমাবস্যার পূর্ব দিকে কোন মাঠে গিয়ে মাটি সংগ্রহ করে আনতে হয়। সঙ্গে নিয়ে যেতে হয় হরিণের চামড়া, ষোড়া, বৎসসমেত ক্রীড়াগ, কুড়ুল ইত্যাদি। মাটি তুলে কুড়লজিনের উপর রেখে অশ্বকে দিয়ে ঐ মাটি আঘাণ করাতে হয়। ঐ মাটির উপর একটি ছাগীকে দোহন করে সেই দুধ-স্রোত মাটি যজ্ঞভূমিতে নিয়ে আসতে হয়। অনার পরে ঐ মাটিতে পুঁজীক, ছাগের কিছু সোম, হরিণের সোম, উইটিবির মাটি এবং শুকরে উৎখাত-করা মাটি মিশিয়ে পরম জলে মেখে 'মহাবীর' নামে তিনটি পাত্র প্রস্তুত

করতে হয়। প্রত্যেকটি পাত্র নয় বা বারো আঙুল উঁচু, তিন জায়গায় ফুল ও তিন জায়গায় ক্ষীণ ('সংগৃহীত') হয়। এছাড়া দুটি দোহনপাত্র, একটি আজ্ঞাহালী, দুটি অশ্ব এবং দুটি কপালও প্রস্তুত করা হয়। গার্হপত্যের কুণ্ডের পূর্ব দিকে গর্ভ (অবট) খুঁড়ে সেখানে আগুনে ঐ উপকরণগুলি পাক করতে হয়। মহাবীর নামে পাত্র-তিনটি আগুন থেকে নামিয়ে (উদ্বাসন) নিয়ে ঐ তিন পাত্রে অনেকখানি ছাগদুধ ছিটিয়ে দিতে হয়। মাটির পাত্র ছাড়াও কাঠের কিছু পাত্রও নির্মাণ করা হয়। মুঞ্জাতৃণের দড়ি দিয়ে তৈরী 'সত্রাডাসন্দী' নামে চৌকি, গর্ভযুক্ত দুটি হাতা, দুটি গর্ভহীন হাতা, দুটি শফ (তণ্ডু মহাবীর-পাত্রকে ধরার ও আগুন থেকে তোলার জন্য কাঠের আঁকশি বা সীড়াশি), দুটি ধুটি (অঙ্গার অপসারণের জন্য সীড়াশি), গরু বাঁধার দড়ি (মেথী), বাছুর বাঁধার তিনটি ছোট খুঁটি (শকু), কৃষ্ণাজিনে প্রস্তুত তিনটি পাখা (ব্যজন), একটি সোনার ও একটি রূপার রত্ন, গরু বাঁধার একটি দড়ি (অভিধানী), গরুর পায়ে বাঁধার দুটি দড়ি (নিদান), বাছুর-বাঁধার কয়েকটি দড়ি (বিশাখদাম) এবং অনেকখানি মুঞ্জাবাসও প্রস্তুত রাখতে হয়।

গার্হপত্যের উত্তর দিকে বালি দিয়ে একটি স্থপিল নির্মাণ করে গার্হপত্যে কিছু মুঞ্জ বা শরের তৃণ জ্বালিয়ে নিয়ে সেই জ্বলন্ত তৃণ ঐ স্থপিলে রেখে দিতে হয়। স্থপিলের সেই আগুনে একটি মহাবীর রেখে তা আচ্ছাদ্যে পূর্ণ করে সোনার ঢাকনা দিয়ে পাত্রের মুখটি ঢেকে দেন। এর পর বেদির বাইরে অধ্বৰ্যু গাড়ীর এবং প্রতিপ্রহাতা ছাগীর দুধ দুহে সেই দুধ আঙ্গীত্রেয় হাতে দেন। আঙ্গীত্রেয় তা নিয়ে প্রাগবংশে প্রবেশ করেন। অধ্বৰ্যু তাঁর হাত থেকে ঐ দুধ নিয়ে মহাবীরপাত্রে তা ঢেলে দেন। তণ্ডু দ্বতে দুধ মিশিয়ে সেওয়াকে বলে প্রবৃঞ্জন। মিশ্রিত দ্রব্যটিকে বলা হয় 'ঘর্ম'। এই প্রবৃঞ্জনের কারণেই অনুষ্ঠানটির নাম প্রবর্গ্য। প্রতিপ্রহাতা গর্ভহীন একটি জুহুতে একটি (দক্ষিণ রৌহিণ) পুরোডাশ নিয়ে আহবনীয়ে তা আহুতি দেন। অধ্বৰ্যু তখন ঐ ঘর্ম আহুতি দেন। আহুতির সেবতা অধিষ্য ও ইন্দ্র। অবশিষ্ট দ্রব্য দিয়ে ষিষ্টকৃতের অনুষ্ঠান করতে হয়। এর পর প্রতিপ্রহাতা আর একটি পুরোডাশ (উত্তর রৌহিণপুরোডাশ) নিয়ে আহুতি দিলে অধ্বৰ্যু ছাটি 'শকলহোম' নামে হোম করেন। এর পর মহাবীর প্রভৃতি পাত্রগুলি সত্রাডাসন্দীতে রেখে দেওয়া হয়। সকালের মতো অপরাহ্নেও আবার প্রবর্গ্যের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

[চ] প্রবর্গ্যের অনুষ্ঠানের পরে উপসদ্ব ইষ্টির অনুষ্ঠান হয়। সেবতা— অগ্নি, সোম, বিষ্ণু। আহুতিদ্রব্য তিন সেবতার ক্ষেত্রেই আভ্য। উপসদের পরে সুরক্ষণ্য নামে ঋত্বিক্ 'সুরক্ষণ্যাহ্বান' করেন। সকালের মতো অপরাহ্নেও উপসদ্ব ও সুরক্ষণ্যাহ্বান হয়। "ইন্দ্রাগচ্ছ হরিব আগচ্ছ মেধাতিথের্মেষ বৃষণশ্চ মেনে। গৌরাবকন্দিনহল্যায়ে জার কৌশিক ব্রাহ্মণ গৌতম ব্রহ্মাণ সেবা ব্রাহ্মাণ আগচ্ছত" (শ. ব্রা. ৩/৩/৪/১৮-২০) এই আহ্বানমন্ত্রকে বলে সুরক্ষণ্যাহ্বান। 'ব্রূবাণ' পদটির পরে ষত দিন পরে সূত্যা সেই অপেক্ষিত দিনসংখ্যার উল্লেখ করে 'সূত্যা' (আগচ্ছত) বলা যেতে পারে। কেবল এই দিনই নয়, সূত্যাদিনের আগে পর্বত প্রতিদিনই দু-বেলা প্রবর্গ্য, উপসদ্ব ও সুরক্ষণ্যাহ্বান হয়ে থাকে। মূল বাগের এখনও তিন দিন বাকী। সোমলতাকে সতেজ রাখার জন্য তাই লতায় জল ছিটিয়ে দিতে হয়। এই কর্মকে বলা হয় 'আপ্যায়ন'। এছাড়া প্রস্তরের উপর হাত রেখে যজ্ঞমান ও ঋত্বিকেরা দ্যাবাপৃথিবীকে প্রশংসা জানান। একে 'নিহুব' বলে।

তৃতীয় দিনে সকালে প্রবর্গ্য ও উপসদ্ব ইষ্টির অনুষ্ঠানের ও সুরক্ষণ্যাহ্বানের পরে 'মহাবেদি' নির্মাণ করতে হয়। প্রাচীনবংশালা বা ঐষ্টিক বেদির পূর্ব দিকে এই বেদি নির্মিত হয়। পূর্ব-পশ্চিমে ৭২ পা দীর্ঘ এবং উত্তর-দক্ষিণে ৬০ পা প্রশস্ত হয় এই বেদি। এই বেদির মধ্যে আবার পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্বত পিছন পিছন যথাক্রমে উত্তরবেদি, হবির্ধানমণ্ডপ ও সোমমণ্ডপ নির্মাণ করা হয়। উত্তরবেদিতে থাকে আহবনীর অগ্নি, হবির্ধানমণ্ডপে সোমলতাপূর্ণ দুটি শকট এবং সোমরস-সম্পর্কিত বাবতীর উপকরণ (উপরব, খর, গ্রহ, চমস, কলশ ইত্যাদি) এবং সোমমণ্ডপে থাকে ঋত্বিকের কসার স্থান ও 'বিষ্ণু' অর্থাৎ বালির তৈরী ছোট ছোট কুণ্ড। অপরাহ্নে আবার হয় প্রবর্গ্য, উপসদ্ব ও সুরক্ষণ্যাহ্বান। মহাবেদি মধ্যাহ্নেও নির্মাণ করা যেতে পারে।

চতুর্থ দিনে [ক] সকালে একবার প্রবর্গ্য ও উপসদের পরে আবার প্রবর্গ্য ও উপসদের অনুষ্ঠান হয় অর্থাৎ বিকালের অনুষ্ঠানও এই দিন সকালেই সেরে ফেলা হয়। প্রবর্গ্য ব্যবহৃত পাত্রগুলি উত্তরবেদিতে খেলে দিতে হয়। এর পর ঐষ্টিক বেদির আহবনীয়কে উত্তরবেদিতে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করতে হবে। এখন থেকে এই উত্তরবেদির আহবনীয়ই হবে আহবনীয় এবং ঐষ্টিক বেদির যে আহবনীয় তা গার্হপত্যরূপে গণ্য হবে। এই ঐষ্টিক বেদির আহবনীয়ের অপর নাম ‘শালামুখীয় অগ্নি’, কারণ তা প্রাচীনবংশশালার সম্মুখে অবস্থিত। যেটি মূল গার্হপত্য তার নাম হবে ‘প্রাজ্জ্বিত’। অগ্নিকে উত্তরবেদিতে নিয়ে আসার সময়ে রাজাসন্দীতে রাখা সোমকেও নিয়ে আসতে হয়। এনে তা রাখা হয় হবির্ধানমণ্ডপে অবস্থিত ডান দিকের শকটে। এর পর চাত্বাল থেকে মাটি নিয়ে এসে কতকগুলি ধিষ্য (সদোমগুপে ছ-টি, আগ্নীধ্রীয়ে একটি) নির্মাণ করতে হয়। মতান্তরে প্রথমে ‘অগ্নিপ্রণয়ন’ অর্থাৎ ঐষ্টিক বেদির আহবনীয় থেকে অগ্নিকে উত্তরবেদির নাভিতে নিয়ে যেতে হয়। পরবর্তী কাজ হল ‘হবির্ধান-প্রবর্তন’ অর্থাৎ একটি শকট অধ্বর্যু এবং অপর একটি শকট প্রতিপ্রস্থাতা হবির্ধানমণ্ডপে চালিয়ে নিয়ে আসেন। তৃতীয় কাজ ধিষ্যনির্মাণ। এই ধিষ্যগুলি জ্বালাবার জন্য ঐষ্টিক বেদির আহবনীয় থেকে অগ্নি এনে আগ্নীধ্রীয় মণ্ডপে রাখা হয়। ধিষ্যগুলি জ্বালান হবে অবশ্য পরবর্তী দিনে। আগ্নীধ্রীয়ে অগ্নি আনার সময়ে সোমকেও নিয়ে গিয়ে হবির্ধানমণ্ডপে রাখা হয়। এই কর্মের নাম ‘অগ্নি-সোম-প্রণয়ন’। অগ্নি ও সোমের এই যে প্রণয়ন হল সেই উপলক্ষে স্বধর্মান-জ্ঞাপনের জন্য অগ্নি-সোম দেবতার উদ্দেশে একটি পশুযাগ করতে হয়। এই পশুযাগের বশা-আহুতি পর্যন্ত অংশের অনুষ্ঠান হয়ে গেলে হয় সুরঙ্গপ্যাহান। এই আহুতানের পরে ঋত্বিকেরা জ্বালায় জল আনতে যান। এই জলকে বলা হয় ‘বসতীবরী’। কলশীতে জল এনে তা ঐষ্টিক বেদির আহবনীয়ের (অধুনা বা গার্হপত্য বলে গণ্য হয়) পিছনে রেখে দেওয়া হয়। ভিন্ন মতে বসতীবরী সংগ্রহ করা হয় সন্ধ্যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, এই চতুর্থ দিনকে বলা হয় ‘ঔপবসথ্য’ দিবস।

[খ] মধ্যাহ্নে হয় পশুসম্পর্কিত পুরোডাশযাগ। [গ] অপরাহ্নে পশুর প্রধানযাগ ইত্যাদি অবশিষ্ট করণীয় অংশগুলি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠান শেষ হয় পত্নীসংযাজে। সন্ধ্যায় অধ্বর্যু বসতীবরীজলে পূর্ণ কলশী নিয়ে বেদি পরিক্রমা করে পূর্বস্থানে আবার তা রেখে দেন। প্রতিপ্রস্থাতা দর্শযাগের মতোই বৎস-অপাকরণ প্রভৃতি কর্ম করে রাত্রে দই পাতেন (সাজেন)।

[খ] এই চতুর্থ দিনেরই গভীর রাত্রে অথবা রাত্রির শেষ দিকে ঋত্বিকেরা খুম থেকে উঠে নান সেরে নিজ নিজ করণীয় কাজ শুরু করে দেন। পাখীরা শব্দ করে ওঠার আগেই অধ্বর্যুর নির্দেশ পেয়ে হোতা অগ্নি, উষাঃ ও অশ্বিনয়ের উদ্দেশে অনেকগুলি করে মন্ত্র পড়েন। এই মন্ত্রপাঠকে বলে প্রাতরনুবাক। প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশে পাঠ্য সমগ্র মন্ত্রসমষ্টিকে একত্র বলা হয় ‘ক্রতু’। মন্ত্রপাঠ শেষ হলে কয়েকজন ঋত্বিক, যজ্ঞমান ও তাঁর পত্নী জ্বালায় থেকে ‘একধনা’ নামে জল আনতে যান। প্রতিপ্রস্থাতা এই সময়ে আগামী কাল যে ঈষ্টিযাগ (সবনীয়) হবে তার জন্য নির্বাপ করেন।

এর পর পঞ্চম দিনে হয় দধিগ্রহের অনুষ্ঠান। ডুমুরকাঠে তৈরী চতুষ্কোণ একটি পাত্রে দই নিয়ে প্রজাপতির উদ্দেশে সেই দই আহুতি দেওয়া হয়। এর পর অদাভ্যগ্রহের আহুতি। যে-কোন সাধারণ ব্যবহার্য দই বা দুধ গ্রহপাত্রে রেখে সোমলতার মধ্য থেকে তিনটি অংশ নিয়ে ঐ গ্রহের উপর রেখে কয়েকবার নেড়ে নিয়ে দেবতা সোমের উদ্দেশে তা আহুতি দিতে হয়। তার পরে হয় অংশুগ্রহের অনুষ্ঠান। কয়েকটি সোমলতা নিয়ে নিষ্কাশন করে ঐ অদাভ্যগ্রহের পাত্রেই সেই নিষ্কাশিত রস রেখে এ-বার দধিগ্রহের মতো প্রজাপতিরই উদ্দেশে তা আহুতি দিতে হয়। পাত্রের রস আহুতি দেওয়া হয়ে গেলে সদোমগুপে প্রবেশ করে আহুতি-অবশিষ্ট সোমরস পান করে পাত্রটি খরে রেখে দিতে হয়। এই দধি, অদাভ্য ও অংশু নামে তিনটি গ্রহের অনুষ্ঠান অবশ্য কাভ্যায়নপন্থীদের

করতে হয় না। এর পরে সোমলতা থেকে কয়েকটি লতা নিয়ে তা থেকে রস নিষ্কাশন করে উপাংশগ্রহের পাত্রে সেই নিষ্কাশিত রস গ্রহণ করে প্রাণ-দেবতার উদ্দেশ্যে তা আহুতি দিতে হয়। মন্ত্র উপাংশ স্বরে পাঠ করা হয় বলে গ্রহেরও নাম উপাংশ।

এর পর হয় মহাভিষব। সোমরস নিষ্কাশনের জন্য হবির্ধান-মণ্ডপের মধ্যে স্থাপিত ডান দিকের শকটের পিছনে পূর্ব দিকে অধ্বৰ্যু পশ্চিমমুখ, দক্ষিণ দিকে প্রতিপ্রস্থাতা উত্তরমুখ, পশ্চিমদিকে হোতা পূর্বমুখ এবং উত্তর দিকে উন্মেষতা দক্ষিণমুখ হয়ে বসেন। একটি কাঠের ফলক ও পাথরের চারপাশে এইভাবে বসে সেখানে সোমলতা রেখে লতায় বসতীবরী ছিটিয়ে ছোট পাথর (অদ্রি বা গ্রাবা) দিয়ে আঘাত করে রস নিষ্কাশন করতে হয়। কাঠের ফলকটি পাতা থাকে দক্ষিণ হবির্ধানশকটের পিছনে মাটিতে যেখানে চার কোণে চারটি গর্ত করা আছে সেখানে। এই গর্তগুলিকে বলা হয় 'উপরব'। উপরবের উপর কাঠের একটি ফলক পেতে তার উপর গোচর্ম বিছিয়ে দিতে হয়, যার নাম 'অধিষবণচর্ম'। ফলকটিকে বলে 'অধিষবণ ফলক'। এ-বার এই রস ছেকে নিতে হবে। একখণ্ড বস্ত্র নিয়ে সেই বস্ত্রের মাঝখানে ছাগের লোম থেকে প্রস্তুত একটি নয় বা বারো আঙুল দীর্ঘ সুতা ঝুলিয়ে দিতে হয়। এই বস্ত্রখণ্ডকে বলে 'দশাপবিত্র'। বস্ত্রখণ্ডের দু-প্রান্তের সুতাগুলিকে 'দশা' বলে। ছেকে পবিত্র বা শোধন করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় বলে তা পবিত্র। দশাযুক্ত পবিত্র বলে নাম দশাপবিত্র। বস্ত্রের মধ্যস্থলে থাকে বলে ছাগের লোমগুলি থেকে প্রস্তুত সুতাকে বলা হয় নাভি। এর পর নাভিযুক্ত দশাপবিত্রটি নিয়ে দ্রোণকলশ নামে একটি কলশীর মুখের কিছুটা উপরে উদ্গাতারা তা ছড়িয়ে ধরেন। উন্মেষতা আধবনীয় নামে কলশ থেকে 'উদচন' নামে ছোট একটি পাত্রের সাহায্যে সোমরস তুলে হোতৃচমস নামে পাত্রে তা ঢালেন। চমস থেকে তা আবার গড়িয়ে পড়ে দশাপবিত্রে। বস্ত্রের মধ্যস্থিত নাভির মধ্য দিয়ে যখন তা দ্রোণকলশে সঞ্চিত হতে থাকে তখন সেই পতন্তু ধারা থেকে অধ্বৰ্যু 'অন্তর্যাম' নামে একটি গ্রহপাত্র রসে পূর্ণ করে নেন। সোমরস এবং সেই রস যে কাপে রাখা হয় দুইই হচ্ছে গ্রহ। গ্রহের সেই সোম ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে আহুতি দিয়ে তা খরে রেখে দেওয়া হয়। গ্রহপাত্রের সব রস অবশ্যা আহুতি দেওয়া হয় না, সর্বত্রই আহুতির পরেও পাত্রে কিছু রস অবশিষ্ট রাখতে হয়। গ্রহপাত্র বা অবশিষ্ট আছে তা থেকে কিছুটা রস আগ্রয়ণস্থালী নামে একটি স্থালীতে ঢেলে তার পরে তা হবির্ধানমণ্ডপে ডানপাশে খরে রেখে দেওয়া হয়। তখনও কিন্তু কিছু রস গ্রহপাত্রে অবশিষ্ট থেকে যায়। দরিগ্রহ থেকে এই অন্তর্যামগ্রহ পর্যন্ত গ্রহগুলি পাত্রে সোমরস নেওয়ার ঠিক পরে তখনই আহুতি দেওয়া হয়।

যে-ভাবে অন্তর্যামগ্রহ সোমরসে পূর্ণ করা হয়েছে সে-ভাবেই ঐন্দ্রবায়ব, মৈত্রাবরুণ, শুক্র, মহী, আগ্রয়ণ, তিনটি অতিগ্রাহ্য (অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য), উকৃথ্য এবং ধ্রুব গ্রহ সোমরসে পূর্ণ করে দশাপবিত্র দিয়ে পাত্রের বহিরংশ মুছে তা খরে রেখে দেওয়া হয়। গ্রহগুলিতে গৃহীত সোম কিন্তু এখনই আহুতি দেওয়া হবে না, হবে পরে যথাসময়ে।

ধ্রুবগ্রহে সোমরস ভরা হয়ে গেলে প্রমোতা, প্রতিহর্তা, উদ্গাতা, ব্রহ্মা এবং যজ্ঞমান সারিবদ্ধ হয়ে মণ্ডপের বাইরে চাড়াগের কাছে চলে যান ('প্রসর্পণ')। যাওয়ার সময়ে পিছনের ঋত্বিক্‌ তাঁর সামনের ঋত্বিকের কাছ ধরে থাকেন। চাড়াগে গিয়ে সামবেদীর ঋত্বিকেরা স্তোত্রগান করেন। এই গানকে বলা হয় 'বহিষ্পবমান স্তোত্র'। স্তোত্র শেষ হলে আয়ীত্র বিষ্ণুগুলি প্রজ্জলিত করেন এবং তার পরে অধ্বৰ্যু দ্রোণকলশ থেকে সোমরস নিয়ে আশ্বিনগ্রহ পূর্ণ করেন। এর পর দেবতা অগ্নির উদ্দেশ্যে সবনীয় পত্ন্যাগের অনুষ্ঠান হয়। আপাতত হয় উপাকরণ থেকে শুরু করে বপাশ্রোম পর্বত অঙ্গের অনুষ্ঠান। ঐ অনুষ্ঠানের পরে অধ্বৰ্যু, ব্রহ্মা ও যজ্ঞমান সদোমণ্ডপে প্রবেশ করে গ্রহ, চমস ইত্যাদির উপস্থান করেন। ব্রহ্মা ও যজ্ঞমান এর পর হবির্ধানমণ্ডপের বাঁ দিক দিয়ে গিয়ে পূর্বদিকের দ্বার দিয়ে সদোমণ্ডপের মধ্যে প্রবেশ করেন। তার পর হয় সবনীয়-হবির্বাগ। দেবতা— ইন্দ্র হরিবান্, ইন্দ্র পূবধান্, সরস্বতী ভারতী, ইন্দ্র, মিত্র-বরুণ। আহুতিদ্রব্য যথাক্রমে ভাজা যব (ধানা), আজ্য দিয়ে মাখা যবের ছাতু (করন্ত), খই

(পরিবাণ), পুরোডাশ, ছানা (পয়সা, আমিষ্কা)। এই দ্রব্যগুলির নির্বাণ কিন্তু আগেই প্রাতরনুবাকের সময়েই হয়ে গিয়েছে। এই যাগ শেষ হয় ষ্টিষ্টকৃতের অনুষ্ঠানে।

এ-বার আরম্ভ হয় সোমরস-আহতির ধারাবাহিক অনুষ্ঠান। অধ্বৰ্যু ঐন্দ্রবায়ব গ্রহে এবং প্রতিগ্রহাতা আদিত্যপাত্র নামে পাত্রে দ্রোণকলশ থেকে ঐ গ্রহেরই প্রতিনিগ্রাহ্য (পাণ্ডা গ্রহ) নিয়ে একই সঙ্গে অগ্নিতে আহুতি দেন এবং পরম্পরের পাত্রে অবশিষ্ট কিছু সোমরস ঢেলে দেন। প্রতিগ্রহাতা তার পর আদিত্যহালী নামে একটি পাত্রীতে নিজপাত্রের অবশিষ্ট সোম ঢেলে রাখেন ('সম্পাত')। আহতির পরে অধ্বৰ্যু তাঁর গ্রহপাত্রটি হোতার হাতে দেন। এইভাবেই মিত্র-বরুণ এবং অশ্বিদেবতার উদ্দেশেও আহুতি দেওয়া ও সম্পাত গ্রহণ করা হয়। এই তিন যুগ্মদেবতার গ্রহকে 'দ্বিদেবতা গ্রহ' বলা হয়।

এ-বার হবে শুক্র ও মঙ্গী নামে দুই গ্রহের আহুতি। তার আগে নয়টি চমসপাত্র সোমরসে পূর্ণ করা হয়। চমসে সোম নেওয়াকে বলা হয় 'চমস-উন্নয়ন'। পরিপ্লবা নামে একটি ছোট পাত্রের সাহায্যে প্রথমে দ্রোণকলশ থেকে অল্প সোম চমসে নিয়ে, তার পরে পূতভূত কলশ থেকে চমসে সোম ভরে এবং পরে আবার দ্রোণকলশ থেকে অল্প সোমরস চমসে নিয়ে উন্নোতা চমসগুলি পূর্ণ করেন। যজ্ঞমানের নামে যে চমস থাকে সেই চমসে এবং নয় ঋষিকের মধ্যে আপাতত অচ্ছাবাক ছাড়া অপর আট ঋষিকের চমসে সোমরস ভরা হলে হোতা আশ্রাবণ প্রভৃতির শেষে যাজ্ঞ্যপাঠ করেন। তিনি যখন বৌবট উচ্চারণ করেন তখন অধ্বৰ্যু শুক্রগ্রহের এবং প্রতিগ্রহাতা মঙ্গী-গ্রহের সোম ইন্দ্রের উদ্দেশে আহুতি দেন। আহতির পরে বলতে হয় 'নিরন্তঃ শণ্ডো নিরন্তো মর্কঃ' (শণ্ড ও মর্ককে বিভাজিত করা হল)। এই সময়ে চমসাধ্বৰ্যুরা চমসের সোম আহুতি দেন। ষ্টিষ্টকৃতের জন্য আবার বৌবট (অনুববট্কার) বলা হলে হোতা, ব্রহ্মা, উদ্গাতা ও যজ্ঞমানের চমসের চমসাধ্বৰ্যুরা আবার অগ্নি ষ্টিষ্টকৃতের উদ্দেশে আহুতি দেন এবং নিজ নিজ চমস নিয়ে সদোমগুপে চলে যান। অপর পাঁচ চমসাধ্বৰ্যু (মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছসী, পোতা, নেষ্ঠা, আদীত্র) প্রথম ববট্কারের সময়ে আহুতি দিয়ে হবির্ধানমগুপে চলে গিয়েছিলেন। এখন তাঁরা আবার তাঁদের চমসে সোম ভরে নিয়ে আহবনীয়ে আহুতিদানের জন্য ফিরে আসেন। মৈত্রাবরুণ-চমসের চমসাধ্বৰ্যু তাঁর চমসটি এনে অধ্বৰ্যুর হাতে দেন। আশ্রাবণ প্রভৃতির পরে প্রৈষ পেয়ে মৈত্রাবরুণ যাজ্ঞ্য পাঠ করেন এবং অধ্বৰ্যু সেই চমসের সোমরস দেবতা মিত্র-বরুণের উদ্দেশে আহুতি দেন। অন্য চারটি চমসের সোমও আহুতি দেওয়া হয় এইভাবেই অর্থাৎ চমসাধ্বৰ্যুরা নয়, সেই সেই ঋষিক যাজ্ঞ্য পাঠ করার পরে। সেগুলির ক্ষেত্রে দেবতা যথাক্রমে ইন্দ্র, মরুত্গণ, ভৃষ্টা এবং অগ্নি। অনুববট্কারের পরে আবার এই পাঁচ চমসের সোম আহুতি দেওয়া হয়। দেবতা সে-ক্ষেত্রে অগ্নি ষ্টিষ্টকৃত। চমসগুলি আহুতি দেওয়া হয়ে গেলে সেগুলি সদোমগুপে নিয়ে এসে চমসসহ সোমপান করতে হয়। পান করেন যিনি অভিষব ও হোম দুইই করেছেন, যিনি ববট্কার উচ্চারণ করেছেন এবং যাঁর নামে চমস তিনি। পানের পরে মার্জালীয় ধিক্ষে গিয়ে পাত্রগুলি ধুয়ে নিতে হয়। তার পরে আদীত্রীয় ধিক্ষে গিয়ে পশুযাগ ও পুরোডাশযাগের আহুতি-অবশিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করতে হয়। এ-বার হুগিত রাশা অচ্ছাবাকের চমসে সোমরস নিয়ে চমসাধ্বৰ্যু তা অধ্বৰ্যুর হাতে দেন। তিনি তা আশ্রাবণ প্রভৃতির পরে আহুতি দিয়ে অচ্ছাবাকের সঙ্গে ঐ চমসের সোমপান করেন। সর্বত্রই সোমপানের সময়ে সহপানকারীদের (সভক্ষ) কাছ থেকে অনুমতি (উপহব) নিতে হয়।

এর পর ঋতুগ্রহের অনুষ্ঠান। দুটি গ্রহপাত্র নিয়ে মোট বারো বার আহুতি দেওয়া হয়। একটি গ্রহপাত্র নেন অধ্বৰ্যু এবং অপরটি প্রতিগ্রহাতা। দুটি গ্রহেরই উপর দিকে দু-পাশে একটি করে নালি থাকে। একজন যখন আহুতি দিতে যান তখন অপর জন গ্রহে সোম নিয়ে হবির্ধানমগুপের পূর্বদ্বারে দাঁড়িয়ে থাকেন। একজন আশ্রাবণ প্রভৃতির পরে আহুতি দিয়ে যখন ফিরে আসেন তখন অপর জন আবার আশ্রাবণ ইত্যাদি হলে আহুতি দিতে যান। এইভাবে

দু-জনে হ-বার করে মোট বারো বার আছতি দেন। শেষ দু-বারে অবশ্য দু-জনে একই সময়ে আছতি দিয়ে থাকেন। প্রত্যেক আছতির দুটি করে দেবতা— ইন্দ্র, মধু; মরুত্গণ, মাধব; শুষ্ক, শুক্র; অগ্নি, শুচি; ইন্দ্র, নভঃ; মিত্র-বরুণ, নভস্য; দ্রবিলোদা, ইব; দ্রবিলোদা, উর্জ; দ্রবিলোদা, সহঃ; দ্রবিলোদা, সহস্য; অশ্বিনয়, তপঃ; অগ্নি গৃহপতি, তপস্য। যাজ্ঞা পাঠ করেন কখনও হোতা, কখনও অন্য ঋত্বিক্। আছতি শেষ হয়ে গেলে দু-জন পরস্পরের গ্রহপাত্রে অবশিষ্ট কিছুটা সোম ঢেলে দেন। অধ্বৰ্যু তাঁর ঐ ঋতুগ্রহের পাত্রটিতেই ঐন্দ্রায়গ্রহের জন্য সোমরস ভরে নিয়ে হবির্ধানমণ্ডপের খরে রেখে দেন। এর পর ঋতুগ্রহের অবশিষ্ট সোম পান করা হয়।

[ক] ঋতুগ্রহের সোমরস পান করা শেষ হলে হোতা শত্ৰুপাঠ করেন। আগে বহিষ্পবমান স্তোত্র গাওয়া হয়েছে। এখন তারই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'আজ্য' নামে শত্ৰু পাঠ করা হয়। নিয়ম হচ্ছে সামবেদী ঋত্বিকেরা আগে 'স্তোত্র' গান করেন, তার পর ঋগ্বেদীয় ঋত্বিককে শত্ৰুপাঠ করতে হয়। শত্রে থাকে এক বা একাধিক সূক্ত এবং অন্যান্য সূক্তের কিছু বিশিষ্ট মন্ত্র। এছাড়া কোন সূক্তের একটিমাত্র বিচ্ছিন্ন মন্ত্রও সেখানে থাকতে পারে। এই মন্ত্রকে 'ধায্যা' বলে। এই সূক্ত ও মন্ত্রগুলি গাওয়া হয় না, কেবল পাঠই করা হয়। শত্ৰু সাধারণত শুক হয় সামবেদীয় ঋত্বিকেরা যে দুটি বা তিনটি (তৃচ) মন্ত্রে গান গেয়েছেন সেই দুটি বা তিনটি মন্ত্রেই। স্তোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে এই দুই-তিন মন্ত্রকে বলা হয় 'স্তোত্রিয়'। এর পর শত্রে এই স্তোত্রিয়ের সঙ্গে দেবতা, ছন্দ ও প্রারম্ভিক শব্দের দিক্ থেকে মিল আছে এমন দু-তিনটি মন্ত্র পাঠ করতে হয়। সেই দুই-তিন মন্ত্রকে বলে 'অনুরূপ'। শত্ৰের শেষে যদি কোন সূক্তের একটি বিচ্ছিন্ন মন্ত্র পাঠ করা হয় তা হলে সেই মন্ত্রকে বলা হয় 'পরিধানীয়া'। যে সূক্তে নিবিদ্ বসিয়ে পাঠ করা হয় তার নাম নিবিজ্ঞান। ঋগ্বেদীয় ঋত্বিক যখন শত্ৰুপাঠ করেন তখন অধ্বৰ্যু বা প্রতিপ্রহাতা তাঁকে মাঝে মাঝে উৎসাহদানের জন্য 'ওথা মোদ ইব', 'ওম্' অথবা এই ধরনের কিছু বলেন। এই উৎসাহদায়ক উক্তিকে বলা হয় 'প্রতিগর'। আজ্যশত্ৰু শেষ হলে আশ্রাবণ ইত্যাদির পর ইন্দ্র-অগ্নির উদ্দেশে ঐন্দ্রায় গ্রহের সোম আছতি দেওয়া হয়। সেই সাথে দেওয়া হয় চমসগুলিকে কাঁপিয়ে (নারাশংস) সোমরসের কিছু কিছু বিন্দু। চমসের ক্ষেত্রে আছতির দেবতা উম পিতৃগণ।

[খ] আবার স্তোত্র, শত্ৰু এবং গ্রহের আছতি। স্তোত্রের নাম এ-বার আজ্যস্তোত্র, শত্ৰুর নাম প্রউগশত্ৰু, গ্রহের নাম বৈশ্বদেব গ্রহ। শত্ৰু পাঠ করেন হোতাই। গ্রহের আছতির সময়ে নারাশংস চমসগুলির আছতিও হয়। গ্রহের দেবতা বিষ্ণুদেবাঃ, চমসগুলির উম পিতৃগণ। সোমরস দেওয়া এবং আছতি দেওয়া হয় শুক্রগ্রহের পাত্রেই।

[গ] এর পর আবার স্তোত্র, শত্ৰু ও গ্রহ-চমসের আছতি। স্তোত্রের নাম সে-ই আজ্যস্তোত্র, শত্ৰুর নাম মৈত্রাবরুণশত্ৰু, গ্রহের নাম উক্ধ্য-গ্রহ। শত্ৰু পাঠ করেন মৈত্রাবরুণ। গ্রহের ও চমসগুলির দেবতা মিত্র-বরুণ। উক্ধ্যস্থলী নামে একটি স্থালী থেকে ১/৩ অংশ সোম গ্রহপাত্রে নিয়ে তা আছতি দেওয়া হয়। আছতি দেন অধ্বৰ্যু।

[ঘ] আবার এই একই পদ্ধতিতে গ্রহের ও চমসের আছতি। স্তোত্র ও গ্রহের নামও সেই একই। শত্ৰুপাঠ করেন কিন্তু এ-বার ব্রাহ্মণাচ্ছসী এবং গ্রহের দেবতা মিত্র-বরুণ। আছতি দেন প্রতিপ্রহাতা।

[ঙ] এ-বারও ঐ একই পদ্ধতিতে স্তোত্র, শত্ৰু ও গ্রহ-চমসের আছতি হয়। স্তোত্র ও গ্রহের নাম সেই একই। শত্ৰু পড়েন অচ্ছবাক এবং গ্রহের আছতি হয় ইন্দ্র-অগ্নির উদ্দেশে। আছতি দেন প্রতিপ্রহাতা। এই উক্ধ্যগ্রহের অনুষ্ঠান শেষ হলে প্রাতঃসবনেরও সমাপ্তি ঘটে। 'সবনসংস্থা' নামে আছতি দিয়ে ঋত্বিকেরা প্রস্থান করেন।

এ-বার মাধ্যম্নিন সবন। প্রথমে যজ্ঞমান আদীতীর দিকের নিকটে 'লোকদ্বার' নামে সাম গান করেন এবং ঐ দিকের অগ্নিতে হোম করেন। এর পর এই সবনের জন্য আবার অভিব্যব করা হয়। সোমলতাকে যে বস্ত্রে ঢেকে রাখা হয় তা গ্রাবস্তৃত্কে এই সময়ে দেওয়া হয়। অভিব্যব শেষ হলে নির্বাণ প্রকৃতি করে প্রাতঃসবনের মতোই সোমরস ছাঁক হয়। পতন্ত ধারা থেকে শুক্র, মহী, আগ্ররণ, তিন উক্ধ্য ও দুই মরুত্গণীয় গ্রহ সোমরসে পূর্ণ করে

নিতে হয়। প্রাতঃসবনের মতো এই সবনেও আবার প্রসর্পণ করতে হয়। কিন্তু এ-বার আর বেদির বাইরে নয়, সোমগুপে যেতে হয় পবমান-স্তোত্রের জন্য। স্তোত্র শেষ হলে দধিঘর্মবাগ ও হবির্ভক্ষণ এবং তার পর সবনীর হবির্বাগ। এই বাগের ইড়াভক্ষণ পর্যন্ত সব-কিছু করা হলে চমসগুলিতে (১০টি চমসেই) সোমরস ভরে নেওয়া হয় ('উন্নয়ন')। এর পর হয় প্রাতঃসবনের মতো শুক্র ও মহী নামে গ্রহের অনুষ্ঠান। সঙ্গে দশটি চমসের সোমও আছতি দেওয়া হয়। সেই অনুষ্ঠান শেষ হলে সোমপান ও সবনীর হবির্বাগের ইড়াভক্ষণ করতে হয়। ইড়াভক্ষণের পর ঋত্বিকদের দক্ষিণা দিতে হয়। একজন প্রধান দলনেতা যা পান তার ১/২ অংশ পান দলের দ্বিতীয় জন, ১/৩ অংশ তৃতীয় জন, ১/৪ অংশ চতুর্থ জন। দক্ষিণার দ্রব্য গো, অশ্ব, অশ্বতর, মেঘ, ছাগ, গর্ভত। সামর্থ্য থাকলে হাতী, সোনা ইত্যাদিও দেওয়া যেতে পারে। দক্ষিণাগুলি নেওয়ার পরে উত্তর দিকে সেগুলি পাঠিয়ে দিতে হয়। এই সময়ে অগ্নিগোত্রের কোন ব্রাহ্মণকে এবং চমসাধ্বর্যদেরও কিছু দক্ষিণা দিতে হয়।

দক্ষিণা দেওয়া হয়ে গেলে দীক্ষার সময়ে যে কৃষ্যবিবাগ নেওয়া হয়েছিল তা চাছালে কেলে দিতে হয়। এ-বার অধ্বর্যু আদ্বীপ্রীয় বিবেগ 'বৈশ্বকর্মণ' নামে পাঁচটি হোম করেন। এর পর অধ্বর্যু একটি মরুত্বীয় গ্রহে এবং প্রতিগ্রহাতা অপর একটি মরুত্বীয় গ্রহে সোমরস নিয়ে তা আছতি দেন। এই দুই মরুত্বীয়ে কোন শত্রুপাঠ করতে হয় না। [ক] অধ্বর্যু তাঁর নিজের গ্রহপাত্রে আবার সোমরস নিয়ে শত্রুপাঠের শেষে ইন্দ্র মরুত্বানের উদ্দেশে আছতি দেন। এই সময়ে নরাশংস নামে চমসগুলিও আছতি দেওয়া হয়। সংলিষ্ট শব্দের নাম মরুত্বীয় শব্দ। [খ] পরে শুক্রগ্রহের পাত্রেই আবার সোম নিয়ে স্তোত্র-শব্দের শেষে মহেশ্বরের উদ্দেশে *মাহেশ্ব* গ্রহ ও উর্ব পিতৃগণের উদ্দেশে নারাশংসের সোম আছতি দেন। স্তোত্রের নাম প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্র, শব্দের নাম নিম্বেবল্য শব্দ। এই সময়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্যের উদ্দেশে তিনটি অতিগ্রাহ্য নামে গ্রহের সোমও আছতি দেওয়া হয়। আছতি দেন যথাক্রমে প্রতিগ্রহাতা, নেষ্ঠা এবং উন্নতা। [গ-ঙ] এর পর প্রাতঃসবনের মতোই তিনবার উক্ধ্যগ্রহের আছতি হয়ে থাকে। সবন শেষ হলে 'সবনসংহাছতি' করে ঋত্বিকেরা প্রস্থান করেন।

মাধ্যদিন সবন শেষ হওয়ার অল্প কিছুক্ষণ পরেই তৃতীয় সবনের অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথমে উত্তরবেদির নিকটে যজমান লোকস্বার সাম গান করেন এবং ঐ অগ্নিতে আছতি দেন। এর পর প্রাতঃসবনে তিনটি যুগ্মসেবতার গ্রহের আছতির পরে আদিত্যহালীতে যে সম্পাত রাখা হয়েছিল তা আদিত্যগ্রহ নামে পাত্রে নিয়ে সেই সোমরসে দুধ বা দই মিশিয়ে ঐ সোম আশ্রাবণ ইত্যাদির পরে আদিত্যগণের উদ্দেশে আছতি দেওয়া হয়।

এর পর হয় মহাভিবব। সোমলতা থেকে রস নিষ্কাশন করে সেই সোমরসে দই মিশিয়ে পৃথভূত নামে কলশে তা ঢেলে দেওয়া হয়। সেই রস হেঁকে আগ্রয়গ্রহ নামে গ্রহপাত্রে নিয়ে পাত্রেই খরে রেখে দিতে হয়। তার পর আর্ডবপবমান-স্তোত্রের জন্য যজমানসমেত পাঁচ ঋত্বিক সোমগুপে প্রসর্পণ করেন। স্তোত্র শেষ হলে ঋকগুলিকে প্রছলিত করে (করেন আদ্বীপ্র) পণ্ড্যবাগের প্রধানবাগ থেকে ইড়াভক্ষণ পর্যন্ত সব-কিছু কর্ম সম্পন্ন হওয়ার পর সবনীর হবির্বাগগুলির অনুষ্ঠান করা হয়। এর পর হয় চমসের আছতি। হোতা যাজ্ঞাপাঠ করলে অধ্বর্যু নিজে হোতৃচমসের সোম এবং চমসাধ্বর্যুরা নিজ নিজ চমসের সোম আছতি দেন। অনুবর্ষট্কার করা হলে অধ্বর্যু হোতৃচমসের অবশিষ্ট সোম এবং সংলিষ্ট চমসাধ্বর্যুরা ব্রহ্মা, উদ্গাতা ও যজ্ঞমানের চমসের সোম আবার আছতি দেন। মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মাণ্যহুসী, পোতা, নেষ্ঠা, অচ্চাবাক ও আদ্বীপ্রের চমসাধ্বর্যুরা নিজ নিজ চমসে সোম ভরে নিয়ে আবার কিয়ে এলে আশ্রাবণ ইত্যাদির পরে অধ্বর্যু নিজে সেই সেই চমসের সোম আছতি দেন। যাজ্ঞা পাঠ করেন সংলিষ্ট হোত্রকেরা। পরে সবনীর হবির্বাগের আছতি-অবশিষ্ট ঋক ব্রোতাশ তা থেকে কিছু অংশ নিয়ে চমসীরা নিজ নিজ চমসে পিতা, পিতামহ ও প্রণিতামহের উদ্দেশে রেখে ঐ পিতৃপুরুষদের উপস্থান করেন।

প্রাতঃসবনে যে পাত্রে সোম নিরে অম্বর্ষামগ্রহ আছতি দেওয়া হয়েছিল এখন সেই পাত্রের সাহায্যে আগ্রয়ণ পাত্র থেকে সাবিত্রগ্রহের জন্য সোমরস নিরে আশ্রাবণ প্রভৃতির পরে সবিতার উদ্দেশে তা আছতি দেওয়া হয়। [ক] ঐ পাত্রেই আবার পূতভূত থেকে বৈশ্বদেব গ্রহের জন্য সোম নিরে আশ্রাবণ প্রভৃতির পরে শতপাঠের শেষে তা বিশ্বদেবতার উদ্দেশে আছতি দেওয়া হয়। সঙ্গে থাকে নারায়ণ চমসেরও আছতি। এই গ্রহের আছতির পরে সোমদেবতার উদ্দেশে একটি চরুমাগ হয়। এই যাগকে 'সৌম্য চরুমাগ' বলা হয়ে থাকে। এই যাগের পরে উপাংশগ্রহের পাত্রে আগ্রয়ণস্থালী থেকে সোমরস নিরে আশ্রাবণ প্রভৃতির পরে অগ্নি পত্নীবানের উদ্দেশে তা আছতি দেওয়া হয়। এই গ্রহের নাম পাত্নীবতগ্রহ। [খ] এর পর আম্ববনীর পাত্রের সমস্ত সোমরস পূতভূতে এবং চমসগুলিতেও সোম নেওয়া হলে অগ্নিষ্টোম (নামান্তর যজ্ঞাযজ্ঞির) জোত্র গাওয়া হয়। ঐ সময়ে সকলে তাঁদের মাথা ঢেকে রাখেন। জোত্র শেষ হলে হয় অগ্নিমারুত শব্দের পাঠ। প্রাতঃসবনে মহাভিববের সময়ে পতন্ত ধারা থেকে সবশেষে ধ্রুবগ্রহে সোমরস নেওয়া হয়েছিল। ধ্রুবগ্রহের সেই সোম এখন প্রতিগ্রহাতা হোতৃচমসে ঢেলে দিলে অম্বর্ষ চমসের সেই সোম বৈশ্বানর অগ্নি ও মরুতৃগণের উদ্দেশে আছতি দেন। সঙ্গে অন্যান্য চমসের-সোমও আছতি দেওয়া হয়। এর পর সবনীর পশুযাগের পরিধি-নিষ্ক্রেপ পর্যন্ত অবশিষ্ট অংশগুলির অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

এবার উদ্বেতা আগ্রয়ণপাত্রের সমস্ত সোমরস দ্রোণকলশে ঢেলে নিয়ে তার মধ্যে ভাজা যব ইত্যাদি মিশিয়ে কলশটি মাথায় তুলে আশ্রাবণ ইত্যাদির পরে কলশের ঐ মিশ্রিত সোম আছতি দেন। এই সোমকে বলা হয় হারিযোজন গ্রহ। হতাবশেষ ভক্ষণ করার সময়ে চমসী ক্বিকেরা চমসের সোম পান না করে আশ্রাণ করেন মাত্র। এর পর তাঁরা আদীত্ৰীয় বিবেক গিয়ে দধিঙ্গল (দই-এর কোঁটা বা সামান্য অংশ) খান। তান্নপত্রের সময়ে যে শপথ গ্রহণ করা হয়েছিল তা এখন ত্যাগ করা হয়।

এর পর সবনীর হবির্যাগের পত্নীসংযাজ, সমিষ্টমজুঃ ইত্যাদি অবশিষ্ট সকল অঙ্গের অনুষ্ঠান করে একাধিক প্রারশ্চিন্ত্যহোম এবং সবনসমাপ্তিহোম সেরে যজ্ঞভূমি থেকে প্রস্থান করতে হয়। যজ্ঞমান যথারীতি বিকৃতক্রম-প্রক্রমণ করেন।

সবনের অনুষ্ঠান শেষ হল, কিন্তু সোমযাগ এখনও শেষ হয় নি। অবভৃথ-ইষ্টির অনুষ্ঠান করার জন্য ক্বিকেরা কোন জলাশয়ে চলে যান। যাওয়ার সময়ে মন্ত্র জপ করতে ও সামগান গাইতে হয়। এই ইষ্টিতে দুই আজ্যভাগের দেবতা অগ্নি ও বরুণ। এখানে প্রযাজ্ঞে বর্হিসেবতাকে বাদ দেওয়া হয়। অনুযাজের সংখ্যা দুটি এবং প্রধানযাগের দেবতা বরুণ ও ব্রহ্ম এক-কপালের পুরোডাশ। সকল আছতি জলেই দেওয়া হয়। সোমসম্পর্কিত সকল পাত্র, কৃকাজিন ইত্যাদি জলে ফেলে দিতে হয়। সকলের স্নানের আগে যজ্ঞমান তাঁদের মাথায় জল ছিটিয়ে দেন, তার পরে সকলে স্নান করেন। স্নান শেষ হলে উদ্বেতা যজ্ঞমানকে ও অন্য ক্বিকদের জল থেকে টেনে তোলেন। স্নান থেকে উঠে যজ্ঞমান ও পত্নীকে নূতন নিষিদ্ধ বস্ত্র ('অহত') পরিধান করতে হয়।

সেব্বজনে ফিরে এসে ঐষ্টিক বেদির আহবনীরে উদয়নীরা ইষ্টির অনুষ্ঠান করতে হয়। প্রায়নীরা ইষ্টির যাজ্যটি হয় এখানে অনুযাক্যা এবং অনুযাক্যাটি যাজ্য। দেবতা ও ব্রহ্ম প্রায়নীয়ার মতোই। যে পাত্রে সেখানে চরু পাক করা হয়েছিল তা না ধুয়েই সেই পাত্রেই এখানে চরু পাক করতে হয়। এই ইষ্টির পরে হয় 'অনুব্রহ্মপশুবাগ'। ব্রহ্মা গাতী অথবা হুনা এখানে আছতির ব্রহ্ম এবং দেবতা মিত্র-বরুণ। বাগটি ইড়ায় শেষ করা যেতে পারে। তার পরে হবে দেবিকহুতি। এই হবির্বাগে খাতা, অনুমতি, রাক্ষ, সিনীবালী ও কুহু দেবতার উদ্দেশে আজ্য আছতি দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান হয় ইষ্টিবাগের মতোই।

এবার মূল পার্শ্বজকুণ্ডের যে মূল পার্শ্বপশু অগ্নি তা দুই অগ্নিতে সমারোপণ করে গৃহে ফিরে এসে মহন

করে মহনস্ট্র অগ্নিকে তিন কুণ্ডে বিহরণ অর্থাৎ স্থাপন করে উসবসানীয়া নামে একটি ইষ্টির অনুষ্ঠান করতে হয়। এই ইষ্টিতে দ্রব্য আট কপালের পুরোডাশ এবং দেবতা অগ্নি। বিকল্পে ষাগ নয়, বিকল্প উদ্দেশে একটি হোম করতে হয়। সন্ধ্যায় আবার শুরু হয় সেই প্রাত্যহিক অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান।

এতক্ষণ আমরা অগ্নিষ্টোমের বিবরণ শুনলাম। যদি উক্খা নামে সোমবাগের অনুষ্ঠান করা হয় তাহলে অগ্নি ছাড়াও ইন্দ্র-অগ্নির উদ্দেশেও একটি পশু আহুতি দিতে হয়। তৃতীয়সবনে অগ্নি-মরুত দেবতাদের উদ্দেশে গ্রহ আহুতি দেওয়ার পরে প্রথম দুই সবনের মতোই আরও তিনটি উক্খ্যগ্রহের অনুষ্ঠান হয়। প্রত্যেকবার আহুতির আগে স্তোত্রগান ও শত্রুপাঠ হয়। প্রত্যেকবারেই গ্রহের পরে চমসের সোমও আহুতি দেওয়া হয়। তিন গ্রহের দেবতা যথাক্রমে ইন্দ্র-বরুণ, ইন্দ্র-বৃহস্পতি, ইন্দ্র-বিষ্ণু। শত্রুপাঠ করেন যথাক্রমে মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছসী ও অচ্ছবাক। সংক্ষেপে অগ্নিষ্টোম + তিন স্তোত্র-শত্রু-গ্রহ = উক্খা।

বোড়শী যাগে সবনীয় পশু তিনটি। অগ্নি, ইন্দ্র-অগ্নি ও ইন্দ্রের উদ্দেশে একটি করে পশু আহুতি দেওয়া হয়। তৃতীয় পশুটি ছাগ নয়, মেঘ। তৃতীয়সবনে উক্খ্যের মতো সব-কিছু অনুষ্ঠান হয়ে গেলে আরও একবার স্তোত্র, শত্রু ও গ্রহের আহুতি হয়ে থাকে। সঙ্গে চমসের সোমও আহুতি দেওয়া হয়। স্তোত্র আরম্ভ হয় সূর্যের অর্ধান্তকালে। সংক্ষেপে উক্খা + স্তোত্র... = বোড়শী। গ্রহের দেবতা ইন্দ্র।

অতিরাত্র বোড়শীর মতো সব-কিছু হওয়ার পরে সারা রাত্রি ধরেও অনুষ্ঠান চলে। ষাগ শেষ হয় পরদিন সকালে। দিনের মতো রাত্রিতেও তিনবার অধিবেশন বসে। রাত্রিকালীন প্রত্যেক অধিবেশনের নাম 'রাত্রিপর্ষায়'। প্রত্যেকটি রাত্রিপর্ষায়ে থাকে চারটি করে স্তোত্র, শত্রু ও চমসপুঞ্জ। শত্রুপাঠ করেন যথাক্রমে হোতা, মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছসী ও অচ্ছবাক। স্তোত্রশত্রু থাকলেও কোন গ্রহের আহুতি এখানে হয় না। প্রথম দুই চমসপুঞ্জ আহুতি দেন অধ্বর্যু এবং শেষ দুটি চমসপুঞ্জ প্রতিগ্রহাতা। সবনীয় পশুবাগে অগ্নি, ইন্দ্র-অগ্নি, ইন্দ্র এবং সরস্বতীর উদ্দেশে একটি করে পশু আহুতি দেওয়া হয়। চতুর্থ দেবতার পশুটি হচ্ছে স্ত্রী মেঘ। তিনটি রাত্রিপর্ষায় শেষ হলে পরদিন সকালে সন্ধিস্তোত্র এবং তার পর আশ্বিন শত্রু। শত্রুটি শেষ করতে হয় সূর্যোদয়ের পরেই। তার আগেই শত্রুর পাঠ মন্ত্র শেষ হয়ে গেলে যে-কোন মন্ত্র পাঠ করে চলবেন। সূর্যোদয়ের ঠিক পরেই শত্রুর অন্তিম মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে। আশ্রাবশ ইত্যাদি হয়ে গেলে অধ্বর্যু হোতৃচমস এবং অন্যেরা নিজ নিজ চমস অশ্বিষয়ের উদ্দেশে আহুতি দেন। এই সময়ে প্রতিগ্রহাতা দুই-কপালের একটি পুরোডাশ অশ্বিষয়ের উদ্দেশে নিঃশেষে আহুতি দেন। সংক্ষেপে বোড়শী + তিন রাত্রিপর্ষায় + সন্ধিস্তোত্র... = অতিরাত্র।

অভ্যগ্নিষ্টোমে অনুষ্ঠান হয় অগ্নিষ্টোমের মতোই, কেবল তৃতীয় সবনে অতিরিক্ত একটি বোড়শী স্তোত্র, শত্রু ও বোড়শী গ্রহ থাকে। বাজপেয়ের অনুষ্ঠান বোড়শীরই মতো, কেবল সেখানে অতিরিক্ত একটি স্তোত্র, শত্রু ও চমসপুঞ্জের আহুতিদান বর্তমান। এই বাজপেয় আবার তিন প্রকারের— সংহা বাজপেয়, আশ্তো বাজপেয়, কুফ বাজপেয়। বাজপেয়ে সতের দিন দীক্ষণীয়া এবং তিন দিন উপসদ্ব ইষ্টি হয়। সবনীয় পশু মোট সতেরটি। মূলের পরিমাণ সতের অরব্বি (৭ × ২৪ আঃ)। প্রজাপতির উদ্দেশে সোমগ্রহ ও সূরাগ্রহ (বা পরোগ্রহ) আহুতি দেওয়া হয়। সতের শরা চাল দিয়ে চক্ৰ প্রস্তুত করে একটি আহুতি দিতে হয়। অথোর্বাসে অতিরাত্রের মতো সব-কিছু অনুষ্ঠান করে শেষে অতিরিক্ত চারটি স্তোত্র, চারটি শত্রু ও চারবার চমসপুঞ্জের আহুতি দান হয়ে থাকে। প্রথম দু-বার আহুতি দেন অধ্বর্যু, শেষ দু-বার প্রতিগ্রহাতা। এ-বার জ্যোতিষ্টোম নামে সোমবাগের বিভিন্ন সংহার স্তোত্র, শত্রু ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা এখানে দেওয়া হচ্ছে—

প্রাথমিক

স্তোত্র	শব্দ	শব্দকর্তা	গ্রন্থ
বহিঃপবমান (ত্রি) ^১	আজ্য	হোতা	ঐন্দ্রোম
আজ্য (প)	প্রউগ ^২	"	বৈশ্বদেব
"	মৈত্রাবরুণ	মৈত্রাবরুণ	১/৩ উক্ত্য
"	ব্রাহ্মণাচ্ছসী	ব্রাহ্মণাচ্ছসী	"
"	অচ্ছাবাক	অচ্ছাবাক	"

মাধ্যমিক সর্বন

স্তোত্র	শব্দ	শব্দকর্তা	গ্রন্থ
মাধ্যমিক পবমান (প)	মরুত্বতীয়	হোতা	মরুত্বতীয়
পৃষ্ঠ (স)	নিষ্কেবল্য	"	মাহেন্দ্র
"	মৈত্রাবরুণ	মৈত্রাবরুণ	১/৩ উক্ত্য
"	ব্রাহ্মণাচ্ছসী	ব্রাহ্মণাচ্ছসী	"
"	অচ্ছাবাক	অচ্ছাবাক	"

তৃতীয় সর্বন

অর্ধব পবমান (স)	বৈশ্বদেব	হোতা	বৈশ্বদেব
অগ্নিষ্টোম (এ)	অগ্নিমারুত	"	ধ্রুব
বা			
যজ্ঞাবজ্জিয়			
উক্ত্য (এ)	মৈত্রাবরুণ	মৈত্রাবরুণ	১/৩ উক্ত্য
"	ব্রাহ্মণাচ্ছসী	ব্রাহ্মণাচ্ছসী	"
"	অচ্ছাবাক	অচ্ছাবাক	"
ষোড়শী (এ)	ষোড়শী	হোতা	ষোড়শী

রাত্রিশর্বার (১)

স্তোত্র	শব্দ	শব্দকর্তা	গ্রন্থ
রাত্রিস্তোত্র (প)	রাত্রিশব্দ	হোতা	চমসপুঞ্জ
"	"	মৈত্রাবরুণ	"
"	"	ব্রাহ্মণাচ্ছসী	"
"	"	অচ্ছাবাক	"

(১) বন্ধনীর মধ্যে প্রথম সঙ্কেতগুলি সংশ্লিষ্ট স্তোত্রের বিশেষ ভোম সূচিত করেছে। ত্রি = ত্রিবৃৎ। প = পবমান। স = সপ্তম। এ = একবিন্দু।

(২) এই শব্দে সাধারণত সাতটি ভূত অর্থাৎ একুশটি শব্দ পাঠ করা হয়। ভূতগুলির দেবতা বায়ু, ইন্দ্র-বায়ু, মিত্র-বরুণ, অশ্বিন, ইন্দ্র, নিবলোম, মরুত্বতী।

রাত্রিপর্যায় (২)

[প্রথম রাত্রিপর্যায়ের মতেই]

রাত্রিপর্যায় (৩)

[প্রথম রাত্রিপর্যায়ের মতেই]

* সন্ধিস্তোত্র (ত্রি)	আশ্বিন	হোতা	চমসপুঞ্জ
* অপ্তোর্যাম (ত্রি)	অপ্তোর্যাম	হোতা	"
" (প)	"	মৈত্রাবরুণ	"
" (স)	"	ব্রাহ্মণাচ্ছসী	"
" (এ)	"	অচ্ছাবাক	"

এখানে তালিকায় যদিও একটি রাত্রিপর্যায়েরই বিস্তৃত উল্লেখ করা হয়েছে, অনুষ্ঠান হবে কিন্তু এই একই পদ্ধতিতে আরও দু-বার। সন্ধিস্তোত্র ও চার অপ্তোর্যামস্তোত্র এবং সেগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত কর্ম তৃতীয় রাত্রিপর্যায় শেষ হলে তবেই অনুষ্ঠিত হয়। অগ্নিস্তোমে প্রথম বারোটি, উক্ত্যে প্রথম পনেরটি, বোড়শীতে প্রথম বোলটি, অতিরিক্তে সন্ধিস্তোত্র পর্যন্ত সব-কিছু এবং অপ্তোর্যামে এই তালিকার শেষ পর্যন্ত যা যা বলা হয়েছে তা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

স্তোম ও বিষ্ণুতি। সোমযাগে উদ্গাতাদের গান গাইতে হয়। তাঁরা গান গেয়ে থাকেন সাধারণত সদোমগুপের মধ্যে ডান দিকে মাটিতে পুঁতে-রাখা বস্ত্রবেষ্টিত উদ্বরের ডালের সামনে। সেই ডালের কাছে উদ্গাতা উত্তরমুখ হয়ে বসেন। তাঁর ডান দিকে প্রস্তোতাকে পশ্চিমমুখ এবং বাঁ দিকে প্রতিহর্তাকে পূর্বমুখ হয়ে বসতে হয়। স্তোত্রে সাধারণত তিনটি মন্ত্রকে বারে বারে গাইতে হয়। বারে বারে গাইবার পর মন্ত্রের মোট যে সংখ্যা দাঁড়ায় তাকে বলে 'স্তোম'। কোন্ স্তোত্রে মন্ত্রগুলিকে কতবার আবৃত্তি করতে হবে তার সংখ্যা স্থির করা থাকে। ত্রিবৃত্ত (৯), পঞ্চদশ, সপ্তদশ, একবিংশ, চতুর্বিংশতি, ত্রিণব (২৭), ত্রয়ত্রিংশ, চতুশ্চত্বারিংশ এবং অষ্টাচত্বারিংশ এই মোট নয় রকমের স্তোম আছে। গাইবার সময়ে তিন দফায় (পর্যায়) মন্ত্রগুলিকে আবৃত্তি করতে হয়। কোন্ দফায় কোন্ মন্ত্রকে কতবার আবৃত্তি করতে হয় তাও যজ্ঞগ্রন্থে নির্দিষ্ট করা আছে। যেমন ধরা যাক কোন স্তোত্রে পঞ্চদশ স্তোম করতে হবে। সে-ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ে প্রথম মন্ত্রকে তিনবার এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রকে একবার করে আবৃত্তি করা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রথম ও তৃতীয় মন্ত্রকে একবার করে এবং দ্বিতীয় মন্ত্রকে তিনবার করে আবৃত্তি করা হবে। তৃতীয় পর্যায়ে প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রটিকে একবার করে এবং তৃতীয় মন্ত্রকে তিনবার করে আবৃত্তি করতে হবে। তাহলে মূল মন্ত্র তিনটি হলেও $৩ + ১ + ১$; $১ + ৩ + ১$; $১ + ১ + ৩$ — এইভাবে সেগুলি মোট পনেরটি মন্ত্রে পরিণত হয়। অন্য উপায়েও মোট সংখ্যা পনের করা চলে। প্রত্যেক স্তোমে পৌছবার জন্য যতগুলি উপায় বিহিত বা প্রচলিত আছে সেগুলিকে 'বিষ্ণুতি' বলে। গাইবার সময়ে যাতে মন্ত্রের সংখ্যা গণনা করতে কোন ভুল না হয়ে যায় সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক আবৃত্তির আরম্ভেই প্রস্তোতা মাটির উপরে এক-বিঘত পরিমাণ একটি কাঠি ('কুশা') রাখেন। প্রত্যেক পর্যায়েই প্রথম ও তৃতীয় মন্ত্রের কাঠিগুলি আনুভূমিকভাবে (—) এবং দ্বিতীয় মন্ত্রের কাঠিগুলি লম্বভাবে (।) রাখা হয়। প্রথম মন্ত্রের কাঠিগুলির সামনে দ্বিতীয় মন্ত্রের এবং দ্বিতীয় মন্ত্রের কাঠিগুলির সামনে তৃতীয় মন্ত্রের কাঠিগুলি রাখা হয়। প্রথম পর্যায়ের কাঠিগুলির ডান দিকে দ্বিতীয় পর্যায়ের এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের কাঠিগুলির ডান দিকে তৃতীয় পর্যায়ের কাঠিগুলি রাখতে হয়। যেমন—

	প্রথম পর্যায়	দ্বিতীয় পর্যায়	তৃতীয় পর্যায়
তৃতীয় মন্ত্র	—	—	≡
দ্বিতীয় মন্ত্র			
প্রথম মন্ত্র	≡	—	—

ত্রিবৃত্ত স্তোমে মন্ত্র মোট ন-টিই থাকে বলে মন্ত্রের আর কোন আবৃত্তি করার প্রয়োজন হয় না। মন্ত্রগুলির বিন্যাসে ভেদ ঘটিয়ে সেখানে বিষ্টুতির ভেদ ঘটান হয়। যেমন— (ক) প্র, চ, স; দ্বি, প, অ; তৃ, ষ, ন। (খ) প্র, দ্বি, তৃ, প, ষ, চ; ন, স, অ; অথবা প্র, চ, স; প, অ, দ্বি; ন, তৃ, ষ। (গ) প্র, দ্বি, তৃ; চ, প, ষ; স, অ, ন। অন্যান্য স্তোমের ক্ষেত্রে যে যে বিষ্টুতি প্রচলিত আছে সেগুলির এক্ষানে উল্লেখ করা হল। বিভিন্ন বিষ্টুতিকে ক, খ, গ ইত্যাদি দ্বারা এবং মন্ত্রগুলির আবৃত্তির সংখ্যাকে সংখ্যা দ্বারাই সূচিত করা হচ্ছে। প্রত্যেক পর্যায়ে তিনটি সংখ্যা যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রের আবৃত্তির সংখ্যা সূচিত করছে।

পঞ্চদশ— (ক) ৩ + ১ + ১; ১ + ৩ + ১; ১ + ১ + ৩ (খ) ৩ + ১ + ১; ১ + ১ + ১; ১ + ৩ + ৩ (গ) ১ + ১ + ১; ১ + ৩ + ১; ৩ + ১ + ৩।

সপ্তদশ— (ক)— ৩ + ১ + ১; ১ + ৩ + ১; ১ + ৩ + ৩ (খ) ৩ + ১ + ১; ১ + ৩ + ১; ৩ + ১ + ৩; (গ) ৩ + ৩ + ১; ১ + ১ + ১; ১ + ৩ + ৩ (ঘ) ৩ + ১ + ৩; ১ + ১ + ১; ৩ + ১ + ৩; (ঙ) ৩ + ১ + ১; ১ + ১ + ১; ৩ + ৩ + ৩ (চ) ১ + ১ + ১; ১ + ৩ + ১; ৩ + ৩ + ৩; (ছ) ৩ + ৩ + ১; ১ + ৩ + ১; ১ + ১ + ৩।

একবিংশ— (ক) ৩ + ৩ + ১; ১ + ৩ + ৩; ৩ + ১ + ৩; (খ) ৩ + ১ + ১; ১ + ৩ + ৩; ৩ + ৩ + ৩; (গ) ৩ + ৩ + ৩; ১ + ৩ + ১; ৩ + ১ + ৩; (ঘ) ৩ + ৩ + ৩; ১ + ১ + ১; ৩ + ৩ + ৩।

চতুর্বিংশ— ৩ + ৪ + ১; ১ + ৩ + ৪; ৪ + ১ + ৩।

ত্রিবিংশ— (ক) ৩ + ৫ + ১; ১ + ৩ + ৫; ৫ + ১ + ৩ (খ) ৩ + ৩ + ১; ১ + ৩ + ৫; ৫ + ৩ + ৩।

ত্রয়ত্রিংশ— (ক) ৩ + ৭ + ১; ১ + ৩ + ৭; ৭ + ১ + ৩ (খ) ৩ + ৫ + ৩; ৩ + ৩ + ৫; ৫ + ৩ + ৩ (গ) ৩ + ৫ + ১; ১ + ৩ + ৭; ৭ + ৩ + ৩ (ঘ) ৩ + ৫ + ৫; ৫ + ৩ + ৩; ৩ + ৩ + ৩; (ঙ) ৩ + ৭ + ৫; ৫ + ৩ + ৩; ৩ + ১ + ৩।

চতুশ্চত্রিংশ— (ক) ৩ + ১১ + ১; ১ + ৩ + ১০; ১১ + ১ + ৩; (খ) ৩ + ১০ + ১; ১ + ৩ + ১১; ১১ + ১ + ৩; (গ) ৩ + ১১ + ১; ১ + ৩ + ১১; ১০ + ১ + ৩।

অষ্টাচত্রিংশ— (ক) ৩ + ১২ + ১; ১ + ৩ + ১২; ১২ + ১ + ৩; (খ) ৩ + ১০ + ৩; ৩ + ৩ + ১০; ১০ + ৩ + ৩।

যে সোমবাগে ছয় দিন ধরে প্রত্যহ সুত্যা হয় তাকে বলে ষড়্ভুহ। এই ষড়্ভুহ তিন প্রকারের— অভিন্নব, পৃষ্ঠা, অভ্যাসন্য। এর মধ্যে অভিন্নবড়হে প্রথম দিন অগ্নিষ্টোম, দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম পর্যন্ত চার দিন উক্থা এবং ষষ্ঠ দিনে অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠান হয়। প্রথম পৃষ্ঠাষ্টোমে অর্থাৎ নিম্নেবল্যশস্ত্রের ঠিক পূর্ববর্তী স্তোত্রে ছয় দিন যথাক্রমে রথন্তর এবং বৃহৎ এই দুই স্তোত্রের আবর্তন চলে। স্তোমের ক্ষেত্রে প্রথম দিনের স্তোমগুলি প্রকৃতিবাগের মতোই। দ্বিতীয় ও চতুর্থ দিনে প্রাতঃসবনে বহিঃপবমানস্তোত্রে পঞ্চদশ ও আজ্যস্তোত্রগুলিতে ত্রিবৃত্ত, মাধ্যদিন সবনে সকল স্তোত্রেই সপ্তদশ এবং তৃতীয়সবনে সকল স্তোত্রেই একবিংশ স্তোম প্রয়োগ করা হয়। এই স্তোমগুলি হচ্ছে গোষ্টোম।

তৃতীয় ও পঞ্চম দিনে প্রাতঃসবনে বহিঃসবনে ত্রিবৃত্ত ও আজ্যস্তোত্রগুলিতে পঞ্চদশ, মাধ্যদিনসবনে সকল স্তোত্রেই সপ্তদশ এবং তৃতীয় সবনে সকল স্তোত্রেই একবিংশ স্তোত্র প্রযুক্ত হয়। এই স্তোত্রগুলি আয়ুষ্কোম। ষষ্ঠ দিনে হয় জ্যোতিষ্টোম।

পৃষ্ঠাষড়হে প্রথম দিন অগ্নিষ্টোম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে উক্থ্য, চতুর্থ দিনে বোড়শী, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনে আবার উক্থ্যের অনুষ্ঠান হয়। দেখা যাচ্ছে প্রথম ও চতুর্থ দিন ছাড়া প্রত্যহই উক্থ্য। মাধ্যদিনসবনে প্রথম পৃষ্ঠাস্তোত্রে ছয়দিনে যথাক্রমে রথন্তর, বৃহত্, বৈরাগ, বৈরাজ, শাকর ও রৈবত সাম প্রয়োগ করা হয়। স্তোত্রের ক্ষেত্রে সকল স্তোত্রেই ছয় দিনে যথাক্রমে ত্রিবৃত্ত, পঞ্চদশ, সপ্তদশ, একবিংশ, ত্রিণব, ত্রয়ত্রিংশ স্তোত্র ব্যবহৃত হয়। পৃষ্ঠাষড়হের আরও কয়েকটি প্রকারভেদ আছে। ষড়হ ছাড়া কোন একাহযোগেও পৃষ্ঠ্যের এই ছয় সাম প্রয়োগ করা যেতে পারে। তখন সেই যাগকে 'সর্বপৃষ্ঠ' বলা হয়। সর্বপৃষ্ঠে মাধ্যদিন পবমানে রথন্তর, চার পৃষ্ঠস্তোত্রে যথাক্রমে বৈরাগ, বৈরাজ, শাকর, রৈবত এবং আর্ভবপবমানে বৃহত্ সাম প্রয়োগ করা হয়।

অভ্যাসন্য ষড়হে প্রথম দিনে অগ্নিষ্টোম। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে উক্থ্য, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনে অতিরাত্রের অনুষ্ঠান হয়। স্তোত্রের ক্ষেত্রে প্রথম দিন প্রথম দুই সবনে ত্রিবৃত্ত এবং তৃতীয় সবনে পঞ্চদশ, দ্বিতীয় দিনে পঞ্চদশ ও সপ্তদশ, তৃতীয় দিনে সপ্তদশ ও একবিংশ, চতুর্থ দিনে একবিংশ ও ত্রিণব, পঞ্চম দিনে ত্রিণব ও ত্রয়ত্রিংশ স্তোত্র প্রয়োগ করা হয়। ষষ্ঠ দিনে হয় যথানির্দিষ্ট অনুষ্ঠান।

ছায়াশাহে বারো দিন ধরে প্রত্যহ 'সূত্যা' হয়। এই যাগের সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানসূচী হচ্ছে—

সংস্থা	স্তোত্র	সাম	গ্রহাঙ্গতা
অতিরাত্র (১)	ত্রিবৃত্ত.....	রথন্তর	ঐন্দ্রবারব
অগ্নিষ্টোম (২)	ত্রিবৃত্ত (সর্বত্র)	"	"
উক্থ্য (৩)	পঞ্চদশ	বৃহত্	তুঙ্গ
" (৪)	সপ্তদশ	বৈরাগ	আগ্রয়ণ
বোড়শী (৫)	একবিংশ	বৈরাজ	"
উক্থ্য (৬)	ত্রিণব	শাকর	ঐন্দ্রবারব
" (৭)	ত্রয়ত্রিংশ	রৈবত	তুঙ্গ
" (৮)	চতুর্বিংশ	রথন্তর	"
" (৯)	চতুঃচছারিংশ	বৃহত্	আগ্রয়ণ
অগ্নিষ্টোম (১০)	চতুর্বিংশ	রথন্তর	ঐন্দ্রবারব
(বা উক্থ্য/অতিরাত্র)			
অগ্নিষ্টোম (১১)	অষ্টাচছারিংশ	বৃহত্	"
অতিরাত্র (১২)	ত্রিবৃত্ত.....	রথন্তর	"

অর্থমেধ। যদিও এই যাগ সোমযাগই, তাহলেও সবনীর পত অর্থ বলে যাগটির এই বিশেষ নামকরণ হয়েছে। চৈত্রী পূর্ণিমার 'সাগ্রহণী' নামে একটি ইষ্টি দিয়ে এই যাগ শুরু হয়। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন হয় প্রজাপতির উদ্দেশে একটি পতযাগ। আগামী অমাবস্যার 'অমাবস্যা' ইষ্টির অনুষ্ঠান করে বেখানে অর্থমেধের অনুষ্ঠান হবে সেখানে চলে যেতে হয়। পরের দিন উদীয়মান সূর্যের উপস্থান করে বজ্রবান ঋতুনবংশমণ্ডপে প্রবেশ করেন। এখানে তাঁকে এগারটি পূর্ণাঘতি এবং আরও কয়েকটি আঘতি দিতে হয়। এর পরে পূর্ণ ব্রহ্মি চার দিক হতে আনা জলে 'ব্রহ্মীকন' পাক করে ঐ অন্ন চার মুখ্য কষ্টিককে আহ্বারের জন্য দেওয়া হয়। আহ্বারের পরে বজ্রের অর্থ এবং একটি কুকুমকে

(এই কুকুরের দুই চোখের উপরে একটি করে দাগ থাকা চাই) জলাশয়ে নিয়ে গিয়ে যেখানে কুকুরের পা ভূমিকে স্পর্শ করে নি সেখানে মুসল দিয়ে ঐ কুকুরটিকে বধ করা হয়। অশ্বকে ঐ অবস্থাতেই মুখ্য ঋত্বিকেরা এক একটি দিক থেকে প্রোক্ষণ করেন। এর পর অশ্ববর্ষ একাই অশ্বকে সকল দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করে চার দিক এবং উর্ধ্ব দিক থেকে আবার প্রোক্ষণ করে ভূ-প্রাণকণ্ঠের জন্য ছেড়ে দেন। সঙ্গে চলে অশ্বকে রক্ষা করার জন্য বহু ধনুর্ধারী পুরুষ। একবছর ধরে ঘুরে অশ্ব বজ্রহুলে ফিরে এলে তবেই পরবর্তী কর্মগুলি করা চলাবে, নতুবা নয়। তাই পথে যদি কোন প্রতিস্পর্ধী রাজা ঐ অশ্বকে অবরুদ্ধ করে রাখেন তাহলে যুদ্ধ করে অশ্বকে মুক্ত করে আনতে হবে। একদিকে অশ্ব দেশ হতে দেশান্তর পরিভ্রমণ করতে থাকে, আর গৃহে আহবনীয় প্রভৃতি অগ্নিতে এবং পথে অশ্বের পদক্ষেপ প্রভৃতি হলে নানা আশুতি অনুষ্ঠিত হতে থাকে। রাজা নিজ গৃহে প্রতিদিন 'বিক্রমণ' নামে কতকগুলি শ্রোম করে চলেন। দিনে এক ব্রাহ্মণ ও রাত্রে এক ক্ষত্রিয় তাঁর নানা সুকীর্তির কথা প্রতাহ বীণার মাধ্যমে গাইতে থাকেন এবং হোতা যে 'পারিগ্ৰব' শব্দ পাঠ করেন তা তিনি মন দিয়ে শোনেন।

অশ্বমেধে তিন দিন সোমযাগ হয়। প্রথম দিনের সোমযাগে অনুষ্ঠানের মধ্যে কোন উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই। দ্বিতীয় দিনে বহিঃস্বপ্নব্রহ্মার উদ্গীথ অংশ না গেয়ে তার স্থানে অশ্বের সামনে একটি স্ত্রী অশ্বকে রেখে ঐ পুরুষ অশ্বকে দিয়ে হ্রোবাধ্বনি করাতে হয়। এই হ্রোবাই এখানে উদ্গীথ। প্রাতঃসবনের গ্রহগুলিতে সোমরস গ্রহণ করার পরে সবনীয় পশুযাগের অনুষ্ঠান হয়। বেদির পূর্ব দিকে বাম প্রান্ত থেকে ডান প্রান্ত পর্যন্ত মোট একুশটি যুগ পোতা হয়। বা দিকে দশটি এবং ডানদিকে দশটি যুগ থাকে। মাঝের যুগটি রাজহুদাল কাঠে প্রস্তুত, থাকে ঠিক আহবনীরই সামনে। এই যুগের পরিমাণ একুশ অরতি (২১ × ২৪ আঃ = ৫০৪ আঃ) এবং নাম 'অরতি'। অশ্বকে বাঁধা হয় ঐ অরিতেই। এই যুগের দু-পাশেই একটি করে দেবদারু, তিনটি করে বেল, তিনটি করে খয়ের ও তিনটি করে পলাশ কাঠের তৈরী এই মোট দশটি করে যুগ থাকে। অশ্বের সমস্ত দেহ দড়ি দিয়ে জড়ান থাকে। ঐ দড়িগুলিতে যে-সব পশু বাঁধা হয় সেগুলিকে বলা হয় 'পর্যন্ত'। অরণ্যের নানা হিংস্র জীবজন্তুকেও বাঁচার ধরে নিয়ে এসে পর্যায়ক্রমে বা দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করে পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। এইভাবেই নানা পাখী, সরীসৃপ এবং জলচর জন্তুকে এনেও ছেড়ে দেওয়া হয়। অশ্বের সংরক্ষণের পরে রাজার তিন পত্নী মহিষী, বাবাতা এবং পরিবৃত্তী ঐ অশ্বকে পরিক্রমা করেন। মৃত অশ্বের পাশে গুয়ে মহিষী নানা অস্ত্রীল উক্তি-প্রত্যুক্তি করেন। এগুলিকে আধুনিক গবেষকগণ fertility cult বা উর্বরতা-সম্পাদনের জাদু বলে অনুমান করে থাকেন। রাজাকে ব্যাঘ্রচর্ম অথবা সিংহচর্মের উপরে বসিয়ে তাঁর মাথার উপর ঋকভের চর্ম বিছান হয়। ঐ সময়ে তাঁর মাথায় বহু স্বর্ণবণ্ড বর্ষণ করে অভিব্যেক কর্ম সম্পন্ন করা হয়।

তৃতীয় সূত্যার দিনে সর্বশ্রোম অতিরাত্রের অনুষ্ঠান হয়। সবনীয় পশুর উপাকরণের সময়ে প্রজাপতি অথবা বৈশ্বদেবের উদ্দেশে এগারটি পশু আশুতি দিতে হয়। অবশুথ ইষ্টির শেষে স্নান সেরে অত্রিগোত্রের কেশবিনীন, যোদাক্ত, খেতরোগে অক্রান্ত, নিজলচকুবিশিষ্ট কোন ব্যক্তিকে ধরে এনে তাঁর মাথায় তিন বার ছোম করতে হয়। উদবসানীয়া ইষ্টির পরিবর্তে এই দিন 'বৈধাতবীয়া' নামে একটি ইষ্টিযাগ করতে হয়। এর পর প্রত্যেক ঋতুতে পশুযাগ করতে হয়। এই যাগের নাম 'ঋতুপশু'।

রাজসূর। কাছানের শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে এই যাগের আরম্ভ। এক বছর ধরে চলে চাতুর্মাস্য। চৈত্রী পূর্ণিমার আগের দিন পবিত্র নামে এক সোমযাগ অনুষ্ঠিত হয়। ঐ যাগে তিন দিন দীক্ষা, তিন দিন উপসদ এবং কৃষ্ণপক্ষীয় দিন সূত্যা। সূত্যাদিনে অনুষ্ঠান হয় অগ্নিষ্টোমসংহার। বস্তু থেকে আট দিন ধরে প্রতিদিন হয় একটি করে ইষ্টিযাগ। দেবতা— অনুবতি, আদিত্য, অগ্নি-বিকু, অগ্নি-সোম, ইন্দ্র, অগ্নি-ইন্দ্র, ইন্দ্রাগ্নি-বিশ্বেদেবাঃ-সোম, সরস্বতী-সরস্বানু।

দ্রব্য যথাক্রমে আট কপালের পুরোডাশ, চরু, এগার কপালের পুরোডাশ, ঐ, ঐ, আট কপালের পুরোডাশ-দই, বারো কপালের পুরোডাশ-চরু-শ্যামাকের চরু, চরু-চরু। যাগ শেষ হলে পর দিন থেকে এক বছর ধরে চলে চাতুর্মাস্য পণ্ডবাগ। তার পর ইন্দ্রতুরীয় যাগ। এই যাগের দেবতা অগ্নি, রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ। দ্রব্য— পুরোডাশ, গবীধুক, চরু, দই, চরু। রাত্রে পঞ্চম্নযাগ এবং সূর্যোদয়ের আগে দক্ষিণাশি থেকে অঙ্গার নিয়ে কোন উত্তর ভূমিতে গিয়ে সেই অঙ্গারে অপামার্গ-হোম। তার পর পাঁচটি 'দেবিকাহবিঃ' যাগ। দেবতা— ধাতা, অনুমতি, রাক্ষ, সিনীবালা, কুহু। দ্রব্য— বারো কপালের পুরোডাশ ও শেষ চারটির ক্ষেত্রে চরু। তিনটি ত্রিহবিষ্কযাগ। দেবতা— অগ্নি-বিষ্ণু, ইন্দ্র-বিষ্ণু, বিষ্ণু; অগ্নি-সোম, ইন্দ্র-সোম, সোম; সোম-পূষা, ইন্দ্র-পূষা, পূষা। দ্রব্য— পুরোডাশ এবং শেষ চারটিতে কেবল চরু। তার পর বারো দিন ধরে চলে রত্নিনাং হকি নামে এক একটি বিশেষ ইষ্টি। দেবতা— বৃহস্পতি, ইন্দ্র, আদিত্য, নিখতি, অগ্নি, বরুণ, মরুত, সবিতা, অশ্বিনয়, পূষা, রুদ্র, ভগ। দ্রব্য— প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ এবং শেষ তিনটির ক্ষেত্রে চরু এবং অবশিষ্ট স্থলে পুরোডাশ। এই যাগগুলি কিন্তু রাজগৃহে নয়, প্রত্যেক দিন সারথি, গ্রামণী ইত্যাদি এক এক বিশেষ ব্যক্তির গৃহে গিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এর পর নিজ গৃহে ইন্দ্র সূত্রামা ও ইন্দ্র অহোমুচের উদ্দেশ্যে দুটি ইষ্টিযাগ করে পরবর্তী দিনে 'অভিবেচনীয়' নামে সোমযাগের জন্য দীক্ষা-গ্রহণ করতে হয়। দীক্ষা-গ্রহণ ইষ্টির দেবতা এখানে মিত্র ও বৃহস্পতি। দ্রব্য দুই ক্ষেত্রেই চরু। অভিবেচনীয় ও দশপেয় যাগের জন্য সোমক্রয় হয় কিন্তু একই দিনে। অভিবেচনীয় যাগের অন্তর্গত অগ্নীবোমীর পণ্ডপুরোডাশযাগের পরে আটটি দেবসূহকি নামে ইষ্টিযাগ হয়। এই যাগগুলির দেবতা— অগ্নি গৃহপতি, সোম বনস্পতি, সবিতা সত্যপ্রসব, রুদ্র পশুপতি, বৃহস্পতি বাচস্পতি, ইন্দ্র জ্যেষ্ঠ, মিত্র সত্য, বরুণ ধর্মপতি। দ্রব্য— প্রথম, তৃতীয় ও বর্ষ দেবতার ক্ষেত্রে পুরোডাশ এবং অন্যদের ক্ষেত্রে চরু। চরু প্রস্তুত করতে হয় শ্যামাক, গবীধুক, নীবার অথবা যব দিয়ে। ষ্টিকৃত্যযাগের আগে ব্রহ্মা রাজার সঙ্গে প্রজাদের আনুষ্ঠানিক পরিচয় ঘটিয়ে দেন। সূত্যাদিনে মধ্যাহ্নে মাহেন্দ্র গ্রহের স্তোত্রের সময়ে রাজার অভিষেক সম্পন্ন হয়। সমুদ্র, নদ, স্থাবর জলাশয় ইত্যাদি যোলটি স্থান থেকে জল সংগ্রহ করে এনে সেই জলে দই, দুধ, ঘি, মধু ইত্যাদি মিশিয়ে রাজার অভিষেক হয়। রাজাকে এই দিন হোতা ব্রাহ্মণগ্রন্থ থেকে শুনঃশেপের কাহিনী পাঠ করে শোনান। অবভূধ ইত্যাদির পরে অভিবেচনীয় শেষ হয়। পর দিন দশটি সংস্প নামে হবির্বাগ শুরু করতে হয়। এই যাগে দেবতা— অগ্নি, সরস্বতী, সবিতা, পূষা, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, বরুণ, সোম, হস্তা, বিষ্ণু। দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দেবতাকে চরু ও অন্যদের পুরোডাশ দেওয়া হয়। সাত দিন প্রত্যহ একটি করে ইষ্টিযাগ করা হয়। সপ্তম দিনেই দশপেয়ের প্রথম উপসদের পরে অষ্টম সংস্প যাগটি করেন। অষ্টম দিনে উপসদের পরে নবম সংস্প যাগ এবং নবম দিনে উপসদের শেষে দশম সংস্প যাগটি করতে হয়। ঐ দিনই অগ্নীবোমীর পণ্ডবাগ এবং দশম দিনে দশপেয়ের সূত্যা অনুষ্ঠিত হয়। সূত্যাদিনে আষাতির পরে প্রত্যেকটি চমসের সোম দশ জন পান করেন। এর পর বৈশাখী পূর্ণিমায় কেশবপনীর নামে সোমযাগের দীক্ষা-গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। অভিবেচনীয় সোমযাগের পরে দুটি পণ্ডবাগের অনুষ্ঠান হয়ে গেলে এক বছর পর্যন্ত চুল কাটতে নেই। সেই ব্রত বিসর্জনের জন্যই এই সোমযাগ। এই দিন অতিরাত্রের অনুষ্ঠান হয়।

এর পর হুষ্টিবিরাত্র নামে দুটি সোমযাগ হয়ে থাকে। তার মধ্যে প্রথম (পূর্ণিমার) দিন অগ্নিষ্টোম এবং পরবর্তী কৃষ্ণাষ্টমীতে অতিরাত্রের অনুষ্ঠান হয়। পরবর্তী অপর এক দিন হয় কন্যস্বাধুতি নামে এক সোমযাগ। সেই দিন হয় অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠান। রাজসূয় শেষ করে সৌত্রামণী যাগ করতে হয়।

চরনবাগ। পণ্ডবাগে অথবা সোমযাগে কখনও কখনও উত্তরবেদিতে একটি হুষ্টি (উচ্চ ভূমি) নির্মাণ করে তার উপরে আহবনীরকে স্থাপিত করে বাগ করা হয়। এই হুষ্টিপকে বলে 'চিতি' এবং চিতি প্রস্তুত করাকে বলে 'চরন'। নানা আকৃতির 'চিতি' হতে পারে। এর মধ্যে 'সুপপচিতি' বা 'শ্যেনচিতি' বিশেষ প্রসিদ্ধ। আকাশে পাখী

ডানা মেলে উড়তে থাকলে তাকে যেমন দেখায় ঠিক সেই ভঙ্গির অনুকরণে এই চিহ্নিত প্রস্তুত করা হয়। মোট পাঁচ থাকে (প্রত্যারে বা স্তরে) হুণ্ডিল তৈরী করতে হয়। প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম থাকে একভাবে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ থাকে অন্য একভাবে ইট সাজান হয়। প্রত্যেক থাকেই দুশ-টি করে ইট রাখা হয়। পাঁচটি থাক মিলিয়ে ইটের মোট সংখ্যা এক হাজার। মতান্তরে ইটের মোট সংখ্যা দশ হাজার। গার্হপত্যের চিহ্নের আকৃতি অবশ্য ভিন্ন প্রকারের। সেখানে চিহ্নটি হয় আয়তাকার। প্রত্যেক থাকে পাতা অবস্থার ইটগুলি ছয় আঙুল করে উঁচু (পুরু) হয়। পাঁচ থাকে হুণ্ডিলের মোট উচ্চতা দাঁড়ায় তাই ত্রিশ আঙুল।

যে দিন চয়নবাগ করা হবে তার একবছর আগে কোন পূর্ণিমা অথবা অমাবস্যার অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানের পরে কোন স্থান থেকে মাটি নিয়ে আসতে হয়। অধ্ববুঁ এই মাটি দিয়ে একটি উখা তৈরী করেন। উখা গোলাকার অথবা চতুষ্কোণ, বারো আঙুল উঁচু ও অরদ্ধি (২৪ আঃ)-পরিমাপ বিস্তৃত হয়। এছাড়া এই সংগৃহীত মাটি থেকে 'আবাড়া' নামে একটি চতুষ্কোণ ইটও তৈরী করা হয়।

পরবর্তী পূর্ণিমা অথবা অমাবস্যায় নিযুতান্ বায়ুর উদ্দেশ্যে একটি পশুবাগ করতে হয়। এই পশুবাগে পশুপুরোডাশের দেবতা কিন্তু বায়ু নয়, প্রজাপতি। পশুর ছিন্ন মাথাটি মাটি দিয়ে লোপে রেখে দিতে হয়। চয়নের দিন এটি কাজে লাগে। এর পর প্রবর্গের উপকরণসামগ্রী ও চয়নের উপযোগী ইট তৈরী করা হয়। একটু আগে যে উখার কথা বলা হয়েছে তা এই পশুবাগের পরে অন্তিম দিনেও প্রস্তুত করা চলে।

সৌমিক চয়নবাগে বাসন্তী শুক্লা ষষ্ঠীতে নিজ গৃহে দীক্ষীয়া ইষ্টি শুরু করতে হয়। তিন দিন ধরে এই ইষ্টি চলে। আরও বেশী দিন ধরে করতে চাইলে আরও আগে তা শুরু করতে হবে। এখানে দীক্ষীয়াতে অগ্নি বৈশ্বানরের উদ্দেশ্যে বারো কপালের পুরোডাশ, অগ্নি-বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে এগার কপালের পুরোডাশ এবং অশ্বিনির উদ্দেশ্যে চার আখতি দেওয়া হয়। ইষ্টিটি পত্নীসংযাজে শেষ হয়। উখা আগে থেকে প্রস্তুত করাই আছে। এই দিন সেই উখার মধ্যে মুণ্ডা বা শর ও নানা দ্রব্য বস্তুকে আঙ্গুলিপ্ত করে রেখে আহবনীয়ের উপরে ঐ উখাটি তপ্ত করতে হয়। তাপে ভিতরের তৃণগুলি জ্বলে ওঠে। উখার এই আগুনকে বলে 'উখা অগ্নি'। এই অগ্নিই হবে পরে সোমবাগের গার্হপত্য অগ্নি। এর পর আহবনীরকে নিবিড় স্নিগ্ধ অগ্নিতে বিকলভ (বৈঁচ) ও শবী (শাঁই) কাঠের সমিৎ নিক্ষেপ করে সেই অগ্নিকে উপহান করতে হয়। জ্বলন্ত উখাকে হ-হাত দীর্ঘ মুক্তত্বের তৈরী শিকাতে খুলিয়ে রাখা হয়। অধ্ববুঁ যজ্ঞমানের কণ্ঠে একটি লক্কেটসমেত সোনার হার পরিয়ে দেন। এর পর যজ্ঞমান গলায় শিকাটি খুলিয়ে তার উপরে দুই কাঁধে কৃষ্ণাজিন রেখে অগ্নিসমেত উখাকে নাভির সমতলে ধরে পূর্বমুখ হয়ে চার পা সামনে এগিয়ে যাবেন। এই কর্মের নাম এখানে 'বিকুলক্রমণ'। পরে উদুঘরের এক চৌকিতে (আসনীতে) উখাকে রেখে দিতে হয়। পরদিন সকালে উখাহিত অগ্নির উপহান (মন্ত্র দ্বারা প্রশাম) করতে হয়। বতদিন ধরে দীক্ষীয়া ইষ্টির অনুষ্ঠান হয় ততদিন ধরে একদিন বিকুলক্রমণ, অন্য দিন উখা (উখাহিত) অগ্নির উপহান চলে। দীক্ষীয়া ইষ্টি যে-দিন শেষ হয় সেই দিন বিকুলক্রমণ ও উপহান দুই-ই করে শকটে উখা অগ্নি, গার্হপত্য অগ্নি ও দক্ষিণ অগ্নিকে তুলে নিয়ে যজ্ঞমান চয়নের জন্য নির্ধারিত যজ্ঞভূমিতে চলে আসেন। সেখানে দুই কুণ্ডে গার্হপত্য ও দক্ষিণ অগ্নিকে এবং গার্হপত্যের সামনে উখা অগ্নিকে রেখে তার মধ্যে উদুঘরের সমিৎ স্থাপন করা হয়।

চার-হাত-পরিমাপ স্থান একশাটি ছোট পাথর (শর্করা) দিয়ে ঘিরে ঐ ঘেরা (পরিমিত) জায়গার গার্হপত্যের জন্য চয়ন করতে হয়। মোট পাঁচ থাকে (প্রত্যার) সেখানে ইট সাজাতে হয়। প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম থাকে একশাটি ইট পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা করে পাতা হয় অর্থাৎ ইটের সৈধ্যের নিকট পূর্ব ও পশ্চিম দিকের সমান্তরালে থাকে (□)। দ্বিতীয় ও চতুর্থ থাকে কিন্তু ইটগুলির সৈধ্যের নিকট থাকে উত্তর ও দক্ষিণ দিকের সমান্তরালে (□)। এইভাবে একশাটি করে পাঁচ থাক মিলিয়ে মোট ১০৫টি ইট রাখা হয়। প্রত্যেকটি ইটের সৈধ্য ৩২ আঙুল এবং প্রস্থ ১৩%

আঙুল। ইটের তৈরী বেদির উচ্চতা দাঁড়ায় এক-হাঁটু-পরিমাণ। প্রথম প্রস্তারে পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ ইটের তিনটি পংক্তি বা সারি ('রীতি') থাকে। একটির ডান পাশে আর একটি এইভাবে মোট তিনটি পংক্তি। প্রত্যেক পংক্তিতে একটির পিছনে আর একটি এইভাবে মোট সাতটি করে ইট থাকে। সৈর্যের দিকটি থাকে পূর্ব-পশ্চিমমুখী এবং প্রস্থের দিকটি উত্তর-দক্ষিণমুখী (৩২ আঃ ১৩% \times ৩ = ৯৬ আঃ; ১৩% \times ৭ = ৯৬ আঃ প্রায়)। তৃতীয় ও পঞ্চম প্রস্তারেও তা-ই। দ্বিতীয় প্রস্তারে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ ইটের তিনটি পংক্তি থাকে। এখানে একটির বাঁ পাশে আর একটি এইভাবে মোট তিনটি পংক্তি। চতুর্থ প্রস্তারেও তা-ই। প্রত্যেক পংক্তিতে একটির পিছনে আর একটি এইভাবে মোট সাতটি করে ইট থাকে। ইটগুলির প্রস্থের দিক থাকে পূর্ব-পশ্চিমমুখী। পাঁচটি থাকে ইটগুলি পাতা হয়ে বাওয়ার পর পঞ্চম থাকের উপরে মাটি লেপে সেখানে উখার সমস্ত অগ্নি ঢেলে ('নিবপন') কাঠের টুকরা দিয়ে এ অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করতে হয়।

এর পর হয় প্রায়শীয়া ইষ্টি, মহাবেদিনিমাণ, সোমক্রম ও আতিথ্যা ইষ্টি। পরে আহবনীয়ের প্রয়োজনে উত্তর বেদিতে ইষ্টক-চয়নের জন্য ভূমি মাপতে হয়। উত্তর-দক্ষিণ দিকে এই চিতিস্থলের বিস্তার হয় ৬১৫ আঙুল এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৩৯০ আঙুল। চিতির মোট উচ্চতা ৩০ আঃ। ভূমির পরিমাণ করার পরে একটি লাঙলে ছটি অথবা বারোটি বলদ বেঁধে ঐ আহবনীয়ের ভূমিতে কর্ণন করতে হয়। চয়নস্থলে মাটিতে যেখানে যেখানে লাঙলের দাগ (সীতা) পড়ে সেই-সব স্থানে জল ছিটিয়ে বারোটি দাগে তিল, মাষ, ধান, যব, শ্রিয়ঙ্গ, অণু, ও গোধূমের (গম) বীজ বপন করা হয়। ভূমিতে যেখানে হলের দাগ পড়েনি সেখানেও জল ছিটিয়ে বেণু, শ্যামাক, নীবার, অরণ্যতিল, অরণ্যগোধূম, মর্কটক, অরণ্যজাত মুগ (গার্মূত) এই সাতটির বীজ বোনা হয়। চয়নভূমিটি ছোট ছোট পাথর দিয়ে ঘিরে সেখানে বালি ঢেলে দিতে হয়। এর পরে তানুনপত্র, সোমের আপ্যায়ন, নিহুব, প্রবর্গ্য, উপসদ, সূত্রক্ষণ্য-আহ্বান ইত্যাদির যথারীতি অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

যেখানে আহবনীয়ের চিতি নির্মাণ করা হবে সেখানে গিয়ে ভূমির উপরে একগুচ্ছ দর্ভ রেখে অশ্বকে দিয়ে চয়নভূমিতে পদক্ষেপ করাতে হয়। যে স্থানে অশ্ব পদক্ষেপ করে সেই স্থানে পশ্বের পাতা চিৎ (উস্তান) করে রেখে তার উপরে একটি রুম্ব ও পূর্বশির করে একটি সোনার তৈরী পুরুষ প্রতিমা রাখা হয়। তার পর বিধি অনুযায়ী এক মূর্খ ব্রাহ্মণ এসে চয়নস্থলে একটি ইট রেখে দেন। আগে বায়ুসেবতার পশুবাণের সময়ে পশুর যে মাথাটি মাটি দিয়ে লেপে রেখে দেওয়া হয়েছিল এখন সেই মাথা, জীবন্ত একটি কচ্ছপ ও নানা ওষধিতে পূর্ণ একটি হামান-দিস্তা চয়ন-ভূমিতে রেখে দিতে হয়।

এর পর ঐ ভূমির উপর ষোড়শী, অর্ধ্যা, পাদ্যা পক্ষ্যা, পক্ষমধ্যা ও পক্ষাগ্র্যা এই ছয় বকরের ইট সাজাতে (চয়ন) হয়। মতান্তরে পদ্যা, পাদমাত্রী, পাদোনপদ্যা, জজ্বামাত্রী, অর্ধা, অর্ধোভূসেধা পদ্যা, অর্ধোভূসেধা অর্ধপদ্যা, পাদভাগা, ত্রিগ্রাহিনী, অর্ধপাদভাগা, বৃহতী, বক্রা, অর্ধবৃহতী, চতুর্ভাগা এই চৌদ্দ বকরের ইট পাতা হয়। এমনভাবে ইটগুলি সাজাতে হবে যেন তা উড়ন্ত শ্যেন পাখীর মতো দেখতে হয়। প্রথম পক্ষে (ইট ছয় প্রকারের হলে) প্রত্যেক থাকে দুশ-টি করে পাঁচ থাকে মোট এক হাজার ইট পাতা হয়। দ্বিতীয় পক্ষে (অর্থাৎ চৌদ্দ প্রকার ইট হলে) পাঁচ থাকে যথাক্রমে ২০০৬, ১৯৯১, ২০২০, ১৯৯৭, ৩০৫৬ এই মোট ১১০৭০ টি ইট পাতা হয়। দুই মতেই উড়ন্ত পাখীর আকারে ইটগুলি পাতা হয় বলে বেদির গ্রীবাসমেত শির (সামনে), বক্ষ, দু-পাশের দুই পক্ষ এবং পিছনে পুচ্ছ এই পাঁচটি অংশ থাকে এবং বিভিন্ন অংশে ইটের সংখ্যা হয় ভিন্ন ভিন্ন।

চয়নবাগে ছ-দিন উপসদ ইষ্টি হয়। প্রথম উপসদের দিনে সকালে এক থাক ইটই সাজানো হয়। অপরাহ্নে আবার প্রবর্গ্য, উপসদ ও সূত্রক্ষণ্য-আহ্বান হয়। এইভাবে প্রতিদিন একটুকরো উপসদের চার দিনে চার থাক ইট পাতা হয়। উপসদের পঞ্চম দিন মধ্যাহ্নে পঞ্চম থাকের কিছুটা ইট সাজান হয়। বর্ষ (শেব) উপসদের দিন সকালে

প্রথম উপসদের পরে পঞ্চম থাকের বাকী ইটগুলি সাজিয়ে তখনই আবার অপরাহ্নের প্রবর্গ, উপসদ ও সূত্রাধ্য-
আস্থান করা হয়। এর পরে প্রতিদিকে আজ্ঞা ও স্বর্ণখণ্ড ছড়িয়ে দিতে হয়। ইট সাজাবার পরে উত্তরবেদির উচ্চতা
দাঁড়ায় ত্রিশ আঙুল।

পরে চিত্তিস্থলের বাঁ দিকের পক্ষস্থলে বায়ু (উত্তর-পশ্চিম)-কোণে যে ইট রাখা আছে সেই ইটের কাছে যে-
কোন স্থান থেকে কিছু সাধারণ ইট নিয়ে এসে গিড়ি তৈরী করতে হয়। অধ্বৰ্যু ঐ গিড়ির উপরে দাঁড়িয়ে যজ্ঞবর্ষের
রুদ্রাধ্যায়ের মন্ত্রগুলি পাঠ করতে করতে অর্কপত্রের সাহায্যে অবিরাম ধারায় ঐ বায়ুকোণের ইটের উপরে হরিণ বা
ছাগের দুধ রুদ্রের উদ্দেশে আছতি দেন। ধারায় যাতে কোন ছেদ না পড়ে সেই উদ্দেশে অপর একজন ঐ
অর্কপত্রের উপরে দুধ ঢেলে চলেন এবং অধ্বৰ্যু তা আছতি দিতে থাকেন। রুদ্রাধ্যায়ের প্রথম এক-তৃতীয়াংশ পাঠ
করার সময়ে অর্কপত্রটি হাঁটুর সমতলে, পরবর্তী এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করার সময়ে নাভির কাছে এবং শেষ এক-
তৃতীয়াংশ যখন পাঠ করেন তখন মুখের কাছে ধরে থাকতে হয়। এই হোমের নাম শতরুদ্রীয়। এর পর একটি দীর্ঘ
বংশদণ্ড নিয়ে তার সামনের দিকে বেতের ডাল, অবকা (শেওলা) এবং একটি ব্যাঙ একসঙ্গে বেঁধে চিত্তির উপরে
ঐ বংশদণ্ডটি ধরে টানতে হয়। তার পর অধ্বৰ্যু, প্রস্তুততা অথবা যজ্ঞমান সামগান করেন।

প্রবর্গের জন্য যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছিল তা এ-বার ফেলে দিয়ে (উদ্বাসন) ঐষ্টিক বেদির আহবনীয়ে
(শালামুখীয়) অধ্বৰ্যু কতকগুলি হোম করেন এবং চিত্তির উপরে উঠে মধুমিশ্রিত দই অথবা আজ্ঞা দিয়ে চিত্তিস্থানে
প্রোক্ষণ করেন। পরে চিত্তিস্থল থেকে নেমে এসে 'বৈশ্বকর্মণ' নামে বোলাটি হোম করতে হয় এবং ডুমুরের তিনটি
ডাল ঘৃতসিক্ত করে নিয়ে আহবনীয়ে তা আছতি দিতে হয়। এর পর ঐষ্টিক বেদির আহবনীয়েকে উত্তরবেদিতে
প্রণয়ন করতে অর্থাৎ চিত্তির উপরে নিয়ে আসতে হয়। প্রথমে ঐষ্টিক বেদির ঐ অগ্নিকে একটি পাত্রে তুলে নিয়ে
বালি দিয়ে ঘিরে (উপযমন) অগ্নীদ্রীয় বিবেক এসে ঐ বিবেক একটি শাদা পাথর ফেলে দিতে হয়। তার পরে
অধ্বৰ্যু চিত্তির পুচ্ছের কাছে গিয়ে অগ্নিপাত্রটি প্রতিপ্রহাতার হাতে দেন এবং চিত্তির উপরে উঠে 'বরম্-আত্ম' (তৈরী করা হয় নি, নিজে থেকেই ছিন্ন হয়েছে) নামে একটি ইটের উপর পশুবাগের উপকরণগুলি (সম্ভার) রেখে
পঞ্চম থাকের উপরে পাত্রের আগুন ঢেলে দেন। এখন থেকে চিত্তির উপরে রাখা এই (চিতা) অগ্নিই হবে
'আহবনীয়' এবং ঐষ্টিক বেদির যে আহবনীয় তা হয়ে যাবে গার্হপত্য। যেটি পুরাণ গার্হপত্য তাকে বলা হবে
'প্রাজ্জ্বিত'।

চিত্তির উপরে আহবনীয় অগ্নি স্থাপন করার পরে এই নূতন আহবনীয়ে কতকগুলি হোম ও পূর্ণাছতি করে
'বৈশ্বানর' নামে একটি ইষ্টির যাগের অনুষ্ঠান করতে হবে। এই ইষ্টির মাঝেই সাত মরুদগণের উদ্দেশে হবির্নির্বাণ
করে রাখা হয়। এই দ্বিতীয় ইষ্টিবাগের অনুষ্ঠানটি হয়ে থাকে অবশ্য বৈশ্বানর-ইষ্টি শেষ হলে।

এর পর হয় বসুধারী নামে হোম। হোমের জন্য উদুখর কাঠে তৈরী চার হাত দীর্ঘ একটি জুহু তৈরী করা হয়।
এই হাতার হাতলাটি খুবই ছোট এবং মুখটি বেশ বড় হয়। হাতার মুখের তলায় একটি ছিন্ন থাকে এবং ঐ ছিন্বে
পিছন থেকে ভিজে মাটি লেপে দেওয়া হয়। এই জুহুতে আজ্ঞা নিয়ে চিত্তির আহবনীয়ে অবিরাম ধারায় কিছুকণ
আছতি দিতে হয়।

হোমের পরে প্রকৃতিবাগের মতোই অন্যান্য কর্মগুলি অনুষ্ঠিত হয়। চয়ন কেবল আহবনীয় ও গার্হপত্যের জন্য
নয়, বিবেকের জন্যও করতে হয়। অগ্নীদ্রীয় বিবেক আটটি (এবং আগে একটি শাদা পাথর সেখানে রাখাই আছে),
মার্জালীয়ে ছটি, অচ্ছাবাক, নেট্রা ও পোতার বিবেক আটটি করে, ব্রাহ্মণাজ্জসীর বিবেক এগারটি, হোতার বিবেক
বারোটি (মতান্তরে একশটি) এবং প্রশান্তার বিবেক আটটি ইট রাখতে হয়।

বিবেক ইট সাজান হয়ে গেলে অগ্নীবোমীর পশুবাগের অনুষ্ঠান হয়। এই পশুর বণাবাগের পরে যখন

পশুপুরোডাশের অনুষ্ঠান হয় তখন 'দেবসূহবিঃ' নামে আটটি ইষ্টিযাগেরও অনুষ্ঠান করতে হয়। এই যাগের বিবরণ আগেই রাজসূয়ের প্রসঙ্গে দেওয়া হয়েছে। বসন্তীবরী-সংগ্রহ ও অন্যান্য কর্মের অনুষ্ঠান হয় প্রকৃতিযাগের মতোই। সূত্যাদিনের অনুষ্ঠানও প্রকৃতিযাগে যেমন বলা হয়েছে তেমনই হবে, সোমযাগের যে সংস্থা যজ্ঞমানের অভিপ্রেত সেই সংস্থারই অনুষ্ঠান করতে হয়।

সব্বৈ বারো বা তারও বেশী দিন ধরে সূত্যা চলে। যত প্রকার সত্র আছে তার মধ্যে গবাম্-অয়ন অন্যতম। মোট ৩৬১ দিন ধরে গবাময়নের অনুষ্ঠান চলে। পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ এই দুই অর্ধে অনুষ্ঠানটি বিভক্ত। দুই পক্ষের মাঝখানে 'বিষুবান্' নামে একটি অতিরিক্ত দিন থাকে। অনুষ্ঠানের ক্রমটি এখানে এইরকম—

পূর্বপক্ষ :

অতিরাত্র	১ দিন (প্রায়ণীয়)
উক্থা	১ দিন (চতুর্বিংশ)
চার অভিন্নব	} × ৫
ও	
এক পৃষ্ঠা	
তিন অভিন্নব	১৮ দিন
এক পৃষ্ঠা	৬ দিন
অগ্নিষ্টোম	১ দিন (অভিজিত্)
তিন স্বরসাম (অগ্নিষ্টোম)	৩ দিন

বিষুবান্ (অগ্নিষ্টোম) :

১ দিন (বিষুব)

উত্তরপক্ষ :

তিন স্বরসাম (অগ্নিষ্টোম)	৩ দিন
অগ্নিষ্টোম	১ দিন (বিশ্বজিত্)
এক পৃষ্ঠা	৬ দিন
তিন অভিন্নব	১৮ দিন
এক পৃষ্ঠা	} × ৪
ও	
চার অভিন্নব	
তিন অভিন্নব	১৮ দিন
গোষ্টোম	১ দিন
আয়ুষ্টোম	১ দিন
দ্বাদশাহের দশ দিন	১০ দিন
অগ্নিষ্টোম	১ দিন (মহাব্রত)
অতিরাত্র	১ দিন (উদয়নীয়)

পুরুষমেধ নামে যজ্ঞের কথাও বেদে পাওয়া যায়। এটি একটি পঞ্চাহ সোমযাগ। এই যাগে পাঁচ দিন ধরে সূত্যা হয়। সবনীয় পশুযাগে প্রায় দু-শ পুরুষ প্রাণীকে উপস্থিত করান হয়। তাদের মধ্যে নানা বৃত্তিতে ব্যাপৃত বিভিন্ন পুরুষ মানুষও থাকে (বা.স.— ত্রিংশ অধ্যায় দ্র.)। এই পুরুষ মানুষদের সংস্কারপন করা হয় না, পর্যায়ক্রমের পরে ছেড়ে (উৎসর্গ) দেওয়া হয়। বধ করা হয় কোন ছাগই। বস্ত্রত নরবলির কোন বিধান বেদে পাওয়া যায় না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখা যায় রাজা হরিশ্চন্দ্র নরবলি দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, কিন্তু যাকে বলি দেওয়া হবে সেই শুনঃশেপ নামে ব্যক্তিকে যুগে বাঁধা ও বধ করার কোন লোক খুঁজে পাওয়া যায় নি এবং যজ্ঞ পশু হওয়ায় হোতা বিশ্বামিত্র খুশীই হয়েছিলেন (৩৩/১-৫ দ্র.)। পুরুষমেধ তাই নরমেধ নয়। এই বিষয়ে ওল্ডেনবার্গ (Religion des Veda— দ্বিতীয় সংস্করণ— ৩৬২ পৃঃ) এবং হিলেব্রাণ্ডের (Ritualliteratur 'Grundriss' III. 2 – ১৫৩ পৃঃ দ্র.) অভিমত ও তা-ই। শতপথ ব্রাহ্মণেও নরবলির বিরুদ্ধে বলা হয়েছে 'পুরুষং মা সজ্জিষ্ঠিপো, যদি সংস্থাপমিয্যসি পুরুষ এব পুরুষম্ অত্‌স্যতি' (১৩/৬/২/১৩)— নরবলি দিলে মানুষই মানুষকে গ্রাস করবে।

সর্বমেধ নামে সোমযাগে বারো দিন দীক্ষণীয়া, বারো দিন উপসদ্ এবং বারো দিন সূত্যা হয়। সূত্যা পঞ্চম দিনের অনুষ্ঠান অশ্বমেধের দ্বিতীয় দিনের মতো এবং ষষ্ঠ দিনের অনুষ্ঠান পুরুষমেধের তৃতীয় দিনের মতো হয়। সপ্তম সূত্যাদিনে নানা প্রকারের খাদ্যশস্য, ওষধি এবং কাঠ আহুতি দেওয়া হয়ে থাকে।

এগুলি ছাড়া 'সব' নামে বিভিন্ন একাহযাগের কথাও বেদে ও সূত্রগ্রন্থে আমরা পেয়ে থাকি। যেমন— ওদনসব, গোসব, বৈশ্যসব, বৃহস্পতিসব ইত্যাদি। এইভাবে নানা কামনায় নানা প্রকারের যাগযজ্ঞের বিধান পাওয়া যায়। এমন-কি মৃত্যুকামনায় 'সর্বস্বার' নামে যজ্ঞের বিধানও আমরা পাই (কা. শ্রৌ. ২২/৬/১-৫ দ্র.)। এত-সব যজ্ঞের উদ্ভব ও প্রচার সমাজে একই সময়ে হয় নি, হয়েছিল ধীরে-ধীরে।

এতক্ষণ যে বিবরণ দেওয়া হল শাখাভেদে তার মধ্যে কিছু পার্থক্য ঘটতে পারে, কিন্তু আমরা যেন বিভ্রান্ত না হই, কারণ মূল অনুষ্ঠানপদ্ধতি মোটামুটি একই। বিবরণে যেখানে কর্তার উল্লেখ নেই সেখানে কোন বিশেষ ঋত্বিকই কর্তা বলে বুঝতে হবে।

আধুনিক সমালোচকবর্গের দৃষ্টিতে ধর্মেরও ইতিহাস ও ক্রমোন্নতি আছে। প্রথম পর্বে সর্বত্রই দেবতার উপস্থিতি (animism) কল্পনা করা হত এবং দেবতাকে খুশী রেখে মানুষ তার স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করত। এই ধর্মের মধ্যে নৈতিকতার কোন স্থান ছিল না। পরবর্তী পর্যায়ে দেবতাকে দ্রব্য নিবেদন করা হত 'আমি তোমারই অধীন' এই দৈন্য ও বশ্যতা জ্ঞাপন করার উদ্দেশ্যে। আরও পরবর্তী পর্যায়ে ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে জেগেছিল আত্মনিবেদনের প্রেরণা ও ব্যাকুলতা। এই উন্নত পর্যায়ে আহুতিদ্রব্য হচ্ছে যিনি যজ্ঞমান তাঁরই প্রতিনিধি— 'যজ্ঞমানঃ পশুঃ' (তৈ. ব্রা. ২/২/৮/২)। ভাবনা তখন হচ্ছে আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমি ব্রহ্মায় হয়ে উঠছি। মনু তাই বলেছেন— 'মহাযজ্ঞে চ যজ্ঞে চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ' (২/২৮)। জীবনের প্রত্যেকটি কর্মই তখন আর তুচ্ছ নয়, ব্রহ্মেরই উপাসনা, ভূমায় অবগাহনের উপলক্ষ্য— "ব্রহ্মা হোতা ব্রহ্মা যজ্ঞো..... ব্রহ্মা যজ্ঞস্ তত্‌ত্‌ৎ এ চ ঋত্বিজো যে হবিস্কৃতঃ" (অ. ১৯/৪২/১,২)। গীতার ভাষায় 'ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মাকর্মসমাধিনা'।

■

■

আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রথম কণ্ডিকা (খণ্ড)

[প্রস্তাব, হোতার যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ, পরিভাষা]

অশ্বৈতস্য সমান্নায়স্য বিতানে যোগাপত্তিঃ বক্ষ্যামঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ— (মঙ্গল হোক) এ-বার এই বেদের (মঙ্গলসমূহের) শ্রৌতকর্মে প্রয়োগপ্রাপ্তি (-র কথা) বলব।

ব্যাখ্যা— ‘অথ’ শব্দ মঙ্গল, অনন্তর, আরন্ত, প্রথ, সমগ্র, প্রকরণ, অঙ্গীকার, পুনরুদ্বোধ, সমুচ্চয় প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে অবশ্য তা প্রযুক্ত হয়েছে প্রথম দুটি অর্থেই। প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী কোন মাদলিক শব্দ দিয়ে গ্রহ গুরু করা উচিত, তাই সূত্রে সূত্রকার ‘অথ’ শব্দের প্রয়োগ করেছেন। গ্রহের আরন্তেই শুভ শাস্ত্রধর্মের মতো ‘অথ’ শব্দ উচ্চারণ করে যেন বলা হচ্ছে বক্তা ও শ্রোতা সকলের মঙ্গল হোক, শুভারম্ভ হোক গ্রহের, সকলে ঈশ্বরি লাভ করুন। ‘স্বাধ্যায়োহুধ্যোতব্যঃ’ (ঐত. আ. ২/১৫) বাক্যে এই বিধান দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেককে নিজ শাখার অর্থাৎ কুলপরম্পরায় প্রচলিত স্বসম্প্রদায়ের বেদের অনুশীলন করতে হবে। ‘অথ’ শব্দ তাই এই অর্থও আবার বোঝাচ্ছে যে, সেই নিজ সম্প্রদায়ের বিশেষ বেদ অধ্যয়ন করার পরে। পুংলিঙ্গ এতদ্ শব্দের এককচনের রূপ হচ্ছে ‘এতস’। নিকটের বস্তু বা ব্যক্তিকে বোঝাতে সংকুতে ইদম্ এবং এতদ্ এই দুটি শব্দই ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তবে খুব কাছের ব্যক্তি ও বস্তুকে বোঝাতে এতদ্ শব্দই প্রয়োগ করা হয়। ‘এতস্য’ বলতে তাই বুঝতে হবে বেদগাঠীদের কাছে কুলাচারে বা সম্প্রদায়ক্রমে (= গুরুশিষ্যপরম্পরায়) প্রাপ্ত নিবিদ, শ্রৈব, পুরোহিত, কুস্তাপ, বালখিলা, মহানামী স্বক এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-সম্মত এই যে অতিপরিচিত শাকল ও বাক্সল শাখার (বিষয়টি কিন্তু বিচারের অপেক্ষা রাখে) বেদ, সেই বেদের (‘শাকলস্য বাক্সলস্য চান্নায়জস্য’)। সম্ (সূচকরূপে) - আ (আগাগোড়া) - √ ন্না (বারবার আবৃত্তি করা) + স্বঞ = সমান্নায়। ‘সম্-আঙ্-পূর্বস্য ন্নাতের অভ্যাসার্থস্য কমণি কারকে সমান্নায়ঃ। সম্-অভ্যাস্যতে মবাদিয়া অয়ম্ ইতি সমান্নায়ঃ’ (নি. ১/১/১-দুর্গাচার্য)। ‘সমান্নায়’ মানে গুরুগৃহে ও নিজগৃহে প্রত্যহ সূচকরূপে বারবার যা (আদ্যন্ত) আবৃত্তি করা হয়ে থাকে সেই বেদ। একটি কুণ্ড থেকে অগ্নি নিয়ে গিয়ে আরও দুটি কুণ্ডে তা ছড়িয়ে দিলে অর্থাৎ স্থাপন করা হলে সেই কর্মকে বলে ‘বিতান’ (বি - √ তন্ + ভাববাচ্যে স্বঞ)। শ্রৌতকর্মে অর্থাৎ সাক্ষাৎ বেদবিহিত যজ্ঞেই তিন কুণ্ডে অগ্নিকে এইভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার বা স্থাপন করার প্রয়োজন পড়ে। এই সূত্রে অবশ্য প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে অধিকরণবাচ্যে। তাই এখানে বিতান বলতে বুঝতে হবে অগ্নিকে তিন কুণ্ডে ছড়িয়ে দেওয়া বা অগ্নিবিস্তাররূপ ক্রিয়াটিকে নয়, অগ্নিকে ছড়িয়ে দিতে হয় যে অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি শ্রৌতকর্মে সেই সকল শ্রৌতকর্মকে। ‘যোগাপত্তি’ = যোগ + আপত্তি = প্রয়োগপ্রাপ্তি, প্রয়োগে পরিসমাপ্তি। গুরুগৃহে বেদবিদ্যা-অর্জনের পর্ব শেষ করার পরে বেদের সেই অধীত মন্ত্রগুলি শ্রৌতকর্মে কোথায় কখন কিভাবে প্রয়োগ করতে হয় তা জানাবার জন্যই গ্রন্থকার এ-বার সেই আলোচনা করবেন— এই হল আলোচ্য সূত্রের সরল অর্থ। অভিপ্রায় এই যে, ‘স্বাধ্যায়োহুধ্যোতব্যঃ’ এই নির্দেশ অনুযায়ী নিজ শাখার বেদপাঠে প্রবৃত্ত হয়ে স্বদেশে আয়ত্ত করে তার পরে যজ্ঞে তার সঠিক প্রয়োগ জানার জন্য আলোচ্য গ্রন্থ পাঠ করা কর্তব্য, কারণ বেদবিদ্যা-অর্জনের তাৎপর্যই হল যজ্ঞে তার যথাযথ প্রয়োগ; জ্ঞান বা বিদ্যার পরিণতি কর্মে বা প্রয়োগেই। সমান্নায়েরই বিতানে প্রয়োগ প্রদর্শন করবেন এ-কথা বলার তাৎপর্য এই যে, যা প্রত্যহ বারবার অভ্যাস করা হয় না, স্বকসংহিতার সেই অ-সমান্নাত ‘বিল’ (পরিশিষ্ট) অংশের শ্রৌতকর্মে প্রয়োগ হয় কিনা তা গ্রন্থকার এখানে আলোচনা করবেন না (প্রসঙ্গত ভূমিক ও পরিশিষ্ট দ্র.), সেগুলির প্রয়োজন অনুসারে তিনি আলোচনা করবেন গৃহ্যসূত্রে, একাঘ্নিতে করণীয় গৃহ্যকর্মের ক্ষেত্রে। ‘যোগাপত্তিঃ’ বলার বোঝা যাচ্ছে যে, সূত্রকার মন্ত্রের প্রয়োগপ্রাপ্তি বা বিনিয়োগের কথাই বলবেন, মন্ত্রের স্বরূপ বা শরীর নিয়ে কোন আলোচনা তিনি করবেন না। সোমযাগে অনেক সময়ে সামবেদীয়

ঋত্বিকেরা যে তৃচে (= মন্ত্রত্রয়ে, তিন মন্ত্রে) গান গেয়ে থাকেন ঋত্বিকীয় ঋত্বিককে সেই তৃচটি দিয়েই শব্দের পাঠ শুরু করতে হয়। শাস্ত্রকার ‘হ্রস্বোগপ্রত্যয়ং—’ (আ. ৮/১৩/৩৬) সূত্রে তৃচের সেই প্রয়োগপ্রাপ্তির কথাই উল্লেখ করবেন, কোন তৃচে তারা গান করেন এবং গানের সময়ে তৃচের কি পরিবর্তন ঘটে থাকে সেগুলির আলোচনা তিনি তাহি করবেন না, শব্দে সেই ধরনের যে কোন পরিবর্তন ঘটতে হবে এ-কথাও তিনি বোঝাতে চাইবেন না। ঐ স্থলে হোতাদের তাই উদ্গাতাদের গীত তৃচটিকেই শব্দে পাঠ করতে হবে, তৃচের সাময়িকৃত বা গীতিবদ্ধ রূপটিকে নয়।

সিদ্ধান্তীর ভাষা অনুযায়ী ‘এতস্য’ বলতে শাকল ও বাঙ্ল এই দুটি শাখার মধ্যে কোন একটি বিশেষ শাখার বেদকেই এখানে বোঝান হয়েছে— “অস্তি কশ্চিৎ সমান্নায়বিশেষোহনেনাচার্যগোভিশ্রেষ্ঠঃ শাকলকো বা বাঙ্লকো বা সহ নিবিতপুরোহ-গাদিভিস্”। ‘এতস্য’ বলার আর এক তাৎপৰ্য এই যে, যে বিশেষ শাখা অনুযায়ী কর্ম শুরু হবে আগাগোড়া সমস্ত কর্ম সেই শাখা অনুযায়ীই করতে হবে, কিছুটা কর্ম শাকল শাখা অনুযায়ী করে বাকীটা বাঙ্ল শাখা অনুসারে করলে চলবে না। সূত্রে সংক্ষেপে দুই অক্ষরে ‘অস্য’ না বলে অতিরিক্ত একটি অক্ষর ব্যয় করে তিন অক্ষরে ‘এতস্য’ বলার আর এক প্রয়োজন হল— কেবল নিজ বেদের প্রতি বিশেষ জ্ঞান প্রকাশ করাই নয়, এ কথাও বোঝান যে, যেহেতু গুরুগৃহে মূলত সংহিতাপাঠ অনুসারে বেদবিদ্যা গ্রহণ করা হয়েছে, তাই যজ্ঞস্থলে সেই সংহিতাপাঠ অনুযায়ীই মন্ত্র পাঠ করতে হবে, পদপাঠ অনুযায়ী পাঠ করলে চলবে না। যদিও যে-কোন বেদই সমান্নায়, তবুও ‘সমান্নায়স্য’ বলতে এখানে হোত্রবেদ বা ঋগবেদকেই বুঝতে হবে, কারণ পরে ‘কর্মচোদনয়াং হোতারম্’ (আ. ১/১/১৪), ‘এতাবত্ সাত্রং হোতৃকর্ম’ (আ. ৮/১৩/৩৩) ইত্যাদি সূত্রে দেখা যাচ্ছে সূত্রকার হোতা প্রভৃতি ঋত্বিকীয় ঋত্বিকদেরই কর্ম আলোচনা করেছেন। তাছাড়া এই গ্রন্থে ঋত্বিকের মন্ত্রই সংক্ষেপে প্রতীকে উদ্ধৃত হয়েছে, অন্য বেদের মন্ত্র কিন্তু উদ্ধৃত হয়েছে পূর্ণরূপে। এই সূত্রগ্রন্থে ঋত্বিকদেরই প্রয়োগ দেখান হচ্ছে বলে হোতৃপাঠ্য ‘নমঃ প্রবক্ষ্যে—’ (আ. ১/২/১) ইত্যাদি যজুর্মন্ত্রের ক্ষেত্রেও কোন ত্রুটি হলে ঋত্বিকীয় প্রায়শ্চিত্তই করতে হবে। সংক্ষেপে ‘যজ্ঞে’ না বলে সূত্রে অক্ষরবল্ল ‘বিতানে’ শব্দটি বলায় বুঝতে হবে, কোন এক অগ্নির কোন এক বিশেষ সময়ে প্রয়োজন না থাকলেও যজ্ঞের অনুষ্ঠানের সময়ে সর্বদাই তিন অগ্নিকেই অগ্রশমিত রাখতে হবে। আরও বুঝতে হবে যে, ‘চাচ্ছালবত্সু’ (আ. ১/১/৬) ইত্যাদি সূত্রের দর্শপূর্ণমাসে কোন প্রসঙ্গ না থাকলেও সেগুলির প্রাসঙ্গিকতা কোন-না-কোন বিতানেই। সিদ্ধান্তীর মতে সূত্রে ‘অথ’ শব্দ মঙ্গল অর্থেও যেমন প্রযুক্ত হয়েছে, তেমন তা প্রয়োগ করা হয়েছে প্রতিজ্ঞা বা প্রস্তাব অর্থেও। অভিপ্রায় এই যে, প্রাচীনকালে সাক্ষাৎ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করেই প্রাজ্ঞ বেদিকেরা অনুষ্ঠানের ইতিকর্তব্যতা স্পষ্ট বুঝে ফেলতেন, কিন্তু বর্তমানে আমাদের সেই সামর্থ্য আর নেই। শিষ্যদের প্রতি উপকারের প্রস্তাব বা সদভাবনা নিয়ে গ্রন্থকার তাই এই গ্রন্থের রচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছেন। ‘যোগাপত্তি’ বলার তাৎপৰ্য ঋত্বিকীয় মন্ত্রের প্রয়োগপ্রাপ্তির কথাই শুধু এই গ্রন্থে বলা হবে, ‘হ্রস্বোগপ্রত্যয়ং—’ এই নির্দেশ অনুযায়ী শব্দে কোনটি ত্রোত্রিয় হবে তা স্থির করা হলেও উদ্গাতাদের মতো শব্দের মন্ত্রে পদ ও অক্ষরের মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটান কিন্তু চলবে না। ‘যোগাপত্তি’ শব্দের আর একটি অর্থ হল, ঋকের ক্রম (যোগ) এবং একত্রুতি প্রভৃতি বিকার (আপত্তি)। ‘যোগাপত্তি’ বলা হবে মানে যজ্ঞে কোন মন্ত্রের পর কোন মন্ত্র পাঠ করতে হবে এবং কোথায় কি পরিবর্তন ঘটতে হবে তা বলা হবে। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে যে, সূত্রের প্রতিপাদ্য অর্থ যদি এ-ই হয় তাহলে সূত্রটি তো না করলেও চলত, কারণ ‘এ যো—’ (আ. ১/২/৮) ইত্যাদি সূত্র থেকেই তো বোঝা যায় যে, এই গ্রন্থে ঋত্বিকীয় মন্ত্রের প্রয়োগপদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। কর্মগুলি যে বৈতানিক তাও ‘পশ্চাদ্ গার্হপত্যস্য—’ (আ. ২/২/১৫) ইত্যাদি সূত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে। গ্রন্থে সামিধেয়ী, মন্ত্রত্বীয় শব্দ ইত্যাদির বিধানও স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। ঠিকই, তবুও প্রস্তাবসূত্র বলে প্রতিপাদ্য বিষয়টি এখানে আগেই স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হল।

অগ্ন্যাধেরপ্রভৃতীন্যাহ বৈতানিকানি ১১. ২।।

অনুবাদ— (বেদ) বলে শ্রীতকর্মগুলি অগ্ন্যাধেয়ে শুরু ।

ব্যাখ্যা — ‘অগ্ন্যাধের’ হচ্ছে আহবনীর, গার্হপত্য ও দক্ষিণ এই তিন কুণ্ডে অগ্নির স্থাপন এবং সেই অগ্নি স্থাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠেয় কর্ম। এই অনুষ্ঠানের অপর নাম ‘অগ্ন্যাধান’। এখানে ‘প্রভৃতি’ শব্দের অর্থ ইত্যাদি নয়, শুরু। এই প্রসঙ্গে ২/১৮/৭ সূত্রের ‘প্রভৃতি’ শব্দ স্ত্র। বৈতানিক = বিতান + ঠক্। এখানে বিতান শব্দের অর্থ অগ্নির বিতান বা বিস্তার (বি -√ তন্ +

ভাববাচ্যে ঘঞ)। তিন কুণ্ডে অগ্নিবিস্তারের বা অগ্নিহ্রাণনের প্রয়োজন আছে বা অগ্নিবিস্তারের সঙ্গে সম্পর্কিত এমন ত্রেতাগ্নিসাধ্য সকল শ্রৌতকর্ম অগ্ন্যাধান অনুষ্ঠানে শুরু এবং স্বয়ং বেদই এ-কথা বলেছে— এই হল আলোচ্য সূত্রের সরল অর্থ। সূত্রে দুটি পদেই বহুবচন থাকায় বুঝতে হবে যে, একবার অগ্ন্যাধানের পরে সকল শ্রৌতযজ্ঞই করা চলে। যদি একবচন থাকত তাহলে, অর্থ হত প্রত্যেক বৈতানিক বা শ্রৌতকর্ম অগ্ন্যাধান দিয়ে শুরু করতে হবে। এই অর্থ অভিহিত নয় বলে বহুবচন ব্যবহার করে বোঝান হয়েছে যে, যাবতীয় শ্রৌতকর্ম প্রবৃত্ত হওয়ার আগে জীবনে অগ্নিসিদ্ধির জন্য একবার মাত্র অগ্ন্যাধান কর্ম করে নিতে হবে। সমস্ত শ্রৌতযজ্ঞ অগ্নির মুখাপেক্ষী, কারণ আছতি দিতে হয় অগ্নিতেই। অগ্নি আবার অগ্ন্যাধানের মুখাপেক্ষী, কারণ অগ্ন্যাধান বা অগ্ন্যাধেয়ের মাধ্যমেই কুণ্ডে অগ্নির আনুষ্ঠানিক স্থাপনা হয়ে থাকে। অগ্নি একবার স্থাপিত হয়ে গেলে আর দ্বিতীয় বার স্থাপনার প্রয়োজন পড়ে না, তার পর থেকে যে-কোন শ্রৌতযজ্ঞেই ঐ অগ্নিতে আছতি নিবেদন করা চলে। অগ্ন্যাধান কর্মের অনুষ্ঠান আগে না হলে তাই কোন শ্রৌতকর্মই করা যাবে না। যিনি আহিত্যগ্নি নন অর্থাৎ যিনি অগ্নিহ্রাণনা করেন নি তিনি তাই গৃহদাহ হলে করণীয় যে বৈতানিক ‘কামবতী’ ইষ্টি তা করতে পারবেন না। ব্রহ্মচারী নারীসঙ্গ করলে তাঁকে ‘গর্দভষ্টি’ নামে একটি ইষ্টিবাগ করতে হয়। ব্রহ্মচারী বিবাহিত নয়, অগ্নিহ্রাণনাও তাঁর তাই হয় নি। তিনি তাহলে ঐ অবশ্যকরণীয় বাগটি কি-ভাবে করবেন? ‘লৌকিকে, অপ্ৰবদানহোমঃ’ (কা.শ্রৌ. ১/১/১৪, ১৬)— যে অগ্নিতে প্রত্যহ রন্ধনকর্ম করেন সেই সাধারণ লৌকিক অগ্নিতেই তাঁকে কাজটি করতে হবে, গর্দভের অঙ্গগুলি আছতি দিতে হবে জলে। ব্রাত্যস্তোমের ক্ষেত্রেও এ-ই নিয়ম। সূত্রে ‘আহ’ পদটি থাকায় বুঝতে হবে সূত্রকার নিজে মনগড়া কোন নির্দেশ দিচ্ছেন না, তিনি যেখানে যা বলেছেন তার মূলে আছে কোন-না-কোন শ্রুতি। যদি এই সূত্রগ্রন্থে এমন কিছু বলা থাকে যার উৎস নিজ শাখার বেদে পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে বুঝতে হবে যে, গ্রন্থকার অন্য শাখা বা অন্য কোন বেদ থেকে সংগ্রহ করে এনেই তা বলেছেন, বেদই তাঁর সকল বক্তব্যের ভিত্তি। আবার যদি এমন কিছু থাকে যা বেদবিরুদ্ধ অথবা এই গ্রন্থে বাদ পড়ে গেছে অথচ শ্রুতিতে তার উল্লেখ আছে তাহলে শ্রুতির সেই উক্তিকেই শিরোধার্য করে সেই মতো অনুষ্ঠান নিবাহিত করতে হবে।

সিদ্ধাঙ্গীর মতে ২/১/৪২ সূত্র থেকে পাঠকের মনে হতে পারে যে, বিধানের বা বিবরণের ক্রম অনুযায়ী বারো দিন দিবারাত্র তিন কুণ্ডে আগুন জ্বালিয়ে রাখার পরে ত্রয়োদশ দিন থেকে অগ্নিহ্রাণ শুরু হবে। কিন্তু যাতে অগ্ন্যাধেয়ের ঠিক পর থেকেই তা শুরু করা যায় সেই উদ্দেশ্যেই এই সূত্রের অবতারণা।

দর্শপূর্ণমাসৌ তু পূর্বং ব্যাখ্যাস্যামস্ তদ্ব্যস্য তত্রাত্ত্বাত্ ॥ ৩ ॥

অনু.— দর্শপূর্ণমাসবাগকে কিন্তু আগে ব্যাখ্যা করব, কারণ সেখানে (ই) পূর্ণাসের (কথা বেদে) বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— তত্ত্ব = মূল কাঠামো, পূর্ণাস শরীর; ‘তত্ত্বম্ অঙ্গসংহতিঃ বিখ্যাত ইত্যর্থঃ..... প্রধানস্য তত্ত্বাত্ তত্ত্বম্ ইত্যুচ্যতে’ (না.), ‘তত্ত্বসংঘেন্নাত্র সর্বপুরুষসাধারণঃ অঙ্গসমুদায় উচ্যতে’ (১২/১০/২-না.)। ‘অঙ্গসমুদায়স্ তত্ত্বম্’ (আপ. শ্রৌ. ১/১৫/১-রূপপঙ)। ব্যাখ্যা = সব-কিছু বিবৃত করে খুলে বলা (বি-আ-খ্যা); ‘বিভজ্য মর্বাদয়া পরিণাট্যা আখ্যাভব্যো নিরুবক্তব্য ইত্যর্থঃ— নি. ১/১/১-পূর্ণ)।

দর্শ ও পূর্ণমাস বলতে বোঝায় সূর্য ও চন্দ্রের নিকটতম (দর্শ) ও দূরতম বা বিপরীততম (পূর্ণমাস) অবস্থান। এই অবস্থান অত্যন্ত কনিষ্ঠের হলেও যে দিনটিতে ঐ ঘটনা ঘটেছে সেই দিনটিকেও দর্শ ও পূর্ণমাস বলা হয়ে থাকে। আবার ঐ দিন যে কর্মের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তাকেও বলা হয় দর্শপূর্ণমাস। এখানে ঐ অনুষ্ঠানকে বোঝাতেই শব্দটিকে প্রয়োগ করা হয়েছে। যদিও বক্তৃত পূর্ণমাস-সম্পর্কিত কর্মটিই আগে অনূচিত হয়, তবুও ‘অন্নাত্ত্বতম’ (পা. ২/২/৩৪) অর্থাৎ যে শব্দে বরবর্ষের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম দ্বন্দ্বসমাসে সেই শব্দকে আগে উল্লেখ করতে হয়— ব্যাকরণের এই নিয়ম অনুসারে এখানে সমাসে ‘দর্শ’ শব্দটি আগে বসেছে। পূর্ববর্তী সূত্রে যদিও বলা হয়েছে অগ্ন্যাধানের পরে যে-কোন শ্রৌতকর্মই আরম্ভ করা যায়, তবুও সূত্রকার আগে ‘দর্শপূর্ণমাস’ নামে ইষ্টিবাগের কথাই বর্ণনা করবেন, কারণ বেদে এই দর্শপূর্ণমাসেরই প্রসঙ্গে ঋত্বিকের বক্তৃত্বমিতে ঋকশ ও অবস্থান থেকে শুরু করে তাঁর গ্রহান ও সংহাজল (= সমাপ্তিমন্ত্র) পর্যন্ত যাবতীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া আছে, অগ্ন্যাধানের ক্ষেত্রে কিন্তু তা সেই। যেসব মর্বাদ্য অক্ষুর যেকোনো শ্রুতির প্রতি উচিত সম্মান প্রদর্শন করেই,

শ্রুতির পথ অনুসরণ করেই তাই সূত্রকার দর্শপূর্ণমাসের অনুষ্ঠানপদ্ধতি আগে ব্যাখ্যা করবেন। এ-ছাড়া অপর একটি কারণও আছে। অগ্ন্যাধান কর্মটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়, অগ্ন্যাধায়ে যে অগ্নিগুলি স্থাপিত হয় সেই স্থাপিত অগ্নিগুলিকে সংস্কার করারও প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজন সাধিত হয় ‘পবমানেন্টি’ নামে কয়েকটি ইষ্টিযাগের অনুষ্ঠান দ্বারা। ঐ ইষ্টি কি-ভাবে করতে হয় তা বোঝা যাবে যদি সমস্ত ইষ্টিযাগের মূল ‘প্রকৃতি’ বা ছক যে দর্শপূর্ণমাসযাগ তাকে আমরা আগে জানি, কারণ সমস্ত ইষ্টিযাগের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে দর্শপূর্ণমাসেরই অনুসরণে, দর্শপূর্ণমাসেরই ছাঁচে। এই কারণেও আগে দর্শপূর্ণমাসের কথাই সূত্রকার খুলে বলবেন।

সিদ্ধান্তীর মতে সূত্রে ‘তু’ শব্দ দিয়ে গ্রহকার এ-কথাই বলতে চাইছেন যে, এর পর অন্য-সব ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানের ক্রম অনুসরণ করেই তিনি সব-কিছু বলবেন, ব্যতিক্রম শুধু এই অগ্ন্যাধায়েই ক্ষেত্রের। যদিও দর্শপূর্ণমাস অগ্ন্যাধায়েই পরে করণীয়, তাহলেও দর্শপূর্ণমাসের ব্যাখ্যাই তিনি আগে করতে যাচ্ছেন। আলোচ্য সূত্র থেকে আরও বোঝা যাচ্ছে যে, দর্শপূর্ণমাসের যে অনুষ্ঠানক্রম তা-ই হচ্ছে তত্ত্ব। ‘অসমাম্নাতা—’ (আ. ২/১৪/১৬) সূত্রে তাই তত্ত্ব বলতে দর্শপূর্ণমাসের কথাই বুঝতে হবে।

দর্শপূর্ণমাসস্যোহবিঃস্বাসমেঘু হোতামন্ত্রিতঃ প্রাগ্-উদগ্ আহবনীয়াদ অবস্থায় প্রাঙমুখো যজ্ঞোপবীত্যাচম্য
দক্ষিণাব্দ বিহারং প্রপদ্যতে পূর্বেণোত্করম্ অপরেণ প্রণীতাঃ ॥ ৪ ॥

অনু.— দর্শপূর্ণমাস যাগে আত্মতির দ্রব্যগুলি (বেদিতে) স্থাপিত হলে হোতা (অধ্বর্যুকর্তৃক) আহুত (হয়ে) আহবনীয়ের উত্তর-পূর্ব দিকে পূর্ব-মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে যজ্ঞোপবীতযুক্ত হয়ে আচমন করে ডান দিকে ঘুরে যজ্ঞভূমিতে পদার্পণ করেন। (তার) পূর্ব দিকে (তখন থাকে) উত্কর, পশ্চিমে প্রণীতা (নামে জল-পাত্র)।

ব্যাখ্যা— হবিঃ = আহুতির উপকরণসামগ্রী। দক্ষিণাব্দ = দক্ষিণ-আ-√বৃ + ক্রিপ্। নিজের মুখ ও বাঁ কাঁধকে ডান কাঁধের দিকে লক্ষ্য করে অর্ধবৃত্তাকারে ঘোরালেই দক্ষিণাব্দ হওয়া হয়। উত্কর = বেদির অদূরে বাঁ দিকে ধূলা ও আবর্জনা ফেলার জায়গা। প্রণীতা = চমসের মতো দেখতে একটি ছোট হাতল-লাগান চার-কোণা কাঠের পাত্রে রাখা জল। গার্হপত্যের উত্তর দিকে বসে চমস-পাত্রে জল ভরে তা সামনে আহবনীয়ের বাঁ দিকে নিয়ে এওয়া (প্রণীত) হয় বলে এই জলকে ‘প্রণীতা’ বলে। দর্শযাগ ও পূর্ণমাসযাগের দিন অধ্বর্যু আগেই যজ্ঞভূমিতে এসে যাগের জন্য পূর্বপ্রস্তুতি নিতে থাকেন। তিনি সব-কিছু ওচ্ছিয়ে হোতাকে ‘হোতর এহি’ (বৈ. শ্রৌ. ৫/৯) বলে আমন্ত্রণ জানালে হোতা যজ্ঞোপবীত ধারণ করে প্রথমে আহবনীয়ে থেকে কিছুটা দূরে উত্তর-পূর্ব দিকে এসে পূর্বমুখ হয়ে দাঁড়ান। বৃত্তিকারের মতে দাঁড়াবার পরে চলে গিয়ে পূর্বমুখ হয়েই আচমন করে নিজের ডান দিকে ঘুরে উত্কর ও প্রণীতাপাত্রের মাঝখান দিয়ে যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করেন। ‘প্রাঙমুখো’ পদটি মাঝখানে থাকায় এবং অঘ্নয়ের ক্ষেত্রে সূত্রে কোন বিশেষ বা পৃথক্ সূচনা না থাকায় অবস্থান ও আচমন দুইই পূর্বমুখ হয়ে করতে হবে। যদিও (গৃহ্য) শ্রুতিশাস্ত্র ও স্মার্ত বা গৃহ্য কর্মের রীতিনীতি থেকেই বোঝা যায় যে, আচমন করেই সব কাজ করতে হয়, তবুও সূত্রে তা বলার উদ্দেশ্য শ্রৌতকর্মের সঙ্গে কোন বিরোধ না ঘটলে স্মার্তকর্মের রীতিনীতি শ্রৌতযজ্ঞেও অনুসৃত হবে এ-কথা বোঝান। স্নান, যজ্ঞোপবীতধারণ, আচমন ইত্যাদি স্মার্ত আচারগুলি তাই দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি যাগেও পালন করতে হবে। তা ছাড়া প্রাতঃকৃত্যের সময়ে আগে শৌচের জন্য আচমন করা হয়ে থাকলেও আবার এখন যাগের প্রয়োজনে দর্শপূর্ণমাসকর্মের অঙ্গরূপে তা অবশ্যই করতে হবে। আচমনের জন্য যজ্ঞোপবীত ধারণ করতে হয় এ-কথাও শ্রুতিশাস্ত্র থেকে বোঝা যায়। সূত্রে তাই ‘যজ্ঞোপবীতী’ শব্দটি না বললেও চলত। বিধানের এই অংশটি ‘অনুবাদ’ মাত্র। অনুবাদ হচ্ছে পুনরুক্তি, আগে থেকেই যা জানা আছে তা আবার জানান। সূত্রে উত্কর ও প্রণীতার কথা বলা থাকায় ‘বিহারং’ পদটির উল্লেখ না করলেও বোঝা যেত যে হোতা বিহারে অর্থাৎ যজ্ঞভূমিতেই প্রবেশ করছেন, তবুও তা বলার বুঝতে হবে যে, সকল ঋত্বিককেই সব যাগেই যজ্ঞভূমিতে প্রবেশের সময়ে দক্ষিণাব্দ হয়ে এই বিশেষ পথ ধরেই প্রবেশ করতে হবে।

সিদ্ধান্তীর মতে যে যাগেই দর্শপূর্ণমাসের ধর্ম বা ধারার ‘অতিদেশ’ (একের কোন ধর্ম অপরের মধ্যে সংক্রমণ) হয় সেখানেই এই কথিত অবস্থান ও আচমন করতে হয়। অগ্নিহোত্রে দর্শপূর্ণমাসের ধর্মের অতিদেশ হয় না অর্থাৎ অগ্নিহোত্বের অনুষ্ঠান দর্শপূর্ণমাসকে অনুসরণ করে হয় না, তাই সেখানে এই দুটি নিয়ম প্রযোজ্য নয়। ওনং সূত্রে ‘দর্শপূর্ণমাসৌ’ বলা

থকা সত্ত্বেও আলোচ্য সূত্রে আবার 'দর্শপূর্ণমাসয়োঃ' বলার প্রয়োজন হল বর্তমান অধ্যায়ে যা যা বলা হচ্ছে তা সবই দর্শ ও পূর্ণমাস দুই যাগেই প্রযোজ্য, তবে কোথাও বিশেষ কিছু বলা হলে সেটি কেবল সেখানেই প্রযোজ্য হবে, যেমন 'ইন্দ্রাণী অমাবস্যায়াম্—' (১/৩/১০) সূত্রটি শুধু দর্শেই প্রযোজ্য, পূর্ণমাসে নয়। 'হোতা' বলা থাকায় অবস্থান ও আচমন হোতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অপরের ক্ষেত্রে নয়। 'তস্য নিত্য্যঃ—' (১/১/৮) সূত্রে বিহারে যিনি প্রবেশ করেন তাঁকেই পূর্বমুখ হতে বলা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত হোতা যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করেন নি, করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন মাত্র। তাঁর ক্ষেত্রে তাই এ সূত্রটি খাটে না। তাঁর পূর্বাভিমুখত্বের জন্য এই সূত্রে তাই 'প্রাঙমুখো' শব্দটি বলতে হল। এই একই কারণে ১/১/১০ সূত্রে যজ্ঞোপবীতের কথা বলা থাকলেও এখানে আবার তা বলা হয়েছে। তা ছাড়া এর দ্বারা আরও বোঝান হচ্ছে যে, গৃহে আগেই যজ্ঞোপবীত ধারণ ও আচমন করা হয়ে থাকলেও যজ্ঞের প্রয়োজনে কর্মের অঙ্গরূপে এখানে আবার তা (বিশেষ পদ্ধতিতে) করতে হবে। এই আচমনও পূর্বমুখ হয়েই করতে হবে এবং 'নিত্যম্ আচমনম্' বলতে এই আচমনকেই বুঝতে হবে। ৫/৭/১; ৫/১২/১ সূত্রে 'বিহারং' পদটি না থাকলেও যেমন বিহারেরই কথা বোঝা যায় এখানেও তেমন তা বোঝা গেলেও বিহারে প্রবেশকারী সকলের পক্ষে যাতে পরবর্তী নিয়মগুলি খাটে তাই তা বলা হয়েছে। আলোচ্য সূত্রে যজ্ঞোপবীত বলতে যজ্ঞসূত্রকে বোঝান হয় নি, হয়েছে ডান হাত কাঁধের উপরে তুলে বাঁ হাত নীচে নামিয়ে রেখে যজ্ঞসূত্রের মতোই হরিণের যে চামড়া অথবা কোন বস্ত্র দেহে ধারণ করা হয় তা (তৈ. আ. ২/১; গো. গৃ. ১/২/২ দ্র.)। "আমন্ত্রিতো হোতাস্তরেণোড়করং প্রণীতাশ্চ প্রতিপদ্য"— শা. ১/৪/১।

ইমম্ অপরেণাপ্রণীতে ॥ ৫॥

অনু.— প্রণীতাপাত্রবিহীন (কর্মে) পশ্চিমে (থাকবে) যজ্ঞকণ্ঠ।

ব্যাখ্যা— ইম = যজ্ঞের কণ্ঠ। প্রণীতার প্রয়োজন হয় আহুতিদ্রব্য প্রস্তুত ও পাক করার জন্য। যে যাগে শসাজাতীয় দ্রব্য লাগে না সেখানে তাই প্রণীতাও রাখা হয় না। সেই যাগে উত্কর ও ইন্দের মাঝখান দিয়ে যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করতে হয়। ইমগুলি আঙন জ্বালাবার জন্য আহবনীয়ের বাঁ দিকে এনে রাখা হয়ে থাকে।

চাঙ্গালং চাঙ্গালবহুসু ॥ ৬॥

অনু.— চাঙ্গালযুক্ত (শ্রৌতকর্মগুলিতে) চাঙ্গাল (থাকবে পশ্চিমে)।

ব্যাখ্যা— সোমযাগে ও পশুযাগে বেদির উত্তর-পূর্ব দিকে মাটি খুঁড়ে জলাধারের মতো একটি চতুষ্কোণ শূন্য আধার প্রস্তুত করা হয়। এই আধারকে বলে 'চাঙ্গাল'। চাঙ্গালের মাটি বেদি-নির্মাণের কাজে লাগে। এ দুই যাগে হোতা যখন যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করবেন তখন তাঁর পূর্বদিকে থাকবে উত্কর ও পশ্চিমে চাঙ্গাল। উত্কর ও চাঙ্গালের মাঝখান দিয়ে তিনি প্রবেশ করবেন। প্রসঙ্গত কা. শ্রৌ. ১/৩/৪১, ৪২ দ্র.।

এতত্ত্ব তীর্থম্ ইত্যাচক্ষতে ॥ ৭॥

অনু.— (বেদজ্ঞগণ) এই (প্রবেশপথকে) তীর্থ এই (নামে) বলে থাকেন।

ব্যাখ্যা— 'আচক্ষতে' বলায় বোঝা যাচ্ছে 'তীর্থ' এই নামটি সূত্রকারের নিজের দেওয়া নয়, বেদজ্ঞমহলেই প্রবেশপথটি এই নামে সুপরিচিত। প্রসঙ্গত 'তেনাস্তুরেণ প্রতিপদ্যন্তে চাঙ্গালং চোত্করকৈতদ্ বৈ দেবানাং তীর্থম্' (য. ব্রা. ৩/৪/৪) উক্তিটি মরণ করা যেতে পারে। প্রবেশের এই বিশেষ পথটিই তীর্থ বলে অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানে উত্কর প্রভৃতি না থাকলেও মনে মনে আছে বলে কল্পনা করে নিয়ে এ পথ ধরেই ঋত্বিকদের যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করতে হয়।

তস্য নিত্য্যঃ প্রাঞ্চশ্চ চেষ্টাঃ ॥ ৮॥

অনু.— তাঁর কর্মগুলি সর্বদা পূর্ব (- মুখী হবে)।

ব্যাখ্যা— হোতাকে বোঝাবার জন্য সূত্রে ‘তস্য’ না বললেও চলত, তবুও তা বলায় বোঝা যাচ্ছে যে, শুধু হোতা নয়, যিনিই তীর্থপথ ধরে যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করেন তাঁর সকল কাজই সর্বদা পূর্বমুখী হবে। যে-কোন শাস্ত্রেই যখনই কোন বিধান দেওয়া হয় তখনই সঙ্গে সঙ্গে বিধানটির স্বরূপ বা প্রকৃতি এবং ঐ বিধানটি যে নিত্য অর্থাৎ সর্বদা অবশ্যই পালনীয় তা আপনিই সিদ্ধ হয়ে যায়, তবুও সূত্রে ‘নিত্যঃ’ বলায় বুঝতে হবে প্রত্যেকটি প্রকাশ্য কর্ম সম্পন্ন বা নিবৃত্ত হয়ে গেলেও সেই, মন ও বাক্যের সংঘম বা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি যজ্ঞস্থলে সর্বদাই বজায় রাখতে হবে। সূত্রে আর একটি বিষয়ও লক্ষ্য করার মতো যে, ‘প্রাঞ্চঃ’ এই বিশেষণ পদটি রয়েছে পুংলিঙ্গে ও বহুবচনে, কিন্তু ‘চেষ্টাঃ’ এই বিশেষ্য পদটি স্ত্রীলিঙ্গের ও বহুবচনের। বিশেষ্য ও বিশেষণের মধ্যে বচনের সমতা থাকলেও লিঙ্গের এই বৈষম্য থাকা তো উচিত নয়। ‘প্রাচ্যশ্ চেষ্টাঃ’ বললেই ঠিক হয়, ভাবার বিশুদ্ধি বজায় থাকে তা না বলায় বুঝতে হবে এই বৈষম্যের নিশ্চয়ই কোন তাৎপর্য আছে। কি তাৎপর্য? ‘প্রাঞ্চঃ’ পদটি পুংলিঙ্গ হওয়ায় যিনি ক্রিয়ার কর্তা বা পুরুষ ঋত্বিক তাঁর পূর্বমুখত্ব বিহিত হয়েছে বলে বুঝতে হবে। আবার ‘প্রাঞ্চঃ’ ও ‘চেষ্টাঃ’ এই দুই পদে বহুবচনের দিক থেকে সাম্য থাকায় চেষ্টা বা ক্রিয়ার পূর্বমুখত্ব বিহিত হয়েছে বলে বুঝতে হবে। কিন্তু ক্রিয়া তো কোন শরীরী স্থূল বস্তু নয় যে তার পূর্বাভিমুখত্ব হবে, তাই ঐ ক্রিয়া সম্পন্ন করতে যে উপকরণগুলির সাহায্য নেওয়া হয় সেই কর্ম, করণ প্রভৃতিরই পূর্বাভিমুখত্ব হবে। এ ছাড়া ক্রিয়ার সমাপ্তিও ঘটতে হবে পূর্ব দিকে— এই হল সূত্রের অভিপ্রস্ত অর্থ। এইভাবে এই সূত্রে শব্দগুলির মধ্যে নানা আপাত বৈষম্য থাকলেও সূত্রটিকে অর্থহীন অথবা সংশয়বহুল ভেবে উপেক্ষা করা চলবে না, ব্যাখ্যা প্রয়োগ করে অভিপ্রস্ত বিশেষ অর্থটি আবিষ্কার করে নিতে হবে। বিশেষজ্ঞগণ তাই বলেন— ‘ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তির ন সন্দেহাদ্ অলক্ষণম্’ (পা. প. ১)। প্রকৃত অর্থ বুঝতে না পারলে তা শাস্ত্রের দোষ নয়, দোষ নিজের বুদ্ধির ব্যর্থতারই— ‘নৈব হ্মানোর অপরাধো যদ্ এনম্ অন্ধো ন পশ্যতি। পুরুষাপরাধঃ স ভবতি’ (নি. ১/১৬/৯)। বৃত্তিকার এই সূত্রের ব্যাখ্যায় আরও বলেছেন যে, ‘তস্য’ পদটি থাকায় ৮-১৩নং পর্যন্ত যে ছ-টি সূত্র তা সকল ঋত্বিকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

সিদ্ধান্তীর মতে এই সূত্রে ৪নং সূত্রের ‘হোতা’ পদটি অনুবৃত্ত (= জলের স্রোতের মতো অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত বা উপস্থিত) হচ্ছে না বলে এবং ১৪নং সূত্রে হোতাকে বোঝাবার জন্য আবার ‘হোতারম্’ পদটি আছে বলে আলোচ্য বিধানটি যে সকল ঋত্বিকেরই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা বুঝতে হবে। যজ্ঞীয় কর্মে ব্যাপ্ত থাকার সময়েই পূর্বমুখ হতে হয়, যেগুলি যজ্ঞীয় কর্মের অন্তর্গত নয় সেই কণ্ডুয়ন প্রভৃতির ক্ষেত্রে তাই পূর্বমুখ হওয়ার অথবা ক্রিয়াটির পূর্ব দিকে পরিসমাপ্তি ঘটাবার কোন প্রয়োজন নেই।

অঙ্কধারণা চ ॥ ৯ ॥

অনু.— অঙ্কধারণাও (অবশ্যকর্তব্য)।

ব্যাখ্যা— যজ্ঞভূমিতে বসার সময়ে সর্বদাই অঙ্কধারণা করতে হবে। ‘অঙ্কধারণা’ হল বাঁ উরুর উপরে ডান পা রেখে বসা। কি-ভাবে বসতে হয় তা ১/৩/৩৬-৩৮ সূত্রে বলা হয়েছে। সেখানে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বসার সময়ে মস্ত পড়ে তৃণনির্মিত আসন থেকে একটি তৃণ ফেলে দিয়ে অপর একটি মস্ত পাঠ করে ডান পা বাঁ উরুর উপরে রেখে বসতে হবে। এখানে অঙ্কধারণা অবশ্যকর্তব্য বলে বিহিত হওয়ায় কোথাও ঐ তৃণনিষ্ক্ষেপ ও উপবেশন-মস্ত্রের পাঠ নিষিদ্ধ হলেও (১/৪/৫; ৪/৭/৪; ৫/১/২১ দ্র.) বিনা মস্ত্রেই সেখানে অঙ্কধারণা করতে হবে। সূত্রটির আর একটি তাৎপর্য হল ‘ইদমহম্—’ (১/৩/৩৭ সূ. দ্র.) সূত্রটি দর্শপূর্ণমাসেই প্রযোজ্য, অগ্নিহোত্রে প্রযোজ্য নয়, কিন্তু তা হলেও ঐ অগ্নিহোত্রেও বিনা মস্ত্রেই অঙ্কধারণা করতে হবে, কারণ যিনিই যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করেন তাঁর পক্ষে তা অবশ্যকর্তব্য।

যজ্ঞোপবীতশৌচে চ ॥ ১০ ॥

অনু.— যজ্ঞোপবীত এবং শৌচও (অবশ্যকর্তব্য)।

ব্যাখ্যা— শৌচ = শুচি + অণ্ (পা. ৫/১/১৩১)। ৪নং সূত্রে ‘যজ্ঞোপবীতী’ পদটির উল্লেখ করে বোঝান হয়েছিল যে, শ্রৌতকর্মের সঙ্গে বিরোধ না ঘটলে গৃহ্য-স্মার্তবিধানগুলি শ্রৌতযজ্ঞেও পালনীয়। পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ প্রভৃতি পিতৃকর্মমূলক

শ্রীত অনুষ্ঠানে স্মার্তবিধান অনুযায়ী সর্বদাই তাই প্রাচীনবীত ধারণ করে থাকা উচিত, কিন্তু এই সূত্রে যজ্ঞোপবীত-ধারণ অবশ্যকর্তব্য বলে বিহিত হওয়ায় শ্রীত পিতৃকর্মেও সর্বদা যজ্ঞোপবীতী হয়েই থাকতে হবে, কেবল যতটুকু কাজ প্রাচীনবীতী (ডান কাঁধ থেকে বাঁ দিকে যজ্ঞসূত্র ও যজ্ঞবস্ত্র খুলিয়ে রাখা) হয়ে করতে বলা হবে সেইটুকুই প্রাচীনবীত ধারণ করে করবেন। 'শৌচে' বলায় যজ্ঞের অঙ্গরূপে যজ্ঞেরই প্রয়োজনে করণীয় ইড়াভক্ষণ প্রভৃতিও বেদির মধ্যে করা চলবে না, উল্লিষ্ট পড়ে স্থানটি যাতে অপবিত্র হয়ে না যায় তার জন্য বেদির বাইরে গিয়েই তা ভক্ষণ করতে হবে। ৫/৭/১১ সূত্রের ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার তাই বলেছেন— 'আগ্নীধীয়াং প্রাপ্য ইতি বচনং প্রশনস্য বহির্বেদিসেশে সিদ্ধেহপি আগ্নীধীয়ায়মণ্ডপ-বহির্বেদিসেশপ্রাপণার্থম্'।

মন্ত্রপাঠের সময়ে মুখ থেকে থুতু ছিটকে গেলে অথবা কাঁধ থেকে যজ্ঞোপবীত খসে পড়লে আগে বিহিত মন্ত্রের পাঠ শেষ করে পরে শুদ্ধ হব, করণীয় কাজ বা পাঠ শেষ হলে যজ্ঞোপবীত তুলে কাঁধে যথাস্থানে রাখব এ-কথা ভাবলে চলবে না। পাঠ থামিয়ে আগে শুদ্ধ ও যজ্ঞোপবীতী হতে হবে, পরে অবশিষ্ট করণীয় কর্ম অথবা মন্ত্রের বাকী অংশটুকু পাঠ করবেন। ভুলবশত যজ্ঞোপবীতী না হয়ে ও আচমন দ্বারা শুচি না হয়ে কাজটি করে ফেললে বিহিত যে প্রায়শ্চিত্ত তা তখন অবশ্যই পালন করতে হবে। এছাড়া 'দক্ষিণস্য্যাং দিশি—' (আ. ১/১১/৬) ইত্যাদি পিতৃসম্পর্কিত কর্মের হলে বিশেষ বিধি না থাকায় সেখানে যজ্ঞোপবীতী হয়েই থাকতে হবে এবং 'প্রাচীনবীতী তুষ্মীং—' (আ. ২/৩/২১) ইত্যাদি যে যে স্থলে প্রাচীনবীতের উল্লেখ আছে কেবল সেই সেই বিশেষ অংশের ক্ষেত্রেই প্রাচীনবীতী হতে হবে, কর্মের অন্যান্য অংশের অনুষ্ঠান কিছু করতে হবে যজ্ঞোপবীতী হয়েই। শা. বলেছেন "যজ্ঞোপবীতী সেবকর্মণি করোতি, প্রাচীনোপবীতী পিত্র্যণি"— ১/১/৬, ৭।

বিহারাদ্ অব্যাবৃতিশ্ চ তত্র চেত্ কর্ম ॥ ১১॥

অনু.— ঐ (যজ্ঞভূমিতে) যদি কর্ম (করতে হয় তাহলে তখন) যজ্ঞভূমি থেকে বিপরীতমুখী না-হওয়াও (অবশ্য-কর্তব্য)।

ব্যাখ্যা— ব্যাবৃতি = পিঠ করে থাকা। কর্মরত অবস্থায় কখনও যজ্ঞভূমির দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে নেই। 'তত্র চেত্ কর্ম' বলায় এই নিয়ম কর্মে ব্যাপৃত ব্রাহ্মার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ৯-১১ নং সূত্রে 'চ' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে ৮ নং সূত্র থেকে 'নিত্য' শব্দটির অনুবৃত্তির জন্য। ৮-১১ নং সূত্রের প্রত্যেকটি বিধানই তাই সর্বদাই পালন করতে হবে। বর্তমান সূত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন নিষিদ্ধ হওয়ায় 'পশ্চাদ্ অসোপবিশ্য—' (আ. ৪/১০/১), 'পশ্চাদ্ উত্তরবেদে—' (আ. ৫/৮/৭) ইত্যাদি স্থলে যজ্ঞভূমিতে পূর্ব হতে পশ্চিম দিক্ পর্যন্ত বিস্তৃত যে পৃষ্ঠা বা মধ্যরেখা থাকে সেই রেখা ধরে এসে উত্তর দিকে গিয়ে বসতে হয়। ব্যাবৃতি নিষিদ্ধ বলৈই ৩/৩/৫ সূত্রের বৃত্তিতে নারায়ণ বলেছেন — "দক্ষিণাবৃৎবচনং বিহারাদ্ অব্যাবৃতিশ্ ইতি শ্রাণ্ডম্ অনুদ্যতে"। কর্মরত না হলে অবশ্য পৃষ্ঠপ্রদর্শনে কোন দোষ হয় না। যেখানে বর্তমানে কর্ম চলছে সেখানে যিনি কর্মে ব্যাপৃত তাঁর পক্ষেই সেই দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শনে দোষ।

সিদ্ধান্তী তাঁর ভাষ্যে বলেছেন, যখন পূর্বমুখ হয়ে কোন কাজ করার পরে পশ্চিমমুখ হয়ে কোথাও যেতে হবে তখন নিজের ডান দিকে ঘুরে পশ্চিমমুখ হতে হবে। আবার যখন পশ্চিমমুখ হয়ে কিছু করার পরে পূর্বমুখ হওয়ার প্রয়োজন পড়বে তখন নিজের বাঁ দিকে ঘুরে পূর্বমুখ হতে হবে। ব্রহ্মা যখন বেদির ডান দিকে নিজ আসনে বসবেন তখন তাঁকে উত্তরমুখ হয়েই বসতে হবে। যজ্ঞস্থলে কোন কাজ চলাতে থাকলে এই নিয়ম। ফলে সোমপ্রবহণের সময়ে শ্রাণবংশশালায় কোন কাজ হচ্ছে না বলে অগ্নির দিকে মুখ করার জন্য পশ্চিমমুখ হতে হবে না।

একান্ধবচনে দক্ষিণং প্রতীরাড্ ॥ ১২॥

অনু.— (কোন সূত্রে) অঙ্গমাত্রের উল্লেখ করা হলে (সেখানে) দক্ষিণ (অঙ্গ বিহিত হয়েছে বলে) বুঝবেন।

ব্যাখ্যা— 'এক' শব্দের অর্থ এখানে কেবল। বাম ও ডান ভেঙ্গে যে যে অঙ্গ দুটি দুটি সেখানে বাম বা ডান কোনটিরই উল্লেখ না করে সূত্রে যদি কেবল অঙ্গটিরই উল্লেখ করা হয় তাহলে ডান অঙ্গটির কথাই সেখানে বলা হচ্ছে বলে বুঝতে

হবে। যেমন ‘প্রপদেন—’ (১/১/২৩), ‘অঙ্গুলাগ্রাণ্য—’ (১/২/১), ‘অংসেংধ্বর্ম্ম পার্শ্বহ্নেন পাণিনা—’ (১/৩/২৯), ‘ব্রাহ্মণপাণ্য—’ (৩/১৪/১৬), ‘পানীংশ চমসেধ—’ (৬/১২/১১) প্রভৃতি। যদি কোথাও দুটি অঙ্গ দিয়েই কাজটি করতে বলা হয় তাহলে সেখানে তা দুটি অঙ্গ দিয়েই করবেন। অঙ্গবাচী শব্দে একবচন বা বহুবচন থাকলে বুঝতে হবে কর্তা সেখানে একজন বা বহু। আলোচ্য সূত্রে আগের সূত্র থেকে ‘তত্র চেষ্ট কর্ম’ এই অংশটি অনুবৃত্ত হচ্ছে। ফলে ‘অংসেং-ধ্বর্ম্ম—’, ‘ব্রাহ্মণপাণ্য—’ ইত্যাদি স্থলে হোতা ছাড়া অপরের (ব্রহ্মা প্রভৃতি) ক্ষেত্রেও নিয়মটি প্রযোজ্য বলে বুঝতে হবে। চক্ষু অঙ্গ নয়, অঙ্গে আশ্রিত শক্তিবিশেষ। চক্ষুর ক্ষেত্রে তাই বর্তমান সূত্র প্রযোজ্য নয়। বিশেষ স্র. যে, এই সূত্রের ‘প্রতীয়াত্’ পদটির ১৯নং সূত্র পর্যন্ত অনুবৃত্তি চলছে।

অনাদেশে ॥ ১৩॥

অনু.— (সূত্রে অঙ্গের) উল্লেখ না থাকলে (সেখানে দক্ষিণ অঙ্গকেই বিহিত বলে জানবেন)।

ব্যাখ্যা— পূর্বসূত্র থেকে এই সূত্রে ‘দক্ষিণং প্রতীয়াত্’ এই দুটি পদের অনুবৃত্তি হয়েছে অর্থাৎ ঐ দুটি পদের এখানে উপস্থিতি ঘটেছে। কোন সূত্রে অঙ্গের উল্লেখ না করে শুধু ক্রিয়াটির উল্লেখ করা হলে বুঝতে হবে সেখানে কাজটি ঐ ক্রিয়ার উপযোগী সংশ্লিষ্ট অঙ্গ দিয়ে এবং দক্ষিণ অঙ্গ দিয়েই করতে হবে। যেমন ‘প্রপদ্যতে’ (আ. ১/১/৪), ‘অভিক্রম্য’ (১/৩/২৯), ‘ঐশ্রবায়বন্ উত্তরেংর্ধে গৃহীত্বা—’ (৫/৬/১), ‘অঙ্গুলীর্’ (১/৭/৬), ‘অঙ্গুলীভির্’ (৫/৫/৯), ‘অঙ্গুষ্ঠোপকনিতিকাদ্যাম্’ (৫/১৯/৬), ‘দ্রোণকলশাদ্ ধানা গৃহীত্বা’ (৬/১২/৪)। চক্ষু অঙ্গ নয় বলে কোথাও ‘ঈক্ষমাণঃ’ বা ‘ঈক্ষতে’ (১/১/২৩; ১/১৩/১) বলা থাকলে সেখানে কিন্তু কেবল ডান চোখ দিয়েই তাকালে চলবে না, দুই চোখ দিয়েই দেখতে হবে।

সিদ্ধান্তীর মতে সূত্রে ‘চ’ পদটি উহ্য আছে। কোন সূত্রে অঙ্গের উল্লেখ না থাকলে সেখানেও তাই দক্ষিণ অঙ্গই বিহিত বলে বুঝতে হবে। আলোচ্য সূত্রটি যদি না করা হত তাহলে ‘সবোন পাণিনা’ (৫/৬/৯) প্রভৃতি স্থলে দক্ষিণ অঙ্গের সঙ্গে বাম অঙ্গের বিকল্প অথবা সমুচ্চয় (= যুগ্ম উপস্থিতি) হত অর্থাৎ বাম অথবা ডান অথবা দুই অঙ্গ দিয়েই কাজটি করতে হত। ‘অনাদেশে’ বলায় ‘সবোন পাণিনা’ স্থলে আলোচ্য নিয়ম প্রযোজ্য হবে না, কারণ সেখানে ‘আদদীত’ এই ক্রিয়াপদটি ছাড়াও ‘সবোন’ এই বিশেষ অঙ্গেরও আদেশ বা উল্লেখ রয়েছে।

কর্মচোদনায়ং হোতারম্ ॥ ১৪॥

অনু.— (কর্তার উল্লেখ না থাকলে) ক্রিয়ার বিধানে হোতাকে (কর্তা বলে জানবেন)।

ব্যাখ্যা— যদি কোন সূত্রে কোন কাজ করতে বলা হয়, কিন্তু কে সেই কাজটি করবেন তা বলা না থাকে (‘অনাদেশে’) তাহলে সেখানে হোতাকেই সেই কাজটি করতে হবে বলে বুঝতে হবে। যেমন — ‘প্রেষিতোজ্জপতি’ (১/১/২৭), ‘আর্ষেয়ান্ প্রবীণতে’ (১/৩/১) ইত্যাদি। ‘প্রপদ্যচ্ছবাক—’ (৫/৭/১) স্থলে অচ্ছবাকের নামের উল্লেখ থাকায় তিনিই সেখানে কর্তা, তিনিই নির্দিষ্ট কাজটি করবেন। নামের উল্লেখ না থাকলে হোতাই কর্তা, নাম থাকলে যার নাম উল্লেখ করা হয়েছে তিনিই সেখানে সেই ক্রিয়ার কর্তা। এই হল সূত্রের মূল অর্থ। ইষ্টি, পশু ও সোম যাগ ছাড়া অন্যত্র অবশ্য হোতাই বিহিত কাজটি করবেন এই নিয়ম খাটে না, কারণ সূত্রটি অগ্রাণ্ডিহলে গ্রাণ্ডির বিধান করছে না; নিযুক্ত সকল ঋত্বিকেরই সকল কর্মসম্পাদনে গ্রাণ্ডি থাকায় এই সূত্রের দ্বারা ইষ্টি, পশু ও সোম যাগে হোতার পক্ষেই সেই বিহিত কর্মের সম্পাদন বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে, অন্য যাগে নয়।

দদাতীতি যজ্ঞমানম্ ॥ ১৫॥

অনু.— ‘দদাতি’ এই (স্থলে) যজ্ঞমানকে (কর্তা বলে জানবেন)।

ব্যাখ্যা— নিজ স্বত্ব ভাগ করে অপরের হাতে কোন জিনিষ তুলে দেওয়ার নাম দান। দানক্রিয়ার ক্ষেত্রে কে কাজটি করবেন সূত্রে তা বলা না থাকলে (‘অনাদেশে’) যজ্ঞমানকেই সেই কাজটি করতে হয় বলে বুঝতে হবে।

সিদ্ধান্তী বলেছেন সূত্রটি যে শুধু দা-ধাতুর বিধানের ক্ষেত্রেই খাটবে তা নয়, যে-কোন সমার্থবাচী ধাতুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে, তবে দানটি দক্ষিণা-সংক্রান্ত দান হওয়া চাই। কোন বিধান যে বিহিত ধাতু ও শব্দের সমার্থ অন্য ধাতু ও শব্দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য তা বোঝা যায় যখন আমরা দেখি সূত্রকার নিজের 'লেখাং ত্রিঃ উদকেনোপনয়ত' (২/৬/১৪) সূত্রে উপ-√নী ধাতুর প্রয়োগ করে পরে 'নিত্যং নিনয়নম্' (২/৭/৪) সূত্রে সেই উপনয়নকেই আবার নি-নী ধাতু দ্বারা এবং মৈত্রাবরুণ নামে ঋত্বিককে সূত্রান্তরে প্রশাস্ত শব্দ দ্বারা ও উদ্দেশ্য করেছেন। 'চতুঃশরাবম্-' (৩/১৪/১) ইত্যাদি স্থলেও তাই এই নির্দেশ খাটবে। কিন্তু যজ্ঞের কোন বিশেষ কার্য নির্বাহিত করার প্রয়োজনে কাউকে কিছু দিতে হলে বিশেষ বিধান না থাকলে সেখানে হোতাই তা সেবেন। যেমন— 'দণ্ডম্ অগ্নে প্রবক্ষেত্' (৩/১/২০)।

জুহোতি-জপতীতি প্রায়শ্চিত্তে ব্রহ্মাণম্ ॥ ১৬॥

অনু.— প্রায়শ্চিত্ত (প্রকরণে) জুহোতি, জপতি এইরূপ (বলা হলে) ব্রহ্মাকে (সেখানে কর্তা বলে জানবেন)।

ব্যাখ্যা— এই সূত্রগ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে ১০-১৪ কৃতিকায় বা খণ্ডে প্রায়শ্চিত্তের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে 'জুহোতি' এবং 'জপতি' ত্রিরাপদ দ্বারা যা যা বিধান করা হয়েছে সেগুলি কে করবেন তা বলা না থাকলেও ('অনাদেশে') ব্রহ্মাই করবেন বলে বুঝতে হবে। ঐ তৃতীয় অধ্যায়ে বস্তুত অগ্নিহোত্রের প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কোথাও 'জপতি' (√জপ) পদের কোন উল্লেখই নেই এবং অগ্নিহোত্রে ব্রহ্মা উপস্থিতও থাকেন না। আলোচ্য সূত্রে তাই 'জপতি' বলতে ২০-২১ নং সূত্রে যে জপ, অনুমত্বণ (- অভিমত্বণ), আপ্যায়ন, উপস্থান ও কর্মকরণ মন্ত্রের কথা বলা হয়েছে উপাংশুপাঠ্য পাঠ্য সেই হয় রকমের যে-কোন মন্ত্র বা কর্মকেই বুঝতে হবে। এগুলির ক্ষেত্রে তৃতীয় অধ্যায়ে প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণে ব্রহ্মাই কর্তা। এখন প্রশ্ন জাগে যে, 'জপতি' বলতে এখানে যদি হয় রকমের মন্ত্রকেই বোঝান হয়ে থাকে তাহলে আবার সূত্রে আলাদা করে 'জুহোতি' (√হু) বলার কি প্রয়োজন? হোম-মন্ত্র তো কর্মকরণ মন্ত্র, তাই জপ প্রভৃতি উপাংশুপাঠ্য হয় প্রকার মন্ত্রেরই তো তা অন্তর্গত। বৃত্তিকার বলেছেন, ঠিকই কথা, তবুও সূত্রে পৃথক্ করে 'জুহোতি' বলার অভিপ্রায় এই যে, হোমমন্ত্রকে কর্মকরণ মন্ত্ররূপে এবং সেই কারণে জপ ইত্যাদি উপাংশুপাঠ্য হয় প্রকার মন্ত্রের অন্তর্গত বলে ধরা চলবে না; হোমমন্ত্র হোমমন্ত্রই, তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একধরনের মন্ত্র। পিতৃ্য ইষ্টিতে তাই 'লুপ্তজপা-' (২/১৯/৩) সূত্রে জপ (প্রভৃতি হয় রকমের মন্ত্র) নিষিদ্ধ হলেও হোমমন্ত্র কিন্তু নিষিদ্ধ হবে না।

সিদ্ধান্তী এ-বিষয়ে আরও একটু বিশদ করে বলেছেন যে, কোন কর্মের ক্ষেত্রে উপাংশুপাঠ্য মন্ত্র নিষিদ্ধ হলেও কর্মটি সেখানে বিনা মন্ত্রেই করতে হয়, কিন্তু হোম-কর্মের ক্ষেত্রে কর্মটি করাই হয় না। যেমন— 'লুপ্তজপা-' (২/১৯/৩) সূত্রে জপমন্ত্র নিষিদ্ধ, কিন্তু জপ-সম্পর্কিত কর্মগুলি বিনা-মন্ত্রেই সেখানে করতে হবে। তবে 'নেহ প্রাদেশঃ' (২/১৯/১২) সূত্রে প্রাদেশ-কর্মটিই নিষিদ্ধ হয়েছে বলে সেখানে উপাংশুপাঠ্য মন্ত্র ও কর্ম দুইই বাদ যাবে। 'আবৃত্তেব' (আ. পৃ. ১/১৬/৬) হলে কিন্তু মন্ত্র নিষিদ্ধ বলে হোমও নিষিদ্ধ হবে। হোমমন্ত্র স্বতন্ত্র ধরনের মন্ত্র বলে 'ধাতা-' (আ. ৬/১৪/১৬) প্রভৃতি স্থলে মন্ত্র যতগুলি, হোমও হবে ততগুলিই। অন্যত্র কিন্তু 'ন গুণঃ প্রধানম্ আবর্তয়তি' নিম্ন অনুসারে গৌণের প্রয়োজনে প্রধানের পুনরাবৃত্তি হয় না। 'ভূভাং তা-' (৩/১০/৪), 'অপোহজা-' (৩/১০/২৩), 'অভিরো-' (৩/১৪/১০), 'যদি পুরো-' (৩/১৪/১৩) ইত্যাদি হচ্ছে জুহোতি ও জপতি-র উদাহরণ। √হু এবং √জপ ধাতু দ্বারা বিহিত কর্মই সূত্রে অভিপ্রোক্ত।

অচং পাদগ্রহণে ॥ ১৭॥

অনু.— (সূত্রে প্রতীকরূপে কোন মন্ত্রের) পাদ গ্রহণ করা হলে (সেখানে সমগ্র) ঋককে (বিহিত বলে বুঝবেন)।

ব্যাখ্যা— সূত্রে যদি কোথাও কোন মন্ত্রের একটি মাত্র পাদ (= চরণ) উদ্ধৃত করা হয় তাহলে সেখানে সমগ্র মন্ত্রটি বিহিত হয়েছে বলে বুঝতে হবে। এখানে পাদ বলতে ঠিক ছন্দের নির্দিষ্ট অংশবিশেষ বা যে-কোন চরণ নয়, মূল অর্থাৎ মন্ত্রের প্রারম্ভকে (বস্তুত অবশ্য প্রথম চরণটিকেই) বুঝতে হবে। যেমন— 'প্র বো রাজা অভিন্যযা-' (আ. ১/২/৮), 'অগ্নিঃ

দুতং ব্রীমহে' (ঐ)। আবার ব্যতিক্রমও আছে। যেমন— ৬/৭/৮ সূত্রে। 'স নঃ-' (আ. ২/১৮/৩), 'অথা ৩/১০/৮' হলে প্রথম পাদ উদ্ধৃত হয় নি বলে যে পাদ উল্লিখিত হয়েছে শুধু সেইটুকু অংশই পাঠ করতে হবে।

সিদ্ধান্তীর মতে 'গ্রহণে' পদটি না থাকলে অর্থ হত বজ্রহলে সমগ্র মন্ত্রের পরিবর্তে একটি মাত্র পাদ উচ্চারণ করলেই চলবে। 'গ্রহণে' বলায় নিয়মটি কর্মের ক্ষেত্রে নয়, গ্রহের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। 'অন্যাসনে' পদটির এখানে অনুবৃত্তি থাকায় সূত্রে বিশেষ নির্দেশ না থাকলে উদ্ধৃত পাদটিকে সেখানে সমগ্র ঋকেরই প্রতীক বলে বুঝতে হবে। কিন্তু পাদ উদ্ধৃত করে তৃচ, সূক্ত ইত্যাদি বলা হলে তখন তা তৃচ, সূক্ত প্রভৃতিরই প্রতীক হবে, একটি মাত্র ঋকের প্রতীক হবে না। প্রতীক = চিহ্ন, সংক্ষিপ্ত সূচনা।

সূক্তং সূক্তাদৌ হীনে পাদে ॥ ১৮ ॥

অনু.— সূক্তের আদি চরণ নূন (হয়ে গৃহীত হলে সেখানে) সূক্তকে (বিহিত বলে বুঝবেন)।

ব্যাখ্যা— সূক্তের প্রথম চরণ যতটা দীর্ঘ, সূত্রে তার অংশকায় কম করে উল্লেখ করা হলে সেখানে সম্পূর্ণ সূক্তটিকেই পাঠ্যরূপে নির্দেশ করা হয়েছে বলে বুঝতে হবে। বৃত্তিকার এই সূত্রের বৃত্তিতে বলেছেন 'অত্র পাদশব্দো গায়ত্র্যাঙ্গীনাং ভাগবাচী'— এখানে পাদ বলতে বোঝাচ্ছে গায়ত্রী প্রকৃতি হ্রস্বের নির্দিষ্ট-অক্ষরসংখ্যা-পরিমিত এক একটি ভাগ। আগের সূত্রে তিনি বলেছেন— 'পাদশব্দোহত্র মূলবাচী'— এই পাদশব্দের অর্থ মূল। এ থেকে যেন মনে হয় বৃত্তিকার এই কথাই বোঝাতে চাইছেন যে, যে-কোন মন্ত্রের মূল প্রারম্ভিক অংশটুকু (সমগ্র চরণ না হলেও কতি নেই) উদ্ধৃত হলেই সেখানে সমগ্র মন্ত্রটি অভিধেত বলে বুঝতে হবে, কিন্তু যদি কোথাও সূক্তের প্রথম মন্ত্রের প্রথম পাদ অসম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত হয় তাহলে সেখানে সমগ্র সূক্তটিই পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে বলে বুঝতে হবে। সূক্তবিনিয়োগের উদাহরণ— 'ঋম্ অয়ে বর্নু' (আ. ৪/১৩/৮), 'ঋং হি কৈতবত্' (ঐ)। আবার ব্যতিক্রমের জন্য ২/১৯/৪০; ৬/৪/১২; ৬/৭/৮; ৭/৫/১৫; ৭/১১/৮; ৮/১/১০ সূ. ম.।

সিদ্ধান্তীর মত অনুযায়ী 'সূক্তাদৌ' না বলে কেবল 'সূক্তং হীনে পাদে' বললেও চলত, কিন্তু 'সূক্তাদৌ' বলার বুঝতে হবে আগের সূত্রেও ঋকের আদিপাদ গ্রহণের কথাই বলা হয়েছে। 'স নঃ-' (আ. ২/১৮/৩) এবং 'অথা ভব-' (আ. ৩/১০/৮) হলে প্রথম পাদ উদ্ধৃত হয় নি (যা. ১০/১৮৭/১-৫; ৩/১৭/৩) বলে সেখানে তাই ঐ অংশ ঋকমন্ত্রের প্রতীক নয়, সূত্রে উল্লিখিত বিশেষ মন্ত্রেরই শেব অংশ।

অধিকে তৃচং সর্বত্র ॥ ১৯ ॥

অনু.— সর্বত্র বেশী (পাদ গ্রহণ করা) হলে তৃচকে (বিহিত বলে জানবেন)।

ব্যাখ্যা— সর্বত্রই অর্থাৎ সূত্রে উদ্ধৃত মন্ত্রাংশটি সূক্তের প্রথম পাদ হোক বা না হোক, যদি তা পাদের চাইতে আরও একটু বেশী করে উদ্ধৃত হয়ে থাকে তাহলে সেখানে তৃচ (ত্রি-ঋ + জ— পা. বা. ৬/১/৩৭ এবং পা. ৫/৪/৭৪ ম.) অর্থাৎ উদ্ধৃত মন্ত্রাংশ থেকে শুরু করে সংহিতার পরপর তিনটি মন্ত্র পাঠ করতে হবে বলে জানবেন। যেমন— 'অত্র আ যাহি বীতয়ে গৃণন্যঃ' (আ. ১/২/৮), 'ঈষ্টেহন্যো নরন্যস্ তিরঃ' (ঐ)। ব্যতিক্রমের জন্য আ. ৩/৭/১১; ৩/৮/১; ৫/১০/৫; ৮/১৪/২০ ইত্যাদি। এই-সব হলে আলোচ্য পরিভাবার আশ্রয় না নিয়ে সূক্তকার সরাসরি 'তৃচ' শব্দ বা 'ত্রিশঃ' এই শব্দ ব্যবহার করেছেন।

অপানুমন্ত্রাণ্যারনোপহানান্যুপাংস্ত ॥ ২০ ॥

অনু.— অপ, অনুমন্ত্রণ, আপ্যায়ন (ও) উপহান (মন্ত্র সর্বত্র) উপাংস্ত (পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— 'সর্বত্র' পদটি এই সূত্রে অনুবৃত্ত হচ্চে। এখানে 'অনুমন্ত্রণ' বলতে 'অভিমন্ত্রণ' মন্ত্রকেও বুঝতে হবে। অপ প্রকৃতি পাঁচ প্রকারের মন্ত্রকে উপাংস্ত হয়ে পাঠ করতে হয়। উপাংস্ত হচ্ছে 'করণক্ অনবদ্য্ অমন্যম্যোপবদ্য' (ভে.

প্রা: ২০/৬) — শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করতে গেলে যেমন জিহ্বা, শুষ্ঠ প্রভৃতি চালনা করতে হয় তেমনভাবেই মুখকে চালনা করতে হবে, কিন্তু উচ্চারিত শব্দ এতই অক্ষুণ্ণ হবে যে নিজে ছাড়া দ্বিতীয় কেউ আর তা শুনতে পাবে না, কিন্তু তাই বলে উপাংশ মানে মনে মনে উচ্চারণ নয়। অন্য এক লক্ষণও এই কথাই বলা হয়েছে—“শব্দেন উচ্চারণেন মত্ৰং মত্ৰম্ ওষ্ঠৌ প্রকাশয়েৎ। অপরাধে অক্ষতং কিঞ্চিৎ স উপাংশ-জগঃ স্বতঃ।।” সূত্রে যে জগ ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে তা হল √জগ্, অনু - √মত্ৰ, (+ অভি-√মত্ৰ), আ-√প্যা, উপ-√হা ধাতু দ্বারা যে কর্ম বা মত্ৰ বিহিত হয়েছে তা। এগুলির অন্য লক্ষণও অবশ্য আছে—“জগম্ উচ্চারণং বিদ্যাৎ ক্রত্বর্থম্ অপি তদ্ ভবেৎ। অর্থতঃ কার্বলাভশ্ চেন্ অর্থ এব ক্রতোর ভবেৎ।। মত্ৰম্ উচ্চারণন্যেব মত্ৰার্থেইন সংস্মরেৎ। শেখিং তন্মনা কৃত্বা স্যাদ্ এতদ্ অনুমত্ৰম্।। এতদ্ এবাভিমত্ৰস্য লক্ষণম্ চেষ্পাধিকম্। অদৃষ্টিঃ সংস্পর্শনাধিক্যাত্ তদ্ এবাপ্যায়নং স্বভম্।। উপস্থানং তদ্ এব স্যাৎ প্রপতিস্থানসংযুতম্। বাহ্যং কার্বং যদ্ এতেষু মত্ৰকালে ক্রিয়তে তত্।।”— যজ্ঞের প্রয়োজনে এক ধরনের যে মত্ৰ উপাংশে বসে পাঠ করা হয়, তাকে বলে ‘জগ’। এই জগমত্ৰের যে অর্থ সেই অর্থের মধ্য দিয়েই যদি অষ্টীত কবচটি নির্বাহিত হয় তাহলে বজ্রই অর্থবহ হয়ে ওঠে, অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। মত্ৰ উচ্চারণ করার সময়ে মত্ৰের প্রতিপাদ্য সেবতাকে ভঙ্গর হয়ে স্মরণ করার নাম ‘অনুমত্ৰণ’। ‘অভিমত্ৰণ’ মত্ৰের ক্ষেত্রে সেবতাকে একাগ্র হয়ে স্মরণ করা হয় এবং যে কাজটি করা হচ্ছে সেই কর্তব্য কর্মের দিকে তাকিয়ে থাকতেও হয়। যদি সেবতাকে স্মরণ করার সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তুর দিকে তাকিয়ে জল ছিটিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেই মত্ৰ ও কর্মকে বলে ‘আপ্যায়ন’। ‘উপস্থান’ হচ্ছে সেবতাকে স্মরণ করতে করতে দুই হাত জোড় করে প্রণাম নিবেদন করা। মত্ৰ পাঠ করার সময়েই এই স্মরণ, দৃষ্টিপাত, জল-নিক্ষেপ ইত্যাদি কর্ম করতে হয়। অনুমত্ৰণ, আপ্যায়ন ও উপস্থান কর্মকরণ (কর্মসম্পূজ) মত্ৰ হলেও এই সূত্রে তাদের পৃথক্ উল্লেখ করার (পরবর্তী সূ. প্র.) বুঝতে হবে যে, অন্যান্য কর্মকরণ মত্ৰের মতো মত্ৰের শেষে সংশ্লিষ্ট কর্মটি না করে এগুলির ক্ষেত্রে মত্ৰপাঠ চলার সময়েই তা করতে হবে।

সিদ্ধান্তীর ভাষা অনুযায়ীও পূর্বসূত্র থেকে এই সূত্রে ‘সর্বত্র’ পদটির অনুরূপ আসছে। ‘মধ্যমবরেণেদং সবনম্’ (আ. ৫/১২/৮)। ‘অথ তৃতীয়সবনম্ উত্তমবরেন’ (৫/১৭/১) ইত্যাদি হলেও জগ প্রভৃতি মত্ৰ তাই নির্দিষ্ট সবনবরে নয়, উপাংশে বসেই পাঠ করতে হবে। বলিও আপ্যায়ন কর্মকরণ মত্ৰ, তবুও এই সূত্রে তাকে পৃথক্ করে উল্লেখ করার বুঝতে হবে যে, এটি একটি ভিন্ন ধরনের কর্মকরণ মত্ৰ। আপ্যায়নের কর্মটি তাই অন্যান্য কর্মকরণ মত্ৰের মতো মত্ৰের শেষে অন্তর্ভুক্ত হয় না, হয় মত্ৰপাঠ শুরু হওয়ার সাথে সাথে। ভাষ্যমতে অনুমত্ৰণ ও উপস্থানে মত্ৰপাঠ ছাড়া আনুষ্ঠানিক কোন শারীরিক ক্রিয়া থাকে না বলে কর্মকরণ মত্ৰ হওয়া সত্ত্বেও এই সূত্রে তাদের পৃথক্ করে উল্লেখ করা হয়েছে। আপ্যায়ন প্রকৃতি কর্মের উপাংশত্ব সম্ভব নয় বলে ঐ ঐ কর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মত্ৰেরই উপাংশত্ব হয়ে থাকে বলে আমাদের বুঝতে হবে।

মত্ৰাণ্ চ কর্মকরণাঃ ॥ ২১ ॥

অনু.— কর্মকরণ মত্ৰগুলিও (সর্বত্র উপাংশে পাঠ করতে হবে)।

ব্যাক্য— কর্মকরণ মত্ৰের লক্ষণ হল “কর্মণঃ করণান্ তে স্যুর বিহিতার্থপ্রকাশনাত্। মত্ৰেন কৃত্বা মত্ৰাতে ক্রিয়তে কর্ম যেষু তু।।”— যে মত্ৰ নিজ অর্থের মধ্য দিয়ে বিহিত কর্মকেই প্রকাশ করে এবং মত্ৰপাঠ শেষ হলে যেখানে সংশ্লিষ্ট কর্মটি করা হয়ে থাকে সেই মত্ৰকে বলে ‘কর্মকরণ’ মত্ৰ। কর্মকরণ মত্ৰের সঙ্গে যুক্ত থাকে কোন আনুষ্ঠানিক কর্ম, কিন্তু যেখানে করণীয় কর্ম কিছুই থাকে না, কেবল মত্ৰের বক্তব্য বা কোন শব্দগত চিহ্ন থেকে তার প্রয়োজন হির করে মঙ্গলের জন্য পাঠ করা হয় সেই মত্ৰ কেবল ‘মত্ৰ-ই’। “ইদং কার্বম্ অসেনেতি ন কতিন্ দৃশ্যতে বিধিঃ। সিলান্ একোদ-অর্থত্বং যোহাং তে মত্ৰসংজ্ঞিতাঃ।।” যেমন ৬/১০/১৯ সূত্রের ‘উত্তরং-’ একটি ‘মত্ৰ’— “ইদম্ অপি কচ্ মত্ৰসংজ্ঞা ভবতি। তেন উপাংশে প্রযোক্তব্যম্। সিলান্ এব ক্রতুপকারঃ কথ্যঃ” (বৃষ্টি)।

‘মত্ৰাঃ’ বলার ‘যতিশ্ চক্ষুর্যে-’ (আ. ১/৩/২৮), ‘সেব বর্জি-’ (আ. ১/৪/৭), ‘উত্তরং-’ (আ. ৬/১০/১৯) ইত্যাদি যে মত্ৰগুলি কর্মকরণ নয় সেগুলিকেও উপাংশত্বের পাঠ করতে হবে। যে-সব মত্ৰের জগ, অনুমত্ৰণ ইত্যাদি বিশেষ কোন নামকরণ করা হয় সি এবং কথবিশেষের সঙ্গে বা সাক্ষাৎ যুক্ত নয়, সেগুলিকেই এখানে ‘মত্ৰাঃ’ বলে বুঝতে হবে। কিন্তু তাদের বিশেষ নামকরণ করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে শুধু জগ প্রকৃতি মত্ৰেরই উপাংশত্ব হবে, অনুকম, অভিষ্টকন প্রকৃতি মত্ৰের উপাংশত্ব

হবে না। যদি সব মন্ত্রেরই উপাংশও হত তাহলে সূত্রকার দুটি ভিন্নসূত্র না করে শুধু 'মন্ত্রা উপাংশ' এই একটি অখণ্ড সূত্রই করতে পারতেন। এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, 'কর্মকরণ' শব্দটিকে আগের সূত্রের সঙ্গে জুড়ে দিলেই তো হত, তাতে ভ্রমের লক্ষ্যও হত, কিন্তু সূত্রকার তা করলেন না কেন? উত্তরে ভাব্যকার বলছেন, অনুবচন ও অভিষ্টবনের মাঝে পাঠ্য 'অপশ্যৎ স্বা-' (আ. ৪/৬/৭) ইত্যাদি মন্ত্রের মতো যে-সব কর্মকরণ মন্ত্র আছে সেগুলির যাতে উপাংশও না হয় সেই উদ্দেশ্যেই এই পৃথক সূত্রের অবতারণা।

প্রসঙ্গাদ্ অপবাদো বলীয়ান্ ॥ ২২॥

অনু.— ব্যাপকধর্মী বিধির অপেক্ষায় সঙ্গীর্ণধর্মী বিধি বেশী শক্তিশালী।

ব্যাখ্যা— প্রসঙ্গ = ব্যাপকধর্মী, যে বিধান বহুপ্রকারী, বহুলপ্রযোজ্য। অপবাদ = বলব্যাণী, সঙ্গীর্ণধর্মী, যে বিধানের প্রয়োগক্ষেত্র সীমিত, যা ব্যতিক্রম। যে নিয়মের প্রয়োগক্ষেত্র অধিকতর ব্যাপক, তার অপেক্ষায় যার প্রয়োগক্ষেত্র খুবই সঙ্গীর্ণ, সীমিত, সেই বলব্যাণী বিধিই বলবান। সাধারণ নিয়মের অপেক্ষায় ব্যতিক্রমী বিশেষ নিয়ম বেশী শক্তিশালী। এই সূত্রটি না করলেও চলত, কারণ সূত্রের যা বস্তুবা তা আমাদের প্রাত্যহিক সাধারণ লোকাচার এবং বেদের নানা দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায়। তবুও সূত্রটি করার বুঝতে হবে যে, ব্যাপকধর্মী বহুপ্রকারী সামান্যবিধির চাইতেই সঙ্গীর্ণধর্মী গভীরবদ্ধ বলব্যাণী বিশেষ বিধি বলবান হবে, কিন্তু সুযোগ থাকলে এক বিশেষ বিধি বেশী বলবান হয়ে অপর এক বিশেষ বিধিকে বাধা দেবে না। সেই হলে ঐ দুটি বিশেষ বিধির মধ্যে যে বিশেষ বিধিটি সামান্যবিধির মতোই অপর বিশেষ বিধির অপেক্ষায় কিছুটা ব্যাপকধর্মী সেই আপেক্ষিক ব্যাপকধর্মী বিশেষ বিধিটি সঙ্গীর্ণধর্মী অপর বিশেষ বিধির পথ ছেড়ে দেবে। 'প্লুতাদিঃ প্রণবে-' (৫/৯/৬) একটি সামান্য বিধি, 'প্রণবে প্রণব-' (৫/৯/৭) একটি বিশেষ বিধি। 'মোদামো মৌবোম্-' (৫/২০/৬) আর একটি বিশেষ বিধি। দ্বিতীয় বিশেষ বিধিটির প্রয়োগক্ষেত্র আরও সঙ্গীর্ণ, কারণ তা শুধু তৃতীয় সর্বনের 'বাদুঙ্কিল-' (ঋ. ৬/৪৭) ইত্যাদি বিশেষ করেকটি মাত্র মন্ত্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। 'বাদুঙ্কিল' মন্ত্রগুলির ক্ষেত্রেই নয়, সেগুলির আছাবের প্রণবের ক্ষেত্রেও তাই প্রথম বিশেষ বিধিটি প্রযুক্ত না হয়ে দ্বিতীয় বিশেষ বিধিটিই প্রযুক্ত হবে এবং ঐ আছাবের পরবর্তী প্রণবে (মোট দু-বার আছাব হয় বলে প্রণবও দুটি) 'মোদা মৌবোম্' এই প্রতিগর মন্ত্রই অধ্যবসুকে পাঠ করতে হবে। "বাদুঙ্কিলীয়াসু আছাবোত্তরয়োঃ প্রণবয়োঃ যৌ মদ্বৎপ্রতিগরৌ তয়োঃ প্রণবসঙ্গপ্রতিগরৌ ন বাধকৌ ভবতঃ" (না.)।

সিদ্ধান্তীয় মতে এই সূত্রটি করার আরও বোঝা যাচ্ছে যে, বিশেষ বিধির ক্ষেত্রে ভুলবশত সামান্যবিধি প্রয়োগ করে কোলে কোল সোব ও প্রারম্ভিত হয় না। পিতৃকর্মে প্রাচীনাবীতের হলে ভুল করে যজোপবীতী হয়ে কাজ করলে তাই তা কোন সোবের হবে না। 'একাস-' (১/১/১২) সাধারণবিধি, 'সর্বান-' (৫/৬/৯) বিশেষবিধি। বিশেষবিধি বলে ঐ হলে বাঁ হাত দিয়েই কাজটি করতে হবে। এই সূত্রটি না থাকলে দুটিই শাস্ত্রবিধি বলে দুটির সমুচ্চয় (যুগ্ম প্রকৃতি) অথবা বিকল্প হত। লোকাচারসিক ও শাস্ত্রাচারসিক এই নিয়মটি বর্তমান গ্রন্থে না করলেও চলত। কিন্তু তবুও তা করার বুঝতে হবে সাধারণবিধির তুল্য যে বলব্যাণী অপবাদবিধি তার অপেক্ষায় বলব্যাণী অপবাদবিধি বেশী শক্তিশালী। 'মোদা মৌবোম্' এই বিশেষ প্রতিগর বিধিটি প্রত্যেক প্রণবে প্রযোজ্য বলে আছাবের পরবর্তী প্রণবেও প্রযোজ্য। 'প্লুতাদিঃ-' সূত্রের অপবাদবিধি 'প্রণব আছাবোত্তরে'-ও আছাবের পরবর্তী প্রণবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দুটি বিশেষ বা অপবাদ বিধি একই স্থানে উপস্থিত। দুটির মধ্যে কোনটি শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি পাবে? যেহেতু 'মোদা-' সূত্রের প্রয়োগক্ষেত্র খুবই সঙ্গীর্ণ, তাই 'বাদুঙ্কিল' মন্ত্রগুলিতে আছাবের পরবর্তী প্রণবের ক্ষেত্রে এই বিশেষ বিধিটিই স্বীকৃত ও প্রযোজ্য হবে।

প্রপদ্যান্তিহৃতত্তরোণ পাসেন বেদিজ্যোশ্যোত্তরোণা পার্শ্বাং সমাং নিখার প্রপদেন বর্হির্ আক্রম্য সংহিতৌ পাশী ধারয়ন্ন আকাশবত্যঙ্গুলী হৃদয়সম্মিতাব্ অঙ্গসম্মিতৌ বা দ্যাবাপৃথিব্যোঃ সঙ্কির্ন ইক্ষমানঃ ॥ ২৩॥

অনু.— (হোতা যজ্ঞভূমিতে) পদার্পণ করে অধিক অগ্রবর্তী (দক্ষিণ) দিক দিয়ে (অগ্রসর হয়ে) বেদির উত্তর (-পশ্চিম) কোণের সঙ্গে সমান (করে ডান পায়ে) গোড়ালিকে রেখে (দক্ষিণ) চরণের অগ্রভাগ দিয়ে (ঐ স্থানের)

কুশ স্পর্শ করে দুই হাতের আঙুলগুলি ফাঁক ফাঁক অবস্থায় জোড়া করে বুক বা কোলের কাছে রেখে দুলোক ও ভুলোকের মিলনস্থলের দিকে তাকিয়ে থাকবেন।

ব্যাখ্যা—প্রশদ্য = পদক্ষেপ বা প্রবেশ করে। অভিহততর = দুটি পায়ের মধ্যে বে পা-কে আরও সামনে রাখা হয়েছে। শ্রোণি = বেদির উত্তর-পশ্চিম কোণ অর্থাৎ পিছনের দিকের বাঁ কোণ। পাখী = পায়ের পিছন দিক, গোড়ালি। প্রশদ = পায়ের একেবারে সামনের দিক। আকাশবতী = ফাঁক আছে এমন; প্রসঙ্গতঃ হ. “আকাশবতীভির্ অঙ্গুলিভির্ ইখমভূতেন পানিা অনিপধ্যাভ্, অঙ্গুলীভির্ এব আকাশবতীভির্ অনিধাতুম্ অশক্যত্বাভ্” (৫/৫/৯—বৃত্তি)। ‘আকাশবত্যাঙ্গুলি’ শব্দটি পানির বিশেষণ বলে বিবচনে প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থ হচ্ছে, যে দুটি হাতের আঙুলগুলি ফাঁক ফাঁক করে ধরে রাখা হয়েছে। সম্মিত = তুল্য, সমতলে। ৪নং সূত্রে হোতাকে তীর্থপথ ধরে যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করতে বলা হয়েছে। এখানে ‘অভিহততরোণ’ এই তর-প্রত্যয়যুক্ত পদ দ্বারা বলা হচ্ছে যে, প্রবেশের পরে বেদির উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে এগিয়ে যাবার সময়ে হোতা যতবার পদক্ষেপ করবেন ততবারই যেন তাঁর ডান পা বাঁ পায়ের আগে থাকে। বাঁ পা থাকবে বেদির বাইরে, ডান পায়ের গোড়ালি থাকবে উত্তর শ্রোণির সমতলে এবং ডান পায়ের সামনের অংশ দিয়ে বেদিতে আতীর্ণ কুশ স্পর্শ করতে হবে। সিদ্ধান্তী বলেছেন ৪নং সূত্রে ‘প্রশদ্যতে’ বলা থাকা সত্ত্বেও এই সূত্রে যে ‘প্রশদ্য’ বলা হয়েছে তা এখানের এবং ঐ সূত্রের পরবর্তী নিয়মগুলি শুধু হোতারই ক্ষেত্রে নয়, যিনিই যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করেন তাঁর পক্ষেই পালনীয় একথা বোঝাবার জন্য। “দক্ষিণে প্রশদেন বহির্ন আক্রমণম্; বেদ্যঙ্গসম্মিতা পশ্চাত্ পার্শ্বঃ”—শা. ১/৪/১,২।

এতদ্ যোতুঃ স্থানম্ ॥ ২৪॥

অনু.—এই (হচ্ছে) হোতার অবস্থান।

ব্যাখ্যা—‘স্থান’ শব্দটি এখানে ভাববাচ্যে (√স্থ + ভাববাচ্যে ল্যুট্ বা অনট্) নিম্পন্ন বলে কোন বিশেষ জায়গাকে বোঝাচ্ছে না, বোঝাচ্ছে দাঁড়াবার বিশেষ ভঙ্গি বা অবস্থানকে। উত্তরশ্রোণিতে গোড়ালি রেখে এবং বুকের অথবা কোলের কাছে দুটি হাত জোড় করে রেখে দিগন্তের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকাই এখানে স্থান বা অবস্থান। যখনই সূত্রে হোতার স্থানের কথা বলা হবে তখনই এইভাবে এই ভঙ্গিতে তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। সূত্রে ‘যোতুঃ’ না বললেও চলত, তবুও তা বলা হয়েছে পরবর্তী সূত্রটি যে সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা বোঝাবার জন্য। এখানে সিদ্ধান্তীর অভিমত হল—বেদির এই যে উত্তর শ্রোণি তা কেবল হোতারই স্থান, অন্য নিয়মগুলি কিন্তু সকলের পক্ষেই পালনযোগ্য।

আসনং বা সর্বত্রৈবম্ভূতঃ ॥ ২৫॥

অনু.—সর্বত্র (প্রত্যেকে অবস্থান) ও আসন (-গ্রহণ) এই রকম অবস্থায় থেকে (-ই সম্পন্ন করবেন)।

ব্যাখ্যা—এখানে ‘বা’ = চ = এবং। সর্বত্র সকল ক্ষত্বিক্কে এইভাবে দাঁড়াতে ও আসন গ্রহণ করতে হয়। এইভাবে করতে হয় মানে উত্তরশ্রোণিতে গিয়ে বসতে হয় বা থাকতে হয় তা নয়, দাঁড়াবার সময়ে ও বসার আগে নিজের নির্দিষ্ট স্থান বা আসনের কাছে গিয়ে গোড়ালি দিয়ে কুশ স্পর্শ করতে, হাতের আঙুলগুলি ফাঁক ফাঁক করে ছুড়ে দুই হাত জোড় করে বুক বা কোলের কাছে রাখতে ও দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়।

সিদ্ধান্তী বলেছেন—সর্বত্র সকলের আসনই হয়, (অব-) স্থান হয় না অর্থাৎ সকল ক্ষত্বিক্কে সর্বত্র দাঁড়াতে নয়, আসন গ্রহণ করেই থাকতে হয়। কলে ‘চাঞ্চালে মার্জয়ন্তে’ (৩/৫/১), ‘একৈকশো বজ্রমানং—’ (১০/৯/১০) ইত্যাদি স্থলে বসাই বিহিত কাজটি করতে হবে। সিদ্ধান্তী অনুযায়ী ‘এবম্ভূতঃ’ পদটি এই সূত্রের নয়, পরবর্তী সূত্রেরই অন্তর্গত।

বচনান্ অন্যচ্ ॥ ২৬॥

অনু.—বলা থাকার জন্য অন্য (রকম হতে পারে)।

ব্যাখ্যা—কোনও প্রয়োজন নেই বলে সেহে ঐ কবিতা ভঙ্গির পরিবর্তন করা চলবে না। বসি কোন সূত্রে অন্য রকম কিছু করতে বলা হয় তবেই সেখানে বা বলা হয়েছে তাই করতে হবে। তবে যেটুকু অন্য রকম বলা হয়েছে সেটুকুই শুধু

অন্যভাবে করতে হবে, বাকী অংশে ঐ ২৩ নং সূত্র অনুযায়ীই থাকতে হবে। হোমের সময়ে তাই ডান হাতে বুক ধরে আঘতি দিতে হয় বলে ঐ হাত বুক বা কোলের কাছ থেকে সরে আসবে, বাঁ হাত কিন্তু ঐ বুক অথবা কোলের কাছেই থাকবে; 'এবা ন-' (আ. ৫/২০/৬) স্থলে ডান হাত দিয়ে ভূমি স্পর্শ করতে হলেও বাঁ হাত বুক অথবা কোলের কাছেই রাখতে হবে; 'শেষং নিধায়-' (১/১১/৯) স্থলেও চরণের অগ্রভাগ দিয়ে কুশস্পর্শ ইত্যাদি যা যা করা সম্ভব তা করতে হবে।

প্রেষিতো জপতি ॥ ২৭॥

অনু.— (সামিধেনীর জন্য) নির্দিষ্ট (হয়ে হোতা) জপ করবেন।

ব্যাখ্যা— অধ্বৰ্যু হোতাকে 'অগ্নয়ে' সমিধ্যমানান্যত্রতহি' (আপ. শ্রী. ২/১২/১; কা. শ্রী. ৩/১/১) এই মন্ত্র বলে 'সামিধেনী' নামে মন্ত্রগুলি পাঠ করার জন্য প্রৈষ বা নির্দেশ দিলে হোতা ১/২/১ সূত্রে উল্লিখিত মন্ত্রগুলি জপ করবেন। ২০ নং সূত্র অনুসারে তা উপাংশুস্বরেই পাঠ করতে হবে। "অগ্নয়ে সমিধ্যমানারেতি সমপ্রেষিতঃ"— শা. ১/৪/৪।

দ্বিতীয় কণ্ডিকা (১/২)

[সামিধেনী]

নমঃ প্রবক্ষ্যে নম উপদ্রষ্টে নমোহনুখ্যাত্রে ক ইদমনুবক্ষ্যতি স ইদমনুবক্ষ্যতি যথোবীরংহসম্পাদ্ত দৌশ্চ
পৃথিবী চাহশ্চ রাত্রিশ্চাপশ্চৌষধশ্চ বাক্সমস্থিতবজ্রঃ সাধু চক্ষুদ্যসি প্রপদ্যেহ হমেব মাম্ অমুম্ ইতি
স্ব নামাদিশেত, ভূতে ভবিষ্যতি জাতে জনিষ্যমাণ আভ্রজাম্যপাং বাসে অশক্তিঃ বহ- ইত্যঙ্গুল্যোপাবক্ষ্য
জাতবেদো রময়া পশুন্ ময়ি ইতি প্রতিসন্দধ্যাত্। বর্ম মে দ্যাবাপৃথিবী বর্মায়িবর্ম সূর্যো বর্ম
মে সন্ত তিরশ্চিকাঃ। তদদ্য বাচঃ প্রথমং মসীরেতি ॥ ১॥

অনু.— 'নমঃ মাম্' (সু.) এই (পর্যন্ত অংশ পাঠ করে হোতা সূত্রের) 'অমুম্' এই (শব্দের স্থানে দ্বিতীয়া বিভক্তিতে) নিজ নাম উল্লেখ করবেন। তার পরে 'ভূতে বহ' (সু.) এই (মন্ত্রে ডান হাতের) আঙুলের প্রান্তগুলি (বাম হাত হতে) সরিয়ে নিয়ে 'জাত ময়ি' এই (মন্ত্রে) আবার (তা বাম হাতে) সংযুক্ত করবেন। (এর পর) 'তদদ্য-' (খ. ১০/৫৩/৪) এই (মন্ত্রটি) জপ করবেন।

ব্যাখ্যা— সূত্রে 'বহ' পদটি থাকায় এই সময়ে হোতার পরিবর্তে সাময়িকভাবে অন্য কেউ প্রতিনিধিত্ব করলে তিনিও নিজের নামই উল্লেখ করবেন, মূল হোতার নাম নয়। সিদ্ধান্তের মতে তাই 'আর্ঘ্যোপি-' (৪/১/১৮) স্থলে 'বহ' পদটি না থাকায় প্রতিনিধির নয়, বৃত্ত মূল হোতারই প্রবর পাঠ করতে হবে। শাখ্যায়নের মতে মন্ত্রের সমাপ্তি সূচনা করার জন্য সূত্রে 'ইতি' শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে (শা. ১/২/২৫ ব্র.)। শা. ১/৪/৫ সূত্রে 'বহ প্রপদ্যে তং প্রপদ্যে—' এই সম্পূর্ণ অন্য একটি জপমন্ত্রই বিহিত হয়েছে এবং আঙুল সরিয়ে নেওয়া ইত্যাদি আনুমানিক কোন কর্মের উল্লেখ সেখানে নেই। 'যথো..... ষধশ্চ' অংশটি সেখানে ১/৬/৪ সূত্রে অধ্বৰ্যু ও আয়ীত্রেস স্পর্শ ত্যাগ করার সময়ে পাঠ করতে বলা হয়েছে।

সমাপ্য সামিধেনী অস্বাহ ॥ ২॥

অনু.— (ঐ জপ) শেষ করে সামিধেনীগুলি পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— 'নমঃ প্রবক্ষ্যে মসীর' পর্যন্ত মন্ত্র জপ করা শেষ হলে হোতা সামিধেনী মন্ত্রগুলি পাঠ করবেন। 'সমাপ্য' শব্দটি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, 'নমঃ প্রবক্ষ্যে মসীর' পর্যন্ত একটি অথবা জপমন্ত্র। জপের মাঝে আঙুলগুলির প্রান্তভাগ গুটিয়ে নেওয়া (৮/২/২৯ সূত্র অনুযায়ী অবক্ষ্য = সরিয়ে নিয়ে) এবং পরে পূর্ব অবস্থায় তা আবার ফিরিয়ে আনা এই যে দুটি কাজ তা স্বতন্ত্র কোন কর্ম নয়, জপেরই অন্তর্ভুক্ত এবং জপকর্তার সংস্কারসাধক। ফলে গিরোদ্ধিতে 'সুপূজা-' (২/১১/৩)

সূত্র অনুসারে সমস্ত জপমন্ত্র লোপ পায় বলে এই জপমন্ত্রও সেখানে লোপ পাবে এবং এই জপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে আত্মল সন্নিবেশ নেওয়া এবং আবার সেগুলি সংযুক্ত করার যে আনুষঙ্গিক কাজটি তাও বাদ যাবে। অষ্টম সূত্রে যে মন্ত্রগুলিকে উল্লেখ করা হয়েছে সপ্তম সূত্রে সেই মন্ত্রগুলিকেই সামিধেনী বলে নির্দেশ করা হয়েছে। এই সূত্রে তার আগে আবার ‘সামিধেনী’ বলার উদ্দেশ্য এই যে, ৩-৪নং সূত্রে যে অভিহিংকারের কথা বলা হয়েছে সেই অভিহিংকারই সামিধেনীর নিকটতর অঙ্গ; ঐ অভিহিংকারের ঠিক পরেই ৭নং সূত্র অনুযায়ী প্রকৃত সামিধেনীর পাঠ শুরু হয়, কিন্তু ‘নমঃ প্রবক্ষ্যে-’ এই জপমন্ত্রটি তা নয়, সামিধেনীগুলির তা বহিরঙ্গ বা অভিহিংকারের অপেক্ষায় দূরবর্তী অঙ্গমাত্র এই কথা বোঝান। অভিহিংকার সামিধেনীর নিকটতর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেই যখন সোমযোগে তৃতীয় সবনে বৈশ্বদেব শাস্ত্রে ২৪নং সূত্র অনুযায়ী সামিধেনীর ধর্ম প্রয়োগ করা হবে তখন দিক্‌খ্যানের (৫/১৮/৪) পরে প্রকৃত শাস্ত্র আরম্ভ হওয়ার ঠিক আগে অভিহিংকার উচ্চারণ করতে হবে। ‘এষে-’ (৫/১০/২) হ্রস্বও তাই ‘এষা’ বলার পর অভিহিংকার করতে হবে, তার আগে নয়। অভিহিংকার সামিধেনীর পূর্ববর্তী নিকটতর অঙ্গ হলেও মূল সামিধেনীর অন্তর্গত নয় বলে ‘উপস্ব-’ (২/১৯/৬) হ্রস্ব প্রকৃতিবাগের সামিধেনীগুলি বর্জিত হলেও সেই সাথে অভিহিংকার কিন্তু বাদ যাবে না।

হিং ও ইতি হিংকৃত্য ভূর্ভুবঃ স্বরোত্তম ইতি জপতি ॥ ৩ ॥

অনু.— হি ওম্ এই হিঙ্কার (উচ্চারণ) করে ‘ভূ-’ (সূ.) এই (মন্ত্র) জপ করবেন।

ব্যাখ্যা— হিংকার অনেকে নানাভাবে করে থাকেন। তার মধ্যে কোন্টি সূত্রকারের নিজের অভিপ্রেত তা বোঝাবার জন্যই এই সূত্রের অবতারণা।

এবোহিহিঙ্কারঃ ॥ ৪ ॥

অনু.— এই (হল) অভিহিঙ্কার।

ব্যাখ্যা— ‘হিং স্বরোত্তম্’ এই মন্ত্রকে (= হিঙ্কার + ব্যাহতি) ‘অভিহিঙ্কার’ বলে।

ভূর্ভুবঃ স্ব ইত্যেব জপিত্বা কৌত্সো হিং করোতি ॥ ৫ ॥

অনু.— ‘ভূর্ভুবঃ স্বঃ’ এই (-টুকু)-ই জপ করে কৌত্স হিঙ্কার করেন।

ব্যাখ্যা— আচার্য কৌত্স আগে ‘হিওম্’ না বলে শেষে বলেন এবং ‘স্বরোত্তম্’ না বলে শুধু ‘স্বঃ’ বলেন অর্থাৎ সামিধেনীর পাঠ শুরু করার আগে তিনি ‘হিও ভূর্ভুবঃ স্বরোত্তম্’ না বলে ‘ভূর্ভুবঃ স্ব ইত্যেব’ বলেন। শা. ১/৪/৫-৬ সূত্রে এই কৌত্সপক্ষই বিহিত হয়েছে এবং তিনবার হিঙ্কার করতে বলা হয়েছে “ভূন্ ভুবঃ স্ব ইতি জপিত্বা, ত্রি হিংকৃত্য”।

ন চ পূর্বং জপং জপতি ॥ ৬ ॥

অনু.— এবং (তিনি) আগের জপটি করেন না।

ব্যাখ্যা— কৌত্স ১/২/১ সূত্রের ‘নমঃ প্রবক্ষ্যে-’ মন্ত্রটি জপ করেন না। ঐষ পেয়ে তিনি সরাসরি ‘ভূন্ ভুবঃ স্ব ইত্যেব’ বলে সামিধেনীর পাঠ শুরু করে দেন।

অথ সামিধেন্যঃ ॥ ৭ ॥

অনু.— এর পরে সামিধেনীগুলি (পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— অভিহিংকারের পরে সামিধেনী মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হয়। সেই মন্ত্রগুলি পরের সূত্রে বলা হচ্ছে। ঐ মন্ত্রগুলিই সাক্ষাৎ সামিধেনী মন্ত্র একথা বোঝাবার জন্যই এই সূত্রে ‘অথ’ শব্দ এবং ‘সামিধেন্যঃ’ পদটি উল্লেখ করা হয়েছে। এই

মন্ত্রগুলিই সাক্ষাৎ সামিধেনী বলে ‘তাঃ সামিধেন্যঃ’ (আ. ২/১৯/৭) স্থলে দর্শপূর্ণমাসের সামিধেনীগুলি বর্জন করা হলেও অভিহিংকার কিন্তু বাদ যাবে না।

প্র বো বাজা অভিধ্যাবোহয় আ রাহি বীতরে গৃণান ঈষ্টেহন্যো নমস্যন্তিরোহয়িং দূতং বৃশীমহে

সমিধ্যমানো অক্ষরে সমিদ্ধো অগ্ন আহতেতি হে ॥ ৮ ॥

অনু.— ‘প্র-’ (ঋ. ৩/২৭/১), ‘অগ্ন-’ (৬/১৬/১০-১২), ‘ঈষ্টে-’ (৩/২৭/১৩-১৫), ‘অয়িং-’ (১/১২/১), ‘সমিধ্য-’ (৩/২৭/৪), ‘সমিদ্ধো-’ (৫/২৮/৫, ৬) এই দুটি মন্ত্র।

ব্যাখ্যা— মোট এগারটি মন্ত্রের উল্লেখ এখানে করা হয়েছে। শা. ১/৪/৭-১৩ সূত্রে এই মন্ত্রগুলিই বিহিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে সামিধেনী সতেরটি হলে কেবল ‘সমিধ্য-’ মন্ত্রটি নয়, সম্পূর্ণ তৃচটিই (ঋ. ৩/২৭/৪-৬) পাঠ করতে হবে।

তা একশ্রুতি সন্ততম্ অনুব্রূয়াৎ ॥ ৯ ॥

অনু.— ঐগুলি একশ্রুতি (এবং) সন্তত (করে) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— ব্যাকরণে ‘যজ্ঞকর্মণ্য-’ (পা. ১/২/৩৪) সূত্রে একশ্রুতির বিধান থাকলেও ‘অবাহোপাংত’ (আ. ২/১৭/৪) ইত্যাদি স্থলে উপাংশধর্মী জপমন্ত্রের ক্ষেত্রেও যাতে একশ্রুতি হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এখানে এই একশ্রুতির বিধান।

উদাত্তানুদাত্তস্বরিতানাং পরঃ সমিকর্ষ একশ্রুতন্ত্যম্ ॥ ১০ ॥

অনু.— উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিতের নিবিড় সামিধ্য (-কে) একশ্রুত্যা (বলে)।

ব্যাখ্যা— উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিতের মধ্যে কোন ভেদ না রেখে অর্থাৎ উদাত্তকে উচ্চ, অনুদাত্তকে নিম্ন ও স্বরিতকে মধ্যম স্বরসঙ্কারে উচ্চারণ না করে তিনটিকে একই স্বরে পাঠ করাকে একশ্রুতি বলে। “একা শ্রুতির্ যস্য তদ্ ইদম্ একশ্রুতি। স্বরাণাম্ উদাত্তাদীনাম্ অবিভাগো ভেদতিরোধানম্ একশ্রুতিঃ” (পা. ১/২/৩৩— কাশিকা)। ‘ঐকস্বর্যম্ চ’— শা. ১/১/৩১।

স্বরাদিম্ ঋগন্তম্ ওকারং ত্রিমাত্রং মকারান্তং কৃৎসন্তস্য অর্ধর্চেষ্যেতৎ। তত্ সন্ততম্ ॥ ১১ ॥ [১০]

অনু.— মন্ত্রের স্বরবর্ণ দিয়ে শুরু (এমন) শেষ অংশকে তিন মাত্রার মকারান্ত ওকার (করে) পরবর্তী (মন্ত্রের) অর্ধমন্ত্রে থামবেন। তা (হল) সন্তত।

ব্যাখ্যা— প্রত্যেক মন্ত্রের যেটি ‘টি’ অংশ অর্থাৎ শেষ স্বরাদি অক্ষর বা শেষ Syllable তার স্থানে আড়াই মাত্রার ওকার এবং আধমাত্রার মকার (ত্রিমাত্রং মকারান্তং = মকারান্তং ত্রিমাত্রম্) উচ্চারণ করে না থেমে পরবর্তী মন্ত্রের (মন্ত্রটি বর্তমান মন্ত্রেরই পুনরাবৃত্তিও হতে পারে) প্রথম অর্ধাংশের শেষ পর্বন্ত একনিঃশ্বাসে পড়ে থামার নাম ‘সন্তত’। সিদ্ধান্তের মতে ওকারের তিন মাত্রা এবং মকারের আধমাত্রা, প্রণবের এই মোট সাড়ে তিন মাত্রা। নারায়ণের মতে কিন্তু “উকারোৎসর্গতীয়মাত্রো মকারোৎসর্গমাত্র ইতি ত্রিমাত্রং প্রণবস্য”— উকারের আড়াই মাত্রা, মকারের আধ মাত্রা এইভাবে প্রণবের মোট তিন মাত্রা। প্রসঙ্গত ‘প্রণবঃ টেঃ’ (পা. ৮/২/৮৯) সূ. ব্র.। আ. ১/২/১৪, ২৪ অনুসারে যাতে নিগদের শেষেও প্রণবের ব্যবহার না হয় তাই সূত্রে ‘ঋগন্তম্’ বলা হয়েছে। কোন ছন্দের মন্ত্রে কতগুলি অর্ধর্চ বা অর্ধমন্ত্র তার জন্য ঋ. প্রা. ১৮/৪৬-৫৭ সূ. ব্র.। সাধারণত স্বাধ্যায়কালে ত্রিপদা থেকে অষ্টপদা পর্যন্ত মন্ত্রে যথাক্রমে ২/১, ২/২, ২/২/১, ২/২/২, ৩/২/২, ৩/২/৩ এইভাবে সেই সেই পাদের পরে অর্থাৎ দু-টি পাদ ও একটু পাদ, দু-টি পাদ ও আবার দু-টি পাদ ইত্যাদি ক্রমে থামতে হয়। “বর্ত্য্যং ত্রির্ অবসোদ্ অর্ধর্চেষ্যেতৎ” (আ. ৫/১০/৮) সূত্রে একই মন্ত্রে দুই-এর বেশী অর্ধর্চ (= অর্ধমন্ত্র = মত্কার্ধ) বীকর করার বুঝতে হবে যে, এখানে অর্ধর্চ কালতে গাণিতিক বিভাগ অনুযায়ী অর্ধমন্ত্র হির করা হয় না, হয় শুধু-

শিখ্যের মধ্যে প্রচলিত পাঠ-প্রথাকে অনুসরণ করে। একটি মন্ত্রে তাই দু-টি নয়, তার বেশীও অর্থমাত্র থাকতে পারে এবং থাকেও। “উত্তমস্য চন্দ্রশোভমানস্যোৰ্দ্ধম্ আদিব্যক্তনাত্ স্থান ওল্লরঃ দ্বুতস্ ত্রিমাত্রঃ চন্দ্রঃ, মকারান্তো বা, তৎ শ্রব ইত্য্যচকতে তেনার্থচম্ উত্তরস্যাঃ সন্থান্নাবসতি পাদং বা তত্ সন্ততম্ ইত্য্যচকতে”— শা. ১/১/১৯-২১, ২৩।

এতদ্ অবসানম্ ॥ ১২॥ [১১]

অনু.— এই (হল) অবসান।

ব্যাখ্যা— এই যে, ‘অবসেত্’ পদের দ্বারা বিরতির বিধান করা হল, এরই নাম ‘অবসান’। সর্বত্র সূত্রে ধামার নির্দেশ থাকলে তবেই ধামতে হয়, নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী ধামলে অথবা গুরুর কাছে বেদ কঠঙ্ক করার সময়ে মন্ত্রে যেখানে যেখানে থামা হত যজ্ঞস্থলে সর্বদা ঠিক সেখানে ধামলে চলবে না। কেবল সামিথেনী ইত্যাদি মন্ত্রের ক্ষেত্রেই নয়, জপ প্রভৃতি মন্ত্রের ক্ষেত্রেও অব-√সো খাত্ত দ্বারা যদি বিরতির বিধান করা হয় তাহলে সেখানে ধামতে হবে। আগের সূত্র অনুযায়ীই পরবর্তী মন্ত্রের প্রথমার্ধের শেষে ধামতে হয় এ-কথা জানা গেলেও এই সূত্রে আবার সেখানে বিরতি-বিধানের উদ্দেশ্য হল, প্রথম মন্ত্রের (পুনরাবৃত্তির) প্রথমার্ধের শেষেও (তা বিহিত পরবর্তী মন্ত্র না হলেও) ধামতে হবে। সিদ্ধান্তীয় মতে এটি পরবর্তী সূত্রের সঙ্গেই যুক্ত এবং তাই অর্থ হচ্ছে— পরবর্তী মন্ত্রের প্রথম অর্ধাংশ পর্যন্ত একটি অবসান। আগের অবসান-ভাগ নির্ভুলভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকলে তবেই পরবর্তী অবসান-ভাগ আরম্ভ করবেন, অন্যথায় নয়। অবসান বিহিত হলে শ্বাস ত্যাগ করে সেখানে দম নিতে হয়। প্রসঙ্গত ২/১৭/৫ সূত্রের ব্যাখ্যা ম্র.। কেউ কেউ মনে করেন, প্রথম মন্ত্রের প্রথম আবৃত্তির প্রথমার্ধের শেষেও এবং জপ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও যাতে থামা হয় সেই উদ্দেশ্যেই এই সূত্রের অবতারণা।

উত্তরাদানম্ অবিপ্রমোহে ॥ ১৩॥ [১২]

অনু.— ক্রটি না হলে পরবর্তী (অংশ) গ্রহণ (করবেন)।

ব্যাখ্যা— বিপ্রমোহ = ক্রটি। যতটুকু অংশ সত্ত্ব করে অর্থাৎ একনিষ্ঠাধানে পাঠ করার কথা ততটুকু অংশ ক্রটিশূন্যভাবে পাঠ করা হলে তবেই পরবর্তী যে অংশটি (ইউনিট) একনিষ্ঠাধানে পাঠ করার কথা সেই অংশটি পাঠ করবেন। কোন ক্রটি হয়ে থাকলে কিন্তু যতক্ষণ না তা সংশোধন করে ক্রটিশূন্যভাবে পাঠ করা যায় ততক্ষণ একই অংশকে বারে বারে পাঠ করে যেতে হবে।

সমাপ্তৌ প্রশবেনাবসানম্ ॥ ১৪॥ [১৩]

অনু.— সমাপ্তিতে প্রশব দিয়ে বিরতি (ঘটবে)।

ব্যাখ্যা— সামিথেনী মন্ত্রগুলির পাঠ শেষ হলে অন্তিম মন্ত্রের পরে আর কোন স্বক্মম্ব না থাকলেও প্রশব পাঠ করতে হবে। প্রশব দিয়ে শেষ করার নির্দেশ না থাকলে কিন্তু কোথাও মন্ত্রপাঠ শেষ হলেও মন্ত্রের শেষে ‘ওম্’ উচ্চারণ করতে হবে না। সাধারণত এক মন্ত্রের সঙ্গে অপর মন্ত্রের সন্ধান বা সংযোগ ঘটাবার জন্যই প্রশব উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। এই জন্য ‘উত্তমেন পদেন..... উপসন্ততনুয়াত্’ (আ. ৫/৯/১৫), ‘অৰ্ধচিহ্নে সন্ধানঃ’ (আ. ৫/১৪/১৭) ইত্যাদি হলে বলা না থাকলেও প্রশব উচ্চারণ করেই সংযোগ ঘটাতে হবে। ‘অবসানে মকারান্তং সর্বৈগ্গণেশু সপূরোহনুবাচেষু’— শা. ১/১/২২।

চতুর্নামোহবসানে ॥ ১৫॥ [১৪]

অনু.— অবসানে (প্রশব হবে) চারমাত্রার।

ব্যাখ্যা— কোথাও প্রশব উচ্চারণের ক্ষেত্রে স্পষ্টিত ‘অবসেত্’ এই নির্দেশবশত ধামতে হলে সেই প্রশব হবে তিন মাত্রার নয়, চার মাত্রার। প্রসঙ্গত ২/১৭/৪ সূত্রের “সপ্রশবান্ সমানপ্রশবান্ ইত্যর্থঃ। প্রথমান্নাস্ তৃতীয়প্রশবেহবসানেহপি ত্রিমাত্র একেত্যর্থঃ”, ৪/৮/৫ সূত্রের “আসু সর্বৈ প্রশবান্ ত্রিমাত্রা এব অবসানবিধিতাবাত্। কন্ অত্রাবসানবসন্ অস্তি তচ্ চার্ষপ্রাপ্তম্”.

৮/২/২৪ সূত্রের “অগস্ত্যাত্ প্রণবস্য প্রাপ্তির্ অস্তি। অবসানবিধ্যভাবাহ চতুর্মাত্রতা নাস্তীতি সিদ্ধম্”, ৮/৩/১৯ সূত্রের “অত্র আখিকত্বাদ্ অবসানস্য ত্রিমাত্রা এব প্রণবা ভবেন্নঃ”, ৮/১৩/৮ সূত্রের “উক্তমে অর্ধর্থে যঃ প্রণবন্ তেন অবসানম্ অর্থাল্ লভ্যতে তেনাসৌ ত্রিমাত্র এব ভবতি” এই বৃত্তিবাক্যগুলি উল্লেখ্য। অবসান যদি শব্দ দ্বারা বিহিত না হয়ে অর্থগম্য হয়, তাহলে প্রণব হবে কিন্তু তিনমাত্রারই।

তস্যাত্তাপস্তি ॥ ১৬॥ [১৫]

অনু.— ঐ (ঐ প্রণবের) শেষ (বর্ণের বর্ণান্তর-) প্রাপ্তি (ঘটে)।

ব্যাখ্যা— ঐ প্রণবের শেষ বর্ণ যে মকার তার স্থানে অন্য বর্ণ উচ্চারণ করতে হয়। ১৭-১৯ সূ. দ্র।

স্পর্শেষু স্ববর্ণ্যম্ উক্তমম্ ॥ ১৭॥ [১৬]

অনু.— স্পর্শ (বর্ণ পরে) থাকলে প্রণব নিজবর্ণগত শেষ (বর্ণকে প্রাপ্ত হয়)।

ব্যাখ্যা— যদি প্রণবের পরে স্পর্শবর্ণ থাকে অর্থাৎ পরবর্তী মাত্রটি স্পর্শবর্ণ দিয়ে শুরু হয় তাহলে ঐ স্পর্শবর্ণটি যে বর্ণের অন্তর্গত, প্রণবের মকারের স্থানে সেই বর্ণের শেষ বর্ণ উচ্চারণ করতে হয় অর্থাৎ ক-বর্ণের কোন বর্ণ পরে থাকলে ক্, চ-বর্ণের কোন বর্ণ থাকলে চ্, ত-বর্ণের কোন বর্ণ থাকলে ত্ এবং প-বর্ণের কোন বর্ণ থাকলে প্ উচ্চারণ করতে হবে। যেমন— সমিক্কোতন্ তৎ মর্জয়ন্ত।

অস্ত্বাসু তাং তাম্ অনুনাসিকাম্ ॥ ১৮॥ [১৭]

অনু.— অস্ত্ব (বর্ণ পরে) থাকলে সেই সেই অনুনাসিক (বর্ণকে প্রাপ্ত হয়)।

ব্যাখ্যা— প্রণবের পরে অস্ত্ব বর্ণ থাকলে প্রণবের মকারের স্থানে আর একটি সেই অস্ত্ব বর্ণকেই অনুনাসিক করে উচ্চারণ করতে হয় অর্থাৎ য় পরে থাকলে য়্, ল্ থাকলে ল্, ব্ পরে থাকলে ব্ উচ্চারণ করতে হয়। যেমন— প্রচোপয়োর্ব্বা বাজী বাজেবু। প্রসঙ্গত ঋ. প্রা. ৪/৭ দ্র।

রেকোঋনুস্বারম্ ॥ ১৯॥ [১৮]

অনু.— রকার ও উষ্মবর্ণ থাকলে অনুস্বারকে (প্রাপ্ত হয়)।

ব্যাখ্যা— র্ অথবা শ্, ব্, স্, হ্ পরে থাকলে প্রণবের মকারের স্থানে ঙ্ হয়। যেমন সূত্রতোং সমিধ্যমানো অধ্বরে। ঋ. প্রা. ৪/১৫ দ্র।

ত্রিঃ প্রথমোক্তমে অদ্বাহাখ্যর্ধকারম্ ॥ ২০॥ [১৯]

অনু.— প্রথম এবং শেষ (মাত্র) দেড় দেড় করে তিন বার উচ্চারণ করবেন।

ব্যাখ্যা— অখ্যর্ধকারম্ = অখ্যর্ধ-√ক্ + গমূল (= অম্)। সামিধেনী মন্ত্রগুলির প্রথম ও শেষ মাত্রটিকে তিনবার করে পাঠ করবেন এবং প্রত্যেক দেড় অংশের পরে থামবেন। পরবর্তী দুটি সূ. দ্র।

অখ্যর্ধাম্ উক্তাবস্যেদ্ অখ ষে ॥ ২১॥ [২০]

অনু.— দেড়খানি (মাত্র) বলে থামবেন। তার পর দুটি মাত্র পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— অখ্যর্ধ = ‘অখ্যারক্তম্ অর্থং যন্নি..... সার্থম্ ইত্যর্থঃ’ (সি. কৌ. ১৬৯৩—বা. য.)। প্রথম মন্ত্রের তিনবার আবৃত্তির কোলায় প্রথমে দেড় অংশ পড়ে থামবেন, তার পরে দুটি মাত্র অর্থাৎ প্রথম মন্ত্রের বাকী দেড় অংশ এবং ‘অম্ আ রাহি—’ এই মূল দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রথম অর্ধাংশ একনিঃশ্বাসে পাঠ করবেন।

ষে প্রথমম্ উক্তমস্যাম্ অখাখ্যার্ম ॥ ২২ ॥ [২১]

অনু.— শেষ (মন্ত্রে) প্রথমে দুটি (মন্ত্র পাঠ করবেন), তার পরে দেড়খানি (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— সামিধেয়ী মন্ত্র পাঠ করার সময়ে ১১নং সূত্র অনুযায়ী প্রত্যেক মন্ত্রের প্রথমার্ধের শেষে থামতে হয়। শেষ মন্ত্রের আগের মন্ত্রে অর্ধাংশ মূল দশম মন্ত্রেও তাহলে প্রথম অর্ধাংশের শেষে থামতে হবে। তার পর ঐ দশম মন্ত্রের অবশিষ্ট অর্ধাংশ, শেষ (= মূল একাদশ) মন্ত্রের প্রথম আবৃত্তির সম্পূর্ণ এবং দ্বিতীয় আবৃত্তির প্রথম অর্ধাংশ এই মোট (১/২ + ১ + ১/২ =) দুটি মন্ত্র একনিঃশ্বাসে পাঠ করে তার পরে দ্বিতীয় আবৃত্তির দ্বিতীয় অর্ধাংশ এবং তৃতীয় আবৃত্তির সম্পূর্ণ মন্ত্র এই মোট (১/২ + ১ =) দেড়খানি মন্ত্র একনিঃশ্বাসে পাঠ করবেন। সূত্রে ‘অখাখ্যার্ম’ না বললেও চলত, তবুও তা বলার বুঝতে হবে অন্যত্রও স্পষ্টত কিছু বলা না থাকলে অবশিষ্ট অংশের অনুষ্ঠান স্বাভাবিকভাবেই হবে। ২/৮/৫ হলে তাই শেষ প্রবাজ ও অনুবাজের অনুষ্ঠান হবে দশপূর্ণমাসের মতোই।

তাঃ পঞ্চদশাভ্যন্ত্যভিঃ ॥ ২৩ ॥ [২২]

অনু.— ঐ (মূল এগারটি মন্ত্র) আবৃত্ত (মন্ত্রগুলির সঙ্গে সংখ্যায় মোট) পনের (হবে)।

ব্যাখ্যা— ‘প্র যো—’ ইত্যাদি এগারটি (৮নং সূ. স্র.) সামিধেয়ীমন্ত্রের মধ্যে প্রথম ও শেষ মন্ত্রটিকে তিনবার আবৃত্তি করলে মোট মন্ত্রের সংখ্যা দাঁড়াবে পনের। ৩টি প্রথম মন্ত্র + ৯টি মন্ত্র + ৩টি শেষ মন্ত্র = ১৫টি মন্ত্র। প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে প্রশব উচ্চারণের সময়ে অধবর্ষ্য অগ্নিতে একটি করে সমিধ নিক্ষেপ করেন— ‘প্রশবে প্রশবে সমিধম্ আদধাতি’ (আপ. শ্রৌ. ২/১২/৪)। যদিও কোথাও সামিধেয়ীতে পনের থেকে বেশী মন্ত্র পাঠ করতে হয় তাহলে সেখানে ‘খাখ্য’ নামে অভিরিক্ত মন্ত্রগুলিকে ‘সমিধ্য—’ মন্ত্রের ঠিক পরে পাঠ করতে হবে। ২০নং সূত্র থাকা সত্ত্বেও এখানে সূত্রে আবার ‘অভ্যন্ত্যভিঃ’ বলায় যেখানেই কোন সূত্রে পাঠ্য মন্ত্রের মোট সংখ্যা উদ্দেশ্য করে দেওয়া হবে সেখানেই মন্ত্রের পুনরাবৃত্তিকে ধরে ঐ বিশেষ সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে বলে বুঝতে হবে। যেমন ‘ত্বীনি—’ (আ. ৬/৬/১০)। অথবা এর তাৎপর্য হচ্ছে কোন-কিছু বিধানের ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি ঘটান পরে নয়, তার আগেই ঐ বিধিটি প্রযোজ্য বলে বুঝতে হবে। ‘সামিধেন্যাব্—’ (আ. ২/১/২৯), ‘একভূয়সীঃ—’ (আ. ৫/১৪/২২) ইত্যাদি হলে তাই ভাবী পুনরাবৃত্তিকে উপেক্ষা করেই বিহিত আবাপ ও নিবিশের স্থান আমাদের স্থির করতে হবে।

এতেন শত্ৰুৰাজ্যানিগদানুবচনান্তিষ্টবনসংস্তবনানি ॥ ২৪ ॥ [২৩]

অনু.— এই (নিয়মে) শত্রু, রাজ্য, নিগদ, অনুবচন, অতিষ্টবন এবং সংস্তবন (মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— সামিধেয়ীর ক্ষেত্রে জপ, অভিহিকার, প্রণবের মকারের পরিবর্তন এই বা বা হয়ে থাকে তা শত্রু, রাজ্য, নিগদ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। শত্রু প্রভৃতি চেনার সহজ উপায় হল সূত্রে $\sqrt{\text{শনস্}}$, $\sqrt{\text{যজ}}$, অনু- $\sqrt{\text{জ}}$, অভি- $\sqrt{\text{জ}}$, সম- $\sqrt{\text{জ}}$ ধাতুর প্ররোগ এবং নিগদশব্দের উদ্দেশ্য। বৃষ্টিভারের ‘শংসত্যানিচোদনাতাবেহপি ঐকজুভ্যং ভবতি’ (৫/১৩/২-না.) এই উক্তিটিও তার প্রমাণ। সূত্রে সরাসরি শত্রু, রাজ্য এবং অনুবাক্য শব্দের উদ্দেশ্য থেকেও শত্রু প্রভৃতিকে চেনা যায়। কখন কখন নিগদ মন্ত্রকে তার লক্ষণ থেকে চিনে নিতে হয়। যে গদ্য মন্ত্র কর্মকরণ নয়, অথচ উচ্চবয়ে পড়া হয় তাকে নিগদ বলে। ‘সংযাজ্যে অনিগদে’ (২/১৮/১০) সূত্রে বিষ্টকৃত রাজ্যের আগে নিগদমন্ত্রের পাঠ নিষিদ্ধ হয়েছে, কিন্তু নিষিদ্ধ ‘অরাটি জুবত্যাং হবিঃ’ অংশটি যে নিগদ তা ১/৬/৬-৮ সূত্রে স্পষ্টত বলা নেই। এ থেকে বোঝা যায় যে, নিগদকে কখনও কখনও তার চিহ্ন দেখেও চিনে নিতে হয়।

ন স্থন্যোখ্যার্বকারম্ ॥ ২৫ ॥ [২৪]

অনু.— অন্যত্র কিন্তু দেড় দেড় করে (পাঠ হবে) না।

ব্যাখ্যা— সামিধেয়ী ছাড়া শত্রু প্রভৃতি অন্য কোথাও কিন্তু ২০-২২ অনুযায়ী প্রথম এবং শেষ মন্ত্রকে দেড় দেড় করে পাঠ করতে নেই। ‘হু’ বাক্য প্রসঙ্গ থাকলেও অধ্যার্বকার করা চলাবে না, করলে প্রারম্ভিক করতে হবে।

ন জপঃ প্রাগ্ অভিহিকারাত্ ॥ ২৬॥ [২৪]

অনু.— (অন্য কোথাও) অভিহিকারের আগে জপ (হবে) না।

ব্যাখ্যা— সামিধেনী ছাড়া অন্য কোথাও ১নং সূত্রে উল্লিখিত ‘নমঃ প্রবক্তে—’ মন্ত্রটি জপ করতে হয় না। সূত্রে ‘অভিহিকারাত্’ না বলে শুধু ‘হিকারাত্’ বললে ১/২/৩ সূত্রের ক্ষেত্রে অষ্টীষ্ট সিদ্ধ হলেও কৌতুসের ক্ষেত্রে (৫নং সূ. দ্র.) ‘তুর্ভবঃ বঃ’ এই ব্যাহতি অংশটিও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তাই ‘অভিহিকারাত্’ বলা হয়েছে।

নাভিহিকারাত্যাসাব্ অবস্থানু প্রকৃত্যা ॥ ২৭॥ [২৪]

অনু.— স্বাভাবিকভাবে বহু নয় (এমন মন্ত্রে, শব্দ প্রভৃতিতে) অভিহিকার এবং পুনরাবৃত্তি (হবে) না।

ব্যাখ্যা— অভ্যাস = পুনরাবৃত্তি। স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ কোন বিকৃতি বা পরিবর্তন ঘটান আগে বিহিত মূল মন্ত্রের সংখ্যা যদি বহু না হয় তাহলে কিন্তু শব্দ প্রভৃতি হলে অভিহিকার এবং প্রথম ও শেষ মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি করতে নেই। যেমন আ. ৪/৮/২৭; ৫/৩/৬ হলে। ‘অন্যত্র’ (২৫নং সূত্রে) বলায় সামিধেণীর ক্ষেত্রে কিন্তু মন্ত্রের সংখ্যা স্বভাবত (আবৃত্তি ছাড়াই) বহু না থাকলেও অর্থাৎ এক বা দুই হলেও অভিহিকার এবং আবৃত্তি হতে কোন বাধা নেই। যেমন ‘উশন্ত—’ (আ. ২/১৯/৬)। তবে সেখানে পুনরাবৃত্তির পরে প্রথম ও শেষ মন্ত্রের আবার পুনরাবৃত্তি হবে না, কারণ সূত্রেই বলা হয়েছে ‘তাঃ সামিধেণ্যঃ’ অর্থাৎ ঐ একটি মন্ত্রকেই তিনবার পড়া হবে এবং ঐ তিনটি মন্ত্রই হবে সামিধেণী। যাজ্ঞা ও অনুবাক্য মন্ত্র কোথাও কোথাও এককমাত্র থাকে। যেমন— ২/১৯/২৬; ৪/৭/৫; ৫/৫/২, ৪ ইত্যাদি সূ. দ্র.। ‘প্রকৃত্যা’ বলায় ‘পরিকর্যণীয়াং ত্রিঃ’ (আ. ৫/৩/৬) হলে বিকৃতি বা পুনরাবৃত্তির ফলে মোট সংখ্যা তিন অর্থাৎ বহু হওয়ায় প্রথম ও শেষ মন্ত্রের আবার পুনরাবৃত্তি হবে না। শা. বলেছেন “ত্রিপ্রভৃতিত্বগুণেষু প্রথমোত্তময়োঃ ত্রিঃ বচনম্ অন্যত্র জপেভ্যঃ”— ১/১/১৮।

নাবচ্ছেদাদৌ ॥ ২৮॥ [২৫]

অনু.— (বিচ্ছিন্ন) মন্ত্রগুচ্ছের আরম্ভে (অভিহিকার এবং অভ্যাস হবে) না।

ব্যাখ্যা— শব্দ, যাজ্ঞা প্রভৃতির ক্ষেত্রে যদি কিছু মন্ত্র আগে পড়ে পরে অন্য কোন কাজ করে তার পরে আবার অবশিষ্ট মন্ত্রগুলি পাঠ করা হয়, তাহলে কিন্তু যে মন্ত্রগুলি পরে পাঠ করে হচ্ছে সেই বিচ্ছিন্ন মন্ত্রগুলি সংখ্যায় বহু হলেও ঐ বিচ্ছিন্ন মন্ত্রগুচ্ছের আরম্ভে অভিহিকার এবং ঐ গুচ্ছের প্রথম মন্ত্রের তিন বার আবৃত্তি হবে না। যেমন ঘর্মানুষ্ঠানে অস্তিত্ববনের উক্ত পটলের মন্ত্রগুচ্ছের মাঝে ৪/৭/৫ এবং ১৮নং সূত্র দ্বারা যাজ্ঞা এবং ভক্ষণ বিহিত হওয়ায় ঐ পটলের মন্ত্রগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বলে ৪/৭/১০ এবং ২১নং সূত্রে নির্দিষ্ট মন্ত্রের আগে অভিহিকার এবং প্রথম মন্ত্রের তিনবার আবৃত্তি হবে না। প্রম হতে পারে এখানে পূর্ব পটলের শেষ মন্ত্রের অথবা যাজ্ঞা এবং ঘর্মভক্ষণের পূর্ববর্তী মন্ত্রের অভ্যাস হতে পারে কি? না, তাও হবে না। মন্ত্রগুলি সমগ্র ‘অস্তিত্ববনের’ শেষ মন্ত্র নয় বলে সেগুলির তিনবার আবৃত্তি হতে পারে না। তাছাড়া ৪/৭/২২ সূত্রে সূত্রকার ‘পরিসংখ্যাত্’ শব্দ উল্লেখ করে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, প্রকরণের মন্ত্রগুলি দুই পটলে বিভক্ত হলেও এবং যাজ্ঞা ও ভক্ষণের দ্বারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও সমগ্র অস্তিত্ববনের শেষ মন্ত্র (২/১৬/৮ সূ. দ্র.) হচ্ছে ‘সুববসাদ্—’ এই মন্ত্রটি। ফলে অস্তিম মন্ত্রের যদি তিন বার আবৃত্তি করতে হয় তাহলে ঐ ‘সুববসাদ্—’ মন্ত্রের ক্ষেত্রেই তা করতে হবে। বৃত্তিকালের মতে শব্দ প্রভৃতির ক্ষেত্রে ‘সমাণ্য’, ‘অবসেপ্ত’ ‘আরম্ভে’ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা মাঝখানে বিরতি বিহিত হয়ে থাকলে ডাকে ‘অবচ্ছেদ’ বলা হয় এবং সেই সব স্থলে বিচ্ছিন্ন দ্বিতীয় ভাগের মন্ত্রগুলির আগে অভিহিকার এবং অভ্যাস হয় না। ৪/৭/৪ সূত্রে ‘সমাণ্য’ পদটি থাকায় অস্তিত্ববনে ‘ব্রাহ্ম’ এবং ‘শ্যেনো—’ মন্ত্রের (৪/৭/১০, ২১ সূ. দ্র.) অভ্যাস এবং তার আগে অভিহিকার তাই হবে না।

শব্দেযেব হোত্রকাশাম্ অভিহিকারাত্ ॥ ২৯॥ [২৬]

অনু.— শব্দেই হোত্রকদের অভিহিকার (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— হোত্রক = হোতা, উদ্‌গাতা, অধ্বৰ্যু ও ব্রাহ্মা ছাড়া অপর যে-কোন ঋত্বিক— ৫/৬/১৮ সূ. ব্র.। এদের মধ্যে মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছসৌ এবং অচ্ছবাকই যজ্ঞে শত্রু পাঠ করেন (৫/১০/১৪ সূ. ব্র.)। এই তিন হোত্রকের শুধু শত্রেই অভিহিংকার করার অধিকার, যাজ্ঞ্য-নিগদ প্রভৃতির ক্ষেত্রে তাঁদের এবং অন্যান্য হোত্রকদের সেই অধিকার নেই। ঋষেদীয় ঋত্বিকদের মধ্যে গ্রাবকৃত্ব নামে ঋত্বিক হোত্রক হলেও কোন যজ্ঞে তাঁর পাঠ্য কোন শত্রু না থাকায় তিনি তাই কখনই অভিহিংকার করার সুযোগ পান না। প্রথম জাগে, সূত্রে ‘এব’ শব্দটি না থাকলেও তো চলে। সূত্রে যে নির্দেশই দেওয়া হোক তা সূত্রে বিহিত হয়েছে বলেই তো অবশ্য পালনীয়, কোন অন্যথা তার করা চলবে না। তাহলে এখানে ‘এব’ বলার আর কি প্রয়োজন? এমন আশঙ্কা অমূলক যে, ‘এব’ না বললে সূত্রের অর্থ হবে— শত্রে হোত্রকরাই অভিহিংকার করবেন (হোতা নয়), কারণ নানা শত্রে মध्ये কেবল আজ্যশত্রেই ‘অনভিহিক্ত্য’ (৫/৯/১) সূত্রে হোতার অভিহিংকার নিষেধ করা হয়েছে। এই নিষেধ-সূত্রটি দিয়ে সূত্রকার এই আভাসই দিয়েছেন যে, হোতাকে সর্বত্র অভিহিংকার করতে হলেও কেবল আজ্যশত্রে তিনি তা করবেন না। আবার এমন আশঙ্কাও এখানে করা চলে না যে, ‘এব’ না থাকলে সূত্রের এই অর্থ হতে পারে, শত্রে হোত্রকদের অভিহিংকারই হবে (অভ্যাস হবে না), কারণ ‘পঞ্চ সপ্তদশে—’ (৭/৫/১১) সূত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, হোত্রকদের ক্ষেত্রেও শত্রে অভ্যাস (= পুনরাবৃত্তি) হয়ে থাকে। অভ্যাস যদি না হয় তাহলে শত্রে প্রকৃতিবাগ থেকে পাওয়া দশটি মত্রে এই ‘পঞ্চ-’ সূত্র অনুসারে পাঁচটি অতিরিক্ত মন্ত্র সংযোজিত করলেও সপ্তদশ স্তোত্রের সপ্তদশ সংখ্যাকে অতিক্রম করা যায় না (কারণ $১০ + ৫ = ১৫$)। যদি প্রথম ও শেষ মত্রে অভ্যাস করা হয় তাহলে অবশ্য অতিক্রম করা সম্ভব হবে (কারণ $৩ + ৮ + ৫ + ৩ = ১৯$) এবং এই সূত্রের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। এমন কথারও বলা যায় না যে, সূত্রে ‘এব’ না থাকলে আগের সূত্র থেকে ‘ন’ শব্দের অনুবৃত্তি এসে সূত্রের অব্যাহিত অর্থ দাঁড়াবে— শত্রে হোত্রকদের অভিহিংকার করতে হবে না। সত্যি যদি এখানে নিষেধ অভিপ্রের্ত হত তাহলে আগের চারটি সূত্রের মতো এই সূত্রেও সূত্রকার একটী ‘ন’ শব্দ প্রয়োগ করতেন। তাহলে কি সূত্রে ‘এব’ শব্দটি একান্তই অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয়? না। ‘এব’ না বললে সূত্রটির অর্থ নিয়ন্ত্রণমূলক (নিয়ম) না হয়ে নির্দেশমূলক (বিধি) হয়ে পড়বে এবং অর্থ দাঁড়াবে শত্রে সর্বত্রই হোত্রকদের অভিহিংকার করতে হয়। অভিহিংকার তাঁদের পক্ষে বাধ্যতামূলক হওয়ার ‘প্রাতঃ—’ (৬/১০/১২) এই নিষেধহলেও তাহলে তাঁদের তা করতে হত। কিন্তু তা মোটেই অভিপ্রের্ত নয়। এই অনিষ্ট যাতে না ঘটে তাই সূত্রে ‘এব’ শব্দ দ্বারা সূত্রকার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে বলতে চাইছেন যে, শত্রেই হোত্রকেরা অভিহিংকারের অধিকারী, অন্যত্র নয়। সিদ্ধান্তের মতে কেউ কেউ বলেন সূত্রে ‘এব’ শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে যারা শত্রুপাঠকারী হোত্রক তাঁরা কেবল শত্রেই অভিহিংকার করবেন, শত্রু ছাড়া অন্যত্র অভিহিংকার করবেন না, কিন্তু যে হোত্রক শত্রুপাঠী নন তাঁর কোথাও অভিহিংকারে কোন বাধা নেই এবং সেই কারণে গ্রাবকৃত্ব (৬/১০/১২ সূত্রের ক্ষেত্রে ছাড়া অন্যত্র) অভিষ্টবন মন্ত্রগুলির ক্ষেত্রে অভিহিংকার করতেই পারেন এবং ‘প্রাতঃ—’ (৬/১০/১২) সূত্রে এই বিশেষ অনুষ্ঠানের অভিষ্টবনে অভিহিংকারের নিষেধও এ-ক্ষেত্রে প্রমাণ; কিন্তু তিনি নিজে মনে করেন যে এই ব্যাখ্যা তেমন যুক্তিপূর্ণ নয়, ‘এব’ শব্দের তাৎপর্য আগে বেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাই ঠিক।

সামিধেনীনাম্ উক্তমেন প্রথবেনায়ে মর্হা অসি ব্রাহ্মণ ভারতেনি নিগদেহবসায় ॥ ৩০ ॥ [২৭]

অনু.— সামিধেনীগুলির শেষ প্রশ্নের সঙ্গে ‘অয়ে’ (মন্ত্র একসাথে পাঠ করে) এই নিগদে (মাঝখানে) থেমে (আবেগবরণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— পনেরটি সামিধেনী মত্রে শেষ মন্ত্রটির শেষে যে প্রশ্ন উত্থাপন করতে হয় (১৪নং সূ. ব্র.) সেই প্রশ্নে না থেমে তার সঙ্গে ‘অয়ে—’ ইত্যাদি নিগদ একসাথে জুড়ে নিয়ে পাঠ করে এই নিগদের মাঝে যে ‘ভারত’ পদটি আছে তার পরে থামতে হবে। এর পরে ১/৩/১ সূত্রে নির্দিষ্ট ঋবিবরণ কয়টি করে যাগের দেবতাদের নাম উল্লেখ করে করে আবাহন করতে হয়। কিন্তু যে বর্ণনাজ ঋবিসের বরণ করতে হবে, কোন কোন দেবতাদের আবাহন করতে হয় এবং কিস্তাবে করতে হয় তা পরবর্তী খণ্ডে বিবৃতিভাবে বলা হয়েছে। ব্র. বে. শা. ১/৪/১৪ সূত্রেও এই ‘অয়ে-’ মন্ত্রটি বিহিত হয়েছে।

তৃতীয় কণ্ডিকা (১/৩)

[প্রবরপাঠ, আবাহন, উপবেশন]

যজ্ঞমানস্যার্যেয়ান্ প্রবৃণীতে যাবন্তঃ স্যুঃ ॥ ১ ॥

অনু.— (বংশে মোট ঋষি) যতজন থাকতে পারেন যজ্ঞমানের (বংশের ঠিক ততজন) ঋষিকে বরণ করেন।

ব্যাখ্যা— পূর্ববর্তী সূত্রের নিগদের 'ভারত' অংশ পর্যন্ত পাঠ করে থেমে হোতা যজ্ঞমানের বংশে যতজন ঋষি জন্মেছেন ততজন ঋষির নাম সম্বোধনের একবচনে উল্লেখ করেন। কোন বংশের কে কে ঋষি তা ১২/১০-১৫ খণ্ডে বলা আছে। সূত্রে 'যাবন্তঃ' বলায় অন্য গ্রন্থে এক এবং চার জন ঋষির বরণ নিষিদ্ধ হলেও কোথাও আবার মাত্র তিন জনকে বরণ করতে বলা হয়ে থাকলেও সূত্রকারের মতে এখানে যার বংশে যত জন ঋষি আছেন তাঁদের প্রত্যেককেই বরণ করতে হবে এবং এই গ্রন্থের প্রবরণেও যাদের নাম উল্লেখ করা হয়নি, প্রয়োজনে সেই কালেয় প্রভৃতি ঋষিকেও বরণ করতে হবে। প্রসঙ্গত 'ত্রীন্ যথর্ষি মন্ত্রকৃতো বৃণীতে। অপি বৈকং বৌ ত্রীন্ পঞ্চ। ন চতুরো বৃণীতে, ন পঞ্চাতি প্রবৃণীতে' (আপ. শ্রী. ২/১৬/৬-৮) সূ. দ্র.। পদটির আর একটি তাৎপর্য এই যে, যিনি দ্ব্যমুখ্যায়ণ অর্থাৎ নিজ জননীতে অপর ব্যক্তি কর্তৃক উৎপাদিত বা দত্তক সন্তান তাঁর ক্ষেত্রে জন্মদাতা ও আশ্রয়দাতা দুই পিতৃবংশেরই সকল ঋষির নাম উল্লেখ করতে হবে।

পরং পরং প্রথমম্ ॥ ২ ॥

অনু.— উর্ধ্বতন উর্ধ্বতনকে প্রথমে (বরণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— হোতা প্রবরণপাঠের সময়ে যিনি যত প্রাচীন অর্থাৎ প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা এই ক্রমে ঋষিদের নাম উল্লেখ করবেন। দ্বাদশ অধ্যায়ে সূত্রকার অবশ্য সেই ক্রমেই ঋষিদের নাম উল্লেখ করেছেন। যজ্ঞে প্রবরণ পাঠ করা হয় যজ্ঞমানের গৃহস্থিত আহবানীয় অগ্নির সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে। আর্যেয়বরণ ও প্রবরণপাঠ একই কর্ম— 'আর্যেয়ঃ প্রবরণ ইতি পর্যায়ো' (১২/১০/১— না.)। "অমুতোহর্ষাঞ্চি যজ্ঞমানস্য ত্রীণ্যার্যেয়ান্যভিব্যাহৃত্য; যচ্ তু ষিগোত্রস্য"— শা. ১/৪/১৫।

পৌরোহিত্যান্ রাজবিশাম্ ॥ ৩ ॥

অনু.— রাজা এবং বৈশ্যদের (ক্ষেত্রে তাঁদের) পুরোহিত-সম্পর্কিত (ঋষিদের বরণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যজ্ঞমান যদি ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য হন তাহলে তাঁদের যিনি পুরোহিত সেই পুরোহিতের বংশের ঋষিদেরই বরণ করতে হয়। ১২/১৫/৭ সূ. দ্র.। 'রাজবিশোঃ' না বলে পদটিকে বহুবচনে উল্লেখ করায় অনুশোম বিবাহের ফলে উৎপন্ন বর্ণসঙ্কর যজ্ঞমানের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। "পুরোহিতপ্রবরণেণ ব্রাহ্মণস্য"— শা. ১/৪/১৭।

রাজর্ষীন্ বা রাজ্ঞাম্ ॥ ৪ ॥

অনু.— অথবা রাজাদের (ক্ষেত্রে) রাজর্ষিদের (বরণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যজ্ঞমান ক্ষত্রিয় হলে তাঁর পুরোহিতের বংশের ঋষিদের অথবা নিজ বংশের রাজর্ষিদের বরণ করতে হয়। যেমন— মানবেল গৌরারবস। ১২/১৫/৮ সূ. দ্র.।

সর্বেষাং মানবেতি সংশয়ে ॥ ৫ ॥

অনু.— সন্দেহ হলে সকলের (ক্ষেত্রে) মানব এই (শব্দটি উচ্চারণ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— যজ্ঞমান যে বর্ণের লোকই হন, ঋষিবরণের সময়ে যদি তাঁর বংশের কোন ঋষির নাম জানা না থাকে অথবা

ঐ সময়ে স্বরণে না আসে তাহলে হোতা সেই ঋষির নাম 'মানব' বলে উল্লেখ করবেন। মতান্তরে সংশয় না থাকলেও বিকল্প। "মানবেতি বা সর্বোহম"— শা. ১/৪/১৮।

দেবেজ্ঞো মষিক ঋষিষ্টতো বিপ্রানুমদিতঃ কবিশস্তো ব্রহ্মসংশিতো দ্বতাহবনঃ প্রদীর্ঘজ্ঞানাং
রথীরক্ষরাণামতুর্তো হোতা তুর্বির্হব্যবাজ্ ইত্যবসানাস্পাত্রং জুহুর্দেবানাং চমসো দেবপানোহরা ইবায়ৈ
নেমির্দেবান্ত্বং পরিভূরসি-আবহ দেবান্ যজমানান্নেতি প্রতিপদ্য দেবতা দ্বিতীয়য়া বিভক্ত্যাদেশম্ আদেশম্
আবহেত্যাবাহরত্যাদিৎ প্রাবরন্ ॥৬॥

অনু.— 'দেবেজ্ঞো হব্যবাজ্' (সূ.) এই (পর্যন্ত বলে) থেমে 'আস্পাত্রং যজমানায়' (সূ.) এই (অংশ) পাঠ করে (থেমে) দেবতাদের (নাম) দ্বিতীয়া বিভক্তি দিয়ে উল্লেখ করে করে 'আবহ' এই (শব্দের) প্রথম (স্বরকে) প্লুত করতে করতে আবাহন করবেন।

ব্যাখ্যা— 'অগ্নে মর্হা অসি সূযজ্ঞা যজ' (১/২/৩০; ১/৩/৬, ২২ সূ. ব্র.) একটি নিগদ। তার মধ্যে আগে 'ভারত' অংশ পর্যন্ত বলে থেমে যজ্ঞমানের বংশের ঋষিদের বরণ করা হয়েছে; বরণের পরে থেমে অসমাপ্ত নিগদের 'দেবেজ্ঞো হব্যবাজ্' (সূ.) পর্যন্ত অংশ পাঠ করে হোতা আবার থামবেন। তার পর 'আস্পাত্রং যজমানায়' পর্যন্ত অংশ পাঠ করে আবার থেমে যজ্ঞের বিশেষ বিশেষ দেবতাদের প্রত্যেকের নাম দ্বিতীয়া বিভক্তিতে উল্লেখ করে প্রত্যেকের নামের পরে 'আবহ' শব্দ উচ্চারণ করবেন। একে 'দেবতা-আবাহন' বলা হয়। 'কর্মণি দ্বিতীয়া' (পা. ২/৩/২) সূত্র থাকা সত্ত্বেও এবং ৮-১১ নং সূত্রে দেবতাদের নাম দ্বিতীয়া বিভক্তিতে উল্লেখ করা থাকলেও এই সূত্রে 'দ্বিতীয়য়া' বলায় বুঝতে হবে বিশেষ নির্দেশ না থাকলে সর্বত্র দ্বিতীয়া বিভক্তিতেই দেবতার নাম উল্লেখ করতে হয়। 'দেবতাম্ আদিশ্য-' (আ. ২/১৪/৩২) স্থলে তাই দ্বিতীয়াই হয়। আবাহন করা হয়ে থাকে যথাক্রমে আজ্যভাগ, প্রধানযোগ, প্রযাজ্ঞ-অনুযাজ (= আজ্যপ) ও ষিষ্টকৃত যাগের যারা দেবতা তাঁদের। এই আবাহন দাঁড়িয়েই করতে হয়— 'উপোঽস্থিত্যাবাহরেত্' (৩/১৩/২৩) এবং 'আবাহ্যোপবিশেত্' (৪/৮/৭) সূ. ব্র.। বর্তমান সূত্রে 'প্রতিপদ্য' শব্দটি থাকায় সিদ্ধান্তীয় মতে 'অগ্নে মর্হা অসি.... আবহ দেবান্ যজমানায়' পর্যন্ত অংশের (নারায়ণের মতে সম্ভবত শুধু 'আবহ দেবান্ যজমানায়' অংশের) পরিভাষিক নাম 'প্রতিপত্তি'। শিষ্টোক্তিতে অন্য 'প্রতিপত্তি' (২/১৯/৮ সূ. ব্র.) বিহিত হওয়ায় এই মন্ত্রটি সেখানে তাই বাদ যাবে। নিগদের মধ্যে 'দেবেজ্ঞো.... পরিভূরসি' অংশে মোট চৌদ্দটি নিবিদ পদ আছে। তার মধ্যে শেষ নিবিদের 'পরিভূরসি' পদের ইকারের সঙ্গে 'আবহ' পদের আকারের সন্ধি করে উচ্চারণ করতে হবে। 'আবহ দেবান্' (আ. ১/৩/৬) থেকে 'সূযজ্ঞা যজ' (আ. ১/৩/২২) পর্যন্ত অংশ হচ্ছে আবাহন-নিগদ। সূত্রে উল্লিখিত 'আবহ দেবান্', 'অগ্নিঃ হোত্রান্নাবহ' এবং 'আবহ জাতবেদঃ' স্থলে কোন দ্বুতি হবে না। আবাহনে 'আবহ' শব্দের প্রথম অক্ষরে যে দ্বুতি হয় তা ব্যাকরণগত 'ব্রহ্মিপ্রব্যাত্রৌষজ্জবৈবডাবহানাম্ আদেঃ' (পা. ৮/২/৯১) সূত্রেও বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সোমবাণে 'যজমানায়' পদটির আগে ৫/৩/৭ অনুসারে 'সূযতে' এই অতিরিক্ত একটি পদ উচ্চারণ করতে হয়। আবাহনে কোন ত্রুটি হলে যে প্রারম্ভিত করতে হয় তা ৩/১৩/২৩ সূত্রে বলা হবে। শাখ্যায়নের মতে এই নিগদের 'দ্বতাহবনঃ', 'হব্যবাজ্' এবং 'পরিভূরসি' পদের পরে এবং প্রত্যেক দেবতার আবাহনের পরে থামতে হয়— "দ্বতাহবন ইত্যবসান, হব্যবাজ্ ইত্যবসান, পরিভূরসীত্যবসান; ব্যবসন্ আবাহরতি দেবতাঃ প্রাবরেদ্ আকারম্"— শা. ১/৪/১৯-২২; ১/৫/১; ১/২/১।

অগ্ন আবহেতি তু প্রথমদেবতাম্ ॥৭॥

অনু.— প্রথম দেবতাকে কিন্তু 'অগ্ন আবহ' (বলে আবাহন করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রথম দেবতার আবাহনের বেলায় 'অগ্নিমাও বহ' না বলে 'অগ্নিমগ্ন আওবহ' বলতে হয়। বেসের 'অগ্নিম্ অগ্ন আবহ সোমম্ আবহ' (ভৈ. ব্রা. ৩/৫/৩/২) এই নির্দেশের মধ্যেও আমরা তার স্পষ্ট প্রমাণ পাই। সূত্রে 'প্রথম' শব্দে যজ্ঞে যাঁদের আবাহন করতে হয় তাঁদের মধ্যে বিনি প্রথম তাঁকে অর্থাৎ আজ্যভাগের দেবতা অগ্নিকে বুকান হয়েছে। পরের সূত্র থেকে তা আরও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। শা. ১/৫/১ অনুসারে প্রথমই বলতে হয় "আবহ দেবান্ যজমানায়"।

অগ্নিঃ সোমম্ ইত্যাজ্যভাগৌ ॥ ৮ ॥

অনু.— অগ্নিম্, সোমম্ এই (বলে) দুই আজ্যভাগ (দেবতাকে আবাহন করবেন)।

ব্যাখ্যা— আজ্যভাগৌ = দুই আজ্যভাগ, আজ্যভাগের দুই দেবতা। আজ্যভাগের দুই দেবতাকে যথাক্রমে ‘অগ্নিম্ অগ্ন আতবহ’ এবং ‘সোমম্ আতবহ’ বলে আবাহন করবেন। “অগ্নিম্ অগ্ন আবহ সোমম্ আবহে-তাজ্যভাগৌ”— শা. ১/৫/২।

অগ্নিম্ অগ্নীষোমাব্ ইতি পৌর্ণমাস্যাম্ ॥ ৯ ॥

অনু.— পৌর্ণমাস (যাগে প্রধানদেবতাদের) ‘অগ্নিম্’, ‘অগ্নীষোমৌ’, (বলে আবাহন করবেন)।

ব্যাখ্যা—পৌর্ণমাসে প্রধানযাগের দেবতাদের আবাহনের সময়ে বলতে হবে ‘অগ্নিমাও বহ’, অগ্নীষোমাবা ওবহ’।

অগ্নীষোমরোঃ স্থান ইন্দ্রাগ্নী অমাবস্যায়াম্ অসন্নয়তঃ ॥ ১০ ॥

অনু.— অমাবস্যা (যাগে যিনি) সন্নয়ন করেছেন না, তাঁর (যজ্ঞে) অগ্নি-সোমের স্থানে ‘ইন্দ্রাগ্নী’ (বলে আবাহন করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— দুধে দই মেশানকে বলে ‘সন্নয়ন’। এই মিশ্রিত দুধ ও দই দিয়ে যে আর্ঘতি দেওয়া হয় তাকে বলা হয় ‘সান্নায্য যাগ’। যিনি অমাবস্যাযাগে তা করেন না তিনি অ-সন্নয়ত বা অসন্নয়ন। তাঁর ক্ষেত্রে প্রধানদেবতার আবাহনে অগ্নি-সোমের স্থানে ইন্দ্র-অগ্নি দেবতার নাম উল্লেখ করে বলতে হবে ‘ইন্দ্রাগ্নী আ ওবহ’। সূত্রে ‘স্থান’ (= স্থানে) বলায় পৌর্ণমাসের অনুষ্ঠানপদ্ধতিই যে দর্শের অবলম্বন বা মূল কাঠামো (তন্ত্র) তা বোঝা যাচ্ছে। মনে হতে পারে পরবর্তী সূত্রে ‘সন্নয়তঃ’ বলা থাকায় এই সূত্রে ‘অসন্নয়তঃ’ পদটি না বললেই চলে। কিন্তু তাহলে সন্দেহ জাগতে পারে যে, এই সূত্রটি অমাবস্যা-সম্পর্কিত এবং পরবর্তী সূত্রটি দর্শ ও পূর্ণমাস দুই বাগেই প্রযোজ্য। সূত্রকার তাই এখানে অসন্নয়তঃ বলেছেন। পরবর্তী সূত্রটিও তাই দর্শেই প্রযোজ্য হবে। তবুও আবার সন্দেহ জাগে যে, পূর্ণমাসে তো কোথাও সান্নায্য আর্ঘতি দেওয়ার কোন বিধানই নেই। সেখানে তাই ইন্দ্র বা মহেন্দ্র দেবতা হবেন কেন? উত্তর এই— ‘সন্নয়তঃ’ মানে সান্নায্যযাগকারী যজমানের। কেবল দর্শে সন্নয়ন করলেও এবং পৌর্ণমাসে তা না করলেও তিনি সান্নায্যকারী তো বটেই। এই সান্নায্যকারীর ক্ষেত্রে পৌর্ণমাসেও যাতে ইন্দ্র = মহেন্দ্রের আবাহন এবং যাগ না হয় সেই উদ্দেশ্যে এখানে ‘অসন্নয়তঃ’ বলা হয়েছে।

ইন্দ্রঃ মহেন্দ্রঃ বা সন্নয়তঃ ॥ ১১ ॥

অনু.— সন্নয়নকারীর (যজ্ঞে) ‘ইন্দ্রম্’ অথবা ‘মহেন্দ্রম্’ (বলে আবাহন হবে)।

ব্যাখ্যা— দর্শে সান্নায্যযাগ করলে অগ্নি-সোমের স্থানে ইন্দ্র অথবা মহেন্দ্রকে আবাহন করবেন। প্রসঙ্গত ‘আয়েয়োঃষ্টাকপালোঃগ্নীষোমীর একাদশকপাল উপাংগুবাচ্চ চ পৌর্ণমাস্যং প্রধানানি, তদঙ্গম্ ইত্যে হোমাঃ, আয়েয়োঃষ্টাকপাল ঐন্দ্রাঃ একাদশকপালো দ্বাদশকপালো বাসাবাস্যায়াম্ অসোমযাজিনঃ, সান্নায্য দ্বিতীয়ং সোমযাজিনঃ, নাসোমযাজিনঃ ব্রাহ্মণস্যাগ্নীষোমীরঃ পুরোডাশো বিদ্যতে, নৈন্দ্রাঃ সন্নয়তো বর্গাবিশেষণ” (আপ. যজ্ঞ ২/৩০-৩৫) সূ. হ্র। “অগ্নিম্ আবহগ্নীষোমাব্ আবহ বিবুঃ গ্নীষোমাব্ আবহেন্দ্রাগ্নী আবহেন্দ্রম্ আবহ মহেন্দ্রঃ বা”— শা. ১/৫/৩।

অন্তরেণ হবিষী বিবুঃ উপাংগুতরেনিঃ ॥ ১২ ॥

অনু.— ঐতরেয়ীর দুই দেবতার মাঝে উপাংগু যেরে ‘বিবুঃ’ (বলে আবাহন করেন)।

ব্যাখ্যা— হবিঃ = আর্ঘতিদ্রব্য, প্রধান আর্ঘতিদ্রব্য। হবিষী = দুই প্রধান দেবতা, প্রধান আর্ঘতির দুই দেবতা। সূত্রকার ‘অগ্নীষোম—’ (২/১/৩২) সূত্রে দেবতার উদ্দেশ্যে ‘বৈবল্লিকনি’ এই ঋগ্বৈদিক পদটি প্রয়োগ করার সূচনা পাওয়া যাচ্ছে যে, ‘হবিঃ’ শব্দে প্রধানযাগের দেবতাকেই তিনি বুঝিয়ে থাকেন। প্রসঙ্গত ২/১১/৬ সূত্রও হ্র। ঐতরেয়শাখার ব্যক্তিকেরা পৌর্ণমাস

ও দর্শ দুই যাগেই প্রধান দেবতার আবাহনের সময়ে অগ্নি এবং অগ্নি-সোম (অথবা ইন্দ্র-অগ্নি, ইন্দ্র, বা মহেন্দ্র) এই দুই প্রধান দেবতার আবাহনের মাঝে বিষ্ণুকে উপাংশ স্বরে আবাহন করেন। তাঁদের তাহলে পৌর্ণমাসযোগে অগ্নি, বিষ্ণু (উপাংশ), অগ্নি-সোম এবং দর্শযোগে সান্নাধ্য না হলে অগ্নি, বিষ্ণু (উপাংশ), ইন্দ্র-অগ্নি, সান্নাধ্য হলে অগ্নি, বিষ্ণু (উপাংশ) এবং ইন্দ্র অথবা মহেন্দ্র প্রধানযোগের দেবতা। “অত্তরেণেতি মধ্যত ইত্যর্থঃ” এই বৃষ্টি (আ. ৫/২/৫-বৃষ্টি) এবং ৮/৭/১১ এবং ৯/২/২১ সূত্রের বৃষ্টিও ম্।

অগ্নীষোমীয়ং পৌর্ণমাস্যাং বৈষ্ণবম্ অমাবাস্যাম্ একে ॥ ১৩॥

অনু.— অন্যেরা পৌর্ণমাসযোগে অগ্নি-সোমকে (এবং) দর্শযোগে বিষ্ণুকে (উপাংশদেবতা-রূপে আবাহন করেন)।

ব্যাখ্যা— কেউ কেউ আবার দুই প্রধানযোগের মাঝে পৌর্ণমাসযোগে অগ্নি-সোম এবং দর্শযোগে বিষ্ণুদেবতার উদ্দেশে উপাংশ স্বরে আচ্ছতি সেন এবং সেই অনুযায়ী দেবতার আবাহন করেন। তাঁদের মতে পৌর্ণমাসযোগে প্রধান দেবতা অগ্নি, অগ্নি-সোম (উপাংশ), অগ্নি-সোম; দর্শযোগে সান্নাধ্য না হলে দেবতা অগ্নি, বিষ্ণু (উপাংশ), ইন্দ্র-অগ্নি; সান্নাধ্য হলে দেবতা অগ্নি, বিষ্ণু (উপাংশ) এবং ইন্দ্র বা মহেন্দ্র— বৌ. শ্রৌ. ২০/১৩; বা. শ্রৌ. ১/১/১/৬০; কা শ্রৌ. ৩/৩/২৩, ২৪ ম্।)। শাখ্যায়নের মতে পৌর্ণমাসে অগ্নি, অগ্নি-সোম, উপাংশ বিষ্ণু বা অগ্নি-সোম এবং দর্শে অগ্নি, ইন্দ্র-অগ্নি (সান্নাধ্যযাজীর ইন্দ্র বা মহেন্দ্র), উপাংশ বিষ্ণু বা অগ্নি-সোম (সান্নাধ্যযাজী না হলে উপাংশ বিষ্ণু) প্রধান দেবতা— ১/৩/১১-১৮ স্. ম্।

নৈকে ককন ॥ ১৪॥ [১৩]

অনু.— অপরেরা কাউকেই (আবাহন করেন) না।

ব্যাখ্যা— অপর কেউ কেউ পৌর্ণমাস এবং দর্শ দুই যাগেই কোন দেবতার উদ্দেশেই কোন উপাংশযোগ করেন না। তাঁদের মতে তাহলে দুই যাগের প্রধান দেবতা মোট দু-জন। ‘ককন’ বলার বুঝতে হবে শুধু আলোচ্য এই দুই দেবতারই নয়, অন্য গ্রন্থে প্রজ্ঞাপতি প্রভৃতি অন্য কোন দেবতার উদ্দেশে কোন উপাংশযোগ বিহিত হয়ে থাকলে তারও তাঁরা অনুষ্ঠান করেন না।

অন্যেযাম্ অগ্ন্যুপাংশুনাং আবহবাহ্নাষ্টিশ্রিরাধামানীদংহবির্মহোজ্যায়

ইতু্যটোঃ ॥ ১৫॥ [১৪]

অনু.— অন্য উপাংশ-দেবতাদেরও আবহ, বাহ্য, অগ্নাট, শ্রিয়া ধামানি, ইদং হবিঃ, মহো জ্যায়ঃ (এই পদগুলি) উচ্চ (স্বরে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— শুধু প্রধানযোগের উপাংশদেবতাদের ক্ষেত্রেই নয়, অঙ্গযোগের উপাংশদেবতাদের ক্ষেত্রেও আবাহন প্রভৃতি চারটি নিগদমন্ত্রে (আবাহনে, পঞ্চম প্রবাহে, বিটকৃতের যাচ্চার, সূক্তবাহকে) আবহ, বাহ্য ইত্যাদি শব্দ উচ্চস্বরে পাঠ করতে হবে। উচ্চ বলতে কিন্তু এখানে তারস্বরকে বোঝাচ্ছে না, বোঝাচ্ছে তন্ত্রস্বর অর্থাৎ ঐ সময়ে অন্যান্য মন্ত্রগুলি যে-স্বরে পাঠ্য সেই তাত্কারিক স্বর— ২/১৫/১৭ স্. ম্। কেন্ যাগে কেন্ কেন্ অংশ উপাংশ হয় তার জন্য ২/১৫/৩-১৮ স্. ম্। সূত্রে ‘উটোঃ’ শব্দটি একটি বিশেষ সংজ্ঞা বা নাম মাত্র। উপাংশতন্ত্র যাগও এই নিয়ম প্রযোজ্য।

বেংন্যে তদ্বচনাঃ পরোক্ষাস্ তান্ উপাংশুটোঃ বা ॥ ১৬॥ [১৫]

অনু.— অন্য যেগুলি তৎ-সম্পর্কিত পরোক্ষ (শব্দ) সেগুলি উপাংশ অথবা উচ্চ (স্বরে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— আবাহন, পঞ্চম প্রবাহ, বিটকৃত এবং সূক্তবাহকের নিগদমন্ত্রে আবহ, বাহ্য প্রভৃতি ঐ ছটি বিশেষ শব্দগুলি

ছাড়া উপাংশসেবতা-সম্পর্কিত অন্যান্য যে-সব পরোক্ষ শব্দ আছে সেগুলি উপাংশ অথবা উচ্চ (অর্থাৎ তন্ত্র) স্বরে পাঠ করবেন। ‘পরোক্ষ’ শব্দ বলতে বোঝায় অজ্ঞুত, অবীক্ষিত প্রভৃতি (আ. ১/৯/৫) সেই-সব ক্রিয়াপদ বা শব্দ যেগুলি যাগের সঙ্গে সাক্ষাৎ যুক্ত নয় বা স্বাধীন নয় অর্থাৎ সেবতার নাম (এবং অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য) ছাড়া অন্য যাবতীয় শব্দ। সিদ্ধান্তীয় মতে সূত্রে ‘অন্যে’ বলা থাকায় আবাহন প্রভৃতি চারটি নিগমের পরোক্ষ শব্দগুলি ছাড়া অন্যত্র এই নিয়ম চলে না। পশুযাগে ‘মেধপতি’ শব্দে এই বিকল্প তাই প্রযোজ্য নয়।

প্রত্যক্ষ উপাংশ ॥ ১৭॥ [১৬]

অনু.— প্রত্যক্ষ (শব্দকে) উপাংশ (স্বরে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— গ্রন্থাত্তরে ‘উপাংশ যট্‌বাম্’ ইত্যাদি বাক্যে কোন কোন যাগের উপাংশত্ব বিহিত হয়েছে। যাগের সঙ্গে বা সাক্ষাৎভাবে যুক্ত সেই সেবতার অর্থাৎ সেবতাবাচী শব্দের উপাংশত্ব হবে। যাগ হল সেবতার উদ্দেশ্যে আহুতিনিবেদন। দ্রব্যনিবেদন হচ্ছে ক্রিয়া এবং ক্রিয়া অমৃত পদার্থ। অমৃত পদার্থের উপাংশত্ব সম্ভব নয় বলে ‘আনর্থক্যাত্ তদঙ্গেষু’ অর্থাৎ প্রধানে যা অনর্থক বা অপ্রযোজ্য তা তার অঙ্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কলে প্রধান যে যাগক্রিয়া সেই যাগে উপাংশত্ব অসম্ভব বা অনর্থক বলে যাগের অঙ্গ বা শব্দের, বিশেষত যে সেবতা (= প্রত্যক্ষ শব্দ) তারই উপাংশত্ব হবে। এছাড়া উপাংশসেবতার সঙ্গে সম্পর্কিত ক্রিয়াবাচী এবং বিশেষণবাচী অন্যান্য শব্দ হচ্ছে পরোক্ষ। ঐ পরোক্ষ শব্দগুলির মধ্যে ‘আবহ’ প্রভৃতি শব্দ (১৫নং সূ.) গ্রন্থ, আগু, বহট্‌কার (আ. ২/১৫/১৩) এবং ‘হোতা যক্ষত্’ (আ. ৩/৮/২৬) তন্ত্রস্বরে, আদত্, ঘসত্ ও করত্ শব্দ (আ. ৩/৮/২৭) এবং সেবতার নাম, যাজ্ঞ্যানুবাক্য (১৭নং সূত্র) উপাংশ স্বরে এবং ‘অজ্ঞুত’ ইত্যাদি অন্যান্য ক্রিয়াবাচী শব্দ উপাংশ অথবা তন্ত্রস্বরে পাঠ করতে হয় (১৬নং সূত্র)। উচ্চস্বরে পাঠ্য আগু প্রভৃতির সঙ্গে যাজ্ঞ্য ও অনুবাক্যের কেবল প্রাণসঙ্গত (= শ্বাসের অবিচ্ছেদ) বিহিত হওয়ার (আ. ২/১৫/১৫-১৬) ঐ দুই মন্ত্র উপাংশ স্বরেই পাঠ করতে হবে। সিদ্ধান্তীয় মতে ‘প্রত্যক্ষ’ মানে পুরোডাশ প্রভৃতি দ্রব্য। হব্যদ্রব্যের উপাংশত্ব সম্ভব নয় বলে হব্যদ্রব্যের প্রদানের সঙ্গে যুক্ত অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্যমন্ত্রেরই উপাংশত্ব হবে। এই সূত্রটি না থাকলে কেবল সেবতার নামটিরই উপাংশত্ব হত। “সেবতানামধেয়ং চোপাংশ নিগমস্থানেষু”— শা. ১/১/৩৭।

প্রতিচোদনম্ আবাহনম্ ॥ ১৮॥ [১৭]

অনু.— প্রত্যেক সেবতার আবাহন (হবে)।

ব্যাখ্যা— চোদনা = বিধান, বিহিত সেবতা। যতগুলি সেবতা বিহিত হয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে পৃথক পৃথক এবং ধেমে ধেমে আবাহন করতে হয়। অর্থাৎ এক সেবতার আবাহন হয়ে গেলে ধেমে পরে অন্য সেবতার আবাহন করবেন। প্রত্যেক সেবতাকে আবাহন করে খামতে হয়— “ব্যবস্যান্ আবাহয়তি সেবতাঃ”— শা. ১/৪/২২।

সর্বা আদিশ্য সন্ধু একপ্রদানাঃ ॥ ১৯॥ [১৮]

অনু.— সমস্ত একপ্রদানা সেবতাকে উল্লেখ করে (পেবে) একবার মাত্র (‘আবহ’ শব্দ উচ্চারণ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— বহু আহুতিদ্রব্য একসাথে পাঠে নিয়ে একটিমাত্র যাজ্ঞ্যমন্ত্রে একাধিক সেবতার উদ্দেশ্যে একবার মাত্র দুগুণত আহুতি দেওয়া হলে ঐ সেবতাদের ‘একপ্রদানা’ বলা হয়। প্রসঙ্গত ২/১১/২, ১১ ইং সূ. দ্র.। ঐ একপ্রদানা সেবতাদের পৃথক পৃথক আবাহন না করে প্রত্যেকের নাম পর পর উল্লেখ করে সবপেবে একবার মাত্র ‘আবহ’ শব্দ বলতে হবে।

তথোক্তেষু নিগমেষেকাম্ ইব সঙ্করাঙ্ ॥ ২০॥ [১৯]

অনু.— তেমন (-ভাবে) পরবর্তী নিগমগুলিতে (-ও তাঁদের) একটি (সেবতার) মতো স্তুতি করবেন।

ব্যাখ্যা— নিগম = মন্ত্র, আবাহন প্রভৃতি মন্ত্রে সেবতার নামের উল্লেখ; “আবাহন উত্তম প্রযোজ্যে ষিষ্টকৃৎনিগমে সূক্তবাক্যে চোজ্যমানা সেবতা নিগচ্ছতি তন্মান্ নিগমস্থানানি”— শা. ১/১৬/১০। শুধু আবাহনেই নয়, পরবর্তী পঞ্চম প্রযোজ্য, ষিষ্টকৃত্ত এবং সূক্তবাক্যের নিগদমন্ত্রেও একপ্রদানা সেবতাদের একটি মাত্র সেবতার মতো গণ্য করবেন। একটি সেবতার ক্ষেত্রে যেমন একবার মাত্র আওবহ, বাহ্য, অয়াট্ প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করা হয়, তেমন একপ্রদানা সেবতাদের ক্ষেত্রেও তাঁদের সকলের নাম উল্লেখ করে একবার মাত্র আবহ, বাহ্য, অয়াট্ প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করতে হয়। ‘একাম্ ইব সংস্কারাত্’ বলার উদ্দেশ্য একপ্রদানা-সেবতাদের বেলায় বাহ্য, অয়াট্ ইত্যাদি শব্দ একবার মাত্রই বলতে হবে, নামের শেষেই যে ঐ শব্দগুলি উল্লেখ করতে হবে এমন নয়। পঞ্চম প্রযোজ্য এবং ষিষ্টকৃত্তে তাই বাহ্য এবং অয়াট্ শব্দ একপ্রদানা-সেবতাদের নামের শেষে নয়, আগেই উল্লেখ করা হয়ে থাকে। ‘তথা’ না বললে একপ্রদানাদের মধ্যে যে-কোন একজনের নাম উল্লেখ করলেই চলত। ‘তথা’ বলার আবাহনের মতো পরবর্তী নিগদগুলিতেও সকল একপ্রদানারই নাম উল্লেখ করতে হবে এবং ঐ ‘আবহ’ প্রভৃতি শব্দ একবারই উচ্চারণ করতে হবে।

সমানাং সেবতাং সমানার্থান্। অব্যবহিতাং সঙ্কন্ নিগমেব ॥ ২১ ॥ [২০-২১]

অনু.— নিগদগুলিতে সম-উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট অব্যবহিত অভিন্ন সেবতাকে (একবার মাত্র উল্লেখ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যদি সেবতা অভিন্ন অর্থার্থ একই হন এবং আবাহন প্রভৃতি চারটি নিগদের যে-কোনটিতেই তাঁর নাম আভ্যাত্যগ, প্রধানবাগ, আভ্যগ ও ষিষ্টকৃত্ত সেবতাদের নাম ঘোষণার সময়ে অব্যবহিত হয়ে পাশাপাশি বর্তমান থাকে এবং ঐ অনুষ্ঠানগুলিতে একই অভিপ্রায়ে তাঁকে লক্ষ্য করে আচ্ছতি নিবেদন করা হয়, তাহলে আবাহন, পঞ্চম প্রযোজ্য, ষিষ্টকৃত্ত ও সূক্তবাক্যের নিগদমন্ত্রে একবারই তাঁর নাম উল্লেখ করতে হবে, বারে বারে নয়। যেমন অংশগ্রহণ করলে যে বারুণী ইষ্টি করতে হয় সেই ইষ্টিতে ‘যাবতোহস্থান্ প্রতিগৃহীরাড্ তাবতো বারুণাণে চতুষ্কপালান্ নিরবপেদ্’ (তৈ. স. ২/৩/১২১) অনুসারে বরুণ সেবতার উদ্দেশ্যে একাধিকবার আচ্ছতি দিতে হলেও চারটি আচ্ছতিরই সেবতা অভিন্ন এবং আচ্ছতিদানের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যও অভিন্ন (= অংশগ্রহণ) হওয়ার আবাহন প্রভৃতি হলে প্রধান সেবতার নাম উল্লেখের সময়ে চারবার নয়, একবারমাত্র বরুণের নাম উল্লেখ করতে হবে। আবার পৌর্ণমাসবাগে ১৩নং সূত্র অনুযায়ী প্রধানবাগের সেবতা অগ্নি, অগ্নি-সোম (উপাংগু) এবং অগ্নি-সোম। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সেবতা অভিন্ন এবং অব্যবহিত হলেও প্রথম অগ্নি-সোমের স্বর উপাংগু (১৭নং সূ. দ্র.) এবং দ্বিতীয় অগ্নি-সোমের স্বর তদ্ব্যবহার বলে এবং তাঁদের উদ্দেশ্যে আচ্ছতিপ্রদানও পৃথক্ পৃথক্ করা হয় বলে দুই সেবতার উদ্দেশ্য অভিন্ন না হওয়ার আবাহন প্রভৃতি হলে একবার নয়, ঐ একই সেবতাকে পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ করতে হবে— ‘অগ্নীবোমাব্ (উপাংগু) আওবহ’ ‘অগ্নীবোমাব্ আওবহ’। অনুসঙ্গপভাবে দর্শবাগে একই তন্ত্রে অর্থার্থ যুগপৎ একই নিয়মের অধীনে যুগ্মভাবে আগ্রয়ণ ইষ্টিরও (আ. ২/৯ দ্র.) অনুষ্ঠান করা হলে যিনি সামান্যবাগ করছেন না এমন যজ্ঞমানের ক্ষেত্রে প্রধানবাগের সেবতা হবেন অগ্নি, উপাংগু সেবতা, ইন্দ্র-অগ্নি (এরা দর্শের সেবতা) এবং ইন্দ্র-অগ্নি (হিনি আগ্রয়ণের সেবতা)। এখানে শেষ দুই সেবতা অভিন্ন এবং অব্যবহিত হলেও দর্শপূর্ণমাসবাগের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বর্গলাভ এবং আগ্রয়ণের উদ্দেশ্য হচ্ছে নবাসের সংকার। উদ্দেশ্য তাই ভিন্ন হওয়ার আবাহন প্রভৃতি হলে দুই ইন্দ্র-অগ্নির উল্লেখ পৃথক্ পৃথক্ করতে হবে।

সেবতা এক হলেও কোথায় কোথায় ভিন্ন হয়ে যায় সে বিষয়ে একটি স্লোকও প্রচলিত আছে— “অর্থান্যাত্ম স্বরান্যাত্ম গুণরূপাণি সেবতা। অন্যয়া দ্ব্যভাবাত্ চ একা নানাত্ম ইচ্ছতি।” — উদ্দেশ্য অথবা স্বর ভিন্ন হওয়ার অথবা অন্য সেবতার সঙ্গে সমাসে আবদ্ধ না হয়ে পৃথক্ভাবে উল্লিখিত হওয়ার কারণে (যেমন অগ্নি, ইন্দ্র-অগ্নি) একই সেবতা ভিন্ন ভিন্ন রূপে গণ্য হন। এই রকম ‘কচ্ চতুষ্কামঃ স্যাত্ তন্মা এতাম্ ইষ্টিং নিরবপেদ্ অগ্নয়ে ভাজবতে পুরোভাশম্ অষ্টাকপালং পৌৰ্ণ চক্ৰম্ অগ্নয়ে ভাজবতে পুরোভাশম্ অষ্টাকপালম্’ (তৈ. স. ২/৩/৮/১; বৌ. শ্রৌ. ১৩/৩০) হলে প্রয়োজন দৃষ্টিপতিলাত এবং সেবতা ভাজবান্ অগ্নি এক বা অভিন্ন হলেও দুই ভাজবানের মাঝে সূর্যের নাম এসে পড়ায় (অগ্নি ভাজবান্, সূর্য, অগ্নি ভাজবান্) ব্যবধান ঘটেছে বলে আবাহন প্রভৃতি হলে দুই ভাজবানের একবার নয়, পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখই করতে হবে। এই সূত্রে আবার ‘নিগমেব’ বলার নিয়মটি আলোচ্য আবাহনের নিগমেও প্রযোজ্য বলে বুঝতে হবে।

ওষ্ঠহান্নাবাগিকাসু দেবী আজ্যপা আবহায়াং হোত্রায়াবহ স্বং মহিমানম্ আবহাবহ
জাতবেদঃ সূযজা যজ্ঞেতি ॥ ২২ ॥

অনু.— প্রধান দেবতার আবাহিত হলে (বলতে হবে) ‘দেবী—’ (সু.)।

ব্যাখ্যা— ওষ্ঠহ = ওঢ়া = আ-বহ্ + জ + ক্লিগ্‌সে টাপ (= আ) = আবাহিত। আবাগিকা = প্রধান দেবতা, আজ্যভাগ ও ষিষ্টকৃতের মধ্যবর্তী দেবতা— “অঙ্কুরোজ্যভাগৌ ষিষ্টকৃতং চ যদ্ ইজ্যতে তন্ আবাপ ইত্যচকতে, তত্ প্রধানম্”— শা. ১/১৬/৩। যজ্ঞের যেটি মূল কাঠামো তা বিকৃতিযোগেও মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে, পরিবর্তন ঘটে মূলত প্রধানযোগে। ঐ প্রধানযোগে নূতন দেবতাদের আবাপ (= নিকষ, প্রবেশ) এবং প্রকৃতিযোগের দেবতাদের উদ্ধার (= বর্জন) করা হয়। আবাপ করা হয় বল্যেই প্রধানযোগের দেবতাদের ‘আবাগিকা’ বলা হয়। প্রধানযোগের দেবতাদের আবাহন করা হয়ে গেলে প্রযাজ ও অনুযাজের দেবতাদের ‘দেবী আজ্যপা আবহ’ (মন্ত্রে নকারের স্থানে চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ লক্ষণীয়) এবং ষিষ্টকৃতের দেবতাকে ‘অয়াং হোত্রায়াবহ স্বং মহিমানাবহ’ মন্ত্রে আবাহন করবেন। যে যজ্ঞে প্রযাজ ও অনুযাজ বাদ যায় সেখানে তাঁদের সংশ্লিষ্ট আবাহনও বাদ যায়। ষিষ্টকৃতের আবাহনের পর ১/৩/৬ সূত্রে ‘আবহ দেবান্ যজ্ঞমানান্’ থেকে যে আবাহননিগদ শুরু হয়েছিল তা এখন ‘আবহ জাতবেদঃ সূযজা যজ্ঞ’ বলে শেষ করতে হবে। ৫/৩/১০ সূত্র অনুসারে সোমযোগে কিন্তু আজ্যপদেবতাদের আগে সবদেবতাদের আবাহন করতে হয়। শা. ১/৫/৪-৭ সূত্রেও ‘দেবী—’ মন্ত্রটিই বিহিত হয়েছে তবে সেখানে শেষ আবহ-শব্দের ‘আ’ এবং ‘সূযজা’ পদের পরে একটি করে ‘চ’ শব্দ আছে।

আবাহ্য যথাস্থিতম্ উর্ধ্বজানুর্ উপবিশ্যোদগ্বেদেদে ব্যাহ্য তৃপানি ভূমৌ প্রাদেশং কুর্ষতি ॥ ২৩ ॥ [২২]

অনু.— আবাহন করে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন (সেখানে) উবু হয়ে বসে বেদির উত্তর দিকে তৃণগুলিকে সরিয়ে দিয়ে মাটিতে বৃদ্ধাসুষ্ঠ ও তজ্জনী প্রসারিত করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রাদেশ = প্রসারিত অসুষ্ঠ ও তজ্জনী। আবাহন শেষ হলে বেদির যে উত্তর-পশ্চিম কোণে হোতা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে তিনি এখন উবু হয়ে বসে বেদির কিছু তৃণ উত্তর দিকে সরিয়ে সেই তৃণশূন্য স্থানে ডান হাতের অসুষ্ঠ ও তজ্জনী ছড়িয়ে রাখবেন। রাখার মন্ত্র পরের সূত্রে বলা হচ্ছে।

সিদ্ধান্তী এখানে প্রশ্ন তুলে বলেছেন— প্রাদেশস্থাপনের শেষে মন্ত্র অথবা মন্ত্রের শেষে প্রাদেশস্থাপন করা হবে? এ-বিষয়ে কেউ কেউ বলেন, যেহেতু প্রথমে কর্মই বিহিত হয়েছে, মন্ত্র বিহিত হয়েছে পরে তাই প্রথমে প্রাদেশস্থাপন করে পরে মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে। “উপবিশ্যোদগ্বেদেদে ব্যাহ্য তৃপানি ভূমৌ অধারভ্য জপতি”— শা. ১/৫/৮।

অদিতির্মাতাস্যান্তরিকায়্যা জেহতসীরিদমহময়িনা দেবেন দেবতয়া ত্রিবৃতা স্তোমেন রথন্তরেণ সান্না গায়ত্রেণ
হুদসায়িতোমেন যজ্ঞেন ববটকারেণ বজ্রেন বোহস্মান্ যেষ্টি স্বং চ বরং বিশ্বন্তং হসীতি ॥ ২৪ ॥ [২২]

অনু.— ‘অদিতি—’ (সু) এই (মন্ত্রে প্রাদেশ স্থাপন করবেন)।

ব্যাখ্যা— শা. ১/৫/৯ সূত্রে এই সময়ে “অস্ট্যে প্রতিষ্ঠায়ৈ—” মন্ত্রটি জপ করতে বলা হয়েছে।

আশ্রাবয়িষ্যন্তম্ অনুমন্ত্রয়েত্যাশ্রাবর যজ্ঞং দেবেষ্যশ্রাবর মাং মনুষ্যেবু কীর্তে
বশলে ব্রহ্মবর্চসায়ৈতি ॥ ২৫ ॥ [২৩]

অনু.— ভাবী আশ্রাবককারীকে ‘আশ্রাবয়—’ (সু.) মন্ত্রে অনুমন্ত্রণ করবেন।

ব্যাখ্যা— কিছু পরে অধ্বর্যু আশ্রাব করবেন (১/৪/১৩.সু. দ্র.)। সেই অধ্বর্যুকে হোতা এখন ‘আশ্রাবয়—’ এই মন্ত্রে অনুমন্ত্রণ করেন।

প্রবৃণানং দেব সবিতরোতং দ্বা বৃণতেহয়িং হোত্রায় সহ পিত্রা কৈধানরেন দ্যাভাপৃথিবী মাং
পাতামগ্নিহোতাংহং মানুষ ইতি ॥২৬॥ [২৩]

অনু.— প্রবরণকারীকে ‘দেব—’ (সু.) এই (মন্ত্রে) অনুমন্ত্রণ করবেন।

ব্যাখ্যা— আশ্রাবণের পর অধ্বৰ্যু ‘অগ্নিদেবা—’ ইত্যাদি মন্ত্রে যজমানের প্রবর পাঠ করেন এবং হোতাকে বরণ করেন (কা. শ্রৌ. ৩/২/৭, আপ. শ্রৌ. ২/১৬/৫-৭ ব্র.). সেই বরণের সময়ে হোতা অধ্বৰ্যুকে উক্ত মন্ত্রে অনুমন্ত্রণ করবেন। শা. ১/৬/২ অনুযায়ী অধ্বৰ্যুর কণ্ঠে ‘মানুষঃ’ পদটির উচ্চারিত হতে শুনে এবং শ্রবৃত হয়ে ‘দেব—’ মন্ত্রটি জপ করতে হয়; তা ছাড়া আশ্রাব্যনের মন্ত্রপাঠের সঙ্গে শাখায়নের পাঠে অনেক পার্থক্যও আছে।

মানুষ ইত্যধ্বৰ্যোঃ অশ্বোদায়ুবা স্বায়ুবোদোষধীনাং রসেনোত্পর্জন্যস্য
ধামভিরুদ্রাহামমৃতা অষিত্যত্তিষ্ঠেত ॥২৭॥ [২৩]

অনু.— অধ্বৰ্যুর কাছ থেকে ‘মানুষ’ এই (পদটি উচ্চারিত হতে শুনে) ‘উদায়ুবা—’ (সু.) মন্ত্রে উঠে দাঁড়াবেন।

ব্যাখ্যা— অধ্বৰ্যু হোতাকে ও যজমানের বংশের ঋষিদের বরণ করার পরে ‘ব্রহ্মধ্বা চ বক্ষদ্ ব্রাহ্মণা অস্য যজস্য প্রবিতারোহসৌ মানুষ’ মন্ত্র পাঠ করেন (কা. শ্রৌ. ৩/২/১৩ ব্র.). ঐ মন্ত্রের ‘মানুষঃ’ পদটি উচ্চারিত হতে শুনে হোতা যেখানে এতক্ষণ উবু হয়ে বসেছিলেন সেখানেই এখন উঠে দাঁড়াবেন।

যষ্টিশ্চাক্ষর্যো নবতিশ্চ পাশা অয়িং হোতারমত্তরা বিচুস্তাঃ।

সিনতি পাকমতিঃধীর এতীত্য়ত্থায় ॥২৮॥ [২৪]

অনু.— উঠে ‘যষ্টিশ্চা-’ (সু.) এই (মন্ত্রটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— হোতা উঠে দাঁড়িয়ে ‘যষ্টিশ্চা-’ মন্ত্র পাঠ করবেন। বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকায় এটি কমনিরপেক্ষ একটি সাধারণ ‘মন্ত্র’ মাত্র। যদি এটিও উত্থানের মন্ত্র হত, তাহলে আগের সূত্রের পরিবর্তে সূত্রকার এই সূত্রের শেষেই ‘উত্তিষ্ঠেত’ বলতেন। ঋগ্‌দ্ব্যমী অবশ্য এই মন্ত্রটিকে উত্থানের মন্ত্র বলেই মনে করেন। তাঁর মতে যদি এটি উত্থানের মন্ত্র না হয় তাহলে কর্মকরণ মন্ত্র নয় বলে মন্ত্রটিকে উপাংগু স্বরে পাঠ করাও যাবে না। অতএব এটি উত্থানেরই মন্ত্র। আগের মন্ত্রটি উত্থানের আগে এবং এই মন্ত্রটি উত্থানের পরে পাঠ করতে হয়। সিদ্ধান্তীর মতে ‘মন্ত্রাশ্ চ কর্মকরণাঃ’ সূত্রের ‘মন্ত্রাশ্ চ’ অংশকে ভিন্ন একটি সূত্র ধরে এই ‘মন্ত্রাশ্ চ’ উপাংগু পাঠ করতে কোন বাধা নেই। শা. ১/৬/৩ সূত্রে স্পর্শ করার পর মন্ত্রটি জপ করতে বলা হয়েছে।

ঋতস্য পহ্নামধেমি হোতেত্যভিক্রম্যাংসেধ্বৰ্যুম্ অধারভেত পার্শ্বেন পাবিনা ॥ ২৯॥ [২৫]

অনু.— ‘ঋতস্য—’ (সু.) এই মন্ত্রে এগিয়ে গিয়ে পার্শ্ব হাত দিয়ে অধ্বৰ্যুকে (তার ডান) কাঁধে স্পর্শ করবেন।

ব্যাখ্যা— অংস = বাহ ও জত্রর সংযোগস্থল, কাঁধের প্রান্তভাগ। অধ্বৰ্যুর ডান কাঁধ ৩১ নং সূত্রে উল্লিখিত মন্ত্রে ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করবেন। হাত তাঁর উঠবে না, নিজের দেহের কটিস্থান প্রায় স্পর্শ করে লম্বমান অবস্থাতেই থাকবে। হাতের তালুও থাকবে কটিরই অভিমুখী। হাতের ঊপরের অংশ দিয়ে অধ্বৰ্যুর কাঁধ স্পর্শ করবেন। শাখায়নের মতে অধ্বৰ্যুকে ডান হাতের এবং আয়ীত্রকে বাঁ হাতের প্রাদেশ দিয়ে ডান কাঁধে স্পর্শ করতে হয়। “উপোত্থার্যধ্বৰ্যোর্ দক্ষিণেন প্রাদেশেন দক্ষিণম্ অংসম্ অধারভ্য জপতি সবে্যনায়ীথো দক্ষিণম্”— শা. ১/৬/৩।

আয়ীত্রম্ অঙ্গদেশেন সবে্যন বা ॥ ৩০॥ [২৬]

অনু.— আয়ীত্রকে কটি দিয়ে অথবা (পার্শ্ব) বাঁ হাত দিয়ে (স্পর্শ করেন)।

ব্যাখ্যা— যদি হাত দিয়ে স্পর্শ করেন তাহলে লব্ধমান বাঁ হাত দিয়ে আলীঙ্গনের ডান কাঁধই তিনি স্পর্শ করবেন। বৃত্তির মতে অঙ্গ বলতে বোঝাচ্ছে উরু। বাঁ হাত দিয়ে আলীঙ্গকে স্পর্শ করায় বোঝা যাচ্ছে যে, দু-জনের যুগলং স্পর্শ করতে হয়। একই সময়ে দু-জনের স্পর্শ করা হচ্ছে বলে মন্তব্যটিও সিদ্ধান্তের মতে একবারই পাঠ করতে হবে। স্পর্শের মন্তব্য ৩১নং সূত্রে দ্র। কীথের মতে এই স্পর্শ নিঃসন্দেহে তাঁদের দু-জনের মধ্যে সৌহার্ষ্যের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য। (RPVU. Pg. 320, Reprint).

ইন্দ্রমদ্বারভামহে হোত্ববর্ষে পুরোহিতম্। যেনায়মুত্তমং স্বর্দেবা অজিরসো দিবম্ ইতি ॥ ৩১॥ [২৭]

অনু.— ‘ইন্দ্র—’ (সু.) এই (মন্ত্রে স্পর্শ করবেন)।

ব্যাখ্যা— মন্ত্রটি একবার পাঠ করলেই চলাবে, দু-জনের জন্য পৃথক্ পৃথক্ পাঠ করতে হবে না। মন্ত্রে উহ করারও কোন প্রয়োজন নেই। শা. ১/৬/৩ সূত্রে দেখা যাচ্ছে মন্ত্রটি দীর্ঘতর এবং স্পর্শের পরে পাঠ্য। হাত তুলে নেওয়ার মন্ত্রও সেখানে বিহিত হয়েছে ১/৬/৪ দ্র।

সংমার্গতৃণৈশ্চ ত্রিণ্ড অভ্যাস্ত্বং মুখং সংমুজীত সংমার্গোহসি সং মাং প্রজয়া পশুভির্মুড়ীতি ॥ ৩২॥ [২৮]

অনু.— সংমার্গতৃণ দিয়ে হৃদয়ের অভিমুখী (করে) মুখকে ‘সংমার্গো—’ (সু.) এই (মন্ত্রে) তিনবার মুছবেন।

ব্যাখ্যা— সংমার্গতৃণ = যে দড়ি দিয়ে যজ্ঞের কাঠগুলিকে বেঁধে মাঠ থেকে যজ্ঞভূমিতে নিয়ে আসা হয়েছে, বহুসংখ্যক তৃণ দিয়ে তৈরী সেই দড়ি। সূত্রে ‘তৃণৈঃ’ বলায় ঐ দড়ির গিট খুলে নিয়ে সেই বন্ধনহীন তৃণগুলি দিয়ে মুখ মুছতে হবে। মার্জনের সময়ে হাতের তালু থাকবে বুকের দিকে মুখ করে এবং মুখকে মার্জন করতে হবে উপর দিক থেকে নীচের দিকে। ১/৭/১ সূত্রেও ‘অভ্যাস্ত্বং’ বলা থাকায় সেখানেও হাতের তালুকে রাখতে হবে নিজের বুকের দিকেই মুখ করে।

সকন্ মন্ত্রেণ দ্বিস্ তুষ্কীম্ ॥ ৩৩॥ [২৯]

অনু.— একবার মন্ত্র দিয়ে (এবং) দু-বার নিঃশব্দে (মুখ মুছবেন)।

সর্বত্রৈবং কর্মাবৃত্তৌ ॥ ৩৪॥ [২৯]

অনু.— সর্বত্র কর্মের পুনরাবৃত্তিতে এইরকম (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— শুধু এখানেই নয়, সব-ক্ষেত্রেই কোন কাজ বারবার করতে হলে প্রথমবার মন্ত্রপাঠ করে এবং অন্যান্য বারে বিনা মন্ত্রে তা করতে হয়। যেমন আ. ২/৩/৭; ৪/৪/২ দ্র। এই সূত্র থাকা সত্ত্বেও ‘ত্রি—’ (২/৪/১৮, ১৯) সূত্রে প্রধানকর্ম একবার মন্ত্র পড়ে এবং দু-বার বিনা মন্ত্রে কাজ করার নির্দেশ দেওয়ায় বোঝা যাচ্ছে যে, আলোচ্য সূত্রটি গুণকর্ম বা সংস্কারকর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, মুখ্যকর্ম বা প্রধানকর্মের ক্ষেত্রে নয়। প্রধানকর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলে এই সূত্রটি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও ঐ সূত্রে ‘প্রথমাং সমস্তাম্’ (১৯) এই কথা বলার প্রয়োজন হত না। ‘ত্রিঃ—’ (২/৪/১২) সূত্রের প্রধানকর্মের ক্ষেত্রে বর্তমান সূত্র তাই প্রযোজ্য নয় বলেই সেখানে তিনবারই মন্ত্রপাঠ করতে হবে। এখানে দ্র. যে, যাগীয় দ্রব্য এবং দেবতার নিষ্পাদন অথবা সংস্কারের উদ্দেশ্যে যে কর্মগুলি বিহিত হয় সেই অবহনন, পেষণ, তক্ষণ, শ্রপণ, অনুবাক্যা, বাজ্যা প্রভৃতিকে ‘সংস্কার কর্ম’ বলে। এই কর্মের ফল প্রত্যক্ষগ্ৰাহ্য। দ্রব্যসৃষ্টি বা দ্রব্যের সংস্কারসাধনই এখানে প্রধান, ক্রিয়া অপ্রধান। এছাড়া অন্যান্য কর্মগুলি হচ্ছে প্রধানকর্ম কারণ সেখানে দ্রব্যসৃষ্টি বা দ্রব্যের সংস্কারসাধন প্রধান নয়, ক্রিয়াটি নিষ্পাদন করাই মুখ্য, ঐ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হলে প্রত্যক্ষ নয়, অদৃশ্য কোন ফল ফলবে। সেই অদৃশ্য পূণ্যের ফলে আবার স্বর্গ প্রভৃতি অতীত লাভ করা যাবে। যেমন— প্রযাজ, আজ্যভাগ ইত্যাদি। এগুলির ফল অদৃশ্য বা ভবিষ্য-লাভ্য। এখানে ক্রিয়াই প্রধান, দ্রব্য অপ্রধান। জৈমিনি তাই বলেছেন “তানি ধৈবং গুণপ্রধানভূতানি। বৈস্ তু দ্রব্যং ন চিকীর্ষ্যতে তানি প্রধানভূতানি দ্রব্যস্য গুণভূতত্বাৎ। বৈস্ তু দ্রব্যং চিকীর্ষ্যতে গুণস্ তত্র প্রতীকৃত্যে তস্য দ্রব্যশ্রদ্ধাৎ” (পৃ. শ্রী. ২/১/৬-৮)। দশদত্ত “অপি সংখ্যায়ুক্তচেষ্টাপৃথক্‌নিবর্তনানি এবং ‘অসম্প্রাপতিকর্মসু চ তদ্বৎ’ (আপ. বজ্র. ১/৪২, ৪৫) সূ. দ্র।

স্পৃষ্টোদকং হোতৃষদনম্ অভিমন্ত্রয়েতাং দৈবিস্বৈর্যোদতস্তিষ্ঠান্যস্য
সদনে সীদ যোহস্মাৎ পাকতর ইতি ॥৩৫॥ [৩০]

অনু.— জল স্পর্শ করে ‘অহে—’ (সু.) এই (মন্ত্রে) হোতৃষদনকে অভিমন্ত্রণ করবেন।

ব্যাখ্যা— হোতৃষদন = হোতৃষদন, বেদির উত্তর-পশ্চিম কোণে হোতার বসার স্থান, ‘বেদিশ্রোণ্যাং বহির্বেদি হোতৃষদনম্’ (আ. ৩/১/২৪-বৃষ্টি)। মুখ মুখে জল দিয়ে হাত ধুয়ে হোতা যেখানে বসবেন সেই আসনকে তিনি নিজে উদ্ধৃত মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ করবেন। অভিমন্ত্রণ শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সিদ্ধান্তী তাঁর ভাষ্যে বলেছেন, “অভিমৃশ্য মন্ত্রণম্ অভিমন্ত্রণম্ ইতি। কস্মাৎ? মন্ত্রাণৌ আলভ্য অভিমর্শনমন্ত্রস্য প্রবৃত্তির্ ভবতি। তস্যা জ্ঞাপকং শ্রুতৌ ‘আচ্য জানু-’ (ঐ. ব্রা.) ইতি বচনাৎ”— স্পর্শ করে মন্ত্র পাঠ করাকে অভিমন্ত্রণ বলে। মন্ত্রপাঠের শুরুতেই স্পর্শ করে পাঠ শুরু করা হয়। বেদের ‘আচ্য—’ এই বাক্যটিও এ-বিষয়ে সেই ইঙ্গিতই বহন করেছে। হোতৃষদনের পিছনে দাঁড়িয়ে পূর্বমুখ হয়ে অভিমন্ত্রণ করতে হবে।

অঙ্গুষ্ঠোপকনিষ্ঠিকাভ্যাং হোতৃষদনাৎ তৃণং প্রত্যগ্দক্ষিণা নিরসেন্ নিরস্তঃ পরাবসুর্ ইতি ॥৩৬॥ [৩১]

অনু.— অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দিয়ে হোতৃষদন থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ‘নিরস্তঃ—’ (সু.) এই (মন্ত্রে) একটি তৃণ ফেলে দেবেন।

ব্যাখ্যা— হোতৃষদন থেকে একটি তৃণ তুলে নিয়ে তা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ‘নিরস্তঃ—’ মন্ত্রে ফেলে দিতে হয়। আগের সূত্রে হোতৃষদনের কথা বলা থাকার সঙ্গেও এই সূত্রে আবার তা বলা হয়েছে এই অভিপ্রায়ে যে, এই যে তৃণনিক্ষেপ তার উদ্দেশ্য স্থানটির সংস্কার সাধন নয়, আসনেরই সংস্কারসাধন। সোমযাগে অপরাহ্নে প্রবর্গ্যের যখন পুনরনুষ্ঠান হয় তখন স্থান ঐ একই থাকলেও আসনটি আবার অন্য তৃণ দিয়ে প্রস্তুত করা হয় বলে সেখানে আবার তাই তৃণনিক্ষেপ ও সমস্তক উপবেশন করতে হবে। শা. ১/৬/৬ মতে একটি শুষ্ক তৃণ তুলে নিয়ে তৃণটির আগা ও গোড়া ভেঙ্গে নিতে হয়— “হোতৃষদনাৎ ছুত্বং তৃণম্ উভয়তঃ প্রতিচ্ছিদ্য দক্ষিণাপরম্, অবাস্তুরদেশং নিরস্য”। ‘নিরস্তঃ—’ মন্ত্রটি সেখানে একটু দীর্ঘ।

ইদমহমবাবসোঃ সদনে সীদামীত্ব্যপবিশেদ দক্ষিণোত্তরিলোপহেন ॥৩৭॥ [৩১]

অনু.— ‘ইদম—’ এই (মন্ত্রে) ডান পা উপরে রেখে কোল পেতে বসবেন।

ব্যাখ্যা— দক্ষিণোত্তরিলোপহেন = দক্ষিণ-উত্তরিণা + উপহেন। উপহ = কোল। আগের সূত্র অনুযায়ী হোতৃষদন থেকে তৃণ ফেলে দেওয়ার পরে হোতা ঐ স্থানে এমনভাবে কোল পেতে বসবেন যেন তাঁর ডান পা বাঁ উরুর উপরে থাকে। শা. মতে জল স্পর্শ করে একটি শুষ্ক তৃণ হোতৃষদনের উপরে উত্তরমুখ করে রেখে দক্ষিণোত্তরী-উপহ হয়ে এই মন্ত্রেই আসনে বসতে হয়। মন্ত্রে ‘সদনে’ পদের স্থানে সেখানে পাঠ হচ্ছে ‘সদসি’— ১/৬/৯, ১০ ব্র।

এতে নিরসনোপবেশনে সর্বাসিনেষু সর্বেষাম্ অহর-অহঃ প্রথমোপবেশনেহপি সমানে ॥৩৮॥ [৩২]

অনু.— সকল আসনে সকলের (কেট্রেই) প্রতিদিন প্রথম বসার সময়ে এবং একই (আসনে-)ও এই নিরসন ও উপবেশন (কর্তব্য)।

ব্যাখ্যা— ৩৬ নং সূত্রে যে মন্ত্রসমেত তৃণনিক্ষেপ এবং ৩৭নং সূত্রে যে মন্ত্রসমেত উপবেশন বা কোল পেতে বসার কথা বলা হয়েছে, তা শুধু হোতাকে হোতৃষদনে বসার সময়েই নয়, সব ঋত্বিক্কেই যে-কোন আসনেই প্রথমবার বসার সময়ে করতে হয়। বসার পরে ১/৪/৭ সূত্রে নির্দিষ্ট ‘দেব-’ মন্ত্রটি পাঠ করতে হয়। বহির্বর্ণবমান ত্রোত্রের জন্য চাট্‌খালে গিয়ে সমস্তক তৃণ নিক্ষেপ ও উপবেশন করার পরে প্রপাঙা ও ব্রহ্মাকে তাই সদোমণ্ডপে এসে প্রথমবার বসার সময়েও এই দুটি কাজ আবার করতে হয়। ‘অহর-অহঃ’ বলার যদি কোন বক্তৃতা থাকে তবে, তাহলেও আগের দিন যে-আসনে বসার সময়ে তৃণ নিক্ষেপ ও উপবেশন করা হয়েছে আজও সেই আসনে প্রথমবার বসার সময়ে তা আবার করতে হবে। যেমন সোমযাগের

আগের দিন যুগাঙ্কনের সময়ে নিরসন-উপবেশন হয়ে থাকলেও ঐ একই স্থানে একই আসনে 'উপবিশ্যা-' (৫/৩/৬) স্থলেও আবার তা করতে হয়। সূত্রে 'সর্বেষু' না বলে 'সবসিনেষু' বলায় যেখানে যেখানে আসন অর্থাৎ উপবেশন স্পষ্টত বিহিত হয়েছে শুধু সেখানেই তৃণ-নিষ্কেপ ও মন্ত্রসমেত উপবেশন করতে হবে, অন্যত্র নয়। ফলে 'চাত্বালে মার্জয়ন্তে' (৩/৫/১) স্থলে আসন সাক্ষাৎ বিহিত না হওয়ায় মার্জনের জন্য বসার প্রয়োজন পড়লেও তৃণনিষ্কেপ এবং মন্ত্রপাঠ ছাড়াই বসবেন। 'এতে' বলায় এই তৃণ-নিষ্কেপ ও উপবেশনের এক অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বা নিত্য সাহচর্য আছে বুঝতে হবে (৫/১২/৩, ৪)। এই কারণে কোথাও এই দুটি কাজের একটি যদি নিষিদ্ধ হয়, অপরটিও তাহলে সেখানে নিষিদ্ধ হয়েছে বলে বুঝতে হবে। যেমন 'অনিরস্য তৃণম্' (৪/৭/৪; ৫/১/২১) স্থলে তৃণনিষ্কেপ নিষিদ্ধ হওয়ায় সেখানে মন্ত্রসমেত উপবেশনও তাই বাদ যাবে। একই দিনে একই অনুষ্ঠানের যদি ভিন্ন সময়ে পুনরাবৃত্তি হয় তাহলে সেখানেও এই দুটি কাজ আবার করতে হয়। সোমযোগে অপরাহ্নের প্রবর্ণ্যে তাই আবার তৃণ-নিষ্কেপ ও মন্ত্রসমেত উপবেশন করতে হবে। সিদ্ধান্তীয় মতে অবশ্য তৃণনিষ্কেপ ও উপবেশন স্থানের নয়, আসনেরই সংস্কার বলে এবং অপরাহ্নে অধ্বর্যু নুতন আসন স্থাপন করেন বলেই প্রবর্ণ্যে এই নিরসন-উপবেশন আবার করতে হয়। দর্শপূর্ণমাসযোগের বৈশিষ্ট্যগুলি যে-সব যাগে অনুসরণ করা (অতিদেশ) হয় সেই ইষ্টিয়াগ, পশুযাগ এবং সোমযোগেই এই তৃণনিষ্কেপ এবং মন্ত্রসমেত উপবেশন করতে হয়। অগ্নিহোত্র প্রভৃতি স্থলে এই নিয়ম তাই প্রযোজ্য নয়। আরও দ্র. যে, তৃণ-নির্মিত আসনে বসার ক্ষেত্রেই এই নিয়ম, অন্য আসনের ক্ষেত্রে নয়। এই কারণে 'হিরণ্যকশিপা—' (৯/৩/৯, ১০) স্থলে আলোচ্য 'নিরসন-উপবেশন' হবে না। আর একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, কোথাও উপবেশন নিষিদ্ধ স্থলে বুঝতে হবে আলোচ্য মন্ত্রসমেত উপবেশনই সেখানে নিষিদ্ধ হয়েছে, 'অঙ্কধারণা চ' (১/১/৯) অনুযায়ী বিনা মন্ত্রে বসতে কিন্তু সেখানে কোন বাধা নেই।

দ্বিঃ ইতি গৌতমঃ ॥ ৩৯ ॥ [৩৩]

অনু.— গৌতম (বলেন এই দুই কাজ) দু-বার (করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— গৌতমের মতে কেবল প্রথমবার নয় একই আসনে দ্বিতীয়বার বসার সময়েও এই তৃণনিষ্কেপ এবং মন্ত্রসমেত উপবেশন করতে হয়। পরবর্তী চারটি সূত্রে 'দ্বিঃ' পদটি অনুবৃত্ত হয়েছে।

চতুর্থ কণ্ডিকা (১/৪)

[উপবেশন-সম্পর্কিত নিয়ম, শ্রুক-আদাপন]

ব্রহ্মোদনে প্রাশিষ্যমাণেঃপ্ৰাধ্যায়ে ব্রহ্মা ॥ ১ ॥

অনু.— অগ্ন্যাধেয় যাগে পরে ব্রহ্মোদন ভোজন করা হতে থাকলে ব্রহ্মা (আবার নিরসন-উপবেশন করবেন)।

ব্যাখ্যা— অগ্ন্যাধেয়ের আগের দিন অপরাহ্নে সমিৎ-আধানের ঠিক আগে গৃহ্যগ্নির অর্ধাংশ গার্হপত্য কুণ্ডের পিছনে এনে রেখে তাতে চার শরা চাল সিদ্ধ করা হয়। এই সিদ্ধ অন্নকে বলা হয় 'ব্রহ্মোদন'। ঐ পাকের অগ্নিতেই ব্রহ্মোদনের কিছু অন্ন আচ্ছতি দেওয়ার পর অধ্বর্যু, হোতা, ব্রহ্মা এবং আদীত্বকে অবশিষ্ট অন্নের বহলাংশ ভাগ করে খেতে দেওয়া হয়। অধ্বর্যু কর্তৃক তাঁর নিজের ভাগের অর্ধে আচ্ছা মিশিয়ে তিনটি সমিৎ দিয়ে তা বেঁটে দিয়ে ঐ অগ্নিতেই সেই সমিৎগুলি নিষ্কেপ করার পরে ব্রহ্মোদন ভক্ষণ করা হয়। অগ্ন্যাধেয়ে ঐ অন্ন ভক্ষণের সময়ে ব্রহ্মার নিজ আসনে আবার দ্বিতীয়বার বসার সময়েও তৃণ-নিষ্কেপ ও উপবেশন বিহিত হওয়ায় বোঝা যায় যে, তাকে ইষ্টি, পশু এবং সোমযোগ ছাড়া অন্যত্রও অর্থাৎ যেখানে দর্শপূর্ণমাসে বৈশিষ্ট্যের অতিদেশ হয় না সেখানেও আসনে বসার সময়ে এই দুটি কাজ অবশ্যই করতে হয়। 'অগ্ন্যাধেয়ে' বলায় অগ্ন্যধেয়ের ব্রহ্মোদনে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। 'ব্রহ্মা' পদটি পরবর্তী সূত্রে অনুবৃত্ত হয়েছে।

বহিঃপবমানাৎ প্রত্যোত্য সোমে ॥ ২ ॥

অনু.— সোমযোগে বহিঃপবমান থেকে ফিরে এসে (ব্রহ্মা আবার নিরসন ও উপবেশন করবেন)।

ব্যাখ্যা— সোমযোগে প্রাতঃসবনে বহিঃপবমান হোতারের জন্য উদ্গাতাদের সঙ্গে ব্রহ্মা চাহালে যান। যাওয়ার আগে তিনি আহবনীয়ের ডান দিকে বসে থাকেন। চাহাল থেকে ফিরে এসে তাঁকে আবার ঐ একই স্থানে (আসনে) ভূগনিক্বেপ ও মন্ত্রপাঠ করে উপবেশন করতে হয়। 'সোমে' বলায় শুধু 'অম্বাধের-' (কা. শ্রৌ. ২২/৭/২২) ব্রহ্মতি সূত্রে বিহিত অম্বাধের নামে বিশেষ সোমযোগে নয়, সকল সোমযোগেই এই নিয়ম পালন করতে হবে।

প্রসূপ্য হোতা ॥ ৩ ॥

অনু.— প্রসর্পণ করে হোতা (আবার ভূগনিক্বেপ ও উপবেশন করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রসর্পণ = গ্রহণ। বৃত্তিকার নারায়ণের মতে সূত্রটি হচ্ছে 'প্রসূপ্য হোতা' এবং সূত্রের অর্থ হল— সোমযোগের অন্তর্গত সর্বস্বীয় পণ্ডবাগের জন্য হোতা প্রথমে যে স্থানে বসেন, মার্জনের জন্য চাহালে গিয়ে ফিরে এসে উপস্থান করে আবার ঐ একই আসনে বসার সময়ে আর একবার তাঁকে ভূগনিক্বেপ এবং সমস্তক উপবেশন করতে হয়। 'হোতা' শব্দটির উল্লেখ করার বুঝতে হবে ব্রহ্মার প্রসঙ্গ শেষ হয়েছে। সিদ্ধান্তীর মতে সূত্রটি শুধুই 'প্রসূপ্য'। প্রসর্পণের পরে সকল ঋত্বিককেই নিরসন ও উপবেশন করতে হয়। কোন কারণে সদোমগুণ থেকে অন্য কাজের জন্য অন্যত্র চলে যেতে হলে আবার ঐ স্থানে (আ. ৫/৩/২২ হ.) ফিরে এলে আবার নিরসন-উপবেশন করতে হবে।

সুঙ্-আদাপনে পশৌ ॥ ৪ ॥

অনু.— পণ্ডবাগে সুঙ্-গ্রহণ করার সময়ে: (আবার নিরসন ও উপবেশন করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রবাজের জন্য অধ্বর্যুকে হাতে জুহু ও উপভূত নামে দুটি সুঙ্ (হোতা) গ্রহণ করতে হয়। হোতা অনুকূল মন্ত্র পাঠ করলে তবেই অধ্বর্যু ঐ দুটি সুঙ্ হাতে ধরেন। হোতা 'অগ্নিহোতা..... বৃত্তবতীম্ অধ্বর্যো মূচমাস্যস্ব—' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে অধ্বর্যুকে সুঙ্-গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেন। এই কর্মকে বলা হয় 'সুঙ্-আদাপন'। ইতিবাগে মোট পাঁচটি প্রবাজ এবং সেগুলির উপর্যুপরি অনুষ্ঠানই সেখানে হয়ে থাকে, তাই সুঙ্-আদাপনও হয় সেখানে একবারই। পণ্ডবাগে কিন্তু দশটি প্রবাজ হবার পরে মাঝে অন্য কর্ম করে তার পরে একাদশ অর্থাৎ অস্তিম প্রবাজের অনুষ্ঠান হয়। শেষ প্রবাজের আগে তাই আবার সুঙ্-আদাপনের প্রয়োজন। অন্য কর্মের জন্য অন্যত্র হোতা উঠে গিয়ে ঐ অস্তিম প্রবাজের জন্য আবার সুঙ্-আদাপনের সময়ে যখন পূর্ব আসনে ফিরে আসেন তখন তাঁকে আবার নিজ আসনে ভূগনিক্বেপ ও সমস্তক উপবেশন করতে হয়। কেউ কেউ এই সূত্রে ২নং সূত্র থেকে 'সোমে' পদটির অনুবৃদ্ধি এনে (জের টেনে) সর্বস্বীয় পণ্ডবাগের সুঙ্-আদাপনের ক্ষেত্রেই আলোচ্য নিয়মটি প্রযোজ্য বলে মনে করেন।

ন পত্নীসংবাজিকৈ ॥ ৫ ॥

অনু.— পত্নীসংবাজ-সম্পর্কিত (উপবেশনের সময়ে নিরসন ও উপবেশন হবে) না।

ব্যাখ্যা— পত্নীসংবাজের জন্য হোতাকে হোতৃবদন হোত্রে পার্শ্বভোজ কাছের আসনে বসতে হয়। যদিও ঐ স্থানে তিনি প্রথম বসছেন, তবুও তাঁকে সেখানে বসার সময়ে ১/৩/৩৮ সূত্র অনুযায়ী ভূগ-নিক্বেপ ও উপবেশন করতে হয় না।

মান্যত্র হোতুর্ হুতি কৌত্স ॥ ৬ ॥

অনু.— কৌত্স (বলেসন) হোতা ছাড়া অন্যত্র (নিরসন ও উপবেশন করতে হয়) না।

ব্যাখ্যা— কৌত্সের মতে হোতা ছাড়া অন্য কোন ঋত্বিককে কোথাও সমস্তক ভূগ-নিক্বেপ ও মন্ত্রসম্বন্ধে উপবেশন করতে হয় না। নিরসন ও উপবেশন হোতারই করণীয় কাজ, অন্যান্যের নয়— এই হল তার দৃঢ় অভিমত।

উপকিণ্য দেব বর্হিঃ স্বাস্থ্যং স্বাখ্যাসদেরম্ ইতি ॥ ৭॥

অনু.— (হোতা আসনে) বসে ‘সেব-’ (সু.) এই (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

অভিহিষ হোতাঃ প্রতরাং বর্হিষদ্ ভবেতি জানুশিরসা বর্হিন্ উপস্পৃশ্যাত উর্ধ্বং জপেত ॥ ৮॥

অনু.— ‘অভি—’ (সু.) মন্ত্রে হাঁটুর মাথা দিয়ে তৃণ স্পর্শ করে তার পরে জপ করবেন।

ব্যাখ্যা— হাঁটুর মাথা বলতে হাঁটুর সামনের প্রান্তকে বুঝতে হবে। কোন মন্ত্র জপ করবেন তা পরের সূত্রে বলা হচ্ছে। সূত্রে ‘অত উর্ধ্বং’ বলায় তৃণ স্পর্শ করা হলে তবে জপ করবেন, স্পর্শ করে থেকে জপ করবেন না। অন্যত্র কিন্তু ধাতুতে ‘ল্যপ্’ (= ১) প্রত্যয় থাকলে এবং ‘অত উর্ধ্বং’ বা এই ধরনের কোন নির্দেশ না থাকলে দুটি কাজ যুগপৎই করতে হবে। যেমন ‘অরণী সম্পৃশ্য মহয়েত্’ (৩/১০/৮) হলে অরস্পর্শের পরে মহন করলে চলাবে না; স্পর্শ এবং মহন এই দুটি কাজ একই সঙ্গে করতে হবে অর্থাৎ স্পর্শ করে থেকেই মহন করতে হবে। এই রকম ‘অভিমুশ্য বাচয়েত্’ (১/১১/৫) হলেও স্পর্শ করে থেকেই মন্ত্রপাঠ করাতে হয়। ‘পানীশ্চমসেধবধায়াগু’ (৬/১২/১১) হলেও তা-ই।

ভূপত্যে নমো ভুবনপত্যে নমো ভূতানাং পত্যে নমো ভূতয়ে নমঃ প্রাণং প্রপদ্যেৎপানং প্রপদ্যে ব্যানং
প্রপদ্যে বাচং প্রপদ্যে চক্ষুঃ প্রপদ্যে শ্রোত্রং প্রপদ্যে মনঃ প্রপদ্যে আত্মানং প্রপদ্যে গায়ত্রীং
প্রপদ্যে ত্রিষ্টুভং প্রপদ্যে জগতীং প্রপদ্যেহনুষ্টুভং প্রপদ্যে ছন্দাসি প্রপদ্যে সূর্যো
নো দিবস্পাত্ত্ব নমো মহম্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্যো বিধে দেবাঃ শাস্তন মা
যথোদারামি হোতা নিধদা যজীমাংস্বদদ্য বাচঃ প্রথমং মসীরেতি ॥ ৯॥

অনু.— (এই মন্ত্রগুলি জপ করবেন—) ‘ভূপত্যে—’ (সু.), ‘সূর্যো—’ (ঋ. ১০/১৫৮/১), ‘নমো—’ (১/২৭/১৩), ‘বিধে—’ (১০/৫২/১), ‘অরামি—’ (১০/৫৩/২), ‘তদদ্য—’ (১০/৫৩/৪)।

ব্যাখ্যা— জপ শেষ করতে হবে কাঠ জ্বলে-ওঠার সময়েই। শা. অনুসারে পূর্ব দিকে হাতদুটি ছড়িয়ে দিয়ে, ‘নমো দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং-’ মন্ত্র জপ করে উত্তর দিকে এগিয়ে এসে ‘এব বাম্ আবঃশঃ’ বলে এই সূত্রে নির্দিষ্ট ‘বিধে-’, ‘তদদ্য-’, ‘নমো-’ মন্ত্র জপ করেন— ১/৬/১০-১৩।

সমাপ্য প্রদীপ্ত ইম্মে ব্রূচাব্ আদাপয়েন্ নিগদেন ॥ ১০॥ [৯]

অনু.— (জপ) শেষ করে যজ্ঞকাষ্ঠ প্রজ্জ্বলিত হলে (পরবর্তী সূত্রে উল্লিখিত) নিগদ দিয়ে (অধ্বর্ব্যুকে) দুটি ব্রুক্ নেওয়াবেন।

ব্যাখ্যা— ব্রূচো = ব্রু ও উপভূত্ নামে দুটি হাত। ৯নং সূত্রের জপটি শেষ করে সন্নিধেবীর সময়ে আহবনীয় অগ্নিতে যে কাঠগুলি দেওয়া হয়েছিল সেই কাঠগুলি বেশ ভালমত জ্বলে ওঠার পরে ১১নং ও ১২নং সূত্রের নিগদমন্ত্রটি হোতা পাঠ করবেন। ঐ নিগদ-মন্ত্রের ‘ব্রূতবতী’ শব্দটি শুনে অধ্বর্ব্ প্রযাজের অনুষ্ঠানের জন্য ব্রু ও উপভূত্ হাতে নিয়ে বেদির ডান দিকে চলে যান (আপ. শ্রৌ. ২/৫/১৭/১ ব্র.)। ‘সমাপ্য’ বলায় জপের পরে বিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ নিগদটি শুরু করতে হবে। জপ শেষ করে ইম্ম প্রদীপ্ত হওয়ার অপেক্ষার থাকলে চলাবে না। ইম্মপ্রজ্জ্বলন শুরু হওয়ার সময়েই তাই ‘ভূপত্যে-’ মন্ত্রটির পাঠ শুরু করা উচিত, জপ শেষ হবে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠলে। ব্রুক্ গ্রহণ করার (আ - √দা + পিচ্ + অন) মন্ত্র বলে নিগদটিকে ‘ব্রুক্-আদাপনেন’ নিগদ বলা হয়। প্রযাজের জন্য ব্রুক্ নেওয়ার সময়েই এই নিগদ পাঠ করতে হয়, অন্যত্র নয়। পশ্চ্যাঙ্গে শেষ প্রযাজটি কিছু পরে অনুষ্ঠিত হয় বলে সেখানে তাই আর একবার এই নিগদটি পাঠ করতে হয়।

অগ্নিহোতা বেকুর্যেহোত্রং বেকু প্রাবিত্রং সাধু তে বজ্রমান সেবতা বো অগ্নিম্ ইত্যবসার
হোতারমবৃথা ইতি জপেতু ॥ ১১॥ [১০]

অনু.— (ব্রুক্-আদাপনের জন্য) ‘অগ্নি... অগ্নিম্’ (সু.) এই (পর্বত বলে) থেকে ‘হোতারম্—’ (সু.) এই (মন্ত্র) জপ করবেন।

ব্যাখ্যা—‘অগ্নিহোতা’—এই নিগদমন্ত্রটি শেষ হয়েছে পরবর্তী সূত্রে উল্লিখিত ‘যজাম যজিরান্’ অংশে। নিগদের ‘অগ্নিম্’ পর্যন্ত অংশ বলে খেমে ‘হোতারম্ অবুধ্যাঃ’ অংশটি জপ করবেন। নিগদের অংশ হলেও ‘জপেত্’ বলায় এই অংশটি উপাংগ হয়েই পাঠ করতে হবে। পরবর্তী সূত্রে ‘অথ’ বলায় জপের শেষেও থামতে হবে। ‘বেতু’ স্থানে পাঠান্তর ‘বেতু’। শা. ১/৬/১৪-১৫ অনুসারে ‘সেবতা’ পদটির পরে থামতে হয় এবং ‘যোঃগ্নিঃ হোতারম্-’ মন্ত্রটি উপাংগ পাঠ করতে হয়।

অথ সমাপয়েদ্ যুতবতীমক্ষর্যো ব্রুতমাস্যস্ব সেবযুবং বিশ্ববারে ঈচ্ছামহৈ দেবী ঈষ্টেহন্যান্ নমস্যাম নমস্যান্
যজাম যজিরান্ ইতি ॥ ১২॥ [১১]

অনু.—এর পর ‘যুত-’ (সু.) এই (মন্ত্রটি বলে নিগদ) শেষ করবেন।

ব্যাখ্যা—জপের পরে ‘যুত-’ অংশটি বলে নিগদমন্ত্রের পাঠ শেষ করবেন। ‘নিগদ’ বলায় এটি কর্মকরণ মন্ত্র হলেও উপাংগ পাঠ করা চলেবে না, করতে হবে স্বাভাবিক রূপে। ‘অথ সমাপয়েদ্’ বলায় উদ্দেশ্য হচ্ছে, মন্ত্রটি স্বতন্ত্র কোন মন্ত্র নয়, আগের সূত্রে উল্লিখিত নিগদেরই শেবাংশ। তাই ‘হোতারম্ অবুধ্যাঃ’ অংশ পর্যন্ত পাঠ করার পরে নয়, নিগদের অবশিষ্ট অংশের ‘যুতবতীম্’ পদের উচ্চারণের পরে অধ্বর্যুকে বুক নিতে হয়। শা. ১/৬/১৬ সূত্রেও এই মন্ত্রই বিহিত হয়েছে।

সমাশ্বেৎগ্নিন্ নিগদেৎক্ষর্যুর্ন আশ্রাবয়তি ॥ ১৩॥ [১২]

অনু.—এই নিগদটি শেষ হলে অধ্বর্যু আশ্রাবণ করান।

ব্যাখ্যা—আশ্রাবণ = আত শ্রাও বয়, ওত শ্রাও বয়, শ্রাও বয় অথবা ওতম্ আত শ্রাওবয় (আপ. শ্রৌ. ২/১৫/৩ ব্র.)। বৃত্তিকারের মতে সূত্রে ‘সমাশ্বেৎ’ বলায় আশ্রাবণ আগে হয়ে গেলেও নিগদ শেষ না হলে প্রত্যাশ্রাবণ করা চলেবে না। সিদ্ধান্তী বলেছেন, ‘অগ্নিন্ নিগদেৎ’ বলায় বুঝতে হবে এই নিগদ ছাড়া অন্য নিগদও আছে। পরবর্তী সূত্রের ‘অন্ত শ্রৌবট্’ মন্ত্রটি তাই ঋক্সংহিতার ১/১৩৯ সূক্ত নয়, আর একটি ভিন্ন নিগদমন্ত্রই। এই নিগদ শেষ হলে অধ্বর্যু আশ্রাবণই করবেন, বুক নেবেন না। বুক নিতে হবে নিগদের মাঝেই ‘যুতবতীম্’ অংশটি পাঠ করার সময়েই।

প্রত্যাশ্রাবয়েদ্ আগ্নীত্র উত্করদেশে তিষ্ঠন্ স্ব্যম্ ইয়সমহনানীত্যাদার দক্ষিণামুখ ইতি শাট্টায়নকম্ অন্ত
শ্রৌতবট্ ইত্যৌকারং প্রাবয়ন্ ॥ ১৪॥ [১৩]

অনু.—উত্কর অঞ্চলে দাঁড়িয়ে থেকে স্ব্য (এবং) ইয়সমহন (হাতে) নিয়ে, শাট্টায়নমতে ডান দিকে মুখ করে, আগ্নীত্র ‘অন্ত শ্রৌবট্’ এই (বাক্যে) ঐকারকে গুত করতে করতে প্রত্যাশ্রাবণ করবেন।

ব্যাখ্যা—ইয়সমহন = মাঠ থেকে যে দড়ি দিয়ে (ইয় =) বজের কর্ঠ বেঁধে যজ্ঞস্থলে আনা হয়েছে তুণের তৈরী সেই দড়ি। স্ব্য = কাঠের খড়্গ। অধ্বর্যু আশ্রাবণ করলে আগ্নীত্র নামে ঋক্‌ই এই প্রত্যাশ্রাবণ-মন্ত্রটি পাঠ করেন। ১/১/৮ সূত্র অনুসারে পূবাতিমুখী হয়ে এই প্রত্যাশ্রাবণ কর্তব্য। শাট্টায়নের মতে অবশ্য ডান দিকে মুখ করেই তা করতে হয়। আপত্ত্যম্ব বলেছেন—‘অন্ত শ্রৌবতিত্যাগ্নীত্রোৎপরেণোত্করং দক্ষিণামুখং তিষ্ঠন্ স্ব্যং সমার্গাণ্ চ ধারয়ন্ প্রত্যাশ্রাবয়তি’ (আপ. শ্রৌ. ২/৪/১৫/৪ ব্র.)। উদ্দেশ্য যে, এই প্রত্যাশ্রাবণ বাক্যটির সন্ধান ঋক্সংহিতারও পাওয়া যায় (১/১৩৯/১)। সূত্রে শাট্টায়নের নাম যে উদ্দেশ্য করা হয়েছে তা নিজ মতের সমর্থনে বা তাঁর মতের বা নামের প্রতি বিশেষ স্বাক্ষরনিবেদন ও সমাদর-প্রকাশের জন্য নয়, আচারের বিকলতা বুঝাবার জন্যই। প্রত্যাশ্রাবণ তাই ১/১/৮ সূত্র অনুযায়ী পূর্বমুখ হয়েও করা চলে, বিকলে ডান দিকে মুখ করে করলেও হয়।

পঞ্চম কণ্ডিকা (১/৫)

[প্রযাজ, আজ্যভাগ, স্বরনিয়ম, বাক্-সংযম]

প্রযাজৈশ্ চরতি ॥ ১॥

অনু.— প্রযাজগুলি দ্বারা অনুষ্ঠান করেন।

ব্যাখ্যা— প্রত্যাশ্রাবণের পরে প্রযাজের অনুষ্ঠান করতে হয়। তপঃ চরতি, ধর্মঃ চরতি ইত্যাদি স্থলের মতো এখানেও চন্-ধাতুর অর্থ অনুষ্ঠান করা। ঋত্বিকেরা প্রযাজের দ্বারা অনুষ্ঠানকর্ম করেন এই হল সূত্রের সরল অর্থ।

পঠ্যেতে ভবতি ॥ ২॥

অনু.— এই (প্রযাজগুলি) হচ্ছে (সংখ্যায়) পাঁচটি।

ব্যাখ্যা— প্রযাজ মোট পাঁচটি। ‘পঞ্চ’ বলায় যজ্ঞমান যদি ছ্যামুয্যায়ণ হন অর্থাৎ তাঁর জনক এবং পালক এই দুই পিতা থাকে এবং ঐ দুই পিতার গোত্র ভিন্ন হয় তাহলেও মোট পাঁচটি প্রযাজই করতে হবে, ছটি নয়। ঠিক তেমনই যাদের প্রবর কশ্যপ, অবভাসার ও বসিষ্ঠ তাঁদের গোত্রে ঋষি বসিষ্ঠ বলে নরাশংস এবং কশ্যপও ঋষি বলে তনুনপাত্তও যে দেবতা হবেন (২৪-২৫ নং সূ. দ্র.) তা নয়, হবেন এই দুই দেবতার কোন এক জনই। ‘এতে’ বলায় দ্বিতীয় প্রযাজে নরাশংস ও তনুনপাত্ত এই দুই দেবতার উদ্দেশ্যে যুগ্ম আশুতি দান করে মোট সংখ্যা পাঁচ রাখলে চলবে না, এখানে যে-ভাবে বলা হয়েছে ঠিক সেই ভাবে পৃথক্ পৃথক্ মোট পাঁচটি প্রযাজই হওয়া চাই।

একৈকং প্রেষিতো যজতি ॥ ৩॥

অনু.— (অধ্বযু দ্বারা) প্রেরিত (হয়ে) এক একটি যাজ্য পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— অধ্বযু যখনই হোতাকে ‘যজ’ এই বাক্য উচ্চারণ করে শ্রৈষ (= নির্দেশ) সেবেন হোতা তখনই একটি করে প্রযাজের যাজ্য পাঠ করবেন। এইভাবে মোট পাঁচটি প্রযাজের অনুষ্ঠান হবে। একটি মাত্র শ্রৈষ পেয়ে পরপর পাঁচটি প্রযাজের যাজ্য পাঠ করলে চলবে না। পাঁচটি শ্রৈষ সম্পর্কে বলা হয়েছে ‘সমিধো যজতি প্রথমং সংপ্রেষতি। যজযজ্যেতীতরান্’-আপ. শ্রৌ. ২/১৭/৪ সূ. দ্র.।

আগ্নী যাজ্যাদিন্ অনুযাজবর্জম্ ॥ ৪॥

অনু.— অনুযাজ ছাড়া (সর্বত্র) যাজ্যার আরম্ভে আগু (থাকবে)।

ব্যাখ্যা— যাজ্যার আগে ‘আগু’ পাঠ করতে হয়। “ভূরভুব ইতি পুরজাজ্ জপঃ, অনুযাজেযু তু যে যজামহো নান্তি”—শা. ১/১/৩৮, ৪০।

যে ও যজামহ ইত্যাগুঃ ॥ ৫॥

অনু.— ‘যে যজামহে’ এই (হল সেই) আগু।

ববট্কারোহন্ত্যঃ সর্বত্র ॥ ৬॥ [৫]

অনু.— সর্বত্র (যাজ্যার) শেষে (থাকে) ববট্কার।

ব্যাখ্যা— সর্বত্র অর্থাৎ অনুযাজেও যাজ্যার শেষে ববট্কার উচ্চারণ করতে হয়। ববট্কার কি, তা ১৮ নং সূত্রে বলা

হবে। উল্লেখ্য যে, ববট্কারের সময়ে সংশ্লিষ্ট সেবতাকে ধ্যান করতে হয়— ঐ. ব্রা. ১১/৮ দ্র। “বৌবড্..... উপরিষ্টাদ্..... ইতি সর্বাসু যাজ্ঞ্যাসু”— শা. ১/১/৩৯।

উচ্চৈস্তুরাং বলীয়ান্ যাজ্ঞ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥ [৬]

অনু.— যাজ্ঞ্যার অপেক্ষায় (ববট্কার হবে) আরও উচ্চ (এবং) স্পষ্টতর।

ব্যাখ্যা— উচ্চৈস্তুরাম্ = উচ্চৈঃ + তর + স্বার্থে আম্ (পা. ৫/৪/১১)। যাজ্ঞ্যার অপেক্ষায় ববট্কার আরও উঁচু যমে এবং স্পষ্টতরভাবে উচ্চারণ করতে হয়। গান্ধীর্ষ অনুযায়ী শব্দের তিনটি উচ্চারণস্থান— মস্ত্র, মধ্যম, উত্তম। এগুলি উৎপন্ন হয় যথাক্রমে বন্ধ, কণ্ঠ এবং মস্তক হতে। প্রত্যেক স্থানে আছে সাতটি করে যম (tone)— ক্রুষ্ঠ, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মস্ত্র এবং অতিস্বাৰ্ধ অথবা স, রে, গ, ম, প ধ, নি (‘ত্রিণি মস্ত্রং.... যে যমাস্তে। পৃথগ্ বা’— ঋ. শ্রা. ১৩/৪২-৪৫)। যে উচ্চারণস্থানের যে যমে যাজ্ঞ্যামস্ত্র উচ্চারিত হবে, সেই উচ্চারণস্থানেরই ঠিক পরবর্তী যমে এবং আরও স্পষ্টভাবে ববট্কারের উচ্চারণ করতে হয়। পাণিনিও বলেছেন— ‘উচ্চৈস্তুরাং বা ববট্কারঃ’ (পা. ১/২/৩৫)। ‘উচ্চৈস্তুরাং’ শব্দের বিপরীত শব্দ হল ‘শনৈস্তুরাং’ (আ. ৫/১/১)। ‘শনৈস্তুরাং নীচৈস্তুরাম্ ইত্যর্থঃ’ (নারায়ণ)। ৪/১/২৫-২৬ সূত্র থেকে বোঝা যায় যে, এই ববট্কার সপ্তম যমে উচ্চারণ করতে হয়। যাজ্ঞ্য তাহলে যষ্ঠ যমেই পাঠ করতে হয়। ‘উচ্চৈস্তুরাং ববট্কারঃ; সমো বা’— শা. ১/১/৩৪-৫।

তয়োর্ আদী প্রায়েত্ ॥ ৮ ॥ [৭]

অনু.— ঐ দুটির প্রথম (স্বরকে) ধৃত করবেন।

ব্যাখ্যা— আগু ও ববট্কারের প্রথম স্বরে ধ্রুতি হবে। প্রসঙ্গত ‘যে যজ্ঞকর্মণি’ এবং ‘বৃহি—’ (পা. ৮/২/৮৮, ৯১) সূ. দ্র। “যে যজ্ঞমহঃ ধ্রুতাদিঃ পুরস্তাদ্ যাজ্ঞ্যানাম্; ঠকারো ববট্কারে চতুর্মাত্রঃ; বকারো চোত্তরোহকারঃ; প্রকৃত্যা বোভৌ; পূর্বো বা প্রকৃত্যা”— শা. ১/২/২, ১৩-১৬।

যাজ্ঞ্যাত্ত্বং চ ॥ ৯ ॥ [৮]

অনু.— এবং যাজ্ঞ্যার শেষ (অক্ষরকে ধৃত করবেন)।

ব্যাখ্যা— যাজ্ঞ্যামস্ত্রে শেষ স্বরেরও ধ্রুতি হবে। প্রসঙ্গত ‘যাজ্ঞ্যাত্ত্বং’ (পা. ৮/২/৯০) সূ. দ্র। “ধ্রুতেন যাজ্ঞ্যাস্তেন ববট্কারস্য সঙ্কানম্”— শা. ১/১/৪২।

বিবিচ্য সঙ্ঘ্যক্ষরাণাম্ অকারম্ ॥ ১০ ॥ [৯]

অনু.— (যাজ্ঞ্যার শেষে যে সঙ্ঘ্যক্ষর তা) পৃথক্ করে (নিরে) সঙ্ঘ্যক্ষরের অকারকে (ধৃত করবেন)।

ব্যাখ্যা— সঙ্ঘ্যক্ষর = এ, ঐ, ও, ঔ। যাজ্ঞ্যামস্ত্রের শেষে সঙ্ঘ্যক্ষর থাকলে তাকে দুটি স্বরে বিভক্ত করে নিয়ে তার মধ্যে অকারকে ধৃত করবেন অর্থাৎ এ বা ঐ থাকলে অওই এবং ও অথবা ঔ থাকলে অওউ এইভাবে উচ্চারণ করবেন। যেমন— বিশ্বচর্ণওই বৌতবট্। প্রসঙ্গত ‘এচোঃপ্রগৃহস্যাদ্রাদ্ ধ্রুতে পূর্বস্যার্যস্যাদ্ উত্তরস্যোদ্রৌ’ (পা. ৮/২/১০৭) ও ‘যাজ্ঞ্যাত্ত্বমিতি বস্তব্যম্’ (বা.) দ্র। সূত্রে ‘সঙ্ঘ্যক্ষরাণি’ না বলে বস্তুি বিভক্তিতে ‘সঙ্ঘ্যক্ষরাণাম্’ বলা হয়েছে। এখানে নির্ধারণে বস্তুি হয়েছে। অর্থ— সঙ্ঘ্যক্ষরের মধ্যে অকারেরই ধ্রুতি করবেন, ইকার অথবা উকারের নয়। “সঙ্ঘ্যক্ষরাণাং তালুস্থানে অওইকারৌ ভবতঃ ওষ্ঠস্থানে অওউকারৌ ভবতঃ”— শা. ১/২/৪, ৫।

ন চেন্দ্রৈবচনঃ ॥ ১১ ॥ [১০]

অনু.— যদি দ্বিবচন-সম্পর্কিত না (হয় তবেই বিভাগ ও ধ্রুতি করবেন)।

ব্যাখ্যা— সঙ্খ্যাক্ষর যদি দ্বৈবচন অর্থাৎ প্রগৃহ্য না হয় তবেই তাকে ভেঙে অকারের মূর্তি করবেন। যদি তা প্রগৃহ্য হয় তাহলে কিন্তু ভাঙবেন না, সরাসরি সঙ্খ্যাক্ষরেরই মূর্তি করবেন। যেমন— শুক্রপিণ্ড দশানেও বৌতমট্ (ঋ. ১০/১১০/৬)। বৃত্তিকারের মতে ওকার এবং ঔকার কখন কখন প্রগৃহ্য হলেও সর্বদা হয় না বলে এই দুই সঙ্খ্যাক্ষরের ক্ষেত্রে ভেঙেই মূর্তি করা হয়। যেমন— প্রযজ্যাত উ (প্রযজ্যো— ঋ. ৬/৪৯/৪), স্ব ত উ (দ্বৌ— ঋ. ৫/৩২/৬)। সাধারণত দ্বিবচনের ঈ, উ, এ প্রগৃহ্য হয়। প্রগৃহ্যের বিস্তৃত বিবরণের জন্য ঋ. প্রা. ১/৬৮-৭৫ এবং পা. ১/১-১১— ১৯ দ্র.। বৃত্তিকারের মতে ‘দ্বৈবচনঃ’ পদটি অপপাঠ, শুদ্ধ পাঠ হওয়া উচিত ‘প্রগৃহ্যঃ’। সিদ্ধান্তী অবশ্য বলেছেন “দ্বৌ অর্থো বচনে যস্য যাজ্যাত্যস্য স দ্বিবচনঃ” এবং “দ্বিবচন ইতি বক্তব্যে দ্বৈবচন ইতি গুরুনির্দেশঃ ক্রিয়তে প্রগৃহ্যগ্রহণার্থম্। ন চেদ্ দ্বৈবচন ইতি ন চেত্ প্রগৃহ্য ইত্যর্থঃ। তস্মাদ্ যুত্রে ত্বে অমী ইত্যোতেশাম্ অপি প্রগৃহ্যত্বাদ্ বিবেকো ন কর্তব্যঃ। ঔকারস্য দ্বিবচনস্য সতোহপ্যপ্রগৃহ্যত্বাদ্ বিবেকঃ কর্তব্য এব— দ্বিবচন (= দুটি বস্তু যার বক্তব্য অর্থ) না বলে সূত্রে দ্বৈবচন বলা হয়েছে প্রগৃহ্যকে বোঝাবার জন্য। অস্মৈ ইত্যাদি পদ দ্বিবচনান্ত না হলেও প্রগৃহ্য বলে সঙ্খ্যাক্ষরকে তাই ভাঙা চলবে না; আবার দ্বৌ ইত্যাদি পদে দ্বিবচন থাকলেও তা প্রগৃহ্য নয় বলে সঙ্খ্যাক্ষরকে ভেঙেই উচ্চারণ করতে হয়ে। “একারৌকারৌ চ প্রগৃহ্যৌ” শা. ১/২/৭।

ব্যঞ্জনান্তো বা ॥ ১২ ॥ [৯]

অনু.— অথবা (যদি) শেষে ব্যঞ্জন (না থাকে তবেই বিভাগ ও অকারের মূর্তি করবেন)।

ব্যাখ্যা— সঙ্খ্যাক্ষরের পরে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে এবং মন্ত্রটি ঐ ব্যঞ্জনবর্ণেই শেষ হলে সঙ্খ্যাক্ষরকে ভাঙবেন না, সরাসরি সঙ্খ্যাক্ষরেরই মূর্তি করবেন। ব্যঞ্জনবর্ণ পরে না থাকলে কিন্তু সঙ্খ্যাক্ষরটিকে ভেঙে অকারেরই মূর্তি করতে হবে। ব্যঞ্জনের মূর্তি সম্ভব নয় (পা. ১/২/২৮ দ্র.), আর তার পূর্ববর্তী অক্ষর যাজ্যার অন্তিম বর্ণ নয়। ব্যঞ্জনান্তের মূর্তির নিষেধ এখানে তাই না করলেও চলে, তবুও সূত্রে তা নিষিদ্ধ করায় বোঝা যাচ্ছে যে, শেষে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে পূর্ববর্তী স্বরেরই মূর্তি হবে। সূত্রে ‘বা’ শব্দের প্রকৃত অর্থ ও, এবং। “অন্যানি প্রকৃত্যাক্ষরানি”— শা. ১/২/৬।

বিসর্জনীয়োহনত্যক্ষরোপথো রিক্ষতে ॥ ১৩ ॥ [১০]

অনু.— (যাজ্যায়) অকার এবং আকার আগে নেই (এমন) বিসর্গ রকারে পরিণত হয়।

ব্যাখ্যা— বিসর্জনীয়ঃ = বিসর্গ। অনত্যক্ষরোপথঃ = ন-অত্যক্ষর-উপথঃ = যার উপধায় অর্থাৎ শেষ বর্ণের ঠিক আগে অত্যক্ষর অর্থাৎ অকার এবং আকার নেই। যাজ্য মন্ত্রের শেষে যদি বিসর্গ থাকে এবং সেই বিসর্গের ঠিক আগে যদি অকার অথবা আকার ছাড়া অন্য কোন স্বরবর্ণ থাকে তাহলে ঐ বিসর্গের স্থানে র-কার উচ্চারণ করতে হয়। যেমন— শবোভি ওন্ বৌতমট্ (ঋ. ৬/১৭/১)। “বিসর্জনীয়ো রিক্ষিতো রেকম্ আপদ্যতে” শা. ১/২/৯।

ইতরশ্ চ রেফী ॥ ১৪ ॥ [১১]

অনু.— অন্য (বিসর্গ)ও রেফী (হলে রকার হবে)।

ব্যাখ্যা— যদি বিসর্গের আগে অকার অথবা আকার থাকে এবং প্রাতিশাখ্যে সেই বিসর্গের ‘রেফী’ নামকরণ করা হয়ে থাকে (ঋ. প্রা. ১/৭৬-১০৩ দ্র.) তাহলে ঐ বিসর্গের স্থানে রকার উচ্চারণ করতে হবে। যেমন— পুনন্ বৌতমট্।

লুপ্যতেহরেফী ॥ ১৫ ॥ [১২]

অনু.— রেফী নয় (এমন বিসর্গ) লোপ পায়।

ব্যাখ্যা— যেমন— দুয়মানও বৌতমট্। “লুপ্যতেহরিক্ষিতঃ”— শা. ১/২/১০।

প্রথমঃ স্বঃ তৃতীয়ম্ ॥ ১৬॥ [১৩]

অনু.— প্রথম (বর্ণ) নিজ তৃতীয় (বর্ণকে প্রাপ্ত হয়)।

ব্যাখ্যা— যাজ্ঞা-মন্ত্রের শেষে বর্ণের প্রথম বর্ণ থাকলে ঐ প্রথম বর্ণের স্থানে ঐ বর্ণেরই তৃতীয় বর্ণ উচ্চারণ করতে হয়।
যেমন— আনুষক্ (> গ) বৌষট্।

নিত্যঃ মকারে ॥ ১৭॥ [১৪]

অনু.— মকার থাকলে (আগে) যা বলা হয়েছে (তা-ই হবে)।

ব্যাখ্যা— নিত্য = আগের মতো, পূর্বোক্ত। যাজ্ঞা-মন্ত্রের শেষে মকার থাকলে আগে যেমন বলা হয়েছে তেমনই হবে অর্থাৎ ১/২/১৮ সূত্র অনুযায়ী মকারের স্থানে ব্ হবে। যেমন হব্যবাহম্ (> ব্) বৌষট্। মকারের কথা আগে বলা হয়ে গেলেও এখানে আবার তা বলার অভিপ্রায় এই কথাই বোঝান যে, বিশেষ বলা না থাকলে এক প্রকরণের নিয়ম অন্য প্রকরণে খাটে না। খাটে না বলেই সূত্রকার ‘তৃত্যৎ-’ (২/১০/১৫) এবং ‘অষ্টৌ—’ (২/১১/৫) সূত্রে কাম অগ্নির উদ্ভিষ্ট ইষ্টিকে ‘বৈরাজতজ্জা’ বলে নির্দেশ করেও আবার ‘অগ্নয়ে কামায়েষ্টিন্ বৈরাজতজ্জা’ (১২/৬/৩২) সূত্রে সেই কাম অগ্নির বেলায় আবার বৈরাজতজ্জের বিধান দিয়েছেন। তাই ৬/১৪/১৯ সূত্রে মিত্র-বরুণের পয়স্যাধাগে পৌর্ণমাসধাগের রীতি (তজ্জ) অনুসৃত হলেও মিত্র-বরুণের সব পয়স্যাধাগেই যে তা হবে এমন নয়, প্রকরণভেদে ২/১৪/১৬ নিয়মে দর্শের তজ্জও অনুসৃত হতে পারে। “অনুস্মারং মকারঃ”— শা ১/২/১১।

যেও যজামহে সমিধঃ সমিধো অগ্ন আভ্যাস্য ব্যজ্জুও বৌতষড্ ইতি ববট্কারঃ ॥ ১৮॥ [১৫]

অনু.— (প্রথম প্রযাজের যাজ্ঞা) ‘যে—’ (সূ.); ‘বৌ তষট্’ (হচ্ছে) ববট্কার।

ব্যাখ্যা— যাজ্ঞার শেষে যে ‘বৌতষট্’ উচ্চারণ করা হল তাকেই বলা হয় ‘ববট্কার’। শা. ১/৭/১ সূত্রে এই ‘সমিধঃ—’ মন্ত্রই বিহিত হয়েছে।

ইতি প্রথমঃ ॥ ১৯॥ [১৬]

অনু.— এই (হল) প্রথম (প্রযাজ)।

ব্যাখ্যা— প্রথম প্রযাজের যাজ্ঞাপাঠের রীতি হল এই।

বাগোজঃ সহ ওজো মগ্নি প্রাণাপানাব্ ইতি ববট্কারম্ উক্শোক্তানুমজ্জয়তে ॥ ২০॥ [১৭]

অনু.— ববট্কার বলে বলে ‘বাগোজঃ—’ (সূ.) এই অনুমজ্জণ (পাঠ) করবেন।

ব্যাখ্যা— যখনই যাজ্ঞার শেষে যিনি ববট্কার উচ্চারণ করবেন তখনই তার পরে তিনি নিজেই এই ‘বাগোজঃ—’ মন্ত্রে অনুমজ্জণ করবেন। ‘উক্শা’ পদটি দু-বার বলায় সর্বত্রই সকলের ক্ষেত্রেই এই অনুমজ্জণের নিয়মটি প্রযোজ্য এবং প্রত্যেক ববট্কারের পরেই অনুমজ্জণ পাঠ করা কর্তব্য।

দিবাকীর্ত্যো ববট্কারঃ ॥ ২১॥ [১৮]

অনু.— ববট্কার দিনে(-ই) উচ্চারণ করতে হয়।

ব্যাখ্যা— বিনা নির্দেশে কখনই রাত্রে ববট্কার উচ্চারণ করতে নেই।

তথানুমজ্জণম্ ॥ ২২॥ [১৯]

অনু.— অনুমজ্জণ (-ও) তেমন (-ই)।

ব্যাখ্যা— অনুমন্ত্রণও বট্টকারের মতো দিনের বেলাতেই উচ্চারণ করতে হয়, রাত্রে নয়। এই সূত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, বট্টকার ও অনুমন্ত্রণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও ঐক্য আছে। ‘বট্টকৃত—’ (আ. ৫/১৮/৩) হলে তাই শুধু ‘বট্টকৃত’ উচ্চারণের পরেই নয়, তার পরে অনুমন্ত্রণ পাঠ করে তবে বৈশ্বদেব শব্দ পাঠ করতে হবে।

এতদ্ যাজ্ঞানিদর্শনম্ ॥ ২৩॥ [২০]

অনু.— এই (হল) যাজ্ঞ্যার নিদর্শন।

ব্যাখ্যা— যাজ্ঞ্যাপাঠের নিদর্শন হল এই অর্থাৎ যাজ্ঞ্যার প্রথমে যেও যজ্ঞামহে, পরে মূল যাজ্ঞ্যামন্ত্র, তার পবে বৌতমট এবং শেষে অনুমন্ত্রণ উচ্চারণ করতে হয়। এছাড়া যাজ্ঞ্যামন্ত্রের শেষ স্বরবর্ণের প্লুতি হয় এবং অস্তিম যাজ্ঞ্যবর্ণের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। সূত্রে অনুমন্ত্রণকেও যাজ্ঞ্যার অন্তর্ভুক্ত করায় যাজ্ঞ্য উপলক্ষে যে বাক্‌নিয়ন্ত্রণ করতে হয় (৪৬ সূ. দ্র.) তা অনুমন্ত্রণ পর্যন্ত বজ্রার রাখতে হয়।

তনুনপাদগ্ন আজ্যস্য বেদ্বিতি দ্বিতীয়োহন্যত্র বসিষ্ঠশুনকাত্রি বধ্যশ্বরাজন্যোভ্যঃ ॥ ২৪॥ [২১]

অনু.— বসিষ্ঠ, শুনক, অত্রি, বধ্যশ্ব এবং ক্ষত্রিয় ছাড়া অন্যত্র দ্বিতীয় (প্রযাজ্ঞের যাজ্ঞ্য মন্ত্র হবে) ‘তনু—’ (সূ.)।

ব্যাখ্যা— রাজন্য = রাজন + সজ্ঞান অর্থে যত্ (পা. ৪/১/১৩৭)। বসিষ্ঠ প্রভৃতি চার ঋষিবংশের যজ্ঞমান এবং ক্ষত্রিয় বংশের যজ্ঞমান ছাড়া অন্যান্য যজ্ঞমানদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রযাজ্ঞের যাজ্ঞ্য মন্ত্র হবে ‘তনু—’। শা. ১/৭/২ সূত্রে এই মন্ত্রই বিহিত হয়েছে।

নরাশংসো অগ্ন আজ্যস্য বেদ্বিতি তেষাম্ ॥ ২৫॥ [২২]

অনু.— তাঁদের (প্রযাজ্ঞ) ‘নরা-’ (সূ.)।

ব্যাখ্যা— ঐ বসিষ্ঠ প্রভৃতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রযাজ্ঞের যাজ্ঞ্য-মন্ত্র হল ‘নরা—’। শা. ১/৭/৩ সূত্রে বসিষ্ঠ প্রভৃতির, কণ্ড ও সংকৃতিদের এবং সজ্ঞানার্থীদের ক্ষেত্রে এই মন্ত্রই বিহিত হয়েছে।

ইষ্টো অগ্ন আজ্যস্য ব্যদ্বিতি তৃতীয়ঃ ॥ ২৬॥ [২৩]

অনু.— ‘ইষ্টো-’ (সূ.) (হচ্ছে) তৃতীয় (প্রযাজ্ঞ)।

ব্যাখ্যা— সব গোত্রেরই যজ্ঞমানের ক্ষেত্রে ‘ইষ্টো-’ হচ্ছে তৃতীয় প্রযাজ্ঞের যাজ্ঞ্য। শা. ১/৭/৪ সূত্রেও এই মন্ত্রই আছে।

বর্হিরগ্ন আজ্যস্য বেদ্বিতি চতুর্থঃ ॥ ২৭॥ [২৪]

অনু.— ‘বর্হিঃ-’ (সূ.) (হচ্ছে) চতুর্থ (প্রযাজ্ঞ)।

আগুর্হ পঞ্চমে স্বাহামুং স্বাহামুং ইতি যথাবাহিতম্ অনুক্রম্য দেবতা যথাতোষিতম্ অনাবাহিতাঃ স্বাহা দেবা
আজ্ঞাপা জুবাণা অগ্ন আজ্যস্য ব্যদ্বিতি ॥ ২৮॥ [২৪]

অনু.— পঞ্চম (প্রযাজ্ঞে) আগু পাঠ করে যেমনভাবে আবাহন করা হয়েছিল (তেনমভাবেই) দেবতাদের ‘স্বাহা অমুককে’ ‘স্বাহা অমুককে’ এই (-রাপে) উল্লেখ করে আবাহন করা হয় নি (এমন) যথাবাহিত (দেবতাদেরও উল্লেখ করে) ‘স্বাহা-’ (সূ.) এই (মন্ত্রাংশ পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যথাবাহিতম্ = আবাহন অনুসারে। যথাতোষিতম্ = যথাবাহিত। অনুক্রম্য = উল্লেখ করে। পঞ্চম প্রযাজ্ঞে

রাজ্যাপাঠের জন্য প্রথমে আগু পাঠ করে তার পরে যে দেবতাদের আগে আবাহন করা হয়েছিল তাদের প্রত্যেককে, এমন-কি ‘যথাবাহিতম্’ বলায় আবাহনের সময়ে ভুলবশত অতিরিক্ত কোন দেবতাকে আবাহন করা হয়ে থাকলে তাকেও (প্রসঙ্গত ৩/১৩/২৫ সূ. দ্র.) ‘বাহ্য অমুককে’— বাহ্যমিং বাহ্য সোমং বাহ্যমিং বাহ্য বিষ্ণুম্ (বা বাহ্যমীবোমৌ-উপাংও) বাহ্যমীবোমৌ (বা বাহ্যমীবোমৌ বা বাহ্যমিবং বা বাহ্য মহেশ্বং)— এইভাবে উল্লেখ করে এবং ‘অনাবাহিতাঃ’ বলায় আবাহনযোগ্য যে-সব দেবতাদের আবাহনের সময়ে আবাহন করতে ভুল হয়ে গিয়েছিল, সেই সব দেবতাদেরও শাস্ত্রবিহিত ক্রমেই প্রত্যেককে (আবাহনের ভুলক্রমে নয়) ‘বাহ্য অমুককে’ বলে উল্লেখ করে সবশেষে ‘বাহ্য দেবা আজ্যাপা-’ অংশটি বলবেন। সূত্রে দু-বার ‘বাহ্যমুম্’ বলার উদ্দেশ্য প্রত্যেক দেবতার ক্ষেত্রেই বাহ্য-শব্দ উল্লেখ করতে হবে এবং বিরাম না নিয়ে দেবতাদের উল্লেখ করে যেতে হবে, আবাহনের মতো ১/৩/১৮ সূত্র অনুযায়ী প্রত্যেকের নামের পরে থামলে চলবে না। সূত্রে ‘যথাবাহিতম্’ বলায় আবাহনের মতো এখানেও আজ্যভাগ, প্রধানবাগ, প্রযাজ, অনুযাজ এবং ষিষ্টকৃতের দেবতাদের নাম উল্লেখ করা উচিত, কিন্তু সূত্রবাক্যের মতো (‘আবাপিকাত্তম্ অনুজ্ঞতা’— ১/৯/৫ সূ. দ্র.) এখানেও আবাপিকা (= প্রধানদেবতা) পর্যন্ত দেবতাদেরই নাম উল্লেখ করবেন। তার পরে করবেন ‘বাহ্য দেবা আজ্যাপা জুবাণা’ মন্ত্রে আজ্যপ (= প্রযাজ ও অনুযাজের) দেবতাদের উল্লেখ। ষিষ্টকৃতের দেবতার কোন উল্লেখ করতে হবে না। তাছাড়া আবাহনের সময়ে ভুলবশত কোন অতিরিক্ত দেবতাকে আবাহন করা হয়ে থাকলে এখানে তাঁর নামও বাহ্য-শব্দের সঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। ‘যথাচোদিতম্ অনাবাহিতাঃ’ বলায় কোন ঋগুত্তর যজ্ঞ অর্থাৎ পূর্ণবিয়ব নয় এমন কোন ঋগুত্তর বা সংক্ষিপ্ত যজ্ঞ আবাহনের পর থেকে শুরু হলেও (যেমন ‘প্রযাজানুযাজাত্তা’— ৬/১৩/৪ স্থলে) এবং তার ফলে আগে আবাহন না হয়ে থাকলেও সেখানে আজ্যভাগ ও প্রধানবাগের বিহিত দেবতাদের নাম ‘বাহ্য’ শব্দের সঙ্গে উল্লেখ করতে হবে। ‘আগুর্ঘ্য’ না বললে ৬/২/৬ সূত্রের ক্ষেত্রে যেমন যাজ্ঞ্যর আগুর আগেই ‘এবা—’ মন্ত্রটি জপ করা হয়, এখানেও তেমন আগুর আগেই ‘বাহ্য-’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করতে হত। ৬/১০/১৮ সূত্রের বৃত্তিতে নারায়ণ বলেছেন ‘ব্রূয়াৎ ইতি বক্তব্যে অনুব্রবেৎ ইতি অনুশব্দসম্বন্ধাত্ জায়তে অনুমন্ত্রণপ্রকারোহমম্ ইতি’— ব্রূয়াৎ না বলে অনুব্রবেৎ বলার বুঝতে হবে এটি অনুমন্ত্রণের মতোই পাঠ্য। “বাহ্যমিং বাহ্য সোমং বাহ্যমিং বাহ্যমীবোমৌ বিষ্ণুম্ বা বাহ্যমীবোমৌ বাহ্যমিবোমৌ বাহ্যমিবং বাহ্য মহেশ্বং বা বাহ্য দেবা আজ্যাপা জুবাণা অম আজ্যাপা হবিষো ব্যক্ত” — শা. ১/৭/৬।

আতো মন্ত্রেশ্ব ॥ ২৯॥ [২৫]

অনু.— এই পর্যন্ত মন্ত্রস্বরে (সব মন্ত্র পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— শুরু থেকে পঞ্চম প্রযাজ পর্যন্ত সমস্ত মন্ত্র মন্ত্র স্বরে অর্থাৎ শুধু বুঝ কাছের লোকই যাতে শুনতে পায় এমন স্বরে পাঠ করতে হবে। কাত্যায়নের মতে কিন্তু ‘প্রথমস্থানেন প্রাক্ ষিষ্টকৃতঃ’ (কা. শ্রৌ. ৩/১/৩)— ষিষ্টকৃতের আগে পর্যন্ত ঋক্মন্ত্র ও নিগদ মন্ত্র উপাংগুর অপেক্ষায় সামান্য উচ্চস্বরে পাঠ করতে হয়। ৪/১/২৫-৬ সূত্র থেকে বোঝা যায় যে, মন্ত্র, মধ্যম অথবা উত্তম যে স্বরেই মন্ত্র উচ্চারণ করা হোক তা বর্জ্য যমে উচ্চারণ করতে হবে। “বুগ্-আদ্যাদিনা দি মন্ত্ররাজ্যভাগাত্তম্”— শা. ১/১৪/২২।

উর্জাং চ শংযুবাকাত্ ॥ ৩০॥ [২৬]

অনু.— এবং শংযুবাকের পরে (সব মন্ত্রও তা-ই)।

ব্যাখ্যা— শংযুবাকের (১/১০/১ সূ. দ্র.) পরেও যাবতীয় অনুষ্ঠানে মন্ত্রে মন্ত্রস্বর প্রয়োগ করতে হয়।

মধ্যমেন হবীবো ষিষ্টকৃতঃ ॥ ৩১॥ [২৭]

অনু.— (প্রযাজের পর থেকে) ষিষ্টকৃত পর্যন্ত (সব) অনুষ্ঠান (হবে) মধ্যম স্বরে।

ব্যাখ্যা— হবীবো = (প্রধান) বাগ, অনুষ্ঠান। আ = আগে পর্যন্ত (মর্বাদা), এই পর্যন্ত (অভিবিধি)। ষিষ্টকৃতের আগে বা ষিষ্টকৃত পর্যন্ত সব অনুষ্ঠান হবে মধ্যম স্বরে অর্থাৎ একটু দূরের লোক শুনতে পায় এমন স্বরে। অন্যত্র ‘আ’ শব্দের অর্থ ‘এই পর্যন্ত’ হলেও এখানে তা মর্বাদা ও অভিবিধি দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তাই ষিষ্টকৃতের মন্ত্র কোন স্বরে পড়া হবে

তা অধ্বয়রূপে সঙ্গ পরামর্শ করে স্থির করতে হয়। কাত্যায়নের মতে ‘মধ্যমেনেভায়াঃ’ (কা. শ্রী. ৩/১/৪) সূত্র অনুসারে বিষ্টকৃত্ত্ব থেকে ইড়াভক্ষণ পর্যন্ত অনুষ্ঠানে মধ্যম স্বরে মন্ত্র পাঠ করতে হয়। সিদ্ধান্তীর মতে সূত্রে ‘হবীংবি’ বলায় দর্শপূর্ণমাসে না থাকলেও অন্য যোগে বাজিন, পৌর্ণমসী প্রভৃতি আর্থতির এবং ‘এতন্মিস্বেবা-’ (আ. ৪/৮/৩০) সূত্রের ক্ষেত্রেও মধ্যম স্বরেই মন্ত্র পাঠ করতে হবে। ‘আ বিষ্টকৃত্ত্বঃ’ বলা থাকায় আজ্যভাগ, মনোতা প্রভৃতির মন্ত্র মধ্যমস্বরে পঠিত হবে। বৃত্তিকারের মতে—‘হবিঃ’ পদটির উল্লেখ থাকায় স্থানের পরিবর্তন ঘটলেও প্রধানবাগের মন্ত্র মধ্যমস্বরেই পাঠ করতে হবে ‘হবিঃগ্রহণং স্থানান্তরেংপি প্রধানহবিষাম্ মধ্যমস্বরং এব’ (না.)। প্রযাজের পর থেকে বিষ্টকৃত্ত্ব অথবা তার আগে পর্যন্ত সমস্ত প্রধানবাগের মন্ত্র মধ্যম স্বরে পাঠ করতে হয় এই হল সূত্রের সারার্থ। “পরং মধ্যময়া”— শা. ১/১৪/২৩।

উত্তমেন শেষঃ ॥ ৩২ ॥ [২৮]

অনু.— অবশিষ্ট (অনুষ্ঠান হবে) উত্তম (স্বরে)।

ব্যাখ্যা— অবশিষ্ট অর্থাৎ বিষ্টকৃত্ত্ব অথবা তার পর থেকে ইড়াভক্ষণ পর্যন্ত সব অনুষ্ঠান হবে ‘তার’ স্বরে অর্থাৎ দূরের লোক গুনতে পার এমন স্বরে। প্রসঙ্গত ‘শেষম্ উত্তমেন’ (কা. শ্রী. ৩/১/৫) সূ. দ্র.। ২৯-৩২ নং পর্যন্ত চারটি সূত্রে যা বলা হল তা থেকে দাঁড়াচ্ছে এই যে, প্রথম (সুত্র) থেকে পঞ্চম প্রযাজ পর্যন্ত সব মন্ত্র মন্ত্রস্বরে, প্রযাজের পর থেকে বিষ্টকৃত্ত্ব বা তার আগে পর্যন্ত মধ্যম স্বরে, বিষ্টকৃত্ত্ব বা তার পর (ইড়া-আহ্বান) থেকে শংযুবাক পর্যন্ত তার স্বরে এবং শংযুবাকের পর থেকে যাগের সমাপ্তি পর্যন্ত আবার মন্ত্রস্বরে সমস্ত মন্ত্র পাঠ করতে হয়। “অনুভাজ্যাসুত্তময়া”— শা. ১/১৪/২৪।

অগ্নির্ভূত্বাণি জজ্বনদ্ ইতি পূর্বস্যাভ্যভাগস্যানুবাক্যা ॥ ৩৩ ॥ [২৯]

অনু.— ‘অগ্নি—’ (৬/১৬/৩৪) প্রথম আজ্যভাগের অনুবাক্যা।

ব্যাখ্যা— এই মন্ত্রে ‘জজ্বনদ্’ পদটি হনু-ধাতুযুক্ত। শা. ১/৮/১ সূত্রে এই মন্ত্রই বিহিত হয়েছে।

ত্বং সোমাসি সত্পতির্ন ইত্য়ন্তরস্য ॥ ৩৪ ॥ [২৯]

অনু.— ‘ত্বং-’ (১/৯১/৫) পরবর্তী (আজ্যভাগের অনুবাক্যা)।

ব্যাখ্যা— এই মন্ত্রে ‘ব্রহ্ম’ পদ বর্তমান। শা. ১/৮/১ সূত্রের বিধানও তা-ই।

জুবাণো অগ্নির্ন আজ্যস্য বেদ্বিতি পূর্বস্য যাজ্য ॥ ৩৫ ॥ [২৯]

অনু.— ‘জুবাণো-’ (সু.) প্রথম (আজ্যভাগের) যাজ্য।

ব্যাখ্যা— শা. ১/৮/৩ সূত্রে ‘আজ্যস্য’ পদের পরে অতিরিক্ত ‘হবিষো’ পদটিও আছে।

জুবাণঃ সোম আজ্যস্য হবিষো বেদ্বিত্যন্তরস্য ॥ ৩৬ ॥ [২৯]

অনু.— ‘জুবাণঃ-’ (সু.) পরবর্তী (আজ্যভাগের যাজ্য)।

ব্যাখ্যা— শা. ১/৮/৩ সূত্রের বিধানও তা-ই।

তাব্ আগৃহাদেশং বজ্জতি ॥ ৩৭ ॥ [২৯]

অনু.— আগু পাঠ করে (সেবতার) নাম উল্লেখ করে করে ঐ দুটি (মন্ত্র) যাজ্যরূপে পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— আদেশম্ = সেবতার নাম উল্লেখ করে করে। বজ্জতি = জাজ্য পাঠ করেন। আজ্যভাগের যাজ্যরূপে আগু পাঠ করে, পরে সেবতার নাম দ্বিতীয়া বিভক্তিতে উল্লেখ করে তারপরে যাজ্যমন্ত্রটি পাঠ করতে হয়। সেবতার নামের সঙ্গে

যাজ্যামন্ত্রটিকে ছুড়ে নিয়ে পাঠ করতে হয়। ২/১১/৪ সূত্রে ‘ঋত্বার সরস্বতীম্’ ইত্যাদি পদে দ্বিতীয়া বিভক্তি থাকার বুঝতে হবে যে, দেবতার নাম এখানে দ্বিতীয়া বিভক্তিতেই উল্লেখ করতে হয়।

সর্বাণ্ চানুবাক্যাবতোঃ প্রৈষা অন্যা অদ্বারাত্যাত্যঃ ।। ৩৮।। [৩০]

অনু.— এবং অদ্বারাত্য ছাড়া অনুবাক্যযুক্ত প্রৈষহীন সমস্ত (দেবতা নাম-সমেত যাজ্যায় উল্লিখিত হবেন)।

ব্যাখ্যা— অদ্বারাত্য ছাড়া অন্য যে-সব দেবতার ক্ষেত্রে যাজ্যার আগে অনুবাক্য পাঠ করতে হয়, কিন্তু মৈত্রাবরূপকে ঋগ্বেদসংহিতার প্রৈষাধ্যায়ে সকলিত প্রৈষমন্ত্র পাঠ করতে হয় না অর্থাৎ অনুবাক্যার পরেই অধ্বর্যুর নির্দেশে সরাসরি যাজ্যামন্ত্র পাঠ করতে হয়, সেই-সব দেবতার বেলায় যাজ্যায় আগু পাঠ করার পরে পৃথক্- ভাবে দেবতার নাম দ্বিতীয়া বিভক্তিতে উল্লেখ করে তবে যাজ্যামন্ত্র পাঠ করবেন। অনুবাক্য না থাকলে অথবা মৈত্রাবরূপ-পাঠ প্রৈষ থাকলে যাজ্যায় দেবতার নাম উল্লেখ করতে নেই। অদ্বারাত্য দেবতাদের ক্ষেত্রে অনুবাক্য থাকলেও এবং প্রৈষ পাঠ করতে না হলেও যাজ্যায় দেবতার নাম উল্লেখ করতে হয় না। ‘অদ্বারাত্য’ বলতে বোঝায় সেই-সব দেবতা বাঁদের নামের ক্ষেত্রে সূত্রে ‘অদ্বারাত্’ বা ‘অনুনিরূপেত্’ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন— ৩/৫/৭; ৬/১৪/১৫ ইত্যাদি সূ. দ্র.। ‘সর্বাঃ’ বলায় আজ্যভাগের দেবতার ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। ফলে পশুবাগে আজ্যভাগে অনুবাক্য মন্ত্র থাকলেও প্রৈষমন্ত্র পাঠ করতে হয় বলে (৩/১/১৫ দ্র.) সেখানে যাজ্যায় দেবতার নাম উল্লেখ করতে হবে না। প্রসঙ্গত ৩/৪/৮ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.। ‘অনুবাক্যাবত্যঃ’ বলায় প্রযাজ ও অনুযাজে অনুবাক্য না থাকায় যাজ্যায় আগুপাঠের পরে দেবতার নাম পৃথক্ করে উল্লেখ করতে হয় না।

সৌমিকীত্যশ্ চ বা অস্ত্রেরেণ বৈশ্বানরীরং পত্নীসংযাজ্যশ্ চ ।। ৩৯।। [৩১]

অনু.— এবং যাঁরা বৈশ্বানরীর ও পত্নীসংযাজের মধ্যে (আছেন সেই) সৌমিকী দেবতা (ছাড়া অন্য দেবতাদের যাজ্যায় নাম উল্লেখ করবেন)।

ব্যাখ্যা— নারায়ণের মতে ‘সৌমিকী’ শব্দের অর্থ সোমবাগেই বাঁর আবির্ভাব ঘটেছে— সোমে উৎপন্ন, ন সোমে প্রযোজ্য অপি। ‘প্রায়শ্চিত্তিক্যঃ’ (২/১৫/৫) সূত্রের ‘প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণোক্তপন্নঃ’ এই বৃষ্টি থেকে মনে হচ্ছে এখানে ‘সৌমিক্যঃ’ বলতে বৃত্তিকার বোঝাতে চাইছেন অন্য বাগের প্রকরণ থেকে ‘অতিদেশ’— বলে সোমবাগে বাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁরা নন, সোমবাগেই বাঁদের উদ্দেশে বিশেষ বিশেষ আছড়ির বিধান দেওয়া হয়েছে, যাঁরা সোমবাগে উপসেশপ্রাপ্ত (প্রত্যকবিহিত) তাঁরা। সোমবাগের আছড়ির ক্ষেত্রেই তাই এই নিয়ম প্রযোজ্য। অপর পক্ষে সিকাতীর মতে কিন্তু অন্য বাগে স্তত হয়ে থাকলেও অথবা আছড়ি প্রাপ্ত হলেও সোমবাগে আবার বাঁদের ‘অতিদেশ’— বলে উপহিত ঘটে থাকে তাঁরাই (ও) সৌমিকী দেবতা। —“সোমে যাঃ প্রযুক্ত্যন্তে তাঃ সৌমিক্যঃ ন সোমোত্পন্নঃ ইতি”। তাঁর যুক্তি হল— বাজী-দেবতাদের উল্লেখ সোমবাগের প্রকরণেই যে প্রথম পাওয়া যায় তা নয়। চার্তুমাস্যের প্রকরণে ২/১৬/১৬ সূত্রেই আমরা তাঁদের প্রথম উল্লেখ বা সন্ধান পাই। বাজী-গণ তাই সোমে উৎপন্ন এই অর্থে সৌমিকী নন। আলোচ্য সূত্রে ‘সৌমিকী’ শব্দের অর্থ যদি সোম-প্রকরণে উৎপন্ন এই মানা হয় তাহলে বাজীদের যাজ্যার ‘আদেশ’ বা নাম-উল্লেখের কোন বাধা থাকে না, কারণ সোমবাগে উৎপন্ন দেবতা ছাড়া অন্য সকল দেবতারই যাজ্যার নাম-উল্লেখের কথা এখানে এই সূত্রে বলা হয়েছে। আদেশে বাধা যখন নেই তাহলে চার্তুমাস্যের যাজ্যার বাজীদের অবশ্যই ‘আদেশ’ করার কথা। তবুও যখন সূত্রকার ‘বাজিত্যো বাজিনম্ অনাবাহ্যাদেশম্’ (২/১৬/১৬) সূত্রে বাজীদের উদ্দেশে চার্তুমাস্য-বাগে আদেশের আবার নির্দেশ দিয়েছেন তখন বুঝতে হবে আলোচ্য সূত্রে ‘সৌমিকী’ বলতে সোমপ্রকরণে উৎপন্ন দেবতাদের নয়, সোমে অতিদেশপ্রাপ্ত দেবতাদের কথাই (ও) বলা হয়েছে। বাজী-দেবতার সোমে অতিদেশপ্রাপ্ত (সবনীর হবির্বাগ ও ৬/১৪/২০, ২১ সূ. দ্র.) বলে তাঁরা সৌমিকী। এই সৌমিকীদের আদেশ আমাদের এই সূত্রে নিষিদ্ধ হয়েছে বলেই সূত্রকার বাজীদের আদেশের উদ্দেশে এ ২/১৬/১৬ সূত্রটিতে আদেশের কথা বলেছেন। সৌমিকী শব্দের তাই সোমবাগেও অতিদেশবলে প্রযোজ্য এই অর্থ স্বীকার

করলে সব-কিছুর সঙ্গে সঙ্গতি থাকে। আলোচ্য সূত্রে বৈশ্বানরীর এবং পত্নীসংযাজ বলতে ‘এতন্নিম্ন এবাসনে বৈশ্বানরীরস্য যজ্ঞতি’ (৪/৮/৩০) এবং ‘পত্নীসংযাজেশ্চ চরিত্বা-’ (৬/১০/১) এই দুটি বিশেষ সূত্রকেই বুঝতে হবে। আমাদের বর্তমান সূত্রের অর্থ তাই ‘এতন্নিম্ন এবা-’ সূত্র থেকে ‘পত্নী-’ পর্বত সূত্রের মাঝে যে-সব সোমবাণীয় (সোমবাণেই উপস্থিত, মতান্তরে সোমবাণেও উপস্থিত) সেবতা আছেন তাঁরা ছাড়া অন্য সকলের ক্ষেত্রে যাজ্ঞ্যর সেবতার নাম দ্বিতীয়া বিভক্তিতে উল্লেখ করতে হবে। অথরাভ্য সেবতার এবং এই দুই সূত্রের মধ্যে অবস্থিত সৌমিকীসেবতাদের নাম যাজ্ঞ্যর উল্লেখ করতে নেই।

এতৌ বার্বরৌ সৌর্গমাস্যাম্ ॥ ৪০ ॥ [৩২]

অনু.— এই দুটি বৃত্ত্য-ঘটিত (মন্ত্র) পূর্ণিমার (প্রযোজ্য)।

ব্যাখ্যা— ৩০ নং এবং ৩৪নং সূত্রে যে দুটি ক্রম-মন্ত্র নির্দিষ্ট হয়েছে সেই দুটি মন্ত্র সৌর্গমাস-যাগের আভ্যভাগের অনুবাক্য হবে।

অনুবাক্যলিঙ্গবিশেষান্ নামধেয়ান্যত্ম ॥ ৪১ ॥ [৩৩]

অনু.— অনুবাক্যর বিশেষ চিহ্নের জন্য (মন্ত্রের) ভিন্ন নাম (দেওয়া হয়েছে)।

ব্যাখ্যা— অনুবাক্যমন্ত্রের মধ্যে কোন বিশেষ চিহ্ন দেখে ঐ মন্ত্রের ভিন্ন নাম দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন এখানে দুটি মন্ত্রে বৃত্ত্যভ্যার অনুকূল অর্থ প্রকাশিত হওয়ার মন্ত্রদুটিকে ‘বার্বর’ বলা হল। অন্যান্য ক্ষেত্রেও তা-ই। আভ্যভাগে মন্ত্রের মধ্যে বর্তমান বিশেষ কোন শব্দগত চিহ্ন ছাড়াই অনুবাক্যমন্ত্রের বিশেষ নামকরণ হয়ে থাকে। নামকরণের উদ্দেশ্য এই নয় যে, ঐ নামটি সেবতার কোন বিশেষ গুণ এবং পাঠ্যমন্ত্রে সেবতাকে ঐ বিশেষ গুণসম্মত উল্লেখ করতে হবে।

ভতৌ বিতারঃ ॥ ৪২ ॥ [৩৩]

অনু.— তা থেকে সিদ্ধান্ত (হয়)।

ব্যাখ্যা— অনুবাক্যমন্ত্রের বিশেষ চিহ্ন থেকে সেই মন্ত্রের বিশেষ নামকরণ করে সেই নামের মাধ্যমে এ-বার থেকে বিভিন্ন বাণে বিভিন্ন আভ্যভাগের অনুবাক্যমন্ত্র নির্দেশ করা হবে। যেখানেই পুণিসের বিবচনে কেবল কোন বিশেষ চিহ্নের উল্লেখ করা হবে সেখানেই ঐ বিশেষ চিহ্নবৃত্ত মন্ত্রই আভ্যভাগের অনুবাক্যরূপে বিহিত হয়েছে বলে বুঝতে হবে। যেমন— পুণ্ডিমস্তৌ (আ. ২/১/৩১), জীবাভুমস্তৌ (আ. ২/১০/২) ইত্যাদি।

নিত্যো যাজ্যো ॥ ৪৩ ॥ [৩৪]

অনু.— পূর্বনির্দিষ্ট দুটি (মন্ত্র) যাজ্য।

ব্যাখ্যা— সৌর্গমাসবাণ এবং দর্শবাণে আভ্যভাগের অনুবাক্যর পার্থক্য থাকলেও যাজ্ঞ্যমন্ত্রের ক্ষেত্রে কিন্তু কোন পরিবর্তন হবে না। ৩৫ নং এবং ৩৬ নং সূত্রে যে দুটি যাজ্ঞ্যমন্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে সেই পূর্বোক্ত দুটি মন্ত্রই দর্শ ও সৌর্গমাস দুই বাণেরই যাজ্য হবে।

বৃথক্কাব্ অমাবাস্যারাম্। অগ্নিঃ প্রয়োন মম্বনা সোম গীর্তিত্বা করম্ ইতি ॥ ৪৪ ॥ [৩৫]

অনু.— অগ্নিঃ— (৮/৪৪/১২), ‘সোম-’ (১/১১/১১) (এই দুটি বৃথক্ মন্ত্র অমাবাস্যার (অনুবাক্য)।

ব্যাখ্যা— ‘অগ্নি-’ এবং ‘সোম-’ এই দুটি বৃথক্ অর্থার্থ বৃ-ক্-ঘটিত মন্ত্র হবে দর্শবাণে আভ্যভাগের অনুবাক্য। প্রথম মন্ত্রে ‘বাবুযে’ এবং দ্বিতীয় মন্ত্রে ‘বর্বারামো’ পদ আছে। শা. ১/৮/১১ সূত্রে এই দুই মন্ত্রই বিহিত হয়েছে এবং মন্ত্রদুটিকে ‘বৃথক্কাব্’ বলে চিহ্নিতও করা হয়েছে।

আতো বাগ্‌বন্দন ॥ ৪৫ ॥ [৩৫]

অনু.— এই পর্যন্ত বাগ্‌-নিয়ন্ত্রণ (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— যজ্ঞের আরম্ভ থেকে এই আজ্যভাগ পর্যন্ত বাগ্‌-নিয়ন্ত্রণ করে থাকতে হয়, মন্ত্র পাঠ করা ছাড়া আর কোন কথা এই সময়ের মধ্যে বলতে নেই।

অন্তরা চ বাজ্যানুবাক্যে ॥ ৪৬ ॥ [৩৬]

অনু.— অনুবাক্য ও বাজ্যার মাঝেও (বাগ্‌-নিয়ন্ত্রণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অনুবাক্য থেকে বাজ্যার সমাপ্তিকাল পর্যন্ত সময়ের মাঝে মুখে অন্য কোন কথা বলবেন না। এর আগে এবং পরে কথা বললে অবশ্য দোষ নেই। কাভ্যারন বলেছেন প্রৈথের পরে অনুবাক্যার আজ্যাবণ পর্যন্ত এবং বাজ্যার ববট্‌কার পর্যন্ত কথা বলতে নেই— কা. শ্রৌ. ৩/৩/১৩, ১৬।

নিগদানুবচনাভিষ্টবনশত্ৰুজপানাত্তারভ্য সমাপ্তেঃ ॥ ৪৭ ॥ [৩৬]

অনু.— এবং নিগদ, অনুবচন, অভিষ্টবন, শত্ৰু ও জপের আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত (বাগ্‌সংযম করে থাকতে হবে)।

ব্যাখ্যা— নিগদ প্রভৃতি মন্ত্রের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ের মাঝে মুখে মন্ত্র-উচ্চারণ ছাড়া আর অন্য কোন কথা বলতে নেই। এখানে সূত্রে অভিষ্টবনের পরে ‘সংস্তবন’ শব্দটি উহ্য আছে বলে ধরতে হবে। এ-বিষয়ে সিদ্ধান্তীর মতও তা-ই। এ ছাড়া তিনি বাজ্যা শব্দটিও এখানে উহ্য আছে বলে ধরছেন। তাহলে আগের সূত্রের অর্থ হতে পারে— অনুবাক্য থেকে বাজ্যা মন্ত্র শুরু করার সময়ের মাঝে কোন কথা বলা বাবে না। বৃত্তির মতে ‘আরভ্য’ না বললেও চলত, তবুও তা বলার সুবর্তে হবে বাজ্যা, অনুবাক্য, নিগদ ইত্যাদি ছাড়া অন্য মন্ত্রের ক্ষেত্রেও পাঠ আরম্ভ করার পরে এই নিয়ম প্রযোজ্য এবং শুধু হোতাকে নয়, মৈত্রাবরূপ প্রভৃতি অপর ঋত্বিকদেরও বাগ্‌সংযমের এই নিয়ম পালন করতে হবে। ‘আ সমাপ্তেঃ’ বলার ঘর্মে অভিষ্টবনে পূর্বপটলের পাঠ শেষ হলেও অভিষ্টবন বতকাল সমাপ্ত না হয় ততকাল অর্থাৎ উক্তপটলের শেষ পর্যন্ত বাগ্‌-সংযম হয়ে থাকতে হবে।

অন্যদ্ব বজ্জস্য সাধনাত্ ॥ ৪৮ ॥ [৩৭]

অনু.— যজ্ঞের সম্পাদন ছাড়া অন্য (কোন কথা বলবেন না)।

ব্যাখ্যা— বাগ্‌-নিয়ন্ত্রণ করবেন যানে যজ্ঞের নির্বাহ ছাড়া অন্য কোন কথা বলবেন না। যজ্ঞের অনুষ্ঠানে তাই কোন ত্রুটি ঘটলে সে-ক্ষেত্রে ‘এই রকম করা ঠিক হয়নি’, ‘এই রকম করুন’ ইত্যাদি কথা যেতে পারে, এতে কোন দোষ হয় না।

আপল্যাতো সেবা অবস্ত ন ইতি জপেচ্ ॥ ৪৯ ॥ [৩৮]

অনু.— নিয়ম অতিক্রম করে ‘অতো—’ (১/২২/১৬) এই (মন্ত্র) জপ করবেন।

ব্যাখ্যা— আপল্য = নিয়ম লঙ্ঘন করে। নিয়ম লঙ্ঘন করে কথা বলে কেলেলে ‘অতো-’ মন্ত্রটি জপ করবেন।

অপি বান্ধ্যং বৈকরীম্ ॥ ৫০ ॥ [৩৯]

অনু.— অথবা অন্য (কোন) বিকুসেবতার (মন্ত্র জপ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ‘অন্যদ্ব’ করার আগের সূত্রে নির্দিষ্ট মন্ত্রটিরও সেবতা বিহীন বলে সুবর্তে হবে। ‘বৈকরীম্ বা’ (আ. ৬/৭/৫) হলেও তাই এ ‘অতো-’ মন্ত্রটি বাজ্যা হতে পারে।

ষষ্ঠ কণ্ঠিকা (১/৬)

[প্রধানবাগ, ষষ্ঠকৃত]

উক্তা দেবতাস্ তাসাং রাজ্যানুবাক্যাঃ ॥১॥

অনু.— দেবতা বলা হয়ে গেছে। তাঁদের যাজ্ঞা ও অনুবাক্যগুলি (এ-বার বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— প্রধানবাগের দেবতাদের নাম আবাহন-প্রসঙ্গে ১/৩/৯-১৩ সূত্রেই বলা হয়ে গেছে। এখন তাঁদের অনুবাক্য ও যাজ্ঞা মন্ত্র বলা হচ্ছে। সূত্রে ‘উক্তা দেবতাঃ’ বলে সূত্রকার আবাহনের প্রসঙ্গে উল্লিখিত দেবতাদের নাম এখানে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছেন। এ থেকে বুঝতে হবে যে, যেখানেই আগে দেবতাদের নাম উল্লেখ করে পরে মন্ত্র নির্দেশ করা হয় সেখানেই ঐ নির্দিষ্ট মন্ত্রগুলি পূর্বোক্ত দেবতাদেরই মন্ত্র।

অগ্নির্মূর্খা ভূবো যজ্ঞস্যায়মগ্নিঃ সহশ্রিণ ইতি বেদং বিবুর্বি চক্রমে ত্রির্দেবঃ পৃথিবীমেব এতামগ্নীবোমা
সবেদসা যুবমেতানি দিবি রোচনানীম্রাগ্নী অবসা গত্য গীর্তির্বিপ্রঃ প্রমতিমিচ্ছমান এন্দ্র সানসিং রয়িং প্র
সসাহিমে পুরুহুত শব্দন মহা ইন্দ্রো যো ওজসা ভুবন্বমিচ্ছ ব্রহ্মণা মহান ইতি ॥২॥ [১]

অনু.— ব্যাখ্যা দ্র.।

ব্যাখ্যা— ‘অগ্নি—’ (খ. ৮/৪৪/১৬), ‘ভূবো—’ (১০/৮/৬) অথবা ‘অয়ম—’ (৮/৭৫/৪) অগ্নির, ‘ইদং—’ (১/২২/১৭), ‘ত্রি—’ (৭/১০০/৩) বিবুর, ‘অগ্নী—’ (১/৯৩/৯), ‘যুবমে—’ (১/৯৩/৫) অগ্নি-সোমের, ‘ইন্দ্রাগ্নী—’ (৭/৯৪/৭), ‘গীর্তি—’ (৭/৯৩/৪) ইন্দ্র-অগ্নির, ‘এন্দ্র—’ (১/৮/১), ‘প্র—’ (১০/১৮০/১) ইন্দ্রের, ‘মহা—’ (৮/৬/১), ‘ভুব—’ (১০/৫০/৪) মহেঞ্জের অনুবাক্য ও যাজ্ঞা। কোন্ মন্ত্রটি কোন্ দেবতার অনুবাক্য ও যাজ্ঞা তা বুঝতে হবে মন্ত্রে প্রকাশিত দেবতার নাম দেখে। প্রত্যেক দেবতার ক্ষেত্রে আবার প্রথম মন্ত্রটি অনুবাক্য এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে যাজ্ঞা। যাজ্ঞার ঠিক পরেই ‘অয়মগ্নিঃ সহশ্রিণ ইতি বা’ বলায় এটিও একটি বিকল্প যাজ্ঞামন্ত্রই। যাতে কোন্টি ঋতাবিক অগ্নি-সোম দেবতার মন্ত্র এবং কোন্টি উপাংশুস্বরে পাঠ্য দ্বিতীয় প্রধানদেবতা অগ্নি-সোমের মন্ত্র তা নিয়ে কোন সংশয় ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয় সেই কারণে সূত্রকার উপাংশু-দেবতার মন্ত্র এই সূত্রে উল্লেখ না করে পরবর্তী সূত্রে তা নির্দেশ করছেন। যাজ্ঞা মন্ত্র সাধারণত ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের হয়ে থাকে (আ. ২/১৪/২২ দ্র.), কিন্তু ‘অয়ম—’ এই মন্ত্রটি গায়ত্রী ছন্দের। আধানে গায়ত্রী ছন্দের মন্ত্রের বাক্য থাকায় সেখানেই তাই এটি প্রয়োগ করা সম্ভব। শা. গ্রন্থে ‘অয়ম—’ মন্ত্রটির কোন উল্লেখ নেই। ‘ববট—’ (খ. ৭/৯৯/৭) অথবা ‘ভূবাণো বিবুরাজ্যস্য হবিষো’ বিবুর, ‘প্র চবণিভ্যঃ—’ (১/১০৯/৬) ইন্দ্র-অগ্নির এবং ‘মহা ইন্দ্রো নৃবদা—’ (৬/১৯/১) মহেঞ্জের যাজ্ঞা — শা. ১/৮/৪-১৩ দ্র.।

যদ্যগ্নীবোমীর উপাংশুযাজ্ঞোঃগ্নীবোমা যো অদ্য বামান্যং দিবো

মাতরিখা জভারেতি ॥৩॥ [১]

অনু.— যদি অগ্নি-সোম-সম্পর্কিত উপাংশুবাগ (হয় তাহলে অনুবাক্য ও যাজ্ঞা) ‘অগ্নী—’ (খ. ১/৯৩/২), ‘আন্যং—’ (১/৯৩/৬)।

ব্যাখ্যা— ‘অগ্নী—’ অনুবাক্য, ‘আন্যং—’ যাজ্ঞা। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, যদিও বাগটি দর্শপূর্ণমাস, তবুও প্রধানবাগে পূর্ণমাস অথবা অমাবস্যা কেউই দেবতা নন। শুধু তৈত্তিরীয়শাখার যজ্ঞমানের ক্ষেত্রে প্রধানবাগের পরে সুব দ্বারা যে পার্বণহোম করা হয় সেখানেই তাঁরা দেবতা। শা. মতে দুটি মন্ত্রই ভিন্ন— ‘অগ্নীবোমাব ইমন্ ইত্যুপাংশুযাজস্য পুরোনুবাক্যঃ ভূবাণাব্ অগ্নীবোমাব্ আজ্যস্য হবিষো বীতাম্ ইতি যাজ্ঞা’— ১/৮/৬, ৭।

অথ বিষ্টকৃত্য ॥ ৪॥ [২]

অনু.—এ-বার বিষ্টকৃতের (অনুবাক্য ও যাজ্ঞা বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা—‘অথ’ বলার উদ্দেশ্য আবাহনের ক্রম অনুযায়ী এখানে প্রধানসেবতার পরে প্রযাজ ও অনুযাজের সেবতার উল্লেখ ও অনুষ্ঠান করা হচ্ছে না, হচ্ছে বিষ্টকৃতের সেবতার অনুবাক্য ও যাজ্ঞার উল্লেখ ও অনুষ্ঠান। ‘বিষ্টকৃত’ বলতে বোঝায় বিনি যাগকে সুসম্পন্ন করেন বা করেছেন তিনি।

শিগ্রীহি দেবী উপত্যো যবিত্ত্যনুবাক্য ॥ ৫॥ [২]

অনু.—‘শিগ্রীহি—’ (খ. ১০/২/১) অনুবাক্য।

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রটি বিষ্টকৃতের অনুবাক্য। ‘অনুবাক্য’ না বললেও বোঝা যেত যে এটি অনুবাক্যই, তবুও তা স্পষ্টত উল্লেখ করার সুবাদে হবে সর্বত্রই প্রথম মন্ত্রটি অনুবাক্য এবং পরবর্তী মন্ত্রটি যাজ্ঞা। শা. ১/৯/১ সূত্রেও এই মন্ত্রটিই বিহিত হয়েছে।

যে৩ যজ্ঞামহেয়িং বিষ্টকৃতম্ অরাক্ষয়ির্ ইত্যাক্ষা যষ্ঠা বিভক্ত্যা সেবতাম্ আদিশ্য শ্রিয়া ধামান্যাদ্
ইত্থাপসনতনুয়াড্ ॥ ৬॥ [৩]

অনু.—(যাজ্ঞার) ‘যে—’ (সূ.) এই (মন্ত্র) বলে যষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা সেবতাকে উল্লেখ করে ‘শ্রিয়া—’ (সূ.) এই (মন্ত্র) জুড়ে সেবেন।

ব্যাখ্যা—য. যে, সূত্রকার ১/৫/১৮ সূত্র ছাড়া অন্য কোথাও নিজে যাজ্ঞামন্ত্রে আগু পাঠ করে দেখান নি, কিন্তু এখানে তা করেছেন। উদ্দেশ্য এই কথাই বোঝান যে, এখানেও পক্ষর প্রযাজের মতোই যেটি যাজ্ঞামন্ত্র তার ঠিক আগে আগু পাঠ করা হবে না, হবে সেবতাদের নাম-উল্লেখেরও আগে। সেবতাদের নাম উল্লেখ করতে হবে আবাহনের ক্রম অনুযায়ী। তবে প্রথমেই বিষ্টকৃত সেবতার নাম উল্লেখ করতে হবে এবং আবাহনের মতো ‘অগ্নিং হোত্রায়’ না বলে বলতে হবে ‘অগ্নিং বিষ্টকৃতম্’। যাজ্ঞার আগু ও বিষ্টকৃত অগ্নির নাম উল্লেখের পরে আবাহনের সেবতাদের নাম যখন হোতা একে একে উল্লেখ করবেন তখন তিনি ঋত্ব্যকের নামের আগে ‘অরাট্’ এবং ঋত্ব্যকের নামের পরে ‘শ্রিয়া ধামানি’ পদ উচ্চারণ করবেন। প্রথম সেবতার বেলায় শুধু কেবল অরাড্ না বলে বলবেন ‘অরাক্ষয়িঃ’। সেবতাদের নাম এখানে উল্লেখ করতে হবে দ্বিতীয়া বিভক্তিতে নয়, যষ্ঠী বিভক্তিতে। এক সেবতার নামের শেষে যে ‘শ্রিয়া ধামানি’ এবং পরবর্তী সেবতার নামের আগে যে ‘অরাট্’ তা সন্ধি করে পাঠ করতে হবে অর্থাৎ বলতে হবে ‘শ্রিয়া ধামান্যাদ্ (ড্)’। আবাহনের ঋত্ব্যক সেবতাকে আবাহন করার পরে যেমন থামা হয় এখানে কিন্তু তেমন ঋত্ব্যক সেবতার নামের পরে ‘শ্রিয়া ধামানি’ বলে থেমে গেলে চলবে না, ‘অরাট্’ পর্বত্ব একনিঃশ্বাসে পাঠ করে যেতে হবে। যদিও এক মন্ত্রের পদের সঙ্গে অন্য মন্ত্রের পদ যুক্ত (সন্ধান) করতে হলে সাধারণত প্রশ্ন ব্যবহার করতে হয়, এখানে কিন্তু তা করতে হবে না, কেবল সন্ধি করলেই চলবে। যাজ্ঞার আগে যেহেতু নিগদটিকে পাঠ করা হয়েছে তাই নিগদটি যাজ্ঞা নয়। এই কারণে যাজ্ঞা একনিঃশ্বাসে পাঠ করতে হলেও নিগদটি ইচ্ছামত থেমে অথবা একনিঃশ্বাসে পাঠ করা চলবে।

এবম্ উক্তরা অরাট্ অরাট্ ইতি য়েব তাসাং পুনস্তাড্ ॥ ৭॥ [৪]

অনু.—এইভাবে পরবর্তী (সেবতাদেরও উল্লেখ করবেন)। তাঁদের (নামের) আগে কিন্তু শুধু ‘অরাট্’ ‘অরাট্’ বলবেন।

ব্যাখ্যা—পরবর্তী সেবতাদের নামও এইভাবেই আবাহনেরই ক্রমে ‘অরাট্ অমুকস্য শ্রিয়া ধামানি, অরাট্ অমুকস্য শ্রিয়া ধামানি’ বলে একে একে উল্লেখ করবেন। পার্বক্য শুধু এই যে, প্রথম সেবতার নামের আগে ‘অরাক্ষয়িঃ’ (৬নং সূ. য.) বলা

হলেও তাঁদের ক্ষেত্রে শুধুই ‘অয়াট্’ বলতে হবে। এই জন্যই সূত্রে ‘এব’ বলা হয়েছে। মন্ত্রাংশটির অর্থ হল, ‘অগ্নি, তুমি অমুকের অমুকের শির আবাসস্থলগুলিকে যজ্ঞন করোহ’। যদিও আপাতত মনে হতে পারে যে, হ্রত্যেক দেবতার ক্ষেত্রে দু-বার অয়াট্ শব্দ উচ্চারণ করতে হয়, কিন্তু পণ্ডায়ে বিষ্টকৃৎ-এর প্রৈমে একটি অয়াট্ শব্দ আছে বলে একবারই ‘অয়াট্’ বলতে হয়। ‘অয়াস্তমিরমোঃ শিরা ধামান্যয়াট্ সোমস্য শিরা ধামান্য্যাক্তমোঃ শিরা ধামান্য্যাক্তমীষোময়োঃ শিরা ধামানি বিকোন্ বা অয়াস্তমীষোময়োঃ শিরা ধামান্য্যাক্তিহ্রোম্যোঃ শিরা ধামান্য্যাক্তিহ্রস্য শিরা ধামানি মহেহ্রস্য বা’— শা. ১/৯/২।

আজ্যপাত্তম্ অনুক্রম্য দেবানামাজ্যপানান্ শিরা ধামানি যক্ষদয়েহৌতুঃ শিরা ধামানি যক্ষত্ব স্বং মহিমানমাবজ্ঞতামেজ্যা ইষঃ ক্শোতু সো অক্ষরা জাতবেদা জুবতাং হবিরমো যদস্য বিশো অক্ষরস্য হোতব্ ইত্যনবানং যজতি ॥ ৮ ॥ [৫]

অনু.— আজ্যপ দেবতা পর্বত উল্লেখ করে ‘দেবা..... হবির্’ (সূ.), ‘অয়ে—’ (ঋ. ৬/১৫/১৪) এই (মন্ত্র) একনিঃশ্বাসে যাজ্যপাঠে পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— আজ্যপাত্তম্ = আজ্যপদের অর্থ্যং প্রযাজ-অনুযাজের দেবতাদের আগে পর্বত। অনবানম্ = ন-অবানম্ = মাঝে খাস না ফেলে, দম না নিয়ে। আজ্যভাগ ও প্রধানবাগের দেবতার নাম উল্লেখ করে তার পরে ‘দেবা..... হবির্’ (সূ.) পর্বত নিগদমন্ত্র বলে তার পরে ‘অয়ে—’ এই মূল যাজ্যমন্ত্র পাঠ করতে হবে। মন্ত্রটি একনিঃশ্বাসেই পাঠ করতে হয়। ৬নং সূত্রে উপসত্তানের এবং ৭নং সূত্রে ‘অয়াট্’ শব্দের উল্লেখ থাকলেও ৬নং সূত্রেও ‘অয়াট্’ শব্দের উল্লেখ করে সূত্রকার এই হিস্তাই দিয়েছেন যে, যেখানেই ‘শিরা ধামানি’ থাকবে সেখানেই ‘অয়াট্’ শব্দও পাঠ করতে হবে। এখানেও তাই আজ্যপদের আগে ‘অয়াট্’ বলতে হবে। শা. ১/৯/২ সূত্রেও এই মন্ত্রটিই বিহিত হয়েছে, তবে সেখানে শেষে হোতব্ পদটি উহ্য।

প্রকৃত্য বা ॥ ৯ ॥ [৬]

অনু.— অথবা স্বাভাবিকভাবে (যাজ্য পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যাজ্যমন্ত্র একনিঃশ্বাসে না পড়ে যথাহানে অর্থ্যং মূল যাজ্যমন্ত্রের প্রথমার্ধের শেষে খাস নিয়েও পাঠ করা চলে। আগের সূত্রে ‘বা’ শব্দটি ছুড়ে দিলে (‘অনবানং বা যজতি’) এই সূত্রটি সূত্রকারকে আর করতে হত না। তবুও পৃথক্ পৃথক্ সূত্র করার বুঝতে হবে যে, এই বিকল্প পদ্ধতি সমান শক্তিশালী।

সপ্তম কণিকা (১/৭)

[ইড়াভক্ষণ]

প্রদেপিন্যাঃ পর্বণী উত্তমে অজ্ঞমিহৌঠরোন্ অভ্যাস্তং নিমার্শি ॥ ১ ॥

অনু.— তজ্ঞীর উপরের দুটি পর্বকে (অধ্বৰ্যু দ্বারা) আভ্যলিপ্ত করিয়ে হৃদয়ের অভিমুখী করে (তা) দুই ওঠে ঘষবেন।

ব্যাখ্যা— প্রদেপিনী = তজ্ঞী। যেতা তজ্ঞীর তলার নিক থেকে যেটি তৃতীয় এবং দ্বিতীয় পর্ব সেই দুই পর্বে (পাঁটে) অধ্বৰ্যুকে দিয়ে আভ্য মাথিরে নিয়ে সেই আভ্য নিজের দুই চোঁটে লাগাবেন (আপ. মৌ. ৩/২/৩, ৪ ব্র.)। আভ্য চোঁটে লাগাবার স্বরূপে তজ্ঞী এবং হাতের তল (চেঁটো) নিজের কুকের মুখোমুখি করে রাখতে হবে।

বাচস্পতিনা তে হৃতস্যেবে গ্রাণায় গ্রীষ্মকীর্ষ্যন্তরম্ উত্তরে ॥ ২ ॥

অনু.— ‘বাচ—’ (সূ.) এই (মন্ত্রে) উপর (পর্বকে) উপর (ওঠে লাগাবেন)।

ব্যাখ্যা— তলা থেকে যেটি তৃতীয় পর্ব, সেই পর্বের আভ্য 'বাচ—' মন্ত্রে উপরের চৌটে লাগতে হবে। "বাচস্পতিনা তে হতস্য প্রাণ্মামীবে প্রাণারোতি পূর্বম্ অজ্ঞনম্ অধরোষ্ঠে নিলিপ্পতি"— শা. ১/১০/২।

মনসস্পতিনা তে হতস্যোর্জোপানার প্রাণ্মামীত্যাধরম্ অধরে ॥ ৩ ॥ [২]

অনু.— 'মন-' (সু.) এই (মন্ত্রে) নীচের (পর্বকে) নীচের (ওষ্ঠে লাগাবেন)।

ব্যাখ্যা— 'মন-' মন্ত্রে তৃত্বীয় বিতীয় পর্বের আভ্য লাগাবেন নীচের চৌটে। আগের সূত্রে 'উত্তরম্ উত্তরে' বলার পরে এই সূত্রে 'অধরম্ অধরে' না বললেও চলত, তবুও তা বলার উত্তর শব্দে উত্তরতর এবং অধর শব্দে অধরতর হানকে বুঝতে হবে। উত্তরতর এবং অধরতর ওষ্ঠ মানে এই দুই ওষ্ঠের যে অংশে লোমের সারি আছে সেই অংশ। 'ওষ্ঠৌ—' স্থলে অবশ্য বিশেষ নির্দেশ থাকায় সেখানে ওষ্ঠের লোমশূন্য হানকেই বুঝতে হবে। "মনসস্পতিনা তে হতস্য প্রাণ্মাম্যর্জ উদানায়েত্মরোষ্ঠ উত্তরম্"— শা. ১/১০/২।

শ্পৃষ্টোদকম্ অঞ্জলিনেভাং প্রতিগৃহ্য সব্যে পানৌ কৃৎবা পশ্চাদ্ অস্যা উদগ্-অজুলিং পানিম্

উপধারাবাত্তরেভাম্ অবদাপরীত ॥ ৪ ॥ [৩]

অনু.— জল স্পর্শ করে অঞ্জলি দিয়ে ইড়াকে নিয়ে বাঁ হাতে রেখে এই (ইড়ার) পিছনে (ডান) হাতের আঙুলগুলি উত্তরমুখী (করে) রেখে (অধর্যু ধারা) ইড়াখণ্ড নেওরাবেন।

ব্যাখ্যা— অবদাপরীত = খণ্ডিত করাবেন, নেওরাবেন। যেতা ইড়াপাত্রকে নিজের অঞ্জলিতে নিয়ে বাঁ হাতে পাত্রটি রেখে পাত্রের পিছন দিকে ডান হাতের আঙুলগুলি উত্তরমুখী করে রাখবেন। অধর্যু তখন তাঁর ডান হাতে অবাত্তরেভা (= অবাত্তর ইড়া) অর্থাৎ ইড়ার কিছু খণ্ডিত অংশ সেবেন। প্রসঙ্গত 'উপশ্পৃষ্টোদকং.... ইডার্মা হোতুম্ হস্তেংবাত্তরেভাম্ অবদ্যতি' (আপ. শ্রৌ. ৩/২/৫) সূ. হ্র.। উপস্বরণ, প্রধানবাগের সব-কটি ব্রহ্ম থেকে দু-বার করে খণ্ডন এবং শেষে দু-বার অভিধারণ করে এই অবাত্তরেভা নেওরা হয়। পাত্রে আজ্যহ্রাণনকে 'উপস্বরণ', আর পাত্রহিত হ্রব্যের উপরে আজ্যধারণকে 'অভিধারণ' বলে।

অত্তরেণাজুর্ভম্ অজুলীশ্ চ বয়ং বিতীয়ম্ আদদীত ॥ ৫ ॥ [৪]

অনু.— অজুর্ভ ও আঙুলগুলির মাঝখান দিয়ে নিজে বিতীয় (বার অবাত্তরেভা) গ্রহণ করবেন।

ব্যাখ্যা— এর পর যেতা অজুর্ভ ও অন্যান্য আঙুলের মাঝখান দিয়ে নিজে আর একখণ্ড ইড়া পাত্র থেকে তুলে নিজের হাতে রাখবেন। 'বিতীয়ম্' বলার এই খণ্ডটির নামও 'অবাত্তরেভা'। প্রসঙ্গত 'অধর্যুঃ প্রথমম্ অবদানম্ অবদ্যতি বয়ং যেতোত্তরম্' (আপ. শ্রৌ. ৩/২/৬) সূ. হ্র.। কীথ বলেছেন অবাত্তরেভা থেকেই এই অংশটি ভেঙে নেওরা হয় (ঐ. ব্রা. ১৫৬ পৃ. ২ নং টীকা, পুনর্ব্রূণ হ্র.)।

প্রত্যালঙ্ঘ্যম্ অজুর্ভেনাভিসংগৃহ্য প্রত্যাহত্যাঙ্গুলীন্ অমুষ্টিং কৃৎবা দক্ষিণত ইভাং পরিশৃণ্ধ্যান্যনম্ভিতাম্

উপহৃদয়ে প্রাপসম্ভিতাং বা ॥ ৬ ॥ [৫, ৬]

অনু.— শ্পৃষ্ট (ইড়াকে) অজুর্ভ দিয়ে চেপে ধরে আঙুলগুলি শুটিয়ে নিয়ে (কিছু) মুঠা না করে (অবাত্তরেভার) ডান দিকে (মূল) ইড়াকে (ডান হাতে) নিয়ে মুখের কাছে অথবা নাকের কাছে ধরে (রাখা সেই ইড়াকে) আহ্বান করেন।

ব্যাখ্যা— অধর্যু ধারা শ্পৃষ্ট ইড়াকে মুখ বা নাকের (শাখ্যায়নের মতে মুখ বা মুকের) কাছে ধরে তার উদ্দেশে মন্ত্রপাঠের নাম ইড়া-উপহৃদম্। উপহৃদয়ের মন্ত্র ৭ম ও ৮ম সূত্রে বলা হয়েছে। বৈ. শ্রৌ. ৬/১২ অংশে বলা হয়েছে "অজুর্ভেনোপসংক্ৰান্ত্যমুষ্টিং কৃৎবা.... ইতীতাম্ উপহৃদমানং যেতানম্ অধর্যুন্ অঙ্গীন্ বজ্রবান্-চাধারততে"। শা. গ্রন্থে বলা হয়েছে "উপশ্পৃশ্য

দক্ষিণেনোস্তরেষ্ঠাং ধারয়ননু; অপ্রসারিতাভির্ অঙ্গুলিভির্ অমুষ্টিকৃতাভিঃ; স্বয়ং পঞ্চমম্ আদায়; মুখসমমিতাং ধারয়ন
হৃদয়সমমিতাং বা”— শা. ১/১০/৩-৭। অমুষ্টিং কৃতা = ব্রহ্মাসূক্তকে অন্য আঙুলগুলির বাইরে এনে।

ইষ্টোপহৃত্য সহ দিবা বৃহতাদিত্যেনোপাস্মা ইষ্টা হরতাং সহ দিবা বৃহতাদিত্যেনোপহৃত্য সহস্ররিক্ষেণ
বামদেবোণ বায়ুনোপাস্মা ইষ্টা হরতাং সহস্ররিক্ষেণ বামদেবোণ বায়ুনোপহৃত্য সহ পৃথিব্যা
রথন্ত্রেশাঘিনোপাস্মা ইষ্টা হরতাং সহ পৃথিব্যা রথন্ত্রেশাঘিনোপহৃত্য গাবঃ সহানির উপ
মাং গাবঃ সহানিরা হরতামুপহৃত্য খেনুঃ সহ ঋষভোপ মাং খেনুঃ সহ ঋষভো
হরতামুপহৃত্য গৌর্ধৃতপদ্যুপ মাং গৌর্ধৃতপদী হরতামুপহৃত্য দিব্যাঃ সপ্ত
হোতার উপ মাং দিব্যা চ সপ্ত হোতারো হরতামুপহৃত্য সখা ভক্ষ উপ মাং
সখা ভক্ষ হরতামুপহৃত্যো বৃষ্টিরূপ মামিষ্টা বৃষ্টির্হরতাম্ ইত্থাপাংস্ত ॥ ৭।।

অনু.— ‘ইষ্টো—’ (সু.) এই (মন্ত্রটি) উপাংস্ত (স্বরে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— মন্ত্রে প্রত্যেকটি বাক্য ‘হরতাম্’ অথবা ‘হরতাম্’ পদে শেষ হয়েছে। নিগদমন্ত্র তন্ত্রবরে অর্থাৎ তৎকালীন স্বরেই
পাঠ্য, কিন্তু এখানে ‘উপাংস্ত’ বলার এই অংশটি উপাংস্তস্বরেই পাঠ করতে হবে। শা. ১/১১ অংশে ‘উপহৃতং বৃহতঃ...
জুবব মেভে’ এই অন্য একটি মন্ত্র জপ করতে বলা হয়েছে।

অথোচ্চৈঃ। ইষ্টোপহৃত্যোপহৃত্যোপাস্মা ইষ্টা হরতামিষ্টোপহৃত্য, মানবী ঘৃতপদী মৈত্রাবরুণী, ব্রহ্ম
দেবকৃতমুপহৃত্য, দৈব্যা অক্ষর্ব উপহৃত্য উপহৃত্য মনুব্যাঃ, য ইমং যজ্ঞমবান্যে চ যজ্ঞপতিং
বর্ধানুপহৃত্যে দ্যাবাপৃথিবী পূর্বজে ঋতাবরী দেবী দেবপুত্রে, উপহৃত্যোহয়ং
যজ্ঞমান উত্তরস্যাং দেবযজ্ঞায়ামুপহৃত্যো জুয়সি হবিষ্করণ, ইদং মে
দেবা হবির্জুবজাম্ ইতি তন্নিমুপহৃত ইতি ॥ ৮।। [৭]

অনু.— এর পর উচ্চস্বরে ‘ইষ্টো—’ (সু.) এই (মন্ত্রাংশটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ‘উচ্চৈঃ’ বলতে এখানে নিগদমন্ত্রে প্রযোজ্য যে তন্ত্রবর সেই স্বরকেই বোঝান হয়েছে। এই মন্ত্রের ‘ইষ্টোপহৃত্য’,
‘মনুব্যাঃ’ এবং ‘দেবপুত্রে’ পদের পরে থামতে হয়। মন্ত্রের বাক্যগুলি ‘ইষ্টোপ’, ‘ব্রহ্ম’, ‘দৈব্যা’, ‘উপ’, ‘ইদং’ এবং ‘তন্নিম্’
পদে আরম্ভ হয়েছে। ‘হবির্জুবজাম্ ইতি’ অংশে যে ইতি শব্দ আছে তা মন্ত্রের সমাপ্তিসূচক ইতি শব্দ নয়, মন্ত্রেরই অন্তর্গত
পদবিশেষ। পরবর্তী যে ‘ইতি’ শব্দ তা অবশ্য সম্পূর্ণ নিগদ মন্ত্রের সমাপ্তিই সূচিত করেছে। সোমবাণে ৪/২/৮ অনুসারে
দীক্ষণীয়া ইতি থেকে শুরু করে সর্বত্র ‘উত্তরস্যাং... হবির্জুবজাম্’ অংশের স্থানে ‘আগু’ এবং ৫/৩/৭ অনুসারে ‘যজ্ঞমানঃ’
পদের আগে ‘সুধনু’ এই অতিরিক্ত একটি পদ পাঠ করতে হয়। শা. ১/১২ অংশেও এই মন্ত্রটিই বিহিত হয়েছে। আনতীর-
গোবিন্দের ভাষ্য অনুযায়ী মৈত্রাবরুণ, উপহৃত্য, বর্ধানু এবং দেবপুত্রে পদের পরে এবং সব শেষে থামতে হয়। তন্ত্রত্যা ১/১২/২
সূত্র অনুযায়ী শেষে থামার সময়ে ইচ্ছার আশ্রয় নিতে হয়। বাক্যগুলি শেষ হয়েছে বস্তুত হরতাম্, মৈত্রাবরুণী, উপহৃত্য,
বর্ধানু, দেবপুত্রে, হবিষ্করণ, ইতি, উপহৃত্য পদে।

উপহৃত্যাবান্তরেষ্ঠাং প্রাঙ্গীরাদ ইষ্টে ভাগং জুবব নঃ পিষগা জিহ্বার্বতো রামস্পোষসেনিবে তস্য নো রাব
তস্য নো দাক্ষ্যাস্ত্রে ভাগমশীমহি। সর্বদ্বানঃ সর্বতনবঃ সর্বদীরাঃ সর্বপুরুষাঃ সর্বপুরুষা ইতি বা ॥ ৯।। [৮]

অনু.— উপহৃত্য করে ‘ইষ্টে... সর্বপুরুষাঃ অথবা সর্বপুরুষাঃ’ (সু.) মন্ত্রে অবান্তরেষ্ঠা ভক্ষণ করবেন।

ব্যাখ্যা— মন্ত্রের ‘সর্বপুরুষাঃ’ পদের প্রথম উকারের স্থানে জুবব ইষ্টে ‘সর্বপুরুষাঃ’ উচ্চারণ করাও চলে। ইচ্ছাভক্ষণের
সময়ে আগে অবান্তরেষ্ঠা ভক্ষণ করতে হয়। ‘ইড়া সর্ববান্’, ‘যজ্ঞমানপুরুষা ইতাং ভক্ষয়েৎ’ ইত্যাদি উক্তি অনুসারে যজ্ঞমান
ও ঋত্বিক সকলকেই ইড়া ভক্ষণ করতে হয়। ৫/৬/১৫ সূত্রের ‘প্রকৃষ্টো অবান্তরেষ্ঠাশ্রাণম্ ইড়াশ্রাণনং চ কৃতা পণ্ডিত্

শৌচার্থম্ আচমনং ভবতি, ন তয়োঃ মধ্যে অপি' এই বৃত্তি থেকেও বোঝা যাচ্ছে যে, উপস্থান করে অবান্তরেড়া-ভক্ষণের পরে ইড়াভক্ষণও করতে হয়; আচমন করা হয় তার পরে। সিদ্ধান্তিভাষ্যেও বলা আছে 'উপহৃত তদনন্তরম্ এবাবান্তরেড়াং প্রাপ্তীয়াত্ পশ্চাদ্ ইডাম্ ইতোতদধর্ম উপহৃত্যেতি বচনম্।' বৈ. শ্রৌ. ৭/১ অংশেও কর্মের এই অনুক্রমের কথাই বলা হয়েছে। 'উপহৃত' পদটি না থাকলে সূত্রের অর্থ দাঁড়াইত এই যে, পূর্ববর্তী সূত্রের 'হবির্জুবডাম্' অংশে নিগদমন্ত্ৰ শেষ হয়ে গেছে এবং অবান্তরেড়া ঐ সূত্রের 'তস্মিন্ উপহৃত' মন্ত্রে অথবা আলোচ্য সূত্রের 'ইতে ভাগং—' মন্ত্রে ভক্ষণ করা যেতে পারে। শা. ১/১২/৫, ৬ অনুযায়ী 'ইতালি স্যোনাসি—' মন্ত্রে উত্তর-ইড়া ভক্ষণ করে যজমানসমত চার ঋত্বিক্ অপর অর্থাৎ পাদ্রীর ইড়াও ভক্ষণ করেন।

অষ্টম কণ্ডিকা (১/৮)

[অনুযাজ]

মাজরিহানুযাজেশ্ চরতি ॥ ১ ॥

অনু.— মার্জন করে অনুযাজগুলি দিয়ে অনুষ্ঠান করেন।

ব্যাখ্যা— মার্জনের পর অনুযাজের অনুষ্ঠান করতে হয়। বৃত্তিকার নারায়ণের মতে মার্জন ইড়াভক্ষণেরই অঙ্গ, অনুযাজের অঙ্গ নয়। কোন অনুষ্ঠান ইড়ায় শেষ হলে সেখানে মার্জনও তাই করতে হয়। পিছোড়িতে ইড়াভক্ষণ নেই বলে সেখানে মার্জনও তাই করতে হয় না। মার্জন যদি অনুযাজের অঙ্গ হত তাহলে এই দুই কর্মের মাঝে চতুর্থাক্ষরণ ও দক্ষিণাদানের অনুষ্ঠান হতে পারত না, মার্জনের ঠিক পরেই অনুযাজের অনুষ্ঠান হত। তাছাড়া এটিও লক্ষ্য করার মতো যে, পিছোড়িতে অনুযাজ থাকায় মার্জনও সেখানে থাকা উচিত, কিন্তু 'ন মার্জনম্' (২/১৯/১৫) সূত্রে সেখানে বস্তুত মার্জন নিষিদ্ধই করা হয়েছে। আমাদের এই সূত্রটি থেকে আরও বোঝা যাচ্ছে যে, মার্জনের পরে সর্বত্রই যে চতুর্থাক্ষরণ এবং দক্ষিণাদানের অনুষ্ঠান হয় তা নয়, অনুযাজও হতে পারে। প্রধান আর্থতির সেক্ষতা অগ্নি না হলে চতুর্থাক্ষরণের অনুষ্ঠান হয় না এবং কোথাও ইষ্টিয়াগ অন্য কোন যজ্ঞের অঙ্গযোগ্যরূপে অনুষ্ঠিত হলে সেখানে ইষ্টির অন্তর্গত দক্ষিণাদানের অনুষ্ঠানও বাদ যায়। মার্জনের পরে ঐ দুই ক্ষেত্রে অনুযাজেরই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। সিদ্ধান্তীর মতে যদিও ৩-৪নং সূত্র থেকে বোঝা যায় যে, মার্জনের পরে অনুযাজেরই অনুষ্ঠান হয়, তবুও এই সূত্রে তা বলার তাৎপর্য হল, যেখানে পরে অনুযাজের অনুষ্ঠান করণীর সেখানেই ইড়ার পরে মার্জন কমটি করে তবেই তা করতে হয়। পদ্বীসংযাজের ইড়াভক্ষণের পরে অনুযাজের অনুষ্ঠান হয় না। সেখানে তাই ভক্ষণের পরে এই মার্জন কমটি করার কোন প্রয়োজন নেই।

পরিস্তরপৈর অঞ্জলিম্ অন্তরধারাপ আসেচয়তে তন্ মার্জনম্ ॥ ২ ॥

অনু.— পরিস্তরণ দিয়ে অঞ্জলিকে ঢেকে (অধ্বর্যুকে দিয়ে) জল ঢালাবেন। এই (হল) মার্জন।

ব্যাখ্যা— অগ্নিকুণ্ডের চারদিকেই চারটি করে দর্ভ ছড়ান হয়। ঐ দর্ভের নাম 'পরিস্তরণ'। হেতা নিজের অঞ্জলি ঐ দর্ভের তলার প্রবেশ করিয়ে হাতটি ঢেকে রাখেন এবং অধ্বর্যু তার উপর জল ঢালেন। এরই নাম 'মার্জন'। সোমযোগে দীক্ষারীরা থেকে শুরু করে উদয়নীয়া ইষ্টির আগে পর্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠানে কিছু ৪/২/৭ সূত্র অনুযায়ী এই মার্জন নিষিদ্ধ। "ইদমাগ ইতি তুচেনান্তরবেদি পবিত্রবতি মার্জরন্তে; পরিস্তাতে ব্রহ্মভাগেহাশ্বর্যম্ আহরতি; এষ দক্ষিণাকালঃ সর্বাসাম্ ইষ্টীলাম্,"— শা. ১/১২/৮-১০।

সেবাদিরোহনুযাজাঃ ॥ ৩ ॥

অনু.— অনুযাজ (মন্ত্র)গুলির আরম্ভ দেব (শবে)।

ব্যাখ্যা— অনুযাজে প্রত্যেক দেবতার নামের আগে 'সেব' শব্দ থাকবে। প্রসঙ্গত ৭নং সূ. হ.। ১নং সূত্রে 'অনুযাজ' শব্দটি থাকার সঙ্গেও এখানে আবার তা বলার বুঝতে হবে যে, আলোচ্য সূত্রটি শুধু অনুযাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কিন্তু পরবর্তী ৪নং সূত্রটি প্রযাজ ও অনুযাজ দুয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

বীতবত্-পদাঙ্কঃ ॥ ৪ ॥

অনু.— শেষ বী-ধাতু-বিশিষ্ট পদে।

ব্যাখ্যা— প্রযাজ ও অনুযাজের যাজ্যায় বী-ধাতু থেকে উৎপন্ন বীহি, বেতু অথবা ব্যক্ত পদ শেষে থাকে। ৭নং সূত্র এবং ১/৫/১৮, ২৪-২৮ সূ. দ্র।

ত্রয়ঃ ॥ ৫ ॥

অনু.— (অনুযাজ মোট) তিনটি।

ব্যাখ্যা— দ্র. যে, এখানে বিশেষ বিবরণের কিছুই নেই।

একৈকং প্রেষিতো যজতি ॥ ৬ ॥

অনু.— (অধ্বৰ্যু দ্বারা) নির্দিষ্ট হয়ে (হোতা) এক একটি যাজ্য (মন্ত্র) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রত্যেক দেবতার জন্য অধ্বৰ্যু হোতাকে পৃথক পৃথক 'প্রৈষ' অর্থাৎ নির্দেশ দেন। প্রত্যেক প্রৈষের পরে হোতা একটি করে যাজ্য-মন্ত্র পাঠ করেন। সিদ্ধান্তীর ভাষ্য অনুযায়ী 'যজতি' স্থানে পাঠ হচ্ছে 'অপতি'।

সেবং বর্হিবসুবনে বসুধেমস্য বেতু। দেবো নরাণ্যসো বসুবনে বসুধেমস্য বেতু। দেবো অগ্নিঃ স্থিষ্টকৃৎ
সুদ্রবিণা মন্ত্রঃ কবিঃ সত্যমন্‌মাষজী হোতা হোতুর্হোতুরাযজীরানয়ে যান্‌ সেবানয়াড্‌ য়া অপিশ্রৈর্বে
তে হোত্রে অমত্‌সত তাং সসনুবীং হোত্ৰাং সেবজমাং দিবি দেবেষু যজ্ঞমেরেয়েমং স্থিষ্টকৃচ্চায়ে
হোতা ভূর্বসুবনে বসুধেমস্য নমোবাকে বীহীত্যানবানং বা ॥ ৭ ॥

অনু.— 'সেবং—' (সূ.), 'দেবো নরা —' (সূ.)। 'দেবো অগ্নিঃ..... বীহি' (সূ.) এই (মন্ত্রটি) বিকল্পে একনিঃশ্বাসে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— তিনটি অনুযাজের তিনটি পৃথক যাজ্য মন্ত্র। শেষ মন্ত্রটি বিকল্পে আগাগোড়া একনিঃশ্বাসে পড়ে যেতে হবে। ইচ্ছা হলে অবশ্য 'অমত্‌সত' এই পদটিতে থামা যেতে পারে। এই মন্ত্রটি প্রৈষাধ্যায়ের অন্তর্গত (৩/১১)। ঋক্‌প্রতিশাখ্যেও মন্ত্রটির উল্লেখ পাওয়া যায়। শা. ১/১৩ অংশেও এই মন্ত্রগুলিই যাজ্যাক্রমে নির্দিষ্ট হয়েছে এবং 'অমত্‌সত' পদের পরে থামতে বলা হয়েছে।

নবম কণ্ডিকা (১/৯)

[সূক্তবাক]

সূক্তবাক্যার সংপ্রেষিত ইদং দ্যাবাপৃথিবী তন্নমত্‌দুর্দার্য সূক্তবাকমুত নমোবাকমুধ্যাম্‌ সূক্তোচ্যমগ্নে স্বং
সূক্তবাপসি। উপক্রম্যতী দিবসপৃথিব্যোরোমহতী তেহমিন্‌ যজ্ঞে যজমান দ্যাবাপৃথিবী ভান্‌। শংগমী
জীরদানু অন্নম্‌ অহবসে উরুসব্যতী অতরংকৃতৌ। বৃতিস্যাবা রীত্যাণা শংকুবৌ মরোভুবা
উর্জবতী পরবতী স্পচরণা চ যথিচরণা চ তন্নোরাবিনীত্যবসার প্রথময়া বিজ্ঞাত্যামিণ্য
সেবতাম্‌ ইদং হবিরজুকতাবীবৃথত মহো ভ্যারোহকৃত্যুপসনতনুনাড্‌ ॥ ১ ॥

অনু.—ইংসূক্তবাক্যের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে 'ইদং.... আবিদী' (সূ.) এই (পর্বত বলে) থেমে প্রথম বিজ্ঞতি দ্বারা দেবতাকে উল্লেখ করে 'ইদং হবি—' (সূ.) এই (অংশটি) জুড়ে দেবেন।

ব্যাখ্যা— অধর্বু 'ইবিভা দৈব্যা..... সূক্তবাক্য সূক্তা ব্রুতহি' (কা. শ্রৌ. ৩/৬/২; আপ. শ্রৌ. ৩/৬/৫) বাক্যে সূক্তবাক্য-পাঠের জন্য নির্দেশ দিলে হেতা 'ইদং..... আবিদি' পর্বত অংশ পাঠ করে ধামবেন। তার পর আবাহনে উচ্চারিত প্রত্যেক দেবতার নাম প্রথমা বিভক্তিতে উল্লেখ করে প্রত্যেকের নামের সঙ্গে 'ইদং—' বাক্যটি জুড়ে দেবেন। জুড়তে হলে শ্রাব উচ্চারণ করা উচিত, কিন্তু সূত্রে 'প্রথমমা বিভক্ত্যা.....' বলায় ১/৬/৬ সূত্রে মতোই প্রণবের পরিবর্তে প্রথমা বিভক্তি দিয়েই সরাসরি জুড়তে হবে। প্রসঙ্গত ১/৬/৬ সূ. হ্র। সূক্তবাক্য মন্ত্রটি পাঠ করা হতে থাকলে অধর্বু 'প্রতর' নামে যে একটি বিশেষ দর্ভগৃহ আছে সেটিকে জুড়ু, উপভূত এবং ধ্রুবার ঘবে নিয়ে আহবনীয়ে ফেলে দেন। দর্শবাগে সেই সঙ্গে পলাশশাখাও ফেলে দেওয়া হয়। বৃক্ষিকারের মতে মন্ত্রের অসি, জাম, অভয়কুটৌ, আবিদি, অকৃত (বা অক্রাতাম্ বা অক্রত) এই পদগুলির পরে ধামতে হয়। শা. ১/১৪/২-৫ সূত্রে এই 'ইদং..... আবিদি' মন্ত্রই বিহিত হয়েছে এবং 'বাগসি', 'স্তাম্', 'কুটৌ' ও 'অবিদি' পদের পর ধামতে বলা হয় হয়েছে। ৬নং সূত্রে সেখানে আরও বলা হয়েছে— 'অগ্নিহবিরজুবতাবীবৃথত মহো জ্যায়োংকৃত'। হ্র. যে, দ্বিতীয়া বা ষষ্ঠী নয়, 'প্রাতি-' (শা. ২/৩/৪৬) অনুসারে প্রথমাই হবে।

এবম্ উত্তরাঃ ॥ ২ ॥

অনু.— এইভাবে পরবর্তী (দেবতাদেরও উল্লেখ করবেন)।

ব্যাখ্যা— শুধু প্রথম দেবতাকেই যে প্রথমা বিভক্তিতে উল্লেখ করে 'ইদং হবি—' বলতে হয় তা নয়, আবাহনের অন্তর্গত প্রত্যেক দেবতাকেই এখানে এইভাবে পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ করতে হয়।

অক্রাতাম্ অক্রতভি যথার্থম্ ॥ ৩ ॥

অনু.— অর্থ অনুসারে অক্রাতাম্ (অথবা অক্রত বলবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রথম দেবতার ক্ষেত্রে 'অকৃত' বলা হলেও অর্থ (বচন) অনুসারে যুদ্ধদেবতার ক্ষেত্রে 'অক্রাতাম্' এবং বহু-দেবতার ক্ষেত্রে 'অকৃত' বলবেন। অগ্নিরিদং হবিরজুবতাবীবৃথত মহো জ্যায়োংকৃত। সোম ইদং..... জ্যায়োংকৃত। বিষ্ণুঃ (উপাংগত) ইদং..... জ্যায়োংকৃত (উক্ত), অগ্নীষোমাবিদং হবিরজুবতাম্ অবীবৃথতাং মহো জ্যায়োংক্রাতাম্। 'অক্রত' পদের প্রয়োগের জন্য ৫নং সূ. হ্র। বিশেষ নির্দেশ ছাড়া প্রকৃতিবাগে উহ হয় না। পত্নীসংবাজে তাই ইড়া-উপস্থানের মত্রে 'উপস্থতেরং যজমানী' বলা হয় না। এই সূত্রে সেই কারণে 'যথার্থম্' বলা হয়েছে। যেহেতু উহ মন্ত্র নয়, তাই বৈদিক ব্যাকরণ অনুযায়ী প্রয়োগের পরিবর্তে 'অক্রাতাম্', 'অকৃত' এই রূপ শৌকিক ব্যাকরণের অনুগামী প্রয়োগই হওয়া উচিত, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে বৈদিক প্রয়োগই অতিশ্রুত বলে সূত্রকার তা সূত্রে স্পষ্টত উল্লেখ করে দিয়েছেন। প্রণ জাগতে পারে যে, ৫নং সূত্রে থেকেই তো বোঝা যাচ্ছে যে, বহুবচনে 'অক্রত' পদই ব্যবহার করতে হয়; এখানে তাই সূত্রে তার উল্লেখ তো আর না করলেও চলে। উত্তর এই যে, কোথাও যদি নিয়ম-বিরুদ্ধ কিছু প্রয়োগ দেখা যায় তাহলে তা সর্বত্র নয়, কেবল এ স্থানেই প্রযোজ্য। ৫নং সূত্রে উহহলে শৌকিক ব্যাকরণের নিয়মবিরুদ্ধ যে বৈদিক ব্যাকরণের অনুগামী পদের প্রয়োগ করা হয়েছে তা তাই সর্বত্র প্রযোজ্য নয়, কেবল আজাগদের বেলাতেই প্রযোজ্য। অন্য দেবতাদের বেলাতেও যাতে এ দুই পদের বৈদিক-ব্যাকরণ-সম্মত প্রয়োগই করা হয় তাই এই সূত্রের অবতারণা। "অগ্নিহবিরজুবতাবীবৃথত মহো জ্যায়োংকৃত..... সোমো হবিরজুবতাবীবৃথত; অগ্নিহবিরজুবতাবীবৃথত.....; অগ্নীষোমো হবিরজুবতাম্ অবীবৃথতাং মহো জ্যায়োংক্রাতাম্; বিষ্ণুঃ বা; অগ্নীষোমো.....; ইন্দ্রাণী হবিরজুবতাম্.....; ইন্দ্রো.....; মহেন্দ্রো বা"— শা. ১/১৪/৭-১৩।

উক্তম্ উপাংগাঃ ॥ ৪ ॥

অনু.— উপাংগুর (কথা) বলা হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা— উপাংগতদেবতার ক্ষেত্রে দেবতার নাম এবং 'ইদং হবি', 'মহো জ্যায়ঃ' ইত্যাদি পরোক্ষ শব্দ ক্রিভাবে উচ্চারণ করতে হয় এবং যেটি উপাংগত হয়ে পড়তে হয় তার সঙ্গে ভিন্ন করে অন্য কোন শব্দ পড়তে হলে ক্রিভাবে তা পড়তে হয় এ-সব অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে (১/৩/১৫, ১৬; ২/১৭/৫, ৬ ইত্যাদি সূ. হ্র.) এখানে সূক্তবাক্যের নিগদেও সেই সেই

নিয়ম অনুসরণ করেই ঠিক তেমনভাবেই সংশ্লিষ্ট শব্দগুলি পাঠ করতে হবে। এক নিগদের নিয়ম অন্য নিগদেও প্রযোজ্য বলে সূক্তবাক-নিগদের এই নিয়ম বিষ্টকৃতের 'ত্রিা ধামান্যার্ট' (আ. ১/৬/৬) এই উপসত্তানের (= সংযোগের) স্থলেও খাটবে; 'আবাপিকান্তম্ অনুক্রত্য' (৫নং সূত্র) নিয়ম অঙ্তিম প্রযোজ্যেও প্রযোজ্য। 'যথাবাহিতম্ অনুক্রত্য' (১/৫/২৮) বিধানটি বিষ্টকৃত্ এবং সূক্তবাকের নিগদেও খাটবে; 'প্রতিচোদনম্ আবাহনম্' (১/৩/১৮) সূত্রের নির্দেশ এই সূক্তবাকের নিগদেও পালিত হবে। যা বলা হয়ে গেছে তা আবার এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন এই যে, পশুযাগে সূক্তবাকের শ্রেষমস্ত্রে 'অজুষত' প্রভৃতি পদকে উপাংশু স্বরে পাঠ করতে হলেও সূক্তবাকের নিগদমস্ত্রে কিন্তু সেগুলিকে ঐ স্বরে পাঠ না করে ইষ্টিযাগের নিয়ম অনুযায়ী পাঠ করলেও চলবে। সিদ্ধান্তীর মতে 'প্রাণসত্ততং' (২/১৭/৬) নিয়ম অনুসারে উপাংশুদেবতার নাম উপাংশু উচ্চারণ করে তদ্ব্যবহরে 'ইদং হবিরজুষত' বলার সময়ে শ্বাস অবিচ্ছিন্ন রাখতে হয়। ঐ ২/১৭/৬ সূত্রের স্থলে প্রণব থাকলেও এখানে তা নেই বলে প্রাণসত্তানে সংশয় জাগে। কিন্তু যাতে প্রাণসত্তান হয় তাই আলোচ্য সূত্রটি করা হয়েছে।

আবাপিকান্তম্ অনুক্রত্য দেবা আজ্যাপা আজ্যমজুষতাবীবৃধস্ত মহো জ্যায়োংকৃত্যগ্নির্হোত্রেণেদং

হবিরজুষতাবীবৃধত মহো জ্যায়োংকৃত। অস্যামৃষেদ ধোত্রায়ং দেবদম্যামাশান্তেঃসং

যজ্ঞমানোংসাব্ অসাব্ ইত্যাস্যাশিা নামনী উপাংশু সমিধৌ গুরোঃ। আয়ুরাশান্তে

সুপ্রজাত্বামাশান্তে রায়স্পোষমাশান্তে সজাতবনস্যামাশান্ত উত্তরাং দেবযজ্যামাশান্তে

ভূমো হবিষ্করপমাশান্তে দিব্যং ধামাশান্তে বিশ্বং প্রিয়মাশান্তে ষদনেন হবিষাশান্তে

তদশ্যাত্ তদধ্যাত্ তদশ্মৈ দেবা রাসস্তাং তদগ্নির্দেবো দেবেভ্যো বনতে

বরমগ্নের্মানুবাঃ। ইষ্টং চ বিত্তং চোত্তে চ নো দ্যাভাপৃথিবী

অংহস্পাতামেহ গতির্মমসোদং নমো দেবেভ্য ইতি ॥ ৫॥

অনু.— (সূক্তবাকের মস্ত্রে) প্রধানযাগের দেবতা পর্বস্ত (দেবতাদের) উল্লেখ করে 'দেবা..... যজ্ঞমানঃ' (সু.) এই (পর্যস্ত বলে) 'অমুক' 'অমুক' (বলে) এর দুই নাম উল্লেখ করে (গুরুর নাম হলে) গুরুর কাছে উপাংশুস্বরে (তা উল্লেখ করে), 'আয়ু—' (সু.) এই (মন্ত্রাংশটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— সূক্তবাকে আবাহনের ক্রম অনুসারেই আজ্যভাগ এবং প্রধানযাগের দেবতাদের নাম ১—৩নং সূত্র অনুযায়ী উল্লেখ করে তার পরে 'দেবা... যজ্ঞমানঃ' পর্বস্ত মন্ত্রাংশ পাঠ করে যজ্ঞমানের ব্যাবহারিক এবং নাক্ত্র (অথবা গোপন) এই দুই নাম উল্লেখ করবেন। যে নামে যজ্ঞমানকে সকলে ডাকেন, যে নামে তিনি সকলের কাছে পরিচিত তা হচ্ছে তাঁর ব্যাবহারিক নাম এবং যে নাক্ত্রে তিনি জন্মেছেন সেই রৌহিণি, শ্রাবণ ইত্যাদি হচ্ছে তাঁর নাক্ত্রনাম। দুই নামের মধ্যে ব্যাবহারিক নামই আগে উল্লেখ করতে হবে। যদি যজ্ঞমান হোতার গুরু হন, তাহলে কিন্তু হোতা যজ্ঞমানের নাম উপাংশুস্বরেই উচ্চারণ করবেন। যজ্ঞমানের নাম উল্লেখের পরে 'আয়ু—' অংশটি পাঠ করতে হয়। এটি সম্পূর্ণ নিগদের শেষাংশ। ৪/২/৮ এবং ১১ সূত্র অনুযায়ী সোমযাগে দীক্ষণীয়া ইষ্টি থেকে শুরু করে যত অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানগুলিতে যজ্ঞমানের নাম উল্লেখ করতে হয় না এবং 'আয়ু... ত্রিয়ম্' অংশের স্থানে আগু পাঠ করতে হয়। ২/১৯/১১ সূত্র থেকে বোঝা যায় যে, এখানে 'দেবা আজ্যাপা..... অকৃত' অংশে প্রযাজ ও অনুযাজের দেবতাদের এবং 'অগ্নির্হোত্রেণ.... অকৃত' অংশে বিষ্টকৃতের দেবতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সোমযাগে ৫/৩/১০ সূত্র অনুসারে আজ্যপদেবতাদের আগে সর্বদেবতাদের নাম উল্লেখ করতে হয়। বৃষ্টি অনুযায়ী যজ্ঞমানের নাম উল্লেখ করার পরে এবং 'মানুবাঃ' পদের পরে ধামতে হয়। সূত্রে 'অস্য' পদের বিহ্ন হয়েছে বলে ধরতে হবে। সূত্রে তাই প্রবরের ক্রম অনুযায়ী সকল যজ্ঞমানেরই নাম উল্লেখ করতে হয়। 'আবাপিকান্তম্' বলার বুঝতে হবে যে, এখানেও আবাহনের দেবতাদের ক্রম অনুসরণ করা হয়ে থাকে। আবাহনে কোন দেবতাকে ভুলবশত আবাহন করা হয়ে থাকলে এখানেও তাই তাঁর নাম যথানিয়মে উল্লেখ করতে হবে। সূক্তবাক পাঠ করা হতে থাকলে অধ্বর্যু আহবানীয়ে 'প্রস্তর' নামে তৃণগুচ্ছটি নিক্ষেপ করেন। শা. ১/১৪/১৪-১৯ সূত্রে 'দেবা আজ্যাপা' মন্ত্রটি উল্লিখিত হলেও মন্ত্রাংশের পৌৰ্ণাণ্যে এবং পাঠে কিছু পার্থক্য আছে।

দশম কণ্ঠিকা (১/১০)

[শংযুবাক, পত্নীসংযাজ]

শংযুবাকায় সম্ভ্রবিতস্ তচ্ছং যোরাব্জীমহ ইত্যাহনুবাক্যাব্দ অপ্রণবাম্ ॥ ১ ॥

অনু.— শংযুবাকের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে ‘তচ্ছং যো—’ (খিল ৫/১/৫) এই মন্ত্রটি অনুবাক্যার মতো (কিন্তু) প্রণবশূন্য (করে) পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— অধ্বর্যু ‘স্বগা..... শংযো বৃহি’ (কা. শ্রো. ৩/৬/১৫) এই প্রৈষ দিলে হোতা ‘তচ্ছং—’ মন্ত্রটি অনুবাক্যার মতোই একশ্রুতিতে পাঠ করবেন, কিন্তু অনুবাক্য-মন্ত্রের শেষে ‘আ. ১/২/১৪, ২৪ অনুসারে যেমন প্রণব থাকে এখানে তা থাকবে না। প্রসঙ্গত ২/১৯/২১ সূত্রের “অত্র অনুবাক্যাকার্যস্য একদ্বান্ মধ্যে প্রণবো নাস্তি” এই বৃত্তিবাক্যটিও দ্র.। অধ্বর্যু ‘প্রস্তর’ থেকে আগেই সরিয়ে রাখা একটি তৃণ আহবনীয়ে ফেলে দিয়ে এই শংযুবাক মন্ত্র পাঠ করার সময়ে তিনটি ‘পরিধি’ নামে কাঠ ঐ অগ্নিতেই নিক্ষেপ করে ‘সংবাব’ নামে হোমের অনুষ্ঠান করেন। সিদ্ধান্তীর ভাব্য অনুসারে সূত্রে ‘আহ’ পদটি থাকায় বুঝতে হবে এটি একটি ‘নিগদ’। নিগদের পাঠ ১/২/২৪ সূত্র অনুযায়ী অনুবাক্যার মতোই হওয়ার কথা। সূত্রে তাই ‘অনুবাক্যাব্দ’ পদটি অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়, কিন্তু পদটির ব্যবহার যখন করা হয়েছে তখন আমাদের বুঝতে হবে যে, ঋকেরই নিগদস্থ হয়, সূক্তের নয়। ‘সোহরম্ ইতি সূক্তং নিগদেৎ’ (১০/৭/১) স্থলে তাই সূক্তপাঠকে নিগদ বলে উল্লেখ করা হলেও নিগদের ধর্ম সেখানে অনুসৃত হবে না, একশ্রুতি এবং প্রণব বাদ দিয়েই উদাস্ত প্রভৃতি তিন ঋকেরই ঐ সূক্তটি পাঠ করতে হবে। —শা. ১/১৪/২১ সূত্রেও এই মন্ত্রটিই পাঠ্যরূপে হয়েছে।

বেদম্ অশ্মৈ প্রযচ্ছত্যাধ্বর্যুঃ ॥ ২ ॥

অনু.— অধ্বর্যু একে বেদ দেন।

ব্যাখ্যা— সংবাবহোম হয়ে গেলে অধ্বর্যু হোতার হাতে ‘বেদ’ নামে একটি দর্ভগুচ্ছ দেন।

তং গৃহীন্নাদ্ বেদোহসি বেদো বিদেয়েতি ॥ ৩ ॥

অনু.— (হোতা) ‘বেদো—’ (সূ.) এই (মন্ত্রে) তা গ্রহণ করবেন।

ব্যাখ্যা— যখন দুটি ‘বেদ’ দেওয়া হবে তখন হোতা দুটি বেদই গ্রহণ করবেন এবং মন্ত্রে যথাহানে ‘উহ’ (অর্থ অনুযায়ী শব্দে লিঙ্গ ও বচনের পরিবর্তন) করবেন। বরণপ্রথাসে যুগপৎ দুটি বেদ দেওয়া হয় বলে সেখানে তাই মন্ত্রে উহ করা হয়। সিদ্ধান্তীর মতে আগের সূত্রে ‘অধ্বর্যুঃ’ বলা থাকায় হোতা ঐ যোগে অধ্বর্যুর হাত থেকেই বেদ নেবেন, প্রতিপ্রস্থাতার হাত থেকে নয়। কেউ কেউ অবশ্য বরণপ্রথাসে প্রতিপ্রস্থাতার হাত থেকেই একটি বেদ নেন এবং মন্ত্রে ‘বেদৌ হো বেদৌ বিদেয়’ এইভাবে বিবচনে উহ করেন।

উদান্নবেত্যেতেনোপোত্থায় পশ্চাদ্ গার্হপত্যস্যোপবিশ্য সোমং স্বষ্টারং দেবানাং

পত্নীরগ্নিং গৃহপতিম্ ইত্যাজ্যেন যজজ্জি ॥ ৪ ॥

অনু.— ‘উদা—’ (আ. ১/৩/২৭) এই (মন্ত্র) দ্বারা উঠে গার্হপত্যের পিছনে বসে সোম, স্বষ্টা, দেবপত্নী, গৃহপতিকে আজ্য দিয়ে যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— আজ্য দিয়ে যাগ (আহুতি) অধ্বর্যুই করবেন। হোতা কেবল তার আগে যাজ্ঞা মন্ত্রগুলি পাঠ করবেন। ‘যজজ্জি’ বলায় এদের উদ্দেশে শুধু আহুতিই দেওয়া হবে, আবাহন প্রভৃতি চার নিগদে নাম উল্লেখ করতে হবে না। শা. ১/১৫/১, ২ সূত্রে এই সেবত্যাদেরই উদ্দেশে গার্হপত্য উপাচরণের আহুতি দিতে বলা হয়েছে। ‘এতেন’ বলায় অনুষ্ঠানে কোন পরিবর্তন

ঘটলেও সমগ্র মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে। 'আজ্ঞান' বলার তাৎপর্য হচ্ছে আখতিদ্রব্য অন্য কিছু হলে (যেমন পশুবাগে পূজ) পরবর্তী সূত্রে উল্লিখিত মন্ত্রগুলির পরিবর্তে অন্য মন্ত্র পাঠ করতে হবে।

আ প্যায়স্ব সমেতু তে সং তে পন্ন্যাসি সমু যন্ত বাজা ইহ ত্বষ্টারমগ্নিরং তমস্তরীপমথ পোষয়িত্ব সেবানাং
পত্নীসংযাজ্য ন ইতি যে অগ্নিহোতা গৃহপতিঃ স রাজা হব্যাব্যস্তিরজরঃ পিতা ন
ইতি পত্নীসংযাজ্য ॥ ৫॥

অনু.— 'আ প্যায়—' (১/৯১/১৬), 'সং—' (১/৯১/১৮), 'ইহ—' (১/১৩/১০), 'তম—' (৩/৪/৯),
'সেবানাং—' (৫/৪৬/৭, ৮) ইত্যাদি দুটি, 'অগ্নি—' (৬/১৫/১৩), 'হব্য—' (৫/৪/২) পত্নীসংযাজ্য।

ব্যাখ্যা— এই আটটি মন্ত্রের দুটি দুটি মন্ত্র যথাক্রমে সোম, ত্বষ্টা, দেবপত্নী ও গৃহপতির অনুবাক্য ও যাজ্ঞা। শা. ১/১৫/৪
সূত্রে এই মন্ত্রগুলিই বিহিত হয়েছে, তবে সেখানে 'হব্য—' মন্ত্রটির স্থানে আছে 'বয়মু—' (৬/১৫/১৯) এই মন্ত্রটি।

অথ প্রজ্ঞাকামো রাক্ষাং সিনীবালাং কুহুম ইতি প্রাগ্ গৃহপতের্ন যজ্ঞত ॥ ৬॥

অনু.— আর (যজমান যদি) সন্তানপ্রার্থী (হন, তাহলে) গৃহপতির আগে রাক্ষা, সিনীবালা (এবং) কুহুকে
যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— যজ্ঞত = যাজ্ঞা পাঠ করবেন। আপস্তম্বের মতে পূত্রকামনায় রাক্ষা, পশুকামনায় সিনীবালা এবং পুষ্টিকামনায়
কুহুর যাগ করতে হয়। আপ. শ্রী. ৩/৯/৪, ৬ ব্র. শা. ১/১৫/৩ সূত্রে কিন্তু কুহুর নাম নেই।

রাক্ষামহং সিনীবালা কুহুমহমিতি যে যে যাজ্ঞানুবাক্যে ॥ ৭॥

অনু.— 'রাক্ষা—' (ঋ. ২/৩২/৪, ৫), 'সিনী—' (ঋ. ২/৩২/৬, ৭), 'কুহু—' (৮ নং সূ.) এই দুটি দুটি
মন্ত্র (রাক্ষা, সিনীবালা ও কুহুর) অনুবাক্য ও যাজ্ঞা।

ব্যাখ্যা— সূত্রে 'যাজ্ঞানুবাক্যে' পদটি না বললেও চলত, তবুও তা বলে সূত্রকার স্পষ্ট বুঝিয়ে দিতে চাইছেন যে রাক্ষা,
সিনীবালা ও কুহু যখনই কোথাও প্রধান দেবতা হবেন, তখন সেখানে এই মন্ত্রগুলিই হবে তাঁদের অনুবাক্য ও যাজ্ঞা। এ
থেকে আরও বোঝা যাচ্ছে যে, এই তিন দেবতার ক্ষেত্রে ছাড়া অন্যত্র কোন দেবতার অঙ্গবাগের অনুবাক্য ও যাজ্ঞা মন্ত্র
প্রধানবাগে কখনও প্রয়োগ করা চলে না। চাতুর্মাস্যে বৈশ্বদেবপর্বের প্রধানবাগে (আ. ২/১৬/১২) সোম দেবতার অনুবাক্য
ও যাজ্ঞা মন্ত্র তাই দর্শপূর্ণমাসের আভ্যাতাগ ও পত্নীসংযাজ্য থেকে গ্রহণ করলে চলবে না, নিতে হবে শ্যামাকের আগ্রণ-
ইতির প্রধানবাগ থেকে। শা. ১/১৫/৪ সূত্রেও এই প্রথম চারটি মন্ত্রই বিহিত হয়েছে, কিন্তু কুহুর মন্ত্রের কোন উল্লেখ নেই।

কুহুমহং সুবতং বিদ্বনাশ সমন্নিং যজ্ঞে সুহবাং জোহবীমি। সা নো দদাতু অকং পিতৃণাং তস্যৈ তে সেবি
হবিষা বিধেম।। কুহুর্দেবানামমৃতস্য পত্নী হব্য নো অস্যা হবিষঃ শৃণোতু। সং দাতবে কিরতু তুরি বামং
রায়স্পোষং যজ্ঞমালে দধাতি ॥ ৮॥

অনু.— 'কুহুমহং—' (সূ.), 'কুহুর্দেবানাং—' (সূ.)

ব্যাখ্যা— এই দুই মন্ত্র কুহুদেবতার যথাক্রমে অনুবাক্য ও যাজ্ঞা। এই মন্ত্রদুটি ঋগ্বৈদ্যের অন্তর্গত।

আজ্যং পানিতলেহকাপন্নীত ॥ ৯॥ [৮]

অনু.— (হোতা অশ্ববর্যকে দিয়ে নিজের) হাতের তালুতে আজ্য-পানিতল ওরাবেন।

ব্যাখ্যা— হোতা ১/৭/১-৩ সূত্রে বিহিত নির্দেশগুলি এখানে পত্নীসংযাজ্যের ইতার ক্ষেত্রেও আবার পালন করলে অশ্ববর্য

পত্নীসংযোজের আর্থতিহ্যবের আজ্য থেকে চার কোটি আজ্য নিয়ে তাঁর হাতে সেন। আপ. শ্রৌ. ৩/৯/৭ ব্র.। সূত্রে অর্থবর্ষ কি করবেন, অর্থবর্ষকে দিয়ে কি করাতে হবে, তা না বললেও চলত, তবুও তা বলার উদ্দেশ্য হল অর্থবর্ষকে দিয়ে শুধু আজ্যই নেওয়াবেন, পুরোভাষের ইড়ার মতো হোতা নিজে কোন অবান্তরেড়া গ্রহণ করবেন না। ১/৭/৪ সূত্রে অর্থবর্ষের যে কর্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে তা ১/৭/৫ সূত্রে বিত্তীয় অবান্তরেড়া কিভাবে হোতা গ্রহণ করবেন তা বলার প্রয়োজনই।

ইডাম্ উপহৃত্ত সর্বাং প্রাঙ্গীরাঙ্ ॥ ১০।। [৮]

অনু.— ইডাকে উপহৃত্ত করে সবটুকু খেয়ে নেবেন।

ব্যাখ্যা— পত্নীসংযোজেও ইডা ভক্ষণ করতে হয়। এই ইডার নাম ‘আজ্যেড়া’। এখানে অবশ্য অবান্তরেড়া থাকে না। হাতের আজ্যেড়াকে হোতা ১/৭/৭, ৯ সূত্রের মত্রে উপহৃত্ত করে নিঃশেষে পান করেন। তার আগে ১/৭/১-৩ সূত্র অনুযায়ী হাতের আজ্যের পর্বে এক ঠোটে আজ্য লেপন করে হাত ধুয়ে নিতে হয়। “যথা হ ত্যৎ বসব ইতি অনিবেডাম্ উপহৃত্তং বজ্রমণীতি বা বিকারঃ”— শা. ১/১৫/৫, ৬।

শংযুবাকো ভবেন্ ন বা ॥ ১১।। [৯]

অনু.— (আজ্যেড়ার) শংযুবাক হতে পারে অথবা না (হতেও পারে)।

ব্যাখ্যা— অনুযোজের পূর্ববর্তী ইডার মতো এই আজ্যেড়ার পরেও আবার ১/১০/১ সূত্রে বিহিত শংযুবাক হতে পারে অথবা না হতেও পারে। কেউ কেউ অবশ্য এখানে শংযুবাক এবং সূক্তবাক দুয়েরই অনুষ্ঠান করে থাকেন। অর্থবর্ষ যেমন চাইবেন তেমনই হবে। “ইডান্তাঃ পত্নীসংযোজাঃ শংযুক্তা বা”— শা. ১/১৫/৭, ৮।

একাদশ কণ্ডিকা (১/১১)

[বেদ-স্তুত, প্রায়শ্চিত্তস্বয়ম্]

বেদং পঠ্যে প্রভাং বাচয়েদ্ যোতাধ্বর্ষ বা বেসোহসি বিত্তিরসি বিসেরকর্মাসি করণমসি ক্রিসাসসেনিরসি

সনিতাসি সনেরং হৃত্তবক্তং কুলারিনং রারস্পোবং সহবিশং বেসো দদাতু বাজিনং বং বহব

উপজীবন্তি বো জনানামসম্বী। তং বিসের প্রজাং বিসের কামার দ্বৈতি ॥ ১।।

অনু.— হোতা অথবা অর্থবর্ষ পত্নীকে ‘বেদ’ দিয়ে ‘বেসো—’ (সু.) এই মন্ত্রটি বলাবেন।

ব্যাখ্যা— ১/১০/২ সূত্রে অর্থবর্ষ হোতাকে যে ‘বেদ’ দিয়েছিলেন হোতা এখন তা বজ্রমানের পত্নীকে সেন এবং ‘বেসো—’ মন্ত্রটি তাঁকে উচ্চবরে পাঠ করান। হোতা অথবা অর্থবর্ষ মন্ত্রটি পাঠ করেন, পত্নী তার পুনরুক্তি করেন। দুটি বেদ যদি নেওয়া হয় তাহলে (১/১০/৩ সূত্রের ব্যাখ্যা ব্র.) মত্রে উহ করতে হবে। উহ হবে এইভাবে— “বেদৌ হো বিত্তি হো বিসেরকর্মসী হঃ করণে হঃ ক্রিসাসসেনী হঃ সনিতারৌ হঃ সনেরং..... বেসৌ দত্তং বাজিনং বং বহব..... কামার বাম্”। শা. ১/১৫/১০-১৩ সূত্রে অনেকাংশে এই বিধানই রয়েছে।

বেদশিরসা নাভিসেশম্ আলঙ্কৃত প্রজাকামা চেক্ ॥ ২।।

অনু.— (যদি সন্তানপ্রার্থী হন তাহলে পত্নী ঐ) বেসের মাথা দিয়ে নাভিহান স্পর্শ করবেন।

ব্যাখ্যা— বেসের যে অংশটি বাহুরের হাঁটুর মতো দেখতে, তাঁজের সেই অংশটি দিয়ে নিজের নাভির নিকটবর্তী হান স্পর্শ করতে হয়। সন্তানকামনা না থাকলেও আগের সূত্রে বিহিত ‘বেসো—’ মন্ত্রটি কিন্তু পাঠ করতেই হবে। সিদ্ধান্তীয় মতে সূত্রে ‘সেশ’ শব্দটি থাকার ‘নাভিসেশম্’ পদের অর্থ হবে নাভির নিকটে। ‘প্রজাকামা’ বলার উদ্দেশ্য পতি সন্তানলাভে উদ্যোগ

হলেও পত্নীর নিজের সন্তান কামনা থাকলে তিনি অবশ্যই নাভিশেষ স্পর্শ করবেন। ‘চেত্’ শব্দের তাৎপৰ্য, সন্তানকামনা না থাকলেও গর্ভধারণসমর্থ হলেও নিজের নাভি স্পর্শ করতে হবে। নিজের নাভি হোতা নয়, পত্নী নিজেই স্পর্শ করবেন।

অথাস্যা যোক্ত্বং বিচুতেত্ প্র স্বা মুখমি বরুণস্য পাশাদ্ ইতি ॥৩১॥

অনু.—এ-বার ঐর মেখলা ‘প্র—’ (১০/৮৫/২৪) এই (মন্ত্রে) খুলে দেবেন।

ব্যাখ্যা—যোক্ত্বং = ত্বদের তৈরী মেখলা। বিচুতেত্ = বি-√চুত্ + বিধিগিৎ প্রথমপুরুষ একবচন—খুলে দেবেন। যিনি পত্নীর মেখলা খুলে দেন তিনিই এই মন্ত্রটি পাঠ করেন। সূত্রে ‘অস্যাঃ’ বলাতে বুঝতে হবে ‘অস্যাঃ অস্যাঃ’ অর্থাৎ প্রত্যেক পত্নীরই মেখলা খুলতে হবে এবং প্রত্যেকের ক্ষেত্রে খোলার সময়ে মন্ত্রটি আবার পাঠ করতে হয়। ‘অথ’ বলায় ক. শ্রৌ. ৩/৮/২ অনুসারে পত্নী নিজেই নিজের যোক্ত্ব খুলে দেন। শা. ১/১৫/৯ অনুসারে বেদ ও যোক্ত্ব দুইই খুলতে হয় ‘প্র—’ এই মন্ত্রে।

তত্ প্রত্যগ্ গার্হপত্যাদ্ দ্বিগুণং প্রাক্ পাশং নিধায়োপরিষ্টাদ্ অসোদগ-অগ্রাণি বেদতৃণানি কনোতি।

পূরস্তাত্ পূর্ণপাত্রং সঞ্জিষ্টং বেদতৃণৈঃ ॥ ৪ ॥ [৪, ৫]

অনু.—ঐ (যোক্ত্বকে) গার্হপত্যের পশ্চিমে দু-ভাঁজ (করে এবং) পাশ পূর্বমুখী করে রেখে এর উপরে বেদের তৃণগুলিকে উত্তরমুখী করে রাখেন। সামনে পূর্ণপাত্র (রাখা হয় ঐ) বেদতৃণগুলির সঙ্গে সংলগ্ন (করে)।

ব্যাখ্যা—পত্নীর যোক্ত্বকে গার্হপত্যের পশ্চিম দিকে দ্বিগুণ অর্থাৎ দু-ভাঁজ করে নিয়ে যোক্ত্বের পাশ (মূল) অর্থাৎ পরস্পর মিলিত পূর্ব (আগা) ও পশ্চিম (গোড়া) প্রান্তকে পূর্বমুখী করে রেখে তার উপরে বেদের তৃণগুলিকে খুলে রেখে দেবেন। এই বেদের তৃণগুলির মিলিত মূল ও অগ্রভাগ (আগা) থাকবে উত্তরমুখী হয়ে। ঐ তৃণগুলির পূর্বপ্রান্তের সঙ্গে স্পর্শ করিয়ে একটি পূর্ণপাত্র আবার সামনে রেখে দিতে হবে। ‘পূর্ণপাত্র’ হচ্ছে জলপূর্ণ অথবা শস্যপূর্ণ একটি পাত্র। সূত্রে ‘তত্’ না বললেও, চলত, কিন্তু বলা হয়েছে বীলা (= ব্যাপ্তি) বোঝাতে অর্থাৎ ‘তত্’ মানে সেই সেই সব যোক্ত্ব। একইভাবে ‘অস্যা’ না বললেও চলে, কিন্তু পরবর্তী বাক্যের ‘পূরস্তাত্’ গদের সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য তা বলা হয়েছে। কলে পূর্ণপাত্রকে বেদতৃণের সামনে নয়, রাখতে হবে যোক্ত্বের সামনে। নারায়ণ অবশ্য বলেছেন ‘তৃণেভ্যঃ পূরস্তাত্’ অর্থাৎ (বেদ-) তৃণগুলির সামনে।

অভিমুখ্য বাচরত্ পূর্ণমসি পূর্ণং মে তুরাঃ সুপূর্ণমসি সুপূর্ণং মে তুরাঃ সদসি সন্ মে তুরাঃ সর্বমসি সর্বং মে তুরা অকিত্তিরসি মা মে কেষ্ঠা ইতি ॥ ৫ ॥ [৬]

অনু.—(পূর্ণপাত্রকে) স্পর্শ করে (পত্নীকে) বলাবেন ‘পূর্ণ—’ (সু.)।

ব্যাখ্যা—হোতা পূর্ণপাত্র স্পর্শ করে থেকে (১/৪/৮ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.) ‘পূর্ণ—’ মন্ত্রটি পাঠ করেন এবং পত্নীও তখন পাত্রটি স্পর্শ করে থেকেই ঐ মন্ত্রটি উচ্চারণ করেন। পত্নীও পাত্রটি স্পর্শ করে থাকবেন, কারণ এই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হচ্ছে তাঁর নিজেরই কল্যাণে। এই সূত্রে এবং ৭নং সূত্রে বা বলা হয়েছে তা আত্ম-সংস্কারের বা আত্মকল্যাণের জন্য করা হয় বলে যজ্ঞমানের প্রত্যেক পত্নীকেই করতে হবে, কিন্তু ৬নং সূত্রটির কাজ একজন পত্নী অথবা সকল পত্নীই করতে পারেন, কারণ তা করা হয় অন্য উদ্দেশ্যে। অমন্ শব্দ বা উত্তমপুরুষের গ্রয়োগ সেখনি বোঝা যায় ৫নং এবং ৭নং সূত্রের মন্ত্র আত্মসম্পর্কিত।

অথৈনাং পূর্ণপাত্রাদ্ প্রতিশিশম্ উদকম্ উদুকম্ উদুকস্তীং বাচরতি প্রাচ্যং দিশি দেবা ঋত্বিজো মার্জরস্তাং

দক্ষিণস্যং দিশি মালাঃ শিতরো মার্জরস্তাং প্রতীচ্যং দিশি গৃহাঃ পশবো মার্জরস্তাম্ উদীচ্যং

দিশ্যাপ ওবধরো বনস্পতরো মার্জরস্তাম্ উর্বারাং দিশি বজ্রঃ সংবহসরঃ

প্রজাপতির্মার্জরতাং মার্জরস্তাম্ ইতি বা ॥ ৬ ॥ [৭]

অনু.—এর পর পূর্ণপাত্র থেকে (হোতা) প্রতিদিকে জল ছিটাতে ছিটাতে জলপ্রোক্ষণে ব্যাপ্তা এই (পত্নীকে) ‘প্রাচ্যং... মার্জরস্তাম্’ অথবা ‘মার্জরস্তাম্’ (সু.) এই (মন্ত্রটি) পাঠ করাবেন।

ব্যাখ্যা— উদুক্ = উত্-√উক্ (জল ছিটান) + শত্, প্রথমার একবচন। উদুক্ণীম্ = উত্-√উক্ + শত্ + ক্রীলিঙ্গে দ্বিতীয়ার একবচন। হোতা ও পত্নী দুজনেই পূর্ণপাত্র থেকে জল নিয়ে প্রতিদিকে জল ছিটান এবং ‘প্রাচ্যায়—’ মন্ত্রটি পাঠ করেন। এই মন্ত্রের শেষ পদটির স্থানে ‘মার্জরজাম্’ বললেও চলে। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, পূর্ববর্তী সূত্রে পত্নী স্পর্শ করে থাকলেও সেখানে ‘অভিমৃশতীম্’ বলা হয় নি, অথচ এখানে পত্নীও যাতে জল ছিটান সেই উদ্দেশ্যে ‘উদুক্ণীম্’ বলা হয়েছে। পূর্বসূত্রে মন্ত্র ও প্রার্থনা থেকেই স্পর্শ করতে হবে বলে বোঝা যাওয়ার ঐ সূত্রে ‘অভিমৃশতীম্’ বলা হয়নি। কিন্তু এখানে মন্ত্র থেকে তেমন কোন সূচনা পাওয়া যাচ্ছে না বললেই সূত্রে ‘উদুক্ণীম্’ বলা হয়েছে। আবার আগের সূত্রে ‘এনাং’ বলা হয় নি, কিন্তু এই সূত্রে তা বলা হয়েছে। এ থেকে বুঝতে হবে যে, দুটি কর্ম দুই ভিন্নশব্দটির। আগের কর্মটি আত্মসংস্কারমূলক বলে সকল পত্নীকেই তা করতে হবে, আর এই কর্মটি পরার্থে বলে সকল পত্নীই অথবা একজন পত্নী তা করতে পারেন। যদিও সূত্রে স্পষ্টিত বলা নেই, তবুও ‘মার্জরজাম্’ পদটি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এই কর্মটি মার্জনই। প্রসঙ্গত ৪/২/৭ সূত্রের ব্যাখ্যা স্র।

অথাস্যা উত্তানম্ অঞ্জলিম্ অথস্তাদ্ যোক্তস্য নিধারাত্মনশ্ চ সব্যং পূর্ণপাত্রং নিনয়ন্ বাচয়েন্ মাহং প্রজ্ঞাং পরাসিচং বা নঃ সবাযরী স্থন। সমুদ্রে বো নিনয়ানি স্বং পাথো অসীথেন্তি ॥ ৭।। [৮]

অনু.— এর পর ঐর চিৎ(করা) অঞ্জলিকে মেখলার তলায় রেখে এবং নিজের বাঁ (হাতকে তলায় রেখে সেখানে) পূর্ণপাত্র ঢালতে ঢালতে ‘মাহং—’ (সু.) এই (মন্ত্রটি) বলাবেন।

ব্যাখ্যা— নিনয়ন্ = নি-√নী + শত্ প্রথমার একবচন— ঢালতে ঢালতে। পত্নীর অঞ্জলি এবং নিজের বাঁ হাত গুনং সূত্রে নির্দিষ্ট ভাজ-করা মেখলার তলায় চিৎ করে রেখে হোতা ঐ মেখলার উপরে পূর্ণপাত্রের জল ঢালতে ঢালতে পত্নীকে ‘মাহং—’ মন্ত্র পাঠ করাবেন। প্রসঙ্গত ‘তস্যাঃ সযোক্তে হঞ্জলৌ পূর্ণপাত্রম্ আনয়তি’ (আপ. শ্রৌ. ৩/১০/৭) সু. স্র। এমনভাবে পূর্ণপাত্রের জল ঢালবেন যাতে সেই জল তাঁদের নিজেরদের হাতেই এসে পড়ে। যতজন পত্নী ততজনেরই যোক্ত খুলতে, ভাজ করতে এবং তাঁদের প্রত্যেকের হাতে জল ঢালতে হয়।

বেদজ্ঞান্যাত্মো গৃহীত্বাবিশৃঙ্খল সঙ্কতং ত্বণজ্জ সযোন গার্হপত্যাদ্ আহবনীরম্ এতি তন্ত্বং তত্বন্ রজসো ভানুমসিহীতি ॥ ৮।। [৯]

অনু.— (হোতা) যেসের তৃণগুলিকে সামনের অংশে ধরে (সেগুলি) না কাঁপাতে কাঁপাতে ‘তন্ত্বং-’ (১০/৫৩/৬) মন্ত্রে বাঁ হাত দিয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে (যজ্ঞভূমিতে) ছড়াতে ছড়াতে গার্হপত্য থেকে আহবনীয়ে যাবেন।

ব্যাখ্যা— ‘বেদ’ নামে দর্ভমুষ্টি আগুই গুনং সূত্র অনুযায়ী খোলা হয়ে গেছে। হোতা সেই খোলা তৃণগুলির অগ্রভাগ ডান হাতে ধরে না নেড়ে বাঁ হাত দিয়ে ‘তন্ত্বম্—’ মন্ত্রে সেই তৃণগুলি অবিচ্ছিন্ন ধারায় বেদিতে ছড়াতে ছড়াতে গার্হপত্যের নিকট থেকে আহবনীয়ের কুণ্ডের দিকে এগিয়ে যাবেন। উক্ত মন্ত্রটি বাওয়ার মন্ত্র নয়, তৃণ-আত্তরণেরই মন্ত্র। হোতা তাই মন্ত্রটি পড়া শেষ হলে তবেই তৃণ ছড়াতে শুরু করবেন। শা. ১/১৫/১৫-১৭ সু. স্র।

শেষং নিখার প্রত্যগ্-উদগ্ আহবনীরাদ্ অবস্থার স্থাল্যায় দ্রুণোদার সর্বপ্রায়শ্চিত্তানি জুহুরাৎ স্বাহাকারান্তেন্ মত্বেন্ ন চেন্ মন্ত্রে পঠিতঃ ॥ ৯।। [১০]

অনু.— অবশিষ্ট (তৃণ বেদিতে) রেখে দিয়ে আহবনীরের উত্তর-পশ্চিম দিকে দাঁড়িয়ে (আজ্য-) স্থালী থেকে দ্রুণ দিয়ে (আজ্য) নিয়ে ‘সর্বপ্রায়শ্চিত্ত’ (নামে হোমের) আশ্বতি সেবেন। মন্ত্রে যদি পঠিত না থাকে (তাহলে) শেষে ‘স্বাহা’ দিয়ে (মন্ত্রটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বেদের তৃণ ছড়াতে ছড়াতে আহবানীর কাছে এসে হাতের অবশিষ্ট তৃণগুলি ভূমিতে রেখে দিয়ে আভ্যাহ্বানী থেকে সুবে আজ্য নিয়ে হোতা আহবানীয়ে ‘সর্বপ্রায়শ্চিত্ত’ নামে কতগুলি হোম করবেন। আহুতি দেবেন সুবে দিয়েই। হোমের মন্ত্রগুলি ১২নং সূত্রে বলা হবে। যে মন্ত্রের শেষে ‘বাহা’ শব্দ নেই হোমের সময়ে সেই মন্ত্রের শেষে ‘বাহা’ শব্দ জুড়ে নিয়ে মন্ত্রটি পাঠ করবেন। সূত্রে ‘শেষং’ বলায় সব তৃণ না ছড়িয়ে কিছু তৃণ হাতে রেখে দিতে হয় আহবানীর কাছে স্থাপন করার জন্য। ‘মন্ত্রে’ না বললেও চলত, কিন্তু তা বলায় সমগ্র মন্ত্রের প্রসঙ্গেই কথাটি বলা হয়েছে বলে বুঝতে হবে। তাই সমগ্র মন্ত্রের প্রথমে, মধ্যে অথবা যে-কোন স্থানে যদি ‘বাহা’ শব্দ থাকে তাহলে আর শেষে ‘বাহা’ শব্দ উচ্চারণ করতে হবে না।

যত্ কিঞ্চ্যোচ্চৈষিতো যজ্ঞোদ অন্যত্রাপি ॥ ১০ ॥ [১১]

অনু.— অন্যত্রও (অধ্বর্যু দ্বারা) নির্দিষ্ট না হয়ে যা-কিছু যাগ করবেন (তা বাহান্ত মন্ত্রেই করবেন)।

ব্যাখ্যা— শুধু এখানে নয়, অন্যত্রও অর্থাৎ গৃহকর্মেও যদি অধ্বর্যুর প্রৈষ ছাড়াই অগ্নিতে কোন আহুতি নিবেদন করতে হয়, তাহলে হোতা মন্ত্রের শেষে ‘বাহা’ শব্দ না থাকলে নিজেই তা জুড়ে নিয়ে মন্ত্রটি পাঠ করবেন। ‘যজ্ঞোদ’ বলতে এখানে হোম, অভ্যাহ্বান, বলিহরণ ইত্যাদি যে-কোন প্রকারের দ্রব্য-নিবেদনের অনুষ্ঠানকে বোঝান হয়েছে। ‘অগ্নেবিতঃ’ বলায় অধ্বর্যুর প্রৈষ পেয়ে যে আহুতি দেওয়া হয় সেখানে (যাজ্ঞ্যায়) যথারীতি বৌবট্ শব্দই প্রয়োগ করা হবে, কিন্তু প্রৈষ না থাকলে শুধুই ‘বাহা’ শব্দ উচ্চারণ করতে হবে, সঙ্গে বৌবট্ শব্দ আর উচ্চারণ করতে হবে না। ‘অন্যত্রাপি’ বলায় কেবল ইন্দি, পশু ও সোমবাগেই নয়, অগ্নিহোত প্রভৃতি যাগেও এই নিয়ম প্রযোজ্য।

এবম্ভূতোঃব্যস্তহোমাত্যাহ্বানোপস্থানানি চ ॥ ১১ ॥ [১২]

অনু.— এই-রকম হয়ে বৈশিষ্ট্যবিহীন হোম, অভ্যাহ্বান ও উপস্থান (করবেন)।

ব্যাখ্যা— অব্যস্ত = বৈশিষ্ট্যশূন্য। অভ্যাহ্বান = অভি-√ধা ধাতু দ্বারা কোথাও কিছু স্থাপন করার নির্দেশ, যেমন— ২/৫/১২; ৩/৬/৩৪; ৬/১২/৩। সূত্রে কোন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা না হলে √হু অভি-√ধা এবং উপ-√স্থ ধাতু দ্বারা বিহিত বৈশিষ্ট্যবিহীন সাধারণ হোম, অভ্যাহ্বান ও উপস্থান একইভাবে অর্থাৎ আহবানীর উত্তর-পশ্চিম দিকে দাঁড়িয়ে (প্রয়োজন হলে আভ্যাহ্বানী থেকে সুবে আজ্য নিয়ে) মন্ত্রের শেষে ‘বাহা’ শব্দ উচ্চারণ করে করতে হয়। উদাহরণের জন্য পরবর্তী সূত্রগুলি দ্র।

অরাশায়েঃস্যানতিশতীশ্চ সত্যমিহমরা অসি। অরাসাবরসা কতোঃরাসন্ হবামুহিবে যা নো যেহি

ভেবজং বাহা। অতো দেবা অবন্ত ন ইতি বাহ্যং ব্যাহতিভিশ্ চ হুঃ বাহা ভুবঃ বাহা ঋ

বাহা তুর্ভুবঃ ঋ বাহেতি ॥ ১২ ॥ [১৩]

অনু.— (সর্বপ্রায়শ্চিত্ত হোমে) ‘অরা—’ (সু.), ‘অতো—’ (১/২২/১৬, ১৭) এই দুটি মন্ত্র দ্বারা এবং ‘হুঃ—’ (সু.) ইত্যাদি ব্যাহতিগুলি দ্বারা (হোম করবেন)।

ব্যাখ্যা— ৯নং সূত্রে যে ‘সর্বপ্রায়শ্চিত্ত’ হোমের কথা বলা হয়েছিল তার মন্ত্রগুলি এই সূত্রে নির্দেশ করা হয়েছে। প্রথম তিনটি মন্ত্রে তিনটি এবং পরবর্তী চারটি ব্যাহতি দ্বারা চারটি এই মোট সাতটি হোম করতে হয়। ‘একমন্ত্রানি কমশি’ অর্থাৎ একটি মন্ত্রে একটি কর্ম এই নিয়মে সাতটি মন্ত্রে সাতটি পৃথক্ হোম করতে হবে। সাতটি হোমের দেবতা যথাক্রমে অরন্ অগ্নি, দেবগণ, বিষ্ণু, অগ্নি, বাহু, সূর্য ও প্রজাপতি। ‘ব্যাহতিভিঃ’ বলা সত্ত্বেও সূত্রকার যে ব্যাহতিগুলির উল্লেখ সূত্রে করে দিয়েছেন তার উদ্দেশ্য এই যে, ব্যাহতির উল্লেখ করা হলে যথাক্রমে এই চারটি মন্ত্রকেই বুঝতে হবে।

হুয়া সংহাজপেনোপস্থান তীর্ধেন নিব্রুহ্ম্যানিরমঃ ॥ ১৩ ॥ [১৪]

অনু.— (সর্বপ্রায়শ্চিত্ত) হোম করে সংহাজপ দিয়ে উপস্থান করে তীর্ধ দিয়ে (যজ্ঞভূমি থেকে) বাইরে গিয়ে (আর কোন) নিয়ম নেই।

ব্যাখ্যা— প্রায়শ্চিত্ত-হোমের পরে হোতা 'সংহাজপ' দিয়ে প্রশাম নিবেদন করে 'তীর্থ' পথ ধরে যজ্ঞভূমির বাইরে চলে যান। যাওয়ার পরে তাঁকে আর কোন নিয়ম পালন করতে হয় না। স্বতঃই অনিয়ম নিষ্কৃতি হলেও 'অনিয়মঃ' বলার তাৎপৰ্য এই যে, যজ্ঞের মাঝে যদি কেউ তীর্থপথ দিয়ে যজ্ঞভূমির বাইরে যান, তাহলে তাঁকেও ১/১/১১, ১২ ইত্যাদি সূত্রের নির্দেশ পালন করতে হবে না। কর্মের মাঝে অন্য পথ দিয়ে বাইরে গেলে কিন্তু ঐ নিয়মগুলি অনুসরণ করতে হবে। ৯নং সূত্রে 'জুহুয়াত্' বলার পরে এখানে আবার 'হুহা' বলার বুঝতে হবে যে, 'সর্বপ্রায়শ্চিত্ত' হোমের সঙ্গে সংহাজপের বিশেষ সম্পর্ক আছে। সম্পর্কটি এই যে, যেখানেই সংহাজপ সেখানেই 'প্রায়শ্চিত্তহোম'ও থাকবে। যেখানেই কোন বিশেষ নির্দেশে অসম্পূর্ণ (খণ্ডতন্ত্র) ইষ্ট্রিযাগের অনুষ্ঠান হয় সেখানেও 'সংহাজপ' থাকে বলে 'প্রায়শ্চিত্তহোম'ও তাই করতে হয়। সংহাজপ কি তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে। দীক্ষণীয়া প্রভৃতি ইষ্টিতে সংহাজপ নেই বলে সর্বপ্রায়শ্চিত্তহোমও সেখানে করতে হয় না। 'সংহাজপোনোগ—' (৬/১৩/২১) হলে সংহাজপের কথা বলা থাকার সর্বপ্রায়শ্চিত্তহোম করে তবে অবতুখে যাবেন। 'নিবৃত্ত্য' বলার নিবৃত্তমণ করলে তবেই অনিয়ম, না করলে নিয়ম থেকে মুক্তি নেই। অনুষ্ঠানের মধ্যে জাতাশৌচ অথবা অন্য কোন অশৌচ ঘটলে কর্ম হতে নিবৃত্ত হওয়া চলবে না। যে কর্তব্য পালনের জন্য যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করেছেন সেই কর্মের শেষ করা হলে অনিয়ম পালন করবেন, কর্মের মধ্যে যেচ্ছানুযায়ী নিয়ম ভঙ্গ করা চলবে না।

ওং চ মে স্বরশ্চ মে যজ্ঞোপ চ তে নমশ্চ। যজ্ তে নুনং তন্মৈ ত উপ যজ্ তেহতিরিক্তং তন্মৈ তে নম
ইতি সংহাজপঃ ॥ ১৪ ॥ [১৫]

অনু.— 'ও চ মে-' (সু.) হচ্ছে 'সংহাজপ'।

ব্যাখ্যা— 'সংহাজপ' এই শব্দটি অর্থবহ (অর্থ) একটি শাস্ত্রীয় নাম। কর্তব্য কর্ম শেষ হলে যজ্ঞভূমি থেকে বিধায় নেওয়ার জন্যই এই জপ করা হয়ে থাকে। ফলে কোন ইষ্ট্রিযাগ যদি কোথাও অন্য যাগের অঙ্গযোগরূপে অনুষ্ঠিত হয় তাহলে সেখানে তখনও মূল যাগ অসমাপ্ত থাকে বলে এই সংহাজপ করতে হয় না।

ইতি হোতুঃ ॥ ১৫ ॥ [১৬]

অনু.— এই (হল) হোতার (কাজ)।

ব্যাখ্যা— ১/১-১১ খণ্ড পর্যন্ত যা যা বলা হল ততটুকুই হচ্ছে দর্শপূর্ণমাসে হোতার করণীয় কর্ম। ১/১/৪ সূত্র থেকে শুরু করে হোতার যে যে কর্তব্য কর্মের বিবরণ এতক্ষণ পেওয়া হল তা এখানেই শেষ হল। হোতার কর্তব্যের নির্দেশ এখানে শেষ হলেও এ-বার ব্রহ্মার কি কি কর্তব্য সে-বিষয়ে সূত্রকার পরের দুটি কণ্ডিকায় কিছু নির্দেশ দেবেন। ঐ বিষয়ে পরবর্তী দুটি কণ্ডিকা (খণ্ড) তাই হ।

দ্বাদশ কণ্ডিকা (১/১২)

[ব্রহ্মার কর্তব্য]

অথ ব্রহ্মণঃ ॥ ১ ॥

অনু.— এ-বার ব্রহ্মার (কর্তব্য কর্ম বলা হচ্ছে)।

হোত্ৰাচমনযজ্ঞোপবীতশৌচানি ॥ ২ ॥

অনু.— আচমন, যজ্ঞোপবীত এবং শৌচ হোতা দ্বারা (ই বলা হয়ে গেছে)।

ব্যাখ্যা— ব্রহ্মাকে হোতার মতোই আচমন, যজ্ঞোপবীত ও শৌচের বিধি পালন করতে হয়— ১/১/৪, ১০ সূ. হ।

যজ্ঞোপবীত এখানে দর্শপূর্ণমাসের অঙ্গরূপেই বিহিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১/১/৮-১৩ সূত্র ব্রহ্মার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। “সমানং হোত্রা তৃণনিরসনম্; তথোপবেশনম্”— শা. ৪/৬/৫, ৬।

নিত্যঃ সর্বকর্মণাং দক্ষিণতো ব্রহ্মাণাং ব্রজতাং বা ॥ ৩॥

অনু.— সর্বদা (তিনি) হির ও সচল (ব্যক্তিদের) সমস্ত কর্মের ডান দিকে (থাকবেন)

ব্যাখ্যা— বা = এবং। অন্য ঋত্বিকেরা বেদিতে হিরই থাকুন অথবা বেদির একস্থান থেকে অন্য স্থানে যান, ব্রহ্মাকে কিন্তু সেই সেই কর্মের আরম্ভ থেকে সমাপ্তিকণ পর্যন্ত সর্বদাই তাঁদের ডান দিকে থাকতে হবে। অধিকাংশ ঋত্বিকেরা হির হয়ে থাকলে তিনিও তাঁদের ডান দিকে হির হয়ে থাকবেন, অধিকাংশই চলতে থাকলে তিনিও তাঁদের ডান দিক দিয়ে যাবেন। হির ব্যক্তিদের সর্বদাই ডান দিকে থাকা এবং সচল ব্যক্তিদের সর্বদাই ডান দিকে থাকা ব্রহ্মার পক্ষে এইভাবেই সম্ভব। প্রসঙ্গত ২৮ নং সূ. দ্র। “দক্ষিণতোন্যায়ং ব্রহ্মকর্ম”— শা. ৪/৬/১।

বহিরবেদি যাং দিশং ব্রজেয়ুঃ সৈব তত্র প্রাচী ॥ ৪॥

অনু.— বেদির বাইরে যে-দিকে (অপর ঋত্বিকেরা) যাবেন সেটাই (হবে তাঁর) পূর্ব দিক্।

ব্যাখ্যা— ঋত্বিকেরা বসন্তীবরী গ্রহণের জন্য, অবভূথ ইষ্টির জন্য অথবা অন্য কোন কারণে যখন বেদির বা যজ্ঞভূমির বাইরে যান, তখন যে-দিকে তারা যান সেই দিকেই পূর্ব দিক্ ধরে ব্রহ্মা সেই অনুযায়ী তাঁদের ডান দিক্ ধরে চলবেন। যেমন, অপরেরা দক্ষিণমুখে গেলে তিনি পশ্চিমে এবং অপরেরা পশ্চিমমুখ হয়ে গেলে তিনি উত্তর দিকে থাকবেন।

চেষ্ঠাস্বমস্ত্রাসু স্থানাসনয়োর্ বিকল্পঃ ॥ ৫॥

অনু.— মন্ত্রবিহীন (দৈহিক আয়াস-সাপেক্ষ) কর্মগুলিতে স্থান ও আসনের বিকল্প (হবে)।

ব্যাখ্যা— যে-সব কর্মে কোন মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয় না, সেগুলির ক্ষেত্রে ব্রহ্মা দাঁড়িয়েও থাকতে পারেন অথবা বসেও থাকতে পারেন। সূত্রে ‘বা’ না বলে ‘বিকল্পঃ’ বলায় একই তন্ত্রের অধীনে কয়লী মন্ত্রবিহীন একাধিক কাজে তিনি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কোন কাজ দাঁড়িয়ে এবং অপর কোন কাজ বসে করতে পারেন।

ভিত্তদধোমাশ্ চ য়েববট্কারাঃ ॥ ৬॥

অনু.— এবং ববট্কারবিহীন যে হোমগুলি দাঁড়িয়ে করতে হয় (সেখানেও বিকল্প)।

ব্যাখ্যা— সে-সব হোম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অথচ ববট্কার উচ্চারণ না করে করতে হয় সেগুলির ক্ষেত্রেও ব্রহ্মা দাঁড়িয়ে অথবা বসে থাকতে পারেন।

আসীতান্যত্র ॥ ৭॥

অনু.— অন্যত্র (তিনি) বসে থাকবেন।

ব্যাখ্যা— ববট্কারবিহীন হোম ও দৈহিক শ্রাস-সাপেক্ষ মন্ত্রবিহীন কর্ম ছাড়া অন্যান্য সব-কিছু কাজ ব্রহ্মা বসে বসেই করবেন। বৃত্তি অনুযায়ী সূত্রটি শুধু ‘আসীতান্যত্র’, কিন্তু সিদ্ধান্তীর ভাষ্য অনুযায়ী ‘সমস্তপাণ্যদ্রুতঃ পদটিও এই সূত্রের অন্তর্গত। ভাব্যের মতে সূত্রের অর্থ তাহলে— অন্যত্র ব্রহ্মা হাত ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ জুড়ে বসে থাকবেন। সর্বত্র নয়, ডান হাত বা হাতের উপরে রাখা হলে তবেই দুই অঙ্গুষ্ঠকেও যুক্ত করতে হবে। সিদ্ধান্তী আরও বলেছেন, যে স্থলে উপবেশন সাক্ষাৎ বিহিত হয় নি সেই উপবেশনের ক্ষেত্রেও তৃণনিষ্কেশ ও বসার সময়ে মন্ত্রপাঠ যাতে করা হয় সেই উদ্দেশ্যেই ‘আসনং বা-’ (১/১/২৫) সূত্র সত্ত্বেও এই সূত্রে ‘আসীত’ বলা হয়েছে। অগ্ন্যাধেয়ে ব্রহ্মোদন প্রস্তুত করার সময়ে, উত্থানির্মাণ, প্রবর্গের উপকরণ-সংগ্রহ

এবং পশুযোগে সংস্কারের পরে গ্রহান করে আবার পূর্ণাষট্টির সময়ে উপবেশনের ক্ষেত্রে তাই তৃণনিক্ষেপ ও মন্ত্রসমেত উপবেশন করতে হবে। 'চাত্বালে মার্জয়ন্তে' (৩/৫/১) ইত্যাদি যে-সব উপবেশন সর্বসাধারণ সেগুলির ক্ষেত্রে কিন্তু ব্রাহ্মকে তৃণনিক্ষেপ ও মন্ত্রসমেত উপবেশন করতে হয় না।

সমস্তপাণ্যস্তুতঃ। অগ্নোহবনীয়াং পরীত্য দক্ষিণতঃ কুশেপবিশেত্ ॥ ৮॥

অনু.— হাত ও অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত করে রেখে আহবনীয়ের সামনের দিক দিয়ে পরিক্রমা করে (আহবনীয়ের) ডান দিকে কুশে বসবেন।

ব্যাখ্যা— সমস্তপাণ্যস্তুতঃ = যিনি বাঁ হাতের তল দিয়ে ডান হাতের তল এবং ডান অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে বাঁ অঙ্গুষ্ঠ ধরে আছেন। ৩নং সূত্রে 'দক্ষিণতো' বলা থাকে সত্ত্বেও এই সূত্রে আবার তা বলার প্রয়োজন— অনুষ্ঠীয়মান কর্মের নয়, আহবনীয়ের ডান দিকেই থাকতে হবে। সিদ্ধান্তীর মতে সূত্রে 'দক্ষিণতঃ' বলায় দর্শপূর্ণমাসে ব্রাহ্মকে আহবনীয়েরই ডান দিকে বসতে হবে। পত্নীসংবাজেও তাই গার্হপত্যের নয়, আহবনীয়েরই ডান দিকে তিনি বসবেন। বসার সময়ে ১/৩/৩৮ সূত্র অনুযায়ী মন্ত্রসমেত তৃণনিক্ষেপ ও উপবেশন কিন্তু অবশ্যই করতে হবে।

বৃহস্পতির্বিজ্ঞা ব্রহ্মসদন আশিষ্যতে বৃহস্পতে যজ্ঞং গোপায়েত্যাগবিশ্য জপেত্ ॥ ৯॥

অনু.— বসে 'বৃহ—' (সু.) মন্ত্র জপ করবেন।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে এই সূত্রে আবার 'উপবিশ্য' বলায় একবার বসার পরে ব্রাহ্মকে আর ৩নং সূত্র অনুযায়ী অনুষ্টেয় কর্মের ডান দিকে থাকতে হয় না। তাছাড়া ঘর্মে ইষ্টিতত্ত্ব অর্থাৎ ইষ্টিযোগের নিয়ম অনুসৃত হয় না বলে সেখানে কখন ব্রহ্মজপ করতে হবে তা নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে। এই সূত্রে তাই সূচিত করা হল যে, বসার পরেই এই মন্ত্রটি সেখানে জপ করতে হবে। আবার অবতৃণ ইষ্টিতে বসতে হয় না বলে এই জপটিও সেখানে করতে হয় না। শা. ৪/৬/৯ অনুসারে মন্ত্রটি 'বৃহস্পতির্বিজ্ঞা স যজ্ঞং পাভু—'।

এষ ব্রহ্মজপঃ সর্বযজ্ঞতত্ত্বেষু ॥ ১০॥

অনু.— এই ব্রহ্মজপ সকল যজ্ঞপদ্ধতিতে (-ই করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— সমস্ত যজ্ঞে, এমনকি গৃহ্য পাকযজ্ঞেও আসনে বসার পরে ব্রাহ্মকে 'বৃহ—' (সু.) এই 'ব্রহ্মজপ' নামে মন্ত্রটি জপ করতে হয়। যজ্ঞতত্ত্ব = যেখানে যজ্ঞের সকল ধারা বা নিয়ম অনুসৃত হয় অর্থাৎ অঙ্গ ও প্রধান দুয়েরই অনুষ্ঠান হয় সেই যোগে, হোমে নয়। কিন্তু ২/১৮/১৮ স্থলে কর্মটি যাগ হলেও যজ্ঞতত্ত্ব সেখানে থাকে না বলে ব্রহ্মজপ করতে হয় না। ঘর্মে প্রধান ও অঙ্গের সমাবেশ ঘটে বলে সেখানে তত্ত্ব থাকায় ব্রহ্মজপ করা হয়। 'সর্ব' বলায় কেবল ১/১/৩; ৩/৬/৩৬ প্রভৃতি যে-সব স্থলে 'তত্ত্ব' শব্দের উল্লেখ আছে সেই সব স্থলেই নয়, সকল যজ্ঞেই এবং সকল তত্ত্বেই ('তত্ত্ব' শব্দের উল্লেখ না থাকলেও) এই জপ কর্তব্য। গৃহ্য পাকযজ্ঞের ক্ষেত্রেও তাই এই ব্রহ্মজপ করতে হবে, কারণ তাকে লক্ষ্য করে গৃহ্যসূত্রে 'তত্ত্ব' শব্দই প্রয়োগ করা হয়েছে (আ. গৃ. ১/১০/২৫)। 'তত্ত্ব' শব্দ উদ্ভিখিত না হলেও ঘর্মে অঙ্গযোগ ও প্রধানযোগের সমাবেশ থাকায় তা যজ্ঞতত্ত্বই। সেখানেও তাই এই ব্রহ্মজপ হবে। পৌর্নদর্বে 'যদি হোতারং-' (২/১৮/১৮) স্থলে যদিও কর্মটি যাগ, তাহলেও অঙ্গ ও প্রধানের সমাবেশ সেখানে নেই বলে যজ্ঞতত্ত্ব না থাকায় ব্রহ্মজপ করতে হবে না। সূত্রে 'যজ্ঞ' বলায় হোমতন্ত্রের অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ হোমের ক্ষেত্রেও এই জপ হবে না।

সায়ৌ যত্রোপবেশনম্ ॥ ১১॥ [১০]

অনু.— অগ্নিসমেত যেখানে উপবেশন করতে হয় (সেখানেও ব্রহ্মজপ কর্তব্য)।

ব্যাখ্যা— যে পশুযোগ প্রভৃতি যজ্ঞে অগ্নি-প্রণয়নের অনুষ্ঠান হয় (সায়ি) সেই যজ্ঞে প্রণয়নের পরে যখন ব্রাহ্ম বসবেন তখনই তাঁকে ব্রহ্মজপ করতে হবে, তার আগে ৮নং সূত্র অনুযায়ী প্রথমবার বসার সময়ে নয়। প্রসঙ্গত ২৯নং সূত্র। যজ্ঞে

অগ্নি-প্রণয়নের অনুষ্ঠান না থাকলে যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করেই পরে এবং অগ্নি-প্রণয়নযুক্ত কর্মে প্রণয়নের পরে উপবেশনকালে এই ব্রহ্মজপ করতে হয়।

উপবিষ্টম্ অতিসর্জয়তে ॥ ১২॥ [১১]

অনু.— উপবিষ্ট (ব্রহ্মাকে অধ্বর্যু) অনুমতি দেওয়াবেন।

ব্যাখ্যা— অতিসর্জয়তে = অতিসর্জন করবেন, অনুমতি দেওয়াবেন। পাঠান্তর ‘অতিসৃজেত্’। ব্রহ্মা এমন সময়ে যজ্ঞভূমিতে এসে নিজ আসনে বসবেন যাতে বসার পরই অধ্বর্যু অগ্নি-প্রণয়নের জন্য তাঁর কাছে অনুমতি চাইতে পারেন। অনুমতি-প্রার্থনার বাক্যটি পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে। অনুমতি-প্রার্থনার সময়ে তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেও অনুমতি দেবেন কিন্তু বসার পরে।

ব্রহ্মাদপঃ প্রবেষ্যামীতি ব্রহ্মা ভূর্ভুবঃ স্বঃ বৃহস্পতিপ্রসূত ইতি জপিষ্যেৎ

প্রণয়েত্যতিসৃজেত্ সর্বত্র ॥ ১৩॥ [১২]

অনু.— সর্বত্র ‘ব্রহ্মা’ (সু.) এই বাক্যে শুনে ‘ভূ..... প্রসূত’ (সু.) এই (মন্ত্র) জপ করে ‘ও প্রণয়’ এই (মন্ত্রে ব্রহ্মা) অনুমতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— কেবল অগ্নি-প্রণয়নের ক্ষেত্রেই নয়, অন্য স্থলেও ‘ব্রহ্মান্’ বলে কেউ সম্বোধন করে ব্রহ্মার কাছে কোন কর্মের জন্য অনুমতি চাইলে ব্রহ্মা প্রথমে ‘ভূ’ মন্ত্র জপ করে তার পরে যে কর্মের জন্য অনুমতি চাওয়া হচ্ছে সেই কর্মের জন্য তদ্ব্যবহায়ে ‘ও প্রোক্ষ’, ‘ও স্তব্ধম্’ ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক বাক্যে প্রয়োজনীয় অনুমতি দেবেন। ‘ব্রহ্মা’ বলায় আগে অধ্বর্যু তাঁর আবেদন শেষ করবেন, পরে ব্রহ্মা অনুমতি দান করবেন। ‘জপিষ্যেৎ’ বলা হয়েছে এ-কথা বোঝাবার জন্য যে, প্রথম অংশটি উপান্তস্থরে এবং পরবর্তী অংশটি তদ্ব্যবহায়ে পাঠ করতে হবে।

যথাকর্ম দ্বাদেশাঃ ॥ ১৪॥ [১৩]

অনু.— নির্দেশগুলি কিন্তু কর্ম অনুযায়ী (হয়)।

ব্যাখ্যা— যে কাজের জন্য অনুমতি চাওয়া হবে সেই কাজের জন্যই ব্রহ্মা অনুমতি দেবেন। ফলে ১৩নং সূত্র অনুযায়ী সর্বত্র জপের পর ‘ও প্রণয়’ বললে চলবে না, সংশ্লিষ্ট কর্মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় এমন ‘ও প্রোক্ষ’, ‘ও স্তব্ধম্’ ইত্যাদি বাক্যেই অনুমতি দিতে হবে। শা. ৪/৬/১৭ সূত্রেও এই বিধানই দেওয়া হয়েছে।

প্রণবাদুচ্চৈঃ ॥ ১৫॥ [১৪]

অনু.— প্রণব থেকে আরম্ভ (করে সব-কিছু তিনি) উচ্চস্থরে (বলবেন)।

ব্যাখ্যা— ১৩ নং সূত্রে এবং ১৪নং সূত্রের ব্যাখ্যায় উল্লিখিত প্রণব থেকে শুরু করে সমগ্র মন্ত্রটি ব্রহ্মা উচ্চ (= তন্ত্র) স্থরে পাঠ করবেন।

উর্ধ্বং বা প্রণবাত্ ॥ ১৬॥ [১৫]

অনু.— অথবা প্রণবের পরে (সব-কিছু তিনি উচ্চস্থরে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বিকল্পে ‘প্রণয়’, ‘প্রোক্ষ’, ‘স্তব্ধম্’ ইত্যাদি অংশটুকুই উচ্চ (= তন্ত্র) স্থরে পাঠ করা চলে।

অত উর্ধ্বং বাগ্‌যত আস্ত আ হবিদ্ধত উদ্‌বাদনাত্ ॥ ১৭॥ [১৬]

অনু.— এর পর হবিদ্ধত-বাদন পর্যন্ত বাক্যসংযমী (হয়ে) বসে থাকবেন।

ব্যাখ্যা—অপ-প্রণয়নের পরে ‘হবিষ্‌দেহি’ বাক্যে ধান-কোটা এবং ‘শম্যা’ নামে একখণ্ড ছোট কাঠ দিয়ে শিল ও নোড়া বাজান হয়। অপ-প্রণয়নের অনুমতি-দেওয়া বা অপ-প্রণয়নের নিকটবর্তী সময়ের পর থেকে শুরু করে এই শিল-নোড়া বাজান পর্যন্ত ব্রহ্মা বাক্-নিয়ন্ত্রণ করে বসে থাকবেন। ‘আন্তে’ বলায় এই সময়ের মধ্যে বিনামত্রে কোন কাজ করতে হলে তা তিনি বসে থেকেই করবেন, ৫নং সূত্র অনুযায়ী বিকল্পে দাঁড়িয়ে নয়। “প্রণীতাকালে বাগ্যমনম্ হবিষ্‌তা বিসর্গঃ”—শা. ৪/৭/১,২।

আ মার্জনাৎ পশৌ ॥ ১৮॥ [১৭]

অনু.—পশুযোগে মার্জন পর্যন্ত (বাক্‌সংযমী থাকবেন)।

ব্যাখ্যা—পশুযোগে অগ্নি-প্রণয়ন (৩/১/৭ সূত্র) থেকে শুরু করে চাটালে মার্জন (৩/৫/১ সূত্র) পর্যন্ত বাক্‌সংযমী হয়ে থাকতে হয়। ২৭নং সূ. দ্র।

সোমে ঘমাদি চাতিপ্রৈষাদি চাসূরক্ষণ্যায়ঃ ॥ ১৯॥ [১৮]

অনু.—সোমযোগে ঘর্ম এবং অতিপ্রৈষ থেকে শুরু করে সূরক্ষণ্যের আহ্বান পর্যন্ত (বাক্‌সংযমী হতে হয়)।

ব্যাখ্যা—সোমযোগে যে দিনগুলিতে উপসদ-ইষ্টি হয় সেই দিনগুলিতে প্রত্যহ সকালে ও বিকালে উপসদের পরে এবং সূতাদিনে প্রাতরনুবাক আরম্ভের সময়ে সূরক্ষণ্য নামে সামবেদীয় ঋষিকৃকে ‘সূরক্ষণ্যোম্... আগচ্ছতাগচ্ছত’ এই নিগদমত্রে ইন্দ্রকে আহ্বান জানাতে হয়। এই আহ্বানের নাম ‘সূরক্ষণ্যাহ্বান’। প্রসঙ্গত ‘আতিথ্যামাং সংহিতামাং দক্ষিণস্য দ্বারবাহোঃ পুরস্তাত্ তিষ্ঠন্নস্তরুবেদিদেশে-দ্বারকে যজ্ঞমানে পত্ন্যাক্ষ ‘সূরক্ষণ্যোম্’ ইতি ত্রিঃ উক্তা নিগদং ব্রূমাদ্ ইন্দ্রাগচ্ছ হরিব আগচ্ছ মেধাতিথের্মৈব বৃষণথস্য মেনে গৌরাবন্ধদিন্নহল্যায়ৈ জার কৌশিক ব্রাহ্মণ গৌতম ব্রবণৈতাবদ্-অহে সূতাম্ ইতি যাবদ্-অহে স্যাত্” (লা. শ্রৌ. ১/৩/১ সূ. দ্র.)। এখানে ‘সূতাম্’ শব্দের আগে যতদিন অতিক্রান্ত হলে সূত্যা হবে সেই দিনসংখ্যার উল্লেখ করতে হয়, কিন্তু সূতার আগের দিন ‘শঃ’ ও সূতার দিন ‘অদ্য’ বলতে হয়। কেউ কেউ শেষে ‘আগচ্ছ মঘবন্ দেবা ব্রাহ্মণ’ আগচ্ছতাগচ্ছতাগচ্ছত’ অংশ সংযোজিত করে নিয়ে নিগদটি পাঠ করেন। অহর্গণে সব-কটি সূতাদিনের পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না, শুধু প্রথম সূতাদিনটিরই উল্লেখ করতে হয় (কা. শ্রৌ. ১/৭/৭)। ঘর্ম (আ. ৪/৬/১) থেকে ও অতিপ্রৈষ (আ. ৬/১১/১৩) থেকে শুরু করে এই সূরক্ষণ্যাহ্বান পর্যন্ত ব্রহ্মাকে বাক্‌সংযমী হয়ে থাকতে হয়। যদিও সূরক্ষণ্যাহ্বান সোমযোগেই হয়, তবুও সূত্রে ‘সোমে’ বলা হয়েছে এই কারণে যে, সমস্ত সোমযোগেই এই নিয়ম, কেবল ‘পশু’ (আগের সূ. দ্র.)-বৃত্ত বা পশু নামক সোমযোগে নয়। অথবা তা বলা হয়েছে ২৪নং সূত্রটিও যে সোমসম্পর্কিত একথা বোঝাবার জন্য।

প্রাতরনুবাকাদ্যন্ত্যর্মামাত্ ॥ ২০॥ [১৯]

অনু.—প্রাতরনুবাক থেকে শুরু করে অন্ত্যর্মি গ্রহ পর্যন্ত (বাক্‌সংযমী থাকবেন)।

ব্যাখ্যা—প্রাতরনুবাক থেকে ‘অন্ত্যর্মি’ নামে গ্রহের আখতি পর্যন্ত ব্রহ্মাকে বাক্‌নিয়ন্ত্রণ করে থাকতে হবে। ঐ. ব্রা. ২৫/৮ অংশেও এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে।

হরিবতোহনুসবনম্ এডায়ঃ ॥ ২১॥ [২০]

অনু.—প্রত্যেক সবনে হরিবান্ (ইন্দ্রের পুরোডাশ) থেকে ইড়া পর্যন্ত (বাক্‌সংযমী থাকবেন)।

ব্যাখ্যা—অনুসবনম্ = সবনে সবনে। এডায়ঃ = আ ইডায়ঃ। তিন সবনেই হরিবান্ ইন্দ্রের উদ্ভিষ্ট সবনীর পুরোডাশযোগের শুরু থেকে ইড়াভক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্মা বাক্‌সংযমী হয়ে থাকবেন।

স্তোত্রেষতিসর্জনাদ্যা ববট্কারাত্ ॥ ২২॥ [২১]

অনু.—স্তোত্রে অনুজ্ঞা-মন্ত্র থেকে শুরু করে (শব্দের) ববট্কার পর্যন্ত (তিনি বাক্‌সংযমী থাকবেন)।

ব্যাখ্যা— অতিসর্জন = অনুজ্ঞা। স্তোত্রের জন্য 'স্বধ্বম্' এই অনুমতিদান (৫/২/১২) থেকে শুরু করে শব্দের শেষে যাজ্ঞ্যয় বর্ষট্কার-উচ্চারণ পর্যন্ত ব্রহ্মাকে বাক্সংযমী হয়ে থাকতে হয়। ঐ. ব্রা. ২৫/৮ অংশেও এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে। 'স্বধ্বম্' বাক্যটিকে স্তোত্রের 'উপাকরণ' বলা হয়।

ওদৃচঃ পবমানেষু ॥ ২৩॥ [২২]

অনু.— পবমানস্তোত্রগুলিতে শেষ মন্ত্র পর্যন্ত (বাক্সংযমী থাকবেন)।

ব্যাখ্যা— ওদৃচঃ = আ-উদ্ (উত্তম, অস্তিম)-ঋচঃ = অস্তিম মন্ত্র পর্যন্ত। তিন সবনেই পবমানস্তোত্রের জন্য 'স্বধ্বম্' এই অনুমতি-দান থেকে শুরু করে স্তোত্রের অস্তিম মন্ত্র অর্থাৎ সমাপ্তিকণ পর্যন্ত বাক্-নিয়ন্ত্রণ করবেন। ঐ. ব্রা. ২৫/৮ অংশেও এই বিধানই পাওয়া যায়।

যচ্ চ কিঞ্ চ মন্ত্রবত্ ॥ ২৪॥ [২৩]

অনু.— এবং যা-কিছু মন্ত্রযুক্ত (কর্ম সে-সব স্থলেও তিনি বাক্সংযমী থাকবেন)।

ব্যাখ্যা— যে-সব কর্মে মন্ত্র পাঠ করতে হয় সেখানেই ব্রহ্মাকে (মন্ত্রপাঠ শেষ না-হওয়া পর্যন্ত) বাক্সংযমী হতে হয়।

হোত্রা শেষঃ ॥ ২৫॥ [২৪]

অনু.— অবশিষ্ট (সব-কিছু) হোতার দ্বারা (বলা হয়েছে)।

ব্যাখ্যা— অবশিষ্ট স্থলগুলিতে ব্রহ্মাকে হোতার মতোই ১/৫/৪৫ ইত্যাদি নিয়ম অনুসারে বাক্সংযমী হয়ে থাকতে হয়। ১৭নং সূত্র থেকে যে বাক্সংযমনের প্রসঙ্গ শুরু হয়েছিল তা এখানে শেষ হল।

আপত্তিশ্ চ ॥ ২৬॥ [২৫]

অনু.— নিয়ম-উল্লঙ্ঘনও (হোতারই মতো হবে)।

ব্যাখ্যা— আপত্তি = নিয়মের উল্লঙ্ঘন। উক্ত স্থলগুলিতে (১৭-২৫ নং সূত্র) বাক্সংযমের নিয়ম লঙ্ঘন করলে প্রায়শ্চিত্তের জন্য হোতার মতোই তাকে বিষ্ণুমন্ত্র জপ করতে হয় (১/৫/৪৯, ৫০ সূ. দ্র.)। অন্যত্র প্রায়শ্চিত্ত হবে ৩৩নং সূত্র অনুযায়ী। সূত্রটি না থাকলেও প্রায়শ্চিত্তকর্ম বলে ঐ 'আতো-' অথবা অন্য কোন বিষ্ণু-মন্ত্রই ব্রহ্মার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই সূত্রটি তাই না করলেও চলত। তবুও সূত্রটি রচনা করায় আমাদের বুঝতে হবে যে, প্রায়শ্চিত্তকর্ম হলেও বিশেষ নির্দেশ না থাকলে প্রায়শ্চিত্তের জন্য সর্বত্র বিষ্ণুমন্ত্র জপ করা চলে না। 'আতো বাগ্ধ্বমম্' (১/৫/৪৫-৪৭) ইত্যাদি দ্বিষয়ের অন্তর্গত নয় এমন 'বাগ্ধ্বতো—' (২/৫/১০), 'প্রাতরনু—' (৪/১৩/১) ইত্যাদি স্থলে তাই বাক্সংযমের নিয়ম লঙ্ঘন করে কেলেলে বিষ্ণুমন্ত্র জপ করলে চলবে না, 'ঋক্তঃ—' (৩৩নং) ইত্যাদি সূত্র অনুযায়ী হোমই করতে হবে। ১৭ নং সূত্রে যেখানে যেখানে বাক্সংযম বিহিত হয়েছে সেখানে সেখানে নিয়মভঙ্গে অবশ্য বিষ্ণুমন্ত্রই জপ করতে হবে। অন্যত্র 'ঔদুধরীং-' (আ. ৮/১৩/২৪) ইত্যাদি স্থলে ৩৩ নং সূত্র অনুযায়ীই প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত হবে।

যত্র দ্বয়িঃ প্রশীরতেহপি সোমো তদ্-আদি তত্র বাগ্ধ্বমম্ ॥ ২৭॥ [২৬]

অনু.— কিন্তু যেখানে সোমের সঙ্গেও অগ্নি প্রশরন করা হয়, সেখানে ঐ (স্থল থেকে) আরম্ভ (করে) বাক্সংযম (অবলম্বন করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— যদি কোথাও সোম-সমেতও অগ্নি-প্রশরন করা হয় অর্থাৎ ঐ অগ্নি-প্রশরন করা হয় অথবা অগ্নি ও সোম দুয়েরই প্রশরন করা হয় তাহলে সেই অগ্নি অথবা অগ্নি-সোমের প্রশরন থেকে শুরু করে ব্রহ্মাকে বাক্সংযম করে থাকতে

হয়। সোমবাগে অগ্নি-সোম-প্রশমনের সময়ে ব্রহ্মা নিজেই অথবা যজমান হবির্ধান-মণ্ডপে সোম নিয়ে বান (কা. শ্রৌ. ১১/১/১৩, ১৪ ব্র.)। সেই সময়ে ব্রহ্মাকে এই বাক্সংঘেমের নিয়ম পালন করতে হয়। 'তত্র' বলায় যে-দিন প্রশমন করতে হয় সেই দিনই অনুষ্ঠান হলে এই নিয়ম। যদি পরের দিন অনুষ্ঠান হয় তাহলে কিন্তু পূর্ব দিন থেকে বাক্সংঘেমী হতে হবে না। এই জন্য বরুণপ্রধাস প্রভৃতি যাগ 'সাদ্যক্' বা সাদ্যকাল হলে অর্থাৎ আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত সব-কিছু একই দিনে (সদ্য) অনুষ্ঠিত হলে অগ্নিপ্রশমন থেকে শুরু করে বাক্সংঘেম অবলম্বন করতে হবে, কিন্তু সাদ্যক না হলে তা করতে হবে না, কারণ সে-ক্ষেত্রে অগ্নিপ্রশমন আগের দিনেই হয়ে যায়।

দক্ষিণতঃ চ ব্রজ্ঞঃ জপত্যাশুঃ শিশান ইতি সূক্তম্ ॥ ২৮॥ [২৭]

অনু.— এবং ডান দিক দিয়ে যেতে যেতে 'আশু-' (১০/১০৩) সূক্তটি জপ করেন।

ব্যাখ্যা— ডান দিক দিয়ে যেতে যেতে ব্রহ্মা 'আশু—' সূক্তটি জপ করবেন। 'সূক্তম্' বলায় সূক্তটি একবারই সমগ্ররূপেই পাঠ করতে হবে। যাওয়া শেষ হলেও সূক্তটি তাই অসমাপ্ত রাখা চলবে না, সম্পূর্ণ সূক্তটি পড়তে হবে এবং যাওয়া শেষ না হলেও সূক্তটির পুনরাবৃত্তি করা চলবে না। এই সূক্তটিকে 'অথতিরথ' সূক্ত বলে। 'দক্ষিণতঃ' বলায় ডান দিকে যাওয়ার সময়েই এই মন্ত্র জপ করতে হয়, ৪/১০/৯ সূত্র অনুসারে সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়ে নয়।

সমাপ্যোপবেশনাদ্যুক্তম্ ॥ ২৯॥ [২৮]

অনু.— (ঐ জপ) শেষ করে উপবেশন প্রভৃতি (যা যা) বলা হয়েছে (তা তা তাঁকে করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— 'আশুঃ—' সূক্তটি জপ করা শেষ হলে উপবেশন প্রভৃতি বা বা বিহিত হয়েছে (৮, ৯নং সূ. ব্র.) অর্থাৎ তৃণনিক্ষেপ, উপবেশন ও ব্রহ্মজপ তা তা তাঁকে করতে হবে। অগ্নি-প্রশমন এবং অগ্নি-সোম-প্রশমন শেষ হলে তবেই এই তৃণনিক্ষেপ, উপবেশন ও ব্রহ্মজপ করতে হয়, তার আগে নয়। প্রসঙ্গত ১১নং সূ. ব্র.।

ন তু সৌমিকে প্রশমনে ব্রহ্মজপঃ ॥ ৩০॥ [২৯]

অনু.— সোম-সম্পর্কিত অগ্নি-প্রশমনে কিন্তু ব্রহ্মজপ (করতে হবে) না।

ব্যাখ্যা— সোমবাগে অগ্নি-প্রশমনের পরে তৃণনিক্ষেপ ও সমস্তক উপবেশন করতে হয়, কিন্তু ব্রহ্মজপ করতে হয় না। সিদ্ধান্তীয় ভাষ্য অনুযায়ী 'সসোমে' না বলে 'সৌমিকে' বলায় সোমবাগে কেবল অগ্নির যে প্রশমন তার পরে এই ব্রহ্মজপ নিষিদ্ধ। অগ্নি-প্রশমনের শেষে সেখানে তাই ব্রহ্মজপ (৯, ১০ সূ. ব্র.) করতে হয় না, শুধু তৃণনিক্ষেপ ও মন্ত্রসমেত উপবেশনই করতে হয় (১/৩/৩৬, ৩৭ সূ. ব্র.), কিন্তু অগ্নি-সোমের প্রশমনের পরে ব্রহ্মজপ করতে কোন বাধা নেই।

অন্যত্র বিসৃষ্টবাণ্ অবহতাবী যজমনাঃ ॥ ৩১॥ [৩০]

অনু.— অন্য স্থলে বাক্সংঘেম (করলেও) যজ্ঞের দিকে মন (থাকবে এবং) অবহতাবী (হবেন) না।

ব্যাখ্যা— বিসৃষ্টবাক্ = বিনি বাক্সংঘেম ত্যাগ করেছেন। যেখানে বাক্সংঘেমী হতে বলা হয়েছে সেখানে ছাড়া অন্যত্র ব্রহ্মা কথা বলতে পারেন, কিন্তু বেশী কথা বেন তিনি না বলেন এবং যজ্ঞের দিকেই যেন তাঁর আসল মনটি থাকে।

বিপর্যাসেহত্বংইতে মন্ত্রে কর্মণি বাধ্যতে বোপলক্য বা জাভাভ্যাহতিং জুহুয়াৎ ॥ ৩২॥ [৩১]

অনু.— মন্ত্র অথবা কর্ম বিপর্যস্ত (অথবা) লুপ্ত হলে (কেউ তা) বলে দিলে অথবা (নিজেই তা) লক্ষ্য করে হাঁটু পেতে অগ্নিতে আশ্রিত সেবেন।

ব্যাখ্যা— যজ্ঞ যদি কোন মন্ত্র অথবা কর্মের পৌর্বাগম্য ভুল হয় (পরপর দুটি মন্ত্র অথবা কর্মের মধ্যে বিনা নির্দেশে হান-পরিবর্তন বা বিপর্যয়কে 'বিপর্যাস' বলে) অথবা ভুলবশত কোন মন্ত্র পাঠ বা কর্ম যদি মোটেই করা না হয়ে থাকে

এবং তা যদি অপর কেউ ধরিয়ে দেন অথবা ব্রহ্মা নিজেই যদি সেই ক্রটি লক্ষ্য করে থাকেন, তাহলে তিনি ডান হাঁটু মাটিতে পেতে অগ্নিতে আত্মত্যাগ করেন। সূত্রে ‘আত্মত্যাগ’ পদটিতে একবচন থাকায় যুগপৎ বহু ক্রটি ধরা পড়লেও একটি আত্মত্যাগ দিতে হবে, যতগুলি ক্রটি ঘটে গেছে ততগুলি আত্মত্যাগ নয়। দ্বিতীয় ‘বা’ শব্দটি থাকায় (‘আত্মত্যাগ বা উপলক্ষ্য বা’) সর্বপ্রায়শ্চিত্ত হোমের মতো ক্রটি অজ্ঞাত থাকলেও নয়, ক্রটির কথা নিজে জানতে পারলে অথবা অপর বলে দিলে তবেই এই প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। ক্রটি ধরা পড়ার পরেই যতশীঘ্র সম্ভব এই প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। হাঁটু পাতবার সময়ে কোল পেতে বসে বাঁ পায়ের উপরে ডান পা রেখেই তা করতে হবে। যে-কোন ক্রটির ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে এই প্রায়শ্চিত্ত। যেখানে বিশেষ কোন প্রায়শ্চিত্তের কথা বিহিত হবে সেখানে অবশ্য সেই প্রায়শ্চিত্তই করতে হবে। সিদ্ধান্তীয় মতে যেহেতু যে-কোন কারণেই ক্রটি ঘটলে এই প্রায়শ্চিত্তটি করতে হয়, তাই সূত্রে ‘বিপর্যাসে-অভ্যগ্নিতে’ অংশটি না বললেও চলত, কিন্তু তবুও তা বলার ৩/১০/২২ হলেও বিশেষ প্রায়শ্চিত্তের পরে এই ব্যাহতিহোমের (পরবর্তী সূ. দ্র.) সাধারণ প্রায়শ্চিত্তটিও করতে হবে।

ঋকতঃ চেম্ ভূ ইতি গার্হপত্যো। যজুস্তো ভুব ইতি দক্ষিণে। অগ্নীদ্বীয়ে সোমেষু ॥ ৩৩।। [৩২]

অনু.— যদি ঋক থেকে (কোন ক্রটি হয় তাহলে) গার্হপত্যে ‘ভূঃ’ এই (মন্ত্রে এবং) যজুঃ থেকে (হলে) দক্ষিণ (অগ্নিতে) ‘ভুবঃ’ এই (মন্ত্রে আত্মত্যাগ করেন)। সোমযোগে (আত্মত্যাগ করেন) অগ্নীদ্বীয়ে।

ব্যাখ্যা— ঋগবেদীয় মন্ত্রে বা কর্মে কোন ক্রটি ঘটলে গার্হপত্যে এবং যজুর্বেদীয় মন্ত্রে অথবা কর্মে ক্রটি হলে দক্ষিণাগ্নিতে আত্মত্যাগ করেন। সোমযোগে বিবেক অগ্নিহাবনের আগে পর্যন্ত দক্ষিণাগ্নিতে এবং তার পরে অগ্নীদ্বীয়ে বিবেক এই আত্মত্যাগ দিতে হয়, কারণ ঐ বিবেকই সেখানে দক্ষিণাগ্নির কাজ করে। সূত্রে ‘ঋতঃ’ না বলে ‘ঋকতঃ’ বলায় শুধু পদ্যবদ্ধ নয়, ঋগবেদীয় ঋকবিরের পাঠ্য যে-কোন মন্ত্রের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযুক্ত হবে। ‘নমঃ প্রবক্ষ্যে’ (আ. ১/২/১) মন্ত্রটি পদ্যবদ্ধ বলে স্বরূপের দিক থেকে যজুর্মন্ত্র হলেও তাই তার প্রয়োগে কোন ক্রটি হলে ‘ভূঃ’ মন্ত্রেই আত্মত্যাগ দিতে হবে। এই সূত্রে যা বলা হয়েছে ঐ. ব্রা. ২৫/৭, ৯ অংশের বিধানও ঠিক তাই।

সামতঃ স্বর ইত্যাহবনীয়ে ॥ ৩৪।। [৩৩]

অনু.— সাম থেকে (ক্রটি হলে) আহবনীয়ে ‘স্বঃ’ এই (মন্ত্রে আত্মত্যাগ করেন)।

ব্যাখ্যা— সামবেদীয় মন্ত্রে অথবা কর্মে কোন ক্রটি হলে ‘স্বঃ’ এই মন্ত্রে আহবনীয়ে আত্মত্যাগ দিতে হয়। ঐ. ব্রা. ২৫/৭, ৯ অংশেও এই বিধানই পাওয়া যায়।

সর্বভোহবিজ্ঞাতে বা তুর্ভুবঃ স্বর ইত্যাহবনীয়ে এব ॥ ৩৫।। [৩৪]

অনু.— সব (বেদ) থেকে (ক্রটি হলে) অথবা জানা না গেলে আহবনীয়েই ‘ভূঃ’ (সূ.) এই (মন্ত্রে আত্মত্যাগ করেন)।

ব্যাখ্যা— যুগপৎ সব বেদ থেকেই ক্রটি ঘটে গেলে (যেমন— স্তোত্র, শত্ৰু ও প্রতিগর এই তিনটিতেই ক্রটি) বা কোন বেদের কোন মন্ত্রে বা কর্মে ক্রটি হয়েছে তা ঠিক ঠিক জানা না গেলে ‘ভূঃ’ মন্ত্রে আহবনীয়েই একটি মাত্র আত্মত্যাগ দিতে হয়। ‘এব’ বলা হয়েছে সামবেদীয় মন্ত্রের ক্রটিতে যেমন আহবনীয়ে আত্মত্যাগ দেওয়া হয়, এ-ক্ষেত্রেও তেমনই হবে এবং তিনটি ব্যাহতি মিলিয়ে একটিই আত্মত্যাগ হবে এ-কথা বোঝানোর জন্য। ‘অবিজ্ঞাতে’ বলার উদ্দেশ্য পুণ্য বা স্মৃতিশাস্ত্রে বিহিত পৌত্ৰ, অচমন ইত্যাদি বিধির ক্রটি হলেও এই প্রায়শ্চিত্ত। ঐ. ব্রা. ২৫/৭, ৯ অংশের বিধানও এই সূত্রে বা বলা হয়েছে তাই।

প্রাক্ প্রবাজ্ঞোক্তোহঙ্গারং বহিঃপরিধি নিরুক্তং বৃন্দগণেনাভিনিদধ্যান্ মা তপৌ মা বজ্রস্তপন্ মা
বজ্রগতিস্তপহ্। নমস্তে অঙ্গারতে নমো রুদ্র পরায়তে। নমো বদ্র নিবীদসীতি ॥ ৩৬ ॥ [৩৪]

অনু.— প্রবাজ্ঞগুলির (অনুষ্ঠানের) আগে পরিধির বাইরে পড়ে-যাওয়া অঙ্গারকে বৃবের হাতল দিয়ে ‘মা-’ (সু.) এই মন্ত্রে নিজের কাছে এনে (কুণ্ডে) রাখবেন।

ব্যাখ্যা— প্রবাজ্ঞের আগে মানে বৃক্-আদাগন অর্থাৎ প্রবাজ্ঞের জন্য অধ্বৰ্য্যকে জুহু ও উপভূত গ্রহণ করাবার আগে পৰ্বত। পরিধি = আহবনীয়ে পশ্চিমদিকে উত্তরমুখী করে এবং দক্ষিণ ও উত্তর দিকে পূর্বমুখী করে রাখা তিনটি কণ্ড। প্রসঙ্গত আগ. শ্রৌ. ৯/২/৪৩; ভা. শ্রৌ. ৯/৪/১, ২ প্র.। মতান্তরে ‘অভিনিদধ্যাত্’ শব্দের অর্থ কুণ্ডের মধ্যে এনে রাখবেন।

অমুং মা হিংসীন্ অমুং মা হিংসীন্ ইতি চ প্রতিদিশন্। অধ্বৰ্যুবজমানৌ পূরস্তাচ্ চেষ্ট্। ব্রাহ্মবজমানৌ
দক্ষিপত্যঃ। হোতৃপত্নী বজ্রমানাত্ পশ্চাত্। আয়ীত্রবজ্রমানা উত্তরত্যঃ ॥ ৩৭ ॥ [৩৫]

অনু.— এবং প্রত্যেক দিকে ‘অমুং-’ (সু.) এই (মন্ত্রে)ও (বাইরে) পড়ে-যাওয়া অঙ্গারকে ধরে রাখবেন। যদি সামনে (এসে পড়ে তাহলে মন্ত্রে) অধ্বৰ্য্য ও বজ্রমানকে (উল্লেখ করবেন)। ডান দিকে (পড়লে) ব্রাহ্মা এবং বজ্রমানকে (উল্লেখ করবেন)। বজ্রমানের পিছনে (অঙ্গার এসে পড়লে) হোতা এবং (বজ্রমান-) পত্নীকে উল্লেখ করবেন)। উত্তর দিকে (পড়লে উল্লেখ করবেন) আয়ীত্র ও বজ্রমানকে।

ব্যাখ্যা— যে দিকেই অঙ্গার এসে পড়ুক, প্রথমে ‘মা-’ (৩৬ সু. প্র) এবং পরে ‘অমুং-’ (সু.) মন্ত্র পাঠ করে তা বৃন্দগণ দিয়ে নিজের দিকে ধরে (বা কুণ্ডে) রাখতে হয়। যে দিকে অঙ্গার এসে পড়ে সেই দিক অনুযায়ী দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রথম ‘অমুং’ শব্দের স্থানে একজন ঋষিকের ও দ্বিতীয় ‘অমুং’ শব্দের স্থানে বজ্রমান অথবা তাঁর পত্নীর নাম দ্বিতীয়া বিভক্তিতে উল্লেখ করবেন। সূত্রে ‘প্রতিদিশং’ না বললেও চলত, কারণ দিকগুলির উল্লেখ সূত্রের মধ্যেই পরে করা হয়েছে। তবুও এই পদটির উল্লেখ থাকার বুঝতে হবে যে প্রতিদিকে কোন-কিছু কাজ করতে হলে পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর এই ক্রমেই তা করতে হয়, নিজাতীর ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, কেউ কেউ ‘অধ্বৰ্যুবজমানৌ মা হিংসীঃ ব্রাহ্মবজ্রমানৌ মা হিংসীঃ’ এইভাবেও মন্ত্রটি পাঠ করে থাকেন, কারণ তাঁদের যুক্তি হল সূত্রে সমাসবন্ধরূপেই অধ্বৰ্য্য প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যেরা বলেন, সমাস করা হয়েছে সূত্রকে সংকিপ্ত করার প্রয়োজনে, তাই ‘অধ্বৰ্যুং মা হিংসীন্ বজ্রমানং মা হিংসীঃ’ এইভাবেই মন্ত্র পাঠ করা উচিত। সূত্রে হোতৃপত্নীবজ্রমানান্ পাঠও পাওয়া যায়। সে-ক্ষেত্রে অঙ্গার পিছনে এসে পড়লে হোতা, বজ্রমান ও তাঁর পত্নী এই তিন জনের নাম মন্ত্রে উল্লেখ করতে হবে।

অধৈনন্ অনুপ্রহরেন্ আহং বজ্রং মথৈ নির্বাভেরুগহাত্ তং সেক্ষে পশ্নিনমামি বিদ্বান্। সুপ্রজাত্বং শতং
হিমা মদন্ত ইহ নো সেবা মরি শর্ভ বজ্রভক্তি ॥ ৩৮ ॥ [৩৬]

অনু.— এর পর এই (বহির্গত অঙ্গারকে) ‘আহং-’ (সু.) এই মন্ত্রে কুণ্ডে নিক্ষেপ করবেন।

ব্যাখ্যা— এখানে মন্ত্রের শেষে ‘বহত্’ শব্দ উচ্চারণের কোন প্রয়োজন নেই।

তন্ অতিজুহ্বরাচ্ সহস্রপূজো বৃবজো জাতকোঃ স্তোমপূজো বৃতবান্ সুপ্রজীকঃ। মা নো হিংসীন্ বিসিতো
মখামি ন হ্য জহামি গোপোষং চ নো বীরপোষং চ বজ্র বাহেতি ॥ ৩৯ ॥ [৩৭]

অনু.— এ (নিশ্চিপ্ত অঙ্গারকে) লক্ষ্য করে অঙ্গারের উপর ‘সহস্র-’ (সু.) এই (মন্ত্রে) যোম করবেন।

ত্রয়োদশ কণ্ডিকা (১/১৩)

[ব্রহ্মার কর্তব্য]

প্রাশিত্রম্ আহ্নিয়মাণম্ ঈক্ষতে মিত্রস্য দ্বা চক্ষুশা প্রতীক্ষ ইতি ॥ ১ ॥

অনু.— প্রাশিত্র আনা হতে থাকলে 'মিত্রস্য-' (এই মন্ত্রে তা) দেখবেন।

ব্যাখ্যা— ষিষ্টকৃত্ত্বাণের পরে ব্রহ্মাকে দেওয়ার জন্য প্রশানযাগের দ্রব্যের মাথার দিক থেকে যব-পরিমাণ অথবা ত্রীহি-পরিমাণ যে অংশ ভেঙে নেওয়া হয় তার নাম 'প্রাশিত্র' বা 'প্রাশিত্রহরণ'। ঐ অংশ যে পাত্রে রাখা হয় তার নাম প্রাশিত্রহরণ (-পাত্র)। ষিষ্টকৃত্ত্বের অনুষ্ঠানের পরে ঐ পাত্র ব্রহ্মার কাছে আনা হতে থাকলে ব্রহ্মা উক্ত মন্ত্রে তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন। শা. ৪/৭/৪ সূত্রেও এই মন্ত্রটিই বিহিত হয়েছে।

দেবস্য দ্বা সবিতুঃ প্রসবেহ্মিনোবাঽহিভ্যাং পৃষো হস্তাভ্যাং প্রতিগৃহ্মামীতি তদ্ অঞ্জলিনা প্রতিগৃহ্য
পৃথিব্যাক্ষা নাভৌ সাদন্নাম্যদিত্যা উপস্থ ইতি কুশেষ্ণু প্রাগদণ্ডং নিখায়াক্ষুঠোপকনিত্তিকাভ্যাম্ অসংখাদন্
প্রানীয়াত্। অয়েষ্টাস্যেন প্রান্নামি বৃহস্পতের্মুখেনেতি ॥ ২ ॥ [১]

অনু.— ঐ (আনীত প্রাশিত্রহরণপাত্র) 'দেবস্য-' এই (সূত্রোক্ত মন্ত্রে) অঞ্জলি দ্বারা গ্রহণ করে 'পৃথিব্য-' (সু.) এই (মন্ত্রে) পাত্রের হাতলটি পূর্বমুখী করে কুশে রেখে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা (প্রাশিত্রকে গ্রহণ করে দাঁত দিয়ে) না ভেঙ্গে 'অয়ে-' (সু.) এই মন্ত্রে (তা) ভক্ষণ করবেন।

ব্যাখ্যা— অসংখাদন্ = দাঁত দিয়ে না ভাঙতে ভাঙতে। শা. ৪/৭/৫-৮ সূত্রে এই মন্ত্রগুলিই নির্দিষ্ট হয়েছে, তবে সেখানে অঞ্জলি দিয়ে গ্রহণের নির্দেশ নেই এবং প্রাশিত্রহরণকে কুশের পরিবর্তে হস্তিতে রাখতে বলা হয়েছে। এ-ছাড়া 'বৃহ-' অংশটি মন্ত্রের মধ্যে পঠিত হয় নি।

আচম্যাষাচামেত্ সত্যেন দ্বাভিজিঘর্মি যা অপস্ব অস্তদেবতাক্ষা ইদং শমরন্ত চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্রাণান্ মে মা
হিংসীর্ ইতি ॥ ৩ ॥ [১]

অনু.— (ভক্ষণের পরে) আচমন করে 'সত্যেন-' (সু.) এই (মন্ত্রে) জল পান করে পরে আবার) আচমন করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রথমে শৌচের জন্য হাত ধোবেন, পরে মন্ত্র পাঠ করে জল পান করবেন, তার পরে আবার আগের মতোই শৌচের জন্য আচমন করবেন। শা. ৪/৭/৯-১৩ সূত্রে 'শান্তিরসি' মন্ত্রে আচমন এবং 'প্রাণপা-' ইত্যাদি মন্ত্রে নাক, মুখ, চোখ ও কাণ স্পর্শ করতে বলা হয়েছে।

ইন্দ্রস্য দ্বা জঠরে দধামীতি নাভিম্ আলভেত ॥ ৪ ॥ [১]

অনু.— 'ইন্দ্রস্য-' (সু.) এই (মন্ত্রে) নিজের) নাভি স্পর্শ করবেন।

ব্যাখ্যা— শা. ৪/৭/১৪ সূত্রের নির্দেশও তাই। সেখানে 'দধামি' স্থানে পাঠ হচ্ছে 'সাদম্যামি'।

প্রক্ষাল্য প্রাশিত্রহরণং ত্রিণ্ অনেনাভ্যাক্ষম্ অগ্নৌ নিনয়তে ॥ ৫ ॥ [১]

অনু.— প্রাশিত্রহরণ ধুয়ে এই (পাত্র) দ্বারা নিজের অভিমুখে তিনবার জল ঢালবেন।

ব্যাখ্যা— পাত্রের মুখ এবং হাতের তালু যেন নিজের বুকের দিকে থাকে।

মার্জয়িত্বান্মিন্ ব্রহ্মভাগং নিদধ্যাত্ ॥ ৬॥ [২]

অনু.— মার্জন করে এই (পাত্রে) ব্রহ্মার অংশ রেখে দেবেন।

ব্যাখ্যা— প্রাশিত্রের ভক্ষণের পর ইড়াভক্ষণ। ইড়াভক্ষণের পরে ব্রহ্মা মার্জন করে ঐ প্রাশিত্রহরণপাত্রে নিজের প্রাপ্য চতুর্ধাকরণের অংশ রেখে দেন। অগ্নিদেবতার পুরোডাশটিকে চার খণ্ড করে চার ঋত্বিককে এক এক খণ্ড দেওয়া হয়। এই বিভাগকে ‘চতুর্ধাকরণ’ বলে। আগ্নীত্রের অংশটি দু-বার উপস্তরণ, দু-বার ঋণন (= অবদান) ও দু-বার অভিঘারণ করে নেওয়া হয় বলে ঐ অংশকে (যট্ + অবন্ত =) ‘যডবন্ত’ বলা হয়।

পশ্চাচ্ কুশেষু যজমানভাগম্ ॥ ৭॥ [৩]

অনু.— পিছনে কুশে যজমানের অংশ (রাখবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রাশিত্রহরণপাত্রের পিছনে কুশের উপরে যজমানের প্রাপ্য অংশ রেখে দেবেন।

অম্বাহার্যম্ অবেক্ষেত প্রজাপর্তেভাগোহস্যূর্জস্বান্ পয়স্বানক্ষিতরিসি মা মে ক্ষেষ্ঠাঃ

অস্মিংশ্চ লোকেহমুস্মিংশ্চ ॥ ৮॥ [৪]

অনু.— ‘প্রজা-’ (সূ.) এই (মন্ত্রে) অম্বাহার্যকে দেখবেন।

ব্যাখ্যা— দক্ষিণারূপে যে সিদ্ধ অন্ন ঋত্বিকদের দেওয়া হয়, তাকে ‘অম্বাহার্য’ বলে। সেই অম্বাহার্যের দিকে এই মন্ত্রে তাকাতে হয়। এখানে মন্ত্রের শেষে একটি অনুক্ত ‘ইতি’ শব্দ আছে বলে ধরে নিয়ে পরবর্তী ‘প্রাণাপানৌ-’ মন্ত্রটি একটি ভিন্ন মন্ত্র বলে বুঝতে হবে। সিদ্ধান্তীর মতে ‘অস্মিংশ্চ-’ ইত্যাদি হচ্ছে অবঘ্রাণের মন্ত্র; মন্ত্রের শেষাংশ রয়েছে পরবর্তী সূত্রে।

প্রাণাপানৌ মে পাহি কাম্যম্ হেতি। অম্পৃশম্ অবঘ্রায়াজুষ্ঠোপকনিষ্ঠিকাভ্যাং শিষ্টং গৃহীত্বা ব্রহ্মভাগে

নিদধ্যাত্ ॥ ৯॥ [৫]

অনু.— ‘প্রাণা-’ (সূ.) এই (মন্ত্রে ঐ অম্বাহার্যকে নাক দিয়ে) না-চুঁয়ে থেকে আঘ্রাণ করে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা অবশিষ্ট অংশ নিয়ে ব্রহ্মার অংশে রেখে দেবেন।

ব্যাখ্যা— শিষ্ট = অংশ। অন্য কোন অঙ্গ দিয়ে স্পর্শ না করে ‘প্রাণা-’ মন্ত্রে অম্বাহার্যকে আঘ্রাণ করবেন। তার পর ঐ চক্ৰ থেকে সামান্য অংশ তুলে নিয়ে তা ব্রহ্মভাগে রাখবেন। সিদ্ধান্তীর মতে চক্ৰ থেকে একাংশ হাতে নিয়ে আঘ্রাণ করে অবশিষ্ট চক্কর একাংশ ব্রহ্মভাগে রাখতে হবে।

ব্রহ্মন্ প্রহস্যাম ইতি ব্রহ্মা বৃহস্পতিব্রহ্মা ব্রহ্মাসদন আসিষ্ট বৃহস্পতে যজ্ঞমজুগুপঃ স যজ্ঞং পাহি যজ্ঞপতিং পাহি স মাং পাহি। তুর্ভুবাঃ স্বর্ভুহস্পতিপ্রসূত ইতি জগিষোঃ প্রতিষ্ঠেতি সমিধম্ অনুজামীয়াত্ ॥ ১০॥ [৬, ৭]

অনু.— (অধ্বর্ষুর) ‘ব্রহ্মন্-’ (সূ.) এই (বাক্য) শুনে ‘বৃহ-’ (সূ.) এই (মন্ত্র) বলে ‘তু-’ (সূ.) এই (মন্ত্র) জপ করে ‘ওঁ প্রতিষ্ঠ’ (সূ.) এই (মন্ত্রে) ব্রহ্মা অধ্বর্ষুকে প্রস্থানের ও আগ্নীধ্রকে অনুযাজের সমিৎ (-স্থাপনের) অনুমতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— অনুযাজের অনুষ্ঠানের জন্য অধ্বর্ষু ব্রহ্মাকে ‘ব্রহ্মন্ প্রহস্যামঃ’ (বা প্রহস্যামি) এবং আগ্নীধ্রকে ‘সমিধমাধারামীত্ পরিধীংস্কামিঃ চ সকত্ সকত্ সংমুড়তি’ বললে ব্রহ্মা জপমন্ত্র পাঠ করে ‘ওম্ প্রতিষ্ঠ’ বলে অনুমতি দিলে আগ্নীধ্র অগ্নিতে অনুযাজের সমিধটি স্থাপন করেন। সমিৎ-স্থাপনের অনুমতি-বাক্য হলেও এখানে কিন্তু ‘ওম্ আধেহি’ না বলে ‘ওঁ প্রতিষ্ঠ’ এই বাক্যটিই বলতে হয়। শা. ৪/৭/১৭ সূত্রে ‘দেব সবিতরতৎ-’ মন্ত্রটি জপ করতে বলা হয়েছে। সমিধের জন্য অনুজামমন্ত্রটি অবশ্য অভিন্নই। পাঠান্তর ‘স যজ্ঞপতিং’।

সংস্থিতে জঘন্য ঋত্বিজ্ঞান সর্বপ্রায়শ্চিত্তানি জুহুয়াত্ তন্ ইতরেৎছালভেরন্ ॥ ১১ ॥ [৭]

অনু.— (অনুষ্ঠান) শেষ হলে ঋত্বিকদের (মধ্যে) সর্বশেষে (হয়ে ব্রহ্মা) সর্বপ্রায়শ্চিত্ত হোম করবেন (এবং) তাঁকে অপরেরা স্পর্শ করে থাকবেন।

ব্যাখ্যা— সংস্থিত = সমাপ্ত। জঘন্য = অস্তিম। আশীধ্র ছাড়া অন্য তিন ঋত্বিককেই যজ্ঞে ‘সর্বপ্রায়শ্চিত্ত’ হোম করতে হয়। তার মধ্যে অন্য ঋত্বিকদের কাজ শেষ হয়ে গেলে যজ্ঞমানের কাজ অবশিষ্ট থাকতে সর্বশেষে যজ্ঞের অস্তিম পর্বে ব্রহ্মা প্রায়শ্চিত্তহোম করেন। তখন আশীধ্র তাঁকে স্পর্শ করে থাকবেন। বিকৃতিযোগে তাঁকে আরও অনেকে স্পর্শ করে থাকেন বলে সূত্রে বহুবচনে ‘ইতরে’ এবং ‘অছালভেরন্’ বলা হয়েছে।

হোতারং বা ॥ ১২ ॥ [৮]

অনু.— অথবা হোতাকে (সকলে স্পর্শ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ব্রহ্মার পরিবর্তে সকলে হোতাকেও স্পর্শ করে থাকতে পারেন।

এতরোর নিত্যহোমঃ ॥ ১৩ ॥ [৯]

অনু.— এই দু-জনের সর্বদা হোম (-ই করণীয়)।

ব্যাখ্যা— হোতা ও ব্রহ্মাকে সর্বপ্রায়শ্চিত্তহোমই করতে হয়, পরস্পরকে স্পর্শ করতে হয় না এবং হোম না করে অপরের স্পর্শ করে থাকলেও চলে না।

সর্বে সংহাজপেনোপতিষ্ঠন্ত উপতিষ্ঠন্তে ॥ ১৪ ॥ [১০]

অনু.— সকলে সংহাজপ দ্বারা উপস্থান করেন।

ব্যাখ্যা— সংহাজপের কথা ১/১১/১৪ সূত্রে বলা হয়েছে। হোমই করণ অথবা স্পর্শই করণ, যজ্ঞভূমি থেকে বিদায় নেওয়ার সময়ে সকল ঋত্বিককেই পূর্বোক্ত ঐ সংহাজপটি করতে হয়। পাকযজ্ঞসমূহেও ঐ সংহাজপ করতে হয়। সিদ্ধান্তীয় মতে সূত্রে শেষ পদটির পুনরুক্তি হয়েছে আনন্দে। যেমন লোকে আনন্দে বলে শুঠে— সাধু সাধু, ভাল ভাল। সূত্রকারের এখানে এই কারণে আনন্দ যে, তিনি নির্বিঘ্নে গ্রহের প্রথম অধ্যায় এবং দর্শপূর্ণমাসের বিবরণ শেষ করতে পেরেছেন। অথবা হয়তো ব্রাহ্মণগ্রন্থের অনুকরণেই তিনি এখানে পদটির দ্বিকৃতি করেছেন। অভিপ্রায় তাঁর এই যে, ব্রাহ্মণগ্রন্থের পাঠ যেমন নিষিদ্ধ দিনে বজ্রনীয়, তাঁর এই সূত্রগ্রন্থের ক্ষেত্রেও যেন পাঠের সেই নিয়ম পালন করা হয়। ব্রাহ্মণগ্রন্থের মতোই যেহেতু এখানে অস্তিম পদের বিরুক্তি হয়েছে তাই যেন তাঁর এই গ্রন্থকে ব্রাহ্মণগ্রন্থের মতোই মর্যাদা দেওয়া হয়। এই হল সম্ভবত গ্রন্থকারের অভিপ্রায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম কণিকা (২/১)

[সাধারণ নিয়ম, অগ্ন্যাধেয়, পবমানেন্টি]

পৌর্ণমাসেন্টিপত্তসোম উপদিষ্টাঃ ॥ ১ ॥

অনু.— পৌর্ণমাস (যাগের) দ্বারা ইন্টি, পত্ত ও সোম (যাগ) নির্দেশ করা হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা— ইন্টি, পত্ত এবং সোমযাগের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি পৌর্ণমাসযাগের মাধ্যমেই বলা হয়ে গেছে, কারণ সেগুলির অনুষ্ঠান হয় দর্শপূর্ণমাসের মতোই। দর্শপূর্ণমাস-ইন্টি সমস্ত ইন্টিযাগের প্রকৃতি (= আদল) বলে সমস্ত ইন্টিযাগ পৌর্ণমাসের অনুকরণেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পত্তযাগ এবং সোমযাগের মধ্যে যেটুকু ইন্টি-সম্পর্কিত অংশ তারও অনুষ্ঠান হয় পৌর্ণমাস যাগকে অনুসরণ করেই। ফলে পৌর্ণমাসযাগের মাধ্যমেই ঐ তিন প্রকার যাগের মোটামুটি আলোচনা হয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া যায়। সূত্রে ‘দর্শপূর্ণমাস’ না বলে শুধু ‘পৌর্ণমাসেন’ বলায় বুঝতে হবে যে, ইন্টি, পত্ত ও সোমযাগের অনুষ্ঠান পৌর্ণমাসযাগের মতোই হবে, দর্শযাগের মতো হবে না। পৌর্ণমাসযাগই মূল দর্শযাগও অনুষ্ঠিত হয় ঐ পৌর্ণমাস যাগকেই অনুসরণ করে। এই প্রসঙ্গে ‘অগ্নীষোময়োঃ স্থান ইক্ষাদী অমাবাস্যায়াম্-’ (১/৩/১০) সূত্র ও তার বৃত্তিও স্মরণ করা যেতে পারে। দর্শ এবং পৌর্ণমাসের মধ্যে পার্থক্য কেবল প্রধানযাগের দেবতায় এবং দুই আজ্যভাগের অনুবাক্যায়। পৌর্ণমাসে ‘বার্হন্ন’ মন্ত্র অনুবাক্য, কিন্তু দর্শে অনুবাক্য দুই ‘বৃধব্ধ’ মন্ত্র। পৌর্ণমাসের মতো অনুষ্ঠান হলে তাই সাধারণত আজ্যভাগে বার্হন্ন মন্ত্রই হবে অনুবাক্য। এই যে, একের ধর্মের অন্যত্র উপস্থিতি তাকে শাস্ত্রীয় ভাষায় বলে ‘অভিদেশ’— “প্রাকৃতাত্ কৰ্মণো যস্মাত্ তত্ সমানেষু কৰ্মসু। ধৰ্মপ্রদেশো যেন স্যাৎ সোহভিদেশ ইতি শ্রুতঃ।।” “কার্যরূপনিমিত্তার্থশাস্ত্রতাদাত্ত্যশক্তিভাঃ। ব্যপদেশশ্ চ সন্তৈতান্ অভিদেশান্ প্রচকতে।।” সিদ্ধান্তী তাঁর ভাষ্যে বলেছেন যে, এক জনরীর দুটি সন্তান থাকলে একটি সন্তানের নাম উল্লেখ করে তার জননীকে ডেকে পাঠালে যেমন কোন দোষ হয় না, তেমন পৌর্ণমাসের মতো অনুষ্ঠান হবে বললে দর্শযাগ ও পৌর্ণমাসযাগের যেগুলি সাধারণ ধর্ম সেই সাধারণ ধর্মগুলির উপস্থিতি ঘটতে কোন বাধা নেই। ‘সোম’ বলায় সোমযাগের অন্তর্গত ‘ত্রৈধাতবীয়া’ ইন্টির দেবতা ইন্দ্র-বিষ্ণু হলেও সেখানে দর্শের মতো অনুষ্ঠান না হয়ে পৌর্ণমাসের মতোই অনুষ্ঠান হবে। তাছাড়া পৌর্ণমাসে পাঠ্য মন্ত্রগুলি যেমন মন্ত্র প্রভৃতি বিশেষ স্বরের বর্চ যমে এবং ববট্কার সপ্তম যমে উচ্চারিত হয় সোমযাগেও তা তেমনই হবে।

তৈর অমাবাস্যায় পৌর্ণমাস্যায় বা যজ্ঞতে ॥ ২ ॥

অনু.— ঐ (ইন্টি, পত্ত ও সোম) দ্বারা অমাবস্যা অথবা পূর্ণিমায় যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— ইন্টি, পত্ত এবং সোম-যাগ পূর্ণিমা অথবা অমাবস্যায় করতে হয়। দর্শপূর্ণমাসের অনুষ্ঠান দু-দিন ধরে হলেও, দর্শের অনুষ্ঠান অমাবস্যায় ও পূর্ণমাসের অনুষ্ঠান পূর্ণিমায় শুদ্ধ হলেও এবং প্রকৃতি দর্শ অথবা পৌর্ণমাস হলেও ঐ যাগগুলির প্রধান অনুষ্ঠান হবে কিন্তু নির্বিশেষে পূর্ণিমায় অথবা অমাবস্যায়। ‘যজ্ঞতি’ বলায় মূল যাগটিই পর্বদিনে হবে, দীক্ষণীয়া ইন্টি ইত্যাদি অঙ্গযাগ ঐ দিনে হবে না। বৃত্তিকার আরও বলেছেন যে, দিনের প্রথমার্ধে পর্ব (অমাবস্যা, পূর্ণিমা) হলে আগে প্রকৃতিযাগ করে পরে বিকৃতিযাগ করতে হবে। অপরদিকে অথবা রাত্রে পর্ব পড়লে কিন্তু আগে হবে বিকৃতিযাগ, পরে প্রকৃতিযাগ। সিদ্ধান্তীর মতে এখানে অমাবস্যা ও পৌর্ণমাসী বলতে পর্ব ও প্রতিপদ দুটি দিনকেই বুঝতে হবে। ইন্টিযাগ ও পত্তযাগের অনুষ্ঠান সাধারণত প্রতিপদেই হয়ে থাকে এবং সোমযাগের আরম্ভ অথবা সূত্যা হয়ে থাকে পর্বে অথবা প্রতিপদে। প্রসঙ্গত আপ. শ্রৌ. ১০/১৫/৩৬, ৩৭ ব্র.। সূত্রে আগে ‘অমাবস্যায়াম্’ বলায় অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ শুক্লপক্ষেও যে-কোন দিনে অনুষ্ঠান হতে পারে। কেউ কেউ তাই প্রতিপদ, বিতীরা অথবা তৃতীয়ার দীক্ষণীয়া ইত্যাদি ইন্টি করে পক্ষমী, বতী, অথবা সপ্তমীতে সূত্যার অনুষ্ঠান করেন।

রাজন্যশ্চ চাগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ ॥ ৩ ॥

অনু.— কত্রিয় ও (বৈশ্য যজ্ঞমান ঐ সময়ে) অগ্নিহোত্র হোম করবেন।

ব্যাখ্যা— ‘চ’ শব্দ থেকে বোঝা যাচ্ছে নিয়মটি বৈশ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানও কত্রিয় এবং বৈশ্য যজ্ঞমানকে এই অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতেই করতে হয়, অন্য সময়ে নয়। সিদ্ধান্তীর মতে এই সূত্রে অমাবস্যা ও পৌর্ণমাসী বলতে প্রতিপদকে নয়, পর্ব দিনকেই বুঝতে হবে। যেমন সৈন্যসামন্ত রাজ্য জয় করলেও বলা হয় রাজা রাজ্য জয় করেছেন, এখানেও তেমন ঋত্বিকেরা যজ্ঞমানের হয়ে আশুতি দিলেও সূত্রে ‘জুহুয়াৎ’ বলা হয়েছে। যজ্ঞমান নিজে আশুতি দিলে সূত্রকার ‘বয়ং’ শব্দ উল্লেখ করতেন, যেমন তিনি তা-ই করেছেন ২/৪/২ সূত্রে।

তপস্বিনে ব্রাহ্মণায়তরং কালং ভক্তম্ উপহরেৎ ॥ ৪ ॥

অনু.— অন্য সময়ে তাঁরা (কোন) কনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে অন্ন দান করবেন।

ব্যাখ্যা— কত্রিয় ও বৈশ্য যজ্ঞমান প্রতিদিন বিবাহাত্মক তাঁদের কুণ্ডল অগ্নিকে প্রজ্বলিত রাখবেন, কিন্তু অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করবেন শুধু অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতেই। অন্য দিনগুলিতে তাঁরা অগ্নিহোত্রের পরিবর্তে কোন আচারনিষ্ঠ সং ব্রাহ্মণকে ডেকে এনে তাঁকে অন্ন দান করবেন। তপস্বী কোন ব্রাহ্মণকে একাত্তাই না গেলে যে ব্রাহ্মণকে পাওয়া যাচ্ছে সেই ব্রাহ্মণকেই আহ্বান করাবেন। ‘দদ্যাৎ’ না বলে ‘উপহরেৎ’ বলায় মতান্তরে ডেকে এনে নয়, ঐ ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে অন্নদান করতে হবে।

ঋতসত্যশীলঃ সোমসূত্র সদা জুহুয়াৎ ॥ ৫ ॥

অনু.— সত্যচিন্তারত সত্যভাবী সোমযাগকারী (ব্যক্তি) সর্বদা অগ্নিহোত্র হোম করবেন।

ব্যাখ্যা— ঋত = মনে মনে সত্য চিন্তা করা ও মুখে সত্য কথা বলা। সত্য = শুধু মুখে সত্য কথা বলা। সোম-সূত্র = যিনি সোমরস নিষ্কাশন করেন অর্থাৎ সোমযাগকারী। সত্যচিন্তায় ব্যাপৃত সত্যভাবশে ব্রতী সোমযাগকারী কত্রিয় ও বৈশ্য যজ্ঞমান কিন্তু কেবল অমাবস্যা এবং পূর্ণিমাতেই নয়, প্রতিদিনই অগ্নিহোত্র করবেন। সূত্রে ‘সত্য’ শব্দটিরও উল্লেখ থাকায় মনে মিথ্যা চিন্তা করলেও মুখে যিনি সত্যই বলেন তিনিও সোমযাগ করে থাকলে প্রত্যহই অগ্নিহোত্রে অধিকারী, কেবল অমাবস্যা অথবা পূর্ণিমায় নয়।

বহুবু বহুনাম্ অনুশেষ আনন্ত্যর্ববোগঃ ॥ ৬ ॥

অনু.— বহু বিবরে পরে (সমসংখ্যক) বছর উল্লেখ থাকলে (সেখানে) ত্রমিক সম্বন্ধ (আছে বলে বুঝতে হবে)।

ব্যাখ্যা— অনুশেষ = গচ্চাৎ-উল্লেখ। সূত্রে একমিক যাগ, সেবতা ইত্যাদির উল্লেখ করে পরে বহু সেবতা, মন্ত্র ইত্যাদির উল্লেখ করা হয় তাহলে পূর্বেই ঐ যাগ, সেবতা ইত্যাদির সঙ্গে পরে উল্লিখিত ঐ সেবতা, মন্ত্র প্রকৃতির ত্রমিক সম্বন্ধ রয়েছে বলে বুঝতে হবে। বহুগুলি উদ্দেশ্য, বিধেয়ও যদি ঠিক ভক্তগুলিই থাকে, তাহলে সেখানে উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিধেয়ের ত্রমিক সম্বন্ধ আছে বলে বুঝতে হবে। যেমন— ১/৬/২, ৩/১৩/১৪ ইত্যাদি সূ. ম.। এই সূত্রটি না থাকলে ২/১/১৩ সূত্রে যে-কোন বর্ষের যজ্ঞমান উল্লিখিত ঋতুগুলির মধ্যে যে-কোন একটি ঋতুতে অগ্নিহোম (আধান) করে ফেলতেন, কিন্তু তা অভিপ্রেত নয়। ‘বহুবু’ বলায় ২/৩/১২ সূত্রে চারটি মন্ত্রের উল্লেখ থাকায় দুবের সংখ্যার নয়, বারের বহু বুঝতে হবে। যেহেতু দুব সেখানে একটি কিন্তু মন্ত্র চারটি (বহু) তাই বুঝতে হবে বারের উদ্দেশ্যই অর্থাৎ চার বার দুব পূর্ণ করার উদ্দেশ্যই তা বলা হয়েছে। প্রত্যেক বারে দুব পূর্ণ করার সময়ে তাই যথাক্রমে একটি করে মন্ত্র পাঠ করতে হবে। ‘বহুনাম্’ (সমসংখ্যকের) বলায় ৫/৬/২৮ হলে চমস বহু কিন্তু মন্ত্র দুটি থাকায় প্রত্যেকটি চমসকেই দুটি মন্ত্র বারে বারে আপ্যায়ন করতে হবে। ‘অনুশেষ’ বলায় ঐ ৫/৬/২৮ হলেই প্রথম মন্ত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে দ্বিতীয় চমসগুলির আপ্যায়ন হবে না, কারণ আপ্যায়নে চমসে চমসে যথাক্রমে ষাট বছরে, আপ্যায়ন শেষ হয়ে যাচ্ছে না।

যে যে তু যাজ্ঞানুবাক্যে ॥ ৭ ॥

অনু.— যাজ্ঞা এবং অনুবাক্য্য কিন্তু দুটি দুটি (হবে)।

ব্যাখ্যা— দেবতার উদ্দেশ্যে বিহিত অনুবাক্য্য ও যাজ্ঞ্যর বেলার কিন্তু যতগুলি দেবতা তার বিতণ-সংখ্যক মন্ত্রের উদ্দেশ্য থাকলে এক দেবতার সঙ্গে একটি করে মন্ত্রের নয়, প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশ্যে দুটি করে মন্ত্রের যোগ রয়েছে বলে বুঝতে হবে। ঐ দুটি মন্ত্রের মধ্যে আবার প্রথমটি হচ্ছে অনুবাক্য্য এবং দ্বিতীয়টি যাজ্ঞ্য। যেমন ১/৬/২-স্থলে।

অদ্বীতাদেশে নিত্য ॥ ৮ ॥

অনু.— (সূত্রে পৃথক্) নির্দেশ দেখা না গেলে পূর্বনির্দিষ্ট দুটি মন্ত্রই অনুবাক্য্য ও যাজ্ঞ্য হবে।

ব্যাখ্যা— আদেশ = উদ্দেশ্য, নির্দেশ, বিধি। নিত্য = হির, অপরিবর্তিত, পূর্ণোক্ত। যদি কোন সূত্রে কোন দেবতার অনুবাক্য্য এবং যাজ্ঞ্যর উদ্দেশ্য করা না হয়, তাহলে পূর্বে অন্য কোন সূত্রে ঐ দেবতার উদ্দেশ্যে যে অনুবাক্য্য ও যাজ্ঞ্য বিহিত হয়েছে সেটিই সেখানেও প্রযোজ্য বলে বুঝতে হবে। ফলে কোন সূত্রে উদ্দেশ্য ও বিষয়ের মধ্যে সংখ্যার সমতা যদি দেখা না যায়, তাহলে উক্ত বিষয়টি অন্য কোন সূত্রে উল্লিখিত হয়েছে বলে ধরে নিয়ে ৬নং সূত্র অনুযায়ী সংখ্যার সমতা ও ক্রমাবয় স্থাপন করতে হবে। যেমন ২/১/২০; ৬/১৪/১৬ সূ. প্র.।

অগ্ন্যাধেয়ম্ ॥ ৯ ॥

অনু.— (এ-বার) অগ্ন্যাধেয় (অনুষ্ঠান বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— অগ্ন্যাধেয় = অগ্নি + আধেয় = তিন কুণ্ডে তিন অগ্নির স্থাপন।

কৃত্তিকাসু রোহিণ্যং মৃগশিরসি ফল্গুনীষু বিশাখারোঃ উত্তরারোঃ শ্রোষ্ঠপদরোঃ ॥ ১০ ॥

অনু.— কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, ফল্গুনী, দুই বিশাখা এবং দুই উত্তর ভাদ্রপদে (অগ্ন্যাধেয় করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ফল্গুনীষু = পূর্বফল্গুনী, উত্তর ফল্গুনী। শ্রোষ্ঠপদা = ভাদ্রপদা। এই নক্ষত্রগুলির যে-কোন একটিতে চন্দের অবস্থান ঘটলে অগ্ন্যাধেয় অর্থাৎ কুণ্ডে প্রথম অগ্নি-স্থাপনের অনুষ্ঠান করতে হয়। “কৃত্তিকাশ্রুতীনি ত্রীণি ফল্গুনীশ্রুতীনি চ”— শা. ২/১/৯— কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, ফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা এই ছয় নক্ষত্রের যে-কোন একটিতে।

এতেন্বাং কশ্মিন্শ্চিচ্ছ ॥ ১১ ॥

অনু.— (অথবা) এগুলির কোন একটি (পূর্বে অগ্ন্যাধেয় করবেন)।

ব্যাখ্যা— এই কৃত্তিকা শ্রুতীর যে-কোন একটি নক্ষত্রে যে দিন পূর্ব (পরবর্তী সূত্রে ‘পূর্বনি’ পদটি থাকার পূর্বের কথাই এখানেও বলা হয়েছে বলে বুঝতে হবে) হয় সেই দিন অগ্ন্যাধেয় করবেন। একান্ত অসম্ভব হলে পূর্বের অপেক্ষার না থেকে শুধু এই নক্ষত্রগুলির যে-কোন একটিতে চন্দের অবস্থান ঘটলেই সেই দিনে অগ্নি-স্থাপন করবেন। আগের সূত্রে শুধু নক্ষত্রে কথাই বলা হয়েছে। এই সূত্রে নক্ষত্র ও পূর্বের সমাবেশ ঘটলে বাণ করতে বলা হচ্ছে। কৃত্তিকারের মতে সোমবাণের উদ্দেশ্যে যে আধান হয় তা ছাড়া অন্য সব আধানেই এই দুটি পক্ষ গ্রহণযোগ্য।

বসন্তে পূর্বনি ব্রাহ্মণ আদর্শিত ॥ ১২ ॥

অনু.— ব্রাহ্মণ বসন্ত কক্কুতে অগ্নি-স্থাপন করবেন।

ব্যাখ্যা— পূর্ব = দুই তিথির সন্ধি, পূর্ণিমা বা অমাবস্যা। ব্রাহ্মণ বসন্ত কক্কুর পূর্বদিনে ১০ নং সূত্রে নির্দিষ্ট কোন এক নক্ষত্রে অগ্নি-প্রতিষ্ঠা করবেন। বিহিত নক্ষত্র এবং পূর্বের সমাবেশ ঘটলে এমন বসন্ত কক্কুতেই তাঁকে আধানের চেষ্টা করতে হবে।

গ্রীষ্মবর্ষাশরতসু ক্রিয়বৈশ্যোপকৃষ্টাঃ ॥ ১৩॥

অনু.— গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরতে (যথাক্রমে) ক্রিয়, বৈশ্য, ছুতার (অগ্নি প্রতিষ্ঠা করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঋতুগুলির সঙ্গে ব্রাহ্মণ প্রভৃতির মনের সাদৃশ্য ও বৈভবপ্রাপ্তির যোগ সম্ভাব্য। বৃত্তিকারের মতে বসন্ত ঋতুর শুরু চৈত্রে। সিদ্ধান্তীর মতে যে নিশ্চিত উপায়ে জীবন যাপন করে তাকে 'উপকৃষ্ট' বলে— "নিশ্চিতেন কর্মণা য উপকৃষ্টবতি তম্ উপকৃষ্টম্ ইত্যাক্ষতে"। "বসন্তে ব্রাহ্মণস্যাধ্যায়েষম্, গ্রীষ্মে ক্রিয়স্য, বর্ষাসু বৈশ্যস্য, শরদি বা, শিশিরঃ সর্ববর্ণানাম্" শা. ২/১/১-৪।

যশ্মিন্ কশ্মিংশ্চিদ্ ঋতাব্ আদখীত ॥ ১৪॥

অনু.— যে-কোনও ঋতুতে (অগ্নি) স্থাপন করবেন।

ব্যাখ্যা— ১২ নং সূত্রে 'আদখীত' থাকে সত্ত্বেও এই সূত্রে আবার তা বলার তাৎপর্য হল অগ্নি-প্রতিষ্ঠা না করে মৃত্যু হওয়ার থেকে অসময়ে অগ্নিপ্রতিষ্ঠা করাও ভাল। তা-ই যার পক্ষে যে ঋতু বিহিত হয়েছে তা-ছাড়া অন্য ঋতুতেও আপৎকালে অধ্যায়ে করা চলে। বৃত্তি অনুযায়ী আগের চারটি সূত্রেই পর্ব ও নক্ষত্রের (ঋতুর) সমাবেশের কথা বলা হয়েছে— "ইদং চাপরম্ আধানং, পূর্বোক্তানি চছারি। তেবু সর্বেষু পর্বনক্ষত্রবিধয় উপসংহর্তব্যঃ, ন পর্বভূতাত্ত্বোণ আধানস্য কালবিধয়ো ভবেয়ুঃ। অতএব সূত্রকারঃ পর্বনক্ষত্রবিধীনাম্ ঋতুবিধিভিঃ সম্বন্ধানাম্ এব আধানকালতা-প্রদর্শনার্থম্ এব এতেবাং কশ্মিংশ্চিদ্ বসন্তে ইতি পর্বনক্ষত্রসমুচ্চয়-বিধিপরে সূত্রে উত্তরসূত্রায় পঠিতব্যম্ ঋতুলক্ষ্য ব্যতিব্যক্ত পঠিতবান্"। সিদ্ধান্তীর মতে পূর্বসূত্রে বিশেষ বর্ণের ক্ষেত্রে বিশেষ ঋতুতে অধ্যায়ে বিধানের পরে এই সূত্রে বর্ণনির্দেশে এবং ঋতুনির্দেশে আধান বিধান করার ক্রমে হবে আলোচ্য নিয়মটি বিকল্প মাত্র। সূত্রের শেষে তাই একটি 'বা' শব্দ আছে বলে ধরে নিতে হবে। 'আদখীত' না বললে অর্থ হতে পারত পূর্বসূত্রে উল্লিখিত ক্রিয়, বৈশ্য ও উপকৃষ্টের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য, ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে নয়।

সোমেন যজ্যমাণো নরতুং পৃচ্ছন্ ন নক্ষত্রম্ ॥ ১৫॥

অনু.— সোম দ্বারা যাগ করবেন (এমন ব্যক্তি) ঋতু জিজ্ঞাসা করবেন না, নক্ষত্র (জিজ্ঞাসা করবেন) না।

ব্যাখ্যা— নরতুং = ন + ঋতুং। আজই সোমযাগে ইচ্ছুক এমন ব্যক্তি বিহিত ঋতু, নক্ষত্র এবং পর্বের বিচার না করে অবিলম্বে অগ্নি স্থাপন করবেন। সিদ্ধান্তীর মতে আগের সূত্রে যে-কোন ঋতুতে আধান করার কথা বলা হলেও তা ১২-১৩ নং সূত্র অনুযায়ী বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই সূত্রে আবার ঋতুর কথা বলার সোমযাগে অভিলষী ব্যক্তি হেমন্ত এবং শিশির ঋতুতেও আধান করতে পারেন। 'যাথাকাম্যম্ ঋতুনাং সোমেন যজ্যমাণস্য'— শা. ২/১/৬।

অশ্বত্থাচ্ ছমীগর্ভাদ্ অরশী আহরেন্ অনবেকমাণঃ ॥ ১৬॥

অনু.— শমীর উপরে উৎপন্ন অশ্বত্থ (গাছ) থেকে না দেখতে দেখতে দুটি অরশি সংগ্রহ করছেন।

ব্যাখ্যা— শমীগর্ভ = শমীর গর্ভ বা সন্তান (বটী উৎপন্ন) অর্থাৎ শমী বা শাই গাছের গোড়া থেকে উৎপন্ন এবং শমী গর্ভ যার অর্থাৎ যে গাছের গোড়া থেকে শমী গাছ উৎপন্ন হয়েছে (বটীহি) এই দুই অর্থই সম্ভব হলেও শব্দটির শেষ অক্ষর সাধারণত উদাত্ত বলে শমীগর্ভ বলতে শমীগাছের ভিতরে উৎপন্ন অশ্বত্থ গাছকেই বুঝতে হবে— 'শমীকেটরজোহ-বত্থঃ শমীগর্ভো নিপদ্যতে। শম্যা সসেন্তমূলো বা শমীজ্জরায় গতোহপি বা' (হরদত্ত)। অনবেকমাণঃ = না দেখতে দেখতে, নিহনে না তাকতে ভাকতে, করব অথবা করব না এই বিধা না করে। অশ্বত্থং বক্ষ্যন্তি আহরেন করবেন তখন যজমানও মন্ত্রপাঠ করে তা আহরণ করবেন। সিদ্ধান্তীর মতে অরশিসংগ্রহ যজমানকেই করতে হয়।

যো অশ্বত্থঃ শমীগৰ্ভ আকুরোহ য়ে সচা। তং দ্বা হরামি ব্রহ্মণা যজ্ঞির্যে কেতুভিঃ সহেতি পূর্ণাহুত্যান্
অগ্ন্যাধেয়ন্ ॥ ১৭॥

অনু.— অগ্ন্যাধেয় 'যো—' (সু.) এই পূর্ণাহুতিতে শেষ (হয়)।

ব্যাখ্যা— অগ্ন্যাধেয়ের আরম্ভ অরুণি-সংগ্রহে এবং শেষ পূর্ণাহুতিতে। পূর্ণাহুতির মন্ত্র 'যো—' (সু.)। যদিও 'পবমান-ইষ্টি' আধানের অঙ্গ এবং ঐ ইষ্টির অনুষ্ঠান না হলে আধান অসমাপ্ত থেকে যায়, তবুও সূত্রে পূর্ণাহুতিতে অগ্ন্যাধেয়ের সমাপ্তি এই কথা বলায় পূর্ণাহুতির পরেই সোমবাগের অন্য দীক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে। তা ছাড়া পূর্ণাহুতিতে অগ্ন্যাধেয় শেষ হইলেই বসে ধরলে পূর্ণাহুতির পরেই যজ্ঞমান আহিতামিরূপে গণ্য হবেন। আহিতামির পালনীয় মিথ্যাবর্জন ইত্যাদি ব্রতগুলি তাই পূর্ণাহুতির পর থেকেই যজ্ঞমানকে মেনে চলতে হবে।

যদি ষ্টিষ্টরস্ তনুয়ঃ ॥ ১৮॥

অনু.— কিন্তু যদি ইষ্টিগুলি (অগ্নিগুলিকে) সিদ্ধ করে।

ব্যাখ্যা— তনুয়ঃ = যদি প্রসারিত করে, সাধন করে। অগ্ন্যাধেয়ের শেষ আগের সূত্র অনুযায়ী পূর্ণাহুতিতে। কিন্তু যদি ধরা হয় অগ্ন্যাধেয়ের পরিসমাপ্তি 'পবমান-ইষ্টি' নামে তিন ইষ্টিতে তাহলে অগ্ন্যাধেয়ের অনুষ্ঠান হবে পরবর্তী সূত্রগুলি অনুযায়ী। শা. ২/২/২ অনুযায়ী ঐ অগ্ন্যাধেয়ের দিনেই অথবা বারো দিন, এক মাস, একটি ঋতু অথবা এক বছর অভিজ্ঞাত্ব হলে তবেই এই ইষ্টিমাগগুলি করা চলে।

প্রথমারাম্ অগ্নিঃ অগ্নিঃ পবমানঃ ॥ ১৯॥

অনু.— প্রথম (ইষ্টিতে) অগ্নি (এবং) পবমান অগ্নি (প্রধানবাগের দেবতা)।

ব্যাখ্যা— শা. মতে (ক) অগ্নি-বৈকল্পিক (খ) পবমান অগ্নি (গ) পাবক অগ্নি, শুচি অগ্নি (ঘ) অমিতি— এই মোট চারটি ইষ্টি। (ক) এবং (খ) অথবা (খ) এবং (গ) ইষ্টির সমান ভাবে অর্থাৎ যৌথভাবে অনুষ্ঠান হইতে পারে। অথবা চারটি ইষ্টির মধ্যে শুধুই (ঘ) ইষ্টির অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। সে-ক্ষেত্রে অগ্নিতির আগে অগ্নি, অথবা পরে ইন্দ্র-অগ্নি, অগ্নি-সোম, ইন্দ্র, বা বিশ্বেদেবাঃ-র উদ্দেশে একটি ইষ্টিবাগ করতে হবে এবং প্রধানবাগের আগে ও পরে (খ) ও (গ)-চিহ্নিত তিন দেবতার উদ্দেশে আত্ম আত্ম দিতে হবে— ২/২/৩, ৭, ১২, ১৬; ২/৩/১-৭, ১০ ম্র.। এখানে আ. ২/১/২৩, ৩৮-৩৯ সূত্রের বিধানও ম্র.।

অগ্ন আনুর্ঘ্যে পবসেৎয়ে পবস্ব স্বপাঃ ॥ ২০॥

অনু.— 'অগ্ন—' (৩/৬৬/১৯), 'অগ্নে—' (৩/৬৬/২১)।

ব্যাখ্যা— প্রথম পবমান-ইষ্টিতে অগ্নির অনুবাক্য ও বাজ্য্য দর্শপূর্ণমাসের মতোই - ১/৬/২ এবং ২/১/৮ সূ. ম্র.। পবমান অগ্নির মন্ত্র এই সূত্রে যেমন নির্দেশ করা হয়েছে তেমনই। প্রথমটি অনুবাক্য, পরেরটি বাজ্য্য। শা. ২/২/৫ অনুসারেও এই দুটি মন্ত্র পবমান অগ্নির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

স হব্যবাস্তমর্ত্যোহমিহোতা পুরোহিত ইতি ষ্টিষ্টকৃতঃ ॥ ২১॥

অনু.— 'স—' (৩/১১/২), 'অগ্নি—' (৩/১১/১) ষ্টিষ্টকৃতের (অনুবাক্য এবং বাজ্য্য)।

ব্যাখ্যা— এই সূত্রে 'সংবাজ্য্য' শব্দটি উহা নয়, উপস্থিত থাকলেই পরবর্তী সূত্রের 'সংবাজ্য্যে' পদের সঙ্গে যেন তার সমভি বজায় থাকে বলে মনে হয়। সে-ক্ষেত্রে সূত্রে 'ষ্টিষ্টকৃতঃ' শব্দটি না থাকলেও চলত। শা. ২/২/৬ অনুসারে সংবাজ্য্য হচ্ছে 'ভব-' (৫/১৪/৩), 'ভে-' (৪/৮/৫)।

সংযাজ্যে ইচ্ছাক্তে সৌবিত্তকৃতী প্রতীয়াচ্ ॥ ২২। [২১]

অনু.— ‘সংযাজ্যে’ এই (কথা) বলা হলে (উদ্ধৃত মন্ত্রদুটিকে) ষিষ্টকৃত-সম্পর্কিত (মন্ত্র বলে) জানাযেন।

ব্যাখ্যা— কোন সূত্রে ‘সংযাজ্যে’ শব্দের উল্লেখ থাকলে বুঝতে হবে যে, সেখানে উদ্ধৃত মন্ত্রদুটি ষিষ্টকৃতের অনুবাক্য এবং যাজ্য।’

সর্বত্র দেবতাগমে নিত্যানাম্ অপায়ঃ ॥ ২৩। [২২]

অনু.— সর্বত্র (নূতন) দেবতার উপস্থিতি ঘটলে পূর্ব-নির্দিষ্ট দেবতাদের (সেখানে) বিদায় (ঘটেছে বলে বুঝতে হবে)।

ব্যাখ্যা— যে-কোন বিকৃতিযোগে এক বা একাধিক কোন নূতন দেবতার নাম উল্লেখ করা হলে প্রকৃতিযোগের সংশ্লিষ্ট সকল দেবতাকে সেখানে বর্জন করে ঐ নূতন দেবতার উদ্দেশে আর্হতি দিতে হবে। বিশেষ উল্লেখ না থাকলে অবশ্য বিকৃতিযোগে প্রকৃতিযোগের দেবতারাই আর্হতি গ্রহণ করবেন। সিদ্ধান্তীর মতে এই সূত্রটি না থাকলে বিকৃতিযোগে প্রকৃতিযোগের সব দেবতাকেই বিদায় নিতে হত অথবা প্রকৃতিযোগের দেবতাদেরও (সমুচ্চয়) উদ্দেশে আর্হতি দিতে হত। ‘দেবতাগমে’ না বললে বিকৃতিযোগে নূতন দেবতার উল্লেখ না থাকলেও প্রকৃতিযোগের দেবতাদের বিদায় নিতে হত। এই পদটি থেকে আরও সূচনা পাওয়া যাচ্ছে যে, ‘মাসং দর্শপূর্ণমাসাত্যং—’ (১২/৪/৬) সূত্রে যে দর্শপূর্ণমাসের কথা বলা হয়েছে তা বিকৃতিরূপ দর্শপূর্ণমাস। বিকৃতিযোগ বলে সেখানে মন্ত্রে যজমান-সম্পর্কিত পদগুলিতে উহ করিতে হবে। কিন্তু সেখানে দেবতার আগম না-হওয়ার অর্থাৎ নূতন কোন দেবতার নামের উল্লেখ না থাকায় প্রকৃতিযোগের দেবতারাই ঐ যোগে বিদায় নেবেন না।

যাঃ ষিষ্টকৃতম্ অন্তরাজ্যভাগৌ চ তাস্ তত্স্থানে ॥ ২৪। [২৩]

অনু.— যাঁরা ষিষ্টকৃত এবং দুই আজ্যভাগের মাঝে (আছেন, শুধু) তাঁরা সেই স্থানে (আসবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রকৃতিযোগে আজ্যভাগ ও ষিষ্টকৃতের মাঝে যে-সব দেবতাদের উদ্দেশে যাগ করা হয় বিকৃতিযোগে তাঁদের বাদ দিয়ে সেই স্থানে ঐ নূতন দেবতাদের উদ্দেশে আর্হতি দিতে হয়। প্রকৃতিযোগের অন্যান্য দেবতারাই কিন্তু বিকৃতিযোগে অগ্নিবর্তিতই থাকেন।

এষ সমানজাতিধর্মঃ ॥ ২৫। [২৪]

অনু.— এই (হচ্ছে) সমানজাতীয় ধর্ম।

ব্যাখ্যা— কেবল দেবতার ক্ষেত্রে নয়, যে বিষয়ে বিকৃতিযোগে নূতন বিধান দেওয়া হবে প্রকৃতিযোগের সেই বিষয়ের বিধানগুলিই সেখানে বাদ যাবে। সমলংঘ্যক অথবা সমজাতীয় (সমকার্যকারী) বিধান না হলে কিন্তু বাদ যাবে না। ‘উপভ্রাতা—’ (আ. ২/১৯/৬) হলে তাই প্রকৃতিযোগের সামিধেনীগুলি বাদ যাবে, কিন্তু ‘প্রতিগ্রহাতা বাজিনে তৃতীয়ঃ’ (২/১৭/১৭) হলে আদীষ্ট বাদ যাবেন না, তিনি কেবল চতুর্থ স্থানে নেমে আসবেন, কারণ কোন সূত্রে তাঁকে ‘তৃতীয়’ এই বিশেষণে বা বিশেষ নামে চিহ্নিত করা হয় নি। তৃতীয় বলে চিহ্নিত হলে উভয়ে সমজাতীয় হতেন এবং সে-ক্ষেত্রে আদীষ্টকে সম্পূর্ণ বর্জন করে প্রতিগ্রহাতাকে তৃতীয় স্থান দিতে হত।

দ্বিতীয়স্যং বৃধাভৌ ॥ ২৬। [২৫]

অনু.— দ্বিতীয় (পবমান-ইচ্ছিতে) দুই ‘বৃধাভা’ মন্ত্র (হবে দুই আজ্যভাগের অনুবাক্য)।

অগ্নিঃ পাবকোহগ্নিঃ শুচিঃ স নঃ পাবক দীদিবোহগ্নে পাবক রোচিষায়িঃ
শুচিরিতম উদগ্নে শুচয়ন্তব ॥ ২৭ ॥ [২৫]

অনু.— (দ্বিতীয় পবমান-ইষ্টিতে প্রধানবাগের দেবতা) পাবক অগ্নি, শুচি অগ্নি। ‘স—’ (১/১২/১০), ‘অগ্নে—’ (৫/২৬/১), ‘অগ্নিঃ—’ (৮/৪৪/২১), ‘উদগ্নে—’ (৮/৪৪/১৭) (অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য)।

ব্যাখ্যা— প্রথম দুটি মন্ত্র পাবক অগ্নির এবং অপর দুটি মন্ত্র শুচি অগ্নির অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য। শা. ২/২/৯ অনুসারে পাবকের অনুবাক্য ‘অগ্নে-’ (৫/২৬/১) এবং যাজ্ঞ্য ‘স-’ (১/১২/১০)।

সাহান্ কিশা অভিযুক্তোহগ্নিমীষে পুরোহিতম্ ইতি সংযাজ্যে ॥ ২৮ ॥ [২৬]

অনু.— ‘সাহান্—’ (৩/১১/৬), ‘অগ্নি—’ (১/১/১) ষ্টিষ্টকৃতের অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য।

ব্যাখ্যা— শা. ২/২/১১ অনুসারে সংযাজ্য ‘অগ্নি—’, ‘অগ্নিনা—’ (১/১২/২, ৬)।

তৃতীয়স্যাম্ সামিধেন্যাব্ আবপতে প্রাগ্ উপোত্তমায়্যঃ পৃথুপাজা অমর্ত্য ইতি হে ॥ ২৯ ॥ [২৬]

অনু.— তৃতীয় (পবমান-ইষ্টিতে সামিধেনীতে) শেষের আগের মন্ত্রের আগে ‘পৃথু-’ (৩/২৭/৫, ৬) এই দুটি সামিধেনী (মন্ত্র) সংযোজিত করবেন।

ব্যাখ্যা— আবপতে = অন্তর্ভুক্ত বা সংযোজিত করেন। তৃতীয় পবমানেষ্টিতে প্রকৃতিবাগ থেকে উপস্থিত মূল এগারটি সামিধেনী মন্ত্রের মধ্যে দশম মন্ত্রের আগে অর্থাৎ নবম মন্ত্রের পরে এই সূত্রে নির্দিষ্ট ‘পৃথু-’ ইত্যাদি দুটি অতিরিক্ত মন্ত্র পাঠ করতে হবে। ‘সাপ্তদশ্যং চ সামিধেনীনাম্, ইষ্টিপশুবন্ধেবৃ বৃন্দাদ্ অন্যত্’— শা. ১/১৬/১৯, ২০।

ধায্যে ইত্থাক্ষ এতে প্রতীয়াত্ ॥ ৩০ ॥ [২৭]

অনু.— ধায্যা বলা হলে এই দুটি (মন্ত্রকেই) বুঝবেন।

ব্যাখ্যা— কোন সূত্রে ‘ধায্যা’ শব্দের উল্লেখ থাকলে সেখানে এই দুটি মন্ত্রের কথাই বলা হচ্ছে বলে বুঝবেন।

পুষ্টিমন্তাব্ অগ্নিনা ররিসম্পদব্ গরম্হালো অমীবহেতি ॥ ৩১ ॥ [২৭]

অনু.— ‘অগ্নিনা—’ (১/১/৩), ‘গরম্—’ (১/৯১/১২) এই দুই পুষ্টিমান্ (মন্ত্র তৃতীয় পবমানেষ্টির দুই অঙ্গভাগের অনুবাক্য)।

ব্যাখ্যা— কা. শ্রৌ. ৫/১২/১০ সূত্রেও এই দুটি মন্ত্রকে ‘পুষ্টিমান্’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অগ্নীষোমাব্ ইন্দ্রাগ্নী বিষ্ণু ইতি বৈকল্পিকানি ॥ ৩২ ॥ [২৭]

অনু.— অগ্নি-সোম, ইন্দ্র-অগ্নি, বিষ্ণু বৈকল্পিক (প্রধান দেবতা)।

ব্যাখ্যা— তৃতীয় পবমানেষ্টিতে এই তিনজনের যে-কোন একজন হবেন প্রধানবাগের প্রথম দেবতা।

অদিতিঃ ॥ ৩৩ ॥ [২৮]

অনু.— অদিতি (হবেন তৃতীয় পবমান-ইষ্টির দ্বিতীয় প্রধান দেবতা)।

উত দ্ব্যমদিত্তে মহি মহীমু বু মাভরং সুরতানামুতস্য পদ্বীমবসে হবেম। তুবিক্কামজরতীমুরাটীং
সুশর্মাণমদিত্তিং সুপ্রদীতিম্ ॥ ৩৪ ॥ [২৯]

অনু.— ‘উত-’ (৮/৬৭/১০) ‘মহী-’ (সু.) (অদিত্তির অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য)।

ব্যাখ্যা— এই দুই মন্ত্র শা. ২/২/১৪ সূত্রেও বীকৃত হয়েছে।

প্রেক্কো অম্ম ইমো অম্ম ইতি সংযাজ্যে ॥ ৩৫ ॥ [৩০]

অনু.— ‘প্রেক্কো-’ (৭/১/৩), ‘ইমো-’ (৭/১/১৮) ষিষ্টকৃতের অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য।

ব্যাখ্যা— শা. ২/২/১৫ সূত্রের অভিমতও তা-ই।

বিরাজ্জাৰ্ ইদ্ব্যুক্ত এতে প্রতীয়াত্ ॥ ৩৬ ॥ [৩০]

অনু.— ‘বিরাজ্জৌ’ বললে এই দুটি (মন্ত্রকে) বুঝবেন।

ইতি তিস্রঃ ॥ ৩৭ ॥ [৩০]

অনু.— এই তিনটি (হল পবমান ইষ্টি)।

আদ্যোত্তমে বৈব স্যাতাম্ ॥ ৩৮ ॥ [৩১]

অনু.— অথবা শুধু প্রথম ও শেষ (ইষ্টিটিই)-ই হবে।

ব্যাখ্যা— তিনটি পবমান ইষ্টির (১৯, ২৬, ২৯ নং সূ. দ্র.) মধ্যে বিকল্পে প্রথম ও তৃতীয় ইষ্টিটি করলেই চলে। সে-
ক্ষেত্রে প্রথম ইষ্টিতেই দ্বিতীয় ইষ্টির দেবতার উদ্দেশে আৰ্ছতি দিতে হয়।

আদ্যা বা ॥ ৩৯ ॥ [৩২]

অনু.— অথবা প্রথম ইষ্টি (-ই অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— বিকল্পে, কেবল প্রথম ইষ্টির অনুষ্ঠান করলেই চলে। সে-ক্ষেত্রে প্রথম ইষ্টিতেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইষ্টির
দেবতাদেরও উদ্দেশে আৰ্ছতি দেওয়া হয়ে থাকে।

তথা সতি তস্যাম্ এব ধাত্যে বিরাজৌ ॥ ৪০ ॥ [৩৩]

অনু.— তেমন হলে সেখানেই দুই ধাত্যা (এবং) দুই বিরাজ (মন্ত্র প্রয়োগ করা হবে)।

ব্যাখ্যা— দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইষ্টির দেবতাদের প্রথম ইষ্টিতে অন্তর্ভুক্ত করা হল তৃতীয় ইষ্টির ধাত্যা (৩০ নং সূ.) এবং
বিরাজ্ (৩৬ নং সূ.) মন্ত্র প্রথম ইষ্টিতেই পাঠ করতে হবে।

ইতিমাত্রে বিকারে বৈরাজতন্ত্রেতি প্রতীয়াত্ ॥ ৪১ ॥ [৩৪]

অনু.— এইটুকু মাত্র পরিবর্তন হলে বৈরাজতন্ত্র (বলে) জানবেন।

ব্যাখ্যা— যদি কোন যাগের ক্ষেত্রে ‘বৈরাজতন্ত্র’ শব্দের উল্লেখ থাকে (২/১১/৫; ২/১৪/১৮ ইত্যাদি সূ. দ্র.) তাহলে
বুঝতে হবে যে, সেই যাগের অনুষ্ঠান সৌর্ণমাস যাগের মতোই হবে এবং তাছাড়া কেবল এই দুই ধাত্যা ও দুই বিরাজ্ (৫)
মন্ত্র সেখানে পাঠ করতে হবে।

আখানাদ্ দ্বাদশরাত্রম্ অভ্যাসঃ ॥ ৪২ ॥ [৩৫]

অনু.— আখান থেকে বারো রাত্রি অবিরাম (তিন অগ্নি জ্বলবে)।

ব্যাখ্যা— কুণ্ডে অগ্নিহোমের এবং পবমানেটির পর বারো রাত্রি ধরে (২/২/১ সূত্রের ক্ষেত্রেও) অজ্ঞান অর্থাৎ অবিরাম তিন অগ্নিকে জ্বালিয়ে রাখতে হবে। পরে অগ্নিহোমের আলোচনা থাকার বুঝতে হবে যে, অগ্নিহোমের উদ্দেশ্যে অগ্ন্যধ্বং বা অগ্নি-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেই এই নিয়ম। পবমানেটির আলোচনার পরে এই সূত্রে ‘আখানাদ্’ বলার উদ্দেশ্য, অগ্ন্যধ্বং ও পবমানেটি এই দুই মিলে আধানকর্ম সম্পূর্ণ হয় এ-কথাই বোঝান। এই জন্য অগ্ন্যধ্বং এবং পুনরাধ্বং পবমানেটির অনুষ্ঠানও করতে হয়।

অত্যন্তং তু গভস্ত্রিঃ ॥ ৪৩ ॥ [৩৬]

অনু.— সম্প্রদায়ী ব্যক্তির কিস্তি সারাজীবন (তিন অগ্নিকে প্রজ্বলিত রাখবেন)।

ব্যাখ্যা— অত্যন্তং = সারা-জীবন। গভস্ত্রী = প্রাপ্তব্রী, ব্রীসম্পন্ন, ধনী। শা. গ্রন্থের মতে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ এবং গ্রাম্যী ও কত্রিয় হচ্ছেন গভস্ত্রী— ২/৬/৫ হ্র। এদের ক্ষেত্রে তিন অগ্নিকেই আমরণ অনিবাশিত রাখতে হয়।

দ্বিতীয় কঠিকা (২/২)

[সাহ্য অগ্নিহোম — অগ্নিপ্রণয়ন, তিন কুণ্ডের পর্য্যক্ষণ, আত্মতন্ত্রব্দের পাক]

উত্সর্গেঃ পরাধু গার্হপত্যং প্রজ্জল্য দক্ষিণায়িম্ আত্মীয় বিটুকলাদ্ বিস্তবতো বৈক্যোনর ইত্যেকো ত্রিরমাখং বা প্রজ্জল্যারিষস্তং বা মধিহা গার্হপত্যাদ্ আহবনীয়ং জ্বলন্তম্ উদধরেক্ ॥ ১ ॥

অনু.— (অগ্নিকে) পরিত্যাগ করা হলে অপরাদ্ধে গার্হপত্যকে প্রজ্বলিত করে বৈক্যোনের কাছে থেকে অথবা কোন ধনী ব্যক্তির কাছে থেকে, অন্যেরা এই বলেন যে, তিন অগ্নিই হবে সম-উৎস-সম্পন্ন অথবা (আমরণ) ধারণ করা হতে থাকলে (ওধু সেই) দক্ষিণায়িকে প্রজ্বলিত করে অথবা অরশিসস্ট (দক্ষিণায়িকে) মহন করে (দক্ষিণায়ির কুণ্ডে) নিয়ে এসে গার্হপত্য থেকে জ্বলন্ত আহবনীয়কে উপরে তুলবেন।

ব্যাখ্যা— উত্সর্গ = অগ্নিভ্যাগ, নিত্যপ্রজ্বলিত না রেখে অগ্নিকে নিবাশিত করা। অপরাদ্ধ = মিনের চতুর্থ অংশ। বৈক্যোনরঃ = সম-উৎস সম্পন্ন; যে গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ এই তিন অগ্নি আধানের সময়ে একই স্থান থেকে অর্থাৎ গার্হপত্যের কুণ্ড থেকেই উৎপন্ন। ২/১/৪২ সূত্র-অনুযায়ী বারো দিন ধরে তিন অগ্নিকে নিত্য প্রজ্বলিত রাখার পর দক্ষিণ ও আহবনীয় অগ্নিকে নিবিয়ে নেওয়া হয়। তার পরে অগ্নিহোমের প্রয়োজনে কোন বৈক্যগৃহ থেকে অথবা কোন ধনী ব্যক্তির বাড়ী থেকে দক্ষিণায়ি সংগ্রহ করে আনতে হয়। সম-উৎস-সম্পন্ন হলে দক্ষিণায়িকে অপরার গৃহ থেকে নয়, গার্হপত্য কুণ্ড থেকেই আহরণ করতে হবে। যিনি অগ্নিগুলিকে নিবাশিত করেন নি, ২/১/৪৩ সূত্র অনুযায়ী আমরণ প্রজ্বলিত রাখার সম্বন্ধই নিয়োজ্য, তাঁর গৃহে দক্ষিণায়ি অনিবাশিতই রয়েছে। সেই অগ্নিকে তিনি এখন কাঠ নিয়ে প্রজ্বলিত করবেন অর্থাৎ আগ্নেয়ে তুলবেন অথবা অগ্ন্যধ্বং মহনের দ্বারা দক্ষিণায়ি উৎপন্ন করা হয়ে থাকলে অরশি মহন করে মহনজাত সেই অগ্নিকে দক্ষিণায়ির কুণ্ডে রেখে দেবেন। আধানের সময়ে দক্ষিণায়িকে যে-ভাবে উৎপন্ন করা হয়েছিল এখানেও সেইভাবেই তাকে পুনরুৎপন্ন করা হবে। এর পরে তিনি আহবনীয় অগ্নির প্রয়োজনে গার্হপত্যের কুণ্ড থেকে একটি জ্বলন্ত অঙ্গার কোন পায়ে তুলে নেবেন। এই উপরে (উৎ) তুলে নেওয়ার (হরণ) ‘উদ্ধরণ’ বলে। যেখানে যে অগ্নির প্রয়োজন সেখানেই এই উপায়ে অঙ্গার উদ্ধরণ করে অন্য কুণ্ডে তা রাখতে হয়।

সেবং স্থা সেবেত্য্য জিরা উদধরাসীতুদধরেক্ ॥ ২ ॥

অনু.— ‘সেবং—’ (সু.) এই মন্ত্রে (গার্হপত্য থেকে আহবনীয়ের জন্য কিছু অঙ্গার) তুলে নেবেন।

ব্যাখ্যা— এই সূত্রে আবার ‘উদ্ধরিত’ বলায় অগ্নিহোত্রের প্রয়োজনে অঙ্গার-উদ্ধরণের ক্ষেত্রেই এই মন্ত্র পাঠ করতে হবে, অন্যত্র নয়। যেখানে যে অগ্নির প্রয়োজন সেখানে সেই অগ্নির উদ্ধরণ করা হয় এবং অগ্নিহোত্র ছাড়া অন্যত্র বিনা মন্ত্রেই তা করা হয়। সিদ্ধান্তীয় মতে সূত্রে আবার ‘উদ্ধরিত’ বলায় আগের সূত্রে যা যা বলা হয়েছে সেই সবই অগ্নিহোত্র ছাড়া অন্যত্রও উদ্ধরণের (অগ্নি-উদ্ধরণের) ক্ষেত্রে করতে হবে, তবে তা করতে হবে বিনা মন্ত্রে। প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, আখ্যানের সময়ে প্রথমে অরশিময়ন করে ময়নজাত অগ্নিকে গার্হপত্যের কুণ্ডে স্থাপন করা হয়। এর পর যে-কোন স্থান থেকে লোকব্যবহৃত অগ্নি এনে অথবা গার্হপত্য থেকে অগ্নি নিয়ে এসে অথবা অরশি ময়ন করে দক্ষিণাগ্নিকে কুণ্ডে স্থাপন করা হয়। আহবনীয়ের প্রতিষ্ঠা করা হয় গার্হপত্য থেকে অঙ্গার নিয়ে। অগ্নি-উদ্ধরণের কাল সম্পর্কে বলা হয়েছে “পুরা ছায়ানাং সংসর্গাদ্ গার্হপত্যাদ্ আহবনীয়ম্ উদ্ধরতি প্রত্যস্ত্য্যং রাত্র্যাম্”— শা. ২/৬/২, ৩।

উদ্ধরিতমগ্ন উদ্ধর পাশ্চানো মা যদবিধান্ যচ্চ বিধাংচকার। অহ্না যদেনঃ কৃতমস্তি কিঞ্চিত্ সর্বম্ভান্
মোদধুতঃ পাহি তন্মাদ্ ইতি প্রথয়েত্ ॥ ৩।।

অনু.— ‘উদ্ধরিত-’ (সু.) এই (মন্ত্রে অঙ্গারকে) প্রণয়ন করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রণয়ন = পূর্ব দিকে আহবনীক কুণ্ডে নিয়ে যাওয়া। গার্হপত্য থেকে তুলে-নেওয়া অঙ্গারকে নিয়ে পূর্ব দিকে আহবনীক কুণ্ডের অভিমুখে যাবেন। শা. ২/৬/৬ সূত্রেও এই মন্ত্র বিহিত হয়েছে, তবে সেখানে ‘কৃতমস্তি’ স্থানে পাঠ হচ্ছে ‘চক্মেহ’।

অমৃতাহুতিমমৃত্যায় জুহোম্যসি পৃথিব্যামমৃতস্য যোনৌ। তন্নানন্তং কামমহং জয়ানি প্রজাপতিঃ প্রথমোহয়ং
জিগারাম্যাবয়িঃ স্বাহেতি নিদখ্যাদ্ আদিত্যম্ অভিমুখঃ ॥ ৪।।

অনু.— সূর্যের দিকে মুখ করে ‘অমৃত—’ (সু.) এই (মন্ত্রে সেই অঙ্গারকে আহবনীক কুণ্ডে) স্থাপন করবেন।

ব্যাখ্যা— শা. ২/৬/৭ সূত্রে এই মন্ত্রটি পাই, তবে সেখানে পাঠ একটু ভিন্ন।

এবং প্রাতঃ ব্যুপীয়াং তন্ম এবাভিমুখঃ ॥ ৫।।

অনু.— এইভাবে সকালে উষার আবির্ভাব ঘটলে ঐ দিকেই মুখ করে (কুণ্ডে অঙ্গার রাখবেন)।

ব্যাখ্যা— ব্যুপী = উষার উদয়। সন্ধ্যার মতো সকালের অগ্নিহোত্রেও ১-৪নং সূত্র অনুযায়ী সব-কিছু করে সূর্যের দিকেই মুখ করে অঙ্গারকে আহবনীক কুণ্ডে স্থাপন করতে হয়। সিদ্ধান্তীয় মতে অনুদিত্যহোত্রের ক্ষেত্রে অগ্নিহোত্রের হোম সূর্যোদয়ের আগে করণীয় হলেও পূর্বমুখ হয়েই তাঁকে কাজটি করতে হবে।

রাত্র্যা যদেন ইতি ত্ব প্রথয়েত্ ॥ ৬।।

অনু.— (সকালে) ‘রাত্র্যা যদেনঃ’ এই (বলে) কিছু প্রণয়ন করবেন।

ব্যাখ্যা— সকালের অগ্নিহোত্রে কিছু আহবনীক কুণ্ডে অগ্নি-প্রণয়নের সময়ে ৩নং মন্ত্রের ‘অহ্না’ পদের স্থানে ‘রাত্র্যা’ বসতে হবে। শা. ২/৬/৮ সূত্রের নির্দেশও তা-ই।

অত উর্ধ্বম্ আহিত্যগ্নি ব্রতচার্য্য হোমাত্ ॥ ৭।।

অনু.— এর পর আহিত্যগ্নি হোম (সমাপ্তি) পর্বত ব্রতচার্য্যী (হয়ে থাকবেন)।

ব্যাখ্যা— আহিত্যগ্নি : আহিত : অগ্নি : যিনি অগ্নি-প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ অগ্ন্যধ্বয়ের অনুষ্ঠান করেছেন। আহবনীক কুণ্ডে অঙ্গার-স্থাপনের পর থেকে অগ্নিহোত্রের হোম শেষ না-হওয়া পর্বত ব্রতচার্য্যকে ব্রত পালন করে থাকতে হয়। কি কি ব্রত তাঁকে পালন করতে হয় তা ২/১৬/২৭-৩১ এবং ১২/৮/২-৩৯ সূত্রে বলা হবে।

অনুদিতহোমী চোদরাড্ ॥ ৮ ॥

অনু.— এবং যিনি সূর্য-ওঠার আগে হোম করেন তিনি সূর্যোদয় পর্বন্ত (ব্রত পালন করবেন)।

ব্যাখ্যা— চোদরাড্ = চ + আ-উদরাড্। সকালে কেউ সূর্য ওঠার আগে, কেউ বা পরে অগ্নিহোত্র-হোমের অনুষ্ঠান করেন। যিনি সূর্য-ওঠার আগে হোম করেন তাঁকে বলা হয় ‘অনুদিতহোমী’ এবং যিনি সূর্যোদয়ের পরে হোম করেন তাঁকে বলা হয়ে থাকে ‘উদিতহোমী’। অনুদিতহোমী বতকণ না সূর্য ওঠে ততকণ পর্যন্ত চাতুর্মাস্য এবং সত্বেয় হসঙ্গে উরিখিত ব্রতগুলি যথাযথ পালন করবেন। প্রসঙ্গত ৩/১২/২ সূ. দ্র.। উল্লেখ্য যে, আধুনিকদের দৃষ্টিতে অনুদিতহোমীরা যে হোম করেন তা হচ্ছে সূর্যকে উঠতে সাহায্য করার জন্য এক জাদু (ম্যাজিক) মন্ত্র।

অন্তম্-ইতে হোমঃ ॥ ৯ ॥

অনু.— (সন্ধ্যায়) সূর্য অস্ত গেলে হোম (হবে)।

ব্যাখ্যা— সন্ধ্যায় অগ্নিহোত্রের হোম হবে সূর্যাস্তের পরে এবং হোমের আনুষ্ঠানিক কর্মগুলিও অনুষ্ঠিত হবে সেই সময়েই। কোন বিশেষ নিয়ম থাকলে অবশ্য বিহরণের মতো তা অন্য সময়েই করতে হবে। প্রসঙ্গত ৩/১২/১ সূ. দ্র.। সিদ্ধান্তীয় মতে যদি কেবল হোমনুই সূর্যাস্তের পরে করতে হত তাহলে ‘দ্রীপ্তাং—’ (২/৩/১৬) হলেই সূর্যকর ‘অন্তম্-ইতে’ বলতে পারতেন, কিন্তু এখানে সূত্রটির উল্লেখ করার বুদ্ধিতে হবে হোমের পর্বুকণ ইত্যাদি অঙ্গগুলিরও অনুষ্ঠান হবে সূর্যাস্তের পরে। ‘তৎকালান্ চৈব তদুপাঃ’ (১২/৪/১৫) সূত্রের বক্তব্যও তা-ই। ঐ. দ্রা. ২৫/৪, ৬ অংশেও সূর্যাস্তের পরে হোম করতে বলা হয়েছে। শা. ২/৭/১, ২ অনুযায়ী সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের অব্যবহিত পরেই অথবা প্রথম নক্ষত্র দেখতে গেলেই আশুতি দিতে হয়— “প্রথমাস্তমিতে জুহোতি দৃশ্যমানে বা নক্ষত্রে”।

নিত্যম্ আচমনম্ ॥ ১০ ॥

অনু.— আচমন স্থির (থাকবে)।

ব্যাখ্যা— দর্শপূর্ণমাসে যে আচমনের কথা বলা হয়েছে (১/১/৪ সূ. দ্র.) তা এখানে অগ্নিহোত্রের পরেও করতে হয়। অগ্নির বিহরণের অর্থাৎ কুণ্ডগুলিতে নিয়ে যাওয়ার সময়ে যজ্ঞবান, তাঁর পত্নী এবং অক্ষর্য বজ্রভূমিতে প্রবেশ করেন। হোমের সময় আসন্ন হলে অক্ষর্য বাইরে চলে আসেন। তার পর পূর্বমুখী অথবা উত্তরমুখী হয়ে আচমন করে আবার তীর্থপথ দিয়ে প্রবেশ করে পর্বুকণ প্রভৃতি বিহিত কর্মগুলি করেন।

ঋতসত্যাত্ম্যং দ্বা পর্বুকামীতি জপিষ্টা পর্বুক্কেত্ ত্রিস্ ত্রিন্ একৈকং পুনঃ পুনর্ উদকম্ আদায় ॥ ১১ ॥

অনু.— ‘ঋত—’ (সূ.) এই (মন্ত্র) জপ করে বারে বারে জল নিয়ে এক একটি (কুণ্ডে) তিনবার করে জল ছিটাবেন।

ব্যাখ্যা — প্রত্যেক বারই জল ছিটাবার সময়ে পাত্র থেকে নূতন করে জল নিতে এবং উক্ত মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে। ‘জপিষ্টা পর্বুক্কেত্’ বলায় পর্বুকণের কেবলই এই জপমন্ত্র পাঠ করতে হয়, পরিসমূহনের ক্ষেত্রে নয়। উল্লেখ্য যে, ২/৪/২৩ সূত্র অনুযায়ী প্রত্যেক কুণ্ডই পর্বুকণের অর্থাৎ জল ছিটাবার আগে পরিসমূহন করে নিতে হয়। সাধারণত প্রত্যেক কুণ্ডে অগ্নিহোত্রের আগে পরিসমূহন অর্থাৎ ঈশান কোণ থেকে প্রলম্বিতভাবে বৃজ্বাকারে জল-হস্ত বুলিয়ে নেওয়া, উপলপন (গোবর পেপা), রেখাকরণ (পূর্ব হতে উত্তর দিক পর্যন্ত তিনটি রেখা টানা), ধূলি-নিষ্কাশন এবং শ্রোত্ৰ এই পাঁচটি ‘কৃসংস্কার’ নামে কর্ম করে নিতে হয়। সূত্রে ‘একৈকং’ বলায় একটি অগ্নিকে তিনবার পর্বুকণ করা হলে তবে অপর অগ্নিকে তিনবার পর্বুকণ করবেন। “পরিসমূহন হোম্যম্, ঋতং দ্বা সত্যেন পরিসমূহনীতি ত্রিস্ ত্রিন্ একৈকং পর্বুক্য” — শা. ২/৬/২, ১০।

আনন্তর্বে বিকল্পঃ ॥ ১২ ॥

অনু.— পৌর্বাগর্বে বিকল্প।

ব্যাখ্যা— কোন কুণ্ডে আগে এবং কোন কুণ্ডে পরে পৰ্য্যুক্ষ প্রভৃতি করতে হবে সে-বিষয়ে কোন নির্বন্ধ নেই, বিকল্পই বিহিত আছে। সাধারণত কুণ্ডগুলিতে যে ক্রমে অগ্নি স্থাপন করা হবে সেই ক্রমে (= উৎপত্তিক্রমে) অথবা হোমের ক্রম (= প্রধানক্রম) অনুযায়ী জল ছিটাতে হয়।

দক্ষিণঃ স্তেব প্রথমং বিজ্ঞারতে পিতা বা এষোঃগীনাং যদ্ দক্ষিণঃ পুত্রো গার্হপত্যঃ পৌত্র আহবনীয়স্
তন্মাদ্ এবং পৰ্য্যুক্ষেত্ ॥ ১৩॥

অনু.— (বেদ থেকে) জানা যায় দক্ষিণ অগ্নিকেই কিন্তু প্রথম (প্রোক্ষণ করবেন)। এই যে দক্ষিণ (অগ্নি তা) অগ্নিসমূহের পিতা, পুত্র (হচ্ছে) গার্হপত্য, পৌত্র আহবনীয়। অতএব এই (ক্রমে) জল ছিটাবেন।

ব্যাখ্যা— পিতা-পুত্রক্রমে প্রথমে দক্ষিণ, পরে গার্হপত্য, তার পরে আহবনীয় অগ্নির কুণ্ডে জল ছিটাতে হয়। পৰ্য্যুক্ষণের সঙ্গে যুক্ত পরিসমূহনেও এই ক্রম অনুসরণ করতে হবে। পরিসমূহন ও পৰ্য্যুক্ষণ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে আগের সূত্র অনুযায়ী বিকল্প। হোমের আগে উৎপত্তিক্রম এবং হোমের পরে প্রধানক্রম বা হোমক্রম অনুযায়ী পৌৰ্ব্বাপৰ্ব্ব স্থির করতে হবে।

গার্হপত্যাদ্ অবিজ্ঞিয়াম্ উদকধারায় হরোত্ তত্ত্বং তদ্বন্ রজসো ভানুমস্বিনী-ত্যাহবনীরাচ্ ॥ ১৪॥

অনু.— (এর পর) 'তত্ত্বং—' (১০/৫৩/৬) এই (মন্ত্রে) গার্হপত্য থেকে আহবনীয় পৰ্য্যন্ত অবিরাম (ধারায়) জল ফেলাবেন।

ব্যাখ্যা— সাক্ষাৎ আহবনীয়ে জল ছিটাবেন না। শা. ২/৬/১২ সূত্রে 'যজস্য-' এই অন্য একটি মন্ত্র বিহিত হয়েছে।

পশ্চাদ্ গার্হপত্যস্যোপবিশ্যোদগ্ অজারান্ অগ্নোহেত্ সুহৃতকৃতঃ স্ সুহৃতং করিষ্যথেতি ॥ ১৫॥

অনু.— গার্হপত্যের পিছনে বসে 'সুহৃত-' (সু.) এই (মন্ত্রে) গার্হপত্যের কুণ্ড থেকে উত্তর দিকে (কিছু) অঙ্গার সরিয়ে নেবেন।

ব্যাখ্যা— বিনা মন্ত্রে জান পা বাঁ উরুর উপরে স্রেখে গার্হপত্যের পশ্চিম দিকে বসে আত্মভিষ্য পাক করার জন্য গার্হপত্যের অঙ্গার উত্তর দিকে সরিয়ে আনতে হয়। যজমান ঋত্বিক্ নন বলেই তাঁকে ভূগনিকেশ ও সমস্তক উপবেশন করতে হয় না, বিনা মন্ত্রেই 'অঙ্কধারণা' করে বসতে হয়।

তেষ্মিহোত্রম্ অবিজ্ঞয়েদ্ অবিজ্ঞিতমথ্যবিজ্ঞিতমথিহিতং হিংও ইতি ॥ ১৬॥

অনু.— এ (অঙ্গারগুলিতে) অগ্নিহোত্রকে 'অধি-' (সু.) এই (মন্ত্রে) পাক করবেন।

ব্যাখ্যা— অগ্নিহোত্র = অগ্নিহোত্রের আত্মভিষ্য। 'অগ্নিহোত্র' শব্দের অর্থ একাধিক— আবৃত স্থান (শালা), কর্মবিশেষ, অগ্নি, হব্যব্রব্য। এখানে শব্দটি হব্যব্রব্য অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। 'তেষু' বলার ঐ অঙ্গারগুলির অগ্নিতেই পাক করতে হবে, কিন্তু অবজ্ঞান ও পৰ্য্যিকরণ ঐ অগ্নিতে হবে না, হবে গার্হপত্য থেকেই নেওয়া অন্য এক অঙ্গারে। ২/৩/৭ সূত্রের ব্যাখ্যা হ.।

ইস্তারান্ পদং স্তবজরাচরং জাতবেসো হবিরিনং জুবথ। যে গ্রাম্যাঃ পশবো বিশ্বরূপান্তেবাং সন্তানং মরি
পুষ্টিরজিতি বা ॥ ১৭॥

অনু.— অথবা 'ইস্তারা-' (সু.) এই (মন্ত্রে তা পাক করবেন)।

ন দধ্যাধিপ্রয়েন্দ্ অধিপ্রয়েন্দ্ ইত্যেকে ॥ ১৮ ॥

অনু.— দইকে পাক করবেন না। কেউ কেউ বলেন পাক করবেন।

ব্যাখ্যা— অগ্নিহোত্রের দ্রব্য দুধ, দই অথবা যবাগু। আত্মতির দ্রব্য দই হলে অগ্নিতে তা পাক (গরম) করতে নেই। কেউ কেউ অবশ্য তা পাক করেন। সূত্রটি ‘দধি-অধিপ্রয়েন্দ্ না বা’ এই ভাবে করা যেতে পারত, কিন্তু তা না করার বুঝতে হবে দুটি পক্ষেই উচিত বুদ্ধি আছে বলে এই বিবরণ। পাক না করলে দ্রব্যটি সংস্কারবিহীন হয়ে পড়ে বলে কেউ কেউ পাক করতে চান, কেউ কেউ আবার পাক করলে তা অন্য দ্রব্যে পরিণত হয়ে যাবে বলে পাক করার বিরোধী। বৃত্তিকায়ের মতে সূত্রকার অবশ্য দইকে অগ্নি দ্বারা সংস্কৃত করার বিরোধী। সিদ্ধান্তীর মতে দইকে সংস্কারের প্রয়োজনে তাপ লাগিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নিতে হবে।

তৃতীয় কণ্ডিকা (২/৩)

[অগ্নিহোত্র-দ্রব্য, আত্মতিদ্রব্যের পাক, পাত্রে আত্মতিদ্রব্যের গ্রহণ,
আহবনীয়ে সমিৎ-স্থাপন, আত্মতিপ্রদান, অনুমন্ত্রণ]

পরশা নিত্যহোমঃ ॥ ১ ॥

অনু.— আবশ্যিক হোম দুধ দিয়ে (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— অগ্নিহোত্র আবশ্যিক এবং কাম্য বা ঐচ্ছিক দুই-ই হতে পারে। আবশ্যিক অগ্নিহোত্রে আত্মতি দিতে হয় দুধ। ‘নিতা’ বলায় বিনা কামনাতেও পরবর্তী সূত্রে উল্লিখিত যবাগু প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা আত্মতি দেওয়া যাবে। এ-ছাড়া অন্য দ্রব্য দ্বারা আত্মতি দিতে ইচ্ছা হলেও কিছুদিন নিত্য অর্থাৎ আবশ্যিক দ্রব্য দুধই দিয়ে আত্মতি দিতে হবে। শা. ২/৭/৯ সূত্রেও দুধের বিধান রয়েছে। উদ্দেশ্য যে, গ্রাম ইত্যাদির কামনা অস্তরে থাকলেও হোমটি কিন্তু নিত্যই।

যবাগুর্ ওদনো দধি সর্পির্ গ্রামকামানাদ্যকামেচ্ছিককামতেজস্কামানাম ॥ ২ ॥

অনু.— গ্রামপ্রার্থী, ভোজ্য-অন্ন-প্রার্থী, ইচ্ছিকের পুষ্টিপ্রার্থী এবং শক্তিকামী ব্যক্তিদের (অগ্নিহোত্রের আত্মতিদ্রব্য হল) যথাক্রমে যবাগু, অন্ন, দই, দুধ।

ব্যাখ্যা— অন্নাদ্য = খাদ্য অন্ন। তেজঃ = শক্তি, সেহের লাবণ্য বা শোভা। যবাগু = কেন-ভাত, যে-কোন দ্রব্যকে তার ঝোল ওপ জলে ফুটিয়ে মোট পরিমাণ অর্ধেক করে নেওয়া। শা. ২/৭/৯ সূত্রেও এই দ্রব্যগুলির নির্দেশ পাওয়া যায়।

অধিপ্রিতম্ অবজুলয়েত্ ॥ ৩ ॥

অনু.— অঙ্গারের উপরে স্থাপিত (অগ্নিহোত্রের দ্রব্যকে) প্রজ্বলিত করবেন।

ব্যাখ্যা— আত্মতিদ্রব্যকে পাক করার জন্য পাত্রের তলার রাখা অঙ্গারগুলিকে তুষ, কাঠ, উন্দুক ইত্যাদি দিয়ে জাগিয়ে তুলবেন। ২/২/১৮ সূত্রে অধিপ্রয়ণের কথা বলা থাকলেও এখানে আবার তা করার অঙ্গারের উপরে পাত্রটি রাখার পরেই অবিলম্বে অবজুলন অর্থাৎ আত্মতিদ্রব্যের তলার রাখা আগুনকে উন্দুক দিয়ে প্রজ্বলিত করতে হয়।

অনধিপ্রয়ং দধ্যায়েটে তেজো না হাবীর্ ইতি ॥ ৪ ॥

অনু.— (আগুনে) না-চাপান (পাকবিহীন) দইকে ‘অগ্নি-’ (সূ.) এই (মন্ত্রে) উত্তপ্ত করবেন।

ব্যাখ্যা— ২/২/১৮ সূত্র অনুসারে দইকে আগুনে পাক না করলেও চলে। সূত্রে দধি-র কথা বলা হলেও ‘অগ্নি’ শব্দ উক্ত আছে ধরে নিয়ে শুধু পাক করা দই নয়, পাক-করার জন্য অঙ্গারের উপরে চাপান হয়নি এমন দইকেও ‘অগ্নি-’ মন্ত্রে

তপ্ত করে নেবেন। কেবল দই নয়, আণ্ডনে চাপান বা সিদ্ধ হয়নি এমন যে-কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য। সূত্রে তাই সংক্ষেপে ‘দধি চ’ না বলে অভিশ্রেষ্ঠ বক্তব্য একটু দীর্ঘতর করে বর্তমান আকৃতিতেই বলা হয়েছে। শা. ২/৭/১০ সূত্রে দইকে পাক করতে নিষেধ করা হয়েছে।

সুবেশ প্রতিবিধ্যান্ ন বা শান্তিরসামৃতমসীতি ॥ ৫ ॥

অনু.— সুব দ্বারা ‘শান্তি-’ (সু.) এই (মন্ত্রে) জল ঢালবেন অথবা (ঢালবেন) না।

ব্যাখ্যা— দুধ দিয়ে হোম করলে যে পাত্রে দুধ দোহা হয়েছে সেই পাত্র জল দিয়ে ধুয়ে সুব নামে পাত্রে ঐ দুধ-ধোওয়া জল রেখে দিতে হয়। সুব থেকে ঐ জল আবার যে-পাত্রে দুধ গরম করা হচ্ছে, সেই পাত্রে ‘শান্তি-’ মন্ত্রে ঢেলে দিতে হবে, তবে তা না ঢাললেও চলে।

তয়োর্ অব্যতিচারঃ ॥ ৬ ॥

অনু.— ঐ দুয়ের সংমিশ্রণ (কিছু হবে) না।

ব্যাখ্যা— ব্যতিচার = অবৈধ সংমিশ্রণ। একই যজ্ঞমানের ক্ষেত্রে কোন অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানে দুধ-ধোওয়া জল পাকের পাত্রে ঢালা এবং অন্য অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানে তা না-ঢালা এই দু-রকম করা চলবে না। প্রথম অগ্নিহোত্রে যা করা হবে পরবর্তী অগ্নিহোত্রগুলিতেও সারা জীবন ধরে তা-ই করে যেতে হবে।

পুনর্ জ্বলতা পরিহরেত্ ত্রির্ অন্তরিতং রক্ষোহন্তরিতা অরাতয় ইতি ॥ ৭ ॥

অনু.— আবার জ্বলন্ত (অঙ্গার) দিয়ে তিন বার ‘অন্ত-’ (সু.) এই (মন্ত্রে) পরিহরণ করবেন।

ব্যাখ্যা— পরিহরেত্ = কোন বস্তুর উপরে চারপাশে কিছু ঘোরান। ‘পুনঃ-’ বলায় তনং সূত্রে যে উশ্মুকের কথা বলা হয়েছে সেই জ্বলন্ত উশ্মুক বা অঙ্গারকেই যে কলশীতে দুধ গরম করা হচ্ছে সেই কলশীর উপরে চারপাশে তিনবার ঘোরাবেন। এই অঙ্গার গার্হপত্য থেকেই নিতে হয়, ২/২/১৫, ১৬ সূত্রে যে অঙ্গারগুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলি থেকে নয়। অবজ্বলন বা তলায় তাপ দিয়ে গরম করার পরে ঐ অঙ্গার সরিয়ে নিতে হয়। সেই অঙ্গার দিয়েই দুধের আরতি করতে হয়। আরতির (পরিহরণের) পরে তা ফেলে দিতে হবে। সর্বত্র কোন কাজের জন্য কিছু সরিয়ে রাখলে কাজ শেষ হয়ে গেলে তা ফেলে দিতেই হয়। ব্যতিক্রম শুধু ‘অপণ’ বা পাকের জন্য গৃহীত অঙ্গারের। এই অঙ্গার পাকের পরে কুণ্ডেই আবার রেখে দিতে হয় (৯নং সূ. দ্র.)।

সম্-উদ্-অন্তং কর্বনুইবোদগ্ উদ্‌বাসয়েদ্ দিবে দ্বাত্রিঙ্কায় ত্বা পৃথিব্যে দ্বৌতি নিদধত্ ॥ ৮ ॥

অনু.— উছলে-ওঠা (পাকদ্রব্যকে) টেনে নেওয়ার মতো ‘দিবে—’ (সু.) মন্ত্রে রাখতে রাখতে উত্তর দিকে নামিয়ে রাখবেন।

ব্যাখ্যা— কর্বনু = ধীরে ধীরে নামাতে নামাতে। নামাবার সময়ে ‘দিবে ত্বা’ বলে উপরে, ‘অত্রিঙ্কায় ত্বা’ বলে অত্রিঙ্কে (শূন্যে) এবং ‘পৃথিব্যে ত্বা’ বলে মাটিতে পাত্রটি ধীরে ধীরে রাখবেন ও ধীরে ধীরে নামাবেন। ‘ত্রির্ উপসাদম্ উদগ্ উদ্‌বাস্য, অনুচ্ছিদনু ইব’— শা. ২/৮/১২, ১৩— তিনবার বিচ্ছেদবিহীনভাবে নামিয়ে নিতে থাকবেন।

সুহৃতকৃতঃ স্ব সুহৃতমকার্ত্ত্যঙ্গারান্ অতিসৃজ্য সুক্শুৰং প্রতিভপত্ প্রত্যাষ্টং রক্ষঃ প্রত্যাষ্টা অরাতয়ো

নিষ্টপ্তং রক্ষো নিষ্টপ্তা অরাতয় ইতি ॥ ৯ ॥

অনু.— ‘সুহৃত—’ (সু.) এই (মন্ত্রে) অঙ্গারগুলিকে (গার্হপত্যে) ফেলে দিয়ে ‘প্রত্যাষ্টং—’ (সু.) মন্ত্রে বৃক্ ও সুবকে গরম করে নেবেন।

ব্যাখ্যা— অতিসূজ্য = ত্যাগ করে, ফেলে দিয়ে। ২/২/১৫, ১৬ সূত্রে যে অঙ্গারগুলিতে আহুতিদ্রব্য পাক করার কথা বলা হয়েছিল সেই অঙ্গারগুলিকে গার্হপত্যের কুণ্ডেই আবার রেখে দিয়ে সুক্ এবং সুবকে আগুনে গরম করে নিতে হয়। যদিও ‘প্রত্যুষ্টিং—’ এবং ‘নিষ্টপুং—’ দুটি মন্ত্র এবং সুক্ ও সুব দুটি পাত্র, তবুও সূত্রে একবচনে ‘সুক্‌সুবম্’ বলায় ২/১/৬ সূত্র অনুযায়ী প্রত্যেকটি পাত্রকে পৃথক্ পৃথক্ একটি করে মন্ত্রে নয়, দুটি পাত্রকে একই সঙ্গে দুটি মন্ত্রে তপ্ত করতে হবে। শা. ২/৮/১৫ সূত্রে ‘সুভূতায় বঃ’ মন্ত্রে অঙ্গারকে রেখে দিতে বলা হয়েছে।

উত্তরতঃ স্থান্যাঃ শুচম্ আসাদ্যোন্ম উন্নয়ানীত্যতিসজ্জীয়ত ॥ ১০ ॥

অনু.— (অগ্নিহোত্র) স্থানীর উত্তর দিকে সুক্টি রেখে ‘ওন্ম উন্নয়ানি’ এই মন্ত্রে (আহিতাগ্নিকে) অনুমতি দেওয়াবেন।

ব্যাখ্যা— অগ্নিহোত্রস্থানী থেকে সুবের সাহায্যে অগ্নিহোত্রহবণী নামে সুকে আহুতিদ্রব্য উন্নয়নের (= গ্রহণের, পূরণের) জন্য অধ্বৰ্যু যজ্ঞমানের কাছে অনুমতি চান। সূত্রে সাদয়িত্বা না বলে ‘আসাদ্য’ বলায় অনুমতি চাইবার সময়ে সুক্টি কিন্তু অধ্বৰ্যুর হাতেই থাকবে। সূত্রে ‘শুচম্’ স্থানে পাঠান্তর পাওয়া যায় ‘সুবম্’।

আহিতাগ্নিঃ আচম্যাপরেণ বেদিম্ অতিব্রজ্য দক্ষিণত উপবিশ্যতচ্ছুদ্বোন্ম উন্নয়েত্যতিসজ্জোত্ ॥ ১১ ॥

অনু.— অগ্নিহোত্রপনাকারী (যজ্ঞমান) আচমন করে পিছন দিক্ দিয়ে বেদি অতিক্রম করে গিয়ে ডান দিকে বসে (এই ‘ওন্ম উন্নয়ানি’ বাক্য) শুনে ‘ওন্ম উন্নয়’ এই (বাক্যে) অনুমতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— অধ্বৰ্যুর মতো (২/২/১০ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.) যজ্ঞমানও বিহরণের সময়ে যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করে হোমের সময় আসন্ন হলে বাইরে চলে আসেন। পত্নী অবশ্য যজ্ঞভূমিতে থেকে যান। তার পর হোমের সময়ে তিনি পূর্বমুখ অথবা উত্তরমুখ হয়ে আচমন করে তীর্থ দিয়ে আবার যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করেন। প্রবেশের পর বেদির পশ্চিম দিক্ এবং গার্হপত্য ও দক্ষিণ অগ্নির পূর্ব দিক্ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে আহবনীয়ের দক্ষিণ দিকে এসে বসেন। সেখানে বসে তিনি অধ্বৰ্যুর ‘ওন্ম উন্নয়ানি’ এই বাক্য শুনে ‘ওন্ম উন্নয়’ বাক্যে অনুমতি দেন। প্রয়োগদীপিকার মতে এই ওঙ্কার হবে তিন মাত্রার।

অতিসূষ্টো ভুরিষ্ঠা ভুব ইষ্ঠা স্বরিষ্ঠা বৃথ ইষ্ঠেতি সুবপূরম্ উন্নয়েত্ ॥ ১২ ॥

অনু.— অনুমতি পেয়ে ‘ভু-’ (সু-) মন্ত্রে সুবকে পূর্ণ করে (অগ্নিহোত্রহবণী) ভর্তি করবেন।

ব্যাখ্যা— উন্নয়েত্ = ঢেলে রাখবেন, পূরণ করবেন। অগ্নিহোত্রের কলশী বা পাকপাত্র থেকে ‘ভুরিষ্ঠা’, ‘ভুব ইষ্ঠা’, ‘স্বরীষ্ঠা’, ‘বৃথ ইষ্ঠা’ এই চার মন্ত্রে চার বার সুব ভর্তি করে করে দুধ নিয়ে অগ্নিহোত্রহবণীতে তা ঢেলে রাখবেন। প্রত্যেকবারে একটি করে মন্ত্র। পঞ্চাবস্তীসের অর্থাৎ প্রধানবাগের আহুতির জন্য যাঁদের পাঁচবার আহুতিদ্রব্য গ্রহণ করতে হয় তাঁদের ক্ষেত্রে আর একবার কিনা মন্ত্রে অগ্নিহোত্রহবণীতে দুধ ঢালতে হবে। যাঁরা জামদগ্ন্য গোত্রের যজ্ঞমান তাঁরা ‘পঞ্চাবস্তী’— ‘জামদগ্ন্য বত্‌সাবিদাঃ আর্জিষেণাঃ তথৈব চ। ভার্গবাঃ চ্যাবনা ঔৰ্বাঃ পঞ্চাবস্তিন ইরিতাঃ ॥’ সূত্রে প্রসঙ্গলভ্য হলেও আবার ‘অতিসূষ্টঃ’ বলায় যজ্ঞমান প্রবাসী হলে তাঁর পুত্র অথবা শিষ্য অনুমতি দেবেন অথবা প্রতিনিধি হয়ে অধ্বৰ্যু নিজেই নিজেকে ‘ওন্ম উন্নয়’ বলে অনুমতি দিয়ে তবে পাশে দুধ ঢালবেন। শা. ২/৮/১৬-১৮ অনুযায়ী ‘অশ্নান্যাপিপাসে-’ (শা. ২/৮/৬) মন্ত্রে তিন-চারবার দুধ ঢালতে হয় এবং প্রতিবারেই মন্ত্রটি পাঠ করতে হয়।

অগ্নিন্নম্ অগ্নিন্ন পূর্ণতমং যোহনুজ্যোতম্ স্বচ্ছিন্ন ইচ্ছোত পূত্রাণাম্ ॥ ১৩ ॥

অনু.— যিনি পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠস্থ অনুযায়ী সমৃদ্ধি কামনা করেন (তিনি) আগেরটি আগেরটি বেশী করে পূর্ণ (করবেন)।

ব্যাখ্যা— যিনি নিজের পুত্রদের মধ্যে বরসের তারতম্য অনুযায়ী সমৃদ্ধির তারতম্য বা পৌৰ্ব্বাপর্য কামনা করেন, তিনি

চতুর্থবারের অপেক্ষায় তৃতীয়বারে, তৃতীয়বারের অপেক্ষায় দ্বিতীয়বারে এবং দ্বিতীয়বারের অপেক্ষায় প্রথমবারে অগ্নিহোত্রহবনীতে দুখ ঢালার সময়ে সুবে আরও বেশী করে দুখ নেবেন। পুত্র চারটি না হয়ে দু-তিনটি বা পাঁচ-ছটি হলেও তাই।

যোঃস্য পুত্রঃ শ্রিয়ঃ স্যাচ্ছ তং প্রতি পূর্ণম্ উন্নয়েচ্ছ ॥ ১৪॥

অনু.— ঐর যে শ্রিয় পুত্র আছে তার উদ্দেশ্যে সব থেকে বেশি (দুখ তিনি সুবে) তুলে নেবেন।

ব্যাখ্যা— একটি পুত্র থাকলেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। সিদ্ধান্তীর মতে ‘বা’ শব্দ উহ্য আছে বলে নিয়মটি বিকল্পে প্রযোজ্য।

**স্থালীম্ অভিযুশ্য সমিধং সুচং চাখ্যধি গার্হপত্যং হৃদ্বা প্রাণসম্মিতাম্ আহবনীসসমীপে কুশেবৃশসাদ্য
জাখ্যচ্য সমিধম্ আদখ্যাম্ রজতায় স্থাগ্নিহোত্র্যতিবং রাত্রিমিষ্টকামুগদধে স্বাহেতি ॥ ১৫॥**

অনু.— পাত্রটিকে স্পর্শ করে সমিধ এবং সুচ্ছ গার্হপত্যের ঠিক উপরে নাকের সমতলে ধরে আহবনীয়ের কাছে নিয়ে এসে কুশে (তা) রেখে মাটিতে (ডান) হাঁটু পেতে ‘রজতায়-’ (সু.) মন্ত্রে (আহবনীয়ে) সমিধ স্থাপন করবেন।

ব্যাখ্যা— অখ্যধি = কাছে; পা. ৮/১/৭ দ্র.। যে পাত্রী থেকে সুবের সাহায্যে অগ্নিহোত্রহবনীতে দুখ ঢালা হল সেই পাত্রীকে স্পর্শ করে একটি সমিধ এবং অগ্নিহোত্রহবনী নিজের নাকের সমতলে ধরে আহবনীয়ের কাছে নিয়ে এসে সমিধ ও পাত্রটি আহবনীয়ের পিছনে অদূরে কুশের উপরে রেখে ডান হাঁটু পেতে বসে সমিধটিকে ‘রজতায়-’ মন্ত্রে ঐ আহবনীয়ের অগ্নিতে স্থাপন করবেন। এই সময়ে যজমানকে অনুমন্ত্রণ করতে হয় (২৫ নং সু. দ্র.)। পরের সূত্রে ‘সমিধম্ আখ্য’ বলা থাকল সত্ত্বেও এখানে ‘সমিধম্ আদখ্যাত্’ বলার অভিপ্রায় এই যে, সর্বত্রই সমিধ স্থাপন করতে গেলে হাঁটু পেতেই তা করতে হবে। ২৫ নং সূত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এই ‘রজতায়-’ মন্ত্রটি অনুমন্ত্রণেরও মন্ত্র। শা. ২/৮/২২ সূত্রে প্রায় একই কথা বলা হয়েছে, তবে সেখানে আবার ঐ ‘অশনারা-’ মন্ত্রটিই (১২নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.) পাঠ্যরূপে বিহিত হয়েছে।

**সমিধম্ আখ্য বিদ্যাদসি বিদ্য মে পাপ্মানময়ৌ প্রজ্জৈত্যপ উপস্পৃশ্য প্রসীপ্তাং হ্যঙ্গুলমাত্রোহভিজুহুৱাদ
ভূর্ভুবঃ স্বরোতমগ্নিহোত্র্যতিবোক্তিরয়িঃ স্বাহেতি ॥ ১৬॥**

অনু.— সমিধ স্থাপন করে ‘বিদ্য-’ (সু.) মন্ত্রে জল স্পর্শ করে জ্বলন্ত সমিধের অভিযুধে (মূল থেকে) দু-আঙুল দূরে ‘ভূর্ভুবঃ-’ (সু.) মন্ত্রে (অগ্নিহোত্রের প্রথম) হোম করবেন।

ব্যাখ্যা— এই হোম করা হয় অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে। আগের সূত্রে বলা থাকলেও এই সূত্রে আবার ‘সমিধম্ আখ্য’ বলার আগের সূত্রের মতো এই সূত্রে বিহিত কাজগুলিও হাঁটু পেতেই করতে হবে। সিদ্ধান্তীর মতে অবশ্য সমিধ-স্থাপনের ঠিক পরেই যাতে জল স্পর্শ করা হয় সেই উদ্দেশ্যে এখানে ‘আখ্য’ বলা হয়েছে। এছাড়া তিনি আরও বলেছেন যে, আগের সূত্রের মতো এই সূত্রের এবং পরবর্তী সূত্রের কাজটি যাতে হাঁটু পেতেই করা হয়, ১/১১/১১ সূত্র অনুযায়ী দাঁড়িয়ে না করা হয়, সেই অভিপ্রায়েই সূত্রে আপাতপ্রয়োজন না থাকলেও ‘সমিধম্’ বলা হয়েছে। অগ্নিহোত্রের এই প্রথম আখ্যতিকে ‘পূর্বখতি’ বলে। আখতিদানের সময়ে ২৬নং সূত্র অনুযায়ী যজমানকে অনুমন্ত্রণ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ২৫/৬ অংশেও ‘ভূর্ভুবঃ-’ মন্ত্রটি বিহিত হয়েছে। ‘হ্যঙ্গুলং সমিধোহভিজুহুৱাদিত্যুহোতি’— শা. ২/৮/২৩। শা. ২/৯/১ অনুযায়ী আখতিদানের মন্ত্রটিও এইটাই।

পূর্বাম্ আখতিং হৃদ্বা কুশেবৃ সাদরিহ্বা গার্হপত্যম্ অবোকেত পশুন মে স্বহেতি ॥ ১৭॥

অনু.— প্রথম আখতি প্রদান করে কুশে (অগ্নিহোত্রহবনীটি) রেখে ‘পশুন-’ (সু.) এই (মন্ত্রে) গার্হপত্যকে দেখবেন।

ব্যাখ্যা— হাঁটু-পাতা অবস্থাতেই ‘পশুন-’ মন্ত্রে গার্হপত্যের দিকে তাকাতে হয়। ‘পূর্বাম্’ বলার পূর্বখতির পরে করণীয়

কর্ম বেদিতে অগ্নিহোত্রবর্ণী রেখে এবং উত্তরাহতির পরে করণীয় কর্ম এই ব্রুকটি হাতে নিয়েই করতে হয়। 'হুতা' বলায় আহতির পরে করণীয় কাজটি হাটু পেতে রেখেই করতে হবে।

অথোত্তরাং তৃষীং ভূমসীম্ অসংসৃষ্টাং প্রাগ্-উদগ্ উত্তরতো বা ॥ ১৮॥

অনু.— এর পর নিঃশব্দে উত্তর দিকে (পূর্বাহতির সঙ্গে) সংস্পর্শ না ঘটিয়ে ঐ (আহতির অপেক্ষায়) বেশী পরিমাণে পরবর্তী আহতি (প্রদান করবেন)।

ব্যাখ্যা— এই দ্বিতীয় আহতির নাম 'উত্তরাহতি'। উত্তরাহতির আহতিদ্রব্যের পরিমাণ পূর্বাহতির তুলনায় বেশী হবে এবং দেখতে হবে যে, দুই আহতিদ্রব্যের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে সংস্পর্শ যেন না ঘটে অর্থাৎ অগ্নিতে যে দিকে পূর্বাহতি দেবেন সে-দিকে উত্তরাহতি দেবেন না। পূর্বাহতির মতো এই আহতিও হাটু পেতেই দিতে হয়, তবে এই আহতিতে কোন মন্ত্র লাগে না। 'অথ' বলায় দুই আহতিরই সমপ্রধান্য সূচিত হচ্ছে। উত্তর-আহতির আগে আহতিদ্রব্য নষ্ট বা দূষিত হলে তাই আবার এই আহতির জন্য দ্রব্য প্রস্তুত করতে হবে। শা. ২/৯/৪ সূত্রে বিধানও এ-ই, তবে সেখানে দিকের কথা কিছু বলা নেই।

প্রজাপতিং মনসা ধ্যায়াত্ তৃষীংহোমেবু সর্বত্র ॥ ১৯॥

অনু.— সর্বত্র মন্ত্রবিহীন হোমে প্রজাপতিকে মনে মনে ধ্যান করবেন।

ব্যাখ্যা— শুধু অগ্নিহোত্রেই নয়, যেখানেই বিনা মন্ত্রে কোন আহতি দেওয়া হয় সেখানেই প্রজাপতিকে মনে ধ্যান করতে হয়। ধ্যানমাত্রই মানসিক ব্যাপার, মনে মনেই তা করতে হয়, তবুও সূত্রে 'মনসা' বলায় (মানস ব্যাপার বলেই ৫/১৪/২৭ এবং ৫/১৮/৪ সূত্রে 'মনসা' বলা হয়নি) 'প্রজাপতি' শব্দে চতুর্থা বিভক্তি যুক্ত করে শব্দটিকে মনে মনে ধ্যান করবেন এবং শেষে উপাংও হয়ে 'ব্রাহ্ম' শব্দ উচ্চারণ করবেন ('প্রজাপত্যে ব্রাহ্ম')। এই আহতির সময়ে ২৭-২৯ নং সূত্র অনুযায়ী অনুমন্ত্রণ করতে হয়। 'হোমেবু' পদে বহুবচন থাকলেও 'সর্বত্র' বলা হয়েছে এই নিয়মটি গৃহ অনুষ্ঠানেও যে প্রযোজ্য এ-কথা বোঝাবার জন্য।

ভূমিষ্ঠং ব্রুচি শিষ্টা ত্রিঃ অনুশ্রকম্প্যাবমৃজ্য কুশমূলৈবু নিমার্শি পশুভ্যস্ হেতি ॥ ২০॥

অনু.— বহুপরিমাণ (আহতিদ্রব্য ভক্ষণের জন্য) হাতায় অবশিষ্ট রেখে (পাত্রটি আহতিস্থানে) তিনবার কাঁপিয়ে নিয়ে মেজে কুশের গোড়ায় 'পশুভ্য-' (সু.) মন্ত্রে (হাত) ঘষবেন।

ব্যাখ্যা— হবনীকে তিনবার কাঁপিয়ে নিয়ে ঐ পাত্রে যে দুধ লেগে আছে তা উপড় হাতে মেজে 'পশুভ্য' মন্ত্রে দুধ-লেপা হাতটি কুশের গোড়ায় ঘষে নিতে হয়। যজমান এই সময়ে অনুমন্ত্রণ করেন। পূর্বাহতিতে যতটা দ্রব্য আহতি দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে উত্তরাহতিতে বেশী পরিমাণ দ্রব্য আহতি দিতে হবে এবং তার চাইতেও বেশী পরিমাণ হাতায় অবশিষ্ট রাখতে হবে ভক্ষণের জন্য। সূত্রে 'ব্রুচি' না বললেও আপাতদ্রাঘ্য অর্থটি সিদ্ধ হত, কিন্তু অনুকম্পন ও মার্জন ব্রুকেরই হবে এ-কথা বোঝাবার জন্যই পদটির উল্লেখ করা হয়েছে। 'ব্রুচি ভূমিষ্ঠং কুর্বাৎ'— শা. ২/৯/৫।

তেষাং দক্ষিণত উত্তরানা অভুলীঃ কয়োতি প্রাচীনাবীতী তৃষীং ব্রধা পিতৃভ্য ইতি বা ॥ ২১॥

অনু.— প্রাচীনাবীতী হয়ে ঐ (কুশমূলগুলির) ডান দিকে আঙুলগুলি নিঃশব্দে অথবা 'ব্রধা পিতৃভ্যঃ' মন্ত্রে চিৎ করে রাখবেন।

ব্যাখ্যা— প্রয়োগগীতিকার মতে 'তেষাং দক্ষিণতঃ' বলতে কুশের ডান দিকে, কুশের গোড়ার ডান দিকে নয়— 'কুশানাং দক্ষিণতো, ন কুশমূলানাং'। বৃত্তিকর কিন্তু বলেছেন 'তেষাং কুশমূলানাং দক্ষিণতঃ'। সিদ্ধান্তীর মতেও 'তেষাম্' ইতি কুশমূলানাং ইত্যর্থঃ'। অগ্নিহোত্রবর্ণী হাতে ধরে রেখেই এই কাজ করতে হয়। সিদ্ধান্তীর ভাষা থেকে জানা যায় ভিন্ন মতে প্রাচীনাবীতী হয়ে 'ব্রধা পিতৃভ্যঃ' মন্ত্রে আঙুলগুলি চিৎ করে রাখতে হয় এবং তার পরে যজ্ঞোপবীতী হয়ে ঐ হানেই শাস্তির জন্য জল

ঢেলে দিতে হয়। অপর এক মতে আঙ্গুল চিৎ করে রাখার আগেই জল ঢেলে আবার ঐ স্থানেই প্রাচীনবীতী হয়ে 'বখা নিভুডাঃ' মন্ত্রে আঙ্গুলগুলি চিৎ করে রাখতে হবে। এই মতে 'অশোহবিনীয়া' অংশটি যথাস্থানে পঠিত হয়নি, আগে এই সূত্র বা অংশটি পাঠ করে পরে 'তেবাং-' সূত্রটি পাঠ করা উচিত ছিল।

অশোহবিনীয়া ॥ ২২॥

অনু.— জল ঢেলে।

ব্যাখ্যা— হাতে হবনী নিয়ে কুশের গোড়ার ডান দিকে উপুড় হাত দিয়ে জল ঢেলে তার পরে ২৩ নং সূত্র অনুযায়ী কালো কন্দরবেন।

বৃষ্টিরসি বৃশ্চ মে পাম্পানমলু শ্রদ্ধেত্যপ উপস্পৃশ্য ॥ ২৩॥

অনু.— 'বৃষ্টি-' (সু.) এই (মন্ত্রে সেই) জল স্পর্শ করে।

ব্যাখ্যা— হাত থেকে অগ্নিহোত্রহবনী বেদিতে রেখে দিয়ে উদ্ধৃত মন্ত্রে জল স্পর্শ করতে হয়। প্রসঙ্গত ২/৪/৫ সু. দ্র.।

আহিত্যগ্নি অনুমন্ত্রয়েত ॥ ২৪॥

অনু.— অগ্নিহোত্মনকারী (যজমান) অনুমন্ত্রণ করবেন।

ব্যাখ্যা— এটি একটি অধিকার-সূত্র। এর পর আহিত্যগ্নিকে অগ্নিহোত্রে কোন কর্মে কি অনুমন্ত্রণ করতে হয় তা বলা হয়।

আধানম্ উক্তা তেন ঋষিণা তেন ব্রহ্মণা তয়া দেবতরালিরবদ্ ধ্রুবাসীদেতি সমিধম্ ॥ ২৫॥

অনু.— সমিধ-স্থাপনের মন্ত্র বলে 'তেন-' (সু.) এই মন্ত্রে সমিধকে (অনুমন্ত্রণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— আধান = স্থাপন, স্থাপনের মন্ত্র। আহবনীর অগ্নিতে যখন সমিধ স্থাপন করা হয় তখন 'রত্নতাং-' (১৫ নং সু.) এবং 'তেন-' মন্ত্রে তার অনুমন্ত্রণ করবেন। আগের সূত্রে 'অনুমন্ত্রয়েত' বলে পরে এখানে 'আধানম্ উক্তা' বলায় বুঝতে হবে সমিধ-স্থাপনের মন্ত্রটিও এই স্থলে অনুমন্ত্রণের মন্ত্রই। কেবল এই 'তেন-' মন্ত্রটিই যদি অনুমন্ত্রণের মন্ত্র হত তাহলে আগের সূত্রে 'অনুমন্ত্রয়েত' না বলে এখানেই 'আধানম্ উক্তা..... সমিধম্ অনুমন্ত্রয়েত' বলা হত।

তা অস্য সূদদোহস ইতি পূর্বাম্ আত্মতিম্ ॥ ২৬॥

অনু.— 'তা-' (৮/৬৯/৩) এই (মন্ত্রে) পূর্বাতিতিকে (অনুমন্ত্রণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— পূর্বাতিতির জন্য ১৬নং সু. দ্র.। সিদ্ধান্তীয় মতে সূত্রে 'আত্মতিম্' বলালেই চলত, কিন্তু 'পূর্বাম্' বলায় পূর্বাতিতিবেই অনুমন্ত্রণ করতে হয়, পরবর্তী সূত্রে নির্দিষ্ট উত্তরাতিতিকে নয়।

উপোত্থারোত্তরাং কাঙ্কতেকমাশো কুর্ক্বাঃ স্বঃ সূদজাঃ প্রজাতিঃ স্য্যং সুবীরো বীরোঃ সুপোষঃ পোষোঃ ॥ ২৭॥

অনু.— কাছে দাঁড়িয়ে উত্তরাতিতির দিকে কটাক্ষপাত করে তাকাতে তাকাতে 'তু-' (সু.) এই (মন্ত্রে ঐ আত্মতির) অনুমন্ত্রণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— উপোত্থার = উপ + উত্থার = সমর ও হানের দিক্ বৈকুণ্ঠ কাছে উঠে দাঁড়িয়ে। কাঙ্কতে = কটাক্ষপাত কামনা করবেন, আত্মচোখে তাকাবেন। যে সমরে যে দিকে উত্তরাতিতি দেওয়া হয় (১৮নং সু. দ্র.) সেই সমরে এবং সেই

দিকে কাছে দড়িয়ে বক্রদৃষ্টিতে উত্তরাহৃতিকে দেখতে দেখতে ‘হু-’ মন্ত্রে ঐ আহুতির অনুমত্ৰণ করবেন। বৃত্তিকার বলেছেন, এই সূত্রের কেউ কেউ এ-রকম অর্থ করেন— উত্তরাহুতির দিকে ডাকিয়ে অনুমত্ৰণ করবেন এবং মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি কামনা করবেন। সিদ্ধান্তী ‘কান্তেকশ’ পাঠই ঠিক বলে মনে করেন। তাঁর মতে অগ্নির দিকেই বক্রদৃষ্টিতে ডাকাতে হয় এবং ‘উপতিষ্ঠতে’ পদটি সূত্রের শেষে উহ্য আছে ধরে ‘ভূর্ভুবাঃ-’ মন্ত্রে অগ্নিকে অনুমত্ৰণ নয়, উপহ্বানই করতে হয়।

আগ্নেয়ীভিশ্ চ ॥ ২৮॥

অনু.— অগ্নিসেবতার মন্ত্রগুলি দ্বারাও (অনুমত্ৰণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— পূর্বসূত্রে নির্দিষ্ট ‘হু-’ (২৭ নং সূত্র) মন্ত্র ছাড়াও কমপক্ষে অগ্নিসেবতার যে-কোন তিনটি মন্ত্র দ্বারা উত্তরাহুতির অনুমত্ৰণ করতে হবে। সিদ্ধান্তীর মতে অগ্নির উপহ্বান করতে হয়।

অগ্ন আয়ুর্ষি পবস ইতি তিসৃষ্টিঃ ॥ ২৯॥

অনু.— ‘অগ্ন-’ (৯/৬৬/১৯-২১) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র দ্বারাও অনুমত্ৰণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ‘অগ্ন-’ ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রেও উত্তরাহুতির অনুমত্ৰণ করতে হবে। এই সূত্রের অর্থ পরবর্তী সূত্রের সঙ্গে যুক্ত। সিদ্ধান্তীর ভাষা অনুযায়ী অনুমত্ৰণ নয়, অগ্নির উপহ্বান করতে হয়। তিনি আরও মনে করেন যে, পূর্বোক্ত ‘আগ্নেয়ীভিশ্ চ’ সূত্রটি এই সূত্রের সঙ্গেই যুক্ত। সূত্রের অর্থ তাই প্রত্যেক বর্ষপূর্তির পরে ‘অগ্ন-’ ইত্যাদি অগ্নিসেবতার তিনটি মন্ত্র দিয়ে অগ্নির উপহ্বান করতে হয়। ‘আগ্নেয়ীভিশ্ চ’ পৃথক্ সূত্র হলে কতগুলি মন্ত্র পাঠ করতে হবে তা ঐ সূত্রে বলা না থাকায় চতুঃষষ্ঠীতে (= চৌষষ্টি অধ্যায়ের ঋক্সংহিতার) অগ্নি সেবতার যত মন্ত্র আছে ততগুলি মন্ত্র পাঠ করতে হত, কিন্তু তা কার্যত অসম্ভব। এই বিকল্প অর্থ তাই দোষদূষ্ট বলে গ্রহণীয় নয়।

চতুর্ধ কণিকা (২/৪)

[অগ্নিহোত্র — স্বয়ংহোম, আহুতির অবশিষ্ট অংশের ভক্ষণ, গার্হপত্যে সমিৎ-স্থাপন, আহুতির প্রদান, দক্ষিণাগ্নিতে সমিৎ-স্থাপন ও আহুতিদান, অবশিষ্টভক্ষণ, সমিৎ-স্থাপন, পরিসমূহন, পর্যুক্ষণ, প্রাতঃকালীন অগ্নিহোত্রে বৈশিষ্ট্য]

সবেত্সরে সবেত্সরে ॥ ১॥

অনু.— বছরে বছরে।

ব্যাখ্যা— প্রত্যেক বৎসর পূর্ণ হলে পূর্বোক্ত ‘অগ্ন-’ ইত্যাদি তিনটি অতিরিক্ত মন্ত্র দ্বারাও উত্তরাহুতির অনুমত্ৰণ করতে হয়। সিদ্ধান্তীর মতে উপহ্বান করতে হয়।

যবাধা পরমা বা স্বরং পবনি জুহুয়াচ্ ॥ ২॥

অনু.— পবনিমে (যজমান) নিজে যবাণু অথবা দুধ দিয়ে আহুতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— যবাণু = এই বস্তুটি যে ঠিক কি তা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে— ‘যবাণুঃ যজ্ঞশেৎভসি,’ তত্বসৈঃ শিবিলপকা যবাণুঃ ইতি ককঃ। যবাণুর্বিপল্লব ইত্যগরে। যবাপ্প্রসন্নতুল্যপূর্ণমিমাংস প্রধরণম্ অগ্নম্ ইতি ‘স্মৃতিচক্রিকবলঃ’। যজমান নিজে আহুতি দেন বলে এই আহুতিকে ‘যবংহোম’ বলা হয়। এই যবংহোমে প্রথমে ‘তেন-’ মন্ত্রে সমিধের অনুমত্ৰণ, পরে ‘বিনুৎ-’ মন্ত্রে পূর্বাহুতির এবং ‘পশু-’ মন্ত্রে উত্তরাহুতির অনুমত্ৰণ করতে হয়। অন্যান্য অংশ কিন্তু একই।

ঋত্বিজাম্ এক ইতরং কালম্ ॥ ৩।।

অনু.— অন্য সময়ে ঋত্বিক্দের (কোন) একজন (আহুতি দেবেন)।

ব্যাখ্যা— পূর্ণিমা এবং অমাবস্যা ছাড়া অন্য সময়ে ঋত্বিক্দের মধ্যে কোন একজন যজ্ঞমানের হয়ে অগ্নিহোত্র করবেন।

অস্ত্রবাসী বা ॥ ৪।।

অনু.— অথবা শিষ্য (আহুতি দেবেন)।

ব্যাখ্যা— অস্ত্রবাসী = নিকটে বাসকারী পুত্র অথবা শিষ্য। বৃত্তিকারের মতে ঋত্বিক্ তিন শ্রেণীর— দেবভূত, পিতৃভূত এবং মনুষ্যভূত। যাঁদের প্রত্যেক কর্ম উপলক্ষে পৃথক্ বরণ করা হয় তাঁরা ‘দেবভূত’। যাঁরা যজ্ঞমানের বংশে কুলপরম্পরায় নিযুক্ত রয়েছেন তাঁরা ‘পিতৃভূত’। যাকে কোন এক ব্যক্তির যাবতীয় অনুষ্ঠানের জন্য বরণ করা হয়েছে তিনি ‘মনুষ্যভূত’। পূর্ণিমা এবং অমাবস্যা ছাড়া অন্য সময়ে পিতৃভূত অথবা মনুষ্যভূত ঋত্বিকেরা এবং যাঁদের দেবভূত ঋত্বিক্ আছেন তাঁদের ক্ষেত্রে পুত্র অথবা শিষ্যই যজ্ঞমানের প্রতিনিধি হয়ে অগ্নিহোত্রে আহুতি দেন।

স্পৃষ্টোদকম্ উদন্তং আবৃত্য ভক্ষয়েত্ ॥ ৫।।

অনু.— জল স্পর্শ করে উত্তর দিকে ঘুরে (আহুতির অবশেষ) ভষণ করবেন।

ব্যাখ্যা— অগ্নিহোত্রে আহুতির পরে যে অংশ অবশিষ্ট থাকে তা আগে অগ্নিহোত্রহবীটি ২/৩/২৩ সূত্রানুসারে বেদিতে রেখে জল স্পর্শ করে তার পরে ভক্ষণ করতে হয়। ২/৩/২৩ সূত্রে জল স্পর্শ করার কথা বলা থাকলেও এই সূত্রে ‘স্পৃষ্টোদকম্’ বলার তাৎপর্য এই যে, যিনি আহুতি দেন তিনিই অর্থাৎ যজ্ঞমান অথবা তাঁর পুত্র অথবা শিষ্য এই কাজটি করবেন।

অপরয়োন্ বা জ্বা ॥ ৬।।

অনু.— অথবা অপর দুটি (অগ্নি)-তে আহুতি দিয়ে (তবে তা ভক্ষণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এখনই আহবনীয়ে প্রদত্ত অগ্নিহোত্রের অবশিষ্ট আহুতিস্রব্য ৫নং সূত্রানুসারে ভক্ষণ না করে ১২নং সূত্রানুযায়ী অপর দুই অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার পরে ভক্ষণ করা যেতে পারে।

আম্ববে বা প্রাণ্যামীতি প্রথমম্। জমাদ্যার ত্বেত্যুত্তরম্ ॥ ৭।।

অনু.— (আহবনীয়ে প্রদত্ত) প্রথম (আহুতির অবশিষ্ট অন্ন) ‘আম্ববে-’ (স্.) এই (মন্ত্রে এবং) দ্বিতীয় আহুতির (অবশিষ্ট অন্ন ‘অমা-’ (স্.) এই মন্ত্রে ভক্ষণ করবেন।

ব্যাখ্যা— দ্বিতীয় মন্ত্রেও ‘প্রাণ্যামি’ পদটি পাঠ করতে হবে।

ত্বকীং সমিধম্ আখারায়রে গৃহপতরে বাহেতি গার্হপত্যে ॥ ৮।।

অনু.— গার্হপত্যে নিঃশব্দে সমিধ্ রেখে ‘অগ্নয়ে-’ (স্.) এই (মন্ত্রে আহুতি দেবেন)।

ব্যাখ্যা— আহবনীয়ের মতো গার্হপত্যেও আহুতিদানের আগে সমিধ্ স্থাপন করা হয়, তবে এ-ক্ষেত্রে কিনা মন্ত্রে তা করতে হবে। মন্ত্রের উল্লেখ না থাকায় ‘ত্বকীং’ না বললেও চলত, তবুও তা বলার কুন্তে হবে ২/৩/১৫, ১৬ সূত্রে যা যা বলা হয়েছে সেই ষট্-পাতা ও সমিধ্ প্রস্থাপিত হওয়ার পরে মূল থেকে দুই আঙুল দূরে আহুতিনিষ্কাশন তা এখানেও করতে হয়। শুধু সেক্ষেত্রে মন্ত্র পাঠ করে, আর এখানে কিনা মন্ত্রে কুন্তে সমিধ্ স্থাপন করা হচ্ছে এইটুকুই বা পার্বক। শা. ২/১০/১ অনুযায়ী মোট চারটি আহুতি; প্রথম তিনটিতে মন্ত্র হল সূত্রপঠিত ‘ইং গৃহীতং, ‘অগ্নয়ে গৃহপতরে বাহ’, ‘অগ্নয়ে বাহ’ এবং চতুর্থবারে আহুতি দেওয়া হয় কিনা মন্ত্রেই।

নিত্যোক্তরা ॥ ৯৥

অনু.— পরবর্তী (আহতিটি) আগে বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— নিত্য = পূর্বনির্দিষ্ট। গার্হপত্যে দ্বিতীয়বার যে আহতি দেওয়া হবে তা আহবনীয়ে প্রস্তুত উত্তরাহতির মতোই।

তুযীং সমিধম্ আধারায়ণে সংবেশপত্রে স্বাহেতি দক্ষিণে অগ্নয়েৎসাদারামপত্রে স্বাহেতি বা ॥ ১০॥

অনু.— দক্ষিণ (অগ্নিতে) বিনামন্ত্রে সমিৎ রেখে ‘অগ্নয়ে সংবে-’ (সূ.) অথবা ‘অগ্নয়েৎসা-’ (সূ.) এই (মন্ত্রে) আহতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— শা. ২/১০/২ অনুসারে মোট চারটি আহতি। আহতির মন্ত্রগুলি যথাক্রমে সূত্রপঠিত ‘তত্-’, ‘ভর্গে-’, ‘ধিয়ো-’, ‘অগ্নয়েৎসাদারামপত্রে স্বাহ’।

নিত্যোক্তরা ॥ ১১॥

অনু.— পরবর্তী আহতি (হবে) আগের মতো।

ব্যাখ্যা— দক্ষিণামিতে দ্বিতীয়বার যে হোম হয় তা আহবনীয়ে প্রস্তুত উত্তরাহতিরই মতো। তাহলে দেখা বাচ্ছে যে, তিন কুণ্ডে আহতিদানের রীতি প্রায় একই, তবে গার্হপত্যে ও দক্ষিণামিতে আহতিদানের রীতি আরও বেশী অভিন্ন।

ভক্ষয়িত্বাত্যাম্ অগ্নিঃ সূচা নিনয়তে ত্রিঃ সর্পসেবজনেভ্যঃ স্বাহেতি ॥ ১২॥

অনু.— (আহতির অবশিষ্ট অংশ) ভক্ষণ করে নিজের অভিমুখে হাতা দিয়ে ‘সর্প—’ (সূ.) এই (মন্ত্রে) তিনবার জল ঢালবেন।

ব্যাখ্যা— যেহেতু এটি সংস্কারকর্ম নয়, তাই এখানে তিনবারই মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে। প্রসঙ্গত ২/৩/৭ এবং ১/৩/৩৪ সূ. হ.। জল ঢালতে হবে অগ্নিহোত্রহবী নামে হাতা দিয়ে।

অধৈনাং কুপৈঃ প্রকাল্য চতস্রঃ পূর্ণাঃ প্রাগ্-ঊদীচ্যোন্ নিনয়েদ্ স্বতুভ্যঃ স্বাহা দিগ্ভ্যঃ স্বাহা সপ্তঋষিভ্যঃ স্বাহেত্তরজনেভ্যঃ স্বাহেতি ॥ ১৩॥

অনু.— এর পর এই (ব্রুক্কে) কুশ দিয়ে ধুয়ে চার (জল-) পূর্ণ হাতা ‘স্বতুভ্যঃ-’ (সূ.) মন্ত্রে আহবনীয়ের উত্তর-পূর্ব দিকে ঢেলে দেবেন।

ব্যাখ্যা— অগ্নিহোত্রহবীতে ভর্তি করে জল নিয়ে সেই জল ঢালতে হয়। প্রত্যেক বারেরই হাতা পূর্ণ করে জল নিতে হয়। প্রথম দু-বার জল নিয়ে পূর্ব দিকে এবং পরের দু-বার জল নিয়ে উত্তর দিকে ঢালতে হয়। সূত্রে মন্ত্র আছে মোট চারটি। প্রত্যেকবার ‘স্বাহ’ শব্দে শেষ একটি করে সূত্রনির্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করতে হবে।

পঞ্চমীং কুশসেপে পৃথিব্যামমৃতং জুহোমায়গ্নে কৈশানরায় স্বাহেতি ॥ ১৪॥

অনু.— পঞ্চম (ব্রুক্কে) ‘পৃথিব্যাম-’ (সূ.) মন্ত্রে কুশের জারগার (ঢালবেন)।

ব্যাখ্যা— পঞ্চম বার হবনীতে জল নিয়ে সেই জল যেখানে কুশ রাখা হয়েছে সেখানে ঢেলে নিতে হয়।

ষষ্ঠীং পশ্চাদ্ গার্হপত্যস্য প্রাশমমৃতং জুহোমায়গ্নে প্রাশে জুহোমি স্বাহেতি ॥ ১৫॥ [১৪]

অনু.— ষষ্ঠ (ব্রুক্কে) ‘প্রাশম-’ (সূ.) এই (মন্ত্রে) গার্হপত্যের পিছনে (ঢালবেন)।

ব্যাখ্যা— ষষ্ঠ করে হবনীতে জল নিয়ে সেই জল গার্হপত্যের পিছনে ঢালবেন।

প্রতাপ্যাস্ত্রবেদি নিদধ্যাত্ ॥ ১৬॥ [১৫]

অনু.— ঝুকে (আহবনীয়ে) উত্তপ্ত করে বেদির মধ্যে রেখে দেবেন।

ব্যাখ্যা— ৫নং সূত্রানুযায়ী অন্য দুই অগ্নিতে আছতিদানের আগে আহবনীয়ের হোমাবশেষ ভক্ষণ করলে এই পর্যন্ত সব-কিছু করে তার পরে ঐ দুই অগ্নিতে আছতি দিতে হয়।

পরিকর্মিণে বা প্রযচ্ছত্ ॥ ১৭॥ [১৬]

অনু.— অথবা (কোন) পরিচারককে (তা) দিয়ে দেবেন।

অগ্নোহাবনীয়ং পরীত্য সমিধ আদধ্যাত্ তিস্বস্ তিস্ব উদঙ্ঘমুখস্ তিষ্ঠন্ ॥ ১৮॥ [১৭]

অনু.— আহবনীয়ের সামনে দিয়ে গিয়ে উত্তরমুখী (হয়ে) দাঁড়িয়ে (প্রত্যেক কুণ্ডে) তিনটি তিনটি করে সমিধ স্থাপন করবেন।

ব্যাখ্যা— আহবনীয়ের পূর্ব দিক দিয়ে যজ্ঞভূমির দক্ষিণে গিয়ে সেই সেই অগ্নির ডান দিকে উত্তরমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তিনটি তিনটি সমিধ অগ্নিতে স্থাপন করতে হয়। সমিধস্থাপনের মন্ত্র ২০নং সূত্রে বলা হবে। সমিধস্থাপনের পরে আবার ফিরে এসে পর্যুক্ষণ (২/২/১১) প্রভৃতি করতে হয়।

প্রথমাং সমজ্জাম্ ॥ ১৯॥ [১৮]

অনু.— প্রথম (সমিধ)কে মন্ত্রসমেত (স্থাপন করবেন)।

ব্যাখ্যা— তিনটি সমিধের মধ্যে প্রথম সমিধটির স্থাপনের ক্ষেত্রেই মন্ত্র পাঠ করতে হয়, অন্য দু-বার কোন মন্ত্র লাগে না। ১/৩/৩৪ সূত্রটি প্রধানকর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলে এখানে তিনবারই মন্ত্র পাঠ করার কথা, কিন্তু আলোচ্য সূত্রের নির্দেশ অনুযায়ী শুধু প্রথমবারই মন্ত্রপাঠ করতে হবে। কোন্ কুণ্ডে কোন্ মন্ত্রে সমিধ স্থাপন করতে হবে তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে।

আহবনীয়ে দীদিহীতি গার্হপত্যে দীদায়েতি দক্ষিণে দীদিদায়েতি ॥ ২০॥ [১৯]

অনু.— আহবনীয়ে 'দীদিহি', গার্হপত্যে 'দীদায়', দক্ষিণ (অগ্নিতে) 'দীদিদায়' (মন্ত্রে প্রথম সমিধটি স্থাপন করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে 'স্বাহ' শব্দ উচ্চারণ করতে হবে।

উত্তং পর্যুক্ষণম্ ॥ ২১॥ [২০]

অনু.— উত্ত পর্যুক্ষণ (এখানেও করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— যে পর্যুক্ষণের কথা ২/২/১১ সূত্রে বলা হয়েছে তা এখানেও সমিধস্থাপনের পরে আবার করতে হবে।

ভাত্য্যং পরিসমূহনে ॥ ২২॥ [২১]

অনু.— ঐ দুই পর্যুক্ষণ দ্বারা দুই পরিসমূহন (বলা হয়ে গেছে)।

ব্যাখ্যা— আগের সূত্রে এবং ২/২/১১-১৩ সূত্রে যে পর্যুক্ষণের কথা বলা হয়েছে সেই দুই পর্যুক্ষণ দ্বারা দুই পরিসমূহনের কথাও বলা হয়ে গেল। দুই পর্যুক্ষণেরই আগে পরিসমূহন করতে হয় এবং ঐ পরিসমূহন করতে হয় পর্যুক্ষণেরই মতো। আগের পরে পর্যুক্ষণের বিধান থাকায় এবং মন্ত্রে 'পর্যুক্ষণি' পদটি থাকায় (২/২/১১ সূ. প্র.) পর্যুক্ষণের 'কত-' মন্ত্রটি অবশ্য

পরিসমূহনে জপ করতে হয় না। তা ছাড়া পরিসমূহনে কুণ্ডের মুখে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে প্রদক্ষিণক্রমে জল হাত বুলিয়ে নিতে হয়, কিন্তু পর্য্যক্ষণে তা করতে হয় না, কেবল জল ছিটিয়ে দিতে হয়।

পূর্বে তু পর্য্যক্ষণাত্ ॥ ২৩॥ [২২]

অনু.— পরিসমূহন কিন্তু পর্য্যক্ষণের আগে (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— (দুই) পরিসমূহন পর্য্যক্ষণের মতো হলেও আগে পরিসমূহন করে পরে পর্য্যক্ষণ করতে হয়।

এবং প্রাতঃ ॥ ২৪॥ [২৩]

অনু.— এই রকম সকালে (-ও হবে)।

ব্যাখ্যা— এতক্ষণ সাক্ষ্য অগ্নিহোত্রের কথা বলা হল। সকালের অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানও হবে এই রকমই, তবে সেখানে যেটুকু পার্থক্য আছে তা পরবর্তী দুটি সূত্রে বলা হচ্ছে।

উপোদয়ং ব্যুষিত উদিত ॥ ২৫॥ [২৪]

অনু.— সূর্য-উদয়ের নিকটবর্তী সময়ে, উষার আবির্ভাবে অথবা সূর্যের উদয়ে (প্রাতঃকালীন অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান হয়)।

ব্যাখ্যা— উপোদয়ম্ = উপ-উদয়ম্ = সূর্যোদয়ের কাছাকাছি সময়। ব্যুষিত = বি + বৃষ্ = ত্ত = উষার আবির্ভাব। উদিত = সূর্যের সমগ্র মণ্ডলটি দৃষ্টিগোচর হওয়া। কাত্যায়নের মতে প্রাতঃকালীন অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান সূর্যোদয়ের আগেই হয়— ‘প্রাতর্ জুহোত্যানুদিত’— কা. শ্রৌ. ৪/১৫/১। সিদ্ধান্তীর মতে কালের ক্রম অনুযায়ী ‘উপোদয়ং’ পদটি মাঝখানে থাকা উচিত ছিল, কিন্তু সূর্যোদয়ের নিকটবর্তী সময়টিই সূত্রকারের বিশেষ অতীষ্ট বলে তার কথা সূত্রে আগে বলা হয়েছে। ঐ. ব্রা. ২৫/৪, ৬ অংশে কিন্তু সূর্যোদয়ের পরে প্রাতঃকালীন অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করতে বলা হয়েছে। দ্র. যে, শা. ২/৭/৩, ৪ এবং আমাদের এই সূত্রটি আক্ষরিকভাবে অভিন্ন।

সত্যংকতাভ্যাং হেতি পর্য্যক্ষণম্ ওম্ উননেব্যামীত্যতিসর্জনং হরিশীং স্বা সূর্যজ্যোতিষমহরিষ্টকামুপদখে
স্বাহেতি সমিদ্-আধানং তুর্ভুবঃ স্বরোং সূর্যো জ্যোতিজ্যোতিঃ সূর্যঃ স্বাহেতি
হোম উন্মার্জনং চ ॥ ২৬॥ [২৫]

অনু.— (প্রাতঃকালে) ‘সত্য-’ (সু.) এই (মন্ত্রে) পর্য্যক্ষণ। ‘ওম্ উয়ে-’ (সু.) এই (মন্ত্রে) অনুমতি, ‘হরিশীং-’ (সু.) এই (মন্ত্রে) সমিৎ-স্থাপন, ‘তু-’ (সু.) এই (মন্ত্রে) প্রথম) হোম ও উন্মার্জন (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— সাক্ষ্য অগ্নিহোত্রের অপেক্ষার প্রাতঃকালীন অগ্নিহোত্রে পর্য্যক্ষণ, অতিসর্জন অর্থাৎ অনুমতিদান, সমিৎ-স্থাপন, প্রথম হোম (পূর্বাহতি) ও উন্মার্জনের মন্ত্রেই বা পার্থক্য, তা-ছাড়া অন্য সব কর্ম একই। প্রসঙ্গত ২/২/১১; ২/৩/১০, ১৫, ১৬, ২০ সু. ব্রা. সাক্ষ্য উপুড় হাতে বৃক্কের লেপ মুখে নিতে হয়, কিন্তু প্রাতঃকালে তিৎ-করা হাতে বৃক্কের মুখের পিছন থেকে সামনে পর্বন্ত মুখে নিতে হয়। উদ্রেক্য বে, এই অগ্নিহোত্র আনুষ্ঠান কর্তব্য— ‘এতদ্ বৈ জরামবং সত্রং বদ্ অগ্নিহোত্রং জরমা বা হোবান্নান্ মুচ্যতে মুচ্যানা বা’ (শ. ব্রা. ১২/৪/১/১)। ঐ. ব্রা. ২৫/৬ অংশেও ‘তুর্ভুবঃ-’ মন্ত্রটি বিহিত হয়েছে। শা. ২/৯/২ সূত্র অনুসারেও পূর্বাহতির মন্ত্র ‘সূর্যো-’।

পঞ্চম কণ্ডিকা (২/৫)

[প্রবাসগামীর কর্তব্য]

প্রবৃত্তস্যম্ অগ্নীন্ প্রজ্জল্যাচম্যাতিক্রম্যোপতিষ্ঠতে ॥ ১ ॥

অনু.—প্রবাসগামী (যজমান তাঁর) অগ্নিগুলিকে প্রজ্জলিত করে, আচমন করে (ও) অতিক্রমণ করে উপস্থান করবেন।

ব্যাখ্যা—প্রবাস = অন্য গ্রামে গিয়ে অদ্ভুত একরাত্রি বাস করা। অতিক্রম = যে স্থান থেকে কুণ্ডস্থ অগ্নি দেখা যায় না সেই স্থান অতিক্রম করে উপস্থান বা প্রণতি নিবেদন করার উপযুক্ত স্থানের কাছে আসা। উপস্থান = প্রণাম নিবেদন করা। প্রবাসে যাওয়ার আগে যজমান তিন (বস্তুত দুই) অগ্নিকেই বিহরণ করেন অর্থাৎ নিজে নিজ কুণ্ড নিয়ে যান এবং তার পরে সেগুলিকে প্রজ্জলিত করেন। প্রজ্জলিত করার পরে আচমন করে অতিক্রম করেন অর্থাৎ তীর্থ পথ দিয়ে প্রবেশ করে প্রথমে আহবনীরের খুব কাছে আসেন। তার পর এই অগ্নির উপস্থান করে বেলির উত্তর দিক দিয়ে গার্হপত্যের উত্তর-পশ্চিম দিকে এসে খুব কাছে দাঁড়িয়ে গার্হপত্য অগ্নির উপস্থান করেন। ঐভাবেই দাঁড়িয়ে (‘তদ্বৎ হিষ্টা’—বৃত্তি) দক্ষিণাগ্নিরও উপস্থান করতে হয় — ২-৩ নং সূ. দ্র।

আহবনীরং শস্য পশুয়ে পাহীতি। গার্হপত্যং নৰ্ব প্রজ্জাং মে পাহীতি। দক্ষিণমথর্ব পিতুং মে পাহীতি ॥ ২ ॥

অনু.—আহবনীরকে ‘শস্য-’ (সূ.), গার্হপত্যকে ‘নৰ্ব-’ (সূ.), দক্ষিণ অগ্নিকে ‘অথর্ব-’ (সূ.) এই (মন্ত্রে উপস্থান করবেন)।

ব্যাখ্যা—শা. ২/১৪/২-৪ সূত্র অনুযায়ী এই তিন মন্ত্রে দৃষ্টিপাত করতে হয় এবং মন্ত্রগুলি সেখানে সামান্য দীর্ঘ।

গার্হপত্যাহবনীয়াব্ ঈক্ষেতেমান্ মে মিত্রাবরুদৌ গৃহান্ গোপায়তং যুবম্। অবিনষ্টানবিহতান্
পূর্বোনানভিরক্ষত্বা কং পুনরায়নান্ ইতি ॥ ৩ ॥ [২]

অনু.—গার্হপত্য ও আহবনীরকে ‘ইমান্-’ (সূ.) মন্ত্রে দেখবেন।

ব্যাখ্যা—দক্ষিণ অগ্নির উপস্থানের পরে যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানেই দাঁড়িয়ে যুগপৎ গার্হপত্য ও আহবনীর অগ্নির দিকে ‘ইমান্-’ মন্ত্রে দৃষ্টিপাত করেন। য. যে, এই মন্ত্রটিকে আবার আমরা সামান্য পরিবর্তিত আকারে ১৪নং সূত্রে দেখতে পাব।

যথেষ্টং প্রত্যত্য প্রদক্ষিণং পর্বমাহবনীরম্ উপতিষ্ঠতে। মম নাম প্রথমং জাতবেদঃ পিতা মাতা চ
দধতুর্দদ্যে। তত্ ত্বং বিবৃহি পুনরামমৈকোক্তবাহং নাম বিভরাশ্যগ্ন ইতি ॥ ৪ ॥ [৩]

অনু.—যেমনভাবে যাওয়া হয়েছে (তেমনভাবে) ফিরে এসে প্রদক্ষিণভাবে পরিক্রম করে ‘মম-’ (সূ.) এই (মন্ত্রে) আহবনীরকে উপস্থান করবেন।

ব্যাখ্যা—যথেষ্টম্ = যথা ইতম্—যেমনভাবে গেছেন। আহবনীরের উপস্থানের পরে বেলির উত্তর দিক দিয়ে এসে গার্হপত্যের উত্তর-পশ্চিম দিকে দাঁড়িয়েছিলেন। এখন সেই পথ ধরেই অর্থাৎ গার্হপত্যের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বেলির উত্তর দিক দিয়েই আহবনীরের কাছে এসে প্রস্থানের জন্য প্রদক্ষিণ ক্রমে ঘুরতে ঘুরতে আহবনীরের উপস্থান করবেন।

প্ররজেন্ অনপে(বে) কমানো মা প্র গারোজি-হুর্জং অপন্ ॥ ৫ ॥ [৪]

অনু.—(পিছনে ফিরে অগ্নিগুলির দিকে) না তাকাতে তাকাতে ‘মা-’ (১০/৫৭) এই সূক্ত জপ করতে করতে চলতে যাবেন।

ব্যাখ্যা— ‘সূক্তম্’ পদটি থাকায় প্রথম ও শেষ মন্ত্রকে সামিবেদীর মতো তিনবার আবৃত্তি করতে হবে না। শিক্কাভীর মতে ‘সূক্তম্’ বলা হয়েছে সূক্তটিকে একবার মাত্র পাঠ করার জন্য, যেতে যেতে বারে বারে সূক্তটি পড়তে হবে না।

আরাদ্ অগ্নিত্যো বাচং বিসৃজ্যেত ॥ ৬।। [৫]

অনু.— অগ্নিগুলি থেকে অদূরে (চলে গিয়ে) বাক্-সংযম ত্যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— যতদূর চলে গেলে নিজের অগ্নিগৃহের ছাদ আর দেখা যায় না ততদূরে গিয়ে বাক্-সংযম ত্যাগ করবেন। এখানে বাক্-সংযম ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়ায় বুঝতে হবে যে, এতদূর তিনি বাক্-সংযম অবলম্বন করেই ছিলেন। শিক্কাভীর মতে এখানে ‘আরাদ্’ মানে দূরে। প্রসঙ্গত ১৮নং সূত্রের ব্যাখ্যার শেবাংশ এবং শা. ২/১৪/৫ স্ব।

সদা সূক্তা পিতৃমী অস্ত পত্না ইতি পত্নানম্ অবরুহ্য ॥ ৭।। [৬]

অনু.— (গন্তব্য স্থানে যাওয়ার) রাস্তার নেমে ‘সদা-’ (৩/৫৪/২১) এই (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

অনুপস্থিতাগ্নিঞ্চ চেক্ প্রধাসম্ আপস্যেত। ইহৈব সন্ তত্র সত্ত্বং দ্বায়ে হৃদা বাচা মনসা বা বিভর্মি। তিরো মা সত্ত্বং মা প্রহাসীর্জ্যোতিষা দ্বা কৈবল্যেন্নেপোতিষ্ঠ (-ত) ইতি প্রতিদিশম্ অগ্নীন উপহার ॥ ৮।। [৭]

অনু.— যদি অগ্নিকে (পূর্বোক্ত) প্রণতি না জানিয়ে প্রবাসে যান (তাহলে) ‘ইহৈব-’ (সূ.) এই (মন্ত্রে) প্রতিদিকে অগ্নিগুলিকে উপহান করে (প্রবাসে যাবেন)।

ব্যাখ্যা— যদি কোন আকস্মিক কারণে সত্ত্ব প্রবাসে যেতে হয় (‘আপস্যেত’) এবং পূর্ব-নির্দিষ্ট উপহান করার সময় হাতে না থাকে, তাহলে পথে দাঁড়িয়েই অগ্ন্যাধেরের সময়ে যে ক্রমে তিন অগ্নিকে নিজ নিজ কুণ্ডে স্থাপন করা হয়েছিল সেই ক্রমেই অগ্নিগুলিকে মনে মনে ধ্যান করে যে যে দিকে সেই সেই অগ্নি অবস্থিত সেই সেই দিকে মুখ করে ‘ইহৈব-’ মন্ত্রে উপহান করে গন্তব্যস্থানের উদ্দেশ্য ব্যাঙ্গ করবেন। যাওয়ার সময়ে ‘মা-’ (৫নং সূত্র) সূক্ত জপ এবং ‘সদা-’ (৭নং) মন্ত্র পাঠ করতে হবে, কিন্তু ৬নং সূত্রের কাজটি করতে হবে না।

অগ্নি পত্নানগ্নয়ীতি প্রত্যেত্য ॥ ৯।। [৮]

অনু.— (প্রবাস থেকে নিজ গ্রামে) বিরে এসে ‘অগ্নি-’ (৬/৫১/১৬) এই (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— গ্রামের কাছাকাছি এসে এই মন্ত্র পাঠ করতে হয়।

সমিৎপাপির্ বাপৃষতোঃপ্লীঞ্ জুলভঃ প্রন্থ্যতিপ্রন্থ্যাহবনীরম্ ইকেষত। কিবদানীমাতরয়োঃনাকুরেণ মনসা।

অয়ে মা তে প্রতিবেশা রিবাং। নমস্তে অস্ত মীতহুবে নমস্ত উপসবনে।

অয়ে তত্ত্বং তত্র সং মা কৃষ্য সৃজেতি ॥ ১০।। [৯]

অনু.— হাতে সমিৎ (নিরে) বাক্-সংযত (হরে) অগ্নিগুলি প্রস্থলিত হয়েছে তলে কাছে এসে ‘বিব্-’ (সূ.), ‘নমস্তে-’ (সূ.) এই (দুই মন্ত্রে) আহবনীরকে দেখবেন।

ব্যাখ্যা— প্রবাস থেকে বিরে বজ্রমান নিজগৃহের অদূরে অবস্থান করার সময়ে তাঁর পুত্র বা শিষ্য সেই সংবাদ পেয়ে কাছে এসে থকর সেন যে, অগ্নিগুলিকে বিহীন অর্থাৎ নিজ নিজ কুণ্ডে এসে স্থাপন এবং প্রস্থলন করা হয়েছে। প্রবাস-প্রত্যাপ্ত বজ্রমান তখন অচমক করে খুঁচ হয়ে তাঁর নিরে বজ্রহৃদিতে প্রবেশ করে যেখান থেকে কুণ্ডের অগ্নিকে স্পষ্ট দেখা যায় না সেই ‘অবতত’ স্থান থেকে আরও কাছে গিয়ে আহবনীরের দিকে ‘বিব্-’ ও ‘নমস্তে-’ মন্ত্রে দৃষ্টিপাত করেন।

অগ্নিৰ্ভু সমিধ উপনিখ্যাহবনীয়ম্ উপতিষ্ঠতে। মম নাম তব চ জাতবেদো বাসসী ইব বিবসানৌ চরাবঃ।
তে বিভুবো দক্ষসে জীবসে চ যথাযথং নৌ তসৌ জাতবেদ ইতি॥ ১১॥ [১০]

অনু.— অগ্নিগুলির কাছে সমিধ রেখে আহবনীয়কে ‘মম—’ (সু.) মস্ত্রে উপস্থান করবেন।

ব্যাখ্যা— হাতে যত সমিধ ছিল সেগুলি সমান ভাগে ভাগ করে এক এক কুণ্ডের অগ্নির কাছে রাখতে হয়। তার পরে আহবনীয়কে উপস্থান করা হয়।

ততঃ সমিধোহুত্যা দধ্যাত্ ॥ ১২॥ [১১]

অনু.— তার পর (প্রত্যেক কুণ্ডে ঐ) সমিধগুলি স্থাপন করবেন।

আহবনীয়ে অগ্নয় বিশ্ববেদসমমভ্যং বসুবিভ্রমম্ অগ্নে সত্ৰাস্ততিদ্যুন্নমভিসহ আযজ্জ্ব স্বাহেতি,
গার্হপত্যেঃ অয়মগ্নির্গৃহপতির্গার্হপত্যঃ প্রজ্ঞান্না বসুবিভ্রমঃ। অগ্নে গৃহপতেঃ তিদ্যুন্নমভি সহ আযজ্জ্ব স্বাহেতি,
দক্ষিণেঃ অয়মগ্নিঃ পুরীষ্যো ররিমান্ গুপ্তিবর্ধনঃ, অগ্নে পুরীষ্যাতিদ্যুন্নমভি সহ আযজ্জ্ব স্বাহেতি॥ ১৩॥ [১২]

অনু.— আহবনীয়ে ‘অগ্নয়-’ (সু.), গার্হপত্যে ‘অয়ম—’ (সু.), দক্ষিণ অগ্নিতে ‘অয়মগ্নিঃ পুরীষ্যো-’ (সু.) এই (মস্ত্রে সমিধ স্থাপন করবেন)।

গার্হপত্যাহবনীরাব্ ঈকৈভেমান্ মে মিত্ৰাবরুদৌ গৃহানজ্জগুপতং যুবম্। অবিদষ্টানবিহাতান্

পূৰ্বানানভ্যরাষ্ট্রীদান্নাকং পুনরায়নাদ্ ইতি ॥ ১৪॥ [১২]

অনু.— গার্হপত্য ও আহবনীরকে ‘ইমান্—’ (সু.) এই (মস্ত্রে) দেখবেন।

ব্যাখ্যা— উক্ত মন্ত্রটি সামান্য পরিবর্তিত আকারে ওনং সূত্রে আগেই পাওয়া গেছে। আগের মস্ত্রে ত্রিমাগসে ছিল প্রার্থনার কারণে লোট, আর এখানে অতীত ঘটনার বিবৃতি বলে লজ্জ— এইটুকুই বহু পার্থক্য। আন্মাকং = পাঠান্তরে ‘অন্মাকং’।

যথেষ্টং প্রত্যেত্য। পরিসমুহ্যোদগ্ বিহারাদ্ উপকিণ্য ভূর্ভুবাঃ স্বৰ্ণ ইতি বাচং বিসৃজেত ॥ ১৫॥ [১৩]

অনু.— যেমনভাবে যাওয়া হয়েছে (ঠিক তেমনভাবে) ফিরে এসে পরিসমূহন করে যজ্ঞভূমির উত্তর দিকে বলে ‘ভু-’ (সু.) এই (মস্ত্রে) বাক্-(-সংযম) ত্যাগ করবেন।

প্রোষ্য ভূয়ো দশরাত্রাচ্ চতুর্নৃগৃহীতম্ আজ্যং জুহুয়াত্। মনো জ্যোতির্ভূবভামাজ্যং মে বিজিহ্মং যজ্ঞং সমিধং
দধাতু, বা ইষ্টা উবসো বা অনিষ্টান্তাঃ সংভেনানি হবিষা যুতেন স্বাহেতি ॥ ১৬॥ [১৪]

অনু.— দশরাত্রের বেশী প্রবাসে থেকে চার-বার নেওয়া আজ্য ‘মনো-’ (সু.) এই (মস্ত্রে) আশুতি সেবেন।

ব্যাখ্যা— ‘চতুর্নৃগৃহীতং’ বলা সত্ত্বেও আবার ‘আজ্যং’ বলায় এখানে বিনা মস্ত্রে আজ্যের উত্পবন করতে হবে। ‘উত্পবন’ হচ্ছে কোন পায়ে রাখা তরল দ্রব্যের উপর দিক্কে ‘পবিত্র’ নামে দুটি কুশ দিয়ে নেড়ে নেওয়া। ডান হাত বা হাতের উপরে রেখে কুশ-দুটিকে পরস্পরের সঙ্গে না স্পর্শ করিয়ে এই উত্পবন করতে হয়। ‘পবিত্র’ বলতে বোঝায় নথ দিয়ে হেঁড়া হয় নি এমন এক বিষত লম্বা দুটি কুশ। দশ রাত্রের বেশী প্রবাসে কটালে ঘিরে এসে তিনবার আজ্যকে উত্পবন করে উক্ত মস্ত্রে আহবনীর উত্তর-পশ্চিম দিকে দাঁড়িয়ে জুহু চতুর্নৃগৃহীত আজ্য অগ্নিতে আশুতি নিতে হয়। ‘চতুর্নৃগৃহীতং’ মানে আজ্যপাত্র থেকে আশুতিদানের হাতায় চারবার বে আজ্য নেওয়া হয়েছে।

অগ্নিহোত্রাহোমে চ ॥ ১৭॥ [১৫]

অনু.— অগ্নিহোত্রের হোম না করা হয়ে থাকলেও (এই আশুতি সেবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রবাসে থাকার জন্য মোট যত দিন বা যতগুলি অগ্নিহোত্র বাস গেছে তার সবগুলিরই জন্য প্রায়শ্চিত্তরূপে এই চতুর্গুহীত আচ্যের আহুতি। ‘সমারোপণ’ এবং অগ্নিহোত্র দুইই না হয়ে থাকলে এই প্রায়শ্চিত্ত, কিন্তু যদি সমারোপণের পরে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান না হয়ে থাকে তাহলে প্রায়শ্চিত্ত হবে অগ্ৰাধেয়।

প্রতিহোমন্ একে ॥ ১৮ ॥ [১৬]

অনু.— অন্যেরা (বলেন) প্রত্যেক হোমে (একটি আহুতি)।

ব্যাখ্যা— কেউ কেউ বলেন, প্রায়শ্চিত্তরূপে ‘মনো-’ মন্ত্রে আজ্ঞা আহুতি দেওয়ার পর যত দিন অগ্নিহোত্র করা হয় নি তার প্রত্যেকটি দিনের জন্য একটি করে চতুর্গুহীত আজ্ঞা আহুতি দিতে হবে। সিদ্ধান্তীয় ভাষ্য অনুযায়ী এই সূত্রের এবং পরবর্তী সূত্রের মাঝে ‘পরিসমুহ্যোগ্ বিহারাদ্ উপবিশ্য ভূর্ভূঃ স্ব ইতি বাচং বিসৃজেত’ এই অতিরিক্ত একটি সূত্র (১৫নং সূ. দ্র.) আছে। সূত্রের অর্থ— পরিসমুহনের পরে যজ্ঞভূমির বাইরে উত্তর দিকে বসে ‘ভূ-’ মন্ত্রে বাক্‌নিয়ন্ত্রণ ত্যাগ করবেন। এখানে বাক্‌সংযম ত্যাগ করার জন্য মন্ত্র বিহিত হয়েছে। ৬নং সূত্রের ক্ষেত্রে কোন মন্ত্রের উল্লেখ না থাকায় বিনা মন্ত্রেই তা করতে হবে। ‘যাবতঃ কালো হোমেন বিচ্ছিন্নাস্ তাবতাম্ একেকং কালং প্রত্যেকৈকো হোমঃ’ (না.), ‘যাবত্যাগ্নিহোত্রাণি অভিজ্ঞানি’ (সিদ্ধান্তী)।

গৃহান্ ঈকৈতাপ্যনাহিত্যগ্নির্ গৃহা মা বিতীতোপ বঃ স্বস্ত্যেবোহ্মাসু চ প্র জায়কং মা চ বো গোপতী

রিবদ্ ইতি। প্রপদ্যত গৃহানহং সুমনসঃ প্রপদ্যে বীরয়ো বীরবতঃ সুবীরান্। ইরাং বহস্তো

দ্বতমুক্ষমাণাত্তেহহং সুমনাঃ সবিশানী (তীতি) শিবং শংখং শংখোঃ শংখোর ইতি জির্

অনুবীক্ষমাণঃ ॥ ১৯ ॥ [১৭]

অনু.— অগ্নি-স্থাপনা না করে থাকলেও (প্রবাস-প্রত্যাগত ব্যক্তি) ‘গৃহ-’ (সু.) এই মন্ত্রে গৃহের দিকে তাকাবেন। ‘শিবং-’ (সু.) এই (মন্ত্রে) তিন বার (প্রবেশের কথা) ব্যক্ত করতে করতে ‘গৃহানহং-’ (সু.) মন্ত্রে গৃহের ভিতরে প্রবেশ করবেন।

ব্যাখ্যা— অনুবীক্ষমাণঃ = অনুমন্ত্রণ অর্থঃ মন্ত্র দ্বারা প্রকাশ করতে করতে, দৃষ্টিপাত করতে করতে। যে-ব্যক্তি আহুতিগ্নি নন তাঁকেও ‘গৃহ-’ মন্ত্রে গৃহের দিকে তাকাতে হয় এবং ‘শিবং-’ মন্ত্রে গৃহপ্রবেশের কথা ব্যক্ত করতে করতে ‘গৃহানহং-’ মন্ত্রে গৃহের ভিতর প্রবেশ করতে হয়। গৃহপ্রবেশের কথা মন্ত্রের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করার সময়ে তিনবারই মন্ত্রপাঠ করতে হবে।

বিদিতম্ অপলীকং ন তদ্-অহম্ জাপয়েম্ ॥ ২০ ॥ [১৮]

অনু.— অগ্নিয় (ঘটনা) জানা থাকলেও ঐ দিন (প্রবাস-প্রত্যাগত ব্যক্তিকে কেউ তা) জানাবেন না।

ব্যাখ্যা— গৃহে কোন অগ্নির ঘটনা ঘটে থাকলেও যে-বিন বর্তমান প্রবাস থেকে কেহন সে-বিন তাঁকে তা জানাতে নেই। প্রসঙ্গত পাঠকদের হৃদয়ে মনে পড়ে যেতে পারে শঙ্কুজা-নটিকে অনসূয়ার ‘সবিগামী মোষ ইতি ব্যবসিতাণি ন পারয়ামি প্রবাস-প্রতিনিবৃত্ত্য তাতকাল্যণস্য দুব্যক্তগরিণীতাম্ আপদসংখ্যং শঙ্কুজাং নিবেদয়িতুম্’ এই উক্তিটি (অভিজ্ঞানশঙ্কুজাম্— চতুর্থ অঙ্ক)।

বিজ্ঞারতেহস্তরং বোহস্তরং মেহুদ্বিত্যেবোপতিষ্ঠেত প্রবসন্ প্রত্যেত্যাহম্-অহম্ কেতি ॥ ২১ ॥ [১৯]

অনু.— (বেদ থেকে) জানা যায় প্রবাসে থাকার সময়ে (এবং) কিরে এসে প্রতিদিন ‘অভরং-’ (সু.) এই (মন্ত্রে তিন অগ্নিকে) উপস্থান করতে হয়।

ব্যাখ্যা— প্রবসন্ (প্রবহস্যন্?) = বিনি প্রবাসে আছেন (যাবেন)। বা = এবং। প্রবাসে থাকার (যাত্রার) সময়ে, প্রবাস থেকে কিরে এসে এবং অগ্নিহোত্রে দক্ষিণাগ্নিতে আহুতিদানের পরে এই মন্ত্রে উপস্থান করতে হয়। ঐ. ব্রা. ৩২/১১ অংশেও

এই বিধান দেওয়া হয়েছে। প্রবাসে থাকলে ৪, ৭, ৯, ২১ নং সূত্রের মন্ত্র পাঠ্য। অতিপ্রবাসে নৈমিত্তিকও করণীয়। অগ্নিহোত্রাভাবে এই মন্ত্রও পাঠ্য। শা. ২/১৪/১ সূত্রেও প্রবাসে যাওয়ার সময়ে এই মন্ত্রে অগ্নিগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করতে বলা হয়েছে।

ষষ্ঠ কণ্ডিকা (২/৬)

[পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ]

অমাবস্যায়াম্ অপরাহ্নে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞঃ ॥ ১ ॥

অনু.— অমাবস্যায় অপরাহ্নে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— অমাবাস্যা = পঞ্চদশী ও প্রতিপদের সন্ধি যে-দিন হয় সেই দিনের সমগ্র দিন-রাত্রি। অপরাহ্ন = দিনের চতুর্থ ভাগ। তিথির সন্ধি সন্ধ্যাকোণে হলে আগের দিন অপরাহ্নেই যাগ হবে। সিদ্ধান্তী বলেছেন ‘অমাবস্যায়াম্’ হলে ষষ্ঠী বিভক্তির পরিবর্তে সপ্তমীর প্রয়োগ করায় যে-দিন অমাবস্যার তিথি অবশিষ্ট থাকে সেই দিনের অপরাহ্নে যাগ হবে। শা. ৪/৩/১ সূত্রের বিধানও তা-ই।

দক্ষিণায়েন্ একোন্মুকং প্রাগ্দক্ষিণা প্রণয়েৎ যে রূপাণি প্রতিমুখমানা অসুরাঃ সন্তঃ স্বধরা চরন্তি।

পরাপুরো নিপুরো যে ভরত্যাগ্নিষ্টাল লোকাহ্ প্রপদাত্মান্মাদ ইতি ॥ ২ ॥

অনু.— দক্ষিণাগ্নি থেকে একটি উন্মুককে ‘যে-’ এই (মন্ত্রে) দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নিয়ে যাবেন।

ব্যাখ্যা — একোন্মুক = দুই প্রান্তে নয়, এক প্রান্তে আগুন জ্বলছে এমন একটি উন্মুক। এই উন্মুককে এর পর ‘অতিপ্রণীত’ অগ্নি বলা হবে। সিদ্ধান্তীর মতে ‘এক’ বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এক প্রান্তে আগুন জ্বলছে এমন, উপশাখা (Y আকৃতি) নেই এমন। ‘তস্য-’ (আ. গৃ. ১/১১/৬) হলে ‘এক’ শব্দের উল্লেখ নেই বলে একাধিক উন্মুক নেওয়া চলেবে।

সর্বকর্মাণি তান্ দিশম্ ॥ ৩ ॥

অনু.—সমস্ত কাজ ঐ দিককে (লক্ষ্য করেই করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— পিণ্ডপিতৃযজ্ঞে দিকের সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশ না থাকলে দক্ষিণ-পূর্ব দিকেই মুখ করে সব কাজ করতে হয়। ‘সর্ব’ বলায় চরুহালী ইত্যাদি সব উপকরণসামগ্রীকেও ঐ দিকের অভিমুখী করেই রাখতে হয়।

উপসমাখারোভো পরিত্তীর্ষ দক্ষিণায়েঃ প্রাগ্-উদক্ প্রত্যগ্-উদগ্ বৈকৈকশঃ পাত্ৰাণি সাদয়েচ্ চবুহ্মাণির্প-
ক্ষ্যোন্মূলমুসল-সুব্রব্ধকৃষাজিন-সক্দাজিহ্মেমেক্ষণ-কমণ্ডলু ॥ ৪ ॥

অনু.— দুটি অগ্নিকেই ইন্ধন দিয়ে প্রজ্বলিত করে (এবং) চার পাশে কুশ ছড়িয়ে দক্ষিণ অগ্নির উত্তর-পূর্ব অথবা উত্তর-পশ্চিম দিকে একটি একটি করে চবুহ্মালী, শূর্ণ, ক্ষ্য, উল্খল, মুসল, সুব, ব্রব, কৃষাজিন, এক-কোপে কাটা কুশ, যজ্ঞকাষ্ঠ, মেক্ষণ, কমণ্ডলু (এই) পাত্রগুলি রাখবেন।

ব্যাখ্যা— উপসমাধার = ‘সমিধং প্রকিণ্য প্রজ্বলয়তীত্যর্থঃ’ (আ. গৃ. ১/৮/৯ - না.)। দক্ষিণাগ্নি এবং অতিপ্রণীত অগ্নি এই দুটি অগ্নিকেই প্রজ্বলিত করে চার পাশে কুশ ছড়িয়ে দক্ষিণাগ্নির উত্তর-পূর্ব বা উত্তর-পশ্চিম দিকে এই বারোটি জিনিষ একে একে রেখে দিতে হয়। লক্ষণীয় যে, সূত্রে হালী এবং ব্রব শব্দের শেষে দীর্ঘবরের স্থানে সূত্রকার দ্রববর প্রয়োগ করেছেন। ‘পাত্ৰাণি’ পদটি প্রয়োগ করে বোঝান হয়েছে যে, ‘দ্বিবত্ পাত্ৰাণাম্ উত্সর্গঃ’ (আ. ২/৭/২০) হলের লক্ষ্যও এই পাত্রগুলি। ‘দক্ষিণায়েঃ পুরস্তাচ্ ছূর্ণং হালীং ক্ষ্যং পাত্ৰীম্ উল্খলমুসলে চ সংসাদ্য, গার্হপত্যস্য পশ্চাদ্ দক্ষিণাগ্নৌ কুশেযু ক্ষ্যং নিধায়, উপরিষ্টাদ্ ব্রীহীন্ পাত্ৰ্যাম্, পুরস্তাচ্ ছূর্ণং হালীম্’— শা. ৪/৩/২-৫।

দক্ষিণতোঃগ্নিষ্ঠম্ আকুহ্য চরুহ্মালীং ব্রীহীণাং পূর্ণাং নিম্ভজেৎ ॥ ৫ ॥

অনু.— অগ্নির নিকটে অবস্থিত শকটে ডান দিক দিয়ে উঠে ব্রীহিপূর্ণ চরুহ্মালীকে মুছবেন।

ব্যাখ্যা— অগ্নিষ্ঠ = অগ্নি-স্থ = দক্ষিণাগ্নির কাছেই ডান দিকে অবস্থিত শকট। শূর্ণের উপর চক্রস্থালী রেখে সেই স্থালীকে শকটের ধান দিয়ে ভর্তি করতে হয়। তার পর স্থালীর মুখ এমনভাবে মুছতে হয় যাতে কিছু ধান স্থালী থেকে শূর্ণে এসে পড়ে। য. বে, সূত্রে ‘নিমৃজ্যাত্’ শব্দের স্থানে ‘নিমৃজেত্’ প্রয়োগ করা হয়েছে।

পরিসম্পন্ন নিদধ্যাত্ ॥ ৬॥

অনু.— (শূর্ণে) পড়ে-যাওয়া (ধানগুলিকে শকটে) রেখে দেবেন।

কৃষ্ণাজিনে উলুখলং কৃষ্ণেতরান্ পশ্যাবহন্যাদ্ অবিবেচম্ ॥ ৭॥

অনু.— (যজ্ঞমানের) স্ত্রী কৃষ্ণাজিনে উলুখল রেখে অন্য (ধানগুলিকে) না বেছে বেছে কুটবেন।

ব্যাখ্যা— ইতর = অন্য অর্থাৎ যেগুলি চক্রস্থালী থেকে শূর্ণে পড়ে যায় নি সেই ধানগুলি। যজ্ঞমানের স্ত্রী তুষ, কাঁকর ইত্যাদি না বেছেই কৃষ্ণাজিনের উপরে হামানদিত্যয় চক্রস্থালীর ধানগুলি রেখে সেগুলিকে কুটতে থাকেন।

অবহতানত্ সকৃৎ প্রাকাল্য দক্ষিণামৌ প্রপয়েত্ ॥ ৮॥

অনু.— কুটে-রাখা (ধানগুলিকে) একবার মাত্র ধুয়ে দক্ষিণামিতে পাক করবেন।

ব্যাখ্যা— ৪নং সূত্রে দক্ষিণাগ্নির উদ্দেশ্য থাকলেও এখানে আবার ‘দক্ষিণামৌ’ বলায় বুঝতে হবে যে, বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকলে গার্হপত্যেই সব জিনিষ পাক করতে হয়। পূর্ববর্তী সূত্রে ‘অবহন্যাত্’ থাকা সত্ত্বেও এই সূত্রে ‘অবহতান্’ বলায় এখানে ধানের ফলীকরণ করতে হবে না। ফলীকরণ হচ্ছে একবার কোটার পর আরও একবার কোটা। এই দ্বিতীয়বার কোটার সময়ে চালের উপরের সূক্ষ্ম সাদা আস্তরণ কিছুটা খসে পড়ে। ‘সকৃৎ ফলীকৃতান্ দক্ষিণামৌ প্রপরিষা’— শা. ৪/৩/৭।

অর্বাণ্ অতিপ্রণীতাত্ স্ফেয়ন লেখাম্ উল্লিখেন্দ্ অপহতা অসুরা রক্ষাসি বেদিষদ ইতি ॥ ৯॥

অনু.— অতিপ্রণীত অগ্নির নীচে স্ফা দিয়ে ‘অপ—’ (সূ.) এই (মন্ত্রে) রেখা টানবেন।

ব্যাখ্যা— দক্ষিণাগ্নি এবং অতিপ্রণীত অগ্নির মাঝখানে স্ফা দিয়ে একটি রেখা টানতে হয়। সূত্রে ‘উল্লিখেন্দ্’ পদটি থাকায় ‘লেখাম্’ না বললেও চলত, কিন্তু যাগটি তিন পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে হলেও রেখা একটিই এ-কথা বোঝানোর জন্যই তা বলা হয়েছে। ‘লেখাম্’ বলার আর একটি প্রয়োজন হল রেখাটি দীর্ঘ এবং সুস্পষ্ট করে টানতে হবে। গ্রন্থ হতে পারে, রেখা যে একটিই তা পরবর্তী সূত্রের ‘তাম্’ পদটি থেকেই তো বোঝা যাচ্ছে। তাহলে এখানে আর রেখা একটিই এ-কথা বোঝাবার জন্য ‘লেখাম্’ বলার কি সার্থকতা? উত্তর হল, সন্দেহ জাগতে পারে যে, পদটিতে জাতি বা শ্রেণী বোঝাতে একবচন অথবা বীজ্য অর্থে পদটির একবার মাত্র উদ্দেশ্য হয়তো এখানে হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সূত্রে স্পষ্টত ‘লেখাম্’ বলে সেই-সব সন্দেহ দূর করা হয়েছে। শা. ৪/৪/২ য.

তাম্ অত্যাখ্য সকৃৎ-আজিগ্নৈর্ অবতীর্ষ আজ্যং সর্গির্ অনূতপূতং

নবনীতং বোতপূতং ধ্রুবায়াম্ আজ্যং কৃদ্বা দক্ষিণতঃ ॥ ১০॥

অনু.— ঐ রেখাকে জল ছিটিয়ে এক-কোণে কাটা কুশ দিয়ে ঢেকে রেখে উত্পবন না-করা তরল আজ্য অথবা উত্পবন-করা মাখন আজ্য ধ্রুবায় (নিরে) (দক্ষিণাগ্নির) ডান দিকে রেখে (সেই আজ্য দিয়ে) স্থালীপাককে অভিচারণ করে (দক্ষিণাগ্নির পিছনে) রেখে দেবেন।

ব্যাখ্যা—সূত্রের পদগুলির অর্থ হচ্ছে এইরকম— ‘তাম্... অবতীর্ষ আজ্যং সর্গির্... (দক্ষিণাগ্নেঃ) দক্ষিণতঃ কৃদ্বা (তেন আজ্যেন) স্থালীপাকম্ অভিচার্য (দক্ষিণাগ্নেঃ পশ্চাত্) আসাদয়েত্। স্থালীপাক = চক্রস্থালীতে পাক করা চাল বা যব। কৃদ্বা = নিরে। উত্পূত = যা পবিত্র নামে কুশ দিয়ে নেড়ে নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ‘আজ্য’ শব্দটি থাকায় মাখনকে একটু গলিয়ে

ব্যাখ্যা— জীবাত্ম = ১৫নং সূত্রে উল্লিখিত শেব জন অর্থাৎ প্রণিতামহ যার জীবিত। অর্থকারিতা = অর্থের দ্বারা কারিত অর্থাৎ উদ্দেশ্যবশত অনুষ্ঠিত। গৌতমের মতে যদি কোন বজ্রমানের পিতা, পিতামহ অথবা শেব জনও অর্থাৎ প্রণিতামহও জীবিত থাকেন, এমন-কি এই তিনজনই যদি জীবিত থাকেন (সূত্রে ‘অপি’ বলায় এতগুলি অর্থ সম্ভব হচ্ছে) তা হলে যারা প্রয়াত এমন তিন উর্ধ্ববর্তী পুরুষের উদ্দেশে পিতৃদান করতে হবে, কারণ মৃত ব্যক্তির উদ্দেশেই এই পিতৃপিতৃব্যক্তির অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। পিতা থেকে শুরু করে তাই দেখতে হবে কোন্ তিন জন প্রয়াত হয়েছেন। যত উর্ধ্বেই উঠতে হোক, দেখতে হবে তিন প্রয়াত পূর্বপুরুষেরই উদ্দেশে যেন পিতৃ অর্পণ করা হয়।

উপায়বিশেষো জীবমৃতানাম্ ॥ ১৯॥

অনু.— জীবিত ও মৃতদের (পিতৃদানের) বিশেষ উপায় (এ-বার বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— এ-বার আঞ্চলায়ন এই বিষয়ে তাঁর নিজের মত বলবেন।

ন পরেভ্যোহনধিকারাহ্। ন প্রত্যক্ষম্। ন জীবোভ্যো নিপৃথীরাহ্ ॥ ২০॥

অনু.— অধিকার নেই বলে (প্রণিতামহের) উর্ধ্বতন (ব্যক্তিদের উদ্দেশে পিতৃদান করবেন) না। সাক্ষাৎ (পূজা কারও করবেন) না (এবং) জীবিতদের উদ্দেশে পিতৃদান (ও) করবেন না।

ব্যাখ্যা— এই সূত্রে আঞ্চলায়ন যথাক্রমে গৌতম, পাণগারি এবং জৌতিলির মতের সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে ‘নিম্নে দদাতি পিতামহায় দদাতি প্রণিতামহায় দদাতি’ এই প্রত্যক্ষ প্রতিবাক্য থাকার প্রণিতামহের উর্ধ্ববর্তী পুরুষের পিতৃগ্রহণে কোনও অধিকার নেই। ১৮নং সূত্রে উল্লিখিত মত তাই গ্রহণযোগ্য নয়। ১৬ নং সূত্রে জীবিত পিতৃপুরুষের পূজা করার যে কথা বলা হয়েছে তাও অস্বীকারই, কারণ এ-ক্ষেত্রেও প্রতিবাক্য আছে ‘প্রোতভ্যো দদাতি’ এবং ১৭নং সূত্রে জীবিত পিতৃপুরুষেরও উদ্দেশে পিতৃদানের যে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে তাও যুক্তিগ্রাহ্য নয়। সর্বত্রই ‘অনধিকারাহ্’ অর্থাৎ (পিতৃগ্রহণে) অধিকার নেই এটাই হচ্ছে মূল কারণ। “ন জীবিতপিতৃন্ অতি”— শা. ৪/৪/৭।

ন জীবাত্মরুহিতেভ্যঃ ॥ ২১॥

অনু.— জীবিত ব্যক্তি দ্বারা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদের উদ্দেশে (পিতৃদান করবেন) না।

ব্যাখ্যা — এই সূত্রে তিন আচার্যেরই মতের সমালোচনা করা হচ্ছে। অন্যত্র ‘ন জীবাত্ম অতি দদ্যাৎ’ (বা. স্রো., বৌ, স্রো., তা. স্রো., হি. স্রো. ইত্যাদিতে) এই নিষেধ থাকার জীবিত পিতৃপুরুষদের অতিক্রম করে তাঁদের দ্বারা ব্যবহৃত আরও উর্ধ্বতন পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে পিতৃদান করা সম্ভব নয়। ব্যবহৃতদের উদ্দেশে পিতৃদানের কোন প্রামাণ্য নির্দেশও কোথাও পাওয়া যায় না। যার পিতামহ জীবিত তিনি তাঁর মৃত পিতার উদ্দেশেই পিতৃ দেবেন, মৃত প্রণিতামহের উদ্দেশে দেবেন না। যার প্রণিতামহ জীবিত, তিনি মৃত পিতা ও মৃত নিজস্বদের উদ্দেশেই পিতৃ দান করবেন। “ন জীবাত্মরুহিতার”— শা. ৪/৪/৮।

মৃত্যুজ জীবোভ্যঃ ॥ ২২॥

অনু.— জীবিতদের উদ্দেশে আত্মতা দেবেন (এবং প্রয়াতদের উদ্দেশে পিতৃদান করবেন)।

ব্যাখ্যা — এখানে সূত্রকার তাঁর নিজের মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর অভিমত হল, প্রণিতামহ পূর্বত তিনপুরুষের মধ্যে যিনি বা যারা জীবিত আছেন তাঁদের উদ্দেশে আত্মতা এক যিনি বা যারা প্রয়াত তাঁদের উদ্দেশে পিতৃদান করবেন। এ-ক্ষেত্রেও ‘ন জীবাত্মরুহি’ এই নিষেধ প্রযোজ্য বলে পিতা অথবা পিতামহ অথবা তাঁরা দু-জনেই জীবিত থাকলে পরবর্তী প্রয়াত পুরুষকে পিতৃদান করা চলবে না। সে-ক্ষেত্রে হয় ১২নং সূত্রানুযায়ী অরিতে (পিতৃ) আত্মতা দিয়ে খেয়ে যাবেন অথবা নিগুপ্তিযজ্ঞের অনুষ্ঠান করবেনই না। সিদ্ধান্তটির মতে এখানে ‘ম’ শব্দ উল্লেখ আছে। পুরুষতাই পক্ষর বিকল্পের কথাই বলা হয়েছে। সূত্রের বক্তব্য হচ্ছে জীবিত পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে পিতৃদানের মর্মেই শেবে ‘বাত্ম’ শব্দ জুড়ে হাত দিয়ে আত্মতা দিতে হয়। “বেভ্যো

বা পিতা তেভ্যঃ পুত্রঃ (দদতি), হোমাত্বং বা”—শা. ৪/৪/৯-১০। ‘হোমাত্ব’ বলতে আমাদের গ্রন্থের ১২ নং সূত্রে বুঝতে হবে।

সর্বভূতং সর্বজীবিনঃ ॥ ২৩॥

অনু.—সকলে জীবিত থাকলে সব(-ই) আচ্ছতি দেওয়া (হবে)।

বাখ্যা—পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ তিন জনই জীবিত থাকলে সব পিতাই অস্মিতে আচ্ছতি দিতে হবে। আচ্ছতি দেওয়া হবে পিতৃদানের মন্ত্রেই, তবে গেবে ‘বাহ’ শব্দ উচ্চারণ করতে হবে। পিতামহ জীবিত থাকতে পিতা মারা গেলে সপিতৃকরণের সময়ে এই ভিন্নমতগুলি কাজে লাগবে বলে সূত্রকার অন্য আচার্যদের মতও এখানে উল্লেখ করেছেন। শা. মতে পিতা জীবিত থাকলে পিতৃদান নিষিদ্ধ। জীবিত ব্যক্তি দ্বারা ব্যবহৃত মৃত ব্যক্তিকেও পিতৃদান করতে নেই। জীবিত পিতা বাঁদের উদ্দেশে পিতৃদান করেন পুত্র তাঁদের পিতৃদান করতে পারেন— ৪/৪/৭-৯ হ্র.। সর্বজীবিনঃ = যার বা যারা সকলেই জীবিত।

আমাদের এই আলোচ্য সূত্রের ক্ষেত্রে প্রথমা ভাগতে পারে যে, আগের সূত্রে জীবিত পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিতৃ আচ্ছতি দেওয়ার কথা বলাই হয়েছে। এই সূত্রের তাই আর কি প্রয়োজন? প্রয়োজন এই যে, ঐ সূত্রে জীবিত পিতৃপুরুষের উদ্দেশে আচ্ছতি দিয়ে উৎসর্ঘবর্তী মৃত পুরুষকে পিতৃদান করার কথাই বলা হয়েছে, কারণ ২১নং সূত্র অনুযায়ী ঐ উৎসর্ঘজন পুরুষরা পিতৃলাভে বঞ্চিত। আলোচ্য সূত্রে কিন্তু নির্বিশেষে তিন জীবিত পিতৃপুরুষের উদ্দেশে আচ্ছতি দিতে বলা হয়েছে। ১৫ নং সূ. হ্র.।

নামান্যবিধাসু ততপিতামহপ্রপিতামহেতি ॥ ২৪॥

অনু.—(আচ্ছতির ও পিতৃদানের সময়ে) নাম না জানলে (নামের স্থানে) ততপিতামহ, ততপ্রপিতামহ (বলাবেন)।

সপ্তম কণিকা (২/৭)

[পিতৃপিতৃব্যক্ত—অনুবৃত্ত]

নিপৃতান্ অনুমন্ত্রয়েতাত্ পিতরো মাদয়কং বখাতাগমাবুবারকম্ ইতি ॥ ১॥

অনু.—প্রদত্ত পিতৃগুলিকে ‘অত্র—’ (সূ.) এই (মন্ত্রে) অনুমন্ত্রণ করবেন।

বাখ্যা—রেখাতে পিতৃদানের ক্ষেত্রেই এই অনুমন্ত্রণ মন্ত্র, অস্মিতে পিতৃহোমের ক্ষেত্রে নয়। হ্র. যে, সূত্রে ‘নিপৃত’ স্থানে ‘নিপৃতা’ বলা হয়েছে। শা. ৪/৪/১১ সূত্রের বিধানও তাই, তবে সেখানে মন্ত্রে ‘বখাতাগম্’ পদের পরে অভিরিক্ত ‘পিতরঃ’ এই পদটি রয়েছে।

সব্যাক্ উদ্বৃদ্ধ আবৃত্য বখাপত্যগ্রাণ্ নাসিদ্ধাতিপার্বত্যাদীমসত্ত পিতরো বখাতাগমাবুবারীষজেতি ॥ ২॥

অনু.—বাঁ দিকে ঘুরে উত্তর দিকে ফিরে সাধ্যমত খাস না নিয়ে (পরে) খাস নিয়ে (পিতৃদের দিকে) ঘুরে ‘অগ্রী-’ (সূ.) এই (মন্ত্রে) অনুমন্ত্রণ করবেন)।

বাখ্যা—উদ্বৃদ্ধ আবৃত্য = উত্তর দিকে ফিরে অর্থাৎ উত্তরমুখ হইবে। ‘সব্যাবৃত্’ বলা থাকে সত্ত্বেও ‘আবৃত্য’ বলার দ্বারা উত্তর দিকে ঘুর করার পরে খাস নেবেন, তার আগে নয়। বৃত্তির ‘আবুবারীষত’ ইতি বলায় পঠিতব্যঃ। বিবৃতিসু হু প্রমাদজা এই মন্তব্য থেকে মনে হয়, নারায়ণ ‘আবুবা ইষত’ পাঠ পেয়েছিলেন। গ্রন্থাকারে ‘আবুবারীষত’ পাঠও পাওয়া যায়। সূত্রে সন্ধিসূত্র পদ্যিক ‘আসিদ্ধা’ ধরলে অর্থ হবে বসে। শা. ৪/৪/১২-১৪ সূত্রের বিধানও এই সূত্রের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন।

চরোঃ প্রাণভক্ষং ভক্ষয়েত্ ॥ ৩ ॥

অনু.— চরুর প্রাণভক্ষ ভক্ষণ করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রাণভক্ষ = আত্মাণ। আহতির পরে প্রকৃত ভক্ষণ না করে, দ্রাণের সাহায্যে চরুস্থালীর চরু বিনামস্ত্রে ভক্ষণ করতে হয়।

নিত্যং নিনয়নম্ ॥ ৪ ॥

অনু.— পূর্বোক্ত ভক্ষণকরণ (করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— আগে যে জল-ঢালার কথা বলা হয়েছে (২/৬/১৪) তা এখানেও করতে হবে।

অসাব্ অভ্যাজ্যকাসাব্ অভিক্ষেতি পিণ্ডেহভ্যজ্ঞনাঞ্জনে ॥ ৫ ॥

অনু.— ‘অসা-’ (সু.) এই (মস্ত্রে) পিণ্ডগুলিতে অনুলেপনদ্রব্য এবং কাজল (দেবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রত্যেক পিণ্ডে ‘অসা-’ মস্ত্রে অনুলেপন-দ্রব্য এবং ‘অসাবজ্জ’ মস্ত্রে কাজল দেবেন। ‘অসৌ’ শব্দের স্থানে যার উদ্দেশ্যে দেওয়া হচ্ছে সেই প্রসাদ পুরুষের নাম বলতে হবে। ২/৬/১২ সূত্রে কাজলের উল্লেখ আগে থাকলেও এখানে তার উল্লেখ করা হয়েছে পরে। এ থেকে বুঝতে হবে আগে কাজলও দেওয়া যেতে পারে, অনুলেপন (= প্রসাদন)ও দেওয়া যেতে পারে। ‘অভ্যজ্ঞনাঞ্জনে’ এই দ্বিবিচন থেকে আরও বোঝা যাচ্ছে যে, ২/৬/১১ সূত্র অনুযায়ী সামগ্রীগুলি রাখার সময়ে তিন পুরুষের উদ্দেশ্যে একসঙ্গে কাজল অথবা প্রসাদন না রেখে প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক রাখতে হয়। একসঙ্গে রেখে পরে দেওয়ার সময় তিনভাগ করে দান করলে চলবে না। যদি তা চলত তাহলে সূত্রে দ্বিবিচনের পরিবর্তে বহুবিচনই প্রয়োগ করা হত। আসন ও বালিশের ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম।

বাসো দদ্যাদ্ দশাম্ উর্গাভ্যকাস বা পঞ্চাশদ্বর্ষতারা উর্ধ্বং স্বং লোমৈতদ্ বঃ পিতরো বাসো মা
নোহতোহন্যত্ পিতরো যুক্তগন্ধম্ ইতি ॥ ৬ ॥

অনু.— ‘এতদ্-’ (সু.) এই মস্ত্রে পিণ্ডে বস্ত্র (অর্থাৎ) কাপড়ের আঁচল অথবা ভেড়ার লোম (অথবা নিজের বয়স) পঞ্চাশ বছরের উপরে (হলে) নিজের (গায়ের) লোম দান করবেন।

ব্যাখ্যা— দশা = আঁচল। উর্গাভ্যকাস = ভেড়ার লোম। যজ্ঞমানকে পিণ্ডে বস্ত্ররূপে আঁচল, ভেড়ার লোম অথবা নিজের গায়ের লোম দান করতে হয়। সিদ্ধান্তীর মতে ‘বা’ শব্দের পরে ‘দদ্যাদ্’ না বলে ‘বাসো’ শব্দের ঠিক পরে তা বলায় বস্ত্র দিতে হবে না, আঁচল ও লোম বস্ত্রেরই কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে বুঝতে হবে। ‘বা’ শব্দের পরে ‘দদ্যাদ্’ বললে বস্ত্র অথবা আঁচল অথবা লোম দিতে হত। ‘স্বং’ বলায় যখন যজ্ঞমান কাজটি নিজেই করেন তখনই নিজ লোম দান করতে হয়। সিদ্ধান্তী আরও বলেছেন যে, মন্ত্র যেহেতু একটিই, তিন পিণ্ডে তাই একটি আঁচলই দিতে হবে। মস্ত্রে ‘পিতরঃ’ বলতে তিন পুরুষকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। পিতার সঙ্গে যোগ থাকায় ছত্ৰী-ন্যয়ে উর্ধ্বতন দুই পুরুষও পিতাই। “এতদ্ বঃ পিতরো বাসো বধ্বং পিতর ইতি ত্রীণি সূত্রাণ্যপ্যাস্য” — শা. ৪/৫/২।

অথৈনান্ উপতিষ্ঠেত নমো বঃ পিতর ইধে নমো বঃ পিতর উর্জ নমো বঃ পিতরঃ শুদ্ধায় নমো বঃ
পিতরোহমোরার নমো বঃ পিতরো জীবায় নমো বঃ পিতরো রসায়। স্বধা বঃ পিতরো নমো বঃ পিতরো
নম এত্যা যুদ্ভাকং পিতর ইমা অশ্বাকং জীবা বো জীবন্ত ইহ সন্তঃ স্যাম ॥ ৭ ॥

অনু.— এর পর এই (পিণ্ড-গুলিকে ‘নমো-’ (সু.) এই (মস্ত্রে) উপস্থান করবেন।

ব্যাখ্যা— শেষে একটি ‘ইতি’ শব্দ উহ্য আছে ধরে পরবর্তী অংশ থেকে এই অংশকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে একটি পৃথক সূত্র বলে গণ্য করতে হবে। শা. ৪/৫/১ সূত্রেও এই মন্ত্রটিই আছে, তবে সেখানে পাঠে বেশ ভেদ দেখা যায়।

মনো বা ছবামহ ইতি চ তিস্তিঃ ॥ ৮ ॥

অনু.— ‘মনো—’ (১০/৫৭/৩-৫) এই তিনটি মন্ত্র দ্বারাও (উপস্থান করবেন)।

ব্যাখ্যা— সূত্রে ‘চ’ বলায় বুঝতে হবে যেখানে ‘চ’ শব্দ থাকবে না সেখানে ‘কল্পজ’ অর্থাৎ সূত্রজাত (সূত্রলভ্য) মন্ত্রের পাশে কোন ঋগ্বেদীয় মন্ত্রের প্রতীক বা অংশ গ্রহণ করা হলে তা কোন ঋগ্বেদীয় স্বতন্ত্র মন্ত্র নয়, সূত্রোক্ত মন্ত্রেরই অংশবিশেষ। সেখানে তাই ঋক্‌মন্ত্রের যতটুকু অংশ উদ্ধৃত হয়েছে ততটুকু অংশই পাঠ করতে হবে, সমগ্র মন্ত্রটি নয়। যেমন ১/৯/১ সূত্রে ‘বৃষ্টি দ্যাবা-’ অংশটি ‘ইদং দ্যাবা-’ এই সূত্রজ মন্ত্রেরই অংশ, ঋ. ৫/৬৮/৫ মন্ত্রের প্রতীক নয়। এখানে কিন্তু ‘চ’ থাকায় ‘মনো-’ পূর্বোক্ত ‘নমো-’ এই কল্পজ মন্ত্রের অংশ নয়, ঋগ্বেদীয় মন্ত্রেরই প্রতীক। সংহিতার সংশ্লিষ্ট অংশের সমগ্র তিনটি মন্ত্রই তাই এ-স্থলে পাঠ করতে হবে।

অথৈনান্ প্রবাহয়েত্ পরেতন পিতরঃ সোম্যাসো গভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্বিপেভিঃ, দক্ষ্যামান্মভ্যং দ্রবিণেহ
তস্মৈ রয়িৎ চ নঃ সর্ববীরং নিষচ্ছতেতি ॥ ৯ ॥

অনু.— এর পর এগুলিকে ‘পরে-’ (সু.) এই (মন্ত্রে) বিদায় দেবেন।

ব্যাখ্যা— এনান্ = এই পিতৃগুলিকে অর্থাৎ পিতৃ পুত্র প্রয়াত পিতৃপুরুষগণকে। সিদ্ধান্তীর মতে ‘এনান্’ সরাসরি পিতৃপুরুষগণকেই বোঝাচ্ছে। প্রবাহয়েত্ = প্রবাহণ করবেন অর্থাৎ বিদায় দেবেন।

অগ্নিঃ প্রত্যোন্নাদ্ অগ্নে তমদ্যাক্ষং ন স্তোমৈর্ ইতি ॥ ১০ ॥

অনু.— ‘অগ্নে-’ (৪/১০/১) এই (মন্ত্রে দক্ষিণ) অগ্নির দিকে ফিরে যাবেন।

ব্যাখ্যা— ‘প্রত্যোন্নাদ্’ বলায় বুঝতে হবে প্রবাহণের জন্য দক্ষিণ দিকে আগেই গিয়েছেন এবং (নারায়ণের মতে) ডান দিকে কিছুটা গিয়ে তার পরে দক্ষিণাগির দিকে ফিরে আসতে হয়।

গার্হপত্যং বদন্তরিক্ষং পৃথিবীমুত দ্যাক্ষং যন্ মাতরং পিতরং বা জিহিৎসিম। অগ্নির্মা তন্মাদেনসো গার্হপত্যঃ
প্রমুচ্ছতু করোতু মামনেনসম্ ইতি ॥ ১১ ॥

অনু.— গার্হপত্যের (দিকে যাবেন) ‘যদ-’ (সু.) এই (মন্ত্রে)।

বীরং মে দন্ত পিতর ইতি পিতৃনাম মধ্যমম্ ॥ ১২ ॥

অনু.— ‘বীরং-’ (সু.) এই (মন্ত্রে) পিতৃগুলির মাঝেরটিকে (গ্রহণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— তিনটি পিতৃর মধ্যে পিতামহের পিতৃটি ‘বীরং-’ মন্ত্রে গ্রহণ করতে হয়। সিদ্ধান্তীর মতে সূত্রটি শুধু ‘বীরং মে দন্ত পিতর ইতি’ এবং এটি বাচ্যের মন্ত্র।

পত্নীং প্রাশয়েন্ আধন্ত পিতরো গর্তং কুমারং পুঙ্করবজ্রম্ যথারমরূপা অসন্ ইতি ॥ ১৩ ॥

অনু.— পত্নীকে ‘আধন্ত-’ (সু.) এই (মন্ত্রে ঐ পিতৃটি) ঋণ্যাবেন।

ব্যাখ্যা— ঋণ্যার সময়ে পত্নী নিয়েই এই মন্ত্রটি পাঠ করেন। সিদ্ধান্তী পূর্বসূত্রের ‘পিতৃনাম মধ্যমম্’ অংশটিকে এই সূত্রেরই অংশ বলে মনে করেন। তাঁর মতে ‘মধ্যম পিতৃম্’ না বলে ‘পিতৃনাম মধ্যমম্’ বলায় যদি তিনটি পিতৃই দান করার প্রসঙ্গ থাকে তবেই মাঝেরটি ঋণ্যাবেন, নতুবা নয়। শা. ৪/৫/৮ সূত্রেও এই বিধানই রয়েছে।

অপস্মিতরৌ ॥ ১৪ ॥

অনু.— অপর দুটি (পিণ্ড) জলে (ফেলে দেবেন)।

ব্যাখ্যা— “অবদ্রায় পিত্তান্; অবদ্রায় প্রাণীরাহ্; ব্রাহ্মণায় বা দদ্যাত্; অপো বাভ্যবহরৈত্”— শা. ৪/৫/৪-৭।

অতিপ্রণীতে বা ॥ ১৫ ॥

অনু.— অথবা অতিপ্রণীত (অগ্নিতে তা ফেলে দেবেন)।

যস্য বাগন্তুর্ অন্নকাম্যাতাবঃ স প্রাণীরাহ্ ॥ ১৬ ॥

অনু.— অথবা যার হঠাৎ অন্নলাভের ইচ্ছা চলে গিয়েছে তিনি (এ পিণ্ড-দুটি) খাবেন।

মহারোগেণ বাভিতপ্তঃ প্রাণীরাহ্ অন্যতরাং গতিং গচ্ছতি ॥ ১৭ ॥

অনু.— অথবা মহাব্যাধিতে আক্রান্ত যজমান (পিণ্ডদুটি) ভক্ষণ করবেন (এবং তার ফলে তিনি) অন্যতর গতি লাভ করবেন।

ব্যাখ্যা— মহারোগ = ক্রম, কুষ্ঠ প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি— “বাতব্যাধিঃ প্রমেহশ্ চ কুষ্ঠশ্ চার্ধভগন্দরঃ। অশ্বশ্রী মূঢ়গভো বা ভবত্বাদরম্ অষ্টমম্ ॥” অভিভূত = পীড়িত, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। যজমান এই দুটি পিণ্ড খেলে তিনি হয় ক্রমত সুস্থ হয়ে উঠবেন, না হয় রোগমুক্ততার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে শীঘ্র মারা যাবেন। আগের সূত্রে ‘প্রাণীরাহ্’ পদটি থাকলেও এই সূত্রে আবার তার উল্লেখ করা হয়েছে যাতে সাথে সাথে ‘আগন্তু’ পদটির এখানে অনুবৃ্ত্তি না ঘটে সেই উদ্দেশ্যে।

এবম্ অনাহিতাগ্নির্ নিত্যে ॥ ১৮ ॥

অনু.— যিনি আহিতাগ্নি নন তিনি এইভাবে নিত্য (অগ্নিতে পিত্ত/পিতৃযজ্ঞ করবেন)।

ব্যাখ্যা— নিত্য = ঔপাসন (গৃহ্য) অগ্নি। আহিতাগ্নি না হলে ঔপাসন অগ্নিতে এই একই নিয়মে পিত্তপিতৃযজ্ঞ করতে হয়। ১১নং সূত্রের ‘যদ-’ মন্ত্রটি অবশ্য তাঁর ক্ষেত্রে পাঠ করতে হয় না। কেউ কেউ আবার বলেন এই মন্ত্রের ‘গার্হপত্য’ পদের স্থানে পাঠ করতে হয় ‘ঔপাসনঃ’।

অপরিহাতিপ্রণীয় জুহুয়াহ্ ॥ ১৯ ॥

অনু.— (অনাহিতাগ্নি ব্যক্তি আহতিদ্রব্য) পাক করে অতিপ্রণয়ন করে আহতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— যিনি আহিতাগ্নি নন তিনি ঔপাসন অগ্নিতে আহতিদ্রব্য পাক করে সেই অগ্নির অন্ন অতিপ্রণয়ন (২/৬/২ সূ. ম.) করবেন। তার পর সেই অতিপ্রণীত অগ্নিরই প্রবলন, পরিষ্করণ ইত্যাদি থেকে শুরু করে রেখা-টানা পর্বত (২/৬/৪-৯ সূ. ম.) সব-কিছু পরণয়ন করে বেতে হয়। ‘যদ-’ (১১নং সূ. ম.) মন্ত্রটিও তাঁকে ‘গার্হপত্য’ শব্দ বাদ দিয়ে পাঠ করতে হবে। ২/১৯/১ সূত্রে বৃত্তিকার ‘অতিপ্রণীয়’ পদটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন- “অতীত্য তৎ দেশম্ অন্যত্র নিযায়”— সেই স্থান ছাড়িয়ে অন্য স্থানে রেখে।

বিবদ্ধ পাত্রাণাম্ উত্সর্গঃ ॥ ২০ ॥

অনু.— পাত্রগুলির দুটি দুটি করে পরিত্যাগ (করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— যে পাত্রগুলি এই যজ্ঞে ব্যবহৃত হয়েছে সেই চন্দ্রহাসী, পূর্ণ প্রভৃতি পাত্রগুলিকে (২/৬/৪ সূ. ম.) দুটি দুটি করে সরিয়ে দিতে হবে।

তৃণং দ্বিতীয়ম্ উদ্গৃহ্যে ॥ ২১ ॥

অনু.— (শেষে একটি মাত্র পাত্র) পড়ে থাকলে তৃণকে দ্বিতীয় (ধরবেন)।

ব্যাখ্যা— দুটি দুটি করে পাত্র সরাসরে গিয়ে শেষে একটিমাত্র পড়ে থাকলে তৃণকে দ্বিতীয় একটি পাত্র ধরে ঐ পাত্র এবং তৃণকে একসাথে সরিয়ে রাখবেন। ২/৬/৪ সূত্রে বারোটি পাত্রের কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে ইক্ষু, মেক্ষণ ও স্কুন্দাচ্ছিন্ন কুশের ব্যবহার আগেই হয়ে গেছে। অবশিষ্ট ন-টি পাত্রকে পরিত্যাগ করার সময়ে শেষে কমণ্ডলু ও তৃণ একসাথে সরিয়ে নেন।

অষ্টম কণ্ডিকা (২/৮)

[অম্বারভূগীয়া, পুনরাধোয়া ইষ্টি]

দর্শপূর্ণমাসাব্ অরুণ্যমালোঃস্বারভূগীয়া ॥ ১ ॥

অনু.— (বিনি) দর্শপূর্ণমাস আরম্ভ করবেন (তিনি তার আগে) অম্বারভূগীয়া (ইষ্টি করবেন)।

ব্যাখ্যা— সূত্রগুলির ক্রম থেকে বৃত্তিকার এখানে এই অনুমান করেছেন যে, কোন এক পূর্ণিমায় আধান এবং পবমানেষ্টির অনুষ্ঠান করে তার পরে বারো দিন ধরে তিন অগ্নিকে দিবা-রাত্র প্রজ্জলিত রাখতে হয়। তের দিনের দিন হয় অগ্নিহোত্রের শুরু এবং আগামী অমাবস্যায় হয় পিতৃপিতৃমজ্জের অনুষ্ঠান, পরবর্তী পূর্ণিমায় করতে হয় দর্শপূর্ণমাসের অনুষ্ঠান। সেই প্রথম দর্শপূর্ণমাসের আগে অম্বারভূগীয়া নামে একটি ইষ্টিবাণ করতে হবে। “পূর্বা দর্শপূর্ণমাসাত্যাম্ অম্বারভূগীয়েষ্টিঃ”— শা. ২/৪/১।

অগ্নাবিক্ সন্নবতী সন্নহান্ অগ্নিঃ ভগী ॥ ২ ॥

অনু.— (এই যাগের প্রধান দেবতা) অগ্নি-বিষ্ণু, সন্নবতী, সন্নহান্, ভগী অগ্নি।

ব্যাখ্যা— ভগী অগ্নি কোন বস্তু দেবতা নয়, ভগী অগ্নিরই গুণ বা বিশেষণ। কা. শ্রৌ. ৪/৫/২১ সূত্রে অবশ্য এই ভগী অগ্নির কোন উল্লেখ নেই। অপর তিন দেবতার উদ্দেশে সেখানে যথাক্রমে এগার কপালের পুরোডাশ, চক্ৰ এবং বারো কপালের পুরোডাশ বিহিত হয়েছে। শা. ২/৪/২ সূত্রে ভগী অগ্নির কোনও উল্লেখ নেই বটে, তবে ৬নং সূত্রে বলা হয়েছে “পঞ্চবিধম্ একোৎসরে ভগিনে ব্রতপতয়ে চ”।

অগ্নাবিক্ সন্নোষলে মা বর্ষন্ত বাঙ্ সিন্নঃ। দ্যুদৈর্বাঙ্জেন্নিগপতম্। অগ্নাবিক্ মহি ধাম সিন্নং বাং বীথো
বৃত্তস্য শুভ্যা জুবাণা। মমে মমে সুদুত্তিবামিন্নানা প্রতি বাং জিহা দ্বতমুচ্চরণ্যত্। পাবকা নঃ সন্নবতী
পাবীরবী কন্যা চিত্রাহুঃ পীপিবাসেং সন্নবতো নিব্যাং সুপর্ণং বারসং বৃহত্তমা সবং সবিতুর্বধা স নো
রাখাসো ভরোতি ॥ ৩ ॥

অনু.— ‘অগ্না-’ (সু.), ‘অগ্না-’ (সু.); ‘পাবকা-’ (ঋ. ১/৩/১০), ‘পাবী-’ (৬/৪৯/৭); ‘পীপি-’ (৭/৯৬/৬), ‘নিব্যাং-’ (১/১৬৪/৫২); ‘আ সবং-’ (৮/১০২/৬), ‘স-’ (৭/১৫/১১) (যথাক্রমে ঐ চার দেবতার অনুবাক্য এবং বাজ্য)।

ব্যাখ্যা— প্রত্যেক দুটি দুটি মন্ত্রের প্রথমটি হচ্ছে অনুবাক্য এবং দ্বিতীয়টি বাজ্য। শা. মতে ‘অগ্না-’ (সু.), ‘অগ্না-’ (সু.); ‘পাবকা-’ (ঋ. ১/৩/১০), ‘ইক্ষা-’ (৭/৯৫/৫); ‘জম্বী-’ (৭/৯৬/৪), ‘স-’ (৭/৯৫/৩); ‘স্বম-’ (৭/১৫/১২), ‘স্ব-’ (৬/১৩/২) অনুবাক্য ও বাজ্য। ব্রতপতির অনুবাক্য ‘স্বম-’ (৮/১১/১) এবং বাজ্য ‘স্বমো-’ (১০/২/৪)— ২/৪/৩-১০।

আধানাদ্ ষদ্যামরাবী যদি বার্থা ব্যথেরন্ পুনরাধেয় ইষ্টিঃ ॥ ৪ ॥

অনু.— আধানের পরে যদি (যজমান) অসুস্থ হন, যদি সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে পুনরাধেয়া ইষ্টি (করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— আমরাবী = আমর + বিন্ ('সর্বত্রায়সোপসন্ধানম্'— পা. ৫/২/১২২-বা.) পীড়িত, উদরগীড়াগ্রস্ত। 'অথা ব্যথেরন্' বা সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বলতে বৃত্তিকার মনে করেন ধনহানি, পুত্র-পশু প্রভৃতির মৃত্যু। আধানের পরে একবছরের মধ্যে এই-সব অনর্থ ঘটলে 'পুনরাধেয়া' ইষ্টিয়াগ করতে হয়। শা. মতে বার কোন দূর্যটনা ঘটেছে তাকে এই পুনরাধেয়া করতে হবে। বর্ষা ঋতুর মাঝামাঝি সময়ে চন্দ্রের পূনর্বসু নক্ষত্রে অবস্থিতির সময়ে অথবা আষাঢ়ী পূর্ণিমার পরবর্তী অমাবস্যায় মধ্যাহ্নে এই ইষ্টি কর্তব্য— শা. ২/৫/১, ৪-৭ ব্র.।

তস্যাং প্রযাজানুযাজান্ বিভক্তিভির্ যজেত্ ॥ ৫ ॥

অনু.— ঐ (ইষ্টিতে) প্রযাজ ও অনুযাজতুলিকে বিভক্তি দ্বারা যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— পুনরাধেয়া ইষ্টিতে প্রযাজ ও অনুযাজের যাজ্যায় দেবতার নাম বিভক্তিয়ুক্ত করে পাঠ করবেন। ক্রিভাবে করবেন তা পরবর্তী সূত্রে এবং ১৬নং সূত্রে বলা হবে। কীথের মতে বিভক্তি প্রয়োগ করা হয় "doubtless to secure the special attention of the god to the new fires" (RPVU, 317 pg, Reprint)— নব-প্রতিষ্ঠিত অগ্নিগুলির প্রতি দেবতার বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট করার জন্য। "ত্রিষু চ প্রযাজেধ্মিশপো বিকৃতঃ; তনুনপাদ্ অগ্নিম্ ইষ্টো অগ্নিনা বর্হির্ অগ্নিঃ"— শা. ২/৫/১০, ১১; "অগ্নিশব্দং চতুর্ষু পূর্বেষু প্রযাজেধ্মনুযাজয়োশ্ চ বিভক্তয় ইত্যাচক্ষতে"— শা. ২/৫/২০।

সমিধঃ সমিধোঃশ্রেণ্যেঃ আজ্যস্য ব্যস্ত। তনুনপাদগ্নিমগ্ন আজ্যস্য বেতু। ইষ্টো অগ্নিনাগ্ন আজ্যস্য ব্যস্ত।

বর্হির্গ্নিরগ্ন আজ্যস্য বেদ্বিতি ॥ ৬ ॥

অনু.— 'সমিধঃ-' (সু.), 'তনুনপাদ-' (সু.), 'ইষ্টো-' (সু.), 'বর্হিঃ-' (সু.)।

ব্যাখ্যা— লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এখানে চার প্রযাজের যাজ্যামন্ত্র বিভক্তিয়ুক্ত করে উল্লেখ করা হয়েছে। চার প্রযাজে 'অগ্নি' পদের আগে দর্শপূর্ণমাসের যাজ্যামন্ত্রের অপেক্ষায় (১/৫/১৮, ২৪-২৬ সু. ব্র.) যথাক্রমে অগ্নে, অগ্নিম্, অগ্নিনা এবং অগ্নিঃ এই অতিরিক্ত পদগুলি প্রয়োগ করা হয়েছে। নরাশংস দেবতা হলে যাজ্য হবে 'নরাশংসো (২) অগ্নিমগ্ন আজ্যস্য বেতু'। পঞ্চম প্রযাজের মন্ত্রটি অবশ্য প্রকৃতিযোগের মতোই।

সমিধাগ্নিঃ দুবস্যতেহু যু ব্রবাণি ত ইত্যাগ্নোব্ আজ্যভাগৌ ॥ ৭ ॥

অনু.— 'সমিধা-' (৮/৪৪/১), 'এতু-' (৬/১৬/১৬) এই (দুই মন্ত্র) অগ্নিদেবতার দুই আজ্যভাগ।

ব্যাখ্যা— দুটি আজ্যভাগেরই দেবতা এখানে অগ্নি এবং এই দুটি মন্ত্র সেই দুই আজ্যভাগের অনুবাক্য।

বুজ্জিমান্-ইন্দুমান্ ইত্যাচক্ষতে ॥ ৮ ॥

অনু.— (যাজ্ঞিকেরা ঐ দুই মন্ত্রকে ও দেবতাকে) বুজ্জিমান্ এবং ইন্দুমান্ বলেন।

ব্যাখ্যা— প্রথমটি 'বুজ্জিমান্' এবং দ্বিতীয়টি 'ইন্দুমান্' মন্ত্র। শা. ২/৫/১২, ১৩ সূত্রে প্রথম আজ্যভাগে বার্বর মন্ত্র এবং বিকল্পে বুজ্জিমান্ অগ্নির উদ্দেশে 'অগ্নি-' (৫/১৪/১) মন্ত্র অনুবাক্যরূপে বিহিত হয়েছে। দ্বিতীয় আজ্যভাগের দেবতা সেখানে ১৪-১৬নং সূত্র অনুযায়ী পবমান, ইন্দুমান্ অথবা রেতবান্ অগ্নি। মন্ত্র যথাক্রমে 'জগ্ন-' (৯/৬৬/১৯), 'এতু-' (৬/১৬/১৬-উপরে ৭নং সু. ব্র.), 'অগ্নি-' (৮/৪৪/১৬)।

তথানুবৃত্তিঃ ॥ ৯ ॥

অনু.— (নিগদগুলিতে) সেইভাবে অনুবৃত্তি (হবে)।

ব্যাখ্যা— অনুবৃত্তি = পিছনে থাক বা যাওয়া, জের, প্রবাহ। আবাহন প্রভৃতি চারটি নিগদে আজ্যভাগের দুই অগ্নিদেবতাকে এই বুদ্ধিমান এবং ইন্দুমান বিশেষণে বিশেষিত করেই উল্লেখ করতে হবে।

ইজ্য চ ॥ ১০ ॥

অনু.— যাজ্যও (তেমনই হবে)।

ব্যাখ্যা— ইজ্য = যাজ্য, যাজ্যের দেবতার নামের উল্লেখ। আজ্যভাগের যাজ্যমন্ত্রেও এই দুই বিশেষণ যোগ করেই দুই অগ্নিদেবতার নাম উল্লেখ করতে হবে— যেওযজ্যমহে হমিং বুদ্ধিমত্ত জুবাণো অগ্নিবুদ্ধিমান আজ্যস্য বেতু, যেও যজ্যমহেহমিং ইন্দুমত্ত জুবাণো অগ্নিরিন্দুমান আজ্যস্য হবিবো বেতু।

নিত্যং পূর্বম্ অনুব্রাহ্মণিনঃ ॥ ১১ ॥

অনু.— অনুব্রাহ্মণীরা (বলেন) প্রথম (আজ্যভাগ হবে) পূর্বোক্ত।

ব্যাখ্যা— ব্রাহ্মণবাদী অনুব্রাহ্মণী আচার্যেরা বলেন দর্শপূর্ণমাসের প্রথম আজ্যভাগের ‘অগ্নিব্রাহ্মণি-’ মন্ত্রটিই এখানেও প্রথম আজ্যভাগের অনুবাক্য হবে (১/৫/৩৩ সূ. দ্র.) এবং ‘অগ্নি’ শব্দে কোন বিশেষণ যোগ করতে হবে না।

অগ্নি আয়ুধি পবস ইত্যুত্তরম্ ॥ ১২ ॥

অনু.— ‘অগ্নি-’ (৯/৬৬/১৯) পরবর্তী (আজ্যভাগের অনুবাক্য)।

ব্যাখ্যা— এটিও অনুব্রাহ্মণীদের মত। তাঁদের মতে প্রথম আজ্যভাগের অনুবাক্য দর্শপূর্ণমাসের মতো হলেও দ্বিতীয় আজ্যভাগের অনুবাক্য হবে ‘অগ্নি-’। এখানেও ‘ইন্দুমান’ বিশেষণ যোগ করতে হবে না। বিশেষণবর্জিত অগ্নি দেবতা হলে এই নিয়ম। যদি অধ্বর্যু পবমান অগ্নির উদ্দেশে দ্বিতীয় আজ্যভাগের অনুবাক্য ও যাজ্য পাঠ করার জন্য প্রৈব দেন তাহলে আবাহন প্রভৃতি হলে এবং যাজ্য অগ্নি পবমানের নাম উল্লেখ করতে হবে।

নিত্যস্ তৃত্তরে হবিঃশব্দঃ ॥ ১৩ ॥

অনু.— পরবর্তী (যাজ্যমন্ত্রে) ‘হবিঃ’ শব্দ কিন্তু অপরিবর্তিত (থাকবে)।

ব্যাখ্যা— দর্শপূর্ণমাসের আজ্যভাগের যাজ্যমন্ত্রই এখানে যাজ্য। সেখানে প্রথম যাজ্যমন্ত্রে না থাকলেও দ্বিতীয় যাজ্য মন্ত্রে যে ‘হবিঃ’ শব্দ আছে তা সোমদেবতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলেও (১/৫/৩৬ সূ. দ্র.) এখানে ইন্দুমান অগ্নিদেবতার ক্ষেত্রেও তা অপরিবর্তিতই থাকবে, বাদ দিতে হবে না।

আয়েয়ং হবির্ অথ হ্যয়ে ক্রতোর্ভদ্রস্যাভিষ্টে অদ্য গীর্তির্গণতঃ ॥ ১৪ ॥

অনু.— (এই ইষ্টিতে প্রধান) দেবতা অগ্নি। (অনুবাক্য ও যাজ্য বথাক্রমে) ‘অধা-’ (৪/১০/২), ‘আভি-’ (৪/১০/৪)।

ব্যাখ্যা— হবিঃ = প্রধান আহুতিদ্রব্য, প্রধান আহুতিদ্রব্যের দেবতা। শা. ২/৫/১৮ অনুসারে কিন্তু অনুবাক্য ‘অমে-’ এবং যাজ্য ‘এভি-’ (৪/১০/১, ৩)। সংযাজ্য এই ‘অধা-’ এবং ‘আভি-’।

এভিনো অকৈরয়ে তমদ্যাধ্বং ন স্তোমৈর্ ইতি সংখ্যাজ্যে ॥ ১৫ ॥ [১৪]

অনু.— ‘এভি-’ (৪/১০/৩), ‘অয়ে-’ (৪/১০/১) ঋষ্টকৃতের অনুবাক্য ও যাজ্য।

দেবং বর্হিরগ্নের্বসুবনে বসুধেয়স্য বেতু দেবো নরাশংসোঃ যৌ বসুবনে বসুধেয়স্য বেত্তিতি ॥ ১৬ ॥ [১৪]

অনু.— ‘দেবং-’ (সৃ.), ‘দেবো-’ (সৃ.) এই (দুই অনুযাজের যাজ্য)।

ব্যাখ্যা— মন্ত্রদুটি দর্শপূর্ণমাসেরই মতোই, কেবল ‘অয়েঃ’ এবং ‘অনো’ এই দুই অতিরিক্ত পদের আগমন ঘটেছে। তৃতীয় অনুযাজের যাজ্য দর্শপূর্ণমাসেরই মতো।

নবম কণ্ডিকা (২/৯)

[আগ্রয়ণ ইষ্টি]

আগ্রয়ণং ব্রীহিশ্যামাকমবানাম্ ॥ ১ ॥

অনু.— (এ-বার) ব্রীহি, শ্যামাক এবং যবের আগ্রয়ণ (ইষ্টি বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— অগ্র + অয়ন = সন্ধিতে আগ্রয়ণ হওয়াই উচিত, কিন্তু প্রাচীন লোকপরম্পরায় আগ্রয়ণ শব্দটিই চলে আসছে। মাঠে নূতন ধান, শ্যামাক অথবা যব উঠলে সেই সেই সময়ে নূতন শস্যে ‘আগ্রয়ণ’ নামে নবান্ন-ইষ্টি করতে হয়। এই নবান্নযাগই আগ্রয়ণ। শ্যামাক = শ্যামা চাল, *Echinochloa Frumentaceae*; জানা যায় ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এবং পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অংশে এই চাল পাওয়া যায়। এর পুষ্পদণ্ড ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা এবং গোলাকার ফলের মধ্যে সূজির মতো দানা থাকে। বর্ষায় শ্যামাক, শরদে ব্রীহি এবং বসন্তে যবের আগ্রয়ণ করতে হয়। ব্রীহির আগ্রয়ণই প্রধান বলে প্রথমে ব্রীহির উল্লেখ করা হয়েছে। ৩নং সূত্রে তাই ব্রীহিযোগের কথাই বুঝতে হবে। ‘অন্নাত্তরম্’ (পা. ২/২/৩৪) নিয়ম অনুসারে যব-শব্দটিকে শ্যামাক-শব্দের আগে বসান উচিত, কিন্তু ১৩নং সূত্রে ব্রীহি ও যবের আগ্রয়ণের কথা একসঙ্গে বলা থাকলেও ব্রীহির আগ্রয়ণের সময় যবের আগ্রয়ণের সময় থেকে যে ভিন্ন এ-কথা বোঝাবার জন্যই ‘শ্যামাক’ শব্দটিকে আগে রাখা হয়েছে।

সস্যং নান্নীন্নাদ্ অগ্নিহোত্রম্ অহুত্বা ॥ ২ ॥

অনু.— অগ্নিহোত্র হোম না করে (নূতন) শস্য খাবেন না।

ব্যাখ্যা— আগ্রয়ণ ইষ্টি করে তবে নূতন শস্য খেতে হয়। যদি হাতে সময় না থাকে তাহলে অগত্যা অহুত নূতন শস্য দিয়ে অগ্নিহোত্র করে তবে সেই নূতন শস্য খাবেন, তার আগে নয়।

যদা বর্বস্য তৃপ্তঃ স্যাদ্ অথাগ্রয়ণেন বজ্জত ॥ ৩ ॥

অনু.— যখন (লোক) বর্ষণতৃপ্ত হয় তখন আগ্রয়ণ দিয়ে যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— বর্ষার পরে শরৎ ঋতুতে এই ইষ্টিযোগ করতে হয়। ১নং সূত্রের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এখানে ব্রীহির আগ্রয়ণের কথাই বুঝতে হবে।

অগ্নি হি দেবা আহুস্ তৃপ্তো নুনং বর্বস্যাগ্রয়ণেন হি বজ্জত ইতি।

অগ্নিহোত্রীং বৈনান্ আদয়িত্বা তস্যঃ পরস্মা জুহুরাত্ ॥ ৪ ॥

অনু.— দেবতারাও বলেন, বর্ষণের দ্বারা তৃপ্ত হয়ে অবশেষে আগ্রয়ণের দ্বারা যাগ করবেন। (অথবা) অগ্নিহোত্রের গাভীকে এই (শস্য)-গুলি খাইয়ে তার দুধ দিয়ে আর্ঘ্য দেবেন।

ব্যাখ্যা— অগ্নিহোত্রী = যে গরুর দুধ দিয়ে অগ্নিহোত্র করা হয়। এনান্ = এই ধান, শ্যামাক, যব। আদমিহা = খাইয়ে। বর্ষণের ফলে নূতন শস্য জন্মায় এবং তার পরেই এই আগ্রয়ণ ইষ্টি করতে হয়। আগ্রয়ণ ইষ্টির পক্ষটিই মূখ্য, সাক্ষাৎ আগ্রয়ণের অনুষ্ঠান করাই উচিত, কিন্তু কোন কারণে তা সম্ভব না হলে গাভীকে নূতন শস্য খাইয়ে সেই গাভীর দুধ দিয়ে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করতে হবে। এই দ্বিতীয় পক্ষটি অনুকল্প বা গৌণ বিকল্প। “অগ্নিহোত্রীং বা নবান্ আদমিহা তস্যৈ দুগ্ধেন সায়ং প্রাতর্ অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ”— শা. ৩/১২/১৬।

অপি বা ক্রিয়া যবেষু ॥ ৫॥

অনু.— যবে অনুষ্ঠান (হবে) অথবা (হবে না)।

ব্যাখ্যা— যবের আগ্রয়ণ ইষ্টি না করলেও চলে।

ইষ্টিস্ তু রাজঃ ॥ ৬॥

অনু.— রাজার কিন্তু (এই) ইষ্টি (অবশ্যকরণীয়)।

ব্যাখ্যা— রাজার ক্ষেত্রে কোন বিকল্প নেই, তাঁকে যবের আগ্রয়ণ করতেই হয়।

সর্বেষাং চৈকে ॥ ৭॥

অনু.— অন্যেরা (বলেন) সকলের (ক্ষেত্রেই বিকল্প)।

ব্যাখ্যা— কোন কোন মতে রাজার ক্ষেত্রেই নয়, সকলের ক্ষেত্রেই যবের আগ্রয়ণ অবশ্যই অনুষ্ঠেয়।

শ্যামাকেষ্ট্যাং সৌম্যন্ চরুঃ ॥ ৮॥

অনু.— শ্যামাকের ইষ্টিতে সোমসেবতার (উদ্দেশ্যে) চরু (আহুতি দিতে হয়)।

ব্যাখ্যা— শ্যামাকের আগ্রয়ণ ইষ্টি বর্ষা ঋতুতে হয় এবং এই ইষ্টিতে সেবতা সোমের উদ্দেশ্যে চরু আহুতি দিতে হয়। ‘চরুঃ’ বলায় পরবর্তী সূত্রে যে অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য বিহিত হয়েছে তা সোমের উদ্দেশ্যে চরুপ্রদানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, কিন্তু অন্য দ্রব্য আহুতি দেওয়া হলে ৪/৩/৩ সূত্রে বিহিত মন্ত্রই প্রয়োগ করতে হবে। “সৌমী শ্যামাকেষ্টিঃ বৈশ্বযী চ”— শা. ৩/১২/১,২।

সোম যান্তে ময়োভুরো যা তে ধামানি দিবি যা পৃথিব্যাম্ ইতি ॥ ৯॥

অনু.— (প্রধানযাগের অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য) ‘সোম-’ (১/৯১/৯), ‘যা-’ (১/৯১/৪)।

ব্যাখ্যা— শা. ৩/১২/৫ অনুসারে ‘ইমং-’ (১/৯১/১০) হচ্ছে অনুবাক্য।

অবান্তরেভ্যাম্ নিত্যং জপন্ উক্তা সযে পানৌ কৃষেতরেণাভিমুশেত্। প্রজাপতরে দ্বা গ্রহং গৃহ্যামি মহ্যং
ত্রিষ্টৈ মহ্যং কশসে মহ্যমাদ্যার ॥ ১০॥ [৯]

অনু.— অবান্তরেভ্যাম্ পূর্বাভ জপটি করে বাঁ হাতে (ইড়াপাত্র) রেখে অপর (হাত) দিয়ে ‘প্রজা-’ (সু.) এই (মন্ত্রে) তা স্পর্শ করবেন।

ব্যাখ্যা— স্পর্শপূর্ণমাসের ‘ইষ্টে-’ (১/৭/৯ সু. দ্র.) মন্ত্রটিই এখানে অবান্তরেভ্যাম্ পাঠ করে তার পরে উক্ত মন্ত্রে ডান হাতে ইড়াপাত্রটি স্পর্শ করতে হয়। সূত্রটির শেষে একটি ‘ইতি’ শব্দ উহ্য আছে বলে ধরে নিতে হবে। ফলে ‘তদান্ নঃ’

একটি অন্য মন্ত্র ও পরবর্তী সূত্রের অন্তর্গত। সূত্রে 'নিত্যং' বলার তাৎপর্য হল 'এতেন' পদের বলে ১২নং সূত্রের নিয়ম যখন অন্যত্র প্রযুক্ত হবে তখন 'সবো পালৌ কৃদ্ধা-' ইত্যাদি অংশেরই 'অতিদেশ' হচ্ছে বলে বুঝতে হবে, তার পূর্ববর্তী 'ইত্বে-' এই নিত্যজপ অংশের নয়, কারণ সেটি নিত্য অর্থাৎ পূর্বে দর্শপূর্ণমাসের প্রকরণে পঠিত ও প্রযোজ্য, সর্বত্র প্রযোজ্য কোন ধর্ম বা সাধারণ বৈশিষ্ট্য নয়।

ভদ্রান্ নঃ শ্রেয়াঃ সমনৈষ্ট দেবাত্ত্বান্নাবশেন সমশীমহি জ্বা। স নো ময়োভূঃ পিতৃবাবিশেহ শং নো ভব
বিপদে শং চতুঃপদ ইতি প্রাশ্যাত্ম্য নাভিম্ আলভেতামোহসি প্রাণ তদুতং ব্রবীম্যাসি সর্বানসি প্রবিশ্টিঃ। স
মে জরাং রোগমপনুদ্য শরীরাদমা ম এধি মা মুখাম ইচ্ছেতি ॥ ১১ ॥ [১০]

অনু.— 'ভদ্রান্-' (সু.) এই মন্ত্রে (ইড়াফে) ভক্ষণ করে আচমন করে 'অমোহসি-' (সু.) এই (মন্ত্রে নিজের) নাভি স্পর্শ করবেন।

ব্যাখ্যা— ভক্ষণের পরে আচমনের প্রাপ্তি এখানে স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ীই সিদ্ধ হতে পারে, তবুও সূত্রে তা বলার তাৎপর্য হল যেখানে দাঁড়িয়ে আচমন করেছেন সেখানে থেকেই তাঁকে নাভি স্পর্শ করতে হবে।

এতেন ভক্ষিণো ভক্ষান্ সর্বত্র নবামভোজনে ॥ ১২ ॥ [১১]

অনু.— এই (নিয়মের) দ্বারা ভক্ষণকর্তারা সর্বত্র নবামভোজনে ভক্ষ্য (দ্রব্য ভক্ষণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— 'নবেবু' না বলে 'নবামভোজনে' বলার যে-কোন নবামভোজনে, এমন-কি লৌকিক নবামভোজনেও এই নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। 'সর্বত্র' বলায় 'আগ্রয়ণকালে-' (১২/৮/২৪) স্থলেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। 'ভক্ষিণঃ' বলায় কেবল হোতাকে নয়, সকলকেই এই নিয়মে ভক্ষণ করতে হয়।

অথ ব্রীহিবানানং ধাত্যে বিরাজৌ ॥ ১৩ ॥ [১২]

অনু.— এর পর ব্রীহি ও যবের আগ্রয়ণের কথা বলা হচ্ছে। দুটি ধাত্যা এবং দুটি বিরাজ (এই দুটি ইষ্টিতে পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ব্রীহি ও যবের আগ্রয়ণে সমিধেনীতে দুটি ধাত্যা (আ. ২/১/৩০) এবং দ্বিষ্টকৃতে দুটি বিরাজ (আ. ২/১/৩৬) মন্ত্র পাঠ করতে হয়। সূত্রটি 'ইতরত্' (লৌণমাসং তন্ত্রং) বৈরাজম্' বা 'বৈরাজতন্ত্রম্' এইভাবে বললেই চলত, তবুও অন্যভাবে বলায় বুঝতে হবে যে, আজ্যভাগের অনুবাক্য্য বিকল্পে দর্শনাগের মতো 'বৃধান্' (আ. ১/৫/৪৪) মন্ত্রদুটিও পাঠ করা চলে। বস্তুত একই তন্ত্রে দর্শনাগ ও আগ্রয়ণের অনুষ্ঠান হলে তা-ই হয়। 'বৈরাজম্' বললে, সে-ক্ষেত্রে বৃধান্ মন্ত্র প্রযুক্ত হতে পারত না, 'ইতিমাত্রো-' (২/১/৪১) অনুসারে বার্ত্বয় মন্ত্রই পাঠ করতে হত। অ. যে, যব আগ্রয়ণের অনুষ্ঠান হয় বসন্ত ঋতুতে, আর ব্রীহির আগ্রয়ণের সময় যে শরৎকাল তা আগেই ৩নং সূত্রে বলা হয়েছে।

অমীজ্জাৎ ইজ্জামী বা বিধে দেবাঃ সোমো যদি তত্র শ্যামাকো দ্যাবাপৃথিবী ॥ ১৪ ॥ [১৩]

অনু.— (ব্রীহির ও যবের আগ্রয়ণে) অগ্নি-ইজ্জ অথবা ইজ্জ-অগ্নি (এবং) বিধে দেবাঃ (দেবতা)। যদি সেখানে শ্যামাক (দিগে একই সঙ্গে আগ্রয়ণ ইষ্টি করা হয় তাহলে তৃতীয় দেবতা হবেন) সোম। (সব-শেষে) দ্যাবাপৃথিবী।

ব্যাখ্যা— ব্রীহি ও যবের আগ্রয়ণে তিন প্রধান দেবতা— অগ্নি-ইজ্জ অথবা ইজ্জ-অগ্নি, বিধে দেবাঃ এবং দ্যাবাপৃথিবী। যদি ব্রীহির সঙ্গে শ্যামাকের আগ্রয়ণও সমানতন্ত্রে অনুষ্ঠিত (সহানুষ্ঠান) হয় তাহলে বিধে দেবাঃ এবং দ্যাবাপৃথিবীর মাঝে শ্যামাকের জন্য অতিরিক্ত সোমদেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি হবে। শরৎে ব্রীহি ও শ্যামাকের সহানুষ্ঠান না করে বর্ষায় শ্যামাকের পৃথক্ অনুষ্ঠান করলে কেবল সোমের উদ্দেশ্যেই চর-আহুতি দিতে হয় (৮নং সু. ম.)।

আ যা বে অগ্নিমিত্তে সুকর্মাণঃ সুরুচো দেবরজো বিধে দেবাস আ গত বে কে চ জ্ঞা মহিনো অহিমালা
মহী সোঃ পৃথিবী চ নঃ প্র পূর্বজে পিতরা নব্যসীতিন্ ইতি ॥ ১৫ ॥ [১৪]

অনু.— ‘আ-’ (৮/৪৫/১), ‘সু-’ (৪/২/১৭); ‘বিশ্বে-’ (২/৪১/১০), ‘বে-’ (৬/৫২/১৫); ‘মহী-’ (১/২২/১০), ‘প্র-’ (৭/৫০/২)।

ব্যাখ্যা— এই মন্ত্রগুলি যথাক্রমে অগ্নি-ইন্দ্র, বিশ্বদেবাঃ এবং দ্যাভা-পৃথিবীর অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য। ইন্দ্র-অগ্নি এবং সোমের অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্যের জন্য ১/৬/২ এবং ২/৯/৯ সূ. ম্। শা. ২/৩/৮ এবং ৩/১২/৯ অনুসারে ‘স্বীর্ণে-’ (ঋ. ৬/৫২/১৭) ও ‘উর্বা-’ (১/১৮৫/৭) যথাক্রমে বিশ্বদেবাঃ ও দ্যাভা-পৃথিবীর যাজ্ঞ্য। ৩/১২/৮ অনুসারে অগ্নি-ইন্দ্রের মন্ত্রে অভিন্ন।

দশম কণ্ডিকা (২/১০)

[কাম্য ইষ্টি— আয়ুষ্কাম, স্বস্ত্যয়নী, পুত্রকাম, আশ্বয়েী, বৈম্বী, দাতৃ-ইষ্টি, আশাপালেষ্টি, লোকেষ্টি]

অথ কাম্যাঃ ॥ ১ ॥

অনু.— এর পর কাম্য (ইষ্টিগুলি বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— এ-বার যে যাগগুলির কথা বলা হচ্ছে সেগুলি বিশেষ বিশেষ কামনার অনুষ্ঠিত হয়। কোন্ যাগ কোন্ বিশেষ কামনার অনুষ্ঠিত হয় তা সেই সেই সূত্রে বলা হবে। যদি কোথাও সূত্রে কোন কামনার কথা বলা না থাকে তাহলে অন্য গ্রন্থ থেকে ঐ যাগের উদ্দিষ্ট কাম্য ফলাটি কি তা জেনে নিতে হবে। সূত্রে কামনাবিশেষের উল্লেখ না থাকলেও ঐ যাগ নিত্য অর্থাৎ অবশ্যকর্তব্য নয়, যজ্ঞমানের ইচ্ছারই অধীন।

আয়ুষ্কামেষ্ট্যাং জীবাভূমস্তৌ। আ নো অগ্নে সুচেতুনা য়ং সোম মহে ভগম্ ইতি ॥ ২ ॥ [২, ৩]

অনু.— আয়ুষ্কাম ইষ্টিতে দুই ‘জীবাভূমান্’ (মন্ত্র হবে দুই আজ্যভাগের অনুবাক্য)। ‘আ-’ (১/৭৯/৯), ‘হং-’ (১/৯১/৭) এই দুটি হচ্ছে সেই জীবাভূমান্ নামে দুই মন্ত্র)।

অগ্নির্ আয়ুত্মান্ ইন্দ্রেস্ ত্রাতা ॥ ৩ ॥

অনু.— (এই ইষ্টিযোগে প্রধান দেবতা) আয়ুত্মান্ অগ্নি (এবং) ত্রাতা ইন্দ্র।

আয়ুষ্টে কিম্বতো দধদরময়ির্বরেণ্যঃ পুনস্তে গ্রাণ আযাতু পরা যক্ষ্মং সুবামি তে। আয়ুর্দা অগ্নে হবিষো
জুৰাপো দ্বতগ্রতীকো দ্বতযোনিরেষি দ্বতং পীত্বা মধু চারু গব্যং পিতের পুত্রমতি রক্ষতামিমম্।
ত্রাতারমিত্রমবিভারমিত্রং মা তে অস্যাং সহসাবন্ পরিটৌ। ॥ ৪ ॥

অনু.— (অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য) ‘আয়ুষ্টে-’ (সু.), ‘আয়ুর্দা-’ (সু.); ‘ত্রাতার-’ (ঋ. ৬/৪৭/১১), ‘মা-’ (৭/১৯/৭)।

ব্যাখ্যা— প্রথম দুটি মন্ত্র আয়ুত্মান্ অগ্নির এবং পরের দুটি মন্ত্র ত্রাতা ইন্দ্রের যথাক্রমে অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য।

পাহি নো অগ্নে পায়ুতিরজসৈরয়ে য়ং পাররা নব্যো অস্মান্ ইতি সংবাজ্যে ॥ ৫ ॥ [৪]

অনু.— ‘পাহি-’ (১/১৮৯/৪), ‘অগ্নে-’ (১/১৮৯/২) এই দুই মন্ত্র ষিষ্টকৃতির অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য।

স্বস্ত্যয়ন্যাং রক্ষিতবন্তৌ। অগ্নে রক্ষা পো অংহসন্ত্বং নঃ সোম বিধ্বত ইতি ॥ ৬॥ [৫, ৬]

অনু.— স্বস্ত্যয়নী (ইষ্টিতে) দুটি রক্ষিতবান্ (মন্ত্র দুই আভ্যুত্যাগের অনুবাক্য। ঐ মন্ত্র দুটি হল) ‘অগ্নে-’ (৭/১৫/১৩), ‘অং-’ (১/৯১/৮)।

ব্যাখ্যা— যেহেতু ‘রক্ষিতবান্’ মন্ত্র পাঠ করতে বলা হয়েছে তাই এখানে ‘অং-’ এই প্রথম মণ্ডলের মন্ত্রটিকেই গ্রহণ করতে হবে, কারণ এই মন্ত্রেই ‘রক্ষা’ পদ আছে, ঋ. ১০/২৫/৭ মন্ত্রটি গ্রহণ করা চলাবে না, কারণ ঐ মন্ত্রে রক্ষা-সম্পর্কিত কোন পদ নেই।

অগ্নিঃ স্বস্তিমান্ ॥ ৭॥

অনু.— (প্রধানযাগের দেবতা) স্বস্তিমান্ অগ্নি।

স্বস্তি নো দিবো অগ্নে পৃথিব্যা আরে অশ্বদমতিমারে অংহ ইতি ॥ ৮॥ [৭]

অনু.— ‘স্বস্তি-’ (১০/৭/১), ‘আরে-’ (৪/১১/৬)।

ব্যাখ্যা— এই দুই মন্ত্র স্বস্ত্যয়নী ইষ্টির প্রধানযাগের অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য।

পূর্বয়োক্তে সংযাজ্যে ॥ ৯॥ [৭]

অনু.— ঋষ্টকৃতের অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য আগের (ইষ্টি) দ্বারা বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— এনং সূ. দ্র।

পুত্রকামেষ্ট্যাম্ অগ্নিঃ পুত্রী ॥ ১০॥ [৮]

অনু.— পুত্রকাম ইষ্টিতে পুত্রী অগ্নি (প্রধানযাগের দেবতা)।

যশ্নৈঃ স্বং সূক্তে জাতবেদো যত্না হৃদা কীরিণা মন্যমানঃ ॥ ১১॥ [৯]

অনু.— (প্রধানযাগের অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য) ‘যশ্নৈঃ-’ (৫/৪/১১), ‘যত্না-’ (৫/৪/১০)।

অগ্নিঃ স্বিঃ স্বস্ত্যয়ন্যম্ ইতি বে সংযাজ্যে ॥ ১২॥ [৯]

অনু.— ‘অগ্নিঃ-’ (৫/২৫/৫, ৬) এই দুই (মন্ত্র) ঋষ্টকৃতের অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য।

আগ্নেয়্যা উত্তরে ॥ ১৩॥ [১০]

অনু.— পরবর্তী দুটি (ইষ্টি) অগ্নিদেবতার।

ব্যাখ্যা— আগ্নেয়্যা + উত্তরে = আগ্নেয়্যা উত্তরে। প্রথম আগ্নেয়ী ইষ্টির প্রধান দেবতা সূর্য্যবান্ অগ্নি এবং দ্বিতীয় ইষ্টির কাম অগ্নি। দ্র. যে, এখান থেকে ২/১১/১ সূত্র পর্বত যে আটটি কাম্য ইষ্টির বিধান দেওয়া হচ্ছে সেগুলি ২/১১/৫ সূত্র অনুযায়ী বৈরাজতন্ত্র ইষ্টি।

নিভ্যে সূর্য্যবন্তঃ ॥ ১৪॥ [১১]

অনু.— সূর্য্যবান্ (অগ্নির) পূর্বোক্ত দুটি (মন্ত্র অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য)।

ব্যাখ্যা— প্রকৃতিবাগে ১/৬/২ সূত্রে যে দুটি মন্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে সেই দুটিই (ঋ. ৮/৪৪/১৬; ১০/৮/৬) সূর্য্যবন্তী ইষ্টির প্রধানযাগের অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য। বিশেষকণ্ঠ্য দেবতার যাজ্ঞ্য-অনুবাক্য বিশেষকণ্ঠ্য দেবতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলে এখানে সূত্রটি করতে হয়েছে। প্রসঙ্গত ২/১/৮ এবং ৪/২/৬ সূ. দ্র।

তুভ্যং তা অগ্নিরত্মশ্যাম তং কামময়ে তবোত্তীতি কামার ॥ ১৫॥ [১২]

অনু.— কাম (অগ্নির) উদ্দেশে (অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য) ‘তুভ্যং-’ (৮/৪৩/১৮), ‘অশ্যাম-’ (৬/৫/৭)।

বৈমুখ্যা উত্তরে ॥ ১৬॥ [১৩]

অনু.— পরবর্তী দুটি (হচ্ছে) বৈমুখী (ইষ্টি)।

ব্যাখ্যা— এই দুটি ইষ্টিতেই বিম্বং বা বৈমুখ ইন্দ্র প্রধানবাগের সেবতা। পুষ্টি-কামনায় এই দুটি ইষ্টিযোগ করতে হয়।

বি ন ইন্দ্র মুখো জহি মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ সন্ যুক্তিমিত্ত সচ্যুতিং প্রচ্যুতিং জঘনচ্যুতিম্,
প্রনাক্ষানান আন্তর প্রথক্যামিব সক্ষ্যো বি ন ইন্দ্র মুখো জহি। জ(চ)নীখুদদ্ বথাসকমতি নঃ সুষ্টুতিং
নয়েতি ॥ ১৭॥ [১৪]

অনু.— ‘বি-’ (১০/১৫২/৪), ‘মৃগো-’ (১০/১৮০/২); ‘সন্-’ (সু.), ‘বি-’ (সু.)।

ব্যাখ্যা— প্রথম বৈমুখী ইষ্টিতে প্রথম দুটি এবং দ্বিতীয়টিতে পরের দুটি মন্ত্র অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য। শা. ৩/১/১-৪ সূত্রে বিম্বং ইন্দ্রের উদ্দেশে একটি ইষ্টিই বিহিত হয়েছে এবং সেই ইষ্টির অনুবাক্য ‘ইন্দ্র-’ (ঋ. ১০/১৮০/৩) এবং যাজ্ঞ্য এখানের এই ‘মৃগো-’ মন্ত্রটিই।

ইন্দ্রার দাদ্রে পুনর্দাদ্রে বা ॥ ১৮॥ [১৫]

অনু.— দাতা অথবা পুনর্দাতা ইন্দ্রের উদ্দেশে (পরবর্তী ক্রম্য যাগটি করতে হয়)।

যানি নো ধনানি ক্রুজ্জো জিনাসি মন্যুনা। ইন্দ্রানুবিজ্জি নন্তান্যেনে হবিষা পুনঃ। পুনর্ন ইন্দ্রো মঘবা দদাতু
ধনানি শক্রো ধনীঃ সুরাধাঃ। অশ্মদ্র্যকৃপুতাং যাচিতো মনঃ ক্রষ্টী
ন ইন্দ্রো হবিষা মুখাভীতি ॥ ১৯॥ [১৬]

অনু.— ‘যানি-’ (সু.), ‘পুন-’ (সু.) (এ ইষ্টির প্রধানবাগের অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য)।

ব্যাখ্যা— দাতা ও পুনর্দাতা ইন্দ্রের অনুবাক্য একই, যাজ্ঞ্যও এক।

আশানাম্ আশাপালেভ্যো বা ॥ ২০॥ [১৭]

অনু.— আশাদের অথবা আশাপালদের উদ্দেশে (কাম্য যাগ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— এই কাম্য যাগের নাম ‘আশাপালেষ্টি’।

আশানামাশাপালেভ্যন্তকুর্ভ্যো অমৃতভ্যঃ। ইদং তুতস্যাত্যক্ভ্যো বিধেম হবিষা বরম্। বিধা আশা মধুনা
সংস্জাম্যনমীবা আপ ওষধয়ঃ সন্ত সর্বাঃ। অরং বজ্রমানো মুখো ব্যস্যৎগৃভীতাঃ
পশবঃ সন্ত সর্ব ইতি ॥ ২১॥ [১৮]

অনু.— (প্রধানবাগের অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য) ‘আশা-’ (সু.), ‘বিধা-’ (সু.)।

ব্যাখ্যা— এখানেও সেবতাভেদে অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্যের কোন ভেদ নেই।

লোকোষ্টিঃ। পৃথিব্যন্তরিকং দ্যৌর্ ইতি সেবতাঃ ॥ ২২॥ [১৯, ২০]

অনু.— (এ-বার) ‘লোকোষ্টি’। পৃথিবী, অন্তরিক, দ্যৌ (এই যাগের প্রধান) সেবতা।

ব্যাখ্যা— ‘দেবতাঃ’ পদটি সূত্রে না বললেও চলত, তবুও তা বলার উদ্দেশ্য হল এঁরা তিন জনেই পৃথক্ পৃথক্ দেবতা, অনুবাক্যায় ও যাজ্ঞায় তিন জনেরই নাম আছে বলে এঁরা যে মিলিতভাবে একটি দেবতা, তা নয়। এ থেকে আরও বুঝতে হবে যে, অনুবাক্যা ও যাজ্ঞায় যাঁর নাম থাকে তিনিই প্রদেয় আছতির দেবতা হন।

পৃথিবীং মাতরং মহীমন্তরিক্‌মুপক্রবে। বৃহতীমৃতয়ে দিবম্ ॥

বিশ্বং বিভর্তি পৃথিব্যন্তরিক্‌ং বিপগ্রথে। দৌর্বে দ্যৌর্বৃহতী পরঃ ॥

বর্ম মে পৃথিবী মহ্যন্তরিক্‌ং স্বত্তয়ে। দৌর্মে শর্ম মহি শ্রবঃ ॥ ইতি তিস্‌ ত্রয়াণাম্ ॥ ২৩ ॥ [২১]

অনু.— ‘পৃথিবীং-’ (সু.), ‘বিশ্বং-’ (সু.), ‘বর্ম-’ (সু.) এই তিনটি (মন্ত্র) তিন (প্রধানযাগের অনুবাক্যা ও যাজ্ঞা)।

ব্যাখ্যা— ছটি মন্ত্রের স্থানে তিনটি মন্ত্র কিভাবে তিন দেবতার অনুবাক্যা ও যাজ্ঞা হতে পারে তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে। পরবর্তী সূত্রটি থেকে বোঝা গেলেও ‘তিস্‌ ত্রয়াণাম্’ বলার কারণ পরবর্তী সূত্রের ব্যাখ্যায় দ্র.

প্রথমে প্রথমস্যোক্তমে মধ্যমস্যোক্তমা প্রথমা চোক্তমস্যা ॥ ২৪ ॥ [২২]

অনু.— প্রথম দুটি (মন্ত্র) প্রথম (প্রধানযাগের), শেষ দুটি (মন্ত্র) মধ্যবর্তী (প্রধানযাগের এবং) শেষ ও প্রথম (মন্ত্র) শেষ (প্রধানযাগের অনুবাক্যা ও যাজ্ঞা)।

ব্যাখ্যা— প্রথম দুটি মন্ত্র পৃথিবীর, শেষ দুটি অন্তরিক্‌সের এবং শেষ ও প্রথম মন্ত্রটি দ্যৌ দেবতার অনুবাক্যা ও যাজ্ঞা। শুধু এখানে নয়, যেখানেই তিন দেবতার উদ্দেশ্যে তিনটি মাত্র মন্ত্র অনুবাক্যা এবং যাজ্ঞা হিসাবে বিহিত হবে সেখানেই কোন্‌ দুই মন্ত্র কোন্‌ দেবতার উদ্দিষ্ট তা এই নিয়মেই স্থির করতে হবে। পূর্বসূত্রের ‘তিস্‌-’ এই বক্তব্যেরই ভূমিকা।

একাদশ কণ্ডিকা (২/১১)

[কাম্য ইষ্টি— মিত্রবিন্দা, সুবান্ধুরীয়া, সংজ্ঞানী, ঐন্দ্রামারুতী, ঐন্দ্রাবাহস্পত্য]

মিত্রবিন্দা মহাবৈরাজী ॥ ১ ॥

অনু.— (এ-বার) মিত্রবিন্দা মহাবৈরাজী (ইষ্টি বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— বজ্রহাস্তি অথবা পারস্পরিক সৌহার্দ্য-স্থাপনের জন্য এই যাগটি করা হয়ে থাকে।

অগ্নিঃ সোমো বরুণো মিত্র ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ সবিতা পূষা সরস্বতী ঋষ্টৈতোকপ্রদানাঃ ॥ ২ ॥

অনু.— (এই ইষ্টির প্রধান যাগে রয়েছেন) অগ্নি, সোম, বরুণ, মিত্র, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, সবিতা, পূষা, সরস্বতী, ঋষ্টা— এই একপ্রদান দেবতারা।

ব্যাখ্যা— এঁদের সকলের উদ্দেশ্যে একসাথে সব দ্রব্য নিয়ে একটিমাত্র আছতি দিতে হয়।

অগ্নিঃ সোমো বরুণো মিত্র ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ সবিতা ঋঃ সহস্রী। পূষা নো গোভিরবসা সরস্বতী ঋষ্টা
রূপেণ সমনঙ্কু যজ্ঞম্ ॥ ৩ ॥

অনু.— (প্রধানযাগে অনুবাক্যা হচ্ছে) ‘অগ্নিঃ-’ (সু.)।

ব্যাখ্যা— শা. ৩/৭/৪ অনুসারে অনুবাক্যা সূত্রপঠিত এই মন্ত্রটিই, তবে ‘রূপাণি’, ‘বজ্জৈঃ’ এই দুটি পাঠান্তর আছে।

প্রতিলোমম্ আদিশ্য যজেন্ যেও যজামহে ত্বষ্টারং সরস্বতীং পৃথগং সবিতারং বৃহস্পতিমিদ্রং মিত্রং বরুণং
সোমমগ্নিং ত্বষ্টা রূপাণি দধতী সরস্বতী ভগং পৃথা সবিতা নো দদাতু। বৃহস্পতির্দদদিত্রঃ সহস্রং মিত্রো

দাতা বরুণঃ সোমো অগ্নির্ ইতি ॥ ৪ ॥

অনু.— (যাজ্ঞায় ঐ দেবতাদের নাম) বিপরীতক্রমে উল্লেখ করে যাজ্ঞাপাঠ করবেন— ‘যেও-’ (সু.)।

ব্যাখ্যা— ২ নং সূত্রে যে ক্রমে দেবতাদের নাম রয়েছে যাজ্ঞায় তার বিপরীত ক্রমে তাঁদের নাম উল্লেখ করতে হয়। ঐজামারুতী ইষ্টির যাজ্ঞা-প্রসঙ্গে (আ. ২/১১/১৫-১৭) বলা হয়েছে যে, ‘উত্পত্তিক্রম’ (যাগের বিধানের সময় যে ক্রমে শাস্ত্রে দেবতাদের উল্লেখ থাকে) এবং ‘যাগক্রমে’র (যে ক্রমে আহুতির বিধান হয়) মধ্যে বিরোধ ঘটলে যাগক্রমের আগে পর্যন্ত উত্পত্তিক্রম অনুযায়ী এবং তার পরে যাগক্রম অনুযায়ী অনুষ্ঠান হবে। এখানে তাই ঐ নিয়ম অনুসারে এবং এই সূত্রের ‘প্রতিলোমম্ আদিশ্য’ এই নির্দেশ অনুযায়ী যাগক্রমই অনুসৃত হবে, তবুও আবার সূত্রের মধ্যেই যাজ্ঞা-মন্ত্রের আগে বিপরীতক্রমে দেবতাদের নাম উল্লেখ করায় এবং ‘যজেন্’ পদটি থাকার সত্ত্বেও ‘যেও যজামহে’ বলার তাৎপর্য হল এই যে, প্রধানযাগের যাজ্ঞাতেই এই বিপরীতক্রম অনুসরণ করতে হবে, অন্যত্র (আবাহন ও প্রযাজ ছাড়াও) ষিষ্টকৃত এবং সূক্তবাক্যের নিগদের ক্ষেত্রে ক্রম কিন্তু স্বাভাবিকই থাকবে। সূত্রটি করার আর একটি অভিপ্রায় হল ২/১৫/৭ সূত্রকে উপেক্ষা করে এখানে বরুণ দেবতারও উপাংশুত্ব সিদ্ধ করা। কা. শ্রৌ. ৫/১২/১১, ১২ সূত্রে এই অনুবাক্য ও যাজ্ঞা মন্ত্রই পাওয়া যায়, তবে সেখানে পাঠ একটু ভিন্ন। শা. ৩/৭/৪ অনুসারে সূত্রপঠিত ‘ত্বষ্টা-’ মন্ত্রটিই যাজ্ঞা, তবে পাঠে কিছুটা পার্থক্য আছে।

অষ্টৌ বৈরাজতন্ত্রাঃ ॥ ৫ ॥

অনু.— (এই) আটটি হচ্ছে বৈরাজতন্ত্র (যাগ)।

ব্যাখ্যা— ২/১০/১৩-২/১১/১ পর্যন্ত যে আটটি কামা ইষ্টির কথা বলা হল সেগুলি ‘বৈরাজতন্ত্র’ ইষ্টি অর্থাৎ এই ইষ্টিগুলিতে সামিধেনীতে ধায়া এবং ষিষ্টকৃতে বিরাজ্ পাঠ করতে হবে (২/১/৪১ সূ. দ্র.)।

তাসাম্ আদ্যাঃ ষড়্ একহবিষাঃ ॥ ৬ ॥

অনু.— ঐগুলির (মধ্যে) প্রথম ছটি একদেবতা (-সম্পর্কিত)।

ব্যাখ্যা— আটটি ইষ্টির মধ্যে প্রথম ছটিতে প্রধানযাগে একজন করে দেবতা। পূর্ববর্তী সূত্রগুলি থেকেই এ-কথা বোঝা গেলেও ‘হবিঃ’ বলতে যে প্রধানযাগের দেবতাকেই বোঝায় তা সূচিত করার উদ্দেশ্যেই এই সূত্র।

নৃবাঞ্চশুরীয়াভিচরন্ যজেনত ॥ ৭ ॥

অনু.— শত্রুহত্যার সঙ্কল্প করে নৃবাঞ্চশুরীয়া (ইষ্টি দ্বারা) যাগ করবেন।

ইন্দ্রঃ সুরো অতরদ্ রজাংসি নৃবা সপত্না স্বত্তরোহহমস্মি। অহং শত্রুন্ জয়ামি জর্জ্বাণোহহং বাজ্যং জয়ামি
বাজসাটৌ।। ইন্দ্রঃ সুরঃ প্রথমো বিশ্বকর্মা মরুত্বা অন্ত্র গণবান্ সজাতিঃ মম নৃবা স্বত্তরস্য প্রবি(শি)ষ্টৌ

সপত্না বাচং মনস উপাসতাম্ ॥ ৮ ॥

অনু.— (এই ইষ্টিতে প্রধানযাগের অনুবাক্য ও যাজ্ঞা) ‘ইন্দ্রঃ সুরো-’ (সু.), ‘ইন্দ্রঃ সুরঃ—’ (সু.)।

ব্যাখ্যা— মন্ত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ইন্দ্র অথবা সূর ইন্দ্র এই ইষ্টির প্রধান দেবতা।

জুটৌ দমুনা অগ্নে শর্ষ মহতে সৌভগায়ৈতি সংযাজ্যে ॥ ৯ ॥

অনু.— ‘জুটৌ-’ (৫/৪/৫), ‘অগ্নে-’ (৫/২৮/৩) ষিষ্টকৃতের অনুবাক্য ও যাজ্ঞা।

বিমতানাং সংমত্যর্থং সংজ্ঞানী ॥ ১০ ॥

অনু.— বিরুদ্ধ মতবাদীদের (মধ্যে) ঐকমত্যের উদ্দেশে সংজ্ঞানী (ইষ্টি করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে এই ইষ্টির অনুষ্ঠান হয় প্রভু-ভূত্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের উদ্দেশে। ‘যঃ সমানৈর্ মিথো বিপ্রিয়ঃ স্যাৎ তন্ এতয়া যাজয়তে’ এই ঋতিবাক্যই প্রমাণরূপে তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন। শা. ৩/৬/১ সূত্রেও বলা হয়েছে “জাতয়োঃ-সংবিদানা বহুদেবতাম্ ইষ্টিং নিরূপেরন্”।

অগ্নিঃ বসুমান্ সোমো রুদ্রবান্ ইন্দ্রো মরুত্বান্ বরুণ আদিত্যবান্ ইত্যেকপ্রদানাঃ ॥ ১১ ॥

অনু.— (এই ইষ্টিতে প্রধানবাগে আছেন) বসুমান্ অগ্নি, রুদ্রবান্ সোম, মরুত্বান্ ইন্দ্র, আদিত্যবান্ বরুণ (এই) একপ্রদানা দেবতার।

অগ্নিঃ প্রথমো বসুভিনো অব্যাত্ সোমো বুধৈর্ অতি রক্ষতু জনা। ইন্দ্রো মরুভির্অতুখা কৃণোহাদিত্যৈর্নো বরুণঃ শর্য যঃসৎ ॥ সমগ্নির্বসুভিনো অব্যাত্ সং সোমো বুধির্নাজিত্তনুভিঃ। সমিন্দ্রো রাতহব্যো মরুভিঃ সমাদিত্যৈর্বরুণো বিশ্ববেদা ইতি ॥ ১২ ॥

অনু.— (প্রধানবাগে অনুবাক্য ও যাজ্য্য) ‘অগ্নিঃ-’ (সু.), ‘সমগ্নি-’ (সু.)।

ব্যাখ্যা— শা. ৩/৬/২ সূত্রে ঠিক এই দুটি মন্ত্রই বিহিত হয়েছে।

ঐন্দ্রোমারুতীং ভেদকামাঃ ॥ ১৩ ॥

অনু.— বিভেদকামীরা ঐন্দ্রোমারুতী (ইষ্টি করবেন)।

ব্যাখ্যা— রাজার-প্রজার বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশে আহিত্যমিদের এই ইষ্টিবাগ করতে হয়। প্রধানবাগের দেবতা ইন্দ্র এবং মরুত্। পরবর্তী সূত্রে কেবল মরুতের মন্ত্র বিহিত হওয়ায় বুঝতে হবে এরা যুগ্ম দেবতা নন, প্রত্যেকে পৃথক পৃথক দেবতা। যদিও বৃত্তিকার বলেছেন— ‘তেষাম্ অস্যাম্ অধিকার একৈকস্যৈব’, কিন্তু সিদ্ধান্তীর মতে “অত্র ভেদকামা ইতি বহুবচনং সম্যো বহব্যঃ কুর্খুঃ”— ‘ভেদকামাঃ’ পদে বহুবচন থাকায় যজমানেরা পৃথক পৃথক নন, অনেকে সমবেত হয়েই এই যাগটি করবেন।

মরুতো যস্য হি করে প্র শর্যয় মারুতায় স্বতানব ইতি ॥ ১৪ ॥

অনু.— (মরুতের অনুবাক্য ও যাজ্য্য) ‘মরুতো-’ (১/৮৬/১), ‘প্র-’ (৫/৫৪/১)।

ব্যাখ্যা— ইন্দ্রের অনুবাক্য ও যাজ্য্য ১/৬/২ সূত্র অনুযায়ীই হবে।

ঐন্দ্রীম্ অনূচা মারুত্যা যজেন্ মারুতীম্ অনূচোন্দ্র্যা যজেন্ ॥ ১৫ ॥

অনু.— ইন্দ্র দেবতার (মন্ত্র) অনুবাক্য-রূপে পাঠ করে মরুতদেবতার (মন্ত্র) দ্বারা যাজ্য্য পাঠ করবেন। মরুত দেবতার (মন্ত্র) অনুবাক্য-রূপে পাঠ করে ইন্দ্রদেবতার (মন্ত্র) দ্বারা যাজ্য্য পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— অনূচা = অনু-ব্ + ল্যপ্; অধ্বর্ষুর নির্দেশের পরে (অনু) অনুবাক্য-রূপে পাঠ করে। অধ্বর্ষুর নির্দেশ মানে অধ্বর্ষুকর্তৃক ‘হৈব’ (= নির্দেশ) মন্ত্রের পাঠ।

ইন্দ্রং পূর্বং নিগমেষু মরুতো বা ॥ ১৬ ॥ [১৫]

অনু.— (নিগদমন্ত্রগুলিতে দেবতার) নাম-উল্লেখের ক্ষেত্রে ইন্দ্রকে অথবা মরুতগণকে আগে (উল্লেখ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যাগের উত্পত্তিক্রম না থাকলে প্রধানের ক্রমই অনুষ্ঠানের সর্বত্র অনুসৃত হয়ে থাকে। এখানে কিন্তু প্রধানযাগের কোনও ক্রম নেই, কারণ ইন্দ্র ও মরুত্ পরস্পর নিবিড়ভাবে মিশে রয়েছেন এবং তাঁদের একের অনুবাক্যা ও অগ্নির যাজ্য ক্রমে মিলিত হলেই ইন্দ্র-মরুত্ ইতি নির্বাহিত হতে পারে। আবাহন প্রকৃতি নিগদে (অঙ্গে) ভাই এই দুই দেবতার মধ্যে যে-কোন একজনের নাম বোধেচ্ছভাবে আগে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সূত্রে যা বলা হয়েছে তা অবশ্য সূত্রকারের নিজের মত নয়। তিনি এই মতের বিরোধী এবং তাঁর নিজের অভিমত কি তা তিনি পরবর্তী সূত্রে বলছেন।

ইন্দ্রং বা প্রধানাদ্ উৰ্ব্বং মরুতঃ ॥ ১৭ ॥ [১৬]

অনু.— ইন্দ্রকেই প্রধানের (ক্রম) হেতু মরুতের পরে (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— আশ্বলায়নের মতে ১৫নং সূত্রে আগে মরুতের উদ্দেশে যাজ্যার বিধান থাকায় আবাহন প্রকৃতি সমস্ত নিগদেই মরুতের নামের পরে ইন্দ্রের নাম উল্লেখ করতে হবে। উত্পত্তিক্রম না থাকলে প্রধানযাগের ক্রমই অঙ্গসমূহে অনুসরণ করতে হয়। যদি কোথাও উত্পত্তিক্রম এবং প্রধানক্রম দুইই ভিন্ন থাকে এবং এই দুই ক্রমে বিরোধ হয় তাহলে প্রধানক্রমের আগে পৰ্বত্ত উত্পত্তিক্রম এবং তার পরে প্রধানযাগের ক্রম অনুসরণ করতে হয়। এখানে যাজ্য থেকে প্রধানযাগের ক্রম বোঝা যাচ্ছে বলে মরুতের নামই নিগদগুলিতে (অঙ্গে) আগে উল্লেখ করতে হবে। সূত্রে ‘বা’ : নিশ্চিতই, অবশ্যই। সূত্রটির আক্ষরিক অর্থ অবশ্য এইরকম— অথবা (নিগদে ইন্দ্রের নাম আগে উল্লেখ করবেন এবং) ইন্দ্রকে (উদ্দিষ্ট করেই আগে আবৃত্তি দেবেন)। প্রধানযাগের পরে মরুত্গণকে (নিগদে আগে উল্লেখ করবেন)। “যাজ্যার্য এবোদেশতায়ঃ প্রতিপাদকত্বাত্, আবাহনাদিবদ্ অনুবাক্যার্য দেবতাদ্রব্যাক্তরপপ্রতিপাদকত্বাত্ মরুত এবাত্ যাগঃ পূৰ্ব্বং ক্রিয়তে পশ্চাদ্ ঐন্দ্রঃ” (না.)।

১

প্রকৃত্যা সম্পত্তিকামাঃ সংজ্ঞানীং চ ॥ ১৮ ॥ [১৭]

অনু.— সম্পৎকামী (ব্যক্তি)-রা (এই ঐন্দ্রমাক্রতী ইষ্টির) স্বাভাবিকভাবে (অনুষ্ঠান করবেন) এবং সংজ্ঞানী (ইষ্টিও করবেন)।

ব্যাখ্যা— সম্পৎকামীরা ক্রিয় ও বৈশ্যের প্রাপ্য সম্পদের কামনায় মরুত্ ও ইন্দ্র দেবতার উদ্দেশে প্রকৃতিযাগের মতোই এই যাগের অনুষ্ঠান করে তার পরে সংজ্ঞানী ইষ্টিরও (১০নং সূ. দ্র.) অনুষ্ঠান করবেন। এই যাগও মিলিতভাবে নয়, প্রত্যেক বক্তমানকে পৃথকভাবে করতে হয়।

ঐন্দ্রাবার্হস্পত্যং প্রধ্ব্যমাণাঃ ॥ ১৯ ॥ [১৮]

অনু.— শক্রদের দ্বারা অভিভূত (ব্যক্তির) ঐন্দ্রাবার্হস্পত্য ইতি করবেন।

আ ন ইন্দ্রাবৃহস্পতী অশ্বে ইন্দ্রাবৃহস্পতী ইতি বন্যপীত্বান চোদয়েদুঃ ॥ ২০ ॥ [১৯]

অনু.— যদিও (অধ্বৰ্যু) ইন্দ্রের উদ্দেশে শ্রৈব দেন (তাহলেও অনুবাক্যা এবং যাজ্য হবে) ‘আ-’ (৪/৪৯/৩), ‘অশ্বে-’ (৪/৪৯/৪)।

ব্যাখ্যা— হবির্নির্বাণের সময়ে ইন্দ্র-বৃহস্পতি অথবা বৃহস্পতির উদ্দেশে নির্বাণ করে শ্রৈবদানের সময়ে অধ্বৰ্যুরা যদি ইন্দ্রেরই উদ্দেশে শ্রৈব দেন তাহলেও যেহেতু অনুবাক্যা ও যাজ্য পাঠ করবেন ইন্দ্র-বৃহস্পতিরই উদ্দেশে এবং এই দুই মন্ত্রেই। এখানে সূত্রে ‘আ ন ইন্দ্রাবৃহস্পতী ইতি য়ে’ না বলে দ্বিতীয় মন্ত্রটিও কেন উদ্ধৃত করা হল তা স্পষ্ট নয়।

দ্বাদশ কণ্ডিকা (২/১২)

[পবিত্র-ইষ্টি]

পবিত্রেষ্ট্যাম্ ॥ ১ ॥

অনু.— পবিত্র-ইষ্টিতে।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে পবিত্র-ইষ্টির সূত্রগুলি আখ্যায়নের নিজের রচনা নয়, অন্য গ্রন্থ থেকে তুলে এনে এখানে সেগুলি প্রক্ষেপ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আখ্যায়ন-গৃহ্যপরিশিষ্টেও এই ইষ্টির আলোচনা আছে। যদি বর্তমান সূত্রগুলি সত্যি এই গ্রন্থের অন্তর্গত হয়, তাহলে পরিশিষ্ট অংশে আবার পবিত্রেষ্টির আলোচনা করার কোন প্রয়োজনই পড়ে না। সিদ্ধান্ত এই সূত্রগুলির সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী দ্বাদশ কণ্ডিকার শুরু ‘বর্ষকামেষ্টিঃ কারীরী’ সূত্র দিয়ে।

অপামিদং ন্যয়নং সমুদ্রস্য নিবেশনম্। অন্যন্তে অশ্মত্ তপন্ত হেতয়ঃ পাবকো অশ্মভ্যাং শিবো ভব। নমস্তে
হরসে শোচিষে নমস্তে অকুর্চিষে। অন্যন্তে অশ্মতপন্ত হেতয়ঃ পাবকো অশ্মভ্যাং শিবো ভবেতি পাবকবতৌ

ধায়ে ॥ ২ ॥

অনু.— (এই ইষ্টিতে) ‘অপা-’ (সু.), ‘নম-’ (সু.) এই দুই পাবকবতী (মন্ত্র) ধায়া।

ব্যাখ্যা— পবিত্র-ইষ্টিতে এই দুটি মন্ত্র প্রকৃতিযাগের অপেক্ষায় সামিধেনীর অন্তর্গত দুই অতিরিক্ত মন্ত্র। ‘পাবকবতী’ মানে পাবক-শব্দবিশিষ্ট।

পাবকবতাব্ আজ্যভাগৌ ॥ ৩ ॥

অনু.— দু-টি পাবকবান্ (মন্ত্র হবে) দুই আজ্যভাগ।

ব্যাখ্যা— দুই আজ্যভাগের অনুবাক্য হবে দুই পাবকবান্ মন্ত্র। মন্ত্রদুই পরবতী সূত্রে উল্লেখ করা হচ্ছে। বৃত্তিকারের মতে ১/৫/৪১ সূত্র অনুযায়ী ‘আজ্যভাগৌ’ শব্দটি এখানে না থাকলেও চলত, তবুও তা উল্লেখ করায় স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এই সূত্রটি প্রকৃত।

অগ্নী রক্ষাসি সেখতি। যো ধারয়া পাবকয়েতি ॥ ৪ ॥

অনু.— ‘অগ্নী-’ (১/১৫/১০), ‘যো-’ (৯/১০১/২) এই (দুটি ঋক্ আজ্যভাগের অনুবাক্য)।

ব্যাখ্যা— প্রথমটি অগ্নির এবং দ্বিতীয়টি সোমের অনুবাক্য।

ঋতৌ যাজ্যে। যত্ তে পবিত্রমর্চিষ্যা কলশেষু ধাবতীতি। পবিত্র ইত্যোতে ॥ ৫ ॥

অনু.— ‘যত্-’ (৯/৬৭/২৩), ‘আ-’ (৯/১৭/৪) এই দুটি ঋক্মন্ত্র যাজ্যে। এই দুটি (ঋক্মন্ত্র) ‘পবিত্র’ (নামে চিহ্নিত)।

ব্যাখ্যা— পবিত্র-শব্দবস্ত এই দুটি মন্ত্র দুই আজ্যভাগের যাজ্যে। লক্ষ্যীয় যে, এখানে প্রকৃতিযাগের যজুর্মন্ত্র যাজ্যে নয়, উল্লিখিত ঋক্মন্ত্রই যাজ্যে।

অগ্নিঃ পবমানঃ সরস্বতী শ্রিয়া অগ্নিঃ পাবকঃ সবিতা সত্যপ্রসবোঃগ্নিঃ শুচিন্ বাহুর্ নিযুধান্ অগ্নিঃ
ব্রতপতির্ দধিক্রাবাগ্নিঃ কৈশানরো বিকুঃ শিশিবিষ্টঃ ॥ ৬ ॥

অনু.— (প্রধানযাগের দেবতা) পবমান অগ্নি, শ্রিয়া সরস্বতী, পাবক অগ্নি, সত্যপ্রসব সবিতা, শুচি অগ্নি, নিযুধান্ বায়ু, ব্রতপতি অগ্নি, দধিক্রাবা, কৈশানর অগ্নি, শিশিবিষ্ট বিকুঃ।

উত নঃ শ্রিমা শ্রিমাশ্রিমা জুহানা বৃন্দা নমোতিঃ ॥ ৭॥

অনু.— (সরস্বতীর অনুবাক্য ও যাজ্ঞা) ‘উত-’ (৬/৬১/১০), ‘ইমা-’ (৭/৯৫/৫)।

বায়ুরগোপা যজ্ঞপ্রীর্বায়া শুক্লো অয়ামি তে ॥ ৮॥

অনু.— (নিযুতান্ বায়ুর) ‘বায়ু-’ (খিল ৫/৬/১), ‘বায়ো-’ (৪/৪৭/১)।

দধিক্রাব্রো অকারিষম্ আ দধিক্রাঃ পঞ্চ কৃষ্টীঃ ॥ ৯॥

অনু.— (দধিক্রাবার) ‘দধি-’ (৪/৩৯/৬), ‘আ দধিক্রাঃ-’ (৪/৩৮/১০)।

জুষ্টো দমূনা অগ্নে শর্ধ মহতে সৌভগারেতি সংযাজ্যে ॥ ১০॥

অনু.— ষিষ্টকৃতের অনুবাক্য ও যাজ্ঞা ‘জুষ্টো-’ (৫/৪/৫), ‘অগ্নে-’ (৫/২৮/৩)।

সৈবা সংবত্‌সরম্ অতিপ্রবসত্যঃ ॥ ১১॥

অনু.— এই সেই (পবিত্র ইষ্টি যা) একবছরের বেশী প্রবাসে বাসকারীর (পক্ষে কর্তব্য)।

শুদ্ধিকামো বা ॥ ১২॥

অনু.— অথবা শুদ্ধিপ্রার্থী (ব্যক্তি এই পবিত্র ইষ্টির অনুষ্ঠান করবেন)।

তদ্‌ এষাতি যজ্ঞগাথা গীরতে— বৈশ্বানরীং ব্রাতপতিং পবিত্রেষ্টিং তথৈব চ। ঋতাবৃতৌ শ্রবুজানঃ পুন্যতি
দশসৌরুষম্ ইতি ॥ ১৩॥

অনু.— ঐ বিষয়ে এই যজ্ঞগাথা প্রচলিত (আছে)— বৈশ্বানরী, ব্রাতপতি এবং পবিত্রেষ্টি প্রত্যেক ঋতুতে অনুষ্ঠিত হলে বংশের দশ পুরুষকে তা পবিত্র করে।

ব্যাখ্যা— যজ্ঞগাথা মানে যজ্ঞের বিষয়ে রচিত শ্লোক।

ত্রয়োদশ কৃতিকা (২/১৩)

[কারীরী ইষ্টি]

বর্ষকামোষ্টি কারীরী ॥ ১॥

অনু.— বর্ষপ্রার্থীর ইষ্টি (হচ্ছে) কারীরী।

ব্যাখ্যা— বৃষ্টির কামনার এই বাণ করতে হয়। বৃষ্টির পূর্বভাস পাওয়ার জন্য এই ইষ্টিতে একটি কালো ঘোড়াকে পূর্ব দিকে পশ্চিমমুখী করে রেখে শব্দ করতে হয়— হি, গ্, ২২/১৩ ব্র।

তস্য্যং প্রতি ত্যং চারুমক্ষরমীন্ড অয়িং স্ববসং নমোতিন্ ইতি ধ্যাত্যে ॥ ২॥

অনু.— (ঐ ইষ্টিতে) ‘প্রতি-’ (১/১৯/১), ‘ঐন্ডে-’ (৫/৬০/১) ধ্যাত্যে।

ব্যাখ্যা— সামিধেয়ীর মধ্যে যথাহানে এই দুই মন্ত্রকে নিষিদ্ধ করতে হবে। ‘তস্য্যং’ বলার অভিপ্রায় হচ্ছে, বর্ষকামনার অনেক ইষ্টিরই বিধান শাস্ত্রে আছে, কিন্তু কেবল কারীরী ইষ্টিতেই এই দুটি মন্ত্র ধ্যাত্য হবে।

যাঃ কাশ্ চ বর্ষকামেট্যোৎসুমান্তৌ ॥ ৩॥

অনু.— বর্ষণপ্রার্থীর (করণীয়) যা-কিছু ইষ্টি (তা-তে) দুই অঙ্গুমান (মন্ত্র হবে দুই আভ্যভাগের অনুবাক্য)।

ব্যাখ্যা— জলের উল্লেখ থাকার এই মন্ত্রদুটিকে বোধ হয় শুভলক্ষ্যসম্পন্ন বলে মনে করে বর্ষণযজ্ঞেও প্রয়োগ করা হয়। য. যে, গ্রন্থান্তরে ‘বর্ষকামেট্যঃ’ পাঠও পাওয়া যায়।

অপ্সবে সধিষ্টবাক্সু মে সোমো অত্রবীদ্ ইতি ॥ ৪॥

অনু.— (‘অঙ্গুমান’ মন্ত্রদুটি হল) ‘অপ্স-’ (৮/৪৩/৯), ‘অপ্সু-’ (১০/৯/৬)।

ব্যাখ্যা— ৬/১৩/৭ সূত্র অনুযায়ী ‘অঙ্গুমান’ মন্ত্র বলতে অঙ্গু-শব্দযুক্ত গায়ত্রীছন্দের মন্ত্রকেই বুঝতে হবে। ঐ একই শ্রীতীকে (‘অঙ্গু মে-’) তরু অনুষ্টুপ ছন্দের ঋ. ১/২৩/২০ মন্ত্রটিকে এখানে তাই গ্রহণ করলে চলবে না।

অগ্নিঃ ধামচ্ছন্ মরুতঃ সূর্যঃ ॥ ৫॥

অনু.— (প্রধানদেবতা) ধামচ্ছন্ অগ্নি, মরুত, সূর্য।

তিস্ম্ চ পিতৃ উত্তরাঃ ॥ ৬॥

অনু.— (এ-ছাড়া এই ইষ্টিতে) পরবর্তী তিনটি পিতৃও (আহুতি দিতে হবে)।

ব্যাখ্যা— পিতৃ : পিতৃ দ্বারা অনুষ্ঠের বাগ। ‘তিস্ম্’ বলায় যদিও দেবতা অগ্নির তবুও ‘সমানাং-’ (১/৩/২১) সূত্র অনুসারে নিগমে একবার নয়, তিনবারই নাম উল্লেখ করতে হবে। এ-ছাড়া অনুবাক্য এবং বাজ্যও তিস্ম বলে পৃথক্ উল্লেখই করণীয়।

হিরণ্যকেশো রজসো বিসার ইতি যে ত্বন্ত্যা চিদ্র্যতা ধামন্ দে বিষ্ণুং ত্ববনমথি জিতমিতি বা বাজ্রেব
বিদ্যুন্ মিমাতি পর্বতশ্চিন্ মহি বৃক্কো বিতাম সৃজতি রশ্মিমোজসা বহিষ্ঠেতির্বিহরন্ বাসি তন্তমুদীরমথা
মরুতঃ সমুদ্রতঃ প্র বো মরুতস্তবিষা উদন্যব আ যং নরঃ সুদানবো দদান্তবে বিদ্যুন্ মহসো নরো

অশ্বদিদ্যাবঃ কৃষ্ণং নিরানং হররঃ সুপর্ণা নিযুক্ত্যো গ্রামজিতো যথা নরঃ ॥ ৭॥

অনু.— (প্রধানবাগে অনুবাক্য ও বাজ্য) ‘হিরণ্য-’ (১/৭৯/১, ২) ইত্যাদি দুটি (মন্ত্র) অথবা ‘ত্বন্ত্যা-’ (৬/২/৯) এবং ‘ধামন্-’ (৪/৫৮/১১); ‘বাজ্রেব-’ (১/৩৮/৮), ‘পর্বত-’ (৫/৬০/৩); ‘সৃজতি-’ (৮/৭/৮), ‘বহি-’ (৪/১৩/৪); ‘উদী-’ (৫/৫৫/৫), ‘প্র-’ (৫/৫৪/২); ‘আ যং-’ (৫/৫৩/৬), ‘বিদ্যু-’ (৫/৫৪/৩); ‘কৃষ্ণ-’ (১/১৬৪/৪৭), ‘নিযু-’ (৫/৫৪/৮)।

ব্যাখ্যা— দুটি দুটি মন্ত্র যথাক্রমে অগ্নি, মরুত, সূর্য, প্রথম পিতৃ, বিত্তীয় পিতৃ এবং তৃতীয় পিতৃের অনুবাক্য ও বাজ্য। যদি বিশেষণবিহীন অগ্নি দেবতা হন তাহলে ‘হিরণ্য-’ ইত্যাদি দুটি মন্ত্র এবং যদি ধামচ্ছন্ অগ্নি দেবতা হন তাহলে ‘অং ত্যা-’ ও ‘ধাম-’ অনুবাক্য ও বাজ্য হবে।

অয়ে বাধব বি যুথো বি দুর্ভহা বং দ্বা সেবাশিঃ শুভচাসো অয় ইতি সযোজ্যে ॥ ৮॥

অনু.— ‘অয়ে-’ (১০/৯৮/১২), ‘বং-’ (১০/৯৮/৮) ষিষ্টকৃতের অনুবাক্য ও বাজ্য।

বচোহনুচ্য বজুর্ভিন্ একে বলজি ॥ ৯॥

অনু.— অন্যেরা (পিতৃবাগে) বক্ষ্মমন্ত্রগুলি অনুবাক্যরূপে পাঠ করে বজুর্মন্ত্রগুলি দ্বারা বাজ্যপাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— ঋক্মন্ত্রগুলি ৭নং সূত্রেই উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু যজুর্মন্ত্রগুলি যে কি তা সূত্রকার এবং ব্যক্তিকার কেউই নির্দেশ করেন নি। সিদ্ধান্তীর ভাষ্য অনুযায়ী ‘ঋচোহনুচ্য’ না বললে অর্থ হত অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য দুই ক্ষেত্রেই যজুর্মন্ত্র পাঠ করতে হবে। যজু-খাত্তু দ্বারা কোন নির্দেশ দিলে অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য দুই-এর ক্ষেত্রেই যে সেই বিধান প্রযোজ্য হয় তা ‘বৈশ্বানরস্য যজতি’ (৪/৮/৩৩) সূত্র থেকেও বোঝা যায়। এই সূত্রের ক্ষেত্রে দেখতে পাই অগ্নিপুঙ্খের নিছনে থেকেই অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য দুইই পাঠ করতে হয়।

সংহিতায় সর্বা শিশ উপকির্তেভ্যচ্ছা বদ তবলং গীর্জিরাতিহু ইতি চতসৃতিঃ প্রত্যুচ্য
সূক্তেন সূক্তেন বা ॥ ১০ ॥ [৯]

অনু.— (যাগ) শেষ হলে সমস্ত দিক্কে ‘অচ্ছা-’ (৫/৮৩/১-৪) এই চার (মন্ত্র) দ্বারা প্রতিমন্ত্রে অথবা সূক্তে সূক্তে উপস্থান করবেন।

ব্যাখ্যা— ‘সর্বা শিশ..... চতসৃতিঃ প্রত্যুচ্য’ বলায় সর্বত্রই সমস্ত দিকের কথা বলা থাকলে চারটি দিক্কেই বুঝতে হবে। ‘সর্বা দিশো ধ্যামেচ্ছ হসিযন্’ (আ. ৫/১৮/৪) হলেও তাই চারটি দিক্কে ধ্যান করতে হবে। কেউ কেউ বলেন, উত্তর-পূর্ব প্রভৃতি অভ্যর্থী দিকগুলিকেও বোঝাবার জন্য সূত্রে ‘সর্বাঃ’ বলা হয়েছে। সংহিতাকালের আগেই এই উপস্থানমন্ত্র পাঠ করতে হবে। সিদ্ধান্তীর পাঠ অনুযায়ী ‘প্রত্যুচ্য-’ একটি ভিন্ন সূত্র।

চতুর্দশ কণ্ডিকা (২/১৪)

[ইষ্টায়ন, প্রকৃতি-বিকৃতি, যাজ্ঞ্য-অনুবাক্যের লক্ষণ]

১

অত উর্ধ্বম্ ইষ্টায়নানি ॥ ১ ॥

অনু.— এর পর ইষ্টায়নগুলি (বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— সোমযাগে অন্ন হয় বর্ষ্যাপী সোমরসের আচ্ছতি দিয়ে। এই আলোচ্য ইষ্টিকগুলির অনুষ্ঠানও বর্ষ্যাপী বলে এগুলিকে ‘ইষ্টি-অন্নন’ বলা হয়। ‘অত উর্ধ্বম্’ বলার অভিপ্রায় এই যে, দর্শপূর্ণমাসের পরে অন্য কোন ইষ্টিযাগ করে তবে ইষ্টায়নের অনুষ্ঠান করতে হবে। মতান্তরে এগুলি যে কাম্যযাগ নয় তা বোঝাবার জন্যই সূত্রে ‘অত উর্ধ্বম্’ বলা হয়েছে।

সংবৎসরিকানি ॥ ২ ॥

অনু.— এগুলি সংবৎসর-নিষ্পাদ্য (যাগ)।

ব্যাখ্যা— সংবৎসরযাগী যাগ মানে এগুলি এক অথবা একাধিক বছর ধরে চলে। তার মধ্যে দাক্ষয়ণ, চাতুর্মাশ ইত্যাদি যাগ অনেক বছর ধরেই চলে।

ভেবাং কাঙ্ক্ষন্যাং পৌর্ণমাস্যাং চৈত্র্যাং বা প্রয়োগঃ ॥ ৩ ॥

অনু.— এ (বর্ষ্যাপী যাগ-) গুলির অনুষ্ঠান (আরও হয়) কাঙ্ক্ষনী অথবা চৈত্রী পূর্ণিমায়।

ব্যাখ্যা— ‘ভেবাং’ বলার যে অর্থনগুলি দর্শপূর্ণমাসেরই ভিন্ন রূপ সেই দাক্ষয়ণ প্রভৃতি অর্থনের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। এই যাগগুলির আরও কাল নিয়ে কোন নির্বন্ধ নেই। শা. ৩/৮/১ সূ. ম।

তুরায়ণম্ ॥ ৪ ॥

অনু.— (অর্থন) তুরায়ণ (নামে ইষ্টি-অর্থনের কথা বলা হচ্ছে)।

অগ্নিঃ ইন্দ্রো বিধে সেবা ইতি পৃথক্ ইষ্টয়োহনুসবনন্ অহর্-অহঃ ॥ ৫ ॥

অনু.— এই যাগে প্রতিদিন প্রত্যেক সবনে অগ্নি, ইন্দ্র, বিশ্বদেব (এই দেবতাদের উদ্দেশে পৃথক্) পৃথক্ ইষ্টিমাগ (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— এই যাগে প্রাতঃসবনের সময়ে অগ্নির, মাধ্যম্নি সবনের সময়ে ইন্দ্রের এবং তৃতীয় সবনের সময়ে বিশ্বদেব-র উদ্দেশে অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। সোমযাগের সবনের অনুষ্ঠানমেই এই যাগগুলি হয়। ‘অহর্-অহঃ’ বলায় প্রতিদিনই যাগটি করতে হবে, কেবল পর্বদিনেই নয়। ‘পৃথক্’ বলায় অভিন্ন অঙ্গপরাশ্রয় (সমানতন্ত্রে) অনুষ্ঠান করা চলবে না, সবনে সবনে পৃথক্ অঙ্গপরাশ্রয়ই অনুষ্ঠান করতে হবে। কার্যবশে সকালের অনুষ্ঠানটি করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি বলে মধ্যাহ্নে সমানতন্ত্রে দুটি অনুষ্ঠান তাই করা চলবে না। শা. ৩/১১/১১-১৬ সূত্রে এই তিন দেবতারই উদ্দেশে পর্ব ছাড়া প্রতিদিন একবছর ধরে যাগটি করে যেতে বলা হয়েছে।

একা বা ত্রিহবিঃ ॥ ৬ ॥

অনু.— অথবা (প্রতিদিন) তিন-হবি-বিশিষ্ট একটি (যাগই করবেন)।

ব্যাখ্যা— অথবা প্রতিদিন প্রত্যেক সবনে একটি করে ইষ্টি না করে প্রাতঃসবনেই অগ্নি, ইন্দ্র ও বিশ্বদেবঃ এই তিন দেবতার উদ্দেশে একটি মাত্র ইষ্টিমাগ করবেন। তিন দেবতার উদ্দেশে আহুতি দিতে হবে অবশ্য পৃথক্ পৃথক্।

দাক্ষায়ণযজ্ঞে যে সৌর্গমাসৌ যে অমাবস্যো যজ্ঞেত ॥ ৭ ॥

অনু.— দাক্ষায়ণ যজ্ঞে দুটি সৌর্গমাস (এবং) দুটি অমাবস্যা যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— এই যজ্ঞে পূর্ণিমায় একই দিনে দু-বার সৌর্গমাসযাগ এবং অমাবস্যায় একই দিনে দু-বার দর্শযাগ করতে হয়। শা. ৩/৮/৩, ৭-১০ হ্র।

নিত্যে পূর্বে যথাসংসারতোঃসামাস্যাম্ ॥ ৮ ॥

অনু.— প্রথম দুটি (যাগ হবে) পূর্বোক্ত, (তবে) অমাবস্যায় (যাগ হয় যিনি) সাম্রায যাগ করছেন না তাঁর মতো।

ব্যাখ্যা— দাক্ষায়ণে দুটি সৌর্গমাস এবং দুটি দর্শ যাগ। তার মধ্যে প্রথম সৌর্গমাস ও প্রথম দর্শ যাগ হয় প্রথম অধ্যায়ে বিবৃত দর্শপূর্ণমাসেরই মতো। এর মধ্যে দর্শযাগটি হবে যিনি সাম্রাযযাগ করছেন না তাঁর মতো অর্থাৎ সেখানে প্রধানব্রাহ্মের শেষ দেবতা হবেন ইন্দ্র-অগ্নি। সিদ্ধান্তীয় ভাষ্য অনুযায়ী প্রথম সৌর্গমাস ও প্রথম দর্শ যাগ যারা পূর্বে নিত্যকরণীয় দর্শপূর্ণমাসের ফল পাওয়া যায় বলে নিত্যকরণীয় দর্শপূর্ণমাসের অনুষ্ঠান আর এ-ক্ষেত্রে পৃথক্ করে করতে হবে না। কেউ কেউ আবার বলেন, এই সূত্রের অর্থ— আগের দিন নিত্য দর্শপূর্ণমাসের অনুষ্ঠান করতে হয়।

উত্তরায়োন্ অহ্নে সৌর্গমাস্যঃ দ্বিতীয়ন্ ॥ ৯ ॥

অনু.— পরবর্তী দুটি (যাগের মধ্যে) সৌর্গমাসযাগে ইন্দ্র (হবেন প্রধানযাগের) দ্বিতীয় দেবতা।

ব্যাখ্যা— দ্বিতীয় সৌর্গমাস ও দ্বিতীয় দর্শের মধ্যে দ্বিতীয় সৌর্গমাসে প্রধানব্রাহ্মের দ্বিতীয় দেবতা হবেন ইন্দ্র।

মৈত্রাকরণন্ অমাবস্যাম্ ॥ ১০ ॥

অনু.— অমাবস্যায় (দ্বিতীয় প্রধান) দেবতা মিত্র-বরুণ।

ব্যাখ্যা— ৯নং এবং ১০নং এই দুটি পৃথক্ সূত্রের পরিবর্তে ‘উত্তরায়োন্ অহ্নে সৌর্গমাস্যঃ’ এই একটি সূত্র করলে নিত্যকরণীয়

হওয়া যেত, সংক্ষেপে কাৰ্যসিদ্ধিও ঘটত, কিন্তু তাহলে 'অম্ব্যধের-' (২/১৫/৩) সূত্রের নির্দেশ অনুসারে পাঠ্য মন্তব্যগুলি উপাংশবশত পাঠ করতে হত। যাতে তত্ত্ববশতই অনুষ্ঠান হয় সেই উদ্দেশ্যে সূত্রকর সংক্ষেপের পথে না গিয়ে দুটি পৃথক্ সূত্রই করেছেন এবং তার কলে অনুসারে বাক্যের কিছুটা বাহ্যিকও ঘটে গেছে। শা. ৩/৮/১৬-১৮ হ্র।

আ নো মিত্রাবরণা যদ্ বহিষ্ঠং নান্তিবিধে সুদানু ইতি ॥ ১১॥

অনু.— 'আ-' (৩/৬২/১৬), 'যদ্-' (৫/৬২/৯)।

ব্যাখ্যা— এই দুটি মন্ত্র দ্বিতীয় দর্শবাগে মিত্র-বরণের অনুবাক্য ও বাজ্য। শা. ৩/৮/১৯ অনুসারে মন্ত্র দুটি হল 'খডেন-' ১/২৩/৫, 'উভ-' (১/১৫৩/৪)।

প্রজাপত্য ইত্যাদিঃ ॥ ১২॥ [১১]

অনু.— ইডামধ যাগের (প্রধান) দেবতা প্রজাপতি।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে বিশেষ বিধান না থাকায় তুরারগের মতো এই বাগ প্রতিদিন নয়, কেবল প্রত্যেক পর্বেই অনুষ্ঠিত হয়। সিদ্ধান্তীর মতে কিন্তু বাগটি প্রতিদিনই করণীয়। শা. মতে ইডামধে পূর্ণিমার দিন অগ্নি, সরস্বতী (চর), অগ্নি-সোম, ইন্দ্র (সামান্য) এবং অমাবস্যার দিন অগ্নি, সরস্বতী (চর), ইন্দ্র-অগ্নি, মিত্র-বরণ (আমিকা) দেবতা। এ ছাড়া বাজিনের অনুষ্ঠানও করতে হয়— ৩/৯ অংশ হ্র।

প্রজাপতে ন হৃদেতান্যান্যন্তবেমে লোকাঃ প্রদিশো নিশ্চ পরাবতো নিবত উদ্বতশ্চ। প্রজাপতে

কিংশ্জজীব ধন্য ইদং সো দেব প্রুতিহর্ব্বে হবাম্ ইতি ॥ ১৩॥ [১২]

অনু.— (প্রজাপতির অনুবাক্য ও বাজ্য) 'প্রজা-' (১০/১২১/১০), 'তবে-' (সু.)।

দ্যাবাপৃথিব্যো অয়নম্ ॥ ১৪॥ [১২]

অনু.— (এ-বার) দ্যাবাপৃথিবী-অয়ন (বলা হচ্ছে)।

পৌর্ণমাসেনামাবাস্যাদ্ আমাবাস্যেনা পৌর্ণমাসাচ্ ॥ ১৫॥ [১৩]

অনু.— অমাবস্যার আগে পর্যন্ত পৌর্ণমাস দ্বারা (এবং) পূর্ণিমার আগে পর্যন্ত অমাবস্যা দ্বারা (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এই অয়নবাগে পৌর্ণমাসবাগের নিখারিত সময় (পূর্ণিমা) থেকে দর্শবাগের আগের দিন পর্যন্ত সমগ্র কৃকপক্ষে প্রত্যহ পৌর্ণমাসবাগ এবং দর্শবাগের নিখারিত সময় (অমাবস্যা) থেকে পরবর্তী পৌর্ণমাসবাগের আগের দিন পর্যন্ত সমগ্র ওরুপক্ষে প্রত্যহ দর্শবাগ এইভাবে একবছর ধরে পর্যায়ক্রমে পৌর্ণমাস ও দর্শের অনুষ্ঠান করে চলাতে হয়। এ-কেন্দ্রে অবশ্যকরূপী যে দর্শপূর্ণমাসবাগ তা বদ্ধ থাকে।

অসমাম্নাতাযর্থাচ্ তদ্বিকারঃ ॥ ১৬॥ [১৪]

অনু.— (পূর্ণ) বিবৃতিবিহীন (উল্লেখহীন ইতিপালির) ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে পূর্ণবিবৃত্ত অনুষ্ঠানের রূপান্তর (ঘটে থাকে)।

ব্যাখ্যা— অসমাম্নাত = অনুপলিষ্ট, উল্লেখহীন। অর্থ = যোগ্যতা অর্থাৎ ব্রহ্ম, দেবতা ও বরণের সাদৃশ্য। তদ্বিকার = ক্ষেত্রে অর্থাৎ পূর্ণবিবৃত্ত অনুষ্ঠানের বিকল্প বা রূপান্তর। কেন্ ইতির কি বিকৃতি ঘটে তা সেই সেই সূত্রে বলা হয়েছে। যে যে ইতির কথা এখানে (পূর্ণিমা) বিবৃত্ত হয় নি, সেগুলির ক্ষেত্রে ব্রহ্ম, দেবতা প্রকৃতির সাদৃশ্য ও একত্ব দেখে

বুঝে নিতে হবে কোনটি কার বিকৃতি, মূল পৌর্ণমাসবাগের অপেক্ষায় সেখানে কি কি পরিবর্তন ঘটবে। বিকৃতিবাগে সেবতা সেখানে একজন অর্থাৎ সূর্য, মিত্র ইত্যাদি, সেখানে কোন বিকার বা পরিবর্তন হবে না, পূর্ণমাসের অগ্নিসেবতার মতোই সেখানে অনুষ্ঠান হবে। দর্শ ও পূর্ণমাস উভয় স্থলেই অগ্নি আছেন বলে যাঁরা অগ্নির অনুসারী তাঁদের ক্ষেত্রে দর্শ অথবা পূর্ণমাস হচ্ছে তত্ত্ব। অগ্নি-সোম ও ইন্দ্র-অগ্নির মধ্যে সোম ও ইন্দ্রের নামও আছে বলে তাঁদের অনুষ্ঠান কিছু অগ্নির মতো হবে না। সোমের তত্ত্ব পূর্ণমাসই। ইন্দ্রের তত্ত্ব দর্শ। যাঁদের নামে তিনের অধিক স্বরবর্ণ, যাঁরা বিশেষবস্তু এবং সোমসংযুক্ত হয়ে যাঁদের নামে দুই-তিনটি স্বরবর্ণ তাঁদের তত্ত্ব পৌর্ণমাস— অগ্নি-সোম, মিত্র-বরুণ, অগ্নি-বিষ্ণু, বিধে সেবাঃ, সাত্ত্বগন মরুত, সোমামি। দুই-তিন স্বরবর্ণের হলেও যাঁদের নামের সঙ্গে সোম জড়িত নন এবং চার-পাঁচ স্বরবর্ণের মধ্যে যাঁদের নামের সঙ্গে ইন্দ্র যুক্ত তাঁদের তত্ত্ব দর্শ— ইন্দ্রামি, অশ্বিনয়, মরুত, ইন্দ্র-বিষ্ণু, ইন্দ্র-বরুণ। সোমেন্দ্রের (সোম-ইন্দ্র) ক্ষেত্রে সোম প্রধান বলে তত্ত্ব পূর্ণমাস; মতান্তরে তাঁর তত্ত্ব দর্শ। ইন্দ্র-সোম পৌর্ণমাসের অগ্নি-সোমের অনুসারী। ইন্দ্রামি-সোমের তত্ত্ব দর্শ। সেখানে দুধ, দুই, ছানা ইত্যাদি দ্রব্য আশ্রিত দেওয়া হয় সেখানেও দর্শবাগই তত্ত্ব। যদিও এই বস্তুবাগি যুক্তি দ্বারাই সিদ্ধ হতে পারে, তবুও আলোচ্য সূত্রটি উপস্থাপিত করায় আমাদের বুঝতে হবে যে, সূত্রকার এ-কথাই বোঝাতে চাইছেন যে, পশুবাগেই এই নিয়ম প্রযোজ্য। ১৬-১৯ নং সূত্রে সূত্রকার অন্তত বাগের তত্ত্ব অর্থাৎ পূর্ণাবয়ব বা অনুষ্ঠান-পরম্পরা কি তা বলছেন। সিদ্ধান্তীর মতে তত্ত্ববিকার = তত্ত্ববিশেষ, কোন বিশেষ তত্ত্বটি কার। আগ. যজ্ঞ. ৩/৩১, ৪০-৪৪ সূ. দ্র.।

অধ্বর্যু বা যথা স্মরেৎ ॥ ১৭ ॥ [১৫]

অনু.— অধ্বর্যু যেমন স্মরণ করেন (তেমনই হবে)।

ব্যাখ্যা— ‘অধ্বর্যু’ বলতে এখানে শুধু যজুর্বেদকে বুঝতে হবে। প্রকৃতি-বিকৃতির বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর না করে যজুর্বেদে যে যাগকে যার বিকৃতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেই যাগকে তারই বিকৃতি বলে মেনে নিয়ে অনুষ্ঠান করতে হবে। সামিধেনী, আজ্যভাগ, সংযাজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে অধ্বর্যুদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিয়ে তাঁদের মত অনুসারেই কাজ করতে হবে। বা = - ই।

বৈরাজ্য অগ্নিমহুনে ॥ ১৮ ॥ [১৬]

অনু.— অগ্নিমহুনে বৈরাজ্যতত্ত্বই (অনুসৃত হবে)।

ব্যাখ্যা— তু = - ই। অগ্নিমহুন-সংযুক্ত ইষ্টিতে বৈরাজ্যতত্ত্বই (২/১/৪১) অনুসৃত হবে।

ধায্যে দ্বৈবৈকে ॥ ১৯ ॥ [১৭]

অনু.— অন্যেরা (বলেন) শুধু দুটি ধায্যই (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অগরেরা বলেন, অগ্নিমহুনযুক্ত ইষ্টিতে দুটি ধায্য মন্ত্র (২/১/৩০) ছাড়া আর অন্য কোন পরিবর্তন কিছু ঘটবে না।

সেবতালক্ষণা যাজ্ঞানুবাক্যঃ ॥ ২০ ॥ [১৮]

অনু.— যাজ্ঞা এবং অনুবাক্যগুলি (বিহিত) সেবতার চিহ্নযুক্ত।

ব্যাখ্যা— যাজ্ঞা ও অনুবাক্য বিহিত বা উদ্দিষ্ট সেবতার নাম অথবা চিহ্ন থাকে। সূত্রে উদ্ধৃত যে অনুবাক্য ও যাজ্ঞা মন্ত্রে যে সেবতার চিহ্ন বা নাম থাকে সেই মন্ত্র সেই সেবতারই অনুবাক্য এবং যাজ্ঞা বলে বুঝতে হবে। ২১-২২ নং সূত্রে ‘পূরস্তাদ্-সেবতালক্ষণা,’ ‘উপরিষ্টাদ্-সেবতালক্ষণা’ বললে এই সূত্রটি আর করতে হত না। তবুও সূত্রটি যখন করা হয়েছে তখন বুঝতে হবে যাজ্ঞা ও অনুবাক্য-মন্ত্রের চিহ্ন (শব্দবিশেষ) থেকে যাগের সেবতা কে তা স্থির করতে হয়। বৈমুধ ইষ্টিতে (২/১০/১৬-৭) তাই বৈমুধ ইন্দ্র সেবতা। সুবাস্তুরীরাতেও (২/১১/৭,৮) তাই ইন্দ্র সূর সেবতা। স্ব. যে, সূত্রে সেবতা শব্দের স্থানে ‘সেবত’ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।

গায়ত্রীছন্দ-বিশিষ্ট হৃতবৃত্ত্যুপোক্তবতী পুরস্তাল্পলক্ষণানুবাক্য ॥ ২১ ॥ [১৯]

অনু.— গায়ত্রীছন্দ-বিশিষ্ট, আ-যুক্ত, হৃত-যুক্ত, উপোক্ত-যুক্ত, মস্ত্রের প্রথমাংশে দেবতার চিহ্নযুক্ত (এমন মন্ত্রই হয়) অনুবাক্য।

ব্যাখ্যা— হৃত = $\sqrt{\text{হে}} + \text{ত} = \text{হে-ধাতু}$ । উপোক্ত = $\text{উপ-}\sqrt{\text{বহ}}(\text{বু}) + \text{ত} = \text{উপ-বহ}(\text{বু})$ ধাতু অথবা ‘উপ’ এই উপসর্গযুক্ত যে-কোন ধাতু। যে মস্ত্রে গায়ত্রী ছন্দ, ‘আ’ এই পদ, হে ধাতু, উপ-বহ (বু) ধাতু অথবা মস্ত্রের প্রথমার্ধে দেবতাবাচী পদ থাকে যাগে সেই মন্ত্রই হয় অনুবাক্য। ব্র. যে, বৃত্তিকারের এবং সিদ্ধান্তীর মতে স্ত্রের ‘উপোক্ত’ পদের স্থানে ‘উপোক্ত’ পাঠও পাওয়া যায়, তবে তা অশুদ্ধ পাঠ। “যাজ্ঞ্যপুরোহনুবাক্যাসু গায়ত্রীত্ৰিষ্টোভী তদসেবতে পরীচ্ছেত্, হবে হবামহে ঋধ্যাগহোদং বহিনিষীদ দেবতানামেতি পুরোহনুবাক্যালক্ষণানি পুরস্তাল্পলক্ষণা পুরোহনুবাক্য” — শা. ১/১৭/৯, ১৪, ১৬।

ত্রিষ্টুপবতী বীতবতী জুষ্টবৃত্ত্যুপরিষ্টাল্পলক্ষণা যাজ্ঞ্য ॥ ২২ ॥ [২০]

অনু.— ত্রিষ্টুপ-যুক্ত, বীত-যুক্ত, জুষ্ট-যুক্ত, অপরাংশে চিহ্নযুক্ত মন্ত্র (হয়) যাজ্ঞ্য।

ব্যাখ্যা— যে মস্ত্রে ত্রিষ্টুপ ছন্দ, বী-ধাতু, জুষ্ ধাতু অথবা মস্ত্রের শেষার্ধে দেবতাবাচী পদ থাকে সেই মন্ত্রই হয় যাজ্ঞ্য। “গায়ত্রীত্রিষ্টোভী তদসেবতে পরীচ্ছেত্, অজি গিব জুবন মত্ৰাব্‌বায়ন, উপরিষ্টাল্পলক্ষণা যাজ্ঞ্য” — শা. ১/১৭/৯, ১৫, ১৭।

অপি বান্যস্য জ্ঞপসঃ ॥ ২৩ ॥ [২০]

অনু.— অথবা (যাজ্ঞ্য ও অনুবাক্য) অন্য ছন্দের (হবে)।

ব্যাখ্যা— আগের স্ত্রে ‘যাজ্ঞ্য’ শব্দটি থাকলেও পরবর্তী (২৪ নং) স্ত্রে যখন আবার ঐ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে তখন বুঝতে হবে আলোচ্য স্ত্রটি যাজ্ঞ্য ও অনুবাক্য দুই প্রকার মস্ত্রের কেট্রেই প্রযোজ্য। স্থলবিশেষে যাজ্ঞ্য এবং অনুবাক্য ত্রিষ্টুপ ও গায়ত্রী ছাড়া অন্য কোন ছন্দেরও হতে পারে। ঋসসত ২৫ নং সু. ব্র।

ন তু যাজ্ঞ্য হুসীরসী ॥ ২৪ ॥ [২১]

অনু.— যাজ্ঞ্য কিন্তু আরও কম (হবে না)।

ব্যাখ্যা— অনুবাক্যের অপেক্ষায় যাজ্ঞ্যের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ অক্ষরসংখ্যা কম হলে চলবে না। যেমন— অনুবাক্য বৃহতী ছন্দের হলে যাজ্ঞ্য অনুষ্টুপ অথবা গায়ত্রী ছন্দের হতে পারবে না। “বর্ধীরসী তু যাজ্ঞ্য; সমে বা” — শা. ১/১৭/১১, ১২।

নোজিৎ ন বৃহতী ॥ ২৫ ॥ [২২]

অনু.— (যাজ্ঞ্যামন্ত্র) উজিৎ (হবে) না, বৃহতী (হবে) না।

ব্যাখ্যা— ২৩ নং স্ত্রে যা-ই বলা থাক, যাজ্ঞ্যের ছন্দ উজিৎ অথবা বৃহতী হলে চলবে না। “উজিগ্‌বৃহতৌ বা পরিস্রাণ্য” — শা. ১/১৭/১০।

কামনট্‌হতমন্ধবতীস্‌ তু বর্জয়েত্ ॥ ২৬ ॥ [২৩]

অনু.— কাম, নট, হত, মন্ধ শব্দ (-যুক্ত কৃক্কে) কিন্তু (যাজ্ঞ্য এবং অনুবাক্যের) বর্জন করবেন।

ব্যাখ্যা— ২১-২৫ নং স্ত্রে একবচন ও প্রথমা বিভক্তি থাকলেও এখানে বহুবচন ও দ্বিতীয়া বিভক্তি প্রয়োগ করার বৃত্তিতে হবে যে, এই নিয়মটি যাজ্ঞ্য ও অনুবাক্য দুই-এর কেট্রেই প্রযোজ্য।

যাক্তে তু সৈবতে তঐষ ॥ ২৭ ॥ [২৪]

অনু.— দেবতাবাচী পদটি স্পষ্ট (উল্লিখিত) থাকলে কিন্তু ঐভাবেই (মন্ত্রটিকে প্রয়োগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বিহিত সব-কটি চিহ্ন মন্ত্রে থাক বা না থাক, যদি দেবতাযাচী পদদ্বটির সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকে এবং কন্মণীর কাজটি সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়, তাহলেই এই মন্ত্রকে অনুবাক্যরূপে এবং যাজ্ঞ্যরূপে গ্রহণ করবেন। সিদ্ধান্তীর মতে ‘স্তুতির্নামা বাক্যবকর্মরূপৈঃ’ অর্থাৎ দেবতার স্তুতি নাম, পরিবার, কর্ম ও রূপ দ্বারা নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। যদি কোন মন্ত্রে দেবতার নাম না থাকে কেবল পরিবার প্রকৃতি দ্বারা স্তুতিই থাকে এবং অন্য এক মন্ত্রে পরিকর প্রকৃতি দ্বারা স্তুতি না থাকে কেবল আনুষঙ্গিক (নিপাতভাক্)-রূপে দেবতার নাম থাকে, তাহলে যে মন্ত্রে পরিকর প্রকৃতি দ্বারা স্তুতি আছে সেই মন্ত্রটিকেই সংশ্লিষ্ট কর্মে অনুবাক্যরূপে অথবা যাজ্ঞ্যরূপে গ্রহণ করতে হয়, এই অন্য মন্ত্রটিকে নয়।

লক্ষণম্ অপি বাব্যক্তে ॥ ২৮ ॥ [২৫]

অনু.— অথবা (দেবতার নাম) অস্পষ্ট থাকলে লক্ষণও (বিচার করবেন)।

ব্যাখ্যা— মন্ত্রে দেবতার নাম থাকলেও যথাহানে এবং স্পষ্টত তা উল্লিখিত না থাকলে ২১ নং ও ২২ নং সূত্রে নির্দিষ্ট অন্যান্য চিহ্ন অনুযায়ীই কোন মন্ত্র অনুবাক্য এবং কোন মন্ত্র যাজ্ঞ্য হবে তা স্থির করবেন। ‘অব্যক্ত’ বলতে বিহিত দেবতার যে নাম সেই নামের পরিবর্তে এই দেবতার কোন প্রসিদ্ধ (বজ্রহস্ত, ধূমকেতু ইত্যাদি) বিশেষণ অথবা সমার্থক কোন শব্দ অথবা নামটির কোন গৌণ উল্লেখকে বুঝতে হবে। সিদ্ধান্তীর মতে মন্ত্রে পরিকর প্রকৃতি দ্বারাও যদি মুখ্য স্তুতি না থাকে তাহলে গৌণ (= নিপাতভাক্ = মন্ত্রে প্রধানত নয়, প্রসঙ্গত যার উল্লেখ রয়েছে) স্তুতি হলেও উদ্ভিষ্ট দেবতার নামযুক্ত সেই মন্ত্রটিকেই অনুপায়ে সেখানে অনুবাক্য অথবা যাজ্ঞ্যরূপে গ্রহণ করতে হবে।

অনধিগচ্ছন্ সর্বশঃ ॥ ২৯ ॥ [২৬]

অনু.— (খুঁজে) না পেতে থাকলে সর্বপ্রকারে (স্থির করবেন)।

ব্যাখ্যা— কোন মন্ত্রেই তেমন কোন বিহিত বা অনুকূল চিহ্ন খুঁজে না পেলে সর্বতোভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে যেসব সাধা খুঁজে স্থির করবেন এই যোগে অনুবাক্য এবং যাজ্ঞ্য মন্ত্রটি ঠিক কি হ'ল পায়ে। সিদ্ধান্তীর ভাষ্য অনুযায়ী ঋগ্বেদের মধ্যে গৌণরূপেও এই দেবতার উল্লেখ কোন মন্ত্রে না পাওয়া গেলে যে-কোন বেদ থেকে উপযুক্ত মন্ত্র খুঁজে বার করতে হবে।

অনধিগম আয়েরীভ্যাম্ ॥ ৩০ ॥ [২৭]

অনু.— (তবুও খুঁজে) না পেলে অগ্নিদেবতার (যে-কোন) দুটি মন্ত্র দ্বারা (যাজ্ঞ্য ও অনুবাক্যের কাজ চালাবেন)।

ব্যাহতিভিন্ন বা ॥ ৩১ ॥ [২৮]

অনু.— অথবা ব্যাহতিগুলি দ্বারা (কাজ চালাবেন)।

ব্যাখ্যা— ব্যাহতি = ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ। এগুলি কিভাবে পাঠ করবেন তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে।

সেবতাম্ আশিষ্য প্রপূরাম্ যজেহ চ ॥ ৩২ ॥ [২৯]

অনু.— দেবতাকে উল্লেখ করে প্রশংসা উচ্চারণ করবেন এবং যাজ্ঞ্যপাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— অনুবাক্যের বিত্তীরা (সিদ্ধান্তীর মতে প্রথম) বিতক্তিতে দেবতার নাম উল্লেখ করে তুর্ভূত্বং যয়োঽম্ এবং যাজ্ঞ্যের আগু, বিত্তীরা বিতক্তিতে দেবতার নাম, তুর্ভূত্বং স্বঃ, আবার প্রথম বিতক্তিতে দেবতার নাম এবং তার পরে বৌতব্ধি বলবেন। এইভাবে বললে ২১নং ও ২২নং সূত্রের নির্দেশ অনুযায়ী দেবতার নাম বর্ণনাক্রমেই রাখা হয়।

নম্রাভ্যায় বা ॥ ৩৩। [৩০]

অনু.— অথবা দুটি নম্র (মন্ত্র) দ্বারা (অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্যার কাজ চালাবেন)।

ব্যাখ্যা— ‘নম্র’ মন্ত্র কি তা পরের সূত্রে বলা হচ্ছে। “অনবিশগচ্ছং তদসেবতে নম্রাভ্যায় যজ্ঞেত্”— শা. ১/১৭/১৮।

ইমমাশুপুধী হবং যং দ্বা গীর্তির্হবামহে। এদং বহিনীবিদ নঃ। তীর্ণং বহিরানুবগা সসেতদুপেক্তানা ইহ নো
অদ্য গচ্ছ। অহেষ্টতা মনসেদং জুবোষ যীহি, হব্যং প্রযতমাহুতং ম ইতি নম্রে ॥ ৩৪। [৩১]

অনু.— ‘ইমমা-’ (সু.), ‘তীর্ণং-’ (সু.) এই (হল সেই) দুটি ‘নম্র’ (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— আগের সূত্রে নম্র শব্দটি থাকায় এই সূত্রে আবার তা না বললেও চলত। বলার অর্থ যুগ্ম-সেবতা ও গণসেবতার ক্ষেত্রে এই দুই মন্ত্র অর্থবশত নত হয় অর্থাৎ মন্ত্রের বচনে উচিত পরিবর্তন ঘটে — শূণ্ডতম, শূণ্ড। বাম, বঃ। নিবীদতম, নিবীদত। উপেক্তানে, উপেক্তানাঃ। গচ্ছতম, গচ্ছত। জুবোষাম, জুবোষাম। বীতম, বীত। মন্ত্রে ‘আসদেতদ্ উপেক্তানা’ স্থলে ‘আসদে ত উপেক্তান’ পাঠটি সঙ্গত হতে পারে। সে-ক্ষেত্রে ‘ত’ (তে) স্থানে পরিবর্তন হবে বাম, বঃ। শা—১/১৭/১৯ অংশেও এই দুটি মন্ত্রকেই ‘নম্র’ বলা হয়েছে। সেখান ‘ম’ স্থানে ‘নঃ’ এই পাঠ পাই।

আয়েধ্যাব্ অনিরুক্তে ॥ ৩৫। [৩২]

অনু.— (সেবতার নামের) উল্লেখবিহীন (এই) দুটি (নম্র মন্ত্র হচ্ছে) অগ্নি-সেবতা-সম্পর্কিত (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— অনিরুক্ত : অ-নিঃ + উক্ত : উল্লেখ-বিহীন। ‘নম্র’ মন্ত্র দুটিতে সেবতার নাম উল্লিখিত না হলে থাকলেও অগ্নি হচ্ছেন এই দুই মন্ত্রের সেবতা। এই দুই মন্ত্রকে অনুবাক্য- ও যাজ্ঞ্য-রূপে প্রয়োগ করলে ৩০ নং সূত্রের সঙ্গে সঙ্গতিও থাকে। মন্ত্রদুটিতে সেবতার নাম যে নেই তা মন্ত্র দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তবুও ‘অনিরুক্ত’ বলার ‘আয়েধ্যাব্’ (৩০ নং সূত্র) স্থলে নিরুক্ত বা সেবতার নাম-বিশিষ্ট মন্ত্রকেই গ্রহণ করতে হবে।

পঞ্চদশ কৃতিকা (২/১৫)

[বৈশ্বানর-পার্জন্য ইটি, উপাংগ-সম্পর্কিত নিয়ম]

চাতুর্মাস্যানি প্রবোক্ষ্যমাণঃ পূর্বদ্যুর্ন বৈশ্বানরপার্জন্যাম্ ॥ ১।।

অনু.— (যিনি) চাতুর্মাস্য অনুষ্ঠান করবেন (তিনি) আগের দিন বৈশ্বানর-পার্জন্য (ইটি করবেন)।

ব্যাখ্যা— চাতুর্মাস্যও একটি ইষ্টয়ন। যে-দিন সেই ইষ্টয়নের অনুষ্ঠান শুরু হবে তার আগের দিন বৈশ্বানর-পার্জন্য নামে একটি ইটিবাগ করতে হয়। “চাতুর্মাণ্য পৌর্নমাস্যাং প্রয়োগশ্চ চাতুর্মাস্যানাম, চৈত্ব্যং বা, বৈশ্বানরপার্জন্যোষ্টিঃ পূর্বস্যাপৌর্নমাস্যাম্”— শা. ৩/১৩/১-৩।

বৈশ্বানরো অজীজনদয়িনো নবসীং মতিম্। অহ্না বৃথান ওজসা। পৃষ্টো মিবি পৃষ্টো অয়িঃ পৃথিব্যাম্।

পার্জন্যার প্র গারভ প্র বাতা বাস্তি পতরতি বিদ্যুত ইতি ॥ ২।।

অনু.— (বৈশ্বানরের) ‘বৈশ্বা-’ (সু.), ‘পৃষ্টো-’ (১/৯৮/২); (পার্জন্যের) ‘পার্জ-’ (৭/১০২/১), ‘প্র-’ (৫/৮৩/৪) এই (মন্ত্র অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য)।

ব্যাখ্যা— শা. ৩/৩/৫ এবং ৩/১৩/৪ অনুসারে ‘অতাবানং বৈশ্বানরম্ কতস্যজ্যোতিষস্পতিম্। অজস্রং তাসুধীমহে।।’ ও ‘সতিং-’ (৬/৭/২) বৈশ্বানরের অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য; পার্জন্যের যাজ্ঞ্য ‘বস-’ (৫/৮৩/৫)।

অগ্ন্যাধের প্রকৃত্য ত উপাংগহবিষা ॥ ৩ ॥ [২]

অনু— অগ্ন্যাধের থেকে (এই) পর্বত (সমস্ত যাগের) প্রধান সেবতারা উপাংগ।

ব্যাখ্যা— অগ্ন্যাধের (২/১/৯ সূ. হ্র.) থেকে শুরু করে এই বৈশ্বানর-পার্জন্য (২/১৫/১ সূ. হ্র.) ইটি পর্বত যত যাগের কথা কলা হল সেগুলির প্রত্যেকটির প্রধানযাগের সেবতারা উপাংগ। এইজন্য এই যাগগুলি ও তাদের সেবতাদের কলা হয় 'প্রধানোপাংগ'। 'ত' স্থানে পাঠান্তর 'তাঃ'। তাঃ = এই ইটিগুলি।

সৌমিক্য ॥ ৪ ॥ [৩]

অনু— সৌমিক সেবতারা (-ও) উপাংগ।

ব্যাখ্যা— সৌমিকী = সোমবাগে উৎপন্ন অর্থাৎ যাদের উদ্দেশে সোমবাগেই শুধু আহুতি দেওয়া হয়, অন্য স্থান বা যাগ থেকে যাদের অভিসেপ (= অনুবৃষ্টি) বা আগমন ঘটে না, সেই উখাসতরগীরা প্রকৃতি ইটির সেবতারা।

প্রায়শ্চিত্তিক্য ॥ ৫ ॥ [৪]

অনু— প্রায়শ্চিত্ত-সম্পর্কিত সেবতারা (-ও উপাংগ)।

ব্যাখ্যা— প্রায়শ্চিত্তিকী = প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণে উৎপন্ন, প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজনে করণীয় ইটি। আগের সূত্রে এবং এই সূত্রে সিদ্ধান্তী ইটিবাগেরই উপাংগে বিহিত হয়েছে বলে মনে করেন। তাঁর মতে সৌমিকী এবং প্রায়শ্চিত্তিকী শব্দ সেবতাকে বোঝালে অগ্নীবোমীয়, সবনীয় এবং অনুবৃত্ত পতবাগের সেবতাদেরও উপাংগত্ব হয় পড়ত, কিন্তু তা কাম্য নয়। প্রায়শ্চিত্তের সেবতাদের জন্য কতিকা ৩/১০-১৪ হ্র.।

অহ্মার্যত্বৈককপালাঃ ॥ ৬ ॥ [৫]

অনু— অহ্মার্যত্ব এবং এককপাল (সেবতারাও উপাংগ)।

ব্যাখ্যা— এককপাল বলতে বোঝাচ্ছে যাদের উদ্দেশে একটিমাত্র কপালে পুরোডাশ সৌকে আহুতি দিতে হয় সেই সেবতারা। যেমন চাতুর্মাস্যে দ্যাধা-পৃথিবী সেবতা। সিদ্ধান্তীর মতে এখানে দুই পদকে সমাসবদ্ধ অবস্থার উল্লেখ করার বুঝতে হবে আগের দুই সূত্রে ইটিবাগের কথাই বলা হয়েছে, এখানে বলা হয়েছে সেবতার কথা।

সর্বত্র বরশ বহুত্ব ॥ ৭ ॥ [৬]

অনু— সর্বত্র বরশ ছাড়া (অন্য সেবতারা উপাংগ)।

ব্যাখ্যা— এককপ বে-সব ইটি ও সেবতার উপাংগত্ব বিহিত হল তাঁদের মধ্যে বরশ ছাড়া অন্য-সব সেবতারই উপাংগত্ব হবে, কেবল বরশসেবতার উপাংগত্ব হবে না। ৩/১২/৬; ৪/১১/৫; ৬/১৩/৮ ইত্যাদি সূ. হ্র.।

সাবিত্র্য চাতুর্মাস্যে ॥ ৮ ॥ [৭]

অনু— চাতুর্মাস্যে সাবিতার যাগ (উপাংগ হবে)।

প্রধানহবীষি চৈকে ॥ ৯ ॥ [৮]

অনু— অন্যেরা (যাদের) প্রধান সেবতারাও (উপাংগ)।

ব্যাখ্যা— এককপের মতে চাতুর্মাস্যের প্রধানসেবতারাও উপাংগ। সূত্রে 'হবীষি' শব্দ থাকলে সূত্রে 'প্রধান' বলায় এখানে চাতুর্মাস্যের শুধু চারটি পর্বের প্রধানতম সেবতাদেরই বুঝতে হবে। বলা পর্বের ক্ষরপুষ্ক অঙ্গবাগের প্রধানসেবতাদের অনুষ্ঠান উপাংগত্ব করে কলা চলেবে না। সিদ্ধান্তীর মতে প্রধানতম সেবতা বলতে যার সৌকর্যের নাম হয়েছে, সেই বৈশ্বদেব, বরশ,

ইহা, শুনাসীর। ৭ নং সূত্রটি যেহেতু ৯ নং সূত্রের পরে করা হয় নি তাই বরুণপ্রদানে বরুণের উপাংগত্ব হবে বিকল্পে। 'এক' বলতে বিকল্পই বুঝতে হবে।

শিষ্টোপসদঃ সতত্বাঃ ॥ ১০।। [৯]

অনু.— শিষ্টা (ইটি) এবং উপসদ (ইটি) তত্বসমেত (উপাংগত হবে)।

ব্যাখ্যা— এই দুই ইটিতে শুধু প্রধান সেবতা বা প্রধানবাগের অনুষ্ঠানই নয়, তত্ত্ব অর্থাৎ অঙ্গ-প্রধান-সমেত আগাগোড়া সমগ্র অনুষ্ঠানই হবে উপাংগত হবে। একেই বলে 'তত্বোপাংগত'। পরবর্তী সূত্র থেকে তত্বোপাংগত্বের এই অর্থ আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হবে। সিদ্ধান্তের মতে এই দুই ইটিবাগ তত্বোপাংগত হলেও আবাহনে 'আবহ সেবান্ যজমানার' (আ. ১/৩/৬), 'আবহ জাতবেদা সুবজা যজ' (আ. ১/৩/২২) এই দুই স্থলে যে 'আবহ' শব্দ তা খণীয় কোন বিশেষ সেবতার সঙ্গে যুক্ত নয় বলে 'অন্যেবাম্ অপাণ্ণাপনুনাং' (১/৩/১৫) সূত্র অনুসারে উচ্চবরে নয়, উপাংগত্বেরই উচ্চারণ করতে হবে, কারণ ঐ সূত্রে 'আবহ' প্রভৃতি শব্দের যে উচ্চবর বিহিত হয়েছে তা খণীয় সেবতা-সম্পর্কিত শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ষিষ্টকৃতে 'যকদ্ অগ্নেহোতু' (আ. ১/৬/৮), 'যকদ্ যং মহিমানস্' (আ. ১/৬/৮) স্থলে 'যকদ্' শব্দ 'অগ্নাৎ' শব্দের স্থানে প্রযুক্ত হয়েছে বলে তা উচ্চবরে পাঠ করতে হবে। শিষ্টা ইটিতে সূক্তবাক্যের নিগদে 'আজ্যম্ অভুবত্ত' (আ. ১/৯/৫) স্থলে 'আজ্য' শব্দ 'ইদং হবিঃ' অংশের স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে বলে তাও উচ্চবরে পাঠ করতে হবে।

শৌনরাধেরিকী চ গ্রাণ্ উক্তমাদ্ অনুবাজাত্ ॥ ১১।। [১০]

অনু.— পুনরাধেরা (ইটি)ও শেষ অনুযাজের আগে পর্বত্ব (আগাগোড়া উপাংগত হবে)।

ব্যাখ্যা— পুনরাধেরা ইটিও (২/৮/৪ সূ. হ্র.) শেষ অনুযাজের আগে পর্বত্ব সমস্ত অংশে তত্বসমেত উপাংগত হবে। প্রসঙ্গত ১৮ নং সূ. হ্র.। সূক্তবাক্যের নিগদ পাঠ করতে হয় অনুযাজের পরে। অধিন অনুযাজের আগে পর্বত্ব যে যে নিগদ পাঠ সেগুলিতে কোন সেবতার নাম উপাংগত পাঠ করা হয়ে থাকলেও সূক্তবাক্যের নিগদে কিন্তু তাঁর নাম উচ্চবরেই পাঠ করতে হবে।

অগ্নি বা সুমন্ত্রতত্বাঃ ॥ ১২।। [১১]

অনু.— অথবা সুমন্ত্রতত্ব (হবে)।

ব্যাখ্যা— ১০ নং এবং ১১ নং সূত্রে সেবতা এবং বাগের যে তত্বসমেত উপাংগত্ব বিহিত হয়েছে, সেখানে বিকল্পে 'তত্ব' অর্থাৎ সমগ্র অনুষ্ঠানপরম্পরা খুব মন্ত্র বলে নিবাহিত হতে পারে। প্রধানবাগ অনুষ্ঠিত হবে কিন্তু উপাংগত বরোই। সুমন্ত্র মানে মন্ত্র বরের প্রথম বিকল্প কোন বয়।

আগ্নঃ-প্রশব-ববট্কারা উক্তঃ সর্বত্র ॥ ১৩।। [১২]

অনু.— সর্বত্র আগ্ন, প্রশব এবং ববট্কার উক্ত (হবে)।

ব্যাখ্যা— আগ্ন ও ববট্কারের সঙ্গে উল্লিখিত হওয়ার সঙ্গতভাবে (সোবে?) প্রশব বলতে এখানে অনুবাক্যের প্রশবকেই বুঝতে হবে। বাগ প্রদানোপাংগতই হোক অথবা তত্বোপাংগতই হোক, সর্বত্র আগ্ন, অনুবাক্যের প্রশব এবং বাজ্যের ববট্কার কিন্তু 'উক্ত' বরোই (১৭ সূ. হ্র.) উচ্চারণ করতে হবে, উপাংগত বরো নয়। কেউ কেউ বলেন 'সর্বত্র' বলার তত্বোপাংগত হলেও সান্নিধ্যের প্রশবতলিক উচ্চবরেই পাঠ করতে হবে। 'আগ্নীন-' (আ. ২/১৭/৪) স্থলে তাই প্রশবের উচ্চবর বাতে না হয় সেই উপদেশে সূত্রে বিশেষ করে উপাংগত্ব বিহিত হয়েছে। আগ্নঃ— 'বোজন-' (পা. ৮/২/৭৬)।

তত্বসমেতঃপ্রাণ্ ॥ ১৪।। [১৩]

অনু.— আত্মরূপে প্রশব (সাপতিও) তত্বসমী (হবে)।

ব্যাখ্যা— আত্মরূপে ইটিতে প্রশব প্রধান সেবতা (= বাগ) অগ্নি-ইহা অথবা ইহা-অগ্নির মন্ত্র উচ্চবরে উচ্চারণিত হয়।

আহার্যস্ তু প্রাণসন্ততঃ প্রণবঃ পুরোহনুবাক্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥ [১৪]

অনু.— পুরোহনুবাক্যার প্রণব কিন্তু এক-নিঃশ্বাসে (পাঠ) করতে হবে।

ব্যাখ্যা— আহার্য = কর্তব্য। প্রাণসন্ততঃ = শ্বাসের নিরবচ্ছিন্নতা। উপাংশুরে (১/৩/১৭ সূ. দ্র.) পাঠ্য অনুবাক্যার সঙ্গে অনুবাক্যার শেষে উচ্চররে উচ্চাৰ্ঘ (১৩ নং সূ. দ্র.) প্রণব এক-নিঃশ্বাসে পড়ে যেতে হবে। সিদ্ধান্তী এখানে উদাহরণ দিয়েছেন এইভাবে— ‘বরাং স্যাম পত্যো ররীণাম্। ও।’ তাঁর মতে আহার্যঃ = অধিকম্ আহর্তব্য ঋগন্তবিকারে = ঋক্মন্তের শেষে কোন পরিবর্তন না ঘটিলে ঐ স্থানে অতিরিক্ত আনতে হবে, ‘অরাদিম্ ঋগন্তম্-’ (১/২/১১) সূত্র অনুসারে মন্তের শেষ বর্ণ যে পরিবর্তন হওয়ার কথা তা এখানে হবে না।

তথাগূর্ববট্কারৌ যাজ্ঞায়াঃ ॥ ১৬ ॥ [১৫]

অনু.— যাজ্ঞার আগু এবং বট্কার (-ও) তেমন (-ই হবে)।

ব্যাখ্যা— ১৩ নং সূত্র অনুযায়ী অনুবাক্যার শেষে পাঠ্য প্রণব (ওম) এবং যাজ্ঞার প্রথমে ও শেষে পাঠ্য আগু ও বট্কার (= বৌবট্) উচ্চররে পাঠ করতে হয়। ১/৩/১৭ সূত্রানুসারে উপাংশুবাগের ক্ষেত্রে অনুবাক্য ও যাজ্ঞা মন্ত্র উপাংশুরে পাঠ্য। এখানে ১৫-১৬ নং সূত্রে উপাংশুরে পাঠ্য অনুবাক্যার সঙ্গে অনুবাক্যার শেষে উচ্চররে পাঠ্য প্রণবের এবং যাজ্ঞার শুরুতে উচ্চররে পাঠ্য আগুর সঙ্গে উপাংশুরে পাঠ্য যাজ্ঞার এবং এই উপাংশুপাঠ্য যাজ্ঞার সঙ্গে যাজ্ঞার শেষে উচ্চররে পঠনীয় বট্কারের একযোগে একনিঃশ্বাসে পাঠ করে যাওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে। শেষ-দুটি (১৫-১৬ নং) সূত্রের পরিবর্তে ‘প্রাণসন্ততঃ প্রণবস্, তথাগূর্ববট্কারৌ’ এই একটিমাত্র অথবা এইভাবে দুটি সূত্র করলেও যাজ্ঞা ও অনুবাক্যার উপাংশুর এবং প্রাণসন্ততঃ অর্থাৎ শ্বাসের অবিচ্ছিন্নতা সিদ্ধ হত, তবুও এইভাবে একটি সূত্র অথবা দুটি সূত্র না করার এবং সূত্রে ‘পুরোহনুবাক্যায়ঃ’ ও ‘যাজ্ঞায়াঃ’ বঙ্গার ভাৎপর্ষ এই যে, অনুবাক্য থেকে প্রণবকে এবং যাজ্ঞা থেকে আগু ও বট্কারকে বিচ্ছিন্ন করে অর্থাৎ সজীবর্জন করে পাঠ করতে হবে। তবে শ্বাসের বা মনের অবিচ্ছিন্নতা বজায় রাখতে হবে।

তত্ত্ববরাণ্যুপাংশোর উচ্চানি ॥ ১৭ ॥ [১৬]

অনু.— উপাংশুর উচ্চররগুলি তত্ত্ববর (হবে)।

ব্যাখ্যা— ১/৩/১৫, ১৬ নং এবং ২/১৫/১৩, ১৪ নং সূত্রে উপাংশুবাগের ক্ষেত্রে যে যে শব্দের ‘উচ্চ’ বর বিহিত হয়েছে সেগুলির উচ্চারণ হবে তারবরে নয়, তত্ত্ববরে অর্থাৎ ১/৫/২৯-৩২ ইত্যাদি সূত্রে অনুষ্ঠানের যে যে অংশ পর্বত যে যে বর বিহিত হয়েছে সেই সেই ভৎকালীন বরে। তত্ত্ববরই সেই সেই অংশের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে এগুলিকে ‘তত্ত্ববর’ বলে।

মন্ত্রাণ্যুপাংশুতজ্ঞানাম্ ॥ ১৮ ॥ [১৭]

অনু.— উপাংশুতজ্ঞগুলির (ক্ষেত্রে উচ্চবর) মন্ত্র (বর হবে)।

ব্যাখ্যা— ১০ নং, ১১ নং প্রকৃতি সূত্রে যে-সব ক্ষেত্রে ‘তন্ত্রাণ্যুপাংশু’ অর্থাৎ আগাগোড়া সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের উপাংশু বিহিত হয়েছে সেখানে প্রযোজ্য ‘উচ্চ’ বর বলতে বুঝতে হবে মন্ত্রবর।

যোড়শ কণ্ডিকা (২/১৬)

[অগ্নিমহনীরা, বৈশ্বদেব পর্ব, চাতুর্মাস্যব্রত]

প্রাতর্ বৈশ্বদেব্যং প্রেথিতোহগ্নিমহনীরা অহাৎ পশ্চাৎ সামিথেনীহাসস্য পদমাত্রোহবহার্যভিহিক্ত্য ॥ ১ ॥

অনু.— প্রাতঃকালে বৈশ্বদেবী (ইন্ডিতে অক্ষবু কর্তৃক) নির্দিষ্ট (হোম প্রোজা) সামিথেনী হ্রাসের মাত্র এক পা (দূরে) দাড়িয়ে অভিহিকার করে অগ্নিমহনীরা (মন্ত্রগুলি) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— বৈশ্যসেব পর্বের অনুষ্ঠানের দিন সকালে হোতা যেখানে দাঁড়িয়ে সামিথেনী মন্ত্র পাঠ করতে হয় সেই স্থানের অর্থাৎ বেদির উত্তরকোণের (১/১/২৩ সূ. দ্র.) এক গা পিছনে দাঁড়িয়ে অধ্বর্ষুর কাছ থেকে ‘অগ্নয়ে মধ্যমানানুজুতী’ (কা. শ্রৌ. ৫/২/১) এই প্রৈব পেয়ে অভিহিকার করে অগ্নিমহনীয়া নামে মন্ত্রগুলি (২, ৪, ৭ নং সূ. দ্র.) পাঠ করবেন। অনু-
 $\sqrt{২}$ ধাফু দ্বারা বিহিত বলে অগ্নিমহনীয়া মন্ত্রগুলি অনুবচন-মন্ত্র। এগুলি তাই সামিথেনীর মতো অভিহিকার করেই পাঠ করার কথা (১/২/২৪ সূ. দ্র.), তবুও সূত্রে অভিহিকার-এর বিধান দেওয়ার বুঝতে হবে যে, ‘প্রাতরন-’ (৬/১০/১২ সূ. দ্র.) ইত্যাদি হলে অভিহিকার নির্বিক্ত হলেও সেখানে অগ্নিমহনীয়া মন্ত্রের কেন্দ্রে অভিহিকার হতে কিন্তু কোনও বাধা থাকবে না। ‘পদমাত্র’ না বললেও চলত, তবুও তা বলা হয়েছে এ-কথাই বোঝাতে যে, মাত্র এক-পা পরিমাণ দূরত্ব ছেড়ে দাঁড়াতে হবে— ‘পদমাত্র’ অর্থাৎ। সিদ্ধান্তের মতে অবশ্য ‘মাত্র’ শব্দটি নিকট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দূরত্ব এক পা থেকে তাই সামান্য কম অথবা বেশী হলে কোন সোব নেই ‘পদাদ্ সিবন্ ন্যুনে অধিকে বা নস্তি সোব ইতি’। মূল বক্তব্য হচ্ছে এক-পা দূরত্বে অর্থাৎ তার কাছাকাছি দাঁড়াতে হবে। ২/১৫/১ সূত্রে ‘পূর্বমুঃ’ বলার পরে এখানে আর ‘প্রাতঃ’ না বললেও চলত, তবুও তা বলার বুঝতে হবে দর্শপূর্ণমাসের ও অন্যান্য কিছু ইষ্টির মতো পর্ব ও প্রতিপদ এই দু-দিন ধরে নয়, প্রতিপদেরই প্রাতঃকালে বৈশ্যসেব পর্বের সকল অনুষ্ঠান হবে, বৈশ্যনর-পার্জন্য ইষ্টির অনুষ্ঠান হবে তার আগে পর্বদিনে। “পশ্চাদ্ বেদের অবস্থানায়মে মধ্যমানায়োতি সম্বেষিতঃ”— শা. ৩/১০/১৬।

অতি দ্বা দেব সবিতমহী সৌঃ পৃথিবী চ নস্বাময়ে পুঙ্করাদমীতি তিস্ণাম্ অর্ধচঃ
শিষ্টারমেদ্ আ সংপ্রৈষাচ্ ॥ ২॥

অনু.— (অগ্নিমহনীয়া স্বক্‌মন্ত্রগুলি হচ্ছে) ‘অভি-’ (১/২৪/৩), ‘মহী-’ (১/২২/১৩), ‘জাম-’ (৬/১৬/১৩-১৫) ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রের (শেষ) অর্ধমন্ত্র বাকী রেখে প্রৈব (না পাওয়া) পর্বত্ব থেকে থাকবেন।

ব্যাখ্যা— শেষ তৃচের ‘তমু-’ (৬/১৬/১৫) মন্ত্রের প্রথম অর্ধাংশ পর্বত পড়ে শেষ অর্ধাংশ বাকী রেখে থেকে যাবেন। পরে আবার নূতন প্রৈব পেলে তবে ঐ বাকী অংশ পাঠ করবেন।

অন্যত্রাপ্যন্তরুখ্যচোৎবসানে ॥ ৩॥

অনু.— অন্যত্রও মন্ত্রের মাঝে থামলে (এই নিয়ম)।

ব্যাখ্যা— অগ্নিমহনীয়া ছাড়া অন্য মন্ত্রের কেন্দ্রেও যদি কোন মন্ত্রের মাঝে ‘আরমেত্’ (ইত্যাদি) পদ দ্বারা থেকে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় তাহলে আবার প্রৈব না পাওয়া পর্বত্ব থেকে থাকতে হয়। স্বকের মাঝে থামতে হলেই এই নিয়ম। ‘অচম্’ (৪/৬/২) হলে স্বকের শেষে থামতে বলার এই নিয়ম তাই খাটবে না।

অজ্ঞানমানে ষেতশ্মিন্ এষাবসানেঃয়ে হংসি ন্যজিগ্হা ইতি সূক্তম্ আবপেত

পুনঃ পুনর্ আ জ্ঞানঃ ॥ ৪॥ [৩, ৪]

অনু.— (ময়ন করা সত্ত্বেও আতন) না জ্ঞানতে থাকলে কিন্তু এই (অর্ধমন্ত্রের) বিরতিহলেই আতন না-জ্ঞান পর্বত্ব ‘অগ্নে-’ (১০/১১৮) সূক্তটি বারে বারে অতিরিক্ত (মন্ত্ররূপে পাঠ) করবেন।

ব্যাখ্যা— আবপেত = সংযোজন করবেন, অতিরিক্তরূপে পাঠ করবেন। অরপি বর্ষণ করা সত্ত্বেও এবং ২ নং সূত্রে নির্দিষ্ট ‘তমু-’ মন্ত্রের প্রথম অর্ধাংশ পর্বত্ব পাঠ করে গেলেও যদি আতন না জ্ঞান তাহলে বতকশ না আতন জ্ঞানর ততকশ ধরে ‘অগ্নে-’ এই সূত্রটি বারবার পাঠ করবেন। আতন জ্ঞানসেই নূতন প্রৈব না পাওয়া সত্ত্বেও এই সূত্রের অবশিষ্ট মন্ত্রগুলি আর না পড়ে পরবর্তী সূত্র অনুযায়ী কাজ করবেন। দ্র. বে. সূত্রে ‘অগ্নে-’ এই সূত্রের প্রথম মন্ত্রের সম্পূর্ণ প্রথম পাদটি উদ্ধৃত হয়েছে (এসদত ১/১/১৭ সূ. দ্র.), আবার পরে ‘সূক্তম্’ শব্দটিও উল্লিখিত হয়েছে। আ. ৪/১০/৭ হলে কিন্তু এই একই

মন্ত্রে সূক্ত বোঝাতে চরণের অপেক্ষার কম অংশই গ্রহণ করা হয়েছে এবং 'সূক্ত' শব্দেরও উল্লেখ করা হয় নি। অভিপ্রায় এখানে এই যে, একবার সূক্তটির পাঠ শুরু করা হয়ে গেলে মধ্যে আশুন জন্মালেও প্রথম মন্ত্রটির পাঠ শেষ করতেই হবে। সম্পূর্ণ চরণের উল্লেখ না করলে কেবল সূক্তকেই বুঝতে হত এবং সেই কারণে আশুন জন্মালেও একবার অস্ত্রত সমগ্র সূক্তটির পাঠ শেষ করতে হত। সমগ্র চরণ ও সূক্ত দু-এরই উল্লেখ থাকায় আশুন জন্মালেই সূক্তটির পাঠ শেষ না হলেও থেমে যেতে হবে। 'আ জন্মনঃ' বলার অধ্বন্য বস্তুভাবশত প্রৈব দিতে ভুলে গেলেও আশুন জন্মে গেলে সূক্তটি অসমাপ্ত রেখেই হোতা ৫ নং সূত্রানুযায়ী কাজ করবেন। 'আ জন্মনঃ' বলা সত্ত্বেও 'পুনঃ পুনঃ' বলার উদ্দেশ্য অগ্নি উৎপন্ন হচ্ছে না দেখে সূক্তটিকে ধীরে ধীরে থেমে থেমে একবার মাত্র পাঠ করলে চলবে না, বার বারই পাঠ করতে হবে। বেশ, যদি তা-ই হয়, তাহলে আ. ৪/১৫/১৭ হলে যেমন 'আবর্তয়েত্' বলা হয়েছে এখানেও তেমন 'সূক্তম্ আবপেত পুনঃ পুনঃ' না বলে 'সূক্তম্ আবর্তয়েত্' বললেই তো চলে। না, তা চলে না। 'ঐত্বে-' সূক্তটি সেখানে আগে (আ. ৪/১৫/৭) থেকেই বর্তমান বলে শুধু 'আবর্তয়েত্' বলা হয়েছে। এখানে আবাপ ও পুনরাবৃত্তি দুটিই একই সাথে বিধান করতে হচ্ছে বলে 'আবর্তয়েত্' বলা গেল না। সূত্রে 'এতন্নিম্নাবাসানে' বলার কেবল এই কেন্দ্রেই অর্ধচর (= অর্ধমন্ত্রের) পরে সংযোজন (আবাপ) করতে হয়, অন্যত্র সংযোজন ঘটতে গেলে তা করতে হয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রটির পাঠ শেষ করার পরে। পশুবাগে তাই অনেক পশু ও অনেক যুগ থাকলে যুগের অগ্নন, উচ্চারণ ও পরিব্যয়নের সময়ে নির্ধারিত মন্ত্রটির পাঠ শেষ করে তবে অন্য মন্ত্র সংযোজিত করতে হয়। বৃত্তিকার এই প্রসঙ্গে পদার্থানুসময়ের কথা বলেছেন। কাশানুসময় (কাশ = সমুদায়। অনুসময় = অনুষ্ঠান) হচ্ছে কোথাও একাধিক প্রধান দেবতা থাকলে একটি দেবতার যাবতীয় অঙ্গবাগের অনুষ্ঠান শেষ করে তবে অন্য দেবতার উদ্দেশ্যে আবার ঐ অঙ্গগুলিরই আবর্তন। অপর পক্ষে পদার্থানুসময় হচ্ছে প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশ্যে একটি অঙ্গের পৃথক পৃথক অনুষ্ঠান শেষ করে, পরে সেইভাবেই অন্য অন্য অঙ্গেরও একে একে পৃথক পৃথক অনুষ্ঠান। বহু যুগের ক্ষেত্রে এই পদার্থানুসময় করা হয়ে থাকে। এখানে আর একটি কথা উল্লেখ্য যে, সূক্তটি যদি বারে বারে পড়তে হয়, তাহলে সূক্তের সব-কটি মন্ত্রের পাঠ শেষ করে তবে আবার সূক্তটির প্রথম মন্ত্র থেকে পুনরাবৃত্তি শুরু করতে হবে, সূক্তের একটি মন্ত্রকে কয়েকবার আবৃত্তি করে পরে অন্য একটি মন্ত্রের আবৃত্তি করলে চলবে না।

জাতং প্রদ্বানস্ত্রয়েণ প্রণবেন শিষ্টম্ উপসন্তনুয়াত্ ॥ ৫ ॥

অনু.— (আশুন) জন্মেছে শুনে পরবর্তী প্রণবের সঙ্গে (অগ্নিমহুনীয়ার) অবশিষ্ট (অংশকে) সংযোজিত করবেন।

ব্যাখ্যা— 'অগ্নে-' সূক্তের যে মন্ত্রটি পাঠ করার সময়ে হোতা শুনবেন যে, আশুন জন্মেছে ('অগ্নয়ে জাতান্নুত্বে' - কা. শ্রৌ. ৫/২/৩) সেই মন্ত্রের যথাহাসে সামিধেয়ীর মতো প্রণব উচ্চারণ করা হয়ে গেলে ঐ সূক্তের আর কোন মন্ত্র না পড়ে ঐ প্রণবের সঙ্গে ২ নং সূত্রে নির্দিষ্ট 'তমু-' (৬/১৬/১৫) মন্ত্রের অবশিষ্ট অর্থাংশ জুড়ে নিয়ে তা একনিঃশ্বাসে পড়ে যাবেন।

শিষ্টেনোক্তরাম্ ॥ ৬ ॥

অনু.— অবশিষ্ট (অংশের) সঙ্গে পরবর্তী (মন্ত্রকে জুড়ে নিয়ে পড়বেন)।

ব্যাখ্যা— যদি আশুন সহজেই জন্মে যায় তাহলে ৪ নং সূত্রের 'অগ্নে-' সূক্তটি না পড়েই এবং জন্মাতে দেয়ী হলে তা পড়েই অধ্বন্য 'অগ্নয়ে জাতান্নুত্বে' এই প্রৈব পেয়ে 'তমু-' (২নং সূ. দ্র.) মন্ত্রের অবশিষ্ট অর্থাংশের সঙ্গে পরবর্তী সূত্রে নির্দিষ্ট 'উত-' (৭ নং সূ. দ্র.) মন্ত্রটি জুড়ে নিয়ে পাঠ করবেন। সিদ্ধান্তীর মতে সূত্রটি না করলেও চলত, তবুও তা করা হয়েছে একটি বিশেষ শৈলী অনুসরণ করে। সূত্রকারের সেই বিশেষ শৈলীটি হল এই যে, যেখানেই একটি মন্ত্রাংশের সঙ্গে আর একটি এবং তার সঙ্গে আবার অপর একটি মন্ত্রাংশ জুড়তে হয় অথচ মাঝে থাকার কোন অবকাশ থাকে না, তখনই তিনি বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য পৃথক একটি সূত্র করেন। যেমন তিনি তা করেছেন 'উপসন্তনুয়াৎ একপদাঃ। অভ্যশ্ চোক্তরাম্' (৬/৫/১২, ১৩) সূত্রে। এইরকম সূত্রকারের আর একটি বিশেষ রীতি হল, যখন কোথাও পাশাপাশি দুটি অবসান (= বিরতি) থাকে, কিন্তু তার মাঝে কোথাও প্রণব-উচ্চারণের কোন সুযোগ থাকে না, তখনও তিনি তা স্পষ্ট করার জন্য পৃথক একটি সূত্র করেন। যেমন 'বর্ত্যৎ-' (৫/১০/৮) হলে তিনি তা-ই করেছেন।

উত ক্রবন্ত জন্তব আ যং হস্তেন খাদিনন্ ইত্যর্থ আরমেত্। প্র দেবং দেববীতর ইতি হে অগ্নিনায়িঃ
সমিধ্যতে যং হায়ে অগ্নিনা তং মজ্জরন্ত সূত্রতুং যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবা ইতি পরিদধ্যাত্ ॥ ৭॥

অনু.— (অবশিষ্ট পরবর্তী অগ্নিমহনীয়া মন্ত্রগুলি হল) ‘উত-’ (১/৭৪/৩), ‘আ-’ (৬/১৬/৪০) এই (মন্ত্রের প্রথম) অর্ধাংশে ধামবেন। ‘প্র-’ (৬/১৬/৪১, ৪২) ইত্যাদি দুটি মন্ত্র, ‘অগ্নিনা-’ (১/১২/৬), ‘জং-’ (৮/৪৩/১৪), ‘তং-’ (৮/৮৪/৮)। ‘যজ্ঞেন-’ (১/১৬৪/৫০) এই (মন্ত্রে অগ্নিমহনীয়ার পাঠ) শেষ করবেন।

ব্যাখ্যা— উত্তর বেদির কূণ্ডে মণ্ডিত অগ্নিকে রাখার জন্য ‘অগ্নেঃ প্রহ্নিমশাশানানুত্ৰুহি’ এই শ্রেণ দিলে হোতা ‘আ-’ এই দ্বিতীয় মন্ত্রটির দ্বিতীয়ার্থ পাঠ করবেন। শা. মতে অগ্নি উৎপন্ন হলে ‘উত-’, অগ্নিকে হাতের উপর রেখে ‘আ-’ এবং মহন-উৎপন্ন অগ্নিকে আহবনীয়ে রাখার সময়ে ‘প্র-’ ইত্যাদি দুটি মন্ত্র পাঠ করতে হয়— ৩/১৩/১৭ সূ. দ্র.। এ ব্রা. ৩/৫ অংশে ২-৭ সূত্রে নির্দিষ্ট সব-কটি মন্ত্রেরই উল্লেখ পাওয়া যায়। শা. ৩/১৩/১৭ সূত্রেও তাই, কেবল ‘যজ্ঞেন-’ মন্ত্রটির কোন উল্লেখ সেখানে নেই।

সর্বদ্রোস্তমাং পরিধানীয়েতি বিদ্যাৎ ॥ ৮॥

অনু.— সর্বত্র শেষ (মন্ত্র)কে পরিধানীয়া বলে জানবেন।

ব্যাখ্যা— শব্দ প্রভৃতি সর্বত্রলোই পাঠ শেষ মন্ত্রটিকে ‘পরিধানীয়া’ বলে। ‘পরিধানীয়া’ বললেই বুঝতে হবে সেটিই শেষ মন্ত্র।

ধায্যে বিরাজৌ ॥ ৯॥

অনু.— (এই ইষ্টিতে) দুই ধায্যা এবং দুই বিরাজ্ (মন্ত্র পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— এই বৈশ্বদেবপর্বে সামিথেনীতে ধায্যা এবং বিষ্টকৃতে বিরাজ্ মন্ত্র পাঠ করতে হবে।

নব প্রবাজাঃ ॥ ১০॥ [৯]

অনু.— (এই ইষ্টিতে) নটি প্রবাজ।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূত্রটি থেকেই বোঝা যায় যে, এই বাগে মোট নটি প্রবাজ। বর্তমান সূত্রটি তাই আপাতদৃষ্টিতে অপরোক্ষনীয় বলেই মনে হয়, তবুও সূত্রটি করায় বুঝতে হবে যে, অন্যত্র বরুণপ্রবাস প্রভৃতি স্থলে প্রবাজ ও অনুবাজ নটি না হয়ে বিকল্পে পাঁচটিও হতে পারে। শা. ৩/১৩/১৮ সূত্রে ন-টি প্রবাজই বিহিত হয়েছে।

প্রাগ্ উক্তমাচ্ চত্বর আবপেত। দুরো অগ্ন আভ্যস্য বায়ুধাসানস্তাণ আভ্যস্য বীতাং দৈব্যা হোতারাম
আভ্যস্য বীতাং তিস্রো দেবীন্ অগ্ন আভ্যস্য ব্যক্তিতি ॥ ১১॥ [৯]

অনু.— অগ্নিম (প্রবাজের) আগে চারটি (অতিরিক্ত প্রবাজ) সংযোজন করবেন— ‘দুরো-’ (সূ.), ‘উবাসা-’ (সূ.), ‘দৈব্যা-’ (সূ.), ‘তিস্রো-’ (সূ.)।

ব্যাখ্যা— দর্শপূর্ণমাসের পাঁচটি প্রবাজ এখানেও আছে। তার মধ্যে শেষ প্রবাজের আগে অর্থাৎ চতুর্থ প্রবাজের পরে এখানে আরও চারটি প্রবাজের অনুষ্ঠান করতে হয় এবং সেই চার প্রবাজের বাজ্যা হচ্ছে সূত্রে উল্লিখিত এই চারটি মন্ত্র। শা. ৩/১৩/১৯, ২০ সূত্রেরও এই একই বক্তব্য।

অগ্নিঃ সোমঃ সবিতা সরস্বতী পৃথা মরুতঃ স্বতবসো বিবেদেবা দ্যাবাপৃথিবী ॥ ১২॥ [১০]

অনু.— (এই ইষ্টির প্রধান দেবতা) অগ্নি, সোম, সবিতা, সরস্বতী, পৃথা, স্বতবসু মরুতগণ, বিবেদেবাঃ, দ্যাবা-পৃথিবী।

ব্যাখ্যা— হ্র. যে, প্রথম পাঁচ দেবতা চারটি পর্বের প্রতিপর্বেই আছেন— ‘এতানি সর্বত্র’ (কা. শ্রৌ. ৫/১/১০)। ‘স্বতবন্’ শব্দের অর্থ নিজ শক্তিতে শক্তিমান। শা. ৩/১৩/৬-১১ সূত্রেও এই দেবতাদেরই নাম পাই, তবে সরস্বতীর পরিবর্তে সেখানে সরস্বতীর নির্দেশ রয়েছে।

আ বিশ্বসেবাং সতৃপতিং বামমদ্য সবিভবাম্যু খঃ পূবন্ তব ব্রহ্মে বরং শুক্রং তে অন্যদ্য যজ্ঞতং তে
অন্যাদিহেহ বা স্বতবসঃ প্র চিত্রমর্কং গৃণতে তুরারোতি ॥ ১৩॥ [১১]

অনু.— (সবিতার অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য) ‘আ-’ (৫/৮২/৭), ‘বাম-’ (৬/৭১/৬); (পূবার) ‘পূবন্-’ (৬/৫৪/৯), ‘শুক্রং-’ (৬/৫৮/১); (মরুতগণের) ‘ইহে-’ (৭/৫৯/১১), ‘প্র-’ (৬/৬৬/৯)।

ব্যাখ্যা— বাঁদের মন্ত্র এখানে উল্লিখিত হয় নি তাঁদের মন্ত্র আগে অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে তেমনই হবে। শা. ৩/১৩/১২-১৪ সূত্রেও শেষ চারটি মন্ত্রই পাই, তবে প্রথম দুটি অর্থাৎ সবিতার মন্ত্র সেখানে ‘হিরণ্য-’ (১/২২/৫) এবং ‘উদী-’ (৫/৪২/৩)।

নবানুযাজাঃ ॥ ১৪॥ [১২]

অনু.— (এই ইন্ডিতে মোট) নটি অনুযাজ।

বদ্ উর্বার প্রথমাদ্। দেবীর্বারো বসুবনে বসুধেরস্য ব্যক্ত। দেবী উবাসানজা বসুবনে বসুধেরস্য বীতাম্।
দেবী জোদ্ধী বসুবনে বসুধেরস্য বীতাম্। দেবী উজ্জাহতী বসুবনে বসুধেরস্য বীতাম্। দেবা সৈব্যা হোতার
বসুবনে বসুধেরস্য বীতাম্। দেবীস্তিষত্তিমো দেবীর্বসুবনে বসুধেরস্য ব্যক্তিতি ॥ ১৫॥ [১২]

অনু.— প্রথম (অনুযাজের) পরে ছটি (অনুযাজ সংযোজিত হয়)— ‘দেবী-’ (সু.), ‘দেবী উবাসা-’ (সু.), ‘দেবী জোদ্ধী-’ (সু.), ‘দেবী উজ্জাহতী-’ (সু.), ‘দেবা সৈব্যা-’ (সু.), ‘দেবীস্তিষ-’ (সু.)।

ব্যাখ্যা— দর্শপূর্ণমাসের তিন অনুযাজের এখানেও অনুষ্ঠান হয়, তবে প্রথম অনুযাজের পরে এখানে অতিরিক্ত ছটি অনুযাজের অনুষ্ঠান হয় এবং উল্লিখিত ছটি মন্ত্র হচ্ছে সেই অনুযাজগুলির ব্যাক্য। এই অতিরিক্ত ছটির পরে আবার দর্শপূর্ণমাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুযাজের অনুষ্ঠান এখানে করতে হবে। শা. ৩/১৩/২৬, ২৭ সূত্রেও আমাদের ১৪, ১৫ নং সূত্রের সঙ্গে মিলে।

অনুযাজানাং সূক্তবাক্য শংযুবাক্য বোপরিষ্ঠাদ্ বাজিত্যো বাজিনন্ অনাবাহ্যাসেনন্ ॥ ১৬॥ [১৩]

অনু.— (এই ইন্ডিতে) অনুযাজ, সূক্তবাক অথবা শংযুবাকের পরে আবাহন না করে (যাজ্যার) নাম-উল্লেখ করে বাজী (দেবতাদের) উদ্দেশে ছানার জল (আছুতি দেওন)।

ব্যাখ্যা— বাজিন = ছানার বা দই-এর জল। আসেন = দেবতার নাম-উল্লেখ। দর্শপূর্ণমাসের মতো ‘নির্বংশে’ প্রকৃতি শব্দ দ্বারা এই বাজী-যোগ বিধিত হয় নি এবং এই যোগকে দর্শপূর্ণমাসের মতো ইন্ডি নামেও চিহ্নিত করা হয়নি। কল দর্শপূর্ণমাস এই যোগের প্রকৃতি (“নির্বংশে তজিতন্ চাত্তম্ ঔবধঞ্ চ পরো দধি। কপালানি চ ভক্তংযো দেবতা শব্দ এব চ। তন্নি অকরসংযো চ তদ্ভাচো যোবধম্। শব্দাং প্রাকৃত্য শব্দো হবিষঃ প্রভবাধি চ। এতদ্ভাচাপকন্ চ তদ্ভব ইচ্ছাপশেনম্। মায়ধেয় তথাযজ্ঞোপসনা চান্যদ ইদৃশম্।। সিদ্যোভ্যতানি চান্যনি ওরানি চ লঘুনি চ। সম-ইত্য প্রকৃতিং চেয় বিকৃতিং চেতি করনা।। শব্দ-দেবতানো বর বিরোধন্ তত্র শিচ্চরে। তত্র শব্দ্য বর্ণীয় শব্দ দেবতানা ইতি শিচ্চি।” — ২/১/১ সূত্রের বৃত্তিতে বৃত্তিকর সারায়ণ কর্তৃক উক্ত যোগ) হতে পারে না এবং সেই কারণে দর্শপূর্ণমাসের মতো এখানে আবাহনও হতে পারে না। তা হলেও এই সূত্রে ‘অনাবাহ্য’ বলে যে আবাহন নিষেধ করা হয়েছে তা হচ্ছে ‘অনুযাজ’ অর্থাৎ জল দিবার

পুনরুজ্জীবিত। পুনরুজ্জীবিত করাই উচিত, তবুও এখানে তা করা হয়েছে বিবরণটিকে আরও সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য। ফলে বাজীসের আবাহন করতে হবে না এবং পরে সূত্রবাক্য প্রকৃতি নিগমের ভাঁসের নাম-উল্লেখ করতে হবে না। ১/৫/৩৮ সূত্র অনুযায়ী বাজ্যার বাজীসেবতাসের আদেশ অর্থাৎ নাম-উল্লেখ করারই কথা, তবুও এখানে ‘আদেশম্’ বলার কারণ হল— বাজীসেরা কেন কেন সেবতাকে ‘অঘারাত্য’ নামে ডিহিত করেছেন। এই অঘারাত্য সেবতাসের অনুষ্ঠান হয় প্রধানবাগের পরে। এখানেও বাজী সেবতাসের অনুষ্ঠান হচ্ছে পর্বের প্রধানবাগের পরে। ফলে মনে হতে পারে যে, বাজী সেবতার অঘারাত্য এবং সেই কারণে ‘অন্যা অঘারাত্যাত্যঃ’ (১/৫/৩৮) সূত্র অনুসারে বাজ্যার ভাঁসের নাম উল্লেখ করা উচিত নয়, কিন্তু এই ভুল ধারণা যাতে না হয় সেই উদ্দেশ্যে সূত্রে ‘আদেশম্’ পদটি নেওয়া হয়েছে। ঐ পদটি নেওয়ার ফলে অর্থাৎ বাজ্যার বাজীসের আদেশ বিধান করায় বোঝা যাচ্ছে যে, কোন যজ্ঞে প্রধানবাগের পরে (অনু) নুতন কিছু বাগ অনুষ্ঠিত, অনুপ্রবিষ্ট বা সংযোজিত (আরাত) হলেই যে সেই অনুষ্ঠানের সেবতাকে ‘অঘারাত্য’ বলা হবে তা নয়, সূত্রে ‘অঘারাত্য’ শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ থাকলে তবেই সেই সেবতার আখ্যা হবে অঘারাত্য। বাজীসেবতার এখানে সূত্রে সেইভাবে উল্লিখিত হন নি বলে তাঁরা অঘারাত্য নন এবং সেই কারণেই বাজ্যার ভাঁসের নাম-উল্লেখ কোন বাধা নেই। ‘বাজিনম্’ বলা হয়েছে নামকরণের জন্য।

শং নো ভবন্ত বাজিনো হবেষু বাজে বাজেহন্ত বাজিনো ন ইত্য়র্জজুর্ অনবানং বাজ্যাম্ ॥ ১৭ ॥ [১৪]

অনু.— (বাজীসের অনুবাক্য) ‘শং-’ (৭/৩৮/৭)। ‘বাজে-’ (৭/৩৮/৮) এই বাজ্য (মন্ত্রটি) উত্থরজানু (হয়ে) একনিঃস্থানে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বাজ্য মন্ত্রটি উবু হয়ে বলে একনিঃস্থানে পাঠ করতে হয়। য. যে, সূত্রকার এখানে ‘বজ্জি’ না বলে (বলার প্রয়োজনও নেই) ‘বাজ্যাম্’ বললেন। উদ্দেশ্য অবশ্য এই যে, অনুবাক্যকালের সময়ে উবু হয়ে থাকতে হবে না, মূল বাজ্যামন্ত্রের সময়েই উবু হয়ে বসবেন। ২/১৮/২৩ সূত্রে বাজিনবাগ নির্দিষ্ট হওয়ার কথ্যে হবে এই বাগটি প্রধানবাগের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং সেই কারণে মধ্যমধ্বরেই বাজীসের অনুবাক্য ও বাজ্য পাঠ করতে হবে— “আমিকাতাবাম্ এষ বাজিনাতাবে সিদ্ধে বাজিনপ্রতিষেধং কুর্বন বাজিনস্য প্রধানসম্বন্ধং দর্শয়তি। তেন বাজিনস্য মধ্যমঃ স্বয়ং সাধিতো ভবতি” (জা. ২/১৮/২৩-না.)। শা. ৩/৮/২৩ এবং ৩/১৩/২৮ অনুযায়ী এই দুই মন্ত্রই প্রয়োগ করতে হয়।

অগ্নে বীহীতানুববট্কারো বাজিনস্যগ্নে বীহীতি বা ॥ ১৮ ॥ [১৫]

অনু.— ‘অগ্নে বীহি’ অথবা ‘বাজিনস্যগ্নে বীহি’ (হবে) অনুববট্কার।

ব্যাখ্যা— মন্ত্রের শেষে ‘বৌবট্’ শব্দ ছুড়ে নিয়ে পাঠ করতে হবে। অনুববট্কারে উত্থরজানু হতে এবং মন্ত্র একনিঃস্থানে পাঠ করতে হবে না। যদি হত তাহলে সূত্রকার আগের সূত্রের শেষে না বলে এই সূত্রের শেষেই ‘উত্থরজানু’ বলতেন।

যত্র ত্র চ চৈকসংগ্নে বৌ ববট্কারৌ সমস্তাব্ এষ তত্র দ্বি অনুমন্ত্রয়েত ॥ ১৯ ॥ [১৬]

অনু.— যেখানেই কোন স্থলে একটি প্রাণে দুটি ববট্কার সহিতই (হয়ে রয়েছে) সেখানে দু-বার অনুমন্ত্রণ করবেন।

ব্যাখ্যা— একটি প্রাণে গেলে যেটা যদি দুটি বাজ্য পাঠ করেন এবং দু-বার বৌবট্ উচ্চারণ করেন, তাহলে অনুমন্ত্রণ মন্ত্রও (১/৫/২০ সূ. ম.) দু-বার পাঠ করতে হবে।

ন চাপনু উত্থরজিন্ ॥ ২০ ॥ [১৭]

অনু.— এবং পরবর্তী (বাজ্যামন্ত্রে) আপু (হবে) না।

ব্যাখ্যা— দ্বিতীয় বাজ্যার অর্থাৎ অনুববট্কারে আপু পাঠ করতে হবে না। শুধু ‘অগ্নে বীহিঃ বৌবট্’ কালেই হবে।

বাজিনতকম্ ইতাম্ ইব প্রতিগৃহ্যোপহবম্ ইচ্ছত ॥ ২১ ॥ [১৭]

অনু.— বাজিন-এর তকম্ (স্রব্য)-কে ইড়ার মতো গ্রহণ করে উপহব ইচ্ছা করবেন।

ব্যাখ্যা— আশ্বিনের পরে অবশিষ্ট বাজিনকে একটি পায়ে নিয়ে ইড়ার মতো অঙ্গুলিতে ধরে অন্য ঋত্বিকের কাছে ‘উপহব’ অর্থাৎ অনুমতি চাইবেন। পরস্পরের অনুরোধ বা অনুমতিকে ‘সমুপহব’ বলে। পরবর্তী সূত্র এবং ২/১৭/১৭ সূত্রের ব্যাখ্যা ব্র।

অধর্ব উপহব ব্রহ্মদুপহবস্বামীদুপহববেতি ॥ ২২ ॥ [১৮]

অনু.— উপহবের মন্ত্র ‘অধর্ব-’ (সু.)।

ব্যাখ্যা— এখানে যে ক্রমে নামগুলি বলা আছে সেই ক্রমেই হোতা অধর্ব প্রকৃতি তিন ঋত্বিকের কাছে তকমের জন্য অনুমতি চাইবেন। আগে এই তিন ঋত্বিকের কাছে, পরে অপরদের কাছে অনুমতি চাইতে হয়। শেষে তাই বজ্রমানের কাছেও তিনি বজ্রমানোপহব বলে অনুমতি-প্রার্থনা করবেন। তাঁরা আবার সেই অনুমতি-প্রার্থনার উত্তরে বলবেন ‘উপহৃতঃ’।

যন্ মে রেত্যঃ প্রসিচ্যতে যন্ বা মে অগ্নি গচ্ছতি যন্ বা জারতে পুনঃ। তেন মা শিবমাবিশ তেন মা বাজিনং কুরু। তস্য তে বাজিনীতস্যোপহৃতস্যোপহৃতো তকরমীতি প্রাপ্তকং তকরম্ ॥ ২৩ ॥ [১৯]

অনু.— ‘যন্ মে-’ (সু.) এই (মন্ত্রে) প্রাপ্তক তকম করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রাপ্তক = গ্রাণ দ্বারা তকম। বাজিনকে আশ্রয় করবেন। বাজিন থেকে কিছুটা অংশ তুলে নিয়ে আশ্রয় করতে হয়। আশ্রয়ই এখানে তকম। শা. ৩/৮/২৭ এবং ৩/১৩/২৮ অনুযায়ী তকমমন্ত্রটি হল— “যন্ মে রেত্যঃ প্র ধাবতি যন্ বা সিচ্চং প্র জারতে। রাজা সোমেন তন্ বরমশাসু ধারয়ামসি ॥ বাজোহসি বাজিনমসি বাজো মরি খেহি”।

এবম্ অধর্বুর্ন ব্রহ্মারীদ্রঃ ॥ ২৪ ॥ [২০]

অনু.— অধর্বু, ব্রহ্মা, আরীদ্র (নামে ঋত্বিকও) এইভাবে (প্রাপ্তক তকম করেন)।

ব্যাখ্যা— তকমের ক্রম হল তাহলে— হোতা, অধর্বু, ব্রহ্মা এবং আরীদ্র। প্রসঙ্গত ২/১৭/১৭ সূত্রের ব্যাখ্যা এবং আগ. শ্রী. ৮/৩/১২-১৬ ব্র।

বজ্রমানঃ প্রত্যকম্ ইতরে চ দীক্ষিতাঃ ॥ ২৫ ॥ [২১]

অনু.— বজ্রমান এবং অপর দীক্ষিতরা সাক্ষাৎ (তকম করবেন)।

ব্যাখ্যা— অগ্নীৎ বা আরীদ্রের আশ্রয়ের পরে তকম করবেন বজ্রমান। সূত্রে বারো দীক্ষিত হল তাঁরাও তকম করেন। সূত্রে যিনি বজ্রমান বা গৃহপতি তিনি ছাড়া অপরদেরও দীক্ষিত হল। সেখানে তাই গৃহপতি এবং ঋত্বিকেরাও প্রাপ্তক নয়, সাক্ষাৎ বাজিন তকম করবেন। সেখানে প্রথমে চার বেদের প্রথম সারির চার ঋত্বিক, পরে দ্বিতীয়, তার পর তৃতীয় এবং শেষে চতুর্থ সারির চার ঋত্বিক— এই ক্রমে তকম করবেন। সবার শেষে তকম করবেন বরং ‘গৃহপতি’ অর্থাৎ দীক্ষিতদের মধ্যে যিনি ঋত্বিক নয়, কেবল বজ্রমানের ত্বিকাই পালন করছেন তিনি। সিদ্ধান্তীয় হতে ‘ইতরে চ দীক্ষিতাঃ’ সম্ভবত একটি পৃথক সূত্র। বারো দীক্ষিত তাঁরা বজ্রমানই। বজ্র বজ্রমানকেই দীক্ষিত হতে হয়। দীক্ষিতের তকমবিধানের জন্য তাই ‘ইতরে চ দীক্ষিতাঃ’ না বললেই চলত, তবুও সূত্রটি করে বোঝান হয়েছে যে, সূত্রে ঋত্বিক হওয়ার জন্য দীক্ষিতদের আর প্রাপ্তক করতে হবে না, সাক্ষাৎ তকমই তাঁরা করবেন। এ থেকে আরও খোঁজা যাচ্ছে যে, দীক্ষিতদের কেবল ঋত্বিকত্ব ও বজ্রমানবর্মে মনো কেন্দ্রী করা উচিত তা নিয়ে বিরোধ অবশ্য সৎসর দেখা দিয়ে আসে। ত্বিকত্বই করা উচিত।

শৌৰ্ণমাসেনেষ্টি চাতুৰ্মাসব্রতান্যুপেরাঙ্ ॥ ২৬॥ [২২]

অনু.— শৌৰ্ণমাস দ্বারা বাগ করে চাতুৰ্মাস্য ব্রত গ্রহণ করবেন।

ব্যাখ্যা— কৈবশসেনী ইষ্টির পরের দিন শৌৰ্ণমাসবাগ করে চাতুৰ্মাস্যের ব্রত পালন করতে হয়। চাতুৰ্মাস্যব্রতানি' বলার কেবল কৈবশসেন্যপৰ্বই নয়, সব পৰ্বই এই ব্রতগুলি পালনীয়। ব্রত মানে মনের মধ্যে বশ, মনের সঙ্কল্প। মনে মনে সৃষ্টি সঙ্কল্প করতে হবে, আমি যা যা বিহিত সেগুলি করবই, অন্যগুলি কিছুতেই করব না। শুধু মনে ভাবা নয়, কাজেও ঠিক তাই করতে হবে। ব্রতগুলি কি কি তা পরবর্তী সূত্রগুলিতে বলা হচ্ছে। সিদ্ধান্তীর মতে এই ব্রতগুলি চাতুৰ্মাস্যেই পালনীয় বলে 'অত উখৰ্ম্' (২/২/৭) হলে কেশনিবর্তন প্রকৃতি করতে হবে না। শা ৩/১৩/২৯, ৩০ সূত্রেও এই বিধানই পাই। ৩০ নং সূত্র অনুযায়ী সেখানে ব্রতগুলি হল— "মাসানশনং ব্রতচর্যং গ্রাঙ্ অথঃ শেত ঋতুকালে বা জ্যৈষ্ঠ উপেরাঙ্ সত্যবদনম্"।

কেশান্ নিবর্তয়ীত ॥ ২৭॥ [২৩]

অনু.— চুল সরিয়ে সেবেন।

ব্যাখ্যা— সিদ্ধান্তীর মতে তামার খুর দিয়ে চুল সরাতে ('বৃহদ' বলেছেন) হয়।

ঋত্বাশি বাগ্নীতাতঃ শরীত মধুমাংসলবণদ্রব্যলোখনানি বর্জয়েত্ ॥ ২৮॥ [২৪]

অনু.— দাড়ি কামাবেন, নীচে শোবেন। মধু, মাংস, লবণ, নারী এবং কেশচর্চা বর্জন করবেন।

ব্যাখ্যা— অথঃ = নীচে, মাটিতে। অবলোখন = (সিদ্ধান্তীর মতে) দাড়ি-কামান, দাঁত-মাজা, কাপড়-কাচা, গায়মার্জন ইত্যাদি, (নারায়ণের মতে) কেশচর্চা প্রকৃতি প্রসাধন-কর্ম। শা. শুধু নীচে শোওয়া ও মাংস না-খাওয়ার কথাই বলেছেন— ৩/১৩/৩০ ব্র.।

ঋতৌ ভার্মা উপেরাঙ্ ॥ ২৯॥ [২৫]

অনু.— (কেবল) ঋতুকালে-(ই) পত্নীর কাছে যাবেন।

ব্যাখ্যা— পত্নীর মাসিক পোষিতব্য শেব হলে স্ত্রী-সংযোগ করবেন। আগের সূত্রে 'স্ত্রী' শব্দটি থাকলেও এখানে সময়বিশেষে 'প্রতিপ্রসব' অর্থাৎ সেই নিষেধের আবার নিষেধ করা হচ্ছে।

বাগ্নং সর্বৈষু পর্বনু ॥ ৩০॥ [২৬]

অনু.— সব পর্বে -(ই) চুল কটাবেন।

ব্যাখ্যা— বাগ্নং = মূতন। ২৮ নং সূত্রে বলা থাকে সত্যও পরবর্তী সূত্রের প্রয়োজনে এখানে আবার মূতনের কথা বলা হল। সূত্রটির যদি চুল-কটাক্ষেই ২৭ নং সূত্রে 'নিবর্তয়ীত' অর্থাৎ নিবর্তন বলে উল্লেখ করে থাকেন তাহলে এখানে 'বাগ্নং' বলতে ২৮ নং সূত্রের দাড়ি-কামানোকেই বুঝতে হয়। সিদ্ধান্তী কিন্তু বলেছেন যে, যদি দাড়ি-কামাবার কথাই এখানে অভিপ্রেত হত তা হলে ২৮ নং সূত্রে 'ঋত্বাশি বাগ্নীত' না বলে সূত্রটির এখানেই 'বাগ্নং' শব্দের স্থানে তা কলতেন। যেহেতু তা কলতেন নি, তাই এখানে 'বাগ্নং' শব্দে চুল-কটাক্ষেই বুঝতে হবে। এর, দাড়িও তো চুলই। তাহলে ২৮ নং সূত্রে দাড়ি-কামাবার কথা না কললেও তো চলত। উত্তর এই যে, ঋকের দুই পর্বে ৩১ নং সূত্র অনুযায়ী চুল না কটিলেও ২৮ নং সূত্র অনুযায়ী দাড়ি কিন্তু কাটতেই হবে। এই কথাই কোষকার অন্য সূত্রের দাক্ষিণ অন্য পৃথক্ সূত্র করেছেন।

অসংসারজরোন্মঃ স্ব ॥ ৩১॥ [২৭]

অনু.— অসংসার প্রাপ্ত হও শেব পর্বে -(ই) চুল কটাবেন।

ব্যাখ্যা— মাঝের দুই পর্বে চুল না কাটতেও পারেন। সূত্রের অর্থ এখানে এই নয় যে, প্রথম ও শেষ পর্বে বিকল্পে চুল কাটবেন, মাঝের দুই পর্বে মোটেই কাটবেন না। প্রথম ও শেষ পর্বে অবশ্যই চুল কাটবেন, অন্য দুই পর্বে তা না কাটলেও চলবে— এ-ই হল সূত্রের প্রকৃত অভিপ্রেত অর্থ। পূর্ববর্তী সূত্রের অনুবাদ এখানে করা হয়েছে এই অভিপ্রায়ে।

সপ্তদশ কণিকা (২/১৭)

[অগ্নিপ্রণয়নীয়া, বরুণপ্রবাস]

পঞ্চম্যাং পৌর্ণমাস্যাং বরুণপ্রবাসৈঃ ॥ ১ ॥

অনু.— পঞ্চম পূর্ণিমায় বরুণপ্রবাস দ্বারা (অনুষ্ঠান হবে)।

ব্যাখ্যা— যে পূর্ণিমায় বৈশ্বদেব পর্ব সেই পূর্ণিমা ধরে গরে যেটি পঞ্চম পূর্ণিমা সেই পূর্ণিমায় বরুণপ্রবাসের অনুষ্ঠান হয়। এই বরুণপ্রবাসের প্রবাসে বৃক্ষ-আদ্যপনের মস্ত্রে উহ করে বলতে হয়— অধ্বৰ্যুঃ সূচম্ আস্যেথাং সেববৃৎ বিখ্যারা'। পক্ষীর হাতে বেদ দিয়ে 'বেদোহসি'- ইত্যাদি বলাবার সময়ও বেদ-বিবরক পদে উহ করতে হয়। অগ্নি বরুণও এক বলে অগ্নিবাচী পদে কিন্তু কোন উহই হবে না— ২/২০/৭ (না.) দ্র। "আবাত্যাং বরুণপ্রবাসাঃ ফাঙ্কনীপ্রয়োগস্য, চৈত্রীপ্রয়োগস্য অবণারাম্"— শা. ৩/১৪/১, ২।

পশ্চাদ্ দার্শপৌর্ণমাসিকারা বেদেৰ্ উপকিণ্য প্রৈষিতোহগ্নিপ্রণয়নীয়াঃ প্রতিপদ্যতে ॥ ২ ॥

অনু.— দর্শপূর্ণমাসের বেদির পিছনে বসে (অধ্বৰ্যুঃ কর্তৃক) নির্দিষ্ট হয়ে (হোতা) অগ্নিপ্রণয়নীয়া (মন্ত্রগুলির পাঠ) আরম্ভ করেন।

ব্যাখ্যা— প্রতিপদ্যতে = আরম্ভ করেন। এই বরুণপ্রবাস পর্বে দুটি বেদি থাকে। বাঁ দিকের বেদির নাম 'উত্তরা বেদি', এবং ডান দিকে ঐ একই আকৃতির যে বেদি তার নাম 'দক্ষিণা বেদি'। উত্তরা বেদিতে তিনটি অগ্নিই থাকে। দক্ষিণা বেদিতে থাকে শুধু আহবনীর অগ্নি। উত্তরা বেদি স্বতন্ত্র বা দার্শপৌর্ণমাসিকী বেদিই। সেই বেদির পিছনে অর্থাৎ যে অগ্নিকে দক্ষিণা বেদিতে প্রণয়ন করা হচ্ছে সেই অগ্নির পিছনে বসে অধ্বৰ্যুর কাছে থেকে 'অগ্নয়ে প্রণয়মানানুতুহি' এই ধৈব পেয়ে হোতা অগ্নিপ্রণয়নীয়া নামে ঋকমন্ত্রগুলির (৩, ৮, ১১ নং সূ. দ্র.) পাঠ আরম্ভ করবেন। যদিও সূত্রে অনু- 'বৃ ধাতুর উদ্দেশ্য সেই, তবুও অধ্বৰ্যুর ধৈবে অনুতুহি' শব্দটি থাকার এতগুলি অনুবচনমন্ত্রই। সূত্রে 'প্রৈষিতঃ' পদটি থাকার কেবল এখানে নয়, বৈশ্বদেব পর্বেও যদি সংশ্লিষ্ট অনুকূল হৈব সেওয়া হয় তাহলে সেখানেও হোতাকে অগ্নিপ্রণয়নীর মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হবে। বেদির সম্পর্কে সিদ্ধান্তীয় ভাষ্য থেকে আমরা এখানে একটি প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান পাই— "যেহাং পুনর্ অধ্বৰ্যুণাম্ আধানাত্ প্রভৃতি সফুৎকৃতিব বেদির্ অত্যন্তং ধার্বতে, ন পুনঃ পুনঃ প্রতিভজ্ঞং ধার্বতে, তত্র স্বরসম্পদা এব বেদির্ ভবতি"— কেউ কেউ আধাসের জন্য নির্মিত বেদিই প্রতিদিন সংরক্ষণ করে চলেন বারে বারে প্রতিবাণে নৃত্য করে তা নির্মাণ করেন না। বেদি তাই সেখানে পূর্ব হতে প্রস্তুতই থাকে। "আহবনীরাহ্ চারী প্রণয়তি"— শা. ৩/১৪/৮- দুটি বেদির জন্য অগ্নি নিয়ে যেতে হয়।

প্র সেবং সেব্যা তিরেতি তির ইতারাহ্ পদে বরযয়ে বিধেতি স্বনিক সৌবর্ ইত্যর্থঃ আরমেহ ॥ ৩ ॥

অনু.— 'প্র'— (১০/১৭৬/২-৪) ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র, 'ইলারা-' (৩/২৯/৪)। 'অয়ে-' (৬/১৫/১৬) এই (মন্ত্রের) প্রথম অর্থার্থে থামবেন।

ব্যাখ্যা— এই মন্ত্রগুলি হচ্ছে অগ্নিপ্রণয়নীয়া অর্থাৎ অগ্নি-প্রণয়ন উপলক্ষে পাঠ্য মন্ত্র। 'অয়ে-' মন্ত্রটির শেষবাচী পাঠ করবেন উত্তরা বেদির আহবনীরের কাছে এসে (৯ নং সূ. দ্র.)। 'তিরঃ' না বলে সূত্রে চরণের অপেক্ষার জার একই অংশ কৌ প্রকাশ করলেই চলত, কিন্তু তা না করার বুঝতে হবে সকলের কেন্দ্রেই এই তিনটি মন্ত্র পাঠ্য তা নয়, কারণ কারণ কেন্দ্রে। কত্রি ও বৈশ্যের কেন্দ্রে তাই প্রথম মন্ত্রটি বাদ দিতে হয় (৮ নং সূ. দ্র.)। শা. বতে প্রথম মন্ত্রটি অগ্নিহোতাদের সময়ে পাঠ করতে হয়। সেখানে ৩/১৪/৯-১২ সূত্রে এই মন্ত্রগুলিই বিহিত হয়েছে।

আসীনঃ প্রথমাম্ অদ্বাহোপাংসু সপ্রশবাম্ ॥ ৪॥ [৩]

অনু.— বসে থেকে প্রথম (মস্ত্রটি)-কে সমান প্রশববৃদ্ধ করে উপাংসুস্বরে তিনবার পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— অদ্বাহ = অধ্ববৃৎ প্রৈষ পাওয়ার (অনু =) পরে বলবেন (= আহ) অর্থাৎ পাঠ করবেন। সপ্রশব = সমান প্রশববিশিষ্ট, প্রত্যেকটি প্রশবেরই সমান মাত্রা। ২ নং সূত্রে ‘উপবিশ্য’ বলা থাকে সত্ত্বেও এই সূত্রে আবার ‘আসীনঃ’ বলার উদ্দেশ্য এই যে, ৭ নং সূত্রে যে অনুগমনের কথা বলা হবে সেই অনুযায়ী অপর ঋষিকেরা চলা শুরু করলেও হোতা প্রথম মন্ত্রের পাঠ শেষ না করে তাঁদের অনুগমনের জন্য আসন ছেড়ে উঠবেন না। তিনি আগে এই প্রথম মস্ত্রটি বসে পাঠ করবেন, তার পরে অনুগমন করবেন। অগ্নিপ্রশরনীরা ঋক্মন্ত্রগুলির মধ্যে ‘প্র’ (১০/১৭৬/২) এই প্রথম মস্ত্রটিকে ১/২/২০, ২৪ সূত্র অনুযায়ী সামিধেনী মন্ত্রের মতো তিনবার পাঠ করতে হবে। ১/২/১১ সূত্র অনুযায়ী প্রত্যেকবারই মন্ত্রের শেষে তিনমাত্রার প্রশব উচ্চারণ করার কথা, কিন্তু তৃতীয়বারে মন্ত্রের শেষে ৫ নং সূত্রের ‘অবসায়’ এই নির্দেশ অনুসারে ধামতে হবে। তাই ‘চতুঃমাত্রোহবসানে’ (১/২/১৫) সূত্রানুসারে সেই প্রশব চারমাত্রা হওয়ার কথা, তথাপি এই সূত্রানুযায়ী তা চারমাত্রার হবে না, হবে তিনমাত্রারই। তিন আবৃত্তির তিনটি প্রশবই তাহলে সমান অর্থাৎ তিনমাত্রারই হচ্ছে— ‘প্রথমাস্তৃতীয়-প্রশবেহ্বেসানেহপি ত্রিমাত্র এবৈতর্য’ (না.)। বলা যেতে পারে যে, তিনটি প্রশবকেই একই মাত্রার হতে হলে সবগুলি শেষেরটির মতো চারমাত্রারই হোক, কিন্তু দুটি প্রশবই তিনমাত্রার বলে এবং তিন মাত্রাই প্রশবের স্বাভাবিক বা প্রধান মাত্রা বলে চারমাত্রার নয়, তিনটি প্রশবই হবে তিনমাত্রার— “মুখ্যদ্বাদ্ ভূয়স্ছাচ্ চ পূর্বভ্যাম্ এব তৃতীয়স্য সমানত্বম্” (সিদ্ধান্তী)। ঐ. ব্রা. ৫/২ অংশে এই মন্ত্রগুলিই বিহিত হয়েছে। “আসীনঃ প্রথমাম্”— শা. ৩/১৪/৯।

তত্র স্থানান্ত্ স্থানসংক্রমণে প্রশবেনাবসারানুচ্ছস্যোত্তরাং প্রতিপদ্যতে ॥ ৫॥ [৪]

অনু.— সেখানে এক স্থান থেকে (অন্য) স্থানে গেলে প্রশব দিয়ে থেমে শ্বাস না ফেলে পরবর্তী (মস্ত্রটি) শুরু করবেন।

ব্যাখ্যা— স্থানসংক্রমণ = এক উচ্চারণস্থান থেকে অন্য উচ্চারণস্থানে যাওয়া, উচ্চারণে স্বরের পরিবর্তন ঘটান। অবসায় = অবসান করে অর্থাৎ থেমে। অনুচ্ছস্য = দম না ফেলে। ৪ নং সূত্রে প্রথম মস্ত্রটিকে তিনবারই উপাংসুস্বরে পাঠ করতে বলা হয়েছে। পরবর্তী অন্যান্য মন্ত্রগুলি পাঠ করা হবে কিন্তু মন্ত্রস্বরে। উচ্চারণে স্বরের মধ্যে তাহলে পরিবর্তন ঘটবে। উচ্চারণে স্বরের মধ্যে এই পরিবর্তন ঘটলে অর্থাৎ উপাংসু স্বর থেকে অন্য স্বরে যেতে গেলে আগে প্রশব দিয়ে থেমে, কিন্তু দম না ফেলে, তবে অন্য স্বরে পাঠ্য পরবর্তী মস্ত্রটি পাঠ করবেন। সামিধেনীর মতোই মন্ত্রের শেষে ধামার প্রশব এখানে ন্দ থাকলেও সূত্রে ‘অনুচ্ছস্য’ বলার বোকা বাচ্ছে যে, অন্যত্র ‘অবসান’ অর্থাৎ বিরতির বিধান থাকলে সেখানে শ্বাস ত্যাগ করে আবার শ্বাস নিতে হয়। আবার যদি কোথাও শ্বাস নিতে নিবেদন করা হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, সেখানে ধামতেও হবে না। ‘ঋগাবান’ প্রভৃতি হলে তাই ধামতে নেই। ঘটনা থেকেই বোকা বাচ্ছে বলে সূত্রে ‘স্থানান্ত্ স্থানসংক্রমণে’ না বললেও চলত, তবুও তা বলার বুঝতে হবে যে, শুধু অগ্নিপ্রশরনীরা মন্ত্রের ক্ষেত্রেই নয়, সব মন্ত্রেই স্বরের পরিবর্তন ঘটতে হলে প্রশব দিয়ে থেমে শ্বাস (= দম) না ফেলে ভিন্ন স্বরে পাঠ্য পরবর্তী মস্ত্রটি একনিঃশ্বাসে পাঠ করতে হয়। ‘শোণসোবাম্-’ (আ. ৫/৯/১) হলেও তাই উপাংসু স্থান থেকে উচ্চস্থানে উচ্চারণ করতে গিয়ে শ্বাসের অবিজ্ঞতা বজায় রাখতে হবে। কোন কোন মতে কেবল উপাংসু ও উচ্চ স্বরের নয়, সর্বত্রই এক স্বর থেকে অন্য স্বরে মন্ত্র পাঠ করতে গেলে শ্বাস ফেলাতে নেই। সিদ্ধান্তী বলেন, পরবর্তী সূত্র থেকেই শ্বাস ফেলাতে নেই একথা বোকা সেলেও এই সূত্রে ‘অনুচ্ছস্য’ বলার বুঝতে হবে যে, যেখানেই অবসান করতে অর্থাৎ ধামতে হয় সেখানেই দম নেওয়ার জন্যই তা করতে হয়, ব্যতিক্রম শুধু এই হলে।

প্রশসন্ডতং দ্ববতীতি বিজায়তে ॥ ৬॥ [৫]

অনু.— (কেব থেকে) জানা যার (যে এখানে) প্রশ্নের অবিজ্ঞতা ঘটে।

ব্যাখ্যা— কেবমতে প্রশ্নের পরে থেমে দম না ফেলে পরের মন্ত্র পাঠ করে শ্বাসের অবিজ্ঞতা বজায় রাখতে হয় এবং

ভার কলে প্রাণের অবিচ্ছিন্নতাই সাধিত হয়। এখানে তাই দুটি অংশ একনিষ্ঠাসে পাঠ করবেন। এই যে এক স্বর থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে অন্য স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করা হচ্ছে তা একনিষ্ঠাসেই করতে হয়। সিদ্ধান্তীয় মতে যেখানে এক মন্ত্রের শেষ অক্ষরের সঙ্গে অপর মন্ত্রের প্রথম অক্ষরের সন্ধি করা যায় না সেখানেই এই নিয়ম। সন্ধি করা গেলে স্বরের ভেদ (হান-সঙ্ক্ৰমণ) থাকলেও প্রাণসম্ভব হবে না। 'মধ্যমহানেন.... উপসন্তনুরাত্। পুনর্ উত্থস্যোত্তমরোত্তমহানেন পরিনখ্যাদ্' (আ. ৪/১৫/১৯) হলে তাই নিষ্ঠাসের অবিচ্ছিন্নতা বজায় রাখতে হবে না। বারা উপাংত ছাড়া অন্য স্বরের ভেদেও এই ৬ নং সূত্র খাটে বলে মনে করেন তারা বলেন, তৃতীয়া বিভক্তি থেকেই (উপসন্তান -) সংযোগের কথা বোঝা গেলেও (যেমন ১/২/৩০ সূত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায়) ঐ সূত্রে যখন আবার 'উপসন্তনুরাত্' বলা হয়েছে তখন ঐ (৪/১৫/১৯) হলে অক্ষরের সন্ধিই করতে হবে।

উত্তরম্ অগ্নিম্ অনুরজন্ উত্তরাঃ ॥ ৭।। [৬]

অনু.— উত্তর অগ্নিকে অনুগমন করতে করতে পরবর্তী (মন্ত্রগুলি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রথম অগ্নিপ্রশরনীয়া মন্ত্রটি তিন বার পড়া হয়ে গেলে উত্তরা বেদির আহবানীয় কুণ্ডে যে অগ্নিকে নিয়ে বাওয়া হচ্ছে সেই অগ্নির অনুগমন করতে করতে পরবর্তী অগ্নিপ্রশরনীয়া মন্ত্রগুলি (৩ নং সূ. হ্র.) পাঠ করবেন। উত্তরা বেদির গার্গত্যা কুণ্ড থেকে পৃথক পৃথক দুই আহবানীয়কুণ্ডে তা হাগনের জন্য নিয়ে বাওয়া হয়। দুটি অগ্নি নিয়ে বাওয়া হচ্ছে বলে এখানে উত্তর বেদির অগ্নিকে বোঝাবার জন্য 'উত্তরম্ অগ্নিম্' বলা হয়েছে।

ইমং মত্রে বিদখ্যার শুবমরমিহ প্রথমো যারি থাকুজি ইতি তু রাজন্যৈক্যরোন্ আশ্যে ॥ ৮।। [৭]

অনু.— কত্রির ও বৈশ্যের কিন্তু (যথাক্রমে) 'ইমং' (৩/৫৪/১), 'অর-' (৪/৭/১) প্রথম (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— ৩ নং সূত্রের 'হ্র-' মন্ত্রের পরিবর্তে কত্রির ও বৈশ্য যজমানের ক্ষেত্রে যথাক্রমে এই দুটির মধ্যে একটি মন্ত্র পাঠ করবেন। ঐ 'হ্র-' মন্ত্রটি তাহলে পাঠ করতে হয় ব্রাহ্মণ যজমানের ক্ষেত্রেই। ঐ. ব্রা. ৫/২ অংশেও এই বিধানই দেওয়া হয়েছে।

পশ্চাদ্ উত্তরস্যা বেসেন্ অবস্থায় ॥ ৯।। [৮]

অনু.— উত্তর বেদির পিছনে দাঁড়িয়ে (অবশিষ্ট অংশ পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ৩ নং সূত্রে 'অর-' মন্ত্রের প্রথমার্ধে ধামতে বলা হয়েছে। এখন হোতা উত্তরা বেদির পিছনে দাঁড়িয়ে ঐ মন্ত্রের বাকী অর্ধাংশ পাঠ করবেন। ৭ নং সূত্রে 'উত্তরম্' বলা থাকায় এই সূত্রে 'উত্তরস্যাঃ' না বললেও চলত, কিন্তু তবুও তা বলে সূত্রকার বোঝাতে চাইছেন যে, উত্তর বেদির সঙ্গে সম্পর্কিত কাজগুলির ক্ষেত্রেই হোতাকে মন্ত্র পাঠ করতে হয়। দক্ষিণ বেদিতে অধবর্ষুর পরিবর্তে প্রতিগ্রহাতা যে কাজগুলি করেন সেগুলির ক্ষেত্রে হোতাকে কোন মন্ত্র পাঠ করতে হবে না। প্রতিগ্রহাতাকে নুৎ-গ্রহণ (আধাপন) করার জন্য হোতাকে তাই পৃথক মন্ত্র পাঠ করতে হয় না এক অধবর্ষুর জন্য পাঠ্য মন্ত্রে অধবর্ষু ও নুৎ এই দুই শব্দ কোন উহ করতেও হয় না। নারায়ণের মতে বেদি দুটি বলে সূত্রে 'উত্তরস্যাঃ' বলা হয়েছে।

উত্তরবেসে তু সোমেবু ॥ ১০।। [৯]

অনু.— সোমবাগে কিন্তু উত্তর বেদির (পিছনে দাঁড়িয়ে তা পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— 'সোমেবু' পদে বহুবচন থাকায় পদবাগেও ঐদিক বেদির ঠিক সামনে যে পাতক উত্তর বেদি থাকে তার পিছনে দাঁড়াতে হয়।

নিহিতেঃ সীদ হোতাঃ স্ব উ লোকে চিকিৎসান্ নি হোতা হোতৃবদনে বিদান ইতি যে পরিধার
তন্নিবন্ এবাসন উপবিশ্য ত্বন্ ত্ববঃ স্ব ইতি বাচ্য বিসৃজেত ॥ ১১॥ [১০]

অনু.— (উত্তর বেদির কূতে) অগ্নি স্থাপিত হলে 'সীদ-' (৩/২৯/৮) (এবং 'নি-' (২/৯/১, ২) ইত্যাদি দুটি (মন্ত্র পাঠ করবেন এবং অগ্নিপ্রশমনীয়ার পাঠ) শেষ করে ঐ আসনেই বসে 'ত্ব-' (সু.) এই মন্ত্রে বাক্-সংযম) ত্যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— অগ্নিপ্রশমনের পর গার্হপত্য থেকে নিরে-আসা সেই অগ্নিকে উত্তরা বেদির আত্মবদীয়ে কূতে রাখা হলে (বিনা প্রৈষে) সূত্রে উদ্ধৃত তিনটি মন্ত্রে অগ্নিপ্রশমনীয়ার মন্ত্রগুলির পাঠ শেষ করে যে আসনে বসে অগ্নিপ্রশমনীয়ার পাঠ শুরু করেছিলেন (২ নং সু. ম্র.) সেই আসনেই আবার ফিরে গিয়ে বসে 'ত্ব-' মন্ত্রটি বলে বাক্-সংযম ত্যাগ করবেন। প্রসঙ্গত শা. ৩/১৪/১৩, ১৪ ম্র., তবে সেখানে দাঁড়িয়ে বাক্-বিসর্জন করতে বলা হয়েছে। সিদ্ধান্তীয় ভাষ্য অনুযায়ী 'পরিধার-' একটি পৃথক্ সূত্র। তিনি তাঁর ভাষ্যে আরও বলেছেন যে, 'ত্ব-' মন্ত্রটি উপাংশবর্যেই পাঠ করতে হবে। ঐ. ব্রা. ৫/২ অংশে 'সীদ-' এবং 'নি-' মন্ত্রের বিধান আমরা পাই। শা. ৩/১৪/১২ সূত্রেও এই তিনটি মন্ত্রের বিধান রয়েছে। যেখানে বসে প্রথম মন্ত্র পাঠ করেছিলেন সেখানেই দাঁড়িয়ে বাক্-সংযম ত্যাগ করেন— "যত্র চাসীনঃ প্রথমাম্ অববোচত্ তচ্ছিহোতৃস্বজ্যতে"- শা. ৩/১৪/১৪।

অন্যত্রাপি যত্রানুক্রমবন্ অনুব্রজেত্ ॥ ১২॥ [১১]

অনু.— অন্যত্রও যেখানে পাঠ করতে করতে অনুগমন করবেন (সেখানেও এই নিয়ম)।

ব্যাখ্যা— শুধু এখানে নয়, যেখানেই অনুবচন করতে করতে কোন-কিছুর অনুগমন করতে হয় সেখানেই নিজ আসনে ফিরে এসে বসে 'ত্ব-' মন্ত্রে বাক্-সংযম ত্যাগ করতে হবে। 'অনুক্রমবন্' (অনু-উপসর্গটি থাকার) বলার অনুবচনের ক্ষেত্রেই বাক্-সংযম-ত্যাগে এই নিয়ম, অভিস্তবন প্রকৃতি হলে নয়। 'ব্রহ্মত্ব-' (আ. ৪/৭/৪) হলে তাই বর্তমান সূত্রটি প্রযুক্ত হবে না।

তিষ্ঠত্সম্প্রৈষেবু তঐব বাগ্‌বিসর্গঃ ॥ ১৩॥ [১২]

অনু.— দণ্ডায়মানপ্রৈষগুলিতে সেই ভাবেই বাক্-বিসর্জন (হয়ে থাকে)।

ব্যাখ্যা— অথর্ব দাঁড়িয়ে প্রৈষ দিলে অথবা কোথাও দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রৈষ গেলে সেইভাবেই অথর্ব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বাক্-সংযম ত্যাগ করতে হয়, ১১ নং সূত্র অনুযায়ী বসে বসে নয়। সোমপ্রবহন প্রকৃতি হলে তাই দাঁড়িয়ে বাক্-সংযম ত্যাগ করা হয়। ম. তিষ্ঠন্ সম্প্রৈষম্ আহ' (বৌ. শ্রৌ. ৬/৩০; ৭/১)।

অগ্নিমহুনাগিসমানা কৈবসেব্যো ॥ ১৪॥ [১৩]

অনু.— এই পর্বে অগ্নিমহন থেকে (আরম্ভ করে সব-কিছু) কৈবসেব্যী (ইটি)-র সঙ্গে সমান।

ব্যাখ্যা— বরশপ্রবাসে অগ্নিমহন (২/১৬/১ সু. ম্র.) থেকে শুরু করে শেষ পর্বত সমগ্র অনুষ্ঠান কৈবসেব্যপর্বের মতোই হয়ে থাকে। 'অগ্নিমহুনাগি' স্বতন্ত্র পদ হলেই অগ্নির সুবিধা হয়— ২/২০/৩ সু. ম্র.।

হবিষাং ত্বু স্থানে বর্ষপ্রকৃতীদান্ ইত্যাদী মন্ত্রতো বরশঃ ক ॥ ১৫॥ [১৪]

অনু.— বর্ষ প্রকৃতি প্রধান সেবতার স্থানে কিন্তু (এখানে) ইন্দ্র-অগ্নি, মরুত, বরশ, ক (সেবতা)।

ব্যাখ্যা— এই বরশপ্রবাসে কিন্তু কৈবসেব্যের বর্ষ প্রধান সেবতা (২/১৬/১২) থেকে শুরু করে অন্যান্য সেবতাদের স্থানে বা পরিবর্তে এই চার সেবতার বরশ করতে হয়। এই পর্বে ভাষ্যে অগ্নি, সোম, সবিতা, সরস্বতী, পূবা, ইন্দ্র-অগ্নি, মরুত, বরশ এবং ক (প্রাণ-পৃথ্বী) এই চার জন প্রধানবর্গের সেবতা। শা. ৩/১৪/৩, ৪ অনুযায়ীও ঐরাই সেবতা, তবে সেখানে বরশের নাম মরুতের পরে নয়, আগের।

ইন্দ্রাণী অবসাদ পতং শব্দং ব্রহ্মসূত্র সনোতি বাজং মনুজো যস্য হি কয়েৱা ইবেদ চরমা অহেবেমং মে বরুণ
প্রথি তত্ ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমানঃ করা নশিত্র আ কুবদ্ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততান্ন ইতি ॥ ১৬॥ [১৫]

অনু.— (ইন্দ্র-অগ্নির অনুবাক্য ও যাজ্ঞা) 'ইন্দ্রাণী-' (৭/২৪/৭), 'শব্দং-' (৬/৬০/১); (মরুতগণের) 'মরুতৈ-'
(১/৮৬/১), 'অগ্নি-' (৫/৫৮/৫); (বরুণের) 'ইমং-' (১/২৫/১৯), 'তত্-' (১/২৪/১১); (ক-দেবতার) 'করা-'
(৪/৩১/১), 'হিরণ্য-' (১০/১২১/১)।

ব্যাখ্যা— শা. ১/৮/১১ এবং ৩/১৪/৭ অনুযায়ী 'এ-' (১/১০৯/৬) ইন্দ্র-অগ্নির ব্যাখ্যা, 'মরুতো-' (১/৩৭/১২),
'ব্রহ্ম-' (৫/৫৫/১০) মরুতের এবং 'হিরণ্য-' (১০/১২১/১), 'যঃ-' (১০/১২১/৩) ক-দেবতার অনুবাক্য ও যাজ্ঞা।

প্রতিপ্রহাতা বাজিনে তৃতীয়ঃ ॥ ১৭॥ [১৫]

অনু.— বাজিনে (উপহবের সময়ে) প্রতিপ্রহাতা (হবেন) তৃতীয়।

ব্যাখ্যা— বরুণপ্রবাসপর্ব বৈশ্বদেবপর্বের অপেক্ষায় প্রতিপ্রহাতা নামে একজন অতিরিক্ত ঋত্বিক থাকেন। বাজিন-ভক্ষণের
উপহবে অর্থাৎ অনুমতি চাইবার সময়ে এই প্রতিপ্রহাতার স্থান হবে তৃতীয় অর্থাৎ উপহবে হোতা যথাক্রমে অধ্বর্যু, ব্রহ্মা,
প্রতিপ্রহাতা, অগ্নীত্ব এবং যজ্ঞমানের কাছে ভক্ষণের জন্য অনুমতি চাইবেন। একে একে প্রত্যেকে নিজেকে বাদ দিয়ে বাকী
সকলকে এই ক্রমে অনুরোধ জানান। ভক্ষণের ক্রম হল এখানে— হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা, প্রতিপ্রহাতা, অগ্নীত্ব এবং যজ্ঞমান।
বৈশ্বদেবপর্বেও এই নিয়ম, তবে সেখানে কেবল প্রতিপ্রহাতা নেই। নিয়মটি যদি ভক্ষণ-সম্পর্কিত হত তাহলে 'সর্বৈযু-'
(৪/৭/২০) সূত্রের মতো এখানেও 'প্রতিপ্রহাতুস্ তৃতীয়ো ভক্ষঃ' কথা হত। এটি তাই উপহব-সম্পর্কিত নিয়ম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য
যে, বাজিনবাগের মন্ত্র প্রধানবাগের মতোই মধ্যমবরে পাঠ করতে হয়।

সংহিতারাম্ অবভূথং ব্রজতি ॥ ১৮॥ [১৬]

অনু.— যাগ শেষ হলে (সকলে) অবভূথে যান।

ব্যাখ্যা— বরুণপ্রবাসের শেষে ঋত্বিকেরা কোন জলাশয়ে গিয়ে স্নান ও আনুষঙ্গিক একটি ইষ্টিবাগ করেন। এই অনুষ্ঠানের
নাম 'অবভূথ'।

তদ্রাবভূথেষ্টিঃ কৃতাকৃত্য ॥ ১৯॥ [১৭]

অনু.— সেখানে অবভূথ ইষ্টি করা এবং না-করা (সমান)।

ব্যাখ্যা— বরুণপ্রবাসে অবভূথ ইষ্টির অনুষ্ঠান না করলেও চল। শা. ২/১/৬০ হ্র।

তাম্ উপরিষ্ঠাদ্ ব্যাখ্যান্যাম্য ॥ ২০॥ [১৮]

অনু.— এ (অবভূথ ইষ্টিকে) পরে ব্যাখ্যা করব।

ব্যাখ্যা— ব্যাখ্যা = খুলে কথা। সূত্রকার এই অবভূথের সম্পর্কে পরে ৬/১৩ অংশে বিস্তৃত বিবরণ দেন।

যস্যোহ্ মাসয়োহ্ ঐন্দ্রাণ্যঃ পতঃ ॥ ২১॥ [১৮]

অনু.— দু-মাস হলে ইন্দ্র-অগ্নি দেবতার (উদ্দেশ্যে) পতঃ (আঘতি দেওয়া হয়)।

ব্যাখ্যা— বরুণপ্রবাসের পূর্ব্বে থেকে শুরু করে দু-মাস পরে তৃতীয় পূর্ব্বেকার চাতুর্মাস্যের অন্তরালে ঐন্দ্রাণ্য অর্থাৎ ইন্দ্র-
অগ্নির উদ্দেশ্যে একটি পতবাগ করতে হয়। এটি কিন্তু সেই এলিঙ্গ নির্যত পতবন্ধ যাগ নয়।

অষ্টাদশ কণ্ডিকা (২/১৮)

[সাক্ষেপ]

তথা ততঃ সাক্ষেপাঃ ॥ ১১॥

অনু.— তার পর তেমনভাবে (- ই অনুষ্ঠিত হয় সাক্ষেপ)।

ব্যাখ্যা— যেমন বরুণপ্রবাসের দু-মাস পরে ইন্দ্র-অগ্নির উদ্দেশ্যে পত্ন্যাপ, তেমন ঐত্বাধ পত্ন্যাপের দু-মাস পরে হয় সাক্ষেপের অনুষ্ঠান। “কার্তিক্যাং সাক্ষেপাঃ কাশ্বীনীপ্রয়োগস্য: আগ্রহায়ণ্যং চৈত্রীপ্রয়োগস্য”- শা. ৩/১৫/১, ২।

পূর্বেদ্যুস্ তিস ইষ্টমোহনুসবনম্ ॥ ২॥

অনু.— আগের দিন সবনক্রমে (একটি করে মোট) তিনটি ইষ্টি (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— কার্তিকী পূর্ণিমায় সাক্ষেপের অনুষ্ঠান। তার আগের দিন সবনের ক্রম অনুযায়ী পূর্বাঙ্কে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে বথাক্রমে অনীকবতী, সান্তপনী এবং গৃহমেধীরা নামে একটি করে ইষ্টিবাগ করতে হয়।

প্রথমারাম্ অগ্নির্ অনীকবান্। অনীকবন্তমুতরেহ্মিৎ গীর্তিহবামহে স নঃ পর্বদতি বিবঃ সৈনানীকেন
সুবিদমো অগ্নে ইতি ॥ ৩॥

অনু.— প্রথম (ইষ্টিতে) অনীকবান্ অগ্নি (প্রধান দেবতা)। ‘অনীক-’ (সু.), ‘সৈনা-’ (২/৯/৬) (এই ইষ্টির অনুবাক্য ও বাজ্য)।

ব্যাখ্যা— শা. ৩/১৫/৪ অনুযায়ী অনুবাক্য হচ্ছে সূত্রপঠিত ‘অনীক-’ মন্ত্র।

উত্তরস্যঃ বৃথবন্তৌ ॥ ৪॥ [৩]

অনু.— পরবর্তী (সান্তপনী ইষ্টিতে) দুটি বৃথবান্ মন্ত্র হবে দুই আভ্যভাগের অনুবাক্য।

মরুতঃ সান্তপনাঃ ॥ ৫॥ [৩]

অনু.— সান্তপন মরুতগণ (সেই দ্বিতীয় ইষ্টির প্রধান দেবতা)।

ব্যাখ্যা— সান্তপন শব্দের অর্থ সন্তাপ- বা উত্তপ্ত-সৃষ্টিকরী।

সান্তপনা ইদং হবি বো নো মরুতো অতি দুর্ভগায়ুর্ ইতি ॥ ৬॥ [৩]

অনু.— ‘সান্ত-’ (৭/৫২/২), ‘বো-’ (৭/৫২/৮)।

ব্যাখ্যা— এই দুই মন্ত্র প্রধানবাসের বথাক্রমে অনুবাক্য ও বাজ্য। শা. ৩/১৫/৬ সূত্রের বিধান এই সূত্রের সঙ্গে অতিরিক্ত।

মরুতস্যো গৃহমেধেভ্য উত্তরাজ্যভাগপ্রকৃতীভাস্তা ॥ ৭॥ [৩]

অনু.— গৃহমেধ মরুতগণের উদ্দেশ্যে পরবর্তী (ইষ্টিটি অনুষ্ঠিত হয়)। (এই ইষ্টি) আভ্যভাগে ওর, ইড়ার শেষ।

ব্যাখ্যা— গৃহমেধ = গৃহী। শা. ৩/১৫/৭ অনুসারে এই বাগ হয় সারাহে।

গৃহমেধাস আ গত প্র বুধ্যা ব ঈরতে মহারসীতি ॥ ৮ ॥ [৪]

অনু.— ‘গৃহ’ (৭/৫৯/১০), ‘প্র’ (৭/৫৬/১৪)।

ব্যাখ্যা— এই দুটি মন্ত্র ঐ ইষ্টির প্রধানবাগের অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য। শা. ৩/১৫/৯ সূত্রের বিধানও তাই।

পুষ্টিমন্ত্রী ॥ ৯ ॥ [৫]

অনু.— দুই পুষ্টিমান (মন্ত্র ঐ ইষ্টিতে দুই আজ্যভাগের অনুবাক্য)।

ব্যাখ্যা— শা. ৩/১৫/৮ সূত্রের বিধানও তাই।

বিরাজ্ঞৌ সংযাজ্যে অনিগদে ॥ ১০ ॥ [৫]

অনু.— নিগদবিহীন দুই বিরাজ্ মন্ত্র (হবে) বিষ্টকৃতের অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য।

ব্যাখ্যা— বিরাজ্— ২/১/৩৬ সূ. হ্র। এখানে যাজ্ঞ্যমন্ত্রের আগে ‘অন্নান্তমিঃ.... জুবতাং হবিঃ’ (১/৬/৬ সূ. হ্র.) এই নিগদটি পাঠ করতে হয় না। শা. ৩/১৫/১১ অনুযায়ী নিগদ থাকবে না, কিন্তু ১০নং সূত্র অনুসারে সংযাজ্য হবে ‘দ্বাং-’ (১/৪৫/৬) এবং ‘মদ্-’ (৫/২৫/৭)।

অন্যত্রাপ্যনাবাহনে ॥ ১১ ॥ [৬]

অনু.— অন্যত্রও আবাহন না থাকলে (বিষ্টকৃতে নিগদ পাঠ করতে হবে না)।

ব্যাখ্যা— এই গৃহমেধীয়া ইষ্টিতে এবং অন্যত্রও আগে বসি দেবতাদের আবাহন করা না হয়ে থাকে, তাহলে বিষ্টকৃতের সময়ে যাজ্ঞ্য নিগদমন্ত্রও (‘অন্নান্তমিঃ.... জুবতাং হবিঃ’) পাঠ করতে হবে না। হ্র. যে, বিষ্টকৃতের নিগদে আবাহনের দেবতাদেরই উল্লেখ করতে হয়, কিন্তু ৭ নং সূত্রানুসারে এই ইষ্টির শুরু আজ্য আগে হয় বলে এখানে আবাহনের কোন সুযোগই নেই। নিগদে তাই কোন দেবতাকে উল্লেখ করবেন? সূত্রে ‘অসি’ বলার এই ইষ্টিতে আগে আবাহন করা হয়ে থাকলেও বিষ্টকৃতে কিন্তু নিগদ পাঠ করতে হবে না। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, গৃহমেধীয়া ইষ্টিতে বিক্রে আবাহন হতেও পারে। অন্যত্র অবশ্য আবাহন না হয়ে থাকলে তবেই বিষ্টকৃতে নিগদ বাদ যাবে। প্রসঙ্গত ১/৬/৬, ৮ সূ.। সিদ্ধান্তী কিন্তু বলেছেন “অন্যত্রাপি বচনং গৃহমেধীয়ায়াম্ অপি অনাবাহনপক্ষে এষ অনিগদম্ ইত্যেতদর্থম্”।

আবাহনেহপি পিত্র্যায় পুষ্টিমন্ত্রী ॥ ১২ ॥ [৭]

অনু.— আবাহন করতে হলেও পিত্র্যা (ইষ্টিতে) এবং পুষ্টিমন্ত্রে (কিন্তু বিষ্টকৃতে নিগদ পাঠ করতে হবে না)।

বহু চৈতস্যাং রাত্ৰ্যাম্ অন্নং প্রসুবীরন্ ॥ ১৩ ॥ [৮]

অনু.— এই (দিনের) রাত্রে (যজমান) বহু অন্নও দান করবেন।

ব্যাখ্যা— ‘রাত্ৰ্যাম্’ বলার ক্রম হতে হবে বাগটি স্মৃতিতেই শেষ হয়। ‘প্রসুবীরন্’ পরে বহুবচন প্রয়োগ করা হয়েছে এইজন্য যে, বৈশিক সন্ধ্যাে অনেকেই এই বাগটি করে থাকেন। সিদ্ধান্তীর মতে সূত্রে ‘চ’ শব্দ থাকার নৃত্য, গীত ইত্যাদির অনুষ্ঠানও এই দিন রাত্রে হয়ে থাকে।

তস্যা বিবালে সৌর্ধর্ষং জুহুয়ঃ ॥ ১৪ ॥ [৯]

অনু.— ঐ রাত্রেই শেষ ভাগে সৌর্ধর্ষং হোম করবেন।

ব্যাখ্যা— বিবাস = রাত্রির শেষভাগ বা সমাপ্তি। শেষ রাত্রে কখন হোম হবে তা পরের দিনটি সূত্রে বলা হয়েছে। লৌর্গদর্ব-হোমে দর্বা দিয়ে চরুস্থালী থেকে ‘পূর্ণা দর্বা’ (১৮ নং সূ.) এই মন্ত্রে আজ্ঞা নিয়ে ‘দেহি মে-’ (১৮ নং সূ.) মন্ত্রে অধ্বৰ্যুকে সেই আজ্ঞা আবৃত্তি দিতে হয়। দর্বা-হোম বা লৌর্গদর্ব-হোমে দর্বা বা সূবে আজ্ঞা পূর্ণ করে নিয়ে অগ্নির পিছনে ডান হাঁটু পেতে অথবা না পেতে ‘ব্রাহ্ম’ শব্দে শেষ এমন কোন মন্ত্রে একটু একটু করে বারে বারে সেই আজ্ঞা অগ্নিতে আবৃত্তি দিয়ে হয়—
আপ. যজ্ঞ. ৩/৪-৮, ১০ এবং আপ. শ্রৌ. ৮/১১/১৮-২১ ব্র.। “প্রাতঃ পূর্ণদর্বাং ব্রহ্মা”— শা. ৩/১৫/১৪।

ঋততে রবাসে ॥ ১৫ ॥ [১০]

অনু.— বাড় ডাকতে থাকলে (এই হোম করবেন)।

ব্যাখ্যা— বাড় না ডাকলে ব্রহ্মা ‘জুহুধি’ শব্দে হোমের অনুমতি দেন— কা. শ্রৌ. ৫/৭/৩২, ৩৩ ব্র.।

স্তনয়িতৌ বা ॥ ১৬ ॥ [১১]

অনু.— অথবা মেঘ ডাকলে (হোম করবেন)।

ব্যাখ্যা— কার্তিক অথবা অগ্রহায়ণে মেঘ-ডাকার সম্ভাবনা হয় তা সে-মুগে ছিল, তাই এই সূত্র।

আগ্নীত্রয়ং হৈকে রাবরক্তি ব্রহ্মপুত্রং বদন্তঃ ॥ ১৭ ॥ [১২]

অনু.— অন্যেরা আগ্নীত্রকে ব্রহ্মপুত্র বলতে বলতে শব্দ করান।

ব্যাখ্যা— কেউ কেউ বলেন, আগ্নীত্রের কাছে অনুমতি পাওয়ার জন্য ব্রহ্মপুত্র (রোরুহি) অথবা (ব্রুহি) বলে তাঁকে অনুরোধ করতে হবে। বৃত্তিকারের মতে মেঘও যদি না ডাকে তাহলে এই বিকল্প। আপত্ত্য বলছেন যদ্যুযভো ন রামাদ্ ব্রহ্মা ব্রহ্মাজ্ জুহুধীতি’ (আপ. শ্রৌ. ৮/১১/২০)।

যদি হোতারং চোদয়েদ্বুস তস্য বাজ্যানুবাক্যে পূর্ণা দর্বা পরা পত সুপূর্ণা পুনরাপত। বসেব
বিক্রীণাবহা ইষমুর্জং শতক্রতো। সেহি মে দদামি তে নি মে থেহি নি তে দধে অগ্নামিতৃথমিব সংতর
কোহবা দদতে দদমিতি ॥ ১৮ ॥ [১৩]

অনু.— যদি হোতাকে (সকলে) অনুগ্রহিত করেন (তাহলে) ‘পূর্ণা-’ (সূ.), ‘দেহি-’ (সূ.) এই (দুই মন্ত্রে হবে) তাঁর অনুবাক্য ও বাজ্যা।

ব্যাখ্যা— হোতাকে অনুবাক্য এবং বাজ্যাপাঠের জন্য হৈব দিলে লৌর্গদর্ব হোম না হয়ে বাগই হবে এবং সে-কেন্দ্রে এই দুটি মন্ত্র হবে হোতার অনুবাক্য ও বাজ্যা। অনুবাক্যের ‘শতক্রতো’ পদটি থাকার বোঝা যাচ্ছে যে, এই লৌর্গদর্ব বাগে ইন্দ্র সেবতা।

মরুত্যাঃ ক্রীড়িত্য উত্তরা ॥ ১৯ ॥ [১৪]

অনু.— পরবর্তী ইতি (হর) ক্রীড়ী মরুত্গণের উদ্দেশে।

ব্যাখ্যা— সাক্ষেধ পর্বের পূর্ণিবার দিন সকলে ক্রীড়ী মরুত্গণের উদ্দেশে একটি ইতিবাচ্য করত হয়। এই ইতির নাম ‘ক্রীড়িনেতি’।

উত ব্রহ্মত জন্তবোহং কৃদুরগীত ইতি পরোকবার্যৌ ॥ ২০ ॥ [১৫]

অনু.— ‘উত-’ (১/৭৪/৩), ‘অর-’ (৮/৭৯/১) এই দুই পরোক বার্যের মন্ত্র দুই আজ্ঞাভাগের অনুবাক্য)।

ক্রীষ্টং বঃ শর্খো মারুতমত্যাশো ন যে মরুতঃ স্বকঃ ॥ ২১ ॥ [১৬]

অনু.— ‘ক্রীষ্টং-’ (১/৩৭/১), ‘অত্যাশো-’ (৭/৫৬/১৬) (এই দুই মন্ত্র প্রধানবাগের অনুবাক্য ও বাজ্য)।

ব্যাখ্যা— ক্রীড়ী মরুত সেবতা না হয়ে কেবল মরুত সেবতা হলেও এই দুই মন্ত্রই প্রযোজ্য। শা. ৩/১৫/১৫ অনুসারে বাজ্যমাত্র হচ্ছে ‘পর্বত-’ (৫/৬০/৩)।

জুষ্টো দমূনা অগ্নে শর্খ মহতে সৌভগারেতি সংবাজ্যে ॥ ২২ ॥ [১৭]

অনু.— ‘জুষ্টো-’ (৫/৪/৫), ‘অগ্নে-’ (৫/২৮/৩) বিশুকৃতের অনুবাক্য ও বাজ্য।

বাজিনাবত্বধর্জং মাহেহ্মী বরুণপ্রবাসৈঃ ॥ ২৩ ॥ [১৭]

অনু.— বাজিন এবং অবত্বধ্ব ছাড়া মাহেহ্মী (ইষ্টি) বরুণপ্রবাস দ্বারা (-ই) বলা হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা— মাহেহ্মী ইষ্টি বা মহাহবিঃ মানে সাক্ষেম্ব পর্বের প্রধান বাগ। এই বাগের অনুষ্ঠান বরুণপ্রবাসের মতোই, তবে এখানে বাজিনহোম এবং অবত্বধর্ম করতে হয় না। ছানা তৈরী করতে হলে তবেই বাজিন বা ছানার জল পাওয়া যায়। এই ইষ্টিতে কাউকে ছানা দিতে হয় না। বাজিন তাই এখানে স্বতাই থাকবে না। তবুও অভিশেষবশত যদি কেউ বাজিন অথবা বাজিনের পরিবর্তে আজ্য আহুতি দিতে বান তা-ই এই সূত্রে তা নিষেধ করে দেওয়া হল। শা. ৩/১৫/২৩, ২৪ সূত্রেও এই একই বিধান দেওয়া হয়েছে।

হবিষাং তু সপ্তমাদীনাং স্থান ইন্দ্রো বৃহহ্মো মহেহ্মো বা বিশ্বকর্মা ॥ ২৪ ॥ [১৮]

অনু.— সপ্তম প্রভৃতি প্রধান সেবতাদের স্থানে কিন্তু এখানে ইন্দ্র অথবা বৃহহ্ম ইন্দ্র অথবা মহেহ্ম (এবং) বিশ্বকর্মা (প্রধান সেবতা)।

ব্যাখ্যা— সাক্ষেম্বের প্রধানবাগের অনুষ্ঠান বরুণপ্রবাসের মতো হলেও বরুণপ্রবাসের সপ্তম প্রভৃতি সেবতার (২/১৭/১৫ ম.) স্থানে এখানে কিন্তু সেবতা হবেন ইন্দ্র বা বৃহহ্মা ইন্দ্র অথবা মহেহ্ম এবং বিশ্বকর্মা। এখানে প্রধান সেবতা তাহলে মোট আট জন— অগ্নি, সোম, সবিতা, সরস্বতী, পূষা, ইন্দ্র-অগ্নি, ইন্দ্র (অথবা বৃহহ্ম ইন্দ্র অথবা মহেহ্ম) এবং বিশ্বকর্মা। শা. ৩/১৫/১৬-১৮ সূত্রেও তা-ই পাই।

আ তু ন ইন্দ্র বৃহহ্মনু তে দাগ্নি মহ ইন্দ্রিয়ান বিশ্বকর্মন হবিষা বাবৃধানো বা তে ধামানি পরমাণি
বাবসেতি ॥ ২৫ ॥ [১৯]

অনু.— (বৃহহ্ম-র) ‘আ-’ (৪/৩২/১), ‘অনু-’ (৬/২৫/৮) (এবং বিশ্বকর্মার) ‘বিশ্ব-’ (১০/৮১/৬), ‘বা-’ (১০/৮১/৫) (হচ্ছে অনুবাক্য ও বাজ্য)।

ব্যাখ্যা— ইন্দ্র ও মহেহ্মের মন্ত্রের জন্য ১/৬/২ সূ. ম.। শা. ৩/১৫/১৯ অনুযায়ী মহেহ্মের মন্ত্র দর্শপূর্ণমাসের মতোই এবং বিশ্বকর্মার অনুবাক্য-মন্ত্র ‘বাচ-’ (১০/৮১/৭)।

উনবিংশ কণ্ঠিকা (২/১৯)

[পিত্রা-ইষ্টি, ত্র্যম্বকবাণ, আদিত্যোষ্টি]

দক্ষিণায়েন্ অগ্নি অতিপ্রণয়ন পিত্রা ॥ ১ ॥

অনু.— দক্ষিণাগ্নি থেকে অগ্নি অতিপ্রণয়ন করে পিত্রা (ইষ্টি অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— দক্ষিণাগ্নি থেকে অগ্নিকে ‘অতিপ্রণয়ন’ করে অর্থাৎ এই কুণ্ডস্থান অতিক্রম করে অন্য স্থানে নিয়ে গিয়ে সেখানে রেখে সেই অগ্নিতে পিত্রোষ্টি করতে হয়। সিদ্ধান্তীও বলেছেন— ‘অতিপ্রণীতম্ আহবনীং কৃৎসাম্ এষ বেদ্যাং কথং পিত্রা স্যাৎ, ন প্রাকৃতবেদ্যাম্ ইতি এতদ্-অর্থম্’। অতিপ্রণয়ন অর্থব্রূই কাজ। প্রসঙ্গত ৩৬ নং সূ. দ্র.। শা. মতে দক্ষিণাগ্নির দক্ষিণ দিকে একটা ঘেরা জায়গায় এই ইষ্টি করতে হয়— ৩/১৬/১৬ দ্র.। “আহবনীয়োঃপত্রে বিহরণীয় উত্তরয়োঃস্থানদর্শনাৎ” (না.)।

সা শব্দবৃত্তা ॥ ২ ॥

অনু.— ঐ (ইষ্টি) শব্দবাক্যে শেষ।

ব্যাখ্যা— শব্দবৃত্তা = শব্দ + অঙ্কা। পিত্রা ইষ্টি শব্দবাক্যেই শেষ হয়। শা. ৩/১৭/৯ অনুসারেও তা-ই।

লুপ্তজপা হোতারমবৃথাবট্টকারানুমত্ৰণাভিহিকারবর্জম্ ॥ ৩ ॥

অনু.— ঐ (পিত্রা ইষ্টিতে) ‘হোতারম্ অবৃথা’, বট্টকারের অনুমত্ৰণ এবং অভিহিকার ছাড়া (অন্য সব) জপ (লোপ পায়)।

ব্যাখ্যা— ইষ্টিটি লুপ্তজপা— দর্শপূর্ণমাসের ‘হোতারম্ শব্দখণ্ড’ (আ. ১/৪/১১), বট্টকারের অনুমত্ৰণ (আ. ১/৫/২০) এবং অভিহিকার (আ. ১/২/৪) এই তিনটি জপ ছাড়া অন্য জপগুলি এখানে বাদ দিতে হয়। যদিও অনুমত্ৰণ কবটি জপ-খণ্ড দ্বারা বিহিত হয় নি বলে জপ নয়, তবুও এই সূত্রে তাকে জপের মধ্যে গণ্য করার কথ্য হতে হবে যে, জপ বলতে এখানে শুধু জপ-খণ্ড দ্বারা নির্দিষ্ট মন্ত্রগুলিকেই ধরা হচ্ছে না, উপাংগত্বের উচ্চার্য অনুমত্ৰণ, আপ্যায়ন ইত্যাদি ছয়প্রকারের মন্ত্রকেই (১/১/২০, ২১ সূ. দ্র.) লক্ষ্য করা হচ্ছে। ১/১/১৬ সূত্রের ক্ষেত্রেও তাই ‘অপতি’ হলে এই ছয় প্রকারের মন্ত্রকেই বুঝতে হবে। তাহলে দেখা গেল যে, যা-কিছু উপাংগত বয়ে পড়া হয়, তা-ই জপ নয়, এখানে ‘জপ’ শব্দের অর্থ উপাংগতপাঠ্য কেবল ঐ ছয়প্রকারের মন্ত্রই। ইহার আদ্যানে তাই ‘ইকোপদ্ব্যতাম্..... বৃষ্টির্হয়তাম্’ (আ. ১/৭/৭) অংশটি উপাংগতবয়ে পাঠ করতে হলেও এই দৃষ্টিতে তা জপমন্ত্র নয় বলে পিত্রোষ্টিতে ঐ অংশটি লুপ্ত হবে না। “উত্সর্গো জপানাম্”— শা. ৯/১৬/১৯।

তস্যাং প্রাক্তি কর্মণি দক্ষিণা ॥ ৪ ॥

অনু.— ঐ (ইষ্টি)-তে পূর্ব দিকের কর্মগুলি দক্ষিণ (দিকে হবে)।

ব্যাখ্যা— দর্শপূর্ণমাসে যে যে কাজ পূর্ব দিকে মুখ করে করতে হয়, এই পিত্রা ইষ্টিতে সেগুলি সবই দক্ষিণ দিকে মুখ করে করতে হবে। ২/১৯/৩০ সূত্রের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য।

ইতরাপি তথাধরম্ ॥ ৫ ॥

অনু.— অন্যগুলি সেইরূপ সম্বন্ধবৃত্ত (হবে)।

ব্যাখ্যা— এখানে দক্ষিণ দিকে পূর্ব দিকে অনুষ্ঠান হয় বলে সেই অনুযায়ী অন্য অন্য (সূত্রে নির্দিষ্ট অথবা অনির্দিষ্ট) দিকের কাজ অপর অপর দিকে অর্থাৎ পশ্চিম দিকের কাজ উত্তর দিকে, উত্তর দিকের কাজ পূর্ব দিকে এবং দক্ষিণ দিকের কাজ পশ্চিম দিকে করতে হবে।

উশন্ত্বা নি ধীমহীত্যেতাং ত্রিঃ অনবানম্ ॥ ৬॥

অনু.— ‘উশন্ত্বা’ (১০/১৬/১২) এই (মন্ত্রটি) নিঃশ্বাস না ফেলে তিন বার (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— শা. ৩/১৬/২৩ সূত্রেও এই একটি মন্ত্রকেই তিন বার পাঠ করতে বলা হয়েছে।

তাঃ সামিথেন্যঃ ॥ ৭॥ [৬]

অনু.— (ঐ মন্ত্রগুলিই এখানে) সামিথেনী।

ব্যাখ্যা— ঐ তিন বার আবৃত্তি-করা মন্ত্রটিই এখানে সামিথেনী। অন্য কোন মন্ত্র আর সামিথেনীরূপে পড়তে হবে না।

তাসাম্ উত্তমেন প্রণবেনাবহ দেবান্ পিতৃন্ যজমানারোতি প্রতিপত্তিঃ ॥ ৮॥ [৭]

অনু.— ঐগুলির শেষ প্রণবের সঙ্গে ‘আবহ-’ (সু.) এই প্রতিপত্তি (মন্ত্রটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ৬ নং সূত্রের সামিথেনী মন্ত্রের অন্তিম আবৃত্তির শেষ প্রণবের সঙ্গে জুড়ে নিয়ে একনিঃশ্বাসে ‘আবহ-’ এই প্রতিপত্তি মন্ত্রটি পাঠ করবেন। ফলে প্রকৃতিযোগের ‘অগ্নে মহা অসি ব্রাহ্মণ ভারত’, ‘আৰ্য্যেয়বরণ’, ‘দেবেকো মহিচ্ছ-’ এই নিগদ এবং ‘আবহ দেবান্ যজমানায়’ (১/৩/৬ সূ. ব্র.) এই মূল প্রতিপত্তি মন্ত্রটি এখানে বাদ যাব। কিন্তু এখানে দেবতা ও পিতৃগণ উভয়েরই উদ্দেশে আৰ্হতি দেওয়া হয় বলে প্রতিপত্তিমন্ত্রে ‘দেবান্’ পদের পরে ‘পিতৃন্’ পদটিও উল্লেখ করতে হয়। “নার্য্যেয়ম্ আহ”— শা. ৩/১৬/২৩।

অগ্নিং হোত্রানাবহ স্বং মহিমানমাবহেত্যেতস্য স্থানেহগ্নিং কব্যাবাহনম্ আবাহরেত্ ॥ ৯॥ [৮]

অনু.— ‘অগ্নিং-’ (সু.) এই (মন্ত্রের) স্থানে কব্যাবাহন অগ্নিকে আবাহন করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রতিপত্তি পাঠের পরে আবাহনে দর্শপূর্ণমাসের মতো আজ্যপ পৰ্ব্বত দেবতাদের আবাহন করে ষিষ্টকৃতের দেবতার আবাহনের জন্য ‘অগ্নিং-’ (১/৩/২২ সূ. ব্র.) না বলে এখানে ‘অগ্নিং কব্যাবাহনম্ আবাহরেত্’ বলবেন।

উত্তমে চৈনং প্রযাজে প্রাগ্ আজ্যপেত্যো নিগময়েত্ ॥ ১০॥ [৯]

অনু.— এবং শেষ প্রযাজে আজ্যপদের আগে এই (কব্যাবাহনকে মন্ত্রে) উল্লেখ করবেন।

ব্যাখ্যা— পঞ্চম প্রযাজের যাজ্যাতোও আজ্যপদের অর্থাৎ প্রযাজ-অনুযাজের দেবতাদের (১/৫/২৮ সূ. ব্র.) আগে এই কব্যাবাহন দেবতার নাম উল্লেখ করবেন।

সূক্তবাকে চাগ্নির্হোত্রেণেত্যেতস্য স্থানে ॥ ১১॥ [১০]

অনু.— এবং সূক্তবাকে ‘অগ্নির্হোত্রেণ-’ (আ. ১/৯/৫) এই (মন্ত্রে দেবতা- নামের) স্থানে (কব্যাবাহনের নাম) উল্লেখ করবেন)।

সেহ প্রাদেশঃ ॥ ১২॥ [১১]

অনু.— এখানে প্রাদেশ (করতে হবে) না।

ব্যাখ্যা— দর্শপূর্ণমাসে যে প্রাদেশ (১/৩/২৩ সূ. ব্র.) করতে হয়, এখানে তা করতে হবে না। প্রাদেশের মন্ত্রটি ‘মন্ত্র’ বলে ‘মন্ত্রাচ্ চ কর্মকরণাঃ’ সূত্রানুসারে উপাংগুণ্যে পাঠ্য। ৩ নং সূত্রানুসারে তাই লোপ পাওয়ারই কথা, তবুও এই সূত্রে আবার লোপের বিধান দেওয়ার বৃত্তান্ত হবে, অন্যত্র মন্ত্র নিবিদ্ধ হলেও আনুষঙ্গিক কর্মটি নিবিদ্ধ হয় না, বিনা মন্ত্রেই ঐ কর্মটি করতে হয়। হোমমন্ত্রের ক্ষেত্রে অবশ্য মন্ত্র নিবিদ্ধ হলে কর্মটিও নিবিদ্ধ হবে। প্রসঙ্গত ১/১/১৬ সূত্রের ব্যাখ্যা হ.।

ন বর্হিষ্মস্তৌ প্রযাজানুযাজৌ ॥ ১৩॥ [১২]

অনু.— বর্হিষ্মস্ত প্রযাজ ও অনুযাজ (হবে) না।

ব্যাখ্যা— এখানে কিন্তু প্রযাজ ও অনুযাজে দর্শপূর্ণমাসের মতো বর্হিসেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দিতে হবে না। ‘অপবর্হিষঃ প্রযাজান্ ইষ্টা’— শা. ৩/১৬/২৪; ‘অপবর্হিষাব্ অনুযাজব্ ইষ্টা’— শা. ৩/১৭/৭।

নেড়ায় ভক্ষভক্ষণম্ ॥ ১৪॥ [১২]

অনু.— ইড়ায় ভক্ষ-ভক্ষণ (হবে) না।

ব্যাখ্যা— এখানে ইড়াভক্ষণ করতে হবে না। সূত্রে ‘ইড়ায়াম্’ এইভাবে সমাসগূন্য করে এবং বিবরাধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি প্রয়োগ করে উল্লেখ করায় বুঝতে হবে ইড়াসম্পর্কিত অবাঙ্করেড়া এবং মূল ইড়া দুই-এর ভক্ষণই এখানে নিষিদ্ধ হচ্ছে। শা. ৩/১৬/২৫ সূত্রেও বলা হয়েছে ‘ইষ্টাং ন শ্রাশ্চি’।

ন মার্জনম্ ॥ ১৫॥ [১৩]

অনু.— মার্জন (হবে) না।

ব্যাখ্যা— এখানে ইড়াভক্ষণ নেই বলে ভক্ষণের আনুষঙ্গিক মার্জনও (১/৮/১ সূ. দ্র.) বাদ দিতে হবে। সূত্রটি না করলেও চলত, তবুও সূত্রটি করে সূত্রকার বুঝিয়ে দিলেন যে, মার্জন ইড়াভক্ষণেরই অঙ্গ। এখানে ইড়াভক্ষণ নেই, তাই আনুষঙ্গিক মার্জনও নেই।

ন সূক্তবাক্যে নামাদেশঃ ॥ ১৬॥ [১৪]

অনু.— সূক্তবাক্যে (যজ্ঞমানের) নামের উল্লেখ (করতে হবে) না।

ব্যাখ্যা— ১/৯/৫ সূ. দ্র.। ‘সূক্তবাক্যে’ বলায় ১/৪/১২ ইত্যাদি হলে ‘অধ্বৰ্যু’ প্রকৃতি শব্দ বাদ যাবে না। শা. ৩/১৭/৮ সূত্রেও এই নিষেধ আছে।

ঈক্ষিতঃ সীদ হোতর ইতি বোক্ত উপবিধেচ্ ॥ ১৭॥ [১৫]

অনু.— নিরীক্ষিত (হয়ে) অথবা ‘সীদ হোতঃ’ বলা হলে বসবেন।

ব্যাখ্যা— আবাহনের পরে অধ্বৰ্যু হোতার দিকে তাকালে অথবা ‘সীদ হোতঃ’ (কা. শ্রৌ. ৫/৮/৩৪ দ্র.) অর্থাৎ হোতা, তুমি বস এ-কথা বললে হোতা বিনামন্ত্রে তৃণ নিক্ষেপ করে নিজের আসনে কোল পেতে বসবেন। দর্শপূর্ণমাসে আবাহনের পরে প্রথমে উবু হয়ে (১/৩/২৩ সূ. দ্র.) এবং তার কিছু পরে বা উরুর উপর ডান পা রেখে বসতে (১/৩/৩৭ সূ. দ্র.) বলা হয়েছে। সেখানে উবু হয়ে বসতে হয় প্রবেশের কক্ষণে। এখানে পিছোড়িতে কিন্তু প্রবেশকক্ষটি নেই (১২ নং সূ. দ্র.)। প্রকৃতিবাগে উবু হয়ে বসার পরে আশ্রাবণের আগে অধ্বৰ্যুর উদ্দেশ্যে হোতাকে যে অনুমন্ত্রণ করতে হয় (১/৩/২৫ সূ. দ্র.)। তাও জপমন্ত্র বলে ‘সুপ্তজপা-’ (৩নং) সূত্রানুসারে বাদ যাবে। ফলে এখানে উবু হয়ে বসতে হবে না। এখানে উল্লেখ্য যে, অনুমন্ত্রণ, আগ্যায়ন ও উপহ্বানের বস্ত্রণ একান্তভাবেই মন্ত্রের উপর নির্ভরশীল। মন্ত্র নিষিদ্ধ হলে তাই এই ক্রিয়াগুলিও নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। প্রসঙ্গ ৩ ১২ নং সূত্রের ব্যাখ্যাও দ্র.। নিরীক্ষিত হলে বসবেন বলার প্রকৃতিবাগের অভিক্রমণ প্রকৃতি (১/৩/২৯-৩৭ সূত্রের) নির্দেশগুলিও এখানে বাদ যাবে। তবে ১/৩/৩৫-৩৬ এবং ৩৭ নং সূত্রে যে অভিমন্ত্রণ, তৃণনিক্ষেপ এবং বাঁ উরুর উপর ডান পা রেখে বসার কথা বলা হয়েছে তা এখানে বিনা মন্ত্রে করতে হবে। ১/৪/৮ সূত্রে হাঁটুর মাথা (অগ্রভাগ) দিয়ে যে তৃণস্পর্শের কথা বলে হয়েছে তাও এখানে মন্ত্র ছাড়াই করতে হবে। সিদ্ধান্তী সংক্ষেপে বলেছেন ১/৩/২৩-৩৫ পর্যন্ত অঙ্গগুলি এখানে বাদ যাবে। ১/৩/৩৭ সূত্রে বিহিত উপবেশনের প্রসঙ্গই এই সূত্র।

জীবাভূমস্তৌ ॥ ১৮ ॥ [১৬]

অনু.— দুইটি জীবাভূমান্ মন্ত্র (এখানে দুই আজ্যভাগের অনুবাক্য)।

ব্যাখ্যা— ২/১০/২ সূ. দ্র.। শা. ৩/১৬/২৪ সূত্রের বিধানও তা-ই।

সর্বোক্তবৃণহ্নাঃ প্রাচীনাবীতিনো হবির্ভিশ্ চরতি ॥ ১৯ ॥ [১৬]

অনু.— বাঁ পা (ডান উরুর) উপরে রেখে উপহ্ন (হয়ে বসে) প্রাচীনাবীতী (হয়ে) প্রধানবাগগুলির দ্বারা অনুষ্ঠান করবেন।

ব্যাখ্যা— উপহ্ন = কোল-পাতা। ‘হবির্ভিঃ’ বলায় সূত্রোক্ত নিয়মটি প্রধানবাগেই প্রযোজ্য, প্রধানবাগের মাঝে কোন প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করতে হলেও সেখানে কিন্তু এই নিয়ম অনুসৃত হবে না। “প্রাচীনাবীত্যেতা দেবতা বজ্জতি”— শা. ৩/১৬/১১।

দক্ষিণ আগ্নীম উত্তরোহ্নবর্ষুঃ ॥ ২০ ॥ [১৭]

অনু.— (প্রধানবাগে) আগ্নীম দক্ষিণ (-মুখী এবং) অহ্নবর্ষু উত্তর (-মুখী হবেন)।

ব্যাখ্যা— এই সূত্রের প্রকৃত অর্থ আমাদের কাছে ঠিক পরিস্ফুট নয়, প্রসঙ্গ অর্থ সম্ভাব্য অর্থ মাত্র। ৬/১০/১৫ সূত্র থেকে মনে হয় এই সূত্রের অন্য এক অর্থ হতে পারে যে, দুই ঋত্বিক দুই দিকে থাকবেন।

যে যে অনুবাক্যে অধ্যর্থ্যম্ অনবানম্ ॥ ২১ ॥ [১৭]

অনু.— (এই ইচ্ছিতে) দুটি দুটি অনুবাক্য একনিঃশ্বাসে সেড় সেড় করে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এই নিম্নোক্তিতে প্রধানবাগে প্রত্যেক দেবতার দুটি করে অনুবাক্য মন্ত্র। মন্ত্রদুটিকে সেড় সেড় করে একনিঃশ্বাসে পড়তে হবে। মন্ত্র দুটি হলেও অনুবাক্য-রূপ একটি কার্যই সাধিত হচ্ছে বলে ১/২/১৪ সূত্রানুসারে প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে প্রশ্ন হবে না, হবে শুধু দ্বিতীয় মন্ত্রেরই শেষে। “যে যে পূর্বে পুরোহিতানুবাক্যে; অসন্ততে নানাপ্রশ্নবে”— শা. ৩/১৬/৮, ৯। প্রত্যেক মন্ত্রের শেষ প্রশ্ন থাকবে, কিন্তু মন্ত্রগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হবে না।

ওং স্বধেত্যাঙ্গাবনম্। অস্ত স্বধেতি প্রত্যাঙ্গাবনম্। অনুস্বধা স্বধেতি সনৈশ্বধঃ ॥ ২২ ॥ [১৮]

অনু.— (এখানে) ‘ওং স্বধা’ (হচ্ছে) আঙ্গাবন, ‘অস্ত স্বধা’ প্রত্যাঙ্গাবন, ‘অনু স্বধা’ (এবং) ‘স্বধা’ শৈশ্ব।

ব্যাখ্যা— যৈষে কেউ বলেন, ‘অনু স্বধা’, কেউ আবার বলেন শুধু ‘স্বধা’। এখানে যৈষে আবারের দ্রুতি হবে না, দীর্ঘদ্রুতি থাকবে। সিদ্ধান্তের মতে ‘অনুস্বধা’ না বলে ‘অনুস্বধা’, ‘যজ’ না বলে ‘স্বধা’ বলতে হয়। আপ. শ্রী. ৮/১৫/৮, ১১ দ্র.।

যে স্বধেত্যাঙ্গম্ যে স্বধামহ ইতি বা। স্বধা নম ইতি ববট্কারঃ ॥ ২৩ ॥ [১৯]

অনু.— (এখানে বাজ্যায়) ‘যে স্বধা’ অথবা ‘যে স্বধামহে’ (হচ্ছে) আগু। ‘স্বধা নমঃ’ (হচ্ছে বাজ্যায়) ববট্কার।

ব্যাখ্যা— এখানেও স্বধা শব্দের আকার দীর্ঘই থাকবে, দ্রুত হবে না। শা. ৩/১৬/১৫ সূত্রেও ‘যে স্বধামহে’, ‘স্বধা নমঃ’ বিহিত হয়েছে।

নিত্যাঃ দ্রুতরাঃ ॥ ২৪ ॥ [২০]

অনু.— পূর্বোক্ত দ্রুতিগুলি (এখানেও করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— নন্দপূর্ণমাসে আঙ্গাবন, প্রত্যাঙ্গাবন, আগু (ও) ববট্কারে যে অঙ্গের দ্রুতি বিহিত হয়েছে এখানেও সেই অঙ্গের দ্রুতি হবে।

পিতরঃ সোমবন্তঃ সোমো বা পিতৃমান্ পিতরো বর্হিবদঃ পিতরোঃশ্মিহাস্তা যমঃ ॥ ২৫॥ [২১]

অনু.— সোমবান্ পিতৃগণ অথবা পিতৃমান্ সোম, বর্হিবদ্ পিতৃগণ, অশ্মিহাস্ত পিতৃগণ, যম (এই ইষ্টির প্রধান দেবতা)।

ব্যাখ্যা— সোমবান্ = সোমের সাহচর্যযুক্ত। পিতৃমান্ = প্রয়াত পিতৃগণের সাহচর্যযুক্ত। বর্হিবদ্ = বর্হিতে উপবিষ্ট। অশ্মিহাস্ত = অশ্মিবু + আস্ত = অগ্নিদক্ষ।

উদীরতামবর উত্ পরাসত্বরা হি নঃ পিতরঃ সোম পূর্ব উপহৃত্যঃ পিতরঃ সোম্যাসত্ত্বং সোম প্র চিকিজো মনীষা সোমো ধেনুং সোমো অর্বন্তমাস্তং ত্বং সোম পিতৃভিঃ সর্বিদানো বর্হিবদঃ পিতর উত্যর্বাণাহং পিতৃন্ সুবিদত্রা অবিতসীদং পিতৃভ্যো নমো অশ্বদ্যায়িহাস্তাঃ পিতর এহ গজ্জত বে চেহ পিতরো বে চ নেহ বে অগ্নিদক্ষা বে অনগ্নিদক্ষা ইমং যম প্রস্তরমা হি সীদেতি বে পরৈয়িবাংসং প্রবতো মহীরনু ॥ ২৬॥ [২২]

অনু.— (সোমবানের) 'উদী-' (১০/১৫/১), 'ত্বা-' (৯/৯৬/১১), 'উপ-' (১০/১৫/৫); (পিতৃমানের) 'ত্বং-' (১/৯১/১), 'সোমো-' (১/৯১/২০), 'ত্বং-' (৮/৪৮/১৩); (বর্হিবদের) 'বর্হি-' (১০/১৫/৪), 'আহং-' (১০/১৫/৩), 'ইদং-' (১০/১৫/২); (অশ্মিহাস্তের) 'অগ্নি-' (১০/১৫/১১), 'যে-' (১০/১৫/১৩), 'যে-' (১০/১৫/১৪); (যমের) 'ইমং-' (১০/১৪/৪, ৫) এই দুটি, 'পরে-' (১০/১৪/১) এই (মন্ত্রগুলি অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য)।

ব্যাখ্যা— প্রত্যেক দেবতার দুটি করে অনুবাক্য এবং একটি করে যাজ্ঞ্য। প্রসঙ্গত ২১ নং সূ. দ্র.। দ্র. যে, এখানে মন্ত্র দুটি হলেও অনুবাক্য একটিই বলে দ্বিতীয় মন্ত্রের শেষেই শুধু প্রশং উচ্চারণ করতে হবে— ৫/৫/২ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.। শা. ৩/১৬/৫-৮ অনুযায়ী সোমবান্ পিতার দ্বিতীয় অনুবাক্য 'অগ্নি-' (১০/১৪/৬) এবং যাজ্ঞ্য 'যে-' (১০/১৫/৮), বর্হিবদ্ পিতার প্রথম অনুবাক্য 'উপ-' (১০/১৫/৫), যাজ্ঞ্য 'বর্হি-' (১০/১৫/৪) এবং অশ্মিহাস্ত পিতার প্রথম অনুবাক্য 'অব-' (১০/১৬/৫), যাজ্ঞ্য 'অগ্নি-' (১০/১৫/১১)।

বৈবস্বতার চেন্ মথ্যমা যাজ্ঞ্যা ॥ ২৭॥ [২৩]

অনু.— যদি বৈবস্বতের উদ্দেশে (প্রধানবাগ হয় তাহলে) মাথের (মন্ত্রটি হবে) যাজ্ঞ্য।

ব্যাখ্যা— যদি প্রধানবাগে অস্তিম দেবতা যম না হয়ে বৈবস্বত যম হন, তাহলে 'অগ্নি-' (১০/১৪/৫) মন্ত্রটি হবে যাজ্ঞ্য এবং 'ইমং-' (১০/১৪/৪) ও 'পরে-' (১০/১৪/১) মন্ত্রদুটি হবে অনুবাক্য।

বে ভাতৃবুর্বেত্রা জেহমানাশ্বদয়ে কাব্য্য ত্বন্ মনীষাঃ স প্রস্তথা সহসা জারমান ইতি ॥ ২৮॥ [২৪]

অনু.— বিটকৃতের (অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য) 'যে-' (১০/১৫/৯), 'ত্বদ-' (৪/১১/৩), 'স প্রস্ত-' (১/৯৬/১)।

ব্যাখ্যা— প্রথম দুটি মন্ত্র অনুবাক্য এবং তৃতীয়টি যাজ্ঞ্য। শা. ৩/১৬/১০ অনুসারে যাজ্ঞ্যমন্ত্র 'ত্বদম-' (১০/১৫/১২)।

অগ্নিঃ বিটকৃৎ কব্য্যবাহনঃ ॥ ২৯॥ [২৫]

অনু.— অগ্নি বিটকৃৎ (এখানে) কব্য্যবাহন।

ব্যাখ্যা— সোমরাত্তের মতে বিটকৃতের দেবতা এখানে অগ্নি বিটকৃৎ কব্য্যবাহন। সারারতের মতে দেবতা এখানে অগ্নি

কব্যাবহন। প্রকৃতিযোগে যেখানে সেবতা অগ্নি বিষ্টকৃৎ এখানে তিনি অগ্নি কব্যাবহন এবং সেই কারণে ময়ে বিষ্টকৃৎ শব্দ প্রয়োগ করতে নেই। শা. ৩/১৬/৩ সূত্রের বিধানও তাই।

প্রকৃত্যাত উর্ধ্বম্ ॥ ৩০ ॥ [২৬]

অনু.— এর পর স্বাভাবিকভাবে (অনুষ্ঠান হবে)।

ব্যাখ্যা— বিষ্টকৃৎের পর থেকে সব-কিছু অনুষ্ঠান স্বাভাবিক অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাসের মতোই হবে। বাঁ পা উপরে রেখে বসা (২/১৯/১৯ সূ. দ্র.) ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি আর অনুসৃত হবে না। বৃত্তিকারের মতে বিষ্টকৃৎও এই নিয়ম প্রযোজ্য।

বষট্কারক্রিয়ান্নাং চোর্থম্ আজ্যভাগাত্যাম্ অন্যান্ মন্ত্রলোপাচ্ ॥ ৩১ ॥ [২৭]

অনু.— এবং বষট্কার দিয়ে (অনুষ্ঠান-) ক্রিয়া হলে আজ্যভাগের পর থেকে (বিষ্টকৃৎ পর্যন্ত অনুষ্ঠান) মন্ত্রলোপ ছাড়া অন্য (সব-কিছু প্রকৃতিযোগের মতোই হবে)।

ব্যাখ্যা— যদি ‘বধা নমঃ’ (২৩ নং সূ. দ্র.) শব্দের পরিবর্তে ‘বৌতবট্’ শব্দই আচ্ছতি দেওয়া হয় তাহলে অবশ্য আজ্যভাগের পর থেকে বিষ্টকৃৎ পর্যন্ত সকল অনুষ্ঠান দর্শপূর্ণমাসের মতোই হবে। তবে সে-ক্ষেত্রেও জপমন্ত্রের লোপ (৩ নং সূ. দ্র.) ইত্যাদি মন্ত্র-সম্পর্কিত পিণ্ডোষ্টির যে যে বৈশিষ্ট্য সেগুলি কিন্তু পালন করতেই হবে, মন্ত্র ছাড়া বাঁ পা উপরে রাখা (১৯ নং সূ. দ্র.) ইত্যাদি অন্য নিয়মগুলি বাদ যাবে।

একৈকা চানুবাक्या ॥ ৩২ ॥ [২৮]

অনু.— এবং অনুবাक्या (হবে) একটি একটি (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— প্রকৃতিযোগের মতো অনুষ্ঠান হলে দুটি নয়, একটি করেই অনুবাक्या পাঠ করতে হবে। সূত্রে এই কথা বলার তাৎপর্য হল, এখানে যে দুটি দুটি অনুবাक्या বিহিত হয়েছে সেগুলি থেকে যে-কোন একটি মন্ত্র প্রয়োগ করলে চলবে না, দর্শপূর্ণমাসের অনুবাक্যা মন্ত্রই প্রয়োগ করতে হবে। সেবত্বাতের এবং নিক্কাণ্ডীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী কিন্তু এই ইচ্ছিতে উক্ত মন্ত্রগুলিরই দ্বিতীয় (মতান্তরে প্রথম) মন্ত্র হবে অনুবাक্যা।

যো অগ্নিঃ কব্যাবহনব্রহ্মণ্য ঈন্তিতো জাতবেদ ইতি সযোজ্যে ॥ ৩৩ ॥ [২৯]

অনু.— (বষট্কার দ্বারা অনুষ্ঠানে) ‘যো-’ (১০/১৬/১১), ‘ব্রহ্ম-’ (১০/১৫/১২) বিষ্টকৃৎের অনুবাक্যা ও যাজ্য।

ভক্ষ্যে প্রাণভক্ষান্ ভক্ষয়িত্বা বর্হিষ্যনুপ্রহরেদুঃ ॥ ৩৪ ॥ [৩০]

অনু.— ভক্ষ্যের ক্ষেত্রে প্রাণভক্ষ ভক্ষণ করে (দ্রব্যটি) কুশে ফেলে দেবেন।

ব্যাখ্যা— পিণ্ডোষ্টিতে ইড়াভক্ষণ নিবিদ্ধ বলে (১৪ নং সূ. দ্র.) তথু আশ্রাণ করে ইড়াকে কুশের উপর রেখে দেবেন। ‘অবজ্ঞান ভাগান্ প্রাস্যতি’- শা. ৩/১৬/২৬।

সংহিতান্নাং প্রাগ্ বানুভাজাত্যাম্ দক্ষিণাবৃত্তো দক্ষিণায়াম্ উপতিষ্ঠন্তে ॥ ৩৫ ॥ [৩১]

অনু.— (ইচ্ছা) শেষ হলে অথবা দুই অনুবাজের আগে ডান দিকের দক্ষিণায়াম্ উপস্থান করবেন।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূত্রটি অনতিদ্বীতচর্যার ক্ষেত্রে বিহিত হয়েছে বলে বর্তমান সূত্রে বিহিত নিয়মটি অতিদ্বীতচর্যার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলে বুঝতে হবে। অতিদ্বীতচর্য হল দক্ষিণায় থেকে করেবটি স্থলত্ব অঙ্গার অন্তর দিয়ে গিয়ে (২/১৯/১৩

সূ. দ্র.) সেই অগ্নিতে ইষ্টির অনুষ্ঠান। সে-কেন্দ্রে এই নিয়মে দক্ষিণাগ্নির উপস্থান করতে হয়। “উত্তরতো বিহারাদ্ অনিরমে গ্রাণ্ডে নিরমার্থম্ দক্ষিণাব্দচনম্” (না.)।

অনাবৃষ্ট্যানতিপ্রীতচর্যারাম্ ॥ ৩৬॥ [৩১]

অনু.— অতিপ্রীতচর্য না হলে না ঘুরে (উপস্থান করবেন)।

ব্যাখ্যা— যদি অতিপ্রীতচর্য না হয় অর্থাৎ দক্ষিণ অগ্নির সমস্ত অঙ্গারকে নিঃশেষে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে সেখানে পিত্তা ইষ্টির অনুষ্ঠান হয় তাহলে ডান দিকে না ঘুরেই (৩৫ নং সূ. দ্র.) অগ্নির অভিমুখী হওয়া যায় বলে না ঘুরেই দক্ষিণাগ্নির উপস্থান করবেন। কুণ্ড থেকে নিঃশেষে অগ্নি নিয়ে গিয়ে অনুষ্ঠান করাই হল অনতিপ্রীতচর্য। সাধারণ অর্ধ দীড়ায় অবশ্য— অতিপ্রণয়ন না করে দক্ষিণাগ্নিতেই অনুষ্ঠান হলে ডান দিকে না ঘুরে উপস্থান করতে হবে।

অসাবিষ্ঠা জনয়ন্ কর্বরাণি স হি স্থণিকস্বরায় গাতুঃ। স প্রত্যাগৈদ্বরুণং মম্বো অগ্রাং স্বাং যত্ তনুং
তদ্ব্যমৈরয়তেতি ॥ ৩৭॥ [৩২]

অনু.— (উপস্থানের মন্ত্র হচ্ছে) ‘অযা-’ (সূ.)।

ব্যাখ্যা— শা. ৩/১৭/১ সূত্রে এই মন্ত্র জপ করতে করতে দক্ষিণাগ্নির উত্তর দিকে বেতে বলা হয়েছে। উপস্থান করতে বলা হয়েছে ‘মনো-’ (১০/৫৭/৩-৫) এই তিন মন্ত্রে।

আবৃত্য য়েবেতরৌ ॥ ৩৮॥ [৩৩]

অনু.— অপর দুটি (অগ্নিকে) কিন্তু ঘুরেই (উপস্থান করবেন)।

ব্যাখ্যা— অতিপ্রীতচর্যই হোক, আর অনতিপ্রীতচর্যই হোক, আহবনীম ও গার্হপত্য অগ্নির উপস্থান করতে হবে কিন্তু ডান দিকে ঘুরে।

আহবনীমঃ সুসংদৃশং য়েতি পঙ্ক্ত্যা ॥ ৩৯॥ [৩৪]

অনু.— আহবনীমকে ‘সু-’ (১/৮২/৩) এই পংক্তি (মন্ত্র দ্বারা উপস্থান করবেন)।

ব্যাখ্যা— ‘পঙ্ক্ত্যা’ বলায় ঐ একই শব্দে তরু গায়ত্রী মন্ত্রের ১০/১৫৮/৫ মন্ত্রটি কিন্তু এখানে পাঠ করলে চলবে না। শা. ৩/১৭/২ সূত্রে ১/৮২/৩, ২, ১ এই তিনটি মন্ত্রে উপস্থান করতে বলা হয়েছে।

গার্হপত্যম্ অগ্নিং তং মন্য ইতি ॥ ৪০॥ [৩৫]

অনু.— গার্হপত্যকে ‘অগ্নিং-’ (৫/৬/১) এই (মন্ত্রে উপস্থান করবেন)।

ব্যাখ্যা— এখানে সম্পূর্ণ পাদ উদ্ধৃত হয় নি বলে ১/১/১৮ সূত্র অনুযায়ী সমগ্র সূক্তটি পাঠ করলে কিন্তু চলবে না, শুধু সমস্তই একটি মন্ত্রটিই পাঠ করতে হবে, কারণ ৪২নং সূত্রে ‘সূক্তে’ শব্দটি উল্লেখ করে এ-কথাই বোঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, এই ৪০ নং সূত্রে উদ্ধৃত প্রতীকটি মন্ত্রেরই প্রতীক এবং ৪১নং সূত্রে উদ্ধৃত প্রতীকসুটি সূক্তেরই প্রতীক। শা. ৩/১৭/৫ সূত্রে ‘অগ্নিং-’ এই একটি মন্ত্র, পরপর তিনটি মন্ত্র পাঠ করতে বলা হয়েছে। সিদ্ধান্তের মতে এখানে ‘পঙ্ক্ত্যা’ পদটি অনুবৃত্ত হচ্ছে বলে উদ্ধৃতিটি মন্ত্রেরই প্রতীক, সূক্তের নয়।

অধ্বেনম্ অভিসমাবতি মা প্র গামায়ে স্বং ন ইতি জপত্য ॥ ৪১॥ [৩৬]

অনু.— এর পর মা- (১০/৫৭), ‘অগ্নে-’ (৫/২৪) এই (দুই সূক্ত) জপ করতে করতে (প্রদক্ষিণক্রমে) এই (অগ্নির) দিকে এগিয়ে যাবেন।

ব্যাখ্যা— উক্ত দুটি সূক্ত জপ করতে করতে গার্হপত্যের দু-পাশে সমবেতভাবে প্রদক্ষিণ করবেন। আচার্য সাধারণ কিন্তু বলেছেন “মহাপিতৃযজ্ঞ আহবনীয়াং প্রতি গচ্ছন্ত ঋত্বিজ ইদং সূক্তং জপেয়ঃ” (য. ৫/২৪/১- ভাষ্য)। শা. মতে ‘অগ্নে’ (৫/২৪/১-৩) ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রে অগ্নিকে উপস্থান করতে হয়- ৩/১৭/৫।

পূর্বেণ গার্হপত্যং সূক্তে সমাপ্য সব্যাবৃত্তং ত্র্যম্বকান্ ব্রজন্তি ॥ ৪২॥ [৩৭]

অনু.— সূক্তদুটি গার্হপত্যের পূর্ব দিকে (এসে) শেষ করে বাঁ-দিকে ঘুরে ত্র্যম্বকে যাবেন।

ব্যাখ্যা— ৪১ নং সূত্রে উল্লিখিত দুটি সূক্তের সর্ব শেষ মন্ত্রটির পাঠ গার্হপত্যের পূর্ব দিকে এসে শেষ করে বাঁ দিকে ঘুরে ত্র্যম্বকযোগের অনুষ্ঠান করার জন্য যজ্ঞভূমির বাইরে চলে যাবেন। উপস্থান যখনই হোক (৩৫ নং সূ. ম্র.) পিত্র্যা ইষ্টি শেষ হলে ত্র্যম্বকযোগের জন্য প্রস্তুত হতে হয়। সূত্রে ‘সূক্তে’ বলার বুঝতে হবে যে, ৪০ নং সূত্রের উক্ত অংশটি সূক্তের প্রতীক নয়, মন্ত্রেরই প্রতীক। ত্র্যম্বকযোগে গৃহের লোকসংখ্যার অপেক্ষায় একটি বেশী পুরোডাশ তৈরী করে রত্নের উদ্দেশে আর্হতি দিতে হয়। তার মধ্যে একটি পুরোডাশ আর্হতি দেওয়া হয় ইঁদুরে-ঘাটা ধ্বংসে; অন্যগুলি থেকে একবার করে কিছু অংশ নিয়ে তা আর্হতি দেওয়া হয় দক্ষিণাগ্নি থেকে অঙ্গার নিয়ে ঈশান দিকে গিয়ে চতুষ্পাথে রাখা ঐ অঙ্গারে। আর্হতির পরে পুরোডাশের অবশিষ্ট অংশগুলিকে আকাশে ছুঁড়ে ছুঁড়ে লুফে নিতে হয়। তার পর সেগুলি একটি সাজিতে রেখে ঐ সাজিটি কোন নেড়া গাছে ঝুলিয়ে দিয়ে অথবা উঁইটিবিতে রেখে দিয়ে ফিরে আসতে হয়।

তত্রাহবর্ষঃ কর্মধীরতে ॥ ৪৩॥ [৩৮]

অনু.— ঐ বিষয়ে অধবর্ষী (কর্তব্য-) কর্ম পড়ে দেন।

ব্যাখ্যা— ত্র্যম্বকযোগের অনুষ্ঠানে কি কি করতে হয় তা যজ্ঞবর্ত্তসেই বলা আছে। সেখানে যেমন বলা আছে ঠিক তেমনভাবেই সব কাজ করতে হবে। অধবর্ষী যা যা করবেন হোতাদেরও তা-ই করতে হবে।

প্রত্য্যাদিত্যায় চরন্তি ॥ ৪৪॥ [৩৯]

অনু.— ফিরে এসে আদিত্যা ইষ্টি দ্বারা অনুষ্ঠান করবেন।

ব্যাখ্যা— ত্র্যম্বকযোগ শেষে যজ্ঞভূমিতে ফিরে এসে আদিত্যা ইষ্টি করবেন। এই ইষ্টির সেবতা অবশ্য আদিত্য নন, অদিতি। “মৈত্র্য চরঃ অদিতয়ে বা”- শা. ৩/১৭/১০, ১১।

পুষ্টিমন্তৌ ধাত্যে বিরাজৌ ॥ ৪৫॥ [৪০]

অনু.— (এই ইষ্টিতে আজ্যভাগে) দুটি পুষ্টিমান, (সামিধেনীতে) দুটি ধাত্যা (এবং ষিষ্টকৃতে) দুটি বিরাজ (মন্ত্র পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— ২/১/৩০, ৩১, ৩৬ নং সূ. ম্র।

বিংশ কণ্ডিকা (২/২০)

[শুনাসীরীর পর্ব]

পঞ্চম্যায় শৌর্গমাস্যায় শুনাসীরীরয়া ॥ ১॥

অনু.— পঞ্চম পূর্ণিমায় শুনাসীরীর দ্বারা (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা—সাক্ষ্যের পূর্ণিমাকে ধরে যেটি আগামী পঞ্চম পূর্ণিমা সেই পূর্ণিমার শুনাসীরীর অনুষ্ঠান হয়। এই শুনাসীর সম্পর্কে কীথের মন্তব্য হল— “an agricultural rite for Ploughing, addressed to two parts or deities of the Plough” (RPVU, Pg. 323, Reprint)– এটি হলকর্ষণের উদ্দেশ্যে করণীয় এক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে হলের দুটি অংশের অথবা সেবতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়ে থাকে।

অবর্গ যথোপপত্তি বা ॥ ২॥

অনু.— অথবা সামর্থ্য অনুসারে আগে (অনুষ্ঠান হতে পারে)।

ব্যাখ্যা— যথোপপত্তি = যেমন সম্ভব, জোগাড় অনুযায়ী। সম্ভব হলে, জোগাড় থাকলে পঞ্চম পূর্ণিমার আগেও শুনাসীরীর অনুষ্ঠান করা যেতে পারে।

বাজিনবর্জং সমান্য বৈশ্বদেব্যা ॥ ৩॥

অনু.— বাজিন ছাড়া (বাকী সব অংশে এই ইষ্টি) বৈশ্বদেবীর সঙ্গে সমান।

ব্যাখ্যা— শুনাসীরীয়ে বাজিনবাণের অনুষ্ঠান হয় না। এছাড়া অন্যান্য সব অংশের অনুষ্ঠান বৈশ্বদেব পর্বের মতোই হয়ে থাকে। শা. ৩/১৮/১১, ১২ সূত্রেও এই কথাই বলা হয়েছে।

হবিষাং তু স্থানে বর্ষপ্রভৃতীনাং বায়ুর্ নিযুত্বান্ বায়ুর্ বা শুনাসীরাব্ ইন্দ্রো বা শুনাসীর ইন্দ্রো বা শুনঃ সূর্য
উত্তমঃ ॥ ৪॥ [৩]

অনু.— (বৈশ্বদেবের) বর্ষ প্রভৃতি প্রধানসেবতার স্থানে কিন্তু (এখানে) নিযুত্বান্ বায়ু বা বায়ু, শুনা-সীর বা শুনাসীর ইন্দ্র অথবা শুন ইন্দ্র (সেবতা এবং) অস্তিম (সেবতা) সূর্য।

ব্যাখ্যা— বৈশ্বদেবের মতো অনুষ্ঠান হলেও শুনাসীরীয়া ইষ্টিতে বৈশ্বদেবের বর্ষ প্রভৃতি সেবতার (২/১৬/১২ সূ. দ্র.) পরিবর্তে এই তিন সেবতার উদ্দেশ্যে আছতি দিতে হয়। এখানে তাহলে আট জন সেবতা হলেন— অগ্নি, সোম, সবিভা, সরস্বতী, পূষা, বায়ু (অথবা নিযুত্বান্ বায়ু, শুনা-সীর) (ইন্দ্র অথবা শুন ইন্দ্র) এবং সূর্য। শা. ৩/১৮/১-৩ সূত্রেও এই সেবতাদের উদ্দেশ্যেই আছতি দিতে বলে হয়েছে, তবে সেখানে বায়ুর নাম শুনাসীরের পরে এবং নিযুত্বানের কোন উল্লেখ নেই।

আ বায়ো ত্বং শুচিশা উপ নঃ প্র ষাভিষাসি দাধ্বাংসমজ্ঞা স ত্বং নো দেব মনসেশানার প্রহতিং যন্ত আনট্
শুনাসীরাব্ ইমাং বাচং জুবেধাং শুনং নঃ কালা বি কৃষন্ত ভূমিমিষ্টং বরং শুনাসীরমগ্নিন্ যজ্ঞে হবামহে। স
বাজেযু প্র নোঃবিবহ্। অধ্বামজ্ঞো গম্যন্তো বাজরক্তঃ শুনং হবেম মববানমিষ্টমধ্বামজ্ঞো গম্যন্তো বাজরক্তত্তরশি-
র্বিষদর্পতশ্চিহ্নং দেবানামুদগাদনীকম্ ইতি বাজ্যানুবাক্যঃ ॥ ৫॥ [৪]

অনু.— (নিযুত্বানের) ‘আ-’ (৭/৯২/১), ‘প্র-’ (৭/৯২/৩); (বায়ুর) ‘স-’ (৮/২৬/২৫), ‘ঈশা-’ (৭/৯০/২); (শুনা-সীরের) ‘শুনা-’ (৪/৫৭/৫), ‘শুনং নঃ-’ (৪/৫৭/৮); (শুনাসীর ইন্দ্রের) ‘ইন্দ্র-’ (সূ.), ‘অধ্বা-’ (১০/১৬০/৫); (শুন ইন্দ্রের) ‘শুনং হবেম-’ (৩/৩০/২২), ‘অধ্বা-’ (১০/১৬০/৫); (সূর্যের) ‘তরশি-’ (১/৫০/৪), ‘চিহ্ন-’ (১/১১৫/১) অনুবাক্য ও বাজ্যা।

ব্যাখ্যা— ‘বাজ্যানুবাক্যঃ’ বলার তাৎপর্ষ এই যে, যদি ভিন্ন কোন গ্রন্থের মত অনুসরণ করে চাতুর্মাস্যে অন্য সেবতার উদ্দেশ্যে আছতি দেওয়া হয় তাহলেও বর্তটা সম্ভব এই তালিকাগুলি থেকেই সেই সেবতার অনুবাক্য ও বাজ্যা নির্বাচন করতে

হবে। শা. মতে শুনা-সীরের মন্ত্রে কোন ভেদ নেই, তবে বায়ুর অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য 'তব-' (৮/২৬/২১), 'অধ্ব-' (৫/৪৩/৩) এবং সূর্যের যাজ্ঞ্য্য 'দিবো-' (৭/৬৩/৪)— ৩/১৮/৪-৬ সূ. দ্র.। শুনাসীর ইন্দ্রের ক্ষেত্রে বিকল্প-সমেত মোট চারটি মন্ত্র ৩/১৮/১৫, ১৬ সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তার মধ্যে আমাদের 'অধ্বা-' মন্ত্রটিও আছে। যথাসম্ভব এক পর্বের যাজ্ঞ্যানুবাক্য অপর পর্ব থেকেই সংগ্রহ করতে হয় বলে শুনাসীরে ইন্দ্র-অগ্নি অথবা মরুত্বেগল দেবতা হলে বরুণপ্রবাস থেকেই অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য্য সংগ্রহ করতে হবে, প্রকৃতিযাগ বা ঐন্দ্রামারুতী ইষ্টি থেকে নয়। পাশ্চক চাতুর্মাস্যেও ঐষ্টিক অংশগুলির অনুষ্ঠান হবে দর্শপূর্ণমাসের মতো নয়, এই চাতুর্মাস্যের মতোই।

সমাপ্য সোমেন যজ্ঞেতাশস্তৌ পশুনা ॥ ৬॥ [৫]

অনু.— (শুনাসীরীয় পর্ব) শেষ করে সোম দ্বারা যাগ করবেন। সামর্থ্য না থাকলে পশু দ্বারা (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— শুনাসীরীয় পর্ব শেষ হলে চাতুর্মাস্যেরই অঙ্গ হিসাবে একটি সোমযাগ অথবা সামর্থ্য না থাকলে একটি পশুযাগের অনুষ্ঠান করবেন। চাতুর্মাস্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঐ সোমযাগের এবং পশুযাগের প্রকৃতি হবে যথাক্রমে জ্যোতিষ্টোম এবং নিরূঢ় পশুযাগ।

চাতুর্মাস্যানি বা পুনশ্ চাতুর্মাস্যানি বা পুনঃ ॥ ৭॥ [৬]

অনু.— অথবা আবার চাতুর্মাস্য (করবেন)।

ব্যাখ্যা— শুনাসীরীয় পর্বের পরে সোমযাগ, পশুযাগ অথবা আবার একটি চাতুর্মাস্যের অনুষ্ঠান করবেন। বৃত্তিকার মনে করেন আগের সূত্রের 'সোমেন' ও 'পশুনা' পদের মতো তৃতীয়া বিভক্তি দিয়ে ('চাতুর্মাস্যৈঃ') উল্লেখ না করে 'চাতুর্মাস্যানি' বলায় বুঝতে হবে যে, এই যে দ্বিতীয় চাতুর্মাস্য তা প্রথম চাতুর্মাস্যের অঙ্গ নয়। এই দ্বিতীয় চাতুর্মাস্যের পরে তাই আবার সোমযাগ অথবা পশুযাগ করতে হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম কণ্ডিকা (৩/১)

[অগ্নি-প্রণয়ন, যুপাঞ্জন, যুপস্ফুটি, অগ্নিমহন, প্রবৃত্তাহতি, মৈত্রাবরুণের প্রবেশ এবং তাঁকে দণ্ডপ্রদান, মৈত্রাবরুণের কর্তব্য]

পশৌ ॥ ১ ॥

অনু.— পশু (-যাগে)।

ব্যাখ্যা— পশুযাগে যা যা করতে হয় তা এ-বার বলা হচ্ছে। এই পশুযাগ হ-মাস অন্তর অথবা বছরে একবার মাত্র করতে হয়। ৩/৮/২২ সূ. দ্র।

ইষ্টির উভয়তোহন্যতরজো বা ॥ ২ ॥

অনু.— পশুযাগের দু-পাশে অথবা এক পাশে ইষ্টি (-যাগ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— পশুযাগের আগে এবং পরে অথবা শুধু আগে অথবা শুধু পরে একটি ইষ্টিযাগ করতে হয়। স্বতন্ত্র পশুযাগেই এই ইষ্টির অনুষ্ঠান, অন্য যাগের অঙ্গরূপে পশুযাগের অনুষ্ঠান হলে কিন্তু সেখানে এই ইষ্টিযাগ করতে হয় না। দু-দিকে ইষ্টির জন্য ৫-৬ নং সূত্র এবং একদিকে ইষ্টি জন্য ৩, ৪ নং সূ. দ্র।

আগ্নেয়ী বা ॥ ৩ ॥

অনু.— অথবা অগ্নি দেবতার (ইষ্টিযাগ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— পশুযাগের আগে অথবা পরে অথবা আগে-পরে দু-পাশেই ইষ্টিযাগের অনুষ্ঠান করবেন এবং সেই ইষ্টির দেবতা হবেন বিষ্ণু অগ্নি। ‘বা’ শব্দটি থাকায় আরও একটি অর্থ দাঁড়াচ্ছে— এই ইষ্টিযাগটি না করলেও চলে। স্বতন্ত্র পশুযাগে তাই আগে, পরে অথবা আগে-পরে এই ইষ্টিযাগ করতে হবে, কিন্তু পশুযাগটি অন্য যাগের অঙ্গ হলে তা করতে হবে না।

আগ্ন্যবৈকবী বা ॥ ৪ ॥

অনু.— অথবা অগ্নি-বিষ্ণু দেবতার (ইষ্টি হবে)।

ব্যাখ্যা— বিষ্ণু আগে অথবা পরে অথবা আগে-পরে করণীয় ঐ ইষ্টির দেবতা হবেন অগ্নি-বিষ্ণু। দু-পাশেই যাগটি করা হলেও দুই ক্ষেত্রেই অগ্নি অথবা অগ্নি-বিষ্ণু দেবতা হবেন। “আগ্ন্যবৈকবী চ যক্ষ্যামাস্য”— শা. ৬/১/২২।

উভে বা ॥ ৫ ॥

অনু.— অথবা দুই দেবতার-ই উদ্দেশে ইষ্টিযাগ করতে হবে।

ব্যাখ্যা— বিষ্ণু অগ্নি ও অগ্নি-বিষ্ণু দুই দেবতারই উদ্দেশে যাগ হতে পারে। একটি যাগ হবে অগ্নির এবং অপরটি অগ্নি-বিষ্ণুর উদ্দেশে।

অন্যতরা পুরস্তাহ ॥ ৬ ॥

অনু.— দুই-এর (যে-কোন) একটি আগে (হবে)।

ব্যাখ্যা— যদি ৫ নং সূত্র অনুযায়ী দুটি ইতিবাগী কর হয় তাহলে পশুবাগের আগে অগ্নির এবং পরে অগ্নি-বিকুর অথবা আগে অগ্নি-বিকুর এবং পরে অগ্নির উদ্দেশে এইভাবে যাগদুটি করতে হয়।

উক্তম্ অগ্নিপ্রশমনম্ ॥ ৭॥

অনু.— অগ্নি-প্রশমন (আগে) বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— বরুণপ্রবাসে যে অগ্নিপ্রশমনের কথা বলা হয়েছে (২/১৭/২-১১ সূ. ব্র.) তা এই পশুবাগেও করতে হয়। “অগ্নিপ্রশমনাদয়ো হৃদয়শূল্যভাঃ পশবোহীবোমীম-সবনীয়ো পরিহৃণ্য” — শা. ৬/১/২১।

পশ্চাত্ পাণ্ডবন্ধিকার্য্য বেদের উপবিশ্য প্রেথিতো যুগ্মাজ্যমানান্নাজ্জিৎ স্বামব্বরে দেবরজ ইত্য়াজ্জমেন বচনেনার্থট আরমেত্ ॥ ৮॥

অনু.— পশুবন্ধ-সম্পর্কিত বেদির পিছনে বসে (অধ্যযুঁ দ্বারা) প্রেরিত (হয়ে) আজ্য লেপন করা হচ্ছে (এমন) যুগ্মের উদ্দেশে ‘অজ্জিৎ’ (৩/৮/১) এই (মন্ত্র পাঠ করবেন এবং এই মন্ত্রের) শেষ আবৃত্তির (প্রথম) অর্ধাংশে থামবেন।

ব্যাখ্যা— অধ্যযুঁর কাছ থেকে ‘যুগ্মাজ্যমানান্নাজ্জিৎ’ (কা. শ্রৌ. ৬/৩/১) এই প্রেথ গেয়ে হোতা ‘অজ্জিৎ’ এই মন্ত্রে অনুবচন আরম্ভ করেন এবং সামিধেয়ীর মতো এই মন্ত্রের তিনবার আবৃত্তি করেন। তৃতীয়বার আবৃত্তির সময়ে মন্ত্রের প্রথম অর্ধাংশ পর্বত পড়ে থেমে যাবেন। এই মন্ত্রটি যুগ্মে আজ্যলেপনের সময়ে পাঠ করতে হয়। সূত্রে ‘প্রেথিতো’ বলায় যে যাগে অনেক যুগ থাকে সেখানে ‘পদার্থানুসময়’ অনুসরণ করে প্রত্যেক যুগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রেথ দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক প্রেথের পরেই যুগ্মজন-সম্পর্কিত এই মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হয়। ‘বহুবৃগকে কর্মণ্যজ্জনাঙ্গীনাং পদার্থানুসময়ে ক্রিয়মাণে প্রেথিতঃ প্রেথিতোহনুভূমাদ্’ (না.)। ঐ. ব্রা. ৬/২ অংশে ও এই ‘অজ্জিৎ’ মন্ত্রের উল্লেখ আছে। শা. ৫/১৫/২ সূত্রের বিধানও এই একই।

উজ্জুরস্ব বনস্পতে সমিচ্ছস্য জরমাপঃ পুরতাদুর্ধ্ব উ যু গ উতর ইতি বে। জাতো জারতে সুদিনেষে অহানম্ ইত্যর্থট আরমেত্। যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাদ্ ইতি পরিদধ্যাত্ ॥ ৯॥

অনু.— ‘উজ্জ’- (৩/৮/৩), ‘সমি’- (৩/৮/২); ‘উর্ধ্ব’- (১/৩৬/১৩, ১৪) ইত্যাদি দুটি মন্ত্র। ‘জাতো’- (৩/৮/৫) এই মন্ত্রের অর্ধাংশে থামবেন। ‘যুবা’- (৩/৮/৪) এই (মন্ত্রে অনুবচন) শেষ করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রথম পাঁচটি মন্ত্র যুগ-উজ্জুরণ অর্থাৎ গর্তে যুগ-স্থাপনের সময়ে এবং বর্ষ মন্ত্রটি যুগ-পরিব্যয়ণ অর্থাৎ যুগকে দড়ি দিয়ে বেঁটন করার সময়ে পাঠ করতে হয়। ‘পরিদধ্যাত্’ বলায় পদার্থানুসময়ে সব যুগের জন্য একবারই মন্ত্রগুলির পাঠ উক্ত মন্ত্রে শেষ করতে হয়। — ‘পরিদধ্যাত্’ ইতি বচনং পদার্থানুসময়ে প্রতিপদার্থানুবচনস্য ভেদ ইতি জ্ঞাপনর্থম্’ (না.)। ঐ. ব্রা. ৬/২ অংশেও যুগসম্পর্কিত এই মন্ত্রগুলির উল্লেখ রয়েছে। শা. ৫/১৫/৪ অনুসারে ‘জাতো’ মন্ত্রটি ‘সমি’ মন্ত্রের ঠিক পরেই পাঠ করতে হয়। অন্য মন্ত্রগুলিরও উল্লেখ এই সূত্রে রয়েছে, তবে অর্ধাংশে থামার কোন নির্দেশ নেই।

যত্রৈকতন্ত্রে বহবঃ সম্প্রবোধন্ত্যং পরিহার্য্য সংস্তরাদ্ অনভিহিংকৃত্য যান্ বো নরো দেবরজো নিমিম্যুর্ ইতি যজ্জিৎ ॥ ১০॥

অনু.— যে সহানুষ্ঠানে পশুসম্মেত বহু যুগ রয়েছে, (সেখানে যুগ্মজন-সম্পর্কিত) শেষ (অনুবচন) শেষ করে অভিহিংকার না করে ‘যান্’- (৩/৮/৬-১১) ইত্যাদি ছটি মন্ত্র দ্বারা (যুগগুলির) স্তুতি করবেন।

ব্যাখ্যা— ঐক্যদশিন এবং অন্যান্য যে-সব পশুবাগে একই তন্ত্রে অর্থাৎ এক অনুষ্ঠান-মন্ত্রের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার যাগ অনুষ্ঠিত হয় সেই-সব স্থলে বহু পশুকে বহু যুগে বেঁধে রেখে অনুষ্ঠানগুলি করা হয়ে থাকে। ঐ ঐ স্থলে কতানুসময়

অনুসারে শেষ যুগের অঙ্কন, উচ্ছ্রয়ণ এবং পরিব্যয়নের জন্য মন্ত্রপাঠ শেষ হয়ে গেলে (ফা. শ্রী. ৮/৮/১৩ স্ব.) তবেই সুব্রনির্দিষ্ট 'যান্' ইত্যাদি (পাঁচটি অথবা) ছ-টি মন্ত্র দ্বারা হোতা যুগগুলির স্তুতি করবেন। 'বহবঃ' কলাম দুটি পতর সহানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। 'সপশবঃ' কলা থাকার পত ছাড়া অন্যত্র এই নিয়ম চলাবে না। 'কাতনুসমর্যাদিশ্রায়েণেণম্' উচ্যতে, পদার্থানুসময়ে দ্বৈকম্ এবানুবচনং ভবতি' (না.)।

পঞ্চভিন্ন বা ॥ ১১ ॥

অনু.— অথবা পাঁচটি (মন্ত্র) দ্বারা (যুগের স্তুতি করবেন)।

অনন্ত্যাসম্ একে ॥ ১২ ॥ [১১]

অনু.— অন্যেরা (বলেন) আবৃষ্টি (হবে) না।

ব্যাখ্যা— কেউ কেউ বলেন, যুগস্তুতিতে পাঠ্য মন্ত্রগুলির মধ্যে প্রথম ও শেষ মন্ত্রে সামিধেনীর মতো তিনবার করে আবৃষ্টি করতে হয় না।

উক্তম্ অগ্নিমহ্ননম্ ॥ ১৩ ॥ [১২]

অনু.— (পূর্ব-) কথিত অগ্নিমহ্নন (এখানেও করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— বৈশ্বদেব-পর্বে যে অগ্নিমহ্ননের কথা বলা হয়েছে (২/১৬/১-৭ সৃ. স্ব.) তা এখানেও যুগস্তুতির পরে করতে হয়। "তিষ্ঠন্ ন অবাহগ্নিমহ্ননীয়াঃ" শা. ৫/১৫/৪।

তথা ধাত্যে ॥ ১৪ ॥ [১২]

অনু.— দুই ধাত্যা তেমন (হবে)।

ব্যাখ্যা— বৈশ্বদেব-পর্বে সামিধেনীতে যে ধাত্যার কথা বলা হয়েছে তা এখানেও অগ্নিমহ্ননে পাঠ করতে হবে।

কৃতাকৃত্য্ব আজ্যভাগৌ ॥ ১৫ ॥ [১২]

অনু.— (পশুযোগে) দুই আজ্যভাগ করা না-করা (সমান)।

ব্যাখ্যা— কৃতাকৃত = করা এবং না-করা (পা. ২/১/৬০), বিকল্প। পশুযোগে আজ্যভাগ না করলেও চলে। করলে দুই আজ্যভাগের প্রৈবমন্ত্র হবে যথাক্রমে 'হোতা যকদগ্নিমাঙ্কস্য জুবতাং হবির্হোতর্বজ' 'হোতা যকত্ সোমমাঙ্কস্য জুবতাং হবির্হোতর্বজ' (প্রৈবামন্ত্র ২/২, ৩)। প্রসঙ্গত শা. ৫/১৮/৫, ৬ সৃ. স্ব.।

আবাহনে পশুদেবতাত্যো বনস্পতিম্ অনন্তরম্ ॥ ১৬ ॥ [১২]

অনু.— আবাহনে পশুদেবতাদের পরে বনস্পতিকে (আবাহন করবেন)।

ব্যাখ্যা— আবাহনের সময়ে পশুদেবতার নাম উল্লেখ করার পরেই বনস্পতি-দেবতার নাম উল্লেখ করতে হয়। 'আবাহনে' কলাম দর্শপূর্ণ্যাস-স্বাগ থেকে যে যে মন্ত্রগুলি এখানে আসছে সেই আবাহন প্রকৃতি নিগদয়ন্ত্রগুলিতে নাম-উল্লেখের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম, অন্যত্র নয়। ফলে এই পশুযোগে পাঠ্য যে প্রৈবামন্ত্রের সূক্তবাক্যদ্বয় তা দর্শপূর্ণ্যাস থেকে গৃহীত হয় নি বলে ঐ সূক্তবাক্যদ্বয়ে বনস্পতিদেবতার নাম উল্লেখ করতে হবে না। এই বনস্পতিদেবতার উদ্দেশে আবৃষ্টি দেওয়া হয় বিটকৃতের ঠিক আসে। শা. ৫/১৫/৬ সূত্রের নির্দেশও তা-ই।

সংমার্গৈঃ সংমুখ্য প্রবৃত্তাহতীন্ জুহুয়াৎ ॥ ১৭ ॥ [১৩]

অনু.— সংমার্গত্বগুলি দিগে (মুখ) মুখে প্রবৃত্তহোতগুলি করবেন।

ব্যাখ্যা— ‘সংমার্গ’ নামে একগুচ্ছ তৃণ দিয়ে মুখ মুছে (১/৩/৩২ সূ. দ্র.) ‘প্রবৃত্ত্যতি’ নামে ছটি হোম করতে হয়। এই হোমের জন্য পরবর্তী সূ. দ্র।

জুষ্টো বাচে ভূয়াসং জুষ্টো বাচস্পত্যয়ে দেবি বাক্। যদ্ বাচো মধুমত্তমং তস্মিন্ মা ধাঃ সরস্বত্যৈ বাচে
স্বাহা। পুনর্ আদার পঞ্চবিগ্রাহং স্বাহা বাচে স্বাহা বাচস্পত্যয়ে স্বাহা সরস্বত্যৈ স্বাহা
সরস্বতে মহোভ্যঃ সংমহোভ্যঃ স্বাহেতি ॥ ১৮॥ [১৪]

অনু.— প্রথমে ‘জুষ্টো’- (সূ.) এই (মন্ত্রে একটি হোম করবেন), আবার (আজ্যস্থালী থেকে সুবে আজ্য) নিয়ে পাঁচভাগ করে ‘স্বাহা বাচে’, ‘স্বাহা বাচস্পত্যয়ে’, ‘স্বাহা সরস্বত্যৈ’, ‘স্বাহা সরস্বতে’, ‘মহোভ্যঃ সংমহোভ্যঃ স্বাহা’ (মন্ত্রে পাঁচটি হোম হবে)।

ব্যাখ্যা— বিগ্রাহ = ভাগ করে নেওয়া। আহবনীয়ের উত্তর-পশ্চিম দিকে দাঁড়িয়ে আজ্যস্থালী থেকে একবার সুবে আজ্য নিয়ে প্রথমে ‘জুষ্টো’-মন্ত্রে একটি এবং তার পর আবার আজ্য নিয়ে ‘স্বাহা বাচে-’ ইত্যাদি এক একটি মন্ত্রে ঐ আজ্যের এক-পঞ্চমাংশ করে অংশ আচ্ছতি দেবেন। এই আচ্ছতির নাম ‘প্রবৃত্ত্যতি’।

সোম এবৈকে ॥ ১৯॥ [১৫]

অনু.— অন্যেরা (বলেন) শুধু সোমযোগেই (প্রবৃত্ত্যতি করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ‘সোম’ বলায় কেবল সূত্যাগিনেই এই হোম হবে, অন্য দিনে নয়।

প্রশান্তারং তীর্ধেন প্রশাদ্য দশম্ অশ্বৈ প্রযচ্ছদ্ দক্ষিপোত্তরাভ্যং পাবিত্র্যং মিত্রাবরুণয়োব্ধা
বাহুভ্যং প্রশান্তোঃ প্রশিষা প্রযচ্ছামীতি ॥ ২০॥ [১৬]

অনু.— প্রশান্তাকে তীর্ধ দিয়ে (যজ্ঞভূমিতে) প্রবেশ করিয়ে ডান হাত উপরে আছে (এমনভাবে) দুই হাত দিয়ে একে ‘মিত্রা’-(সূ.) এই (মন্ত্রে) একটি দশ দান করবেন।

ব্যাখ্যা— ‘প্রশান্ততীর্ধেন প্রশাদ্য’ বলে প্রৈব দিলে প্রশান্তা অর্থাৎ মৈত্রাবরুণ ‘তীর্ধ’-পথ যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করেন এবং তার পরে হোতা একটি লাঠি নিয়ে নিজের বাঁ হাতের উপরে ডান হাত রেখে সেই লাঠিটি তাঁকে ‘মিত্রা-’ মন্ত্রে দিয়ে দেন। তীর্ধ দিয়েই যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করতে হয়, তবুও সূত্রে ‘তীর্ধেন’ বলায় প্রৈব শেলে তবে মৈত্রাবরুণ তীর্ধ দিয়ে প্রবেশ করবেন, তার আগে নয়। “যজ্ঞমানো মৈত্রাবরুণায় দশং প্রযচ্ছতি”— শা. ৫/১৫/৮; মন্ত্র সেখানে একই, তবে পাঠে একটু ভেদ আছে।

তথ্যযুক্তাত্যাম্ এবৈতরো মিত্রাবরুণয়োব্ধা বাহুভ্যং প্রশান্তোঃ প্রশিষা
প্রতিগৃহ্যাম্যবক্রো বিধুরো ভূয়াসম্ ইতি ॥ ২১॥ [১৭]

অনু.— তেমনভাবে সংযুক্ত দুই (হাত) দিয়েই অপর ‘মিত্রা-’ (সূ.) এই (মন্ত্রে তা গ্রহণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— মৈত্রাবরুণও বাঁ হাতের উপরে ডান হাত রেখে ঐ লাঠিটি নেবেন। লাঠির উপর দিক্টা ডান হাত দিয়ে ধরে তার নীচে বাঁ হাত রাখতে হবে। শা. ৫/১৫/৮, ৯ অনুসারে ঐ ‘মিত্রা-’ মন্ত্রেই প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটিয়ে দশটি গ্রহণ করতে হয়— “তেনৈব মন্ত্রেণ যথার্থং প্রতিগৃহ্য”— শা. ৫/১৫/৯।

প্রতিগৃহ্যোত্তরেণ হোতারম্ অতিব্রজেদ্ দক্ষিণেন দশং হরেন্ ন চানেন
সম্পূর্ণেন্ আশ্বানং বান্যং বা প্রৈষবচনাচ্ ॥ ২২॥ [১৮]

অনু.— (মৈত্রাবরুণ তা) গ্রহণ করে উত্তর দিক্ দিয়ে হোতাকে অতিক্রম করে যাবেন। (কিছু) দশটি নিয়ে

যাবেন (তাঁর) ডান দিকে দিয়ে। (প্রথম) প্রৈষপাঠ না হওয়া পর্যন্ত এই দণ্ড দিয়ে নিজেকে অথবা অন্য (কাউকে) স্পর্শ করবেন না।

ব্যাখ্যা— মৈত্রাবরণ হোতার উত্তর দিক দিয়ে পাশক উত্তর বেদির উত্তর প্রাণির পিছনে হোতৃসদনের ডান দিকে নিজের বসার স্থানে যান। নিজে হোতার বাঁ দিক দিয়ে গেলেও দণ্ডটিকে কিস্ত নিয়ে যান হোতার ডান দিক দিয়ে এবং যতক্ষণ না প্রথম প্রৈষমন্ত্র তিনি নিজে পাঠ করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ দণ্ড নিজের এবং অন্য কোন ঋত্বিকের গায়ে স্পর্শ করাতে নেই।

অন্যান্যাপি যজ্ঞান্যাপযুক্তানি ন বিহারেণ ব্যবোয়াত্ ॥ ২৩॥ [১৯]

অনু.— যজ্ঞের অন্য ব্যবহৃত অঙ্গগুলিকেও যজ্ঞভূমি দ্বারা ব্যবধানগ্রস্ত করবেন না।

ব্যাখ্যা— উপযুক্ত = ব্যবহৃত। বিহার = যজ্ঞভূমি অথবা গমনাগমন। ব্যবোয়াত্ = ব্যবধান করবেন, আড়াল করবেন। যজ্ঞভূমিতে প্রথমে অগ্নি, পরে আহুতি-দ্রব্য ও বৃক্ষ প্রভৃতি উপকরণ এবং তার পরে ঋত্বিকের স্থান। আহুতিদ্রব্য ও উপকরণের ক্ষেত্রে আবার যেটি মুখ্য সেটি সামনে এবং যেটি সৌণ সেটি পিছনে থাকবে। ঋত্বিকদের ক্ষেত্রেও ঠিক তা-ই। শুধু মৈত্রাবরণ, হোতা এবং দণ্ডের ক্ষেত্রেই নয়, যজ্ঞে ব্যবহৃত সমস্ত ব্যক্তি ও পদার্থের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম পালন করলে বিহারের সঙ্গে ব্যবধান ঘটে না। যাতে ব্যবধান না ঘটে তার জন্য সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। এই প্রসঙ্গে ‘হবিষ্পাত্র-বাম্যত্বিজ্ঞাং পূর্বম্ পূর্বম্ অজ্ঞরম্, ঋত্বিজ্ঞাং চ বথাপূর্বম্’ (ক. শ্রৌ. ১/৮/৩১, ৩২) ‘অন্তরাপি যজ্ঞান্যাপি বাহ্যঃ কতরঃ’, ‘ন মন্ত্রবতা যজ্ঞাসেনাধ্যানম্ অভিপরিহরেত্’ (আপ. যজ্ঞ. ২/১৩, ১৪) সূ. দ্র.। সূত্রে ‘অপি’ বলায় আগের সূত্রে যা করতে বলা হয়েছে তা ব্যবধান পরিহার করার জন্যই বলা হয়েছে বলে বুঝতে হবে। ‘উপযুক্ত’ বলায় যাদের বা যেগুলির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে তাঁদের বা সেগুলির ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়।

দক্ষিণো হোতৃসদনাত্ প্রহোঃবহ্নায় বেদ্যাং দণ্ডম্ অবষ্টভ্য ব্রূয়াত্ প্রৈষাণ্ চাদেশম্ ॥ ২৪॥ [২০]

অনু.— এবং হোতৃসদনের ডান দিকে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে বেদিতে দণ্ডটি দৃঢ়ভাবে ধরে (মৈত্রাবরণ অধ্ববুর) নির্দেশে প্রৈষ পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— আদেশ = অধ্ববুর প্রৈষ। নিজ বেদির বাইরে দাঁড়িয়ে দণ্ডটি দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবেন বেদির উপরেই। হোতৃসদন অবস্থিত বেদির বাইরেই। অধ্ববু মৈত্রাবরণকে যখনই প্রৈষ দেবেন মৈত্রাবরণও তখনই ঋক্-সংহিতার প্রৈষাধ্যায় থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্র পাঠ করে হোতাকে প্রৈষ দেবেন (৩/২/৪ সূ. দ্র.)। “প্রৈষা মৈত্রাবরণস্য, সপ্রৈষে চ পুরোহনুবাক্যঃ, তথানুবচনানি, প্রহাণস্ তিষ্ঠন্ দণ্ডে পরাক্রম্য”- শা. ৫/১৬/১-৪— প্রৈষ, প্রৈষের পূর্ববর্তী অনুবাক্য ও অনুবচন মৈত্রাবরণকে পাঠ করতে হয় এবং দণ্ডের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে ঝুঁকেই তা করতে হবে।

অনুবাক্যং চ সপ্রৈষে পূর্বাং প্রৈষাত্ ॥ ২৫॥ [২১]

অনু.— প্রৈষ-সম্মত কর্মে প্রৈষের আগে অনুবাক্যও (তিনিই দাঁড়িয়ে পাঠ করেন)।

ব্যাখ্যা— যেখানেই মৈত্রাবরণকে আহুতির আগে প্রৈষাধ্যায়ের প্রৈষ পাঠ করতে হয়, সেখানেই তাঁকে তার আগে অনুবাক্যও এইভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পাঠ করতে হয়। প্রসঙ্গত ৩/২/৪ সূ. দ্র.।

পর্যগিত্যকমনোতোদীরমানসূক্তানি চ ॥ ২৬॥ [২২]

অনু.— এবং পর্যগিকরণ, স্তোকানুবচন, মনোতা, উদীয়মান (সূক্তও তিনিই দাঁড়িয়ে পাঠ করেন)।

সোম আসীনোহন্যত্ ॥ ২৭॥ [২৩]

অনু.— অন্য (সব কাজ) সোমবাগে তিনি বসে থেকেই (করেন)।

ব্যাখ্যা— সোমযোগেও ঐ প্রৈব, অনুবাক্য, পর্যায়করণ ইত্যাদি কাজগুলি তাঁকে দাঁড়িয়েই করতে হয়। এ ছাড়া অন্যান্য করণীয় কাজগুলি তিনি সেখানে বসে বসেই করে থাকেন।

দ্বিতীয় কণ্ডিকা (৩/২) [প্রবাজ, পর্যায়করণ, উহ]

একাদশ প্রবাজাঃ ॥ ১ ॥

অনু.— (পত্যাগে) এগারটি প্রবাজ।

ব্যাখ্যা— কা. শ্রী. ৬/৭/২৬-২৮ অংশে বলা হয়েছে পত্যাগের অন্তর্গত পুরোডাশযোগের জন্য প্রবাজ প্রভৃতি অঙ্গের বস্ত্র অনুষ্ঠান না করলেও চলে। বিষ্টকৃত, ইড়াভক্ষণ প্রভৃতি অঙ্গের কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ই অনুষ্ঠান হবে।

ডেবার প্রৈবাঃ প্রথমং প্রৈবসূক্তম্ ॥ ২ ॥

অনু.— ঐ (প্রবাজ-)গুলির প্রৈব (হচ্ছে প্রৈবাখ্যায়ের) প্রথম প্রৈবসূক্ত।

ব্যাখ্যা— এগারটি প্রবাজের প্রৈব হচ্ছে সংহিতার প্রৈবাখ্যায়-এর অন্তর্গত প্রথম প্রৈবসূক্তের 'হোতা যক্ষ্ময়িং-' ইত্যাদি বারোটি মন্ত্র। ঐ মন্ত্রগুলি হল— (১) “হোতা যক্ষ্ম অগ্নিঃ সমিধা সুবমিধা সমিধ্বং নাভা পৃথিভ্যাঃ সংগধে বামস্য। বর্ধনং দিব ইতম্পমে বেদ্বাজস্য হোতর্বজ ॥ (২) হোতা যক্ষ্ম তনুনপাতম্ অনিভেগর্ভং ভুবনস্য গোপাম্। মধ্যস্য দেবো দেবেভ্যো দেববানান্ পথো অনন্ত বেদ্বাজস্য হোতর্বজ ॥ (৩) হোতা যক্ষ্মরাশংসং নৃপত্তং নৃঃ প্রপেত্রম্। গোভির্বপাবান্ স্যাদ্ বীরেঃ শতীবান্ রথৈঃ প্রথমযাবা হিরণ্যৈশ্চক্টী বেদ্বাজস্য হোতর্বজ ॥ (৪) হোতা যক্ষ্ম অগ্নির্মীষ ইন্দিভো দেবো দেবী আ যক্ষ্ম দূতো হব্যবাক্তমূরঃ। উপেমং যজ্ঞম্ উপেমং দেবো দেবহৃতিম্ অবতু বেদ্বাজস্য হোতর্বজ ॥ (৫) হোতা যক্ষ্ম বর্হিঃ সুষ্টরীমোর্ষদা অগ্নিন্ যজ্ঞে বি চ প্র চ প্রথতাং স্বাসহং দেবেভ্যঃ। এমেনদ্ অন্য বসবো রুদ্রা আনিত্যাঃ সদ্ভাঃ প্রিয়ম্ ইন্দ্ৰস্যাস্ত বেদ্বাজস্য হোতর্বজ ॥ (৬) হোতা যক্ষ্ম দূর ঋষাঃ কবব্যো কোষথাবনীরুদাতাভির্জিহতাং বি পকোভিঃ প্ররক্তাম্। সুপ্রায়শা অগ্নিন্ যজ্ঞে বি প্ররক্তাম্ ধাতাব্যো বেদ্বাজস্য হোতর্বজ ॥ (৭) হোতা যক্ষ্ম উবাসানস্তা বৃহতী সুগোপস্য নৃঃ পতিভ্যো যোনিং কৃণানে। সংময়মানে ইন্দ্ৰেণ দেবৈরেদং বর্হিঃ সীদতাং বীতাম্ আজ্যস্য হোতর্বজ ॥ (৮) হোতা যক্ষ্ম সৈব্যা হোতার্য মত্ৰো গোতার্য কবী প্রচেতস্য। বিষ্টমদ্যান্যঃ করদ্ ইবা বভিগূর্তমন্য উজ্জা স্বতবসেমং যজ্ঞং দিবি দেবেবু ধন্ত্যং বীতাম্ আজ্যস্য হোতর্বজ ॥ (৯) হোতা যক্ষ্ম তিলো দেবীরপস্যম্ অপত্তম্য অজিহ্মম্ অদ্যেদম্ অপত্তম্যতাম্। দেবেভ্যো দেবীর্দেবম্ অপো বেদ্বাজস্য হোতর্বজ ॥ (১০) হোতা যক্ষ্ম দ্বষ্টারম্ অচিষ্টম্ অপাকং রোভোথং বিপ্রবসং বশোধাম্। পুরুন্নপম্ অকামকর্ণনং সুগোষঃ নৌষঃ স্যাত্ সুবীরো বীরৈর্বেদ্বাজস্য হোতর্বজ ॥ (১১) হোতা যক্ষ্ম বনস্পতিম্ উগাব ব্রহ্মণ্যং বিরো জোষ্টারং শশমন্নরঃ। স্বদাভু বহিভিন্নং কত্বাভ্য দেবো দেবেভ্যো হব্যব্যাড্ বেদ্বাজস্য হোতর্বজ ॥ (১২) হোতা যক্ষ্ম অগ্নিঃ স্বাহাজস্য স্বাহা মেদস্যঃ স্বাহা জোক্তন্যং স্বাহা ব্রাহ্মকৃতীনাং স্বাহা হব্যসুতীনাং। স্বাহা দেবা আজ্যগা জুবাশা অন্ন আজ্যস্য ব্রহ্ম হোতর্বজ ॥”

প্রবাজ মোট এগারটি, প্রৈবমন্ত্র তাহলে বারোটি কেন? এখানেও দর্শপূর্ণমাসের মতোই দ্বিতীয় প্রবাজের ক্ষেত্রে দেবতার বিচ্ছিন্ন আছে বলে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রৈবমন্ত্রের মধ্যে গোত্র অনুযায়ী যে-কোন একটি মন্ত্র পাঠ করতে হয়। মোট তই বারোটি মন্ত্র।

উক্তং দ্বিতীয়ে ॥ ৩ ॥

অনু.— দ্বিতীয় (প্রবাজে আগে বা) বলা হয়েছে (তা এখানেও করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— দর্শপূর্ণমাসের মতোই দ্বিতীয় প্রবাজে গোত্রভেদে তনুনপাত অথবা নরাশংস হবেন দেবতা (১/৫/২৪, ২৫ সূ. ব্র.)।

অধ্বৰ্ণুপ্রৈবিতো মৈত্রাবরণঃ প্রৈবতি প্রৈবৈব হোতারম্ ॥ ৪ ॥

অনু.— অধ্বৰ্ণু কর্তৃক প্রেরিত (হয়ে) মৈত্রাবরণ (হোতাকে প্রৈবসূক্তের) প্রৈব দ্বারা নির্দেশ দেন।

ব্যাখ্যা— প্রথমে অধ্বৰ্ণু মৈত্রাবরণকে প্রৈব দেন। সেই প্রৈব (নির্দেশ) পেয়ে মৈত্রাবরণ আবার হোতাকে প্রৈব দেন। হোতা তখন ঐ প্রৈব পেয়ে তাঁর যা করণীয় তা করেন। কি তাঁর করণীয় তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে।

হোতা বজ্রত্যাগীতিঃ প্রৈবসলিঙ্গতিঃ ॥ ৫ ॥

অনু.— হোতা প্রৈবের সমচিহ্নযুক্ত আত্মী (মন্ত্র-গুণি দ্বারা যাজ্ঞা পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— মৈত্রাবরণ যখন তাঁর প্রৈবে (২নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.) যে দেবতার নাম উল্লেখ করেন হোতা তখন আত্মীসূক্ত সেই বিশেষ দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত ঋকমন্ত্রটিকে প্রযাজ্ঞের যাজ্ঞারূপে পাঠ করেন।

সমিদ্ধো অগ্নিঃ ইতি গুনকানাং জুস্ব নঃ সমিধম্ ইতি বসিষ্ঠানাং সমিদ্ধো অস্ম্যেতি সর্ব্বোভাম্ ॥ ৬ ॥

অনু.— ‘সমিদ্ধো অগ্নিঃ’ (২/৩) গুনকদের, ‘জুস্ব-’ (৭/২) বসিষ্ঠদের, ‘সমিদ্ধো অস্ম্যে’ (১০/১১০) সকলের (আত্মীসূক্ত)।

ব্যাখ্যা— বজ্রমানের গোত্র অনুযায়ী এই তিন আত্মীসূক্তের কোন একটি সূক্ত থেকে মন্ত্র নিয়ে যাজ্ঞা পাঠ করতে হয়। প্রত্যেকটি সূক্তই এগারটি করে মন্ত্র আছে। এক একটি মন্ত্র এক একটি প্রযাজ্ঞের যাজ্ঞা। তৃতীয় সূক্তটিতে নরাশংস দেবতার মন্ত্র নেই বলে বজ্রমানের ঋবিবংশ অনুযায়ী অন্য আত্মীসূক্ত থেকে সেই মন্ত্র ধার নিতে হবে। অগ্নি প্রভৃতির ক্ষেত্রে ধার নিতে হয় ‘জুস্ব-’ সূক্ত থেকেই। এখানে ‘সর্ব্বোভাম্’ বলতে গুনক ও বসিষ্ঠদের ছাড়া অন্য সকলকে বুঝতে হবে। শা. ৫/১৬/৬, ৭ অনুযায়ী অবশ্য নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রেই এই সূক্তটি বিকল্পে প্রযোজ্য, তবে যাঁদের ক্ষেত্রে নরাশংস দেবতা তাঁদের ক্ষেত্রে নিজ গোত্রের নরাশংস মন্ত্রটিই পাঠ করতে হয়।

বধ (ধা) ঋবি বা ॥ ৭ ॥

অনু.— অথবা ঋবি অনুযায়ী (আত্মী হবে)।

ব্যাখ্যা— ৬ নং সূত্রে বলা হয়েছে গুনক ও বসিষ্ঠ ছাড়া অন্য-সব গোত্রের বজ্রমানের ক্ষেত্রে আত্মী হচ্ছে ১০/১১০ সূক্ত, কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে যে, তা না হয়ে বজ্রমানের বংশের ঋবি অনুযায়ীও আত্মী হতে পারে। ঋকসংহিতার মোট দশটি আত্মীসূক্ত আছে। এক একটি সূক্ত এক একটি বিশেষ ঋবিবংশের বজ্রমানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ-বিষয়ে একটি স্লোকও প্রচলিত আছে— “কথাসিরোঃপদ্যাসুনক বিখামিরোঃপ্রিরেব চ। বসিষ্ঠঃ কশ্যপো বান্ধবো জমদগ্নিঃ অথোত্তমঃ ॥” সংহিতায় যে ক্রমে দশটি আত্মীসূক্ত আছে, এই উদ্ধৃত স্লোকে ঠিক সেই ক্রমেই ঋবিদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই এই ঋবিবংশের বজ্রমানের ক্ষেত্রে তাই সেই সেই আত্মীসূক্ত পাঠ করতে হবে অর্থাৎ কশ্যপের ক্ষেত্রে ‘সুসমিদ্ধো’-(১/১৩), কশ্যপজিত অদি-রসূদের ‘সমিদ্ধো অগ্নঃ’ (১/১৪২), অগস্ত্যদের ‘সমিদ্ধো অগ্নঃ’ (১/১৮৮), গুনকদের ‘সমিদ্ধো অগ্নিঃ’ (২/৩), বিখামিরদের ‘সমিধ্’ (৩/৪), অগ্নির ‘সুসমিদ্ধার’ (৫/৫), বসিষ্ঠদের ‘জুস্ব-’ (৭/২), কশ্যপদের ‘সমিদ্ধো বিবতঃ’ (৯/৫), বান্ধবদের ‘ইমাং-’ (১০/৭০) এবং গুনক ও বান্ধব ছাড়া অন্য জমদগ্নিদের অর্থাৎ তৃত্যদের ক্ষেত্রে (১২/১০/১২, ১৩ সূ. দ্র.) ‘সমিদ্ধো অগ্নঃ’ (১০/১১০) হবে আত্মীসূক্ত। এই আত্মীসূক্তগুলি সম্বন্ধে কীথ মন্তব্য করেছেন— “an invaluable proof of the difference of family tradition, which is obscured in the ritual text-books which we have.” (R.P.V.U, pg-255, Reprint)। বাগবজ্ঞের ব্যাগানে যে পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রভেদ বর্তমান ছিল, যে-সব বজ্রিয় গ্রন্থ আমরা পাই তার মধ্যে বা আগ্রহ হারাই রয়েছে, এই আত্মীসূক্তগুলি হচ্ছে তারই এক অমূল্য নিদর্শন। ঐ. ব্রা. ৬/৪ অংশেও ঋবি অনুযায়ী আত্মী পাঠ করার বিধান দেওয়া হয়েছে। “আগ্নিরো প্রযাজ্ঞাযাজ্ঞা বদ্-আৰ্বেরো বজ্রমানঃ”— শা. ৫/১৬/৫। প্রসঙ্গত নি. ৮/৪/১ থেকে ৮/২২/১৪ পর্যন্ত অংশ দ্র.।

প্রজাপত্যে তু জামদগ্ন্যঃ সর্বেষাম্ ॥ ৮ ॥

অনু.— প্রজাপতি-দেবতার (পশুবাগে) কিন্তু সব (যজ্ঞমানেরই ক্ষেত্রে) জমদগ্নির (সূক্তই হবে আত্মী)।

ব্যাখ্যা— জমদগ্নির সূক্ত হচ্ছে ঐ ‘সমিকো-’ (১০/১১০) সূক্ত। চরন এবং অন্যান্য যে-সব বাগে প্রজাপতির উদ্দেশ্যে পশু আশুতি দেওয়া হয় সে-সব স্থলে সকলের ক্ষেত্রেই ঐ সূক্তটি হবে আত্মী। ‘তু’ বলায় বসিষ্ঠ ও শুনকদের ক্ষেত্রেও এ-ই নিয়ম।

দশসূক্তেষু প্রেথিতো মৈত্রাবরুণোহগ্নিরহোতা ন ইতি তুচং পর্যগমেহহা ॥ ৯ ॥

অনু.— দশটি (যাজ্ঞামন্ত্র পাঠ করা) হলে মৈত্রাবরুণ (অধ্ববরুণ দ্বারা) প্রেরিত (হয়ে) পর্যগ্নির জন্য ‘অগ্নি-’ (৪/১৫/১-৩) এই তুচটি পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— দশসূক্তেষু = দশসু + উক্তেষু। আহবনীয় থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে পশুর চার দিকে সেই অঙ্গারটিকে যোৱানোর নাম ‘পর্যগ্নিকরণ’। পশুবাগে প্রযাজ্ঞ মোট এগারটি। আত্মীসূক্তে মন্ত্রও আছে সাধারণত এগারটি। এগারটি মন্ত্র থাকলেও আপাতত দশ প্রযাজ্ঞের দশটি যাজ্ঞামন্ত্র পড়া হলে এবং অধ্বর্যু ‘পর্যগ্নয়ে ক্রিয়মাণায়ানুব্রুতহি’ এই প্রৈষ দিলে মৈত্রাবরুণ দশস্থাতে দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে নির্দিষ্ট তুচটি পাঠ করেন। যদিও তুচটি অনুবচন মন্ত্র, তবুও ১/২/২৯ সূত্রে হোত্রকদের ক্ষেত্রে শুধু শব্দেই অভিহিকারের প্রয়োগ সীমিত করে দেওয়ার ফলে এখানে অভিহিকার হবে না। ‘মৈত্রাবরুণো’ পদটি গ্রহণ করা হয়েছে পরবর্তী সূত্রের প্রয়োজনে। সেখানে যদিও অধ্ববরুণ প্রৈষে বলা হয় ‘উপপ্রৈষ্য হোতর’ তবুও প্রৈষটি পাঠ করবেন হোতা নয়, মৈত্রাবরুণই। ঐ. ব্রা. ৬/৫ অংশেও পর্যগ্নিকরণের জন্য এই তিনটি মন্ত্রই বিহিত হয়েছে। ‘দশভিশ্ চরিত্বা পর্যগ্নয় ইত্যুক্তোহগ্নিঃ হোতা নো অধ্বর ইতি তিস্রোহহা’- শা. ৫/১৬/৮।

অগ্নিগবে প্রৈষ্যোপপ্রৈষ্য হোতর ইতি বোক্তোহজৈদগ্নিরসনদ্ বাজম্ ইতি

প্রৈষম্ উক্তান্তরবেদি দশং নিদধ্যাত্ ॥ ১০ ॥

অনু.— (অধ্বর্যু কর্তৃক) ‘অগ্নিগবে প্রৈষ্য’ অথবা ‘উপপ্রৈষ্য হোতঃ’ বলা হলে ‘অজৈদ-’ (সু.) এই প্রৈষ (মন্ত্র) পাঠ করে (মৈত্রাবরুণ) বেদির মধ্যে দশটি রেখে দেবেন।

ব্যাখ্যা— ‘অজৈদ-’ মন্ত্রটিকে ‘অগ্নিগবে প্রৈষ’ বা ‘উপপ্রৈষ’ বলা হয়। সম্পূর্ণ মন্ত্রটি হল— ‘অজৈদগ্নিরসনদ্ বাজম্ নি দেবো দেবেভ্যো হব্যবাট। প্রাজ্ঞোভির্হিমানো ধেনাভিঃ কল্পমানো, যজ্ঞস্যামুঃ। প্রতিরূপপ্রৈষ হোতর্যব্য দেবেভ্যঃ’ (প্রৈষসূক্ত ২/১)। ‘প্রৈষম্’ পদে একবচন থাকায় এটি একটি অশ্বও প্রৈষ এবং একনিঃশ্বাসেই মন্ত্রটি পড়তে হবে। ঐ. ব্রা. ৬/৫ অংশেও ‘অজৈদ-’ মন্ত্রটি পাঠ করতে বলা হয়েছে। ‘উপপ্রৈষ্য হোতর ইত্যুক্তোহজৈদগ্নিঃ ইত্যুপপ্রৈষম্ আহ’- শা. ৫/১৬/৯। কেউ কেউ অধ্ববরুণ প্রৈষকে ‘অগ্নিগবে প্রৈষ’ এবং মৈত্রাবরুণের প্রৈষকে ‘উপপ্রৈষ’ বলেন।

অগ্নিগুং হোতোহম্ অঙ্গানি দৈবতং পশুম্ ইতি স্বার্থম্ ॥ ১১ ॥

অনু.— (মৈত্রাবরুণের প্রৈষ পেয়ে) হোতা অঙ্গ, দেবতা (এবং) পশুকে অর্থ অনুসারে পরিবর্তন করতে করতে অগ্নিগু (মন্ত্রটিকে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— মৈত্রাবরুণের প্রৈষ পেয়ে হোতা ‘দৈব্যঃ—’ (৩/৩/১ ‘সু. হ্র.) এই ‘অগ্নিগুপ্রৈষ’ নামে মন্ত্র পাঠ করেন। মন্ত্রটির শেষে ‘অগ্নিগু’ শব্দটি আছে বলে মন্ত্রটি ঐ নামেই পরিচিত। শব্দটি অগ্নিরই এক আখ্যা। ঐ মন্ত্রে বিভিন্ন বস্তু প্রয়োজনমত অর্থানুসারে পশুর অঙ্গবাচী শরীর, স্বদ্ব, বপা, বক্ষস, ঞ্শস, বাঘ, মোবন, অসে, অক্ষিহ্না, হ্রোণি, উরু, অতীবান্ এবং বনিচু

শব্দে, দেবতাবাচী মেধপতি শব্দে এবং পশুবাচী মেধ ও ইদম্ (অগ্নি, এনম্, অস্ম্য এই তিন পদে) শব্দে লিঙ্গ ও বচন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে নিতে হয়। পশু দুই অথবা বহু হলে প্রশস্, বাহ্, দোবন্, অসে, অগ্নিহো, হ্রোশি, উরু ও অতীবৎ শব্দে অবশ্য বহুবচনই হবে। প্রৈষাধ্যায়ে সঙ্কলিত এই মন্ত্রটি বস্তুত অয়ীষোমীয় পশুবাগের সঙ্গে যুক্ত। সেখানে দেবতা দু-জন এবং পশু মাত্র একটি বলে দেবতাবাচী শব্দে দ্বিবচন এবং পশুর বিভিন্ন অঙ্গবাচী শব্দে সেই সেই অঙ্গ অনুযায়ী উপবৃত্ত বচন প্রয়োগ করা হয়েছে। অন্য যোগে মন্ত্রটি পাঠ করতে হলে কিন্তু দেবতা ও পশুর সংখ্যা অনুযায়ী সেখানে মন্ত্রে ঐ ঐ শব্দে উচিত পরিবর্তন ঘটাতে হবে। আগের দুটি সূত্র মৈত্রাকরণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলে ১/১/১৪ সূত্র থাকে সন্তোঃ এই সূত্রে আবার ‘হোতা’ পদটির উল্লেখ করা হল। ‘উহন্’ বলার পরে ‘যথার্থম্’ না বললেও চলে, তবুও তা বলে সূত্রকার বোঝাতে চাইছেন যে, অর্থানুসারী যে পরিবর্তন তারই একটি প্রচলিত নাম হচ্ছে ‘উহ’। ‘উক্ত (= উক্তে) উপপ্রৈষেহশ্রিতং হোতা’— শা. ৫/১৬/১০। কেউ কেউ হোতার মন্ত্রটিকে কেবল ‘অগ্নিশু’ নামেই চিহ্নিত করেন।

পুংবন্ মিথুনে ॥ ১২॥

অনু.— স্ত্রী-পুরুষে পুংলিঙ্গের মতো (উল্লেখ করবেন)।

ব্যাখ্যা— কোন যজ্ঞে স্ত্রী এবং পুরুষ দু-রকম পশুই আৰ্হতি দিতে হলে অগ্নিশুমন্ত্রে পশুবাচী শব্দগুলিকে পুংলিঙ্গেই উহ করে পাঠ করবেন। উহ হবে প্রয়োজন অনুযায়ী দ্বিবচনে অথবা বহুবচনে। “পুংবন্ মিথুনেষু সমান্যাম্”— শা. ৬/১/১৩।

মেধগতীম্ ॥ ১৩॥

অনু.— স্ত্রী-দেবতাকে (পুংলিঙ্গের মতো উল্লেখ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অগ্নিশুমন্ত্রে ‘মেধপতি’ শব্দটি দেবতাবাচী বলে মেধগতী বলতে এখানে স্ত্রীদেবতাকে বুঝতে হবে। পশুবাগে স্ত্রী দেবতা হলেও মূলে যেমন আছে তেমনই অর্থাৎ তাঁকে ‘মেধপতি’ শব্দ (৩/৩/১ সূ. ঘ.) দ্বারা উল্লেখ করবেন।

মেধায় বিকল্পঃ ॥ ১৪॥

অনু.— স্ত্রী-পশুতে বিকল্প।

ব্যাখ্যা— যজ্ঞে স্ত্রী-পশু আৰ্হতি দিতে হলে অগ্নিশুমন্ত্রে ‘মেধ’ শব্দে নিজের ইচ্ছামত পুংলিঙ্গ অথবা স্ত্রীলিঙ্গ প্রয়োগ করবেন। স্ত্রীলিঙ্গ প্রয়োগ করলে বলতে হবে ‘মেধা’। শব্দটি পশুকেই বোঝাচ্ছে।

যথার্থম্ উহৰ্ম্ অগ্নিশোর অন্যান্ মিথুনেত্যঃ ॥ ১৫॥

অনু.— ‘অগ্নিশু (মন্ত্রের) পরে স্ত্রী-পুরুষ পশু ছাড়া অন্যান্য অর্থানুসারে (উহ হবে)।

ব্যাখ্যা— অগ্নিশুমন্ত্রের পরে পাঠ্য অন্যান্য মন্ত্রের ক্ষেত্রেও সব শব্দে প্রয়োজনমত অর্থানুসারে উহ অর্থাৎ পরিবর্তন ঘটতে হয়, শুধু অঙ্গবাচী, দেবতাবাচী এবং পশুবাচী শব্দেই উহ করলে চলে না। স্ত্রী ও পুরুষ দু-রকম পশু থাকলে কিন্তু সর্বত্রই ১২ নং সূত্রানুসারে সর্বত্রই শব্দটিকে পুংলিঙ্গেই উল্লেখ করতে হবে।

সর্বেষু বজ্রনিগদেষু ॥ ১৬॥

অনু.— সমস্ত গদ্য (-বহু) নিগদে (-ও উহ হবে)।

ব্যাখ্যা— শুধু পশুবাগেই নয়, সর্বত্রই উক্তভাবে পাঠ সমস্ত গদ্যাক্ষর নিগদমন্ত্রে অর্থানুসারে শব্দের পরিবর্তন ঘটতে হয়।

প্রকৃতি সমর্থনিগমে ॥ ১৭ ॥

অনু.— প্রকৃতিতে সঙ্গত মন্ত্রের (ই বিকৃতিহলে উহ হবে)।

ব্যাখ্যা— প্রকৃতি = মন্ত্রের উৎপত্তিহল। সমর্থ = সঙ্গতিপূর্ণ, অর্থবহ। নিগম = মন্ত্র। বেদে যে কর্ম উপলক্ষে যে মন্ত্রের উৎপত্তি, মন্ত্রের অর্থ যদি সেই কর্মের অন্তের বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, তাহলে বিকৃতিযোগে ভিন্ন পরিস্থিতিতে ঐ মন্ত্রের সংশ্লিষ্ট শব্দগুলিতে অনুষ্ঠায়মান কর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনমত লিঙ্গ, বিভক্তি এবং বচনের পরিবর্তন ঘটতে হবে। যদি উৎপত্তিহলেই অনুষ্ঠায়মান কর্মের সঙ্গে পাঠ্য মন্ত্রের অর্থের কোন সঙ্গতি বুঝে না পাওয়া যায়, তাহলে প্রকৃতি এবং বিকৃতি কোন যোগেই সেই মন্ত্রে কোন উহ করতে হবে না। এই-সব ক্ষেত্রে লক্ষণা বা দোষী বৃত্তি দ্বারা শব্দের সঙ্গে অভিপ্রেত অর্থের সঙ্গতি রক্ষা করতে হয়।

প্রাকৃত্যন্ত্বে মন্ত্রাণাম শব্দাঃ ॥ ১৮ ॥

অনু.— মন্ত্রের শব্দগুলি কিন্তু প্রকৃতিগতই (হবে)।

ব্যাখ্যা— মূলমন্ত্রে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে বিকৃতিযোগে উহহলেও তা ব্যবহার করতে হবে, পরিবর্তন ঘটবে শুধু শব্দটির লিঙ্গে ও বচনে। 'তু' কাল্য বোকা যাচ্ছে উহের প্রয়োগ আমাদের অধীন হলেও এবং মূল মন্ত্রের কোন প্রাপ্তিপদিক যদি একাত্তই বৈদিক প্রয়োগ বলে ব্যাকরণসম্মত না হয় তাহলে বিকৃতিযোগে তার সংস্কারসাধন উচিত হলেও বৃত্তিবিহীন কাজটিই আমাদের করতে হবে, ঐ ব্যাকরণবিহীন বৈদিক শব্দটিই সেখানে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রতিনিধিধ্বনি ॥ ১৯ ॥

অনু.— প্রতিনিধিতেও।

ব্যাখ্যা— প্রতিনিধির হলেও প্রকৃতিযোগ থেকে নেওয়া কোন মন্ত্রের মূল শব্দে কোন পরিবর্তন করা চলবে না। প্রতিনিধি হচ্ছে এক বস্তুর স্থানে অন্য বস্তুর ব্যবহার। সে-ক্ষেত্রেও প্রতিনিধির নাম উল্লেখ করলে চলবে না, মূল মন্ত্রের শব্দটিই প্রয়োগ করতে হবে।

নাতির্ উপমা মেংদো হবির্ ইত্যনুহ্যানি ॥ ২০ ॥

অনু.— নাতি, উপমাবাচী শব্দ, মে, অদো হবিঃ এই (শব্দগুলি) উহযোগ্য নয়।

ব্যাখ্যা— অগ্নিওপ্রেতের উপমাবাচী শব্দগুলি হল 'শ্যেনব্', 'শলা', 'কৃষ্ণা', 'কববা', 'স্নেহপর্ণা' এবং 'উল্লবম্'। পত্ন বৃত্তগুলিই হোক, বিকৃতিযোগে প্রকৃতিযোগ থেকে নেওয়া কোন মন্ত্রে নাতি, উপমাবাচী শ্যেনব্ ইত্যাদি শব্দ, মে এবং অদো হবিঃ পদে কোন পরিবর্তন ঘটতে হয় না।

তৃতীয় কণ্ঠিকা (৩/৩)

[অগ্নিওগ্নৈব পাঠ করার নিয়ম]

দৈব্যাঃ শমিতার আরভক্ষনুত মনুষ্যা উপনরত মেখা দূর আশাসানা মেখপতিভ্যাং মেখম্। প্রান্মা অগ্নিঃ
ভরত জ্বীত বহির্ষেনং মাতা মন্যতামনু পিতানু ভ্রাতা সগর্ভোহনু সখা সমুখ্যঃ। উদীচীনী অস্য
পদো নিখতাত্ সূৰ্যং চতুর্গময়তান্ বাতং প্রাণমথবসুজতাদত্তরিকমসুং দিশঃ যোত্রং পৃথিবীং
শরীরম্। একথাস্য স্বচমাজ্যতাত্ পুরা নাভ্যা অপি শসো বশানুত্খিলতাদত্তরেষোদ্যাপং
বাররম্বাত্। শ্যোনমস্য বকঃ কণুতাত্ প্রণসা বাহু শলা সোমশী কশ্যপেবাসোজিহ্নে
ম্রোশী কবচোরো ব্রেকপর্ণাঙ্গীবস্তা বহুবিশেতিরস্য বহুভ্রমস্তা অনুষ্ঠোক্ত্যাবরতাদ্
গাত্রং গাত্রমস্যানুনং কণুতাত্। উবধ্যাগোহং পার্শ্বিৎ বনতাত্। অত্রা রক্ষঃ
সংসৃজতাত্। বনিষ্ঠুমস্য মা রাবিষ্টোরাকম্ মন্যমানা নেদ বস্তোকে তনয়ে
রবিতা রবজ্জমিতারঃ। অগ্নিগো শমীক্ষং সুশমি শমীক্ষং
শমীক্ষম্ অগ্নিপাও উ অপাপ ॥ ১ ॥

অনু.— ‘দৈব্যাঃ’- (সু.) (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এটি হচ্ছে অগ্নিও বা অগ্নিওগ্নৈব মন্ত্র। এই মন্ত্রে মেখম্ প্রকৃতি শব্দের পরবর্তী ছেটিহিত (১) মোট ন-টি হ্রস্ব
অক্ষরের জন্য ধামতে হয়। য. যে, মন্ত্রে ‘মেখপতি’ দেবতাকে এবং ‘মেখ’ ও ‘ইনম্’ (এনম্, অস্য) শব্দ পতকে বোঝাচ্ছে।
ঐ. ব্রা. ৬/৬, ৭ অংশেও এই মন্ত্রই বিহিত হয়েছে। এখানে আরও য. যে, অক্ষর মৈত্রাবক্ষণকে হ্রস্ব সেন, মৈত্রাবক্ষণ সেন
হ্রোতাকে, হ্রোতা আবার হ্রস্ব সেন শমিতা বা পত্নবাতককে। শা. ৬/১/৫, ৬ অনুযায়ী ‘মেখপতিভ্যাং’, ও ‘মেখম্’ পদে
হ্রয়োজন অনুসারে উহ হবে, কিন্তু বহিঃ, চকুঃ ইত্যাদি পদের ক্ষেত্রে কোন উহ হবে না। শা. ৫/১৭/১-১০ সূত্রেও উক্ত
মন্ত্রটি পাওয়া যায়।

অত্রা রক্ষঃ সংসৃজতাজ্জমিতারোপোপেতুপাংও ॥ ২ ॥

অনু.— (অগ্নিওগ্নৈবের) ‘অত্রা রক্ষঃ সংসৃজতাত্’, ‘শমিতারঃ’, ‘অপাপ’ (শব্দগুলি) উপাংও (বরে উচ্চারণ
করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— অগ্নিওগ্নৈবের সমগ্র সপ্তম অংশটি, অষ্টম অংশে যে ‘শমিতারঃ’ পদ আছে সেইটি এবং নবম বা শেষ অংশের
শেষ পদটি উপাংও বরে পাঠ করতে হয়।

একথা বহুবিশেতির্ ইতি ত্রিঃ ত্রিবহুনাম্ ॥ ৩ ॥

অনু.— দুই ও বহু (পত্নর ক্ষেত্রে অগ্নিওগ্নৈবের) ‘একথা’, ‘বহুবিশেতিঃ’ (এই দুটি পদ) দু-বার (উচ্চারণ
করবেন)।

ব্যাখ্যা— একক পত্নর ক্ষেত্রে হ্রস্বের চতুর্ধ ও পত্নর অংশের এই দুটি পদকে দু-বার করে পাঠ করতে হয়। “একথেকথা
বহুবিশেতিঃ বহুবিশেতির্ ইতি, সমাসেন বা”— শা. ৬/১/১০। পদ-দুটি রয়েছে চতুর্ধ ও পত্নর অংশে।

পুরাত্তর্ ইতি ত্রৈকে ॥ ৪ ॥

অনু.— এবং অন্তেরা (বলেন) ‘পুরা’, ‘অতঃ’ (এই দুই শব্দও যৈবে দু-বার পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— একাধিক পণ্ডর কেবলে কোন কোন মতে অগ্নিশ্রোত্রে এই দুটি শব্দকেও দু-বার পাঠ করতে হয়। এই শব্দদুটি রয়েছে মন্ত্রের ‘একখাস্য স্বচম্—’ এই চতুর্থ অংশে।

অগ্নিখাদি ত্রিণ উচ্চাশ শমিতারো যদত্র সুকৃতং কৃশবখান্দাসু তদ্ যদ্ দুহুতমন্যত্র
তদ্ ইতি অগ্নিত্বা দক্ষিণাবুদ্ আবর্ততে ॥ ৫॥

অনু.— (অগ্নিশ্রোত্রে) অগ্নিও প্রভৃতি (বাকী অংশটুকু) তিনবার বলে ‘শমিতারো—’ (সু.) এই (মন্ত্র) জপ করে ডান দিকে ঘুরবেন (এবং শামিত্রভূমির দিকে পিঠ করে থাকবেন)।

ব্যাখ্যা— অগ্নিশ্রোত্রে ‘অগ্নিগো শমীষং..... অপাশ’ পর্বত নবম অংশটুকু তিনবার উচ্চারণ করে হোতা ‘শমিতারো—’ মন্ত্রটি জপ করবেন। তার পরে তিনি ডান দিকে ঘুরে শামিত্রভূমির দিকে পিঠ করে থাকবেন। ১/১/১১ সূত্রে ব্যাখ্যাস্তি নিষিদ্ধ হয়েছে বলেই এখানে ডান দিকে ঘুরতে বলা হয়েছে। “অগ্নিগো..... অগ্নিগোত ইতি ত্রিঃ পরিধারোপাংশু জপত্যাভাব-পাপশ্চেতি”— শা. ৫/১৭/১০।

মৈত্রাবরুণ চ ॥ ৬॥ [৫]

অনু.— এবং মৈত্রাবরুণ (-ও ডান দিকে ঘুরবেন)।

ব্যাখ্যা— মৈত্রাবরুণ ঋত্বিকও ডান দিকে ঘুরে শামিত্রভূমির দিকে পিঠ করে থাকবেন।

সব্যাবৃতৌ ব্রহ্মযজমানৌ; সংজ্ঞপ্তে পশাব্ আবর্তেত্ন ॥ ৭॥ [৬]

অনু.— ব্রহ্মা এবং যজমান বাঁ দিকে ঘুরে থাকবেন; পশু নিহত হলে (চার জনেই পূর্বাবস্থায়) ঘুরবেন।

ব্যাখ্যা— এতক্ষণ তারা শামিত্রভূমির দিকে পিঠ করেছিলেন। পশুর মুখ বন্ধ করে দুই অণ্ডকোষে মশ-বারো বার সজোরে আঘাত করে অথবা খাস রুদ্ধ করে পশুকে হত্যা করা হয়। এই কর্মের নাম ‘সংজ্ঞপন’। সংজ্ঞপনের পরে সকলেই আবার ঘুরে আগের অবস্থায় ফিরে যাবেন।

চতুর্থ কণিকা (৩/৪)

[স্তোকানুবচন, অস্তিম প্রবাজ, উহের বিচার]

বপায়াং জপ্যমাণায়াং প্রেথিতঃ স্তোকেন্ত্যোহ-স্বাহ জুবহ সপ্রথন্তমসিৎ নো যজন্ ইতি ॥ ১॥

অনু.— বপা পাক করা হতে থাকলে (অর্থবু দ্বারা) নির্দিষ্ট (হয়ে) স্তোকের উদ্দেশে ‘জুবহ-’ (১/৭৫/১), ‘ইমং-’ (৩/২১) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— আগুনে বপা (নাভির দ্বার চার আঙুল নীচের অংশবিশেষ) পাক করা হতে থাকলে আগুনের তাপে বপা থেকে যে নিলু করিত হতে থাকে তার নাম ‘স্তোক’। অর্থবু ‘স্তোকেন্ত্যোহ-স্বাহ’ মন্ত্রে প্রেথ দিলে মৈত্রাবরুণ দণ্ড হতে দাড়িয়ে উচ্চত মন্ত্র এবং সূক্তটি পাঠ করেন। এই পাঠের নাম ‘স্তোকানুবচন’। এ. ব্রা. ৭/২ অংশে এই একই মন্ত্র ও সূক্ত বিহিত হয়েছে। শা. ৫/১৮/১ সূত্রেও ‘জুবহ-’ মন্ত্র ও ‘ইমং-’ সূক্ত বিহিত হয়েছে।

উক্তম্ আদাপদং স্বাহাভ্যুজিত্যঃ ॥ ২॥

অনু.— (আগে যে সূক্ত-) আদাপন কবিত হয়েছে (তা এখন) স্বাহাভ্যুজিত্যের উদ্দেশে (-ও) করতে হবে।

ব্যাখ্যা—শেব প্রবাসের সেবতা বাহ্যিক। দর্শপূর্ণমাসে প্রবাজ উপলক্ষে যে শূক-আদানন অর্থাৎ অকর্যুকে জুহু ও উপহৃত গ্রহণ করাবার কথা বলা হয়েছে (১/৪/১০ সূ. হ্র.) তা এখানে প্রথম প্রবাসের আগে করা হয়েছে। এখন আবার তা শেব প্রবাসের আগেও করতে হবে। শূক-আদানন প্রবাসের জন্যই করতে হয় বলে আভ্যভাগ বা অন্য কোন আত্মতির ক্ষেত্রে তা করা হয় না।

হোতা যক্ষদগ্নিং বাহ্যজ্যাস্ত বাহা মেদস ইতি প্রৈবঃ।

উত্তমাশ্রী বাজ্যা ॥ ৩।।

অনু.—(এই অস্তিম প্রবাসে) ‘হোতা যক্ষদ-’ প্রৈব (এবং) শেব আশ্রী (মন্ত্র হচ্ছে) বাজ্যা।

ব্যাখ্যা—শেব প্রবাসে মৈত্রাকরনের পাঠ্য প্রৈব হল ‘হোতা-’ (৩/২/২ সূত্রের ব্যাখ্যা হ্র.) এবং হোতার বাজ্যা হল আশ্রীসূক্তের শেব মন্ত্রটি। আশ্রী মন্ত্রটি বাজ্যা বলে দর্শপূর্ণমাসের ‘বাহ্যমুং-’ (আ. ১/৫/২৮) মন্ত্রটি এখানে পাঠ করতে হবে না। “বাহ্যকৃতিভ্য ইত্যুক্তো হোতা যক্ষদগ্নিং বাহ্যজ্যাস্ত ইতি প্রৈবতি: আশ্রীশাম্ উত্তমা বাজ্যা” — শা. ৫/১৮/২, ৩।

বপা পুরোডাশো হবিঃ ইতি পশোঃ প্রদানানি ॥ ৪।।

অনু.—বপা, পুরোডাশ, পশু-অঙ্গ এই (হচ্ছে) পশু (যোগের) প্রদান (দ্রব্য)।

ব্যাখ্যা—হবিঃ = পশুযোগের প্রধান আত্মতিদ্রব্য (৩/৬/২ সূ. হ্র.)। পশুযোগে বপা, পুরোডাশ ও পশু-অঙ্গ একসাথে নিয়ে একটি মাত্র আত্মতি দেওয়া হয় না, এই দ্রব্যগুলি দিয়ে তিনটি পৃথক পৃথক যাগ করা হয়। এই যাগগুলিকে বলা হয় ‘প্রদান’। পশুর যে অঙ্গগুলি আত্মতি দেওয়া হয় সেগুলি হল হৃৎপিণ্ড, জিহ্বা, বুক, যকৃৎ, দুটি মূত্রাশয় (বৃক্ক), সামনের দিকের বাঁ পায়ের সব থেকে উপরের অংশ, সেহের দুই পাশ, ডান দিকের শ্রোণি (পিছনের স্কীত অংশ) এবং গুহ্যের এক-তৃতীয়াংশ। বৃত্তিকার মনে করেন, ৩/১/১ সূত্রে ‘পশোঃ’ পদটি থাকলেও এখানে আবার ‘পশোঃ’ বলার অর্থ হবে পশুতে পশুতে। একই দেবতার উদ্দেশ্যে একাধিক পশু আত্মতি দিতে হলে তাই নিবেদনযোগ্য প্রত্যেক পশুর জন্যই পৃথক পৃথক বপা, পুরোডাশ এবং পশু অঙ্গ নিয়ে আত্মতি দিতে হবে। পশুযোগের স্থল অনুষ্ঠানক্রম হচ্ছে এইরকম—দশ প্রবাজ, অগ্নিতপ্রৈব, অস্তিম প্রবাজ, আভ্যভাগ (বিকল্পিত), বপাযোগ, মার্জন, পশুপুরোডাশ, পুরোডাশের বিটকৃত, ইড়াভক্ষণ, মার্জন, মনোভাগাঠ, প্রধান-বাগ বা পশু-অঙ্গের মূল আত্মতি, বসাহোম, কল্মশ্চিবাগ, পশুর বিটকৃত, পশুর ইড়াভক্ষণ, মার্জন, অনুবাজ, সূক্তবাক, সংহাজ্ঞা। পশুপুরোডাশযোগের জন্য বিটকৃত, ইড়াভক্ষণ প্রভৃতি অস্তিমপর্বের অনুষ্ঠানগুলিই পৃথক পৃথক অনুষ্ঠিত হয়, প্রবাজ প্রভৃতির পৃথক অনুষ্ঠান না করলেও চলে, কারণ সেগুলি প্রধানযোগের অঙ্গের জন্য করা হলেও পুরোডাশেও কাজে লাগে— কা. শ্রৌ. ৬/৭/২৬ হ্র.। ‘প্রদান’ শব্দটির জন্য ৩/৭/১ সূ. হ্র.।

তানি পৃথক্ নানাসেবতেষু ॥ ৫।।

অনু.—ঐ (প্রদান)গুলি নানা সেবতার (পশুর) ক্ষেত্রে পৃথক্ (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা—একটিমাত্র সেবতার উদ্দেশ্যে একটিমাত্র পশু আত্মতি দিতে হলে বপা প্রভৃতির নিজ নিজ ভিন্ন ভিন্ন অনুবাক্য এবং বাজ্যা থাকার বপা, পুরোডাশ এবং পশু-অঙ্গের একসাথে নয়, পৃথক পৃথকই অনুষ্ঠান হবে। অনেক সেবতার উদ্দেশ্যে অনেক পশু আত্মতি দিতে হলে, সেখানেও সেবতা পৃথক বলে এক সেবতার বাজ্যা ও অনুবাক্য অপর সেবতার বাজ্যা ও অনুবাক্যের অপেক্ষার পৃথক এবং সেই কারণে কেবল বপাযোগ, পুরোডাশযোগ এবং পশু-অঙ্গের পৃথক অনুষ্ঠানই হবে তাই নয়, প্রত্যেক সেবতার উদ্দেশ্যে একটি করে পৃথক পৃথক বপাযোগ, পুরোডাশযোগ ও হবির্বাগের (পশু-অঙ্গের) অনুষ্ঠান করতে হবে। অনুবাক্য ও বাজ্যের পার্থক্যের কারণে সাধারণ বৃত্তিতেই এই নীতি অনুসরণ করা হবে। এ-বিষয়ে সূত্ররচনার তাই কোন প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু তবুও সূত্র করার সূত্র ভেদে নিশ্চল হতে পারে না। বলে আমাদের বুঝতে হবে যে, সেবতা ভিন্ন হলে তবুই প্রত্যেক সেবতার জন্য বপা, পুরোডাশ ও পশু-অঙ্গের পৃথক অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু সেবতা যদি এক

অর্থাৎ অভিন্ন হন এবং যদি তাঁর উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ড আছতি দিতে হয়, তাহলে কিন্তু প্রত্যেক পণ্ডর প্রৈষ, অনুবাক্য এবং যাজ্ঞা এক বলে সব-কটি পণ্ডর বপার জন্য একটিমাত্র বপাযোগ, সব-কটি পণ্ডর পুরোডাশের জন্য একটিমাত্র পণ্ড পুরোডাশযোগ এবং সব-কটি পণ্ড-অঙ্গের জন্য একটিমাত্র পণ্ড-অঙ্গের যোগই (= প্রধানযোগ) হয়; নিবেদনযোগ্য প্রত্যেকটি পণ্ডর জন্য পৃথক্ পৃথক্ বপাযোগ, পৃথক্ পৃথক্ পণ্ডপুরোডাশযোগ এবং ভিন্ন ভিন্ন পণ্ড-অঙ্গের যোগ করার প্রয়োজন পড়ে না। বৃত্তিকারের মতে সূত্রের এই ব্যতিরেকী বা পরোক্ষ অর্থই আমাদের এখানে গ্রহণ করতে হবে।

মনোতাং চ ॥ ৬॥

অনু.— এবং মনোতা (পৃথক্) হবে।

ব্যাখ্যা— ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ড অর্থাৎ একাধিক দেবতার উদ্দেশ্যে একটি করে পণ্ড আছতি দেওয়া হলে পণ্ড-অঙ্গ বণ্ডিত করার সময়ে পাঠ্য (৩/৬/১ সূ. দ্র.) মনোতা-মন্ত্রও বারে বারে পড়তে হবে। এই মনোতার প্রৈষবাক্যের অর্থ মন (= জীব, অগ্নি)-কে হবিঃ-র সঙ্গে যুক্ত করার জন্য মন্ত্র পাঠ কর। মনোতা তাহলে কার্যত হবির্দ্রব্যেরই বোধক। ৫নং সূত্র অনুযায়ী বহুদেবতার পণ্ডযোগে পৃথক্ পৃথক্ পণ্ড-অঙ্গের আছতি দান করতে হয়। এক দেবতার উদ্দেশ্যে একটি পণ্ডর মনোতামন্ত্র ও পণ্ড-অঙ্গের আছতি হয়ে গেলে তাই অপর এক দেবতার উদ্দিষ্ট পণ্ডর জন্য আবার তা করতে হবে। দ্র. যে, ‘মনো জগাম দূরকম্’ (ঋ. ১০/৫৮/১) মন্ত্রে জীব বা প্রাণকে মন বলা হয়েছে, ‘অহং কৈশানরো ভূত্বা-’ (গীতা ১৫/১৪) শ্লোকে প্রাণ অগ্নিরূপে বর্ণিত হয়েছে এবং ‘অয়ং হোতা-’ (ঋ. ৬/৯/৪-৬) তৃচে অগ্নি, প্রাণ এবং মন সমার্থক। সংজ্ঞানের সময়ে পণ্ডর মন (= প্রাণ) বিলুপ্ত বা অন্তর্হিত হয়। সেই মনের সঙ্গে হবির্দ্রব্য পণ্ডর যোগ আছে বলে মনোতামন্ত্রের মন = অগ্নি = পণ্ডর প্রাণ বা জীব = হবিঃ। পণ্ড পৃথক্ পৃথক্, তাই মনোতাও পৃথক্ পৃথক্।

ন মনোতাবর্তেভ্যেত্যেকে ॥ ৭॥

অনু.— অন্যেরা (বলেন) মনোতা আবৃত্ত হবে না।

ব্যাখ্যা— এই মতে মনোতা শব্দের অর্থ আহবনীয় অগ্নি, কারণ ‘ত্বং ত্বয়ে প্রথমো মনোতা’ এই মনোতামন্ত্রে এবং ‘অগ্নির্বে দেবানাম মনোতা’ এই শ্রুতিবাক্যে মনোতার সেই অর্থই দেখা যাচ্ছে। মনোতার প্রৈষবাক্যে যে ‘হবিঃ’ শব্দ আছে তাও মনোতার কালকে বোঝাতে পারে। মনোতা শব্দের অর্থ অগ্নি বলে যোগের আবৃত্তি হলেও মনোতামন্ত্রের আবৃত্তি হবে না, কারণ আহবনীয় অগ্নি একাধিক নয়, সেই একই। আগ্নের পক্ষের মতো এই পক্ষও যুক্তির ধার সমান বলে, ‘মনোতা বা’ এই একটি সূত্র না করে সমান গুরুত্ব বজায় রাখার জন্য দুটি পৃথক্ সূত্র করা হয়েছে।

তেষাং সলিঙ্গাঃ প্রৈষাঃ ॥ ৮॥

অনু.— ঐ (প্রদান-)গুলির প্রৈষ (দ্রব্য এবং দেবতার) চিহ্নসমেত বর্তমান।

ব্যাখ্যা— প্রৈষাখ্যায়ের দ্বিতীয় প্রৈষসূক্তে বপা, পুরোডাশ ও পণ্ড-অঙ্গের যে প্রৈষগুলি গঠিত রয়েছে সেগুলি একই চিহ্নযুক্ত, একই দেবতার নাম-বিশিষ্ট। প্রদেয় দ্রব্যের নামও সেখানে উল্লিখিত হয়েছে। সেই উল্লেখ থেকে বোঝা যায় কোন মন্ত্র বপা, পুরোডাশ ও হবিঃ এই তিন কর্মের মধ্যে কোন বিশেষ কর্মের প্রৈষ। যে দেবতার উদ্দেশ্যে বপা, পুরোডাশ এবং পণ্ড-অঙ্গ আছতি দেওয়া হবে, প্রৈষগুলিতেও সেই দেবতারই নাম উল্লেখ করতে হবে, প্রকৃতিযোগের মতো অগ্নি-সোমের নাম উল্লেখ করলে চলবে না। ‘তেষাং’ বলায় ৪নং সূত্রে উল্লিখিত বপা, পুরোডাশ এবং (হবিঃ-র =) পণ্ড-অঙ্গের আছতির ক্ষেত্রেই মৈত্রাবরুণ-সম্পর্কিত প্রৈষ পাঠ করতে হয়, আত্মভাগের ক্ষেত্রে নয়। কেউ কেউ অবশ্য আত্মভাগের ক্ষেত্রেও প্রৈষ পাঠ করেন। এই সূত্র থেকে আরও বোঝা যাচ্ছে যে, প্রৈষগুলি সমষ্টিবদ্ধ হওয়ায় যে দেবতার উদ্দেশ্যে (হবিঃ = প্রধানযোগের দ্রব্য =) পণ্ড-অঙ্গ আছতি দেওয়া হয় সেই দেবতার উদ্দেশ্যেই পুরোডাশ আছতি দিতে হয়।

তেষ্মীষোময়োঃ স্থানে বা বা পশুদেবতা ॥ ৯॥

অনু— ঐ (প্রদান-সম্পর্কিত প্রৈষ-)গুলিতে অগ্নি-সোমের স্থানে যে যে পশুদেবতা (আছেন তাঁকে তাঁকে উল্লেখ করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রকৃতিযোগে পশুযোগের দেবতা অগ্নি-সোম। প্রৈষমন্ত্রে তাই অগ্নি-সোমের নাম রয়েছে। বিকৃতিযোগে যিনি বা যাঁরা পশুযোগের দেবতা হন, তাঁদের প্রত্যেকের উদ্দেশে বপা, পুরোডাশ ও পশু-অঙ্গের আর্হতিতে পৃথক্ পৃথক্ প্রৈষ পাঠ করতে হবে এবং ঐ প্রৈষে অগ্নি-সোমের নামের স্থানে বিকৃতিযোগের সেই সেই দেবতার নাম উল্লেখ করতে হবে। যতগুলি দেবতা ততবার প্রৈষমন্ত্রটি পাঠ করতে হবে, একটি প্রৈষেই সকলের নাম উল্লেখ করলে চলবে না। ‘অগ্নীষোময়োঃ স্থানে’ বলে সূত্রকার বোঝাতে চাইছেন যে, অগ্নীষোমীয় পশুযোগই হচ্ছে সকল পশুযোগের প্রকৃতি।

ছাগস্থান উম্নো গৌর মেবোঃবিকো হয়োঃস্থোঃষাদেশে ব্যক্তচোদনাম্ ॥ ১০॥

অনু— বিকৃতিযোগে উল্লেখের ক্ষেত্রে (বিহিত পশুর) স্পষ্ট উল্লেখ (করবেন)— ছাগ (শব্দের) স্থানে উম্ন, গো, মেব, অবিক, হয়, অশ্ব (শব্দ উল্লেখ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অষাদেশ = অনু + আদেশ = পরে উল্লেখ, বিকৃতিযোগে প্রকৃতিযোগে বিহিত (আদেশ) মন্ত্রের আবার (অনু) পাঠ। ব্যক্তচোদনাম্ = প্রকৃতিযোগে বিহিত মন্ত্রের বিকৃতিযোগে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-সমত কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধপূর্ণ করে পাঠ। প্রকৃতিযোগ থেকে আগত বপা, পুরোডাশ এবং পশু-অঙ্গের প্রৈষমন্ত্র বিকৃতিযোগে বিকৃতিযোগের নির্দেশমতই পাঠ করতে হয়। যদি বিকৃতিযোগে বিশেষ কোন নির্দেশ দেওয়া না থাকে এবং সেখানে গো, মেব বা অশ্ব আর্হতি দেওয়া হয় তা হলে প্রকৃতিযোগের মন্ত্রে যেখানে ছাগ শব্দ আছে বিকৃতিযোগে সেখানে যে পশু আর্হতি দেওয়া হচ্ছে সেই পশু অনুযায়ী উম্ন বা গো, মেব বা অবিক, হয় অথবা অশ্ব শব্দের উল্লেখ করতে হয়।

এবং বনস্পতিবিশ্টিকৃতসূক্তবাক্যপ্রৈষে ॥ ১১॥

অনু— বনস্পতিপ্রৈষ, বিশ্টিকৃতপ্রৈষ এবং সূক্তবাক্যের প্রৈষে (-ও) এই-প্রকার (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— বপা, পুরোডাশ এবং পশু-অঙ্গের আর্হতি ক্ষেত্রে যেমন প্রত্যেক দেবতা ও পশুর জন্য পৃথক্ পৃথক্ প্রৈষ পাঠ করতে হয় (৯নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.), বনস্পতিপ্রৈষ, বিশ্টিকৃতপ্রৈষ এবং সূক্তবাক্যপ্রৈষের ক্ষেত্রেও তেমনই বারে বারে প্রৈষ পাঠ করতে হবে। তবে বৈশিষ্ট্য এই যে, এই তিন প্রৈষে আগাগোড়া সম্পূর্ণ প্রৈষ বারে বারে পড়তে হবে না, দেবতা ভিন্ন ভিন্ন হলেও বনস্পতির প্রৈষে ‘যজ্ঞাঃ..... শ্রিয়া ধামানি’, বিশ্টিকৃতের প্রৈষে ‘অয়াট..... অয়াট্’ এবং সূক্তবাক্যের প্রৈষে ‘বল্লমমুখ্য অমুম্’ অংশটুকুর কেবল পুনরাবৃত্তি করতে হয়।

প্রাজাপত্যে দ্ব্যিচ্চিৎসা-সংযুক্তে বায়ব্যং পশুপুরোডাশম্। একে বায়ব্যে প্রাজাপত্যং তেন

পশুদেবতা বর্ষত ইত্য্যচার্হাঃ পুরোডাশতত্প্রধানম্ ॥ ১২॥

অনু— অগ্নিচয়নের সঙ্গে সংযুক্ত প্রাজাপতি-দেবতার (পশুযোগে) কিন্তু বায়ুদেবতার (উদ্দেশে) পশুপুরোডাশযোগ (করবেন)। অন্যেরা বলেন (অগ্নিচয়নে) বায়ুদেবতার (পশুযোগে) প্রাজাপতি-দেবতার (উদ্দেশে) পশুপুরোডাশযোগ (করবেন)। পুরোডাশের পশুপ্রধানতা হেতু আচার্যেরা (বলেন সূক্তবাক্যপ্রৈষে পুরোডাশের দেবতা দ্বারা) পশুদেবতার পরিবর্তন (ঘটে)।

ব্যাখ্যা— অগ্নিচয়নে দীক্ষণীরেষ্টির প্রায় এক বছর আগে একটি পশুযোগ করতে হয়। সেই পশুযোগে পশু-অঙ্গের আর্হতির

সেবতা প্রজাপতি অথবা বায়ু (শা. ৯/২৩/১, ২ দ্র.)। ঐ পত্ন্যাগে আনুষঙ্গিক পত্নপুরুষাভ্যাগের সেবতা কিন্তু যথাক্রমে বায়ু অথবা প্রজাপতি (শা. ৯/২৩/৬, ৭ দ্র.)। প্রকৃতিবাগে পত্ন-অঙ্গের আচ্ছত্তি এবং আনুষঙ্গিক পত্নপুরুষাভ্যাগের সেবতা অঙ্গির এবং তিনি হলেন অগ্নি-সোম ('বদসেবতাঃ পত্নস্ তদসেবত্যং পুরুষাভ্যাগ'— শ. ব্রা. ৩/৮/৩/১)। ফলে সেখানে সূক্তবাক্যে পুরুষাভ্যাগের সেবতার নাম-উল্লেখ দ্বারা পত্ন্যাগের সেবতারই নাম স্বরূপে আসে, পত্নসেবতারই সম্মানবৃদ্ধি ঘটে, সংস্কার সাধিত হয়। অগ্নিচরনে কিন্তু পত্নর সেবতা প্রজাপতি অথবা বায়ু এবং পুরুষাভ্যাগের সেবতা তার ঠিক বিপরীত অর্থাৎ যথাক্রমে বায়ু অথবা প্রজাপতি। সূক্তবাক্যেই পুরুষাভ্যাগের সেবতার নাম-উল্লেখ পত্ন্যাগের সেবতার নাম তাই স্বরূপে আসছে না, মূল পত্ন-অঙ্গের সেবতার পুষ্টি বা সম্মানবৃদ্ধিও ঘটান যাচ্ছে না, কোন সংস্কারও তাই সাধিত হচ্ছে না— এই কথা ভেবে কেউ যেন পুরুষাভ্যাগের সেবতার নাম সূক্তবাক্যেই যাব না সেন। পুরুষাভ্যাগের সেবতা যিনিই হন, পুরুষাভ্যাগ পত্ন্যাগেরই অধীন বলে পুরুষাভ্যাগের সেবতার নাম হ্রৈবে উল্লেখ করলে পত্নসেবতার প্রত্যক অথবা পরোক্ষ স্বরূপ ও সম্মানবৃদ্ধি ঠিকই ঘটবে। অঙ্গের সম্মান অঙ্গীরই সম্মান। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও বলা হয়েছে যে, বায়ুই প্রজাপতি বলে বায়ুর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পুরুষাভ্যাগ প্রজাপতির অলভ্য হয় না ('বদ অন্যসেবত্য উত পত্নস্ ভবতি..... পবমানঃ প্রজাপতিঃ'— ঐ. ব্রা. ১৯/৪)।

পুরুষাভ্যাগনিগমেষু পুরুষাভ্যাগবদ ধবীব্যোজ্যবর্জং যোবাং তেন সমবস্তহোমঃ ॥ ১৩॥

অনু.— যে (আচ্ছত্তিস্রব্যগুলির ক্ষেত্রে) ঐ (পুরুষাভ্যাগব্যবহার) সঙ্গে সম্মিলিত গ্রহণ (ও) হোম (হয় সেগুলির বেলায় মন্ত্রে) পুরুষাভ্যাগের উল্লেখের ক্ষেত্রে আজ্য ছাড়া (ঐ) আচ্ছত্তিস্রব্যগুলিকে পুরুষাভ্যাগের মতো (ই) উল্লেখ করবেন।

ব্যাখ্যা— সমবস্তহোম = ভেঙে নিয়ে একসঙ্গে আচ্ছত্তি। যদি কোন পত্ন্যাগে একই সাথে বহু পত্নর আচ্ছত্তি অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে পত্নভেদে পত্নপুরুষাভ্যাগের স্রব্য পুরুষাভ্যাগ, চর, আজ্য, ধান, করত, পরিবাপ, আম্রিকা ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহলেও বিষ্টকৃতে ঐ পুরুষাভ্যাগ, চর, আজ্য ইত্যাদি স্রব্য একসাথে নিয়ে আচ্ছত্তি দিতে হয়। সে-ক্ষেত্রে পত্নপুরুষাভ্যাগের 'হোতা বাক্স অগ্নিঃ পুরুষাভ্যাগ্য জুবতাং হবির্হোতবর্জ' (৩/৫/১০ সূ. দ্র.) এই বিষ্টকৃৎপ্রবে এবং সূক্তবাক্যেই 'পুরুষাভ্যাগ' শব্দটিকে প্রকৃতিবাগের মতোই পুরুষাভ্যাগ শব্দ দ্বারা উল্লেখ করবেন, চর, আজ্য, ধান ইত্যাদি শব্দ দ্বারা উল্লেখ করবেন না। আজ্যের ক্ষেত্রে অবশ্য আজ্য-শব্দ-সমেত পুরুষাভ্যাগ-শব্দের উল্লেখ করতে হয়— আজ্য-পুরুষাভ্যাগে। সর্বদা হবির্বাগের বিষ্টকৃৎপ্রবে এবং সৌমিক সেবতাদের সূক্তবাক্যেই এই 'হবিন্যায়' দেখা গেছে বলে সূক্তবাক্যে এখানেও সেই নিয়ম অনুসরণ করতে বলেছেন। সেখানে (আজ্যভ্যাগের) কোন প্রশ্ন নেই বলে আজ্যের সম্পর্কে সূচনা যেহেতু পাওয়া যাচ্ছে না, তাই সমবস্তহোমের ক্ষেত্রে আজ্যকে সাক্ষাৎ আজ্য শব্দ দ্বারা উল্লেখ করতে হবে।

মেথো রতীরান্ ইতি পথতিথানে ॥ ১৪॥

অনু.— (মন্ত্রে) মেথ (এবং) রতীরান্ (হচ্ছে) পত্নবাচী (শব্দ)।

ব্যাখ্যা— পত্ন বোঝাতে মেথ, অইন, এনন্ ইত্যাদি এবং রতীরান্ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। ৩/৬/৯ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.।

আদন্ বসত্ করত্ জুবতাম্ অযন্ অগ্রভীন্ অবীকৃতেতি সেবতানাম্ ॥ ১৫॥

অনু.— সেবতাদের (ক্ষেত্রে) বচন অনুযায়ী বলতে হবে) আদন্, বসত্, করত্, জুবতাম্, অযন্, অগ্রভীন্, অবীকৃত।

ব্যাখ্যা— পত্নবিবরক প্রকৃতিবাগে সেবতা অগ্নি-সোম বলে প্রধানবাগ, বন-পতিবাগ এবং সূক্তবাক্যের হ্রৈবে বিবর্তনে আদন্, বসতাম্, করতাম্, জুবতাম্, অযতাম্, অগ্রভীতাম্ এবং অবীকৃতেতাম্ এই পদগুলি উল্লেখ করা হয়। বিষ্টিভাগে সেবতা

একজন হলে একবচনে আদত্, দসত্, করত্, জুযত্, অযত্, অগ্রতীত্, অবীবৃথত্ বলতে হবে। গণসেবতা হলে বলতে হবে আদন, দসন্ জুযতাম্, অযন, অগ্রতীবৃ, অবীবৃথত্।

পঞ্চম কতিকা (৩/৫)

[বণা-মার্জন, পুরোডাশবাগ, অহায়াত্যাগ]

হুতারাং বণায়াং সত্রাকাকশ্ চাত্বালে মার্জয়ন্তে ॥ ১ ॥

অনু.— বণা আচতি দেওয়া হলে ব্রহ্মাসমেত (সকলে) চাত্বালে মার্জন করবেন।

ব্যাখ্যা— বণা প্রভৃতির অনুবাক্য এবং যাজ্ঞার মন্ত্রগুলি পরে ৩/৭/১ সূত্র থেকে বলা হবে। বণার প্রৈষ হল প্রৈষাধ্যায়ের দ্বিতীয় প্রৈষসূক্তের ‘হোতা যক্ষদমীষোমৌ, হাগস্য বণায়া মেদসো জুবেতাং হবির্হোতবর্জ’ এই চতুর্থ মন্ত্রটি। সূত্রে ‘মার্জয়ন্তে’ পদে বহুবচন থাকে সত্ত্বেও ‘সত্রাকাকশ্’ বলায় স্বর্ষেদীর সব স্বত্বিক্কে একসাথে মার্জন করতে হবে, পৃথক্ পৃথক্ মার্জন করলে চলবে না। সোমযোগে দীক্ষণীয়া ইষ্টি থেকে শুরু করে উদয়নীয়া ইষ্টির আগে পর্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠানে কিন্তু ৪/২/৭ সূত্র অনুযায়ী এই মার্জন নিষিদ্ধ। শা. ৫/১৮/১২ অনুসারেও চাত্বালেই মার্জন করতে হয়।

নিধার দণ্ডং মৈত্রাবরুণঃ ॥ ২ ॥ [১]

অনু.— মৈত্রাবরুণ (মার্জন করবেন তাঁর হাতের) দণ্ডটি (বেদিতে) রেখে দিয়ে।

ব্যাখ্যা— ভোক্তানুবচনের সময়ে মৈত্রাবরুণ হাতে দণ্ড নিয়েছিলেন। এখন তিনি দণ্ডটি বেদিতে রেখে দিয়ে মার্জন করেন।

ইদমাণঃ প্র বহত সুমিত্র্যা ন আপ ওবধন্নঃ সন্ত দুর্মিত্র্যাত্তমৈ সন্ত যোহন্নান্
যেষ্টি যং চ বন্নং বিদ্য ইতি ॥ ৩ ॥ [২]

অনু.— ‘ইদমা-’ (১/২৩/২২), ‘সুমিত্র্যা-’ (সু.) এই (মন্ত্রে মার্জন করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ক. শ্রৌ. ৬/৬/২৭ ম.। শা. ৫/১৮/১২ সূত্র অনুযায়ী ‘ইদমা-’ এই ভূতে মার্জন করতে হয়। তবে ঐ সূত্রে ‘সুমিত্র্যা-’ মন্ত্রের কোন উল্লেখ নেই।

এতাবন্ মার্জনং পশৌ ॥ ৪ ॥ [৩]

অনু.— এতটা (-ই) পশুযোগে মার্জন।

ব্যাখ্যা— পশুযোগে মার্জন বলতে এইটুকুই বুঝতে হবে অর্থাৎ উক্ত পশু মন্ত্রে হাত ধরে কেলাই এখানে মার্জন। দর্শপূর্ণাসে যে মার্জনের কথা বলা হয়েছে তা এখানে করতে হয় না। পশুৎকরণ সত্ত্বেও সূত্রে ‘পশৌ’ বলায় পশুযোগেই এই মার্জন, পশুযোগের অন্তর্গত পুরোডাশবাগে কিন্তু দর্শপূর্ণাসের মতোই মার্জন করতে হবে।

তীর্ধেন নিব্রহ্ম্যাসীতাম্ আপুরোডাশজপশাক্ ॥ ৫ ॥ [৪]

অনু.— (বশাযোগের পরে স্বত্বিকেরা) তীর্ধ দিয়ে বাইরে গিয়ে পুরোডাশের পাক না-হওয়া পর্যন্ত (বেদির বাইরে) থাকবেন।

তেন চরিষা বিটকৃজ চরয়ুঃ ॥ ৬ ॥ [৫]

অনু.— ঐ (পুরোডাশ) দ্বারা অনুষ্ঠান করে বিটকৃজ দ্বারা অনুষ্ঠান করবেন।

ব্যাখ্যা— পুরোডাশ নিয়ে পশুপুরোডাশ যাগ করা হয়ে গেলে পুরোডাশের বিষ্টকৃত্ত যাগ করতে হয়। সূত্রে ‘চরিয়্য’ পদটি থাকা সত্ত্বেও আবার ‘চরিয়্যঃ’ বলায় প্রধানযাগের সঙ্গে বিষ্টকৃত্তের পার্থক্য বা ব্যবধানই সূচিত হচ্ছে। ফলে অম্বায়াত্যা (আগন্ত) দেবতাদের প্রবেশ ঘটাতে হলে প্রধানযাগ ও বিষ্টকৃত্তের মাঝেই তা ঘটতে হয় বলে বুঝতে হবে। প্র. যে, পুরোডাশযাগের অনুবাক্য এবং বাজ্য্য মন্ত্র ৩/৭/২ সূত্রে থেকে বলা হবে। পুরোডাশযাগের যাজ্য্যর আগে মৈত্রাবরুণের পাঠ্য প্রৈব হল— “হোতা যক্ষদয়ীষোমৌ পুরোডাশস্য জুবেতাং হবির্হোতর্ভজ” (প্রৈবাধ্যায় ২/৫)। উল্লেখ্য যে, পুরোডাশ ও পশুর অঙ্গযাগগুলির পুনরাবৃত্তি করতে হয় না— “পশুধানি বিভবাদ্ অর্থং সাধয়ন্তি, পুরোডাশঃ বিষ্টকৃত্তসমবায়োহপি”— শা. ৫/১৯/২, ৩।

যদি অম্বায়াত্যানি তৈর্ অগ্নৌ চরিয়্যঃ ॥ ৭ ॥ [৬]

অনু.— কিন্তু যদি অম্বায়াত্যা (দেবতারা থাকেন, তাহলে) তাঁদের (উদ্দিষ্ট দ্রব্যগুলি) দ্বারা (বিষ্টকৃত্তের) আগে আহুতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— পশুপুরোডাশের প্রধানযাগ হয়ে গেলে অম্বায়াত্যা (আগন্ত) দেবতা থাকলে তাঁদের উদ্দেশ্যে আগে আহুতি দিয়ে পরে পশুপুরোডাশযাগের বিষ্টকৃত্ত অংশের অনুষ্ঠান করবেন। এই সূত্রে আবার ‘চরিয়্যঃ’ বলায় অম্বায়াত্যা দেবতাদের উদ্দেশ্যে শুধু আহুতিই দিতে হয়, কিন্তু নিগমন অর্থাৎ আবাহন, প্রযাজ প্রভৃতি নিগদ মন্ত্রে তাঁদের নাম-উল্লেখ ইত্যাদি করতে হয় না। এখানে এই যে আভাসটি পাওয়া যাচ্ছে পরবর্তী সূত্রে তা আরও স্পষ্ট করে তোলা হবে। অম্বায়াতের জন্য ৬/১৪/১৫ ইত্যাদি সূ. প্র.।

ন তু তেবাং নিগমেষনুবৃত্তিঃ ॥ ৮ ॥ [৭]

অনু.— মন্ত্রগুলিতে কিন্তু তাঁদের অনুবৃত্তি (হবে) না।

ব্যাখ্যা— অম্বায়াত দেবতাদের নাম ও দ্রব্যের কোন উল্লেখ কিন্তু আবাহন প্রভৃতি নিগদে করতে হয় না।

নান্যেষাম্ উর্ধ্বম্ আবাহনাদ্ উত্পন্নানাম্ ॥ ৯ ॥ [৮]

অনু.— আবাহনের পরে অবিকৃত্ত অন্যান্যদের নাম (ও কোন নিগদে উল্লেখ করতে হয় (না))।

ব্যাখ্যা— অম্বায়াত ছাড়া অন্য যে-সব দেবতাদেরও আবাহনের পরে আবির্ভাব ঘটে তাঁদেরও নাম (আবাহন এবং) আবাহন-পরবর্তী কোন নিগদে উল্লেখ করতে নেই।

ইত্যাম্ অগ্নৌ পুরুদসং সনিং গোহোতা যক্ষদয়িং পুরোডাশস্য স্বদব্ধ বব্যা সমিষো

দিদীহীতি পুরোডাশবিষ্টকৃত্তঃ ॥ ১০ ॥ [৯]

অনু.— ‘ইত্যাম্-’ (৩/১/২৩), ‘হোতা-’ (সু.), ‘স্বদব্ধ-’ (৩/৫৪/২২) পুরোডাশযাগের বিষ্টকৃত্তের (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— এই তিনটি মন্ত্র বিষ্টকৃত্তের যথাক্রমে অনুবাক্য, প্রৈব এবং বাজ্য্য। ঐ. ব্রা. ৬/৯ অংশেও এই বাজ্য্যমন্ত্রটির উল্লেখ রয়েছে। শা. ৫/১৯/৯, ১০ অনুসারে অনুবাক্য ও প্রৈব এই সূত্রের নির্দেশের সঙ্গে অভিন্ন, কিন্তু বাজ্য্য ১১ নং সূত্র অনুযায়ী ‘অগ্নিঃ-’ (৩/১৭/৪)। প্রৈবমন্ত্রটি এখানে অসম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত হয়েছে। সম্পূর্ণ মন্ত্রটি হচ্ছে ‘হোতা যক্ষদয়িং পুরোডাশস্য জুবেতাং হবির্হোতর্ভজ’। ‘পুরোডাশস্য’ পদের স্থানে প্রয়োজন অনুযায়ী বিকৃতিযোগে ‘পুরোডাশয়োঃ’ অথবা ‘পুরোডাশানাম্’ বলতে হয়।

উর্ধ্বম্ ইডারঃ ॥ ১১ ॥ [১০]

অনু.— ইডার পরে।

ব্যাখ্যা— পত্নপুরোডাশের ইড়া-উপস্থানের পরে পরবর্তী সূত্রে যা বলা হচ্ছে তা করতে হবে। “ইতাম্ উপহৃত্য পত্না চরতি”— শা. ৫/১৯/১২।

ষষ্ঠ কৃত্তিকা (৩/৬)

[মনোতা, প্রধানযাগ, বসাহোম, বনস্পতিযাগ, ষিষ্টকৃত্ত ইড়াভক্ষণ, অনুযাজ, সূক্তবাক্যপ্রৈষ, প্রৈষে উহ, মৈত্রাবরুণের দণ্ডপরিভ্যাগ, হৃদয়শূলের অনুমজ্জণ, সমিত্স্থাপন]

মনোতায়ৈ সংপ্রৈষিতস্ ত্বং হায়ে প্রথম ইত্যাহ্বাহ ॥ ১ ॥

অনু.— মনোতার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে ‘ত্বং’ (৬/১) এই (সূক্ত) পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— পত্নপুরোডাশের ইড়া-উপস্থানের পরে মৈত্রাবরুণ ‘মনোতায়ৈ হবিষোঃবদীয়মানস্যানুব্রতহি (কা. শ্রৌ. ৬/৮/৮ দ্র.) এই শ্রৈষ পেয়ে হাতে দণ্ড ধরে থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ‘ত্বং’ এই মনোতা-সূক্ত পাঠ করেন। পণ্ডর বিশেষ বিশেষ অঙ্গগুলি আহতির জন্য যখন অবদান (= খণ্ডিত) করা হতে থাকে তখন এই সূক্তটি পাঠ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ৬/১০ অংশেও এই সূক্তটিই বিহিত হয়েছে। শা. ৫/১৯/১৩ সূত্রের বিধানও তা-ই।

হবিষা চরতি ॥ ২ ॥

অনু.— প্রধান আর্হতিদ্রব্য দ্বারা যাগ করেন।

ব্যাখ্যা— হবিঃ = প্রধান আর্হতিদ্রব্য— এখানে তা পণ্ডর বিভিন্ন অঙ্গ। প্রধান আর্হতির অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য ৩/৭,৮ খণ্ডে উল্লেখ করা হবে। প্রৈষের জন্য পরবর্তী সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.।

তত্র প্রৈষে করত এবাদীষোমাবেবম্ ইত্যৈতরেয়িণঃ ॥ ৩ ॥

অনু.— ঐতরেয়ীরা (বলেন) মৈত্রাবরুণকে সেখানে প্রৈষে ‘করত এবাদীষোমো’ (হানে) ‘এবম্’ (বলতে হবে)।

ব্যাখ্যা— ঐতরেয়ীদের মতে প্রধানযাগের যাজ্ঞ্যর প্রৈষে ‘এব’ শব্দের স্থানে ‘এবম্’ বলতে হবে। ঐ শ্রৈষমন্ত্রটি হল ‘হোতা যক্ষদগ্নীষোমৌ চ্ছাগস্য হবিষা আভ্যম্ অদ্য মধ্যতো মেদ উদ্ভূতং পুরা হেবোভ্যঃ পুরা পৌরুষেব্য গৃভো যন্তাং নুনং ঘাসে অজ্জাণাং যবসপ্রথমানাম্ সুমত্ক্ষরাণাম্ শতরুদ্রিরাণাম্ অগ্নিযাজ্ঞানাং পীবোপবসনানাং পার্শ্বতঃ শ্রোণিতঃ শিতামত উত্সাদতোহুত্সাদসাদ্ অবজ্ঞানাং করত এবাদীষোমৌ জুবেতাং হবির্হোতর্বজ্জ’ (প্রৈষাধ্যায় ২/৬)। শা. ৬/১/৫ অনুবাদী প্রয়োজন অনুসারে ‘আভ্যম্’ ও ‘যন্তাং’ পড়ে উহ করে বলতে হয় ‘আভত্’, ‘আদন্’, ‘যন্ত’, ‘যসন্ত’।

অন্যত্র বিদেবতান্ মৈত্রাবরুণদেবতে চ ॥ ৪ ॥

অনু.— যুগ্মদেবতা (-বিশিষ্ট পণ্ডযাগ) ছাড়া অন্যত্র এবং মিত্র-বরুণ দেবতা (এমন পণ্ডযাগে) যাগে (এই নিয়ম)।

ব্যাখ্যা— ঐতরেয়ীদের মতে এককদেবতা, মিত্র-বরুণ এই বিশেষ যুগ্ম দেবতা এবং সকল গণদেবতার ক্ষেত্রে যাজ্ঞ্যর প্রৈষে ‘এব’ না বলে ‘এবম্’ বলতে হয়। মৈত্রাবরুণ বলতে এখানে মিত্র-বরুণ এই যুগ্মদেবতার উদ্দিষ্ট পণ্ডযাগকেই বুঝতে হবে। পরবর্তী সূত্রের বৃষ্টি থেকে অবশ্য আমরা জানতে পারি যে, এখানে মৈত্রাবরুণ মানে ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে যার নাম গুরু হয়েছে এমন যে-কোন যুগ্মদেবতা- ‘একদেবতেষু বহুদেবতেষু চ ব্যঞ্জনাদিবিদেবতে চ’। উদাহরণ— এবোজ্জাগ্নী, কিন্তু এবম্ অগ্নিঃ, এবং মিত্রাবরুণৌ, এবং মরুতঃ। “এবেত্যাকরোশ সন্ধানং দেবতানামধেরস্য বরাসেন্ বিদেবতান্য” — শা. ৬/১/১৫।

তথা দৃষ্টত্বাত্ ॥ ৫॥

অনু.— যে-হেতু (প্রৈষে) তেমন দেখা গেছে (সে-হেতু এই নিয়ম)।

ব্যাখ্যা— যে-হেতু যাগের সময়ে ঐ দেবতাদের ক্ষেত্রে প্রৈষে 'এবম্' বলারই রীতি আছে, সে-হেতু তা-ই বলতে হবে এই হল ঐতরেয়ীদের যুক্তি।

প্রকৃত্যা গাণগারিঃ ॥ ৬॥

অনু.— গাণগারি (বলেন প্রৈষটি) স্বাভাবিকভাবে (পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— গাণগারির মতে কিন্তু প্রৈষাধ্যায়ে যেমন পঠিত আছে তেমনভাবেই 'এব' শব্দের উল্লেখ করেই প্রৈষটি পাঠ করতে হবে। কি তাঁদের যুক্তি তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে।

উত্পন্নানাং স্মৃত আত্মায়েহনর্থভেদে নিরর্থো বিকারঃ ॥ ৭॥

অনু.— বেদে উৎপন্ন (মন্ত্রগুলির) অর্থভেদ না (থাকলে) পরিবর্তন (ঘটান) নিরর্থক (বলেই) স্বীকৃত।

ব্যাখ্যা— গাণগারির মতে বিকৃতিযোগে অর্থের কোন পরিবর্তন না ঘটা সত্ত্বেও চিরপ্রচলিত নিত্যপঠিত ঋষিদৃষ্ট মূল মন্ত্রের কোন শব্দে কোন পরিবর্তন ঘটান নিরর্থক বলে বিকৃতিযোগে 'এব' শব্দের স্থানে অকারণে 'এবম্' বলা উচিত নয়। প্রসঙ্গত শা. ৫/১৯/৪ প্র।

যাজ্ঞায়া অন্তর্যার্থটো বসাহোম আরমেত্ ॥ ৮॥

অনু.— (প্রধানযাগের) যাজ্ঞার দুই মন্ত্রার্থের মাঝে বসাহোমের সময়ে থামবেন।

ব্যাখ্যা— প্রধানযাগের যাজ্ঞামন্ত্রের প্রথমার্ধ পর্যন্ত পড়ে থেমে যেতে হয় এবং বসাহোম হয়ে গেলে মন্ত্রের বাকী অর্ধাংশটি পড়তে হয়। পশু-অঙ্গের আচ্ছতির অনুবাক্য এবং যাজ্ঞ্য মন্ত্র ৩/৭/২ সূত্র থেকে বলা হবে। শা. ৫/১৯/১৬ সূত্রেও বসাহোম না-হওয়া পর্যন্ত যাজ্ঞার মাঝে থামতে বলা হয়েছে।

বনস্পতিনা চরন্তি। প্রৈষম্ অভিভো যাজ্ঞ্যানুবাক্যে ॥ ৯॥

অনু.— বনস্পতি (দেবতার) দ্বারা যাগ করবেন। (প্রৈষসূক্তে ঐ) প্রৈষের দু-পাশে অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য (মন্ত্র পঠিত রয়েছে)।

ব্যাখ্যা— প্রধানযাগের পরে হয় বনস্পতিযোগ। প্রৈষাধ্যায়ের দ্বিতীয় প্রৈষসূক্তে বনস্পতিদেবতার যে প্রৈষ মন্ত্র আছে সেই মন্ত্রেরই আগে ও পরে ঐ যাগের অনুবাক্য এবং যাজ্ঞ্য মন্ত্রও সেখানে উল্লিখিত হয়েছে। ঐ দুটিমন্ত্র এখানে যথাসময়ে পাঠ করতে হবে। (ক) অনুবাক্য মন্ত্রটি হল 'দেবেভ্যো বনস্পতে হবীংবি হিরণ্যপর্ণ প্রদিবস্তে অর্থম্। প্রদক্ষিণিদ্ রশনয়া নিযুয় ঋতস্য বক্ষি পথিতী রজিষ্ঠৈঃ।' (খ) যাজ্ঞ্যার প্রৈষমন্ত্র হল— 'হোতা বক্ষন্ বনস্পতিম্ অভি হি পিষ্টতময়া রতিষ্ঠয়া রশনয়াথিত। (যজ্ঞায়েরাজ্যস্য হবিষঃ প্রিয়া ধামানি যত্র সোমস্যাজ্যস্য হবিষঃ প্রিয়া ধামানি) যজ্ঞাঙ্গীষোময়োঽশ্বাগস্য হবিষঃ প্রিয়া ধামানি যত্র বনস্পতেঃ প্রিয়া পাথানি যত্র দেবানাম্ আজ্ঞাপানঃ প্রিয়া ধামানি যত্রাগ্নেহেহুঃ প্রিয়া ধামানি তত্রৈতৎ প্রস্তুত্বোপপস্তুত্বোবোপাবস্তুদ রতীয়াংসম্ ইব কৃত্বী করদ্ এবং দেবো বনস্পতির্জুবতঃ হবির্হোতর্যজ'। (গ) যাজ্ঞ্যমন্ত্র হচ্ছে 'বনস্পতে রশনয়া নিযুয় পিষ্টতময়া বনুনানি বিদ্বান্। বহু দেবত্রা দধিবো হবীংবি প্র চ দাতারম্ অমৃতেষু বোচঃ।' (প্রৈষাধ্যায় ২/৭-৯)। প্রৈষের অন্তর্ভুক্ত হলেও যাজ্ঞ্য নামে প্রসিদ্ধ বলে এই যাজ্ঞ্যটিকে হোতাই পাঠ করবেন, মৈত্রাবরুণ নয়। শা. ৬/১/৫ অনুসারে 'রতীয়াংসম্' পদে প্রয়োজনমত উহ করে বলতে হবে 'রতীয়াংসাব্ ইব' অথবা 'রতীয়াংস ইব'। শা. ৫/১৯/১৮-২০ সূত্রেও মন্ত্রগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে বৃত্তিকারও 'এতৎ' এবং 'রতীয়াংসম্' পদের স্থানে প্রয়োজন অনুসারে লিঙ্গে ও বচনে পরিবর্তন করতে বলেছেন— এতৌ, এতান্, এতে, এতাঃ, রতীয়াংসীং, রতীয়াংসৌ ইত্যাদি।

যত্রায়েরাজ্যস্য হবিষ ইত্যত্রাজ্যভাগৌ ॥ ১০ ॥

অনু.— ‘যত্র-’ (সু.) এই স্থলে দুই আজ্যভাগ (উল্লিখিত হয়েছে)

ব্যাখ্যা— নিরূপণপূর্বক যোগে আজ্যভাগ না করলেও চলে (৩/১/১৫ সু. প্র.)। যদি আজ্যভাগের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, তাহলে বনস্পতি-দেবতার যাজ্যের প্রৈষে প্রধান দেবতার নামের আগে আজ্যভাগের দুই দেবতার নামও ‘যত্র-’ মন্ত্রে উল্লেখ করতে হয়। যে-স্থানে যেভাবে উল্লেখ করতে হয় তা আগের সূত্রের ব্যাখ্যায় উক্ত প্রৈষমন্ত্রে বন্ধনীর মধ্যে নির্দেশ করা হয়েছে।

অয়াব্ অগ্নি অয়ৈর্ আজ্যস্য হবিষ ইতি ষ্টিকৃতি ॥ ১১ ॥

অনু.— ষ্টিকৃতে (প্রৈষে) ‘অয়াব্—’ (সু.) এই (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— আজ্যভাগের অনুষ্ঠান হয়ে থাকলে মৈত্রাবরুণ পণ্ড-অঙ্গের ষ্টিকৃতপ্রৈষে ‘অয়াব্-’ এই মন্ত্রে আজ্যভাগের দুই দেবতার নামও উল্লেখ করবেন। ফলে ষ্টিকৃতের সম্পূর্ণ প্রৈষমন্ত্র হবে— ‘হোতা যাক্দ্ অগ্নি ষ্টিকৃতম্ (অয়াব্ অগ্নিরপ্নেরাজ্যস্য হবিষঃ প্রিয়া ধামান্যাদ্ সোমস্যাজ্যস্য হবিষঃ প্রিয়া ধামান্য) যাক্দ্ অগ্নীষোময়োঃ ছাগস্য হবিষঃ প্রিয়া ধামান্যাদ্ বনস্পতেঃ প্রিয়া পাথংস্যাদ্ দেবানাম্ আজ্যপানাং প্রিয়া ধামানি যাক্দ্ অগ্নেহেহেতুঃ প্রিয়া ধামানি যাক্দ্ স্বং মহিমানম্ আযজতাম্ এজ্য ইষঃ কৃণোতু সো অধ্বরা জাতবেদা জুযতাং হবিহেহেতর্যজ্’ (প্রৈষাধ্যায় ২/১০)। শা. ৫/১৯/২২ প্র.

ইডাম্ উপহুমানুষাজৈশ্চরতি ॥ ১২ ॥ [১১]

অনু.— ইডাকে উপহান করে অনুযাজ দিয়ে অনুষ্ঠান করেন।

ব্যাখ্যা— পণ্ড-অঙ্গের ইডার উপহানের (১/৭/৬ সু. প্র.) পর দর্শপূর্ণমাসের অনুকরণে দক্ষিণাগ্রহণ ইত্যাদির অনুষ্ঠান না করে অনুযাজের অনুষ্ঠান করতে হবে। শা. ৫/১৯/২৪ সূত্রের বিধান ও তা-ই।

তেষাং প্রৈষাস্ তৃতীয়ং প্রৈষসূক্তম্ ॥ ১৩ ॥ [১২]

অনু.— ঐ (অনুযাজ)গুলির প্রৈষ (হচ্ছে) তৃতীয় প্রৈষসূক্ত।

ব্যাখ্যা— প্রৈষাধ্যায়ের তৃতীয় প্রৈষসূক্তটি হল ঐ অনুযাজগুলির প্রৈষ। প্রৈষমন্ত্রগুলি হল যথাক্রমে— (১) “দেবং বর্হিঃ সুদেবং দেবৈঃ স্যাৎ সুবীরং বীরৈর্বজ্রোর্বজ্যোতাক্তোঃ প্রভ্রিয়েতাত্যন্যান্ রায়ান্ বর্হিঃস্বতো মদেম বসুবনে বসুধেয়স্য বেতু যজ। (২) দেবীর্ধারঃ সংঘাতে বিড়ীর্ধামিৎ ছিথিরা ধ্রুবা দেবহুতৌ বতস ঈমেনাস্তরুণা আমিমীয়াৎ কুমারো বা নবজাতো মৈনা অব্যা রেণুককাটঃ প্রণগ্ বসুবনে বসুধেয়স্য ব্যস্ত যজ। (৩) দেবী উষাসানক্তা ব্যাম্নি যজ্ঞে প্রবত্যাহুতাম্ অপি নুনং দেবীর্ধিঃ প্রাযাসিষ্টাং সূত্রীতে সুধিতে বসুবনে বসুধেয়স্য বীতাং যজ। (৪) দেবী জ্যেষ্ঠী বসুধিতী যয়োঃরন্যাযা হেবাংসি যুযবদান্যাবক্দ্বসু বাযাণি যজমানায় বসুবনে.....। (৫) দেবী উজ্জ্বলী ইষম্ উজ্জম্ অন্যাবক্দ্ সন্ধিঃ সগীতিম্ অন্যা নবেন পূর্বং দয়মানা স্যাম পুরাণেন নবং তাম্ উজ্জম্ উজ্জ্বলী উজ্জয়মানে অথাতাং বসু.....। (৬) দেবা দৈব্যা হোতারা গোতারা নেষ্টারা হতাঘশংসাবাভরদ্বসু বসু.....। (৭) দেবীত্ৰিপ্রতিষো দেবীরিত্তা সরস্বতী ভারতী দ্যাং ভারত্যাতিতৈরম্পক্দ্ সরস্বতীমং কুদ্রৈর্জজম্ আবীদ্ ইহেবেন্তয়া বসুমত্যা সধমাদং মদেম বসু.....। (৮) দেবো নরশংসস্ত্রির্ধা বস্তকঃ শতম্ ইদ্ এনং শিতিপৃষ্ঠা আদধতি সহস্রমীম্ প্রবহন্তি মিত্রাবরুণেদ্ অস্য হোত্রম্ অর্হতো বৃহস্পতিজ্যোত্রম্ অশ্বিনাধ্ব্যবং বসু.....। (৯) দেবো বনস্পতির্বর্ধপ্রাযা যুতনির্গিগ্ দ্যাম্ অগ্নোশ্পক্দ্ আভরিক্ মথোনাগ্রাঃ পৃথিবীম্ উপরোণাদৃহীদ্ বসু.....। (১০) দেবং বর্হিবরিত্তীনাং নিবেধাসি প্রচ্যুতীনাং অপ্রচ্যুতং নিকামধরণং পুরুষ্পাহং বশবদ্ এনা বর্হিষাণ্য বর্হিষাভিষ্যাম বসু.....। (১১) দেবো অগ্নিঃ ষ্টিকৃতসূত্রিকা মন্ত্রঃ কবিঃ সত্যমশ্বাযজী হোতা হোতুর্হোতুরাবজীমান্ অগ্নে বান্ দেবান্ অযাড্ যাং অপিত্রৈর্বে তে হোত্রে অমতসত। তাং সসনুবীং হোত্রাং দেবংগমাং লিবি দেবেবু যজম্ এরয়েমং ষ্টিকৃচ্চায়ে হোতাভূর্বসুবনে বসুধেয়স্য নমোবাকে বীহি যজ।”

একাদশেহ ॥ ১৪॥ [১২]

অনু.— এখানে এগারটি (অনুযাজ অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— শা. ৫/১৯/২৪ সূত্রেও এগারটি অনুযাজের কথাই বলা হয়েছে।

প্রাগ্ উক্তমাদ্ দ্বাব্ আবপেত ॥ ১৫॥ [১৩]

অনু.— (বৈশ্বদেব পর্বের) শেষ (অনুযাজের) আগে দুটি (অতিরিক্ত অনুযাজ এখানে) অন্তর্ভুক্ত করবেন।

ব্যাখ্যা— দর্শপূর্ণমাস ও বৈশ্বদেব পর্বের অনুযাজগুলিই এখানে অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে নবম অনুযাজের আগে এখানে আরও দুটি অনুযাজের অনুষ্ঠান করতে হয়। প্রসঙ্গত ২/১৬/১৪, ১৫ সূ. হ্র.। “অষ্টমনবমাব্ অন্তরেণাগচ্ছ” — শা. ৫/২০/৩।

দেবো বনস্পতির্বসুবে বসুধৈর্য্য বেতু। দেবং বর্হিবারিভীনাং বসুবে বসুধৈর্য্য বেদ্বিতি ॥ ১৬॥ [১৩]

অনু.— (এ দুই অনুযাজের যাজ্য) ‘দেবো-’ (সূ.), ‘দেবং-’ (সূ.)।

ব্যাখ্যা— এই দুটি মন্ত্র হচ্ছে ঐ অতিরিক্ত দুটি অনুযাজের যাজ্য। শা. ৫/২০/৪ সূত্রেও ঠিক এই দুটি মন্ত্রই বিহিত হয়েছে।

অনবানং প্রৈষ্যতি। অনবানং যজতি ॥ ১৭॥ [১৪]

অনু.— (মৈত্রাবরুণ) ঋস না নিয়ে প্রৈষ দেবেন। (হোতা) ঋস না নিয়ে যাজ্যপাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— অনুযাজের প্রৈষ এবং যাজ্য দুইই একনিষ্ঠাসে পাঠ করতে হয়। দু-বার ‘অনবানম্’ বলা হল এই কারণে যে, পরবর্তী ১৮ নং সূত্রটি প্রৈষের ক্ষেত্রে নয়, যাজ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অন্তিম অনুযাজের প্রৈষটি তাই দর্শপূর্ণমাসের যাজ্যের মতো নয়, একনিষ্ঠাসেই পাঠ করতে হবে। “অনবানং প্রৈষ্যতি” — শা. ৫/২০/১।

উক্তম্ উক্তমে ॥ ১৮॥ [১৫]

অনু.— শেষ অনুযাজে (যা আগে) বলা হয়েছে (তা-ই করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— দর্শপূর্ণমাসের মতো শেষ অনুযাজের যাজ্য একনিষ্ঠাসে পড়লে চলে, আবার মাঝে ‘অমত্‌সত’ পদের পরে ঋস নেওয়াও যেতে পারে (১/৮/৭ সূ. হ্র.)। পূর্বসূত্রের ‘অনবানং যজতি’ যেন একটি পৃথক্ সূত্র। সেখান থেকে ‘যজতি’ পদটি এখানে অনুবৃত্ত হচ্ছে। তাই প্রৈষ একনিষ্ঠাসে পড়তে হলেও যাজ্যটি সে-ভাবে না পড়ে যথাস্থানে থামলেও চলে। উল্লেখ্য যে, বৃত্তিকার এখানে সূত্রটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দর্শপূর্ণমাসের অনুযাজের সংশ্লিষ্ট সূত্রটি উদ্ধৃত না করে বিন্দুত্ববশত (?) বিষ্টকৃতের সূত্র (১/৬/৮,৯) উল্লেখ করেছেন।

সূক্তবাক্যৈঃ প্রৈষে পূর্বম্নি নিগমে গৃহ্মিত্যজ্যভ্যাসৌ ॥ ১৯॥ [১৬]

অনু.— সূক্তবাক্যের প্রৈষে প্রথম মন্ত্রাংশে ‘গৃহ্মন’ এই (অংশে) দুই আজ্যভাগ (উল্লিখিত হয়েছে)।

ব্যাখ্যা— পশুযাগে আজ্যভাগের অনুষ্ঠান বিকল্পিত। যদি আজ্যভাগের অনুষ্ঠান হয় তাহলে সূক্তবাক্যের প্রৈষে দুই স্থানে আজ্যভাগের দেবতার নাম উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তার মধ্যে প্রথম বারে ‘গৃহ্মন্নয় আজ্যং গৃহ্মন সোমারাজ্যম্’ অংশে তাঁদের উল্লেখ করা হয়। সূক্তবাক্যপ্রবর্তি হল— “অগ্নিম্ অদ্য হোতারম্ অবগীতায়ং যজমানঃ পশ্ণীঃ পচন্ পুরোস্তাশং (গৃহ্মন্নয় আজ্যং গৃহ্মন সোমারাজ্যং) বহ্নন্নরীষোমাজ্যং ছাগং সুপহাদ্ ঐ দেবো বনস্পতির্বসবদ্ (অগ্নয় আজ্যেন সোমারাজ্যেনা-) রীষোমাজ্যং ছাগেনাষস্তাং তং মেদন্তঃ ইতি পচতাগ্রভীষ্টাম্ অবীব্ধেতাং পুরোস্তাশন দ্বাম্ অদ্য অয আর্বেয় ঋষীণাং নগাদ্ অবগীতায়ং যজমানো বহুভ্য আ সংগতেভ্যঃ। এষ মে দেবেব্ বসু বার্বাষকত ইতি তা বা দেবো দেবদানাদ্যদুস্তান্যাম্ আ চ

শাস্ত্রা চ গুরবেষিতশ্চ হোভরসি ভ্রববাচ্যায় প্রেষিতো মানুবাঃ সূক্তবাক্যায় সূক্তা ব্রুহি।” (প্রৈষাধ্যায় ২/১১)। বিকৃতিবাগে ‘পুরোভাশ’, ‘ভং’ ও ‘পুরোভাশেন’ পদে প্রয়োজন অনুযায়ী লিঙ্গ ও বচনে উচিত পরিবর্তন ঘটতে হয়। পুরোভাশ শব্দে অবশ্য বচনেরই পরিবর্তন ঘটে। শা. ৬/১/৫ অনুযায়ী ‘অবজ্ঞাং’, ‘অগ্রভীষ্টাম্’ এবং ‘অবীবৃধেতাং’ পদের স্থানে উহ করে বলতে হয় ‘অবসন্ত’ বা ‘অবত্’, ‘অবসন্’ বা ‘অবন্’, ‘অগ্রভীত্’ বা ‘অগ্রভীতুঃ’ এবং ‘অবীবৃধত’ বা ‘অবীবৃধত’।

বহ্নমমুখ্যা অমুং বহ্নমমুখ্যা অমুং ইতি পশূংশ্ চ দেবতাশ্ চ ॥ ২০ ॥ [১৭]

অনু.— (সূক্তবাক্যপ্রবে) পশুদের এবং দেবতাদের (বারে বারে) ‘বহ্নন্ অমুকের উদ্দেশে অমুককে’, ‘বহ্নন্ অমুকের উদ্দেশে অমুককে’ (বলে নির্দেশ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— বিকৃতিবাগে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতের ভিন্ন ভিন্ন পশু আহুতি দিতে হলে ঐ বাগে মোট যত জন দেবতা, প্রৈষে তাঁদের প্রত্যেকের উদ্দেশে সূক্তবাক্যপ্রবের শুধু ‘বহ্নন্ অমুকের উদ্দেশে অমুককে’ অংশটি পৃথক্ পৃথক্ আবৃত্তি করতে হবে। দেবতার নামটি চতুর্থী এবং পশুর জাতিটিকে দ্বিতীয়া বিভক্তিতে উল্লেখ করতে হয়। যেমন — বহ্নন্ প্রজাপত্যে ছাগং, বহ্নন্ বায়বে মেঘম্ ইত্যাদি। প্রসঙ্গত শা. ৬/১/১৬-১৭ দ্র।

দেবতাশ্ চৈবৈকপশুকাঃ ॥ ২১ ॥ [১৮]

অনু.— এক (-জাতীয়) পশুযুক্ত দেবতাদেরই (নাম সূক্তবাক্যপ্রবে বারে বারে উল্লেখ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যদি ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশে একই জাতের ভিন্ন ভিন্ন পশু আহুতি দেওয়া হয় তাহলে সূক্তবাক্যপ্রবে বার বার ‘বহ্নন্ অমুকের উদ্দেশে অমুককে’ না বলে শুধু ‘অমুকের উদ্দেশে’ (অমুশ্বে) অংশটিই অর্থাৎ দেবতার নামই বারে বারে উল্লেখ করতে হবে। তবে মোট যতগুলি পশু আহুতি দেওয়া হচ্ছে সেই অনুযায়ী পশুবাচী শব্দটিতে দ্বিবচন অথবা বহুবচন হবে। যেমন— বহ্নন্নয়, ইন্দ্রান্নিত্যং ছাগৌ।

পশূংশ্ চৈবৈকদেবতান্ ॥ ২২ ॥ [১৯]

অনু.— একদেবতার পশুগুলিকেই (সেখানে বাবে বারে উল্লেখ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যদি একই দেবতার উদ্দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতের ভিন্ন ভিন্ন পশু আহুতি দেওয়া হয় তাহলেও সূক্তবাক্যপ্রবে বার বার ‘বহ্নন্ অমুকের উদ্দেশে অমুককে’ না বলে শুধু ‘অমুককে’ অংশটিই অর্থাৎ শুধু পশুগুলির জাতিগত নামই পৃথক্ পৃথক্ দ্বিতীয় বিভক্তিতে উল্লেখ করবেন। যেমন— বহ্নন্ প্রজাপত্যেঃখম্ অজং ভূগরং গোবৃগম্। একই দেবতা, কিন্তু একই জাতের ভিন্ন ভিন্ন পশু হলে কোন শব্দই সূক্তবাক্যপ্রবে বারে বারে পাঠ করতে হবে না, শুধু পশুবাচী শব্দে বচনের পরিবর্তন ঘটালেই চলবে। যেমন— বহ্নন্ প্রজাপত্যে ছাগৌ। ২০-২২ নং সূত্র পর্যন্ত যা বলা হল তার সার দাঁড়াচ্ছে তাহলে এই যে, সূক্তবাক্যের প্রৈষমন্ত্রে দেবতা ভিন্ন হলে পৃথক্ পৃথক্ দেবতার নাম, দ্রব্য (পশু) ভিন্নজাতীয় হলে বার বার দ্রব্যের নাম, দুইই ভিন্ন হলে বহ্নন্-সম্বন্ধে দুয়েরই নাম (‘বহ্নন্ অমুকের উদ্দেশে অমুককে’) পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ করতে হয়। একই জাতের একাধিক পশু হলে অবশ্য শুধু বচনের পরিবর্তন ঘটালেই চলে।

উত্তর আজ্যেনেত্যাজ্যভাগৌ ॥ ২৩ ॥ [২০]

অনু.— (সূক্তবাক্যপ্রবের) পরবর্তী (অংশে) ‘আজ্যেন’ হলে দুই আজ্যভাগ (উল্লিখিত হয়েছে)।

ব্যাখ্যা— সূক্তবাক্যপ্রবের দ্বিতীয় অংশে অর্থাৎ ‘অগ্নয় আজ্যেন সোমরাজ্যেন’ হলে আজ্যভাগের দেবতার নাম উল্লিখিত হয়েছে। যদি আজ্যভাগের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তাহলে সূক্তবাক্যে ঐ অংশটি পাঠ করবেন, নতুবা তা বাদ দিতে হবে। প্রসঙ্গত ১৯ নং সূ. দ্র।

অমুখ্যা অমুনেতি পূর্বোশান্তম্ ॥ ২৪॥ [২০]

অনু.— (সূত্রবাক্যে) অমুকের উদ্দেশ্যে অমুক দ্বারা (এই অংশের পাঠ-প্রক্রিয়া) পূর্ববর্তী (সূত্র) দ্বারা বলা হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা— সূত্রবাক্যে ‘অমুখ্যা’ বা ‘অমুকের উদ্দেশ্যে অমুক দ্বারা’ অংশে ২০নং সূত্রে যেমন বলা হয়েছিল সেইভাবে দেবতা এবং দ্রব্যের নাম উল্লেখ করতে হয়। প্রসঙ্গত ১৯ নং সূ. দ্র.

সমাণ্য শৈবম্ অগ্নৌ দশম্ অনুগ্রহরেদ্ অনবভূথে ॥ ২৫॥ [২১]

অনু.— অবভূথবিহীন (অনুষ্ঠানে মৈত্রাবরণ সূত্রবাক্যের) শৈব শেষ করে (ই আহবনীর) অগ্নিতে দশ ফেলে দেবেন।

অবভূথেহন্যত্র ॥ ২৬॥ [২২]

অনু.— অন্যত্র অবভূথে (ফেলে দেবেন)।

ব্যাখ্যা— যে যাগে অবভূথ অনুষ্ঠিত হয় সেই যাগে তিনি দশ অগ্নিতে না ফেলে অবভূথ অনুষ্ঠানের জায়গায় ফেলে দেবেন।

কৃতাকৃতং বেদস্তরনম্ ॥ ২৭॥ [২৩]

অনু.— (বেদিতে) বেদ-স্তরন করা এবং না-করা (সমান)।

ব্যাখ্যা— দর্শপূর্ণমাসে সংহাজপের কিছু আগে হোতাকে বেদস্তরন অর্থাৎ ‘বেদ’ নামে একগুচ্ছ তৃণ থেকে তৃণ নিয়ে গার্হপত্য থেকে আহবনীর পর্যন্ত তা ছড়াতে হয় (১/১১/৮ সূ. দ্র)। এখানে কিন্তু তা না করলেও চলে। পা. ২/১/৬০ দ্র.

তীর্থেন নিব্রহ্মায়াগিপশুকেতনান্যব্যবরক্তো হ্রদয়শূলম্ উপোন্নয়মানম্ অনুমন্ত্রয়েন্নয়ং ছুগসি

যোহস্মান্ ষেষ্টি যং চ বয়ং বিশ্বস্তমতি শোচেতি ॥ ২৮॥ [২৩]

অনু.— (সংহাজপের আগে শামিত্র) অগ্নি ও পশুচিহ্নগুলির মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি না করতে করতে তীর্থ দিয়ে বাহিরে গিয়ে (অধ্বর্যু দ্বারা) প্রোথিতপ্রায় হ্রদয়শূলকে ‘শুগসি-’ (সূ.) এই (মন্ত্রে) অনুমন্ত্রণ করবেন।

ব্যাখ্যা— পশুকেতন = পশুহেদন এবং পশুপাকের চিহ্ন বা উপকরণ। উপোন্নয়মান = যা চালিত বা পরিচালিত করা হচ্ছে। পশুর হৃৎপিণ্ড বরণকাঠের তৈরী চবিশ আঙুল লম্বা একটি শিকে গেঁথে নিয়ে তা শামিত্র অগ্নিতে পাক করা হয়। এই শিকটির নাম ‘হ্রদয়শূল’। পত্নীসংবাজের কিছু পরে অধ্বর্যু যজ্ঞভূমির বাহিরে পূর্ব দিকে গিয়ে ঐ হ্রদয়শূলের মুখ নীচ দিকে রেখে তা নরম মাটিতে পুঁতে দেন। হোতা সংহাজপের আগেই আহবনীর অথবা শামিত্র অগ্নি এবং পশুযাগের উপকরণগুলির মাঝখান দিয়ে না গিয়ে পাশ দিয়ে তীর্থের পথ ধরে যজ্ঞভূমির বাহিরে চলে যান এবং অধ্বর্যু যখন নরম মাটিতে ঐ হ্রদয়শূল পুঁতে ফেলতে থাকেন তখন তিনি (হোতা) ‘শুগসি-’ মন্ত্রে ঐ শূলের উদ্দেশ্যে অনুমন্ত্রণ করেন। বৃত্তিকায়ের মতে ত্রিরাপদে বহুবচন থাকার সকল ঋত্বিককেই এই অনুমন্ত্রণ করতে হয়।

তস্যোপরিষ্টাদ্ অগ উপস্পৃশতি বীপে রাজ্যো বরুণস্য গৃহো মিত্রো হিরণ্যঃ স নো বৃদ্ধততো রাজা
ধাম্নো ধাম্ন ইহ মুঞ্চতু। ধাম্নো ধাম্নো রাজমিত্রো বরুণ নো মুঞ্চ। বদাপো অগ্ন্যা ইতি বরুণেতি
শপামহে ততো বরুণ নো মুঞ্চ। মরি বাপো মোবদীর্হিসীরতো বিশ্বচাতুহেতো বরুণ নো মুঞ্চ।

সুমিত্রা ন আপ ওবধন্ন সৃষ্টিতি চ ॥ ২৯॥ [২৪]

অনু.— তার উপরে ‘বীপে-’ (সূ.), ‘ধাম্নো-’ (সূ.), ‘মরি-’ (সূ.) এবং ‘সুমিত্রা-’ (৩/৫/৩ সূ.) এই (মন্ত্রে) জল স্পর্শ করবেন।

ব্যাখ্যা— হৃদয়শূলের উপরে হাত ধুয়ে নিতে হয়।

অস্পৃষ্টানবেক্ষমাণা অসংস্পৃশস্তঃ প্রত্যায়ন্তঃ সমিখঃ

কুর্বতে ॥ ৩০ ॥ [২৫]

অনু.— (সকলে শূলকে) স্পর্শ না করে (শূলের দিকে) না তাকাতে তাকাতে (পরস্পরকে) স্পর্শ না করে থেকে (যজ্ঞভূমিতে) ফিরে আসতে আসতে সমিৎ (গ্রহণ) করবেন।

ব্যাখ্যা— হোতা, মৈত্রাবরণ এবং ব্রহ্মা হৃদয়শূলকে না স্পর্শ করে, শূলের দিকে না তাকিয়ে এবং নিজেরাও পরস্পরকে স্পর্শ না করে থেকে যজ্ঞভূমিতে আবার ফিরে আসবেন। ফিরে আসার সময়ে সকলেই হাতে সমিৎ নেবেন।

তিবস্ তিব্র একৈক্যঃ ॥ ৩১ ॥ [২৫]

অনু.— এক এক জন তিনটি তিনটি (সমিৎ গ্রহণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ‘একৈক্যঃ’ বলা থাকায় সকলে একসঙ্গে সমিৎ নেবেন না, একজনের নেওয়া শেষ হলে তবে অপরে নেবেন।

অগ্নেঃ সমিদসি তেজোহসি তেজো মে দেহীতি প্রথমাম্। এথোহস্যেধিবীমহীতি দ্বিতীয়াম্।

সমিদসি সমেধিবীমহীতি তৃতীয়াম্ ॥ ৩২ ॥ [২৬]

অনু.— ‘অগ্নেঃ-’ (সূ.) এই (মন্ত্রে) প্রথম, ‘এথো-’ (সূ.) এই (মন্ত্রে) দ্বিতীয়, ‘সমি-’ (সূ.) এই (মন্ত্রে) তৃতীয় (সমিৎকে গ্রহণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এখন যে ক্রমে সমিৎগুলি নেওয়া হচ্ছে অভ্যর্থনের সময়ে ঠিক সেই ক্রমেই সেগুলিকে অগ্নিতে হৃদয়শূল করতে হবে— ৩৪ নং সূ. দ্র।

এত্য়োপতিষ্ঠন্ত আপো অদ্যাধচারিবন্ ইতি ॥ ৩৩ ॥ [২৭]

অনু.— (যজ্ঞভূমিতে ফিরে) এসে ‘আপো-’ (১/২৩/২৩) এই (মন্ত্রে) আহবনীয় অগ্নিকে) উপস্থান করবেন।

ব্যাখ্যা— তিন জনকেই উপস্থান করতে হবে।

ততঃ সমিথোহভ্যাদখতি যথানুষ্ঠীতম্ অগ্নেঃ সমিদসি তেজোহসি তেজো মেহদাঃ স্বাহা সোমস্য সমিদসি
দুরিষ্টৈর্মা পাহি স্বাহা। পিতৃণাং সমিদসি মৃত্যোর্ম পাহি স্বাহেতি ॥ ৩৪ ॥ [২৭]

অনু.— তার পর বেমন (ক্রমে সমিৎ) নেওয়া হয়েছে (ঠিক তেমন ক্রমেই) ‘অগ্নেঃ-’ (সূ.), ‘সোমস্য-’ (সূ.), ‘পিতৃণাং-’ (সূ.) এই মন্ত্রে সমিৎগুলিকে (আহবনীয় অগ্নিতে) হৃদয়শূল করবেন।

ব্যাখ্যা— তিন জনেরই উপস্থান শেষ হলে তবে সমিৎ-হৃদয়শূল শুরু করতে হয়। তিন জনে একসঙ্গে অগ্নিতে সমিৎ হৃদয়শূল করবেন না। যিনি আগে সমিৎ নিয়েছেন তিনি আগে, যিনি পরে নিয়েছেন তিনি পরে সমিৎ হৃদয়শূল করবেন। তা ছাড়া প্রত্যেকে যে সমিৎটি আগে হাতে নিয়েছিলেন সেটিকে আগে, যেটিকে পরে নিয়েছিলেন সেটিকে পরে অগ্নিতে হৃদয়শূল করবেন। প্রত্যেকটি সমিৎ তিন তিন মন্ত্রে হৃদয়শূল করতে হয়। এই কর্মের নাম ‘পাতক সমিৎস্থান’ বা ‘অভ্যর্থন’।

ততঃ সংহাজপঃ ॥ ৩৫ ॥ [২৮]

অনু.— তার পর (হবে) সংহাজপ।

ইতি পশুতন্ত্রম্ ॥ ৩৬ ॥ [২৮]

অনু.— এই (হল) পশুযোগের অনুষ্ঠানপদ্ধতি।

ব্যাখ্যা— এটি কোন এক বিশেষ পশুযোগের নয়, সকল পশুযোগের সাধারণ সমগ্র অনুষ্ঠান-পরম্পরা।

সপ্তম কণিকা (৩/৭)

[একাদশিন পশুযোগের অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য]

প্রদানানাম্ উক্তাঃ প্রৈষাঃ ॥ ১ ॥

অনু.— প্রদানগুলির প্রৈষ (আগে) বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— বণা, পুরোডাশ এবং পশু-অঙ্গের আত্মত্ব কি কি প্রৈষ মৈত্রাবরূপকে পাঠ করতে হয় তা আগেই বলা হয়েছে। বিকৃতিযোগে কোথাও বিশেষ প্রৈষ, অনুবাক্য এবং যাজ্ঞ্যর উল্লেখ থাকলেও প্রদানের ক্ষেত্রে প্রৈষ হবে কিন্তু ঐ পূর্বোক্ত মন্ত্রগুলিই।

তেষাং যাজ্ঞ্যানুবাক্যাঃ ॥ ২ ॥

অনু.— ঐ (প্রদানগুলির) অনুবাক্য এবং যাজ্ঞ্য (এ-বার বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— ‘ইতি পশবঃ’ (৩/৮/১৯ সূ. প্র.) সূত্র পর্যন্ত যে যে পশুযোগের উল্লেখ করা হয়েছে সেই সেই পশুযোগেরই বণা, পুরোডাশ ও পশু-অঙ্গের আত্মত্বের অনুবাক্য এবং যাজ্ঞ্য মন্ত্র এ-বার বলা হচ্ছে।

সর্বেষাম্ অগ্নেহ্নেহ্নেহ্নুবাক্যান্ ততো যাজ্ঞ্যাঃ ॥ ৩ ॥

অনু.— সব (প্রদানগুলিরই) আগে আগে অনুবাক্য, তার পরে যাজ্ঞ্য (মন্ত্র বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— ‘ততো যাজ্ঞ্যাঃ’ না বললেও চলত, তবুও তা বলায় বুঝতে হবে যে কেবল এখানে নয়, সর্বত্রই যেগুলি আগে বলা হয়েছে সেগুলি অনুবাক্য এবং যেগুলির উল্লেখ পরে করা হয়েছে সেগুলি হচ্ছে যাজ্ঞ্য। “ত্বিস্ ত্বিস্ পূর্বা পুরোহ্নুবাক্যা বণায়াঃ পুরোডাশস্য পশোন্ ত্বিস্ ত্বিস্ উত্তরা যাজ্ঞ্যাঃ”— শা. ৬/১১/১২।

দৈবতেন পশুনানাম্ ॥ ৪ ॥

অনু.— দেবতা দ্বারা পশুর বিভিন্নতা (বুঝতে হবে)।

ব্যাখ্যা— যে যে অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য মন্ত্রের উল্লেখ করা হচ্ছে সেগুলির দেবতা ভিন্ন ভিন্ন। দেবতার ভিন্নত্ব দেখেই বুঝতে হবে যে ঐ মন্ত্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন পশুযোগের মন্ত্র। ভিন্ন ভিন্ন পশুযোগে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা বলে অনুবাক্য এবং যাজ্ঞ্যও ভিন্ন ভিন্ন।

অগ্নে নর সুপথা রাগে অশ্বান্ ইতি যে পাহি নো অগ্নে পানুভিরজ্যৈঃ প্র বঃ ওজসর ভানবে তরবঃ বথা
বিত্র্যয় বনুবো হবির্ভিঃ প্র কারবো মননা বচ্যমানাঃ ॥ ৫ ॥

অনু.— (অগ্নিদেবতার পশুযোগে অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য) ‘অগ্নে-’ (১/১৮৯/১,২) ইত্যাদি দুটি মন্ত্র, ‘পাহি-’ (১/১৮৯/৪), ‘প্র-’ (৭/৪/১), ‘যথা-’ (১/৭৬/৫), ‘প্র কারবো-’ (৩/৬/১)।

ব্যাখ্যা— প্রথম তিনটি মন্ত্র যথাক্রমে বগা, পুরোডাশ এবং পশু-অঙ্গের আহুতির অনুবাক্য এবং পরবর্তী তিনটি মন্ত্র যথাক্রমে ঐ তিনটি আহুতিরই যাজ্ঞ্য। পরবর্তী সূত্রগুলির ক্ষেত্রেও এই একই ক্রম অনুসরণ করা হচ্ছে বলে বুঝতে হবে।
শা. ৬/১০/১ সূত্রের সঙ্গে আংশিক মিল রয়েছে। বিহিত মন্ত্রগুলি সেখানে ১/১৮৯/১-৩; ১০/৮/৬; ৭/৪/১; ৩/৬/১।

একা চেতচ্ সরস্বতী নদীনামুত স্যা নঃ সরস্বতী জুবাণা সরস্বত্যতি নো নেষি বস্যাঃ প্র কোদসা
ধারসা সন্ন এবা পাবীরবী কন্যা চিত্রায়ুর্যন্তে জনঃ শশরো যো ময়োদুঃ ॥ ৬॥

অনু.— (সরস্বতী-সেবতার পশুযোগে অনুবাক্য এবং যাজ্ঞ্য) ‘একা-’ (৭/৯৫/২), ‘উত-’ (৭/৯৫/৪), ‘সর-’ (৬/৬১/১৪); ‘প্র-’ (৭/৯৫/১), ‘পাবী-’ (৬/৪৯/৭), ‘যন্তে-’ (১/১৬৪/৪৯)।

ব্যাখ্যা— শা. ৬/১০/২ অনুযায়ী ঋ. ৫/৪৩/১১; ১০/১৭/৭; ৬/৬১/১৪; ৬/৪৯/৭; ৭/৯৫/১, ৭।

ত্বং সোম প্র চিকিত্তো মনীষেতি হে ত্বং নঃ সোম বিধতো বরোধা যা তে ধামানি দিবি যা
পৃথিব্যামবাস্তহং যুতসু প্তনাসু পশ্চিং যা তে ধামানি হবিষা যজন্তি ॥ ৭॥

অনু.— (সোমদেবতার পশুযোগে) ‘ত্বং সোম-’ (১/৯১/১, ২) ইত্যাদি দুটি, ‘ত্বং নঃ-’ (৮/৪৮/১৫); ‘যা-’ (১/৯১/৪), ‘অবাস্তহং-’ (১/৯১/২১), ‘যা-’ (১/৯১/১৯)।

ব্যাখ্যা— শা. ৬/১০/৩ অনুসারে ঋ. ১/৯১/১, ২২, ২০, ৪, ২১, ১৯।

১

যান্তে পূষমাবো অস্তঃ সমুদ্র ইতি হে পূষেমা আশা অনু বেদ সর্বাঃ শুক্রং তে অন্যাদ্ যজন্তঃ
তে অন্যচ্ প্রগথে পথামজনিষ্ট পৃষা পথম্পথঃ পরিপত্তিং বচস্যা ॥ ৮॥

অনু.— (পূষাদেবতার যোগে) ‘যান্তে-’ (৬/৫৮/৩, ৪) ইত্যাদি দুটি, ‘পূষেমা-’ (১০/১৭/৫); ‘শুক্রং-’ (৬/৫৮/১), ‘প্র-’ (১০/১৭/৬), ‘পথ-’ (৬/৪৯/৮)।

ব্যাখ্যা— ঋ. ১০/১৭/৫, ৬; ৬/৪৯/৮; ৬/৫৮/১, ৩, ৪— শা. ৬/১০/৪।

বৃহস্পতে যা পরমা পরাবদ্ ইতি হে বৃহস্পতে অতি যদর্ষো অর্হাত্ তমুদ্বিরা উপ বাচ্য
সচক্রে সং ঋং স্ততোঽবনরো নরস্তোবা পিত্রে বিশ্বদেবার বৃক্ষে ॥ ৯॥

অনু.— (বৃহস্পতির যোগে) ‘বৃহ-’ (৪/৫০/৩, ৪) ইত্যাদি দুটি, ‘বৃহ-’ (২/২৩/১৫); ‘তমু-’ (১/১৯০/২), ‘সং-’ (১/১৯০/৭), ‘এবা-’ (৪/৫০/৬)।

ব্যাখ্যা— ঋ. ৭/৯৭/২; ৫/৪৩/১২; ৭/৯৭/৭; ৬/৭৩/৩; ৪/৫০/৫; ৭/৯৭/৪— শা. ৬/১০/৫।

বিধে অদ্য মরুতো বিশ্ব উত্যা নো সেবানামুপ বেধু শংস আ নো বিশ্ব আক্কা গমন্ত সেবা বিধে সেবাঃ
শৃণুতেমং হবং মে যে কে চ জমা মহিনো অহিমারা অগ্নে বাহি দৃত্যং যা রিবশ্যঃ ॥ ১০॥

অনু.— (বিশ্বদেবগণের যোগে) ‘বিধে-’ (১০/৩৫/১৩), ‘আ নো সেবা-’ (১০/৩১/১), ‘আ নো বিশ্ব-’ (১/১৮৬/২); ‘বিধে-’ (৬/৫২/১৩), ‘যে-’ (৬/৫২/১৫), ‘অগ্নে-’ (৭/৯/৫)।

ব্যাখ্যা— ঋ. ১০/৩৫/১৩, ১৪; ৬/৫২/১৩, ১৫; ৭/৩৯/৪; ৬/৫২/১৭— শা. ৬/১০/৬।

ইন্দ্ৰং নরো নেমধিতা হবন্ত ইতি তিস উরুং নো লোকমন্ নো বিধান
প্র সসাহিবে পুরুহুত শব্দন্ স্বত্তয়ে বাজিতিষ্ঠ প্রসেতঃ ॥ ১১ ॥

অনু.— (ইন্দ্ৰের যাগে) 'ইন্দ্ৰং-' (৭/২৭/১-৩) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র); 'উরুং-' (৬/৪৭/৮), 'প্র-' (১০/১৮০/১), 'স্বত্তয়ে-' (৩/৩০/১৮)।

ব্যাখ্যা— ঋ. ৭/২৭/১, ৩; ১০/১৮০/৩; ৬/৪৭/৮; ৭/২৪/৪; ৬/১৯/৯— শা. ৬/১০/৭।

গুতী বো হব্য মরুতঃ গুতীনাং নু তিরং মরুতো বীরবন্তমা বো হোতা জোহবীতি সন্তঃ প্র
চিহ্নমৰ্কং গৃপতে তুরামারা ইবেদচরমা অহেব যা ষ শর্ম শশমানায় সন্তি ॥ ১২ ॥

অনু.— (মরুতগণের যাগে) 'গুতী-' (৭/৫৬/১২), 'নু-' (১/৬৪/১৫), 'আ-' (৭/৫৬/১৮); 'প্র-' (৬/৬৬/৯), 'অরা-' (৫/৫৮/৫), 'যা-' (১/৮৫/১২)।

ব্যাখ্যা— ঋ. ৫/৫৭/৭, ৮; ৭/৫৬/১২; ৫/৫৮/৫; ১/৮৫/১২; ৫/৫৫/১০— শা. ৬/১০/৮।

আ ব্রহ্মণা ব্রহ্মভিঃ শুশ্রৈরা ভরতং শিক্তং বহুবাহু উভা বামিত্রায়ী আহবীষ্যে শুচিং নু স্তোমং
নবজাতমদ্য গীর্ভির্বিপ্রঃ প্রমতিমিচ্ছমানঃ প্র চর্ষণিভ্যঃ প্তনাহবেষু ॥ ১৩ ॥

অনু.— (ইন্দ্ৰ-অগ্নির যাগে) 'আ-' (৬/৬০/৩), 'আ-' (১/১০৯/৭), 'উভা-' (৬/৬০/১৩); 'শুচিং-' (৭/৯৩/১), 'গীর্ভি-' (৭/৯৩/৪), 'প্র-' (১/১০৯/৬)।

ব্যাখ্যা— ঋ. ৬/৬০/১৩, ৩, ২; ৭/৯৩/১, ৪; ১/১০৯/৬— শা. ৬/১০/৯।

আ দেবো যাহু সবিতা সুরভ্যঃ স যা নো দেবঃ সবিতা সহাবেতি যে উদীরয় কবিতমং
কবীনাং ভগং যিগং বাজয়ন্তঃ পুরন্ধিম্ ইতি যে ॥ ১৪ ॥

অনু.— (সবিতার যাগে) 'আ-' (৭/৪৫/১), 'স-' (৭/৪৫/৩, ৪) ইত্যাদি দুটি; 'উদী-' (৫/৪২/৩), 'ভগং-' (২/৩৮/১০, ১১) ইত্যাদি দুটি (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— ঋ. ৬/৫০/৮; ৭/৪৫/১; ১০/১৪৯/১; ৬/৭১/৬; ১/৩৫/১১; ২/৩৮/১১— শা. ৬/১০/১০।

অব সিদ্ধং বরুণো যৌরিব স্বাদয়ং সু তুভ্যং বরুণ স্বধাব এবা বন্দব বরুণং বৃহন্তং তত্ ত্বা বামি ব্রহ্মণা
কন্দমান ইতি যে অস্ত্রদ্ধাদ দ্যামসুরো বিশ্ববেদাঃ ॥ ১৫ ॥

অনু.— (বরুণের যাগে) 'অব-' (৭/৮৭/৬), 'অয়ং-' (৭/৮৬/৮), 'এবা-' (৮/৪২/২); 'তত্-' (১/২৪/১১, ১২) ইত্যাদি দুটি (মন্ত্র), 'অস্ত্র-' (৮/৪২/১)।

ব্যাখ্যা— ঋ. ৮/৪২/১; ১/২৪/১১, ১৪; ৮/৪২/২, ৩; ১/২৪/১৫— শা. ৬/১০/১১।

ইত্যেকাদশিনাঃ ॥ ১৬ ॥ [১৫]

অনু.— এই (হল) এগারটি পত্নবাগের মন্ত্র।

ব্যাখ্যা— ৫-১৫ নং সূত্রে অগ্নি, সরস্বতী, সোম, পূবা, বৃহস্পতি, বিশ্বসেবা, ইন্দ্ৰ, মরুতগণ, ইন্দ্ৰ-অগ্নি, সবিতা এবং বরুণ এই এগার দেবতার উদ্দেশে বগা, পুরোডশ এবং পণ্ডিতদের আযতির অনুবাক্য ও বাজা মন্ত্র নির্দেশ করা হল। এগারটি পত্নবাগকে একত্র 'একাদশিনী' বলা হয়। একাদশিনী-সম্পর্কিত মন্ত্র বলে উক্ত মন্ত্রগুলিকে বলা হয় 'একাদশিন'। 'ইত্যেকাদশিনাং, যে চৈবদেবতা পশবঃ'— শা. ৬/১০/১২, ১৩।

অষ্টম কণ্ঠিকা (৩/৮)

[বিভিন্ন পত্ন্যাগের অনুবাক্য ও যাজ্ঞা]

অগ্নীশোমাবিহং সু মে যুবমেতানি দিবি রোচনানীতি তৃটো ॥ ১।।

অনু.— (অগ্নি-সোমের পত্ন্যাগে) ‘অগ্নী-’ (১/৯৩/১-৩), ‘যুব-’ (১/৯৩/৫-৭) এই দুটি তৃচ (বপা, পুরোডাশ ও পত্ন-অঙ্গের অনুবাক্য এবং যাজ্ঞা)।

ব্যাখ্যা— প্রথম তিনটি মন্ত্র যথাক্রমে বপা, পুরোডাশ ও পত্ন-অঙ্গের অনুবাক্য এবং পরবর্তী তিনটি মন্ত্র ঐ তিন আচ্ছতিরই যাজ্ঞা। পরবর্তী সূত্রগুলির ক্ষেত্রেও এই একই ক্রম। ঐ. ব্রা. ৬/৮ অংশেও ‘যুব-’ এই তৃচটির বিধান রয়েছে। শা. ৫/১৮/৯, ১১ সূত্রেও বপার ক্ষেত্রে এই বিধানই পাই। শা. ৫/১৯/৮ অনুসারে পুরোডাশের যাজ্ঞ্যমন্ত্র ‘অগ্নী-’ (১/৯৩/১২)। শা. ৫/১৯/১৪, ১৬ অনুযায়ী প্রধান্যাগের অনুবাক্য ও যাজ্ঞা এই সূত্রে যা বলা হয়েছে তা-ই।

আ বাৎ মিত্রাবরুণা হব্যজুষ্টিমা যাতং মিত্রাবরুণা সুশস্ত্যা নো মিত্রাবরুণা হব্যজুষ্টিং যুবং বন্ধাশি পীবসা বসাথে প্র বাহবা সিস্তং জীবসে নো বদ বংহিষ্ঠং নাতিবিধে সুদানু। ॥ ২।। [১]

অনু.— (মিত্র-বরুণের যাগে) ‘আ বাৎ-’ (১/১৫২/৭), ‘আ যাতং-’ (৬/৬৭/৩), ‘আ নো-’ (৭/৬৫/৪); ‘যুবং-’ (১/১৫২/১), ‘প্র-’ (৭/৬২/৫), ‘যদ-’ (৫/৬২/৯)।

ব্যাখ্যা— শা. ৮/১২/৭ অনুসারে মন্ত্রগুলি হল ‘আ-’ (১/১৫২/৭), ‘তত-’ (৫/৬২/২), ‘আ নো-’ (৭/৬৫/৪), ‘যুবং-’ (১/১৫২/১), ‘যদ-’ (৫/৬২/৯), ‘প্র-’ (৭/৬২/৫)।

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততান্ন ইতি বট প্রাজাপত্যঃ ॥ ৩।। [১]

অনু.— ‘হিরণ্য-’ (১০/১২১/১-৬) এই ছটি প্রাজাপতি-দেবতার মন্ত্র।

ব্যাখ্যা— মন্ত্রে প্রাজাপতির পরিবর্তে হিরণ্যগর্ভের নাম থাকায় সূত্রে এই পত্ন-্যাগের দেবতার নাম পৃথক্ উল্লেখ করে দেওয়া হল। মন্ত্রে যদি উল্লিখিত দেবতার নাম থাকত তাহলে পূর্ববর্তী সূত্রগুলির মতো এখানেও দেবতার উল্লেখ করা হত না।

চিত্রং দেবানামুদগাদনীকম্ ইতি পথঃ শং নো ভব চক্ষসা শং নো অহা ॥ ৪।। [১]

অনু.— (সূর্যের যাগে) ‘চিত্রং-’ (১/১১৫/১-৫) ইত্যাদি পাঁচটি (মন্ত্র), ‘শং-’ (১০/৩৭/১০)।

আ বারো কুব তচিগা উপ নঃ প্র যতিবাসি দাধাসেমচ্ছা নো নিযুক্তিঃ শতিনীতিরক্ষরং পীবো অগ্না ররিব্ধঃ সুমেধা রাসে নু বং জজ্জতু রোদসীমে প্র বারুমচ্ছা বৃহতী মনীবা ॥ ৫।। [১]

অনু.— (নিযুক্তান্ বায়ুর যাগে) ‘আ বারো-’ (৭/৯২/১), ‘প্র-’ (৭/৯২/৩), ‘আ নো-’ (১/১৩৫/৩), ‘পীবো-’ (৭/৯১/৩), ‘রাসে-’ (৭/৯০/৩), ‘প্র-’ (৬/৪৯/৪)।

তব বারবৃত্তম্পতে দ্বাং হি সূর্যরক্তমম্ ইতি ধে কুবিন্দ নমসা যে বৃথাস

ঈশানার প্রহতিং বক্ত আনট্ প্র বো বারুং রথবুজং কৃশুমম্ ॥ ৬।। [১]

অনু.— (বারুর যাগে) ‘তব-’ (৮/২৬/২১), ‘দ্বাং-’ (৮/২৬/২৪, ২৫) ইত্যাদি দুটি; ‘কুবিন্দ-’ (৭/৯১/১), ‘ঈশা-’ (৭/৯০/২), ‘প্র-’ (৫/৪১/৬)।

উত্ত ভ্রামদিত্তে মহ্যানেহো ন উরুরজেহদিতির্হ্যজনিষ্ট সূত্রামাধং পৃথিবীং দ্যামনেহসং
মহীম্ বৃ মাতরং সূত্রতানামদিত্তির্দ্যৌরদিত্তিরক্তরিকম্ ॥ ৭১॥ [১]

অনু.— (অদিত্তির যাগে) ‘উত্’ (৮/৬৭/১০), ‘অনেহো-’ (৮/৬৭/১২), ‘অদিত্তি-’ (১০/৭২/৫); ‘সূত্রা-’ (১০/৬৩/১০), ‘মহী-’ (আ. ২/১/৩৪), ‘অদিত্তি-’ (১/৮৯/১০)।

ন তে বিবেকো জ্ঞায়মানো ন জাতত্বং বিবেকো স্মৃতিং বিশ্বজন্যাং বি চক্রমে পৃথিবীমেব এত্যাং ত্রির্দেবঃ
পৃথিবীমেব এত্যাং পরো মাত্রয়া তদ্বা বৃথানেরাবতী খেনুমতী হি ভূতম্ ॥ ৮১॥ [১]

অনু.— (বিবুর যাগে) ‘ন-’ (৭/৯৯/২), ‘ত্বং-’ (৭/১০০/২), ‘বি-’ (৭/১০০/৪), ‘ত্রি-’ (৭/১০০/৩), ‘পরো-’ (৭/৯৯/১), ‘ইরা-’ (৭/৯৯/৩)।

ব্যাখ্যা— ঋ. ১/১৫৪/১-৬— শা. ৬/১১/৫।

বিশ্বকর্মন্ হবিষা বাবুধান ইতি হে বিশ্বকর্মা বিমনা আছিহারাঃ কিং ত্রিদাসীদধিষ্ঠানং যো নঃ
পিতা জনিতা যো বিধাতা যা তে ধামানি পরমাণি যাবমা ॥ ৯১॥ [১]

অনু.— (বিশ্বকর্মার যাগে) ‘বিশ্ব-’ (১০/৮১/৬, ৭) ইত্যাদি দুটি, ‘বিশ্ব-’ (১০/৮২/২); ‘কিং-’ (১০/৮১/২), ‘যো-’ (১০/৮২/৩), ‘যা-’ (১০/৮১/৫)।

ব্যাখ্যা— ঋ. ১০/৮১/১-৩, ৫-৭— শা. ৬/১১/৯।

য ইমে দ্যাবাপৃথিবী জনিত্রী তদন্তরীপমথ পোষয়িত্ব দেববৃষ্টা সবিতা বিশ্বরূপো দেব বৃষ্টবর্জ
চারুত্বমানট্ পিশঙ্গরূপঃ সূত্ররো বয়োধ্যাঃ প্রথমভাজং ঋশং বয়োধ্যাম্ ॥ ১০১॥ [১]

অনু.— (ভৃষ্টার যাগে) ‘য-’ (১০/১১০/৯), ‘তন্ত-’ (৩/৪/৯), ‘দেব-’ (৩/৫৫/১৯); ‘দেব-’ (১০/৭০/৯), ‘পিশঙ্গ-’ (২/৩/৯), ‘প্রথম-’ (৬/৪৯/৯)।

সোমাপূষণা জননা রয়ীণাম্ ইতি সূক্তম্ ॥ ১১১॥ [১]

অনু.— (সোম-পূষার যাগে) ‘সোমা-’ (২/৪০/১-৬) এই সূক্ত।

ব্যাখ্যা— এই সূক্তটিতে মোট ছটি মন্ত্র আছে। শা. ৬/১১/২ সূত্রে মতেও তাই।

আদিত্যানামবলা নৃতনেনেমা গির আদিত্যোভ্যো বৃতনুন্ ত আদিত্যাস উরবো গভীরা ইমং স্তোমঃ
সক্ৰতবো মে অন্য তিস্রো ভূমীধারয়ন্ ত্রীকৃত দ্যুন্ ন দক্ষিণা বি চিকিত্তে ন সব্যা ॥ ১২১॥ [১]

অনু.— (আদিত্যের যাগে) ‘আদি-’ (৭/৫১/১), ‘ইমা-’ (২/২৭/১), ‘ত-’ (২/২৭/৩); ‘ইমং-’ (২/২৭/২), ‘তিস্রো-’ (২/২৭/৮), ‘ন-’ (২/২৭/১১)।

মহী দ্যাবাপৃথিবী ইহ জ্যেষ্ঠ ঋতং দিবে তদবোচং পৃথিব্যা ইতি হে প্র দ্যাবা বটৈঃ পৃথিবী
নমোভিত্তি ইতি হে প্র দ্যাবা বটৈঃ পৃথিবী ঋতাবৃথা ॥ ১৩১॥ [১]

অনু.— (দ্যাবা-পৃথিবীর যাগে) ‘মহী-’ (৪/৫৬/১), ‘ঋতং-’ (১/১৮৫/১০, ১১) ইত্যাদি দুটি; ‘প্র-’ (৭/৫৩/১, ২) ইত্যাদি দুটি, ‘ঋ-’ (১/১৫৯/১)।

ব্যাখ্যা— ঋ. ১/১৮৫/২-৭— শা. ৬/১১/৭।

মৃতা নো রুদ্রোত নো ময়ধ্বীতি হে আ তে পিতর্মরুতাং সুগমেতু প্র বভবে
বৃষভায় দ্বিতীচ ইতি তিষ্যঃ ॥ ১৪ ॥ [১]

অনু.— (রুদ্রের যাগে) ‘মৃতা-’ (১/১১৪/২, ৩) ইত্যাদি দুটি, ‘আ-’ (২/৩৩/১); ‘প্র-’ (২/৩৩/৮-১০) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— ঋ. ২/৩৩/১-৬— শা. ৬/১১/১০।

আ পশ্চাতান্ নাসত্যা পুরস্তাদা গোমতা নাসত্যা রঞ্চেনেতি চতস্রো
হিরণ্যাক্ষং মধুবর্ণো যত্নমুঃ ॥ ১৫ ॥ [১]

অনু.— (দুই অশ্বিন্-এর যাগে) ‘আ পশ্চা-’ (৭/৭২/৫), ‘আ গোমতা-’ (৭/৭২/১-৪) ইত্যাদি চারটি, ‘হিরণ্য-’ (৫/৭৭/৩)।

ব্যাখ্যা— ঋ. ১/১১৬/১-৬— শা. ৬/১১/৪।

অভি ক্রত্বেন্ন ভূরথ জ্যৈস্ স্বং মহা ইন্দ্ৰ ভুভ্যং হ স্বাঃ সত্রাহণং দাধ্বিৎ তুভমিন্দ্ৰং সহদানুং পুরুতুত
কিরন্তং স্তুত ইন্দ্ৰো মঘবা যজ্ঞ বৃত্রৈবা বহু ইন্দ্ৰঃ সত্যং সত্রাড্ ॥ ১৬ ॥ [১]

অনু.— (বৃথহ ইন্দ্ৰের যাগে) ‘অভি-’ (৭/২১/৬), ‘স্বং-’ (৪/১৭/১), ‘সত্রা-’ (৪/১৭/৮), ‘সহ-’ (৩/৩০/৮), ‘স্তুত-’ (৪/১৭/১৯), ‘এবা-’ (৪/২১/১০)।

যদ্ বাগ্ বদন্ত্যবিচেতনানি পতঙ্গো বাচং মনসা বিভর্তি চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি যজ্ঞেন বাচঃ
পদবীরমারমিতি হে দেবীর বাচমজ্ঞনয়ন্ত দেবাঃ ॥ ১৭ ॥ [১]

অনু.— (বাক্-এর যাগে) ‘যদ্-’ (৮/১০০/১০), ‘পতঙ্গো-’ (১০/১৭৭/২), ‘চত্বারি-’ (১/১৬৪/৪৫); ‘যজ্ঞেন-’ (১০/৭১/৩, ৪) ইত্যাদি দুটি, ‘দেবীর-’ (৮/১০০/১১)।

ব্যাখ্যা— ঋ. ১০/১২৫/১-৬— শা. ৬/১১/১১।

জনীরস্তো হস্তব ইতি তিস্রো দিব্যং সুগর্গং বায়সং বৃহত্তং স বাবৃধে নর্বো যোবণাসু মস্য ব্রতং পশবো যন্তি
সর্বো মস্য ব্রতমুপতিষ্ঠন্ত আপঃ। মস্য ব্রতে পুষ্টিপতিনিবিষ্টন্তং সরস্বতমবসে হবেম ॥ ১৮ ॥ [১]

অনু.— (সরস্বানের যাগে) ‘জনী-’ (৭/৯৬/৪-৬) ইত্যাদি তিনটি; ‘দিব্যং-’ (১/১৬৪/৫২), ‘স বাবৃধে-’ (৭/৯৫/৩), ‘মস্য-’ (সূ.)।

ব্যাখ্যা— ঋ. ৭/৯৬/৪-৬; ৭/৯৫/৩; ১/১৬৪/৫২; ‘মস্য-’ অর্থাৎ আমাদের এই সূত্রনির্দিষ্ট এবং সূত্রপঠিত মন্ত্রগুলিই পাঠ্য, কিন্তু ক্রম ও প্রয়োগ ভিন্ন— শা. ৬/১১/৮।

ইতি পশবঃ ॥ ১৯ ॥ [২]

অনু.— এই (হল) পশুযাগ।

ব্যাখ্যা— ৩/৭/৫-১৫ সূত্রে বিহিত এগারটি ঐকাদশিন যাগ এবং তার পর এই আঠারটি সূত্রে বিহিত আঠারটি বিভিন্ন দেবতার যাগ এবং পরে ২১ নং সূত্রে উল্লিখিত ইন্দ্ৰ-অগ্নির উদ্দেশে বিহিত নিরাকৃ পশুব্ধযাগ এই মোট ত্রিশটি পশুযাগের

বিভিন্ন মন্ত্ৰ বলা হইল। বৃত্তিকারের মতে এই ত্রিশটি যাগের এবং অন্য অধ্যায়ে অন্যান্য যে পশুযাগ বিহিত হয়েছে সেগুলির ঐষ্টিক অংশের অনুষ্ঠান হবে সৌৰ্য্যমাসযাগেরই মতো। যে পশুযাগগুলির কথা এই শ্রৌতসূত্রে বলা নেই সেগুলির অনুষ্ঠানরীতি যথাসাধ্য অনুমান করে নিতে হবে।

সৌর্য্যাম্ চ নির্মিতাম্ চ ॥ ২০ ॥ [৩]

অনু.— (এই পশুযাগগুলি) সৌর্য্যযাগের অঙ্গ এবং স্বতন্ত্র (যাগ)।

ব্যাখ্যা— নির্মিত = স্বতন্ত্র। যে পশুযাগগুলির কথা এতক্ষণ দুই খণ্ডে বা কণ্ডিকায় বলা হইল সেগুলির কোনটি সৌর্য্যযাগের অঙ্গ, কোনটি আবার কোন যাগেরই অধীন অঙ্গযাগ নয়, স্বতন্ত্র পশুযাগ। সৌর্য্যযাগের অঙ্গভূত পশুযাগের প্রকৃতি অগ্নীষোমীয় পশুযাগ ('স সৰ্বনীয়াস্'- আপ.যজ্ঞ. ৩।৩৩)। অঙ্গভূত যাগে কিন্তু ঐষ্টিক অংশের অনুষ্ঠান করতে হয় না। অপরপক্ষে স্বতন্ত্র পশুযাগগুলির প্রকৃতি নিরাক্ত পশুবন্ধ। স্বতন্ত্র পশুযাগেই ঐষ্টিক অংশগুলির অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। শা. মতে অগ্নীষোমীয় এবং সৌর্য্য পশুযাগ ছাড়া অন্যান্য পশুযাগ অগ্নিপ্রশয়নে শুরু এবং হৃদয়শূলের উদ্ভাসনে শেষ— ৬/১/২১ সূ. ব্র।

নির্মিত ঐন্দ্রাঘ্নঃ ॥ ২১ ॥ [৪]

অনু.— ইন্দ্র-অগ্নির (যাগ) স্বতন্ত্র (পশুযাগ)।

ব্যাখ্যা— ইন্দ্র-অগ্নির উদ্দেশ্যে যে পশুযাগ হয় সেটি স্বতন্ত্র পশুযাগ এবং ঐ যাগকে নিরাক্ত পশুবন্ধ বলা হয়। এই পশুযাগই সমস্ত স্বতন্ত্র পশুযাগের প্রকৃতি। যে পশুযাগ সৌর্য্যযাগের অঙ্গ-যাগরূপে অনুষ্ঠিত হয় তার প্রকৃতি বা আদর্শ হচ্ছে অগ্নি-সৌর্য্য দেবতার পশুযাগ, আর যে পশুযাগ স্বতন্ত্র তার প্রকৃতি এই ইন্দ্র-অগ্নি দেবতার উদ্দিষ্ট 'নিরাক্ত' নামে পশুযাগ।

ষাণ্মাস্যঃ সাংবত্সরো বা ॥ ২২ ॥ [৫]

অনু.— (এটি) ষাণ্মাসিক অথবা বাৎসরিক (যাগ)।

ব্যাখ্যা— এই নিরাক্ত পশুবন্ধ ছ-মাস অস্তর অথবা প্রত্যেক বছরে একবার করে করতে হয়। শা. মতে উত্তরায়ণের আরম্ভে ও শেষে অথবা বছরে একবার এই যাগ করতে হয়— "উদগ্-অনন্যাদ্যতয়োন্ ঐন্দ্রাঘ্নো নিরাক্ত পশুবন্ধঃ সাংবত্সরো বা"— ৬/১/১৮, ১৯ সূ. ব্র।

প্রাজাপত্য উপাংশ ॥ ২৩ ॥ [৬]

অনু.— প্রজাপতি-দেবতার (পশুযাগ) উপাংশ (স্বরে করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ৩/৮/৩ সূত্রে যে পশুযাগ বিহিত হয়েছে তার অনুষ্ঠান উপাংশ স্বরে করতে হয়।

সাবিত্রসৌর্য্যবৈষ্ণবৈশ্বকর্মণাম্ চৈতেষাম্ ॥ ২৪ ॥ [৬]

অনু.— এবং সবিতা, সূর্য্য, বিষ্ণু, বিশ্বকর্মা য়াগ (উপাংশ)। *

ব্যাখ্যা— ৩/৭/১৪ এবং ৩/৮/৪, ৮, ৯ সূত্রে বিহিত পশুযাগগুলি উপাংশ স্বরে সম্পন্ন করতে হয়।

তদ্রোপাংশযাজ্ঞবিকারান্ বক্ষ্যামঃ ॥ ২৫ ॥ [৬]

অনু.— ঐ (পশুযাগে) উপাংশযাগের পরিবর্তনগুলি বলব।

ব্যাখ্যা— উপাংশ পশুযাগে কি কি পরিবর্তন হয় সূত্রকার ঐ-বার তা বলবেন। ইষ্টিযাগে উপাংশজনিত যে যে পরিবর্তন ঘটে তার কথা দর্শপূর্ণমাসের প্রকরণেই বলা হয়ে গিয়েছে।

প্রৈষাদির্ আশুরঃ স্থানে ॥ ২৬॥ [৭]

অনু.— প্রৈষের প্রথম (অংশ) আগুর স্থানে (উচ্চারিত হবে)।

ব্যাখ্যা— যাগ উপাংশ হলেও ২/১৫/১৩ সূত্র অনুযায়ী আগু কিন্তু উচ্চস্বরে অর্থাৎ তদ্ব্যস্বরে পাঠ করতে হয়। প্রৈষের প্রারম্ভিক অংশও পাঠ করতে হবে সেই স্বরেই। ‘প্রৈষাদির্ উচ্চৈঃ’ না বলে প্রৈষাদির্ আশুরঃ স্থানে’ বলায় বুঝতে হবে যে, উপাংশ পত্ন্যাগে আগু-র দুটি পদ ‘যে-স্বরে উচ্চারিত হবে, যাজ্যার পূর্ববর্তী প্রৈষের কেবল সেই পরিমাণ অংশকে অর্থাৎ প্রথম দুটি পদকেও সেই স্বরেই উচ্চারণ করতে হবে।

আদদ্ ঘসত্ করদ্ ইতি চৈতানি যথাস্থানম্ উপাংশু ॥ ২৭॥ [৮]

অনু.— এবং আদত্, ঘসত্, করত্ এই (পদগুলিও) যথাস্থানে উপাংশু (স্বরে উচ্চারিত হবে)।

ব্যাখ্যা— ‘এতানি’ বলায় শুধু এই তিনটি পদ নয়, ৩/৪/১৫ সূত্রে ‘আদত্’ প্রভৃতি যে সাতটি পদের কথা বলা হয়েছে সেই সাতটি পদকেই যথাস্থানে উপাংশু স্বরে উচ্চারণ করতে হবে। ‘যথাস্থানম্’ বলায় সব প্রৈষেই এই নিয়ম। ‘চ’ বলা থাকায় প্রধানযাগ যখন উপাংশু তখন আদত্ প্রভৃতি ছাড়া অন্যান্য পদকে তদ্ব্যস্বরে (উচ্চৈঃ) এবং সমগ্র অনুষ্ঠান (তন্ত্র) যখন উপাংশু তখন প্রৈষের প্রথম অংশ ছাড়া অন্য-সব পদ উপাংশু স্বরে পাঠ করতে হবে।

নবম কণিকা (৩/৯)

[সৌত্রামণী]

সৌত্রামণ্যাম্ ॥ ১॥

অনু.— সৌত্রামণীতে (কি করতে হয় তা এ-বার বলা হচ্ছে)।

আশ্বিনসারস্বতৈস্ত্রাঃ পশরো বার্হস্পত্যো বা চতুর্থঃ ॥ ২॥

অনু.— (সৌত্রামণীতে) অশ্বিনয়, সরস্বতী (এবং) ইন্দ্রদেবতার সম্পর্কিত পশু (আছতি দেওয়া হয়)। বিকল্পে বৃহস্পতি দেবতার (উদ্দেশ্যে) চতুর্থ (একটি পশু আছতি দিতে হয়)।

ব্যাখ্যা— সৌত্রামণী যাগের দেবতা তিন জন অথবা চার জন। “আশ্বিনো লোহোহস্ত্রঃ সারস্বতী মেধী ইন্দ্রায় সুত্রায় ঋবভঃ”— শা. ১৫/১৫/২-৪।

ইন্দ্রসাবিত্রবারুণাঃ পশুপুরোডাশাঃ ॥ ৩॥ [২]

অনু.— ইন্দ্র, সবিতা এবং বরুণ দেবতার পশুপুরোডাশ (করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— সৌত্রামণীতে অশ্বিনয়, সরস্বতী ও ইন্দ্রের পত্ন্যাগে যথাক্রমে ইন্দ্র, সবিতা এবং বরুণের উদ্দেশ্যে পশুপুরোডাশবাগ হয়। বৃহস্পতি দেবতার পত্ন্যাগে বৃহস্পতিই পশুপুরোডাশের দেবতা বলে সূত্রে তাঁর সম্পর্কে পৃথক করে কিছু বলা হয় নি।

মার্জয়িত্বা যুবং সুরামমশ্বিনেতি গ্রহাণাং পুরোঃনুবাক্যা ॥ ৪॥ [৩]

অনু.— (সৌত্রামণীতে চাচালে) মার্জন করে গ্রহগুলির (জন্য) ‘যুবং-’ (১০/১৩১/৪) এই অনুবাক্যা (মন্ত্র পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— সৌত্রামণীতে একই সাথে তিনটি গ্রহে (কাপে) সুরা নিয়ে অশ্বিষয়, সরস্বতী ও ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আঘতি দিতে হয়। একই সাথে আঘতি (সহপ্রচার) দেওয়া হয় বলে তিন দেবতার উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন নয়, একটি করেই অনুবাক্য। প্রৈষ এবং যাজ্ঞ্য মন্ত্র পাঠ করতে হয়। তার মধ্যে চাত্বালে মার্জন (৩/৫/১ সূ. ব্র.) করা হয়ে গেলে আঘতির জন্য গ্রহে সুরা নেওয়ার সময়ে 'যুবা-' এই মন্ত্রটি অনুবাক্যরূপে পাঠ করতে হয়। শা. ১৫/১৫/৮ সূত্র অনুসারেও এই মন্ত্রই অনুবাক্য।

হোতা যক্ষদধ্বিনা সরস্বতীমিহ্নঃ সূত্রামাণং সোমানাং সুরান্নাং জুষন্তাং ব্যস্ত পিবন্ত মদন্ত
সোমান্ সুরান্নো হোতর্যজ্জেতি প্রৈষঃ ॥ ৫ ॥ [৩]

অনু.— 'হোতা-' (সূ.) প্রৈষ।

ব্যাখ্যা— শা. ১৫/১৫/৯ সূত্রে প্রৈষটি সংক্ষিপ্ত আকারে পাওয়া যাচ্ছে।

পুত্রমিব গিতরাবধ্বিনোভে ইতি যাজ্ঞ্য ॥ ৬ ॥ [৩]

অনু.— 'পুত্র-' (১০/১৩১/৫) যাজ্ঞ্য।

ব্যাখ্যা— শা. ১৫/১৫/১২ সূত্রেরও নির্দেশ এ-ই।

অগ্নে বীহীতনুবট্কারঃ সুরাসূতস্যাগ্নে বীহীতি বা ॥ ৭ ॥ [৪]

অনু.— 'অগ্নে বীহি' অথবা 'সুরাসূতস্যাগ্নে বীহি' (হবে) অনুবট্কার।

নানা হি বাং দেবহিতং সদধৃতং মা সংস্কাথাং পরমে সোমনি। সুরা ত্বমসি শুশ্বিনীতি সুরাম্
অবেক্ষ্যাথো বাহু সোম এষ ইতি সোমম্ ॥ ৮ ॥ [৪]

অনু.— 'নানা-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) সুরাকে দেখে দুই হাত নীচু (করে রেখে) 'সোম এষঃ' এই (মন্ত্রে) সোমকে (দেখবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রথমে 'নানা-' মন্ত্রে কলশীর সুরার দিকে তাকাবেন। পরে 'সোম এষঃ' মন্ত্রে গ্রহের সোমকে অর্থাৎ সুরাকে তিনি দেখবেন। দেখার সময়ে হাত দুটি নীচু করে রাখতে হবে। 'ঋগণ-ত্রিরাত্রবাসন-ব্রবীকরণ-পাবন-শ্রয়ণ-উর্ধ্বপাত্রসম্বন্ধাত্ সুরৈব সোমশব্দেনোক্তা' (না.)।

যদত্র শিষ্টং রসিনঃ সূতস্য যদিহো অপিকচ্ছতীতিঃ। ইদং তদস্য মনসা শিবেন সোমং
রাজানমিহ ভক্ষরামীতি ভক্ষজপঃ ॥ ৯ ॥ [৫]

অনু.— 'যদত্র-' (সূ.) (হচ্ছে) ভক্ষণের জপ (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— আঘতির পর গ্রহের অবশিষ্ট সুরা পান করার সময়ে 'যদত্র-' মন্ত্র জপ করতে হয়। সুরার পরিবর্তে দুধও আঘতি দেওয়া যেতে পারে। 'ভক্ষয়েচ্' না বলে 'ভক্ষজপঃ' বলায় পরোগ্রহ বা দুধের ক্ষেত্রেও এই মন্ত্র প্রযোজ্য। শা. ১৫/১৫/১৩ অনুযায়ী ভক্ষণের মন্ত্র হচ্ছে সূত্রপঠিত 'যমধ্বিনা-'।

গ্রাণভক্ষোহত্র ॥ ১০ ॥ [৬]

অনু.— এখানে আত্মাণ দ্বারা ভক্ষণ (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— সুরা পান করতে নেই, আত্মাণ করে কাণটি রেখে দিতে হয়। 'অত্র' বলায় সুরা আঘতি দিলে তবেই গ্রাণভক্ষ, দুধ আঘতি দিলে কিন্তু সাক্ষাৎ ভক্ষণ করতে হবে।

দশম কণ্ডিকা (৩/১০)

[গ্রামভাগে বাধ্য হলে, অগ্নির কুণ্ডচাতিতে, যজ্ঞভূমিতে অনভিপ্রেত প্রাণীর উপস্থিতিতে, যজ্ঞমানের মৃত্যুতে, আত্মত্যাগের ও সান্নাযের দূষণে করণীয় প্রায়শ্চিত্ত]

বিদ্যাপরাধে প্রায়শ্চিত্তিঃ ॥ ১ ॥

অনু.— নিয়ম-লঙ্ঘনে প্রায়শ্চিত্ত (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— প্রায়ঃ = বিনাশ। চিত্ত = পূরণ। কোন বিহিত কর্ম মোটেই না করা হলে অথবা ঠিক ঠিক না করা হলে প্রায়শ্চিত্ত (কৃতিপূরণ, অনুতাপ) করতে হয়। যে অপরাধে যে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হয়েছে সেখানে সেই প্রায়শ্চিত্তই করতে হবে, যেখানে কিছুই বিহিত হয় নি সেখানে ব্যাহতিহোমই হবে প্রায়শ্চিত্ত। উল্লেখ্য যে, আপ. শ্রৌ. এবং ভা. শ্রৌ. গ্রন্থের নবম অধ্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণের সঙ্গে এই প্রকরণের বহু মিল লক্ষ্য করা যায়।

শিষ্টাভাবে প্রতিনিধিঃ ॥ ২ ॥

অনু.— বিহিত (বস্তুর) অভাবে প্রতিনিধি (গ্রহণ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— শিষ্ট = বিহিত যজ্ঞে যে বস্তুটি আত্মত্যাগের জন্য বিহিত হয়েছে যদি সেই বস্তুটি মোটেই অথবা পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া না যায় তাহলে তার প্রতিনিধি অর্থাৎ পরিবর্তী অন্য তুল্য কোন বস্তু দিয়ে যাগ করতে হয়। সাধারণ যুক্তিতেই এই সূত্রের যা বস্তু তা সিদ্ধ হলেও সূত্রটি করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে, প্রতিনিধি দিয়ে যাগ করলে কোন অপরাধ হয় না, কোন প্রায়শ্চিত্ত তাই সেক্ষেত্রে করতে হয় না। প্রসঙ্গত কা. শ্রৌ. ১/৪/২-১৭, ১/৬/৬-১২; আপ. যজ্ঞ. ৩/৫১, ৫২ সূ. দ্র।

অধ্বাহিত্যাগেঃ প্রমাপোপপত্তৌ পৃথগ্ অগ্নীন নম্নেয়ঃ ॥ ৩ ॥

অনু.— অধ্বাধানকারী (ব্যক্তিকে) বাধ্য হয়ে (অন্যত্র) চলে যেতে হলে অগ্নিগুলিকে (তিনি যাওয়ার সময়ে সঙ্গে করে পৃথক্) পৃথক্ নিয়ে যাবেন।

ব্যাখ্যা— তিন কুণ্ডের অগ্নিতে তিনটি করে সমিৎ স্থাপন করাকে 'অধ্বাধান' বলে। যদি যাগের মাঝে অধ্বাধান করার পরে চোর-ডাকাত অথবা কোন হিংস্র প্রাণীর ভয়ে যজ্ঞমানকে যজ্ঞস্থল ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হতে হয়, তাহলে তিনি তিন অগ্নিকেই পরস্পরের সঙ্গে না মিশিয়ে সাক্ষাৎ পৃথক্ পৃথক্ অবস্থায় সঙ্গে করে গন্তব্য স্থানে নিয়ে যাবেন। এ-ক্ষেত্রে পরবর্তী সূত্রে বিহিত হোমটি করতে হয় না। 'উপপত্তৌ' বলায় বেচ্ছায় যাগ ছেড়ে অন্যত্র যাওয়া চলাবে না।

তুভ্যং তা অসিরস্তমতি বাজ্যাশ্চতিং হুত্বা সমারোপয়েত্ ॥ ৪ ॥

অনু.— অথবা 'তুভ্যং' (৮/৪৩/১৮) এই (মন্ত্রে) আজ্য আত্মতি দিয়ে সমারোপণ করবেন।

ব্যাখ্যা— সমারোপণ = দুটি অরণিকে অথবা দুই হাতকে কুণ্ডের অগ্নিতে উত্তপ্ত করে নিয়ে মনে মনে ভাবা যে, কুণ্ডের অগ্নি এ বার অরণিতে বা হাতে এসে প্রবেশ করেছে। যজ্ঞমানকে বাধ্য হয়ে গৃহত্যাগী হতে হলে সাক্ষাৎ অগ্নিগুলিকে সঙ্গে না নিয়ে গিয়ে বিকল্পে প্রথমে 'তুভ্যং-' মন্ত্রে অগ্নিতে আজ্য আত্মতি দিয়ে তার পরে সেই অগ্নিকে অরণিতে সমারোপণ করে গন্তব্য স্থানে যাওয়া যেতে পারে।

অয়ং তে যোনির্কৃত্বয় ইত্যরনী গার্হপত্যে প্রতিভপেত্ ॥ ৫ ॥

অনু.— (সমারোপণের উদ্দেশ্যে) দু-টি অরণিকে 'অয়ং-' (৩/২৯/১০) এই (মন্ত্রে) গার্হপত্যে উত্তপ্ত করবেন।

ব্যাখ্যা— যদি অগ্নিস্থাপনের সময়ে অগ্নিকে গার্গপত্য থেকে সংগ্রহ না করে এনে অন্য কোন স্থান থেকে এনে দক্ষিণাগ্নির কুণ্ডে স্থাপন করা হয়ে থাকে, তাহলে এই ‘অয়ং-’ মন্ত্রেই অন্য দুই অরণিতে সেই দক্ষিণ অগ্নিকেও সমারোপণ করতে হয়। গার্গপত্যকে সমারোপণ করতে হয় পূর্বব্যবহৃত দুই অরণিতেই।

পাণী বা যা তে অগ্নে যজিরা তনুস্তয়েহারোহাশ্বান্মানমজ্জা বসুনি কৃষ্ণ নর্ষা পুরাণি যজ্ঞো ভূত্বা যজ্ঞমাসীদ
যোনিং জাতবেদো ভুব আজায়মান ইতি ॥ ৬।।

অনু.— অথবা (নিজের) দুটি হাতকে ‘বা-’ (সূ.) এই (মন্ত্রে গার্গপত্যে উত্তপ্ত করবেন)।

এবম্ অনবাহিতাগ্নির্ অজ্জ্বা। ॥ ৭।।

অনু.— যিনি অবাধান করেন নি তিনি (স্থানত্যাগের জন্য) হোম না করে এইভাবে (সমারোপণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যাগের জন্য তখনও অবাধান না হয়ে থাকলে ৩ নং এবং ৪ নং নিয়ম প্রযোজ্য নয়। সে-ক্ষেত্রে তিনি হোম না করেই দুই অরণিতে অথবা নিজের দুই হাতে অগ্নিকে সমারোপণ করে গন্তব্য স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। বিহারে যাত্রাসময়ের সময়ে শ্বাস নেওয়া চলবে না। শকটে নিয়ে গেলে অবশ্য শ্বাস নেওয়া যাবে।

যদি পাণ্যোন্ অরণী সংস্পৃশ্য মনুয়েত প্রত্যবরোহ জাতবেদঃ পুনরুৎ দেবেভ্যো হব্যং বহ নঃ প্রজানন্।

প্রজাং পুষ্টিং রয়িমম্যাসু ধেহ্যথা ভব যজমানায় শংযোর ইতি ॥ ৮।।

অনু.— যদি দুই হাতে (সমারোপণ করা হয়ে থাকে তাহলে) ‘প্রত্য-’ (সূ.) এই (মন্ত্রে) দুটি অরণিকে স্পর্শ করে (অগ্নিকে) মছন করাবেন।

ব্যাখ্যা— যদি অগ্নিকে দুই অরণিতে সমারোপণ করা হয়ে থাকে তাহলে যজমান গন্তব্য স্থানে গিয়ে উপাবরোহণ বা অবরোহণের সময়ে ‘প্রত্য-’ মন্ত্রের পাঠ শেষ করে অগ্নিসৃষ্টির জন্য ঐ দুই অরণিকে নিজেই অথবা অপর কোন ব্যক্তিকে দিয়ে মছন করাবেন। যদি দুই হাতে অগ্নিকে সমারোপণ করা হয়ে থাকে তাহলে এই মন্ত্রেই দুই অরণিকে স্পর্শ করে থেকে মছন করতে বা করাতে হয়। অগ্নি উৎপন্ন না-হওয়া পর্বত যজমানকে অরণি-দুটিকে স্পর্শ করে থাকতে হবে। একবার মছনের পরে অগ্নি উৎপন্ন না হলে আবার মছন করবেন এবং মছন শুরু করার আগে মন্ত্রটিও আবার পাঠ করতে হবে। এইভাবে যতক্ষণ না অগ্নি উৎপন্ন হয় ততক্ষণ মন্ত্র ও মছন চালিয়ে যেতে হবে। দুই অরণিতে অথবা দুই হাতে যে অগ্নিকে আগে মনে মনে সমারোপণ করা হয়েছিল এখন সেই অগ্নিকে আবার মন্ত্রপাঠ করে মছনজাত অগ্নিতে অথবা যে-কোন সাধারণ অগ্নিতে মনে মনে নামিয়ে নেওয়ার নাম ‘উপাবরোহণ’ বা ‘অবরোহণ’।

আহবনীয়ম্ অবদীপ্যমানম্ অবাক্ শম্যাপরাসাদ্ ইদং ত একং পর উ ত একম্ ইতি সংবেপেত্ ॥ ৯।।

অনু.— কাঠি-ছোঁড়ার (দূরত্বের) আগে (অঙ্গার কুণ্ডের বাইরে গিয়ে পড়লে) প্রজ্বলনরত আহবনীয় অগ্নিকে ‘ইদং-’ (১০/৫৬/১) এই (মন্ত্রে কুণ্ডে আবার) ঢেলে রাখবেন।

ব্যাখ্যা— ঋষের কাঠের তৈরী সামনের দিকে ছুঁচাল এবং পিছন দিকে মোটা এমন এক হাত লম্বা একটি কাঠিকে বলে ‘শম্যা’। সেই শম্যা ছুঁড়লে যত দূরে গিয়ে পড়ে যদি সেই দূরত্বের মধ্যে প্রজ্বলিত আহবনীয়ের এককণ অথবা সম্পূর্ণ অগ্নি অগ্নিকুণ্ডের বাইরে গিয়ে পড়ে তাহলে ঐ অগ্নিকে কুড়িয়ে এনে ‘ইদং-’ মন্ত্রে কুণ্ডের মধ্যে আবার রেখে দিতে হয়। তারপরে সব-কাঠি ব্যাহতি দিয়ে একটি হোম করতে হয়। নষ্টের উদ্ধার দু-রকমের— সেক্সির বা সান্ধাৎ এবং অতীক্সির বা পরোক্ষ। কুণ্ডে সরাসরি তুলে আনা হল সেক্সির এবং বিহিত যাগ, হোম, জপ, দান অথবা দক্ষিণা দ্বারা উদ্ধার অতীক্সির। যেখানে বাগ ইত্যাদির উল্লেখ থাকে না সেখানে ব্যাহতি দ্বারা হোম করতে হয়। ‘আহবনীয়ম্’ বলার অন্য অগ্নির ক্ষেত্রে বিনা মন্ত্রে সেক্সির উদ্ধার করে ব্যাহতিহোম করতে হয়। ‘অবদীপ্যমানং’ বলার অগ্নি জ্বলন্ত অবস্থায় থাকলে তবেই এই প্রায়শ্চিত্ত, শূলিনসমাজ হয়ে গেলে কোন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না। প্রসঙ্গত আপ. শ্রী. ৯/১/১৭; ভা. শ্রী. ৯/১/১৭ হ.।

যদি দ্বিতীয়াৎ যদ্যমাবাস্যাং পৌর্ণমাসীং বাতীয়াৎ যদি বান্যস্যগ্নিষু যজ্ঞেত যদি বাস্যান্যোঃগ্নিষু
যজ্ঞেত যদি বাস্যান্যোঃগ্নির অগ্নীন্ ব্যবেয়াৎ যদি বাস্যাগ্নিহোত্র উপসমে হবিষি বা নিরুপ্তে
চক্রীবচ ছা পুরুষো বা বিহারম্ অন্তর্ইয়াৎ যদি বাধে প্রমীয়েতেষ্টিঃ ॥ ১০॥

অনু.— কিন্তু যদি (অগ্নি শম্যা-পতনের স্থানকে) ছাড়িয়ে যায়, অথবা যদি (দর্শপূর্ণমাসযোগে সময়) অমাবস্যা
ও পূর্ণিমাকে অতিক্রম করে অথবা যদি (যজ্ঞমান) অপরের অগ্নিগুলিতে যাগ করেন, অথবা যদি এর অগ্নিগুলিতে
অপর (ব্যক্তি) যাগ করেন, অথবা যদি এর (তিন) অগ্নিকে অন্য (অগ্নি) আড়াল করে, অথবা যদি অগ্নিহোত্র
(-যোগের দ্রব্য কুশে এনে) কাছে রাখা হলে অথবা আহুতি-দ্রব্যের নির্বাণ করা হলে চক্রযুক্ত (রথ, শকট ইত্যাদি
যান-বাহন), কুকুর অথবা মানুষ যজ্ঞভূমির মাঝখান দিয়ে চলে যায় অথবা যদি (যজ্ঞমান) পথে মারা যান (তাহলে
পথিকৃৎ নামে একটি) ইষ্টিযোগ (করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— আপ. শ্রৌ. ৯/১/১৮; ৯/১৪/৪ এবং ভা. শ্রৌ. ৯/২/১ প্র.। ঐ. ব্রা. ৩২/৭ অংশে অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায়
যাগ করতে ব্যর্থ হলে এই ইষ্টিযোগটি করতে বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত ঐ. ব্রা. ৩২/১১ অংশও প্র.।

অগ্নিঃ পথিকৃৎ ॥ ১১॥

অনু.— (এই ইষ্টিতে দেবতা) পথিকৃৎ অগ্নি।

ব্যাখ্যা— এই ইষ্টির দ্রব্য আটকপাল-পুরোডশ—আপ. শ্রৌ. ৯/১/১৯; ৯/২/২ প্র.।

বেত্থা হি বেধো অক্ষন আ দেবানামপি পশ্চামগম্যেতি ॥ ১২॥

অনু.— (এই ইষ্টিতে অনুবাক্যা ও যাজ্ঞ্য) ‘বেত্থা-’ (৬/১৬/৩), ‘আ-’ (১০/২/৩)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৩২/৭ অংশেও এই দুটি মন্ত্রই বিহিত হয়েছে।

অনডান্ দক্ষিণা ॥ ১৩॥ [১২]

অনু.— দক্ষিণা গাড়ী-টানা গরু।

ব্যবায়ো দ্বনয়িনা প্রাগ্ ইষ্টের্ গাম্ অন্তরেণাতিক্রময়েত ॥ ১৪॥ [১৩]

অনু.— (লৌকিক) অগ্নি ছাড়া অন্য-কিছু দ্বারা কিন্তু (যজ্ঞীয় অগ্নিগুলির) ব্যবধান ঘটলে (পথিকৃৎ) ইষ্টির
আগে (বেদির) মাঝখান দিয়ে কোন গরুকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

ব্যাখ্যা— দর্শাহোমের ক্ষেত্রে ১০ নং সূত্রে নির্দিষ্ট অগ্নি ছাড়া অন্যগুলির অর্থাৎ যান, কুকুর অথবা মানুষের দ্বারা ব্যবধান
ঘটলে গরু নিয়ে যাওয়ার পরে ১৬ নং ও ১৭ নং সূত্রে বিহিত কাজটি করতে হয়। তার পরে আরও মূল অনুষ্ঠানটি শেষ
করে পথিকৃৎ ইষ্টি করতে হয়। ইষ্টিযোগের ক্ষেত্রে কিন্তু ১৬-১৭ নং সূত্রের কাজটি করে যে ইষ্টিযোগটি শুরু করা হয়েছে
সেই ইষ্টির সঙ্গেই পথিকৃৎ ইষ্টির একই তন্ত্রে অনুষ্ঠান হয়।

ভস্মনা শুনঃ পদং প্রতিবপেদ ইদং বিষ্ণু র্বি চক্রম ইতি ॥ ১৫॥ [১৪]

অনু.— ‘ইদং-’ (১/২২/১৭) এই (মন্ত্রে) ছাই দিয়ে কুকুরের পা চাপা দেবেন।

ব্যাখ্যা— ১০ নং সূত্রে যজ্ঞভূমির মাঝখান দিয়ে কুকুর চলে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। কুকুর চলে গেলে যজ্ঞভূমিতে
যেখানে যেখানে কুকুরের পায়ের ছাপ পড়েছে সেখানে সেখানে ছাই ঢেলে ছাপ ঢেকে দিতে হয়। প্রত্যেক পায়ের ছাপে
মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি হবে। এখানে ১৪, ১৬, ১৭ নং সূত্র অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

গার্হপত্যাহবনীয়োর অস্তরং ভস্মরাজ্যোদকরাজ্যা চ সন্তনুয়াত্ তন্তুং
তন্ন রজসো ভানুমদ্বিহীতি ॥ ১৬॥ [১৫]

অনু.— গার্হপত্য ও আহবনীয়ের মাঝে 'তন্তুং-' (১০/৫৩/৬) এই (মন্ত্রে) একটানা ছাই ও জল ছড়িয়ে দেবেন।

ব্যাখ্যা— মন্ত্রটি ছাই ছড়াবার সময়েও পাঠ করতে হয়, জল ছড়াবার সময়েও পাঠ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ৩২/১১ অনুযায়ী কুণ্ডের মাঝে শকট, রথ অথবা কুকুর চলে গেলে কোন দোষ নেই, তবে উক্ত মন্ত্রে অবিচ্ছিন্ন জল ছিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে। শকট, কুকুর ইত্যাদি গেছে বলে কেন দ্বন্দ্ব করতে নেই, কারণ এগুলি আমাদের অস্তরেই রয়েছে— “নৈনন্ মনসি কুর্বাদ্ আশ্বন্যাস্য হি তা ভবন্তি”।

অনুগময়িত্বা চাহবনীয়ং পুনঃ প্রনীয়োপতিষ্ঠেত। যদগ্নে পূর্বং প্রহিতং পদং হি তে সূর্যস্য রশ্মীনদ্বাততান।

তত্র রয়িষ্ঠামনুসংভবৈতাং সং নঃ সৃজ সুমত্যা বাজবত্যা। ত্বমগ্নে সপ্রথা অসীতি চ ॥ ১৭॥ [১৬]

অনু.— এবং (আহবনীয়কে) নিবিয়ে দিয়ে আবার প্রণয়ন করে 'যদগ্নে-' (সু.) এবং 'ত্বমগ্নে-' (৫/১৩/৪) এই (মন্ত্রে ঐ অগ্নির) উপস্থান করবেন।

ব্যাখ্যা— অনুগময়িত্বা = নিবিয়ে দিয়ে। প্রণীয় = প্রণয়ন করে। গার্হপত্য কুণ্ড থেকে সামনের দিকে অন্য কুণ্ডে অগ্নিকে নিয়ে যাওয়াকে 'প্রণয়ন' বলে। ছাই ও জল ছড়াবার পরে আহবনীয় অগ্নিকে নিবিয়ে দিয়ে গার্হপত্য কুণ্ড থেকে আবার অগ্নি নিয়ে গিয়ে ঐ আহবনীয়ের কুণ্ডে তা রেখে দিতে হয়। সূত্রে সূত্রকার অঙ্কিম 'চ' শব্দটি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন এইটি পূর্বমন্ত্রের শেষ অংশ নয়, অন্য একটি মন্ত্র।

অগ্নে প্রমীতস্যভিবান্যবত্সায়াঃ পয়সাগ্নিহোত্রং ত্বক্ষীং সর্বহুতং জুহুয়ুর্ আ সমবায়াত্ ॥ ১৮॥ [১৭]

অনু.— পথে মৃত (যজমানের দেহে) অগ্নিসংযোগের আগে পর্যন্ত বাছুরের সঙ্গে যুক্ত গরুর দুধ দিয়ে নিঃশব্দে নিঃশেষে অগ্নিহোত্র হোম করবেন।

ব্যাখ্যা— অভিবান্য = প্রার্থনীয়। যে গরুর নিজের বাছুর নেই, কিন্তু বাছুর চায়, সেই বন্ধ্যা বা মৃতবৎসা গরু হল অভিবান্যবৎসা। সমবায় = দেহে অগ্নিসংযোগ, দাহ। যজমান পথে মারা গেলে 'পথিকৃত' ইষ্টি করে ঐ দিন সন্ধ্যায় ও পরদিন সকালে বিনা-মন্ত্রে নিঃশেষে অগ্নিহোত্রহোম করতে হয় এবং তার পর তাঁর দাহ করা হয়। 'সর্বহুতং' বলায় সবটাই অগ্নিতে আর্হতি দিতে হবে, ভক্ষণের জন্য কিছু রেখে দেওয়া চলাবে না। বৃত্তিকারের মতে এই অগ্নিহোত্র একটি ভিন্ন অগ্নিহোত্র। অগ্নিহোত্রের মতোই এর অনুষ্ঠান হয়, তবে হব্যদ্রব্য নিঃশেষে আর্হতি দেওয়া হয় বলে ভক্ষণকর্ম এখানে অনুষ্ঠিত হয় না।

যদ্যাহিতাগ্নির্ অপরণক্ষে প্রমীষ্টেতাহতিভির্ এনং পূর্বপক্ষং হরৈমুঃ ॥ ১৯॥ [১৮]

অনু.— যদি অগ্নিহোমপনকারী (ব্যক্তি) কৃষ্ণপক্ষে মারা যান তাহলে একে আহতি দ্বারা শুক্লপক্ষে নিয়ে যাবেন।

ব্যাখ্যা— অপরণক্ষ = কৃষ্ণপক্ষ। পূর্বপক্ষ = শুক্লপক্ষ। আহিতাগ্নি ব্যক্তি কৃষ্ণপক্ষে মারা যাবেন এই আশঙ্কা থাকলে প্রতিদিন অথর্ব অথবা অন্য কেউ তাঁর প্রতিনিধি হয়ে আহতি দিয়ে যাবেন। এইভাবে মৃত যজমানকে শুক্লপক্ষ পর্যন্ত যেন বাচিয়ে রাখা হয়। জীবিত ব্যক্তির মরণের আশঙ্কায় এই বিধান, মারা গেলে নয়।

হবিষাং ব্যাপস্বাব ওচাসু দেবতাস্বাজ্যোনেষ্টিং সমাপ্য পুনর্ ইজ্যা ॥ ২০॥ [১৯]

অনু.— দেবতার আবাহিত হলে (তার পরে) আহতিদ্রব্য দুষ্ট হলে আজ্য দ্বারা ইষ্টিটি শেষ করে আবার যাগ (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— যোগাতি = দোষদুষ্টিতা। ওতা = আবাহিতা, যে দেবতাকে আবাহন করা হয়েছে। যে যোগ শুরু করা হয়েছে সেই যোগের আবাহনের পর থেকে প্রধানযোগের আগে পর্যন্ত যদি এক বা একাধিক আত্মতন্ত্রব্য দ্বিতীয় হয় তাহলে ঐ দ্বিতীয় আত্মতন্ত্রব্যের পরিবর্তে আজ্ঞা দিয়ে যোগটি শেষ করে আবার নতুন আত্মতন্ত্রব্য তৈরী করে অত্যাধান থেকে শুরু করে আর একবার শেষ পর্যন্ত ঐ যোগটির অনুষ্ঠান করতে হবে। শুধু যে আত্মতন্ত্রব্যটি দ্বিতীয় হয়েছে তার জন্যই দ্বিতীয়বার আবার যোগ করতে হয়, যেটি দ্বিতীয় হয় নি তার আর দ্বিতীয়যোগে আবৃত্তি হয় না। প্রধানযোগের পরে আত্মতন্ত্রব্য দ্বিতীয় হলে কিন্তু অবশিষ্ট অনুষ্ঠান আজ্ঞা দিয়েই শেষ করতে হবে, সে-ক্ষেত্রে যোগটির পুনরনুষ্ঠান করতে হবে না। ৩/১৪/৬ সূত্র অনুসারে দ্বিষ্টকৃতের আগে পর্যন্ত প্রধানযোগের আত্মতন্ত্রব্য দ্বিতীয় হলেই এই প্রায়শ্চিত্ত। ‘পুনরাবৃত্তি’ এবং ‘পুনরীজ্যা’ এই দুই এর পার্থক্যের জন্য ৩/১৪/৩ সূ. দ্র।

ব্যাপমানি হবীংষি কেশনখকীটপতঙ্গৈর্ অনৈর্ বা বীভভ্‌সৈঃ ॥ ২১॥ [২০]

অনু.— আত্মতন্ত্রব্যগুলি দ্বিতীয় (হয়) চুল, নখ, কীট, পতঙ্গ অথবা অন্য (কোন) বীভৎস (বস্তু) দ্বারা।

ব্যাখ্যা— অন্য জায়গা থেকে উড়ে এসে না পড়লে কিন্তু আত্মতন্ত্রব্য বীভৎস ও দ্বিতীয় হয় না। ফলে নিজের দেহলগ্ন চুল বা নখ আত্মতন্ত্রব্যে লেগে গেলে কোন দোষ নেই। সূত্রে ‘ব্যাপমানি বীভভ্‌সৈঃ’ বললেই চলত, তবুও বিস্তৃত সূত্র করায় বুঝতে হবে যে, চুল প্রভৃতির সংস্পর্শে শুদ্ধির যে উপায় স্বতীশাস্ত্রে বিহিত আছে তা এখানে প্রযোজ্য নয়।

ভিন্নসিক্তানি চ ॥ ২২॥ [২১]

অনু.— এবং ভগ্ন ও ক্ষরিত (আত্মতন্ত্রব্যগুলিও দ্বিতীয় হয়)।

ব্যাখ্যা— কঠিন আত্মতন্ত্রব্য ভেঙে গেলে এবং তরল আত্মতন্ত্রব্য ছড়িয়ে পড়লেও তা দ্বিতীয় বলে গণ্য হয়। ৩/১১/৬ সূত্র অনুসারে ‘সমুদ্রং’ মন্ত্রে ভগ্ন ও ক্ষরিত দ্রব্যকে অভিমন্ত্রণ করে পরবর্তী সূত্র অনুযায়ী তা জলে ফেলে দিতে হয়।

অপোহন্ত্যবহরেয়ঃ ॥ ২৩॥ [২২]

অনু.— (দ্বিতীয় আত্মতন্ত্রব্যকে) জলে ফেলে দেবেন।

প্রজ্ঞাপতে ন হ্রস্বতান্যান্য ইতি চ বন্দীকরণায় বা সানোয্যং

মধ্যমেন পলাশপর্ণেন জুহুয়াত্ ॥ ২৪॥ [২৩]

অনু.— অথবা (দ্বিতীয়) সামায্যকে মাঝের পলাশপাতা দিয়ে ‘প্রজ্ঞা-’ (১০/১২১/১০) এই (মন্ত্রে) উইটিবিতে আত্মতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— সামায্য = দুধ-মেশান দই। যে পলাশের ডালে বিজোড়-সংখ্যক পাতা আছে এমন ডাল দিয়েই উইটিবির উপরে দ্ব্যস্ত মন্ত্রে এই দ্বিতীয় সামায্যকে আত্মতি দিতে হয়। বিনা-মন্ত্রে জলেও তা ফেলে দেওয়া যায়।

বিদ্যাম্মানং মদী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন ইত্যন্তঃ-পরিধিসেপে নিবপেদুঃ ॥ ২৫॥ [২৪]

অনু.— উছলে-উঠা (দ্বিতীয় তরল দ্রব্যকে) ‘মদী-’ (১/২২/১৩) এই (মন্ত্রে) পরিধিসেপের মাঝে ঢেলে দেবেন।

ব্যাখ্যা— আহবনীয়ের কুণ্ডের পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দিকে একটি করে কাঠ পুতে রাখা হয়। এই তিনটি কাঠকে বলে ‘পরিধি’। অপদেবতাসের হাত থেকে অগ্নিকে রক্ষার জন্যই এই পরিধির ব্যবস্থা বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করে থাকেন। তাপে দুধ বা কোন পানীয় থেকে উছলে উঠতে থাকলে তা ‘মদী-’ মন্ত্রে এই তিন কাঠের মাঝে ঢেলে দেবেন। উছলে উঠে তরল দ্রব্য আত্মনে বা মাটিতে পড়ে না গিয়ে যে পাত্রে পাক করা হচ্ছে সেই পাত্রের পায়ে লেগে থাকলে কিন্তু কোন দোষ হয় না। ‘সেপে’ বলার পরিধি না থাকলেও ঐ সম্ভাব্য স্থানেই তা ঢেলে দিতে হয়।

অন্যত্রাসদোষে ব্যাসিচ্য প্রচরেষুঃ ॥ ২৬ ॥ [২৫]

অনু.— (রাত্রি ও সকালের দুধ এই) দুটির কোন একটি দূষিত না হলে ভাগ করে দই পেতে অনুষ্ঠান করবেন।

ব্যাখ্যা— ব্যাসিচ্য = একভাগে দশল ঢেলে, দশবাগে ওক্ল প্রতিপদে ইন্দ্র অথবা মহেশ্বরের উদ্দেশে দুধ ও দই মিশিয়ে একসঙ্গে আহুতি দিতে হয়। তার আগের দিন রাত্রে কমপক্ষে তিনটি গরুর দুধ দুই কলসীতে রেখে আহবানীরের অঙ্গারে তা গরম করে নিতে হয়। তার পরে ঐ দুধ কিছুটা ঠাণ্ডা হলে তা-তে দশল মিশিয়ে দই পাতে হয়। পরের দিন সকালেও আবার ঐভাবে দুধ দোহা হয়, তবে সেই দুধে দই পাতা হয় না। রাত্রে দুধকে বলে ‘সায়ংসোহ’ এবং সকালের দুধকে বলা হয় ‘প্রাতসোহ’। সূত্রটি সায়ংসোহ দূষিত হওয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যদি কোন কারণে রাত্রে দুধ বা দই নষ্ট হয়, তাহলে অন্তর্গত প্রাতসোহকেই দু-ভাগে ভাগ করে দুটি পাত্রে রেখে এক পাত্রের দুধে দই পেতে সেই দই এবং অপর পাত্রের দুধ মিশিয়ে নিয়ে তা দিয়ে বাগ করতে হয়। প্রসঙ্গত আশ. শ্রৌ. ৯/১/২৩-৩৪ এবং ভা. শ্রৌ. ৯/২/৬-১৯ হ্র।

পুরোডাশং বা তত্স্থানে ॥ ২৭ ॥ [২৬]

অনু.— অথবা (প্রাতসোহ নষ্ট হলে) তার জায়গায় পুরোডাশ (আহুতি দেবেন)।

ব্যাখ্যা— দই নয়, দুধ নষ্ট হলেই এই নিয়ম। সূত্রে বিহিত বিকল্পটি তাই ‘ব্যবস্থিত বিভাষা’ অর্থাৎ দুটি পক্ষের মধ্যে কোনটি কোথায় হবে তা স্থির করাই আছে।

উভয়দোষ ঐন্দ্রায়ং পঞ্চশরাবম্ ওদনম্ ॥ ২৮ ॥ [২৭]

অনু.— দুটিই দূষিত হলে ইন্দ্র-অগ্নির (উদ্দেশে) পাঁচ-শরা ভাত (আহুতি দেবেন)।

ব্যাখ্যা— রাত্রে দই এবং সকালের নূতন দই বা দুধ দুইই নষ্ট হলে এই ব্যবস্থা। ঐ ভা. মতে পূর্ববর্তী এবং বর্তমান সূত্রের ক্ষেত্রে ইন্দ্র অথবা মহেশ্বরের উদ্দেশে পুরোডাশ আহুতি দিতে হয়— ৩২/৩ হ্র।

তয়োঃ পৃথক্ প্রচর্য ॥ ২৯ ॥ [২৮]

অনু.— ঐ দুই (দেবতার) পৃথক্ অনুষ্ঠান (হয়)।

ব্যাখ্যা— যদিও নির্বাপের সময়ে ইন্দ্র ও অগ্নির একসাথে নির্বাপ হয়, তবুও আহুতির সময়ে পাঁচ-শরা চালের অন্ন থেকেই তাঁদের উদ্দেশে পৃথক্ পৃথক্ আহুতি দিতে হয়। তার মধ্যে ‘অগ্নিং দেবতানাং প্রথমং যজেৎ’ এই শ্রুতি অনুসারে অগ্নির উদ্দেশেই প্রথমে আহুতি অর্পণ করা হয়, পরে ইন্দ্রের উদ্দেশে।

ঐন্দ্রম্ এবৈভ্যোকে ॥ ৩০ ॥ [২৯]

অনু.— (অগ্নির বেলেন) ইন্দ্রেরই উদ্দেশে (নির্বাপ করবেন)।

ব্যাখ্যা— কেউ কেউ বলেন, নির্বাপের সময়ে শুধু ইন্দ্রেরই উদ্দেশে নির্বাপ করে আহুতিদানের সময় অগ্নি এবং ইন্দ্রের উদ্দেশে পৃথক্ পৃথক্ আহুতি দিতে হবে। এক্ষেত্রেও প্রথম আহুতি পাবেন অগ্নি। আবার কেউ কেউ বলেন, নির্বাপ এবং আহুতি দুইই শুধু ইন্দ্রেরই উদ্দেশে করতে হবে।

বহুসানাং গানে বারবে বহাগুম্ ॥ ৩১ ॥ [৩০]

অনু.— বাহুরেরা দুধ পান করে ফেললে বাহুসেবতার উদ্দেশে বহাগু (আহুতি দেবেন)।

ব্যাখ্যা— সান্নাধ্যের জন্য দুধ দোহার আগেই বাহুরেরা গরুর সমস্ত দুধ খেয়ে নিলে বহাগু নিয়ে বাহুসেবতার উদ্দেশে বাগ করে আবার প্রথম থেকে স্বাভাবিকভাবে বাগটি করিবেন যদি বাহুরেরা পান করার পরেও স্বাদের পক্ষে বড়টা প্রয়োজন ততটা দুধ দোহা সম্ভব হয় তাহলে কিন্তু বহাগু নিয়ে নয়, ঐ অবশিষ্ট দুধ নিয়েই সান্নাধ্য বাগ করতে হবে। সে-কেনে প্রারম্ভিকের জন্য শুধু ব্যাহুতিহোম করলেই চলাবে। আশ. শ্রৌ. ৯/১/২৩; ভা. শ্রৌ. ৯/২/৬ হ্র।

অগ্নিহোত্রম্ অধিষ্ঠিতং ববদ্ অভিজ্ঞয়েত গৰ্ভং ববন্তমগদমকর্মাগ্নিহোতা পৃথিব্যন্তরিকম্।

যতশ্চূতদগ্ন্যবেব তন্নাভিপ্রাপ্যোতি নির্বৃতিং পরশ্বাদ্ ইতি ॥ ৩২॥ [৩১]

অনু.— আতনে-চাপান (পাত্রের তলা থেকে) চুইয়ে-গড়া অগ্নিহোত্রব্রহ্মকে ‘গৰ্ভং-’ (সূ.) এই (মন্ত্রে) অভিমন্ত্রণ করবেন।

একাদশ কণ্ডিকা (৩/১১)

[অগ্নিহোত্রে করণীয় প্রায়শ্চিত্ত]

যস্যাগ্নিহোত্র্যপাবসৃষ্টা দুহ্যমানোপবিশেচ্ তাম্ অভিমন্ত্রয়েত যন্মাদ্ ভীবা নিবীদসি ততো নো

অভয়ং কৃষি পশুন্ নঃ সর্বান গোপায় নমো বৃদ্ধায় মীম্বহব ইতি ॥ ১॥

অনু.— যাঁর অগ্নিহোত্রের গরু বাছুরের সঙ্গে যুক্ত (হওয়ার পর) দোহনরত অবস্থায় বসে গড়ে সেই (গরুকে) ‘যন্মাদ্-’ (সূ.) এই (মন্ত্রে) অভিমন্ত্রণ করবেন।

ব্যাখ্যা — অগ্নিহোত্রী = যে গরুর দুধ দুহে অগ্নিহোত্র করা হয়। উপাবসৃষ্টা = দুধ দোহার সময়ে যে গরুর কাছে বাছুর রাখা হয়েছে। ঐ. ব্রা. ২৫/২ এবং ৩২/২ অংশেও বৎসসংযোগের পরে গাড়ী বসে গড়লে এই মন্ত্র পাঠ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অথৈনাম্ উত্থাপয়েদ্ উদহ্বাদ্ দেব্যদিতিরানুর্ভজ্যপতাবধাত্। ইহ্মায় কৃষতী

ভাগং মিত্রায় বরুণায় চেতি। ॥ ২॥

অনু.— তার পর এই (উপবিষ্ট গরুকে) ‘উদহ্বাদ্-’ (সূ.) এই (মন্ত্রে) ওঠাবেন।

ব্যাখ্যা— ‘অথ’ বলার বিনি অভিমন্ত্রণ করবেন তিনিই অর্থাৎ বজ্রমান বা আহুতিদাতাই ওঠাবেন। ঐ. ব্রা. ২৫/২ এবং ৩২/২ অংশেও এই মন্ত্রই বিহিত হয়েছে।

অথাস্যা উত্থসি চ মুখে চোদপাত্রম্ উপোদগৃহ্য দুগ্ধা ব্রাহ্মণং পারয়েদ্ যস্যাতোক্যন্

স্যাদ্ মাভজ্যতীবাং সংবত্সরং বা। ॥ ৩॥

অনু.— এর পর এই (গরুর) ত্বন ও মুখের নিকটে জলের পাত্র তুলে ধরে (দুধ) দুহে (এমন) ব্রাহ্মণকে (তা) পান করাবেন যাঁর (অন্ন বজ্রমানকে) সারা জীবন অথবা সারা বছর (নিজেকে) আর খেতে হবে না।

ব্যাখ্যা— গরুর ত্বন ও মুখ জল দিয়ে বুয়ে এই কাজটি করতে হয়। এখানেও ‘অথ’ শব্দের প্রয়োজন আগের সূত্রেরই মতো। ঐ. ব্রা. ২৫/২ অংশে এবং ৩২/২ অংশে-গাড়ীদানের এবং এই একই মন্ত্র পাঠ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বাশ্যমানায়ৈ ববসং প্রবজ্জেচ্ সূববসাদ্ ভগবতী হি কুরা ইতি ॥ ৪॥

অনু.— শব্দরত (গরুকে) ‘সূব-’ (১/১৬৪/৪০) এই (মন্ত্রে) খাদ্য দেবেন।

ব্যাখ্যা — দুধ দোহার সময়ে বাছুরকে গরুর কাছ ছেড়ে-সেওরা থেকে ওরু করে দুধ-দোহা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে গরু দোহারব করতে থাকলে তাকে কিছু খেতে দিয়ে তার পরে দুধ দুইতে হবে। ঐ. ব্রা. ২৫/২ এবং ৩২/২ অংশেও এই একই বিধান দেওয়া হয়েছে।

শোণিতং দুগ্ধং গার্হপত্যে সংকাপ্যান্যেন জুহুয়াৎ ॥ ৫॥

অনু. — রক্তাক্ত দুধ গার্হপত্যে শুষে নিয়ে অন্য দ্রব্য দিয়ে আহুতি দেবেন।

ভিন্নং সিন্ধুং বাতিমন্ত্রয়েত সমুদ্রং বাঃ প্রহিপোমি স্বাং যোনিমপি গচ্ছত। অরিস্টা অশ্মাকং
কীরা ময়ি গাব্যং সঙ্খু গোপতাৎ ইতি ॥ ৬॥

অনু. — (পাত্র ভেঙে গিয়ে) ছড়িয়ে-পড়া অথবা (ছিন্ন দিয়ে) ক্ষরে-পড়া (আহুতিদ্রব্যকে) 'সমুদ্রং' (সু.) এই (মন্ত্রে) অভিমন্ত্রণ করবেন।

ব্যাখ্যা — ছড়িয়ে-পড়া ও ক্ষরে-পড়া যে-কোন আহুতিদ্রব্যকে স্পর্শ ও অভিমন্ত্রণ করে ৩/১০/২৩ সূত্র অনুসারে জলে ফেলে দিতে হয়। দুধ ক্ষরে পড়লে অবশ্য এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ না করে পরবর্তী সূত্র অনুযায়ী তা করতে হয়।

যস্য্যগ্নিহোত্ৰ্যাপাবস্তী দুহ্যমানা স্পন্দেত সা যত্ তত্র কন্দয়েত তদ্ অভিমুশ্য জপেদ যদন্য দুগ্ধং
পৃথিবীমসৃণ্ড যদোষধীরতাসৃপদ যদাপঃ। পয়ো গৃহেষু পয়ো অগ্নায়াম্ পয়ো বহুসেবু পয়ো অস্তু
তস্ময়ীতি ॥ ৭॥

অনু. — যীর অগ্নিহোত্রের গরু বাছুরের সঙ্গে যুক্ত (হওয়ার পর) দোহনরত (অবস্থায়) নড়ে যায় সেই (গরু) যে (দুধ) সেখানে (সেই অবস্থায় মাদিতে) ছড়িয়ে ফেলে সেই (দুধকে) স্পর্শ করে 'যদন্য' (সু.) এই (মন্ত্র) জপ করবেন।

ব্যাখ্যা — দুধকে স্পর্শ করে থেকে অভিমন্ত্রণ করবেন। মন্ত্রে 'পয়ঃ' শব্দ আছে বলে দুধ করিত হলেই এই মন্ত্র জপ করবেন। এই মন্ত্র এবং পূর্ববর্তী 'সমুদ্রং' মন্ত্রের উদ্দেশ্য একই বলে দুটি মন্ত্রের ক্ষেত্রেই অভিমর্শন ও অভিমন্ত্রণ প্রযোজ্য হবে। ঐ. ব্রা. ২৫/২ এবং ৩২/২ অংশেও এই মন্ত্রই বিহিত হয়েছে।

তত্র যত্ পরিশিষ্টং স্যাৎ তেন জুহুয়াৎ ॥ ৮॥

অনু. — যে দুধ (পাত্রে) পড়ে থাকে তা দিয়ে হোম করবেন।

ব্যাখ্যা — মাটিতে পড়ে যাওয়ার পরে পাত্রে যেটুকু দুধ থেকে যায় সেই অপরিপাক্ত দুধ নিয়েই আহুতি দিতে হয়। আহুতির পরে দুধ আর অবশিষ্ট থাকে না বলে ইড়াভক্ষণ প্রভৃতি অনুষ্ঠান বাদ দেওয়া হয়। বৃত্তিকারের মতে অন্য আহুতিদ্রব্যের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য — 'তত্র যত্ পরিশিষ্টং ইত্যাদি দ্রব্যাত্ত্রেয়পি সাধারণম্ অন্যস্যানান্নাত্'। ঐ. ব্রা. ২৫/২ এবং ৩২/২ অংশের নির্দেশও তা-ই, তবে অবশিষ্ট দুধ হোমের পক্ষে পরিপাক্ত হওয়া চাই।

অন্যেন বাভ্যানীর ॥ ৯॥

অনু. — অথবা (কোন স্থান থেকে) নিয়ে এসে অন্য (দ্রব্য) দ্বারা (আহুতি দেবেন)।

ব্যাখ্যা — অথবা অপরিপাক্ত দুধ নিয়ে আহুতি না দিয়ে অন্য জায়গা থেকে দুধ নিয়ে এসে আহুতি দেবেন। বৃত্তিকারের মতে অন্য দ্রব্যের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। আগের সূত্রে হোমের পরবর্তী কর্মগুলির পক্ষে আহুতিদ্রব্য অপরিপাক্ত হলে কি করণীয় তা বলা হয়েছে। এই সূত্রে বলা হয়েছে হোমের পক্ষেই অবশিষ্ট আহুতিদ্রব্য যদি পরিপাক্ত না হয় তা হলে কি করতে হবে। ঐ. ব্রা. ২৫/২ অংশে বলা হয়েছে সমস্ত দুধ পড়ে গেলে এই প্রায়শ্চিত্ত। অন্য গাভী না পেলে ব্রহ্মা দ্বারা হোম করতে হবে। 'দোহনবচনং (১০নং সূত্র) পূর্বসূত্রে কন্দননিমিত্তবিশেষক্যাবিবকিতত্বসূচনার্থম্' (না.)।

এতন্ দোহনাণ্য। প্রাচীনহরণাৎ ॥ ১০॥

অনু. — দোহন থেকে গুরু করে প্রাচীনহরণ পর্যন্ত (সময়ের মধ্যে) এই (প্রায়শ্চিত্ত)।

ব্যাখ্যা — প্রাচীনহরণ = বৃকে আহুতিদ্রব্য গ্রহণ করে তা পূর্ব দিকে আহবনীরের কাছে নিয়ে যাওয়া। দুধ-সোহ্য থেকে

শুরু করে আছতির জন্য দুধকে পূর্ব দিকে নিয়ে যাওয়ার আগে পর্বত সময়ের মধ্যে দুধ মাটিতে ছড়িয়ে পড়লে বা ক্ষরে পড়লে এই ৬-৮ সূত্রে বিহিত প্রায়শ্চিত্তগুলি করতে হয়। 'আদি' বলায় দুধ গরম করার পরে পড়ে গেলেও এই নিয়ম। অন্য বিধান না থাকায় দুধ উছলে পড়লেও এ-ই প্রায়শ্চিত্ত।

প্রজাপতেবিশ্কাড়তি তথঃ হুতমসীতি তত্র স্মৃতিম্পর্নম্ ॥ ১১ ॥

অনু.— ঐ (প্রাচীনহরণে) 'প্রজা-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) ছড়িয়ে-পড়া (দুধকে) স্পর্শ (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— দুধকে প্রাচীনহরণের অর্থাৎ আহবনীয়ের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময়ে সূক থেকে সম্পূর্ণ অথবা চারভাগের তিনভাগ দুধ মাটিতে পড়ে গেলে এই মন্ত্রে তা স্পর্শ করতে হয়।

শেষেণ জুহুয়াৎ ॥ ১২ ॥

অনু.— (তার পরে সুবের) অবশিষ্ট (দুধ) দিয়ে আহুতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— সূত্রটি না করলেও চলত, তবুও তা করার অর্থ— অবশিষ্ট দুধ-দুটি হোমের নকে পর্যাপ্ত না হলেও ঐ অল্প পরিমাণ অবশিষ্ট অপৰ্যাপ্ত দুধ দিয়েই আহুতি দিতে হবে। সঙ্গে ১৬ নং ও ১৭নং সূত্রের নির্দেশও পালন করতে হবে।

পুনর্ উন্নীয়াশেষে ॥ ১৩ ॥

অনু.— (সূকের দুধ) নিঃশেষিত হলে আবার (সূকটি দুধ দিয়ে) পূর্ণ করে (আহুতি দিতে হবে)।

ব্যাখ্যা— যদি সূক থেকে নিঃশেষে সমস্ত দুধ মাটিতে পড়ে যায় তাহলে আবার সূকে দুধ নিয়ে আহুতি দিতে হবে। আহুতি দেওয়ার জন্য আহবনীয়ের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথে যেখানে সূক থেকে দুধ মাটিতে পড়ে যায় সেখানেই বসে পড়ে অন্য কাউকে দুধের পাত্রটি নিজের কাছে নিয়ে আসার জন্য পাঠাতে হয় (ঐ. ব্রা. ৩২/৪ ব্র.)। পাত্রটি কাছে আনা হলে সূকে আবার দুধ নিয়ে আহুতি দিতে হয়। সূকে দুধ ভর্তি করার জন্য নিজেও পাত্রীর কাছে ফিরে যাবেন না, সূকটিকেও কারও হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন না। সঙ্গে ১৬নং ও ১৭ নং সূত্রের নির্দেশও পালন করতে হবে।

আজ্যম্ অশেষে ॥ ১৪ ॥

অনু.— (দুগ্ধপাত্রের দুধও) নিঃশেষিত হলে আজ্য (আহুতি দেবেন)।

ব্যাখ্যা— পাত্রের দুধও ফুরিয়ে গেলে আজ্য দিয়েই অগ্নিহোত্রের আহুতি দিতে হয়। তার আগে আজ্যের সংস্কার করে সেই আজ্য সূকে গ্রহণ করতে হয়। সঙ্গে ১৬নং ১৭নং সূত্রের নির্দেশও পালন করতে হবে।

এতদ্ আ হোমাত্ ॥ ১৫ ॥

অনু.— (অগ্নিহোত্রের) আহুতি পর্বত এই (প্রায়শ্চিত্ত)।

ব্যাখ্যা— প্রাচীনহরণ থেকে অগ্নিহোত্রের দ্বিতীয় আহুতির প্রদান পর্বত সময়ের মধ্যে আহুতিদ্রব্যের অশচয়ে এই প্রায়শ্চিত্ত।

বারুশীং অপিত্বা বারুশ্যা জুহুয়াৎ ॥ ১৬ ॥

অনু.— বরুণসেবতার (যে-কোন) মন্ত্র জপ করে বরুণ সেবতার (যে-কোন) মন্ত্র দ্বারা আহুতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— অগ্নিহোত্রের প্রথম সেবতার কোল ১২-১৪ নং সূত্রের ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্তের জন্য যে-কোন বারুশী ঋক্‌মন্ত্র জপ করে যে-কোন বারুশী ঋক্‌মন্ত্রে প্রথম আহুতি দিতে হয়। দ্বিতীয় আহুতির সেবতা প্রজাপতি বলে সেখানে কোন মন্ত্রই লাগে না, নিঃশেষে আহুতি দেওয়া হয়।

অনশনম্ অন্যান্যাদ্ হোমকালোচ্চ ॥ ১৭॥

অনু.— অন্য (অগ্নিহোত্র-) হোমের সময় পর্যন্ত অনশন (করবেন)।

ব্যাখ্যা— ১২-১৪ নং সূত্রের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য অগ্নিহোত্রের স্থলে সকালের হোম পর্যন্ত এবং প্রাতঃকালীন অগ্নিহোত্রের বেলায় সাক্ষ্য হোম না-হওয়া পর্যন্ত যজ্ঞমানকে না খেয়ে থাকতে হয়। বরুণমন্ত্রের জপ, বরুণমন্ত্রে আহুতিপ্রদান এবং অনশন এই তিনটি কর্ম ঐ ১২-১৪ নং পর্যন্ত তিনটি পক্ষেই করণীয়।

পুনরুহোমং চ গাণগারিঃ ॥ ১৮॥

অনু.— গাণগারি (বলেন) এবং আবার হোম (করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— গাণগারির মতে ১২-১৪ নং সূত্রের ক্ষেত্রে ১৬-১৭ নং সূত্রে বিহিত প্রায়শ্চিত্তের পরে আবার যথানিয়মে পরিচিত অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করতে হয়। ঐ অনুষ্ঠানে অগ্নিবিহরণ ইত্যাদি করণীয় সব-কিছুই আবার করা হয়ে থাকে।

অগ্নিহোত্রং শরশরায়ত্ সমোষামুং ইতি ছেটারম্ উদ্-আহরোচ্চ ॥ ১৯॥

অনু.— অগ্নিহোত্র (দ্রব্য আশুনে গরম করার সময়ে) শরশর করে শব্দ করতে থাকলে ‘সমো-’ (সু-) এই (মন্ত্রে) আহুতিদ্রব্যকে অভিমন্ত্রণ করবেন এবং মন্ত্রের ‘অমুং’ এই (শব্দের স্থানে দ্বিতীয়া বিভক্তিতে নিজের) বিদ্বেশী (ব্যক্তির নাম) উল্লেখ করবেন।

বিষ্যদ্যমানং মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন ইত্যাহবনীয়স্য ভস্মান্তে নিনয়েচ্চ ॥ ২০॥

অনু.— (আশুনে থেকে নামাবার পর পাত্র থেকে আহুতিদ্রব্যের) উছলে-উঠা (অংশকে) ‘মহী-’ (১/২২/১৩) এই (মন্ত্রে) আহবনীয়ে ছাই-এর ধারে ঢেলে দেবেন।

ব্যাখ্যা— আশুনে গরম করে নামিয়ে নেওয়ার পরে আহুতিদ্রব্য উছলে উঠলে এই নিয়ম। আশুনে পাক করার সময়ে উছলে উঠলে ব্রাহ্মণগ্রন্থে (ঐ. ব্রা. ৩২/৪) যা নির্দিষ্ট হয়েছে সেই প্রায়শ্চিত্তই অর্থাৎ পাত্রে জল ছিটতে এবং ‘দিনং তৃতীয়ং-’ ও ‘যমোরোজসা-’ মন্ত্র জপ করতে হবে।

সান্নাধ্যবন্ বীভৎসে ॥ ২১॥

অনু.— (আহুতিদ্রব্য) বীভৎস হলে সান্নাধ্যের মতো (অনুষ্ঠান হবে)।

ব্যাখ্যা— সান্নাধ্য দূষিত হলে ৩/১০/২৩, ২৪ সূত্রে যা করতে বলা হয়েছে অগ্নিহোত্রের আহুতিদ্রব্য বীভৎস অর্থাৎ দূষিত হলেও তা-ই করতে হবে।

অভিবৃটে মিত্রো জনান্ যাভরতি ব্রহ্মাণ ইতি সমিদ্-আখানম্ ॥ ২২॥

অনু.— (আহুতিক) লক্ষ্য করে বর্ষণ হলে ‘মিত্রো-’ (৩/৫৯/১) এই (মন্ত্রে) অগ্নিতে একটি সমিৎ স্থাপন (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— অগ্নিহোত্রের আহুতির সময়ে বৃষ্টির জল পড়লে এই প্রায়শ্চিত্ত। বৃষ্টিপাতের মতে এটি অতিরিক্ত একটি সমিৎ (২/৩/১৬ সূত্র.)। পূর্বাভূতির আগে বৃষ্টি পড়লেও তাই এই নিয়মে একটি অন্য একটি সমিৎ স্থাপন করতে হয়।

বহু বেষ বনস্পত ইত্যন্তরস্যা আহুত্যাঃ কন্দমে ॥ ২৩॥

অনু.— (অগ্নিহোত্রে) পরবর্তী আহুতি (দ্রব্য মাটিতে) পড়ে বিনষ্ট হলে ‘বহু-’ (৫/৫/১০) এই (মন্ত্রে) অগ্নিতে অতিরিক্ত একটি সমিৎ স্থাপন করতে হয়।

ব্যাখ্যা— অগ্নিহোত্রের উত্তরাখণ্ডির দ্রব্য মাটিতে পড়ে গেলে এই প্রায়শ্চিত্ত।

দ্বাদশ কণ্ডিকা (৩/১২)

[অগ্নিহোত্রে সময় অতিক্রান্ত হলে, অগ্নির নির্বাণে, যথাসময়ে অগ্নিপ্রশমন না করা হলে করণীয় প্রায়শ্চিত্ত]

প্রদোষাত্মো হোমকালঃ ॥ ১ ॥

অনু.— (সম্ভ্যায় অগ্নিহোত্রের) হোমের সময় প্রদোষের শেষ পর্যন্ত।

ব্যাখ্যা— প্রদোষ হচ্ছে রাত্রির প্রথম চতুর্থাংশ অর্থাৎ প্রথম তিন ঘণ্টা। ভিন্ন মতে তা হচ্ছে পঞ্চম ও ষষ্ঠ নাড়িকা অর্থাৎ (সূর্যোদয়ের পরে) রাত্রের প্রায় ৯৭ মি. - ১৪৪মি. পর্যন্ত সময়। এই সময়ের মধ্যে সাত্য অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করতে হয়। সাত্য অগ্নিহোত্রের শেষ সময়সীমা হচ্ছে প্রদোষের শেষ। ২ নাড়িকা = ১ মুহূর্ত অর্থাৎ প্রায় ৪৮ মি.; ১৫ মুহূর্ত = ১ দিবা। ৩০ মুহূর্ত বা ৬০ নাড়িকা = ১ সম্পূর্ণ দিন-রাত্রি।

সংগবাত্তঃ প্রাতঃ ॥ ২ ॥

অনু.— সকালে অগ্নিহোত্রের সময় সংগব পর্যন্ত।

ব্যাখ্যা— সংগব মানে যে-সময়ে বাহুরের সঙ্গে গরুরা একত্র থাকে অর্থাৎ দিনের প্রথম তৃতীয় অংশ বা প্রথম চার ঘণ্টা অথবা খুব সকাল থেকে প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে। প্রাতঃকালীন অগ্নিহোত্র সকালে প্রথম চার ঘণ্টার মধ্যে করতে হয়। সকালে কেউ সূর্যোদয়ের আগে, কেউ বা সূর্যোদয়ের পরে অগ্নিহোত্র করেন। আগে করুন অথবা পরেই করুন, এই সূত্রের মধ্যে করা হলে কোন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না।

তন্ম অতিনীল চতুর্গৃহীতম্ আজ্যং জুহুয়াত্ ॥ ৩ ॥

অনু.— (হোমের) সেই (সময়) অতিক্রম করলে (পাত্র থেকে বৃকে) চার-বার নেওয়া আজ্য (অগ্নিতে) আর্ঘ্যি দেবেন।

ব্যাখ্যা— ১-২ নং সূত্রে যে সময়সীমা নির্দেশ করা হয়েছে তা লঙ্ঘন করলে আজ্য আর্ঘ্যি দিতে হয়। আর্ঘ্যতির মন্ত্র পরবর্তী সূত্রে বলা হয়েছে।

যদি সায়ং দোষা বক্তনমঃ স্বাহেতি যদি প্রাতঃ প্রাতঃবক্তনমঃ স্বাহেতি ॥ ৪ ॥

অনু.— যদি সম্ভ্যায় (হোমের সময় অতিক্রান্ত হয়ে থাকে তাহলে) 'দোষা-' (সূ.), যদি সকালে (সময় অতিক্রান্ত হয়ে থাকে তাহলে) 'প্রাতঃ-' (সূ.) এই (মন্ত্রে ঐ চতুর্গৃহীত আজ্য অগ্নিতে আর্ঘ্যি দিতে হয়)।

অগ্নিহোত্রম্ উপসাদ্য তুর্ভবঃ বর ইতি জপিত্বা বরং দত্ত্বা জুহুয়াত্ ॥ ৫ ॥ [৪]

অনু.— অগ্নিহোত্র (-দ্রব্য বেদিতে) রেখে 'তু-' (সূ.) এই (মন্ত্র) জপ করে বর দান করে (অগ্নিহোত্রের আর্ঘ্যি-দ্রব্য) আর্ঘ্যি দেবেন।

ব্যাখ্যা— অগ্নিহোত্রের দুইটি বেদিতে কুণের উপর রেখে (২/৩/১৫ সূ. ম.) 'তু-' এই মন্ত্রটি জপ করে, তার পরে একটি বর অর্থাৎ গরু দান করে ২/৩/১৫ ইত্যাদি সূত্র অনুযায়ী সমিৎ-স্থাপন প্রকৃতি কর্ম করে মূল অগ্নিহোত্রহোমটি করতে হয়। সূত্রে যে তুর্ভবঃ এবং তুর্ভবঃ প্রভৃতি আছে তা কেবল কলজপের জন্য দোষাত্মক; একটির ঠিক অব্যবহিত পরেই যে অপর কলজপ করতে হবে এবং কলজপের যে একজনকেই করতে হবে তা নয়।

ইষ্টি চ বারুণী ॥ ৬॥ [৫]

অনু.— এবং বারুণী ইষ্টি (করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— অগ্নিহোত্র শেষ করে প্রায়শ্চিত্তের জন্য এই ইষ্টিটিও করতে হয়। আশুতি দেওয়া হবে অগ্নিহোত্রের জন্য বিহত (হাপিত, নিয়ে-আসা) অগ্নিগুলিতেই।

হুদ্রা প্রাতঃ বরদানম্ ॥ ৭॥ [৬]

অনু.— সকালে (অগ্নিহোত্র) হোম করে বরদান (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ৫নং সূত্রে যে গরু দেওয়ার কথা আছে সকালের অগ্নিহোত্রের সময় গজ্বন করলে অগ্নিহোত্রহোম ও বারুণী ইষ্টি শেষ করে তবে তা দিতে হয়। সন্ধ্যায় বরদান, হোম, ইষ্টি এবং প্রাতে হোম, ইষ্টি, বরদান— এই হল প্রায়শ্চিত্তে ক্রম।

অনুগময়িত্বা চাহবনীয়ং পুনঃ প্রশ্নয়েৎ ইহৈব ক্লেতা এষি মা
প্রহাসীরমুং মামুং মামুব্যায়ণম্ ইতি ॥ ৮॥ [৭]

অনু.— এবং (কুণ্ডের আগুন) নিবিয়ে দিয়ে আহবনীয়কে আবার 'ইহৈব-' (সু.) এই (মন্ত্রে) গার্হপত্য থেকে প্রশ্নয়ন করবেন।

ব্যাখ্যা— অগ্নিহোত্র এবং বারুণী ইষ্টির পর আহবনীয়কে নিবিয়ে দিয়ে 'ইহৈব-' মন্ত্রের 'অমুং' শব্দের স্থানে যজ্ঞমানের নাম এবং 'আমুব্যায়ণম্' শব্দের স্থানে যজ্ঞমানের গোত্রের নাম দ্বিতীয়া বিভক্তিতে উল্লেখ করে গার্হপত্য থেকে ঐ কুণ্ডে আবার অগ্নি-প্রশ্নয়ন করতে হয়। পিতা প্রভৃতি পূর্বপুরুষ জীবিত থাকলে মন্ত্রে গোত্রের নামে আমন-প্রত্যয় যোগ করতে হয়, কিন্তু যদি জীবিত না থাকেন তাহলে অণু-প্রত্যয় যোগ করবেন। বৃষ্টি অনুযায়ী সূত্রের (অমুং) 'মামুং' এই পাঠান্তর অবান্তর। অগ্নিহোত্রের সমাপ্তির পরে আহবনীয় আর আহবনীয় থাকে না, লৌকিক অগ্নি হয়ে যায়। সূত্রে তবুও 'আহবনীয়ম্' কলার বুঝতে হবে যে, নৈমিত্তিক কর্মও পূর্ববিহত অগ্নিতেই করতে হয়।

তত ইষ্টিম্ মিত্রঃ সূর্যঃ ॥ ৯॥ [৮]

অনু.— তার পর (একটি) ইষ্টিবাগ (করা হয়)। মিত্র (এবং) সূর্য (সেই ইষ্টির দেবতা)।

ব্যাখ্যা— আহবনীয়ের অগ্নি-প্রশ্নয়নের পরে মিত্র ও সূর্যের উদ্দেশে একটি ইষ্টিবাগ করতে হয়।

অভিষো মহিনা দিবং প্র স মিত্র মর্ত্যো অন্তঃ প্রয়দ্বান্ ইতি ॥ ১০॥ [৯]

অনু.— (মিত্রের অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য) 'অভি-' (৩/৫৯/৭), 'প্র-' (৩/৫৯/২)।

সংস্থিতার্যং পশ্যা সহ বাগ্‌বতোহগ্নীঃ জুলতোহহঃ অনগ্নম্ উপাসীত ॥ ১১॥ [১০]

অনু.— (এই ইষ্টি) শেষ হলে বাক-সংযমী (হয়ে) দ্বীর সঙ্গে সারা দিন না খেয়ে জ্বলন্ত অগ্নিগুলির কাছে বসে থাকবেন।

ব্যাখ্যা— অহরনগ্নম্ উপাসীত = অহঃ + অনগ্নম্ + উপাসীত। উপাসীত = 'সমীপে আসীত ইত্যর্থঃ' (না.)। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস করে থেকে পরবর্তী সূত্র অনুযায়ী সন্ধ্যায় যথাসময়ে অগ্নিহোত্র করতে হয়। তিন অগ্নিকে ভাঁরাই দু-জনে জ্বালিয়ে রাখেন।

রাত্রে দুগ্ধেন বাসেহগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ ॥ ১২॥ [১০]

অনু.— রাত্রে প্রথম চতুর্থ ভাগে দুটি (গরুর) দুগ্ধ দিগ্নে অগ্নিহোত্রের আশুতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— বাস = রাত্রে প্রথম চতুর্থ অংশ। এটি যথাসময়ে অনুষ্ঠেয় প্রাত্যহিক স্বাভাবিক সাক্ষ্য অগ্নিহোত্রই।

অধিশ্রিতেহন্যশ্মিন্ দ্বিতীয়ম্ অবনয়েত্ ॥ ১৩॥ [১১]

অনু.— একটি (গরুর দুধ আশুনে) চাপান হলে (তা-তে) দ্বিতীয় (গরুর দুধ) ঢেলে দেবেন।

ব্যাখ্যা— সাদ্য অগ্নিহোত্রের সময়ে এইরকম করতে হয়। দুই গরুর মিশ্রিত দুধ আহুতি দিয়ে কর্ম শেষ করা হয়। এর পর আহবনীয় ও দক্ষিণামিকে পরিত্যাগ করতে হয়।

॥ ১৪॥ [১২]

অনু.— সকালে ইষ্টি (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— গরের দিন সকালে 'ব্রতভূত্' নামে একটি ইষ্টিযোগ করতে হবে। ৩-৬ নং সূত্রের নিয়ম সন্ধ্যা ও সকাল দু-বেলার অগ্নিহোত্রেই প্রযোজ্য। ৭-১৪ নং সূত্র পর্যন্ত যা যা বলা হল তা শুধু সকালের অগ্নিহোত্রের সময় উত্তীর্ণ হলেই প্রযোজ্য। এই সূত্রের যে 'প্রাতঃ' তা পরবর্তী দিনেরই প্রাতঃকাল। কালের বিধান করায় বুঝাতে হবে এটি একটি ডিম অনুষ্ঠান। আগের দিনে যে আহবনীয় ও দক্ষিণ অগ্নির বিহরণ হয়েছে সেই দুই অগ্নি পরিত্যাগ করে এই ইষ্টির জন্য তাই আবার গার্হপত্য থেকে অপর দুই কুণ্ডে অগ্নির বিহরণ করতে হবে।

অগ্নিঃ ব্রতভূত্ ॥ ১৫॥ [১৩]

অনু.— (এই ইষ্টিতে) ব্রতভূত্ অগ্নি (দেবতা)।

ত্বমগ্নে ব্রতভূত্‌চিরগ্নে দেবা ইহাবহ। উপ যজ্ঞং হবিশ্চ নঃ। ব্রতানি বিদ্রুত্ব ব্রতপা অদক্কা যজ্ঞা নো দেবা
অজ্ঞরঃ সূবীরঃ। দধদ্ ব্রতানি সুমন্তীকো অগ্নে গোপার নো জীবসে জাতবেদ ইতি ॥ ১৬॥ [১৪]

অনু.— (অনুবাক্য ও যাজ্ঞা) 'ত্বমগ্নে-' (সু.), 'ব্রতানি-' (সু.)।

ব্যাখ্যা— এই দুটি মন্ত্র ব্রতভূত্ ইষ্টির যথাক্রমে অনুবাক্য ও যাজ্ঞা। যথাসময়ে অগ্নিপ্রণয়ন করা হলেও হোমের সময় অতিক্রান্ত হলে এই প্রায়শ্চিত্ত। অগ্নির প্রণয়নও হয় নি, হোমের সময়ও উত্তীর্ণ হয়ে গেছে এমন হলে অত্যন্ত বিপদের ক্ষেত্রে অনুকৃত প্রায়শ্চিত্তের পরে হোম এবং বিনা বিপদের ক্ষেত্রে মনবর্তীহোম ও অনুকৃত প্রায়শ্চিত্ত করে হোম করতে হয়। প্রায়শ্চিত্তের এই রকম নানা ভেদ আছে। ঐ. ব্রা. ৩২/৭ অংশেও এই দুটি মন্ত্রই বিহিত ও সংক্ষেপে উক্ত হয়েছে।

এবৈবার্ত্যাক্ষপাতো ॥ ১৭॥ [১৫]

অনু.— দুঃখে অক্ষপাত হলে এই (ইষ্টি-) ই (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— দর্শপূর্ণমাসে এবং তার যে-কোন বিকৃতিবাগে ধূম প্রভৃতি কারণে নয়, দুঃখে যজ্ঞমান তাঁর চোখের জল ফেললে সেখানে প্রায়শ্চিত্তের জন্য এই ব্রতভূত্ ইষ্টিটি করতে হয়। প্রসঙ্গত ৩/১৩/১৮ সু. ৪।

যদ্যাহবনীয়ম্ অথশীতম্ অভ্যস্তমিগ্নাদ্ বহুবিদ ব্রাহ্মণোহগ্নিং প্রশ্নয়েদ্ দর্ভৈর্

হিরণ্যেংগ্রতো হিরণ্যশে ॥ ১৮॥ [১৬]

অনু.— (সন্ধ্যার) যদি প্রণয়ন-শূন্য আহবনীয়কে লক্ষ্য করে (সূর্য) অস্ত যায় (তাহলে) দর্ভ দ্বারা সুবর্ণকে সম্মুখে নিয়ে যাওয়া হতে থাকলে বহুজ্ঞানী (কোন) ব্রাহ্মণ অগ্নিকে প্রশ্নন করবেন।

ব্যাখ্যা— সন্ধ্যার অগ্নিহোত্রের জন্য গার্হপত্যকুণ্ড থেকে আহবনীয়কুণ্ডে অগ্নিকে নিয়ে যাওয়ার আগেই যদি সূর্য অস্ত যায় তাহলে বার্মা ডখন সহজলভ্য তাঁদের মধ্যে বিনি বহুজ্ঞানে সুশিক্ষিত সেই ব্রাহ্মণকে ডেকে এনে অগ্নি প্রশ্নন করাতে হয়। সাম্যে একজন কুণ্ডের উপর স্বর্ষকুণ্ড নিয়ে এগিয়ে চলবেন; তাঁর পিছন পিছন যাবেন ঐ সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ। গার্হপত্য

থেকে অগ্নি নিয়ে এসে আহবনীরের কুণ্ডে তা রেখে দিতে। ঐ ব্রা. ৩২/১১ অংশেও সম্মুখে সুবর্ণ-ধারণের কথা বলা হয়েছে। এই হিরণ্য আদিত্যেরই প্রতীক।

অভ্যাদিতে চতুর্নগ্ৰীতম্ আজ্যং রজতং চ হিরণ্যবদ্ অগ্নতো হরেয়ুঃ ॥ ১৯॥ [১৭]

অনু.— (সকালে প্রণয়ন-শূন্য আহবনীরকে লক্ষ্য করে সূর্য) উঠে পড়লে চারবার-নেওয়া আজ্য এবং রজতকে সুবর্ণের মতোই সামনে নিয়ে এগিয়ে যাবেন।

ব্যাখ্যা— সকালে অগ্নি-প্রণয়নের আগেই সূর্য উঠে পড়লে একজন সূকে চারবার আজ্য গ্রহণ করে সেই আজ্য ও রজত (রূপা) নিয়ে আগে আগে যাবেন, পিছন পিছন যাবেন এক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ অগ্নিপ্রণয়ন করতে করতে। এই সূত্রে আবার 'অগ্নতো' বলায় আজ্য ও রজতকে আগে আগে নিয়ে যেতে হবে, কিন্তু রজতকে সুবর্ণের মতো কুণ্ডের উপর ধরে রাখতে হবে না। 'হিরণ্যবদ্' বলায় বহুবিদ ব্রাহ্মণই অগ্নি নিয়ে যাবেন এবং 'অগ্নতো' বলায় দর্ভের প্রাপ্তি ঘটবে না। ঐ. ব্রা. ৩২/১১ অংশেও রজত উপরে রেখে অগ্নি-উদ্ধরণ করতে (অর্থাৎ কুণ্ড থেকে আতন তুলতে) বলা হয়েছে। রজত এখানে রাত্রির প্রতীক।

অঐততদ্ আজ্যং জুহুয়াৎ পুরস্তাত্ প্রত্যঙ্মুখ উপবিশ্যোবাঃ কেতুনা জুযতাং স্বাহেতি ॥ ২০॥ [১৮]

অনু.— এর পর এই (চারবার-নেওয়া) আজ্য আহবনীরের পূর্ব দিকে পশ্চিমমুখী (হয়ে) বসে 'উবাঃ-' (সু.) এই (মন্ত্রে) আহুতি দেবেন।

কালাত্যয়েন শেষঃ ॥ ২১॥ [১৯]

অনু.— (প্রণয়নের প্রায়শ্চিত্তে পালনীয়) অবশিষ্ট (নিয়ম) সময়-অতিক্রমের (নিয়মের) দ্বারা (বলা হয়ে গেছে)।

ব্যাখ্যা— সকালের ও সন্ধ্যার অগ্নিহোত্রে উদ্ধরণ (= গার্হপত্য থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার তুলে নেওয়া) ও প্রণয়নের সময় অতিক্রান্ত হলে অন্যান্য যে যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তা অগ্নিহোত্রহোমের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার প্রায়শ্চিত্তের মতোই (৩-১৬ নং সূ. দ্র.)। সান্ধ্য অগ্নিহোত্রে প্রণয়নের সময় অতিক্রান্ত হলে ৩-৬ নং সূত্র অনুযায়ী এবং প্রাতঃকালীন অগ্নিহোত্রে প্রণয়নের সময় অতিক্রান্ত হলে ৩-১৬ নং (কার্যত ৫-১৬ নং) সূত্র অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত কর্ম করতে হয়। এছাড়া এখন যা বলা হল সেই ১৮-২০ নং সূত্রের নির্দেশগুলিও পালন করতে হবে।

ন দ্বিহায়ি অনুগম্যঃ ॥ ২২॥ [২০]

অনু.— এখানে (উদ্ধরণ ও প্রণয়নে) কিন্তু (আহবনীর) অগ্নি নেবাতে হয় না।

ব্যাখ্যা— প্রণয়নের সময় অতিক্রান্ত হলে হোমের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার নিয়মগুলি মানতে হলেও আহবনীর অগ্নিকে কিন্তু ৮ নং সূত্র অনুযায়ী নিবিয়ে দিতে নেই। অগ্নিহোত্রের জন্য প্রজ্বলিত অগ্নিতেই ১২ নং সূত্র পর্যন্ত নির্দিষ্ট কাজগুলি করে যেতে হয়।

আহবনীয়ে চেন্দ্রিয়মাণে গার্হপত্যোহনুগময়েত্ বেভ্য এনম্ অবকামেভ্যো ময়েয়ুর্ন

অনুগময়েত্ দ্বিতরম্ ॥ ২৩॥ [২১]

অনু.— আহবনীর (জ্বলিত) রাখতে রাখতে যদি গার্হপত্য নিবে যায় (তাহলে) নিজ মন্বনযোগ্য কাঠ থেকে (গার্হপত্যের জন্য) এই (অগ্নিকে) মন্বন করবেন (এবং), অপর (অগ্নিটিকে) কিন্তু নিবিয়ে দেবেন।

ব্যাখ্যা— অবকাম = মন্বনযোগ্য কাঠ। আহবনীর অগ্নি জ্বলিত থাকে অবহায় গার্হপত্য অগ্নি যদি নিবে যায় তাহলে যজমান নিজের মন্বন-উপযোগী কাঠ দিয়ে বিনামন্ত্রে অগ্নি উৎপাদন করে গার্হপত্যের কুণ্ডে তা রেখে দেবেন এবং আহবনীরের জ্বলিত

অগ্নিকে নিবিয়ে দেবেন। 'এনম্' এবং 'তু' বলায় সকল অবস্থাতেই গার্হপত্য নিবে গেলে সর্বদা মছন করেই সেই অগ্নি উৎপন্ন করতে হয়, তবে আহবনীর জ্বলন্ত থাকা অবস্থায় গার্হপত্য নিবে গেলে কিন্তু মছন করার পরে আহবনীয়কে নিবিয়ে দিয়ে হয়। প্রসঙ্গত ঐ. ব্রা. ৩২/৪ ব্র।

কামাভাবে ভস্মনারণী সংস্পৃশ্য মছয়েদ্ ইতো জজ্ঞে প্রথমমেভ্যো যোনিভ্যো অধি জ্ঞাতবেদাঃ। স গায়ত্র্যা ত্রিষ্টুভা জগত্যানুষ্টুভা চ দেবেভ্যো হব্যং বহ নঃ প্রজানমিতি ॥ ২৪॥ [২২]

অনু.— মছনকাষ্ঠের অভাবে ছাই দিয়ে দুই অরণিকে স্পর্শ করে 'ইতো-' (সু.) এই (মন্ত্রে গার্হপত্যের জন্য অগ্নিকে) মছন করাবেন।

ব্যাখ্যা.— দুই অরণিতে ছাই মাখিয়ে মছন করতে হয়। অরণিমছনের সময়েই মন্ত্রটি পাঠ করতে হয়, পূর্বোক্ত অবস্থাক্রমে মছনের সময়ে নয়। দুই কেব্রেই পাঠ্য হলে সূত্রকার পূর্বসূত্রেই মন্ত্রটিকে উল্লেখ করতেন। 'মছয়েত্' পদে পিচ্-প্রত্যয় থাকায় একজন মন্ত্র পাঠ করবেন, আর যারা শারীরিক দিক্ থেকে সমর্থ তাঁরা মছন করবেন। ঐ. ব্রা. ৩২/৪ ব্র।

মধিহ্বা প্রণীয়াহবনীয়ম্ উপতিষ্ঠেতাগ্নে সম্ভাতিষে রায়ে রমন্স সহসে দ্যুত্মারোর্জেৎপত্যায। সম্ভাতিসি স্বরাতিসি সারস্বতৌ দ্বোত্সৌ প্রাবতামন্নাদং জ্বামপত্যায়াদম্ ইতি ॥ ২৫॥ [২৩]

অনু.— মছন করে (এবং অগ্নিকে) প্রণয়ন করে আহবনীয়কে 'অগ্নে-' (সু.) এই (মন্ত্রে) উপস্থান করবেন।

ব্যাখ্যা.— ২৩ নং সূত্র অনুযায়ী মছন করে জ্বলন্ত আহবনীয়কে নিবিয়ে দিতে হয়। মছনের পর গার্হপত্য থেকে আহবনীয়ের কুণ্ডে আবার অগ্নি-প্রণয়ন করে সেই প্রণীত অগ্নির উপস্থান করতে হয়। আগের সূত্রে 'মছয়েত্' বলা সত্ত্বেও এই সূত্রে 'মধিহ্বা' বলা হয়েছে 'ইতো জজ্ঞে-' যে প্রণয়নমন্ত্র নয় (সূত্রের 'প্রণীয়' পদটি ব্র.) একথাই বোঝাতে।

অত এবৈক প্রশমন্ত্যাহ্বাত্য দক্ষিপম্ ॥ ২৬॥ [২৪]

অনু.— অন্যেরা দক্ষিণ (অগ্নিকে কুণ্ডে নুতন করে) রেখে এই (জ্বলন্ত আহবনীয়) থেকেই (নুতন আহবনীয়ে অগ্নিকে) প্রণয়ন করেন।

ব্যাখ্যা.— কেউ কেউ গার্হপত্য অগ্নি নিবে গেলে জ্বলন্ত আহবনীয়কে গার্হপত্য ধরে নিয়ে ঐ কুণ্ড থেকে পূর্বদিকে আট প্রক্ৰম (২-৩ পা × ৮) দূরে অপর এক স্থানে অগ্নি-প্রণয়ন করে নুতন আহবনীয় স্থাপন করেন। তার আগে তাঁরা ঐ নুতন গার্হপত্য থেকে দক্ষিণাগ্নির কুণ্ডেও কিছু অঙ্গার নিয়ে গিয়ে রেখে দেন।

সহস্তস্মানং বা গার্হপত্যাযতনে নিখায়াথ প্রাক্শম্ আহবনীয়ম্ উদ্বরেত্ ॥ ২৭॥ [২৫]

অনু.— অথবা হাইসমেত (জ্বলন্ত সমগ্র আহবনীয় অগ্নিকে কুণ্ড থেকে তুলে) গার্হপত্যের কুণ্ডে রেখে তারপর (ঐ গার্হপত্য থেকে প্রণয়নের উদ্দেশ্যে) পূর্ব দিকে আহবনীয়কে তুলে নেবেন।

ব্যাখ্যা.— উদ্বরেত্ = উপরে তুলে নেবেন। আহবনীয় থেকে হাই-সমেত আশুন যজ্ঞভূমির ডান দিক্ দিয়ে গার্হপত্যে নিয়ে গিয়ে রেখে দিয়ে সেখান থেকে আবার কিছু অঙ্গার আহবনীয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তুলে নেবেন। বৃত্তিকারের মতে সূত্রে 'প্রাক্শম্' বলায় আহবনীয় থেকে অঙ্গার নিয়ে তা গার্হপত্যে রেখে দিলেও চলে। এই সূত্রের বিধান ঐ. ব্রা. ৩২/৪ অংশেরই অনুগামী।

তত ইষ্টিন্ অগ্নিস্ তপস্বাঞ্ জনদ্বান্ পাবকবান্ ॥ ২৮॥ [২৬]

অনু.— তার পর ইষ্টি (-যাগ করতে হবে)। (ঐ ইষ্টির দেবতা) তপস্বান্ জনদ্বান্ পাবকবান্ অগ্নি।

ব্যাখ্যা.— প্রসঙ্গত ৩/১৩/১৮ সূ. ব্র। ঐ. ব্রা. ৩২/৭ অংশে বলা হয়েছে সব আশুনই নিবে গেলে ঐই বিশেষ দেবতার উদ্দেশ্যে আশুতি দিতে হয়। তপস্বান্ ইত্যাদি তিনটি শব্দ অগ্নিরই বিশেষণ।

আয়াহি তপসা জনেঘয়ে পাবকো অর্চিষা। উপেমাং সুকৃতিং মম। আ নো বাহি তপসা জনেঘয়ে
পাবক দীদ্যত। হব্যো দেবেষু নো দম্বদ ইতি ॥ ২৯ ॥ [২৭]

অনু.— (ঐ ইষ্টির অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য) ‘আয়াহি-’ (সু.), ‘আ নো-’ (সু.)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৩২/৭ অংশেও এই দুটি মন্ত্রই বিহিত ও সংক্ষেপে উদ্ধৃত হয়েছে।

প্রনীতেহনুগতে প্রাগ্ যোমাদ ইষ্টিঃ ॥ ৩০ ॥ [২৭]

অনু.— প্রশয়ন-করা (আহবনীয় অগ্নি হোমের আগে নিবে গেলে অগ্নিহোত্রের) হোমের আগে একটি ইষ্টি
(-যাগ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— পূর্বাহ্নির আগে পর্যন্ত এই প্রায়শ্চিত্ত।

অগ্নির্ জ্যোতিষ্মান বরুণঃ ॥ ৩১ ॥ [২৮]

অনু.— (ঐ ইষ্টির দেবতা) জ্যোতিষ্মান অগ্নি, বরুণ।

উদয়ে শুচয়ত্ত্বাশ্বে বৃহদুবসামুক্ষো অহ্নাদ ইতি ॥ ৩২ ॥ [২৯]

অনু.— (অগ্নির অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য) ‘উদয়ে-’ (৮/৪৪/১৭), ‘অহ্নে-’ (১০/১/১)।

সর্বাংশ্ চৈদ অনুগতান্ আদিত্যোহুভূদিদ্যাদ্ বাভ্যস্তম্-ইয়াদ্ বাধ্যাধেয়ং পুনর্-আধেয়ং বা। ॥ ৩৩ ॥ [২৯]

অনু.— নিবে গেছে (এমন) সব (ক-টি অগ্নিকে) লক্ষ্য করে যদি সূর্য ওঠে বা অস্ত যায় (তাহলে) অগ্ন্যাধেয়
অথবা পুনরাধেয় (করবেন)।

ব্যাখ্যা— এই অগ্ন্যাধেয় ও পুনরাধেয় করতে হয় পবমান-ইষ্টিভাগ-সমেত। ‘আধানাদ্ দাদশ-’ (২/১/৪২) সূত্রে আধান
বলতে পবমানেষ্টি-সমেত অগ্ন্যাধেয়কেই বোঝান হয়েছে। দক্ষিণাগ্নি যদি ‘ভিন্নযোনি’ হয় অর্থাৎ গার্হপত্যের অঙ্গার থেকে
নেওয়া না হয়ে থাকে তাহলে আহবনীয় ও গার্হপত্য এই দুটি অগ্নি নিবে গেলেও কথিত প্রায়শ্চিত্তটি করতে হয়। ‘একযোনি’
হলে সব কুণ্ডেরই আগুন নিবে গেলে আলোচ্য প্রায়শ্চিত্ত। কেবল গার্হপত্য নিবে গেলে অরশিমহন ও তপস্বতী ইষ্টি (২৮
নং সু. ব্র.) করতে হয়। কেবল আহবনীয় নিবে গেলে বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হয়েছে। কেবল দক্ষিণাগ্নি নিবে গেলে যথোনি
থেকে বিহরণ (= আহরণ) এবং তপস্বতী ইষ্টি করতে হয়। যে-কোন দুটি অগ্নি নিবে গেলে সেই অনুযায়ী এই এই প্রায়শ্চিত্তই
করতে হয়। আলোচ্য সূত্রটি তাই (একযোনির ক্ষেত্রে) তিন অগ্নিই নিবে গেলে প্রযোজ্য হয়। গার্হপত্য থেকে অগ্নি যদি
অপর, দুই কুণ্ডে বিহৃত হওয়ার পর নিবে যায় তবেই এই নিয়ম। গার্হপত্য থেকেই অপর দুই কুণ্ডে অগ্নির উদ্ধরণ হয়,
গার্হপত্যেই তাই অপর দুই অগ্নি অদৃশ্যভাবে বর্তমান— এই যুক্তিতে অবিহৃত অবস্থায় গার্হপত্য নিবে গেলে সব অগ্নিই
নিবে গেছে ধরে নিয়ে অগ্ন্যাধেয় বা পুনরাধেয় কিস্ত করা হয় না।

সমাক্ষেপে চারশীনাশে ॥ ৩৪ ॥ [৩০]

অনু.— (অগ্নিগুলি অরশিতে) সমারোহণ করার পরে (সেই) অরশি নষ্ট হলেও (এই প্রায়শ্চিত্ত)।

ব্যাখ্যা— চারশীনাশে = চ + অরশীনাশে। দুই অরশিতে অগ্নিকে সমারোহণ করার পর দুটি অথবা যে-কোন একটি
অরশি যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সে-ক্ষেত্রেও অগ্ন্যাধেয় অথবা পুনরাধেয় ইষ্টি করতে হয়। প্রশ্ন জাগতে পারে যে, ‘অরশীনাশ’
বলা থাকায় একটি মাত্র অরশি নষ্ট হলে এই প্রায়শ্চিত্ত কেন করা হবে? উত্তর এই যে, যেহেতু মহনের জন্য একটি অরশি
দিয়ে বর্ষণ করা যায় না, তাই অপরটি নষ্ট না হলেও তাকে নষ্ট হয়েছে বলেই ধরে নিতে হবে। দুটিকেই নষ্ট ধরে নিয়ে তাই
সূত্রে ‘অরশীনাশে’ বলা হয়েছে। প্রত্যেকটি অরশিরই বিশেষ কর্তব্য আছে এবং প্রত্যেকটিই পৃথকভাবে সংস্কৃত— “ঐকৈক্য্যা
কাথবিশেষে নিরমাঙ্ জায়াশতি-সংস্কৃত্যচ্ চ” (না.)।

ত্রয়োদশ কণ্ডিকা (৩/১৩)

[ব্রতভঙ্গে, অগ্নিপ্রণয়নে নিয়মভঙ্গে, গৃহদাহে, এক অগ্নির সঙ্গে অন্য অগ্নির সংস্পর্শে, শত্রুপ্রদত্ত অম্নের ভোজনে, কপালভঙ্গে, মিথ্যা মৃত্যুরটনায়, যমজপ্রসবে, অকালে দর্শবাগে, মন্ত্রপ্রভৃতির বিপর্যাসে এবং আবাহনে নিয়মভঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত]

অধ্যায়েষ্য ইষ্টয়ঃ ॥ ১॥

অনু.— এর পর আয়েয়ী ইষ্টিগুলি (বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা—এ-বার যে ইষ্টিগুলির কথা বলা হচ্ছে সেগুলির দেবতা বিশেষ বিশেষ গুণসম্পন্ন অগ্নি। এই ইষ্টিগুলির অনুবাক্য এবং যাজ্ঞ্য ১৪ নং সূত্রে বলা হবে।

ব্রতভিপাত্তৌ ব্রতপতয়ে ॥ ২॥

অনু.— ব্রতভঙ্গে ব্রতপতির উদ্দেশে (ইষ্টিবাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা—‘ব্রত’ (২/১৬/২৬-৩১ সূ. দ্র.) অথবা ‘ধর্ম’ (১২/৮ সূ. দ্র.) শব্দ দ্বারা যেখানে যা বিহিত হয়েছে সেখানে সেই নির্দেশগুলি যদি লঙ্ঘন করা হয় তাহলে ব্রতপতি অগ্নির উদ্দেশে একটি ইষ্টিবাগ করতে হবে। ঐ ইষ্টির অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্যার জন্য ১৪ নং সূ. দ্র.। ঐ. ব্রা. ৩২/৭ অংশে এই দেবতার উদ্দেশে আট-কপালের পুরোভাষ বিহিত হয়েছে। অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য মন্ত্রে ব্রাহ্মণের সঙ্গে সূত্রের কোন ভেদ নেই।

সান্ন্যাব্ অগ্নিপ্রণয়নেহগ্নিবতে। ॥ ৩॥

অনু.— অগ্নিযুক্ত (আহবনীয়ের কুণ্ডে) অগ্নি-প্রণয়ন হলে অগ্নিবানের উদ্দেশে (ইষ্টিবাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা—আহবনীয়ের কুণ্ডে অগ্নি থাকা সত্ত্বেও যদি ভুলবশত গার্হপত্য কুণ্ড থেকে আবার অগ্নি তুলে এনে ঐ কুণ্ডে তা রাখা হয় তাহলে অগ্নিবান্ অগ্নির উদ্দেশে ইষ্টিবাগ করতে হবে। গার্হপত্য থেকে অগ্নির তোলার পরেও অথবা আহবনীয়ের কুণ্ডে তা রাখার সময়ও ভুলের কথা মনে না পড়লে তবেই এই ইষ্টি। তোলার পরে অথবা আহবনীয়ের কুণ্ডে অগ্নি রাখতে গিয়ে যদি ভুলের কথা মনে পড়ে যায় তাহলে ঐ কুণ্ডের বর্তমান অগ্নিকে সরিয়ে ফেলে এই নূতন অগ্নি সেখানে রাখতে হয় এবং ব্যাহতি দ্বারা একটি প্রোমও করতে হয়। যদি এমন হয় যে, যজ্ঞে আহবনীয়ের আর কোন প্রয়োজন নেই অথচ অগ্নিপ্রণয়ন করা হয়েছে তাহলে কিন্তু গার্হপত্য থেকে অগ্নি এনে আহবনীয়ে রাখলেও কোন দোষ হয় না। এই ইষ্টির অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্যার জন্য ১৪ নং সূ. দ্র.। এই সূত্রে এবং ১৪ নং ও ১৮ সূত্রে যা বলা হয়েছে ঐ. ব্রা. ৩২/৫ অংশেও তাই বলা আছে।

কামারাগারদাহে ॥ ৪॥

অনু.— গৃহদাহ হলে কাম (অগ্নির) উদ্দেশে (ইষ্টিবাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ১৪ নং ও ১৮ নং সূ. দ্র.। এই সূত্রে ১৩নং সূত্রের মতো ‘এব’ না থাকায় কামবান্ও দেবতা হতে পারেন।

ওচক্রে সংসর্জনেহগ্নিনাভ্যেন। ॥ ৫॥ [৪]

অনু.— অন্য অগ্নির সঙ্গে (যজ্ঞীয় অগ্নির) সংস্পর্শ ঘটলে ওচি (অগ্নির) উদ্দেশে (বাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৩২/৫ অনুযায়ী অন্য অগ্নির সঙ্গে যজ্ঞীয় অগ্নির সংস্পর্শ ঘটলে কামবান্ অগ্নির উদ্দেশে এবং ৩২/৬ অনুসারে শব্দটির সঙ্গে স্পর্শ ঘটলে ওচি অগ্নির উদ্দেশে আটকপালের পুরোভাষ বাগ করতে হয়। কামের উদ্দেশে ব্রাহ্মণে বিহিত ‘অক্রন্দ’ (১০/৪৫/৪) এই অনুবাক্য এবং ‘অথা’ (৪/২/১৬) এই যাজ্ঞ্যমন্ত্র আলোচ্য সূত্রগ্রন্থের ১৪ নং সূত্রের

নির্দেশের সঙ্গে ঠিক মেলে না। ওটির উদ্দেশ্যে ৩২/৬ অংশে বিহিত অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য অবশ্য ২/১/২৭ সূত্রের বিধানের সঙ্গে অভিন্ন। ১৮ নং সূত্রের নির্দেশও ব্রাহ্মণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বৃত্তি অনুসারে অন্য অগ্নি মানে শব্দগ্নি।

মিথশ্ চৈদ্বিবিচয়ে ॥ ৬॥ [৫]

অনু.— (যজ্ঞীয় অগ্নিগুলির) যদি পরস্পর (সংস্পর্শ ঘটে তাহলে) বিবিচির উদ্দেশ্যে (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ১৪ নং ও ১৮ নং সূ. দ্র.। ঐ. ব্রা. ৩২/৫ অংশে এই একই বিধান থাকলেও একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল ব্রাহ্মণে নির্দিষ্ট 'স্বর্গ বজ্রো-' (ঋ. ৭/১০/২) এই অনুবাক্য-মন্ত্রটি ১৪ নং সূত্রে পরিভাষ্য হয়েছে, পরিবর্তে বিহিত হয়েছে 'বি তে বিশ্বগ-' এই মন্ত্র। দুই বা তিন অগ্নির পারস্পরিক মিথশ্চৈ এই যাগ। পরবর্তী সূত্রটি অপবাদবিধি।

গার্হপত্যাহবনীয়োর বীতয়ে ॥ ৭॥ [৬]

অনু.— গার্হপত্য ও আহবনীয়ের (পরস্পর সংস্পর্শ ঘটলে কিম্ব) বীতির উদ্দেশ্যে (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ১৪ নং ও ১৮ নং সূ. দ্র.। ঐ. ব্রা. ৩২/৫ অংশেও এই বিধানই পাওয়া যায়। সেখানে অগ্নি বীতির উদ্দেশ্যে আট কপালে সৈকা পুরোডাশ আর্ঘ্য দিতে বলা হয়েছে। যাগের অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য ১৪ নং সূত্রে যা নির্দেশ করা হয়েছে ব্রাহ্মণেও তাই বলা আছে। ১৮ নং সূত্রে ইটির পরিবর্তে যে আজ্যাহোনের কথা বলা হয়েছে তাও ব্রাহ্মণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণই।

গ্রাম্যেণ সংবর্গায় ॥ ৮॥ [৭]

অনু.— গ্রাম্য (অগ্নির) সঙ্গে (স্পর্শ ঘটলে) সংবর্গের উদ্দেশ্যে (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ১৪ নং সূ. দ্র.। গ্রাম্য = উনানের আগুন। উনানের আগুনে অথবা অন্য কোন আগুনে অগ্নিহোত্র-গৃহ দক্ষ হলে এই প্রায়শ্চিত্ত। ঐ. ব্রা. ৩২/৬ অংশেও এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে। ১৪ নং ও ১৮ নং সূত্রের নির্দেশও ব্রাহ্মণের সঙ্গে অভিন্ন। অরণ্যজাত অগ্নির সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটলেও ব্রাহ্মণে এই সংবর্গ অগ্নির উদ্দেশ্যেই আর্ঘ্য দিতে বলা হয়েছে। বিকরে অরণিতে অগ্নির সমারোপণ অথবা কুণ্ড (আহবনীয়া অথবা গার্হপত্য) থেকে উল্লুক সংগ্রহ করাও চলে।

বৈদ্যুতেনাঙ্গুমতে ॥ ৯॥ [৮]

অনু.— বৈদ্যুত (অগ্নির) সঙ্গে (সংস্পর্শ ঘটলে) অপসুমানের উদ্দেশ্যে (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ১৪ নং ও ১৮ নং সূ. দ্র.। ঐ. ব্রা. ৩২/৬ অংশে 'বৈদ্যুত' না বলে 'দ্যুত' বলা হয়েছে। বিশেষ দ্র. যে, ব্রাহ্মণ অনুসারে ১৪ নং সূত্রে নির্দিষ্ট 'যদয়ে-' মন্ত্রটি যাজ্ঞ্য নয়, যাজ্ঞ্য হচ্ছে 'ময়ো-' (৩/১/৩) মন্ত্র।

বৈশ্বানরায় বিমতানাম্ অন্নভোজনে ॥ ১০॥ [৮]

অনু.— শক্রদের অন্ন ভক্ষণ করলে বৈশ্বানরের উদ্দেশ্যে (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ২/১৫/২ সূ. দ্র.। বিমত = শক্র।

এবৈষ কপালে নষ্টেহনুদ্বাসিতে ॥ ১১॥ [৯]

অনু.— না-সরান কপাল নষ্ট হলে এই (ইষ্টিই করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— সাধারণ নিয়ম এই যে, কপালে পুরোডাশ সৈকে তখনই অথবা যাগের শেষে ঐ কপালগুলিকে উদ্বাসন করতে অর্থাৎ সরিয়ে দিতে হয়। যদি সঠিক সময়ে তা করা না হয় এবং সরাবার আগেই কপালগুলি ভেঙে যায় তাহলে বৈশ্বানর অগ্নির উদ্দেশ্যে ইষ্টিযোগ করতে হয়। কোন কোন সম্প্রদায় আবার কপাল সরানই না, তাঁদের ক্ষেত্রে ব্যবহারের

আগে কপাল ভেঙে গেলে এই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কপাল ভেঙে গেলে ঐ. ব্রা. ৩২/৮ অংশে অশ্বিনয়ের উদ্দেশে যাগ করতে বলা হয়েছে।

অজ্যাজ্ঞাবিতে বা ॥ ১২॥ [১০]

অনু.— অথবা আশ্রাবণ করা হলে (-ও কপাল সরান না হয়ে থাকলে বৈশ্বানরের উদ্দেশে যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— পুরোডাশ পাক করার পরেই যারা কপাল সরিয়ে দেন তাঁরা যদি তা না করে থাকেন অথচ আশ্রাবণ করা হয়ে যায় তাহলেও প্রায়শ্চিত্তের জন্য এই ইষ্টিটি করতে হয়।

সুরভির এব যশ্মিৎ জীবে মৃতশব্দঃ ॥ ১৩॥ [১১]

অনু.— যে (যজমান) বেঁচে থাকতে থাকতে (তাঁর নামে) 'মারা গিয়েছেন' এই শব্দ (রটে যায়, তিনি) সুরভিরই উদ্দেশে (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূ. দ্র.। বেঁচে থাকা সত্ত্বেও যদি নিজের নামে 'উনি মারা গেছেন' এই মিথ্যা সংবাদ রটে যায় তাহলে লোকে ভুল রটনা করলেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে নিজেকেই। সুরভির উদ্দেশে যাগই হচ্ছে সেই প্রায়শ্চিত্ত।

ত্বময়ে ব্রতপা অসি যদ্ বো বয়ং প্রমিনাম ব্রতান্যগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে ত্বং হায়ে অগ্নিনামে ত্বমশ্বদ্
যুযোধামীবা অত্রন্দদগ্নিঃ স্তনয়গ্নিব দ্যৌর্বি তে বিশ্বগ্ বাতজুতাসো অগ্নে ত্বাময়ে মানুবীরীকৃত্যে
বিশোধগ্ন আ যাহি বীতয়ে যো অগ্নিঃ দেববীতয়ে কুবিত্ সু নো গবিস্তয়ে মা নো অগ্নিন্
মহাধনেৎপশ্বগ্নে সধিস্তিবঃ যদয়ে দিবিজা অস্যাগ্নির্হোতা ন্যসীদদ্ যজীয়াত্
সাধীমকর্দেববীতিং নো অদ্যোতি। ॥ ১৪॥ [১২]

অনু.— (ব্রতপতির) 'ত্বম-' (৮/১১/১), 'যদ্-' (১০/২/৪); (অগ্নিবানের) 'অগ্নিনা-' (১/১২/৬), 'ত্বং-' (৮/৪৩/১৪); (স্বামের) 'অগ্নে-' (১/১৮৯/৩), 'অত্রন্দ-' (১০/৪৫/৪); (বিবিচিত্র) 'বি-' (৬/৬/৩), 'ত্বাম-' (৫/৮/৩); (বীতির) 'অগ্ন-' (৬/১৬/১০), 'যো-' (১/১২/৯); (সংবর্গের) 'কুবিত্-' (৮/৭৫/১১), 'মা-' (৮/৭৫/১২); (অপসূমানের) 'অপশ্ব-' (৮/৪৩/৯), 'যদয়ে-' (৮/৪৩/২৮); (সুরভির) 'অগ্নি-' (৫/১/৬), 'সাধী-' (১০/৫৩/৩) (অনুবাক্য ও যাজ্ঞা)।

ব্যাখ্যা— প্রসঙ্গত ১৮ নং সূ. দ্র.।

যস্য ভার্ঘা সৌর বা যমৌ জনয়েদ্ ইষ্টিন্ মরুতঃ ॥ ১৫॥ [১২]

অনু.— যার স্ত্রী বা গাভী যমজ (সন্তান) প্রসব করে (তাঁকে) মরুতের ইষ্টি (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৩২/৮ অনুযায়ী মরুতজান অগ্নির উদ্দেশে তের কপালের পুরোডাশ আহুতি দিতে হয়। অনুবাক্য ও যাজ্ঞায় অবশ্য ব্রাহ্মণে ও সূত্রে (২/১৭/১৬ সূ. দ্র.) কোন ভেদ নেই।

সানোব্যে পুরস্তাচ্ চক্ষ্রমসাত্ৰ্যাদিতেহুদ্যির্দাত্তেজঃ প্রদাতা বিকুঃ শিপিবিষ্টিঃ ॥ ১৬॥ [১৩]

অনু.— দর্শবাগে (যদি) আগে চাঁদ ওঠে (তাহলে) দাতা অগ্নি, প্রদাতা ইন্দ্র, শিপিবিষ্টি বিকু (এই তিন দেবতার উদ্দেশে একটি ইষ্টিযাগ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— এখানে সানোব্য = দর্শবাগ। যে তিথিতে অর্থাৎ চান্দ্র দিবসে পূর্ণিমা অথবা অমাবস্যা হয় সেই তিথিকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়। ত্রিশ মুহূর্তে এক তিথি। পূর্ণিমার দিন পূর্ণচন্দ্র অর্থাৎ চন্দ্রের ত্রিশ মুহূর্ত শেষ না হলেও সম্পূর্ণ কলা

দেখা যাওয়া মাত্র চতুর্দশী তিথি শেষ হয়েছে বলে ধরা হয়। এই ভগ্ন তিথির নাম 'অনুমতি'। চন্দ্রান্ত পর্বন্ত অবশিষ্ট সময়কে বলা হয় 'রাক'। কৃষ্ণপক্ষে পঞ্চদশী তিথি শেষ হবে অনুরূপভাবে অমাবস্যার চন্দ্রের কলা দেখা না-যাওয়া মাত্র। ত্রিশ মুহূর্ত পূর্ণ না হলেও চতুর্দশী তিথি শেষ হয়েছে বলে ধরা হয় এবং এই ভগ্ন চতুর্দশীকে 'সিনীবালী' বলা হয়। চন্দ্রান্ত পর্বন্ত অবশিষ্ট তিথি অর্থাৎ চতুর্দশীকে বলা হয় 'কুহু'। দর্শনাগের নিয়ম হল, সিনীবালীতে অর্থাৎ যে দিন পূর্বাহ্নে পঞ্চদশী ও প্রতিপদের সন্ধিতে চন্দ্রের বোল কলাই বিলুপ্ত হয়ে অমাবস্যা হয় সে-দিনই যাগ করতে হয়, আগের দিন হয় উপবাস। যদি কুহুতে অর্থাৎ অপরাহ্ন, সন্ধ্যা অথবা রাত্রে এ দুই তিথির সন্ধি এবং চন্দ্রের সকল কলা বিলুপ্ত হয় তাহলে সেইদিন উপবাস এবং পরের দিন যাগ। প্রসঙ্গত ঐ. ব্রা. ৩২/১০ ব্র.। যদি যাগ আরম্ভ হওয়ার পরে তখনও অমাবস্যা না-হওয়ার চাঁদ উঠে যায় তাহলে দর্শনাগই করবেন, তবে সেখানে অগ্নি এবং ইন্দ্র (বা মহেন্দ্র) দেবতা হবেন না, হবেন দাতা অগ্নি, প্রদাতা ইন্দ্র এবং শিগিবিষ্ট। যদিও প্রায়শ্চিত্ত ইষ্টিতে আজ্যভাগে 'বার্হদ্ব' মন্ত্র পাঠ করতে হয় এবং যাগের মন্ত্রগুলি উপাংশবধে উচ্চার্য, তবুও এই বিকৃত দর্শনাগের অনুষ্ঠান হবে প্রকৃত দর্শনাগের মতোই। প্রসঙ্গত ভিন্নভাবে বলা যেতে পারে যে, যদি পূর্বাহ্নে পঞ্চদশী ও প্রতিপদের সন্ধি হয় এবং চন্দ্রের বোল কলা পূর্ণ হয় তাহলে সেই অনুমতি তিথিতে পূর্ণমাস বা পৌর্ণমাসী যাগের অনুষ্ঠান এবং তার আগের দিন উপবাস হয়ে থাকে। যদি পূর্বাহ্নের পরে (রাকায়) অথবা রাত্রে শেষ দিকে অস্তিম্ব দ্বাদশতমভাগে (খর্বিকায়) কলা পূর্ণ হয় তাহলে এই দিনই উপবাস ও পরের দিন যাগ হয়-আপ. যজ্ঞ. ২/১৯-২৫ ব্র.।

অগ্নে দা দাশুযে রয়িং স যজ্ঞা বিপ্রা এবাং দীর্ঘস্তে অশ্বকুলো ভদ্রা তে হস্তা সুকতোত পানী বযট্ তে
বিকুবাস আ কণোমি প্র তত্ তে অদ্য শিগিবিষ্ট নামেতি ॥ ১৭॥ [১৪]

অনু.— (দাতা অগ্নির অনুবাক্য ও যজ্ঞা) 'অগ্নে-' (৩/২৪/৫), 'স-' (৩/১৩/৩); (প্রদাতা ইন্দ্রের) 'দীর্ঘ-' (৮/১৭/১০), 'ভদ্রা-' (৪/২১/৯); (শিগিবিষ্ট বিকুবের) 'বযট্-' (৭/৯৯/৭), 'প্র-' (৭/১০০/৫)।

অগ্নি বা প্রায়শ্চিত্তেষ্টীনাং স্থানে তসৌ তসৌ দেবতারৈ পূর্ণাহ্নি জুহুয়াৎ ইতি বিজ্ঞায়তে ॥ ১৮॥ [১৪]

অনু.— অথবা (এই) প্রায়শ্চিত্ত ইষ্টিগুলির স্থানে সেই সেই দেবতার উদ্দেশে পূর্ণাহ্নি আহুতি দেবেন। (এ-কথা বেদ থেকে) জানা যায়।

ব্যাখ্যা— প্রায়শ্চিত্তের প্রকরণে (context-এ) যেখানে যে ইষ্টির বিধান করা হয়েছে সেখানে তার পরিবর্তে ইষ্টির নির্দিষ্ট প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশে বিকল্পে একটি করে পূর্ণাহ্নি দেওয়া চলে। সুকে বারো বার আজ্য নিয়ে সেই দ্বাদশগৃহীত আজ্য আহুতি দেওয়ার নাম পূর্ণাহ্নি। দর্শপূর্ণমাস যিনি করেন নি তাঁর ক্ষেত্রেই এই বিকল্প। ঐ. ব্রা. ৩২/৫-৮ অংশেও তা-ই আছে।

হবিষাং স্বল্পম্ অভিমৃশেদ দেবাঙ্গনমগন্ যজ্ঞস্য মাসীরবত্ বর্ধতাম্। ভূতির্ভূতেন মুখতু যজ্ঞো
যজ্ঞপতিমংহসঃ। ভূপতরে বাহা ভুবনপতরে বাহা ভুতানাং পতরে বাহা। যজ্ঞস্য দ্বা প্র ময়োন্নরাতি ময়া
প্রতিময়া দ্রাক্ষশক্কেতি ॥ ১৯॥ [১৫]

অনু.— আহুতিদ্রব্যের (মধ্যে যা মাটিতে) পড়ে গেছে (তাকে) 'দেবা-' (সু.) এই (মন্ত্রে) স্পর্শ করবেন।

আহুতিশ্ চেদ বহিঃপরিখ্যায়ীত্র এনাং জুহুয়াৎ ॥ ২০॥ [১৬]

অনু.— যদি (আহুতি-প্রদানের সময়ে) আহুতি পরিধির বাইরে (পড়ে যায় তাহলে) এই (আহুতিদ্রব্যকে) আয়ীত্র আহুতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— আয়ীত্র প্রথমে 'দেবা-' (১৯ নং সু.) মন্ত্রে আহুতিদ্রব্যকে স্পর্শ করে তার পরে বিনা-মন্ত্রে ঐ বাইরে পড়ে-যাওয়া আহুতিদ্রব্যকে অগ্নিতে আহুতি দেবেন।

হতবতে পূর্ণপাত্রং দদ্যাত্ ॥ ২১ ॥ [১৭]

অনু.— আছতিপাতা (আগ্নীধ্রুকে) পূর্ণপাত্র দান করবেন।

দেবতে অনুবাক্যে যাজ্ঞ্যে বা বিপরিহৃত্যাজ্ঞ্যে অবদানে হবিষী বা যদ্ বো দেবা অতিপাতরানি বাচা চ
প্রভৃতী দেবহেষ্টনম্। অরায়ো অশ্বী অভিদুচ্ছুনায়ত্তেহন্যত্রাস্মন্ মরুতস্তমিধেষ্টন স্বাহেত্যাঙ্ক্যাহতিং

হুত্বা মুখ্যং ধনং দদ্যাত্ ॥ ২২ ॥ [১৮]

অনু.— দুই দেবতাকে, অনুবাক্য অথবা যাজ্ঞ্যকে, দুই আজ্য, অবদান অথবা আছতিদ্রব্যকে বিপর্যস্ত করে ফেলে 'যদ্-' (সু.) এই (মন্ত্রে) আজ্য আছতি দিয়ে (গৃহের) সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ (ব্রহ্মাকে) দান করবেন।

ব্যাখ্যা— বিপরিহৃত্য = বিপর্যস্ত করে ফেলে, সৌবার্ণ্য নষ্ট করে। অনুষ্ঠানের সময়ে দেবতা প্রভৃতির সৌবার্ণ্য ভঙ্গ করে ফেলা 'যদ্-' মন্ত্রে প্রায়শ্চিত্তহোম করতে হয় এবং হোমের পর গৃহের শ্রেষ্ঠ বস্তুটি ব্রহ্মাকে দান করতে হয়। হোম করবেন ব্রহ্মা, দান করবেন যজ্ঞমান। সূত্রে দুই ক্রিয়ার কর্তা এক না হলেও 'হুত্বা' পদে দ্বা(-চ) প্রত্যয় হয়েছে। বৈদিক গ্রন্থের প্রয়োগ বলে এতে কোন দোষ হয় নি। দেবতার বিপর্যাস বা ক্রমভঙ্গ হচ্ছে আবাহন প্রভৃতির ক্ষেত্রে পরবর্তী দেবতাকে আগে এবং পূর্ববর্তী দেবতাকে পরে উল্লেখ করা। অনুবাক্যের বিপর্যাস হল এক দেবতার নির্দিষ্ট অনুবাক্য মন্ত্রের স্থানে অন্য কোন মন্ত্র অথবা অপর দেবতার কোন অনুবাক্য মন্ত্র পাঠ করা। যাজ্ঞ্যের বিপর্যাসও তাই। আজ্যের বিপর্যাস হচ্ছে এক পাত্রের আজ্যের স্থানে অন্য পাত্রের আজ্য ব্যবহার করা। অবদানের বিপর্যাস বলতে যোঝার চক্র, পুরোডাশ প্রভৃতির আছতির সময়ে যে-ক্রমে আছতিদ্রব্যের যে অংশ ভেঙে নেওয়ার কথা সেইক্রমে তা না ভেঙে অন্য ক্রমে অন্য অংশ থেকে ভেঙে নেওয়া। নিয়ম হল এই যে, প্রধানযাগে চক্র, পুরোডাশ প্রভৃতি কঠিন দ্রব্যের আছতির সময়ে প্রথমে মাঝখান থেকে এবং পরে পূর্বার্ধ থেকে অঙ্গুষ্ঠের পর্বগরিমাংশ অংশ অবদান (অব-√দো + অন = অবদান = বস্তুীকরণ) করতে হয়। ষিষ্টকৃতের আছতির সময়ে উত্তরার্ধ থেকে একই পরিমাণ অংশ ভেঙে নিতে হয়। এই নিয়মে হব্যদ্রব্য গ্রহণ না করলেই অবদানের বিপর্যাস হয়। আছতিদ্রব্যের বিপর্যাস হচ্ছে নির্বাণ প্রভৃতির ক্রমভঙ্গ। এই-সব ক্ষেত্রে ক্রমভঙ্গ হলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। বৃত্তিকার এই প্রসঙ্গে যাগের বিপর্যয়ের কথাও উল্লেখ করেছেন— 'যাগে চান্যদীয়স্যান্যেন যাগঃ'। আছতি দেওয়ার আগেই যদি মনে পড়ে যায় যে, যে অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য পাঠ করা হয়েছে তা বর্তমান স্থলে বিহিত নয় অথবা তা অন্য দেবতার মন্ত্র, তা হলে প্রায়শ্চিত্ত করে এবং বিহিত মন্ত্রটি পাঠ করে আছতি দিতে হবে। আছতিদানের পরে অনুবাক্যের ভুল ধরা পড়লে প্রায়শ্চিত্তই করতে হবে, পরে নির্ভুল আছতি আর দেওয়া হবে না। অবিহিত যাজ্ঞ্যমন্ত্র বিহিত দেবতার উদ্দেশে বিহিত দেবতার নাম উচ্চারণ, ঘ্যানও বস্ট্কার সমেত পাঠ করা হলে যাগের আবৃত্তি হবে না। অন্য দেবতার যাজ্ঞ্যকেও যদি বিহিত দেবতার নাম উল্লেখ করে ও ঘ্যান করে পাঠ করা হয়ে থাকে তাহলেও আছতির পুনরাবৃত্তি করতে হয় না। অন্য-সব স্থলে আছতির পুনরাবৃত্তি হবে। অন্য এক দেবতার দ্রব্য অপর এক দেবতার উদ্দেশে ভুলবশে আছতি দিয়ে ফেলা ঐ অপর দেবতার দ্রব্য অন্য দেবতাকে প্রদান করে প্রায়শ্চিত্ত ও ব্যাহতিহোম করতে হয়।

স্থানিনীম্ অনাবাহ্য দেবতাম্ উপোত্তথ্যাবাহয়েত্ ॥ ২৩ ॥ [১৯]

অনু.— প্রাসঙ্গিক দেবতাকে আবাহন না করে (পরে তাঁকে) দাঁড়িয়ে উঠে আবাহন করবেন।

ব্যাখ্যা— বীকে বীকে আবাহন করার কথা তাঁদের কাউকে যথাকালে আবাহন করতে ভুলে গেলে, পরে যখন সেই ভুলের কথা মনে পড়বে তখন দাঁড়িয়ে উঠে তৎকালীন ব্যয়েই (আবাহনে প্রযোজ্য মন্ত্রবলে নয়) সেই দেবতাকে আবাহন করতে হয়। উপোত্তথান বা দাঁড়ান আবাহনেরই ধর্ম বা অঙ্গ।

মনসেত্যেকে ॥ ২৪ ॥ [২০]

অনু.— অন্যেরা (বলেন, ঐ দেবতাকে) মনে মনে (আবাহন করবেন)।

ব্যাখ্যা— কোন কোন মতে ভুলে গেলে পরে আর সাক্ষাৎ আবাহন করতে হবে না, মনে মনে আবাহন করলেই চলবে।

আজ্যেনাস্থানিনীং যজ্ঞেত্ব ॥ ২৫ ॥ [২০]

অনু.— অগ্রাসঙ্গিক (দেবতাকে ভুলবশত আবাহন করা হলে তাঁর উদ্দেশ্যে) আজ্য দ্বারা যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— অগ্রাসঙ্গিক দেবতাকে যে-ক্রমে আবাহন করা হয়েছে বাগের সময়ে ঠিক সেই ক্রমেই তাঁকে আজ্য দ্বারা যাগ (হোম নয়) করবেন এবং পঞ্চম প্রযাজের বিষ্টকৃতের এবং সূক্তবাক্যের নিগদে সেই ক্রমেই তাঁর নাম উদ্দেশ্য করবেন। ‘যজ্ঞেত্ব’ বলায় ১৮নং সূত্র অনুযায়ী হোম করলে চলবে না, যাগই করতে হবে।

চতুর্দশ কণ্ডিকা (৩/১৪)

[আত্মতিল্লব্যে, কপালে, পুরোডাশ-স্মৃটনে, অগ্নিহোত্রে যথাসময়ে অগ্নির অনুৎপত্তিতে করণীয় প্রায়শ্চিত্ত]

হবিষি দুঃশৃতে চতুঃশরাবম্ ওদনং ব্রাহ্মণান্ তোজয়েত্ব ॥ ১ ॥

অনু.— আত্মতিল্লব্য খারাপ (-ভাবে) পাক-করা হয়ে থাকলে ব্রাহ্মণদের চার শরা (ভাত) খাওয়াবেন।

ব্যাখ্যা— আত্মতিল্লব্য আধ-কাঁচা বা আধ-সিদ্ধ হয়ে থাকলে ঐ দ্রব্য দিয়েই যাগ শেষ করবেন এবং তার পরে চার শরা চাল সিদ্ধ করে চার ঋত্বিককে তা খেতে দেবেন।

কামে শিটেনেষ্টা পুনর্ যজ্ঞেত্ব ॥ ২ ॥

অনু.— (আত্মতিল্লব্য বহুলাংশে) পুড়ে গেলে অবশিষ্ট (অংশটুকু) দিয়ে আত্মতি দিয়ে আবার (গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত) যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— সামান্য একটু পুড়ে গেলে কোন দোষ নেই, কিন্তু যদি এতটা পুড়ে যায় যে যেটুকু অংশ না-পোড়া আছে তা থেকে অবদান করা সম্ভব নয়, তাহলেই এই প্রায়শ্চিত্ত।

অশেষে পুনর্ আবৃত্তিঃ ॥ ৩ ॥

অনু.— নিঃশেষে (পুড়ে গেলে সংশ্লিষ্ট অংশের) পুনরাবৃত্তি হবে।

ব্যাখ্যা— পুনরাবৃত্তি মানে যে যাগ চলছে সেই যাগেই নষ্ট আত্মতিল্লব্যের কারণে আবার দ্রব্য তৈরী করে সেই সংশ্লিষ্ট অংশটুকু যথাযথ শেষ করা। অপর পক্ষে ‘পুনর্বাগ’ বা ‘পুনরিজ্যা’ (৩/১০/২০ সূ. দ্র.) হল বর্তমান যাগ শেষ করে আবার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সেই যাগটির অনুষ্ঠান করা।

প্রাগ্ আবাহনাচ্ চ দোষে ॥ ৪ ॥

অনু.— এবং আবাহনের আগে (প্রধানবাগের আত্মতি দ্রব্য) দূষিত হলে (ঐ আত্মতিল্লব্যের পুনরাবৃত্তি হবে)।

ব্যাখ্যা— প্রসঙ্গত ৩/১০/২০ সূ. দ্র.।

অপ্যত্যস্তং ওপত্নতানাম্ ॥ ৫ ॥

অনু.— গৌণ (আত্মতিল্লব্যের দোষের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের) শেষ পর্যন্তও (পুনরাবৃত্তি হবে)।

ব্যাখ্যা— যাগ শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত যে-কোন সময়ের মধ্যে গৌণ অর্থাৎ অঙ্গবাগের কোন আত্মতিল্লব্য যদি দূষিত হয় তাহলেও সেখানে ‘পুনরাবৃত্তি’ করতে হয়। “অত্যস্তম্ অ কৰ্মগরিসমাপ্তে ইত্যর্থঃ” (না.)।

প্রাক-খিষ্টকৃত উক্ত প্রধানভূতানাম্ ॥ ৬॥

অনু.— (আগে যা) বলা হয়েছে (তা) খিষ্টকৃতির আগে (এবং) প্রধানযাগের (আহুতিদ্রব্য দূষিত হলেই করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ৩/১০/২০ সূত্রে যা বলা হয়েছে তা প্রধানযাগের আহুতিদ্রব্যের ক্ষেত্রেই এবং খিষ্টকৃত অনুষ্ঠানের আগে পর্যন্তই প্রযোজ্য। অসম্যাগের দ্রব্য দূষিত হলে তাই পুনরাবৃত্তিই হবে। বৃত্তিকার ৩/১০/২০ সূত্রের বৃত্তিতে কিন্তু বলেছেন ‘আবাহনাদ্ উর্ধ্বং প্রধানযাগাদ্ অবাগ্ যদি হবিন্ ব্যাপদ্যেত’।

অবদানদোষে পুনর্ আয়তনাদ্ অবদানম্ ॥ ৭॥

অনু.— অবদানের দোষ হলে আবার (প্রকৃত) স্থানে থেকে অবদান (করবেন)।

ব্যাখ্যা— অবদান দূষিত হলে আবার ঐ চক্র, পুরোডাশ প্রভৃতির নির্দিষ্ট স্থান থেকে অবদান করে যাগ করবেন। এখানে এই বিরুদ্ধ ভাবনা করা ঠিক নয় যে, অবদানের (= খণ্ডনের) পরে আহুতিদ্রব্যের মধ্য ও পূর্ব অংশে বলে কিছু যখন থাকে না তখন ৩/১০/২০ সূত্রের নিয়মই অনুসরণ করা উচিত। অবদান দূষিত হলেও মূল আহুতিদ্রব্যটি যখন শুদ্ধ, তখন তা থেকেই আবার অবদান করতে হবে। অবশিষ্ট দ্রব্যের যেটি মধ্য ও পূর্ব অংশ সেটিই মধ্য ও পূর্ব। তা ছাড়া দ্রব্যটি তো অবদানের জন্যই প্রস্তুত করা হয়েছে। অবদান করার যোগ্যতা তার এখনও নষ্ট হয় নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ৩/১৩/২২ সূত্রে উল্লিখিত অবদানের বিপর্যাস হচ্ছে অবদানে ক্রমভঙ্গ এবং এই সূত্রের ‘অবদানদোষ’ হচ্ছে অবদানের পর গৃহীত অংশ দূষিত হওয়া।

যেষ্টে দ্বিহ দক্ষিণাং দদ্যাচ্ ॥ ৮॥

অনু.— এখানে কিন্তু বিদ্বৈবকারীকে দক্ষিণা দেবেন।

ব্যাখ্যা— ২নং সূত্রে যে যাগের কথা বলা হয়েছে তার দক্ষিণা ঋত্বিককে না দিয়ে এখানে শত্রুকে দিতে হয়।

দক্ষিণাদান উর্বরাং দদ্যাচ্ ॥ ৯॥

অনু.— (সমস্ত কর্মে) দক্ষিণাদানের সময়ে শস্যসমৃদ্ধ ভূমি (দক্ষিণা দেবেন)।

কপালং তিস্রম্ অনপবৃত্তকর্ম গায়ত্র্যা ত্বা শতাক্ষরয়া সদধার্মীতি সদ্ধার্মাণোঃ ত্যবহরেমুর্ন অভিমো মর্মো
জীরদানুর্ন্যত আর্জন্তদগন পুনঃ। ইম্মো বেদিঃ পরিধরশ্চ সর্বে যজ্ঞস্যাহুরনুসন্তরন্ত। ত্রয়ত্রিংশত্
তত্ত্ববো যান্ বিতন্ত ইমং যজ্ঞং স্বধরা যে যজন্তে। তেহতিশ্ দ্বিহং প্রতিদদ্বো
যজ্ঞে স্বাহা যজ্ঞো অপ্যেতু দেবান্ ইতি ॥ ১০॥

অনু.— কর্ম অসমাপ্ত (এমন অবস্থার) ভাঙা কপালকে ‘গায়ত্র্যা-’ (সূ.) এই (মন্ত্রে) জুড়ে দিয়ে ‘অভিমো-’ (সূ.) এই (মন্ত্রে) জলে (নিরে গিরে) ফেলে দেবেন।

ব্যাখ্যা— পুরোডাশ সৈকর আগে কপাল ভেঙে গেলে এই প্রায়শ্চিত্ত। সৈকর পর ভেঙে গেলে কিন্তু কোন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না। ঐ. ব্রা. ৩২/৮ অনুযায়ী কপাল ভেঙে ফেললে অশ্বিনয়ের উদ্দেশে দুই-কপালের পুরোডাশ আহুতি দিতে হয়।

এবম্ অবলীচাত্তিকিপ্তেব ॥ ১১॥

অনু.— এইরকম (কপাল) চাটা এবং ছোঁড়ার ক্ষেত্রে (-ও করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— যদি কুকুরে বা অন্য প্রাণীতে কপাল চাটে এবং চারদিকে ছড়িয়ে দেয় অথবা তাদের সেবে সেতলি ছোঁড়া বা ছড়িয়ে ফেলা হয় অথবা অন্য কোন প্রকারে সেতলি অপবিত্র হয়ে পড়ে তাহলে ঐ ‘অভিমো-’ মন্ত্রে কপালগুলি জলে ফেলে

দেবেন। কপাল ভাঙেনি বলে ১০ নং সূত্রের 'গায়ত্র্যা-' মন্ত্রে তা জোড়ার কথা এখানে ওঠে না। কোথাও কোথাও সূত্রে 'ভিঃ' এই বিসর্গসমেত পাঠ পাওয়া যায়, কিন্তু তা অপপাঠ বলেই আমাদের মনে হয়।

অগ্নি এবান্যানি মৃশ্ময়ানি ভূমির্ভূমিমগান্ মাতা মাতরমপ্যগাত্। তুর্যশ্চ পূত্রেঃ পশুভির্যো
নো ষেষ্টি স ভিদ্যতাম্ ইতি ॥ ১২ ॥

অনু.— (ভাজা ও না-ভাজা) অন্য মাটির পাত্রগুলি 'ভূমি-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) জলেই (নিরে গিয়ে না জুড়ে ফেলে দিতে হয়)।

যদি পুরোডাশঃ স্মৃটেদ বোত্পতেত বা বর্হিম্যেনং নিধারান্তিমন্ত্রয়েত কিমুত্পতসি কিমুত্প্রোষ্ঠাঃ শাস্ত্রঃ
শাস্ত্রেরিহাগহি। অঘোরা যজ্ঞয়ো ভৃঙ্গাসীদ সদনং স্বমাসীদ সদনং স্বম্ ইতি মা হিংসীর্দেবধ্রেণিত
আজ্যেন তেজসাজ্যস্ব মা নঃ কিঞ্চন সীরিষঃ। যোগক্ষেমস্য শাস্ত্র্য্য অশ্বিনাসীদ বর্হিষীতি ॥ ১৩ ॥

অনু.— পুরোডাশ যদি কেটে যায় বা উড়ে যায় (তাহলে) এই (পুরোডাশকে) 'কিমুত্-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) কুশে রেখে 'মা-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) অভিমন্ত্রণ করবেন।

অগ্নিহোত্রায় কালেংগাব্ অজায়মানেন্‌প্যন্যাম্ আনীয় জুহুয়ুঃ ॥ ১৪ ॥

অনু.— অগ্নিহোত্রের জন্য (অগ্নিমহ্নন সত্ত্বেও ঠিক) সময়ে অগ্নি উৎপন্ন না হতে থাকলে অন্য (সাধারণ অগ্নি)ও এনে আচ্ছতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— মহ্নন সত্ত্বেও সময়মত অগ্নি না জন্মালে উনানের আগুনে অথবা অগ্নির প্রতিনিধিরূপে ১৬নং সূত্রে বিহিত কোন একটি স্থানে অগ্নিহোত্রহোম করতে হয়। ৩/১২/২৩ সূত্রের ক্ষেত্রে কিন্তু এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়, সেখানে ৩/১২/২৫-২৮ সূত্র পর্যন্ত বিহিত নিয়ম অনুসারেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এবং অগ্নি যতক্ষণ না উৎপন্ন হয় ততক্ষণ পর্যন্ত দুই অরনিবে মহ্নন করে যেতে হবে।

পূর্বাশাভ উত্তরোত্তরম্ ॥ ১৫ ॥

অনু.— আগেরটি পাওয়া না গেলে পরেরটি (নিতে হবে)।

ব্যাখ্যা— ১৪ নং এবং ১৬ নং সূত্রে বিহিত বস্তুগুলির মধ্যে আগেরটি না পাওয়া গেলে পরেরটিকে অগ্নিরূপে ভাবনা করে নিয়ে সেই স্থানেই অগ্নিহোত্রের আচ্ছতি প্রদান করতে হয়। সূত্রে 'অলাভে' বলার একটি অপরটির প্রতিনিধি হতে পারবে না। প্রসঙ্গত আপ. শ্রৌ. ৯/৩/৪৭-৫৯; এবং তা. শ্রৌ. ৯/৪/৭-৯/৫/৩ প্র.

ব্রাহ্মণপাণ্ডজকর্ষদর্জস্তম্বাপ্সু কাঠেষু পৃথিব্যাম্ ॥ ১৬ ॥

অনু.— ব্রাহ্মণের (ডান) হাত, ছাগের (ডান) কাণ, তৃণশুচ্ছ, (বা) জলে, কাঠে, (অথবা) মাটিতে (আচ্ছতি দেবেন)।

ব্যাখ্যা— সময়মত অগ্নি উৎপন্ন না হলে লৌকিক অগ্নিতে অথবা এই ছয়টির কোন একটিতে অগ্নিহোত্রের হোম করতে হয়। লৌকিক অগ্নি ও মাটি ছাড়া অপর পাঁচটির ক্ষেত্রে প্রসঙ্গ আচ্ছতিব্রব্য ধারণের জন্য একটি সমিৎ রেখে তার উপর আচ্ছতি দিতে হয়। ১৪ নং সূত্রটিকে পৃথক রাখা হয়েছে, কারণ লৌকিক অগ্নিও অগ্নি বলে তার মধ্যে আহবনীর অগ্নির সব ধর্মই প্রায় আছে। এই সূত্রে ব্রাহ্মণপাণি ইত্যাদি চারটি শব্দকে একত্র সমাসবদ্ধ করে রাখা হয়েছে, কারণ এগুলিতে ইচ্ছনদান ও ব্রব্যের পাক ছাড়া আর সব অগ্নিসাধ্য কর্মই করা চলে। জলেরও অভাবে বিহিত বলে কাঠে জলকার্যও করা চলে না। কাঠের উল্লেখ তাই পরে। ব্রাহ্মণপাণি প্রভৃতি পাঁচটির ক্ষেত্রে ইচ্ছনের জন্য না হলেও আচ্ছতি-ধারণের জন্য পবিত্র সমিৎ লাগে, কিন্তু পৃথিবীতে তাও লাগে না বলে তার উল্লেখ করা হয়েছে সর্বশেষে।

হুত্বা হুপি মম্বনম্ ॥ ১৭॥

অনু.— হোমের পরে কিন্তু মম্বনই (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— হু = ই। অগ্নিমম্বন সন্ত্বেও সময়মত অগ্নি উৎপন্ন না হলে ১৪-১৬ নং সূত্রে অনুযায়ী অগ্নিহোত্রের হোম করে তার পরে আবার অগ্নিমম্বন করতে হয়, কিন্তু ঐ মথিত অগ্নিতে অগ্নিহোত্রের কোন অনুষ্ঠান করতে হয় না।

পাদৌ চেদ্ বাসেহনবরোথঃ ॥ ১৮॥

অনু.— যদি হাতে (আহুতি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে ব্রাহ্মণকে) থাকতে বাধা (দেওয়া উচিত হবে) না।

ব্যাখ্যা— যে ব্রাহ্মণের হাতকে অগ্নিরূপে কল্পনা করে সেখানে আহুতি দেওয়া হয় সেই ব্রাহ্মণ যজ্ঞমানের বাড়ীতে থাকতে চাইলে তিনি তাঁকে অসম্মতি জানাবেন না।

কর্পে চেন্ মাংসবর্জনম্ ॥ ১৯॥

অনু.— যদি কাণে (আহুতি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে ভক্ষণের সময়ে ছাগ-) মাংস ত্যাগ করবেন।

ত্বম্বে চেন্ নাশিশরীত ॥ ২০॥

অনু.— তৃণগুচ্ছে যদি (আহুতি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে ঘাসের উপর) শোবেন না।

অপ্সু চেদ্ অবিবেকঃ ॥ ২১॥

অনু.— যদি জলে (আহুতি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে জল খাওয়ার সময়ে জলের ভাল-মন্দ) বিচার (করবেন) না।

এতচ্ সাংবত্সরং ব্রতং যাবজ্জীবিকং বা ॥ ২২॥

অনু.— এই (হল) এক বৎসরের অথবা সারা জীবনের ব্রত।

ব্যাখ্যা— ১৮-২১ নং সূত্র পর্যন্ত যা যা বলা হল তা একবছর অথবা সারাজীবন ধরে মেনে চলতে হয়।

অগ্নাব্ অনুগতেহন্তরাহুতী হিরণ্য উত্তরাং জুহুয়াৎ হিরণ্য উত্তরাং জুহুয়াৎ ॥ ২৩॥

অনু.— (অগ্নিহোত্রে পূর্বাহুতি ও উত্তরাহুতি এই) দুই আহুতির মাঝে আগুন নিবে গেলে স্বর্গে উত্তর (আহুতির) হোম করবেন।

ব্যাখ্যা— সোনাকে অগ্নিরূপে কল্পনা করে তার উপর উত্তরাহুতি দিতে হয়। সূত্রে শেষ তিনটি পদের পুনরুক্তি করা হয়েছে অধ্যায়ের সমাপ্তি সূচিত করার জন্য।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম কণিকা (৪/১)

[সোমবাগের সময়, ঋত্বিকসংখ্যা, উহ, সত্রে ঋত্বিক এবং উখাসন্তরণীয়া ইষ্টি, মন্ত্রের স্থান ও যম]

দর্শপূর্ণমাসাত্যাম ইষ্টেষ্টিপশুচাতুর্মাস্যৈর্ অথ সোমেন ॥ ১ ॥

অনু.— দর্শপূর্ণমাস দ্বারা যাগ করে (আগ্রয়ণ) ইষ্টি, (নিরাঢ়) পশু এবং চাতুর্মাস্য দ্বারা (যাগ করবেন)। তার পর সোম দ্বারা (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— দর্শপূর্ণমাস, আগ্রয়ণ ইষ্টি, নিরাঢ় পশুবন্ধ এবং চাতুর্মাস্যের পরে সোমবাগ করতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই সোমবাগকে কেউ কেউ বর্ষণসৃষ্টির উদ্দেশে অনুষ্ঠের জাদু বা ম্যাজিক অনুষ্ঠান বলে মনে করেন। হিপেত্রানুত মনে করেন চন্দ্র অমৃতময় এবং সোমলতা সেই চন্দ্রেরই প্রতীক। সোমের আছতি দেবতাদের উদ্দেশে অমৃতেরই আছতি। ঋকসংহিতায় সোম যে চাঁদই এমন কোন উল্লেখ না থাকায় কীথ অবশ্য এই মত স্বীকার করেন না। বন শ্রোভারের মতে সুপ্রাচীন কাল থেকেই চন্দ্রের সঙ্গে সোমের সম্বন্ধ কল্পনা করা হয়েছিল। সোমপান বস্তুত দেবতা চন্দ্রের অন্তর্নিহিত নির্বাস বা শক্তিরই আত্মস্বীকরণ (RPVU, Pg. 332, Reprint)।

উর্ধ্বং দর্শপূর্ণমাসাত্যায় যথোপপত্ত্ব্যেক ॥ ২ ॥

অনু.— অন্যেরা (বলেন) সামর্থ্যমত দর্শপূর্ণমাসের (ঠিক) পরে (সোম দ্বারা যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— উপকরণসামগ্রী জোগাড় করতে পারলে দর্শপূর্ণমাসের ঠিক পরেই সোমবাগ করা যেতে পারে।

প্রাগ্ অগ্নি সোমেনৈকে ॥ ৩ ॥ [২]

অনু.— অপরেরা (বলেন সম্ভব হলে দর্শপূর্ণমাসের) আগেও সোম দ্বারা (যাগ করতে পারেন)।

ব্যাখ্যা— ২/১/১৫ সূত্র থেকেই এই সূত্রের যা বাক্য তা বোঝা গেলেও সূত্রটি যখন করা হয়েছে তখন অভিপ্রায় এই যে, আধানের পরে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানকারী যজমান দর্শপূর্ণমাসের আগেও সোমবাগের অনুষ্ঠান করতে পারেন।

তস্যর্জিজঃ ॥ ৪ ॥ [৩]

অনু.— এ (সোমবাগের ঋত্বিকেরা হচ্ছেন)।

চত্বারস্ব ত্রিশুরবাঃ ॥ ৫ ॥ [৪]

অনু.— তিন জন (তিন জন সহায়ক-বিশিষ্ট) চার (জন)।

ব্যাখ্যা— চার জন দুখ ঋত্বিক। তাঁদের প্রত্যেকের আবার তিন জন করে সহযোগী।

তস্য তস্যোক্তরে ত্রাঃ ॥ ৬ ॥ [৫]

অনু.— সেই সেই (ঋত্বিকের) পরে (উল্লিখিত) তিন (জন) এই প্রধান ঋত্বিকেরই দলের লোক।

হোতা মৈত্রাবরূপেঃ জ্ঞাবাকো গ্রাবস্তদ অধ্বৰ্যুঃ প্রতিশ্রুত্বাতা নেষ্টোমেতা ব্রহ্মা ব্রাহ্মণাংস্যাগ্নীন্মঃ
পোতোদগাতা প্রতোতা প্রতিহর্তা সূত্রাণ্য ইতি ॥ ৭ ॥ [৬]

ব্যাখ্যা—সোমযাগে হোতা, মৈত্রাবরূপ ইত্যাদি মোট বোল জন ঋত্বিক্। তার মধ্যে হোতা, অধ্বৰ্যু, ব্রহ্মা এবং উদগাতা হচ্ছেন প্রধান। তাঁদের প্রত্যেকের নামের পাশে যে অপর তিন জন করে ঋত্বিকের নাম আছে তাঁরা তাঁদেরই সহকারী। অ. যে, এই বোল জনের মধ্যে হোতা, অধ্বৰ্যু, উদগাতা, ব্রহ্মা, নেষ্টা, অগ্নীত্ এবং পোতার উল্লেখ ঋক্-সংহিতায় পাওয়া যায়। এ ছাড়া প্রশান্তা, গ্রাবগ্রাভ এবং বহুবচনে সামগ শব্দের উল্লেখও ঐ সংহিতায় আছে। অন্যান্য ঋত্বিকের নাম সেখানে মোটেই পাওয়া যায় না। জ্বাবার আবযাঃ, উপবস্তা এবং উদগ্রাভের নাম সংহিতায় থাকলেও এখানে নেই। হোতা নামটি খুবই প্রাচীন। অবশ্যই এই ঋত্বিকের নাম জগৎভার। ব্যুৎপত্তির দিক থেকে বিচার করলে মনে হয় প্রাচীনতর কালে হোতাই নিজে আহুতি দিতেন, কিন্তু ঋক্-সংহিতার বৃগেই সেই কাজের ভার ন্যস্ত হয়েছিল অধ্বৰ্যুর উপর।

এতেঃহীনৈকাইহেঃ যাজয়ন্তি ॥ ৮ ॥ [৭]

অনু.—এই (যোল জন ঋত্বিকই) অহীন (এবং) একাধ দ্বারা (যজমানকে) যাগ করান।

ব্যাখ্যা—একাহে এবং অহীনেও এই যোলজন ঋত্বিক্ লাগে। শমিতা, সদস্য এবং চমসাধ্বৰ্যুদের বরণ করা হলেও তাঁর কিন্তু যাগ করান না বলে ঋত্বিকরূপে গণ্য হন না। ‘অহীনৈকাহেঃ’ বলায় ঋত্বিক্ হলেও সত্রে কিন্তু এই যোল জনকে বরণ করতে হয় না, কারণ তাঁরা সেখানে নিজেরাই যজমানও বটে।

এত এবাহিতাশ্রম ইষ্টপ্রথমযজ্ঞা গৃহপতিসপ্তদশা দীক্ষিত্বা সমোপ্যাগ্নীন্স তন্মুখাঃ সত্রাণ্যাসতে ॥ ৯ ॥ [৮]

অনু.—প্রথমযজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী অধ্যাধানকারী ঐরাই গৃহপতিকে সপ্তদশ (ব্যক্তি ধরে) দীক্ষা গ্রহণ করে (নিজ নিজ) অগ্নিগুলিকে একত্র মিলিত করে তাঁকে প্রধান (ধরে) সত্রগুলির অনুষ্ঠান করনে।

ব্যাখ্যা—এই যোল জন ঋত্বিকই যদি আগে অধ্যাধান এবং প্রথমযজ্ঞ অর্থাৎ অগ্নিটোমের অনুষ্ঠান করে থাকেন তাহলে নিজ নিজ অগ্নিগুলিকে একত্রিত করে (মিশিয়ে) ‘গৃহপতি’ নামে আর এক জনকে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে মুখ্য করে নিজেরাই সত্রবাগের অনুষ্ঠান করতে পারেন। সত্রে যারা ঋত্বিক্ তাঁরাই যজমান। তবুও যিনি সেখানে কেবল যজ্ঞানের পালনীয় কর্মগুলিই করেন তিনি অতিরিক্ত এক জন। তাঁকে বলে ‘গৃহপতি’। যারা অধ্যাধান করেছেন তাঁদেরই কেবল সত্রবাগের জন্য প্রথম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন। যদি সত্রে অংশগ্রহণকারী কোন ব্যক্তি অধ্যাধান না করে থাকেন অর্থাৎ আহিতাগ্নি না হন, তাহলে প্রথমযজ্ঞ তিনি আগে না করে থাকলেও সত্রে যোগ দিতে তাঁর ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই (প্রসঙ্গত ৬/১০/৯ সূ. অ.)। ‘এব’ বলায় সদস্য, শমিতা ও চমসাধ্বৰ্যুদের সত্রে অধিকার থেকে বাদ দেওয়া হল। ‘গৃহপতিপ্রধানাঃ’ বলায় কোনও কোন বিষয়ে বিকল্প অথবা বিরোধ থাকলে সেই অংশের অনুষ্ঠান হবে গৃহপতিরই অভিপ্রায় অনুযায়ী।

তেষাং সমাবাগানি যথাধম্ অভিধানম্ ঐষ্টিকে তস্মৈ ॥ ১০ ॥ [৯]

অনু.—অগ্নিসমাবেশ (থেকে) গুরু করে ঐষ্টিক তস্মৈ (সব মত্রে) অর্থ অনুযায়ী তাঁদের (নাম) উল্লেখ (করা হয়)।

ব্যাখ্যা—সমাবাগ = পরস্পরের সব অগ্নিকে একত্র রাখা। যথাধম্ = অর্থ অনুসারে, প্রয়োজনমত। আহিতাগ্নি এবং যারা আহিতাগ্নি নন তাঁরা মিলিত হয়ে সত্রবাগ করলে ঐ বাগে (আহিতাগ্নিসের) নিজ নিজ গার্হপত্য অগ্নির একত্রীকরণ থেকে গুরু করে ইষ্টির তত্ত্ব অর্থাৎ দর্শনপূর্ণমাসের অনুষ্ঠানপরস্পরা অনুসরণ করে যে যে অনুষ্ঠান হয় সেই অনুষ্ঠানগুলিতে ‘সর্বোহু-’ (আ. ৩/২/১৬) অনুসারে সব মত্রে নয়, কেবল যজ্ঞমানবাচী শব্দগুলিতেই আহিতাগ্নিসের সংখ্যা (এক, দুই বা বহু) অনুসারে মত্রে উহ অর্থাৎ পরিবর্তন করতে হবে। দর্শনপূর্ণমাসের তত্ত্ব অনুসৃত না হলে কিন্তু কোন উহ করতে হয় না। বনস্পতিবাগ, পণ্ডস্পর্কিত সূক্তবাগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে হলে তাই কোন উহ হবে না। প্রথম অধ্যায়ের প্রারম্ভিকতালি দর্শনপূর্ণমাসের তত্ত্বের অধিকারে বা অধীনে থাকার

সেগুলির ক্ষেত্রে উহ হবে, কিন্তু তৃতীয় অধ্যায়ে বিহিত প্রায়শ্চিত্তগুলি ঐ ঐষ্টিক তন্ত্রের বা নিরামের অধীনে নেই বলে উক্ত প্রায়শ্চিত্তগুলি ঐষ্টিক হলেও সেগুলির ক্ষেত্রে তাই কোন উহ হবে না। পরবর্তী সূত্রের ব্যাখ্যাও দ্র।

দীক্ষণাদ্যনয়ীনাম্ ॥ ১১ ॥ [১০]

অনু.— অগ্নিবিহীন (যজ্ঞমানদের) দীক্ষা থেকে শুরু (করে সমস্ত কর্মে যজ্ঞমানবাচী শব্দে বচনের উহ হবে)।

ব্যাখ্যা— যদি যাঁরা আহিতাগ্নি নন অর্থাৎ অধ্যাহাম করেন নি তাঁরা এক অথবা একাধিক আহিতাগ্নির সঙ্গে মিলে সত্রযাগ করেন অথবা সকলেই যদি আহিতাগ্নি হন, তাহলে দীক্ষণীয়া ইষ্টির আগে উখাসস্তরণীয়া প্রভৃতি যে-সব কর্মে ইষ্টি-তন্ত্র অনুযায়ী অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাসের পদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠান হয় সেই-সব কর্মের ক্ষেত্রে সমস্ত মন্ত্রে প্রকৃত আহিতাগ্নির সংখ্যা অনুযায়ী যজ্ঞমানবাচী শব্দে একবচন, দ্বিবচন বা বহুবচনে আহিতাগ্নিদের উল্লেখ করতে হবে। কিন্তু তার পরে দীক্ষণীয়া ইষ্টি থেকে শুরু করে ঐষ্টিক তন্ত্রের সমস্ত মন্ত্রে আহিতাগ্নির সংখ্যা বিচার না করে, যজ্ঞমানের মোট সংখ্যা অনুযায়ী বহুবচনই প্রয়োগ করতে হবে। যেহেতু অগ্নি ছাড়া যজ্ঞ হয় না, তাই সত্রে অন্তত এক জন সাগ্নিক অর্থাৎ আহিতাগ্নি থাকবেন।

অগ্নির্মুখম্ ইতি চ যাজ্ঞানুবাক্যয়োঃ ॥ ১২ ॥ [১১]

অনু.— এবং ‘অগ্নির্মুখম্’ (৪/২/৩ সূ. দ্র.) এই অনুবাক্য ও যাজ্ঞা মন্ত্রে (উহ হবে)।

ব্যাখ্যা— ‘সর্বেষু যজ্ঞরুনিগদেষু’ (৩/২/১৬ সূ. দ্র.) নিয়ম অনুসারে শুধু নিগদেই উহ হওয়ার কথা। অনুবাক্য ও যাজ্ঞা নিগদ নয়, ঋকমন্ত্র। এই দুই মন্ত্রে তাই উহ হতে পারে না বলে আলোচ্য সূত্রের অবতারণা। ঐ দুই মন্ত্রে ‘যজ্ঞমানাম্’ ও ‘অগ্নে’ পদে তাই উহ করতে হবে।

দণ্ডপ্রদানে ॥ ১৩ ॥ [১২]

অনু.— দণ্ডপ্রদানে (উহ হবে)।

ব্যাখ্যা— দণ্ডপ্রদানের যে মন্ত্র (৩/১/২০ সূ. দ্র.) তা দর্শপূর্ণমাসের তন্ত্রের অর্জগত না হলেও সত্রে সেই মন্ত্রে উহ করতে হবে। যদিও দণ্ডপ্রদানের মন্ত্রে যজ্ঞমানবাচী কোন শব্দ নেই, তবুও দণ্ডের সংখ্যা অনুযায়ী ‘দ্বা’ এই পদেই উহ করবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মৈত্রাবরণ দীক্ষিত সব ঋষিকের দণ্ডই গ্রহণ করে শেষে নিজের পছন্দমত একটি দণ্ডই হাতে রেখে দেন।

প্রৈষেষু নিবিত্তসূ চ ॥ ১৪ ॥ [১৩]

অনু.— প্রৈষগুলিতে এবং নিবিত্তগুলিতে (ও উহ হবে)।

দ্ব্যযাজ্ঞায়াম্ ॥ ১৫ ॥ [১৪]

অনু.— দ্ব্যযাজ্ঞায় (যজ্ঞমানবাচী শব্দে উহ হবে)।

ব্যাখ্যা— ৫/১০/২, ৩ সূ. দ্র। ঐষ্টিক তন্ত্র নয়, নিগদও নয়; তাই এই বতন্ত্র সূত্র।

কুহাং চ ॥ ১৬ ॥ [১৫]

অনু.— এবং কুহু (মন্ত্রে উহ হবে)।

ব্যাখ্যা— ১/১০/৮ সূ. দ্র। ঋকমন্ত্র বলেই ১২ নং সূত্রের মতো এ-ক্ষেত্রেও উক্তের জন্য স্বতন্ত্র সূত্র করতে হয়েছে।

অচ্ছাবাকনিগদোপহবপ্রত্যাপহবে চ ॥ ১৭ ॥ [১৬]

অনু.— অচ্ছাবাকের নিগদ, উপহব (এবং) প্রত্যাপহবেও (উহ হবে)।

ব্যাখ্যা— ৫/৭/৩-৬ সূ. দ্র।

আৰ্বেয়াপি গৃহপতিঃ প্রবরিদ্ধাঙ্গাদীনাং মুখ্যানাম্ ॥ ১৮ ॥ [১৭]

অনু.— গৃহপতির (বংশের) ঋত্বিদের বরণ করে (হোতা) নিজেকে থেকে শুরু করে প্রধান (চার ঋত্বিকের ঋষিদের বরণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— গৃহপতির আৰ্বেয়বরণের পর হোতা প্রথমে নিজের এবং তার পরে অধ্বর্যু, ব্রহ্মা ও উদ্‌গাতা এই মুখ্য ঋত্বিকদের বংশের ঋষিদের বরণ করেন। ‘গৃহপতিঃ’ বলয় ২০ নং সূত্রের ক্ষেত্রেও গৃহপতির জন্য পৃথক্ ঋষিবরণ করতে হবে। ‘আঙ্গাদীনাং’ বলয় বোঝা যাচ্ছে যে, সত্ৰীদের ঋষিবংশ ভিন্ন হতে পারে। এছাড়া যে ক্রমে ঋত্বিকেরা দীক্ষিত হয়েছেন সেই ক্রমে নয়, এই ক্রমেই তাঁদের ঋষিবরণ করতে হবে। সুত্বাকনিগ্ধ প্রভৃতি স্থলে অবশ্য দীক্ষাক্রমে লিপ্য এই সূত্রে নির্দিষ্ট ক্রমে নাম-উল্লেখ করা চলবে।

এবং দ্বিতীয়তৃতীয়চতুর্থানাম্ ॥ ১৯ ॥ [১৮]

অনু.— এইভাবে (প্রত্যেক শ্রেণীর) দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ (স্থানধিকারী ঋত্বিকের ঋষিদের বরণ হবে)।

ব্যাখ্যা— অন্যান্য ঋত্বিকদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে মৈত্রাক্ষণ, প্রতিগ্রহাতা, ব্রাহ্মণাচ্ছন্দী, গুহ্যতা, তার পরে অচ্ছাবাক, নেট্টা, আমীধ্র, প্রতিহর্তা এবং সব শেষে গ্রাবক্ষত্, উদ্বেতা, পোতা এবং সূত্রাক্ষণের আৰ্বেয়বরণ করা হয়।

যাবন্তোহনস্তরুহিতাঃ সমানগোত্রাশ্চ তাবতাং সক্ত ॥ ২০ ॥ [১৯]

অনু.— একই গোত্রে যত (জন ঋত্বিক্) অবাবহিত (হয়ে রয়েছেন) তাঁদের একবার (মাত্র আৰ্বেয়বরণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— সমানগোত্র = যাদের একই ঋষিবংশ। ১৮-১৯ নং সূত্রে উল্লিখিত ক্রম অনুযায়ী বরণের সময়ে যদি দেখা যায় যে, পাশাপাশি একই ঋষিবংশের নাম এসে উপস্থিত হচ্ছে তাহলে সেই ঋত্বিকদের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা আৰ্বেয়বরণ না করে একবারই ঐ ঋষির বংশকে বরণ করবেন। ১৮ নং সূত্রে গৃহপতির কথা পৃথক্ভাবে বলা থাকায় তাঁর আৰ্বেয়বরণ পৃথক্ই হবে। গোত্র এক হলেও ঋষি ভিন্ন হতে পারে। ‘সমানগোত্র’ বলতে এখানে তাই বুঝতে হবে সমানার্বেয় অর্থাৎ যাদের বংশের ঋষিগুরুম্পরা এক। আৰ্বেয়বরণ করা হয় আহবনীয় অগ্নির সংস্কারের জন্য। আহবনীয় প্রত্যেকের এখন সংমিশ্রিত থাকলেও আগে ভিন্নই ছিল। তবুও ঋষিবংশ এক এবং বরণকালও এক বলে এখানে সমান ঋষিদের একবারই বরণ করতে হবে, বারে বারে নয়।

আবর্তয়েদ্ বা দ্রব্যান্নয়াঃ সংস্কারাঃ ॥ ২১ ॥ [২০]

অনু.— (অথবা আৰ্বেয়বরণের) আবৃত্তি করবেন, (কারণ) সংস্কারগুলি (সর্বদা) দ্রব্যের (-ই) সম্পর্কিত।

ব্যাখ্যা— বা = -ই। অথবা গোত্র এক হলেও সমগোত্রীয় ঋত্বিকদের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ই আৰ্বেয়বরণ করবেন, কারণ বরণ হচ্ছে সংস্কার এবং ঋত্বিকেরা হচ্ছেন সেই বরণ দ্বারা সংস্কার্য দ্রব্য বা বিষয়। মুখ্যের কারণে গৌণের, প্রধান যে দ্রব্য তার প্রয়োজনে অপ্রধান সংস্কারের পুনরাবৃত্তি করাই সম্ভব। এছাড়া ১০ নং সূত্রে যজ্ঞমানবাচী শব্দেই উহ বিহিত হওয়ায় আৰ্বেয়বাচী শব্দে উইহের সুযোগ নেই বলে আৰ্বেয়বরণে উহ করাও চলে না। ফলে এ-ক্ষেত্রে আৰ্বেয়বরণের পুনরাবৃত্তি করা ছাড়া আর অন্য উপায় কি? একবচনে উচ্চারিত আৰ্বেয় কখনও বহু যজ্ঞমানের ক্ষেত্রে তো যুক্ত হতে পারে না।

সায়িচিভ্যেবু ক্রতুখাসংস্করণীয়া ইষ্টি একে ॥ ২২ ॥ [২১]

অনু.— অন্যেরা অগ্নিচয়ন-সমত যাগে উখাসস্তরণীয়া ইষ্টি (করেন)।

ব্যাখ্যা— অগ্নিচিভ্য = অগ্নিচয়ন (পা. ৩/১/১৩২ দ্র.)। ইচ্ছা হলে সোমযাগে উত্তরবেদির উপরে বহু ইট সাজিয়ে উঁচু জায়গা তৈরী করে সেই স্থানে আহবনীয় অগ্নি স্থাপন করে যাগ করা যায়। ঐ উঁচু জায়গাকে বলে চিতি এবং সেখানে অগ্নিস্থাপনকে বলা হয় অগ্নিচিভ্য। অগ্নিচিভ্য করতে হলে সোমযাগ আরম্ভের এক বছর আগে কোন পূর্ণিমা অথবা অমাবস্যায়া উখা নামে একটি পাত্র তৈরী করতে হয়। এই পাত্রটি চতুষ্কোণ অথবা গোল, লম্বায় বারো আঙুল এবং মুখটি চব্বিশ আঙুল চওড়া। মুখ থেকে

বাইরের অথবা ভিতরের দিকে এক-তৃতীয়াংশ অথবা দু-আঙুল নীচে মাটির তৈরী একটি বেড় থাকে। এই বেড়ের মাঝে মাঝে আবার দু-একটি করে মাটির গুলি থাকে। এই উখা-সম্ভরণ অর্থাৎ উখা-তৈরী উপলক্ষে এই দিন কেউ কেউ ‘উখাসম্ভরণীয়া’ নামে একটি ইষ্টিযাগের অনুষ্ঠান করেন।

অগ্নিব্রহ্মধান্ অগ্নিঃ ক্ষত্রবান্ অগ্নিঃ ক্ষত্রভূত্ ॥ ২৩॥ [২২]

অনু.— (এ ইষ্টির দেবতা) ব্রহ্মধান্ অগ্নি, ক্ষত্রবান্ অগ্নি, ক্ষত্রভূত্ অগ্নি।

এতেনায়ে ব্রহ্মাণা বাবৃষত্ ব্রহ্মা চ তে জাতবেদো নমশ্চ পুরুষ্যয়ে পুরুষা দ্বায়া স চিত্র চিত্রং চিত্রয়ন্তমশ্বে
অগ্নিরীশে বৃহতঃ ক্ষত্রিয়স্যার্চামি তে সুমতিং ঘোষ্যবার্গ ইতি ॥ ২৪॥ [২৩]

অনু.— (ব্রহ্মধানের অনুবাক্যা ও যাজ্ঞ্য) ‘এতেন-’ (১/৩১/১৮), ‘ব্রহ্ম-’ (১০/৪/৭), (ক্ষত্রবানের) ‘পুরুষ্য-’ (৬/১/১৩), ‘স-’ (৬/৬/৭), (ক্ষত্রভূতের) ‘অগ্নি-’ (৪/১২/৩), ‘অর্চামি-’ (৪/৪/৮)।

ইদং-প্রভৃতি কর্মণাং শনৈস্তরাম্ উত্তরোত্তরম্ ॥ ২৫॥ [২৩]

অনু.— এখান থেকে শুরু করে সমস্ত (অনুষ্ঠান-) ক্রিয়ার পর পর (প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান) আরও ধীরে ধীরে (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— উখাসম্ভরণীয়া থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি পরবর্তী অনুষ্ঠান পূর্ববর্তী অনুষ্ঠানের অপেক্ষায় ধীরে ধীরে মৃদুভাবে করতে হয়। ফলে উখাসম্ভরণীয়ার মন্ত্র পঞ্চম যমে, প্রাজ্ঞাপত্যের মন্ত্র চতুর্থ যমে, দীক্ষণীয়ার মন্ত্র তৃতীয় যমে, প্রায়ণীয়ার মন্ত্র দ্বিতীয় যমে এবং আতিথোষ্টির মন্ত্র প্রথম যমে উচ্চারণ করতে হবে। বহুটকার হবে অবশ্য অপেক্ষাকৃত উচ্চ যমে।

এতত্ ত্বপি পৌর্ণমাসাত্ ॥ ২৬॥ [২৪]

অনু.— এই (উখাসম্ভরণীয়া) কিন্তু পৌর্ণমাস (ইষ্টি) থেকেও (ধীরে ধীরে হবে)।

ব্যাখ্যা— যেহেতু দর্শপূর্ণমাসের মন্ত্রগুলি মন্ত্র, মধ্যম অথবা উত্তম স্থানের (Pitch) বস্তু যমে (যাজ্ঞ্যার বহুটকার অবশ্য ১/৫/৭ সূত্র অনুসারে সপ্তম যমে) উচ্চারণ করা হয়, উখাসম্ভরণীয়া তাই এই প্রকৃতিভাগের অপেক্ষায় আরও ধীরে মৃদুভাবে অর্থাৎ পঞ্চম যমে পাঠ করতে হবে।

প্রায়ণীয়াবত্ সোমপ্রবহনম্ ॥ ২৭॥ [২৫]

অনু.— সোমপ্রবহন (কর্মের মন্ত্র) প্রায়ণীয়ার মতো (উচ্চারণ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— সোমপ্রবহনের মন্ত্র (৪/৪/২-৭ সূ. দ্র.) প্রায়ণীয়ার মতো মন্ত্র-স্থানের দ্বিতীয় যমে উচ্চারণ করতে হবে। ২৫ নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.।

উর্ধ্বং প্রথমায়্য অগ্নিপ্রণয়নীয়ায়া ঔপবসথ্যে নিরমঃ ॥ ২৮॥ [২৬]

অনু.— সোমরস-আহুতির আগের দিনে প্রথম অগ্নিপ্রণয়নীয়া মন্ত্রের পরে (স্থানের বিষয়ে কোন) নিয়ম নেই।

ব্যাখ্যা— যে-দিন সোমরস-আহুতি দেওয়া হয় তার ঠিক আগের দিনের নাম ‘ঔপবসথ্য’। এই দিন অগ্নিপ্রণয়নীয়া (২/১৭/২ সূ. দ্র.) নামে অনেকগুলি মন্ত্র পাঠ করতে হয়। তার মধ্যে প্রথম অগ্নিপ্রণয়নীয়া মন্ত্রটি পড়া হয়ে গেলে সমস্ত অনুষ্ঠানেরই অবশিষ্ট মন্ত্রগুলি কোন্ বিশেষ উচ্চারণস্থানে (Pitch-এ) পড়তে হবে, সে-বিষয়ে কোন নির্বন্ধ নেই, মন্ত্রগুলি যে-কোন স্থানেই পড়া চলে। যদি মন্ত্র, মধ্যম ও উত্তম (বা তার) এই তিন উচ্চারণস্থানই ব্যবহার করার ইচ্ছা হয়, তাহলে অবশ্য ক্রমশ আরোহণের পন্থায় এই স্থানগুলি ব্যবহার করে যেতে হবে। যদি কোন একটি বিশেষ উচ্চারণস্থানই ব্যবহার করা হয়, তাহলে কিন্তু মন্ত্রগুলিকে ক্রমশ এই উচ্চারণস্থানেরই উচ্চ থেকে উচ্চতর যমে পাঠ করে যেতে হবে।

মধ্যমাদি ঘর্মে ॥ ২৯ ॥ [২৭]

অনু.— ঘর্মে মধ্যম (স্থান) থেকে (এই অনিয়ম)।

ব্যাখ্যা— ঘর্ম (৪/৬, ৭ সূ. দ্র.) অনুষ্ঠানে মন্ত্র-স্থানে মন্ত্রপাঠ করলে চলবে না। সেখানে মধ্য থেকে অর্থাৎ মধ্যম ও উক্তম এই দুই স্থানের কোন এক স্থানে মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হবে এবং সেই উচ্চারণস্থানে ক্রমশ ঘর্মের আরোহ ঘটতে হবে।

দ্বিতীয় কণ্ঠিকা (৪/২)

[দীক্ষণীয়েষ্টি, অঙ্গযাগের অংশবিশেষের বর্জন, বিভিন্ন যাগে দীক্ষার সংখ্যা, একাহযাগের মোট দীক্ষা ও উপসদের দিনসংখ্যা ।]

দীক্ষণীয়ায়াং ধাত্যে বিরাজৌ ॥ ১ ॥

অনু.— দীক্ষণীয়া (ইষ্টিতে দুটি) ধাত্যা (এবং দুটি) বিরাজ্ (মন্ত্র পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— এই ইষ্টিতে সামিধেনীতে দুই ধাত্যা (২/১/৩০ সূ. দ্র.) এবং ষিষ্টকৃতে দুই বিরাজ্ (২/১/৩৬ সূ. দ্র.) মন্ত্র পাঠ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ১/১ অংশে সতেরটি সামিধেনীর কথা বলা হয়েছে বটে, কিন্তু অতিরিক্ত মন্ত্রদুটির কোন স্পষ্ট উল্লেখ সেখানে নেই। ১/৪ অংশে আভ্যভাগের অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য সম্পর্কে মতান্তরের উল্লেখ করে শেষে প্রকৃতিযোগের মন্ত্রই বিহিত হয়েছে। ১/৫, ৬ অংশে ষিষ্টকৃতে ভিন্ন ভিন্ন কামনায় ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের মন্ত্র এবং বিরাজ্ মন্ত্রও বিহিত হয়েছে। ১/৩ অংশে দীক্ষিতের যে-সব সংস্কারের কথা— জলে স্নান, দেহে নবনীত লেপন, চক্ষুতে অঞ্জনলেপন, একুশটি কুশমুষ্টি দ্বারা শোধন, প্রাচীনবংশে প্রবেশ করান, ঐ মণ্ডপেই অবস্থান, বস্ত্র দ্বারা দেহের আচ্ছাদন, কুম্বগজিন দ্বারা বেষ্টন ও মুষ্টিধারণ— ইত্যাদি বলা হয়েছে, সে-বিষয়েরও কোন-কিছুই সূত্রকার এখানে বলেন নি। শা. মতে সামিধেনী মন্ত্র এখানে পনেরটিই এবং ষিষ্টকৃতে প্রকৃতিযোগের মন্ত্র অথবা বিরাজ্ মন্ত্র পাঠ করতে হয়। এছাড়া তাঁর মতে এই যাগটি পত্নীসংযাজ্ঞে শেষ হয়— “পঞ্চদশসামিধেনীকা, বিরাজৌ ষিষ্টকৃতঃ, নিত্যে বা, পত্নীসংযাজ্ঞাস্তা চ”— শা. ৫/৩/৩, ৫, ৬, ৯।

অগ্নাবিকৃ ॥ ২ ॥

অনু.— (প্রধানযাগের দেবতা) অগ্নি-বিকৃ।

ব্যাখ্যা— “অপরাত্নে দীক্ষণীয়ায়াংবৈকবাষ্টিঃ”— শা. ৫/৩/১।

অগ্নির্মুখং প্রথমো দেবতানাং সংগতানামুক্তমো বিকুরাসীত। যজমানান্ পরিগৃহ্য দেবান্ দীক্ষয়েদং

হবিরাগচ্ছতং নঃ। অগ্নিচ্চ বিকো তপ উত্তমং মহো দীক্ষাপালায় বনতং হি শক্ণা।

বিরোধেবৈবর্জিত্যৈঃ সংবিদানৌ দীক্ষামন্যৈ যজমানান্ বধন্ত ইতি ॥ ৩ ॥

অনু.— (প্রধানযাগের অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য) ‘অগ্নি-’ (সূ.), ‘অগ্নিচ্চ-’ (সূ.)।

ব্যাখ্যা— প্রসঙ্গত আচার্য যাক্কের ‘আগ্নাবৈকবঃ চ হবির্ নত্বক সন্তেবিকী মশতরীষু বিদ্যতে’ (নি. ৭/৮/৫) এই উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে। ঐ. ব্রা. ১/৪ অংশে এই মন্ত্র-দুটি প্রতীকে (= অংশত) উদ্ধৃত হয়েছে।

সাগ্নিচিহ্নে ত্রীণ্যান্যানি কৈশ্বানর আদিত্যাঃ সরস্বত্যাদিত্ত্বি বা ॥ ৪ ॥ [৩]

অনু.— অগ্নিচয়নসময়ে সোমযাগে (দীক্ষণীয়ার প্রধানযাগে এ-ছাড়া) অন্য তিন দেবতা (হলেন)— কৈশ্বানর, আদিত্যগণ (এবং) সরস্বতী অথবা অদিতি।

ব্যাখ্যা— শা. অনুসারে অগ্নি-বিকু, অগ্নি বৈশ্বানর, আদিত্য এই তিন অথবা অতিরিক্ত অদিতি ও সরস্বতী এই মোট পাঁচ দেবতা— ৯/২৪/২, ৫ সূ. ম্র.।

ধারমন্ত আদিত্যাসো জগত্ হা ইতি যে ॥ ৫ ॥ [৪]

অনু.— ‘ধার-’ (২/২৭/৪, ৫) এই দুটি (মন্ত্র আদিত্যের অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য)।

এতে এব ভুবদ্ভবন্ত্যো ভুবনপতিভ্যো বা ॥ ৬ ॥ [৫]

অনু.— এই (মন্ত্র-) দুটিই ভুবত্-বত্ অথবা ভুবনপতি (আদিত্যগণেরও অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য)।

ব্যাখ্যা— যদি আদিত্যের পরিবর্তে ভুবদ্বান্ বা ভুবনপতি আদিত্য দেবতা হন তাহলেও ঐ মন্ত্র দুটিই পাঠ করতে হবে।

নেদম্-আদিশু মার্জনম্ অবাগ্ উদয়নীরায়াঃ ॥ ৭ ॥ [৬]

অনু.— এই (দীক্ষণীয়েষ্টি) থেকে শুরু করে উদয়নীয়ার আগে পর্যন্ত (সমস্ত কর্মেই) মার্জন (করতে হয়) না।

ব্যাখ্যা— দীক্ষণীয়েষ্টি থেকে উদয়নীয়েষ্টির আগে পর্যন্ত সমস্ত কর্মেই প্রত্যক্ষবিহিত মার্জন (যেমন— ১/৮/১: ৩/৫/১ ইঃ সূ. ম্র.) এবং অনুমানলভ্য বা পরোক্ষবিহিত মার্জন (যেমন ১/১১/৭ সূত্রে) দু-রকম মার্জনই করতে হয় না। দীক্ষণীর প্রভৃতি ইষ্টিবাগে বোদ্ধমোচন করতে সেই বলে পরোক্ষ মার্জনও নিবদ্ধ বলেই বৃকতে হবে। তবে এই সূত্রে নিষেধ থাকলেও ‘অগ্নী-’ (৫/৩/৫) এবং ‘চাঙ্গালে-’ (৫/৩/১৩) সূত্রে আবার মার্জনের বিধান থাকায় অগ্নীবোমীয় পণ্ডবাগে এবং সবনীয় পণ্ডবাগে কিন্তু মার্জন করতে কোন বাধা নেই।

ইদম্-আদীভায়াঃ সূক্তবাকে চাগুর্ আশীর্হ্বানে ॥ ৮ ॥ [৭]

অনু.— এই (দীক্ষণীয়েষ্টি) থেকে শুরু করে ইড়া এবং সূক্তবাকে আশীর্বচনের স্থানে আগু (পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— শা. ৫/৩/৭ সূ. ম্র.।

উপহৃতোঃয়ং যজমানোঃস্য যজ্ঞস্যাণ্ডর উদৃচমশীয়েতি তন্নিম্নপহৃতঃ ॥ ৯ ॥ [৮]

অনু.— ‘উপ-’ (সূ.) (হচ্ছে ইড়া-উপস্থানের সেই আগু)।

ব্যাখ্যা— ইড়ার উপস্থান-মন্ত্রে প্রকৃতিবাগে ‘উপহৃতোঃয়ং যজমানঃ’ অংশের পরে এবং ‘তন্নিম্নপহৃত’ অংশের আগে যে ‘উত্তরস্যাং..... হবির্ভুবন্ত্যাম্’ (১/৭/৮ সূ. ম্র.) অংশ আছে সেই আশীর্বচনের স্থানে এখানে ‘অস্য যজ্ঞস্যাণ্ডর উদৃচম্ অশীর’ এই আগু পাঠ করতে হবে। শা. ৫/৩/৭ সূত্রেরও এই একই নির্দেশ।

আশান্তোঃয়ং যজমানোঃস্য যজ্ঞস্যাণ্ডর উদৃচমশীয়েত্যশান্তে ॥ ১০ ॥ [৯]

অনু.— ‘আশান্তে-’ (সূ.) (হচ্ছে সূক্তবাকের সেই আগু)।

ব্যাখ্যা— সূক্তবাকের নিগমমন্ত্রে প্রকৃতিবাগে ‘আশান্তোঃয়ং যজমানঃ’ অংশের পর থেকে ‘আশান্তে যদনেন হবিষা’ অংশের আগে পর্যন্ত যে ‘আয়ুরাশান্তে বিশ্বং ত্রিয়ম্’ অংশ (১/৯/৫ সূ. ম্র.) পঠিত আছে তার স্থানে এখানে ‘অস্য যজ্ঞস্যাণ্ডর উদৃচম্ অশীর’ এই আগু পাঠ করতে হয়। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, আগের সূত্রে এবং এই সূত্রে একই আগু বিহিত হয়েছে। শা. ৫/৩/৭ সূত্রেও তাই বলা হয়েছে।

ন চাত্র নামানেষঃ ॥ ১১ ॥ [১০]

অনু.— এখানে (যজ্ঞমানের) নাম উল্লেখ (করতে হবে) না।

ব্যাখ্যা— প্রকৃতিবাগে সূক্তবাক্যে যজ্ঞমানের পরিচিত এবং নাক্ষত্র এই দুই নাম উল্লেখ করতে হলেও দীক্ষণীয়া থেকে উদয়নীয়া ইষ্টির আগে পর্যন্ত সূক্তবাক্যে তা করতে হয় না। যদিও ১০ নং সূত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সূক্তবাক্যে যজ্ঞমানের নাম-উল্লেখের স্থানটি বাদ দেওয়া হয়েছে, তবুও এখানে আবার তা বলে সূত্রকার বোঝাতে চাইছেন যে, যা বলা হল তা ছাড়া অন্যান্য অংশের অনুষ্ঠান প্রকৃতিবাগেরই মতো হবে। শা. ৫/৩/৮ সূত্রেও এই নির্দেশই পাই।

প্রকৃত্যাত্ম্য উর্ধ্বং পশ্চিডায়াম্ ॥ ১২ ॥ [১১]

অনু.— শেষ (দিনে সবনীয়) পশু (-যাগের) ইড়ার পরে প্রকৃতি (-যাগের মতোই অনুষ্ঠান হয়)।

ব্যাখ্যা— অহর্গণে শেষ দিনে সবনীয় পশুযাগের ইড়াভক্ষণের পরে প্রকৃতিবাগের মতোই সব অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

দীক্ষিতানাং সঞ্চারো গার্হপত্যাহবনীয়াব্ অন্তরায়োঃ প্রণয়নাত্ ॥ ১৩ ॥ [১২]

অনু.— অন্তরা = মধ্যে, সমীপে। অগ্নি-প্রণয়ন পর্যন্ত দীক্ষিতদের যাতায়াত (করতে হয়) গার্হপত্য এবং আহবনীয়ের মাঝখানে দিয়ে।

ব্যাখ্যা— অগ্নি-প্রণয়নের পরে কোন্ পথে যাতায়াত করতে হয় সূত্রকার তা কিন্তু বলেন নি। বৃত্তিকারের মতে এখানে সঞ্চার মানে শোওয়া-বসা, যাতায়াত ইত্যাদি।

দীক্ষণাদিরাত্রিসংখ্যানেন দীক্ষা অপরিমিতাঃ ॥ ১৪ ॥ [১৩]

অনু.— সোমবাগে দীক্ষার প্রথম (দিন) থেকে রাত্রি গণনা দ্বারা অপরিমিত দীক্ষা (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— যে-দিন দীক্ষণীয়া ইষ্টি শুরু হয় সে-দিন থেকে রাত্রি হিসাব করে অনেক দিন ধরে এই ইষ্টি চলতে পারে। ঠিক কতদিন ধরে দীক্ষণীয়েষ্টি করতে হবে তার কোন একটি নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। যাঁদের যেমন রীতি তাঁরা ততদিন ধরে এই ইষ্টি করে থাকেন। কাভ্যায়নও বলেছেন 'দ্বাদশ দীক্ষা অপরিমিতা বা' (কা. শ্রৌ. ৭/১/২৪)। একটি দীক্ষা মানে এক দিন দীক্ষা, দ্বাদশ দীক্ষা মানে বারো দিন ধরে দীক্ষা ইত্যাদি। এই সূত্রের বৃত্তিতে নারায়ণ বলেছেন— 'প্রকৃতেঃ ইদং দীক্ষাবিধানম্'— দীক্ষার এই বিধান আলোচ্য প্রকৃতিবাগ-সম্পর্কিত। 'অপরিমিতা দীক্ষাস্'— শা. ৫/৪/৭।

একাহপ্রভৃত্যা সংবৎসরাত্ ॥ ১৫ ॥ [১৪]

অনু.— (সত্রে) এক দিন থেকে এক বছর পর্যন্ত (দীক্ষণীয়েষ্টি চলতে পারে)।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকার আগের সূত্রের শেষে বৃত্তিতে বলেছেন— 'সত্রাণাং দীক্ষাবিধানম্ অত্রোচ্যতে'— এখানে (পরবর্তী সূত্রে-!) সত্রে দীক্ষার বিধান দেওয়া হচ্ছে। গ্রহান্তরে পংক্তিটি এই সূত্রের অধীনেই পাওয়া যায়।

সংবৎসরং য়েব সত্রেতে ॥ ১৬ ॥ [১৫]

অনু.— মহাব্রতসমেত (সত্রযাগে) কিন্তু একবছর ধরেই (দীক্ষণীয়া ইষ্টি হবে)।

ব্যাখ্যা— ব্রত = মহাব্রত।

দ্বাদশাহতাপশ্চিত্তেবু বথা সূত্যাশনদঃ ॥ ১৭ ॥ [১৬]

অনু.— দ্বাদশাহ এবং তাপশ্চিত্ত (সত্রগুলিতে) যেমন সূত্যা এবং উপসদ্ (হয়, দীক্ষাও হবে ঠিক তেমন)।

ব্যাখ্যা— দ্বাদশাহ এবং তাপশ্চিত্ত বাগে বত দিন সোমরস-আবৃতি এবং বত দিন উপসদ্ ইষ্টি হয়, দীক্ষণীয়েষ্টিও হবে ঠিক তত দিন ধরেই। বৃত্তিকারের মতে এখানে প্রকরণান্তরে উপসদের দিনসংখ্যাও বিধিত হয়েছে বলে বুঝতে হবে। দ্বাদশাহ বাগে এবং তাপশ্চিত্ত সত্রগুলিতে বতদিন ধরে সূত্যা হয় দীক্ষণীয়া ও উপসদ্ ইষ্টিও হবে পৃথক্ পৃথক্ ঠিক তত দিন ধরেই। এ. ব্রা. ১৯/২ অংশে দ্বাদশাহে বারো দিন দীক্ষার কথাই বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত ১০/৫ এবং ১২/৫/৮ সূ. দ্র।

কর্মচারসু য্বেকাহানাম্ ॥ ১৮ ॥ [১৬]

অনু.— (বিকৃতিরূপ) একাহ (-যাগ)গুলির কর্মের অনুষ্ঠান (-কাল) কিন্তু (এ-বার বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— ‘তু’ বলায় উদ্দেশ্য এই যে, কেবল প্রাসঙ্গিক দীক্ষার কথাই নয়, বিকৃতি একাহের উপসদৃ এবং সুত্যার প্রয়োগকালের কথাও সূত্রকার এ-বার পরবর্তী সূত্রে বলবেন। ‘একাহ’ শব্দে বহুবচন থাকায় এবং ১৪নং সূত্র সত্ত্বেও বিধান করায় বিকৃতি একাহযোগই এখানে অভিপ্রেত বলে বুঝতে হবে। প্রসঙ্গত ৪/৮/২০ সূ. দ্র.।

একা তিস্রো বা দীক্ষাসু তিস্র উপসদঃ সুত্যম্ অহর উত্তমম্ ॥ ১৯ ॥ [১৭]

অনু.— (বিকৃতিরূপ সমস্ত একাহযোগে) একটি অথবা তিনটি দীক্ষা, তিনটি উপসদৃ (এবং) শেষ দিন সোমরস-আচ্ছতি-সম্পর্কিত।

ব্যাখ্যা— সমস্ত বিকৃতিরূপ একাহে তিন দিন দীক্ষণীয়া ইষ্টি, তিন দিন উপসদৃ ইষ্টি এবং শেষে এক দিন সুত্যা হয়। সূত্রে তিনটিকে একত্র উল্লেখ করার এই তিনটিই সৌমিকী এবং সেই কারণে ‘সৌমিক্যঃ’ (২/১৫/৪) সূত্রটি দীক্ষণীয়ার পূর্ববর্তী উখাসত্তরণীয়া প্রভৃতি স্থলে প্রযোজ্য নয়। ‘উত্তমম্’ বলায় বুঝতে হবে প্রাতঃরনুবাক থেকে শুরু করে উদবসানীয়া ইষ্টি পর্যন্ত অনুষ্ঠানগুলি একই দিনের অন্তর্গত এবং ঐ দিনকে ‘সুত্যা’ বলা হয়।

দীক্ষান্তে রাজক্রয়ঃ ॥ ২০ ॥ [১৮]

অনু.— দীক্ষার শেষে সোমক্রয়।

ব্যাখ্যা— রাজা = সোম। যে-দিন দীক্ষণীয়া ইষ্টি শেষ হয় তার পরের দিন সোমলতা কিনতে হয়। সোম কেনা হয় এক বৎসর বয়সের গাভী, ষণ্, ছাগ, বৎসযুক্ত গাভী, বাঁড়, শকটবহনে সমর্থ বলদ, দুগ্ধগানে নিবৃত্ত পুরুষ ও স্ত্রী গাভী এবং বস্ত্র এই মোট দশটি দ্রব্য দিয়ে। কেনার সময়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কিছুকাল কৃত্রিম দর-কষাকষি চলে।

তৃতীয় কণ্ডিকা (৪/৩)

[প্রায়ণীয়েষ্টি]

তদ-অহঃ প্রায়ণীয়েষ্টিঃ ॥ ১ ॥

অনু.— সেই দিন প্রায়ণীয়েষ্টি।

ব্যাখ্যা— যে-দিন সোমক্রয় হয় সেই দিন প্রায়ণীয়েষ্টিও হয়। ‘তদ-অহঃ’ বলায় বুঝতে হবে দীক্ষার পরের ঐ দিনটিকে ‘রাজক্রয়’ দিবস বলে।

পথ্যা স্বস্তির্ অগ্নিঃ সোমঃ সবিতাদিতিঃ ॥ ২ ॥

অনু.— (এই ইষ্টির প্রধান দেবতার হলে) পথ্যা স্বস্তি, অগ্নি, সোম, সবিতা, অদিতি।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২/১ অংশে এবং শা. ৫/৫/১ সূত্রেও এই পাঁচ দেবতারই বিধান আছে।

স্বস্তি নঃ পথ্যাসু স্বস্বিতি যে অগ্নে নয় সুপথা রাগে অশ্বানা দেবানামপি পশ্চামগ্নয় স্বঃ সোম প্র চিকিৎতা
মনীষা যা তে ধামানি দিবি যা পৃথিব্যামা বিশ্বদেবঃ সত্বপতিং য ইমা বিশ্বা জাতানি সূত্রামাণং
পৃথিবীং দ্যামনেহসং মহীম্ যু মাতরীং সূর্যতানাম্ ॥ ৩ ॥ [২]

অনু.— (পথ্যার) ‘স্বস্তি-’ (১০/৬৩/১৫, ১৬) এই দুটি (মন্ত্র); (অগ্নির) ‘অগ্নে-’ (১/১৮৯/১), ‘আ-’ (১০/২/৩);

(সোমের) ‘ত্বা-’ (১/৯১/১), ‘যা-’ (১/৯১/৪); (সবিতার) ‘আ-’ (৫/৮২/৭), ‘য-’ (৫/৮২/৯); (অদিতির) ‘সুত্রা-’ (১০/৬৩/১০), ‘মহী-’ (আ. ২/১/৩৪) এই (মন্ত্র অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য)।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ২/৩ অংশেও এই মন্ত্রগুলিই বিহিত হয়েছে। প্রযাজ্ঞের ক্ষেত্রে ২/২ অংশে কামনাভেদে ভিন্ন ভিন্ন দিকে আত্মতীক্ষ্ণ সমাপ্ত করতে বলা হয়েছে। শা. ৫/৫/২ অনুসারে ‘অমে-’ (১/১৮৯/২) অগ্নির ও ‘যা-’ (১/৯১/১৯) সোমের যাজ্ঞ্য এবং ‘তত্-’ (৩/৬২/১০) সবিতার অনুবাক্য।

সেদগ্নিরগ্নীরত্যাক্ষন্যান্ ইতি যে সংযাজ্যে ॥ ৪ ॥ [২]

অনু.—‘সেদগ্নি-’ (৭/১/১৪, ১৫) ইত্যাদি দুটি (মন্ত্র) ঋষ্টকৃতের অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ২/৪ অংশেও তা-ই বলা আছে। শা. ৫/৫/৬ অনুসারে ‘ত্বা-’ (১/৪৫/৬) ও ‘যদ্-’ (৫/২৫/২৭) সংযাজ্ঞ্য।

শংযুক্তৈরম্ ॥ ৫ ॥ [২]

অনু.—এই (প্রায়ণীয়েষ্টি) শংযুবাকে শেষ (হয়)।

ব্যাখ্যা—শংযুক্তৈরম্ = শংযু + অজ্ঞা + ইয়ম্। শংযু = শংযুবাক। ‘ইয়ম্’ বলায় উদয়নীয়া ইষ্টি প্রায়ণীয়ার মতো হলেও তা শংযুবাকে শেষ হবে না। ঐ. ব্রা. ২/৫ অংশে এই ইষ্টিতে পত্নীসংবাজ এবং সমিষ্টযজ্ঞ নিষিদ্ধ হয়েছে। “শংযুক্তা চ”- শা. ৫/৫/৭।

অনাজ্যভাগা ॥ ৬ ॥ [৩]

অনু.—(এই প্রায়ণীয়েষ্টি) আজ্যভাগবিহীন।

ব্যাখ্যা—প্রায়ণীয়ার আজ্যভাগের অনুষ্ঠান করতে নেই। উদয়নীয়ার কিন্তু আজ্যভাগ অনুষ্ঠিত হবে। শা. ৫/৫/৫ সূত্রের বিধান এই সূত্রের সঙ্গে অভিন্নই।

সংস্থিতায়াম্ ॥ ৭ ॥ [৪]

অনু.—(প্রায়ণীয়া ইষ্টি) শেষ হলে।

ব্যাখ্যা—প্রায়ণীয়েষ্টি শেষ হলে পরবর্তী সূত্রে বিহিত সোমক্রয় করতে হয়। ‘সংস্থিতায়াম্’ বলায় অহর্গণে প্রতিদিন সোমক্রয় হবে না, হবে শুধু শেষ প্রায়ণীয়েষ্টির দিনেই।

চতুর্থ কণ্ডিকা (৪/৪)

[সোমপ্রবর্তন বা সোম-প্রবহণ]

রাজানং ক্রীণতি ॥ ১ ॥

অনু.—রাজাকে ক্রয় করেন।

ব্যাখ্যা—রাজা = সোম।

তং প্রবক্ষ্যাম্ পশ্চাদ্ অনসন্ ত্রিপদমাত্রৈঃ স্তবৈঃ বহ্নীং অবহ্নান প্রৈষিতোঃ স্তবৈঃ তিহিকারাত্ ত্বং বিশ্রব্ধং
কবিত্বং বিশ্বানি ধারয়ন্। অগ্ন জন্যং তন্নং নুসেত্যম্পদয়ন্ পাকীং প্রপদেন দক্ষিণা পাংসুস্ ত্রিঃ
উদুপ্যানুভূতাদ্ ভদ্রাদতি স্তবৈঃ প্রৈষি বৃহস্পতিঃ পূর এতা তে অস্ত। অর্থমবস্যবর আ
পৃথিব্যা আরে শব্দং কৃণুহি সর্ববীর ইতি তিষ্ঠন্ ॥ ২ ॥

অনু.—(সকলে) সেই (সোমকে) বহন করতে থাকলে শকটের পিছনে মাত্র তিন পা ছাড়িয়ে (দুই চাকার) দুই

পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে (অধ্বৰ্যু দ্বারা) নির্দিষ্ট হয়ে অভিহিকারের আগে গোড়ালিকে না নাড়িয়ে পায়ের সামনের দিক দিয়ে ডান দিকে ‘ত্বং-’ (সূ.) এই (মন্ত্রে) তিন বার ধূলা খুঁটে সরিয়ে দিয়ে (তার পর অভিহিকার করে) দাঁড়িয়ে থেকে ‘ভদ্রা-’ (সূ.) এই (মন্ত্র) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— সোমলতা ক্রয় করার পর শকটে সেই সোম চাপিয়ে প্রবহণ অর্থাৎ সম্মুখে ঐষ্টিক বেদির কাছে তা নিয়ে যেতে হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম ‘সোমপ্রবহণ’। নিয়ে যাওয়ার সময়ে হোতা শকটের পিছন দিকে মাত্র তিন পা ছাড়িয়ে গিয়ে দুই চাকার সমান্তরাল স্থানে চাক-দুটির মাঝ বরাবর জায়গায় দাঁড়াবেন। তার পর অধ্বৰ্যু যখন ‘সোমায় ক্রীতায় প্রোহ্য (বা পর্যুহ্য)-মানায়ানুক্রুত্বি’ এই শ্রেষ দেবেন তখন তিনি অভিহিকার করার আগে ‘ত্বং-’ মন্ত্রে পায়ের পাতার সামনের অংশ দিয়ে ডান দিকে তিন বার ধূলা সরিয়ে দিয়ে তার পরে অভিহিকার করে ‘ভদ্রা-’ মন্ত্রটি পাঠ করবেন। সূত্রে ‘অবস্থায়’ পদটি থাকা সত্ত্বেও আবার শেষে ‘তিষ্ঠন্’ বলায় শকট বেদির দিকে চলতে শুরু করলেও হোতা ‘ভদ্রা-’ মন্ত্রটি দাঁড়িয়ে থেকেই পাঠ করবেন। পাঠ শেষ হলে তবে তিনি শকটের পিছন পিছন যাবেন। ঐ. ব্রা. ৩/২ অংশে ‘ত্বং-’ মন্ত্রটির কোন উল্লেখ নেই। “ভদ্রাদভি..... সর্ববীর ইত্যন্তরেণ বধ্বনী তিষ্ঠন্ ন অনুচ্য” — শা. ৫/৬/২।

অনুব্রজন্ উত্তরা অন্তরৈশ্চৈব বধ্বনী ॥ ৩।।

অনু.— (দুই চাকার সমান্তরালে) পিছনে দুই আবর্তনপথের মাঝখান দিয়েই যেতে যেতে পরবর্তী (মন্ত্রগুলি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূ. ব্র. ৫/৬/৩ সূত্রেও বলা হয়েছে “ইমাং যিরং... অনুসংযন নন্তরেণ বধ্বনী”।

সোম যাত্রে ময়োভুব ইতি তিস্রঃ সৰ্বে নন্দন্তি যশসাগতেনাগন্ দেব ঋতুভিৰ্বৰ্হতু ক্ষমমিত্যৰ্ধ আরমেত্ ॥ ৪।।

অনু.— (পাঠ্য মন্ত্রগুলি হল) ‘সোম-’ (১/৯১/৯-১১) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র), ‘সৰ্বে-’ (১০/৭১/১০)। ‘আগন্-’ (৪/৫৩/৭) এই (মন্ত্রের) অর্ধাংশে থামবেন।

ব্যাখ্যা— শা. ৫/৬/৩ অনুসারে ‘ইমাং-’ (৮/৪২/৩), ‘বনেবু-’ (৫/৮৫/২), ‘সোম-’ (১/৯১/৯-১২) মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হয়।

অবস্থিতেহনসি দক্ষিণাৎ পক্ষাদ্ অভিক্রম্য রাজানন্ অভিমুখোহবতিষ্ঠতে ॥ ৫।। [৪]

অনু.— শকট দাঁড়ালে (শকটের) ডান পাশ দিয়ে (ঘুরে) এগিয়ে গিয়ে (শকটস্থ) সোমের (দিকে তাকিয়ে) মুখোমুখি দাঁড়াবেন।

ব্যাখ্যা— প্রসঙ্গত “অগ্রেণ প্রাগবংশম্ প্রাগীষম্ উদগীষং বা শকটম্ অবস্থাপ্য” (আপ. শ্রী. ১০/২৯/১৫) সূ. ব্র.।

প্রপাদ্যামানে রাজন্যগোণানোহনুসন্ত্রজেত্ ॥ ৬।। [৫]

অনু.— (আহবনীয়ের সামনের দিকে ঐষ্টিক বেদিতে) সোমকে প্রবেশ করান হতে থাকলে (শকটের) সামনে দিয়ে (এসে ঠিক ঐ সোমের অব্যবহিত) পিছন পিছন যাবেন।

ব্যাখ্যা— ৩ নং সূত্রে মন্ত্র পাঠ করার সময়ে পিছন পিছন যাওয়ার কথা বলা থাকলেও এই সূত্রে আবার তা বলা হয়েছে কোন ব্যবধান না রেখে সোমের ঠিক পিছনে যাওয়ার জন্য।

যা তে ধামানি হবিষা যজন্তীমাং যিরং শিক্ষমাণস্য দেৱেভিঃ নিহিতে পরিদখ্যাদ্ রাজানন্ উপস্পৃশন্ ॥ ৭।। [৬]

অনু.— (যাওয়ার সময়ে বলবেন) ‘যা-’ (১/৯১/১৯)। (সোমকে রাজাসন্দীতে) রাখা হলে সোমকে স্পর্শ করে থেকে ‘ইমাং-’ (৮/৪২/৩) এই (মন্ত্রে পাঠ) শেষ করবেন।

ব্যাখ্যা—সোমকে শকট থেকে তুলে ঐষ্টিক বেদিতে আহবানীয়ের সামনের দিকে ডান পাশে রাখা ‘রাজাসন্দী’ নামে কাঠের টেবিলে রেখে দিতে হয়। এই রাখার নাম ‘উপাবহরণ’। রাজাসন্দীতে রাখার পর দাঁড়িয়ে থেকেই ‘ইমাং-’ মন্ত্রে সোমগ্রবহণের মন্ত্রপাঠ শেষ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ৩/২ অংশে ‘ভদ্রা-’ ইত্যাদি আটটি মন্ত্রেরই উল্লেখ আছে, কিন্তু আনুবঙ্গিক কর্মগুলির নির্দেশ সেখানে নেই। আবার ৩/৩ অংশে সোমের উপাবহরণ বা যজ্ঞভূমিতে এনে নামাবার সময়ে কি করণীয় তা বলা থাকলেও এই সূত্রগ্রন্থে তার কোন উল্লেখ নেই। ব্রাহ্মণে সোমকে ‘অপরাজিতা’ অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব দিকে নামাতে বলা হয়েছে। নামাবার সময়ে একটি বলদকে শকটে যুক্তই রাখতে হয়। “যা তে ধামানি হবিষ্যেত্যনুগ্রন্য, অগ্রেণাহবনীয়ং দক্ষিণা তিষ্ঠন্ আগন্ দেব ইতি পরিধায়, উপস্পৃশ্যোত্সজ্যতে”-শা. ৫/৬/৬-৮।

বসনেহংগুশু বা ॥ ৮ ॥ [৭]

অনু.—(সোমের) কাপড় বা ডাঁটা (স্পর্শ করে থেকে ঐ শেষ মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—শকটে সোম কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল। এখনও তাই আছে। যদি কাপড় খুলে সোমের ডাঁটা স্পর্শ করেন তাহলে আবার তা কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে।

পঞ্চম কণ্ডিকা (৪/৫)

[আতিথ্যোষ্টি, তানুনপত্র, আপ্যায়ন, নিরুব]

অধ্বাতিথ্যোডান্তা ॥ ১ ॥

অনু.—এর পর ইড়ায় শেষ (এমন) আতিথ্যা (ইষ্টির অনুষ্ঠান হয়)।

ব্যাখ্যা—আতিথ্যা ইষ্টি বা আতিথ্যোষ্টির শেষ ইড়াভক্ষণে। ঐ. ব্রা. ৩/৪ অংশে এই ইষ্টিতে নয়-কপালের পুরোডাশ বিহিত হয়েছে এবং ৩/৬ অংশে ইষ্টিটি ইড়ায় শেষ করার কথাই বলা হয়েছে। অনুযাজ্ঞ এখানে নিষিদ্ধ বলে এই ইড়াভক্ষণ অনুযাজ্ঞের পূর্ববর্তী ইড়াভক্ষণ বলেই বুঝতে হবে। শা. ৫/৭/৭ সূত্রেও যাগটিকে ইড়ায় শেষ করতে বলা হয়েছে।

তস্যা অগ্নিমহ্ননম্ ॥ ২ ॥

অনু.—ঐ (ইষ্টির একটি অঙ্গ) অগ্নিমহ্নন।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ৩/৪, ৫ অংশেও তাই বলা হয়েছে। মহ্ননের মন্ত্রগুলিও (আ. ২/১৬/২-৮ ব্র.) এক। বেদিতে আহুতিদ্রব্য রাখা হলে অগ্নিমহ্ননের মন্ত্র পাঠ করতে হয়—শা. ৫/৭/৫ ব্র.।

ধাযো অতিথিমন্ত্রৌ সমিধায়িৎ দুবল্যতা প্যায়স্ব সমেতু ত ইতি ॥ ৩ ॥

অনু.—(সামিধনীতে) দুটি ধাযা (মন্ত্র পাঠ করতে হবে)। ‘সমিধা-’ (৮/৪৪/১), ‘আপ্যায়স্ব-’ (১/৯১/১৬) এই দুটি অতিথিমন্ত্র (মন্ত্র হবে দুই আজ্যভাগের অনুবাক্য)।

বিষ্ণুঃ ॥ ৪ ॥ [৩]

অনু.—(এই ইষ্টিতে প্রধানযাগের দেবতা) বিষ্ণু।

ব্যাখ্যা—শা. ৫/৭/১ সূত্রেও তাই বলা হয়েছে।

ইদং বিষ্ণুর্বি চক্রমে তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাম্ ॥ ৫ ॥ [৩]

অনু.— (প্রধানবাগে অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য) ‘ইদং-’ (১/২২/১৭), ‘তদস্য-’ (১/১৫৪/৫)।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ৩/৬ অংশেও তা-ই বলা হয়েছে। শা. ৫/৭/৩ অনুসারে ‘বিষ্ণের্নু-’ (১/১৫৪/১, ২) অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য।

হোতারং চিত্ররথমধরস্য প্র প্রায়মগ্নির্ভরতস্য শ্ব ইতি সংযাজ্যে ॥ ৬ ॥ [৩]

অনু.— ‘হোতারং-’ (১০/১/৫), ‘প্র-’ (৭/৮/৪) দ্বিষ্টকৃতের অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ৩/৬ অংশেও তা-ই আছে। শা. ৫/৭/৪ অনুসারে ‘যজ্ঞা-’ (৪/৪/১০) যাজ্ঞ্য।

সংস্থিতায়াম্ আজ্যং তানুনপ্তং করিষ্যন্তোঃ ভিম্ভশ্যন্ত্যনাধুস্তমস্যানাধুযং দেবানামোজো অভিশস্তি পাঃ।

অনভিশস্ত্যজ্ঞাসা সত্যমুপগোষাং স্মিতে মা ধা ইতি ॥ ৭ ॥ [৩]

অনু.— (আতিথ্যোষ্টি) শেষ হলে তানুনপ্ত করতে থাকবেন (বলে) আজ্যকে ‘অনা-’ (সু.) এই (মন্ত্রে) স্পর্শ করবেন।

ব্যাখ্যা—‘সংস্থিতায়াম্’ বলায় আতিথ্যোষ্টি শেষ হলে তবে তানুনপ্ত স্পর্শ করতে হয়। তবে অহর্গণে প্রতিদিন নয়, শেষ আতিথ্যোষ্টি শেষ হলে তবেই তানুনপ্তের অনুষ্ঠান হবে। বৃত্তিকারের মতে ‘করিষ্যন্তোঃ’ মানে যাঁরা ঋত্বিককর্ম করতে থাকবেন। শা. ৫/৮/২ সূত্রেও এই মন্ত্রই বিহিত হয়েছে, তবে সেখানে সামান্য পাঠভেদ রয়েছে। সূত্রের শেষে বলা হয়েছে ‘ইতি সহিরণ্যং ব্রৌবম্ আজ্যং পাত্নীহং বর্হিষ্যাসন্নং তানুনপ্তং সম্-অববুশ্য’।

স্পৃষ্ট্বৌদকং রাজানম্ আপ্যায়য়ন্তি ॥ ৮ ॥ [৪]

অনু.— জল স্পর্শ করে সোমকে আপ্যায়ন করবেন।

ব্যাখ্যা—আপ্যায়ন হচ্ছে জল ছিটিয়ে দিয়ে সরসতা বৃদ্ধি করা। আপ্যায়নের মন্ত্র ১০ নং সূত্রে বলা হয়েছে। “অগ্নেণাহবনীযং পরীত্যাংশু উপস্পৃশন্তো রাজানম্ আপ্যায়য়ন্তে”- শা. ৫/৮/৩।

ইদম্-আদি মদন্তীন্ অর্ধ-অর্ধ উপসত্ সু ॥ ৯ ॥ [৫]

অনু.— এই (আপ্যায়ন থেকে) গুরু (বরে) উপসদ (ইষ্টি-) তুলিতে জলের প্রয়োজনে মদন্তী (ব্যবহার করবেন)।

ব্যাখ্যা—মদন্তী = গরম জল। পূর্ববর্তী সূত্রের প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যাচ্ছে উপস্পর্শনের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম, আচমন প্রভৃতির ক্ষেত্রে নয়। আপ্যায়নের মন্ত্র পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে। সূত্রে ‘অর্ধ’ বলায় কোথাও জলস্পর্শের কথা সরাসরি বলা না থাকলেও প্রয়োজনবশত জল স্পর্শ করতে হলেও এই নিয়মটি সেখানে সমানভাবেই প্রযোজ্য হবে। শা. ৫/৬/৯ সূত্রে সোমপ্রবহণের পর থেকে অগ্নীবোম-প্রণয়নের আগে পর্যন্ত জলের প্রয়োজনে মদন্তী ব্যবহার করতে বলা হয়েছে।

অংগুরং শুটে দেব সোমাপ্যায়তামিহ্রায়ৈকধনবিদ আ তুভ্যমিহ্রাঃ প্যায়তামা হ্রমিহ্রায় প্যায়তাপ্যায়রান্মান্
ত্বেশ্বীনত্বেশ্বীন্য মেধয়া স্বস্তি তে দেব সোম সূত্য়ামুদচমীয়েতি ॥ ১০ ॥ [৬]

অনু.— ‘অংগু-’ (সু.) এই (মন্ত্রে) আপ্যায়ন করবেন।

ব্যাখ্যা—শা. ৫/৮/৩ সূত্রে এই মন্ত্রই বিহিত হয়েছে। এর পর সেখানে ‘যমা-’ এই সূত্রপঠিত মন্ত্রে বন্ধ স্পর্শ করতে বলা হয়েছে।

স্পৃষ্টোদকং নিহুবন্তে প্রস্তরে পানীন নিখায়োস্তানান্ দক্ষিণান্ সন্ধ্যান্ নীচ এষ্টা রায় এষ্টা বামানি প্রেবে
ভগায়। ঋতমৃতবাদিভ্যো নমো দিবে নমঃ পৃথিব্যা ইতি ॥ ১১ ॥ [৭]

অনু.— জল স্পর্শ করে প্রস্তরে হাতগুলি— ডান (হাত)গুলি চিৎ (করে এবং) বাঁ (হাত)গুলি নীচে রেখে ‘এষ্টা-’
(সু.) এই (মন্ত্বে) নিহুব করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রস্তর = কুশ-সংগ্রহের সময়ে চার মুঠি কুশের মধ্যে প্রথমে যে কুশের মুঠিটি হেঁড়া হয়েছিল। নিহুব = নমস্কার।
নমস্কারের সময়ে ডান হাতের তালু উর্ধ্বমুখী এবং বাঁ হাতের তালু নিম্নমুখী করে রাখতে হয়। বাঁ হাত থাকে ডান হাতের তলায়।
এখানে নারায়ণ তাঁর বৃত্তিতে বলেছেন— ‘পানিনিধানং নমস্কারাঞ্জলিরূপেণ কর্তব্যম্’। ‘দক্ষিণোস্তানান্ পানীন প্রস্তরে নিধায়
নিহুবন্তে সন্ধ্যোস্তানান্ অপরাহ্নে’— শা. ৫/৮/৫। ‘এষ্টা-’ মন্ত্রটি সেখানে বিহিত হলেও আশ্বলায়নে প্রদত্ত পাঠের সঙ্গে তার বেশ
পার্থক্য আছে।

ষষ্ঠ কণ্ডিকা (৪/৬)

[প্রবর্গ্যে পূর্বপটল দ্বারা অভিষ্টবান]

স্পৃষ্টোদকং প্রবর্গ্যেণ চরিত্যতসুত্রেণ খরং পরিব্রজ্য পশ্চাদ্ অসোপকিষ্য প্রেথিতোঃ অভিষ্টবাদ্ ঋগাবানম্ ॥ ১ ॥

অনু.— জল স্পর্শ করে প্রবর্গ্য দ্বারা (যখন) অনুষ্ঠান করতে থাকবেন (তখন ঐষ্টিক বেদির) উত্তর (দিক্) দিয়ে
খরকে পরিক্রমা করে এই (খরের) পিছনে বসে (অধ্বর্যু দ্বারা) নির্দিষ্ট (হয়ে) ঋগাবান করে (ঘর্মের) অভিষ্টবান
করবেন।

ব্যাখ্যা— ঐষ্টিক বেদির ভিতর গার্হপত্যের উত্তর-পশ্চিম দিকে বালি অথবা চাফালের মাটি দিয়ে বারো আঙুল চাওড়া
গোলাকার একটি ঢিবি তৈরী করতে হয়। এই ঢিবিকে বলে ‘খর’। মতান্তরে এই খর আঠার আঙুল লম্বা ও চওড়া এবং এক আঙুল
উঁচু। খরের উপরে মহাবীর নামে একটি মাটির পাত্র রেখে গার্হপত্য থেকে মুঞ্জতপের গুচ্ছ ছালিয়ে এনে ঐ আঙুনে ঘি (আজ্য)
গরম করতে হয়। এই গরম ঘি পরে আহবনীয়ের সামনে ডান পাশে ‘সম্রাজাসদী’ নামে একটি কাঠের টেবিলে রেখে (রাখেন
প্রতিপ্রহ্বাতা) ঐ পাত্রে গরু ও ছাগলের দুধ ঢেলে দিতে হয়। ঘিয়ে এই দুধ-মেশানর নাম ‘প্রবৃজ্জন’ এবং ঘি-মেশানো দুধকে বলে
‘ঘর্ম’ বা ‘সম্রাট্’। প্রবর্গ্যে ঘর্মই হল আহতির দ্রব্য। অধ্বর্যুর কাছ থেকে হোতা ‘হোতরু ঘর্মম্ অভিষ্টুহি’ এই শ্রেষ পেয়ে ‘ব্রহ্ম-’
ইত্যাদি মন্ত্রে ঘর্মকে স্তুতি করবেন এবং প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে থামবেন। কেউ কেউ মনে করেন এই প্রবর্গ্য বা ঘর্ম Sun-spell
অর্থাৎ সূর্যে শক্তি-সঞ্চারের উদ্দেশ্যে রাহস্যিক এক অনুষ্ঠান। যে সোনার থালা ঘর্মপাত্রে ঢাকা দেওয়া হয় সেই থালা এবং ঘর্মপাত্রে
যে গুস্ত্রবর্ণের দুধ তা সূর্যেরই প্রতীক। অশ্বিষ্য গুচিগুস্ত্র প্রাতঃকালের অগ্রদূত বলে তাঁদের উদ্দেশ্যেই এই গুস্ত্রবর্ণের দুধ আহতি
দেওয়া হয়। ‘মহাবীরপাত্রেবু সাদ্যমানেষু পূর্বয়া দ্বারা শালাং প্রপদ্য উত্তরেণাহবনীয়ং খরৌ পাত্রাশি চ গহ্বা পশ্চাদ্ উপোকিষ্য
হোতরু অভিষ্টুহীত্যন্তঃ অনবানম্ একৈকাং সপ্রণবাম্ অভিষ্টৌতি’— শা. ৫/৯/৪।

ঋচম্ ঋচম্ অনবানম্ উক্তা প্রপুত্যাষ্যেচ্ ॥ ২ ॥

অনু.— প্রতিমন্ত্র একনিঃশ্বাসে পাঠ করে প্রণব উচ্চারণ করে থামবেন।

ব্যাখ্যা— ‘ঋগাবান’ হচ্ছে প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে প্রণব পাঠ করে দম নেওয়া। পাঠের সময়ে সম্ভব হলে প্রত্যেক মন্ত্রের
প্রথমার্ধের শেষ বর্ণের সঙ্গে দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম বর্ণের বৈদিক নিয়মে নয়, ব্যাকরণের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ীই সন্ধি করে নিতে
হবে।

ব্রহ্ম জ্ঞানং প্রথমং পুরাতাদ্ বি সীমতঃ সুরুতো বেন আ বঃ। স বৃদ্ধা উপ মা অস্যা বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ
বিবঃ। ইয়ং শিত্রে রাষ্ট্র্যত্য্যে প্রথমায় জনুবে ভূম নেষ্ঠাঃ। তস্মা এতং সুরুতঃ হারমহাঃ ঘর্মঃ শ্রীপতি
প্রথমস্য ধাসেঃ। মহান্ মহী অন্তভারদ্বিজাতো দ্যাং পিতা সন্ম পার্থিবঃ চ রজঃ। সবৃদ্ধাদাষ্ট
জনুভাভ্যায়ঃ বৃহস্পতি দেবতা তস্য সপ্তাট্। অভি ত্যং দেবং সবিতারমোষ্ঠাঃ কবিক্রতুমর্চামি
সত্যসবং রত্নধামাশ্রিতঃ মতিং কবিম্। উর্ধ্বা যস্য মতির্ভা অদিদ্যাতত্ সর্বাশনি
হিরণ্যপাণিরিমীত সুরুতঃ কৃপা স্বপুণা স্বর ইতি বা ॥ ৩॥

অনু.— (অভিষ্টবনের মন্ত্রগুলি হুল) ‘ব্রহ্ম-’ (সু.), ‘ইয়ং-’ (সু.), ‘মহান্-’ (সু.), ‘অভি-’ (সু.)।

ব্যাখ্যা— চতুর্থ মন্ত্রের ‘কৃপা স্বঃ’ স্থানে ‘তৃপা স্বঃ’ বলালেও চলবে। এ. ব্রা. ৪/২ অংশে এই মন্ত্রগুলিই এবং এই ক্রমেই বিহিত
হয়েছে। শা. ৫/৯/৫-৭ সূত্রে ‘মহান্..... সপ্তাট্’ অংশটি বিহিত হয় নি।

সং সীদস্ব মহাং অসীতি সংসাদ্যামানে ॥ ৪॥ [৩]

অনু.— (ধরে মহাবীর) রাখা হতে থাকলে ‘সং-’ (১/৩৬/৯) এই (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— শা. ৫/৯/৯ সূত্রের বিধানও তা-ই, তবে ক্রম অনুযায়ী স্থান ‘অঞ্জি-’ মন্ত্রের পরে।

অঞ্জিষ্ঠি স্বং প্রথমস্তো ন বিপ্রা ইত্যজ্যামানে ॥ ৫॥ [৩]

অনু.— (মহাবীরে বি) মাখান হতে থাকলে ‘অঞ্জিষ্ঠি-’ (৫/৪৩/৭) এই (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— শা. ৫/৯/৮ সূত্রেও তা-ই বলা হয়েছে।

পতঙ্গমন্তমসুরস্য মাস্রা যো নঃ সনুত্যা অভিদাসদয়ে ভবা নো অয়ে সুমনা উপেতাৎ ইতি হ্রাঃ। কণ্ঠঃ
পাজঃ প্রসিতিং ন পৃথীম্ ইতি পঞ্চ। পরি দ্বা গির্বশো গিরোঃখি হরোরদধা উক্ধ্যং বচঃ। শুক্রং তে
অন্যদ যজ্ঞতং তে অন্যদ্। অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানং ব্রহ্মে ব্রহ্মস্যাং বেনচোদয়ত্
পুন্নিগর্ভাঃ পবিত্রং তে বিততঃ ব্রহ্মপশ্পত ইতি ষ্বে বি বহ্ পবিত্রং দিবশা অতত্বত ঘর্মং
শোচত্বং প্রণবেষু বিব্রতঃ সমুদ্রে অন্তরায় বো বিচক্ষণঃ ত্রিরহো নাম সূর্বস্য
মহতঃ। গণানাং স্বা প্রথশ্চ যস্য ॥ ৬॥ [৩]

অনু.— ‘পতঙ্গ-’ (১০/১৭৭/১, ২), ‘যো-’ (৬/৫/৪, ৫), ‘ভবা-’ (৩/১৮/১, ২) এই দুটি (দুটি মন্ত্র), ‘কণ্ঠঃ-’
(৪/৪/১-৫) ইত্যাদি পাঁচটি, ‘পরি-’ (১/১০/১২), ‘অশি-’ (১/৮০/৩), ‘শুক্রং-’ (৬/৫৮/১), ‘অপশ্যং-’
(১/১৬৪/৩১), ‘ব্রহ্মে-’ (৯/৭৩), ‘অয়ং-’ (১০/১২৩/১), ‘পবিত্রং-’ (৯/৮৩/১, ২) এই দুটি, ‘বিব্রতঃ-’ (সু.),
‘গণানাং-’ (২/২৩), ‘প্রথশ্চ-’ (১০/১৮১) (মন্ত্র পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— এ. ব্রা. ৪/৩, ৪ অংশেও এই মন্ত্রগুলিই বিহিত হয়েছে।

অপশ্যং যোত্যাৎস্যাংরা যজমানম্ ইকতে দ্বিতীররা পত্নীম্ তৃতীররাশ্বানম্ ॥ ৭॥ [৩]

অনু.— ‘অপশ্যং-’ (১০/১৮৩) এই (সূক্তের) প্রথম (মন্ত্র) দ্বারা যজমানকে দেখবেন। দ্বিতীয় (মন্ত্র) দ্বারা
(যজমানের) পত্নীকে (এবং) তৃতীয় (মন্ত্র) দ্বারা নিজেকে (দেখবেন)।

ব্যাখ্যা— এ. ব্রা. ৪/৪ অংশেও এই সূক্তটি বিহিত হয়েছে, কিন্তু আনুষ্ঠানিক কর্মটি সেখানে নির্দিষ্ট হয় নি।

কা রাখদ্ খোত্রাখিনা বাম্ ইতি নবা ভাত্যমি গ্রীবাশ্বেষেষ্টে দ্যাৰাপৃথিবী ইতি ॥ ৮ ॥ [৩]

অনু.— ‘কা-’ (১/১২০/১-৯) ইত্যাদি নটি (মন্ত্র), ‘আ বাম্-’ (৫/৭৬), ‘গ্রাবা-’ (২/৩৯), ‘ঈষ্টে-’ (১/১১২) (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৪/৪ অংশেও তাই বলা আছে।

প্রাগ্ উত্তমরা অন্নরুচদুৰসঃ পুন্নিরগ্নিয় ইত্যাবপেত ॥ ৯ ॥ [৩]

অনু.— (শেষ সূক্তের) শেষ (মন্ত্রের) আগে ‘অরা-’ (৯/৮৩/৩) এই (মন্ত্রটি) অন্তর্ভুক্ত করবেন।

ব্যাখ্যা— মন্ত্রটি ঐ. ব্রা. ৪/৪ অংশেও বিহিত হয়েছে। ১/১১২/২৪ মন্ত্রের পরে এই মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে।

উত্তরেবার্ধর্চেন পত্নীম্ ঈক্ষেত ॥ ১০ ॥ [৩]

অনু.— (ঐ মন্ত্রের) শেষার্ধ দিয়ে (যজ্ঞমানের) পত্নীকে দেখবেন।

উত্তমরা পরিহিতে সমুৎখাপ্যোনান্ অধ্বৰ্যবো বাচয়ন্তি ॥ ১১ ॥ [৩]

অনু.— শেষ (মন্ত্র) দ্বারা (পাঠ) শেষ করা হলে অধ্বৰ্যুরা এঁদের উঠিয়ে নিয়ে (কতকগুলি মন্ত্র) পাঠ করান।

ব্যাখ্যা— ৮ নং সূত্রে উল্লিখিত ‘ঈষ্টে-’ সূক্তের ‘দ্যুভি-’ (১/১১২/২৫) এই শেষ মন্ত্রে প্রবর্ণের পূর্বপটল শেষ করতে হয়। তার পর মহাবীরের উপস্থানের জন্য ‘গর্ভা দেবানাং-’ (বা. স. ৩৭/১৪-২০; তৈ. আ. ৪/৭) ইত্যাদি মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হয়— প্রসঙ্গত শা. ৫/৯/২৭ ব্র. ৪/৭/২ সূত্রে ‘উপবিস্টেবুং বলায় বুঝতে হবে অধ্বৰ্যুরা হোতাদের না উঠালেও তাঁরা নিজেরাই উঠে পড়বেন।

ইতি নু পূর্ব পটলম্ ॥ ১২ ॥ [৩]

অনু.— এই (হল) পূর্বপটল।

ব্যাখ্যা— পূর্বপটল = অভিস্টবনে পাঠ্য মন্ত্রের পূর্বভাগ বা প্রথম মন্ত্রগুচ্ছ। মহাবীর-পাত্রকে ‘ধর’ নামে স্থানে আওনে গরম করার সময়ে এই মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হয়। সূত্রে ‘নু’ স্থানে পাঠান্তর পাওয়া যাচ্ছে ‘তু’। এই ‘নু’ (তু) শব্দ দ্বারা সূচিত করা হচ্ছে যে, পরে আর একটি পটল বলা হবে। শা. ৫/৯/১০-২৬ সূত্র অনুযায়ী আ. ৬-১১ নং সূত্রের ক্ষেত্রে মন্ত্রগুচ্ছ হচ্ছে কিন্তু ৩/১৮/১, ২; ৬/৫/৪; ৪/৪/১-৫; ১/১০/১২; ১/৮৩/৩; ৬/৫৮/১; ২/৩৩/১০; ১০/১৭৭; ৯/৭৩; ৯/৮৩/১, ২; ‘বি যত-’ (আ. ৪/৬/৬ সূ. ব্র.); ১০/১২৩/১-৮ (যটটি বাদ), ২/২৩; ১/১২০/১-৯; ৮/৮/১-৩; ৫/৭৭ (কেবল প্রাতে), ৫/৭৬ (কেবল অপরাহ্নে) ১/১১২; ৯/৮৩/৩ (পূর্ববর্তী সূক্তের শেষ মন্ত্রের আগে পাঠ্য)। প্রথম তিনটি মন্ত্র পাঠ করতে হয় মহাবীরের কাছে অন্ন আর নিয়ে আসা হতে থাকলে। এখানে ব্র. যে, অভিস্টবন হচ্ছে স্ততির মাধ্যমে ধর্মের সংকল্প। যজ্ঞমান, তাঁর পত্নী ইত্যাদির দিকে দৃষ্টিপাত ইত্যাদি অন্য যে-সব কর্ম সূত্রে করতে বলা হয়েছে সেগুলি ধর্মের সঙ্গে সাক্ষাৎ যুক্ত নয়, আনুযায়িক কর্ম মাত্র। তাহলেও নির্দেশ আছে বলে সেগুলিও করতে হবে। তাৎপর্য হল, এই কর্মগুলি করতে করতে অভিস্টবন করবেন।

সপ্তম কথিকা (৪/৭)

[প্রবর্ণ্যে উত্তর পটল দ্বারা অভিস্টবন]

অথোত্তরম্ ॥ ১ ॥

অনু.— এর পর উত্তর (পটল গুচ্ছ হচ্ছে):

ব্যাখ্যা— উত্তর পটল = দ্বিতীয়ভাগ বা পরবর্তী মন্ত্রগুচ্ছ। এই পটলের মন্ত্রগুলি গোসোহন, উত্তর মহাবীরপাত্রে দুখ-ঢালা ইত্যাদির সময়ে পাঠ করতে হয়। ‘উত্তরম্’ বলায় দুটি পটল সমগ্র অভিষ্টবনেরই দুটি অংশ মাত্র। মাঝে মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি হলেও তাই অভিষ্টবন এখনও সম্পূর্ণ হয় নি বলে বুঝতে হবে। ‘অথ’ শব্দে দুটি পটলের মধ্যে সম্বন্ধ সূচিত করা হয়েছে। ৪/৬/২ সূত্রে বিহিত ঋণাবানত্ব তাই উত্তর পটলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

উপবিষ্টৈষধ্বর্ষু ঘর্মদুগ্ধাম্ আহ্নয়তি স সৎপ্রৈষ উত্তরস্য ॥ ২ ॥

অনু.— (হোতার) স্বস্থানে বসলে অধ্বর্ষু ঘর্মের গাভীকে আহ্বান করেন। ঐ (আহ্বানই) পরবর্তী (পটলের) প্রৈষ।

ব্যাখ্যা— যে গরুর দুধ নিয়ে ঘর্ম প্রস্তুত করা হয়েছে সেই গরুকে বলে ‘ঘর্মদুগ্ধ’ বা ‘ঘর্মধুক্’। ৪/৬/১১ সূত্র অনুযায়ী উঠার পরে হোতার আবার বসে পড়েন। অধ্বর্ষু তখন ঘর্মধুক্ গরুর নাম ধরে ‘অমুক এস’ বলে তিনবার ডাকেন। এই আহ্বানই এখানে উত্তর পটল শুরু করার প্রৈষ বলে গণ্য হয়।

অনভিহিংকৃত্য ॥ ৩ ॥

অনু.— অভিহিকার না করে (উত্তর পটলের মন্ত্র শুরু করবেন)।

উপ হুয়ে সুদুগ্ধাং ধেনুমেতাম্ ইতি হে অভি জ্ঞা দেব সবিতঃ সমী বহুসং ন মাতৃভিঃ সং বহুস ইব মাতৃভির্বন্তে
স্তনঃ শশরো যো মরোভূর্গৌরমীমেদনু বহুসং মিষন্তং নমসেদুপ সীদত সজ্ঞানানা উপ সীদমভিজ্জা।

দশভির্বিবহতো দুহন্তি সপ্তেকাং সমিদ্ধো অগ্নিরশ্বিনা তপ্তো বাৎ ঘর্ম আগতম্। দুহ্যন্তে গাবো

বৃষণেহ ধেনবো দলা মদন্তি কারবঃ। সমিদ্ধো অগ্নির্বৃষা রতির্দিকন্তপ্তো ঘর্মো দুহ্যন্তে

বামিষে মধু। বরং হি বাৎ পুরুতমাসো অশ্বিনা হবামহে সধমাসেবু কারবঃ। তদু

প্রধকতমমস্য কর্ম্মাশ্বঘমতো দুহ্যন্তে দ্বতং পর উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পত ইত্যেতাম্

উদ্ধাবতিষ্ঠতে। দূদ্ধারামধুক্ পিশুর্বাষিষম্ ইত্যাহ্নয়মাণ উপব্রব পয়সা

গোধুগোধুমা ঘর্মে সিঞ্চ পর উবিমারঃ। বি নাকমখ্যৎ সবিতা বরেশ্যো নু

দ্যাবাপৃথিবী সূপ্রশীতিম্ ইত্যাসিচ্যমান আ নুনমশ্বিনো ঋষিঃ ইতি গব্য

আ সূতে সিঞ্চত জিরম্ ইত্যাজ আসিক্তরোঃ সমু ত্যে মহতীরপ ইতি

মহাবীরম্ আদারোভুতিষ্ঠতসুদু বা দেবঃ সবিতা হিরণ্যয়েত্যনুভুতিষ্ঠেৎ

প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতিম্ ইত্যনুরজেদ গর্ভ ইত্থা পদমস্য রক্ষতীতি খরম্

অবেক্য তম্ অতিক্রম্য নাকে সুপর্ণমুপ বহু পতন্তম্ ইতি

সমাপ্য প্রণবেনোপবিশেদ অনিরস্য তৃণম্ ॥ ৪ ॥

অনু.— ‘উপ-’ (১/১৬৪/২৬, ২৭) ইত্যাদি দু-টি, ‘অভি-’ (১/২৪/৩), ‘সমী-’ (৯/১০৪/২), ‘সং-’ (৯/১০৫/২), ‘বন্তে-’ (১/১৬৪/৪৯), ‘গৌ-’ (১/১৬৪/২৮), ‘নম-’ (৯/১১/৬), ‘সং-’ (১/৭২/৫), ‘আ-’ (৮/৭২/৮), ‘দুহন্তি-’ (৮/৭২/৭), ‘সমিদ্ধো-’ (সু.), ‘সমিদ্ধো-’ (সু.), ‘তদু-’ (১/৬২/৬), ‘আশ্ব-’ (৯/৭৪/৪)। ‘উত্তিষ্ঠ-’ (১/৪০/১)— এই মন্ত্রটি বলে উঠে দাঁড়াবেন। (ঘর্মের দুধ) সোহা হলে ‘অধুক্’ (৮/৭২/১৬), (দুধ মহাবীরের কাছে) নিয়ে যাওয়া হতে থাকলে ‘উপ-’ (সু.), গরুর (দুধ মহাবীরের) ঢালা হতে থাকলে ‘আ নুন-’ (৮/৯/৭), ছাগের দুধ ঢালা হতে থাকলে ‘আ সূতে-’ (৮/৭২/১৩)। দুই (দুধ) ঢালা হয়ে গেলে ‘সমু-’ (৮/৭/২২)। (অগ্নিকেরা) মহাবীর নিয়ে উঠতে থাকলে ‘উনু-’ (৬/৭১/১) এই (মন্ত্রে হোতা) উঠে পড়বেন। ‘প্রৈতু-’ (১/৪০/৩) (মন্ত্র দাঁড়িয়ে পাঠ করার পরে মহাবীরকে নিয়ে ঝাঁরা আহবানীরের দিকে যাচ্ছেন

তাঁদের) পিছন পিছন যাবেন। ‘গন্ধর্ব’ (৯/৮৩/৪) এই (মন্ত্রে) খরের পিছনে পূর্বমুখ হয়ে দাঁড়িয়ে) খরকে দেখে তাকে অতিক্রম করে (চলে যাবেন)। (তার পর) বেদির উত্তর-পশ্চিম কোণে এসে) ‘নাক্’ (১০/১২৩/৬) এই (মন্ত্র) শেষ করে তৃণ না ফেলে (মন্ত্রের শেষে উচ্চারিত) শ্রণবের সঙ্গে (নিজ আসনে) বসবেন।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. গ্রন্থের (৪/৫) মতে এই মন্ত্রগুলিই পাঠ্য, তবে আগে ‘আ সুতে-’ ও পরে ‘আ নুনম-’ মন্ত্র পাঠ করতে হয়। ‘উপ-’ ইত্যাদি মন্ত্রের ক্ষেত্রে অবশ্য সংশ্লিষ্ট কর্মের কোন নির্দেশ সেখানে নেই, তবে ‘উদু-’ ইত্যাদি মন্ত্রের ক্ষেত্রে সূত্র ও ব্রাহ্মণের নির্দেশ প্রায় অভিন্নই। শা. মতে গাভীর কাছে ডাকা হতে থাকলে ‘উপ-’, গাভী নিকটে এলে পরবর্তী মন্ত্র (১/১৬৪/২৭), শূদ্রের রক্ত বাধা হলে ‘অভি-’, বাছুরকে গাভীর সঙ্গে সংযুক্ত করা হলে ‘সমী-’ এবং ‘সং-’, বাছুর স্তনে দুধ দিলে ‘যন্তে-’, বাছুরকে গাভীর কাছ থেকে সরিয়ে আনা হতে থাকলে ‘গৌ-’, দোহনকর্তা গাভীর কাছে বসলে ‘নম-’ এবং ‘সং-’, দোহনের সময়ে ‘দোহেন-’ ‘দুহতি-’, ‘আ-’, ‘আনু-’, ‘সমিকো-’, ‘সমিকো-’ এবং ‘তদু-’, দোহনকর্তা উঠে পড়লে ‘অধুকতু-’ এবং ‘উত্তিষ্ঠ-’, গরু ও ছাগের দুধ কাছে আনা হলে ‘উপ-’, দুই দুধ মহাবীর-পাত্রে ঢালার সময়ে ‘আ সুতে-’ ও ‘আ নুনম-’, মহাবীর পাত্রটি ঢোলার সময়ে ‘উদু-’, আহবানীর কাছে সকলে যেতে থাকলে ‘প্রতু-’ এবং খরে মহাবীর রাখা হলে ‘গন্ধর্ব-’ মন্ত্রটি পাঠ করতে হয়। তাঁদের সঙ্গে যেতে যেতে পাঠ করতে হবে ‘নাক্’ শা. ৫/১০ হ্র.।

প্রৈষিতো বজ্জতি তপ্তো বাৎ ঘর্মো নক্ষতি স্বহোতা প্র বামর্ষবৃশ্চরতি প্রমস্থান। অধোদুহস্যাম্বিনা তনামা বীতং
পাতং পরস উবিরায়াঃ। উভা পিবতমশ্বিনেতি চোভাত্যাম্ অনবানম্।। ৫।। [৪]

অনু.—(অধর্ষকর্কৃক) নির্দিষ্ট (হয়ে হোতা) ‘তপ্তো- (সু.) এবং উভা-’ (১/৪৬/১৫) এই দুই মন্ত্র দ্বারা একনিঃশ্বাসে (ঘর্ম-আহতির) যাজ্ঞ্য পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা—মন্ত্র দুটি হলেও যাজ্ঞ্য একটিই। যাজ্ঞ্য একটি বলেই আগু এবং ববট্কারও একবারই পাঠ করতে হবে (৫/৫/৪ সূত্রের ব্যাখ্যা হ্র.)। অপরদিকেও তা-ই। অধর্ষ ‘ঘর্মস্য যজ্ঞ’ বলে প্রৈষ দিলে এই দুই যাজ্ঞ্য-মন্ত্র পাঠ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ৪/৫ এবং শা. ৫/১০/১৮ অনুসারেও এই দুই মন্ত্রই পাঠ্য।

অগ্নে বীহীত্যানুববট্কারো ঘর্মস্যাগ্নে বীহীতি বা।। ৬।। [৪]

অনু.—‘অগ্নে বীহি (বৌ৩বট্)’ অথবা ‘ঘর্মস্যাগ্নে বীহি (বৌ৩বট্)’ এই (মন্ত্র হবে এখানে) অনুববট্কার।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ৪/৫ অনুসারে ‘অগ্নে বীহি’ শা. ৫/১০/১৯ অনুসারে ‘ঘর্মস্যাগ্নে বীহি’।

ব্রহ্মা ববট্কতে জপত্যানুববট্কতে চ বিধা আশা দক্ষিণসাদ্ বিধান্ সেবানয়ান্তিহ। স্বাহাকৃতস্য
ঘর্মস্য মক্ষাঃ পিবতমশ্বিনেতি।। ৭।। [৪]

অনু.—(দু-বেলাই) ববট্কার এবং অনুববট্কার করা হলে ব্রহ্মা ‘বিধা-’ (সু.) এই (মন্ত্র) জপ করেন।

ব্যাখ্যা—ববট্কার ও অনুববট্কার দুটিরই পরে এই জপটি করতে হয়। ঐ. ব্রা. ৪/৫ অংশেও এই ব্রহ্মজপটির উল্লেখ রয়েছে।

এবম্ এবাপরাঙ্কিকে।। ৮।। [৪]

অনু.—এইভাবেই অপরদ্বয়ের ঘর্মও অভিষ্টবন হবে।

ব্যাখ্যা—একদ্বিধা পিত্তীর ও তৃতীয় দিনে সকালে এবং বিকালে দু-বেলাই একবার করে এবং চতুর্থ দিনে সকালেই দু-বার প্রবর্ণের অনুষ্ঠান করতে হয়। বিকালের অনুষ্ঠান হয় সকালের মতোই।

মদুবিরাবাহতং যুতং পরোহয়ং স বামধ্বিনা ভাগ আগতম্। মাধ্বী ধর্তারা বিদধস্য সত্পতী তপ্তং
যমং পিবতং সোম্যং মথু। অস্য পিবতমধ্বিনেতি চ ॥ ৯ ॥ [৪]

অনু.— (তবে অপরাহ্নের ঘর্মের দুটি যাজ্ঞ্য মন্ত্র হল) ‘যদু-’ (সু.) এবং ‘অস্য-’ (৮/৫/১৪)।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূত্রে ‘অপ্রেবিতো’ বলার বোঝা যাচ্ছে যে, এই সূত্রের নির্দেশটি প্রৈব পাওয়ার পরেই পালন করতে হয়।
ব্রা. ৪/৫ অংশেও আমরা এই দুই মন্ত্র পাই।

অপ্রেবিতো হোতানুববট্কারে বাহাকৃতঃ শুচির্দেবেষু ঘর্মো যো অধ্বিনোশ্চমসো দেবপানঃ। তমীং বিধে
অমৃতাসো জুযাণা গন্ধর্বস্য প্রত্যান্না রিহন্তি। সমুদ্রাদূর্মিমুদিরিতি বেনো ব্রহ্মঃ সমুদ্রমভি
যজ্ জিগাতি। সখে সখায়মভ্যা ববৃত্বেষ্বর্ষ উ যু ন উতর ইতি যে ॥ ১০ ॥ [৪]

অনু.— অনুববট্কার করা হলে (অধ্বর্ষ দ্বারা) নির্দিষ্ট না হয়ে (-ই) হোতা ‘বাহা-’ (সু.), ‘সমু-’ (১০/১২৩/২),
‘ব্রহ্মঃ-’ (১০/১২৩/৮), ‘সখে-’ (৪/১/৩), ‘উত্ৰ-’ (১/৩৬/১৩, ১৪) ইত্যাদি দুটি (মন্ত্র অভিষ্টবনে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৪/৫ অনুসারেও এই মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হয়। শা. মতে অধ্বর্ষ অথবা অন্য কেউ কিরে আসার সময়ে
‘সখে-’ মন্ত্রটি পাঠ করতে হয়। এছাড়া মহাবীর পাত্র উত্তর করে রাখার সময়ে ১/৩৬/৭, ৮ অথবা ৮/৬৯/১৭, ১৮ মন্ত্রদুটি
পড়তে হবে। সূত্রে ‘হোতা’ পদের উল্লেখ করা হয়েছে ‘ব্রহ্মা’ পদের অনুবৃতি যাতে না হয় সেই অভিপ্রায়ে। এর দ্বারা এই কথাই
সূচিত হল যে, অপরাহ্নেও ববট্কার ও অনুববট্কারের পরে ব্রহ্মাকে ৭ নং সূত্রের জপটি করতে হয়।

তং যেমিত্থা নমস্বিন ইতি প্রাগাধীং পূর্বাহ্নে ॥ ১১ ॥ [৪]

অনু.— (তার পর) ‘তং-’ (৮/৬৯/১৭) এই প্রগাধ (মন্ত্র) সকালে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ১০ নং সূত্রে নির্দিষ্ট মন্ত্রগুলি পাঠ করার পরে পাঠ্য।

কাধীম্ অপরাহ্নে ॥ ১২ ॥ [৪]

অনু.— বিকালে কধ-দৃষ্ট (‘তং যেমি-’ প্রগাধমন্ত্রটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঋকসংহিতায় ‘তং যেমিত্থা-’ শব্দ দিয়ে শুরু এমন দুটি মন্ত্র আছে। তার মধ্যে অষ্টম মণ্ডলের অন্তর্গত মন্ত্রের ঋষি
শ্রিয়মেধ ও হ্রদ বৃহতী এবং প্রথম মণ্ডলের অন্তর্গত মন্ত্রটির (১/৩৬/৭) ঋষি কধ ও হ্রদ প্রগাধ। তাহলে দেখা যাচ্ছে কাধী
ও প্রাগাধী মন্ত্র ভিন্ন নয় এবং যেটি কধঋষির মন্ত্র নয় সেটি প্রাগাধীও নয়। সূত্রকার কিন্তু এখানে কাধী ও প্রাগাধীকে ভিন্নরূপে
উল্লেখ করায় বিচার্য বিষয়টি নিয়ে কিছু সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়। ঐ. ব্রা. ৪/৫ অংশে ‘তং-’ মন্ত্রটি বিহিত হয়ে থাকলেও ঠিক
কোন মন্ত্রটি অভিপ্রের্ত তা বিস্ত বলা হয় নি।

অন্যন্তরাং বাত্য়জ্জম্ ॥ ১৩ ॥ [৪]

অনু.— অথবা একান্তভাবে দুটির কোন একটি (দু-বেলাই পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বিকালে, সব প্রবর্গেই দু-বেলাই হয় শ্রিয়মেধ ঋষির ‘তং-’ এই মন্ত্রটি, না হয় কধ ঋষির ‘তং-’ এই মন্ত্রটি পাঠ
করবেন।

কাধীং য়েবোত্তম্ ॥ ১৪ ॥ [৪]

অনু.— কধদৃষ্ট (মন্ত্র)-ই কিন্তু শেষ (প্রবর্গে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— পূর্ববর্তী সূত্র অনুযায়ী হলেও শেষ দিনের শেষ অবশ্যে কিন্তু কথ আবার মন্ত্রটিই পাঠ করতে হবে।

পারকশোচে তব হি কন্মঃ পরীতুত্বা ভক্ষম্ আকাঙ্ক্ষত ॥ ১৫ ॥ [৪]

অনু.— (দু-বেলাই) ‘পারক’ (৩/২/৬) এই (মন্ত্র) বলে (ঘর্মের আত্মশিষ্ট) ভক্ষ্যদ্রব্য প্রতীক্ষা করবেন।

ব্যাখ্যা— ঘর্মভক্ষণের আগে উক্ত মন্ত্রটি পাঠ করে থেকে ঘর্মের প্রতীক্ষা থাকবেন। ঘর্ম ভক্ষণ করবেন কিন্তু ১৮ নং সূত্রের মত্রে। ঐ. ব্রা. ৪/৫ অংশের অভিমত ও তা-ই।

বাজিনেন ভক্ষোপায়ঃ ॥ ১৬ ॥ [৪]

অনু.— বাজিন দ্বারা (ঘর্ম) ভক্ষণের উপায় (বলা হয়ে গেছে)।

ব্যাখ্যা— বাজিন যাগে যে নিয়মে আত্মশিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করতে হয় (২/১৬/২১-২৫ সূ. ব্র.) এখানেও সেই নিয়মে সকলে আত্মশিষ্ট ঘর্ম ভক্ষণ করবেন। ২/১৬/২৩ সূত্র অনুসারে যজ্ঞমান ছাড়া বাকী সবাই ঘর্মকে প্রাণভক্ষ অর্থাৎ আশ্রাণের দ্বারা ভক্ষণ করবেন। প্রসঙ্গত “সর্বো সম-উপহুয় ভক্ষয়তি হোতাগ্নেঃ খাণ্ড্যর্ন অথ ব্রহ্মাণ্য প্রতিপ্রহ্নাতাখারীদ্রোঃ যজ্ঞমানঃ। সর্বো প্রত্যাকম্। অপি বা যজ্ঞমান এব প্রত্যাকম্ অবশ্যেণতরে” (ভা. শ্রৌ. ১১/১১/১২, ১৩) সূ. ব্র.।

হুতং হবির্মধু হবিরিত্তমেনেৎগাক্ষ্যাম তে সেব ঘর্ম। মধুমতঃ পিতৃমতো বাজবতোঃ সিরস্বতো নমস্ত্রে

অন্ত মা মা হিংসীর্ ইতি ভক্ষজপ্যঃ ॥ ১৭ ॥ [৪]

অনু.— ‘হুতং’ (সূ.) এই (হবে ঘর্ম-) ভক্ষণের জপ (-মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— এখানে ‘যমে’ (২/১৬/২৩) মত্রে নয়, ‘হুতং’ মত্রে ঘর্মভক্ষণ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ৪/৫ অংশে এই মন্ত্রই বিহিত হয়েছে।

কর্মিশো ঘর্মঃ ভক্ষয়েদুঃ ॥ ১৮ ॥ [৪]

অনু.— (সকল) কর্মী ঘর্ম ভক্ষণ করবেন।

ব্যাখ্যা— ১৬ নং সূত্রে বাজিনের ভক্ষণের মতো ভক্ষণ করতে বলা হয়েছে। বৈশ্বদেব পর্বেই বাজিনের প্রথম উপস্থিতি। ঐ পর্বে প্রতিপ্রহ্নাতা থাকেন না বলে তাঁর ভক্ষণের প্রসঙ্গও সেখানে ওঠে না, এখানে কিন্তু তিনিও ভক্ষণ করবেন। ‘কর্মিশো’ বলায় ভক্ষণের ক্রম হবে অবশ্য বরণপ্রবাসের ভক্ষণের মতোই।

সর্বো তু দীক্ষিতাঃ ॥ ১৯ ॥ [৪]

অনু.— দীক্ষিত সকল (যজ্ঞমানই ঘর্মভক্ষণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— সূত্রে সকলেই যজ্ঞমান। অতএব সকলেরই ২/১৬/২৫ সূত্র অনুসারে ভক্ষণের সুযোগ থাকলেও এই সূত্র কন্মায় বুঝতে হবে যে, ঋগ্বেদীয় ঋত্বিকের ঋগ্বেদীয় নিয়মেই ঘর্ম ভক্ষণ করতে হয়।

সর্বো বৃ দীক্ষিতো বৃ গৃহপতে স তৃতীয়োত্তমৌ তমৌ ॥ ২০ ॥ [৪]

অনু.— সকল দীক্ষিত (ব্যক্তিরের) মধ্যে গৃহপতির তৃতীয় এবং শেষ ভক্ষণ (কর্তব্য)।

ব্যাখ্যা— আগের সূত্রে ‘সর্বো’ পদটি থাক সত্ত্বেও এই সূত্রে আবার ‘সর্বো বৃ’ কলার বোকা আছে যে, কখনও কখনও সত্র ছাড়াও অন্যর যজ্ঞমানকে ‘গৃহপতি’ শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ‘হোতাক্ষবৃগৃহপতিভ্যাম্’ (৫/৮/৫) সূত্রে। সেখানে তাই গৃহপতি বলতে যজ্ঞমানকেই বুঝতে হবে। উপস্থাপ অর্থাৎ অনুমতি চাইবার সময়েও যথাস্থিতি তাঁর নাম ভক্ষণের ক্রম অনুযায়ী

তৃতীয় (অধ্বযুর পরে) স্থানে ও শেষে উল্লেখ করতে হয়। 'গৃহগতি' অথবা 'যজ্ঞমান' যে-কোন শব্দই তাঁকে উল্লেখ করা যেতে পারে।

সম্প্রেথিতঃ শ্যোনো ন যোনিং সদনং থিয়া কৃতমা যশ্বিন্ত্ সপ্ত বাসবা রোহন্ত পূৰ্বা রুহঃ। ঋষির্হ
দীর্ঘশ্রবন্তম ইন্দ্রস্য ঘর্মো অতিথিঃ ॥ ২১ ॥ [৪]

অনু.— (অধ্বযুর কর্তৃক) নির্দিষ্ট (হয়ে) 'শ্যোনো-' (৯/৭১/৬), 'আ যশ্বিন্-' (সূ.) (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—অধ্বযুর 'ঘর্মায় সংসাদ্যমানায়ানবুত্ৰি' এই প্রেবের পর উক্ত দুই মন্ত্র পাঠ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ৪/৫ অংশেও প্রবর্ণ্যপাত্র নামাবার সময়ে এই মন্ত্রদুটি পাঠ করতে বলা হয়েছে।

সূবসাদ ভগবতী হি ভূয়া ইতি পরিদখ্যাত্ ॥ ২২ ॥ [৪]

অনু.— 'সূব-' (১/১৬৪/৪০) এই (মন্ত্রে অভিস্তবন) শেষ করবেন।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ৪/৫ অংশেও তাই দেখা যায়। শা. ৫/১০ অনুযায়ী উত্তর পটলে পাঠ্য মন্ত্রগুলি হল— ১/১৬৪/২৬, ২৭; ১/২৪/৩; ৯/১০৪/২; ৯/১০৫/২; ১/১৬৪/৪৯, ২৮; ৯/১১/৬; ১/৭২/৫; ১০/৪২/২; ৮/৭২/৭, ৮; ৯/৭৪/৪; সূত্রোক্ত 'সমিদ্ধো অগ্নিরশ্বিনা-', 'সমিদ্ধো অগ্নির্বৃষা-'; ১/৬২/৬; ৮/৭২/১৬; ১/৪০/১; সূত্রোক্ত 'উপ-'; ৮/৭২/১৩; ৮/৯/৭; ৬/৭১/১; ১/৪০/৩; ৯/৮৫/১১; ১/৪৬/১৫ এবং সূত্রোক্ত 'তপ্তো-' সকালের যাজ্ঞ্য; ৮/৫/১৪ এবং সূত্রোক্ত 'বদু-' অপরাহ্নের যাজ্ঞ্য; সূত্রোক্ত 'বাহা-'; ৪/১/৩; ৯/৮৩/৪; ১/৩৬/৭ অথবা ৮/৬৯/১৭; ৯/৮৩/৫; সূত্রোক্ত 'হুতং-'; সূত্রোক্ত 'আ-'; ১/১৬৪/৪০।

উত্তমে প্রাগ্ উত্তমায়া হবির্হবিষ্মো মহি সন্ম দৈবম্ ইত্যাবপেত ॥ ২৩ ॥ [৫]

অনু.— (শেষ দিনের) শেষ (প্রবর্ণ্য) শেষ (মন্ত্রের) আগে 'হবি-' (৯/৮৩/৫) এই (অতিরিক্ত মন্ত্রটি) অভ্যর্থন করবেন।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ৪/৫ অংশেও এই মন্ত্রটি শেষ দিনে পাঠ করতে বলা হয়েছে।

অষ্টম কণ্ডিকা (৪/৮)

[উপসদ, উপসদের সংখ্যা, অগ্নিচয়নে বৈশিষ্ট্য]

অথোপসত্ ॥ ১ ॥

অনু.— এর পর উপসদ।

ব্যাখ্যা—প্রবর্ণ্যের মতো উপসদও সকাল এবং বিকাল দু-বেলাই করতে হয়। 'অথ' বলান বুঝতে হবে প্রবর্ণ্যের সঙ্গে উপসদের সম্পর্ক আছে, প্রবর্ণ্যযুক্ত অনুষ্ঠানে প্রবর্ণ্যের পরে উপসদ ইটি করতে হয়। উপসদে তাই আলাদা করে আচমন, যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ, বেদির উত্তরকোণে দাঁড়ান ইত্যাদি কর্মগুলি করতে হয় না, কারণ প্রবর্ণ্যের সময়েই তা করা হয়ে গেছে। যে বাগে প্রবর্ণ্যের অনুষ্ঠান হয় না সেই প্রবর্ণ্যবিহীন বাগে অবশ্য উপসদের সময়ে এই কর্মগুলি করতেই হবে।

তস্য্য পিত্র্য্য জপাঃ ॥ ২ ॥

অনু.— ঐ (উপসদে) পিত্র্য্য (ইটি) দ্বারা জপ (সম্বন্ধে কি কি করণীয় তা বলা হয়ে গেছে)।

ব্যাখ্যা—পিত্র্য্যটিতে যেমন সমস্ত জপ লোপ পায় (২/১৯/৩ সূ. ই.) এই উপসদেও তেমন সমস্ত জপমন্ত্র লোপ পাবে।

প্রাদেশোপবেশনে চ ॥ ৩ ॥

অনু.— প্রাদেশ এবং উপবেশনও (পিচ্যোষ্টি দ্বারা বলা হয়ে গেছে)।

ব্যাখ্যা— ২/১৯/১২, ১৭ সূ. দ্র.।

প্রকৃত্যোহোপস্থঃ ॥ ৪ ॥

অনু.— এখানে প্রকৃতি (-যাগের মতো) কোল (পাতা হয়)।

ব্যাখ্যা— প্রকৃত্যোহোপস্থঃ = প্রকৃত্য + ইহ + উপস্থঃ। এই উপসদৃ-ইষ্টিতে আগের সূত্র অনুসারে পিচ্যোষ্টির মতো বসতে হলেও ডান উরুর উপর বাঁ পা রাখলে (২/১৯/১৯ দ্র.) চলবে না, দর্শপূর্ণমাসের মতো বাঁ উরুর উপরই ডান পা (১/৩/৩৭ সূ. দ্র.) রাখতে হবে।

উপসদ্যায় মীলভ্ব ইতি তিস একৈকাং ত্রির্ অনবানম্ ॥ ৫ ॥

অনু.— ‘উপ-’ (৭/১৫/১-৩) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র এখানে সামিধেনী)। প্রত্যেকটি (মন্ত্রকে) দম না ফেলে তিনবার করে (পড়তে হবে)।

ব্যাখ্যা— ‘একৈকাম্’ বলায় প্রত্যেক মন্ত্রের এক আবৃত্তির প্রণবের সঙ্গে অপর আবৃত্তির সংযোগ ঘটবে (১/২/১১ সূ. দ্র.), কিন্তু ঐ মন্ত্রের তৃতীয় আবৃত্তির শেষের যে প্রণব তার সঙ্গে অপর মন্ত্রের প্রথম আবৃত্তির কোন সংযোগ ঘটান যাবে না। এখানে প্রথম এবং দ্বিতীয় মন্ত্রের তৃতীয় আবৃত্তির শেষে প্রণবের পরে থামতে হলেও সেই থামা বা বিরতি সূত্রে ‘অবসানম্’ পদ দ্বারা বিহিত হয় নি, থামতে হয় ‘একৈকাম্’ পদের অর্থ বিচার করে। ফলে ঐ দুই মন্ত্রের তৃতীয় আবৃত্তির শেষে যে প্রণব, তার কিন্তু ‘চতুর্মাত্রোহ-বসানে’ (১/২/১৫) সূত্র অনুসারে চার মাত্রা হবে না, হবে তিন মাত্রা। ‘আসু সর্বে প্রণবাসু ত্রিমাাত্রা এব, অবসানবিধ্যভাবাত্। যদ্ অত্রাবসানদ্বয়ম্ অস্তি তচ্চার্থপ্রাপ্তম্” (নারায়ণ-বৃষ্টি)। ঐ. ব্রা. ৪/৮ অংশেও এই তিনটি মন্ত্রই বিহিত হয়েছে। ‘উপসদ্যায়ৈতি পূর্বাচ্ছে ত্রিষং সামিধেনীর্ অনবানম্ একৈকাং সপ্রণবাং ত্রিসু ত্রির্ আইহ”— শা. ৫/১১/১।

তাঃ সামিধেন্যঃ ॥ ৬ ॥ [৫]

অনু.— ঐ (আবৃত্তিসম্মেত নটি মন্ত্রই হল এখানে) সামিধেনী।

তাসাম্ উক্তমেন প্রণবেনাগ্নিং সোমং বিষ্ণুন্ম ইত্যাবাহ্যোপবিশেত্ ॥ ৭ ॥ [৬]

অনু.— ঐ (সামিধেনী) গুলির শেষ প্রণবের সঙ্গে (জুড়ে) অগ্নি, সোম, বিষ্ণুকে আবাহন করে (বসে পড়বেন)।

ব্যাখ্যা— এই সূত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ‘অগ্নে-’ (আ. ১/২/৩০) থেকে আজ্যভাগের দেবতার আবাহন (আ. ১/৩/৮) পর্যন্ত অংশ, প্রযাজ-অনুযাজ - ঋষ্টিকৃতের দেবতাদের আবাহন (আ. ১/৩/২২) এবং ‘আবহ জাতবেদঃ সূযজ্ঞা যজ্ঞ’ (ঐ) অংশ এখানে বাদ দেওয়া হয়। সামিধেনীর পরে প্রধানযাগের তিন দেবতাকে আবাহন করে ১/৩/২৩ সূত্রানুসারে উবু হয়ে বসে পড়তে হয়। আবাহনের পরে বসতে বলায় বোঝা যাচ্ছে যে, আবাহন দাঁড়িয়েই করতে হয়।

নাবাহ্নেদ ইত্যেকৈ ॥ ৮ ॥ [৭]

অনু.— অন্যেরা (বলেন, প্রধানযাগের দেবতাদেরও এখানে) আবাহন করবেন না।

ব্যাখ্যা— শা. ৫/১১/৪ সূত্রে আবাহন বিহিত হয়েছে।

অনাবাহনেহপ্যেতা এব দেবতাঃ ॥ ৯ ॥ [৭]

অনু.— আবাহন না হলেও ঐরাই (হবেন প্রধানযাগের) দেবতা।

ব্যাখ্যা—আবাহন হচ্ছে যাগের দেবতারূপে মুখে ঘোষণা করা ও তাঁদের বরণ করে নেওয়া। এখানে অগ্নি, বিষ্ণু ও সোমকে আবাহন না করলেও অর্থাৎ তাঁদের নাম মুখে ঘোষণা না করলেও তাঁরাই হচ্ছেন প্রধানযাগের দেবতা।

অগ্নিৰ্ব্রজাণি ভজ্জনদ য উগ্র ইব শর্যহা স্বং সোমাসি সত্পতি গরম্ভানো অমীবহেদং বিষ্ণুর্বি
চক্রমে ত্রীণি পদা বি চক্রম ইতি ॥ ১০ ॥ [৮]

অনু.—(সকালে উপসদে অগ্নির) ‘অগ্নি-’ (৬/১৬/৩৪), ‘য-’ (৬/১৬/৩৯); (সোমের) ‘স্বং-’ (১/৯১/৫), ‘গর-’ (১/৯১/১২); (বিষ্ণুর) ‘ইদং-’ (১/২২/১৭), ‘ত্রীণি-’ (১/২২/১৮) (অনুবাক্য ও যাজ্ঞা)।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ৪/৮ অংশে এই মন্ত্রগুলিই বিহিত হয়েছে। শা. ৫/১১/৭ অনুযায়ী ‘স্বং-’, ‘অমীবহেদং-’ (১/৯১/২, ২১) সোমের এবং ‘যঃ-’, ‘তমু-’ (১/১৫৬/২, ৩) বিষ্ণুর অনুবাক্য ও যাজ্ঞা।

ঐষ্টিকৃদ-আদি লুপ্যতে ॥ ১১ ॥ [৮]

অনু.—ঐষ্টিকৃত থেকে আরম্ভ (করে সব-কিছু অংশই এই উপসদে) লোপ পায়।

প্রযাজ্ঞা আজ্যভাগৌ চ ॥ ১২ ॥ [৮]

অনু.—প্রযাজ্ঞসমূহ এবং আজ্যভাগও (লোপ পায়)।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. গ্রন্থের ৪/৯ অংশেও প্রযাজ্ঞ এবং অনুযাজ দুইই নিবদ্ধ হয়েছে। শা. ৫/১১/৮ সূত্রে বলা হয়েছে “যাবদ্ অদিষ্টং কুর্যাত্”। সামিধেয়ী, আবাহন, মুক্-আদাপন এবং প্রধানযাগ ছাড়া অন্য সব তাই লোপ পাবে।

নিত্যম্ আপ্যায়নং নিহুব্ চ ॥ ১৩ ॥ [৯]

অনু.—আপ্যায়ন এবং নিহুব অপরিবর্তিত (থাকে)।

ব্যাখ্যা—আপ্যায়ন (৪/৫/৮ সূ. দ্র.) এবং নিহুব (৪/৫/১১ সূ. দ্র.) আগে যেমন বলা হয়েছে এখানেও তেমনই করতে হবে।

ঐষেবাপরাহ্মে ॥ ১৪ ॥ [১০]

অনু.—বিকালে এই (উপসদ)-ই (হয়)।

ব্যাখ্যা—বিকালে উপসদের অনুষ্ঠান হয় সকালের মতোই।

ইমাং মে অগ্নে সমিধমিমাম্ ইতি তু সামিধেন্যঃ ॥ ১৫ ॥ [১১]

অনু.—বিকালে কিন্তু ‘ইমাং-’ (২/৬/১-৩) সামিধেনী।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ৪/৮ অংশে এবং শা. ৫/১১/২ সূত্রেও এই তুচই বিহিত হয়েছে।

বিপর্য়াসো যাজ্ঞানুবাক্যানাম্ ॥ ১৬ ॥ [১১]

অনু.—(বিকালে) যাজ্ঞা ও অনুবাক্যের বিপর্যাস (হবে)।

ব্যাখ্যা—সকালের অনুবাক্য বিকালে যাজ্ঞা এবং সকালের যাজ্ঞা বিকালে অনুবাক্য হয়। ঐ. ব্রা. ৪/৮ অংশে এবং শা. ৫/১১/৯ সূত্রেও এই কথাই বলা আছে।

পাণ্ডোশ্ চ নিহবে ॥ ১৭ ॥ [১১]

অনু.— এবং নমস্কারে দুই হাতের (-ও বিপর্যাস হবে)।

ব্যাখ্যা— বিকালে নিহবে (৪/৫/১১ সূ. দ্র.) বাঁ হাত উপরে এবং ডান হাত নীচে রাখবেন অথবা ডান হাত নিম্নমুখী করে তার তলায় বাঁ হাত উর্ধ্বমুখী করে রাখবেন (?)।

ইত্থাপসদঃ ॥ ১৮ ॥ [১১]

অনু.— এই (হল) উপসদসমূহ।

ব্যাখ্যা— ১নং সূ. দ্র.। সূত্রে বহুবচন প্রয়োগ করা হয়েছে ২০-২২ নং সূত্রের কথা মনে রেখে।

সুপূর্বাঙ্কে স্বপরাঙ্কে চ ॥ ১৯ ॥ [১২]

অনু.— খুব সকালে এবং খুব বিকালে (উপসদ ইষ্টি করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রতিদিন সকালের উপসদ খুব সকাল এবং বিকালের উপসদ খুব বিকাল থাকতে থাকতে করবেন।

রাজক্ৰমাদ্যহঃসংখ্যানেনৈকাহানাং তিস্রঃ। বড় বা ॥ ২০ ॥ [১৩, ১৪]

অনু.— সোমক্রয় থেকে শুরু (করে) দিন গণনা করে একাহযোগের (মোট) তিনটি অথবা ছটি (উপসদ) হয়।

ব্যাখ্যা— যে-দিন সোমক্রয় করা হয় সে-দিন থেকে শুরু করে একাহযোগে অধ্বর্ষুদের মত অনুযায়ী পর পর তিন দিন অথবা ছ-দিন দু-বেলা উপসদ ইষ্টি করতে হয়। 'একাহানাং' পদে বহুবচন থাকায় বুঝতে হবে যে, এই বিধানটি প্রকৃতি ও বিকৃতি দুই রকমেরই একাহযোগে প্রযোজ্য। শুধু প্রকৃতিযোগে প্রযোজ্য হলে বহুবচন হত না, কারণ প্রকৃতিযোগ একটিই। তাছাড়া প্রকৃতিযোগের জন্য স্বতন্ত্র কোন বিধান না থাকায় এবং 'কর্মা-' (৪/২/১৮) সূত্রে বিকৃতি একাহের প্রস্তাব থাকায় বোঝা যায় যে, প্রকৃতি ও বিকৃতি দুই একাহযোগেই এই নিয়ম প্রযোজ্য। দ্র. যে, সকাল ও বিকালের অনুষ্ঠানকে মিলিতভাবে একটি উপসদই ধরতে হবে।

অহীনানাং দ্বাদশ ॥ ২১ ॥ [১৫]

অনু.— অহীনযোগের (মোট) বারোটি (উপসদ)।

ব্যাখ্যা— অহীনযোগে মোট বারো দিন ধরে উপসদ হয়। এ. ব্রা. ১৯/২ অংশেও দ্বাদশাহে বারোটি উপসদই বিহিত হয়েছে।

চত্বরবিংশতিঃ সবেত্সর ইতি সত্রাণাম্ ॥ ২২ ॥ [১৫]

অনু.— সত্বের (মোট) চব্বিশ (দিন অথবা) এক বছর (উপসদ হয়)।

ব্যাখ্যা— অধ্বর্ষুগ্না যেমন হির করবেন উপসদের দিনসংখ্যা তেমনই হবে।

প্রথমষষ্ঠে নৈকে ঋর্ম ॥ ২৩ ॥ [১৬]

অনু.— অন্যেরা প্রথম (জ্যোতিষ্টোম) বজ্রে ঋর্মের (অনুষ্ঠান করেন) না।

ব্যাখ্যা— জ্যোতিষ্টোমের প্রথম প্রয়োগে কেউ কেউ ঋর্মের অনুষ্ঠান করেন না।

ঔপবসন্ত উত্তে পূর্বাঙ্কে ॥ ২৪ ॥ [১৭]

অনু.— সোমরস-আহুতির আগের দিনে দুটি উপসদ (-ই) সকালে (করবেন)।

ব্যাখ্যা— উপসদের ‘অপকর্ষ’ হলে অর্থাৎ উপসদ্ব এগিয়ে এলে প্রবর্গাও এগিয়ে আসবে। বিকালের উপসদ্ব সকালে করতে হলে বিকালের প্রবর্গাও সকালেই করতে হবে।

প্রথমস্যাম্ উপসদি বৃত্তায়াং প্রেথিতঃ পুরীষ্যচিতিয়েহ্নাহ হোতা দীক্ষিতশ্চেৎ ॥ ২৫ ॥ [১৮]

অনু.— (চয়নযোগে ঔপবসস্থ্যের দিন) প্রথম উপসদ্ব (অনুষ্ঠিত) হলে হোতা যদি দীক্ষিত (হন তাহলে তিনি অধ্বর্যু দ্বারা) নির্দিষ্ট (হয়ে) পুরীষ্যচিতির জন্য (মন্ত্র) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— পুরীষ্যচিতি = ভূমির উপরে ইট সাজিয়ে মাটি লেপে যে চয়ন। চয়নযোগে তিন দিন দীক্ষণীয়া এবং ছ-দিন উপসদ্ব ইষ্টি। তার মধ্যে উপসদের অনুষ্ঠান হয় যোগের চতুর্থ থেকে নবম দিন পর্যন্ত প্রতিদিন দু-বেলা। প্রথম উপসদের দিন সকালে প্রবর্গা ও উপসদের আগে উত্তরবেদিতে গরু দিয়ে অধ্বর্যু হলচালনা করেন। মাটিতে যেখানে যেখানে হলের রেখা পড়ে তেমন বারোটি জায়গায় তিল, মাষ, চাল, যব, শ্রিয়সু, অনু ও গোধূম বপন করা হয়। এছাড়া যেখানে হলের রেখা পড়ে নি সেই জায়গায় পুঁততে হয় বেণু, শ্যামাক, নীবার, বন্য তিল, বন্য গোধূম, মর্কটক এবং বন্য মৃগ (গার্মত)। এরপর উত্তরবেদিতে বালি ঢেকে দিতে হয় এবং বেদির চার প্রান্তে ছোট ছোট পাথর ছড়িয়ে দিতে হয়। তানুনপত্র, সোমের আপ্যায়ন, নিরুব, প্রবর্গ্য, উপসদ্ব ও সূত্রক্ষণ্য-আহ্বান হয় তার পরে। এগুলির পরে উত্তর বেদিতে দর্ভগুচ্ছ, পশুপত্র, কঙ্ক, সুবর্ণনির্মিত পুরুষপ্রতিমা, দুটি আজ্যপূর্ণ জুহু, নিহত ছাগের লির, কচ্ছপ এবং উলুখল রেখে প্রকৃত চয়ন (= ইট-সাজান) শুরু হয়। প্রতিদিন এইভাবে এক থাক (প্রস্তার) করে পাঁচ উপসদে মোট পাঁচ থাক ইট সাজাতে হয়। পঞ্চম উপসদের দিনে অবশ্য পঞ্চম থাকের জন্য অর্ধেক ইট সাজান হয়, বাকী অর্ধেক সাজাতে হয় ষষ্ঠ উপসদের দিনে। সে-দিনে ইট-সাজান শেষ হলে দ্বিতীয় প্রবর্গ্য ও উপসদের অনুষ্ঠান এবং সূত্রক্ষণ্যাহ্বান। এরপরে পশ্চের পাতায় ছাগীর অথবা হরিণীর দুধ নিয়ে চিতির উত্তর-পশ্চিম কোণে রাখা একটি ইটের উপরে শতরুদ্রিয় হোম এবং তার পরে একটি বাঁশে বেত, শেওলা (অবকা) ও ব্যাঙ বেঁধে তা সাজান ইটের উপরে টেনে নিয়ে যেতে হয়। পরে যজমান অথবা অধ্বর্যু অথবা প্রমোক্তা সামগান করেন। এগুলির পর ঐষ্টিক বেদির আহবনীয়ে বৈশ্বকর্ম নামে বোলাটি আহুতি প্রদান করে এবং ঐ অগ্নিতেই ঘটসিদ্ধ তিনটি সমিৎ নিক্ষেপ করে ঐ কুণ্ড থেকে কিছু অগ্নি নিয়ে এসে উত্তর বেদিতে সাজান ইটের বিছানার (= চিতির) উপর যথাস্থানে তা রাখা হয়। এই উত্তরবেদির অগ্নিই এখন থেকে আহবনীয়া এবং ঐষ্টিক বেদির যে আহবনীয়া তা হয়ে যায় গার্হপত্য। নতুন আহবনীয়ে কিছু হোম, পূর্ণাহুতি, বৈশ্বানর নামে ইষ্টিযাগ, মরুত্গণের উদ্দেশে সাতটি যাগ, বসুধারা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। যে-দিন সাক্ষাৎ সোমরস অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয় (সূত্যাদিন) ঠিক তার আগের দিন প্রথম উপসদ্ব শেষ হলে অধ্বর্যু হোতাকে ‘পুরীষ্যচিতিয়েহ্নাহ্নাহ্’ (কা. শ্রৌ. ১৮/৩/১৭; আপ. শ্রৌ. ১৬/২১/৩৮.) এই প্রৈষ দিলে হোতা ২৭ নং সূত্রের মন্ত্রটি পাঠ করবেন। তিনি নিজে দীক্ষিত (= যজমান) না হলে কিন্তু ঐ মন্ত্র পাঠ করবেন না।

যজমানোহ্নদীক্ষিতে ॥ ২৬ ॥ [১৯]

অনু.— (হোতা নিজে) দীক্ষিত না হলে, যজমান (পুরীষ্যচিতির মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এই সূত্রটি থাকায় আগের সূত্রে ‘হোতা দীক্ষিতশ্চেৎ’ অংশটি না বললেও চলত, কিন্তু তবুও তা বলায় এই বুঝতে হবে যে, কেবল পুরীষ্যচিতির মন্ত্র পাঠ করার ক্ষেত্রেই নয়, হোতার দীক্ষণীয় সংস্কার সম্পন্ন না হলে তার (দীক্ষিত হোতার) করণীয় অন্য কাজগুলিও যজমানই করবেন।

পশ্চাত্ পদমাত্রৈবহ্নায়াভিহিকৃত্য পুরীষ্যাসো অগ্নয় ইতি ত্রিঃ উপাংস্ত সপ্রশবাম্ ॥ ২৭ ॥ [২০]

অনু.— মাত্র এক-পা পিছনে দাঁড়িয়ে অভিহিকার করে ‘পুরী-’ (৩/২২/৪) এই (পুরীষ্যচিতির মন্ত্রকে) তিনবার সমানপ্রশববিশিষ্ট (অবহ্নায়) উপাংস্ত (স্বরে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— পদমাত্র = এক-পা পরিমাণ, মাত্র এক পা। ‘সপ্রশবাম্’ = প্রত্যেক আবৃত্তিরই শেষে সমান অর্থাৎ তিন মাত্রার প্রশব উচ্চারণ করতে হবে।

অপি বা সুমন্ত্রম্ ॥ ২৮ ॥ [২১]

অনু.— অথবা অত্যন্ত মন্ত্রস্বরে (পুরীষাচিতির মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— খুব মন্ত্র অর্থাৎ মন্ত্রস্বরের প্রথম অথবা দ্বিতীয় বম। উপাংশুস্বরে পাঠ না করে খুব মন্ত্রস্বরেও এই মন্ত্রটি পাঠ করা চলে।

ব্রজত্বশ্রুতজ্যেষ্ঠ ॥ ২৯ ॥ [২২]

অনু.— (অধ্বর্যুরা উত্তরবেদির দিকে) যেতে থাকলে (হোতাও মন্ত্রপাঠ করতে করতে তাঁদের) পিছন পিছন যাবেন।

ব্যাখ্যা— ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বর্যু, প্রতিগ্রহাতা এবং যজমানকে মন্ত্র পাঠ করতে করতে অগ্নির পিছন পিছন চিতির কাছে যেতে হয়। প্রসঙ্গত কা. শ্রৌ. ১৮/৩/১৯ দ্র.।

তিষ্ঠত্বসু বিসৃষ্টবাক্ প্রণয়তেতি ব্রূয়াত্ ॥ ৩০ ॥ [২৩]

অনু.— (অধ্বর্যুরা) দাঁড়িয়ে থাকলে (হোতা) বাক্-সংযম ত্যাগ করে ‘প্রণয়ত’ বলবেন।

ব্যাখ্যা— অধ্বর্যুরা দাঁড়িয়ে পড়লে হোতাকে ‘ভূর্ভুবঃ স্বঃ’ মন্ত্রে বাক্-সংযম ত্যাগ করে ‘প্রণয়ত’ বলে প্রৈষ দিতে হয়। এই প্রৈষ দিতে হয় যে স্থানে দাঁড়িয়ে (২৭ নং সূ. দ্র.) ‘পুরী-’ মন্ত্রের পাঠ আরম্ভ করেছিলেন সেই স্থানেই থেকে।

অথায়িং সঞ্চিতম্ অনুগীতম্ অনুশংসেত্ ॥ ৩১ ॥ [২৪]

অনু.— এর পর (উপসদের ষষ্ঠ দিনে উত্তর বেদিতে পঞ্চম থাকের উপর) স্থাপিত অগ্নিকে (লক্ষ্য করে) গান করার পরে (হোতা মন্ত্র) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— সঞ্চিত = সম্ (সমস্ত) + চিত, সম্পূর্ণরূপে স্থাপিত। ঐষ্টিক বেদির অগ্নিকে এনে চিতির উপরে রাখা হলে ঐ চিত্ত বা সঞ্চিত অগ্নির উদ্দেশে প্রস্তোতা সামগান করেন— লা. শ্রৌ. ১/৫/১১ দ্র.। প্রস্তোতার সেই সামগানের পর হোতা পরবর্তী সূত্রে উল্লিখিত মন্ত্রটি পাঠ করেন। কাত্যায়নের মতে উত্তরবেদিতে ঐষ্টিক বেদির অগ্নি নিয়ে যাওয়ার আগেই অধ্বর্যুকে সামগান গাইতে হয় এবং হোতাকে উদ্দেশ্য করে অগ্ন্যুৎখং শংসে এই প্রৈষ দিতে হয়। এর পর হয় অগ্নিপ্রণয়ন— কা. শ্রৌ. ১৮/৩/১, ২, ১৫, ১৭ দ্র.। ‘অথ’ এই পদটি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, হোতা দীক্ষিত হলে তবেই তিনি এই মন্ত্রপাঠ করবেন, নতুবা নয়।

পশ্চাদ্ অগ্নিপুচ্ছস্যোপকিণ্ড্যভিহিংকৃত্যগ্নিরগ্নি জম্মনা জাতবেদা ইতি ত্রির্ মধ্যময়া বাচা ॥ ৩২ ॥ [২৫]

অনু.— অগ্নিপুচ্ছের পিছনে বসে অভিহিকার করে অগ্নি-’ (৩/২৬/৭) এই (মন্ত্রটি) তিনবার মধ্যম স্বরে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অগ্নিপুচ্ছ = চয়নে উত্তরবেদিতে সাজিয়ে রাখা ইটগুলির পশ্চিম প্রান্ত। সূত্রে ‘বাচা’ বলায় শুধু কঠস্বরের গাঙ্গীর্ষে নয়, উচ্চারণের পতিতেও মধ্যম পছা অবলম্বন করতে হবে।

এতন্মিনন্ এবাসনে বৈশ্বানরীয়স্য যজতি ॥ ৩৩ ॥ [২৬]

অনু.— এই আসনেই (বসে) বৈশ্বানর দেবতার (বাগের উদ্দেশে) যাজ্ঞা পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— ঐষ্টিক বেদির আহবনীর থেকে উত্তরবেদিতে পঞ্চম থাকের উপরে অগ্নি-প্রণয়নের পরে এই উত্তরবেদির আহবনীরে ‘বৈশ্বানরোষ্টি’ নামে একটি ইষ্টিবাগ করতে হয় (২৫ নং সূত্রের ব্যাখ্যা এবং কা. শ্রৌ. ১৮/৪/১৬ দ্র.)। এই ইষ্টিবাগে যাজ্ঞাপাঠের সময়ে হোতা অগ্নিপুচ্ছেরই পিছনে বসে থাকবেন।

ব্রহ্ম এতৎ সান্নিচিত্যে ॥ ৩৪ ॥ [২৭]

অনু.— এই তিনটি অগ্নিচয়ন-সমেত (সোমযোগেই করা হয়ে থাকে)।

ব্যাখ্যা— পুরীষ্যচিতির জন্য মন্ত্রপাঠ (২৫-২৮ সূ.), সঙ্কিত অগ্নির অনুশংসন (৩১ সূ.) এবং বৈশ্বানরেষ্টি (৩৩ সূ.) এই তিনটি কাজ অগ্নিচয়নসংযুক্ত সোমযোগেই অর্থাৎ ইট সাজিয়ে সোমযোগ করলে তবেই করতে হয়, সাধারণ সোমযোগে করতে হয় না। পূর্ববর্তী সূত্রগুলিতে পুরীষ্যচিতি, সঙ্কিত অগ্নি ও অগ্নিপুচ্ছ শব্দের উদ্দেশ্য থাকায় এই সূত্রটি না করলেও চলত, তবুও সূত্রটি করায় এই আভাসই পাওয়া যাচ্ছে যে, কোন কোন চয়নযোগে পুচ্ছ থাকে না। পুচ্ছ না থাকলেও পুরীষ্যচিতির মন্ত্রপাঠ, অনুশংসন ও বৈশ্বানরযোগ সেখানে করতে হবে।

ব্রহ্মাপ্রতিরথং জপিত্বা দক্ষিণতোহগ্নে বহির্বেদ্যান্ত ঔদুম্বরাভিহবনাত্ ॥ ৩৫ ॥ [২৮]

অনু.— ব্রহ্মা অপ্রতিরথ (মন্ত্র) জপ করে (উত্তরবেদির অগ্নিতে) ডুমুরের ডাল আছতি দেওয়া পর্যন্ত অগ্নির ডান দিকে বেদির বাইরে বসে থাকেন।

ব্যাখ্যা— ঔদুম্বরাভিহবন = ঔদুম্বরী + আ-অভি-হবন। অপ্রতিরথ = অপ্রতিরথ ঐন্দ্র ঋষির 'আন্তঃ-' (১০/১০৩) এই সূক্ত। উত্তরবেদিতে অগ্নিপ্রণয়নের আগে ঐষ্টিক বেদির আহবনীয়ে সারা রাত ঘিরে ডুবিয়ে-রাখা তিনটি ডুমুরের ডাল আছতি দিতে হয় (কা. শ্রৌ. ১৮/৩/১৪ দ্র.)। একেই বলে ঔদুম্বরীর অভিহবন। প্রতিগ্রহাতা অগ্নিপ্রণয়নের সময়ে 'ব্রহ্মাপ্রতিরথং জপ' এই শ্রেষ দিলে ব্রহ্মা উত্তরবেদির দিকে যেতে যেতে 'অপ্রতিরথ' সূক্ত জপ করেন (১/১২/২৮ সূ. দ্র.)। এর পর ঔদুম্বরীর অভিহবন পর্যন্ত তিনি অগ্নির ডান দিকে বেদির বাইরে বসে থাকেন। কাত্যায়নের সূত্রক্রম থেকে কিন্তু মনে হচ্ছে আগে অভিহবন এবং পরে অপ্রতিরথ-জপ (কা. শ্রৌ. ১৮/৩/১৪, ১৭ দ্র.)।

উক্তম্ অগ্নিপ্রণয়নম্ ॥ ৩৬ ॥ [২৯]

অনু.— (আগে যে) অগ্নিপ্রণয়ন বলা হয়েছে (তা এই যাগেও করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— আগে যে অগ্নিপ্রণয়নের কথা বলা হয়েছে (২/১৭/২ সূ. দ্র.) তা এখানেও করতে হয়।

দীক্ষিতস্তু বসোর্ধারাম্ উপসর্পেত্ ॥ ৩৭ ॥ [৩০]

অনু.— দীক্ষিত (ব্রহ্মা) কিন্তু বসুধারার কাছে যাবেন।

ব্যাখ্যা— ৩৫ নং সূত্রটিকে এই ৩৭ নং সূত্রের ঠিক আগে রাখাই উচিত ছিল, কিন্তু ৩৪ নং সূত্রের পরেই ঐ সূত্রটিকে রাখায় সূত্রটি অগ্নিচয়নের সঙ্গে যুক্ত বলেই বুঝতে হবে। বর্তমান সূত্রটির তাই অর্থ দাঁড়াচ্ছে— সোমযোগে ব্রহ্মা অগ্নি-প্রণয়নের সময়ে অপ্রতিরথ ঋষির সূক্ত জপ করে ডুমুরের ডাল আছতি দেওয়ার আগে পর্যন্ত বেদিতে অথবা বেদির বাইরে অগ্নির ডান দিকে বসে থাকেন। অগ্নিচয়নযুক্ত সোমযোগে অবশ্য তিনি বেদির বাইরেই বসেন এবং নিজে দীক্ষিত হলে বসার পরে যথাসময়ে উঠে এসে তাঁকে আবার বসুধারার কাছেও যেতে হয়। বৈশ্বানর ইষ্টির পরে ছোট একটি হাতল-লাগান নিছনের দিকে (= তলার) গর্ভ-করা এবং ভিজে মাটি দিয়ে লেগা চার হাত লম্বা জুহু নামে এক বিরাট হাতার মতো পাশ্রে ঘি নিয়ে উত্তর বেদির আহবনীয়ে ঐ ঘি আছতি দিতে হয়। 'বাজস্ব মে-' (বা. স. ১৮/১-২৯) ইত্যাদি উনত্রিংশটি মন্ত্রে এই আছতি দেওয়া হয় এবং যতক্ষণ না মন্ত্রপাঠ শেষ হয় ততক্ষণ অপর একজন ঐ জুহুতে অবিরাম ঘি ঢেলে চলেন। এই আছতির নাম 'বসুধারা'।

নবম কণ্ঠিকা (৪/৯)

[হবির্ধান-প্রবর্তন]

হবির্ধানে প্রবর্তয়তি ॥ ১ ॥

অনু.— (অশ্ববর্ষুরা এর পর) দুটি সোম-শকট নিয়ে যাওয়াবেন।

ব্যাখ্যা— ঐষ্টিক বেদিতে রাজাসঙ্গীতে সোমকে রেবে দেওয়া হয়েছিল। সোমরস-আখতির আগের দিন উপসদ্বৃষ্টির সমাপ্তির পর অশ্ববর্ষু ও প্রতিপ্রহ্নাতা ঐষ্টিক বেদির পূর্ব দিকের দ্বার থেকে হবির্ধান-মণ্ডপে দুটি শকট চালিয়ে নিয়ে যান। ঐ শকট-দুটির নাম 'হবির্ধান' (হবিঃ-√ধা + অন) এবং হবির্ধান-মণ্ডপে ঐ দুই শকট নিয়ে যাওয়াকে বলা হয় 'হবির্ধান-প্রবর্তন'। একটি শকটকে মণ্ডপের মধ্যে বাঁ পাশে এবং অপরটিকে ডান পাশে রাখা হয়।

তদ্ উক্তং সোমপ্রবহণেন ॥ ২ ॥

অনু.— ঐ (হবির্ধান নিয়ে যাওয়ার রীতি) সোমপ্রবহণ (কর্ম) দ্বারা (-ই) বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা— হবির্ধান-প্রবর্তন সোমপ্রবহণের মতোই (৪/৪ সূ. দ্র.)।

দক্ষিণস্য তু হবির্ধানস্যোত্তরস্য চক্রস্যান্তরা বর্ধ্ব পাদয়োঃ ॥ ৩ ॥

অনু.— দক্ষিণ হবির্ধানের বাঁ চাকার আবর্তন-পথ অবশ্য (নিজের) দু-পায়ের মাঝে (যাতে থাকে এমনভাবে শকটের তিন পা পিছনে দাঁড়িয়ে এবং পরে যেতে যেতে মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— সোমপ্রবহণে একটি শকট, এখানে কিন্তু দুটি। লক্ষ্য রাখতে হবে, এখানে ৪/৪/২, ৩ সূত্রানুসারে দাঁড়াবার এবং যাওয়ার সময়ে ডান দিকের শকটের বাঁ দিকের চাকার যে আবর্তন-পথ তা যেন নিজের দু-পায়ের মাঝে বরাবর সমান্তরালে থাকে অর্থাৎ ঐ আবর্তনপথের দু-পাশে তাঁর একটি করে পা থাকবে। “হবির্ধানপ্রবর্তনায়ামুক্তিঃ, দক্ষিণস্য হবির্ধানস্যোত্তরং বর্ধ্বোত্তরস্য চ দক্ষিণম্ অন্তরেণ তিষ্ঠন হবির্ধানাভ্যাম্ প্রবর্তমানাভ্যাম্ ইত্যুক্তঃ, অপেতো জন্যং ভয়মন্যজন্যং চ বৃত্রহন। অপ চক্রা অবৃত্তসত ॥ ইতি দক্ষিণেন প্রপদেন প্রত্যক্ষং লোগম্ অপাস্য”- শা ৫/১৩/১-৩।

যুজে বাৎ ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোতিঃ প্রেতাং যজ্ঞস্য শংভুবা যুবাং যমে ইব যতমানে যদৈতমধি দুরোরদধা

উক্ধ্যাং বচ ইত্যর্ধচ আরমেদ অব্যবস্তা চেদ ররাটী ॥ ৪ ॥

অনু.— (হবির্ধান-প্রবর্তনে পাঠ্য মন্ত্র হল) ‘যুজে-’ (১০/১৩/১), ‘প্রেতাং-’ (২/৪১/১৯-২১), ‘যমে-’ (১০/১৩/২), ‘অধি-’ (১/৮৩/৩)। যদি ররাটী না-বাঁধা (থাকে তাহলে শেষ মন্ত্রের) প্রথম অর্ধাংশে থাকবেন।

ব্যাখ্যা— ররাটী = ললাটী = হবির্ধান-মণ্ডপের পূর্ব দিকের দ্বারে কুশের অথবা কাশের তৈরী যে মালা লাগান থাকে, সেই মালা। ঐ. ব্রা. ৫/৩ অংশে এই মন্ত্রগুলিই বিহিত হয়েছে। শা. ৫/১৩/৪-১০ সূত্রে ২/৪১/১৯, ২০; ১/২২/১৪; ১০/১৩/২; ১/৮৩/৩; ৫/৮১/২; ২/৪১/২১; ১/১০/১২ মন্ত্র বিশেষ কার্যে বিহিত হয়েছে।

বিশ্বা রূপাণি প্রতি মুঞ্চতে কবির ইতি ব্যবস্তারাম্ ॥ ৫ ॥

অনু.— (ররাটী) বাঁধা হলে (ররাটীর দিকে তাকিয়ে) ‘বিশ্বা-’ (৫/৮১/২) এই (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যদি তখনও মেঘী স্থাপন করা না হয়ে থাকে তাহলে এই ‘বিশ্বা-’ মন্ত্রের প্রথম অর্ধাংশ পর্যন্ত পড়ে থেমে যাবেন। মেঘী হচ্ছে হির শকটকে মাটির উপর খরে রাখার জন্য ঠেঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে শকটের সামনের দিকে মাটির উপর লম্বভাবে রাখা কাঠ। শকট দুটি বলে মেঘীও দুটি। ঐ. ব্রা. ৫/৩ অংশে এই মন্ত্রে ররাটীর দিকে দৃষ্টিপাত করতে বলা হয়েছে।

মেখ্যোর উপনিহত্যোঃ পরি ত্বা গির্বলো গির ইতি পরিদধ্যাত্ ॥৬॥

অনু.— দুই মেথী স্থাপন করা হলে ‘পরি-’ (১/১০/১২) এই (মন্ত্রে হবির্ধান-প্রবর্তনের মন্ত্রপাঠ) শেষ করবেন।

ব্যাখ্যা— শকট দুটি বলে মেথীও এখানে দুটি। কেউ কেউ আগে মেথী স্থাপন করে পরে ররাটি বাঁধেন। তাহলেও হোতা সূত্রে বিহিত ক্রম অনুযায়ীই মন্ত্র পাঠ করবেন। ঐ. ব্রা. ৫/৩ অংশেও বলা হয়েছে যে, এই মন্ত্রটিতেই পাঠ সমাপ্ত করতে হবে। মেথী-স্থাপন ও দুই শকটকে আচ্ছাদিত করার পরে মন্ত্রটি পাঠ করতে হয়। শা. ৫/১৩/১০ অনুসারেও এইটি শেষ মন্ত্র।

দশম কণ্ডিকা (৪/১০)

[অগ্নি সোম প্রশয়ন, ব্রহ্মার আসনগ্রহণ]

অগ্নীবোমৌ প্রবেষাত্সু তীর্ধেন প্রপদ্যোত্তরেণাগ্নীদ্বীয়ায়তনং সদশ্ চ পূর্বরা দ্বারা পত্নীশালাং প্রপদ্যোত্তরেণ

শালামুখীয়ম্ অতিব্রজ্য পশ্চাদ্ অসোপবিশ্য প্রেবিতোহনুভূত্বাৎ সাবীর্হি দেব প্রথমায়

পিদ্রে বধ্যাধমস্মৈ বরিমাধমস্মৈ। অখান্মভ্যং সবিতঃ সর্বভাতা

দিবে দিব আ সুবা ছুরি পঞ্চ ইত্যাসীনঃ ॥ ১ ॥

অনু.— (ঋত্বিকেরা) অগ্নি এবং সোমকে নিয়ে যেতে থাকবেন বলে (হোতা) তীর্ধ দিয়ে প্রবেশ করে অগ্নীদ্বীয়া-মণ্ডপের এবং সদ্যমণ্ডপের উত্তর দিক দিয়ে (এসে ঐষ্টিক বেদির) পূর্ব দিকের দ্বার দিয়ে পত্নীশালায় প্রবেশ করে প্রাচীনবংশশালায় মুখে অবস্থিত আহবনীয়ের উত্তর দিক দিয়ে এগিয়ে গিয়ে এই (অগ্নির) পিছনে বসে (অধ্বর্যু দ্বারা) নির্দিষ্ট হয়ে বসে বসে ‘সাবী-’ (সু.) এই (মন্ত্রটি) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— শালামুখীয় = প্রাগ্‌বংশশালায় মুখে অবস্থিত আহবনীয়ায় অগ্নি। সোমক্রয়ের পর সোমকে ঐষ্টিক বেদিতে রাজাসন্যীতে রেখে দেওয়া হয়। ঔপবসন্য দিনে ঐ সোমকে হবির্ধান-মণ্ডপে এবং ঐষ্টিক বেদির আহবনীয়ায় অগ্নিকে অগ্নীধ্র-আগারের বিম্বের নিয়ে যেতে হয়। এই কর্মের নাম ‘অগ্নীবোম-প্রশয়ন’। অগ্নীবোম-প্রশয়নের আগে হোতাকে আবার তীর্ধ পথ ধরে এসে অগ্নীদ্বীয়ায় বিম্ব্য এবং সদ্যমণ্ডপের উত্তর দিক দিয়ে গিয়ে ঐষ্টিক বেদির পূর্বদ্বার দিয়ে ঐ বেদিতে প্রবেশ করতে হয়। তার পর ঐ মণ্ডপের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যে পত্নীশালা আছে সেখানে এসে সেখানে (থেকে) উত্তর দিক দিয়ে আহবনীয়ায় কুণ্ডকে অতিক্রম করে গিয়ে ঐ অগ্নিকুণ্ডের পিছনে এসে তিনি বসেন। এর পর অধ্বর্যুর কাছ থেকে ‘অগ্নীবোমাভ্যং প্রণীয়মানাভ্যাম্ অনুভূত্বি’ (আপ. শ্রৌ. ১১/১৭/২) এই শ্রেণি পেয়ে বসে বসে তিনি ‘সাবী-’ মন্ত্রটি পাঠ করেন। ‘তীর্ধেন প্রপদ্য’ বলার তাৎপর্য এই যে, যজ্ঞভূমিতে আগে তীর্ধপথ ধরে প্রবেশ করে থাকলেও এখন আবার এই নিয়মটি অবশ্যই পালন করতে হবে। ‘উপবিশ্য’ বলার পর আবার ‘আসীনঃ’ বলায় অধ্বর্যুরা যেতে থাকলেও হোতাকে এই মন্ত্রটি বসে বসেই পাঠ করতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অগ্নি-সোম প্রশয়নের ঠিক আগে ঐষ্টিক বেদির আহবনীয়ায় পলাশ কাঠের তৈরী প্রচরনী নামে একটি হাতা দিয়ে প্রথমে সোম এবং পরে অশ্ব দেবতার উদ্দেশে হোম করতে হয়। এই হোমের নাম ‘বৈসর্জন হোম’ (কা. শ্রৌ. ৮/৭/১, ২ ব্র.)। ঐ. ব্রা. ৫/৪ অংশে আনুবসিক কর্মের কথা বলা না থাকলেও ‘সাবী-’ মন্ত্রটির উল্লেখ কিন্তু সেখানে আছে। ‘মিতেব্ যজ্ঞাগারেঋগ্নীবোমৌ প্রশয়ন্তি; ততঃপ্রভৃত্যানুবধ্যায়াঃ সংস্থানাদ্ অন্তরেণ চাত্বালাত্করৌ তীর্ধম্; তেন প্রশয়ঃ; উত্তরেণাগ্নীদ্বীয়াং বিম্ব্যং সদশ্ চ পদ্যঃ; উত্তরেণাধ্বর্যু যজ্ঞপাত্রাণি চ পূর্বরা দ্বারা শালাং প্রশয়ঃ; শালামুখীয়স্য পশ্চাদ্ উপবিশ্য; অগ্নীবোমাভ্যং প্রণীয়মানাভ্যাম্ ইত্যুক্তঃ; সাবীর্হি পঞ্চঃ ইত্যাসীনোহন্যুত্’— শা. ৫/১৪/১-৮। অতিব্রজ্য = অতিক্রম করে।

অনুরজন্য উত্তরাঃ ॥ ২ ॥

অনু.— (অগ্নি ও সোমের) পিছনে যেতে যেতে পরবর্তী (মন্ত্রগুলি পাঠ করবেন)।

শ্রৌত ব্রহ্মণস্পতিহোতা দেবো অমর্ত্যঃ পুরন্দাদুশ দ্বায়ে দিবে দিবে
দোষাবক্তরূপ শ্রিয়ং পনিপ্ততম্ ইত্যর্থঃ আরমেহ্ ॥ ৩ ॥

অনু.— (ঐ পরবর্তী) মন্ত্রগুলি হচ্ছে 'শ্রৌত'- (১/৪০/৩), 'হোতা'- (৩/২৭/৭-৯), 'উপ দ্বায়ে'- (১/১/৭-৯)।
'উপ শ্রিয়ং'- (৯/৬৭/২৯) এই (মন্ত্রের) অর্ধাংশে থামবেন।

ব্যাখ্যা— শা. ৫/১৪/৯-১১ সূত্রেও এই মন্ত্রগুলি বিহিত হয়েছে, কিন্তু সেখানে প্রথমে 'উত্তিত'- (১/৪০/১) এই অতিরিক্ত
একটি মন্ত্র আছে এবং শেষ 'উপ'- মন্ত্রটি নেই। ঐ. ব্রা. ৫/৪ অংশে এই মন্ত্রগুলির উল্লেখ রয়েছে।

আগ্নীশ্রীয়ে নিহিতে হুতিভুয়মানেহ্যে জুযস্ব প্রতিহর্ষ তদ্ বচ ইতি সমাপ্য প্রণবেনোপগমেহ্ ॥ ৪ ॥ [৩]

অনু.— আগ্নীশ্রীয় বিবেক স্থাপিত (ঐ অগ্নিতে) আছতি দেওয়া হতে থাকলে 'অগ্নে'- (১/১৪৪/৭) এই (মন্ত্রের
পাঠ) শেষ করে (যথারীতি) প্রণব দিয়ে থামবেন।

ব্যাখ্যা— প্রসঙ্গত শ. ব্রা. ৩/৬/৩/১২ এবং আপ. শ্রো. ১১/১৭/৪ স্র.। শা. ৫/১৪/১৪ সূত্রেও অধ্বর্যু আছতি দিতে থাকলে
এই মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে বলা হয়েছে।

উত্তরেণাগ্নীশ্রীম্ অতিব্রজত্বতিব্রজ্য সোমো জিগাতি গাতুবিদ্ দেবানাং
তমস্য রাজ্ঞা বরুণস্তমশ্বিনেত্যর্থঃ আরমেহ্ ॥ ৫ ॥ [৪]

অনু.— আগ্নীশ্রীয় (বিবেকের) উত্তর দিক দিয়ে (ঋত্বিকেরা সোম নিয়ে) এগিয়ে যেতে থাকলে (হোতাও সেইভাবে)
এগিয়ে গিয়ে 'সোমো'- (৩/৬২/১৩-১৫) (মন্ত্রটি পাঠ করবেন)। 'তমস্য'- (১/১৫৬/৪) এই (মন্ত্রের প্রথম) অর্ধাংশে
থামবেন।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৫/৪ অংশেও এই মন্ত্রগুলি পাই। শা. ৫/১৪ ১৫-১৭ অনুসারে আগ্নীশ্রীয় বিবেকের অগ্নির উত্তর দিকে
সহযাত্রীদের পিছনে যেতে যেতে 'সোমো-', আহবনীয়ে আছতিদানের সময়ে 'উপ'- (৯/৬৭/২৯) এবং হবির্ধানমণ্ডপের পূর্ব দ্বার
দিয়ে সোমকে আনা হতে থাকলে 'তম'- মন্ত্র পাঠ করতে হয়। স্র. যে, আগ্নীশ্রীয় বিবেককে উত্তর দিক দিয়ে (অন্যরা) অতিক্রম করে
যেতে থাকলে (হোতা নিজেও সেই স্থান) অতিক্রম করে গিয়ে 'সোমো-' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করবেন— এই অর্থও সম্ভব।

প্রপাদ্যমানং রাজানম্ অনুপ্রপদ্যেত অস্ত-শ্চ প্রাগা অদিতির্ভবাসি

শ্যোনো ন যোনিং সদনং ধিরা কৃতম্ ॥ ৬ ॥ [৫]

অনু.— সোমকে (পূর্বদ্বার দিয়ে হবির্ধান-মণ্ডপে) প্রবেশ করান হতে থাকলে পিছন পিছন 'অস্ত'- (৮/৪৮/২),
'শ্যোনো'- (৯/৭১/৬) (মন্ত্রে তিনিও ঐ মণ্ডপে) প্রবেশ করবেন।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৫/৪ অংশেও এই মন্ত্রটি পাওয়া যায়, তবে সেখানে সোম মণ্ডপস্থ শকটের নিকটবর্তী হলে 'শ্যোনো'- মন্ত্রটি
পাঠ করতে বলা হয়েছে। শা. ৫/১৪/১৮, ১৯ অনুযায়ী অপরোরা হবির্ধানমণ্ডপে প্রবেশ করলে 'অস্ত'- মন্ত্রে হোতাকে সেখানে
প্রবেশ করতে হয় এবং দক্ষিণ হবির্ধান-শকটে সোম রাখা হলে উত্তর দিকে দক্ষিণমুখ হয়ে দাঁড়িয়ে 'শ্যোনো'- মন্ত্রটি তিনি পাঠ
করেন।

অস্তদ্ধাদ্ দ্যামসুরো বিশ্ববেদা ইতি পরিদধ্যাদ্ উত্তররা বা ক্ষেমাচারে ॥ ৭ ॥ [৫]

অনু.— 'অস্ত'- (৮/৪২/১) এই (মন্ত্রে পাঠ) শেষ করবেন। মঙ্গল-অনুষ্ঠানে পরের (মন্ত্র) দ্বারাই (পাঠ শেষ
করবেন)।

ব্যাখ্যা— বা = - ই। মঙ্গলার্থে অর্থাৎ মনের মধ্যে কোন ভয় বাসা বেঁধে থাকলে সেই ভয় দূর করার প্রয়োজনে 'অস্ত'- মন্ত্রে

নয়, পরবর্তী 'এবা-' (৮/৪২/২) মন্ত্বেই অগ্নি-সোম-প্রণয়নের মন্ত্রপাঠ শেষ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ৫/৪ অংশে বলা হয়েছে— 'তং যদূপ বা ধাবেয়ুর্ অভয়ং বেচ্ছেরস্বেবা বন্দ্য বরুণং বৃহস্পতিম্ ইত্যেতয়া পরিদধ্যাত্। শা. ৫/১৪/২০ অনুযায়ী 'এবা-' মন্ত্বেই পাঠের সমাপ্তি ঘটতে হয়।

ব্রহ্মৈবম্ এব প্রপদ্যাপরেণ বেদিম্ অতিব্রজ্য দক্ষিণত শালামুখীম্যোপবিশেত্ ॥ ৮ ॥ [৬]

অনু.— ব্রহ্মা এইভাবেই (আহবনীয়ের উত্তর দিক দিয়ে) এগিয়ে গিয়ে বেদির পশ্চিম দিক দিয়ে এগিয়ে এসে ঐষ্টিক বেদির আহবনীয়ের ডান দিকে বসবেন।

ব্যাখ্যা— ব্রহ্মা ১ নং সূত্রের 'অতিব্রজ্য' পর্যন্ত সব নিয়ম অনুসরণ করে তার পরে বেদির পশ্চিম দিক দিয়ে এগিয়ে গিয়ে আহবনীয়ের অদূরে ডান পাশে বসেন। ব্রহ্মা এইভাবেই প্রবেশ করে পশ্চিম দিক দিয়ে বেদিকে অতিক্রম করে প্রাচীনবংশশালার মুখে অবস্থিত আহবনীয়ের ডান গিয়ে বসবেন— এই অর্থও সম্ভব।

স হোতারম্ অনুত্থায় যথেষ্টম্ অগ্রতো ব্রজেদ্ যদি রাজানং প্রশয়েত্ ॥ ৯ ॥ [৭]

অনু.— তিনি যদি সোম-প্রণয়ন করেন তাহলে হোতার (ওঠার) পরে উঠে দাঁড়িয়ে যেমনভাবে এসেছিলেন (তেমনভাবে) সামনে এগিয়ে যাবেন।

ব্যাখ্যা— ব্রহ্মা নিজেই অথবা যজ্ঞমান হবির্ধান-মণ্ডপে সোম নিয়ে যেতে পারেন (কা. শ্রী. ১১/১/১৩, ১৪ ব্র.)। যদি ব্রহ্মা সোম-প্রণয়ন করেন তাহলে ২ নং সূত্র অনুযায়ী হোতার উঠে-পড়ার পর ৮ নং সূত্রানুসারে তীর্থ ইত্যাদি যে পথ ধরে তিনি (= ব্রহ্মা) নিজে এসেছিলেন ঠিক সেই পথ ধরেই এখন ফিরে গিয়ে তার পরে হবির্ধান-মণ্ডপের দিকে এগিয়ে যাবেন।

উক্তম্ অপ্রণয়তঃ ॥ ১০ ॥ [৮]

অনু.— অ-প্রণয়নকারীর (কর্তব্য আগে) বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— ব্রহ্মা সোম-প্রণয়ন না করলে ১/১২/৮, ২৮ অংশে যেমন বলা হয়েছে সেই অনুযায়ী কাজ করবেন। যদি সোম-প্রণয়ন করেন তাহলে পরবর্তী সূত্র অনুযায়ী তাঁকে বসতে হবে।

প্রাপ্য হবির্ধানে গৃহপতয়ে রাজানং প্রদায় হবির্ধানে অগ্নেণাপরেণ

বাতিব্রজ্য দক্ষিণত আহবনীর্যোপবিশেত্ ॥ ১১ ॥ [৯]

অনু.— দুই হবির্ধান-শকটের কাছে এসে যজ্ঞমানকে সোমলতা প্রদান করে দুই শকটের (অথবা সোমের) সামনে অথবা পিছন দিয়ে অতিক্রম করে এসে আহবনীয়ের ডান দিকে বসবেন।

ব্যাখ্যা— সূত্রে দ্বিতীয় বার 'হবির্ধানে' বলায় কেবল সোমের নয়, শকটেরও সামনে অথবা পিছন দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। 'হবির্ধানে' না বললে (রাজার =) সোমলতারই সামনে অথবা পিছন দিয়ে যেতে হত। ব্রহ্মা যদি সোমকে প্রণয়ন করেন তবেই এই নিয়ম। কর্মের ক্রম হবে ৮, ৯, ১১ নং সূত্র অনুযায়ী। প্রসঙ্গত ১৫ নং সূত্রও ব্র.

অগ্নিপুচ্ছস্য সান্নিচিত্যায়াম্ ॥ ১২ ॥ [১০]

অনু.— অগ্নিচয়ন-সমিত (সোমযাগক্রিয়ায় ব্রহ্মা) অগ্নিপুচ্ছের (ডান দিকে বসবেন)।

ব্যাখ্যা— চয়নযোগে অগ্নি-প্রণয়ন না করলেও ব্রহ্মাকে অগ্নিপুচ্ছের পিছনে গিয়ে বসতে হয়।

এতদ্ ব্রহ্মাসনং পশৌ ॥ ১৩ ॥ [১১]

অনু.— (অগ্নীষোমীয়) পশুযোগে এই (স্থানই হল) ব্রহ্মার বসার জায়গা।

ব্যাখ্যা— অগ্নীষোমীয় পশুযাগেও ব্রহ্মা উত্তরবেদির আহবনীয়েরই ডান দিকে বসবেন। ইষ্টিগুলির ক্ষেত্রে তিনি বসবেন ঐষ্টিক বেদির আহবনীয়ের ডান দিকে। যা ঠিক ইষ্টিযাগও নয়, পশুযাগও নয়, সেই ঘর্ম প্রভৃতি অন্যান্য অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে কিন্তু আহবনীয়ের নয়, ঐ ঐ ঘর্ম প্রভৃতিরই ডান দিকে তাঁকে বসতে হয়।

প্রাতঃ চা বপাহোমাত্ ॥ ১৪ ॥ [১২]

অনু.— এবং (সোমরস-আহতির দিনে) সকালে (সবনীয় পশুযাগের) বপাহোম পর্যন্ত (ব্রহ্মা আহবনীয়ের ডান দিকে বসবেন)।

ব্যাখ্যা— সোমযাগের দিনে যে পশুযাগ হয় তার নাম 'সবনীয় পশুযাগ'। সেই সবনীয় পশুযাগে সকালে ঐ যাগের উপাকরণ থেকে বপাহোম পর্যন্ত অংশগুলির অনুষ্ঠান হয়। তার পর ব্রহ্মা, অধ্বর্যু এবং যজমান সদোমগুণে প্রবেশ করে সোমযাগের যাবতীয় আহতিদ্রব্য ও পাত্রকে উপস্থান করেন। সদোমগুণে প্রবেশের আগে পর্যন্ত ব্রহ্মা আহবনীয়ের ডান দিকে বসবেন। তার পরে তাঁকে সদোমগুণেই বসে থাকতে হয়। বিশেষ বিধান থাকলে অবশ্য অন্যত্র তিনি বসতে পারেন।

যদি ত্বগ্নেণ প্রত্যোয়াত্ প্রপাদ্যমানে ॥ ১৫ ॥ [১৩]

অনু.— কিন্তু যদি সামনে দিয়ে (গিয়ে থাকেন তাহলে সোমলতাকে হবির্ধান মণ্ডপে) প্রবেশ করান হতে থাকলে ফিরে আসবেন।

ব্যাখ্যা— ১১ নং সূত্র অনুযায়ী ব্রহ্মা যজমানের হাতে সোমলতা দিয়ে যদি হবির্ধান-শকট ও সোমলতার সামনে দিয়ে গিয়ে আহবনীয়ের ডান দিকে বসে থাকেন (কা. শ্রৌ. ৮/৭/১, ২; আপ. শ্রৌ. ১১/১৭/১৫ দ্র.) তাহলে সোমকে হবির্ধান-মণ্ডপে প্রবেশ করাবার সময়ে (৬ নং সূ. দ্র.) তিনি আবার ফিরে আসবেন। আসবেন ঐ সোম এবং আহবনীয়ের মাঝে যাতে নিজের দ্বারা কোন ব্যবধান না ঘটে সেই উদ্দেশ্যেই। আসার পর হবির্ধান-মণ্ডপে সোমলতা নিয়ে যাওয়া হয়ে গেলে আবার আহবনীয়ের ডান দিকে গিয়ে বসবেন। প্রশ্ন জাগে যে, যদি আহবনীয়ের দিকে গিয়ে তখনই আবার তাঁকে ফিরে আসতে হয় তাহলে তিনি আহবনীয়ের দিকে যাচ্ছেন কেন? তিন অগ্নিতেই 'বৈসর্জন হোম' নামে হোম করতে হয়। আহবনীয়ে ঐ হোমের সময়ে ডান দিকে (কা. শ্রৌ. ৮/৭/১, ২; আপ. শ্রৌ. ১১/১৭/১৫ দ্র.) বসতে হয় বলেই তিনি আহবনীয়ের দিকে যাচ্ছেন। শকট ও সোমলতার পিছন দিয়ে গিয়ে থাকলে অবশ্য ফিরে আসতে হয় না, কারণ সে-ক্ষেত্রে ব্যবধানের কোন আশঙ্কা থাকে না।

একাদশ কণ্ডিকা (৪/১১)

[অগ্নীষোমীয় পশুযাগ, দেবসূযাগ]

অথাগ্নীষোমীয়েণ চরন্তি ॥ ১ ॥

অনু.— এর পর অগ্নীষোমীয় (পশু) দ্বারা অনুষ্ঠান করবেন।

ব্যাখ্যা— যদিও সোমযাগে অগ্নীষোমীয়, সবনীয় এবং অনুবক্ষ্য এই তিনটি পশুযাগ হয়, তাহলেও প্রথম যাগের যুগটিই অপর দুটি যাগেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কা. শ্রৌ. ১/৭/১৫ দ্র.।

উত্তরবেদ্যাম্ আ দশপ্রদানাত্ ॥ ২ ॥

অনু.— দশপ্রদান পর্যন্ত (সব কাজ) উত্তর বেদিতে (করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রসঙ্গত ৩/১/২০ সূ. দ্র.। পরবর্তী সূত্রে দশপ্রদানের পরে সদোমগুণে প্রবেশের কথা বলা থাকলেও এবং তা থেকে

পূর্ববর্তী কাজগুলি উত্তরবেদীর কাছে করতে হয় বলে বোঝা গেলো আলোচ্য সূত্রটি করা হয়েছে এই কথা বুঝাতে যে, আনুব্রত পণ্ডবাগে সংশ্লিষ্ট কর্মগুলি সদোমণ্ডপে করতে হলেও দণ্ডপ্রদান পর্যন্ত সব কাজ উত্তরবেদীর কাছেই করতে হবে।

দণ্ডং প্রদায় মৈত্রাবরুণম্ অত্রাতঃ কৃৎস্নোত্তরেন হবির্ধানেন অতিব্রজ্য পূর্বরা দ্বারা সদঃ প্রপদ্যোত্তরেন যথাং
 বিজ্যাব্ অতিব্রজ্য পশ্চাত্ স্বস্য বিজ্যাস্যোপবিশতি হোতা ॥ ৩ ॥

অনু.— দণ্ডপ্রদান করে মৈত্রাবরুণকে সামনে রেখে দুই হবির্ধান-শকটের উত্তর দিক দিয়ে এগিয়ে গিয়ে পূর্ব দিকের দ্বার দিয়ে সদোমণ্ডপে প্রবেশ করে উত্তর দিক দিয়ে (তারা) নিজ নিজ দুটি বিজ্যাকে ছাড়িয়ে গিয়ে (তার পরে শুধু) হোতা নিজ বিজ্যের পিছনে বসেন।

ব্যাখ্যা— সূত্রে দ্বিতীয়বার ‘বিজ্যস্য’ বলার পণ্ডবাগের মাঝে কোন আগন্তক ইষ্টিকর্ম অনুষ্ঠিত হলে সে-ক্ষেত্রেও হোতা ঐষ্টিক বেদীর উত্তর প্রাণিতে নয়, নিজ বিজ্যেরই পিছনে বসে থাকবেন। ‘যথাং’ বলার বারি যেটি নিজ বিজ্য তিনি শুধু সেই নিজ বিজ্যেরই উত্তর দিকে এগিয়ে যাবেন, দুটি বিজ্যই তাঁকে অতিক্রম করতে হবে না।

অবতিষ্ঠত ইতরঃ ॥ ৪ ॥

অনু.— অপর (জন) দাঁড়িয়ে থাকবেন।

ব্যাখ্যা— হোতা এবং মৈত্রাবরুণ দু-জনেই সদোমণ্ডপে প্রবেশ করলেও হোতাই বসবেন, মৈত্রাবরুণ কিন্তু নিজ বিজ্যের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

যদি সেবসূনাং হবীংব্যাবাতয়েয়ুর্ অগ্নির্ গৃহপতিঃ সোমো বনস্পতিঃ সবিতা
 সত্যপ্রসবো বৃহস্পতির্ বাচস্পতির্ ইন্দ্রো জ্যেষ্ঠো মিত্রঃ সত্যো
 বরুণো ধর্মপতী রুদ্রঃ পশুমান্ পশুপতির্ বা ॥ ৫ ॥

অনু.— যদি সেবসূনের যাগ অন্তর্ভুক্ত করেন তাহলে গৃহপতি অগ্নি, বনস্পতি সোম, সত্যপ্রসব সবিতা, বাচস্পতি বৃহস্পতি, জ্যেষ্ঠ ইন্দ্র, সত্য মিত্র, ধর্মপতি বরুণ, পশুমান্ বা পশুপতি রুদ্র (হবেন ঐ সেবসূ-যাগের দেবতা)।

ব্যাখ্যা— এঁরা ‘অঘারাত’ দেবতা। এঁদের বিশেষণগুলি লক্ষ্যীয়। ঐ. ত্রা. গ্রন্থে কিন্তু এই যাগগুলির কোন উল্লেখ নেই। সূত্রে ‘যদি’ বলার বোঝা যাচ্ছে এই সেবসূ-হবির্বাগ আবশ্যিক নয়, না করলেও চলে।

ত্বম্বে বৃহদ্বরো হব্যাবাতগিরজরঃ পিতা নত্বং চ সোম নো বশো ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ কবীনাং কিমসেবাং
 সত্পতিং ন প্রমিহে সবিতুর্সেব্যস্য তদ্বৃহস্পতিঃ প্রথমং বাচো অত্র হসৈরিব সবিত্তির্বাচস্পতিঃ
 প্র সসাহিবে পুরুহুত শব্রুন্ তুব্রুনিম্ন ব্রহ্মা মহাননমীবাং ইতরা মদন্তঃ প্র স মিত্র
 মর্তো অস্ত প্রমহাংস্তো নষ্টবান্ মহিমার্ গৃহতে দ্বরা বহো মুমুকতে। স্বং
 বিশ্বান্মান্ তুবনাত্ পাসি ধর্মণা। সূর্বাচ্ পাসি ধর্মণা। স্বচ্ কিকেলং বরুণ
 সৈবো জন উপ তে দ্রোমান্ পশুপা ইবাকরম্ ইতি যে ॥ ৬ ॥

অনু.— (ঐ যাগে অগ্নির অনুবাক্য ও যাচ্চ্য) ‘ত্বম্’ (৮/১০২/১), ‘ইব’ (৫/৪/২); (সোমের) ‘স্ব’ (১/৯১/৬), ‘ব্রহ্মা’ (৯/৯৬/৬); (সত্যপ্রসব সবিতার) ‘আ’ (৫/৮২/৭), ‘ন’ (৪/৫৪/৪); (বৃহস্পতির) ‘বৃহ’ (১০/৭১/১), ‘হসৈ’ (১০/৬৭/৩); (ইন্দ্রের) ‘প্র স’ (১/৮১৮০/১), ‘তুব’ (১০/৫০/৪); (মিত্রের) ‘অন’ (৩/৫৯/৩), ‘প্র স’ (৩/৫৯/২); (বরুণের) ‘দ্বা’ (সু.), ‘ইভ্’ (৭/৮৯/৫); (রুদ্রের) ‘উপ’ (১/১১৪/৯) ইত্যাদি দুটি (মন্ত্র)।

[সর্বপৃষ্ঠ, উপযুক্ত অঙ্কির নিয়ম, বসন্তবরী]

যদ্যু বৈ সর্বশৃষ্ঠান্যমিগ্নির্গারজপ্রিব্ধং রাখন্তরো বাসস্তিক ইন্দ্রোঽষ্টভূতঃ পঞ্চদশো বাহ্বতো ঔষ্মো বিধে দেবা জাগতাঃ
সপ্তদশা বৈরাগ্যা বার্ষিকা মিত্রাবরণশাবানুইত্যাবেকবিংশৌ বৈরাটৌ শারটৌ বৃহস্পতিঃ পাঙ্ডুল্লিপিবঃ
শাকরো হৈমন্তিকঃ সবিতাতিজহাদ্রাজপ্রিয়শো রৈবতঃ শৈশিরোহদিতির্বিষ্ণুপদ্মনুমতিঃ ।। ১।।

অনু.— আর যদি সর্বপৃষ্ঠ যাগ করেন তাহলে দেবসূযাগের (দেবতা হন) অগ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু দেবাঃ, মিত্র-বরুণ, বৃহস্পতি, সবিতা, অদিতি, অনুমতি।

ব্যাখ্যা— গায়ত্রী, ত্রিবৃত্ত, রাধান্তর, বাসন্তিক ইত্যাদি পদগুলি দেবতারই বিশেষ্য। প্রথম ছয় দেবতার চারটি করে বিশেষণ। অদিতির বিশেষণ শুধু বিষ্ণুপত্নী। অনুমতির কোন বিশেষণ নেই। দেবস্বাণের বিকল্প হচ্ছে এই সর্বপৃষ্ঠ বাণ। দুটিই অথারাত। 'সর্বপৃষ্ঠানীতি বক্ষ্যমাণানাং হবিষাং সংজ্ঞা' (বুদ্ভি)— 'সর্বপৃষ্ঠ' হচ্ছে এই আছতিগুলির নাম মাত্র।

समिदंदिशामाश्रया नः सर्विन् मधुरेतो माधवः पाद्विमान्। अग्निर्येवो दूरीतुलनात् इमं कथं नक्तु पाद्विमान्।

রথস্বর সামন্তি: পাশ্চাত্য গারজী ছন্দসং বিধরূপ। ত্রিবৃ নো বিষ্টমা স্তোমো অহং সমুদ্রো বাত

ইদমোজঃ শিবর্চ। উগ্রা দিশামভিত্ত্বতির্বয়োঃ শুচিঃ শুক্রে অহন্যোজসীনাম্। ইন্দ্রাধিপতিঃ

निपुतामतो नो महि कत्रं विधतो धारणेदम् । बृहत्साम कत्रं कद्रं बृहद्व्यां त्रिष्टुतोऽथः

ଉଚ୍ଚିତମୁଦ୍ରାବିରମ୍ । ଇନ୍ଦ୍ରୋଦ୍ୟୋମେନ ପଞ୍ଚମଶେନ ମଧ୍ୟାମିଦଂ ବାଞ୍ଚେନ ସମଗ୍ରେଣ ବଳଂ । ପ୍ରାଣୀ ନିଧୀଃ

সহযোগী যশস্বর্তী বিধে সেবাঃ প্রাপ্যবাহার স্ববর্তী। ইদং ক্ষত্র্য দুইয়মব্রোজোৎসনাধ্বাঃ

সহস্রং সহস্রত। বৈরাগ্যে সামগ্ৰিক তত্ত্বকোষং জগতোন্যং বিদ্যাকোষদ্বয়ানি। বিখ্যে দেবাঃ

সম্পদশেখন বর্চ ইয়াং কক্স সলিগবাভাভুগ্ৰয। ধৰ্মী দিনাং কক্সমিদং দাধাৰোপক্ৰাণানার

ମିତ୍ରବନ୍ଧୁଜୀ: ମିତ୍ରାବଳୀ ଶରଦାହାର ଟିକିଦ୍ୱୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା ଶର୍ମ ବଞ୍ଚିତମ ।

বৈরাগ্যে সাময়িকি যে মনীবানষ্টতা সংভূত বীৰ্য সহঃ। ইদং কৃত্যং মিত্রবাদার্হদানং

মিত্রাবরণা রক্তমাখিগাড়ে। সখাড্রিশাং সহস্রাঙ্গী সহবৃত্ত্যর্চয়মস্তো বিটুলা নমঃ

পিলুর্ড। অবসান। বাত্ম। বহুতী ন (ড) শকরীয়াং বহুতী নো। বহুতী। বহুতী। বহুতী।

নঃ পরবর্তী দিশাঃ দেবাবত নো যত্যাচী। ৬ঃ গোপাঃ পর এতাত পশ্চাদ

ब्रह्म-महर्षिः ब्राह्मणः । ईश्वरः दिनाः इति ब्राह्मणो ब्रह्मणः महर्षिः महर्षेण

ଅବିଧା ନା ଆହାସ । ବିବିଧ ଆମାସିକାୟା ବିବିଧାଃ । ସାଧୁନଃ ସ୍ଥାନା ନା ଅସ ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ. ਅੰਨਾਮਾਏ ਸਵਾਮੀ (ਜੀ) ਵਿਕਾਸਸਾਥ ਲਾਭੀ (ਜੀ) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ. ਅੰਨਾਮਾਏ ਸਵਾਮੀ

অনিবার্যভাবে প্রকৃত সত্যকে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতে হয়। অতএব প্রকৃত সত্যকে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতে হয়।

[illegible]

ସମସ୍ତେ ସାଧୁ ଶାନ୍ତିପ୍ରାପ୍ତି । ବୃହନ୍ନୀଳକଣ୍ଠାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦର୍ଶନ : ଜଗଦ୍‌ଆତ୍ମା ଏହି ଆତ୍ମା ନୁହେଁ
 ବିଷୟର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣ : ଅଭିଜ୍ଞାନ ଭବନାଶୋଭା କବିରାଜ : ବିଷୟର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣ : ଅଭିଜ୍ଞାନ ଭବନାଶୋଭା

বিশেষ দিবে। যখন নৃশংস অশেনার অগণ্য বিকৃষ্ট। যাচাই করিয়া

সুপ্রতিঃ শিবী নৌ অস্বামিতঃ সমুদ্রে। অনু নৌদ্যানুমাতিবজঃ দেবেষু মন্যতাম্।
 অস্বিতঃ অস্বামিতঃ অস্বামিতঃ অস্বামিতঃ অস্বামিতঃ অস্বামিতঃ অস্বামিতঃ অস্বামিতঃ অস্বামিতঃ অস্বামিতঃ

ଆମ୍ଭଙ୍କ ହସ୍ତାବଳୀର ଅବସର ମାତ୍ର ୧୫ ମାସ। ଆସିନୁମତେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବାଟ

নক্ষত্র। কক্ষের সকল নৌ দিনু গ্রন আয়তনের তারিফ। ॥ ২॥

অনু.—(সর্বগুণে অধির) 'সমিধ'- (সু.), 'রথ'- (সু.); (হস্তের) 'উগ্রা'- (সু.), 'বৃহত্'- (সু.); (বিশেষবর্ণনের)

‘প্রাচী-’ (সু.), ‘বৈরাগে-’ (সু.); (মিত্র-বরুণের) ‘ধর্ষী-’ (সু.), ‘বৈরাগে-’ (সু.); (বৃহস্পতির) ‘সম্রাড্-’ (সু.), ‘স্ববর্তী-’ (সু.); (সবিতার) ‘উধ্বা-’ (সু.), ‘স্বোম-’ (সু.); (অদিতির) ‘প্রবা-’ (সু.), ‘বিষ্টজো-’ (সু.); (অনুমতির) ‘অনু-’ (সু.), ‘অধি-’ (সু.) (অনুবাক্য ও যাজ্ঞা)।

বৈশ্বানরীর নবমং কারং দশমম্ ॥ ৩। [২]

অনু.— (সর্বপৃষ্ঠে) নবম (প্রধান যাগ) বৈশ্বানর দেবতার (এবং) দশম (যাগ) ক-দেবতার।

ব্যাখ্যা— ১ নং সূত্রে সর্বপৃষ্ঠের প্রথম আট দেবতার নাম বলা হয়েছে। এরা তাঁদের অতিরিক্ত অপর দুই দেবতা।

কো অদ্য যুক্তন্তে ধুরি গা ঋতস্যেতি যে ॥ ৪। [৩]

অনু.— (ক-দেবতার অনুবাক্য ও যাজ্ঞা) ‘কো-’ (১/৮৪/১৬, ১৭) ইত্যাদি দুটি (মন্ত্র)।

ঔপযজৈর্ অঙ্গারৈর্ অনতিপরিহারে প্রযতেরন ॥ ৫। [৪]

অনু.— উপযজ হোমের অঙ্গার দিয়ে (নিজেদের) ব্যবধান (যাতে) না ঘটে (তার জন্য) বিশেষ চেষ্টা করবেন।

ব্যাখ্যা— অতিপরিহার = ব্যবধান, বেটন। শামিত্র অগ্নি অথবা আগ্নীতীর বিধি থেকে কিছু অঙ্গার নিয়ে তা হোতৃবিধেয় রেখে (আগ্নীতীরাদ্ বা সোমে হোতৃবিধেয়— কা. শ্রী. ৬/৯/৯), সেই অঙ্গারে নিহত পশুর এক-তৃতীয়াংশে অল্পকে এগার খণ্ড করে অনুযাজ্ঞের সময়ে আচ্ছতি দিতে হয়। এই আচ্ছতিকে বলা ‘ঔপযজ্হোম’। অঙ্গারগুলিকে বলা হয় ‘ঔপযজ্’ অগ্নি। নিরাঢ় পশুবিধে অবশ্য এই অগ্নি রাখা হয় বেদির উত্তর কোণে হোতার আসনের সামনে।

আগ্নীতীরাদ্ চেদ্ উত্তরেণ হোতারম্ ॥ ৬। [৪]

অনু.— যদি আগ্নীতীর থেকে (উপযজ্ঞের অঙ্গারগুলি নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে) হোতার উত্তর দিক দিয়ে সেই অঙ্গারগুলিকে পিছনে নিয়ে গিয়ে তার পরে হোতারই ডান দিক দিয়ে নিয়ে এসে হোতৃবিধেয় তা রেখে দেবেন।

শামিত্রাদ্ চেদ্ দক্ষিণেন মৈত্রাবরুণম্ ॥ ৭। [৫]

অনু.— যদি শামিত্র থেকে (উপযজ্ঞের অঙ্গারগুলিকে নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে) মৈত্রাবরুণের ডান দিক দিয়ে (সেগুলি হোতৃবিধেয় নিয়ে যাবেন)।

ব্যাখ্যা— যূগ এবং আহবনীয়ের মাঝখান দিয়ে উপযজ্ঞের অঙ্গারগুলিকে ডান দিক দিয়ে নিয়ে এসে যজ্ঞভূমি ও মৈত্রাবরুণ বিধেয় ডান দিক দিয়ে পিছনে নিয়ে এসে মৈত্রাবরুণের বাঁ দিক দিয়ে ঐ হোতার বিধেয় তা রেখে দেবেন। উপযজ্ঞের অঙ্গার দ্বারা ব্যবধান যাতে না ঘটে সেই উদ্দেশ্যেই এই দুই সূত্র। সবনীর পশুযাগ প্রকৃতির হলে কিন্তু এই দুই নিয়মে চললে ব্যবধান ঘটে যায় বলে সে-সব ক্ষেত্রে এই নিয়ম অনুসরণ করতে হবে না। ৫/৩/১৮ সু. হ্র।

উপোত্থানম্ অগ্নে কৃৎস্না নিব্রূহ্য বেদং পৃষ্ঠীরাচ্ ॥ ৮। [৬]

অনু.— আগে উঠে বেরিয়ে গিয়ে বেদ নেবেন।

ব্যাখ্যা— দর্শনপূর্ণমাসে পক্ষীলব্যাজের আগে প্রথমে বেদ নিয়ে তারপর হোতা গার্হপত্যের কাছে যাওয়ার জন্য ‘উপোত্থান-’ মন্ত্রে উঠে পড়েন (১/১০/২-৪ সু. হ্র.)। এখানে কিন্তু আগে উঠে পূর্ণোক্তারপরে তিনি অধ্বর্ষুর কাছ থেকে বেদ নেবেন। সূত্রে ‘উপোত্থানম্ অগ্নে কৃৎস্না’ অংশটি বলা হয়েছে এই কথাই বোঝাবার জন্য যে, ক্রম এখানে বিপরীত হলেও উপোত্থানটি প্রকৃতিবাদের অনুযায়ী হবে এবং সেই কারণে মন্ত্র পাঠ করাই তা করতে হবে। কৃৎস্না প্রত্যয় থাকার ‘অগ্নে’ পদটি না বললেও চলত। বলার

উদ্দেশ্য এই যে, যদি আগে উপোড়ধান করা হয় পক্ষীসংযাজে বাওয়ার জন্যই, তবেই মত্ৰটি পাঠ করতে হবে। 'যথাপ্রস্তুতম্' (আ. ৬/১২/২) হলেও তাই 'উদায়ুবা-' মত্ৰটি পঠিত হবে। বেদ গ্রহণ করতে হয় তানুনপ্তের সময়ে মিত্রতারক্ষার জন্য যে শপথ নেওয়া হয়েছিল তা বিসর্জন করার পরে।

নেদম্-আদিষু হৃদয়শূলম্ অবাগ্ অনুবক্ষ্যাম্যঃ ॥ ৯ ॥ [৭]

অনু.— এখান থেকে আরম্ভ করে অনুবক্ষ্যাবাগের আগে পর্যন্ত হৃদয়শূল (কেলে দিতে) নেই।

ব্যাখ্যা— ৩/৬/২৮ সূ. প্র.।

সংস্থিতে বসতীবরীঃ পরিহরন্তি। দীক্ষিতা অস্তি পরিহারয়েন্নঃ ॥ ১০ ॥ [৮]

অনু.— (অগ্নীষোমীয় পণ্ডবাগ) শেষ হলে (ঋত্বিকেরা) জলাশয় থেকে বসতীবরী নিয়ে আসেন। দীক্ষিত (ঋত্বিকেরা) তখন নিজেদের মিছিলের মাঝে রাখবেন।

ব্যাখ্যা— জলাশয় থেকে মিছিল করে কলশীতে বসতীবরী নামে জল নিয়ে যজ্ঞভূমিতে তা আনা হতে থাকলে যারা দীক্ষিত ঋত্বিক তারা মিছিলের মাঝে এবং যারা দীক্ষিত নন তারা মিছিলের দুই প্রান্তে থাকবেন।

ত্রয়োদশ কণ্ডিকা (৪/১৩)

[আহুতি, হবির্ধান-মণ্ডপে প্রবেশ, প্রাতরনুবাক — আশ্বিনয়ক্রতু]

অথৈতস্যা রাত্রেব্ বিবাসকালে প্রাগ্ বরসাং প্রবাদাত্ প্রাতরনুবাকান্নামহিতো বাগ্ যতস্ তীর্থেন প্রশদ্যাদ্গ্নীধীয়ে জাষাচ্যাহুতিং জুহুয়াত্ আসন্যান্ মা মজ্জাত্ পাহি কস্যাশ্চিদতিশৈষ্ট্যে স্বাহেতি ॥ ১ ॥

অনু.— এর পর এই রাত্রির শেষ চতুর্থ ভাগে পাণ্ডীদের ডাকের আগে প্রাতরনুবাকের জন্য আমন্ত্রিত হয়ে বাক্সংযমী (হয়ে) তীর্থ দিয়ে (যজ্ঞভূমিতে) এসে হাঁটু পেতে আদীক্ষীয় বিধেয় 'আসন্যা-' (সু.) এই (মন্ত্রে) আহুতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— বিবাস = রাত্রির শেষ চতুর্থ ভাগ। যে রাত্রে অগ্নীষোমীয় পণ্ডবাগ শেষ হয় সেই রাত্রেই শেষ তিন ঘণ্টা সময়ে পাণ্ডী-ডাকার আগেই অধ্বর্ষুর কাছ থেকে আহ্বান পেয়ে হোতা আদীক্ষীয় বিবেকের কাছে এসে 'আসন্যা-' মন্ত্রে একটি আহুতি দেন। সূত্রে 'প্রাতরনুবাকায়' এবং 'আমন্ত্রিতঃ' এই পদদ্বিটি থাকায় বুঝতে হবে এই আহুতিটি প্রাতরনুবাকেরই অঙ্গ। ফলে অগ্নী প্রভৃতি সোমবাগে প্রত্যহ প্রাতরনুবাকের আবৃষ্টি (৭/১/৪, ৫ সূ. প্র.) হয় বলে এই আহুতিরও পুনরাবৃষ্টি অর্থাৎ প্রত্যহ আবাস অনুষ্ঠান হবে। 'এতস্যা রাত্রেব্' বলায় বুঝতে হবে যে, অগ্নীষোমীয় পণ্ডবাগটি রাত্রেই শেষ হয়। ৫/২/৩ সূত্রানুযায়ী অতর্যাম-গ্রহের আহুতির অনুমত্বরণের পরে এই বাক্সংযম ত্যাগ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ৭/৫ অনুযায়ী সূর্যোদয়ের বহু আগে রাত্রিকালের অনেকখানি অবশিষ্ট থাকতেই পাণ্ডী-ডাকার আগে এই প্রাতরনুবাক পাঠ করতে হয়। "মহুরাত্রে প্রাতরনুবাকান্নামহিতোহগ্নেপ্রাধীক্ষীরং তিষ্ঠন্ প্রণমো জনতি; হুঃ প্রণম্য..... নমঃ; নিশো যথারাগম্ উপতিষ্ঠতঃ; অস্যাং মে..... অপিত্বা দক্ষিণাব্দ্ আদীধীয়ে ভূর্ভুবা..... ইতি হুবেশ হুবা সব্যাব্দ হবির্ধানয়োঃ পূর্বগ্যাং দ্বার্বণকিণ্টি"— শা. ৬/২, ৩।

আহবনীয়ে বাগপ্রোগা অগ্নে একু সরষতৈ স্বাহে স্বাহা। বাচং দেবীং মনোসেনত্রাং বিরাজনুগ্রাং জৈত্রীমুতমাসেহ ভক্তাম্। তামাদিত্যা নাবমিবারুহেমানুমতাং পথিতিঃ পাররত্বীং স্বাহেতি বিতীরাম্ ॥ ২ ॥

অনু.— আহবনীয়ে 'বাগ-' (সু.) এই (মন্ত্রে একটি এবং) 'বাচং-' (সু.) এই (মন্ত্রে) বিতীর (একটি আহুতি দেবেন)।

ব্যাখ্যা— আগের সূত্রে 'আহুতিং' এবং এই সূত্রে 'বিতীরাম্' পদটি না থাকলেও চলত, তবুও তা বলে সূত্রবধ এই ইতিভেদ নিয়েছেন যে, আদীধীয়ে একটিই আহুতি দিতে হয়, কিন্তু আহবনীয়ে দিতে হয় একাধিক (২ দুটি) এবং আহবনীয়েও এই দুই আহুতি হাঁটু পেতেই দিতে হবে।

আতঃ সমানং ব্রহ্মাণ্ চ ॥ ৩ ॥

অনু.— এই পর্যন্ত (যা যা বলা হল তা) ব্রহ্মা এবং (হোতার পক্ষে) সমান।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে প্রথমে ব্রহ্মা এবং পরে হোতা যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করেন (১নং সূত্র.)। তার পরে দু-জনকেই আম্রীদ্রীয়ে এবং আহবনীয়ে উপরি-বর্ণিত আবৃতি দিতে হয়।

প্রাপ্য হবির্দধানে ররাটীম্ অভিশ্রুত্ব্যবস্তুরিকং বীহীতি ॥ ৪ ॥

অনু.— দুই হবির্দধান-শব্দটির কাছে এসে 'উর্ব-' (সু-) এই (মস্ত্রে হোতা) ররাটীকে স্পর্শ করেন।

ব্যাখ্যা— সূত্রে 'হবির্দধান' শব্দে দুই হবির্দধানশব্দটির সঙ্গে সম্পর্কিত মণ্ডপটিকেই বোঝান হয়েছে। এখানে 'ররাটীম্' পদটি থাকার মণ্ডপের পূর্ব দিকের দ্বারকেই বুঝতে হবে।

দ্বার্ষে দ্বুপে দেবী দ্বারৌ মা মা সনতাপ্তং লোকং মে লোককৃতৌ কৃণুতম্ ইতি ॥ ৫ ॥

অনু.— হবির্দধান-মণ্ডপের (পূর্ব দিকের) দ্বারের দুটি খুঁটিকে 'দেবী-' (সু-) এই (মস্ত্রে স্পর্শ করেন)।

ব্যাখ্যা— দুটি খুঁটিকে ডান হাত দিয়ে পৃথক্ পৃথক্ স্পর্শ করবেন, তবে মন্ত্র একবারই পাঠ করতে হবে, দু-বার নয়। মস্ত্রে দ্বিবিচনের প্রয়োগও এ-বিষয়ে লক্ষণীয়।

প্রপদ্যান্তরেন যুগধূরা উপবিশ্য প্রেথিতঃ প্রাতরনুবাকম্ অনুব্রূয়ান্ মন্ত্রেণ ॥ ৬ ॥

অনু.— (হবির্দধানমণ্ডপে দুই শব্দটির মাঝামাঝি জায়গায়) প্রবেশ করে দুই জোয়ালের খিলের মাঝে বসে (অধ্বর্যুকর্তৃক) নির্দিষ্ট (হয়ে হোতা) মন্ত্র স্বরে 'প্রাতরনুবাক' বলবেন।

ব্যাখ্যা— অধ্বর্যু 'সেবেভ্যঃ প্রাতর্থাবভ্যোহনুত্ব হি' (কা. শ্রৌ. ৯/১/১০) এই প্রৈষ দিলে হোতা প্রাতরনুবাকের মন্ত্রগুলি পাঠ করেন। এই মন্ত্রগুলি পরবর্তী করেকটি সূত্রে উল্লেখ করা হচ্ছে। 'প্রেথিতঃ' বলায় হোতা অন্যত্র ব্যস্ত থাকলে অধ্বর্যু যাকে প্রৈষ সেবেন তিনিই প্রাতরনুবাক পাঠ করবেন। “সেবেভ্যঃ প্রতিথাবভ্য ইত্যুক্তো হিংকৃত্য মধ্যময়া বাচা প্রাতরনুবাকম্ অবাহ; ব্রীণি পদানি সমস্য পঙ্কতীনাম্ অবসেস্য দ্বাভ্যাং প্রণয়াত্; আপো রেবতীম্ অনুচ্য; আগ্নেয়ং গায়ত্রং ক্রতুম্”— শা. ৬/৩/৯, ১০; ৬/৪/১। এখানে মন্ত্রস্বরের যে বিধান তা অপ্রাপ্তের বিধান। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, যেগুলি কার্যের সঙ্গে সম্বন্ধ সেগুলিরই অতিদেশের দ্বারা প্রাপ্তি হয়, যেগুলি বিধির সঙ্গে সম্বন্ধ সেগুলির অতিদেশ হয় না।

আপো রেবতীঃ ক্ষমথা হি বস্ব উপগ্রসত্ ইতি সূক্তে অবা নো অগ্নি ইতি বড় অগ্নিমীতে অগ্নিঃ দূতং বসিধা হীতি সূক্তমোর উত্তমাম্ উদধরেত্ স্বময়ে ব্রতপা ইত্যুত্তমাম্ উদধরেত্ স্বং নো অগ্নে মহোত্তি ইতি নবেমে বিশস্যেতি সূক্তে যুদ্ধা হি প্রেষ্ঠং বস্বময়ে বৃহদ বস্ব ইত্যুত্তমশার্চত্বৈতি সূক্তে অগ্নে পাবক দূতং ব ইতি সূক্তে অগ্নিহোতা নো অগ্নর ইতি তিস্রোঃ অগ্নিহোতাঃ ইত্যেতি চতস্রঃ প্র বো বাজা উপসদ্যার স্বময়ে যজ্ঞানাম্ ইতি তিস্র উত্তমা উদধরেত্ অগ্নে হস্যেয়িং হিহন্ত নঃ প্রায়সে বাচম্ ইতি সূক্ত ইমাং মে অগ্নে সমিধমিমাম্ ইতি ব্রহ্মাণাম্ উত্তমাম্ উদধরেত্ ইতি গায়ত্রম্ ॥ ৭ ॥

অনু.— 'আপো-' (১০/৩০/১২), 'উপ-' (১/৭৪, ৭৫) ইত্যাদি দুটি (সূক্ত), 'অবা-' (১/৭৯/৭-১২) ইত্যাদি ছটি (মন্ত্র), 'অগ্নিমীতে-' (১/১), 'অগ্নি-' (১/১২)। 'বসি-' (১/২৬, ২৭) ইত্যাদি দুটি সূক্তের শেষ (মন্ত্রটি) বাদ দেবেন। 'স্বম-' (৮/১১) এই (সূক্তের) শেষ (মন্ত্রটি) বাদ দেবেন। 'স্বং-' (৮/৭১/১-৯) ইত্যাদি নটি (মন্ত্র), 'ইমে-' (৮/৪৩, ৪৪) ইত্যাদি দুটি সূক্ত, 'যুদ্ধা-' (৮/৭৫), 'প্রেষ্ঠং-' (৮/৮৪)। 'স্বম-' (৮/১০২/১-১৮) ইত্যাদি আঠারটি (মন্ত্র), 'অর্চত্ব-' (৫/১৩, ১৪) ইত্যাদি দুটি সূক্ত, 'অগ্নে-' (৫/২৬)। 'দূতং-' (৪/৮, ৯) ইত্যাদি দুটি সূক্ত, 'অগ্নি-'

(৪/১৫/১-৩) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র), 'অগ্নি-' (৩/১১)। 'অগ্ন-' (৩/২৪/২-৫) ইত্যাদি চারটি মন্ত্র, 'প্র-' (৩/২৭), 'উপ-' (৭/১৫)। 'হ্রম-' (৬/১৬) এই (সূক্তের) শেষ তিনটি (মন্ত্র) বাদ দেবেন। 'অগ্নে-' (১০/১১৮), 'অগ্নি-' (১০/১৫৬)। 'প্রাগ্নয়ে-' (১০/১৮৭, ১৮৮) ইত্যাদি দুটি সূক্ত, 'ইমাং-' (২/৬-৮) ইত্যাদি তিনটি (সূক্তের) শেষ (মন্ত্রটি) বাদ দেবেন। এই (হল) গায়ত্রী-সম্পর্কিত মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৭/৬ অংশে 'আপো-' মন্ত্র দিয়েই প্রাতরনুবাক শুরু করতে বলা হয়েছে। শা. ৬/৪/১ সূত্রে নির্দিষ্ট ১/৭৮ সূক্ত এখানে নেই, কিন্তু অনেক অতিরিক্ত মন্ত্রই এই সূত্রে বিহিত হয়েছে যা শা. গ্রন্থে নেই।

ত্বমগ্নে বনুত্বং হি কৈতবদগ্না যো হোতাজনিষ্ট প্র বো দেবায়াম্বে কদা ত ইতি পঞ্চ সখায়ঃ সং বন্ধামগ্নে
হবিন্দ্যন্ত ইতি সূক্তে। বৃহদ্ বয় ইতি দশানান্ চতুর্ধনবমে উদধরেদ্ উত্তমাম্ উত্তমাম্

চাদিতস্ ত্রয়াণাম্ ইত্যানুষ্টিভম্ ॥ ৮ ॥ [৭]

অনু— 'হ্রম-' (১/৪৫), 'হ্রং-' (৬/২), 'অগ্না-' (৬/১৪), 'হোতা-' (২/৫), 'প্র-' (৩/১৩)। 'অগ্নে-' (৪/৭/২-৬) ইত্যাদি পাঁচটি (মন্ত্র), 'সখায়ঃ-' (৫/৭)। 'ত্বাম-' (৫/৯, ১০) ইত্যাদি দুটি সূক্ত। 'বৃহদ্-' (৫/১৬-২৫) ইত্যাদি দশটি (সূক্তের) চতুর্থ ও নবম (সূক্ত) বাদ দেবেন এবং প্রথম তিন (সূক্তের) শেষ শেষ (মন্ত্রটিও) বাদ দেবেন। এই (হল) অনুষ্টিপ-মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— শা. ৬/৪/২, ৩ অংশে কেবল ৬/১৬/২৭; ২/৫; ৬/২/১-৯; ৪/৭/২-৬ মন্ত্র বিহিত হয়েছে।

অবোধায়িঃ সমিধেতি চত্বারি প্রাণয়ে বৃহতে প্র বেধসে কবয়ে ত্বং নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ ইত্যেতৎ প্রভৃতীনি
'চত্বার্ষ্বর্ষ উ য় ণঃ সসস্য যদ্ বিযুতেতি পঞ্চ ভদ্রং তে অগ্ন ইতি সূক্তে সোমস্য মা তবসং প্রত্যগ্নিরুবস ইতি
ত্রীণ্যা হোতেনি দশানান্ তৃতীয়াষ্টমে উদধরেদ্ দিবস্পরীতি সূক্তমোঃ পূর্বস্যোত্তমাম্ উদধরেত্ব ত্বং হ্যগ্নে
প্রথম ইতি বন্ধাং দ্বিতীয়ম্ উদধরেত্ব পুরো বো মদ্রম্ ইতি চত্বারি তং সুপ্রতীকম্ ইতি বড় দুবে বঃ
সুদ্যোজ্ঞানং নি হোতা হোতৃষদন ইতি সূক্তে ত্রিমুর্ধানম্ ইতি ত্রীণি বহিঃ যশসমূপ প্র জিহ্ন
ইতি ত্রীণি কা ত উপেতিহ্ন ইতি সূক্তে হিরণ্যকেশ ইতি ত্রিশোঃ পশ্যাম্য মহত ইতি সূক্তে
ষে বিরূপে ইতি সূক্তে অগ্নে নরাগ্নে বৃহন্ন ইত্যষ্টানাম্ উত্তমাদ্ উত্তমাস্ তিস
উদধরেত্ব ত্বমগ্নে সুহবো রত্বসনদৃগ্ ইতি পঞ্চায়িঃ বো দেবম্ ইতি দশানান্
তৃতীয়চতুর্থে উদধরেদ্ ইতি ত্রৈষ্টুভম্ ॥ ৯ ॥ [৭]

অনু— 'অবোধা-' (৫/১-৪) ইত্যাদি চারটি (সূক্ত), 'প্রা-' (৫/১২), 'প্র-' (৫/১৫), 'হ্রং-' (৪/১/৪) এই (মন্ত্র) থেকে শুরু করে চারটি (সূক্ত— ৪/১-৪), 'উর্ধ্ব-' (৪/৬), 'সসস্য-' (৪/৭/৭-১১) ইত্যাদি পাঁচটি (মন্ত্র), 'ভদ্রং-' (৪/১১, ১২) ইত্যাদি দুটি সূক্ত, 'সোমস্য-' (৩/১)। 'প্রত্য-' (৩/৫-৭) ইত্যাদি তিনটি (সূক্ত)। 'আ-' (৩/১৪-২৩) ইত্যাদি দশটি সূক্তের তৃতীয় ও অষ্টম (সূক্ত) বাদ দেবেন। 'দিব-' (১০/৪৫, ৪৬) ইত্যাদি দুটি সূক্তের প্রথমটির শেষ মন্ত্রটি বাদ দেবেন। 'হ্রং-' (৬/১-৬) ইত্যাদি ছটি (সূক্তের) দ্বিতীয়টি বাদ দেবেন। 'পুরো-' (৬/১০-১৩) ইত্যাদি চারটি (সূক্ত), 'তং-' (৬/১৫/১০-১৫) ইত্যাদি ছটি (মন্ত্র), 'হবে-' (২/৪)। 'নি-' (২/৯, ১০) ইত্যাদি দুটি (সূক্ত), 'ত্রি-' (১/১৪৬-১৪৮) ইত্যাদি তিনটি (সূক্ত), 'বহিঃ-' (১/৬০), 'উপ-' (১/৭১-৭৩) ইত্যাদি তিনটি (সূক্ত), 'কা-' (১/৭৬, ৭৭) ইত্যাদি দুটি সূক্ত, 'হিরণ্য-' (১/৭৯/১-৩) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র), 'অপ-' (১/৭৯, ৮০) ইত্যাদি দুটি সূক্ত, 'ষে-' (১/৯৫, ৯৬) ইত্যাদি দুটি সূক্ত, 'অগ্নে-' (১/১৮৯)। 'অগ্নে-' (১০/১-৮) ইত্যাদি আটটি (সূক্তের) শেষেরটি থেকে শেষ তিনটি (মন্ত্র) বাদ দেবেন। 'ত্বম-' (৭/১/২১-২৫) ইত্যাদি পাঁচটি (মন্ত্র)। 'অগ্নিঃ-' (৭/৩-১২) ইত্যাদি দশটি (সূক্তের) তৃতীয় ও চতুর্থ (সূক্ত) বাদ দেবেন। এই (হল) ত্রিষ্টুপ হ্রদের মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— শা. ৬/৪/৪, ৫ সূত্রে কেবল ঋ. ৪/৭/৭-১১; ৪/২-৪; ৭/৭-১১; ১০/১-৭; ৭/১২ বিহিত হয়েছে।

এনা বো অগ্নিঃ প্র বো যদ্ব্যম্মে বিবস্বত্ সখায়স্বায়মগ্নিরগ্ন আ যাহ্যচ্ছা নঃ শীরশোচিবম্ ইতি
যজ্ঞ অদর্শি গাতুবিস্তম ইতি সপ্তেতি বার্তম্ ॥ ১০ ॥ [৭]

অনু.— ‘এনা-’ (৭/১৬), ‘প্র-’ (১/৩৬), ‘অগ্নে-’ (১/৪৪), ‘সখায়ঃ-’ (৩/৯), ‘অয়ম্-’ (৩/১৬), ‘অগ্ন-’ (৮/৬০)। ‘অচ্ছা-’ (৮/৭১/১০-১৫) ইত্যাদি ছটি (মন্ত্র), ‘অদর্শি-’ (৮/১০৩/১-৭) ইত্যাদি সাতটি (মন্ত্র)। এই (হল) বৃহত্তী ছন্দের মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— শা. ৬/৪/৬, ৭ সূত্রের সঙ্গে অনেকাংশে মিল আছে।

অগ্নে বাজসোতি তিষঃ। পুরু ত্বা ত্বামগ্ন ঈন্তিষা হীতৌকিহম্ ॥ ১১ ॥ [৭]

অনু.— ‘অগ্নে-’ (১/৭৯/৪-৬) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র), ‘পুরু-’ (১/১৫০), ‘ত্বাম-’ (৩/১০), ‘ঈন্তিষা-’ (৮/২৩)। এই (হল) উষিক্ ছন্দের মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— শা. ৬/৪/৮, ৯ সূত্রে কেবল ‘অগ্নে-’ এই প্রতীকের মন্ত্রগুলি নেই।

জনস্য গোপাত্বামগ্ন ঋতায়ব ইমম্ যু বো অতিথিমুস্বর্ধম্ ইতি নব। ত্বম্মে দ্যভির্ ইতি সূক্তে ত্বম্মে প্রথমো
অগ্নিরা নু চিত্ত্ সছোজা অমৃতো নি ত্বন্দত ইতি পঞ্চ বেদিষদ ইতি যজ্ঞাং তৃতীয়ম্ উদ্বধেদ ইমং
জ্যোতমমর্হতে সং জাগুবন্তিচ্চিত্র ইচ্ছিশোর্বসুং ন চিত্রমহসম্ ইতি জাগতম্ ॥ ১২ ॥ [৭]

অনু.— ‘জনস্য-’ (৫/১১), ‘ত্বাম-’ (৫/৮), ‘ইমম্-’ (৬/১৫/১-৯) ইত্যাদি নটি (মন্ত্র), ‘ত্বম্-’ (২/১, ২) ইত্যাদি দুটি (সূক্ত), ‘ত্বম্-’ (১/৩১), ‘নু চিত্ত্-’ (১/৫৮/১-৫) ইত্যাদি পাঁচটি (মন্ত্র)। ‘বেদি-’ (১/১৪০-১৪৫) ইত্যাদি ছ-টি (সূক্তের) তৃতীয়টি বাদ দেবেন। ‘ইমং-’ (১/৯৪), ‘সং-’ (১০/৯১), ‘চিত্র-’ (১০/১১৫), ‘বসুং-’ (১০/১২২)। এই (হল) জগতী ছন্দের মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— শা. ৬/৪/১০, ১১ সূত্রের সঙ্গে আংশিক মিলই লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

অগ্নিঃ তং মন্য ইতি পাঙ্কতম্ ॥ ১৩ ॥ [৭]

অনু.— ‘অগ্নিঃ-’ (৫/৬) (হচ্ছে) পংক্তি ছন্দের মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— শা. ৬/৪/১২, ১৩ সূত্রে এই সূত্রটিই বিহিত হয়েছে।

ইত্যায়োমঃ ত্রতুঃ ॥ ১৪ ॥ [৮]

অনু.— এই (হল) আয়েম ত্রতু।

ব্যাখ্যা— ৭-১৩ নং সূত্র পর্যন্ত যতগুলি মন্ত্র উল্লেখ করা হল সেগুলি অগ্নিদেবতার মন্ত্র এবং এই মন্ত্রসমষ্টিকে বলে ‘ত্রতু’। এই মন্ত্রগুলির মধ্যে কোথাও কোন এক ছন্দের মন্ত্রের তালিকার মধ্যে অন্য এক ছন্দের মন্ত্র অথবা অগ্নি ছাড়া অন্য কোন এক দেবতার মন্ত্র থেকে গিয়েছে। সূত্রকার তাই ‘উদ্বধেদ’ বলে পাঠের সময়ে সেই ভিন্ন ছন্দ ও ভিন্ন দেবতার মন্ত্র অথবা সূক্তকে বাদ দিতে বলেছেন। অনুষ্টুপ্ ছন্দের মন্ত্রগুলির মধ্যে (৮ নং সূ. দ্র.) অবশ্য ৫/১৬-১৮, ২০-২৩ সূক্তে শেষে একটি করে পংক্তি ছন্দের মন্ত্র থাকলেও তা বাদ দিতে নেই। ৮ নং সূত্রে ‘উত্তমাম্-’ অংশে যে প্রথম তিনটি সূক্তের শেষ মন্ত্রকে বর্জন করতে বলা হয়েছে তা তাই ঐ সাতটি সূক্তের প্রথম তিনটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, অনুষ্টুপ্ ছন্দের সমগ্র তালিকার মধ্যে যে প্রথম তিনটি সূক্ত (১/৪৫; ৬/২; ৬/১৪) সেগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কেউ কেউ বলেন, স্বরূপের দ্বারা গারতী ইত্যাদি সিদ্ধ হলেও সূত্রে ছন্দের নাম উল্লেখ করার আশ্বিনশস্ত্রে গারতী ইত্যাদি শব্দের মধ্যে অন্য ছন্দের মন্ত্র থাকলে সেগুলিকে বর্জন করতে হবে। অন্যেরা বলেন, বর্জনের নির্দেশ না থাকায় ৬/৫/১৫, ১৬ অনুযায়ী পাঠ হবে।

চতুর্দশ কণিকা (৪/১৪)

[প্রাতরনুবাক—উষস্য ঋতু]

অথোষস্যঃ ॥ ১ ॥

অনু.—এ-বার উষা-দেবতার (মন্ত্রসমূহ নির্দেশ করা হচ্ছে)।

প্রতি য্যা সুনরী কন্ত উষ ইতি তিস্র ইতি গায়ত্রম্ ॥ ২ ॥

অনু.—‘প্রতি-’ (৪/৫২), ‘কন্ত-’ (১/৩০/২০-২২) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র)। এই (হল) গায়ত্রী ছন্দের মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা—শা. ৬/৫/১, ২ সূত্রেণও বিধান এই।

উষো ভদ্রেভির্ন ইত্যনুষ্টুপম্ ॥ ৩ ॥ [২]

অনু.—‘উষো-’ (১/৪৯) (হচ্ছে) অনুষ্টুপ্ ছন্দের মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা—শা. ৬/৫/৩, ৪ সূত্রেণও তা-ই পাই।

ইদং শ্রেষ্ঠং পৃথু রথ ইতি সূক্তে প্রত্যর্চির্ন ইত্যটৌ দ্যুতদ্যামানমুষো বাজেনেদমু ত্যদুদু শ্রিয় ইতি সূক্তে।

ব্রাষা আ বো দিবিজা ইতি বড়্ ইতি ত্রৈষ্টুপম্ ॥ ৪ ॥ [২]

অনু.—‘ইদং-’ (১/১১৩), ‘পৃথু-’ (১/১২৩, ১২৪) ইত্যাদি দুটি (সূক্ত), ‘প্রত্যর্চিঃ-’ (১/৯২/৫-১২) ইত্যাদি আটটি (মন্ত্র), ‘দ্যুত-’ (৫/৮০), ‘উষো-’ (৩/৬১), ‘ইদ-’ (৪/৫১), ‘উদু-’ (৬/৬৪, ৬৫) ইত্যাদি দুটি সূক্ত, ‘ব্রাষা-’ (৭/৭৫-৮০) ইত্যাদি ছটি (সূক্ত)। এই (হল) ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা—শা. ৬/৫/৫, ৬ অনুসারে কেবল ৭/৭৭-৮০ সূক্তই বিহিত।

প্রত্যা অদর্শি সহ বামেনেতি বারহতম্ ॥ ৫ ॥ [২]

অনু.—‘প্রত্যা-’ (৭/৮১), ‘সহ-’ (১/৪৮) এই (হল) বৃহতী ছন্দের মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা—শা. ৬/৫/৭, ৮ সূত্রেণও তা-ই বলা আছে।

উষন্তচ্চিহ্নমা ভরেতি তিস্র ঔকিহম্ ॥ ৬ ॥ [২]

অনু.—‘উষ-’ (১/৯২/১৩-১৫) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র হল) ঔকিহ্ ছন্দের মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা—শা. ৬/৫/৯, ১০ সূত্রেণও তা-ই আছে।

এতা উ ত্যা ইতি চতস্রো জাগতম্ ॥ ৭ ॥ [২]

অনু.—‘এতা-’ (১/৯২/১-৪) এই চারটি (মন্ত্র) জাগতী ছন্দের মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা—শা. ৬/৫/১১, ১২ সূত্রেণও তা-ই দেখা যায়।

মহে নো অস্যাতি পাঙ্কতম্ ॥ ৮ ॥ [২]

অনু.—‘মহে-’ (৫/৭৯) (হচ্ছে) পঙ্কতি ছন্দের মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— শা. ৬/৫/১০, ১৪ সূত্রে তাই পাই।

ইতু্যস্যঃ ক্রতুঃ ॥ ৯ ॥ [২]

অনু.— এই (হল) উষস্য ক্রতু।

ব্যাখ্যা— ১ নং সূত্রে ‘উষস্যঃ’ পদটি থাকে সত্ত্বেও এই সূত্রে আবার তা বলায় বুঝতে হবে, এই ক্রতুর সব মন্ত্রই পাঠ করতে হয়, কোন মন্ত্রকে বাদ দিলে চলে না। আগ্নেয় ক্রতু ও আশ্বিন ক্রতুর সব মন্ত্র তাহলে পাঠ্য নয়, কিছু মন্ত্রই পাঠ্য।

পঞ্চদশ কণ্ডিকা (৪/১৫)

[প্রাতরনুবাক — আশ্বিনক্রতু]

অথশ্বিনঃ ॥ ১ ॥

অনু.— এর পর আশ্বিন (ক্রতু)।

এবো উষাঃ প্রাতর্যুজ্ঞেতি চতশ্রোহশ্বিনা বজ্রীরিষ আশ্বিনাক্ষাবত্যা গোমদু বু নাসত্যেতি তৃচা দূরাদিহেবেতি তিস্র উত্তমা উদ্বরেদ্ বাহিষ্ঠো বাং হবানাম্ ইতি চতস্র উদীরাক্ষামা মে হবম্ ইতি গায়ত্রম্ ॥ ২ ॥

অনু.— ‘এবো-’ (১/৪৬), ‘প্রাতঃ-’ (১/২২/১-৪) ইত্যাদি চারটি (মন্ত্র), ‘অশ্বিনা-’ (১/৩/১-৩), ‘আশ্বিনা-’ (১/৩০/১৭-১৯), ‘গোমদু-’ (২/৪১/৭-৯) এই তিনটি (করে) মন্ত্র। ‘দূরা-’ (৮/৫) এই (সূক্তের) শেষ তিনটি (মন্ত্র) বাদ দেবেন। ‘বাহি-’ (৮/২৬/১৬-১৯) ইত্যাদি চারটি (মন্ত্র), ‘উদী-’ (৮/৭৩), ‘আ মে-’ (৮/৮৫)। এই (হল) গায়ত্রী ছন্দের মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— প্র. যে, সূত্রে পাদের অশেক্সায় অধিক অংশের উল্লেখ না থাকলেও ‘তৃচাঃ’ বলায় তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম প্রতীকটি তৃচেরই প্রতীক। অন্যত্রও মন্ত্রের কোন চরণের যতটুকু অংশই উদ্ধৃত হোক, সূত্রে কোন বিশেষ নির্দেশ দেওয়া থাকলে উদ্ধৃত অংশটিকে সেই বিশেষ নির্দেশ অনুযায়ীই মন্ত্র, তৃচ (= মন্ত্রত্রয়) অথবা সূক্তের প্রতীকরূপে গ্রহণ করতে হবে। শা. ৬/৬/১, ২ সূত্রের সঙ্গে এই সূত্রের অনেকাংশেই মিল আছে।

যদদ্য হ ইতি সূক্তে। আ নো বিশ্বাভিত্ত্যং চিদত্রিম্ ইত্যনুষ্টুপম্ ॥ ৩ ॥ [২]

অনু.— ‘যদ-’ (৫/৭৩, ৭৪) ইত্যাদি দুটি সূক্ত, ‘আ-’ (৮/৮), ‘ত্যাং-’ (১০/১৪৩)। এই (হল) অনুষ্টুপ ছন্দের মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— শা. ৬/৬/৩, ৪ সূত্রে শেষ সূক্তটি বিহিত হয় নি।

আ ভাত্যয়ির্ ইতি সূক্তে। গ্রাবাণেব নাসত্যাজ্যাম্ ইতি ত্রীণি। যেনুঃ প্রয়স্য ক উ শ্রবদ ইতি সূক্তে। স্তবে নরেতি সূক্তে। যুবো রজাংসীতি পঞ্চানাং তৃতীয়ম্ উদ্বরেদ্। প্রতি বাং রথম্ ইতি সপ্তানাং বিতীয়ম্ উদ্বরেদ্ ইতি ত্রৈষ্টুপম্ ॥ ৪ ॥ [২]

অনু.— ‘আ-’ (৫/৭৬, ৭৭) ইত্যাদি দুটি সূক্ত, ‘গ্রাবা-’ (২/৩৯), ‘নাসত্যা-’ (১/১১৬-১১৮) ইত্যাদি তিনটি সূক্ত, ‘যেনুঃ-’ (৩/৫৮), ‘ক উ-’ (৪/৪৩, ৪৪) ইত্যাদি দুটি সূক্ত, ‘স্তবে-’ (৬/৬২, ৬৩) ইত্যাদি দুটি সূক্ত। ‘যুবো-’ (১/১৮০-১৮৪) ইত্যাদি পাঁচটি (সূক্তের) তৃতীয়টি বাদ দেবেন। ‘প্রতি-’ (৭/৬৭-৭৩) ইত্যাদি সাতটি (সূক্তের) বিতীয়টি বাদ দেবেন। এই (হল) ত্রৈষ্টুপ ছন্দের মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— শা. ৬/৬/৫, ৬ সূত্রে, ‘বসু-’ (১/১৫৮/১-৩) তুচটি বিহিত হলেও এখানে তা নেই, আবার ‘প্রতি-’ (৭/৬৭) ইত্যাদি ছ-টি সূক্ত এখানে বিহিত হলেও ঐ গ্রন্থে তা বিহিত হয় নি, হয়েছে ‘আ-’ (৭/৬৯-৭৩) ইত্যাদি পাঁচটি সূক্ত।

ইমা উ বামন্ন বায়ো ত্যমহু আ রথম্ ইতি সপ্ত। দ্যুন্নী বাং যত্ স্থ ইতি বাহতম্ ॥ ৫ ॥ [২]

অনু.— ‘ইমা-’ (৭/৭৪), ‘অয়ং-’ (১/৪৭)। ‘ও ত্যম-’ (৮/২২/১-৭) ইত্যাদি সাতটি (মন্ত্র), ‘দ্যুন্নী-’ (৮/৮৭), ‘যত্ স্থো-’ (৮/১০)। এই (হল) বৃহতী ছন্দের মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— শা. ৬/৬/৭, ৮ সূত্রে বিহিত হয়েছে ৭/৭৪ সূক্ত এবং ১/৪৭/১, ৩, ৫ মন্ত্র।

অশ্বিনা বর্তিরন্নদাশ্বিনাবেহ গচ্ছতম্ ইতি তুচৌ। যুবোন্ন যু রথং হব ইতি পঞ্চদশেতৌক্ষিহম্ ॥ ৬ ॥ [২]

অনু.— ‘অশ্বিনা-’ (১/৯২/১৬-১৮) ‘অশ্বিনাবেহ-’ (৫/৭৮/১-৩) এই দুটি তুচ, ‘যুবো-’ (৮/২৬/১-১৫) ইত্যাদি পনেরটি (মন্ত্র)। এই (হচ্ছে) উষিক্ ছন্দের মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— শা. ৬/৬/৯, ১০ সূত্রে বিহিত হয়েছে কেবল ‘যুবো-’ ইত্যাদি পাঁচটি মন্ত্র।

অবোধ্যগিজ্ঞা এষ স্য ভানুরা বাং রথমহুদিদং যো বাং পরিজ্ঞোতি জীনি। জিগ্গিচ্ছ নো অস্যেপ্তে
দ্যাবাপৃথিবী ইতি জাগতম্ ॥ ৭ ॥ [২]

অনু.— ‘অবোধ্য-’ (১/১৫৭), ‘এষ-’ (৪/৪৫), ‘আ বাং-’ (১/১১৯), ‘অভূ-’ (১/১৮২)। ‘যো-’ (১০/৩৯-৪১) ইত্যাদি তিনটি (সূক্ত), ‘জি-’ (১/৩৪), ‘জিগ্গিচ্ছ-’ (১/১১২)। এই (হল) জগতী ছন্দের মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— শা. ৬/৬/১১, ১২ সূত্রে কেবল ‘জি-’, ‘জিগ্গিচ্ছ-’ এবং ‘যো-’ ইত্যাদি তিনটি এই মোট পাঁচটি সূক্ত বিহিত হয়েছে।

প্রতি গ্নিরতমম্ ইতি পাঙ্কতম্ ॥ ৮ ॥ [২]

অনু.— ‘প্রতি-’ (৫/৭৫)। এই (হল) পংক্তি ছন্দের (মন্ত্রের) সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. গ্রন্থেও এই সূক্তের শেষ মন্ত্রেই প্রাতরনুবাক শেষ করতে বলা হয়েছে (৭/৮ দ্র.)। শা. ৬/৬/১৩-১৫ সূত্রেরও এ-ই বিধান এবং সেখানে এই সূক্তেরই শেষ মন্ত্রে পাঠ শেষ করতে বলা হয়েছে। পরে অবশ্য ‘অয়া-’ (৬/১৭/১৫) মন্ত্রটি জপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইত্যেতেষাং ছন্দসাং পৃথক্ সূক্তানি প্রাতরনুবাকঃ ॥ ৯ ॥ [২]

অনু.— এই ছন্দগুলির (পৃথক্) পৃথক্ সূক্ত (নিম্নে) প্রাতরনুবাক (পাঠ করা হয়)।

ব্যাখ্যা— আম্রেয়, উষস্য এবং অশ্বিন এই তিন ঋতুতেই গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী, উষিক্, জগতী এবং পংক্তি এই সাত ছন্দেরই একটি করে অথবা সূক্ত প্রাতরনুবাকে পাঠ করতে হয়। তিন ঋতু মিলিয়ে প্রাতরনুবাকে তাহলে মোট একশাট সূক্ত অবশ্যই পাঠ। সব মন্ত্র পাঠ করতে গেলে প্রায় দু-হাজার মন্ত্র দাঁড়াবে। ঐ. ব্রা. ৭/৭ অংশেও তিন দেবতার প্রত্যেকেরই উদ্দেশে সাত ছন্দের মন্ত্র পাঠ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শতপ্রজ্ঞাপরিমিতঃ ॥ ১০ ॥ [৩]

অনু.— (অন্যত্র) একশ থেকে অপরিমিত (মন্ত্র প্রাতরনুবাকে পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— সাদাক্ত এবং সংসব যাগে দ্রুত অনুষ্ঠান শেষ করতে হয় বলে সেখানে কমপক্ষে একশ এবং উর্ধ্বপক্ষে দু-শোর কম মন্ত্র প্রাতরনুবাকে পাঠ করতে হয়। এর মধ্যে ১৫ নং সূত্রে উল্লিখিত তিনটি মাসল সূক্তও অবশ্যই থাকি চাই। সে-কেন্দ্রে ঐ

অবশ্যপাঠ্য একুশটি সূত্রে অখণ্ডিত অবস্থায় না গড়ে প্রত্যেক সূত্রের কিছু কিছু মন্ত্র পাঠ করলেও চলবে। তবে পঠিত মন্ত্রের মোট সংখ্যা কমপক্ষে একশ হওয়া চাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ৭/৭ অংশে ভিন্ন ভিন্ন কামনায় পাঠ্য মন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা বিহিত হয়েছে। আয়ু প্রার্থনা করলে একশ, যজ্ঞের কামনায় তিনশ বাট, প্রজা ও পশুর প্রার্থনায় সাতশ বিশ, অপবাদমুক্তির জন্য আটশ, স্বর্গকামনায় হাজার এবং সকল কামনা পূরণের জন্য অপরিসীম অর্থাৎ সূর্যোদয়ের আগে যতগুলি পারা যায় ততগুলি মন্ত্র পাঠ করতে হয়। ‘ইতি সাহস্রঃ প্রাতরনুবাকঃ; ছন্দোহনন্তরেণ বা প্রতিপত্তসমারোহণীমানাং চৈতস্য সমাম্নায়স্য ত্রীণি ষষ্টি-শতানি; উর্ধ্বং বা শতাদ্ যথাকামী; পাজ্জ্ঞানি নাক্তর্-ইযাত; পুরোদয়াদ্ উপাংশং হোম্যষ্টীতি স কালঃ পরিধানস্য’- শা. ৬/৬/১৬-২০।

নান্যৈর আয়ৈয়ং গায়ত্রীম্ অত্যাব্যপেদ্ ব্রাহ্মণস্য ॥ ১১ ॥ [৪]

অনু.— ব্রাহ্মণ (যজ্ঞমানের ক্ষেত্রে) অন্য (ছন্দ) দিয়ে অগ্নিদেবতার গায়ত্রী ছন্দের মন্ত্রগুলিকে অতিক্রম করবেন না।

ব্যাখ্যা— অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে গায়ত্রী ছন্দের মোট যতগুলি মন্ত্র পাঠ করবেন, অন্য ছন্দে পঠিত মন্ত্রের সংখ্যা যেন সেই মন্ত্রসংখ্যার অপেক্ষায় বেশী না হয়। ‘অন্যোঃ’ পদে বহুবচন রয়েছে। সংখ্যা তিন হলেই সংস্কৃতে বহুবচন হতে পারে। তাই তিন ছন্দের অপেক্ষায় অধিক ছন্দের মোট মন্ত্রসংখ্যা গায়ত্রী ছন্দে পঠিত মন্ত্রের সংখ্যার অপেক্ষায় বেশী হলে কোন দোষ নেই। যেমন গায়ত্রী ছন্দের ত্রিশটি মন্ত্র গড়া হলে বৃহতী, উষ্মিক ও অনুষ্টুপ্ ছন্দের মোট মন্ত্রসংখ্যা ত্রিশের বেশী হলে চলবে না, কিন্তু বৃহতী, উষ্মিক্, অনুষ্টুপ্ ও ত্রিষ্টুপ্ মিলিয়ে মোট পঠিত মন্ত্রের সংখ্যা ত্রিশের বেশী হলে কোন দোষ হবে না।

ন ত্রৈষ্টুপ্ রাজন্যস্য ॥ ১২ ॥ [৫]

অনু.— ঋত্রিয় (যজ্ঞমানের ক্ষেত্রে) অন্য ছন্দ দিয়ে (অগ্নি-দেবতার) ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের মন্ত্রসমষ্টিকে (অতিক্রম করবেন না)।

ন জাগতং বৈশ্যস্য ॥ ১৩ ॥ [৫]

অনু.— বৈশ্যের (ক্ষেত্রে) জগতী ছন্দের মন্ত্রগুলিকে (অন্য ছন্দ দিয়ে অতিক্রম করবেন না)।

অধ্যাসবদ একপদধিপদাঃ ॥ ১৪ ॥ [৬]

অনু.— (প্রাতরনুবাকে) একপদা এবং ধিপদা (মন্ত্রগুলিকে) অধ্যাসের মতো (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ‘অধ্যাস’ হচ্ছে একপদা অথবা ধিপদা মন্ত্রকে পূর্ববর্তী মন্ত্রের শেবাংশরূপে গণ্য করা (ঋ. প্রা. ১৭/৪৩ ম.)। অধ্যাসের ক্ষেত্রে যেমন উপসমাস করা হয়, প্রাতরনুবাকেও তেমন পূর্ববর্তী মন্ত্রের সঙ্গে একপদা ও ধিপদা মন্ত্রকে উপসমাস করতে হবে। ‘উপসমাস’ হচ্ছে পূর্ববর্তী মন্ত্রের শেষে সামিধেয়ীর মতো প্রণব উচ্চারণ না করে কেবল পরবর্তী মন্ত্রের প্রথম বর্ণের সঙ্গে সন্ধি করে ঐ পরবর্তী (একপদা ও ধিপদা) মন্ত্রের শেষে প্রণব উচ্চারণ করা। প্রাতরনুবাকের তালিকাংশ ‘আ বাং-’ (৬/৬৩/১১) এই একটিমাত্র একপদা (সেবতা-অশ্বিঘয়) এবং ‘বি শ্বেবাংসী-’ (৬/১০/৭) এই একটি মাত্র ধিপদা (সেবতা-অগ্নি) থাকে। সূত্রে বহুবচনে ‘একপদ-ধিপদাঃ’ বলার গ্রাবস্তোত্রের একপদা ও ধিপদার ক্ষেত্রেও (৫/১২ সূ. ম.) এই নিয়ম প্রযোজ্য বলে বুঝতে হবে। বৃত্তিকায়ের মতে একটি বিচ্ছিন্ন ধিপদার ক্ষেত্রেই এই নিয়ম, অনেক ধিপদা মন্ত্র পাশাপাশি থাকলে কিন্তু উপসমাস হবে না, প্রত্যেকটিকেই স্বতন্ত্র মন্ত্র ধরে পাশে পাশে খেমে পড়তে হবে (৬/৫/১১ সূ. ম.)। বৃত্তি অনুযায়ী মনে হয় প্রাতরনুবাক এবং গ্রাবস্তোত্র ছাড়া সর্বত্র ৬/৫/১১, ১২ সূত্রই প্রযোজ্য।

যথাহ্বানং ধ্রুবানি মাজলান্যগম্ মহাত্মরিয়্যেতে দ্যাবাণ্ডিযী ইতি ॥ ১৫ ॥ [৭]

অনু.— ‘অগম্য-’ (৭/১২), ‘অতা-’ (৭/৭৩), ‘ঈন্তে-’ (১/১১২) এই মাজল (সূক্তগুলিকে) যথাহ্বানে অবশ্যই (পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— এই সূক্তগুলি ৪/১৩/৯; ৪/১৫/৪, ৭ সূত্রে বিহিতই হয়েছে। প্রথম দুটি সূক্তের ছন্দ ত্রিষ্টুপ, তৃতীয়টির মোটামুটি জগতী। প্রথম সূক্তের দেবতা অগ্নি এবং অপর দু-টি সূক্তের দেবতা অশ্বিনয়। প্রাতরনুবাকে প্রত্যেক ছন্দের একটি করে সূক্ত ছাড়াও ত্রিষ্টুপ ও জগতী ছন্দের এই তিনটি মঙ্গল সূক্তকেও যথাহানে বিহিত দেবতার বিহিত ছন্দের বিহিত স্থানে পাঠ করতে হবে, যে-কোন স্থানে এবং পাশাপাশি এই তিনটি সূক্তকে পাঠ করলে চলবে না। ‘ধ্রুবাশি’ বলায় ১০ নং সূত্রের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য এবং এই তিন সূক্তকে অখতিত অবস্থাতেই অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপেই সেখানে পাঠ করতে হবে।

সং জাগৃবন্তি ইতি চ যঃ প্রেথ্যন্ স্বর্গকামঃ ॥ ১৬ ॥ [৮]

অনু.— যে মুমূর্ষু (ব্যক্তি) স্বর্গকামী (তিনি মঙ্গলসূক্তরূপে) ‘সং-’ (১০/৯১) এই (সূক্ত)ও (পাঠ করবেন)।

ঈষ্ঠে দ্যাবীয়ম্ আবর্তয়েদ্ আ তমসোঃ পশাতাত্ ॥ ১৭ ॥ [৯]

অনু.— ‘ঈষ্ঠে-’ (১/১১২) এই সূক্তটি আধার না-কাটা পর্যন্ত বারে-বারে পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— যতক্ষণ না আকাশে আলো ফোটে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রাতরনুবাকের শেষ সূক্তটি (৮ নং সূত্রে নির্দিষ্ট ‘প্রতি-’) তরু না করে ৭ নং এবং ১৫ নং সূত্রে বিহিত ‘ঈষ্ঠে-’ সূক্তটি বারে বারে পড়ে যেতে হবে।

কাল উত্তময়োত্সৃপ্যাসানান্ মধ্যমস্থানেন প্রতিশ্রিয়তমম্ ইতু্যপসন্তনুরাত্ ॥ ১৮ ॥ [১০]

অনু.— সময় হলে আসন থেকে উঠে এসে (ঐ সূক্তের) শেষ মন্ত্রের সঙ্গে মধ্যম স্বরে ‘প্রতি-’ (৮ নং সূ.) এই (সূক্তটি) জুড়ে নেবেন।

ব্যাখ্যা— আধার কেটে গেলে ‘ঈষ্ঠে-’ সূক্তের শেষ আবৃত্তির শেষ মন্ত্রের সমাপ্তিক্ষেপে দুই জোয়ালের মাঝখান থেকে না উঠে দাঁড়িয়ে আসনবদ্ধ অবস্থাতেই (৪/১৩/৬ সূ. প্র.) সামনে এগিয়ে এসে হোতা মধ্যম স্বরের প্রথম যমে ‘প্রতি-’ সূক্তের পাঠ শুরু করেন। ‘ঈষ্ঠে-’ সূক্তের শেষ মন্ত্রটির সঙ্গে এই সূক্তের প্রথম মন্ত্রটি জুড়ে নিয়ে অবিচ্ছেদ্যেই পাঠ করতে হয়। প্রাতরনুবাকের প্রথম মন্ত্র থেকে ‘ঈষ্ঠে-’ সূক্তের শেষ পর্যন্ত সব মন্ত্র মন্ত্রস্বরে পাঠ করতে হয়। স্বরে যমেরও আরোহক্রমে পরিবর্তন অর্থাৎ ক্রমিক উত্থান ঘটতে হয়। ফলে ‘ঈষ্ঠে-’ সূক্তের শেষ মন্ত্র পাঠ করতে হয় মন্ত্রস্বরের উত্তম যমে এবং পরবর্তী ‘প্রতি-’ সূক্তের প্রথম মন্ত্র পাঠ করতে হয় মধ্যম স্বরের প্রথম যমে। এই দ্বিতীয় সূক্তটিকেও উপাতিম মন্ত্র পর্যন্ত আরোহক্রমে মধ্যম স্বরে পাঠ করা হয়। শেষ মন্ত্রটি পাঠ করতে হয় উত্তম বা তার স্বরে আরোহক্রমে।

পুনর্ উত্সৃপ্যোত্তময়োত্তমস্থানেন পরিদধ্যাদ্ অন্তরেষ ঙ্কার্যে যুগে অনভ্যাহতম্

আশ্রাবয়ম্ ইবাশ্রাবয়ম্ ইব ॥ ১৯ ॥ [১১]

অনু.— আবার (ঐ আসন থেকে আসনবদ্ধ হয়েই সামনে) উঠে এসে (হবির্ধান- মণ্ডপের পূর্ব দিকের) দুই দ্বারের দুই খুঁটির মাঝে (বসে) উত্তম স্বরে শেষ মন্ত্রে আশ্রাবণ করার মতো অবিচ্ছিন্নভাবে (প্রাতরনুবাক) শেষ করবেন।

ব্যাখ্যা— অভ্যাহত = বিচ্ছেদ। অনভ্যাহত = অবিচ্ছেদ্যে স্বরের স্থানসংক্রমণ। ‘প্রতি-’ সূক্তের উপাতিম অর্থাৎ শেষের আগের মন্ত্রটির পাঠ শেষ হওয়ার সময়ে আগের স্থান থেকে সামনে বদ্ধাসন হয়েই উঠে এসে হবির্ধান-মণ্ডপের পূর্ব দিকের দ্বারের দুই খুঁটির মাঝে মাটিতে বসে বসে ঐ সূক্তেরই শেষ মন্ত্র উত্তমস্বরে পাঠ করবেন। পাঠ শুরু হবে আশ্রাবণের (এবং প্রত্যাশ্রাবণের) মতো প্রথম যমে এবং শেষ হবে উত্তম যমে। ঐ. ব্রা. ৭/৮ অংশেও ‘প্রতি-’ সূক্তের ‘অভূদুবা-’ এই অস্তিম মন্ত্রে প্রাতরনুবাকের পাঠ শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম কণিকা (৫/১)

[অপোনপত্ৰীয়া]

পরিহিতে ৫প ইষ্য হোতব্ ইত্যাভ্যোঃ নভিহিংকৃত্যাপোনপত্ৰীয়া অষ্যাহেবচ্ জনৈস্তুরাং পরিধানীয়ায়াঃ ॥ ১ ॥

অনু.— (প্রাতরনুবাক) শেষ হলে ‘অপ ইষ্য হোতঃ’ এই (বাক্য) বলা হলে (হোতা) অভিহিকার না করে (প্রাতরনুবাকের) শেষ মন্ত্রের থেকে আরও সামান্য ধীর গতিতে অপোনপত্ৰীয়া (মন্ত্রগুলি) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রাতরনুবাকের শেষ মন্ত্র যে-আসনে বসে পড়া হয়েছিল সেই আসনেই বসে অধ্ববুর কাছ থেকে ‘অপ ইষ্য হোতঃ’ (কা. শ্রৌ. ৯/৩/২; আপ. শ্রৌ. ১২/৫/২) এই প্রৈব পেয়ে হোতা একটু নীচ করে অর্থাৎ উত্তম স্বরের চতুর্থ যমে অপোনপত্ৰীয়া মন্ত্রগুলি পাঠ করবেন। চতুর্থ দিনে ‘বসতীবরী’ নামে যে জল আনা হয়েছিল তার সঙ্গে এই সূত্যানিমে জলাশয় থেকে ‘একম্বনা’ নামে কলশীতে করে আনা জল মেশান হয়। নূতন জল আনা ও মেশাবার সময়ে যে মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হয় (৮-২০ নং সূ. দ্র.) সেগুলিকে ‘অপোনপত্ৰীয়া’ বলে। সূত্রে ‘পরিহিতে’ বলা থাকে সত্ত্বেও সূত্রকার আবার ‘পরিধানীয়ায়াঃ’ বলেছেন এই অভিপ্রায়ে যে, প্রযুক্ত শেষেরও শেষ থেকে, প্রাতরনুবাকের শেষ মন্ত্রের শেষ অংশে প্রযুক্ত যম থেকেই অল্প নীচে অর্থাৎ উত্তম স্থানের চতুর্থ যমে এই মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হবে। শেষ মন্ত্রটি শেষ হয়েছে উত্তম স্থানের অন্তিম (= সপ্তম) যমে। সেই যম থেকেই অল্প নিম্ন যম হচ্ছে ষষ্ঠ ও পঞ্চম যম। কিন্তু ঐ দুই যমে পার্থক্য স্পষ্ট হয় না বলে চতুর্থ যমেই পাঠ করা উচিত। আগের সূত্রে ‘পরিভূষাত্’ বলা সত্ত্বেও এই সূত্রে ‘পরিহিতে’ বলায় বুঝতে হবে অপোনপত্ৰীয়া-পাঠের কর্তা, স্থান ও উপবেশন প্রাতরনুবাকের অন্তিম মন্ত্রের পাঠের সঙ্গে এক অর্থাৎ অভিন্ন। সূত্রে ‘অপ ইষ্য-’ এই শ্রেয়টির উদ্দেশ্য না করলেও চলত, করা হয়েছে এই কথাই বোঝাবার জন্য যে, প্রৈব ও সূত্রোক্ত বিধানের মধ্যে কোথাও সময়ের কোন ভেদ দেখা গেলে সেখানে যে-কোন একটিকে অনুসরণ করলেই চলবে। ‘অপ ইষ্য হোতব্ ইত্যাভ্যোঃ প্র সেবয়েতি দ্বাদশীং পরিহ্যাপ্য’— শা. ৬/৭/১।

তাসাং নিগদাদি শনৈস্তুরাং তাত্য্য চাপ্রসর্পণাত্ ॥ ২ ॥

অনু.— ঐ (অপোনপত্ৰীয়াগুলির) নিগদ থেকে শুরু করে প্রসর্পণ পর্যন্ত (মন্ত্রগুলি) ঐ (পূর্ববর্তী অপোনপত্ৰীয়াগুলির) অপেক্ষায় আরও ধীরে (ধীরে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অপোনপত্ৰীয়ার নিগদ (১৫ নং সূ. দ্র.) থেকে শুরু করে প্রসর্পণ (১৯ সূ. দ্র.) পর্যন্ত সমস্ত মন্ত্র নিগদের পূর্ববর্তী মন্ত্রগুলির অপেক্ষায় আরও তিন-চার যম নীচুতে অর্থাৎ মধ্যম স্বরে পাঠ করবেন। এই সূত্রে আগের সূত্রের মতো ‘সিবত্’ শব্দ নেই বলে উত্তম স্বরের চতুর্থ যম থেকে কমপক্ষে তিনটি যমের পার্থক্য বজায় রেখে মধ্যম স্বরে পাঠ করতে হবে।

পরং মন্ত্রেণ ॥ ৩ ॥

অনু.— (প্রসর্পণের) পর (অপোনপত্ৰীয়ার অবশিষ্ট মন্ত্র) মন্ত্রস্বরে (পাঠ করতে হবে)।

প্রাতঃসবনং চ ॥ ৪ ॥

অনু.— প্রাতঃসবনও (মন্ত্রস্বরে পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— প্রাতঃসবনে অর্থাৎ উপাংশগ্রহ থেকে অচ্ছাবাকশত্ৰু পর্যন্ত সমস্ত মন্ত্র মন্ত্রস্বরে পড়তে হয়। ‘মন্ত্রয়া বাচা প্রাতঃসবনম্ উচৈস্তুরাম্ আজ্যাত্ প্রউগম্’— শা. ৮/১৪/১, ২।

অধ্যায়িকারং প্রথমাম্ ঋগাবানম্ উক্তরাঃ ॥ ৫ ॥

অনু.— (অপোনপ্‌ত্ৰীয়ার) প্রথম (মন্ত্রকে) দেড় দেড় করে (এবং) পরবর্তী মন্ত্রগুলিকে ঋগাবান (করে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রথম মন্ত্রকে সামিথেনীর মতো দেড় দেড় করে পাঠ করতে হয়। অন্য মন্ত্রগুলিকে ঋগাবান করে অর্থাৎ প্রত্যেক ঋক্ (মন্ত্র)-এর শেষে থেমে পাঠ করতে হয়। ফলে প্রথম মন্ত্রে দেড় অংশ বলে থেমে তার পর বাকী দেড় অংশ এবং সম্পূর্ণ মূল দ্বিতীয় মন্ত্রটি অর্থাৎ মোট পাঁচটি অর্থমন্ত্র একনিঃশ্বাসে পড়তে হয়।

বৃত্তিকামস্য প্রকৃত্যা বা ॥ ৬ ॥

অনু.— অথবা বৃত্তিকামনাকারী (ব্যক্তির ক্ষেত্রে) প্রকৃতিযোগের মতো (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিপ্রার্থী যজ্ঞমানের ক্ষেত্রে বিকল্পে পরবর্তী অপোনপ্‌ত্ৰীয়া মন্ত্রগুলিকে সামিথেনীর মতো প্রত্যেক মন্ত্রের প্রথমার্ধে থেমে থেমে পাঠ করা যেতে পারে।

প্রকৃতিভাবে পূর্বেষাসাম্ অর্থচেষু লিঙ্গানি কাঙ্ক্ষেকু ॥ ৭ ॥

অনু.— প্রকৃতিযোগের মতো হলে এই (অপোনপ্‌ত্ৰীয়াগুলির) পূর্ববর্তী অর্থমন্ত্রে (পরবর্তী মন্ত্রের আরম্ভ)- সূচক শব্দ আকাশঙ্কা করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রত্যেক মন্ত্রের প্রথমার্ধের শেষে পরবর্তী মন্ত্রের প্রারম্ভিক শব্দের কথা মনে মনে স্মরণ করবেন।

প্র দেবত্রো ব্রহ্মণে গাতুরেযিত্তিনব হিনোতা নো দেবযজ্ঞোতি দশমীম্ ॥ ৮ ॥

অনু.— (অপোনপ্‌ত্ৰীয়া মন্ত্রগুলি হল) ‘প্র-’ (১০/৩০/১-৯) ইত্যাদি ন-টি (মন্ত্র); ‘হিনোতা-’ (১০/৩০/১১) এই (মন্ত্রটি হবে) দশম (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৮/১ অংশেও এই সূক্তটিই বিহিত হয়েছে এবং ৮/২ অংশে সূক্তের দশম মন্ত্রটি ভাগ করে ‘হিনোতা-’ মন্ত্রটি পাঠ করতে বলা হয়েছে। শা. ৬/৭/২ সূত্রে এই ‘হিনোতা-’ মন্ত্রটিকে জলে আচ্ছাদিত করার সময় পাঠ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আববৃত্তীর্ষন নু বিধারা ইত্যাবৃত্তাবেকখনাসু ॥ ৯ ॥

অনু.— একখনাগুলি (জলাশয় থেকে যজ্ঞভূমিতে) ফিরে এলে ‘আব-’ (১০/৩০/১০) এই (মন্ত্রটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে জলাশয় থেকে যজ্ঞভূমিতে একখনা নিয়ে আসা হতে থাকলে এই মন্ত্রটি পাঠ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ৮/২ অংশেও তাই বলা হয়েছে। শা. ৬/৭/৩ সূত্রের বিধানও তাই।

প্রতি যদাপো অদৃশমারতীর ইতি প্রতিদৃশ্যমানাসু ॥ ১০ ॥

অনু.— (একখনা নিজের অদূরে) দেখা যেতে থাকলে ‘প্রতি-’ (১০/৩০/১৩) এই (মন্ত্রটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— নিজ স্থানে বসে থেকেই জলপূর্ণ ঘটগুলিকে দৃষ্টিপথে আসতে দেখলে এই মন্ত্রটি পাঠ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ৮/২ অংশেও এই বিধান পাই। শা. ৬/৭/৪ সূত্রের নির্দেশও তাই।

আ যেনবঃ পরসা তুর্ধ্যর্থাঃ ॥ ১১ ॥

অনু.— (একখনা চাত্বালের বা তীরের কাছাকাছি এলে) ‘আ-’ (৫/৪০/১) এই (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৮/২ অংশেও এই বিধানই দেওয়া হয়েছে। শা. গ্রন্থের মতের জন্য ১৩ নং সূত্রের ব্যাখ্যার শেবাংশ হ্র।

সমন্যা যজ্ঞাপ যজ্ঞান্যা ইতি ॥ ১২ ॥

অনু.— ‘সমন্যা-’ (২/৩৫/৩) এই (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বসতীবরীর সঙ্গে একখনা সংযুক্ত হতে থাকলে এই মন্ত্রটি পাঠ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ৮/২ অংশেও বসতীবরীপূর্ণ হোতৃচমস ও একখনার জলে পূর্ণ মৈত্রাবরণ-চমসকে পরস্পর সংলগ্ন করার ক্ষেত্রে এই মন্ত্র বিহিত হয়েছে। শা. ৬/৭/৫ অনুসারেও বসতীবরীর জল মৈত্রাবরণচমসের জলের সঙ্গে মেশান হতে থাকলে মন্ত্রটি পাঠ করতে হয়।

তীর্থদেশে হোতৃচমসে ২ পাং পূর্যমাণ আপো ন দেবীরূপ যজ্ঞি হোত্রিয়ম্

ইতি সমাপা প্রণবেনোপরমেত্ ॥ ১৩ ॥

অনু.— তীর্থের স্থানে হোতৃচমসে (একখনার কিছু) জল পূর্ণ করা হতে থাকলে ‘আপো-’ (১/৮৩/২) এই (মন্ত্রটি) শেষ করে প্রণব দিয়ে থামবেন।

ব্যাখ্যা— ৬ নং সূত্র অনুযায়ী মন্ত্র পাঠ করা হলেও এই মন্ত্রের শেষে থামতে হয়। সাধারণত মৈত্রাবরণচমসে এবং একখনা নামে কতকগুলি কলশীতে জল এনে চাত্বালের কাছে রেখে মৈত্রাবরণচমসের জলের সঙ্গে বসতীবরীর জল মিশিয়ে বসতীবরীর জল হোতৃচমসে রাখা হয়। হোতৃচমসের এই জলকে এর পর ‘নিগ্রাভ্যা’ নাম দেওয়া হয়। মার্টিন ইউগের বিবরণ অনুযায়ী অধ্বর্যু হোতৃচমস এবং একখনাপূর্ণ মৈত্রাবরণ-চমসকে প্রথমে পাশাপাশি সংলগ্ন করে রাখেন এবং বসতীবরীর কলশীটিও নিয়ে আসেন। তার পর ঐ কলশীর জল হোতৃচমসে নিয়ে হোতৃচমসের জল মৈত্রাবরণচমসে এবং মৈত্রাবরণচমসের জল হোতৃচমসে ঢালাঢালি করেন। তার পর সেই জল হোতার কাছে নিয়ে যান (ঐ. ব্রা. ২/৩/২- ইউগ)। ভিন্ন বিবরণ অনুযায়ী বসতীবরীর জল হোতৃচমসে এবং একখনার জল মৈত্রাবরণচমসে রাখা হয়। তার পরে প্রথমে দুটি চমসকে সংযুক্ত করে রেখে পরে ঐ দুই জল মিশ্রিত করে তা হোতৃচমসে রেখে দেওয়া হয়। ঐ. ব্রা. ৮/২ অনুসারে বসতীবরী ও একখনার জল হোতৃচমসে ঢেলে মেশানোর সময়ে এই ‘আপো-’ মন্ত্রটি পাঠ করতে হয়। শা. ৬/৭/৬ সূত্র অনুসারে মন্ত্রটি হোতৃচমসে জল ঢালার সময়ে পাঠ্য। এর পর সেখানে ৭ নং সূত্রে বলা হয়েছে জল হবির্ধান-মণ্ডপে আনা হলে ‘আ-’ (৫/৪৩/১) মন্ত্রের শেষে প্রণব উচ্চারণ করে থামবেন। আপাং = অস্তিঃ।

আগতম্ অধ্বর্যু অবেরপো ২ ধ্বা ৩ উ ইতি পৃচ্ছতি ॥ ১৪ ॥

অনু.— (নিকটে) উপস্থিত অধ্বর্যুকে জিজ্ঞাসা করবেন ‘অবে-’ (সু.)।

ব্যাখ্যা— অধ্বর্যু হবির্ধানমণ্ডপের দ্বারে উপবিষ্ট হোতার কাছে এলে তাঁকে এই প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্নটির অর্থ— অধ্বর্যু, তুমি দু-রকমের জল পেয়েছ তো? ঐ. ব্রা. ৮/২ অংশেও এই বিধানই আছে। “অধ্বর্যুবৈদীরপাও ইত্যধ্বর্যুং পৃচ্ছতি”— শা. ৬/৭/৮।

উত্তেমনননমূ ইতি প্রত্যাভ্যো নিগদং ব্রবন্ প্রতিনিষ্প্রজ্যমেত্ ॥ ১৫ ॥ [১৪]

অনু.— (অধ্বর্যু) ‘উত্তে-’ (সু.) এই উত্তর দিলে (হোতা) নিগদ বলতে বলতে (হবির্ধান-মণ্ডপের দ্বার থেকে) বেরিয়ে যাবেন।

ব্যাখ্যা— অধ্বর্যুর উত্তরের অর্থ— হ্যাঁ, দু-রকমের জলই পাওয়া গেছে (অথবা জলেরা নিজেরাই আনত হয়েছে), তুমি দেখ। হোতা এই উত্তর শুনে মাননীয় অতিথি-ব্রহ্মণ দুই জলের সম্মানের উদ্দেশ্যে নিগদ (১৬, ১৮ নং সূ. দ্র.) পাঠ করতে করতে এগিয়ে যান। ঐ. ব্রা. ৮/২ অংশে প্রত্যাভ্যানের জন্য এই একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। “উত্তেব নননমূ ইতি প্রত্যাভ্য”— শা. ৬/৭/৯।

তাব্ধ্বাৰ্যো ইত্ৰায় সোমং সোতা মধুমত্তং বৃষ্টিবনিং তীব্রাত্তং বহুরমথ্যং বসুমতে রুদ্রবত্ আদিত্যবত্

ঋতুমতে বিতুমতে বাজবতে বৃহস্পতিবতে বিশ্বদেব্যাবত্ ইত্যন্তম্ অনবানম্

উত্কোদগ্ আসাং পথো বস্মিষ্ঠেত্ ॥ ১৬ ॥ [১৫]

অনু.— (নিগদের) ‘তাব্ধ্বাৰ্যো ইত্ৰায় বিশ্বদেব্যাবতঃ’ (সু.) পর্যন্ত একনিঃশ্বাসে বলার পর এই একখনাগুলির পথের উত্তর দিকে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

ব্যাখ্যা— একখনার সামনে এগিয়ে গিয়ে ঐ একখনার পিছন দিক দিয়ে অতিক্রম করে গিয়ে উত্তর দিকে দাঁড়াবেন। শা. ৬/৭/১০ সূত্রেও এই মন্ত্রটি আছে, কিন্তু পাঠে বেশ পার্থক্য রয়েছে। সূত্রে ‘উদগ্’ ও ‘পথঃ’ পদের বিভক্তি লক্ষণীয়।

উপাভীতান্ধাবর্তেত ॥ ১৭ ॥ [১৬]

অনু.— (জল) নিজের কাছ থেকে (অল্প কিছুটা দূরে) চলে গেলে (হোতা) ঘুরে দাঁড়াবেন।

ব্যাখ্যা— আগে একখনার উত্তর দিকে দাঁড়িয়েছিলেন। এখন তিনি জলের অনুগমন করবেন বলে ঘুরে দাঁড়াবেন।

যস্যোহঃ পীত্বা বৃত্তাশি জঙ্ঘনচ্ প্র স জন্যানি তারিষোঃ মন্ধ্যয়ো বৃত্তাশ্চিতি ইতি তিস্রঃ ॥ ১৮ ॥ [১৭]

অনু.— (নিগদের অবশিষ্ট অংশ) ‘যস্যো-’ (সু.) (এবং) ‘অম্ব-’ (১/২৩/১৬-১৮) ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র (পাঠ করতে করতে জলের পিছন পিছন যাবেন)।

ব্যাখ্যা— নিগদের শেষ অংশের সঙ্গে ঋক্-মন্ত্রের প্রথম অংশ জুড়ে নিয়ে পাঠ করতে হয়। ৫ নং সূত্র অনুযায়ী পাঠ করলেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। ঐ. ব্রা. ৮/২ অংশেও ‘অম্ব-’ মন্ত্রে দুই জলের অনুগমন করতে বলা হয়েছে। ‘যস্যো-’ মন্ত্রটি শা. গ্রন্থেও পঠিত হয়েছে, তবে সেখানের পাঠ কিছুটা ভিন্ন; ‘অম্ব-’ ইত্যাদি দুটি মন্ত্রও সেখানে বিহিত হয়েছে— ‘অম্ব ইত্যধ্যর্ম অনুচা; উপোত্থাধ্যার্ম অর্থাবৃত্তোত্তরাম্ অধ্যার্ম অনুচা; উপোত্তমাং চ সূক্তস্য; উত্তমরা পরিধায়; পরাবৃত্তোপবিশতি’-শা. ৬/৭/১০।

উত্তমরানুপ্রদ্যেত ॥ ১৯ ॥ [১৮]

অনু.— শেষ মন্ত্র দ্বারা (হবির্ধান-মণ্ডপে জলের) পিছন পিছন প্রবেশ করবেন।

ব্যাখ্যা— জল হবির্ধান-মণ্ডপে প্রবেশ করান হতে থাকলে হোতা ঐ তিন ঋক্-মন্ত্রের শেষ মন্ত্র ‘অপো—’ এই মন্ত্রে (১/২৩/১৮) জলের পিছন পিছন প্রবেশ করবেন।

এমা অম্বন্ রেবতীর্জীবধন্যা ইতি ত্রৈ ॥ ২০ ॥ [১৯]

অনু.— ‘এমা-’ (১০/৩০/১৪, ১৫) ইত্যাদি দুটি (মন্ত্র পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৮/২ অনুযায়ী প্রথম মন্ত্রটি পাঠ করতে হয় হবির্ধান-মণ্ডপের উত্তর-পশ্চিম দিকে একখনা ও বসতীবরীকে রাখার সময়ে এবং দ্বিতীয় মন্ত্রটি পাঠ করতে হয় দুই জল বেদিতে রেখে দেওয়ার পরে। অন্যত্র দেখা যায় মৈত্রাবরূপচমসের জল এবং বসতীবরী ও একখনার এক-তৃতীয়াংশ জল উত্তর হবির্ধানশকটে স্থাপিত আধবরীক কলশে ঢেলে রাখার পর ঐ পাত্রগুলি অবশিষ্ট জলসমেত উত্তর দিকের শকটের পিছনে রেখে দেওয়া হয়। উত্তর-শকটের বাঁ পাশে পূর্ব দিক হতে পশ্চিমে থাকে যথাক্রমে পূতভূত, আধবরীক ও বসতীবরী এবং শকটের পিছনে রাখা হয় একখনা নামে জলের কয়েকটি পাত্র। উল্লেখ্য যে, ‘এমা-’ ৮ নং সূত্রে বিহিত ‘প্র-’ সূক্তেরই শেষ দুই মন্ত্র। শা. ৬/৭/১০ সূত্রেও এই মন্ত্র-দুটি বিহিত হয়েছে।

সমাস্তররা পরিখারোত্তরাং দ্বার্বাম্ আসাদ্য রাজানম্ অভিমুখ উপবিশেদ অনিরস্য তৃণম্ ॥ ২১ ॥ [২০]

অনু.— (হবির্ধান-মণ্ডপে জল) রাখা হয়ে গেলে পরবর্তী (মন্ত্রটি) দ্বারা (অপোনপ্ত্রীয়ার পাঠ) শেষ করে (পূর্ব দিকের দ্বারের) উত্তর দিকের ঝুটিতে এসে তৃণ না ফেলে সোমলতার দিকে মুখ করে বসে পড়বেন।

ব্যাখ্যা— ‘আম্ব-’ (১০/৩০/১৫) মন্ত্রে অপোনপ্ত্রীয়ার পাঠ শেষ করে মণ্ডপ থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার ঐ মণ্ডপের পূর্বদিকের দ্বারের কাছে এসে ১/৩/৩৬, ৩৭ সূত্রে বিহিত তৃণনিক্ষেপ এবং মন্ত্রপাঠ না করেই সোমলতার দিকে মুখ করে বাঁ দিকের ঝুটির কাছে বসতে হবে। ‘অকৃষ্টেব নিরসনং নিরসনমন্ত্রম্ উপবেশনমন্ত্রম্ অনুক্ষেব’ (বৃষ্টি)। ঐ. ব্রা. ৮/২ অংশে এই মন্ত্রেই অনুবচন সমাপ্ত করার কথা বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় কণিকা (৫/২)

[উপাংশ ও অন্তর্ভুক্তি গ্রহের অনুমন্ত্রণ, বিপ্রস্ব-হোম, প্রসর্পণ, স্তোত্রের জন্য অতিসর্জন]

উপাংশং হুয়মানং প্রাণং যচ্ছ স্বাহা স্বাহা সূহব সূর্য্যায় প্রাণ প্রাণং মে যচ্ছৈত্যানুমন্ত্য উঃ ইত্যনুপ্রাণ্যাহ ॥ ১ ॥

অনু.— উপাংশ (গ্রহ) আহুতি দেওয়া হতে থাকলে তাকে ‘প্রাণং-’ (সু.) এই (মন্ত্রে) অনুমন্ত্রণ করে ‘উঃ’ বলে নিঃশ্বাস ছেড়ে দেবেন।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৮/৩ অংশেও ‘প্রাণং-’ মন্ত্রটি পাওয়া যায়। শা. ৬/৮/১ অনুসারে সূত্রপঠিত ‘প্রাণং মে পাহি’ মন্ত্রে শ্বাস ত্যাগ করতে হয়।

অন্তর্ভুক্তিম্ অপানং যচ্ছ স্বাহা স্বাহা সূহব সূর্য্যাপানাপানং মে যচ্ছৈত্যানুমন্ত্য উঃ ইতি চাত্তাপান্যাহ ॥ ২ ॥

অনু.— অন্তর্ভুক্তি (গ্রহকে আহুতি দেওয়া হতে থাকলে) ‘অপানং-’ (সু.) এই (মন্ত্রে) অনুমন্ত্রণ করে ‘উম্’ বলে শ্বাস টেনে নেবেন।

ব্যাখ্যা— সূত্রে ‘চ’ শব্দটি দ্বারা ব্রাহ্মণের বিধানটিকেও অনুকর্ষণ করা (টেনে আনা) হচ্ছে। তাই ১নং ও ২নং সূত্রের ক্ষেত্রে বিকল্পে ‘.... সূর্য্যায়’ পর্ব্বস্ত পড়ে শ্বাস ত্যাগ করে মন্ত্রের অবশিষ্ট অংশ দ্বারা শ্বাস গ্রহণ করা যেতে পারে। ঐ. ব্রা. ৮/৩ অংশেও ‘অপানং-’ মন্ত্রটি পাওয়া যায়। শা. ৬/৮/২ সূত্র অনুযায়ী সূত্রপঠিত ‘অপানং মে-’ মন্ত্রে শ্বাস গ্রহণ করতে হয়।

উপাংশসবনং গ্রাবাণং ব্যানায় য়েত্যভিমুখ্য বাচং বিসৃজেত ॥ ৩ ॥

অনু.— উপাংশসবন (নামে) নুড়িকে ‘ব্যানায় স্বা-’ (সু.) এই (মন্ত্রে) স্পর্শ করে বাক্-সংযম ত্যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— উপাংশগ্রহের জন্য যে নুড়ি দিয়ে সোমরস নিষ্কাশন করা হয় তার নাম ‘উপাংশসবন’। প্রাচুর্য্যবাকের জন্য আমন্ত্রিত হওয়ার পর হোতা যে বাক্-সংযম অবলম্বন করেছিলেন (৪/১৩/১ সূ. দ্র.) এখন ‘ব্যানায়-’ মন্ত্রে উপাংশসবন স্পর্শ করে তা ‘ভূর্ভুবঃ বঃ’ মন্ত্রে ত্যাগ করবেন। অপোনপত্নীয়া নামে মন্ত্রগুলির পাঠ যেখানে থেকে করছিলেন সেই স্থানেই বসে বাক্-সংযম বিসর্জন দিতে হয়। ঐ. ব্রা. ৮/৩ অংশেও সূত্রপঠিত মন্ত্রটি পাওয়া যায়।

পবমানায় সর্পণেঃ স্বক্ ছন্দোপান্ মৈত্রাবরুণো ব্রহ্মা চ নিত্যৌ ॥ ৪ ॥

অনু.— পবমান (স্তোত্রের) জন্য (চাত্তালের কাছে) যাওয়ার সময়ে সর্বদা মৈত্রাবরণ এবং ব্রহ্মা সামবেদীদের পিছন (পিছন যাবেন)।

ব্যাখ্যা— অস্বক্ = পিছনে। উপাংশগ্রহ এবং অন্তর্ভুক্তি গ্রহের আহুতির পর নানা গ্রহপাত্রে সোমরস ভর্তি করে রেখে দেওয়া হয়। তার পর বহিঃস্পর্শমান-স্তোত্রের জন্য অধ্বর্ষু, প্রস্তোতা, প্রতিহতা (অথবা উদ্গাতা), উদ্গাতা (অথবা প্রতিহতা), মৈত্রাবরণ, ব্রহ্মা এবং যজমান সারিবদ্ধ হয়ে চাত্তালের বা তীরের দিকে প্রসর্পণ করেন অর্থাৎ এগিয়ে যান। যাওয়ার সময়ে পিছনের জন সামনের জনের কাছা ডান হাতে ধরেন এবং টানে যাতে খুলে না যায় সেইজন্য বাঁ হাতে নিজের কাছাটিও ধারে রাখেন। সামবেদীয় এবং যজুর্বেদীয় শ্রীতসূত্রগুলিতে (আপ. শ্রৌ. ১২/২৭/১; জ. শ্রৌ. ১৩/১৬/১৬; বৌ. শ্রৌ. ৯/৬/২৫; লা. শ্রৌ. ১/১১; সত্য. শ্রৌ. ইত্যাদি দ্র.) প্রসর্পণে মৈত্রাবরণের নামের উল্লেখ না থাকলেও শাখ্যায়ন (৬/৮/৪ দ্র.) এবং আখ্যায়নের মতে কিন্তু মৈত্রাবরণকেও সর্পণে অংশগ্রহণ করতে হয়। সূত্রে ‘পবমানায়’ বলার উদ্গাতারা পবমানের জন্য যখন প্রসর্পণ করবেন তখনই এই দু-জনও প্রসর্পণ করবেন, বিপ্রস্বহোমের পরেই নয়। এই সূত্রে ‘নিত্যৌ’ পদটি থাকায় শতাত্তিরাত্র (কা. শ্রৌ. ২৪/৩/৩০) প্রভৃতি যাগে প্রত্যেক শ্রেণীর ঋত্বিকের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় জনের কাজ যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ জনে করলেও চাত্তালে প্রসর্পণের সময়ে কিন্তু মৈত্রাবরণ এবং ব্রহ্মাকে নিজেই ঐ কাজটি করতে হবে। শতপথব্রাহ্মণ (১৪/১/১/৩০, ৩১) এবং শাখ্যায়ন-শ্রীতসূত্র (৬/৮/৯) অনুযায়ী পবমানস্তোত্রের আগে যজমানকে ‘অসতো মা সন্ পমর তমসো মা জ্যোতির্ গমর

অজ্ঞান মানস্তং গময়, মৃত্যোর্ মামৃতং গময়' মন্ত্রটি জপ করতে হয়। 'উত্তররেণাহবনীয়াং বহিঃপবমানেন স্তবতে; দক্ষিণতো ব্রহ্মা মৈত্রাবরুণশ্চোপবিশ্য; ব্রহ্মান্ স্তোব্যামঃ প্রশান্তর্ ইত্যাকৌ; আয়ুত্বাত্য.... ইতি জপিষ্য; ওং স্ততেতি; প্রসবঃ সর্বেষাং স্তোত্রাগাম্"— শা. ৬/৮/৩-৮।

তাব্ অন্তরেণেতরে দীক্ষিতাশ্ চেত্ ॥ ৫ ॥

অনু.— অপর (ঋত্বিকেরা) যদি দীক্ষিত হন (তাহলে তাঁরা প্রসর্পণের মিছিলে) ঐ দু-জনের মাঝে (থাকবেন)।

ব্যাখ্যা— অন্তরেণ = মাঝে; 'অন্তরেণ ইতি মধ্যত ইত্যর্থঃ' (না.)। যদি অন্যান্য ঋত্বিকেরা অর্থাৎ ব্রহ্মা এবং হোতার দলের লোকেরা দীক্ষিত হন তাহলে তাঁরাও মৈত্রাবরুণ এবং ব্রহ্মার মাঝে গ্রহণ করে প্রসর্পণের জন্য মিছিলে অংশ নেবেন। যদিও দীক্ষিতেরা যজ্ঞমান বলেই তাঁদের প্রসর্পণ করতে হবে, তবুও যাতে এই গ্রহের নির্দেশই তাঁরা অনুসরণ করেন সেই উদ্দেশ্যে এখানে তাঁদের প্রসর্পণ বিহিত হয়েছে।

দ্বন্দ্বশ্চন্দ্রকেন্দি দ্বাভ্যাং বিপ্রভৃদোমৌ হৃদ্বাধ্বর্ষমুখাঃ সমধারকাঃ সর্পস্ত্যা তীর্থদেশাচ্ ॥ ৬ ॥

অনু.— 'দ্বন্দ্ব-' (১০/১৭/১১, ১২) ইত্যাদি দুটি (মন্ত্রে) দুই বিপ্রবৃহোম আত্মতি দিয়ে অধ্বর্ষ্যকে সামনে রেখে (পরস্পর) স্পর্শরত (হয়ে ঋত্বিকেরা) তীর্থ-স্থান পর্যন্ত প্রসর্পণ করবেন।

ব্যাখ্যা— 'হৃদ্বা সর্পস্তি' বলায় বুঝতে হবে এই হোম প্রসর্পণেরই অঙ্গ। তাই যারা প্রসর্পণ করেন, তাঁদের সকলকেই এই হোম করতে হয়। অভিষব এবং গ্রহে সোমরস গ্রহণের সময়ে সোমবিন্দু ইত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। সেই বিক্ষেপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই এই হোম। তীর্থ পর্যন্ত যাওয়ার সময়ে সকলে অধ্বর্ষ্যের নির্দেশ ('অধ্বর্ষমুখাঃ') অনুযায়ী যাবেন। যাওয়ার পর উপবেশন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ রীতি অনুযায়ীই চলবেন।

তত্শ্চোদ্রোপকিণ্ডাদ্গাতারম্ অভিমুখাঃ ॥ ৭ ॥

অনু.— ঐ (বহিঃপবমান) স্তোত্রের জন্য (মৈত্রাবরুণ ও ব্রহ্মা) উদ্গাতার দিকে মুখ করে বসবেন।

ব্যাখ্যা— মৈত্রাবরুণ উদ্গাতার পিছনে পূর্বমুখ হয়ে এবং ব্রহ্মা ডান দিকে উত্তরমুখ হয়ে বসেন। সূত্রে দ্বিবিচনের স্থানে বহুবচন প্রয়োগ করা হয়েছে সত্রযাগের কথা মনে রেখে, কারণ সত্রে ব্রহ্মবর্গের ও প্রশান্তবর্গের ঋত্বিকেরাও প্রসর্পণে অংশ নেন।

তান্ হোতানুমন্ত্রয়তে হরৈবাসীনো যো দেবানামিহ সোমপীথো যজ্ঞে বহিষি বেদ্যাম্।

তস্যাপি ভক্সামসি মুখমসি মুখং ভূয়াসম্ ইতি ॥ ৮ ॥

অনু.— এখানেই বসে থেকে হোতা তাঁদের 'যো-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) অনুমন্ত্রণ করবেন।

ব্যাখ্যা— হোতা যেখানে বসে (৫/১/২১ সূ. দ্র.) বাক-সংযম ত্যাগ করেছিলেন (৩ নং সূ. দ্র.) সেখানেই বসে থেকে স্তোত্রের জন্য উপবিষ্ট ঋত্বিকদের 'যো-' মন্ত্রে অনুমন্ত্রণ করবেন। সূত্রে 'হোতা' পদটি থাকায় হোতাই অর্থাৎ যিনি কেবল হোতাই, কেবল হোতার কাজই করছেন তিনিই এখানে বসে অনুমন্ত্রণ করবেন; যজ্ঞমান নিজেই হোতার কাজও করলে কিন্তু যজ্ঞমান হিসাবে প্রসর্পণ করে চাড়াগে গিয়ে (৪ নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.) সেখানেই তিনি হোতা হিসাবে অনুমন্ত্রণও করবেন। এই দ্বিতীয় নিয়মটি একাধ, অতীত এবং সত্রযাগে যজ্ঞমান বা গৃহপতিই হোতা হলে প্রযোজ্য। সত্রে হোতাই আগে অনুমন্ত্রণ করে পরে যজ্ঞমানদের কারণে চাড়াগে যাবেন- পরবর্তী সূ. দ্র.। ঐ. ব্রা. ৮/৪ অংশেও এই মন্ত্রটি বিহিত হয়েছে।

দীক্ষিতশ্চেদ ব্রজেত্ স্তোত্রোপহারায় ॥ ৯ ॥

অনু.— যদি (তিনি) দীক্ষিত হন (তাহলে) স্তোত্রের উপহারের জন্য (চাড়াগে) যাবেন।

ব্যাখ্যা— সত্রযাগে হোতা আগে যতনের দ্বারে বসে স্তোত্রের জন্য উপবিষ্ট ব্যক্তিদের হোত্বরূপে অনুমন্ত্রণ করে তারপরে (নিজে যজ্ঞমানও বলে) যজ্ঞমানরূপে বহিঃপবমান স্তোত্রের উপহারের অর্থাৎ অংশগ্রহণের জন্য চাড়াগে যাবেন। হোতা নিজে

যজ্ঞমান বা গৃহপতি না হলে অনুমত্বণের পরে চাড়াগে যেতে হয় না। চাড়াগে গিয়ে অথবা হবির্ধান-মণ্ডপের খুঁটির সামনে বসে অনুমত্বণ করতে হবে তা নির্ভর করে তিনি মূলত হোতা অথবা যজ্ঞমান তার উপর। মূলত যজ্ঞমান হয়ে প্রসঙ্গত হোতার কাজও করলে তাঁকে চাড়াগে গিয়ে অনুমত্বণ করতে হবে, কিন্তু মূলত হোতা হয়েও দীক্ষিত হওয়ার কারণে প্রসঙ্গত কিছু যজ্ঞমান-কর্মও করলে আগে খুঁটির সামনে থেকে অনুমত্বণরূপ হোতৃকর্মটি করে তার পরে যজ্ঞমানের কর্তব্য পালন করার জন্য তিনি চাড়াগে যাবেন। কেবল যদি হোতাই হন তাহলে চাড়াগে যেতেই হবে না, খুঁটির সামনে থেকেই অনুমত্বণ করতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যজ্ঞমানকে গানের সময়ে আগাগোড়া ‘ওম্’ বা ‘হো’ বলে যেতে হয় (লা. শ্রী ১/১১/২৬ এবং দ্রা. শ্রী. ৩/৪/৬ দ্র.)।

সর্পেচ্ চোস্তরয়োঃ ॥ ১০ ॥

অনু.—(দীক্ষিত হোতা) পরের দুই সবনে প্রসর্পণও করবেন।

ব্যাখ্যা—সত্রযোগে দীক্ষিত হোতাকে অপর দুই সবনে স্তোত্রে প্রসর্পণ থেকে শুরু করে যজ্ঞমানের পক্ষে করণীয় সব-কিছু কাজই করতে হয়। বহিষ্পবমানে কিন্তু এখানেই বসে অনুমত্বণ করে তবে প্রসর্পণ করেন।

ব্রহ্মন্ স্তোব্যামঃ প্রশান্তু ইতি স্তোত্রায়াতিসর্জিতাব্ অতিসজ্ঞতঃ ॥ ১১ ॥

অনু.—স্তোত্রের জন্য (প্রস্তোতাকর্কুক) ‘ব্রহ্মন্ স্তোব্যামঃ প্রশান্তুঃ’ এই (বাক্যে) অনুকল্প (হয়ে ব্রহ্মা ও মৈত্রাবরুণ স্তোত্রগান করার জন্য) অনুমতি দেন।

ব্যাখ্যা—কি অতিসর্জন বা অনুমতি তাঁরা দেন তা পরবর্তী পাঁচটি সূত্রে বলা হচ্ছে। ‘ব্রহ্মন্-’ এই বাক্যটির উল্লেখ ঐ. ব্রা. ২৫/৯ অংশেও পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ৪ নং সূত্রের ব্যাখ্যার শেষাংশও দ্র.।

ভুরিঙ্গবন্তঃ সবিভৃপ্রসূতা ইতি জপিছোং স্তুধবম্ ইতি ব্রহ্মা প্রাতঃসবনে ॥ ১২ ॥

অনু.—ব্রহ্মা প্রাতঃসবনে ‘ভু-’ (সু.) এই (মন্ত্র) জপ করে ‘ওং স্তুধবম্’ (এই বাক্যে অনুমতি দেন)।

ব্যাখ্যা—‘প্রাতঃসবনে’ বলার ‘মানস’ (৮/১৩/৪ সূ. দ্র.) প্রকৃতি স্তোত্রে এই নিয়ম চলে না। এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, অনুমতি প্রার্থনা করা হয়েছিল ‘স্তোব্যামঃ’ এই পদে পরস্পরগদ প্রয়োগ করে, কিন্তু অনুমতি দান করা হচ্ছে আত্মনেপদে ‘স্তুধবম্’ বলে। ১৬ নং সূত্র ও তার ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিকল্পে কেবল ‘স্তুধবম্’ অংশটি উচ্চবরে উচ্চারণ করা যেতে পারে। ঐ. ব্রা. ২৫/৯ অনুযায়ী ‘ভুরিঙ্গবন্তঃ স্তুধবম্’ বলতে হয়। স্র. যে, ১২-১৫ নং সূত্র ব্রহ্মার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ভুব ইতি মাধ্যম্নিনে ॥ ১৩ ॥

অনু.—মাধ্যম্নিনে সবনে ‘ভুব ইঙ্গবন্তঃ সবিভৃপ্রসূতাঃ’ (এই মন্ত্র জপ করে ‘ওং স্তুধবম্’ বাক্যে অনুমতি দেন)।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ২৫/৯ অনুযায়ী বলতে হয় ‘ভুব ইঙ্গবন্তঃ স্তুধবম্’।

বর ইতি তৃতীয়সবনে ॥ ১৪ ॥ [১৩]

অনু.—তৃতীয়সবনে ‘বরিঙ্গবন্তঃ সবিভৃপ্রসূতাঃ’ (মন্ত্র জপ করে ‘ওং স্তুধবম্’ এই বাক্যে অনুমতি দেন)।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ২৫/৯ অনুযায়ী বলতে হয় ‘বরিঙ্গবন্তঃ স্তুধবম্’।

ভূর্ভবঃ বরিঙ্গবন্তঃ সবিভৃপ্রসূতা ইতুর্ধম্ অগ্নিমারুতাহ ॥ ১৫ ॥ [১৩]

অনু.—আগ্নিমারুত (শব্দের) পরে (সমস্ত স্তোত্রে) ‘ভু-’ (সু.) (এই মন্ত্র জপ করে অনুমতি দেন)।

ব্যাখ্যা—‘উক্খাদিবু’ না বলে ‘উর্ধম্ আগ্নিমারুতাহ’ বলার মানসস্তোত্র (৮/১৩/৩ সূ. দ্র.) এবং অত্যমিটৌষস্তোত্রেও এই

নিয়ম প্রযোজ্য হবে। ঐ. ব্রা. ২৫/১ অনুযায়ী উক্ত্যে ও অতিরিক্তেই এই অতিসর্জনবাক্যটি বলতে হয় এবং ‘সবিত্তপ্রসূতাঃ’ অংশটি কোন অতিসর্জনেই থাকে না। সূত্রে কেবল ‘ভূত্বঃ স্বরিত্তি উর্ধ্বম্ আশ্মিমারুতাত্’ না বলে সম্পূর্ণ মন্ত্রটি উল্লেখ করা হয়েছে এই কথাই বোঝাতে যে, ১২-১৪ নং সূত্রের মন্ত্রগুলি একত্রিত করে প্রয়োগ করলে চলবে না।

**স্তুত দেবেন সবিত্রা প্রসূতা ঋতং চ সত্যং চ বদত। আয়ুদ্ব্যত্য ঋচো মা গাত তনুপাত্ সান্ন ওম্ ইতি
জপিছা মৈত্রাবরুণ স্তব্ধম্ ইতুচ্চৈঃ ॥ ১৬॥ [১৪]**

অনু.— মৈত্রাবরুণ ‘স্তুত-’ (সু-) এই মন্ত্র জপ করে উচ্চস্বরে ‘স্তব্ধম্’ (এই বাক্য উচ্চারণ করে স্তোত্রের জন্য অনুমতি দেন)।

ব্যাখ্যা— ‘জপিছা’ বলার পরে ‘উচ্চৈঃ’ না বললেও বোঝা যায় যে, জপের পরে যে অংশ তা উচ্চ স্বরে পাঠ করতে হবে। সূত্রে তবুও ‘উচ্চৈঃ’ বলায় এই ইঙ্গিতই পাওয়া যাচ্ছে যে, মৈত্রাবরুণের ক্ষেত্রে এ-ই, কিন্তু ব্রহ্মার ক্ষেত্রে এই স্থলে ১/১২/১৬ সূত্র অনুযায়ী ওঙ্কার থেকে অথবা বিকল্পে ওঙ্কারের পরে উচ্চস্বর প্রয়োগ করা চলে।

তৃতীয় কণ্ডিকা (৫/৩)

[সবনীয় পশুযাগ, প্রবৃত্তাহতি, ধিময়-যুপ-শামিত্র প্রভৃতির উপস্থান, সদোমগুপে প্রসর্পণ বা প্রবেশ]

অথ সবনীয়েন পশুনা চরন্তি ॥ ১॥

অনু.— এর পর সবনীয় পশু দ্বারা অনুষ্ঠান করবেন।

ব্যাখ্যা— সবনীয় পশুযাগে প্রাতঃসবনে বপাহোম, মাধ্যাহ্নিনে সবনে পশুপুরোডাশ এবং তৃতীয়সবনে পশু-অঙ্গের আচ্ছতি দান পর্যন্ত অংশ অনুষ্ঠিত হয়। শাখাভেদে সামান্য ব্যতিক্রমও অবশ্য ঘটতে পারে।

ষদেবতো ভবতি ॥ ২॥

অনু.— যে দেবতার উদ্দেশে (বিহিত সেই দেবতার উদ্দেশেই এই পশুযাগ করা) হয়।

ব্যাখ্যা— অন্য গ্রন্থে ৩ নং সূত্রে বিহিত দেবতার পরিবর্তে অন্য কোন দেবতার উদ্দেশে সবনীয় পশুযাগ বিহিত হয়ে থাকলে সেই দেবতার উদ্দেশেই পশুযাগ করা যেতে পারে এবং এতে কোন দোষ হয় না।

আগ্নেয়োঃ ষ্মিষ্টোম ঐন্দ্রোয় উক্ত্যে দ্বিতীয় ঐন্দ্রো বৃকিঃ বোডশিনি তৃতীয়ঃ

সারস্বতী মেঘাতিরাদ্রে চতুর্থী ॥ ৩॥

অনু.— অগ্নিষ্টোমে অগ্নিদেবতার (উদ্দিষ্ট একটি পশু), উক্ত্যে ইন্দ্র-অগ্নির (উদ্দিষ্ট) দ্বিতীয় (একটি পশু), বোডশীতে ইন্দ্রের (উদ্দিষ্ট) মেঘ তৃতীয় (একটি পশু), অতিরাদ্রে সরস্বতীর (উদ্দিষ্ট) স্ত্রী মেঘ চতুর্থ (একটি পশু) আচ্ছতি দেওয়া দেওয়া হয়)।

ব্যাখ্যা— অগ্নিষ্টোম, উক্ত্য, বোডশী এবং অতিরাদ্রে যথাক্রমে একটি, দুটি, তিনটি এবং চারটি পশু আচ্ছতি দিতে হয়। আচ্ছতি দেওয়া হয় নির্দিষ্ট দেবতার উদ্দেশে। প্রথম দুটি পশু হচ্ছে ছাগ এবং পরের দুটি পশু যথাক্রমে মেঘ ও মেঘী। সূত্রে ‘চ’ না বলে ‘দ্বিতীয়ঃ’, ‘তৃতীয়ঃ’, ‘চতুর্থী’ বলায় বুঝতে হবে এই নিয়মটি সার্বত্রিক না হলেও প্রায়িক অর্থাৎ বহু স্থলেই দেখা যায়।

ইতি ক্রতুপশবঃ ॥ ৪॥

অনু.— এই (হল) ক্রতুপশু।

ব্যাখ্যা—এই করণীয় পশুগুলিকে ‘ক্রতুপশু’ বলা হয়। কাত্যায়ন এগুলির নাম দিয়েছেন ‘স্তোমায়ন’-কা. শ্রী. ৯/৮/২-৬ প্র.।

পরিব্যরণাদ্যুক্তম্ অগ্নীষোমীয়েণা চাত্বালমার্জনাৎ দণ্ডপ্রদানবর্জম্ ॥ ৫ ॥

অনু.—দণ্ডপ্রদান ছাড়া পরিব্যরণ থেকে চাত্বালে মার্জন পর্যন্ত (যা যা এখানে করতে হয় তা) অগ্নি-সোম দেবতার উদ্দিষ্ট (পশুবাগ) দ্বারা বলা হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা—সবনীয় পশুবাগে দণ্ডপ্রদান (৩/১/২০ সূ. প্র.) বাদ দেওয়া হয়। এ-ছাড়া পরিব্যরণ (৩/১/৯ সূ. প্র.) থেকে চাত্বাল-মার্জন (৩/৫/১ সূ. প্র.) পর্যন্ত অন্যান্য অংশের অনুষ্ঠান হয় অগ্নীষোমীয় পশুবাগের মতোই। সূত্রে ‘আ চাত্বালমার্জনাৎ’ বলায় ৪/২/৭ সূত্রে যে মার্জন নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা অগ্নীষোমীয় পশুবাগে ও এই সবনীয় পশুবাগে প্রযোজ্য নয় বলে বুঝতে হবে। এখানে ‘দণ্ডপ্রদান’-ই (৩/১/২০) নিষিদ্ধ হয়েছে, দণ্ডগ্রহণ নয়। ৩/১/২১, ২২ সূত্র অনুযায়ী মৈত্রাবরণ তাই নিজেই বিনা মন্ত্রে দণ্ড নিয়ে হোতাকে যথানিয়মে অতিক্রম করে এগিয়ে যাবেন।

উপবিশ্যাভিহিকৃত্য পরিব্যরণীয়াং ত্রিঃ ॥ ৬ ॥

অনু.—বসে অভিহিকার করে পরিব্যরণের মন্ত্র তিন বার (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—বসে পূর্ববর্তী মন্ত্রের শেষার্ধ্ব নয়, অভিহিকার করে পরিব্যরণের মন্ত্রটিই (৩/১/৯ সূ. প্র.) তিনবার পাঠ করতে হয়।

আবহ দেবান্ সুষতে যজমানায়েতাবাহনাদি সুষচ্ছকোংগ্রে যজমানশব্দাদ্ ঐষ্টিকেষু নিগমেষু ॥ ৭ ॥

অনু.—আবাহন প্রভৃতিতে ‘আবহ-’ (সু.) এই ঐষ্টিক মন্ত্রগুলিতে যজমান শব্দের আগে ‘সুষত্’ শব্দ (উচ্চারণ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা—সোমবাগে যেখানে যেখানে ঐষ্টিবাগের অনুষ্ঠান-পদ্ধতিকে অনুসরণ করা হয় সেখানে সেখানে দর্শপূর্ণমাস ইষ্টি থেকে গৃহীত আবাহন প্রভৃতি মন্ত্রে যজমান-শব্দের আগে ঐ একই বিভক্তিতে ‘সুষত্’ শব্দ উচ্চারণ করতে হবে। যেমন—‘আবহ-’ (সু.)। প্রসঙ্গত ১/৩/৬ এবং ১/৭/৮ সূ. প্র.। ‘অগ্রে যজমানশব্দাদ্’ বলা থাকা সত্ত্বেও সূত্রে মন্ত্রটি পাঠ করে দেখিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য হল ‘যজমান’ শব্দের আগেই এবং একই বিভক্তিতে ‘সুষত্’ শব্দ প্রয়োগ করতে হয়, যজমানের সমার্থক ‘যজপতি’ প্রভৃতি কোন শব্দ থাকলে কিন্তু তা হয় না।

নাস্ত্যাদ্ হারিযোজনাৎ উর্ধ্বম্ ॥ ৮ ॥

অনু.—শেষ হারিযোজনের পরে (সুষত্ শব্দ পাঠ করতে হয়) না।

ব্যাখ্যা—সোমবাগে সোমরস-আহুতির দিন (= সূত্যাদিন) তৃতীয়সবনে গ্রন্থগ্রহের আহুতির পরে আগ্রয়নপাত্রের সোমরস স্রোণকলাশে নিয়ে তার সঙ্গে ভাজা যব মিশিয়ে অগ্নিতে সেই ব্যবমিশ্রিত সোমরস আহুতি দিতে হয়। এই গ্রহের (গ্রহ = পাত্র, পাত্রের সোমরস, সোমের আহুতি) নাম ‘হারিযোজন’ গ্রহ। অহর্গণে অর্থাৎ যে বাগে বহুদিনব্যাপী প্রত্যহ সোমরস আহুতি দেওয়া হয় সেই বাগে প্রতিদিনই তৃতীয়সবনে হারিযোজন গ্রহ আহুতি দিতে হয়। সেখানে শেষ সূত্যাদিনে হারিযোজনের আহুতির পরে দর্শপূর্ণমাস ইষ্টি থেকে নেওয়া কোন মন্ত্রেই কিন্তু ‘সুষত্’ শব্দ উচ্চারণ করতে হয় না।

ন প্রাবিত্রং সাধু তে যজমান দেবতা ওমহ্বয়ী তেহশ্মিন্ যজ্ঞে যজমানেতি চ ॥ ৯ ॥

অনু.—‘প্রাবিত্রং-’ (সু.) এবং ‘ওম-’ (সু.) (এই দুই মন্ত্রে ‘যজমান’ শব্দের আগে ‘সুষত্’ শব্দ উচ্চারণ করতে হয়) না।

ব্যাখ্যা—সূক্ত-গ্রহণের নিগদমস্ত্রে (১/৪/১১ সূ. দ্র.) এবং সূক্তবাকের নিগদমস্ত্রে (১/৯/১ সূ. দ্র.) ৭ নং নিয়ম অনুযায়ী সুষত্ শব্দ উচ্চারণের কোন প্রয়োজন নেই।

প্রাগ্ আজ্যপেভ্যঃ সৰনদেবতা আবাহয়েদ্ ইন্দ্রং বসুমন্তমাবহেদ্রং রুদ্রবন্তমাবহেদ্রমাদিত্যবন্তমুভুমন্তং
বিভুমন্তং বাজবন্তং বৃহস্পতিবন্তং বিশ্বদেব্যাবন্তমাবহেতি ॥ ১০ ॥

অনু.— আজ্যপদের আগে 'ইন্দ্রং-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) সর্বনের দেবতার আবাহন করবেন।

ব্যাখ্যা— আবাহনের সময়ে আজ্যপ দেবতাদের আবাহনের (১/৩/২২ সূ. দ্র.) আগে সর্বনের দেবতাদের সূত্রে উদ্ধৃত মন্ত্রে আবাহন করতে হয়। প্রত্যেক সর্বনে যে সোমরসের আচ্ছিত্রের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ দেবতা নির্দেশ করা হয় নি সেই অনির্দিষ্ট দেবতারা হচ্ছেন সর্বনদেবতা। তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সর্বনের আরম্ভে হোতার ববট্কার উচ্চারণের পর আচ্ছিত্র দেওয়া হয়। সর্বন দেবতা কারা তা এখানে মন্ত্রের মধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। শা. ৬/৯/১৩ সূত্রেও এই মন্ত্রটিই পাই।

তাঃ সূক্তবাকে এবানুবর্তয়েত ॥ ১১ ॥

অনু.— ঐ (সর্বনদেবতাদের) সূক্তবাকেই শুধু অনুবর্ত্তি ঘটাবেন।

ব্যাখ্যা— সর্বনদেবতাদের নাম আবাহন ছাড়া শুধু সূক্তবাকেই আবার উল্লেখ করতে হয়, পঞ্চম প্রবাজে ও ষিষ্টকৃতে তাঁদের নাম উল্লেখ করতে নেই। শা. ৬/৯/১৪, ১৫ দ্র.।

প্রবৃত্তাহতীর্ জুহতি ববট্কারোহন্যেহচ্ছাবাকাহ্ ॥ ১২ ॥

অনু.— অচ্ছাবাক ছাড়া অপর বৌবট্-উচ্চারণকারী (ঋত্বিকেরা) প্রবৃত্তাহতি-হোমগুলি করেন।

ব্যাখ্যা— যাদের বিভিন্ন আচ্ছিত্রে ববট্কার উচ্চারণ করতে হয়, তাঁদের মধ্যে অচ্ছাবাক ছাড়া বাকী সবাইকে আহবানীয়ে আজ্য দিয়ে প্রবৃত্তাহতি নামে ছটি ছটি করে হোম করতে হয়। প্রবাজের আগে ঋত্বিকদের বরণ করতে হয়। সর্বনীয় পতবাগেও প্রবাজ আছে। তাই তার আগে ঋত্বিকবরণ করতে হবে। বরণ করা হয় হোতা, অধ্বৰ্যু, প্রতিপ্রহতা, মৈত্রাবরণ, ব্রাহ্মণাচ্ছসী, পোতা, নেট্টা, আদীষ্ট ও স্বজমানকে (কা. শ্রৌ. ৯/৮/৭-১৪ দ্র.)। যদি বৃত্ত হওয়ার জন্যই এই 'প্রবৃত্তাহোম' করতে হত তাহলে 'অন্যেহচ্ছাবাকাহ্' বলার প্রয়োজন ছিল না, কারণ অচ্ছাবাককে বরণ করাই হয় না। হোমটির সঙ্গে বরণের কোন যোগ নেই বলেই অগ্নীষোমীয় পতবাগের দিন হোতা ছাড়া অনারেরা বৃত্ত হওয়া সম্ভব এই হোম করেন না। হোতার ক্ষেত্রেও এই হোম সেখানে বৈকল্পিক (৩/১/১৭-১৯ সূ. দ্র.)। বস্তুত যাদের কোন প্রসঙ্গে এই দিন যাজ্ঞ্যপাঠ করতে হয় তাঁদের পক্ষেই আলোচ্য হোমটি করণীয়। আহবানীয়ে 'প্রচরণী' নামে এক হাতা দিয়ে এই হোমটি (ছটি) করতে হয়।

চাত্বালে মার্জয়িত্বান্বৰ্ণপথ উপতিষ্ঠন্ত আদিত্যপ্রভৃতীন যিক্যান্ ॥ ১৩ ॥

অনু.— চাত্বালে মার্জন করে অধ্বৰ্যুর পথে (দাঁড়িয়ে ঋত্বিকেরা) আদিত্য প্রভৃতি যিক্যকে উপস্থান করেন।

ব্যাখ্যা— সদোমণ্ডপে বা দিক্ থেকে ডান দিকে বধ্যাক্রমে অচ্ছাবাক, নেট্টা, পোতা, ব্রাহ্মণাচ্ছসী, হোতা, প্রশাত্তা (বা মৈত্রাবরণ) এই ছয় ঋত্বিকের একটি করে মোট ছটি যিক্য, আদীষ্ট-আগারে আদীষ্টীয় যিক্য এবং মক্ষিণ দিকে মাজলীয় যিক্য এই মোট আটটি যিক্য থাকে। যিক্য হচ্ছে বালি দিয়ে তৈরী অগ্নিকুণ্ড। আদিত্য অর্থাৎ সূর্যকেও অগ্নিরূপে কল্পনা করলে যিক্য হয় মোট ন-টি। সর্বনীয় পতবাগের অনুষ্ঠান আগাতত মার্জনেই শেষ হয় (৫ নং সূ. দ্র.)। মার্জনের পর অধ্বৰ্যুপথে অর্থাৎ হবির্ধানমণ্ডপ এবং আদীষ্টীয়মণ্ডপের মাঝে দাঁড়িয়ে এই আদিত্য প্রভৃতি যিক্যকে উপস্থান করতে হয়। সৌমিক কর্মের শুরু এই উপস্থান থেকেই। মার্জন তাই তাঁরাই করেন বীরা পতবাগের ঋত্বিক, অন্যেরা নয়। প্রসঙ্গত শা. ৬/১২, ১৩ দ্র.।

আদিত্যম্ অগ্নেহবনাম্ অকপতে শ্রেষ্ঠঃ স্বস্ত্যস্যাখনঃ পারমশীয়েতি ॥ ১৪ ॥

অনু.— আগে আদিত্যকে 'অগ্নে-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) উপস্থান করেন।

ব্যাখ্যা— আগের সূত্রে ‘আদিত্যপ্রভৃতীন’ বলা থাকা সত্ত্বেও এই সূত্রে আবার ‘আদিত্যম্ অগ্নে’ বলার তাৎপর্য হল সব ক-টি উপস্থানের আগে একবার মাত্র আদিত্যের উপস্থান হবে, প্রত্যেক ধিক্বেয়র বা প্রত্যেক উপস্থানের আগে পৃথক্ পৃথক্ আদিত্যের উপস্থান করতে হবে না। শা. ৬/১৩/২ সূত্রে সূত্রপাঠিত ‘অগ্নবনো-’ এই ভিন্ন এক মন্ত্রে আদিত্যকে উপস্থান করতে বলা হয়েছে।

যুগাদিত্যাহবনীয়নির্মহ্যন্ অগ্নয়ঃ সগরাঃ সগরা অগ্নয়ঃ সগরা হু সগরেশ নান্না পাত মাগ্নয়ঃ

পিপ্ত মাগ্নয়ো নমো বো অস্ত্র মা মা হিৎসিষ্টেতি ॥ ১৫ ॥

অনু.— যুগ, আদিত্য, আহবনীয়, অগ্নিমহ্মনের স্থানকে ‘অগ্নয়ঃ-’ (সু.) এই (মন্ত্রে উপস্থান করেন)।

ব্যাখ্যা— নির্মহ্য = যে স্থানে অগ্নিমহ্মন করা হয়। আদিত্যধিক্বেয়কে আগে উপস্থান করা হয়ে থাকলেও যুগের উপস্থানের পর আবার তার উপস্থান করতে হবে। “অগ্নয়ঃ সগরাঃ..... ইতি সর্বান্”— শা. ৬/১৩/১।

সব্যাবৃতঃ শামিত্রোবধ্যগোহচাত্বলোত্করাস্ত্রাবান্ ॥ ১৬ ॥

অনু.— বাঁ দিকে আবর্তনকারী (ঋত্বিকেরা) শামিত্র, অস্ত্র-আচ্ছাদনের স্থান, চাত্বল, উত্কর এবং বহিষ্পবমান-স্তোত্রের স্থানকে (এ মন্ত্রেই উপস্থান করেন)।

ব্যাখ্যা— উবধ্যগোহ = উবধ্য-√গৃহ্ + অধিকরণবাচ্যে ঘঞ = শামিত্রের ডান পাশে যে স্থানে পতুর অস্ত্র বা বিষ্ঠা ঢেকে রাখা হয়। আস্ত্রাব = চাত্বলের দক্ষিণ দিকে যেখানে বহিষ্পবমান স্তোত্র গাওয়া হয়। বাঁ দিকে ঘুরে শামিত্র প্রভৃতির উপস্থান করতে হয়। পরবর্তী সূত্রের ‘এবম্ এব’ অংশটি এখানেও অধিত হচ্ছে। তাই ১৫ নং সূত্রের ‘অগ্নয়ঃ-’ মন্ত্রটি এখানেও প্রযোজ্য। প্রসঙ্গত শা. ৬/১২ দ্র.।

এবম্ এব দক্ষিণাবৃত আগ্নীধ্রীয়ম্ অচ্ছাবাকস্য বাদং দক্ষিণং মার্জালীয়ং ঋরম্ ইতি ॥ ১৭ ॥

অনু.— ডান দিকে আবর্তনকারী (ঋত্বিকেরা) এইভাবেই আগ্নীধ্রীয়, অচ্ছাবাক-বাদ, দক্ষিণ মার্জালীয় (এবং গ্রহচমসের) ঋরকে (উপস্থান করেন)।

ব্যাখ্যা— ডানদিকে ঘুরে ঐ ‘অগ্নয়ঃ-’ মন্ত্রেই আগ্নীধ্রীয় প্রভৃতিকে উপস্থান করবেন। প্রত্যেকটির জন্য মন্ত্রটি বারে বারে পাঠ করতে হবে না, একবার পাঠ করলেই চলবে। ‘অচ্ছাবাক বদস্ব’ এই শ্রেষ পেয়ে যে-স্থানে বসে অচ্ছাবাক ‘অচ্ছা-’ ইত্যাদি ভিনটি মন্ত্র পাঠ করেন (৫/৭/১, ২ সূ. দ্র.) সেই স্থানের নাম ‘অচ্ছাবাক-বাদ’। সূত্রে ‘দক্ষিণ’ শব্দটি থাকায় বোঝা যাচ্ছে যে, কোন কোন বাগে উত্তরদিকেও একটি মার্জালীয় থাকে। সোমবাগে দুটি ঋর থাকে— একটি ঐষ্টিক বেদিতে গার্হপত্যের উত্তর-পূর্ব দিকে এবং অপরটি হবির্ধান-মণ্ডপে দক্ষিণ শকটের সামনে। ঐষ্টিক বেদির ঋরে ঘর্ম প্রস্তুত করা হয় এবং মণ্ডপের ঋরে গ্রহ-চমস রাখা হয়। ঐ মণ্ডপের ঋরের কথাই এখানে সূত্রে বলা হয়েছে। “দক্ষিণাবৃতো বিভূরসি প্রবাহন ইত্যগ্নীধ্রম্”— শা. ৬/১২/১১।

উত্তরোপাগ্নীধ্রীয়ং পরিব্রজ্য প্রাপ্য সদোম্ভিমৃশস্যার্কভরিকং বীহীতি ॥ ১৮ ॥

অনু.— আগ্নীধ্রীয়ের উত্তর দিক দিয়ে গিয়ে সদোমণ্ডপে (পূর্বদিকের দ্বারে) এসে (এই মণ্ডপকে) ‘উর্ব-’ (সু.) এই (মন্ত্রে) স্পর্শ করেন।

ব্যাখ্যা— ‘প্রাপ্য’ বলায় দ্বারে এসে মণ্ডপকে স্পর্শই করবেন, ১/১/৮ সূত্র অনুসারে ক্রিয়ার পূবাভিমুখে প্রয়াসী হতে হবে না।

দ্বার্ষে সমুশ্যেবম্ অপরাণ্ ঋপতিষ্ঠতে ॥ ১৯ ॥

অনু.— (মণ্ডপের পূর্ব দিকের) দ্বারের দুই (ঝুটিকে) স্পর্শ করে এইভাবে অন্য (দিকের অগ্নিশুলিকে) উপস্থান করবেন।

ব্যাখ্যা— আগের সূত্রে ‘অভিমুশস্তি’ পদটি থাকা সত্ত্বেও এই সূত্রে ‘সংমুশ্য’ পদটির উল্লেখ করে সূত্রকার বোঝাতে চাইছেন যে, ‘উর্ব-’ (১৮ নং সূ. দ্র.) মত্রে নয়, দূরবর্তী ‘দেবী-’ (আ. ৪/১৩/৫) মত্রে দ্বার স্পর্শ করতে হবে। তার পরে অন্য অর্থাৎ সদোমণ্ডলের পশ্চিমে অবস্থিত ঐষ্টিক বেদির আহবনীয় প্রভৃতিকে এইভাবে অর্থাৎ ‘অগ্নয়ঃ-’ (১৫ নং সূ. দ্র.) মত্রে উপস্থান করতে হয়। ‘অপরান’ বলায় বর্তমান স্থানে দাঁড়িয়েই সেগুলির উপস্থান করতে হবে। আহবনীয়ের দিক্ থেকে সদোমণ্ডলে আসার পথে এই উপস্থান। “ঋতস্য দ্বারৌ মা মা সন্তাপ্তম্ ইতি দ্বারৌ সংমুশ্য” — শা. ৬/১২/১৩।

উপস্থিতাংশ চানুপস্থিতাংশ চাপ্যপশ্যস্তোঃ অব্যনীক্ষমাণাঃ ॥ ২০ ॥

অনু.— উপস্থান-করা এবং উপস্থান-না-করা (যিষ্যপ্রভৃতিকে) এইভাবে না দেখতেও ইতস্তত তাকাতে তাকাতে (উপস্থান করবেন)।

ব্যাখ্যা— চ = এবং > এইভাবে। অব্যনীক্ষমাণাঃ = ন (> অ) + বি-ন (> অন) + ইক্ষমাণাঃ— নানা দিকে বিশেষভাবে না না-তাকাতে তাকাতে অর্থাৎ নানাদিকে তাকিয়ে থেকে যে আদিত্য প্রভৃতি যিষ্যগুলিকে এতক্ষণ উপস্থান করা হল (১৩-১৯ সূ. দ্র.) এবং যে হোত্রিয় যিষ্য প্রভৃতিকে এখনও উপস্থান করা হয়নি, এ-বার সদোমণ্ডলের ঐ পূর্ব দিকের দ্বারে দাঁড়িয়েই তাদের দিবে দেখেও ইতস্তত তাকাতে তাকাতে অথবা তাদের দিকে সরাসরি ভালভাবে না তাকিয়েও (তাকাতে পারলে ভাল) ইতস্তত তাদের দিকে চোখ বুলিয়ে নিতে নিতে এইভাবেই অর্থাৎ ঐ ‘অগ্নয়ঃ-’ (১৫ নং সূ. দ্র.) মত্রেই সেগুলির একবার মাত্র উপস্থান করবেন। ‘অপ্যপশ্যস্তো’ বলায় বোঝা যাচ্ছে সর্বত্র সাধ্যমত অভিমুখী হয়েই কার্য করতে হয়।

হোতা মৈত্রাবরুণো ব্রাহ্মণাচ্ছংসী পোতা নেষ্টেতি পূর্ব্বা দ্বারা সদঃ

প্রসপ্ত্যক্রং নো লোকমনু নেবি বিদ্বান্ ইতি জপস্তঃ ॥ ২১ ॥

অনু.— হোতা, মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, পোতা, নেষ্টা পূর্ব (দিকের) দ্বার দিয়ে ‘উরুং-’ (৬/৪৭/৮) এই (মন্ত্র একসঙ্গে) জপ করতে করতে সদোমণ্ডলে প্রবেশ করবেন।

ব্যাখ্যা— ১৮নং সূত্র থেকে বোঝা গেলেও এখানে ‘পূর্ব্বা’ বলায় সর্বত্র বিশেষ নির্দেশ না থাকলে সদোমণ্ডলে পূর্ব্বদ্বার দিয়েই প্রবেশ করতে হবে। “বিধে..... ইতি জপস্তোঃ শ্রোতাত্তরেণ সর্বান যিষ্যান্ গচ্ছতি, দক্ষিণযিষ্যা দক্ষিণযিষ্যা: পূর্বো গত্বা বস্য বস্য যিষ্যস্য পশ্চাদ্ উপবিশতি” — শা. ৬/১৩/৩, ৪- যার যিষ্য যত ডান দিকে তিনি তত আগে থাকবেন।

উত্তরেণ সর্বান যিষ্যান্ সমান্ সমান্ অপরেণ যথাস্বং যিষ্যানাং পশ্চাদ্ উপবিশ্য জপন্তি যো অদ্য সৌম্যো

বধোঘাযুনামুদীরতি। বিবুন্ধুহমিব ধন্বনা ব্যাস্যাঃ পরিপশ্বিনং সদসম্পত্তয়ে নম ইতি ॥ ২২ ॥

অনু.— (মণ্ডলে প্রবেশ করে) সমস্ত যিষ্যের উত্তর দিক্ দিয়ে (গিয়ে) প্রত্যেক উপবিস্ত (ঋত্বিকের) পিছন দিক্ দিয়ে (এসে) নিজ নিজ যিষ্যের পিছনে বসে ‘যো-’ (সূ.) (এই মন্ত্র) জপ করেন।

ব্যাখ্যা— মণ্ডলে ২১ নং সূত্রে নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী প্রবেশের পর সদোমণ্ডলের ছটি যিষ্যের সামনে দিয়ে উত্তর দিকে এসে ডান দিকে এগিয়ে গিয়ে যথাক্রমে নেষ্টা, পোতা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, হোতা এবং মৈত্রাবরুণ নিজ নিজ যিষ্যের পিছনে বসেন। যিনি পরে বসেন তিনি বারী আগে বসেছেন তাঁদের পিছন দিক্ দিয়ে গিয়ে নিজ যিষ্যের পিছনে বসবেন। প্রথমে নেষ্টা বসেন বলে তাঁকে আর অন্য কারও পিছনে দিক্ দিয়ে গিয়ে বসতে হয় না। বসার পরে সকলকেই সূত্রোক্ত ‘যো-’ মন্ত্র জপ করতে হয়। এখানে দ্র. যে, অচ্ছবাকের যিষ্য থাকলেও তিনি কিন্তু এখনও সদোমণ্ডলে প্রবেশ করেন নি। তাঁকে প্রবেশ করতে হয় নারায়ণ-চমসের আপ্যায়নের সময়ে (৫/৭/১ সূ. দ্র.)। প্রসঙ্গত ২৭-২৮ নং সূ. দ্র.।

এবম্ অপরয়া ব্রহ্মা প্রসৃপ্য দক্ষিণপুরুষান্ মৈত্রাবরুণস্যোপবিশেৎ ॥ ২৩ ॥

অনু.— এইভাবে ব্রহ্মা পশ্চিম (দ্বার দিয়ে সদোমণ্ডলে) প্রবেশ করে মৈত্রাবরুণের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বসবেন।

ব্যাখ্যা— এবম্ = ১৩-২২ নং সূত্রে উপস্থান থেকে জপ পর্ব্বন্ত ঘেমন বলা হয়েছে তেমনভাবে। “উত্তরেণ সদো গত্বা ব্রহ্মাপরয়া দ্বারা সদঃ প্রপদ্য দক্ষিণেণ মৈত্রাবরুণং গত্বা যথাসনম্ আস্তে” — শা. ৬/১৩/৫।

তম অধ্যায়ঃ ঋত্বিজঃ প্রসর্পকাঃ ॥ ২৪ ॥ [২৩]

অনু.— তাঁর পিছনে আসেন প্রবেশকারী (অপর) ঋত্বিকেরা।

ব্যাখ্যা— ‘দশপেয়’ যাগে (৯/৩/১৯ সূ. ব্র.) যে ঋত্বিকেরা প্রসর্পণ করেন তাঁরা ঐ পশ্চিম দ্বার দিয়েই ব্রহ্মার পিছন পিছন সদোমণ্ডপে প্রবেশ করেন। ‘ঋত্বিজঃ’ বলায় যে প্রসর্পণকারীরা ঋত্বিক তাঁরাই এই নিয়মে প্রবেশ করবেন; প্রার্থী বা দর্শনার্থী হয়ে প্রবেশ করলে কিন্তু এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। দশপেয়ে প্রকৃতিযাগের অনুযায়ী দশটি চমস ছাড়াও অতিরিক্ত দশটি চমস থাকে। আত্বতির পরে ঐ দশটি অতিরিক্ত চমসের সোম দশ জন করে ব্রাহ্মণ পান করেন। অপরদের সঙ্গে এই একশ জনকেও সদোমণ্ডপে সোমপানের জন্য প্রবেশ করতে হয়।

পূর্বৌদুহরীম্ অপরেণ ধিষ্যান্ যথাস্তরম্ অনুপবিশন্তি ॥ ২৫ ॥ [২৪]

অনু.— (তাঁরা) উদুহরীর পূর্ব দিক দিয়ে (গিয়ে) ধিষ্যগুলির পিছনে (এসে) নৈকট্য অনুযায়ী পরপর বসেন।

ব্যাখ্যা— গ্রহপায়ে সোমরস নিয়ে ঐ রস অমিতে আত্বতি দেওয়া হয়। কখনও কখনও চমস নামে পাত্রে সোম নিয়েও আত্বতি দেওয়া হয়ে থাকে। ব্রহ্মার দলের চার জনেরই, হোতার দলের তিনজনের, উদুগাতার দলের উদুগাতার স্বয়ং, অথর্বুর দলের নেষ্ঠার এবং যজ্ঞমানের নিজের একটি করে চমস থাকে। আত্বতির পরে চমসের অবশিষ্ট সোমরস পান করতে হয়। পান করেন যার নামে চমস তিনি, আত্বতিদাতা (অভিষব করে থাকলে) এবং বষট্‌কর্তা। দশপেয়ে চমসভক্ষণের সময়ে যে ঋত্বিকের চমসের সঙ্গে যিনি যুক্ত তিনি সেই ঋত্বিকের ধিষ্যের পিছনে কাছে বসবেন। সদোমণ্ডপের ডান দিকে মৈত্রাবরুণের ধিষ্যের পিছনে অন্ন দূরে ভূমরের একটি ডাল পুতে রাখা হয়। এই ডালটির নাম ‘ঔদুহরী’। এই ডালের কাছে বসে সামগান গাইতে হয়।

এতয়্যাবৃত্যমীত্র আয়ীত্ৰীয়ম্ অগ্ন্যাকাশম্ ॥ ২৬ ॥ [২৫]

অনু.— এইভাবে আয়ীত্র উন্মুক্ত (হলে)ও আয়ীত্ৰীয় (ধিষ্যের মণ্ডপে প্রবেশ করেন)।

ব্যাখ্যা— আবৃত্তা = উপায়ে, প্রকারে। আয়ীত্ৰীয় ধিষ্য ঘেরা ও আচ্ছন্নিত জায়গাতেই থাকুক অথবা খোলা জায়গাতেই থাকুক, আয়ীত্র ১৩-২২ নং নিয়মে উপহান ও জপ করে সেখানে (আয়ীত্ৰীয় মণ্ডপে) প্রবেশ করবেন।

দক্ষিণাদম্নো ধিষ্যো উদকসংস্থাঃ প্রসর্পিণাম্ ॥ ২৭ ॥ [২৬]

অনু.— (মণ্ডপে) প্রবেশকারী (ঋত্বিকদের) ধিষ্যগুলি দক্ষিণ দিকে গুরু (এবং) উত্তর দিকে শেষ।

ব্যাখ্যা — ২১-২২ নং সূত্রে পাঁচ ঋত্বিককে সদোমণ্ডপে প্রবেশের পরে তাঁদের নিজ নিজ ধিষ্যের পিছনে বসতে বলা হয়েছে। এখানে কোন্ ধিষ্য কোন্ ঋত্বিকের তা বলা হচ্ছে। সদোমণ্ডপে একই সারিতে ডান দিক থেকে গুরু করে বাঁ দিক পর্যন্ত যে ছটি ধিষ্য আছে সেই ধিষ্যগুলি যথাক্রমে ২১ নং সূত্রের এই ছয় ঋত্বিকেরই অর্থাৎ হোতা, মৈত্রাবরুণ (পরবর্তী সূ. ব্র.), ব্রাহ্মণাচ্ছসী, পোতা, নেষ্ঠা এবং অচ্ছাবাকেরই নিজ নিজ ধিষ্য। ২১ নং সূত্রে অচ্ছাবাকের নাম না থাকলেও সেখানে ‘প্রসর্পিত্তি’ বলার পরে এই সূত্রে আবার ‘প্রসর্পিণাং’ বলার তাঁর ধিষ্যের কথাও এখানে বলা হয়েছে বলে বুঝতে হবে, কারণ তিনিও সদোমণ্ডপে প্রসর্পণ বা প্রবেশ করেন (৫/৭/১ সূ. ব্র.)। সূত্রে ‘দক্ষিণাদম্নো’ বলা থাকায় আর ‘উদকসংস্থাঃ’ না বললেও চলত, ভবুও তা বলার বুঝতে হবে উত্তর-দক্ষিণ-সম্পর্কিত যে-কোন বিধির ক্ষেত্রে বিহিত কাজটি উত্তর দিকেই শেষ করতে হয়।

আদ্যৌ তু বিপরীতৌ ॥ ২৮ ॥ [২৭]

অনু.— (দক্ষিণ দিকে) প্রথম দুটি (ধিষ্য) কিন্তু বিপরীত (ক্রমে রয়েছে)।

ব্যাখ্যা— ডান দিকে প্রথম যে দুটি ধিষ্য রয়েছে তা ২২ নং সূত্রের বিপরীত ক্রমে অর্থাৎ প্রথমটি হচ্ছে মৈত্রাবরুণের এবং দ্বিতীয়টি হোতার ধিষ্য। তা হলে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে পরপর রয়েছে মৈত্রাবরুণ (প্রশান্তা), হোতা, ব্রাহ্মণাচ্ছসী, পোতা, নেষ্ঠা ও অচ্ছাবাকের ধিষ্য।

তেবাং বিসংস্থিতসঞ্চর যথাং বিখ্যান্ উত্তরেণ ॥ ২৯ ॥ [২৮]

অনু.— তাঁদের অসমাপ্তিকালীন যাতায়াতের পথ (হচ্ছে) নিজ নিজ দিকের উত্তর দিক।

ব্যাখ্যা— বিসংস্থিতসঞ্চর = যজ্ঞ শেষ না-হওয়া পর্যন্ত বেদির বাইরে যাওয়া এবং বেদিতে আসার যে পথ। যজ্ঞ শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত ঋত্বিকেরা প্রয়োজনে নিজ নিজ দিকের উত্তর দিক দিয়ে যাতায়াত করবেন। “নাসংস্থিতে সর্বনেহ পরমা দ্বারা নিঃসপত্তি; অন্তরেণ হোতুর মৈত্রাবরণস্য চ বিখ্যান্ অধিক্যানাং বিসংস্থিতসঞ্চরঃ; উত্তরেণ যং যং বিখ্যং বিখ্যবতাম্; পশ্চার্ধেনাঙ্গীদ্রীয়াশ্যোদক্ষঃ; মাজ্জলীয়াস্য বা দক্ষিণা”- শা. ৬/১৩/৬-১০।

দক্ষিণম্ অধিক্যানাং ॥ ৩০ ॥ [২৯]

অনু.— বিখ্যহীন (ঋত্বিকদের বিসংস্থিতসঞ্চর হচ্ছে) দক্ষিণ (দিকের উত্তর দিক)।

ব্যাখ্যা— সূত্রের সম্ভাব্য অর্থ এই— যাঁর বিখ্য নেই তাঁর ডান দিকে যে বিখ্য থাকবে সেই দিকের উত্তর দিক হবে তাঁর বিসংস্থিতসঞ্চর। এখানে উল্লেখ্য যে, মহাবেদিতে ডান দিকে ‘মাজ্জলীয়া’ নামে একটি বিখ্য থাকে। হবির্ধানমণ্ডপ ও সোমামণ্ডলের অন্তর্বর্তী স্থানের সমান্তরালে বাম প্রান্তে থাকে আঙ্গীদ্রীয়া বিখ্য এবং তার ঠিক বিপরীতে ডান প্রান্তে এই মাজ্জলীয়া বিখ্য অবস্থিত।

চতুর্থ কণ্ডিকা (৫/৪)

[সবনীয় পুরোডাশযাগের অনুবাক্য, প্রৈব, যাজ্ঞা]

অথৈশ্লেঃ পুরোডাশৈর অনুসবনং চরতি ॥ ১ ॥

অনু.— তার পর প্রত্যেক সবনে ইন্দ্রদেবতার পুরোডাশগুলি দ্বারা অনুষ্ঠান করেন।

ব্যাখ্যা— প্রত্যেক সবনে ইন্দ্র, হরিবান্ ইন্দ্র, পুষ্পান্ ইন্দ্র, ভারতী সরস্বতী (অথবা সরস্বতীবান্ ইন্দ্র) এবং মিত্র-বরুণের অথবা মিত্রাবরণবান্ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে যথাক্রমে পুরোডাশ, (ধানা =) ভাজা যব, (করজ =) যি-মাখান যবের ছাতু, (পরিবাপ =) খই অথবা দই এবং (আমিষ্কা বা পয়সা =) ছানা আর্ঘতি দিতে হয় (কা. শ্রৌ. ৯/১/১৫, ১৬ সূ. দ্র.)। প্রাতঃসবনের সময়ে এই দ্রব্যগুলির ‘নিবাপ’ অর্থাৎ দেবতাকে স্মরণ করে পাণ্ডে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আর্ঘতি দেওয়া হয় কিন্তু দ্বিদেবতা (যুগ্ম দেবতার উদ্দিষ্ট) গ্রহের অনুষ্ঠানের ঠিক আগে। মাধ্যহ্নিন সবনে নিবাপ হয় সোম নিন্দীড়নের পরে এবং আর্ঘতি দেওয়া হয় পবমানস্তোত্র ও দধিঘর্মের আর্ঘতি শেষ হলে। তৃতীয়সবনে পবমানস্তোত্র, বিখ্য-প্রস্থলন ও সবনীয় পণ্ডযাগের ইড়াভক্ষণের পরে এই সবনীয় পুরোডাশযাগের অনুষ্ঠান হয়। বৃত্তিকারের মতে ৫/১৩/১৪ এবং ৫/১৭/৫ সূত্র থাকা সত্ত্বেও এখানে ‘অনুসবনম্’ বলায় প্রত্যেক সবনেই এদের উদ্দেশ্যে শুধু আর্ঘতিই দেওয়া হয়, আবাহন প্রভৃতি করা হয় না। সূত্রে ‘পুরোডাশৈঃ’ এই বহুবচন পদটি থাকায় ধানা প্রভৃতিকোণে এখানে মস্ত্রে ছত্রী-ন্যারে পুরোডাশ-শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য করতে হবে। অনুবাক্য ও যাজ্ঞা মন্ত্র থেকে কে দেবতা তা বোঝা গেলেও সূত্রে ‘ঐশ্লেঃ’ বলায় নিবাপের দেবতা বিনিই হন, আর্ঘতির দেবতা হবেন কিন্তু ইন্দ্রই।

ধানাবজ্ঞং করতিপম্ ইতি প্রাতঃসবনে অনুবাক্য ॥ ২ ॥

অনু.— প্রাতঃসবনে (সবনীয় পুরোডাশযাগের) অনুবাক্য ‘ধানা-’ (৩/৫২/১)।

ব্যাখ্যা— শা. ৭/১/২ সূত্রেও এই মন্ত্রই বিহিত হয়েছে।

মাধ্যহ্নিনস্য সবনস্য ধানা ইতি মাধ্যহ্নিনে ॥ ৩ ॥

অনু.— মাধ্যহ্নিনে (অনুবাক্য) ‘মাধ্য-’ (৩/৫২/৫)।

অনু.— শা. ৭/১৭/১ সূত্রেও এই মন্ত্রটি বিধিত হয়েছে।

তৃতীয়ে ধানঃ সবনে পুরুষ্টুতেতি তৃতীয়সবনে ॥ ৪ ॥ [৩]

অনু.— তৃতীয়সবনে (অনুবাক্য) ‘তৃতীয়ে-’ (৩/৫২/৬)।

ব্যাখ্যা— শা. ৮/২/১ সূত্রের বিধানও তা-ই।

হোতা যক্ষদিত্বং হরিবী ইন্দ্রো ধান্য অস্তিতি প্রৈষো নিগ্নৈর্ অনুসবনম্ ॥ ৫ ॥ [৩]

অনু.— প্রত্যেক সবনে চিহ্ন দ্বারা (জ্ঞেয় সবনীয় পুরোডাশযাগে যাজ্ঞ্যার আগে হোতার প্রতি মৈত্রাবরুণের পাঠ্য) প্রৈষ (হচ্ছ) ‘হোতা-’ (সু.)।

ব্যাখ্যা— যক্ষসংহিতার ষিলের পঞ্চম অধ্যায়ে মোট আটটি ঋণ আছে। সপ্তম ঋণের নাম ‘প্রৈষাধ্যায়’। সেই প্রৈষাধ্যায়ের চতুর্থ ভাগে যে প্রথম তিনটি প্রৈষমন্ত্র সেই মন্ত্রগুলিই হবে যথাক্রমে তিন সবনে সবনীয় পুরোডাশযাগের যাজ্ঞ্যার প্রৈষমন্ত্র। কোন মন্ত্র কোন সবনে প্রযোজ্য তার চিহ্ন (‘প্রাতঃসাবস্য’, ‘মাধ্যদিনস্য সবনস্য’, ‘তৃতীয়স্য সবনস্য’) মন্ত্রের মধ্যেই বর্তমান। সূত্রে ‘প্রৈষো’ বলতে প্রৈষগুলি এই বহুবচনের অর্থই বুঝতে হবে— ‘একবচনং জাত্যভিপ্রায়ম্’ (না.)। সবনভেদে পাঠ্য তিনটি সম্পূর্ণ প্রৈষমন্ত্র হল— (ক) ‘হোতা যক্ষদ্ ইন্দ্রং হরিবী ইন্দ্রো ধান্য অস্তু পূবধানং করন্তং সরস্বতীবান্ ভারতীবান্ পরিবাপ ইন্দ্রস্যাপূষো মিত্রাবরুণয়োঃ পয়স্যো প্রাতঃসাবস্য পুরোক্তাংশী ইন্দ্রঃ গ্রহিতাং জুবাণো বেতু হোতর্যজ’। (খ) হোতা যক্ষদ্..... ইন্দ্রস্যাপূষো মাধ্যদিনস্য সবনস্য পুরোক্তাংশী ইন্দ্রঃ..... যজ’। (গ) ‘হোতা যক্ষদ্..... ইন্দ্রস্যাপূষো তৃতীয়স্য সবনস্য পুরোক্তাংশী ইন্দ্রঃ..... যজ’ (প্রৈষাধ্যায় ৪/১-৩)। এ. ব্রা. ৮/৫ অংশেও সূত্রোক্ত মন্ত্রটি অংশত উদ্ধৃত হয়েছে। শা. ৭/১/৩ সূত্রের বিধানও ঠিক এই সূত্রেই মতো।

উদ্ধ্যত্যাশেষপদং তেনৈবেজ্যো ॥ ৬ ॥ [৪]

অনু.— দ্বিতীয়াযুক্ত পদ তুলে দিয়ে এ (প্রৈষ) দ্বারাই যাজ্ঞ্য (পাঠ করা হবে)।

ব্যাখ্যা— সবনীয় পুরোডাশের সবনভেদে যাজ্ঞ্য হবে এ তিন প্রৈষই, তবে প্রৈষে যেটি আদেশবাচী অর্থাৎ দ্বিতীয়াবিভক্তি-যুক্ত পদ আছে সেই ‘ইন্দ্রম্’ পদটিকে যাজ্ঞ্যায় বাদ দিতে হবে।

হোতা যক্ষদ্-অসৌযজ্ঞরোস্ তু স্থান আগ্নববট্কারৌ যত্র ক চ প্রৈষেণ যজ্ঞেত্ ॥ ৭ ॥ [৫]

অনু.— যে-কোন জায়গায় প্রৈষ দ্বারা যাজ্ঞ্যাপাঠ করবেন (সেখানে প্রৈষের) ‘হোতা যক্ষদ্’ (এবং) ‘অসৌ যজ’ স্থানে (যথাক্রমে) আগ্ন এবং ববট্কার (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যেখানেই প্রৈষমন্ত্রকেই আবার যাজ্ঞ্যারূপে পাঠ করতে হয় সেখানেই প্রৈষের ‘হোতা যক্ষদ্’ স্থানে ‘যে যজ্ঞমহে’ এবং ‘অসৌ যজ’ (অসুক, তুমি যাজ্ঞ্য পাঠ কর) স্থানে ‘বৌবট্’ উচ্চারণ করতে হয়। শা. ৭/১/৫ সূত্রেও প্রৈষকেই প্রথম ও শেষ অংশ বাদ দিয়ে যাজ্ঞ্যারূপে পাঠ করতে বলা হয়েছে।

অথ ষিষ্টকৃতোহয়ে জুযষ নো হবির্মাধ্যমিনে সবনে জাতবসোহয়ে তৃতীয়ে

সবনে হি কানিষ ইত্যনুসবনম্ অনুবাক্যঃ ॥ ৮ ॥ [৬]

অনু.— এ-বার (সবনীয় পুরোডাশের ষিষ্টকৃতের (মন্ত্র); সবনে সবনে (যথাক্রমে) ‘অগ্নে-’ (৩/২৮/১), ‘মাধ্য-’ (৩/২৮/৪), ‘অগ্নে-’ (৩/২৮/৫) অনুবাক্য (হবে)।

ব্যাখ্যা— ৫ নং সূত্রে ‘অনুসবনম্’ বলা থাকার সত্ত্বেও এই সূত্রে আবার তা বলার কারণ হল মাধ্যমিন সবনে পণ্ডপুরোডাশের ষিষ্টকৃতের সঙ্গে এই সবনীয় পুরোডাশের ষিষ্টকৃতের অনুষ্ঠান করতে হলেও ‘মাধ্য-’ মন্ত্রটিই হবে অনুবাক্য এবং ‘হবি-’ (১০ নং সূ. ম.) মন্ত্রটি হবে যাজ্ঞ্য। শা. ৭/১/৬; ৭/১৭/২; ৮/২/২ সূত্রেও এই মন্ত্রগুলিই বিধিত হয়েছে।

হোতা বক্ষদগ্নিঃ পুরোভাশানাম্ ইতি প্রৈবঃ ॥ ৯ ॥ [৭]

অনু.— (বিস্তৃকৃতে যাজ্ঞ্যার প্রৈব) ‘হোতা-’ (সৃ.)।

ব্যাখ্যা— সম্পূর্ণ প্রৈবাটি হল ‘হোতা বক্ষদগ্নিঃ পুরোভাশানাম্ জুবতাং হবির্হোতর্বজ্জ’ (প্রৈবাখ্যায় ৪/৪)। শা. ৭/১/৭ সূত্রের বিধানও তা-ই।

হবিরয়ে বীহীতি যাজ্ঞ্য ॥ ১০ ॥ [৭]

অনু.— (বিস্তৃকৃতে) যাজ্ঞ্য ‘হবি-’ (সৃ.)।

ব্যাখ্যা— শা. ৭/১/৮ সূত্রেও এই মন্ত্রই বিহিত হয়েছে।

এতান্বুবাক্যাসু পুরোভাশশবৎ বহুবদ্ একে ॥ ১১ ॥ [৭]

অনু.— অন্যেরা (বলেন উদ্ধৃত) এই অনুবাক্যগুলিতে ‘পুরোভাশ’ শব্দকে বহুবচনযুক্ত (করে পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— কেউ কেউ মনে করেন, যে-হেতু সবনীয় পুরোভাশবাগে আশ্বতিব্রব্য পাঁচটি এবং পুরোভাশ-শব্দের লক্ষ্যার্থ এই পাঁচটি ব্রব্যই, সে-হেতু অনুবাক্যমন্ত্রে পুরোভাশ-শব্দে একবচনের স্থানে বহুবচনযুক্ত পদ প্রয়োগ করা হই সম্ভব।

বিজ্ঞায়তে পূমতি বা এতদুচোৎক্ষরং যদেনদ্ উহতি তস্মাদ্ ঋচং নোহেত্ ॥ ১২ ॥ [৮]

অনু.— (বেদ থেকে) জানা যায়— এই যে (মন্ত্রের অন্তর্গত অক্ষরকে) পরিবর্তন করেন (তাতে) ঋক্মন্ত্রের এই অক্ষর বস্তুত স্রষ্ট হয়। সেই জন্য ঋক্মন্ত্রকে পরিবর্তন করবেন না।

ব্যাখ্যা— সূত্রকারের মতে মন্ত্রে ‘উহ’ অর্থাৎ পরিবর্তন করলে ছন্দোভঙ্গ হয় এবং মন্ত্রের বিকৃতি ঘটে বলে পুরোভাশ শব্দে বহুবচন প্রয়োগ করা উচিত নয়। ছন্দ নষ্ট হওয়া মানাই মন্ত্রত্ব নষ্ট হওয়া, আর মন্ত্রত্ব নষ্ট হলেই যাগের মূল্যবান উপকরণটিই নষ্ট হয়ে যায়। তাই মন্ত্রের মধ্যে অযথা কোন পরিবর্তন ঘটতে নেই। ঋক্মন্ত্রে উহ অর্থাৎ পরিবর্তন নিষিদ্ধ বলেই ‘সর্বেষু যজুর্নিগমেষু’ (৩/২/১৬) সূত্রে যজুর্মন্ত্রেই পরিবর্তন ঘটাবার কথা সূত্রকার বলেছেন।

পঞ্চম কণ্ঠিকা (৫/৫)

[ঐন্দ্রবায়ব, মৈত্রাবরুণ ও অশ্বিন গ্রহের অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠাযাজ্ঞ্য]

ষিসেবীত্যৈশ্চ চরন্তি ॥ ১ ॥

অনু.— দুই দেবতাদের (গ্রহগুলি) দ্বারা অনুষ্ঠান করেন।

ব্যাখ্যা— সবনীয় পুরোভাশের পরে বায়ু ইন্দ্র-বায়ু, মিত্র-বরুণ এবং দুই অশ্বিন এই তিন যুগ্ম দেবতার উদ্দেশে গ্রহপাত্রের সোমরস অগ্নিতে আশ্বতি দিতে হয়।

বায়ব ইন্দ্রবায়ুভ্যাং বায়বা রাহি দর্শতেষ্বেবায়ু ইমে সূতা ইতানুবাক্যে অনবানং পৃথক্ প্রণবে ॥ ২ ॥

অনু.— বায়ু (ও) ইন্দ্র-বায়ুর (গ্রহের) উদ্দেশে ‘বায়বা-’ (১/২/১), ‘ইন্দ্র-’ (১/২/৪) এই দুই পৃথক্ প্রণবযুক্ত অনুবাক্য একনিঃশ্বাসে (পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— ‘অনুবাক্যে’ এই পদে বিবচন থাকার অনুবাক্য মন্ত্র এখানে দুটি এবং সেই কারণে প্রত্যেক মন্ত্রের প্বেবই সামিধেয়ীর

মতো প্রণব উচ্চারণ করতে হবে। শিখ্যা-ইষ্টিতে কিন্তু মন্ত্র দুটি হলেও (২/১৯/২৬ সূ. দ্র.) অনুবাক্য একটিই বলে দুটি মন্ত্রেরই শেষে নয়, দ্বিতীয় মন্ত্রেরই শেষে একবার মাত্র প্রণব হবে। লক্ষণীয় যে, ইন্দ্রবাহু-গ্রহে দুটি অনুবাক্য, দুটি প্রৈব এবং দুটি বাজ্য।

হোতা যক্ষন্ বায়ুমগ্ৰোগাং হোতা যক্ষদিক্রবায়ু অর্হস্তেতি প্রৈবাব্ অনবানম্ ॥ ৩ ॥

অনু.— (ইন্দ্রবাহু-গ্রহে) ‘হোতা-’ (সূ.), ‘হোতা-’ (সূ.), এই দু-টি প্রৈব এক-নিঃস্থানে (পাঠ করবেন)।

বাখ্যা— সম্পূর্ণ প্রৈবদুটি হল— “হোতা যক্ষন্ বায়ুমগ্ৰোগাং অগ্ৰেবাবানম্ অগ্ৰে সোমস্য পাতারং করন্ এবং বায়ুরাবনা গমজ্ জুবতাং বেতু নিবতু সোমং হোতর্যজ” এবং “হোতা যক্ষন্ ইন্দ্রবাহু অর্হস্তা রিহণা গব্যান্তিগোমস্তা ত্রিহস্তাং বীরবা ওজরা এনয়োনিবুতো গোঅগ্রবাণাং বীরৌ কশাশ্বপূরস্তাত্ তাসামিহ প্রয়াণম্ আতিক্রিমোচনং করত এবেন্দ্রবাহু জুবতাং বীতাং শিবতাং সোমং হোতর্যজ” (প্রৈবাক্ষ্য ৪/৫, ৬)।

অগ্রাং শিবা মথুনাম্ ইতি যাজ্ঞো অনবানম্ একাণ্ডরে পৃথক্ বট্কারে ॥ ৪ ॥

অনু.— (ইন্দ্রবাহু-গ্রহে) ‘অগ্রাং-’ (৪/৪৬/১, ২) এই দুটি পৃথক্-বট্কার-যুক্ত এক-আগু-বিশিষ্ট বাজ্য একনিঃস্থানে (পাঠ করবেন)।

বাখ্যা— দুটি যাজ্যামন্ত্রেরই শেষে বোবট্ উচ্চারণ করতে হবে, কিন্তু বাজ্য দুটি হলেও ‘একাণ্ডরে’ বলায় আগু দু-বার নয়, এক-বারই শুধু প্রথম মন্ত্রের আগেই পাঠ করতে হবে। ঘর্মের (৪/৭/৫, ৯ সূ. দ্র.) এবং আশ্বিন গ্রহের যাজ্য (৬/৫/২৬ সূ. দ্র.) কিন্তু মন্ত্র দুটি হলেও যাজ্য একটি বলে বট্কারও একবারই পাঠ করতে হয়। এখানে দুটি পৃথক্ পৃথক্ অনুবাক্যের পৃথক্ পৃথক্ দুই সেবতার স্মরণ এবং দুটি পৃথক্ পৃথক্ যাজ্যের দুই সেবতার উদ্দেশে পৃথক্ পৃথক্ আধতি দেওয়া হয় বলে প্রত্যেক অনুবাক্যের শেষে প্রণব এবং প্রত্যেক যাজ্যের শেষে বট্কার উচ্চারণ করতে হবে। সামিধেনীতেও প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে প্রণব উচ্চারণ করা হয় কার্বেয় ভেসেরই জন্য। প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে সেখানে অগ্নিতে সমিৎ নিক্ষেপ করতে হয়।

ইন্দ্রম্-আদ্যনবানং প্রাতঃসবন ইজ্যানুবাক্যে ॥ ৫ ॥

অনু.— এখান থেকে শুরু করে প্রাতঃসবনে (সমস্ত) অনুবাক্য এবং বাজ্য একনিঃস্থানে (পাঠ করতে হবে)।

বাখ্যা— প্রাতঃসবন বলতে এখানে শুধু প্রাতঃসবনেই যেগুলির প্রথম বিধান করা হচ্ছে সেগুলিরই নয়, অন্য বাগ থেকে যেগুলি এখানে ত্রিভিঙ্গি (আহুত) হচ্ছে সেগুলিকেও বুঝতে হবে। ফলে ত্রিভিঙ্গি বাজিনবাগের অনুবাক্যমন্ত্রও প্রাতঃসবনে একনিঃস্থানেই পাঠ করতে হয়। পরবর্তী সূত্রে ‘চ’ শব্দ দ্বারা প্রাতঃসবনের অপর দুই গ্রহের অনুবাক্য এবং যাজ্যের একনিঃস্থানে পাঠ বিহিতই হয়েছে। অন্য কোন ক্ষেত্রে প্রাতঃসবনে একাধিক বাজ্য ও একাধিক অনুবাক্য নেই। তাই এখানে ত্রিভিঙ্গি স্থলই অভিধেত বলে বুঝতে হবে।

প্রৈবৌ চোক্তরয়োঃ গ্রহয়োঃ ॥ ৬ ॥

অনু.— এবং পরবর্তী দুই গ্রহে প্রৈব (মন্ত্রও একনিঃস্থানে পাঠ করতে হবে)।

বাখ্যা— মিত্র-বক্ষণ ও অধিবরোর গ্রহের আধতির অনুবাক্য ও বাজ্য এবং সেখানে মৈত্রাক্ষণ নামে অধিকের পাঠ্য প্রৈবও একনিঃস্থানে পাঠ করতে হয়।

অধিবরুঃ গ্রহপাত্রম্ আধর্যাক্ষবুঃ ॥ ৭ ॥

অনু.— অধিবরুঃ এই (ইন্দ্র-বাহুর) গ্রহপাত্র আধতি দিয়ে (তা সোমগুণে হোতার কাছে) নিয়ে আসেন।

বাখ্যা— সূত্রে ‘এতত্’ এবং ‘অধিবরুঃ’ বলার বুঝতে হবে এই সময়ে প্রতিগ্রহাতাও অন্য একটি গ্রহপাত্রের সোম আধতি দেন। ভক্ষণের সময়ে তাই প্রতিগ্রহাতার কাছে ‘উপহব’ চাইতে হবে। বারবা-ইন্দ্রবারব গ্রহের আধতির সময়ে প্রতিগ্রহাতাও

দ্রোণকলশ থেকে আদিত্যপাত্রে সোমরস নিয়ে তা আচ্ছতি দেন এবং আদিত্যস্থালীতে কিছু রস (সম্পাত) ঢেলে রাখেন। মৈত্রাবরুণ এবং আশ্বিন গ্রহের ক্ষেত্রেও এই একই রীতি।

তদ গৃহীরাদ্ ঐত্ববসুঃ পুরুবসুর্ ইতি ॥ ৮ ॥

অনু.— (আনা হলে হোতা) ‘ঐত্ব-’ (সু.) এই (মন্ত্রে) তা গ্রহণ করবেন।

প্রতিগৃহ্য দক্ষিণম্ উরুম্ অপোচ্ছাদ্য তশ্চিন্ সাদরিদ্ব্যাকাশবতীভির্ অঙ্গুলীভির্ অপিদধ্যাৎ ॥ ৯ ॥

অনু.— (ইন্দ্রবায়ুর গ্রহপাত্র) গ্রহণ করে ডান উরুকে অনাবৃত করে সেখানে (ঐ গ্রহ) রেখে (তা) ফাঁক ফাঁক আঙুলগুলি দিয়ে ঢেকে রাখবেন।

ব্যাখ্যা— বাঁ হাত দিয়ে ডান উরুর কাপড় কিছুটা সরিয়ে উরুর উপর সেই ফাঁকা জায়গায় ইন্দ্রবায়ুর গ্রহটি ডান হাত দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। হাতের তল দিয়েই ঢেকে রাখবেন, আঙুলগুলি শুধু ফাঁক ফাঁক থাকবে, কারণ শুধু পরস্পর বিচ্ছিন্ন অবকাশযুক্ত আঙুল দিয়ে পাত্রটি ঢেকে রাখা সম্ভব নয়। ১/১/১২ সূত্র থাকার সত্ত্বেও এখানে ‘দক্ষিণম্’ বলার উদ্দেশ্য হল বাঁ হাত দিয়ে কাপড় সরাতে হবে একথা বোঝান। আগের সূত্র থেকেই বোঝা যাচ্ছে বলে এখানে ‘প্রতিগৃহ্য’ না বললেও চলে, তবুও তা বলার তাৎপর্য হচ্ছে গ্রহ নিয়ে অন্য হাতে তা রাখা চলবে না, ঐ হাতেই রাখতে হবে।

এবম্ উত্তরে ॥ ১০ ॥

অনু.— এইভাবে পরবর্তী দুটি (গ্রহপাত্রকেও গ্রহণ করার পর উরুতে রাখতে এবং হাত দিয়ে ঢাকতে হয়)।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী দুটি গ্রহ হচ্ছে মৈত্রাবরুণ গ্রহ এবং আশ্বিন গ্রহ। এই দুই গ্রহকেও ডান উরুতে রাখতে এবং হাত দিয়ে ঢাকা দিতে হয় বায়ু-ইন্দ্রবায়ু গ্রহের মতোই।

সর্বোদ্বপিত্যং তরোঃ প্রতিগ্রাহো ভক্ষণং চ ॥ ১১ ॥

অনু.— ঐ দুটি (গ্রহের) গ্রহণ ও ভক্ষণ কিন্তু বাঁ হাত দিয়ে ঢেকে করতে হয়।

ব্যাখ্যা— ভক্ষণ করা হয় প্রহিতবাজ্যের পরে। ৫/৬/৪ সূ. ম্। গ্রহণ ও ভক্ষণের সময়ে বাঁ হাত দিয়ে ঢেকে প্রদত্ত গ্রহকে ডান হাতে গ্রহণ ও ভক্ষণ করতে হয়। প্রসঙ্গত ৫/৬/১ সূত্র ও সূত্রের ব্যাখ্যা ম্।

মৈত্রাবরুণস্যোরং বাঃ মিত্রাবরুণা হোতা যক্ষন্ মিত্রাবরুণা গৃণানা জয়দঘিনেতি ॥ ১২ ॥

অনু.— মৈত্রাবরুণ (গ্রহের অনুবাক্য, প্রৈব এবং বাজ্যা যথাক্রমে) ‘অয়ং-’ (২/৪১/৪), ‘হোতা-’ (সু.), ‘গৃণানা-’ (৩/৬২/১৮)।

ব্যাখ্যা— সম্পূর্ণ প্রৈবমন্ত্রটি হল— “হোতা যক্ষন্ মিত্রাবরুণা সুকত্রা রিশাদসা নি চিন্ মিবদ্যা নিতিরা নিচর্যা সাক্ষশ্চিদ্ গাভুবিভ্রানুযশেন চক্ষসা খতম্ভতমিতি দীখ্যানা করত এবং মিত্রাবরুণা জুবেভাং বীভাং শিবেভাং সোমং হোতবর্জ” (প্রৈবাত্ম্যম্— ৪/৭)।

ঐত্ববসুর্বিদবসুর্ ইতি প্রতিগৃহ্য দক্ষিণেইন্দ্রবারং হস্তাভ্যাম্ সাদনম্ ॥ ১৩ ॥ [১২]

অনু.— (আচ্ছতির পরে সদোমতশে নিয়ে আসা ঐ গ্রহকে) ‘ঐত্ব-’ (সু.) এই (মন্ত্রে) গ্রহণ করে ইন্দ্র-বায়ু গ্রহের ডান দিক দিয়ে নিয়ে এসে নিজের অভিমুখে রাখা (হয়)।

ব্যাখ্যা— সাদনম্ = নিজের দিকে, নিজের আরও (কোলের) কাছে। প্রসঙ্গত ১০-১১ নং সূ. ম্।

আশ্বিনস্য প্রাতর্যজ্ঞা বি বোধয় হোতা যক্ষদশ্বিনা নাসত্যা বাবুধানা শুভ্রস্পতী ইতি ॥ ১৪ ॥ [১২]

অনু.— আশ্বিন (গ্রহের অনুবাক্য, প্রৈষ এবং যাজ্ঞ্য) ‘প্রাত-’ (১/২২/১), ‘হোতা-’ (সূ.), ‘বাবু-’ (৮/৫/১১)।

ব্যাখ্যা— সম্পূর্ণ প্রৈষমন্ত্রটি হল— “হোতা যক্ষদশ্বিনা নাসত্যা দীদ্যমী রুদ্রবর্তনী নাস্তরেণ চক্রেণ চ বামীরিষ উর্জ আবহতং সুবীরাঃ সনুতরেণা নরুযো বাধেতাং মধুকশয়েমং যন্তঃ যুবানা মিমিক্তাং করত এবাশ্বিনা জুবেতাং বীতাং পিবেতাং সোমং হোতর্যজ (প্রৈষাধ্যায়— ৪/৮)।

ঐতুবসুঃ সংযদবসুর ইতি প্রতিগৃহ্যেবম্ এবং হ্রদ্বোত্তরেণ শিরঃ পরিহৃত্যাভ্যাস্ততরং সাদনম্ ॥ ১৫ ॥ [১২]

অনু.— (আশ্বিন গ্রহকে) ‘ঐতু-’ (সূ.) এই (মন্ত্রে) গ্রহণ করে এইভাবেই নিয়ে গিয়ে মাথার উত্তর দিক দিয়ে ঘুরিয়ে এনে নিজের আরও কাছে রাখা হয়)।

ব্যাখ্যা— উরুতে রাখা ইন্দ্র-বায়ুর গ্রহ এবং মিত্র-বরুণের গ্রহের ডান দিক দিয়ে আশ্বিন গ্রহকে নিয়ে গিয়ে তার পরে মাথার উত্তর অর্থাৎ বাঁ দিক দিয়ে পিছনে নিয়ে গিয়ে মাথার ডান দিক দিয়ে সামনে এনে ঐ দুই গ্রহের অপেক্ষায় তাকে নিজের আরও (কোলের) কাছে রেখে দিতে হয়। এবম্ = ১৩ নং সূত্রের মতো।

অনুবচনপ্রৈষযাজ্ঞ্যাসু নিত্যোহধ্বর্যুতঃ সংপ্রৈষঃ ॥ ১৬ ॥ [১৩]

অনু.— অনুবচন, প্রৈষ এবং যাজ্ঞ্যায় সর্বদা অধ্বর্যুদের কাছ থেকে প্রৈষ (পেতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ‘অধ্বর্যোঃ’ না বলে অক্ষরসংখ্যার একটু বাহুল্য ঘটিয়ে ‘অধ্বর্যুতঃ’ বলায় অধ্বর্যুদের দলের যে-কোন একজনের কাছ থেকে প্রৈষ পেলেই চলবে। ‘নিত্যঃ’ পদটি থাকায় পশুধাগের সূক্তবাক্যপ্রৈষ প্রভৃতি অন্যান্য ক্ষেত্রে মৈত্রাবরুণকে আর অধ্বর্যুর প্রৈষের অপেক্ষায় থাকতে হবে না— ‘নিত্যবচনং নিত্য এব প্রৈষ আকাজ্ঞগীয়ো নানিত্য ইত্যেবম্-অর্থম্’ (না)। ‘নিত্য’ হলে তবেই অনুবচন প্রভৃতির জন্য প্রৈষের অপেক্ষায় থাকতে হয়, নতুবা নয়।

উমীয়মানেভ্যোহম্বাহা ত্বা বহন্তুসাবি দেবমিহোপ ষাতেত্যানুসবনম্ ॥ ১৭ ॥ [১৪]

অনু.— প্রত্যেক সবনে (চমসগুলিতে) ঢালা হচ্ছে (এমন সোমের) উদ্দেশে (সবনের ক্রম অনুযায়ী) ‘আ ত্বা-’ (১/১৬), ‘অসাবি-’ (৭/২১), ‘ইহো-’ (৪/৩৫) এই অনুবচন (মন্ত্র) পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— সোমযোগে গ্রহ এবং চমস নামে কতকগুলি কাঠের পাত্রে সোমরস নেওয়া হয়। ব্রহ্মা প্রভৃতি দশজনের নামে একটি করে মোট দশটি চমস পাত্র থাকে (৫/৬/২৫ সূ. দ্র.)। সেই দশ চমসে অন্য পাত্র থেকে সোমরস ভুলে ভরে নেওয়াকে বলে ‘উময়ন’। চমসে উমেষতা নামে ঋত্বিক সোমরস ভরতে থাকলে অধ্বর্যু ‘উমীয়মানেভ্যোহনুত্বত্ৰিহি’ বলে শ্রৈষ দেন। মৈত্রাবরুণ তখন হাতে দণ্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবন অনুযায়ী উদ্ধৃত তিনটি সূক্তের একটি করে সূক্ত পাঠ করেন। এই তিনটি সূক্ত যথাক্রমে প্রাতঃ, মাধ্যম্নিন ও তৃতীয় সবনে পাঠ্য। ঐ. ব্রা. ২৮/১, ৩, ৪ অংশেও এই মন্ত্রগুলিই বিহিত হয়েছে।

হোতা যক্ষদিশ্রং প্রাতঃ প্রাতঃসাব্য হোতা যক্ষদিশ্রং মাধ্যম্নিনস্য সবনস্য হোতা যক্ষদিশ্রং তৃতীয়স্য

সবনস্যোতি প্রৈষিতঃ প্রৈষিতো হোতানুসবনং গ্রহিতযাজ্ঞ্যান্তির যজতি ॥ ১৮ ॥ [১৫]

অনু.— প্রত্যেক সবনে যথাক্রমে ‘হোতা-’ (সূ.), ‘হোতা-’ (সূ.), ‘হোতা-’ (সূ.), এই (বাক্যে) নির্দিষ্ট হয়ে হয়ে (হোতা) গ্রহিতযাজ্ঞ্য পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— শুক্র ও মহী গ্রহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চমসের সোম অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার সময়ে সাত বিষ্ণের অধিকারী ঋত্বিকেরা যে যাজ্ঞ্যগুলি পাঠ করেন সেগুলির নাম ‘গ্রহিতযাজ্ঞ্য’। ‘হোতা’ বলা হয়েছে এই কথাই বোঝাতে যে, প্রত্যেক সবনে শুধু হোতার পাঠ্য গ্রহিতযাজ্ঞ্যের আগেই শ্রৈষ দেওয়া হয়, অন্য ঋত্বিকদের ক্ষেত্রে দেওয়া হয় না। তিন সবনের গ্রহিতযাজ্ঞ্যের শ্রৈষ হল

যথাক্রমে উক্ত তিনটি মন্ত্র। মৈত্রাবরুণের কাছ থেকে শ্রৈষ পেলো হোতা (প্রস্থিত) যাজ্ঞামন্ত্র পাঠ করেন। তিন সর্বনের শ্রৈষমন্ত্রগুলি হচ্ছে যথাক্রমে (১) “হোতা যক্ষদ্ ইন্দ্রং প্রাতঃ প্রাতঃসাবস্যাবাবিতো গমদা পরাবত ওরোরঙ্করিকাদা স্বাত্ সধস্বাদ ইমে অশ্নৈ শুক্রা মধুশূতঃ প্রস্থিতা ইন্দ্রায় সোমাস্তাং জুষতাং বেতু পিবতু সোমং হোতর্যজ্জ”, (২) “হোতা যক্ষদিস্ত্রং মাধ্যগ্নিনসা সর্বনস্য নিষ্টেবল্যস্য ভাগস্যাস্তারং পাতারং শ্রোতারং হবমাগস্তারম্ অস্যা ধিয়োহবিতারং সুবতো যজমানস্য বৃধমোভা কুশী পৃণতাং বার্ষগ্নং চ মাঘোনং চেমে অশ্নৈ শুক্রামহিনঃ প্রস্থিতা ইন্দ্রায় সোমাস্তাং জুষতাং বেতু পিবতু সোমং হোতর্যজ্জ” এবং (৩) “হোতা যক্ষদ্ ইন্দ্রং তৃতীয়স্য সর্বনস্য ঋতুমতো বিভ্রুমতো বাজ্রবতো বৃহস্পতিবতো বিশ্বদেব্যাবতঃ সমস্য মদাঃ প্রাতস্তনাগ্নত সং মাধ্যগ্নিনাঃ সমিদাতনাস্তেবাঃ সমুক্তিতানাং গৌর ইব প্রগাহ্যা বৃষায়স্বায়ী বাহুভ্যামুপ যাহি হরিভ্যাং প্রগ্রথ্যা শিশ্রে নিস্পৃথ্য ঋজীষিমিমে অশ্নৈ তীত্রা আশীর্বন্তঃ প্রস্থিতা ইন্দ্রায় সোমাস্তাং জুষতাং বেতু পিবতু সোমং হোতর্যজ্জ” (প্রৈষাধ্যায় ৪/৯-১১)।

নামাদেশম্ ইতরে ॥ ১৯ ॥ [১৬]

অনু.— অপর (ঋত্বিকেরা প্রস্থিতযাজ্ঞা পাঠ করবেন তাঁদের) নাম-উল্লেখ অনুযায়ী।

ব্যাখ্যা— আদেশম্ = আ-দিশ্ + গমূল্ (= অম্)— উল্লেখ করে করে। অপর ঋত্বিকদের ক্ষেত্রে মৈত্রাবরুণ কোন শ্রৈষ দেন না। অধ্বর্যু তাঁদের নাম উল্লেখ করে ‘প্রশান্তর্যজ’, ‘ব্রহ্মান্ যজ’, ‘পোতর্যজ’, ‘নেষ্টর্যজ’, ‘আগ্নীদ্ যজ’, ‘অচ্ছাবাক যজ’, (কা. শ্রৌ ৯/১১/৭ সূ. দ্র.) বললে তাঁরা নিজ নিজ প্রস্থিতযাজ্ঞা পাঠ করেন। প্রশান্তার সম্পর্কে বৃত্তিকার বলেছেন— ‘যদ্যপি অধ্বর্যবো হোতর্য যজ ইতি প্রেষান্তি তথাপ্যত্র প্রশান্তেব যজন্তে’।

প্রশান্তা ব্রাহ্মণাচ্ছসী পোতা নেষ্টাগ্নীধ্রঃ ॥ ২০ ॥ [১৭]

অনু.— (সেই অপর ঋত্বিকেরা হলেন) মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছসী, পোতা, নেষ্টা, আগ্নীধ্র।

অচ্ছাবাকশ্ চ ॥ ২১ ॥ [১৭]

অনু.— এবং অচ্ছাবাক।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূত্রের সঙ্গে অচ্ছাবাকেরই যাতে যোগ থাকে সেই উদ্দেশ্যে তাঁর জন্য এই একটি পৃথক্ সূত্র করা হল, আগের সূত্রে অপরদের সঙ্গে তাঁর নাম উল্লেখ করা হল না।

উত্তরয়োঃ সর্বনয়োঃ পুরাগ্নীধ্রাদ্ ॥ ২২ ॥ [১৮]

অনু.— পরের দুই সর্বনে আগ্নীধ্রের আগে (অচ্ছাবাক প্রস্থিতযাজ্ঞা পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রাতঃসর্বনে আগ্নীধ্রের পরে অচ্ছাবাক প্রস্থিতযাজ্ঞা পাঠ করলেও অপর দুই সর্বনে তিনি তা পাঠ করবেন আগ্নীধ্রের আগে।

ইদং তে সোম্যং মধু মিত্রং বয়ং হবামহ ইন্দ্রা বৃষভ্যং বয়ং মরুতো বস্যা হি ক্ষয়েয়ে পত্নীরিহা বহোক্ষামার
বশামারোতি প্রাতঃসর্বনিক্যঃ প্রস্থিতযাজ্ঞাঃ ॥ ২৩ ॥ [১৮]

অনু.— প্রাতঃসর্বন-সম্পর্কিত প্রস্থিতযাজ্ঞাগুলি (হচ্ছে) ‘ইদং-’ (৮/৬৫/৮), ‘মিত্রং-’ (১/২৩/৪), ‘ইন্দ্র-’ (৩/৪০/১), ‘মরুতো-’ (১/৮৬/১), ‘অয়ে-’ (১/২২/৯), ‘উক্ষা-’ (৮/৪৩/১১)।

ব্যাখ্যা— এগুলি যথাক্রমে হোতা, মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছসী, পোতা, নেষ্টা এবং আগ্নীধ্রের পাঠ্য প্রস্থিতযাজ্ঞা। অচ্ছাবাকের প্রস্থিতযাজ্ঞা পরে ৫/৭/৭ সূত্রে বলা হবে। ঐ. ব্রা. ২৮/২ অংশেও এই মন্ত্রগুলি বিহিত হয়েছে।

পিবা সোমমতি যমুগ্র তর্দ ইতি তিস্রোঃ বর্ষাভেদি সোমকামং স্বাহুত্বায়ং সোমকামেহ্যবতিস্ত্রায় সোম্যঃ প্রমিষো
বিদানা আগূর্ণো অস্য কলশঃ স্বাহেতি মাধ্যগ্নিন্যঃ ॥ ২৪ ॥ [১৯]

অনু.— মাধ্যগ্নিন-সম্পর্কিত (প্রহিতযাজ্যগুলি হচ্ছে) ‘পিবা-’ (৬/১৭/১-৩) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র), ‘অর্বাভে-’ (১/১০৪/৯), ‘ত্বায়ং-’ (৩/৩৫/৬), ‘ইন্দ্রায়-’ (৩/৩৬/২), ‘আগূর্ণো-’ (৩/৩২/১৫)।

ব্যাখ্যা— প্রথম তিনটি মন্ত্র যথাক্রমে হোতা, মৈত্রাবরুণ, এবং ব্রাহ্মণাচ্ছসীর, ‘অর্বাভে-’ পোতার, ‘ত্বায়ং-’ নেতার, ‘ইন্দ্রায়-’ অচ্ছবাকের এবং ‘আগূর্ণো-’ অগ্নীর পাঠ্য প্রহিতযাজ্য। ঐ. ব্রা. ২৮/৩ অংশেও এই মন্ত্রগুলিই বিহিত হয়েছে।

ইন্দ্র ঋতুভিজবন্তিঃ সমুক্তিমিত্রাবরুণা সুতপাবিমং সুতমিত্রশ্চ সোমং পিবতং বৃহস্পত আ বো বহন্ত
সপ্তরো রঘুয্যসোঃ মেব নঃ সুহবা আ হি গজনেজ্জাবিকু পিবতং মন্বো অস্যেমাং জ্যোমমর্হতে
জাতবেদস ইতি তাতীয়সবনিক্যঃ ॥ ২৫ ॥ [১৯]

অনু.— তৃতীয়সবন-সম্পর্কিত (প্রহিতযাজ্যগুলি হল) ‘ইন্দ্র-’ (৩/৬০/৫), ‘ইন্দ্রা-’ (৬/৬৮/১০), ‘ইন্দ্রশ্চ-’ (৪/৫০/১০), ‘আ-’ (১/৮৫/৬), ‘অমেব-’ (২/৩৬/৩), ‘ইন্দ্রা বিষ্ণু-’ (৬/৬৯/৭), ‘ইমং-’ (১/৯৪/১)।

ব্যাখ্যা— ক্রম আগের সূত্রেরই মতো, তাই ‘ইন্দ্রা বিষ্ণু-’ অচ্ছবাকের এবং ‘ইমং-’ অগ্নীর পাঠ্য যাজ্য। এই মন্ত্রগুলিও ঐ. ব্রা. ২৮/৪ অংশে বিহিত মন্ত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন।

সোমস্যাগ্নে বীহীত্যনুববট্কারঃ ॥ ২৬ ॥ [১৯]

অনু.— ‘সোমস্যাগ্নে-’ (সু.) অনুববট্কার।

ব্যাখ্যা— প্রহিতযাজ্যের শেষে বৌবট্ বলায় পর আবার ‘সোমস্যাগ্নে বীহি বৌবট্’ বলতে হয়। প্রথম ববট্কারের পরে এটি আবার একটি ববট্কার বলে একে ‘অনুববট্কার’ বলে।

প্রহিতযাজ্যাসু শত্ৰুযাজ্যাসু মরুত্বতীয়ে হারিবোজনে মহিম্নি। আশ্বিনে চ তৈরোঅহ্যে ॥ ২৭ ॥ [২০]

অনু.— প্রহিতযাজ্য, শত্ৰুযাজ্য, মরুত্বতীয় গ্রহ, হারিবোজন গ্রহ, মহিমগ্রহ এবং পরবর্তী দিনের আশ্বিনশ্রেণে (অনুববট্কার করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— তৈরোঅহ্য = পূর্ববর্তী রাত্রি দ্বারা ব্যবহৃত, পরবর্তী দিনে উৎপন্ন; সম্ভবত অতিরিক্ত প্রকৃতি যাগের প্রাতঃসবনের বিশেষত্ব আশ্বিনগ্রহ থেকে পরবর্তী দিনের আশ্বিনশ্রেণের পরে গ্রহের গ্রহকে পৃথক করার জন্য এই বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। বক্তৃত ‘আশ্বিনে চ তৈরোঅহ্যে’ একটি পৃথক সূত্র। সূত্রটি পৃথক হওয়ার এই সূচনাই পাওয়া যাচ্ছে যে, আশ্বিনশ্রেণের শেষ মন্ত্রেরশেষে ববট্কার ও অনুববট্কার করা হলেও সেই শেষ মন্ত্রটি বাজ্য নয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আশ্বিনশ্রেণে বাজ্যাবিধীন।

তন্ এবাতি বজ্রগাথা গীরত্রে ঋতুযাজান্ বিশেষত্যান্ কু চ পাকীবতো গ্রহঃ। আদিত্যগ্রহসাবিত্রৌ
তান্ ক্শ্ম মানুববট্ কৃষা ইতি ॥ ২৮ ॥ [২১]

অনু.— ঐ বিধানে বজ্রসম্পর্কিত (ব্রাহ্মণগ্রহের) এই শ্লোক আছে— ঋতুযাজ, দুই মেবতার গ্রহ এবং যে পাকীবত গ্রহ, আদিত্য গ্রহ ও সাকিরগ্রহ সেই (গ্রহ)গুলি-কে (-তে) অনুববট্ করবে না।

ব্যাখ্যা— বজ্রগাথা = বজ্রসম্পর্কিত শ্লোক। ঋতুযাজ, বৃষ্ণ-ঋতুযাজ গ্রহ, পাকীবত গ্রহ প্রকৃতির আশ্বিনের সময়ে যাজ্যের অনুববট্কার করতে নেই। ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে অনুববট্কার করতে হয় এবং ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে তা করতে নেই সেই কথাই পর পর দুটি সূত্রে বলা হল।

প্রতিবর্ষটিকার ভক্ষণম্ ॥ ২৯ ॥ [২২]

অনু.— প্রত্যেক বর্ষটিকারে (সোমরস) ভক্ষণ (করা হয়ে থাকে)।

ব্যাখ্যা— যেখানে একবার বর্ষটিকার সেখানে একবার এবং যেখানে আবার একটি বর্ষটিকার (আ. ৫/৫/৪ দ্র.) অথবা অনুবর্ষটিকার নিয়ে মোট দু-বার বর্ষটিকার সেখানে দু-বার সোমপান করতে হয়।

তৃতীয় উত্তরম্ ॥ ৩০ ॥ [২৩]

অনু.— দ্বিতীয় (বার) বিনামন্ত্রে (ভক্ষণ করতে হয়)।

এত্যাখ্যুঃ ॥ ৩১ ॥ [২৪]

অনু.— (আহবনীয়ের কাছ থেকে) অখ্যু (সদোমণ্ডপে) আসেন।

অন্নাদমীদ্ব ইতি পূজ্যতি ॥ ৩২ ॥ [২৫]

অনু.— (অখ্যুকে তখন হোতা) জিজ্ঞাসা করেন, ‘অন্নাদমীদ্ব’?

ব্যাখ্যা— গ্রন্থের অর্থ হল— আমিপ্র কি গ্রহিতযাজ্যার যাজ্য পাঠ করেছেন?

অন্নাদ্ব ইতি প্রত্যাহ ॥ ৩৩ ॥ [২৬]

অনু.— (অখ্যু) উত্তর দেন ‘অন্নাদ্ব’।

ব্যাখ্যা— অর্থ হচ্ছে— করেছেন।

স উদ্রমকর্ষো নঃ সোমস্য পারিষ্যতীতি হোতা জপতি ॥ ৩৪ ॥ [২৭]

অনু.— হোতা (তখন) ‘স-’ (সু.) এই (মন্ত্রটি) জপ করেন।

ব্যাখ্যা— যাতে ভুল না হয় যে, এটি অখ্যুর পাঠ্য মন্ত্র, সেই কারণে সূত্রে ‘হোতা’ শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত ১/১/১৪ সূ. দ্র।

ষষ্ঠ কৃতিকা (৫/৬)

[বিদেবত্যাগ্রহের ও চমসের অবশিষ্ট সোমরসের পান, উপহব-বিচার, চমসপানে অধিকারী-বিচার, চমসের আপ্যায়ন]

ঐজ্রবাবুর্ উত্তরেৎ পৃহীত্বাকর্ষবে প্রশাময়েদ্ব এব বসুঃ পূরবসুরিহ বসুঃ পূরবসুরিহ বসুঃ পূরবসুরিহ বসুঃ পূরবসুরিহ বসুঃ
বাচং মে পাশ্চপত্বা বাক্ সহ গ্রীষ্মেনাপ মাং বাক্ সহ গ্রীষ্মেন ব্রহ্মভূশব্রহ্ম বাক্যো সৈব্যান্তসূপানন্তব্রহ্মপোজা
উপ মাধ্বয়ো সৈব্যান্তো ব্রহ্মভাঃ তনূপানন্তব্রহ্মপোজা ইতি ॥ ১ ॥

অনু.— ঐজ্রবাবুর গ্রহকে (ডান হাতে ডান পাশের) উপরের অংশে ধরে অখ্যুর উদ্দেশে ‘এব-’ (সু.) এই (মন্ত্রে তা) নীচু করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রশাময়েদ্ব = নামিয়ে দেবেন, এগিয়ে দেবেন। উক্ত উপরে রাখা অপর দুটি গ্রহকে বাঁ হাতে ঢেকে রেখে ডান হাত দিয়ে ঐজ্রবাবু-গ্রহের উত্তরাংশে ধরে অখ্যুর উদ্দেশে তা নামিয়ে বা এগিয়ে নিতে হয়। ঐ. দ্রা. ১/৩ অংশে ‘এব-’ মন্ত্রে ভক্ষণ করতে বলা হয়েছে।

অধ্বৰ্য উপহৃয়স্বৈতু্যক্কাবজ্ঞান নাসিকাভ্যাং বাগ্‌দেবী সোমস্য তৃপ্যদ্বিত্তি ভক্ষয়েৎ সৰ্বত্র ॥ ২ ॥

অনু.— ‘অধ্বৰ্য-’ এই (মন্ত্র) বলে দুই নাক দিয়ে (পাত্রে সোম) আত্মাণ করে সৰ্বত্র (দ্বিদেবতা গ্রহে) ‘বাগ্-’ (সু.) এই (মন্ত্রে সোমরস) ভক্ষণ করবেন।

ব্যাখ্যা— দ্র. যে, এখানে উপহবমন্ত্র হচ্ছে ‘অধ্বৰ্য উপহৃয়’। ‘উপহব’ মানে অপর ঋত্বিককে ভক্ষণের জন্য আহ্বান জানাতে অনুরোধ করা। পরস্পরের অনুরোধকে ‘সমুপহব’ বলে। ২৩ নং সূত্র অনুযায়ী বর্তমান সূত্রের ‘বাগ্-’ মন্ত্রটি হচ্ছে সোমভক্ষণ। সূত্রে দ্রাণের বিধান থাকায় ‘নাসিকাভ্যাং’ না বললেও চলত। তবুও তা বলার উদ্দেশ্য হল, বিশেষ বলা না থাকলে অন্যত্র সেই সেই ইন্দ্রিয়ের বিশেষ বিশেষ কার্য একটি অথবা বিকল্পে দু-টি অঙ্গ (অংশ) দ্বারাই করা চলবে। ‘সৰ্বত্র’ বলার অন্য যুগ্মদেবতার ক্ষেত্রেও এই মন্ত্রেই সোম পান (ভক্ষণ) করতে হয়। ১৫ নং সূত্র থাকা সত্ত্বেও উপহবটি বলা হয়েছে ক্রমনির্দেশের জন্য।

প্রতিভক্ষিতং হোতৃচমসে কিঞ্চিদ্ অবনীমানাচম্যোপহানাদি পুনঃ সংভক্ষয়িত্বা ন সোমনোচ্ছিত্তা

ভবন্তীত্যাধরন্তি শেষং হোতৃচমস আনীয়োতসৃজেৎ ॥ ৩ ॥

অনু.— (অধ্বৰ্যু দ্বারা) প্রতিভক্ষণ-করা (ইন্দ্র-বায়ু গ্রহের সোমরস হোতা) হোতৃচমসে কিছুটা ঢেলে আচমন না করে উপহান প্রভৃতি (করে) আবার (দু-জনে ঐ সোম) একসঙ্গে পান করে (গ্রহের) অবশিষ্ট সোমরস হোতৃচমসে এনে (গ্রহপাত্রটি) ত্যাগ করবেন। (শাস্ত্র) বলে সোম দ্বারা (কোন-কিছু) উচ্ছিষ্ট হয় না।

ব্যাখ্যা— একবার ঐন্দ্রবায়বগ্রহের সোমরস উপহব, আত্মাণ, পান, প্রতিভক্ষণ এবং হোতৃচমসে স্থাপনের পর আবার উপহব, আত্মাণ, পান, প্রতিভক্ষণ এবং হোতৃচমসে গ্রহের অবশিষ্ট সোমরস স্থাপন করা হয়। স্থাপনের পর গ্রহপাত্রটি রেখে দেওয়া হয়। একজনের পানের পর দ্বিতীয় জনের ঐ একই পাত্র থেকে পান করাকে ‘প্রতিভক্ষণ’ বলে। সোমরস পানের পর ঐ উচ্ছিষ্ট সোমরস হোতৃচমসে ঢেলে রাখলেও এবং আচমন না করলেও কোন দোষ হয় না, কারণ শাস্ত্রে বলা আছে সোমপানে উচ্ছিষ্টদোষ ঘটে না। প্রথমবার প্রতিভক্ষণ করেন অধ্বৰ্যু, দ্বিতীয়বার প্রতিপ্রহাতা। দ্বিতীয়বার পান করার সময়ে প্রতিপ্রহাতার কাছে তাই উপহব চাইতে হয়।

এবম্ উত্তরে ॥ ৪ ॥

অনু.— এইভাবে পরবর্তী দুটি (গ্রহও তাঁরা পান করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৯/৩ অনুযায়ী তিন গ্রহের সোমরস যথাক্রমে ‘এষ বসুঃ পুরু-’ ‘এষ বসুর্বিদ-’ ‘এষ বসুঃ সংঘদ-’ মন্ত্রে পান করতে হয়।

ন যেনরোঃ পুনর্ভক্ষঃ ॥ ৫ ॥

অনু.— এই দুটি (গ্রহের ক্ষেত্রে) কিন্তু পুনর্ভক্ষণ (করতে হয়) না।

ব্যাখ্যা— ৫/৫/৪ সূত্র অনুযায়ী ইন্দ্র-বায়ুর গ্রহের ক্ষেত্রে দু-বার বযট্‌কার করা হয় বলে ৩ নং সূত্র অনুযায়ী একবার সোমরস পান করার পর অধ্বৰ্যু ও হোতাকে ঐ গ্রহের সোম আবার সংভক্ষণ অর্থাৎ একসাথে পান করতে হয়। মিত্র-বরণ এবং আশ্বিন গ্রহের ক্ষেত্রে কিন্তু দুটি বযট্‌কার নেই বলে পুনর্ভক্ষণ করতে হয় না। প্রতিপ্রহাতার কাছে উপহব-প্রার্থনা কিন্তু করতে হবে।

ন কক্ষন দ্বিদেবত্যানাম্ অবনীতম্ অবসৃজেৎ ॥ ৬ ॥

অনু.— দুই দেবতার কোন (গ্রহকেই হোতৃচমসে) না ঢালা (মন্ত্রে) ত্যাগ করবেন না।

ব্যাখ্যা— ৩ নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.। শা. ৭/৪/১৭ সূত্রেও তাই বলা আছে।

মৈত্রাবরুণম্ এষ বসুর্বিদবসুরিহ বসুর্বিদবসুমরি বসুর্বিদবসুশচকুস্পাশচকুর্মে পাত্যপহুতং চকুঃ সহ মনসোপ
মাং চকুঃ সহ মনসা হুয়তাম্ উপহৃতা ঋষয়ো দৈব্যাসক্তনৃপাবানন্তবন্তপোজা উপ মান্ববয়ো
দৈব্যাসো হুয়ত্যাং তনৃপাবানন্তবন্তপোজা ইতি ॥ ৭ ॥

অনু.— মিত্র-বরুণের গ্রহকে (গ্রহণের জন্য) ‘এষ-’ (সু.) এই (মন্ত্বে অধ্বর্যুর কাছে নামিয়ে দেবেন)।

ব্যাখ্যা— মৈত্রাবরুণ গ্রহের ক্ষেত্রে ১ নং সূত্রের মন্ত্বে পরিবর্তে এই মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে। ঐ. ত্রা. ৯/৩ অংশে ভক্ষণের জন্য এই মন্ত্রটি বিহিত হয়েছে।

অশ্বীভ্যাম্ দ্বিহাবেক্ষণং দক্ষিণেনাগ্নে ॥ ৮ ॥

অনু.— এখানে কিন্তু দুই চোখ দিয়ে দেখা (হয়)। প্রথমে ডান (চোখ) দিয়ে (দেখে পরে বাঁ চোখ দিয়ে দেখবেন)।

ব্যাখ্যা— মৈত্রাবরুণ গ্রহকে ২ নং সূত্রের মতো আত্মাণ না করে এই সূত্রের বিধান অনুযায়ী দুই চোখ দিয়ে দেখতে হয়।

সবোন পাণিনা হোতৃচমসম্ আদদীতৈতুবসুনাম্ পতির্বিধ্ববাং দেবানাং সমিদ্ ইতি ॥ ৯ ॥

অনু.— বাঁ হাত দিয়ে ‘ঐতু-’ (সু.) এই (মন্ত্বে) হোতৃচমস নেবেন।

ব্যাখ্যা— মৈত্রাবরুণগ্রহকে অধ্বর্যুর উদ্দেশে এগিয়ে সেওয়া (প্রশমন), উপহান, ভক্ষণ, হোতৃচমসে অবশেষ-স্থাপনের পরে ত্যাগ করে অর্থাৎ রেখে দিয়ে উরুর উপরে রাখা আশ্বিনগ্রহকে ডান হাত দিয়ে ঢেকে রেখে বাঁ হাতে ‘ঐতু-’ মন্ত্বে হোতৃচমসটি নিতে হয়। ‘পাণিনা’ বলা হয়েছে পরবর্তী সূত্রে ‘আকাশবতীভির্’ বলতে কেবল অবকাশযুক্ত আঙুল দিয়ে নয়, হাত (হস্তভল) দিয়েই ঢেকে রাখতে হবে, হাতের আঙুলগুলি থাকবে কেবল পরস্পর অসংযুক্ত— এই কথা বোঝাবার জন্য।

তস্যারজ্জিনা তস্যোরোর বসনম্ অপোজ্যাদ্য তস্মিন্ সাদরিজ্জাকাশবতীভির্ অঙ্গুলীভির্ অপিদখ্যাত্ ॥ ১০ ॥

অনু.— ঐ (বাঁ হাতের) কনুই দিয়ে ঐ (বাঁ) উরুর কাপড় সরিয়ে সেখানে (ঐ হোতৃচমস) রেখে (বাঁ হাতের) ফাঁক-করা আঙুলগুলি দিয়ে (তা) ঢেকে রাখবেন।

ব্যাখ্যা— উরুর কাপড় বতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই সরাতে হয়— “উরোর একদেশস্য যাবৎপ্রয়োজনম্ অপোজ্যাদনং ন সর্বস্য” (ন।)।

আশ্বিনং যথাহুতং পরিহৃত্য পুনঃ সাদরিজ্জাক্ষরবে প্রশময়েদ্ এষ বসুঃ সংযদবসুরিহ বসুঃ সংযদবসুমরি বসুঃ
সংযদবসুঃ শ্রোত্রপাঃ শ্রোত্রং মে পাত্যপহুতং শ্রোত্রং সহাস্বনোপ মাং শ্রোত্রং সহাস্বনা
হুয়তামুপহৃতা ঋষয়ো দৈব্যাসক্তনৃপাবানন্তবন্তপোজা উপ মান্ববয়ো দৈব্যাসো
হুয়ত্যাং তনৃপাবানন্তবন্তপোজা ইতি ॥ ১১ ॥

অনু.— আশ্বিন (গ্রহকে) যেমনভাবে আনা হয়েছিল (তেমনভাবে) ঘুরিয়ে আবার (যথাহুতং) রেখে দিয়ে অধ্বর্যুর উদ্দেশে ‘এষ-’ (সু.) এই (মন্ত্বে) তা নীচু করবেন।

ব্যাখ্যা— ৫/৫/১৫ সূত্র অনুযায়ী যে পথে গ্রহকে বোরান হয়েছিল সেই পথে ফিরিয়ে এনে অর্থাৎ মাথার ডান দিক দিয়ে মাথার লিঙ্কনে ঘুরিয়ে মাথার এবং হোতৃচমসের বাঁ দিক দিয়ে সামনে এনে গ্রহটিকে স্বহানে রেখে ‘এষ-’ এই মন্ত্র পাঠ করে অধ্বর্যুর উদ্দেশে তা এগিয়ে দিতে হয়। ঐ. ত্রা. ৯/৩ অংশে ভক্ষণের জন্য এই মন্ত্রটি বিহিত হয়েছে।

কর্পাভ্যাম্ দ্বিহোপদ্ব্যজ্জল্, দক্ষিণাগ্নে ॥ ১২ ॥

অনু.— এখানে কিন্তু (আশ্বিন গ্রহকে) দুই কানের কাছে তুলবেন। প্রথমে ডান কান পর্যন্ত (তুলবেন)।

ব্যাখ্যা— এই বিধানটিও এখানে সম্ভবতঃ ৮নং সূত্রের মতো ২ নং সূত্রের পরিবর্তে প্রযোজ্য।

নিধায় হোতৃচমসং স্পৃষ্ট্বোদকম্ ইডাম্ উপহুয়তে ॥ ১৩ ॥ [১২]

অনু.— হোতৃচমস রেখে দিয়ে জল স্পর্শ করে (সবনীয় পুরোডাশের) ইড়াকে উপহান করেন।

ব্যাখ্যা— আশ্বিনগ্রহকে প্রণামন, উপহান, ভক্ষণ ও হোতৃচমসে তার অবশেষস্থাপনের পরে গ্রহটিকে ত্যাগ করে ডান হাতে হোতৃচমস বেদিতে রেখে দিয়ে জল স্পর্শ করে সবনীয় পুরোডাশের ইড়ার উপহান করতে হয়। হোতৃচমসের সোম পান করা হবে এখনই নয়, ইড়ার উপহান ও অবান্তর-ইড়া ভক্ষণের পরে— ১৫ নং সূ. দ্র।

উপোদযচ্ছত্তি চমসান্ ॥ ১৪ ॥ [১৩]

অনু.— (উপহানের সময়ে ঋত্বিকেরা নিজ নিজ) চমসগুলিকে (ইড়ার) কাছে উঁচুতে তুলে ধরেন।

ব্যাখ্যা— তুলে ধরেন যাদের নামে চমস তাঁরা অথবা চমসাধ্বর্যুরা।

অবান্তরেডাং প্রাশ্য্যচম্য হোতৃচমসং ভক্ষয়েদ অধ্বৰ্য উপহুয়স্বৈত্যাঙ্ক ॥ ১৫ ॥ [১৪]

অনু.— অবান্তর-ইড়া ভক্ষণ করে আচমন করে ‘অধ্বৰ্য’ (সূ.) বলে হোতৃচমস পান করবেন।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে প্রকৃতিবাগে অবান্তর-ইড়া ভক্ষণ করার পরে ইড়া ভক্ষণ করে তবে আচমন করতে হলেও এখানে অবান্তরেড়া ভক্ষণ করার পরে ইড়াভক্ষণ না করে আগেই আচমন করে তার পরে অধ্বর্যুর কাছে ‘অধ্বৰ্য উপহুয়স্ব’ মন্ত্রে উপহব প্রার্থনা করে ‘বাগদেবী’ (২ নং সূত্রে) মন্ত্রে হোতা নিজ হোতৃচমসের সোম পান করবেন।

দীক্ষিতো দীক্ষিতা উপহুয়ধ্বম্ ॥ ১৬ ॥ [১৫]

অনু.— দীক্ষিত (হোতা) ‘দীক্ষিতা’ (সূ.) এই মন্ত্রে উপহব প্রার্থনা করে হোতৃচমস পান করবেন।

যজ্ঞমানা ইতি বা ॥ ১৭ ॥ [১৬]

অনু.— অথবা (তিনি) ‘যজ্ঞমানা (উপহুয়ধ্বম্)’ এই মন্ত্রে উপহব চেয়ে চমস পান করবেন।

ব্যাখ্যা— ২০ নং সূত্রের ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার বলেছেন যে, যে-কোন গ্রহ ও চমসের ক্ষেত্রে দীক্ষিতদের ১৫-১৭ নং সূত্রানুযায়ী উপহব চাইতে হয়।

মুখ্যান্ বা পৃথগ্ যোত্রকা, উপহুয়ধ্বম্ ইতীতরান্ ॥ ১৮ ॥ [১৭]

অনু.— অথবা মুখ্য (ঋত্বিকদের কাছে তিনি) পৃথক্ (পৃথক্) এবং অপর (ঋত্বিকদের কাছে সমবেতভাবে যুগপৎ) ‘হোত্রকা’ (সূ.) এই মন্ত্রে (উপহব প্রার্থনা করবেন)।

ব্যাখ্যা— অথবা দীক্ষিত হোতা ‘যজ্ঞমানা উপহুয়ধ্বম্’ বা দীক্ষিতা উপহুয়ধ্বম্’ না বলে ‘অধ্বৰ্য উপহুয়স্ব’, ‘ব্রহ্মচর্য উপহুয়স্ব’, ‘উদগাতর্য উপহুয়স্ব’ বলার পর অপর ঋত্বিকদের উদ্দেশে একবার মাত্র ‘হোত্রকা উপহুয়ধ্বম্’ বলবেন।

এবম্ ইতরে ॥ ১৯ ॥ [১৮]

অনু.— অপর (ঋত্বিকেরাও) এইভাবে (উপহব চাইবেন)।

ব্যাখ্যা— দীক্ষিত মৈত্রাবরণ প্রভৃতি অপর ঋত্বিকেরাও এইভাবে উপহব চেয়ে নিজ নিজ চমসের সোম পান করে থাকেন।

যথাসভক্ষং ত্বদীক্ষিতাঃ ॥ ২০ ॥ [১৯]

অনু.— অদীক্ষিত (ঋত্বিকৃগণ) কিন্তু সভক্ষ অনুযায়ী (উপহব চাইবেন)।

ব্যাখ্যা— যাঁর সঙ্গে যিনি একপাত্রের সোমপান করেন তাঁরা পরস্পরের 'সভক্ষ'। যিনি সোমরসের নিষ্কাশন ও হোম এই দুই-ই করেন এবং যিনি আহুতিদানের সময়ে বৌতবট উচ্চারণ করেন এই দু-জন পরস্পরের সভক্ষ হন। অদীক্ষিত মৈত্রাবরূপ প্রভৃতির মধ্যে যিনি যাঁর সভক্ষ তিনি তাঁর কাছেই উপহব অর্থাৎ ভক্ষণের জন্য আমন্ত্রণ চাইবেন, হোতার মতো অধবরুর কাছে (১৫ নং সূ. দ্র.) নয়। দীক্ষিতদের ক্ষেত্রে গ্রহ ও চমসে উপহব কিন্তু চাইতে হয় ১৬-১৮ নং সূত্র অনুযায়ীই।

মুখ্যচমসাদ্ অচমসাঃ ॥ ২১ ॥ [২০]

অনু.— চমসহীন (ঋত্বিকেরা) মুখ্য চমস থেকে (সোম পান করবেন)।

ব্যাখ্যা— এটি সূত্রকারের নিজের মত নয়, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের মত। এই মতে যাঁদের নামে কোন চমস নেই তাঁরাও ১৯ নং সূত্রের বলে সোমপানে অধিকারী। তাঁরা তাঁদের নিজের দলের মধ্যে ৪/১/৭ সূত্রের ক্রমানুযায়ী নিকটবর্তী যে ঋত্বিকের নামে চমস আছে সেই মুখ্য ঋত্বিকের চমসের সোম পান করবেন। 'মুখ্য' শব্দটিকে এখানে আপেক্ষিক অর্থে নিতে হবে। ক্রম অনুসারে যিনি যাঁর নিকটবর্তী তিনি তাঁর চমসের সোম পান করবেন। অর্থাৎ গ্রাবস্তুত্ অচ্ছাবাকের, সূত্রাণ্য-প্রতিহর্তা-প্রজ্ঞোতা উদ্গাতার এবং উদ্মেতা নেষ্ঠার চমস পান করবেন।

দ্রোণকলশাদ্ বা ॥ ২২ ॥ [২১]

অনু.— দ্রোণকলশ থেকেই (তাঁরা সোম পান করবেন)।

ব্যাখ্যা— এটি সূত্রকারের নিজেরই মত। 'বা' = -ই; পূর্ব মত খণ্ডনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সোমের আহুতি ও নিষ্কাশন, আহুতির সময়ে বৌতবট উচ্চারণ, নিজের নামে চমস থাকা— এই তিন কারণে সোমরসপানে অধিকারী হওয়া যায়। যাঁদের নামে চমস নেই তাঁরা তাই সোমপানে অধিকারী নন। তবে তাঁরা হারিযোজনগ্রহের আহুতির পর দ্রোণকলশে যেটুকু সোম পড়ে থাকে তা পান করতে পারেন। এই পানও আবার পরে (৬/১২/২ সূ. দ্র.) আমরা দেখব যে, আত্মাণ মাত্র।

উক্তঃ সোমভক্ষণঃ সর্বত্র ॥ ২৩ ॥ [২২]

অনু.— উক্ত সোমভক্ষণের জগটি সর্বত্র (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ২ নং সূত্রে যে 'বাগ্-' মন্ত্রটি বিহিত হয়েছে তা কেবল বিদেবত্য গ্রহের ক্ষেত্রে নয়, যে-কোন সোমপানের সময়েই জগ করতে হয়। ২ নং সূত্রে 'সর্বত্র' শব্দে যুগ্মদেবতাদের সর্বত্রকেই বোঝান হয়েছে। ঐ নিয়মটি যাতে অন্যান্য দেবতার গ্রহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে সেই কারণে বর্তমান সূত্রটি করা হয়েছে।

হোত্বর্ ববট্কারে চমসা হুয়ন্ত উদ্গাতুর্ ব্রহ্মণো যজমানস্য তেবাং হোত্যা

ভক্ষয়েদ্ ইতি গৌতমো ভক্ষস্য ববট্কারাষ্মদ্বাচ্ ॥ ২৪ ॥ [২৩]

অনু.— হোতার ববট্কারের সময়ে উদ্গাতা, ব্রহ্মা (এবং) যজমানের চমস আহুতি দেওয়া হয়। গৌতম (বলেন) ভক্ষণের ববট্কারের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় তাঁদের (মধ্যে) হোতা আগে ভক্ষণ করবেন (তাঁরা পান করবেন পরে)।

ব্যাখ্যা— যদিও সমস্ত চমসই সাধারণত শত্রুপাঠকারীদের ববট্কারের সময়ে আহুতি দেওয়া হয়, তবুও এই তিনটি চমসের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এগুলির সোম সর্বদাই অপর ঋত্বিকের ববট্কারের পরে আহুতি দেওয়া হয়, নিজ নিজ চমসার্থযুরা কখনই এগুলির আহুতির আগে ববট্কার করেন না। এই তিন চমসের ক্ষেত্রে গৌতমের মতে আগে হোতা এবং তারপরে যাঁর নামে (সমাখ্যা) চমস তিনি চমসের সোম পান করবেন। এখানে হোতা, উদ্গাতা ইত্যাদি উপলক্ষ মাত্র অর্থাৎ হোতা মানে

শত্ৰুপাঠকারী চার ঋত্বিক এবং উদ্গাতা ইত্যাদির মানে যে-কোন চমসী ঋত্বিক। আছতির পরে আগে যিনি শত্ৰুপাঠক তিনি চমসের সোম পান করবেন, পরে পান করবেন চমসীরা, কারণ শত্ৰুর শেষে বৌষট্ উচ্চারণ করা হলে তবেই পানে অধিকার জন্মায়, তার আগে নয়। যিনি বৌষট্ উচ্চারণ করেন, তিনিই তাই আগে পান করবেন, যাঁদের নামে চমস তাঁরা পান করবেন পরে।

অভক্ষণম্ ইতরেষাম্ ইতি তৌষলিঃ কৃতার্থত্বাৎ ॥ ২৫ ॥ [২৪]

অনু.— তৌষলি (মনে করেন) উদ্দেশ্য সিদ্ধ (হয়ে যায়) বলে অন্যদের পান (করতে হবে) না।

ব্যাখ্যা— তৌষলির মতে বট্কারী ব্যক্তি পান করলেই চমসগুলির চমসত্ব সার্থক হয়ে যায় বলে অন্যদের অর্থাৎ যাঁদের নামে (সমাখ্যা) চমস সেই চমসীদের আর সোমপান করার প্রয়োজন নেই। নাম শুধু নামই, নাম থেকে তাই চমস পানে কোন অধিকার জন্মায় না।

ভক্ষয়েয়ুর্ ইতি গাণগারির্ অতঃ সংস্কারত্বাৎ কা চ তচ্চমসত্যা স্যান্ ন চান্যঃ সম্বন্ধঃ ॥ ২৬ ॥ [২৫]

অনু.— এই (নামজনিত পান) থেকে সংস্কার (সাধিত হয়) বলে (চমসীরাও সোম) পান করবেন। (চমসগুলির সেই) সেই চমসত্ব (ঋত্বিকবিশেষের সঙ্গে সম্পর্কিত পান ছাড়া অন্য আর) কি হতে পারে? অন্য সম্বন্ধ (তো আর হতে পারে) না।

ব্যাখ্যা— যিনি যে চমসের ক্ষেত্রে বট্কার করেন তাঁর পানের ফলে চমসত্ব সোমের সংস্কার ঘটলেও চমসী নিজেও সোম পান করে আবার তার সংস্কার সাধন করলে দোষ কি? সংস্কারের পরে পুনঃসংস্কার কি দোষের? বস্তুত চমসী সোম পান করলে চমসত্ব সোমের যে পুনঃসংস্কার ঘটে তা মোটেই দোষের নয়। চমসগুলির নামের ব্যুৎপত্তি আলোচনা করলেও দেখা যায় যে, ‘চমসঃ কস্মাত্ চমস্ত্যগ্নিমিতি’ (নি. ১০/১২/৩); চমু অদনে— ভাদি ৪৬৯; $\sqrt{\text{চম}} + \text{অস} = \text{চমস}$ — ‘অত্যবিচমি...’ -উগাদি ৩৯৭— অমুক ঋত্বিক এই পাত্রে সোম পান করবেন বলেই পাত্রটির নাম চমস। ফলে যাঁর নামে চমস তিনি সমাখ্যাবশত ঐ চমসের সোম পান করলে তবেই চমসের চমসত্ব সার্থক হয়। নামের সঙ্গে চমসপাত্রের পানেরই সম্বন্ধ, অন্য কোন ঋত্ব-অধিকারী উপাদান-উপাদেয় ইত্যাদি সম্বন্ধ নেই। সুত্রে ‘অততঃসংস্কারত্বাৎ’ এই ভিন্ন পাঠটি স্বীকার করলে অর্থ হবে বট্কার্তার পানের ফলে চমসের যে সংস্কার ঘটে তার অপেক্ষায় চমসী কর্তৃক সোমপানের ফলে সম্পন্ন সংস্কার ভিন্ন বলে চমসীকেও সংস্কারসাধনের জন্য সোমপান করতে হবে। কোথাও একজনকেই বট্কার ও নামের কারণে পান করতে হলে আগে তিনি বট্কার উপলক্ষে পান করবেন, পরে পান করবেন সমাখ্যার (= নামের) কারণে। অপর সহপানকারী (প্রতিভক্ষয়িতা) না থাকলে তব্ধেই (= একবারেই) দু-বারের পান সম্পন্ন করতে হয়। অনুবট্কারের পরে বট্কার্তাকে আবার সোম পান করতে হয়।

ভক্ষয়িত্বাপাম সোমম্ অমৃত্য অভ্যম শং নো ভব হ্রাদ আ পীত ইন্দব্ ইতি মুখহ্রদয়ো অভিমূষণেন ॥ ২৭ ॥ [২৬]

অনু.— (সোম) পান করে ‘অপাম-’ (৮/৪৮/৩), ‘শং-’ (৮/৪৮/৪) এই (দুই মন্ত্রে) মুখ ও বুক স্পর্শ করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রথম মন্ত্রে মুখ এবং দ্বিতীয় মন্ত্রে বুক জল দিয়ে স্পর্শ করতে হয়। আপ্যায়নকর্ম বলে স্পর্শ জল দিয়েই হবে।

আ প্যায়ব্ সমেতু তে সং তে পয়াংসি সমু যন্ত বাজা ইতি চমসান্ আদ্যোপাদ্যান্ পূর্বয়োঃ সবনয়োঃ ॥ ২৮ ॥ [২৭]

অনু.— (চমসীরা) প্রথম দুই সবনে (নিজ নিজ) প্রথম ও দ্বিতীয় চমসগুলিকে ‘আ প্যায়ব্’ (১/৯১/১৬), ‘সং-’ (১/৯১/১৮) এই (দুই মন্ত্রে) জল দিয়ে স্পর্শ করবেন।

ব্যাখ্যা— স্পর্শের সময়ে দু-টি মন্ত্রই পাঠ করতে হবে। ৩১ নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.। উপাদ্য = উপ + আদ্য = প্রথমের নিকটে অর্থাৎ দ্বিতীয়।

আদ্যাংসু তৃতীয়সবনে ॥ ২৯ ॥ [২৮]

অনু.— তৃতীয়সবনে প্রথম (চমসগুলিকে জল দিয়ে স্পর্শ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ৩১ নং সূত্রের ব্যাখ্যা স্র.

সর্বত্রাঙ্গানম্ অন্যত্রৈকপাদ্রেভ্যাঃ ॥ ৩০ ॥ [২৯]

অনু.— উর্ধ্বমুখী পাত্রগুলি ছাড়া সর্বত্র নিজে (জল দিয়ে স্পর্শ করবেন)।

ব্যাখ্যা— আত্মা মানে এখানে ২৭ নং সূত্রে উল্লিখিত মুখ ও বুক। একপাত্র = উর্ধ্বমুখী পাত্র, উলুখল অথবা কাপের মতো দেখতে যে যে পাত্র।

আপ্যারিতাংশ্ চমসান্ সাদয়ন্তি, তে নারাশংসা ভবন্তি ॥ ৩১ ॥ [৩০]

অনু.— জলের দ্বারা স্পর্শ-করা চমসগুলিকে রেখে দেন। ঐগুলি নারাশংস হয়।

ব্যাখ্যা— নারাশংস অর্থাৎ পিতৃগণ দেবতা বলে চমসগুলির নামও তা-ই। তিন সবনে যথাক্রমে উম, ঔর্ব বা উর্ব এবং কাব্য নামে প্রাচীন পিতৃগণের উদ্দেশে এই চমসগুলির সোম আঘতি দেওয়া হয়। চমসের সোম পান করে আবার সেগুলি সোমে পূরণ করে রেখে দিলে ঐ চমসগুলিকে ‘নারাশংস’ বলা হয়। গ্রহের সোম যখন আঘতি দেওয়া হয় তখন এই নারাশংস চমসগুলিকে আহবনীরের উপর নেড়ে দেওয়া হয়। প্রাতঃসবনে ঐন্দ্রাণ ও বৈশ্বদেব, মাধ্যদিন সবনে মরুত্বতীয় ও মাহেন্দ্র এবং তৃতীয় সবনে বৈশ্বদেব গ্রহের ক্ষেত্রে এরকম করা হয়ে থাকে। যজ্ঞপার্শ্ব নামে গ্রহে তাই বলা হয়েছে— “মরুত্বতীয়ে মাহেন্দ্রে ঐন্দ্রায়ে বৈশ্বদেবয়োঃ। নারাশংসা প্রকম্প্যন্তে গ্রহেষেভেবু পঞ্চসু।”

সপ্তম কণিকা (৫/৭)

[অচ্ছাবকের সদোমণ্ডপে প্রসর্পণ, তাঁর উপহব-প্রার্থনা, প্রস্থিতযাজ্ঞা,
আগ্নীত্ৰীয়ে সকলের ভক্ষণ, সদোমণ্ডপে প্রতিপ্রসর্পণ]

এতন্মিন্ কালে প্রপদ্যাচ্ছাবাক উত্তরেণাগ্নীত্ৰীয়ং পরিব্রজ্য পূর্বেণ সদ আস্মানো দিক্ষ্যদেশ উপবিপেত্ ॥ ১ ॥

অনু.— এই সময়ে (বিহারে) প্রবেশ করে অচ্ছাবাক আগ্নীত্ৰীয়ের উত্তর দিক দিয়ে এসে সদোমণ্ডপের পূর্ব দিকে নিজের দিক্ষেপের স্থানে (সদোমণ্ডপের বাইরে অদূরে) বসবেন।

ব্যাখ্যা— অপর ঋত্বিকেরা নিজ নিজ কর্ম শুরু হওয়ার আগেই প্রাতরনুবাকের সময়েই যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করেছিলেন (৫/৩/২১-২৩ সূ. স্র.), অচ্ছাবাক কিন্তু প্রবেশ করেন এখন, ঠিক তাঁর কর্মকালেই। পৃষ্ঠ (= মধ্য)- রেখা ধরে প্রবেশ করে তিনি সদোমণ্ডপের বাইরে নিজ দিক্ষেপের অদূরে পূর্বদিকে বসবেন। ‘প্রপদ্য’ বলায় এর আগে যজ্ঞমানরূপে অথবা অন্য কোন কারণে যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করে থাকলেও এই সময়ে তাঁকে আবার অচ্ছাবাকরূপে প্রবেশ করতে হবে।

পুরোডাশদৃগডং প্রথম ইডাম্-ইবোদ্যম্যচ্ছাবাক বদবেত্য়াজ্ঞোৎপাৎ বো

অগ্নিমবস ইতি তৃচম্ অস্বাহ ॥ ২ ॥

অনু.— (অধ্বর্যু কর্তৃক প্রদত্ত পুরোডাশখণ্ডকে (নিয়ে) ইডার মতো তুলে ধরে ‘অচ্ছা-’ (সু.) এই (প্রৈবমন্ত্র) প্রাপ্ত হয়ে (তিনি) ‘অচ্ছা-’ (৫/২৫/১-৩) এই তিনটি মন্ত্র (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— দৃগড(ল) = খণ্ড। প্রদত্ত = প্রদত্ত। যতক্ষণ না যাজ্ঞা পাঠ করা হয়, ততক্ষণ তিনি অধ্বর্যুর দেওয়া পুরোডাশখণ্ডটি ইডার মতো নিজের মুখ বা নাকের কাছে তুলে (১/৭/৬ সূ. স্র.) ধরে থাকেন। ৮ নং সূত্রের ব্যাখ্যাও স্র.।

অন্ত্যেণ প্রণবেনোপসন্তনুয়াদ যজমান হোতর অধ্বর্যোঃ যীদ ব্রহ্মান পোতর নেষ্টর
উতোপবত্তরিষেঘনধ্বমূর্জো হর্জয়ধ্বং নি বোজামরোজিহতান যজাম যোনিঃ
সপত্নায়ামনিবাবিতাসো জয়তা ভীতরীং জয়তা ভীতর্যাপ্রবদ্ব ইন্দ্রঃ শৃণবদ্ব
বো অগ্নিঃ প্রহ্মায়েজ্ঞাগ্নিত্যাং সোমং বোচতোপো অস্মান্
ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণা হৃদধ্বম্ ইতি ॥ ৩ ॥

অনু.— (তৃতীয় মন্ত্রের) শেষ প্রণবের সঙ্গে ‘যজ-’ (সু.) এই (নিগদমন্ত্র) জুড়ে নেবেন।

ব্যাখ্যা— ‘অন্ত্যেণ প্রণবেন’ বলা সত্ত্বেও আবার ‘উপসন্তনুয়াদ’ বলায় সম্পূর্ণ নিগদটি একনিঃশ্বাসে পাঠ করতে হবে। এই মন্ত্রটিকে ‘অচ্ছাবাক- নিগদ’ বলা হয়।

সমাশ্বেৎস্মিন্ নিগদেঃ ধ্বর্যুর্ হোতর্যুপহবং কাঙ্কতে ॥ ৪ ॥

অনু.— এই নিগদ শেষ হলে অধ্বর্যু (অচ্ছাবাকের জন্য) হোতার কাছে উপহব চান।

ব্যাখ্যা— ‘স্মিন্’ বলায় বুঝতে হবে ৫ নং সূত্রের মন্ত্রটিও একটি নিগদ। উপহবটি শা. শ্রৌ. গ্রন্থে এইভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে—
‘উপহবম্ অয়ং ব্রাহ্মণ ইচ্ছতে হচ্ছাবাকো বেত্যাধ্বর্যুরাহ তং হোতরপহয়ষেতি’— ৭/৬/৪।

প্রত্যোতা সুধন্ যজমানঃ সূক্তা বামাগ্রভীত্। উত প্রতিষ্ঠোতোপবত্তরুত নো গাব উপহুতাঃ ॥ ৫ ॥

অনু.— (হোতৃপাঠ উপহবের পূর্ববর্তী নিগদ মন্ত্রটি হল) ‘প্রত্যোতা-’ (সু.)।

ব্যাখ্যা— এই নিগদটি পাঠ করে উপহব দিতে হয়।

উপহুত ইতু্যপহুতে ॥ ৬ ॥ [৫]

অনু.— (হোতা) ‘উপহুত’ (বলে) উপহব দেন।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে উপহব করলে প্রতু্যপহব করতে হয় বলে এবং অন্য কোন প্রতু্যপহ মন্ত্রের উল্লেখ না থাকায় বুঝতে হবে উপহব-প্রার্থনার প্রতু্যপহের সর্বত্রই ‘উপহুত’ এই কথা বলেই প্রতু্যপহব অর্থ ভক্ষণে আমন্ত্রণ বা আহ্বান জানাতে হয়।

উপহুতঃ প্রত্যস্মা ইতু্যমীমানান্যানুচ্য প্রাতর্বারভিরা গতম্ ইতি যজতি ॥ ৭ ॥ [৬]

অনু.— (হোতার দ্বারা) অনুজ্ঞাত (হয়ে অচ্ছাবাক যে চমসে) সোমরস পূরণ করা হচ্ছে (সেই চমসের) উদ্দেশে
‘প্রত্যস্মা-’ (৬/৪২) এই (সূক্ত) পাঠ করে ‘প্রাত-’ (৮/৩৮/৭) এই যাজ্ঞ্যমন্ত্র পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— ‘প্রাত-’ মন্ত্রটি হচ্ছে অচ্ছাবাকের গ্রহিতযাজ্ঞ্য। দ্র. যে, ৮/১২/৭ সূত্রে কিন্তু সূত্রকার ‘প্রত্যস্মা-’ প্রতীকটিকে ‘তুচ-’
রূপেই গ্রহণ করেছেন। ঐ. ব্রা. ২৮/২ অংশেও এই ‘প্রাত-’ মন্ত্রটিই অচ্ছাবাকের পাঠ্য যাজ্ঞ্যরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে।

নিধায় পুরোডাশদগডং স্পষ্টৌদকং চমসং ভক্ষয়েত ॥ ৮ ॥ [৭]

অনু.— পুরোডাশখণ্ডটিকে রেখে জল স্পর্শ করে (অচ্ছাবাক নিজের) চমস পান করবেন।

ব্যাখ্যা— ‘নিধায়’ বলায় বোঝা যাচ্ছে যে, এতক্ষণ তিনি খণ্ডটি তুলে হাতেই ধরে রেখে (২ নং সূ. দ্র.) ছিলেন।

নাস্পষ্টৌদকঃ সোমেনেতরাশি হরীংখ্যালভেরন্ ॥ ৯ ॥ [৮]

অনু.— সোমের সঙ্গে (সংস্পর্শ ঘটেছে অথচ) জল স্পর্শ করেন নি (এমন খড়িকেরা সোম দিয়ে) অন্য আচ্ছতিদ্রব্য
স্পর্শ করবেন না।

ব্যাখ্যা—সোম স্পর্শ করার পর জল স্পর্শ না করে অন্য কোন আহতিদ্রব্যকে এবং অন্য আহতিদ্রব্য স্পর্শ করার পর জল স্পর্শ না করে সোমকে স্পর্শ করতে নেই। এই কারণেই পূর্বসূত্রে অচ্ছাবাককে জল স্পর্শ করতে বলা হয়েছে। ‘নিখায় হোতৃচমসং স্পৃষ্টোদকং’ (৫/৬/১৩) সূত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, শুধু দ্রব্যকেই নয়, যে পাত্রে দ্রব্যটি রয়েছে সেই পাত্রকে স্পর্শ করলেও জলস্পর্শ করতে হয়। আলোচ্য সূত্রে ‘নাস্পৃষ্টোদকঃ’ পাঠটি অপপাঠ বলেই মনে হয়, কারণ পদটি থেকে বকার বাদ গেলেই অর্থের সম্ভাবিত বজায় থাকে।

আদায়ৈনন্দ্ আদিত্যপ্রভৃতীন্ ধিষ্যন্ উপস্থানাপরমা দ্বারা সদঃ প্রসূপ্য

পশ্চাত্ স্বস্য ধিষ্যস্যোপবিশ্য প্রান্মীয়াত্ ॥ ১০ ॥ [৯]

অনু.—এই (পুরোডাশখণ্ডটি হাতে) নিয়ে আদিত্য প্রভৃতি ধিষ্যকে উপস্থান করে পশ্চিম দ্বার দিয়ে সদোমণ্ডপে এসে নিজ ধিষেগর পিছনে বসে (মন্ত্র জপ করে অচ্ছাবাক ঐ খণ্ডটি) ভক্ষণ করবেন।

ব্যাখ্যা—অপর ধিষ্যধারী ঋত্বিকেরা যে-ভাবে আদিত্য প্রভৃতি ধিষ্যকে উপস্থান করেছেন (৫/৩/১৩-২০ সূ. দ্র.) ইনিও সেইভাবে উপস্থান করে (উপস্থান করবেন পুরোডাশখণ্ডটি হাতে ধরে রেখেই) পশ্চিম দ্বারের দুই খুঁটি স্পর্শ করে সদোমণ্ডপে প্রবেশ করবেন এবং তার পর অন্তর্চিকর্ম হলেও নিজ ধিষেগর পিছনে বসে জপ করে ঐ পুরোডাশখণ্ডটি খাবেন।

উপবিষ্টে ব্রহ্মায়ীশ্রীম্ প্রাপ্য হবির্ উচ্ছিষ্টং সর্বে প্রান্মীযুঃ প্রাগ্ এবোতরে গতা ভবন্তি ॥ ১১ ॥ [১০]

অনু.—(অচ্ছাবাক) বসলে ব্রহ্মা আয়ীশ্রীয়ে গিয়ে (পৌছালে) সকলে (মিলে) অবশিষ্ট আহতিদ্রব্য ভক্ষণ করবেন। অন্যোরা আগেই (সেখানে এসে) উপস্থিত হয়েছেন।

ব্যাখ্যা—অচ্ছাবাক যখন নিজ ধিষেগর পিছনে গিয়ে বসেন তখন ব্রহ্মা তীর্থ দিয়ে বাইরে গিয়ে আয়ীশ্রীম মণ্ডপের যে অর্ধাংশ বেদির বাইরে অবস্থিত সেখানে চলে আসেন। হোতা প্রভৃতি অপর ঋত্বিকেরা অচ্ছাবাকের বসার আগেই আয়ীশ্রীয়ে চলে আসেন। অচ্ছাবাক নিজ ধিষেগর পিছনে বসে পুরোডাশখণ্ডটি খেয়ে তীর্থ-পথে বাইরে গিয়ে আচমন করে আয়ীশ্রীম মণ্ডপের সেই স্থানে চলে যান। তার পর সকলে মিলে সেখানে সবনীয় পুরোডাশবাগের ধান্যপ্রভৃতি দ্রব্যের অবশিষ্ট অংশ ভক্ষণ করেন।

প্রাশ্য প্রতিপ্রসূপ্য ॥ ১২ ॥ [১১]

অনু.—খেয়ে (মণ্ডপে আবার) ফিরে এসে (পরবর্তী সূত্রে নির্দিষ্ট কাজটি করবেন)।

ব্যাখ্যা—পূর্বসূত্রে ‘প্রান্মীযুঃ’ পদটি থাকা সত্ত্বেও এই সূত্রে আবার ‘প্রাশ্য’ বলায় ক্ষুধার্ত হলে এই সময়ে অন্য কিছুও খাওয়া চলে।

অষ্টম কৃত্তিকা (৫/৮)

[ঋতুযাজ, ঋতুযাজের ভক্ষণ]

ঋতুযাজৈশ্ চরন্তি ॥ ১ ॥

অনু.—ঋতুযাজগণ দ্বারা অনুষ্ঠান করবেন।

ব্যাখ্যা—অধ্বৰ্যু এবং প্রতিপ্রহাতা দু-জনেই ঋতুগ্রহ নামে দুই-মুখবিশিষ্ট একটি করে কাঠের কাপে প্রতিবার সোমরস নিয়ে অম্লিতে আহতি দেন। প্রত্যেককে ছ-টি করে দু-জনকে মোট বারোটি আহতি দিতে হয়। বারোটি আহতির যথাক্রমে ইন্দ্র ও মধু, মরুত ও মাধব, তৃষ্টা ও গুরু, অগ্নি ও শুচি, ইন্দ্র ও নভঃ, মিত্র-বরুণ ও নভস্য, দ্রবিশোদোঃ ও ইষ, ঐ (দ্রবিশোদোঃ) ও উজ্জ, ঐ ও সহঃ, ঐ ও সহস্য, অশ্বিনয় ও তপঃ, গৃহপতি অগ্নি ও তপস্য এই দু-জন দু-জন দেবতা। অধ্বৰ্যু আহতি দেবেন ইন্দ্র-মধু, তৃষ্টা-গুরু প্রভৃতির উদ্দেশে এবং প্রতিপ্রহাতা দেবেন মরুত-মাধব, অগ্নি-শুচি ইত্যাদির উদ্দেশে। এই অনুষ্ঠানকে বলে ‘ঋতুযাজ’।

তেষাং প্রৈষাঃ ॥ ২ ॥

অনু.— ঐ (ঋতুযাজ্ঞগুলির) প্রৈষ (হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— প্রৈষগুলি পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে।

পঞ্চমং প্রৈষসূক্তম্ ॥ ৩ ॥

অনু.— (প্রৈষাধ্যায়ের) পঞ্চম প্রৈষসূক্ত।

ব্যাখ্যা— ঋতুযাজ্ঞের প্রৈষ হচ্ছে পঞ্চম প্রৈষসূক্ত। ঐ সূক্তের মন্ত্রগুলি হল—

- ১) হোতা যক্ষদ্ ইন্দ্রং হোত্রাত্ সজুর্দিবা পৃথিব্যা ঋতুনা সোমং পিষতু হোতর্যজ।
- ২) হোতা যক্ষন্ মরুতঃ পোত্রাত্ সুষ্টুভঃ স্বর্কী ঋতুনা সোমং পিষতু পোতর্যজ।
- ৩) হোতা যক্ষদ্ গ্রাবো নেষ্টাত্ ত্বষ্টা সৃজনিমা সজুর্দেবানাং পত্নীভিঋতুনা সোমং পিষতু নেষ্টর্যজ।
- ৪) হোতা যক্ষদ্ অগ্নিমাগ্নীধ্রাদ্ ঋতুনা সোমং পিষত্বন্নীদ যজ।
- ৫) হোতা যক্ষদ্ ইন্দ্রং ব্রহ্মাণং ব্রহ্মণাদ্ ঋতুনা সোমং পিষতু ব্রহ্মন্ যজ।
- ৬) হোতা যক্ষন্ মিত্রাবরুণা প্রশান্তারৌ প্রশান্ত্রাত্ ঋতুনা সোমং পিষতাং প্রশান্তর্যজ।
- ৭) হোতা যক্ষদ্ দেবং দ্রবিণোদাং হোত্রাদ্ ঋতুভিঃ সোমং পিষতু হোতর্যজ।
- ৮) হোতা যক্ষদ্ দেবং দ্রবিণোদাং পোত্রাদ্ ঋতুভিঃ সোমং পিষতু পোতর্যজ।
- ৯) হোতা যক্ষদ্ দেবং দ্রবিণোদাং নেষ্টাদ্ ঋতুভিঃ সোমং পিষতু নেষ্টর্যজ।
- ১০) হোতা যক্ষদ্ দেবং দ্রবিণোদাম্ অপাদ্ ধোত্রাদ্ অপাত্ পোত্রাদ্ অপান্নেষ্টাত্ তুরীয়ং পাত্রমমুক্তমমর্ত্যম্ ইন্দ্রপানং দেবো দ্রবিণোদাঃ পিষতু দ্রবিণোদসঃ। স্বয়মায়ুযাঃ স্বয়মভিগূযাঃ স্বয়মভিগূর্তয়া হোত্রায় ঋতুভিঃ সোমস্য পিষত্বচ্ছবাক যজ।
- ১১) হোতা যক্ষদ্ অশ্বিনাধ্বর্যু অধ্বর্যবাদ্ ঋতুনা সোমং পিষেতাম্ অধ্বর্যু যজ্ঞতাম্।
- ১২) হোতা যক্ষদ্ অগ্নিং গৃহপতিং গার্হপত্যাত্ সুগৃহপতিত্বধায়েন্নয়ং সুধন্ যজ্ঞমানঃ স্যাত্ সুগৃহপতিত্বম্ অনেন সুধতা যজ্ঞমানেনাগ্নিগৃহপতিগার্হপত্যাদ্ ঋতুনা সোমং পিষতু গৃহপতে যজ। (ত্বধা = ত্বয়া)

তেন তেনৈব প্রৈষিতঃ প্রৈষিতঃ স স যথাপ্রৈষং যজতি ॥ ৪ ॥

অনু.— ঐ ঐ (প্রৈষ) দ্বারাই প্রৈষিত (হয়ে) সেই সেই (ঋত্বিক্) প্রৈষানুসারে যাজ্ঞা পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— পঞ্চম প্রৈষসূক্তে মোট বারোটি প্রৈষমন্ত্র আছে। প্রত্যেকটি প্রৈষমন্ত্রই মৈত্রাবরুণ পাঠ করেন। তিনি যথাক্রমে হোতা, পোতা, নেষ্টা, অগ্নীত্, ব্রাহ্মণাচ্ছন্দী, প্রশান্তা (অর্থাৎ নিজে), হোতা, পোতা, নেষ্টা, অচ্ছবাক, অধ্বর্যু-প্রতিপ্রহাতা, এবং গৃহপতি (অর্থাৎ যজ্ঞমানকে) প্রৈষ দেন। যাকে যে প্রৈষ দেওয়া হয় তিনি সেই প্রৈষটিকে আবার যাজ্ঞারূপে পাঠ করেন (৫/৪/৬, ৭ সূ. দ্র.)। দ্র. যে, মৈত্রাবরুণ একবার নিজেই প্রৈষ দেন এবং নিজেই যাজ্ঞা পাঠ করেন। শেষ দুটি আস্থতির ক্ষেত্রে অধ্বর্যু এবং যজ্ঞমানকে প্রৈষ দেওয়া হলেও যাজ্ঞা পাঠ করেন কিন্তু হোতাই। ১১ নং প্রৈষে ‘অধ্বর্যু’ পদে দ্বিবচন থাকলেও যাজ্ঞা পাঠ করবেন মুখ্য অধ্বর্যুই। সেখানে পাঠান্তর আছে ‘পিষতাম্’ এবং ‘যজ্ঞতাম্’।

হোতাধ্বর্যুগৃহপতিভ্যাং হোতরেতদ্ যজেত্যাক্তঃ ॥ ৫ ॥

অনু.— অধ্বর্যু ও যজ্ঞমানের দ্বারা ‘হোতরেতদ্ যজ’ বলা হলে হোতা (যাজ্ঞা পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—যদিও ৩ নং সূত্রের ১১ নং এবং ১২ নং শ্রেয় মন্ত্রে দেখা যাচ্ছে যে অধ্বর্যু-প্রতিগ্রহাতা এবং গৃহপতিকে শ্রেয় দেওয়া হয়েছে তবুও তাঁরা আবার হোতাকেই ‘হোত-’ এই বাক্যে যাজ্ঞ্যপাঠ করতে অনুরোধ করেন (কা. শ্রৌ. ৯/১৩/১৬, ১৭ সূ. দ্র.) এবং হোতাই তখন যাজ্ঞ্য পাঠ করেন।

স্বয়ং যষ্ঠে পৃষ্ঠ্যাহনি ॥ ৬ ॥

অনু.—পৃষ্ঠ্যের যষ্ঠ দিনে (কিন্তু অধ্বর্যু ও যজমান) নিজেরা (-ই যাজ্ঞ্য পাঠ করবেন)।

পশ্চাদ্ উত্তরবেদের উপবিশ্যধ্বর্যুঃ পশ্চাদ্ গার্হপত্যস্য গৃহপতিঃ ॥ ৭ ॥

অনু.—অধ্বর্যু উত্তরবেদির পিছনে বসে (এবং) যজমান গার্হপত্যের পিছনে (বসে পৃষ্ঠ্যবড়ের যষ্ঠ দিনে ঋতুযাজ্ঞের যাজ্ঞ্য পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—সকলেই তৃণনিক্ষেপ ও মন্ত্রসমেত উপবেশন করে সময় হলে নিজ নিজ যাজ্ঞ্য পাঠ করেন, যজমান কিন্তু সকলের বসার পরে যাজ্ঞ্যপাঠের সময়েই উপবেশন করেন, তার আগে নয়। তিনি সকলের পরে বসেন বলে সূত্রে দ্বিতীয়বার ‘পশ্চাদ্’ বলা হয়েছে।

অথৈতদ্ ঋতুপাত্রম্ আনন্তর্যেণ বযটকর্তারো ভক্ষয়ন্তি ॥ ৮ ॥

অনু.—এর পর বৌযট-উচ্চারণকারীরা ক্রমানুযায়ী ঋতুপাত্র (-স্থ সোম) পান করেন।

ব্যাখ্যা—আহুতি শেষ হলে যিনি যে ক্রমে যাজ্ঞ্য পাঠ করেছেন তিনি সেই ক্রমেই ঋতুগ্রহের সোম পান করবেন। ‘অথ’ বলায় ঋতুযাজ্ঞের বারোটি আহুতি শেষ হলে তবেই পানক্রিয়া শুরু হবে। হোতা যাজ্ঞ্য পড়েছেন চারটি, পোতা দু-টি, নেস্তা দু-টি এবং অন্যেরা একটি করে। সোমপানে তাঁদের অধিকারও তাই ততগুলিই। অধিকার যতগুলিই হোক, পরপর একাধিকবার পান করা চলবে না, করতে হবে যে ক্রমে আহুতি দেওয়া হয়েছে ঠিক সেই ক্রমে একের পরে অন্য ঋত্বিককে।

পৃথগ্ অধ্বর্যুঃ প্রতিভক্ষয়েত্ ॥ ৯ ॥

অনু.—অধ্বর্যু (এবং প্রতিগ্রহাতা) পৃথক্ প্রতিভক্ষণ করবেন।

ব্যাখ্যা—বযটকর্তাদের মতো আহুতি-প্রদানকারী অধ্বর্যু এবং প্রতিগ্রহাতাও একসঙ্গে প্রতিভক্ষণ (প্রসঙ্গত ৫/৬/৩ সূ. দ্র.) করবেন না, করবেন নিজ নিজ পালা অনুযায়ী।

তস্মিন্শ্ চৈবোপহবঃ ॥ ১০ ॥

অনু.—এবং তাঁর কাছেই অনুমতি (চাইবেন)।

ব্যাখ্যা—এখানে সোমপানের সময়ে তাঁরা দীক্ষিত হলেও প্রতিভক্ষণকারীর কাছেই উপহব চাইবেন, ৫/৬/১৬-১৯ সূত্রানুযায়ী সকলের কাছে নয়।

নবম কণ্ঠিকা (৫/৯)

[আজ্যশব্দ]

পরাজ্ঞ অধ্বৰ্য্যব আবৃত্তে সু মত্ পদ বগ্ দে পিতা মাতরিন্ধাচ্ছিত্রা পদাধাদচ্ছিত্রোক্তা কবয়ঃ শংসন্। সোমো
 বিশ্ববিদীথা নিনেষদ্ বৃহস্পতিরুক্ষামদানি শংসিবদ্ বাগান্নু বিন্ধান্নু বিন্ধামায়ঃ ক ইদং শংসিব্যতি স ইদং
 শংসিব্যতীতি জপিত্বানভিহিংকৃত্য শোংসাবোম্ ইতুয়ৈচৈন্ আহুয় তুষ্ণীংশংসং
 শংসেদ্ উপাংশু সপ্রণবম্ অসন্তত্বন্ ॥ ১ ॥

অনু.— অধ্বৰ্য্যপিছন ঘুরলে (হোতা) ‘সুমত্-’ (সু-) এই (মন্ত্র) জপ করে অভিহিকার না করে উচ্চস্বরে ‘শোংসাবোম্’
 এই (মন্ত্রে) আহ্বান করে (এক পদের সঙ্গে অন্য পদ) না জুড়ে জুড়ে উপাংশুস্বরে সমপ্রণববিশিষ্ট তুষ্ণীংশংস (মন্ত্রটি)
 পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— ঋতুগ্রহের সোম পান করার পর অধ্বৰ্য্য হোতার দিকে পিছন ফিরেন। তার পর হোতা ‘সুমত্-’ মন্ত্রটি জপ করেন।
 এই জপ শব্দেরই অঙ্গ। জপের পর শব্দের শুরুতে সামিধেনীর মতো অভিহিকার (১/২/৪ সূ. দ্র.) করার কথা, কিন্তু তা না করে
 উচ্চস্বরে অর্থাৎ এই সবনে প্রযোজ্য সংশ্লিষ্ট (মন্ত্র) স্বরে ‘শোংসাবোম্’ (= শংসাব ওম) এই মন্ত্রে অধ্বৰ্য্যকে আহ্বাব অর্থাৎ নিজের
 অভিমুখে আহ্বান করে ঐ আহ্বাবের সঙ্গে ‘ভূরগ্নি-’ (আ. ৫/৯/১১) এই ‘তুষ্ণীংশংস’ নামে মন্ত্রটি এক সঙ্গে জুড়ে নিয়ে উপাংশুস্বরে
 পাঠ করবেন। তুষ্ণীংশংসের তিনটি অংশের প্রত্যেকটির শেষে প্রণব (= ওম) পঠিত থাকলেও এক অংশের সঙ্গে কিন্তু অপর
 অংশকে সংযুক্ত করবেন না (১১ নং সূ. দ্র.)। তুষ্ণীংশংস ঋকমন্ত্র নয়, তুষ্ণীংশংসের প্রত্যেক অংশের শেষে প্রণব থাকলেও এক
 অংশের সঙ্গে অপর অংশের তাই সামিধেনীর মতো সংযোগ না ইওয়াই স্বাভাবিক। সুত্রে তবুও ‘অসন্তত্বন্’ বলায় বুঝতে হবে যে,
 যেখানেই প্রণব পাঠ করা হয় সেখানেই তা সংযোগের জন্যই করা হয়। কিন্তু এখানে ‘অসন্তত্বন্’ এই বিশেষ নির্দেশ থাকায় তা
 হবে না। ‘শোংসাব’ এই আহ্বাবের পরবর্তী যে প্রণব তার ক্ষেত্রে কিন্তু কোন নিষেধ না থাকায় ঐ প্রণবের সঙ্গে তুষ্ণীংশংসের প্রথম
 অংশের সংযোগ ঘটতে তাই কোন বাধা নেই (১৪ নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.)। সংযোগ ঘটাবার জন্যই সুত্রে আহ্বাবের শেষে প্রণব জুড়ে
 দেওয়া হয়েছে। আহ্বাব উচ্চস্বরে এবং তুষ্ণীংশংস উপাংশু স্বরে পড়তে হয় বলে এই দুই-এর সঙ্গানের (অবিচ্ছেদ বা সংযোগের)
 সময়ে ‘প্রাণসত্ততং-’ (২/১৭/৬) সূত্র অনুসারে শুধু প্রাণসঙ্গান অর্থাৎ শ্বাসেরই অবিচ্ছিন্নতা ঘটবে অর্থাৎ আহ্বাব এবং তুষ্ণীংশংস
 একনিঃশ্বাসে পড়তে হবে। আহ্বাবের শেষে বর্ণের (= মকারের) সঙ্গে তুষ্ণীংশংসের প্রথম বর্ণের কোন সন্ধি কিন্তু হবে না।
 ‘সপ্রণবম্’ বলায় বুঝতে হবে যে, সুত্রে তুষ্ণীংশংস যে তিনটি প্রণব পঠিতই রয়েছে সেই তিনটি প্রণব এখানে সংযোগ বা সঙ্গানের
 উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হলেও সংযোগের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত (সামিধেনীর) প্রণবের মতোই তিন মাত্রায় উচ্চারিত হবে (১/২/১১ সূ.
 দ্র.)। তুষ্ণীংশংসের শেষ প্রণবের সঙ্গেও কিন্তু ১৪ নং সূত্রানুযায়ী নিবিসের কোন সংযোগ হবে না। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে,
 আহ্বাবের প্রণবের সঙ্গে তুষ্ণীংশংসের যোগ হবে, তুষ্ণীংশংসের তিনটি (মতান্তরে ছটি- ১১ নং সূ. দ্র.) অংশের মধ্যে প্রণব
 থাকলেও ঐ অংশগুলির মধ্যে পরস্পর কোন যোগ হবে না, শেষ অংশটির প্রণবের সঙ্গেও অব্যবহিত পরে পাঠ্য নিবিসের কোন
 যোগ ঘটান যাবে না (১৪ নং সূ. দ্র.)। ১৫ নং সূত্রানুযায়ী আবার নিবিসের শেষ অংশের সঙ্গে আজ্যশব্দের সংযোগ হবে। ১২ নং
 সূত্রানুযায়ী নিবিসের অংশগুলির মধ্যে তুষ্ণীংশংসের মতোই পারস্পরিক কোন সংযোগ হবে না। ঐ. ব্রা. ১০/৬, ৭ অংশে এই
 সূত্রের প্রায় সব বিধানই পাওয়া যায়।

এব আহাবঃ প্রাতঃসবনে শব্দাদিষু। পর্যায়প্রভৃতীনাম্ চ। সর্বত্র চাত্তত্বশব্দম্ ॥ ২ ॥

অনু.— প্রাতঃসবনে শব্দের আরম্ভে এই (হবে) আহাব। পর্যায় প্রভৃতিরও (ক্ষেত্রে তা-ই)। শব্দের মাঝেও সর্বত্র
 (এই হবে আহাব)।

ব্যাখ্যা— কোথায় কোথায় আহাব করতে হয় তার জন্য ৫/১০/৭, ১০, ১৭, ২২ সূ. দ্র.। শব্দের শুরুতে কোন্ সবনে কখন
 আহাব করতে হয় তা ৫/১০/২, ৩ নং সূত্রে বলা হয়েছে। শব্দের আরম্ভে (প্রাতঃসবনে) ও মাঝে এবং পর্যায় প্রভৃতির ক্ষেত্রে
 আহাব বিহিত হলে এই ‘শোংসাবোম্’ হবে সেখানে আহাব। এসময় ৫/১৪/৪ এবং ৫/১৮/৫ সূত্রও দ্র.।

তেন চোপসনতানঃ ॥ ৩ ॥

অনু.— ঐ (আহাবের) সঙ্গে (পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী অংশের) সংযোগ (ঘটাতে হয়)।

ব্যাখ্যা— শব্দের আরম্ভে যে আহাব তার সঙ্গে পরবর্তী অংশের সংযোগ ১ নং সূত্রে পরোক্ষভাবে বিহিত হয়েছে। এখানে শব্দের মধ্যবর্তী আহাবের সঙ্গেই পরবর্তী অংশের সংযোগ বিহিত হচ্ছে। সূত্রে ‘চ’ শব্দ থাকায় পূর্ববর্তী অংশের সঙ্গেও আহাবকে জুড়ে নিয়ে পাঠ করতে হবে। শব্দে যে আহাব তার সঙ্গে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অংশকে তাই একনিঃস্থানে পাঠ করতে হবে।

শব্দস্বরঃ প্রতিগর ওথামো দৈবৈতি ॥ ৪ ॥

অনু.— প্রতিগর (হবে) শব্দস্বরে ‘ওথামো দৈব’।

ব্যাখ্যা— শব্দপাঠকারী ঋত্বিক যখন শব্দ পাঠ করেন, তখন মাঝে মাঝে অধবর্ষ তাঁকে যে বাক্যে উৎসাহিত করেন তাকে বলে ‘প্রতিগর’। যে সবনস্বরে অথবা অন্য স্বরে শব্দ পাঠ করা হয় সেই বিশেষ প্রযুক্ত স্বরেই প্রতিগর উচ্চারণ করতে হয়। শব্দে সাধারণত প্রতিগর হচ্ছে ‘ওথামো দৈব’ (৭/১১/৩৫ সূ. দ্র.)। ৬ নং সূত্রে এই প্রতিগরের বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হবে। যদিও ৬ নং সূত্রটি থাকায় এই সূত্রটি এখানে না করে সেখানেই একসাথে করলেও চলত, তবুও প্রতিগর বললে সাধারণভাবে যাতে অন্য কোন প্রতিগরকে না বুঝে এই প্রতিগরটিকেই আমরা গ্রহণ করি সেই উদ্দেশ্যেই সূত্রটির এখানে পৃথক্ উল্লেখ করা হয়েছে।

শোংসামোদৈবৈতিহাবে ॥ ৫ ॥

অনু.— আহাবে (প্রতিগর) ‘শোংসামোদৈব’।

ব্যাখ্যা— শব্দের মধ্যে যে-সব আহাব সেগুলির ক্ষেত্রে প্রতিগর হবে এ-ই। শব্দের আরম্ভে যে আহাব সেখানে এইটি অথবা ভ্রাঙ্গণগ্রহে বিহিত ‘শংসামোদৈবোম্’ (ঐ. ব্রা. ১২/১) হবে প্রতিগর। ‘যঃ পুনন্ অয়ং প্রতিগরান্তরো বিধীয়তে তজ্ ভ্রাঙ্গণ্যতি প্রতিগরান্তরমধ্যবর্তিনী আহাবে অয়ং নিয়ম্যতে’ (না.)।

ধ্রুতাদিঃ প্রণবেঃ ধ্রুতাদিন্ অবসানে ॥ ৬ ॥

অনু.— (শব্দে) বিরতি-স্থল ছাড়া অন্যত্র) প্রণবে (প্রতিগরের) প্রথম (অক্ষর) ধ্রুত (হবে এবং) বিরতি-স্থলে (প্রতিগরের) প্রথম (অক্ষর) ধ্রুতীহীন (হবে)।

ব্যাখ্যা— শব্দে সামিধেনীর মতো প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে প্রণব উচ্চারণ করার সময়ে ‘ওওথামো দৈব (+ ও ম্)’ এবং পরবর্তী মন্ত্রের প্রথমার্ধের শেষে থামার সময়ে ‘ওথামো দৈব’ হবে প্রতিগর। প্রসঙ্গত ৮-১০ নং সূ. দ্র.।

প্রণবে প্রণব আহাবোন্তরে ॥ ৭ ॥

অনু.— আহাবের পরবর্তী প্রণবে প্রণব (ই হবে প্রতিগর)।

ব্যাখ্যা— শব্দে ‘শোংসাবোওম্’ (শোংসাব + ওম্) এই প্রণব বলা হলে ‘শোংসামো দৈবোম্’ (শোংসামোদৈব + ওম্) এই প্রণব হবে প্রতিগর।

অবসানে চ ॥ ৮ ॥

অনু.— এবং (শব্দে) বিরতিস্থলে (প্রণবে প্রণবই হবে প্রতিগর)।

ব্যাখ্যা— শব্দে যেখানে যেখানে প্রণব উচ্চারণ করে) থামতে হয় সেখানে সেখানে শুধু ‘ওম্’ হবে প্রতিগর। ‘শব্দান্তে শব্দমধ্যে চাবসানেঃ প্যয়ং বিধিঃ’ (বৃত্তি)। ১০ নং সূত্র অনুযায়ী শব্দের শেষ প্রণব উচ্চারণের সময়েই এই প্রতিগর।

প্রণবাস্তো বা ॥ ৯ ॥

অনু.— অথবা (সেখানে মূল প্রতিগরই) প্রণব দিয়ে শেষ (হবে)।

ব্যাখ্যা— অথবা শব্দে বিরতির ক্ষেত্রে (যে প্রণব সেই প্রণবে) ‘ওথামো দৈবোম্’ হবে প্রতিগর। ১০ নং সূত্র অনুসারে শব্দের অন্তিম প্রণব ছাড়া অন্য যে-কোন প্রণবের ক্ষেত্রেই এই প্রতিগর। বৃত্তিকারের মতে (৭ নং এবং ৮ নং দুটি সূত্রের প্রণবের ক্ষেত্রেই অথবা) ৮নং সূত্রে শব্দান্তে ও শব্দমধ্যে প্রণবে এই বিকল্প— ‘বিষয়দ্বয়ে অয়ং বিকল্পঃ’ (বৃত্তি) পরবর্তী সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র।

যত্র যত্র চান্তশেষস্ত্বং প্রণবেনাবস্যাতি প্রণবাস্ত্ব এব তত্র প্রতিগরঃ, শব্দান্তে তু প্রণবঃ ॥ ১০ ॥

অনু.— শব্দের মাঝে যেখানে যেখানে প্রণব দিয়ে বিরাম নেন, সেখানে (মূল প্রতিগর) প্রণব দিয়ে শেষ (হবে)। শব্দের শেষে কিন্তু প্রণব (ই হবে প্রতিগর)।

ব্যাখ্যা— ৮ নং এবং ৯ নং সূত্রে যে দু-টি বিকল্পের কথা বলা হয়েছে তার কোনটি কোথায় প্রযোজ্য এই সূত্রে তা বলা হচ্ছে। শব্দে মাঝে কোথাও প্রণব থাকলে এবং সেখানে ‘অবস্যাৎ’ এই নির্দেশ অনুযায়ী ধামতে হলে প্রতিগর হবে ‘ওথামো দৈবোম্’ (৪ নং, ৯ নং সূ. দ্র)। শব্দের শেষে কিন্তু ‘অবস্যাৎ’ বিধি অনুসারে বিরতি ঘটলে এবং ‘সমাস্তৌ প্রণবেনাবসানম্’ (১/২/১৪) বিধি অনুসারে প্রণব উচ্চারিত হলে ৮ নং (এবং ৬ নং) সূত্রানুযায়ী শুধু ‘ওম্’ শব্দই হবে প্রতিগর। বৃত্তিকারের মতে ৮ নং সূত্রের পরিবর্তে ‘শব্দান্তে চ’ এবং ৯ নং সূত্রের পরিবর্তে ‘অন্তশেষস্ত্বং প্রণবাস্ত্বঃ’ বললে সূত্রকারকে এই ১০ নং সূত্রটি আর করতে হত না— ‘সত্যম্ এবং প্রশংস্তুং যুক্তং, তথা চ ন প্রশীতবান্ আচার্যঃ, কিং কুম্ভঃ’ (না.)। ৬-১০ নং সূত্রে যা বলা হল তা-থেকে এই দাঁড়াচ্ছে যে, (ক) শব্দে প্রণব উচ্চারিত হলে মূল প্রতিগর ‘ওথামো দৈব’ গুণতাদি হবে। (খ) বিহিত প্রণববিহীন ‘অবসান’ বা বিরতির স্থলে ঐ প্রতিগর গুণতাদি হবে না। (গ) শব্দের মধ্যে প্রণবযুক্ত অবসানে প্রতিগর প্রণবাস্ত্ব হবে। (ঘ) শব্দের শেষে প্রণবযুক্ত অবসানে কেবল প্রণবই হবে প্রতিগর। (ঙ) আহাবের পরবর্তী প্রণবেও প্রণবই (বা প্রণবাস্ত্ব) প্রতিগর হবে।

যদি ধরা হয় যে, ৮ নং সূত্রে ‘অবসান’ শব্দ শব্দের সমাপ্তিকে বোঝাচ্ছে বলে ৮-৯ নং সূত্র শব্দের সমাপ্তিস্থলে এবং বর্তমান সূত্রটি শব্দের মধ্যবর্তী স্থলগুলিতে প্রযোজ্য তাহলে আলোচ্য সূত্রে ‘শব্দান্তে তু প্রণবঃ’ অংশটি নিষ্কার্যোজন হয়ে পড়ে। যদি এই সূত্রে ‘অবস্যাতি’ পদটির দ্বারা ‘কর্মচোদনায়াম্’ অনুসারে হোতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং পূর্ববর্তী দুটি সূত্র হোত্রকদের জন্য বিহিত বলে ধরা হয় তাহলেও তা সঙ্গত হবে না, কারণ ঐ ‘কর্ম-’ সূত্রটি ক্রিমার বিধানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অনুবাদের ক্ষেত্রে নয়। এখানে ‘অবস্যাতি’ বিধি নয়, অনুবাদ। তাই উপরে যে অর্থ বলা হয়েছে তা-ই ঠিক। প্রতিগর শব্দের সময়ে পাঠ করা হয় এবং ‘শোংসাব’ অংশে স্বিচন আছে। তাই অপর কেউ তার কর্তা। ১ নং সূত্রে এবং ৫/১৪/৪ ও ৫/১৮/৫ সূত্রে অধ্বর্যুর উল্লেখ থাকায় বুঝতে হবে তিনিই প্রতিগরের কর্তা। অধ্বর্যু বলতে কিন্তু প্রতিপ্রহৃতাকেও বুঝতে হবে। শব্দের সঙ্গেই সম্পর্কিত অঙ্গ বলে অধ্বর্যুর কর্মও এখানে সূত্রে নির্দিষ্ট হচ্ছে।

তুর্যির্জ্যোতিজ্যোতিরয়োম্। ইদ্রো জ্যোতির্ভুবো জ্যোতিরিদ্রোম্। সূর্যো জ্যোতিজ্যোতিঃ স্বঃ সূর্যোম্ ইতি ত্রিপদস্ তৃক্খীংশংসঃ। যদ্যু বৈ ষট্‌পদঃ পূর্বেজ্যোতিঃশব্দেন্ অদ্রোৎ বস্যাৎ ॥ ১১ ॥

অনু.— ‘তু-’ (সু-) এই তিন-পদ-বিশিষ্ট তৃক্খীংশংস (পাঠ করবেন)। আর যদি ছয়-পদ-বিশিষ্ট (করতে হয় তাহলে) আগে প্রথম জ্যোতিঃশব্দগুলি দ্বারা থামবেন।

ব্যাখ্যা— তিন পদের তৃক্খীংশংসকে ছয় পদ করে পাঠ করতে হলে তিনটি পদের প্রত্যেকটিকে দু-ভাগ করে অগ্নি, ইন্দ্র এবং সূর্য শব্দের পরে যে ‘জ্যোতিঃ-’ শব্দ আছে সেখানে এবং তার পরে আবার প্রণবে ধামতে হবে। ঐ. ভ্রা. ৯/৮ অংশে এই তৃক্খীংশংসের উল্লেখ আছে এবং ঐ গ্রন্থে ১০/৭ অংশে তৃক্খীংশংসের ছয় ভাগের কথাই বলা হয়েছে।

উচ্চৈর্ নিবিদং যথানিশান্তম্ অগ্নির্দেবেচ্ছ ইতি ॥ ১২ ॥

অনু.— (বেদে) যেমন পড়া আছে (তেমনভাবে) ‘অগ্নি-’ এই নিবিদ উচ্চরণে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যথানিশান্তম্ = যথা-পঠিত। তৃক্খীংশংসের পরে বেদে যেমনভাবে প্রত্যেকটি অংশ বিচ্ছিন্নভাবে পড়া আছে ঠিক

তেমনভাবেই 'অগ্নির্দেবেজঃ। অগ্নিমধিকঃ। অগ্নিঃ সুমিত্। হোতা দেববৃতঃ। হোতা মনুবৃতঃ। প্রদীর্ঘজ্ঞানাম্। রথীরধরাণাম্। অতূর্তো হোতা। তুর্গির্ব্যবটি। আ দেবো দেবান্ বক্ষত্। যক্ষদ্ অগ্নির্দেবো দেবান্। সো অধ্বরা করতি জাতবেদাঃ'- এই বারোটি পদ খেমে খেমে পাঠ করবেন অর্থাৎ পাঠের সময়ে প্রত্যেক ছেদচিহ্নের পরে থামবেন। তুষ্ণীংশসে উপাংশ পড়তে হলেও এই নিবিদকে কিন্তু পাঠ করতে হবে উচ্চ (= মন্ত্র) স্বরে। ঐ. ব্রা. ১০/২ অংশেও এই নিবিদ বিহিত হয়েছে।

নাস্যা আহ্বানম্ ॥ ১৩॥

অনু.— এই (নিবিদের) আহাব (করতে হয়) না।

ব্যাখ্যা— ১৯ নং সূত্রে নিবিদের আহাব বিহিত হলেও এই নিবিদে কিন্তু কোন আহাব করতে হবে না।

ন চোপসন্তানঃ ॥ ১৪॥

অনু.— এবং (তুষ্ণীংশসের সঙ্গে এই নিবিদের) সংযোগ (ঘটাতে হয়) না।

ব্যাখ্যা— পূর্ববর্তী তুষ্ণীংশসের সঙ্গে এই নিবিদ একনিঃশ্বাসে জুড়ে নিয়ে পড়তে নেই। সাধারণত সংযোগের প্রয়োজনেই প্রণব উচ্চারণ করা হলেও এবং তুষ্ণীংশসের শেষ পদের শেষে প্রণব থাকলেও তুষ্ণীংশসের সঙ্গে এই নিবিদের কোন সংযোগ হবে না। এই সূত্রে তুষ্ণীংশসের সঙ্গে নিবিদের সংযোগ নিষিদ্ধ হওয়ায় বুঝতে হবে ১ নং সূত্রে 'অসন্তান' পদে কেবল তুষ্ণীংশসের তিনটি অংশের পারস্পরিক সংযোগ নিষিদ্ধ হয়েছিল। তাই আহাবের সঙ্গে তুষ্ণীংশসের সংযোগে কোন বাধা নেই, তবে স্বরের পার্থক্য থাকায় সেখানে কেবল প্রাণসজ্ঞান অর্থাৎ শ্বাসের অবচ্ছিন্নতা ঘটতে হবে, কিন্তু কোন সজ্জি হবে না।

উস্তমেন পদেন প্র বো দেবায়োত্যা জ্যাম্ উপসন্তনুয়াত্ ॥ ১৫॥

অনু.— (ঐ নিবিদের) শেষ পদের সঙ্গে 'প্র-' (৩/১৩) এই আজ্য (সূক্ত) জুড়ে নেবেন।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ১০/৩ অংশেও এই সূক্তই বিহিত হয়েছে।

এতেন নিবিদ উস্তরাঃ ॥ ১৬॥

অনু.— এই (নিয়মে) পরবর্তী নিবিদগুলি (-ও পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— 'উস্তরাঃ' বলায় বোঝা যাচ্ছে এর আগেও কোথায় কোন নিবিদ আছে। সেই নিবিদ হল ১/৩/৬ সূত্রে উল্লিখিত 'দেবেজো মধিক খবিষ্টুতো-' ইত্যাদি মন্ত্র। উচ্চস্বরে পাঠ, আহাব না-করা, পূর্ববর্তী অংশের সঙ্গে যুক্ত না করা এবং পরবর্তী অংশের সঙ্গে সংযোগ ঘটান— এই ধর্মগুলি অন্যান্য নিবিদের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হবে। তবে ১৮-১৯ সূত্রানুসারে অন্যান্য নিবিদ ও পদসম্মান্নারে পূর্ববর্তী মন্ত্রের সঙ্গে সংযোগ ঘটান যাবে এবং নিবিদে আহাবও করা চলবে।

সর্বৈ চ পদসম্মান্নায়াঃ ॥ ১৭॥

অনু.— এবং পদ (অনুযায়ী) পঠিত সমস্ত (মন্ত্র এইভাবেই পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ঐতশব্রলাপ প্রভৃতি (৮/৩/১৪, ২১, ২৫ সূ. ধ্র.) অন্যান্য যে-সব মন্ত্রও যেসে পদপাঠের মতো পদে পদে অর্থাৎ ভাগে ভাগে খেমে পড়া আছে, সেগুলিকেও এই নিবিদের মতোই পড়তে হয়। ১৬-১৭ নং সূত্রের পরিবর্তে 'এতেন সর্বৈ পদসম্মান্নায়াঃ' এই একটিমাত্র সূত্রে করলেই চলত, তবুও পূর্বসূত্রটি করায় বুঝতে হবে যে, কোন কোন নিবিদে বহু পদের সমাস বা সমাবেশও দেখা যায়। যেমন— শ্বেদং ব্রজং শ্বেদং ক্ষত্রম্। শ্বেদং সুব্রজং বজমানম্ অবতু ইত্যাদি। তাই সর্বত্রই নিবিদ পদসম্মান্নায় নয় বলে তার জন্য ঐ পৃথক ১৬ নং সূত্রটি করা হয়েছে।

উপসনতানস্ ত্র্যন্যত্র ॥ ১৮ ॥

অনু.— অন্যত্র কিন্তু সংযোগ (ঘটাতে হয়)।

ব্যাখ্যা— এখানে ১৪ নং এবং ১৬-১৭ নং সূত্র অনুযায়ী পূর্ববর্তী মন্ত্রের সঙ্গে নিবিদের ও পদসমাম্বায়ের সংযোগ নিষিদ্ধ হলেও অন্যান্য নিবিদ এবং ঐতশপ্রাণ প্রভৃতি পদসমাম্বায়ের ক্ষেত্রে কিন্তু সংযোগ ঘটতে হবে।

আহানং চ নিবিদাম্ ॥ ১৯ ॥

অনু.— এবং (অন্য) নিবিদগুলির আহাব (হবে)।

ব্যাখ্যা— ১৩ নং সূত্রানুযায়ী এই ‘অগ্নিদেবেকঃ’- নিবিদের ক্ষেত্রে আহাব নিষিদ্ধ হলেও অন্য নিবিদগুলির ক্ষেত্রে কিন্তু আহাব করতে হবে।

আজ্যাদ্যাং ত্রিঃ শংসেদু অর্ধর্চশো বিগ্রাহম্ ॥ ২০ ॥

অনু.— আজ্যশব্দের প্রথম মন্ত্রকে অর্ধাংশে ভেঙে ভেঙে তিন বার (করে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বিগ্রাহম্ = বি-গ্রহ্ + গমূল্ (বা অণ) = ছেড়ে ছেড়ে, ভেঙে ভেঙে। শব্দের প্রথম মন্ত্রের পরিবর্তে এখানে সূক্তের প্রথম মন্ত্রটিকেই তিনবার পাঠ করবেন এবং প্রতিবারে বিগ্রাহের জন্য প্রথমার্ধের শেষে থেমে যাবেন। ‘বিগ্রাহ’ হচ্ছে স্বল্পাক্ষরের জন্য থেমে কিন্তু নিঃশ্বাস না ফেলে পাঠ করা। অপর পক্ষে অবসানে কিছুক্ষণ থেমে নতুন করে শ্বাস নিয়ে পাঠ করতে হয়। ‘আজ্যাদ্যাং’- বলায় সমগ্র আজ্যশব্দের প্রথম সূক্তের প্রথম মন্ত্রেই এই নিয়ম। যদি কোথাও আজ্যশব্দে একাধিক সূক্ত বিহিত হয়ে থাকে তাহলে সেখানে প্রথম সূক্ত ছাড়া অন্য কোন সূক্তের প্রথম মন্ত্রে এই পুনরাবৃত্তি ও বিগ্রাহ হবে না। বৃত্তিকারের মতে ‘অর্ধর্চশঃ’ পদটির উল্লেখ থাকায় ২২ নং সূত্র অনুযায়ী পাঠ করলেও মন্ত্রের এক অর্ধের সঙ্গে অপর অর্ধের কোন সংযোগ হবে না। শব্দের প্রথম মন্ত্রটিরই তিনবার আবৃত্তি ও অভ্যাস হওয়ার কথা, কিন্তু এই সূত্র দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সূক্তেরই প্রথম মন্ত্রের ক্ষেত্রে।

তন্ নিদর্শয়িষ্যামঃ। প্র বো দেবায়ান্নয়ে বর্হিতমর্চান্মৈ। গমদু দেবেত্তিরা স নো যজিতো বর্হিরা সদোতম্ ইতি ॥ ২১ ॥

অনু.— ঐ (ভেঙে ভেঙে পাঠ করা কি তা আমরা) দেখাব— ‘প্র বো-’ (সু)।

ব্যাখ্যা— আজ্যসূক্তটি হল ‘প্র বো দেবায়-’ (৩/১৩)। ঐ. ব্রা. ১০/৮ অংশে এই সূক্তই বিহিত হয়েছে। প্রসঙ্গত বৃত্তিকার বলেছেন ‘বিগ্রহে প্রাণসজ্জানঃ কার্যঃ’ (না.)— বিগ্রহে শ্বাসের অবিচ্ছিন্নতা বজায় রাখতে হবে। শা. ৭/৯/৩ অংশেও এই সূক্তই বিহিত হয়েছে।

ঋগ্-আবানং বৈবম্ এব ॥ ২২ ॥

অনু.— অথবা এইভাবেই (কিন্তু) ঋগাবান করে পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— বৈবম্ = বা + এবম্। আজ্যের প্রথম মন্ত্রকে বিকল্পে ঋগাবান করে তিনবার পাঠ করবেন। ‘ঋগাবান’ হচ্ছে শ্রুতক ঋকমন্ত্রের শেষে শ্বাস নেওয়া। ঋগাবান করে পাঠ করলেও কিন্তু মন্ত্রের দুই অর্ধের মধ্যে কোন যোগ বা সন্ধি হবে না— “অর্ধর্চশ ইতি ঋগাবানপক্ষে অগ্নি অর্ধর্চসজ্জাননিবৃত্ত্যর্থম্” (২০ নং সূত্র- না)।

এতেনাদ্যাং প্রতিপদাম্ অনুগ্-আবানম্ ॥ ২৩ ॥ [২২]

অনু.— এইভাবে (কিন্তু) ঋগাবান না করে প্রতিপদের প্রথম (মন্ত্রকে) (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রতিপদ বলতে এখানে ব্যুৎপত্তিগত (প্রতিপদ্যতে অনয়া) অর্থে প্রথম মন্ত্রকে বুঝলে চলবে না, বুঝতে হবে শব্দের

অন্তর্গত যে তুচ্চের 'প্রতিপদ' এই বিশেষ নামকরণ (সংজ্ঞা) করা হয়েছে সেই তিনটি মন্ত্রকেই। আশ্বিনশস্ত্রের প্রতিপদে (৬/৫/৬ সূ. দ্র.) একটিমাত্র মন্ত্র আছে বলে সেখানে তাই এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। জ্যোতিষ্টোম যাগে মোট দুটি মাত্র প্রতিপদ (৫/১৪/৫; ৫/১৮/৬ সূ. দ্র.) থাকলেও জ্যোতিষ্টোমের বারে বারে অনুষ্ঠানের সম্ভাবনার কথা মনে রেখেই সূত্রে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। 'প্রথমযজ্ঞে-' (আ. ৪/৮/২৩), 'বসন্তে জ্যোতিষ্টোমেন যজ্ঞত' (আপ. শ্রৌ ১০/২/১৬) ইত্যাদি সূত্র থেকেও বোঝা যায় যে, জ্যোতিষ্টোমের বারে বারে অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। 'প্রথম' শব্দটি এবং 'বসন্তে' পদের দ্বিত্ব সেই অর্থই সূচিত করছে।

অনুব্রাহ্মণং বানুপূর্ব্যম্ ॥ ২৪ ॥ [২৩]

অনু.— অথবা ব্রাহ্মণ অনুযায়ী আনুপূর্বী (হবে)।

ব্যাখ্যা— আজ্যসূক্তের মন্ত্রগুলি সংহিতায় যে ক্রমে পঠিত হয়েছে সেই ক্রমে অথবা ব্রাহ্মণগ্রন্থে নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী পাঠ করবেন— ঐ. ব্রা. ১০/৮, ৯ দ্র.।

আহুয়োস্তময়া পরিদধাতি ॥ ২৫ ॥ [২৪]

অনু.— আহাব করে (আজ্যসূক্তের) শেষ মন্ত্র দ্বারা (আজ্যশস্ত্রের পাঠ) শেষ করেন।

ব্যাখ্যা— পরিধানীয়া মানেই শেষ মন্ত্র। তবুও সূত্রে 'উস্তময়া' বলার কারণ 'যাজ্ঞাত্তানি শস্ত্রাণি' (৫/১০/২৬) সূত্র থেকে কেউ যেন ভুল না বোঝেন যে, পরিধানীয়া মানে যাজ্ঞা বা যাজ্ঞাই পরিধানীয়া। বস্তুত যাজ্ঞার পূর্ববর্তী মন্ত্রটিই হচ্ছে শস্ত্রের পরিবধানীয়া।

সর্বশস্ত্রপরিধানীয়াশ্বেবম্ ॥ ২৬ ॥ [২৫]

অনু.— সমস্ত শস্ত্রের (-ই) শেষ মন্ত্রে এইরকম (হয়)।

ব্যাখ্যা— 'সর্ব' বলায় শুধু আজ্যশস্ত্রে নয়, সব শস্ত্রেই সব শস্ত্রপাঠকেই শেষ মন্ত্রের আগে আহাব করতে হয়। "পরিধানীয়ায়ৈ চ"- শা. ৮/৭/৯।

উক্খং বাচি ঘোষায় হেতি শব্বা জপেদ ॥ ২৭ ॥ [২৬]

অনু.— শস্ত্র পাঠ করে 'উক্খং-' (সূ.) এই (মন্ত্র) জপ করবেন।

অগ্ন ইন্দ্রশ্চ দাশুবো দুরোধ ইতি যাজ্ঞা ॥ ২৮ ॥ [২৬]

অনু.— 'অগ্ন-' (৩/২৫/৪) যাজ্ঞা।

ব্যাখ্যা— এই মন্ত্রের শেষে ইন্দ্র-অগ্নির উদ্দেশে গ্রহের সোমরস আচ্ছতি দিতে হয়।

উক্খপাত্রম্ অগ্নে ডক্ষয়েত ॥ ২৯ ॥ [২৬]

অনু.— আগে উক্খপাত্র (-এর সোম) পান করবেন।

ব্যাখ্যা— উক্খ = শস্ত্র। শস্ত্রের শেষে গ্রহের সোমরস আচ্ছতি দেওয়া হয়। নিরূপেণে আচ্ছতি দেওয়া হয় না, কিছুটা-সোমরস পাত্রে থেকে যায়। এই অবশিষ্টযুক্ত পাত্রকে বা অন্য যে পাত্রে এই হতাবশিষ্ট সোমরস রাখা হয় সেই পাত্রকে শস্ত্রসম্পর্কিত বলে বলা হয় 'উক্খপাত্র'। যিনি বর্ষট্কার উচ্চারণ করেন তাঁকে অবশিষ্ট সোমরস পান করতেই হয়। সূত্রে তবুও ডক্ষণ বা পানের বিধান করা হয়েছে ক্রম নির্দেশ করার জন্য। আগে উক্খপাত্রের সোমরস পান করতে হবে, তার পরে অন্য পাত্রের।

ততশ্চ চমসংশ্চ চমসিনঃ সর্বশত্রুযাজ্ঞ্যন্তেবু ॥ ৩০ ॥ [২৭]

অনু.— তার পর সমস্ত শত্রের শেষে এবং সমস্ত শত্রুযাজ্ঞ্যার শেষে চমসীরা চমসগুলি (পান করবেন)।-

ব্যাখ্যা— সর্বত্রই শত্রের শেষে যাজ্ঞ্য থাকলে যাজ্ঞ্যার পরে এবং যাজ্ঞ্য না থাকলে (যেমন আশ্বিনশত্রে তা থাকে না) শত্রের শেষ মন্ত্রের পরে প্রথমে উক্খপাত্রে (গ্রহের) সোম পান করা হয়। তার পরে চমসীরা নিজ নিজ চমসের সোম পান করেন। উক্খপাত্রে অস্তিত্ব যেখানে থাকে না সেখানে চমসের আদ্যতি হয়ে গেলে চমসেরই সোম পান করতে হয়। অগ্ন্যেয়ার্মে আশ্বিনশত্রু অস্তিম না হলেও ‘অতিরাত্রস্ হিহ’ (৯/১১/১২) সূত্র-অনুসারে সেখানে অতিরাত্রের অতিদেশ হওয়ার চমসভক্ষণে মাথা নেই। সূত্রে ‘সর্ব’ বলায় কেবল হোতার শত্র নয়, হোত্রকদের শত্রও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ‘যাজ্ঞ্যাসু’ না বলে ‘যাজ্ঞ্যন্তেবু’ বলায় অর্থ হচ্ছে— সকল অস্তিম শত্রের শেষে এবং শত্রুযাজ্ঞ্যার শেষে— সর্বশত্রুযাজ্ঞ্যন্তেবু চ।

ববটকর্তৃকপাত্রাধ্যাদিত্যগ্রহ-সাবিত্রবর্জম্ ॥ ৩১ ॥ [২৮]

অনু.— ববটকর্তা আদিত্য ও সাবিত্র গ্রহ ছাড়া (সমস্ত) একপাত্র (-স্ সোম পান করবেন)।

ব্যাখ্যা— একপাত্র = উর্ধ্বমুখ পাত্র। ববটকর্তা যে সোম পান করবেন তা জানাই আছে। সূত্রের প্রথম অংশটি তাই অনুবাদ অর্থাৎ জ্ঞাত বিষয়ের পুনরুচ্চারণ মাত্র। পরের অংশটিতেই রয়েছে মূল বিধি বা বক্তব্য— ববটকর্তা আদিত্যগ্রহ ও সাবিত্রগ্রহের সোম পান করবেন না।

দশম কণ্ডিকা (৫/১০)

[আহাবের সময়, প্রউপশত্র, আহাবের বিভিন্ন স্থান, শত্রুজপ, অনুরূপের লক্ষণ,
প্রাতঃসবনে হোত্রকদের পাঠ্য শত্র]

স্তোত্রম্ অগ্নে শত্রাত্ ॥ ১ ॥

অনু.— শত্রের আগে স্তোত্র (গান করা হয়)।

ব্যাখ্যা— আগে হয় স্তোত্র, তার পর শত্র। প্রত্যেক স্তোত্রের পরে একটি করে শত্র পাঠ করতে হয়। শত্রুপাঠের শেষে অগ্নিতে সোমরস আদ্যতি দেওয়া হয়।

এবেতি হোত্র উদ্গাতুর্ হিংকারে প্রাতঃসবন আদ্যীরন ॥ ২ ॥

অনু.— প্রাতঃসবনে (স্তোত্রা কর্তৃক) ‘এবা’ বলা হলে উদ্গাতার হিংকারের সময়ে (শত্রুপাঠকেরা) আহাব করবেন।

ব্যাখ্যা— স্তোত্রের শেষ পর্যায়ে শেষ মন্ত্রটি শেষবারের মত পাওয়ার সময়ে প্রস্তোত্রা প্রস্তাব অংশ গান করে শত্রুপাঠকের উদ্দেশ্য বলেন (হোত্রঃ অথবা প্রশান্তঃ অথবা ব্রহ্মান্ অথবা অজ্ঞাবাক) ‘এবা’ (উত্তমা) অর্থাৎ স্তোত্রের এটি হচ্ছে শেষ মন্ত্র। তার পর উদ্গাতা হিংকার করলে শত্রুপাঠক শত্রের জন্য আহাব করেন। প্রসঙ্গত ‘উত্তমাং প্রকৃত্যেবেতি শংসিতারম্ ইকন্তে’ (শা. শ্রী. ২/৬/১১) সূ. হ.।

প্রতিহার উত্তরয়োঃ সর্বনয়োঃ ॥ ৩ ॥

অনু.— পরবর্তী দুই সবনে প্রতিহারের সময়ে (আহাব করবেন)।

ব্যাখ্যা— মাধ্যম্নিসবনে এবং তৃতীয়সবনে ‘এবা (উত্তমা)’ বলার পর স্তোত্রে প্রতিহার অংশ গান করার সময়ে শত্রুপাঠক শত্রের জন্য আহাব করেন।

বায়ুরগ্ৰেগা যজ্ঞশ্রীং ইতি সন্তানং পুরোরুক্তাং তস্যাস্ তস্যা উপরিতাত্ তুচং শংসেহ্ ॥ ৪ ॥

অনু.—‘বায়ু-’ (সু.) এই সাতটি পুরোরুক্ত (মন্ত্রের মধ্যে) সেই সেই (এক একটি পুরোরুক্তের) পরে এক একটি তুচ পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— ঋকসংহিতার পরিশিষ্ট অংশে পঞ্চম অধ্যায়ে সাতটি ‘পুরোরুক্ত’ নামে মন্ত্র আছে। সেই মন্ত্রগুলি হল— (১) বায়ুরগ্ৰেগা যজ্ঞশ্রীং সাকং গন্ মনসা যজম্। শিবো নিযুক্তিঃ শিবাভিঃ ॥ (২) হিরণ্যবর্তনী নরা দেবা পতী অতিষ্ঠরে। বায়ুশ্চৈত্রেম্ভ সূমথ ॥ (৩) কংব্যা রাজানো জঙ্ঘা দক্ষস্য দুরোধে। রিশাপসা সখ্য আ ॥ (৪) সৈব্যা অখবর্ষু আ পতং মথেন সূর্বঘতা। যথবা যজ্ঞং সমজ্ঞাথে ॥ (৫) ইন্দ্র উক্বেতির্ভূদিষ্টো বাজানান্ চ বাজপতিঃ। হরিবান্ সুতানান্ সখা ॥ (৬) বিশ্বান্ দেবান্ হবামহে, হমিন্ যজ্ঞে সুপেশসঃ। ত ইমং যজ্ঞমা গমন, দেবাসো দেব্যা বিরা। জুবাণা অধ্বরে সদো, যে যজ্ঞস্য তনুকৃতঃ ॥ বিশ্ব আ সোমপীতয়ে ॥ (৭) বাচা মহীং দেবীং বাচমমিন্ যজ্ঞে সুপেশসম্। সরবতীং হবামহে ॥ প্রউগশ্চৈ প্রত্যেকটি পুরোরুক্তের পরে পরবর্তী সূত্রে নির্দিষ্ট সাতটি তুচের একটি করে তুচ পাঠ করতে হয়। পুরোরুক্ত ঋকমন্ত্রই— ‘পুরোরুক্তো নাম ঋচঃ’ (না.)। বর্ষ পুরোরুক্তকে আছে মোট সাতটি চরণ। তার মধ্যে প্রথম চারটি চরণ মিলে একটি অনুষ্টুপ্ এবং পরবর্তী তিনটি চরণ মিলে একটি গায়ত্রী মন্ত্র রয়েছে বলে ধরলে পুরোরুক্তের সংখ্যা সাতটি না হয়ে আটটি হয়ে যাবে। কিন্তু এইভাবে গণনা করা যে উচিত নয় তা বোঝাবার জন্যই সূত্রে ‘সপ্ত’ পদটি বলা হয়েছে।

বায়বা রাহি দর্শতেতি সপ্ত তুচাঃ ॥ ৫ ॥

অনু.—‘বায়-’ (১/২, ৩) এই সাতটি তুচ (পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— ১/২ সূক্তের নটি এবং ১/৩ সূক্তের বারোটি এই মোট একশাট মন্ত্র অর্থাৎ সাতটি তুচ পাঠ্য। একটি করে পুরোরুক্তের পরে একটি করে তুচ পাঠ করতে হবে। র. বে. সূত্রকার এখানে গানের অপেক্ষার বেশী অংশ গ্রহণ না করেই তুচের নির্দেশ দিলেন। আগের সূত্র থেকে বসিও বোঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেকটি পুরোরুক্তের পরে একটি করে তুচ পড়তে হলে মোট সাতটি তুচই পড়তে হয়, তবুও আলোচ্য সূত্রে ‘সপ্ত’ বলা হয়েছে এই আশঙ্কাতেই যে, ‘সপ্ত’ না বলা হলে যেহেতু এখানে সম্পূর্ণ চরণ উদ্ধৃত করা হয়েছে তাই ‘ঋচং পানগ্রহণে’ (১/১/১৭) সূত্র অনুসারে ‘বায়বা রাহি-’ এই একটি ঋককেই হরতো পুনরাবৃত্তি করে সাতটি তুচে পরিণত করা হতে পারে। ঐ. ব্রা. ১১/১, ২ অংশে পাঠ্য মন্ত্রের কোন উল্লেখ নেই, কেবল উদ্ভিষ্ট সেবতাসের উল্লেখ আছে।

দ্বিতীয়াং প্রউগে ত্রিঃ ॥ ৬ ॥

অনু.— প্রউগ (শব্দে) দ্বিতীয় (মন্ত্রটিকে) তিনবার (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— সামিবেদীর মতো প্রথম মন্ত্রটিকেই তিনবার পড়া উচিত, কিন্তু প্রউগশব্দে প্রথম পুরোরুক্তের পরবর্তী ‘বায়-’ (১/২/১) এই মন্ত্রটিকেই তিনবার পড়তে হবে।

পুরোরুক্ত্য আহুরীত ॥ ৭ ॥

অনু.— পুরোরুক্তগুলির উদ্দেশে আহাব করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রত্যেকটি পুরোরুক্ত মন্ত্রের আগে আহাব করতে হয়।

বর্ত্যং ত্রিঃ অবলোম্য অর্ধেৎ অর্ধেৎ ॥ ৮ ॥ [৭]

অনু.— বর্ষ (পুরোরুক্ত) অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে (মোট) তিনবার থামবেন।

ব্যাখ্যা— ‘আভেৎ অর্ধম্’ (৫/১৪/১) সূত্রে আভ্যশব্দ থেকে ব্রাহ্মণশব্দ প্রাপ্য পর্বত সমস্ত মন্ত্রের কেন্দ্রে অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে থামতে বলা হয়েছে। অর্ধমন্ত্র অক্ষর হিসাব (গাণিতিক) অনুযায়ী হতে পারে, ছন্দ বা বেদ অনুযায়ীও হতে পারে। এই সূত্রে তাই বলা হচ্ছে যে, কেনশাঠের রীতি অনুযায়ীই অর্ধমন্ত্র বীকর করতে হবে। তবে আমরা দেখতে পাই যে, প্রচলিত মুদ্রিত গ্রন্থে বর্ষ

পুরোহকে চারটি অর্ধমন্ত্র রয়েছে। ঋ. ব্রা. ১৮/৫১ অনুসারে অবশ্য সাত চরণের মন্ত্রে তৃতীয়, পঞ্চম, ও সপ্তম চরণে এক একটি অর্ধমন্ত্র শেষ হয়। 'ত্রিঃ' বলার এখানেও তা-ই হবে। চরণের সংখ্যা বিজোড় হলেই অর্ধট হবে সমানারের অনুগামী।

উত্তমাং ন শংসেচ্ছংসন্ত্যেকে ॥ ৯ ॥ [৮]

অনু.— শেষ (পুরোহকটি) পাঠ করবেন না। অন্যেরা (অবশ্য) পাঠ করেন।

তৃচ আহ্বানম্ অংশসেনে ॥ ১০ ॥ [৮]

অনু.— পাঠ না করা হলে (পুরোহকের পরিবর্তে সপ্তম) তৃচে আহ্বাব (করতে হবে)।

মাধুচ্ছন্দসং প্রউগম্ ইত্যেতন্ আচকতে ॥ ১১ ॥ [৯]

অনু.— এই (সাতটি তৃচকে যাজ্ঞিকেরা) মাধুচ্ছন্দসং প্রউগ বলেন।

ব্যাখ্যা— অন্যত্রও যেখানে কোন ঋষি ও ছন্দ দিয়ে প্রউগশব্দের নির্দেশ দেওয়া হবে সেখানে এই সাতটি তৃচের পরিবর্তে সেই তৃচগুলিই পাঠ করতে হবে, কিন্তু তাই বলে ৪ নং সূত্রের পুরোহক মন্ত্রগুলি বাদ যাবে না।

উক্খং বাচি শ্লোকায় জ্যেতি শব্দা জপেহ ॥ ১২ ॥ [১০]

অনু.— শব্দ পাঠ করে 'উক্খং' (সু.) এই (মন্ত্র) জপ করবেন।

বিধেভিঃ সোম্যং মধ্বিতি যাজ্ঞ্যা ॥ ১৩ ॥ [১০]

অনু.— (এই গ্রন্থে) 'বিধেভিঃ' (১/১৪/১০) এই (মন্ত্র) যাজ্ঞ্যা।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ১১/৪ অংশেও এই মন্ত্রই গাই।

প্রশান্তা ব্রাহ্মণাচ্ছংস্যাচ্ছাবাক ইতি শব্দ্রিপো হোত্রকাঃ ॥ ১৪ ॥ [১০]

অনু.— মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, অচ্ছাবাক (হচ্ছেন) শব্দ্রিপাঠকারী হোত্রক।

ব্যাখ্যা— হোত্রকদের মধ্যে এই তিন জনই শুধু শব্দ্র পাঠ করেন।

তেষাং চত্বর্ণ-আহাবানি শব্দ্রাণি প্রাতঃসবনে তৃতীয়সবনে পর্যায়শব্দ্রিরিজেচ্ছু চ ॥ ১৫ ॥ [১১]

অনু.— প্রাতঃসবনে, তৃতীয়সবনে, পর্যায়শব্দ্রিতে এবং অতিরিক্ত (উক্খং)গুলিতে তাঁদের শব্দ্রগুলি চার-আহাব-বিশিষ্ট।

ব্যাখ্যা— এই সূত্রে এবং পরবর্তী সূত্রে হোত্রকেরা কখন শব্দ্রপাঠ করেন এবং তাঁদের সেই শব্দ্রে মোট কয়টি আহাব থাকে তা বলা হয়েছে। 'অতিরিক্তেবু' পদে বহুবচন থাকায় অষ্টোধ্যমি যাদের 'অতিরিক্ত' গুলিতেই (২/১১/১৪ সু. ম.) এই নিয়ম প্রযোজ্য। বাজপেয় যোগে একটিমাত্র 'অতিরিক্ত' থাকায় (২/৯/১৭ সু. ম.) সেখানে তাই এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। আহাবের প্রসঙ্গ থাকলেও হোত্রকদের নিজ নিজ শব্দ্রে মোট আহাবের সংখ্যা চারের বেশী হলে চলবে না। 'পর্যায়' এবং 'অতিরিক্ত' তৃতীয়সবনের অন্তর্গত হলেও পৃথক উল্লেখ করা হয়েছে এই কথাই বুঝতে যে, ঐ সবনে উক্খাশব্দ্র ছাড়াও অন্য শব্দ্র তাঁদের পাঠ করতে হয়।

পঞ্চাহাবানি মাধ্যমিনে ॥ ১৬ ॥ [১২]

অনু.— মাধ্যমিন (সবনে তাঁদের শব্দ্রগুলি) পাঁচ-আহাব-বিশিষ্ট।

ব্যাখ্যা—মাধ্যমিন সর্বনেও তাঁদের শত্রু পাঠ করতে হয় এবং প্রসঙ্গ থাকলেও তাঁদের প্রত্যেকের মোট আত্মবের সংখ্যা এই সর্বনে পাঠের বেশী হলে চলবে না— ‘আত্মবপরিমাণবচনং নিমিত্তাধিকোহপি এতেষাম্ এতাবত্বেদ্যসিদ্ধার্থম্’ (না.)। কোথায় কোথায় আত্মবের প্রসঙ্গ বা নিমিত্ত তা পরবর্তী করেকটি সূত্রে বলা হচ্ছে।

স্তোত্রিয়ানুরূপেভ্যঃ প্রতিপদ-অনুচরভ্যঃ প্রগাথৈভ্যো ধ্যাত্যভ্য ইতি পৃথগ্ আত্মানম্ ॥ ১৭ ॥ [১৩]

অনু.— স্তোত্রিয়, অনুরূপ, প্রতিপদ, অনুচর, প্রগাথ, ধ্যাত্যার উদ্দেশে পৃথক (পৃথক্) আত্মাব (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা—এই আত্মাব মন্ত্রের আরম্ভেই করতে হয়— “এতেভ্যঃ সর্বৈভ্য আত্মাবঃ কর্তব্যঃ, এতেষাং সন্নিপাতে পৃথক্ পৃথক্ কর্তব্য ইত্যেতদ্ উভয়ম্ অত্র বিধীয়তে। সর্বত্র যদর্থতয়া আত্মাবো বিধীয়তে তস্যাদৌ সঃ কর্তব্যঃ” (না.)।

হোত্বন্ অপি ॥ ১৮ ॥ [১৪]

অনু.— হোতারও (ঐ-সব ক্ষেত্রে আত্মাব হয়)।

তেভ্যশ্ চান্যদ অনস্তরম্ ॥ ১৯ ॥ [১৫]

অনু.— এবং ঐ মন্ত্রগুলির পরে অন্য (যে মন্ত্র পাঠ্য সেই মন্ত্রেও হোতা এবং হোত্রকদের আত্মাব করতে হয়)।

ব্যাখ্যা—ঐ স্তোত্রিয় প্রভৃতির ঠিক পরে অন্য যে মন্ত্র পাঠ করতে হয় সেই মন্ত্রের ক্ষেত্রেও হোতা এবং হোত্রকদের আত্মাব করতে হয়।

আদৌ নিবিদ্ধানীমানাং সূক্তানাম্ ॥ ২০ ॥ [১৬]

অনু.— নিবিদ্ধানীয় সূক্তের আরম্ভে (আত্মাব করতে হয়)।

অনেকং চেৎ প্রথমেন্নাত্মাবঃ ॥ ২১ ॥ [১৬]

অনু.— (নিবিদ্ধানীয় সূক্ত) যদি অনেক (হয় তাহলে) প্রথম (নিবিদ্ধানীয় সূক্তেই) আত্মাব (হবে)।

ব্যাখ্যা—৬/৬/১৪-১৬ সূ. দ্র.। আত্মাব নিবিসের জন্যই করা হয়, নিবিদ্ধানীয় সূক্তের জন্য নয়।

আশোসেবতে চ তুচে ॥ ২২ ॥ [১৭]

অনু.— এবং অপ্সেবতার তিন মন্ত্রে (আত্মাব হবে)।

ব্যাখ্যা—অপ্সেবতার তুচেও অর্থাৎ আগ্নিমারুত শব্দের ‘আশো-’ ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রের (৫/২০/৬ সূ. দ্র.) শুরুতেও আত্মাব করতে হয়।

তেষাং তৃচাঃ স্তোত্রিয়ানুরূপাঃ শত্ৰ্বাদিষু সর্বত্র ॥ ২৩ ॥ [১৮]

অনু.— তাঁদের শব্দের আরম্ভে (যে) স্তোত্রিয় ও অনুরূপ (তা) সর্বত্র তিন-মন্ত্র-বিশিষ্ট।

ব্যাখ্যা—বৃত্তিকারের মতে এখানে সূত্র একটি হলেও কার্যত দু-টি— তৃচাঃ স্তোত্রিয়ানুরূপাঃ সর্বত্র; তেষাং শত্ৰ্বাদিষু (স্তোত্রিয়ানুরূপেণু আত্মাবঃ)। কলসে অর্থ হচ্ছে— সর্বত্র স্তোত্রিয় ও অনুরূপ বলতে তুচকে অর্থাৎ তিনটি মন্ত্রকে বুঝতে হবে; ঐ (হোতা? এবং) হোত্রকদের পাঠ্য শব্দের আরম্ভে যে প্রতীকগুলি বিহিত রয়েছে সেগুলি স্তোত্রিয় ও অনুরূপ এবং ঐ প্রতীকগুলির ক্ষেত্রে আত্মাব করতে হবে। এই সূত্রে আবার ‘তেষাং’ না বললেও চলত (১৫ নং সূ. দ্র.), তবুও তা বলার সূত্রে উপরি-বর্ণিত একটি সাধারণ এবং একটি বিশেষ এই দু-টি অর্থই গ্রহণ করতে হচ্ছে।

মাধ্যন্ধিনে প্রগাথাস্ তৃতীয়াঃ ॥ ২৪ ॥ [১৯]

অনু.— মাধ্যন্ধিনে সবনে (শস্ত্রের) তৃতীয় (প্রতীকগুলি হচ্ছে) প্রগাথ।

ব্যাখ্যা— হোত্রকদের মাধ্যন্ধিনে সবনের শস্ত্রে নির্দিষ্ট প্রথম প্রতীকটি স্তোত্রিয়, দ্বিতীয়টি অনুরূপ এবং তৃতীয়টি হচ্ছে প্রগাথ। মনে রাখতে হবে প্রগাথ বললে প্রগাথই, কিন্তু প্রগাথস্তোত্রিয় বললে (৫/১৬/২; ৫/২০/৬; ৬/৭/৮; ৭/১০/১১ সূ. দ্র.) তা স্তোত্রিয়ই এবং তা শস্ত্রের আরম্ভেই পাঠ করতে হবে।

যথাগ্রহণম্ অন্যত্ ॥ ২৫ ॥ [২০]

অনু.— অন্য (সব-কিছু সূত্রে) যেমন উল্লেখ করা হয়েছে (তেমনই হবে)।

ব্যাখ্যা— স্তোত্রিয় ও অনুরূপ তিনটি করে মন্ত্রের প্রতীক, মাধ্যন্ধিনে সবনের শস্ত্রগুলিতে তৃতীয় প্রতীকটি প্রগাথ অর্থাৎ দু-টি মন্ত্রের প্রতীক। শস্ত্রের অন্যান্য মন্ত্রগুলি ১/১/১৭-১৯ সূত্রানুযায়ী একটি মাত্র মন্ত্র, সূক্ত অথবা ভৃচ্চের প্রতীক।

যাজ্যান্তানি শস্ত্রানি ॥ ২৬ ॥ [২১]

অনু.— শস্ত্রগুলি যাজ্যায় শেষ।

ব্যাখ্যা— যাজ্য দেখে বুঝতে হবে কোন ঋত্বিকের শস্ত্র কতটা। যদি কোন সূত্রে একত্র একাধিক ঋত্বিকের পাঠ্য শস্ত্রের উল্লেখ করা হয় তাহলে সেখানে যে মন্ত্রটিকে যাজ্যরূপে উল্লেখ করা হয়েছে সেই মন্ত্র পর্যন্ত যতগুলি মন্ত্র সেগুলি এক ঋত্বিকের শস্ত্র এবং পরবর্তী মন্ত্রগুলি অপর ঋত্বিকের পাঠ্য শস্ত্র বলে বুঝতে হবে। যেমন ৩৪-৩৬ সূ. দ্র.। শস্ত্রপাঠের সময়ে যে বাক্যসংযম অবলম্বন করতে হয় তা যাজ্যাপাঠ পর্যন্তই পালন করতে হবে।

উক্থং বাচীত্যেবাং শস্ত্রা জপঃ প্রাতঃসবনে ॥ ২৭ ॥ [২২]

অনু.— এই (হোত্রকদের) প্রাতঃসবনে শস্ত্র পাঠ করে ‘উক্থং বাচি’ (মন্ত্র) জপ (করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ১২/১ অংশেও হোতার উদ্দেশ্যে তা-ই বলা হয়েছে।

উর্ধ্বাং চ ষোডশিনঃ সর্বেষাম্ ॥ ২৮ ॥ [২৩]

অনু.— এবং সকলের (ক্ষেত্রের) ষোড়শী (শস্ত্রের) পরে (এই মন্ত্র জপ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ষোড়শী শস্ত্রের পরে সব শস্ত্রে হোতা এবং হোত্রক সকলকেই নিজ নিজ শস্ত্রের শেষে এই মন্ত্রই জপ করতে হয়। আগে হোত্রকদের জন্য ‘তেবাং’ (১৫ ও ২৩ নং সূ. দ্র.) বলা হয়েছে। এখন হোতাকেও এই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সূত্রে ‘সর্বেষাম্’ বলা হচ্ছে।

উক্থং বাচীন্দ্রায়েতি মাধ্যন্ধিনঃ ॥ ২৯ ॥ [২৪]

অনু.— মাধ্যন্ধিনে (জপমন্ত্র) ‘উক্থং বাচীন্দ্রায়’।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ১২/১ অংশেও হোতার উদ্দেশ্যে তা-ই বলা আছে।

উক্থং বাচীন্দ্রায় দেবেভ্য ইত্যুক্থ্যেযু সষোডশিকেষু ॥ ৩০ ॥ [২৪]

অনু.— ষোড়শী-সম্মত উক্থ্য (-শস্ত্রগুলিতে জপমন্ত্র) ‘উক্থং বাচীন্দ্রায় দেবেভ্যঃ’।

ব্যাখ্যা— উক্থ্যেযু সষোডশিকেষু = তিন উক্থ্য শস্ত্রে এবং ষোড়শী শস্ত্রে। তৃতীয় সবনে উক্থ্য ও ষোড়শী শস্ত্রে এই মন্ত্র জপ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ১২/১ অংশেও হোতার উদ্দেশ্যে তা-ই বলা হয়েছে।

অনন্তরস্য পূৰ্বেণ ॥ ৩১ ॥ [২৫]

অনু.— অব্যবহিত (পরবর্তী অংশের অনুষ্ঠান হবে) পূর্বের (মতোই)।

ব্যাখ্যা— তৃতীয়সবনে ‘পুরোডাশাদ্যুক্তম্’ (৫/১৭/৫) সূত্রে পুরোডাশ প্রভৃতির যে অনুষ্ঠান বিহিত হয়েছে সেই অনুষ্ঠানগুলি পূর্ববর্তী মাধ্যম্নিন সবনের মতোই হবে, প্রাতঃসবনের মতো নয়। আবার মাধ্যম্নিন সবনের ক্ষেত্রে (৫/১৩/১৪ সূ. দ্র.) কিন্তু তা প্রাতঃসবনের মতোই হবে। এইরকম সোম্যতিরেকে (৬/৭/১ সূ. দ্র.) শস্ত্রপাঠের পর করণীয় যে জপ তা পূর্ববর্তী শস্ত্রের শেষে উচ্চারিত জপের মতোই হবে। “যত্রানেকপদার্থাঃ ক্রমবর্তিনঃ স্যুঃ একরূপাস্ তত্র যদি তেষাং কস্যচিদ্ ধর্মাকাঙ্ক্ষা স্যাৎ তদা তেষাম্ অনন্তরেন পূৰ্বেণ ধর্মবিধির্ বেদিতব্যঃ” (না.)।

স্তোত্রিয়েণানুরূপস্য ছন্দঃপ্রমাণলিঙ্গদৈবতানি ॥ ৩২ ॥ [২৬]

অনু.— স্তোত্রিয়ের (সঙ্গে) অনুরূপের ছন্দ, পরিমাণ, চিহ্ন, দেবতা (অভিন্ন হবে)

ব্যাখ্যা— পরিমাণ = অক্ষরের মোট সংখ্যা। লিঙ্গ = আবর্তী, প্রবর্তী ইত্যাদি চিহ্ন অর্থাৎ স্তোত্রিয়ে যদি ‘আ’, ‘প্র’ ইত্যাদি কোন বিশেষ অক্ষর থাকে অনুরূপেও তাহলে তা থাকতে হবে। স্তোত্রিয়ের যে ছন্দ, যত অক্ষর, যে বিশেষ চিহ্ন, অনুরূপেরও সেই ছন্দ, তত অক্ষর এবং সেই বিশেষ চিহ্ন থাকে।

আর্থং চৈকে ॥ ৩৩ ॥ [২৭]

অনু.— অন্যেরা (বলেন) ঋষিও (সমান হবে)।

ব্যাখ্যা— স্তোত্রিয়ের যে ঋষি, অনুরূপের ঋষিও তাই হতে হবে।

আ নো মিত্রাবরুণা নো গন্তং রিশাদসা প্র বো মিত্রায় প্র মিত্রয়োর্বরুণয়োঃ ইতি নবা

যাতং মিত্রাবরুণেতি যাজ্ঞা ॥ ৩৪ ॥ [২৮]

অনু.— (প্রাতঃসবনে মৈত্রাবরুণের শস্ত্র) ‘আ-’ (৩/৬২/১৬-১৮), ‘আ নো গন্তং-’ (৫/৭১/১-৩), ‘প্র-’ (৫/৬৮), ‘প্র মিত্রায়-’ (৭/৬৬/১-৯) ইত্যাদি নটি (মন্ত্র)। ‘আ যাতং-’ (৭/৬৬/১৯) যাজ্ঞা।

আ যাহি সুবুমা হি ত ইতি ষট্ স্তোত্রিয়ানুরূপাব্ অনন্তরাঃ সপ্তেন্দ্র ত্বা বৃষভমুদ ঘেদভীতি তিস্র

ইন্দ্র ক্রতুবিদং সূতম্ ইতি যাজ্ঞা ॥ ৩৫ ॥ [২৮]

অনু.— (ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর শস্ত্রে) ‘আ-’ (৮/১৭/১-৬) ইত্যাদি ছ-টি (মন্ত্র) স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ। পরবর্তী সাতটি (মন্ত্র) (৮/১৭/৭-১৩), ‘ইন্দ্র ত্বা-’ (৩/৪০), ‘উদ্-’ (৮/৯৩/১-৩) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র পাঠ্য)। ‘ইন্দ্র ক্রতু-’ (৩/৪০/২) যাজ্ঞা।

ব্যাখ্যা— স্তোত্রে সামবেদীয় ঋষিকেরা যে তৃচে গান করেন, মন্ত্রটি সেই তৃচেই শুরু হয় এবং ঐ তৃচকে ‘স্তোত্রিয়’ বলা হয়। উল্লিখিত ‘আ-’ ইত্যাদি ছ-টি মন্ত্রের মধ্যে যে তৃচে গান করা হবে শস্ত্রে সেই তৃচটিই হবে স্তোত্রিয় এবং অপর তৃচটি হবে অনুরূপ।

ইন্দ্রায়ী আ গতং সূতমিত্রায়ী অপসম্পরি তোশা বৃহহপা হব ইতি তিস্র ইহেন্দ্রায়ী উপেয়ং বামস্য

মম্মন ইতি নবেন্দ্রায়ী আ গতং সূতম্ ইতি যাজ্ঞা ॥ ৩৬ ॥ [২৮]

অনু.— (অচ্ছাবাকের শস্ত্রে) ‘ইন্দ্রা-’ (৩/১২/১-৩), ‘ইন্দ্রা-’ (৩/১২/৭-৯), ‘তোশা-’ (৩/১২/৪-৬) ইত্যাদি তিন (মন্ত্র), ‘ইহে-’ (১/২১), ‘ইয়ং-’ (৭/৯৪/১-৯) ইত্যাদি নটি (মন্ত্র পাঠ্য)। ‘ইন্দ্রা-’ (৩/১২/১) যাজ্ঞা।

একাদশ কণ্ডিকা (৫/১১)

[সবনের শেষে ঋত্বিকদের গ্রহান, পরবর্তী সবনের জন্য পুনঃপ্রবেশ]

সংস্থিতেষু সবনেষু ষোড়শিনি চাতিরাত্রৈ প্রশান্তঃ প্রসুহীত্ব্যক্তঃ সর্পতেতি প্রশান্ত্যভিসৃজেন্দ যোতা
দক্ষিণেনৌদুম্বরীম্ অঙ্কসেতরেং পরয়া হারোত্তরাং বেদিপ্রাণীম্ অভিনিঃসর্পন্তি ॥ ১ ॥

অনু.— সবন শেষ হলে এবং অতিরাত্রৈ ষোড়শী (গ্রহ অনুষ্ঠিত হলে অধ্বৰ্যু কর্তৃক) ‘প্রশান্তঃ প্রসুহি’ বলা হলে মৈত্রাবরুণ ‘সর্পত’ এই (পদটি বলে সকলকে যজ্ঞভূমি থেকে বিদায় নেওয়ার) অনুমতি দেবেন। হোতা ঔদুম্বরীর ডান দিকে দিয়ে (এবং) অপরেরা (নিজ নিজ বিষ্ণেয়র সোজাসুজি সদোমণ্ডপের) পশ্চিম দ্বার দিয়ে বেদির উত্তর প্রাণির দিকে বেরিয়ে যান।

ব্যাখ্যা— প্রত্যেক সবনের শেষে এবং অতিরাত্রৈ (বাজপেয়ে নয়) ষোড়শী গ্রহ আছতি দেওয়ার পরে অধ্বৰ্যু মৈত্রাবরুণকে বলেন ‘প্রশান্তঃ প্রসুহি’ অর্থাৎ মৈত্রাবরুণ, তুমি সকলকে চলে যাওয়ার জন্য অনুমতি দাও (কা. শ্রৌ. ৯/১৪/১৯ ব্র.)। মৈত্রাবরুণ তখন ‘সর্পত’ (অর্থাৎ তোমরা চলে যাও) এই বাক্যে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেন। এই অনুমতি পেয়ে হোতা সদোমণ্ডপের ডান দিকে যে ডুমুরের ডাল আছে তার ডান দিক দিয়ে এবং অন্যেরা নিজ নিজ বিষ্ণেয়র সোজাসুজি যে পথ সেই পথ ধরে সদোমণ্ডপের পশ্চিম দ্বার দিয়ে বেরিয়ে (ঐষ্টিক) বেদির উত্তর-পশ্চিম কোণে এসে তার পর যজ্ঞস্থল ত্যাগ করবেন। অধ্বৰ্যু যদি অনুরোধ না করেন তাহলে মৈত্রাবরুণও অনুমতিবাক্য উচ্চারণ করবেন না। ঋগ্বেদীয় ঋত্বিকেরা এই চার ক্ষেত্রে (তিন সবনে ও অতিরাত্রৈর ষোড়শীর পরে) মৈত্রাবরুণ কর্তৃক অনুমতি দেওয়া হোক অথবা না হোক যজ্ঞভূমি থেকে অবশ্যই বেরিয়ে যাবেন। অন্য সময়ে অধ্বৰ্যুর অনুরোধে মৈত্রাবরুণ অনুমতি দিলেও হোতার বাইরে যাবেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হোতাদের ক্ষেত্রে তৃতীয়সবনের সমাপ্তি হারিযোজনের পরে অনুষ্ঠেয় পত্নীসংযাজে নয়, অন্তিম শব্দপাঠের পরেই।

মৃগতীর্থম্ ইত্যোতদ্ আচক্ষতে ॥ ২ ॥

অনু.— (যাজ্ঞিকেরা) একে মৃগতীর্থ বলেন।

ব্যাখ্যা— বাইরে আসার এই পথকে ‘মৃগতীর্থ’ বলা হয়।

এতেন নিষ্ক্রম্য যথার্থং ন ত্বেবান্যন্ মুদ্রোভ্যঃ ॥ ৩ ॥

অনু.— এই (পথ) দিয়ে বাইরে গিয়ে যা প্রয়োজন (তা সকলে করবেন), কিন্তু মূত্র প্রভৃতি (অত্যাবশ্যিক কর্ম) ছাড়া অন্য (কিছুই করবেন) না।

ব্যাখ্যা— মৃগতীর্থ দিয়ে যজ্ঞভূমির বাইরে গিয়ে মূত্রত্যাগ প্রভৃতি যার যা আবশ্যিক কর্ম তিনি তা করবেন, তবে শম্যাগ্রাস অর্থাৎ কাঠি ছুঁলে যতদূরে দিয়ে কাঠিটি পড়ে তা থেকে বেশি দূরে কেউই যাবেন না। যদি তার বেশি দূরে গিয়ে কিছু করার প্রয়োজন পড়ে তাহলে ‘অতীর্থ’ অর্থাৎ তীর্থ ভিন্ন অন্য পথ ধরে বাইরে গিয়ে তা করবেন।

এতেন(ন) নিষ্ক্রম্য কৃত্বোদকার্থং বেদ্যাং সমস্তান্ উপস্থানাপরয়া দ্বারা নিত্যাব্যবৃত্তা

সদোদ্বার্যে চাভিমুশ্য তৃষীং প্রতিপ্রসর্পন্তি ॥ ৪ ॥

অনু.— এঁরা বাইরে গিয়ে জলের প্রয়োজন সেরে (বেদিতে এসে) বেদিতে (অবস্থিত) সমস্ত (বিষ্ণুগুলিকে) উপস্থান করে (সদোমণ্ডপের) পশ্চিম দ্বার দিয়ে (প্রবেশ করে) এবং পূর্বাভি পদ্ধতিতে সদোমণ্ডপের দ্বারের দুই খুঁটিকে স্পর্শ করে বিনা মন্ত্রে (মণ্ডপের ভিতরে) পুনঃপ্রবেশ করবেন।

ব্যাখ্যা— নিত্য = পূর্বোক্ত, স্থির। আবৃত = ক্রিয়াপদ্ধতি, প্রকার, মন্ত্র। সদোমণ্ডপের পশ্চিম দ্বারের দুই খুঁটিকে স্পর্শ করে (৫/৩/১৯ সূ. দ্র.) এবং সমস্ত দিক্‌য়াকে যুগপৎ উপস্থান করে (৫/৩/১৩-২০ সূ. দ্র.) মণ্ডপের ভিতরে হোতা, মৈত্রাবরুণ প্রভৃতি ঋত্বিক্‌ প্রতিপ্রসর্পণ অর্থাৎ পুনঃপ্রবেশ করেন। প্রবেশের পদ্ধতি বা মন্ত্র প্রাতঃসবনের মতোই, তবে 'উরুং' (৫/৩/২১ সূ. দ্র.) মন্ত্রটি এখানে জপ করতে হয় না। সূত্রে 'এতে' পাঠটিই শুদ্ধ বলে ধরলে পদটির অর্থ হবে— এই ঋত্বিকেরা। কিন্তু 'এতেন' পাঠটি যদি শুদ্ধ হয় তাহলে অর্থ হবে এই মূগতীর্থ দিয়ে। প্রাতঃসবনে আগে খুঁটি স্পর্শ করে পরে যুগপৎ উপস্থান করা হয়েছে। এখানে কিন্তু বাক্যের ক্রম এবং লাপ্ (= য) প্রত্যয়ের প্রয়োগ থেকে যেন মনে হচ্ছে মাধ্যম্নিন সবনে আগে উপস্থান করে পরে খুঁটিকে স্পর্শ করতে হয়। আদিত্য প্রভৃতি দিক্‌য়াকেও উপস্থান করতে হলে অবশ্য দ্বার স্পর্শ করার আগেই উপস্থান করতে হয়। বৃত্তিতে বলা হয়েছে “বেদিং প্রবিশ্য বেদ্যাং যে দিক্‌য়ান্ তেষাং সমস্তোপস্থানং কৃৎয়া উপস্থিতাংশ্ চানুপস্থিতাংশ্ চ ইত্যেতত্ কৃৎয়া ইত্যর্থঃ”।

এমাবৃত্ত সর্পতত্তিষচনে ॥ ৫ ॥

অনু.— 'সর্পত' এই (কথা) বলা হলে এই পদ্ধতি (অনুসরণ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— শুধু প্রাতঃসবনের শেষে নয়, তিন সবনেরই শেষে এবং অতিরাত্রের ষোড়শী গ্রহের পরে মৈত্রাবরুণ 'সর্পত' এই মন্ত্রে অনুমতি দিলে প্রস্থান ও প্রতিপ্রসর্পণ এই পদ্ধতিতেই (১-৪ নং সূ. দ্র.) করতে হয়।

পূর্বৈব গৃহপতিঃ ॥ ৬ ॥

অনু.— যজমান (কিন্তু) পূর্ব (দ্বার) দিয়েই (মণ্ডপে) প্রতিপ্রসর্পণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঋত্বিকেরা সদোমণ্ডপের পশ্চিম দ্বার দিয়ে প্রবেশ করলেও যজমান কিন্তু প্রবেশ করবেন ঐ মণ্ডপের পূর্ব দ্বার দিয়ে।

দ্বাদশ কণ্ডিকা (৫/১২)

[গ্রাবস্ততের প্রবেশ, গ্রাবার অভিষ্টবন বা গ্রাবস্ততি]

এতশ্মিন্ কালে গ্রাবস্তত্ প্রপদ্যতে ॥ ১ ॥

অনু.— এই সময়ে গ্রাবস্তত্ (যজ্ঞভূমিতে) প্রবেশ করেন।

ব্যাখ্যা— অচ্ছাবাক ছাড়া অন্য ঋত্বিকেরা প্রাতঃসবনের সময়ে যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করেন, কিন্তু অচ্ছাবাক প্রবেশ করেন নরাশংস-চমসের আপ্যায়নের সময়ে (৫/৭/১ সূ. দ্র.)। গ্রাবস্তত্ প্রবেশ করেন মাধ্যম্নিন সবনে অন্য ঋত্বিকদের প্রতিপ্রসর্পণের সময়ে এবং সদোমণ্ডপে নয়, হবির্ধান-মণ্ডপেই।

তস্যোক্তম্ উপস্থানম্ ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা— গ্রাবস্তত্কেও পূর্বোক্ত উপস্থান এবং প্রসর্পণ (৫/৩/১৯, ২০ সূ. দ্র.) করতে হবে। তাঁর ক্ষেত্রে যেটুকু পার্থক্য তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে।

পূর্বয়া দ্বারা হবির্ধানে প্রপদ্য দক্ষিণস্য হবির্ধানস্য প্রাগ্-উদগ্ উত্তরস্যাক্ষিরিসস্

তৃণ নিরস্য রাজানম্ অভিমুখোৎবতিষ্ঠতে ॥ ৩ ॥

অনু.— (তিনি) পূর্বদ্বার দিয়ে হবির্ধানমণ্ডপে প্রবেশ করে (ডান দিকের শকটের তলার) তৃণ (নিয়ে) দক্ষিণ হবির্ধান-শকটের উত্তর অক্ষিরার উত্তর-পূর্ব দিকে (মন্ত্রসমেত তা) ফেলে দিয়ে সোমের দিকে মুখ করে দাঁড়ান।

ব্যাখ্যা— হবির্স্থানে = দু-টি হবির্ধান-শকট > হবির্ধানমণ্ডপ। অক্ষশিরাঃ = দুই দিকের চাকার সঙ্গে সংলগ্ন যে লম্বা কাঠের উপর শকটের দেহটি অবস্থিত সেই কাঠের দুই পাশের প্রান্ত। বৃত্তিকারের মতে দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হয়।

নাত্রোপবেশনঃ ॥ ৪ ॥

অনু.— এখানে উপবেশন নেই।

ব্যাখ্যা— নিয়ম হচ্ছে তৃণ ফেললেই ফেলার পরে মন্ত্রসমেত বসতে হয় (১/৩/৩৬-৩৮ সূ. প্র.), কিন্তু এখানে তৃণ ফেললেও গ্রাবস্তূত্বে বসবেন না। এই সূত্র থেকে আরও বোঝা যাচ্ছে যে, তৃণনিষ্কেপ ও উপবেশনের মধ্যে এক নির্বিড় যোগ রয়েছে। একটি বিহিত হলে তাই অপরটিও বিহিত এবং একটি নিষিদ্ধ হলে অপরটিও নিষিদ্ধ হয়েছে বলে বুঝতে হবে।

যো অদ্য সৌম্য ইতি তু ॥ ৫ ॥

অনু.— কিন্তু ‘যো-’ (আ. ৫/৩/২২) এই মন্ত্রটি তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— ৫/৩/২২ সূত্রে বসার পরে এই মন্ত্রটি জপ করার কথা বলা হয়েছে। এখানে দাঁড়িয়ে থেকেই তা জপ করবেন।

অথান্মা অক্ষর্যু উষীষং প্রকৃতি ॥ ৬ ॥

অনু.— এর পর একে অক্ষর্যু উষীষ দেন।

ব্যাখ্যা— যে কাপড় দিয়ে সোমলতা বেঁধে রাখা হয় সেই কাপড়ই গ্রাবস্তূত্বে পাগড়ী হিসাবে দেওয়া হয়। ৫/১২/১১, ১২ সূত্রের বৃষ্টি অনুযায়ী উষীষটি যজ্ঞমানেরই নিজের।

তদ্ অঞ্জলিনা প্রতিগৃহ্য ত্রিঃ প্রদক্ষিণং শিরঃ সমুখং বেষ্টয়িত্বা যদা সোমোপনু অভিব্যায় ব্যাপোহস্ত্যথ গ্রান্নোভিষ্টুয়াত্ ॥ ৭ ॥

অনু.— ঐ (উষীষ) অঞ্জলি দ্বারা গ্রহণ করে তিনবার প্রদক্ষিণক্রমে (নিজের) মুখসমেত মাথাকে বেষ্টন করে (তার পরে ঋত্বিকেরা) যখন রস-নিষ্কাশনের জন্য সোমের ডাঁটাগুলি ছড়িয়ে দেন তখন (তিনি) গ্রাবাগুলিকে অভিষ্টবন করবেন।

ব্যাখ্যা— যে পাথর দিয়ে সোমলতা ছেঁচা হয় তার নাম গ্রাবা বা নুড়ি। ছেঁচার সময়ে গ্রাবার উদ্দেশে যে স্তুতি করা হয় তাকে বলে ‘গ্রাবস্তুতি’ বা গ্রাবার ‘অভিষ্টবন’। অভিষ্টবনের মন্ত্রগুলি ৯ নং এবং তার পরবর্তী কয়েকটি সূত্রে উল্লেখ করা হবে। এ-বিষয়ে শাঙ্খায়নের নির্দেশ হল— “গ্রাবস্তূত্ পূর্ব্বা দ্বারা হবির্স্থানে প্রপদ্যোত্তরস্য হবির্স্থানস্য দক্ষিণং চত্বৰ্ণম্ অগ্রেণ দক্ষিণা তিষ্ঠন্ সোমোপনহনেন মুখং পরিবেষ্ট্য গ্রাবযোষং প্রদ্বাসম্ প্রেবিতোহভিষ্টোতি” (৭/১৫/২)। ঐ. ব্রা. ২৬/২ অংশে বলা হয়েছে যে, প্রেব ছাড়াই এই অভিষ্টবনে মন্ত্র পাঠ করতে হয় এবং প্রত্যেক অর্ধর্থে অর্থাৎ অর্ধমন্ত্রে ধামতে হয়।

মধ্যমস্বরেণেদং সবনম্ ॥ ৮ ॥

অনু.— এই সবন মধ্যম স্বরে (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— মাধ্যদিন সবনের সকল মন্ত্রমধ্যম স্বরে পাঠ করতে হয়। ‘সার্বপত্য ইতি’ (৯/৯/৮ সূ. প্র.) তাই ‘সৌমিকঃ’ (২/১৫/৪) সূত্রানুসারে প্রধানযাগের মন্ত্রে উপাংশও না হয়ে এই সূত্রানুসারে মধ্যম স্বরই হয়ে থাকে। মাধ্যদিন সবন শুরু হয় এই গ্রাবস্তোত্র দিয়েই। “মধ্যমরা মাধ্যদিনম্; উচ্চৈস্তরাং মরুত্বতীরান্ নিম্নৈবল্যম্”— শা. ৮/১৪/৩, ৪।

অভি ত্বা দেব সবিত যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয় আ তু ন ইন্দ্র কুমন্ত্বং মা চিদন্যদ্ বি
শংসত প্রৈতে বদন্তিত্যৰ্বুদম্ ॥ ৯ ॥

অনু.—(গ্রাবস্তোত্রে গ্রাবস্তৃত্ব) ‘অভি-’ (১/২৪/৩), ‘যুঞ্জতে-’ (৫/৮১/১), ‘আ-’ (৮/৮১/১), ‘মা-’ (৮/১/১) (এবং) ‘প্রৈতে-’ (১০/৯৪) এই ‘অৰ্বুদসূক্ত’ (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ২৬/১ অংশেও অৰ্বুদসূক্তের বিধান রয়েছে।

প্রাগ্ উক্তমায়্যা আ ব ঋগ্বেদে প্র বো গ্রাবাণ ইতি ॥ ১০ ॥

অনু.—(অৰ্বুদসূক্তের) শেষ মন্ত্রের আগে ‘আ-’ (১০/৭৬), ‘প্র-’ (১০/১৭৫) এই (দুটি সূক্ত অন্তর্ভুক্ত) করবেন।

সূক্তয়োন্ অস্তরোপরিষ্টাৎ পুরস্তাদ্ বা পাবমানীন্ ওপ্য যথার্থম্ আ বা গ্রহগ্রহণাহ্ ছিষ্টয়া
পরিধায় বেদ্যং যজমানস্যোক্ষীষম্ ॥ ১১ ॥

অনু.—(ঐ) দুই সূক্তের মাঝে, পরে অথবা আগে প্রয়োজন অনুযায়ী অথবা গ্রহের গ্রহণ পর্যন্ত পবমানমন্ত্রগুলি অন্তর্ভুক্ত করে (অৰ্বুদসূক্তের) শেষ মন্ত্র দ্বারা (গ্রাবস্তোত্র) সমাপ্ত করে যজমানের উক্ষীষ (যজমানকে) দিয়ে দিতে হয়।

ব্যাখ্যা—পাবমানী = ঋকসংহিতার নবম মণ্ডলের পবমান-দেবতার মন্ত্র। ওপ্য = আ-√বপ্ + ল্যপ্ (= য) = ঢেলে, অন্তর্ভুক্ত করে। বেদ্য = প্রদেয়। যতক্ষণ সোমরস নিষ্কাশন করা হয় ততক্ষণ অথবা গ্রহে সোমরস নেওয়া পর্যন্ত ১০/৭৬ এবং ১০/১৭৫ এই দুই সূক্তের মাঝে, আগে অথবা পরে নবম মণ্ডলের যতগুলি মন্ত্র পড়া সম্ভব ততগুলি মন্ত্র পড়ে যেতে হয়। তার পরে অৰ্বুদসূক্তের শেষ মন্ত্রে গ্রাবস্তোত্র সমাপ্ত করে ৬ নং সূত্র অনুযায়ী যে পাগড়ী নিয়েছিলেন তা তিনি (= গ্রাবস্তৃত্ব) অধ্বৰ্য্যকে নয়, যজমানকে ফেরত দেবেন।

আদায় যথার্থম্ অস্ত্রোষহস্যু ॥ ১২ ॥

অনু.—(অহীন ও সত্রে) শেষ দিনগুলিতে (যজমান সেই পাগড়ী) নিয়ে যা প্রয়োজন (তা-ই করবেন)।

ব্যাখ্যা—অহীন ও সত্রে শেষ সূতাদিনে যজমান সেই উক্ষীষ নিয়ে যা প্রয়োজন তা-ই করবেন।

প্রতিপ্রযচ্ছেদ ইতরেষু ॥ ১৩ ॥

অনু.—অন্য (সূত্যা-) দিনগুলিতে (যিনি তাঁকে পাগড়ী দেন তাঁর কাছেই তা) ফিরিয়ে দেবেন।

অথাপরম্ অভিরূপং কুর্যাদ্ ইতি গাণগারিঃ ॥ ১৪ ॥

অনু.—গাণগারি (বলেন বিকৃতিবাগে) অন্য অনুকূল (একটি গ্রাবস্তোত্র পাঠ) করবেন।

ব্যাখ্যা—গাণগারির মতে বিকৃতিবাগে ৯ নং এবং ১০ নং সূত্রের মন্ত্রগুলি নয়, অভিরূপ অর্থাৎ অনুষ্ঠেয় কর্মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অর্থবহ অন্য কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করতে হয়। সেই মন্ত্রগুলি পরবর্তী সূত্রে উল্লেখ করা হচ্ছে। সূত্রে ‘অভিরূপম্’ বলায় যে ক্রমে জল-ছিটানো, মাজা ইত্যাদি (১৭-২১ নং সূ. ম.) হয় পরবর্তী সূত্রের বারোটি মন্ত্র বা চারটি তৃচকে ঠিক সেই ক্রমেই পাঠ করতে হবে, সূত্রনির্দিষ্ট ক্রমে নয়। বৃষ্টি অনুযায়ী অবশ্য কর্মের ক্রম ভুল করে সূত্রনির্দিষ্ট ক্রমেও তৃচগুলিকে পাঠ করা চলে, তবে তৃচের মধ্যে যে অর্থ প্রকাশ পেয়েছে, সেই কর্মটিই তখন করতে হবে। সূত্রে গাণগারির নাম উল্লেখ করা হয়েছে কোন ভিন্ন মত উপহাসের জন্য নয়, প্রত্যাশতই—‘গাণগারিবচনং পূজার্থম্’ (না.)।

আ প্যায়ন সমেত ত ইতি তিস্রো মজ্জি ত্বা দশ কিপ এতমু ত্যং দশ কিপো মজ্জমানঃ সুহৃত্যা
দশজিবিবস্বতো দুহজি সপ্তকামধুকত পিপ্যাবীমিষমা কলশেধু ধাবতি পবিদ্রে পরি
বিচ্যত ইত্যেকা কলশেধু ধাবতি শ্যোনো বর্ম বি গাহত ইতি ছে ॥ ১৫ ॥

অনু.— ‘আ প্যায়-’ (১/৯১/১৬-১৮) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র), ‘মজ্জি-’ (৯/৮/৪), ‘এত-’ (৯/১৫/৮), ‘মজ্জা-’
(৯/১০৭/২১), ‘আ দশজি-’ (৮/৭২/৮), ‘দুহজি-’ (৮/৭২/৭), ‘অধুকত-’ (৮/৭২/১৬), ‘আ কল-’ (৯/১৭/৪)
এই একটি (মন্ত্র), ‘আ কল-’ (৯/৬৭/১৪, ১৫) ইত্যাদি দুটি (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা—সংহিতায় ‘আ কলশেধু ধাবতি’ দিয়ে শুরু এমন দুটি মন্ত্র আছে। সূত্রকার তাই তৃচ বোঝাতে না চাইলেও সূত্রে
চরণের অপেক্ষায় অধিক অংশের উল্লেখ করেছেন।

এতাসাম্ অর্বদস্য চতুর্থীম্ উদধৃত্য ত্চাশ্বেষু ত্চান্ অবদধ্যাক্ ॥ ১৬ ॥ [১৫]

অনু.— এই (মন্ত্রগুলির প্রত্যেকটি) তৃচের শেষে অর্বদ (সূক্তের) চতুর্থ (মন্ত্র) বাদ দিয়ে (এক একটি) তৃচ স্থাপন
করবেন।

ব্যাখ্যা— ১৫ নং সূত্রে মোট বারোটি মন্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। বারোটি মন্ত্রে চারটি তৃচ হয়। অর্বদসূক্তে আবার মোট
চৌদ্দটি মন্ত্র আছে। তার মধ্যে শেষ মন্ত্রটি সমাপ্তিসূচক মন্ত্র (সমাপ্তি সূচনার জন্য তা সরিয়ে রাখা হয়) এবং চতুর্থ মন্ত্রটি পাঠ
করতেই হয় না। ঐ দুটি মন্ত্র বাদ দিলে এই সূক্তে মোট তাহলে বারোটি মন্ত্র বা চারটি তৃচ হয়। ১৫ নং সূত্রে নির্দিষ্ট পবমান-
দেবতার প্রত্যেকটি তৃচের পরে অর্বদসূক্তের একটি করে তৃচ অথবা অর্বদসূক্তের একটি করে তৃচের পরে ১৫ নং সূত্রের একটি তৃচ
পড়ে শেষে অর্বদসূক্তেরই অন্তিম মন্ত্রে বিকৃতিবাগের গ্রাবজ্ঞোত্র সমাপ্ত করতে হয়। এই সূত্রের বৃত্তিতে বৃত্তিকার আর বেশি
আলোচনায় প্রবেশ করেন নি, কারণ বিষয়টি জটিল এবং তিনি এ-কথা স্বীকার করে স্পষ্টত বলেছেনও— “অত্র বিশেষো বহুং
ন শকাতে দূরবগমহাত্”।

আপ্যায়মানে প্রথমম্ ॥ ১৭ ॥ [১৬]

অনু.— (সোমে) জল ছিটান হতে থাকলে প্রথম (তৃচটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রথম তৃচ অর্থাৎ ১৫ নং সূত্রের প্রথম তিনটি মন্ত্র।

মজ্জ্যমানে দ্বিতীয়ম্ ॥ ১৮ ॥ [১৭]

অনু.— শোধন করা হতে থাকলে দ্বিতীয় (তৃচটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ‘মজ্জি-’, ‘এত-’ এবং ‘মজ্জা-’ এই তিন মন্ত্র পাঠ করতে হয় হাতে কোন ঝাঁড়া জিনিষ নিয়ে মেজে সোমলতাকে
শোধন করার সময়ে।

দুহ্যমানে তৃতীয়ম্ ॥ ১৯ ॥ [১৮]

অনু.— দোহন করা হতে থাকলে তৃতীয় (তৃচটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ‘দশজি-’, ‘দুহজি-’, ‘অধুকত-’ এই তিনটি মন্ত্র দোহনের সময়ে পাঠ্য। দোহন = পাত্রে সোমরস ভর্তি করা।

আসিচ্যামানে চতুর্থম্ ॥ ২০ ॥ [১৯]

অনু.— (আধবনীর কলশে সোমরস) ঢালা হতে থাকলে চতুর্থ (তৃচটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ‘আ-’ ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র পাঠ্য।

বৃহচ্ছক্কে বৃহচ্ছক্কে চতুর্থীম্ ॥ ২১ ॥ [২০]

অনু.— প্রত্যেক ‘বৃহৎ’ শব্দে চতুর্থ (মন্ত্রটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— নুড়ি দিয়ে সোমরস হেঁচার সময়ে অস্তিম পর্বের দ্বিতীয় পর্যায়ে ‘বৃহৎ’ (কা. শ্রৌ. ১০/১/৯; আপ. শ্রৌ. ১৩/১/১০ সু. দ্র.) মন্ত্রটি বারে বারে পড়তে হয়। তখন অর্বুদসূক্তের চতুর্থমন্ত্রটিও বারে বারে পাঠ করতে হবে। ১৬ নং সূত্রে বাদ দিতে বলায় মন্ত্রটিকে এখানে অঙ্কত একবার পাঠ করতে হবে।

মা চিদন্যদ্বি বি শংসতেতি যদি গ্রাবাণঃ সংস্থাসেনন্ ॥ ২২ ॥ [২১]

অনু.— যদি গ্রাবাণুলি শব্দ করে (তাহলে) ‘মা-’ (৮/১/১) এই (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অভিষেকের সময়ে যত বার শব্দ হবে, ততবার এই মন্ত্র পাঠ করতে হবে। শব্দ না হলেও অঙ্কত একবার মন্ত্রটি পড়তে হবে।

সমানম্ অন্যত্ ॥ ২৩ ॥ [২২]

অনু.— অন্য (সব-কিছু) সমান।

ব্যাখ্যা— বিকৃতিযোগে পবমান মন্ত্র এবং অর্বুদসূক্ত ছাড়া বাকী সব মন্ত্র প্রকৃতিযোগের গ্রাবার অভিষ্টবনের মতোই।

অর্বুদম্ এবেত্যেক্ ॥ ২৪ ॥ [২৩]

অনু.— অন্যেরা (বলেন গ্রাবস্তোত্রে) অর্বুদসূক্তকে (-ই শুধু পাঠ করবেন)।

প্র বো গ্রাবাণ ইত্যেক্ ॥ ২৫ ॥ [২৪]

অনু.— অপরেরা (বলেন) ‘প্র-’ (১০/১৭৫) এই (সূক্তই শুধু পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— ১০ নং সু. দ্র.। গ্রাবস্তোত্রের মন্ত্র নিয়ে মোট তাহলে চারটি মন্ত। প্রথম মতে ৯-১১ নং সূত্রের মন্ত্রগুলি, দ্বিতীয় (শু গাণগারি নয়) মতে বিকৃতিযোগে ১৫ নং এবং ১৬ নং সূত্রের মন্ত্রগুলি, তৃতীয় মতে শুধু অর্বুদসূক্ত এবং চতুর্থ মতে শুধু ‘প্র-’ এই সূক্তটি পাঠ্য।

উক্তং সর্পণম্ ॥ ২৬ ॥ [২৫]

অনু.— (সদোমণ্ডপে যে) প্রবেশের কথা আগে বলা হয়েছে (তা এখানেও করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— অন্যান্য ঋত্বিকেরা যে-ভাবে সদোমণ্ডপে প্রবেশ করেছেন গ্রাবস্তোত্রও সেই-ভাবেই প্রবেশ করবেন।

স্তোত্রে মাধ্যমিনে পবমানে বিহৃত্যাদারান্ ॥ ২৭ ॥ [২৬]

অনু.— মাধ্যমিন পবমান (স্তোত্র) গাওয়া হলে (আরীষ্টীয় বিহৃত থেকে অন্য বিহৃতগুলিতে) অঙ্গার নিয়ে গিয়ে।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সু. দ্র.।

ত্রয়োদশ কণ্ডিকা (৫/১৩)

[দধিঘর্ম]

দধিঘর্মেণ চরন্তি প্রবর্গ্যবাংশ্ চেষ্ট ॥ ১ ॥

অনু.— যদি (সোমবাগটি) প্রবর্গ্যযুক্ত (হয়) তাহলে দধি-ঘর্ম দ্বারা অনুষ্ঠান করেন।

ব্যাখ্যা— সোমবাগে প্রবর্গ্যের অনুষ্ঠান হতেও পারে, না-ও হতে পারে (৪/৮/২৩ সূ. দ্র.)। যদি প্রবর্গ্যের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, তাহলে মাধ্যম্নিন সবনে এখন দধিঘর্মের অনুষ্ঠান করতে হবে। গরম দুধের সঙ্গে টুক দুধ বা দই মিশিয়ে দধিঘর্ম প্রস্তুত করা হয়।

তস্যোক্তম্ ঋগ্-ঋগবানং ঘর্মেণ ॥ ২ ॥

অনু.— ঐ (দধিঘর্মের মস্ত্রে করণীয়) ঋগাবান ঘর্ম দ্বারা বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— ঘর্মে যেমন ঋগাবান (৪/৬/১, ২ সূ. দ্র.) প্রভৃতি করতে হয়, এই দধিঘর্মেও তা করতে হবে। ‘ঘর্মেণ’ বলায় শুধু ঋগাবানই নয়, ঘর্মের মস্ত্রের মতো দধিঘর্মের মস্ত্রেও একশ্রুতি হবে। ৪ নং সূত্রের ‘উত্তিষ্ঠতা-’ মস্ত্রটি তাই শত্র, যাজ্ঞা ইত্যাদি না হলেও একশ্রুতিতে পাঠ করতে হয়। বৃত্তিকারের মতে সূত্রস্বেদের জন্য ‘তস্য’ বলায় প্রবর্গ্য না হলেও ঐ দধিঘর্মের বিধি প্রাপ্ত বা পালিত হবে— “তস্যেতি বচনং যোগবিভাগার্থম্। যোগবিভাগপ্রয়োজনম্ অপবর্গ্যেহপি দধিঘর্মস্য বিধেঃ প্রাপণম্ ইতি”।

ইজ্যাতক্ষিণ্ণ চ ॥ ৩ ॥

অনু.— আছতি এবং ভক্ষণকর্তাও (ঘর্ম দ্বারা বলা হয়েছে)।

ব্যাখ্যা— এই দধিঘর্মে প্রবর্গ্য-অনুষ্ঠানের ঘর্মের মতোই আছতি দিতে এবং আছতির অবশিষ্ট অংশ ভক্ষণ করতে হয়। ভক্ষণ অবশ্য এখানে বাজিনবাগের মতো আত্মাণ মাত্র— ৪/৭/৫, ৬, ১৬-২০; ২/১৬/২৩ সূ. দ্র.। ‘ভক্ষিণঃ’ বলতে এখানে ভক্ষণ ও ভক্ষণকারী দুইই বুঝতে হবে।

হোতর্বদবৈতু্যক্ত উত্তিষ্ঠতার পশ্যতেত্যাহ ॥ ৪ ॥

অনু.— (অধ্বর্যু) ‘হোতর্বদব’ বললে (হোতা) ‘উত্তি’ (১০/১৭৯/১) এই (মস্ত্র) বলেন।

ব্যাখ্যা— এই মস্ত্রটি একশ্রুতিতে পাঠ করতে হবে— ২ নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.। শুধু ‘আহ’ বলায় এবং ‘অনু’ উপসর্গটি না থাকায় এটি কিন্তু অনুবাক্য মাত্র নয়। অনুবাক্য ঋক্টি উল্লিখিত হয়েছে পরবর্তী সূত্রে।

প্রাতং হবির্ ইতু্যক্তঃ প্রাতং হবির্ ইত্যাহ ॥ ৫ ॥

অনু.— (অধ্বর্যু কর্তৃক) ‘প্রাতং হবিঃ’ এই (মস্ত্রে) জিজ্ঞাসিত (হয়ে হোতা) ‘প্রাতং-’ (১০/১৭৯/২) এই অনুবাক্য (মস্ত্রটি) বলেন।

প্রাতং মন্য উথনি প্রাতমগ্ধাব্ ইতি ঋজতি ॥ ৬ ॥

অনু.— (দধিঘর্মে) ‘প্রাতং-’ (১০/১৭৯/৩) এই যাজ্ঞা পাঠ করেন।

অগ্নে বীহীতানুবঘট্কারো দধিঘর্মস্যাগ্নে বীহীতি বা ॥ ৭ ॥ [৬]

অনু.— (এখানে) ‘অগ্নে বীহি’ অথবা ‘দধি-’ (সূ.) অনুবঘট্কার।

মরি ত্যাদিঙ্গিয়ং বৃহন্ মরি দ্যুগ্নমুত ক্রতুঃ। ত্রিংশদ্ব ঘর্মো বিভাতু ম আকৃত্যা মনসা সহ বিরাজা জ্যোতিষা সহ
তস্য দোহমশীর তে তস্য ত ইন্দ্রপীতস্য ত্রিষ্টুপ্ছন্দস উপহৃতস্যোপহৃতো ভক্ষয়ামীতি ভক্ষজপঃ ॥ ৮ ॥ [৬]

অনু.— ‘মরি-’ (সু.) ভক্ষণের জপমন্ত্র।

ব্যাখ্যা — এই মন্ত্রকে দধিঘর্মের ‘ভক্ষজপ’ বলে। এখানে ভক্ষণের সময়ে শুধু আহ্বানই করতে হয়— ৭/৩/২৫ সূত্রের ব্যাখ্যা প্র.।

যং ধিক্যাবতাং প্রাঞ্চম্ অঙ্গারৈর্ অভিবিরেয়ুঃ। পশ্চাত্ স্বস্য ধিক্যস্যোপবিষ্টোপহবম্ ইষ্টা

পরি ছায়ে পূরং বয়ম্ ইতি জপেত্ ॥ ৯ ॥ [৬]

অনু.— ধিক্যযুক্ত (ঋত্বিকদের মধ্যে ধিক্যগুলির) পূর্ব দিকে (অবস্থিত) যে (ঋত্বিকে অপর ঋত্বিকেরা) অঙ্গার দিয়ে অভিবিরণ করেন (সেই ঋত্বিক) নিজ ধিক্যের পিছনে বসে (যজমানের কাছে) উপহব প্রার্থনা করে ‘পরি—’ (১০/৮৭/২২) এই (মন্ত্র) জপ করবেন।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূত্রে দীক্ষিত হোতাকে উপহবপ্রার্থনা করতে নিষেধ করায় বোঝা যাচ্ছে যে, দীক্ষিত না হলে যজমানের কাছেই উপহব প্রার্থনা করতে হয়। অভিবিরণের কারণে করণীয় এটি একটি নৈমিত্তিক কর্ম।

অনিষ্টা দীক্ষিতঃ ॥ ১০ ॥ [৭]

অনু.— দীক্ষিত (ধিক্যধারী ঋত্বিক উপহব) প্রার্থনা না করে (ঐ মন্ত্রটি জপ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এই নিয়ম তৃতীয়সবনেও প্রযোজ্য বলে বুঝতে হবে। “অসৌব নিমিত্তস্য নিমিত্তগতিকালাদ্ অন্যত্রান্নানং তৃতীয়-সবনেহপি অস্য নৈমিত্তিকস্য প্রাপগার্থম্” (না.)।

সবনীয়ানং পুরোডাশ্ উপরিষ্টাদ্ বা পশুপুরোডাশেন চরতি ॥ ১১ ॥ [৮]

অনু.— সবনীয় (পুরোডাশযোগের) আগে অথবা পরে পশুপুরোডাশ দ্বারা অনুষ্ঠান করবেন।

অক্রিয়াম্ একেহন্যত্র তদ-অর্থবাদবদনাত্ ॥ ১২ ॥ [৯]

অনু.— অন্যেরা (বলেন) অন্যত্র তার প্রয়োজনঘটিত উক্তির উল্লেখ রয়েছে বলে (পশুপুরোডাশের) অনুষ্ঠান (করতে হবে) না।

ব্যাখ্যা— সবনীয় পুরোডাশযোগে পুরোডাশ, ধান, করজ, পরিবাপ (বা দই) এবং পয়স্যা এই পাঁচটি দ্রব্য আচ্ছতি দেওয়া হয়। যেমন একজনের ছাতার তলায় আরও দুই-তিন জন গেলে বলা হয় ছত্রীরা বা ছত্রধারীরা যাচ্ছেন, এখানেও তেমন একটি মাত্র আচ্ছতিদ্রব্য পুরোডাশ হলেও ঐ সবনীয় ইষ্টিয়াপটিকে সবনীয় পুরোডাশবাগ বলা হয় এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রে পাঁচটি দ্রব্যকেই পুরোডাশ শব্দে উল্লেখ করা হয়। বেদের প্রাধিক্যের চতুর্থ প্রৈষসূক্তের সূক্তবাক্যপ্রবে (৪/১৫) ‘পুরোডাশৈঃ’ এই বহুবচন পদ দ্বারা ঐ পাঁচটি আচ্ছতিদ্রব্যকেই এবং আচ্ছতিগ্রহণকারী পাঁচ দেবতাকেও পুরুষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সবনীয় পশুবাগে কিন্তু দ্রব্য একটি ও দেবতা মাত্র একজন। যদি সবনীয় দেবতার উদ্দেশে সূক্তবাক্যপ্রবে ঐ পুরোডাশ-শব্দ প্রযুক্ত হত তাহলে মন্ত্রে কখনই বহুবচন থাকত না, থাকত একবচন। তা যখন নেই তখন বুঝতে হবে সবনীয় পশুবাগে পশুদেবতার উদ্দেশে পশুপুরোডাশবাগ করতে হয় না। প্রসঙ্গত ৬/১১/৫ সূ. প্র.। “নৈকে পশুপুরোডাশং সবনীয়াস্য; কর্ম ত্বু ন্যাঃ”— শা. ৬/১১/১৩, ১৪।

ক্রিয়াম্ আশ্বরথ্যোহুতিপ্রতিবেদাত্ ॥ ১৩ ॥ [১০]

অনু.— আশ্বরথ্য (বলেন) সংশ্লিষ্ট (অংশের) নিবেদন না থাকায় (পশুপুরোডাশের) অনুষ্ঠান (করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— আশ্বরথোর মতে প্রকৃতিযোগে (= নিরুঢ়) পশুযোগে (পশুপুরোডাশযোগ) করতে হয় বলে এবং বর্তমান স্থলে এই অংশের কোন নিবেদন না থাকায় এখানেও পশুপুরোডাশযোগ করতে হবে। বেদে চতুর্থ প্রৈবসূক্তে সূক্তবাক্যপ্রৈবে ‘অবীবৃধত পুরোডাশৈঃ’ এই প্রত্যক্ষপঠিত অংশে ‘পুরোডাশৈঃ’ পদে বহুবচন থাকায় পশুপুরোডাশের দেবতার উল্লেখ যদি না ঘটে থাকে তাহলে আমাদের পক্ষে করণীয় কিছুই নেই, কারণ বেদমন্ত্র আমাদের ইচ্ছা ও যুক্তিতর্কের অধীন নয়, তা সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং সকলের সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে। এটি শুধু আচার্য আশ্বরথোরই মত নয়, স্বয়ং সূত্রকারও এই মতের সমর্থক। বিশেষ শ্রদ্ধাবশত এবং মতের গুরুত্ব বোঝাবার জন্যই তাঁর নাম সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, কোন বিকল্প সূচিত করার জন্য নয়— “আশ্বরথ্যগ্রহণং তস্য পূজার্থং, ন বিকল্পার্থম্” (না.)। প্রসঙ্গত ৬/১১/৫-৭ সূ. দ্র.।

পুরোডাশাদ্যুক্তম্ আ নারশংসাদনাৎ। ন দ্বিহ দ্বিদেবত্যাঃ ॥ ১৪ ॥ [১১]

অনু.— (সবনীয়) পুরোডাশ (যোগ থেকে) শুরু করে নরাশংস-স্থাপনের আগে পর্যন্ত (যা যা এখানে করতে হয় তা আগে) বলা হয়েছে। যুগ্মদেবতার গ্রহগুলি কিন্তু এখানে (অনুষ্ঠিত হবে) না।

ব্যাখ্যা— ৫/৪/১-৫; ৫/৬/৩১; ৫/৫/১ সূ. দ্র.। প্রাতঃসবনের যুগ্মদেবতার গ্রহগুলির অনুষ্ঠান মাধ্যদিনে সবনে হয় না।

এতন্মিন্ কালে দক্ষিণা নীয়ন্তেহ হীনৈকাহেবু ॥ ১৫ ॥ [১১]

অনু.— অহীন এবং একাহ যোগগুলিতে এই সময়ে দক্ষিণা নিয়ে যাওয়া হয়।

ব্যাখ্যা— মাধ্যদিনে সবনে বেদিতে নরাশংস চমস স্থাপনের সময়ে ঋত্বিকদের জন্য যজ্ঞভূমিতে দক্ষিণা নিয়ে আসতে হয়। যে যোগে প্রত্যেক সবনে দক্ষিণা দেওয়ার বিধান আছে সেখানেও তিন সবনেই নরাশংস স্থাপনের পরে দক্ষিণা নিয়ে আসতে হবে বলে বুঝতে হবে। ‘অহীনৈকাহেবু’ বলায় সত্রে কোন দক্ষিণা থাকে না।

কৃষ্ণাজিনানি ধ্বজন্তঃ স্বয়ম্ এব দক্ষিণাপথং যন্তি দীক্ষিতাঃ সন্বেষ্চিদমহং মাং কল্যাণৈ কীর্তৈ তেজসে

কশসেহমৃতদ্ব্যাম্মানং দক্ষিণাং নয়ানীতি জপন্তঃ ॥ ১৬ ॥ [১২]

অনু.— হরিণের চামড়া ঝাড়তে ঝাড়তে সত্রযোগে দীক্ষিতেরা নিজেরাই ‘ইদমহং-’ (সু.) এই (মন্ত্র) জপ করতে করতে দক্ষিণার পথে (এগিয়ে) যান।

ব্যাখ্যা— দক্ষিণাপথ = যে-পথ ধরে দক্ষিণা নিয়ে যাওয়া হয় সেই পথ; ঐষ্টিক বেদি এবং সন্ধ্যামণ্ডপের মাঝখান, বেদির উত্তর দিক, আয়ীত্রীয়ের দক্ষিণ দিক, চাত্বাল এবং উত্করের মাঝখান— এই যে পথ। দক্ষিণা নিয়ে যাওয়ার সময়ে যজ্ঞমানবৃন্দ (‘দীক্ষিতাঃ’ বলায় পত্নীরা নয়) আয়ীত্রীয় পর্যন্ত দক্ষিণা-সামগ্রীর পিছন পিছন যান। প্রথমে দক্ষিণার দ্রব্যগুলি মহাবেদির ডান পাশে এনে রাখতে হয়। তার পর পত্নীশালার পূর্ব দিক দিয়ে উত্তর দিকে ঐ দ্রব্যগুলি নিয়ে গিয়ে আয়ীত্রীয় খিণ্ড এবং সন্ধ্যামণ্ডপের মাঝখান দিয়ে তা পূর্ব দিকে নিয়ে আসতে হয়। তার পরে তীর্থপথ ধরে উত্তর দিকে সেগুলি নিয়ে যেতে হয়। কাত্যায়ন বলেছেন— ‘অন্তরা শালাসদসী দক্ষিণেনায়ীত্রীং তীর্থেন’ (১০/২/১২)। মুগার্চার্য বলেছেন— “সি হি দক্ষিণস্য্য বেদিপ্রোলৌ, অগ্রেণ গার্হপত্যং, জঘনেন সদঃ, দক্ষিণেনায়ীত্রীং গত্বা অন্তরবেদি দ্বিধা, অন্তরেণ চাত্বালোক্তকরৌ তম্ আয়ীত্রীং চ উত্সৃজ্যমানা গচ্ছতীতি” (নি. ১/২— দৃ.)। ‘সত্রেবু’ বলায় অহীন ও একাহে এই নিয়ম সমুদ্ভূত হবে না। ‘আম্মানং-’ অংশটি অর্থবাদ বলে সত্রে আশ্বদক্ষিণা অর্থাৎ নিজেকেও নিজে দক্ষিণা দিতে হয় না, কারণ তা অদক্ষিণারই স্বত্তি।

উনেন্যমাশায়ায়ীত্রীং আত্মী জুহতি ॥ ১৭ ॥ [১৩]

অনু.— (দক্ষিণাস্রব্য) নিয়ে যাওয়া হতে থাকবে (বলে ঋত্বিকেরা তার আগে) আয়ীত্রীয় (খিণ্ড) দু-টি আত্মি দেন।

ব্যাখ্যা— আত্মতির মন্ত্র পরবর্তী সূত্রে দ্র.। দক্ষিণার সামগ্রীকে দক্ষিণালানের স্থানে নিয়ে যেতে হয়। তার আগে প্রত্যেক ঋত্বিককে আয়ীত্রীয়ে এই দুটি আত্মি দিতে হয়।

দদানীত্যগ্নির্বদতি বামুরাহ তথেন্তি তত্ । হস্তেন্তি চন্দ্রমাঃ সত্যমাদিত্যঃ সত্যমোমাপস্তত্ সত্যমভরন্ । দিশো
ষজ্জস্য দক্ষিণা দক্ষিণানাং প্রিয়ো ভূয়াসং স্বাহা ॥ ১৮ ॥ [১৪]

অনু.— (প্রথম আহুতিমন্ত্র) ‘দদানি-’ (সু.)।

প্রাচি হোমি প্রাচি জুমাণা প্রাচ্যাজ্যস্য বেতু স্বাহেতি দ্বিতীয়াম্ ॥ ১৯ ॥ [১৪]

অনু.— ‘প্রাচি-’ (সু.) এই (মন্ত্রে) দ্বিতীয় (আহুতি দেবেন)।

ক ইদং কশ্মা অদাত্ কামঃ কামায়াদাত্ কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামং সমুদ্রমাবিশ কামেন দ্বা
প্রতিগৃহ্মামি কামৈতত্ তে । বৃষ্টিরসি দৌত্বা দদাতু পৃথিবী প্রতিগৃহ্মা দ্বিত্যতীতাস্বনুমন্ত্রয়েত প্রাণি ॥ ২০ ॥ [১৫]

অনু.— (দক্ষিণার দ্রব্যগুলি যজ্ঞভূমি থেকে) চলে গেলে প্রাণী (-দ্রব্য গুলিকে) ‘ক-’ (সু.) এই (মন্ত্রে) অনুমন্ত্রণ করবেন।

অভিমুশেদ অপ্রাণি ॥ ২১ ॥ [১৬]

অনু.— (দক্ষিণার অন্তর্গত) অপ্রাণী (-দ্রব্যগুলিকে) স্পর্শ করবেন।

ব্যাখ্যা— দক্ষিণার মধ্যে যে বস্তুগুলি প্রাণী নয় সেগুলিকে স্পর্শ করতে হয়।

কন্যাং চ ॥ ২২ ॥ [১৭]

অনু.— এবং (দক্ষিণার) কন্যাকে (স্পর্শ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যজ্ঞের কোন ঋত্বিককে বিবাহের জন্য কন্যাদান করা হলে সেই কন্যাকে হোতা স্পর্শ করবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য
“ঋত্বিজে বিততে কর্মণি দদ্যাদ্ অলঙ্কৃত্য স দৈবো দশাবরান্ দশ পরান্ পুনাত্যভয়তঃ” (আ. গৃ. ১/৬/১) এবং “যজ্ঞে তু বিততে
সম্যগ্ ঋত্বিজে কর্ম কুর্বতে । অলঙ্কৃত্য সূতাদানং দৈবং ধর্মং প্রচক্রেত ॥” (মনু. ৩/২৮)।

সর্বত্র চৈবম্ ॥ ২৩ ॥ [১৮]

অনু.— এবং সর্বত্র এই প্রকার।

ব্যাখ্যা— ইন্দি, পশু, সোম সব যাগেই দক্ষিণা গ্রহণের রীতি হচ্ছে এই।

প্রতিগৃহ্মামীত্রীয়ং প্রাণ্য হবির্ উচ্ছ্রিষ্টং সর্বে প্রানীষুঃ ॥ ২৪ ॥ [১৯]

অনু.— (দক্ষিণা) নিয়ে আর্গীত্ৰীয়ে এসে সকলে আহুতি-অবশিষ্ট হব্যদ্রব্য ভক্ষণ করবেন।

প্রাণ্য প্রতিপ্রসূপ্য ॥ ২৫ ॥ [১৯]

অনু.— ভক্ষণ করে (মণ্ডপে) আবার প্রবেশ করে (পরবর্তী সূত্র অনুযায়ী কাজ করবেন)।

চতুর্দশ কণিকা (৫/১৪)

[মরুত্বীয় শব্দ, বিভিন্ন শব্দে মন্ত্রে বিরামস্থল, নিবিদের স্থান]

মরুত্বীয়েন গ্রহেণ চরতি ॥ ১ ॥

অনু.— মরুত্বান্ (ইন্দ্র) দেবতার গ্রহ দ্বারা অনুষ্ঠান করবেন।

ইন্দ্র মরুত্ব ইহ পাহি সোমং হোতা যক্ষদিত্রং মরুত্বন্তং সজ্জোবা ইন্দ্র সগণো মরুত্তির ইতি ॥ ২ ॥

অনু.— (এই গ্রহের অনুবাক্য, প্রৈব এবং যাজ্ঞা যথাক্রমে) ইন্দ্র- (৩/৫১/৭), 'হোতা—' (সু.), 'সজ্জোবা-'
(৩/৪৭/২)।

ব্যাখ্যা— সম্পূর্ণ প্রৈব মন্ত্রটি হল— হোতা যক্ষদ্ ইন্দ্রং মরুত্বন্তম্ ইন্দ্রো মরুত্বাৎ জুযতাং বেতু শিবতু সোমং হোতর্যজ্জ'
(প্রৈবাব্যায়— ৪/১২)।

ভক্ষয়িত্বৈতৎ পাত্রং মরুত্বতীয়ং শস্ত্রং শংসেত ॥ ৩ ॥ [২]

অনু.— এই (মরুত্বতীয় গ্রহের) পাত্র পান করে মরুত্বতীয় শস্ত্র পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— মরুত্বতীয় গ্রহের আহুতি তিনবার হয়। অধ্বৰ্যু এবং প্রতিপ্রস্থাতা একবার করে আহুতি দেন। তৃতীয় বারে আহুতি দেন আবার সেই অধ্বৰ্যু। এই তৃতীয় বারেই স্তোত্রগান ও শস্ত্রপাঠ হয়। এর আগে প্রথম বারের আহুতি-অবশিষ্ট সোমরস পান করে নিতে হয়। আপ. শ্রৌ. ১৩/৮/১-১০ দ্র.। মতান্তরে প্রথম এবং দ্বিতীয় বারে অধ্বৰ্যু এবং তৃতীয়বারে প্রতিপ্রস্থাতা আহুতি দেন। এই মতে দ্বিতীয়বারের আহুতির সময়েই শস্ত্রপাঠ হয়। তিনটি মরুত্বীয়কে যথাক্রমে মরুত্বতীয়, মহামরুত্বতীয় এবং কুষ্ঠ মরুত্বতীয় বলা হয়।

অধ্বর্যো শোংসাবোম্ ইতি মাধ্যদিনে শস্ত্রাদিঘাহাবঃ ॥ ৪ ॥ [৩]

অনু.— মাধ্যদিন (সবনে) শস্ত্রের আরম্ভে আহাব (হচ্ছে) 'অধ্বর্যো শোংসাবোম্'।

আ হ্রা রথং যথোতয় ইদং বসো সুতমন্ধ ইতি মরুত্বতীয়স্য প্রতিপদ-অনুচরৌ ॥ ৫ ॥ [৪]

অনু.— মরুত্বতীয় (শস্ত্রের) প্রতিপদ ও অনুচর (যথাক্রমে) 'আ-' (৮/৬৮/১-৩), 'ইদং-' (৮/২/১-৩)।

ব্যাখ্যা— ৮ নং সু. দ্র.। ঐ. ব্রা. ১২/৪ অংশেও এই দুই ভূচই বিহিত হয়েছে।

ইন্দ্র নেদীর এদিহীতীন্দ্রনিহবঃ প্রগাথঃ ॥ ৬ ॥ [৫]

অনু.— 'ইন্দ্র-' (৮/৫৩/৫, ৬) 'ইন্দ্রনিহব' প্রগাথ।

ব্যাখ্যা— ৫/১৫/১০ সু. দ্র.। ঐ. ব্রা. ১২/৫ অংশেও এই প্রগাথের বিধান পাই।

প্র নুনং ব্রাহ্মণস্পতির্ ইতি ব্রাহ্মণস্পত্যঃ ॥ ৭ ॥ [৬]

অনু.— 'প্র-' (১/৪০/৫, ৬) 'ব্রাহ্মণস্পত্য' প্রগাথ।

ব্যাখ্যা— ৮ নং এবং ৫/১৫/১০ সু. দ্র.। ঐ. ব্রা. ১২/৬ অংশে মন্ত্রদুটির উল্লেখ না থাকলেও ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভূচাঃ প্রতিপদ-অনুচরা ভূচাঃ প্রগাথঃ ॥ ৮ ॥ [৭]

অনু.— প্রতিপদ এবং অনুচর (হচ্ছে) তিনটি (তিনটি) মন্ত্রের সমষ্টি (এবং) প্রগাথ দুটি মন্ত্রের সমষ্টি।

আতোঽর্ধর্চং সর্বম্ ॥ ৯ ॥ [৭]

অনু.— এই পর্যন্ত সব (মন্ত্র) অর্ধমন্ত্র (অর্ধমন্ত্র করে পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— আজ্যশস্ত্র থেকে এই ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথ (৭ নং সু. দ্র.) পর্যন্ত সব মন্ত্রে প্রত্যেক অর্ধাংশের গণে থামতে হয়।

স্তোত্রিয়ানুরূপাঃ প্রতিপদ-অনুচরাঃ প্রগাথাঃ সর্বত্র ॥ ১০ ॥ [৮]

অনু.— সর্বত্র স্তোত্রিয়, অনুরূপ, প্রতিপদ, অনুচর, প্রগাথ (ও অর্ধেক অর্ধেক করে পড়ে থামতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ‘প্রগাথাঃ’ বলায় প্রগাথের কোন পাদের পুনাবৃত্তির ফলে কৃত্রিম অর্ধেক বা অর্ধমন্ত্রের সৃষ্টি হলে (৫/১৫/৬ সূ. দ্র.) তা বেদে মন্ত্র বা অর্ধেক রূপে স্বীকৃত না হলেও যজ্ঞে স্বীকৃত হবে এবং সেই কৃত্রিম অর্ধেকের শেষে থামতে হবে। “সমান্নায়প্রসিদ্ধার্থবসানং ন প্রাপ্নোতীতি তত্রাবসানপ্রাপ্ত্যর্থম্” (না.)। প্রসঙ্গত ৫/১৫/৬-৮ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.। ‘সর্বত্র’ বলার অভিপ্রায় এই যে, ৮/১৩/৩৬ সূত্র অনুযায়ী এখানে উল্লিখিত হয় নি এমন কোন প্রগাথ পাঠ করতে হলেও প্রত্যেক অর্ধাংশের পরে সেখানে থামতে হবে।

প্রাক চ ছন্দাংসি ত্রৈষ্টুভাত্ ॥ ১১ ॥ [৯]

অনু.— এবং ত্রিষ্টুপের আগে (পর্যন্ত যে-সব) ছন্দ (সেগুলিও অর্ধেক অর্ধেক করে পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— গায়ত্রী, উষিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী এবং পংক্তি ছন্দের মন্ত্রে প্রত্যেক অর্ধাংশের শেষে থামতে হয়। মন্ত্রের চরণসংখ্যা যাই হোক, বৃহতী পর্যন্ত চার ছন্দের মন্ত্রে প্রত্যেক অর্ধাংশের পরে থামতে হয়। পংক্তি ছন্দের মন্ত্রে পাঁচটি চরণ না থাকলে সেই মন্ত্রকেও এইভাবেই পড়তে হবে। পাঁচটি চরণ থাকলে কিভাবে পড়তে হবে তা ১৩-১৫ নং সূত্রে বলা হচ্ছে।

সর্বাশ্চ চৈবাচতুষ্পদাঃ ॥ ১২ ॥ [১০]

অনু.— এবং সমস্ত অ-চতুষ্পদ (মন্ত্রই অর্ধেক অর্ধেক করে পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ত্রিষ্টুপ্, জগতী ও অতিজগতী ছন্দের মন্ত্রেও চারটি চরণ না থাকলে প্রত্যেক অর্ধমন্ত্রের পরে থামতে হবে। যেমন ‘নমোবাকো-’ (৮/৩৫/২৩) এই পঞ্চপদা মহাবৃহতী ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের (যা. প্রা. ১৬/৭১ সূ. দ্র.) মন্ত্রে (৯/১১/১৫ সূ. দ্র.) তা হয়। ‘সর্বাঃ’ বলায় ‘এবরামরুত্’ (৫/৮৭) সূক্তের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য— ৮/৩/৪, ৫; ৮/৪/২ সূ. দ্র.।

পংক্তিবু দ্বির্ন অবস্যোদ্ দ্বয়োন্ দ্বয়োঃ পাদয়োঃ ॥ ১৩ ॥ [১১]

অনু.— পংক্তি-ছন্দগুলিতে দুই দুই পাদে (মোট) দু-বার থামবেন।

ব্যাখ্যা— পঞ্চপদা পংক্তির ক্ষেত্রেই এই নিয়ম— ‘অস্য বিধেঃ পঞ্চপদাসু এব সম্ভবাত্’ (না.)। যেমন- ৯/১১/১৫ সূত্রে বিহিত ‘অগ্নি-’ সূক্তের অন্তর্গত ‘বাহ্যকৃতস্য-’ (৮/৩৫/২৪) এই মন্ত্রের প্রত্যেক দ্বিতীয় পাদের শেষে থামতে হবে। “দ্বাভ্যাম্ অবস্যাদ্বাভ্যাম্ অবস্যায়ৈকেন প্রণোতি পঙ্ক্তীনাম্”- শা. ৭/২৬/৩।

অর্ধচলো বাশ্বিনে ॥ ১৪ ॥ [১২]

অনু.— অথবা আশ্বিন (শস্ত্রে) পংক্তিছন্দের মন্ত্রকে অর্ধেক অর্ধেক করে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— আশ্বিনশস্ত্রের অন্তর্গত পংক্তি ছন্দের মন্ত্রগুলিতে প্রত্যেক দ্বিতীয় পাদের (১৩ নং সূ. দ্র.) অথবা অর্ধমন্ত্রের (১১ নং সূ. দ্র.) পরে থামতে হয়। তার মধ্যে যেগুলি প্রত্যেক অর্ধমন্ত্রে থামতে হয় এমন মন্ত্রসমূহের সংসর্গে এসে পড়েছে সেগুলিকে সেইভাবেই পাঠ করতে হবে, অন্য বস্তু পংক্তিগুলিকে পড়তে হবে প্রত্যেক দ্বিতীয় চরণে থেমে। প্রসঙ্গত ১৭ নং সূত্রের ব্যাখ্যাও দ্র.।

পচ্ছদ্ব্যশস্যগতাং তু পচ্ছঃ ॥ ১৫ ॥ [১৩]

অনু.— পাদে পাদে (থেমে) পড়ার অন্তর্গত (পংক্তিছন্দের) মন্ত্রকে কিন্তু পাদে পাদে (থেমে পড়তে হবে)।

ব্যাখ্যা— পচ্ছঃ = ‘পাদং পাদম্ ইত্যর্থঃ’ (সি. কৌ. ৯৯৩-দীক্ষিত)। পংক্তিছন্দের কোন মন্ত্র যদি পাদে পাদে থেমে পড়তে হয় এমন কোন সূক্তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে সেই মন্ত্রকে কিন্তু পাদে পাদে থেমেই পড়বেন। যেমন- ১৭ নং সূত্র অনুযায়ী ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের মন্ত্র পচ্ছদ্ব্যশস্য অর্থাৎ পাদে পাদে থেমে পড়তে হয় বলে ‘অগ্নি-’ (৮/৩৫) এই ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের সূক্তের (৯/১১/১৫ সূ.

৩.) অন্তর্গত 'অবর্গ'- (৮/৩৫/২২) এই পংক্তিছন্দের মন্ত্রটিকেও পাদে পাদে থেমেই গড়তে হবে। পংক্তিছন্দের 'সূক্তমুখীয়া' নামে থাকের ক্ষেত্রেও এমনই হয়ে থাকে।

সমাসম্ উক্তমে পাদে ॥ ১৬ ॥ [১৪]

অনু.— শেষ দুটি পদ একসঙ্গে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— পঞ্চপদা পংক্তির ক্ষেত্রে পাদে পাদে থেমে পড়ার সময়ে শেষ দুটি চরণকে একসাথে গড়বেন।

পচ্ছোহন্যত্ ॥ ১৭ ॥ [১৫]

অনু.— অন্য (সব) মন্ত্র পাদে পাদে (থেমে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ৯-১৫ নং সূত্রের ক্ষেত্রে ছাড়া অন্য-সব ক্ষেত্রে মন্ত্রগুলিকে পাদে পাদে থেমে গড়তে হয়। বৃত্তিকারের মত 'যদ্ ইদম্ অর্ধচশংসনবিধানং সামিধেন্যতিদেশপ্রাপ্তম্ অপি উপদিশ্যতে তত্ পচ্ছোহন্য-বিষয়নিয়মার্থং, ন স্বরূপবিধানপরম্' অর্থাৎ ৯-১৫ নং সূত্রের মধ্যে যে যে মন্ত্রের ক্ষেত্রে অর্ধমন্ত্রে থামতে বলা হয়েছে সেই সেই ক্ষেত্রে সামিধেনীর নিয়ম অনুসারেই অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে থামার কথা, তবুও কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে পাদে পাদে থামতে হবে তা বলার প্রয়োজনেই প্রসঙ্গত অর্ধমন্ত্রে থামার ক্ষেত্রগুলিও এখানে নির্দেশ করা হয়েছে।

পাদৈর্ অবসার্যর্চাক্ষৈঃ সন্তানঃ ॥ ১৮ ॥ [১৬]

অনু.— পাদে থেমে অর্ধমন্ত্রের অন্তের সঙ্গে সংযোগ (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— পাদে পাদে থামার ক্ষেত্রে অর্ধমন্ত্রের শেষে প্রশব উচ্চারণ করে একসঙ্গে পাঠ করতে হয়। বৃত্তির 'অর্ধচাক্ষৈ প্রশবং কৃদ্ভা তৈঃ সন্তানঃ কর্তব্য ইত্যর্থঃ' এই উক্তির অর্থ হতে পারে অর্ধমন্ত্রের শেষ পদের সঙ্গে প্রশবের সন্ধি করতে হবে অথবা অর্ধমন্ত্রের শেষ পদের শেষে প্রশব উচ্চারণ করে সেই প্রশবের সঙ্গে পরবর্তী মন্ত্রকে সংযুক্ত করতে হবে। কিন্তু এই দ্বিতীয় অর্থ সঙ্গত কি-না তা তেমন স্পষ্ট নয়।

অগ্নিনেতা স্বং সোম ক্রতুভিঃ পিষত্যা প ইতি ধাখ্যাঃ ॥ ১৯ ॥ [১৭]

অনু.— (মরুত্বতীয় শব্দে) 'অগ্নি-' (৩/২০/৪), 'স্বং-' (১/৯১/২), 'পিষত্যা প-' (১/৬৪/৬) ধাখ্যা।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ১২/৭ অংশেও এই মন্ত্রগুলিই বিহিত হয়েছে।

প্র ব ইন্দ্রায় বৃহত ইতি মরুত্বতীয়ঃ প্রগাথঃ ॥ ২০ ॥ [১৮]

অনু.— 'প্র-' (৮/৮৯/৩,৪) মরুত্বতীয় প্রগাথ।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ১২/৮ অংশে মরুত্বতীয় প্রগাথের উল্লেখ আছে।

অনিষ্ঠা উগ্র ইতি ॥ ২১ ॥ [১৯]

অনু.— 'অনিষ্ঠা-' (১০/৭৩)।

ব্যাখ্যা— এই সূক্তকে মরুত্বতীয় নিবিধান অথবা 'মারুত নিবিধান' বলা হয়। ঐ. ব্রা. ১২/৮ অংশে এই সূক্তই বিহিত হয়েছে।

একত্বয়সীঃ শব্দা মরুত্বতীয়াঃ নিবিদং দৃষ্ট্যক্ সর্বত্র ॥ ২২ ॥ [২০]

অনু.— সর্বত্র (মরুত্বতীয় শব্দে নিবিধান সূক্তে অর্ধেকের থেকে) একটি বৈশী (মন্ত্র) পাঠ করে মরুত্বান্ দেবতার নিবিদ্ব হ্রাপন করবেন।

ব্যাখ্যা—সূত্রে 'সর্বত্র' বলায় এবং ৯/১/১৮ সূত্রেও নির্দেশ থাকায় 'সূক্তমুখীয়া' নামে মন্ত্র অথবা আগন্তুক অন্য কোন মন্ত্র এখানে পাঠ করতে হলেও সেই মন্ত্রকে হিসাবের মধ্যে না ধরে মূল মন্ত্রত্বীয় সূক্তের অর্থকের থেকে একটি মন্ত্র বেশী পাঠ করে নিবিদ মন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। পাঠ্য নিবিদটি হল 'ইন্দ্রো মরুত্বান্ সোমস্য পিৰতু। মরুত্বস্তোত্রো মরুদগণঃ। মরুত্সথা মরুদবৃধঃ। য়ন্ বৃজা সৃজদ্ অপঃ। মরুতাম্ ওজসা সহ। য ঈম্ এনং দেবা অষমদন্। অপত্বর্ষে বৃজত্বর্ষে। শম্বরহত্যো গবিষ্ঠো। অর্চন্ত্য গুহ্যা পদা। পরম্ অস্যাং পরাবতি। আদ ঈং ব্রহ্মাণি বর্ধয়ন্। অনাধৃষ্টান্যোজসা। কৃধন্ সেবেত্যো দুবঃ। মরুদভিঃ সখিভিঃ সহ। ইন্দ্রো মরুত্বী ইহ শ্রবদ ইহ সোমস্য পিৰতু। প্রেমাং দেবো দেবহুতিম্ অবতু দেব্যা যিয়া। প্রেদং ব্রহ্ম প্রেদং ক্ষত্রম্। প্রেমং সুষন্তং যজমানম্ অবতু। চিত্রশ্চিভ্রাভিরাতিভিঃ। শ্রবদ্ ব্রহ্মাণ্যাবসা গমতু' (খিল ৫/৫/২)। ব্র. যে. ঐ. ব্রা. ১২/৮ অংশে মান্নত নিবিদ্বান সূক্তে অর্থক মন্ত্র পাঠ করার পরে নিবিদ বসাতে বলা হয়েছে। বৃত্তিকারের মতে এখানেও তাই 'অর্থাঃ' পদ উহা আছে বলে ধরতে হবে।

এবম্ অযুজাসু মাধ্যমিনে ॥ ২৩॥ [২১]

অনু.—মাধ্যমিন (সবনে) অযুজসংখ্যক (মন্ত্রের সূক্তে) এইভাবে (অর্থকের থেকে একটি বেশী মন্ত্র পড়ে নিবিদ অন্তর্ভুক্ত করবেন)।

ব্যাখ্যা—সূক্তের মোট মন্ত্রসংখ্যা বিজোড় হলে এই নিয়ম। ঐ. ব্রা. ১১/১০ অংশে মাধ্যমিন সবনে নিবিদকে মাঝে রাখতে বলা হয়েছে।

একাং তুচে ॥ ২৪॥ [২২]

অনু.—তুচে একটি (মন্ত্র পড়ে নিবিদ অন্তর্ভুক্ত করবেন)।

ব্যাখ্যা—এই সূত্রে এবং পরবর্তী সূত্রে ২২ নং সূত্র থেকে 'শব্দা' পদটি অনুবৃত্ত হয়েছে। অনুবাদে তাই সেই অনুযায়ী অর্থ করা হল।

অর্থা যুজ্যাসু ॥ ২৫॥ [২২]

অনু.—যুজ্য (মন্ত্রের সূক্তে) অর্থক (মন্ত্র পড়ে নিবিদ অন্তর্ভুক্ত করবেন)।

ব্যাখ্যা—সূক্তের মোট মন্ত্রসংখ্যা জোড় হলে এই নিয়ম।

একাং শিষ্টা তৃতীয়সবনে ॥ ২৬॥ [২৩]

অনু.—তৃতীয়সবনে (সূক্তের) একটি (মন্ত্র) বাকী রেখে (নিবিদ অন্তর্ভুক্ত করবেন)।

ব্যাখ্যা—তৃতীয়সবনে সূক্তের শেষ মন্ত্রের আগে নিবিদ মন্ত্র পাঠ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ১১/১০, ১১ অংশেও তাই বলা হয়েছে।

অক্ষিশী মৃজানঃ পরিদখ্যাদ্ খ্যায়ন্ এন আক্কনয় ॥ ২৭॥ [২৪]

অনু.—দুই চোখ মুছতে মুছতে নিজের পাপ স্মরণ করতে করতে (শব্দপাঠ) শেষ করবেন।

ব্যাখ্যা—শেষ মন্ত্রের (১০/৭৩/১১) তিনবার আবৃত্তি হয়। তিনবারই তাই এইরকম করতে হবে।

অন্যত্রাপ্যেতরা পরিদখদ্ এবম্ ॥ ২৮॥ [২৫]

অনু.—অন্যত্রও এই (মন্ত্র) দ্বারা পাঠ শেষ করতে করতে এইরূপ (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা—এতরা = এই 'বরঃ' (১০/৭৩/১১) মন্ত্র দ্বারা। অন্যত্র = ঔপদেশিক—৯/২/৬ ব্রহ্মতি সূ. ব্র.।

উক্খং বাটীজ্জায় শব্বতে ত্তেতি শব্বা জপেত্ব ॥ ২৯ ॥ [২৬]

অনু.— শব্ব পাঠ করে ‘উক্খং-’ (সু.) এই (মন্ত্র) জপ করবেন।

যে ত্তাহিহত্যো মমবয়বর্ধন ইতি যাজ্ঞ্যা ॥ ৩০ ॥ [২৬]

অনু.— (মরুত্বতীয় গ্রহে) ‘যে-’ (৩/৪৭/৪) যাজ্ঞ্যা।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ১২/৯ অংশেও এই বিধানই পাওয়া যায়।

পঞ্চদশ কথিকা (৫/১৫)

[নিষ্কেবল্য শব্দ, যোনিশংসন, আহাবের স্থান]

নিষ্কেবল্যস্য ॥ ১ ॥

অনু.— নিষ্কেবল্য (শব্দের)।

অভি ত্বা শূর নোনুমোহতি ত্বা পূর্বপীতর ইতি প্রগাথৌ স্তোত্রিয়ানুরূপৌ যদি রথন্তরং পৃষ্ঠম্ ॥ ২ ॥

অনু.— যদি রথন্তর পৃষ্ঠ (হয়, তাহলে) ‘অভি-’ (৭/৩২/২২, ২৩), ‘অভি-’ (৮/৩/৭, ৮) এই দুই প্রগাথ (হবে যথাক্রমে) স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ।

ব্যাখ্যা—মাধ্যমিনে সবনে নিষ্কেবল্য শব্দের ঠিক আগে যে পৃষ্ঠস্তোত্র গাইতে হয়, যদি তা রথন্তর সামে গাওয়া হয়ে থাকে তাহলে যথাক্রমে এই দুই প্রগাথ হবে ঐ শব্দের স্তোত্রিয় ও অনুরূপ। রথন্তর গাওয়া হয় ‘অভি ত্বা-’ (সা. উ. ৬৮০-১) এই প্রগাথে। যে প্রগাথে অথবা যে তৃচে গান গাওয়া হয় সেই প্রগাথ ও সেই তৃচেই শব্দ শুরু করতে হয় বলে ২ নং এবং ৩ নং সূত্রের অবতারণা। এই যে প্রগাথ অথবা তৃচ শব্দ শুরু হয় সেই প্রগাথ অথবা তৃচকে বলে ‘স্তোত্রিয়’ এবং তার সঙ্গে প্রারম্ভিক শব্দ, ছন্দ ইত্যাদির দিক থেকে সাদৃশ্য আছে এমন অপর যে একটি প্রগাথ অথবা তৃচ ঠিক পরেই পাঠ করা হয়, তাকে বলা হয় ‘অনুরূপ’। ‘প্রগাথ’ বলায় দুটি মন্ত্রকে বুঝতে হবে এবং ‘স্তোত্রিয়ানুরূপৌ’ বলায় তাকে তৃচে পরিণত করতে হবে।

যদ্যু বৈ বৃহত্বা মিকি হবামহে ত্বং হোহি চেরব ইতি ॥ ৩ ॥

অনু.— আর যদি বৃহত্ব (সাম গাওয়া হয় তাহলে) ‘হামিকি-’ (৬/৪৬/১, ২), ‘ত্বং-’ (৮/৬১/৭, ৮) এই (দুই) প্রগাথ হবে যথাক্রমে স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ)।

ব্যাখ্যা—বৃহত্ব সাম গাওয়া হয় ‘হামিকি-’ (সা. উ. ৮০৯-১০) ইত্যাদি দু-টি মন্ত্রে। সেই অনুযায়ী এই স্তোত্রিয় ও অনুরূপ।

প্রগাথা এতে ভবন্তি ॥ ৪ ॥

অনু.— এগুলি হচ্ছে প্রগাথ।

ব্যাখ্যা—২ নং সূত্রে ‘প্রগাথৌ’ বলা থাকা সত্ত্বেও এই সূত্রে আবার ‘প্রগাথাঃ’ বলার উদ্দেশ্য হল এই যে, সামবেদীয় ঋষিকেরা যদি দুটি মন্ত্রের কোন একটিকে আবৃত্তি ছাড়াই বিপদা করে অর্থাৎ একটি চার-পাদ-বিশিষ্ট মন্ত্রকে ভেঙে দুটি দুই-পাদ-বিশিষ্ট মন্ত্রে পরিণত (বিপদোত্তরাকার) করে গান করেন এবং তার ফলে দুইটি মন্ত্র তিনটি মন্ত্রে পরিণত হয়, তাহলেও হোতা কিন্তু প্রগাথ হিসাবেই ঐ মন্ত্রদুটিকে পাঠ করবেন, ভেঙে স্তোত্রের মতো ত্রয়ের আকারে পাঠ করবেন না। “বৃহতী পূর্বা ককুৎ বা সতোবৃহত্সত্তরা তং প্রগাথ ইত্যাক্রতে; বারহতো বৃহত্যাং পূর্বস্যাম্; কাকুভঃ ককুভি”— সা. ৭/২৫/৩-৫।

তান্‌ যে তিন্সস্কারং শংসেচ্ ॥ ৫॥

অনু.— ঐ (প্রগাথগুলিকে) দুটি (মন্ত্র থাকলেও) তিনটি (মন্ত্র) করে পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— সামবেদীয় ঋষিকেরা যদি তাঁদের স্তোত্রে স্তোত্রিয় মন্ত্রদুটিকে আবৃত্তির সাহায্যে তিনটি পূর্ণায়তন মন্ত্রে (তুচ্চাকার) পরিণত করে থাকেন, তাহলে হোতাও তাঁর শব্দে ঐ প্রগাথকে আবৃত্তির সাহায্যে তিনটি মন্ত্রে পরিণত করে পাঠ করবেন। কিভাবে করবেন তা পরবর্তী চারটি সূত্রে বলা হচ্ছে। এই সূত্রের প্রথম পদটির ক্ষেত্রে ‘তান্‌’ এবং ‘তাং’ এই দুই পাঠ পাওয়া যাচ্ছে। বৃত্তি থেকে মনে হচ্ছে প্রকৃত পাঠটি হচ্ছে ‘তান্‌’।

চতুর্থবর্তী পাদৌ বার্বহতে প্রগাথে পুনর্ অভ্যাসিহোন্তরয়ো অবসোচ্ ॥ ৬॥

অনু.— বার্বহতে প্রগাথে চতুর্থ এবং বর্ষ পাদকে আবার আবৃত্তি করে পরবর্তী দুই (পাদে) থামবেন।

ব্যাখ্যা— বার্বহতে প্রগাথ = বৃহতী + সতোবৃহতী = ৮, ৮, ১২, ৮ + ১২, ৮, ১২, ৮ (ঋ. শা. ১৮/১ ম.)। বার্বহতে প্রগাথকে তিনটি মন্ত্রে পরিণত করলে দাঁড়াবে— ক১ ক২ ক৩ ক৪। ক৪ খ১; খ২। খ২ খ৩; খ৪। ক এখানে প্রথম মন্ত্রের প্রতীক। পাশের সংখ্যাগুলি মন্ত্রের চরণের চিহ্ন। থামার সময়ে মূল মন্ত্রের পঞ্চম ও সপ্তম চরণে থামবেন। এই পাঠে শেষ দুটি মন্ত্র ককুপ্‌, তাই একে ‘ককুপ্‌-উত্তরাকার’ বলা চলে। ‘বৃহতীং শব্দোত্তমং পাদং প্রত্যাধারোত্তরস্যাঃ প্রথমেনাবসায় দ্বিতীয়েন প্রণৃত্য তৎ প্রত্যাধায় তৃতীয়েনাবসায়োত্তমেন প্রণোতি; তাস্‌ তিনো ভবন্তি বৃহতী পূর্বোত্তরে ককুভৌ’— শা. ৭/২৫/৬, ৭।

বৃহতীকারঞ্‌ চেত্‌ তাব্‌ এব বিঃ ॥ ৭॥

অনু.— যদি বৃহতী করে (পড়তে হয়, তাহলে) ঐ দুটি (পাদকেই) দু-বার (পুনরাবৃত্তি করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রথম পঙ্কতিতে (৬ নং সূ.) আবৃত্তির ফলে তিনটি মন্ত্রের প্রথমটি হয়েছিল বৃহতী এবং অপর দুটি হয়েছিল ককুপ্‌। যদি তিনটিকেই বৃহতীর রূপ দিতে হয় তাহলে ঐ চতুর্থ ও বর্ষ চরণকে আরও একবার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। এ-ক্ষেত্রে তাই পাঠ দাঁড়াবে— ক১ ক২ ক৩ ক৪। ক৪ ক৪; খ১ খ২। খ২ খ২; খ৩ খ৪। এই পাঠের নাম ‘বৃহতীকার’। সূত্রে ‘অবসোচ্‌’ বলা না থাকলেও এবং চতুর্থ ও বর্ষ পাদের দ্বিতীয় পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ তৃতীয় আবৃত্তি বেদপঠিত অর্বমন্ত্র না হলেও ৫/১৪/৯, ১০ সূত্র অনুযায়ী সেখানে থামতে হয়। ‘বৃহতীং শব্দোত্তমং পাদং বিঃ প্রত্যাধারাবসয়ার্ধর্চেনোত্তরস্যাঃ প্রণৃত্য দ্বিতীয়েন পাদং বিঃ প্রত্যাধারাবসায়োত্তমেনার্ধর্চেন প্রণোতি; তাস্‌ তিনো বৃহত্যঃ’— শা. ৭/২৫/১৩, ১৪।

তৃতীয়পঞ্চমৌ তু কাকুভেবু ॥ ৮॥

অনু.— কাকুভ (প্রগাথে) কিন্তু তৃতীয় এবং পঞ্চম (পাদকে পুনরাবৃত্তি করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— কাকুভপ্রগাথ = ককুপ্‌ + সতোবৃহতী = ৮, ১২, ৮ + ১২, ৮, ১২, ৮ (ঋ. শা. ১৮/১ ম.)। এ-ক্ষেত্রে পাঠক্রম হয় ক১ ক২ ক৩। ক৩ খ১; খ২। খ২ খ৩; খ৪। এই পাঠের নাম ‘ককুপ্‌কার’। এ-ক্ষেত্রে মূলের চতুর্থ ও বর্ষ চরণে থামতে হয়। ৬ নং সূত্র থেকে বর্তমান সূত্রে ‘উত্তরয়ো অবসোচ্‌’ অংশটির অনুবৃত্তি হচ্ছে বলে সূত্রের এই অর্থই দাঁড়াচ্ছে। আগের সূত্রেও এই অংশের অনুবৃত্তি ছিল, কিন্তু ৫/১৪/৯, ১০ সূত্র-দুটি থাকার ঐ অনুবৃত্তি সেখানে কোন প্রয়োজনে আসে নি। “উত্তমং ককুভঃ প্রত্যাধো; সতোবৃহত্যা দ্বিতীরম্‌; তাস্‌ তিনঃ ককুভঃ”— শা. ৭/২৭/১৫, ১৬।

প্রত্যাধানাদ্যুত্তরা ॥ ৯॥

অনু.— পরবর্তী (মন্ত্র) শুরু হয় পুনরাবৃত্তি থেকে।

ব্যাখ্যা— ৭ ও ৮ সূত্রের ব্যাখ্যা ম.। যেখান থেকে পাদের পুনরাবৃত্তির শুরু হয়, পরবর্তী মন্ত্র সেখান থেকেই শুরু হচ্ছে বলে ধরা হয়।

এবম্ এতৎপৃষ্ঠেহহমিহব্রাহ্মণস্পত্যান্ ॥ ১০ ॥

অনু.— এই পৃষ্ঠযুক্ত দিনগুলিতে ইক্ষনিহব এবং ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথগুলিকে এইভাবে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যদি প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্রে অর্থাৎ নিম্নেবল্য শব্দের ঠিক পূর্ববর্তী স্তোত্রে বৃহৎ অথবা রথন্তর সাম অথবা যুগ্মভাবে দুটি সামই প্রয়োগ করা হয়, তাহলে মরুত্বীয় শব্দে ইক্ষনিহব প্রগাথ এবং ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথকেও (৫/১৪/৬, ৭ সূ. ম.) নিম্নেবল্য শব্দের স্তোত্রিয় ও অনুরূপের মতোই পাঠ করতে হবে। ‘এতৎ পৃষ্ঠেবু’ না বলে ‘এতৎপৃষ্ঠেবু’ এইভাবে সমাসবদ্ধ করে বলার এখানে অর্থ করতে হবে, কেবল এই দুই সামই যদি একক বা যুগ্মভাবে পৃষ্ঠে প্রয়োগ করা হয়, সঙ্গে অন্য সামও যদি না থাকে।

বৃহতীকারম্ ইতরেবু পৃষ্ঠেবু ॥ ১১ ॥

অনু.— অন্য পৃষ্ঠ (-যুক্ত দিনগুলিতে) বৃহতী করে (পড়তে হয়)।

ব্যাখ্যা— যদি কোন যাগে পৃষ্ঠস্তোত্রে বৃহৎ অথবা (এবং) রথন্তর ছাড়া অন্য কোন সাম গাওয়া হয়, তাহলে ইক্ষনিহব ও ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথকে বৃহতীকার (৭ নং সূ. ম.) করে পাঠ করতে হয়। ‘ইতরপৃষ্ঠেবু’ এইভাবে সমাসবদ্ধ অবস্থায় না বলে পৃথকভাবে ‘ইতরেবু পৃষ্ঠেবু’ বলায় অন্য সামের স্পর্শ থাকলেই (‘ইতরসম্ভারমাত্রোপি’-বৃষ্টি) অর্থাৎ কোন পৃষ্ঠস্তোত্রে যদি বৃহৎ অথবা রথন্তর ছাড়াও অন্য কোন অতিরিক্ত সাম প্রয়োগ করা হয়, তাহলেও সেখানে মরুত্বীয় শব্দে এই দুই প্রগাথকে বৃহতীকার করেই পড়তে হবে। ফলে অষ্টোধ্যমিযোগে ‘রথন্তরেণাশ্বে’ (৯/১১/৫) সূত্র অনুসারে যেহেতু পৃষ্ঠস্তোত্রে রথন্তর ছাড়া বৈরাজ সামও গাওয়া হয় তাই সেখানে মরুত্বীয় শব্দে ঐ দুই প্রগাথকে বৃহতীকার করেই পাঠ করতে হয়। আগের সূত্রের ব্যাখ্যায় তাই বলা হয়েছে ‘এতৎপৃষ্ঠেবু’ মানে পৃষ্ঠস্তোত্রে কেবল এই বৃহৎ ও (অথবা) রথন্তর সামই থাকলে, অন্য কিছু আর না থাকলে- ‘এতৎপৃষ্ঠেবু’ সমাসনির্দেশাদ্ এতদ্ এবং ইত্যবধার্যতে’ (না.)।

বৃহদ্রথন্তরোশ্ চ তৃচস্রোঃ ॥ ১২ ॥

অনু.— তৃচে অবস্থিত বৃহৎ এবং রথন্তরেও (ঐ দুই প্রগাথের পাঠ বৃহতীকার করে হবে)।

ব্যাখ্যা— যদি গায়ত্রী অথবা অন্য কোন ছন্দের তিনটি মন্ত্রে বৃহৎ ও রথন্তর সাম গাওয়া হয় এবং গাওয়ার সময়ে তৃচ-সম্পাদনের জন্য মন্ত্রের আবৃত্তির প্রয়োজন তাই না হয় অথবা বৃহৎ ও রথন্তরকে তাদের নিজ নিজ যোনিতেই ‘দ্বিপদোক্তরাকার’ (৪নং সূত্রের ব্যাখ্যা ম.) করে গাওয়া হয় অর্থাৎ যে-কোন উপায়ে বৃহৎ অথবা রথন্তর সামকে তৃচেই গাওয়া হয় তাহলে সেখানেও ইক্ষনিহব ও ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথকে মরুত্বীয় শব্দে বৃহতীকার (৭ নং সূ. ম.) করেই পাঠ করতে হবে।

হোত্রকাশ্ চ যেষাং প্রগাথাঃ স্তোত্রিয়ানুরূপাঃ ॥ ১৩ ॥

অনু.— যাদের স্তোত্রিয় ও অনুরূপ প্রগাথ (সেই) হোত্রকেরাও (তাদের পাঠ্য প্রগাথকে বৃহতীকার করে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যে-সব হোত্রকদের স্তোত্রিয় ও অনুরূপ তৃচ নয়, প্রগাথ, তাঁরাও তাঁদের শব্দে পাঠ্য সেই প্রগাথকে ইক্ষনিহব ও ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথের মতোই পাঠ করবেন।

সর্বম্ অন্যান্য বখান্তম্ ॥ ১৪ ॥

অনু.— অন্য সব (-কিছু) যেমন গান করা হয়েছে (ভেদমতাবে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ‘সর্বম্’ বলায় বৃহৎ ও রথন্তরের স্তোত্রিয় ও অনুরূপের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য বলে বুঝতে হবে।

পরিমিতশস্য একাহঃ ॥ ১৫ ॥

অনু.— (এই আলোচ্য অগ্নিষ্টোম) একাহ পরিমিত-শস্যবিশিষ্ট।

ব্যাখ্যা—পরিমিত = সর্বতোভাবে নির্দিষ্ট, পূর্ণরূপে বিবৃত। একাধি অগ্নিষ্টোমে কতগুলি শব্দ পাঠ করতে হবে এবং পাঠ্য শব্দে কি কি মন্ত্র পাঠ করতে হবে তা সুস্পষ্টভাবে বিহিত ও নির্দিষ্ট হয়েছে। যদিও কেবল শস্য বা শব্দই নয়, একাধি হোতাদের করণীয় সব-কিছুই এখানে নিঃশেষে বলা হয়েছে, তবুও সূত্রে ‘শস্য’ শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে এই কারণে যে, উৎপত্তিবিধির অন্তর্গত সোমদ্রব্য-সম্পর্কিত বিধানগুলিই জ্যোতিষ্টোমের আপন ধর্ম, কিন্তু অধিকারবিধির অন্তর্গত দীক্ষণীয়া, প্রায়ণীয়া প্রভৃতি ইষ্টি এবং ভোজ-শব্দ ইত্যাদি অগ্নিষ্টোমেরই আপন প্রত্যক্ষবিহিত বা ‘ঔপদেশিক ধর্ম’। উক্ত্য, বোড়শী প্রভৃতি অন্য প্রকারের জ্যোতিষ্টোমে অগ্নিষ্টোম থেকেই সেই ধর্মগুলির অভিশেষ অর্থাৎ অনুবৃতি বা অনুকরণ বা সংক্রমণ ঘটে মাত্র। অভিশেষ দ্বারা লঙ্ঘ্য ধর্ম বলে ঐগুলিকে ‘আতিদেশিক’ ধর্ম বলে।

স যদ্যুভয়সামা যত্ পবমানে তস্য যোনির্ অনুরূপঃ ॥ ১৬ ॥

অনু.—সেই (অগ্নিষ্টোম) যদি দুই-সাম-বিশিষ্ট (হয়, তাহলে) পবমানে যে (সাম গাওয়া হয়) তার যোনি (হবে নিম্নেবল্যে) অনুরূপ।

ব্যাখ্যা—যদি যাগটি ‘উভয়সামা’ হয় অর্থাৎ বৃহত্ এবং রথন্তর দু-টি সামই যাগে প্রয়োগ করা হয়—এই দুই সামের কোন একটি সাম যদি মাধ্যগ্নিন পবমানস্তোত্রে এবং অপর সামটি যদি প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্রে গাওয়া হয়—তাহলে মাধ্যগ্নিন পবমানস্তোত্রে যে যোনিতে অর্থাৎ যে দুই বা তিন মন্ত্রে সামটি গাওয়া হয়েছে সেই দু-টি অথবা তিনটি মন্ত্রই হবে নিম্নেবল্য শব্দের অনুরূপ। শব্দে এই যোনিমন্ত্র পাঠ করাকে বলা হয় ‘যোনিশংসন’।

যোনিস্থান এবৈনাম্ অন্যত্র শংসেত্ ॥ ১৭ ॥

অনু.—অন্যত্র এই (যোনিকে) যোনিস্থানেই পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা—অন্যত্র অর্থাৎ অগ্নিষ্টোম ছাড়া অন্য কোন সংস্থায় অথবা কোন অন্য একাধি যদি কোন যাগ উভয়সামা হয় তাহলে পবমানস্তোত্রের যোনিকে সেখানে নিম্নেবল্য শব্দে অনুরূপ হিসাবে পাঠ না করে যোনিস্থানে (পরবর্তী সূ. দ্র.) পাঠ করবেন।

উক্কং ধায্যায় যোনিস্থানম্ ॥ ১৮ ॥

অনু.—(নিম্নেবল্যে) ধায্যার পরে (যে স্থান তাকে বলে) ‘যোনিস্থান’।

ব্যাখ্যা—অন্য কোন একাধি যাগ উভয়সামা হলে মাধ্যগ্নিন পবমানস্তোত্রের যোনিকে সেখানে শব্দে ধায্যা মন্ত্রের পরে পাঠ করতে হয়। যোনিশংসন বা যোনিমন্ত্র পাঠ করার এটিই হল স্থান।

অনেকানস্তর্ষে স্কৃৎ পৃথগ্ বাহুনম্ ॥ ১৯ ॥

অনু.—অনেক (সামযোনি) পরপর থাকলে একবার (মাত্র) অথবা পৃথক্ পৃথক্ আহাব (করতে হবে)।

ব্যাখ্যা—যদি কোথাও একাধিক যোনিমন্ত্র পরপর পাঠ করার প্রসঙ্গ থাকে, তাহলে ‘ভেভ্যশ্’ (৫/১০/১৯) সূত্র অনুসারে সব কটি যোনির আরম্ভে একবার মাত্র অথবা এই আলোচ্য সূত্র অনুযায়ী প্রত্যেকটি যোনির জন্য পৃথক্ পৃথক্ আহাব করবেন।

এবম্ উক্কম্ ইন্দ্রনিহবত্ প্রগাথানাম্ ॥ ২০ ॥

অনু.—ইন্দ্রনিহব (প্রগাথের) পরে (উপযুগরি অবস্থিত) প্রগাথগুলির (ক্ষেত্রে) এইরকম (একবার অথবা পৃথক্ পৃথক্ আহাব হবে)।

ব্যাখ্যা—ইন্দ্রনিহব (৫/১৪/৬ সূ. দ্র.) প্রগাথের পর থেকে বড় প্রগাথ সেতুলির অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যপত্য, মরুত্বতীয়, সামপ্রগাথ ইত্যাদির ক্ষেত্রে একাধিক প্রগাথ পাশাপাশি পাঠ করতে হলে সব প্রগাথের আগে একবার মাত্র অথবা প্রত্যেক প্রগাথে আলাদা আলাদা আহাব করতে হবে।

যদ বাবানেতি ধায়া, পিবা সূতস্য রসিন ইতি সামপ্রগাথঃ ॥ ২১॥

অনু.— (নিষ্ক্বেবল্যো) 'যদ্-' (১০/৭৪/৬) ধায়া, 'পিবা-' (৮/৩/১,২) সামপ্রগাথ।

ব্যাখ্যা— উদ্ধৃত 'পিবা-' প্রগাথটি রথন্তরের সামপ্রগাথ। বৃহৎসামের সামপ্রগাথ ৭/৩/১৭ সূত্রে নির্দিষ্ট 'উত্তয়ং-' (৮/৬১/১,২)। ৭/৩/১৭ সূত্রের বৃন্তি অনুযায়ী 'পিবা-' মন্ত্র-দুটি শুধু রথন্তরের নয়, বৃহৎ প্রভৃতি অন্য পাঁচটি সাম ছাড়া যে-কোন সামেরই সামপ্রগাথ।

ইন্দ্রস্য নু বীৰ্য্যণীত্যেতন্নিম্ন ঐন্দ্রীং নিবিদং দধ্যাত্ ॥ ২২॥

অনু.— 'ইন্দ্রস্য-' (১/৩২) এই (সূক্তে) ইন্দ্রদেবতার নিবিদ স্থাপন করবেন।

ব্যাখ্যা— অভিপ্রেত নিবিদটি হল— 'ইন্দ্রো দেবঃ সোমং পিবতু। একজ্ঞানাং বীরতমঃ। ভূরিজানাং তবন্তমঃ। হর্যোঃ স্থাতা। পুষ্পেঃ প্রেতা। বজ্রস্য ভর্তা। পুরাং ভেষ্টা। পুরাং দর্মা। অপাং সন্তা। অপাং নেতা। সন্তানাং নেতা। নিজস্মিদুরৈশ্রবাঃ। উপমাজিকৃদংসনাবান্। ইহোশন্ দেবো বভূবান্। ইন্দ্রো দেব ইহ শ্রবদ্ ইহ সোমং পিবতু। প্রেমাং দেবো দেবহুতিম্ অবতু দেব্যা ধিয়া। প্রেদং ব্রহ্ম প্রেদং ক্ষত্রম্। প্রেমং সুবন্তং যজমানম্ অবতু। চিত্রশিচত্রাভিরূতিভিঃ। শ্রবদ্ ব্রহ্মাণ্যাবসা গমত্' (খিল ৫/৫/৩)। নিবিদ স্থাপন করা হয় বলে 'ইন্দ্রস্য-' সূক্তটিকে 'ঐন্দ্র নিবিদান' বলা হয়। ঐ. ব্রা. ১২/১৩ অংশে এই সূক্তই বিহিত হয়েছে।

অনুব্রাহ্মণং বা স্বরঃ ॥ ২৩॥

অনু.— (শব্দে) বিকল্পে ব্রাহ্মণগ্রন্থ অনুযায়ী স্বর (হবে)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ১২/১৩ অনুযায়ী স্তোত্রিয় মধ্যম স্বরে, অনুরূপ উচ্চ স্বরে, ধায়া নিম্ন স্বরে এবং প্রগাথ উদাত্ত প্রভৃতি স্তর স্বরে (চাতুর্ধর্য) পাঠ করতে হয়। আহাব শব্দেরই অঙ্গ। তাই শব্দের স্বরেই তা পাঠ করা উচিত। ৫/৯/১ সূত্রে 'শোংসাবোম্' এই আহাবটি তাই ঠিক পরবর্তী তৃষ্ণীংশংসের মতো পাঠ করার কথা। কিন্তু তাহলেও শব্দের অধিকাংশ মন্ত্রের মতোই তা উচ্চ (তন্ত্র) স্বরে পাঠ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু যে আহাব স্তোত্রিয় প্রভৃতিরই অঙ্গ তা স্তোত্রিয় প্রভৃতিরই স্বরে পাঠ্য। এখানেও তা-ই করতে হবে।

উক্খং বাচীন্দ্রায়োপশৃণতে হেতি শব্দা জপেত্ ॥ ২৪॥ [২৩]

অনু.— শব্দ পাঠ করে 'উক্খং-' (সু.) এই (মন্ত্র) জপ করবেন।

পিবা সোমমিন্দ্র মন্দতু য়েতি যাজ্য্য ॥ ২৫॥ [২৩]

অনু.— 'পিবা-' (৭/২২/১) যাজ্য্য।

ষোড়শ কণিকা (৫/১৬)

[মাধ্যম্নিনে হোত্রকদের শব্দ]

হোত্রকাণাং কয়া নশ্চিত্র আ ভুবত্ কয়া ত্বং ন উত্যা কন্তমিন্দ্র দ্বাবসুং সদ্যো হ জাত এবা ত্বামিন্দ্রোশমু সু ণঃ সূমনা উপাক ইতি যাজ্য্য। তং বো দশ্মমৃতীবহং তত্ ত্বা যামি সুবীৰ্যম্ ইতি প্রগাথৌ স্তোত্রিয়ানুরূপা উদু ত্যে মধুমন্তমা ইন্দ্রঃ পৃষ্ঠিদুদ ব্রহ্মাণ্যজীষী বজ্রী বৃষভস্বরাষাট্ ইতি যাজ্য্য। তত্রোত্তিরো বিদদবসুং তরণিরিত্ সিংহাসতীতি প্রগাথৌ স্তোত্রিয়ানুরূপা উদিসুস্য রিচ্যতে ত্বয় ইদিমাম্ দ্বিত্যাপোত্তমাম্ উদধরেত্ সর্বত্র। পিবা বর্ষস্ব তব যা সূতাস ইতি যাজ্য্য ॥ ১॥ [১, ২]

অনু.— হোত্রকদের (শব্দ হল) [ক] 'কয়া ন-' (৪/৩১/১-৩), 'কয়া ত্বং-' (৮/৯৩/১৯-২১), 'কন্ত-' (৭/৩২/১৪, ১৫), 'সদ্যো-' (৩/৪৮), 'এবা-' (৪/১৯)। 'উশমু-' (৪/২০/৪) যাজ্য্য।

[খ] তৎ-’ (৮/৮৮/১,২), ‘তত্-’ (৮/৩/৯, ১০) এই দুই প্রগাথ জ্যোত্রিয় এবং অনুরূপ। ‘উদু ত্যে-’ (৮/৩/১৫, ১৬), ‘ইন্দ্রঃ-’ (৩/৩৪), ‘উদু ব্রহ্মা-’ (৭/২৩)। ‘ঋত্বীষী-’ (৫/৪০/৪) যাজ্ঞা।

[গ] ‘তরোভি-’ (৮/৬৬/১,২), ‘তরনি-’ (৭/৩২/২০, ২১) এই দুই প্রগাথ জ্যোত্রিয়ও অনুরূপ। ‘উদি-’ (৭/৩২/১২, ১৩), ‘ভূয়-’ (৬/৩০)। ‘ইমা-’ (৩/৩৬)— সর্বত্র (এই সূক্তের) শেষের আগের (মন্ত্রটি) বাদ দেবেন। ‘পিবা-’ (৩/৩৬/৩) যাজ্ঞা।

ব্যাখ্যা— [ক], [খ], [গ] যথাক্রমে মৈত্রাবরণ, ব্রাহ্মণাচ্ছসী এবং অচ্ছবাকের পাঠ্য শব্দ। তিন ঋত্বিকের শব্দে যথাক্রমে বামদেব্যা, নৌধস এবং কালেয় সামের তুচগুলিই জ্যোত্রিয়রূপে বিহিত হয়েছে। নৌধসের পরিবর্তে শৈত্য সাম গাওয়া হলে ব্রাহ্মণাচ্ছসীর শব্দে ‘অভি-’ (৮/৪৯/১,২), ‘ইন্দ্রঃ-’ (৩/৫০/১,২), ‘অসাবি-’ (১০/১০৪) হবে যথাক্রমে জ্যোত্রিয়, অনুরূপ এবং শব্দের প্রথম সূক্ত। প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্রে রথন্তর সাম গাওয়া হলে তৃতীয় পৃষ্ঠস্তোত্রে নৌধস এবং বৃহত্সাম গাওয়া হয়ে থাকলে শৈত্য সাম গাইতে হয়— শা. ৭/২২-২৪ দ্র.। সূত্রে ‘সর্বত্র’ বলার কারণ ৫/১৪/২৮ সূত্রের ‘অন্যত্র’ শব্দের মতোই।

সপ্তদশ কণিকা (৫/১৭)

[তৃতীয়সবন— আদিত্যগ্রহ, সবনীয় পশুযাগ, সবনীয় পুরোডাশযাগ, নরাশংসস্থাপন, প্রতিপ্রসর্পণ]

অথ তৃতীয়সবনম্ উত্তমস্বরেণ ॥ ১ ॥

অনু.— এর পর তৃতীয় সবন উত্তম স্বরে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— তৃতীয় সবনের পশুযাগের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম। প্রসঙ্গত ‘স্বর’ শব্দের প্রয়োজনের জন্য (বাধকের বাধন) ৫/১২/৮ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.। “উত্তময়া তৃতীয়সবনম্; উচ্চৈস্তরাং বৈশ্বদেবাদ্ আগ্নিমারুতম্; উত্তময়া বা মাধ্যদিনম্; মন্দ্রয়া তৃতীয়সবনম্; মধ্যময়া বা”— শা. ৮/১৪/৫-৯।

আদিত্যগ্রহেণ চরন্তি ॥ ২ ॥

অনু.— আদিত্যগ্রহ দ্বারা অনুষ্ঠান করেন।

আদিত্যানামবসা নুতনেন হোতা যক্ষদাদিত্যান্ প্রিয়ান্ প্রিয়ধান্ন আদিত্যাসো অদিতিমাদিয়জ্ঞাম্ ইতি ॥ ৩ ॥

অনু.— ‘আদিত্যা-’ (৭/৫১/১) (অনুবাক্য), ‘হোতা-’ (সু.) প্রৈষ, ‘আদিত্যাসো-’ (৭/৫১/২) এই (মন্ত্র যাজ্ঞা)।

ব্যাখ্যা— সম্পূর্ণ প্রৈষমন্ত্রটি হল— ‘হোতা যক্ষদ্ আদিত্যান্ প্রিয়ান্ প্রিয়ধান্নঃ প্রিয়ব্রতান্ মহঃ স্বরস্য পতীন্ উরোরন্ত-
রিক্ষস্যাধ্যক্ষান্ ঋদিত্যম্ অবোচত তদন্যৈ সুবতে যজ্ঞমানায় কসমেবম্ আদিত্যা জুবজ্ঞান্ মন্দ্রত্বাং বাস্ত পিবাষ্ট মন্দ্রস্ত সোমং হোতর্যজ
(প্রৈষাধ্যায় ৪/১৩)। ঐ. ব্রা. ১৩/৫ অংশে যাজ্ঞ্যরই সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে এবং তা এই সূত্রে নির্দিষ্ট যাজ্ঞ্যমন্ত্রের সঙ্গে অভিন্নই।

নৈতং গ্রহম্ ঐক্ষেত দুয়মানম্ ॥ ৪ ॥ [৩]

অনু.— আর্হতি দেওয়া হচ্ছে (এমন সময়ে) এই গ্রহকে দেখবেন না।

ব্যাখ্যা— অগ্নিতে এই গ্রহ আর্হতি দেওয়ার সময়ে গ্রহের দিকে তাকাতে নেই। অন্য গ্রহের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখতেও পারেন।

স্বত আর্হবে পবমানে বিহত্যাদান্নান্ মনোতাদি পশ্বিভাস্তং পশুকর্ম কৃতা

পুরোডাশাদ্যুক্তম্ আ নরাশংসসাদনাত্ ॥ ৫ ॥ [৪]

অনু.— আর্হত পবমান গাওয়া (শেষ) হলে অঙ্গারগুলি (ধিষ্যগুলিতে) নিয়ে গিয়ে মনোতা থেকে পশুর ইড়া

(-ভক্ষণ) পর্বন্ত পশুবাগ-সম্পর্কিত (সমস্ত) কর্ম করে (সবনীর) পুরোডাশ থেকে নরাশংস স্থাপন পর্বন্ত (আগে যা যা) বলা হয়েছে (তা এখানেও করবেন)।

ব্যাখ্যা—অর্ভবণবমান স্তোত্র গাওরা হল আয়ীপ্রথিক্য থেকে অন্য থিক্যগুলিতে অঙ্গার নিয়ে যান। এর পরে সবনীর পশুবাগের মনোতা (৩/৬/১ সূ. দ্র.) থেকে শুরু করে ইড়াভক্ষণ (৩/৬/১২ সূ. দ্র.) পর্বন্ত সমস্ত অংশের অনুষ্ঠান করতে হয়। তার পর সবনীর পুরোডাশ (৫/৪/১ সূ. দ্র.) থেকে নরাশংস (৫/৬/৩১ সূ. দ্র.) পর্বন্ত যে যে কর্মের কথা আগে বলা হয়েছে (৫/১৩/১৪ সূ. দ্র.) তা এখানেও করতে হয়। সূত্রে ‘পশিডান্ত’ বলার পরে আর ‘পশুকর্ম’ পদটি না বলে শুধু ‘কর্ম’ বললেও চলত। তবুও তা বলার বুঝতে হবে, পশুবাগের মতোই এই সময়ে ব্রহ্মাকে আহবনীয়ের দক্ষিণে আসন গ্রহণ করতে হয়।

সম্যেবু হ্রদিষ্ঠাত্ পুরোডাশস্য তিবস্ তিব্যঃ পিণ্ডো দক্ষিণতঃ প্রতিস্থঃ চমসেভ্যঃ বেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ
উপাস্যেদুর্ন অত্র পিতরো মাদয়ন্স্ব যথাভাগম্ আব্বায়ন্স্ব ইতি ॥ ৬। [৫]

অনু.— (নরাশংস চমসগুলি বেদিতে) রাখা হলে (সবনীর) পুরোডাশের সর্বাংগে কোমল (অংশ) থেকে তিনটি তিনটি পিণ্ড (তৈরী করে নিয়ে চমসীরা) নিজ নিজ চমসের ডান দিকে কাছাকাছি (জায়গায় ঐ পিণ্ডগুলি নিজ) নিজ পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে ‘অত্র-’ (সূ.) এই (মন্ত্রে) নিক্ষেপ করবেন।

ব্যাখ্যা—পিতা, মাতা ইত্যাদি শব্দ সাপেক্ষ শব্দ। তাই ‘বেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ’ না বলে কেবল ‘পিতৃভ্যঃ’ বললেই চলত, তবুও তা বলায় সূত্রকারের এই অভিপ্রায়ই এখানে ব্যক্ত হচ্ছে যে, বিশেষ বলা না থাকলে সাপেক্ষ শব্দও যজ্ঞমানের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট বলে বুঝতে হবে। ৫/১৮/৪ সূত্রে তাই হোতার নয়, যজ্ঞমানের বিধিষ্ট ব্যক্তিকেই বুঝতে হবে।

সব্যাবৃত আয়ীপ্রীয়ং প্রাপ্য হবিন্ উজ্জিষ্টং সর্বে প্রাপ্তীযুঃ ॥ ৭। [৬]

অনু.— বাঁ দিকে ঘুরে আয়ীপ্রীয়ে এসে সকলে অবশিষ্ট আহতিদ্রব্য ভক্ষণ করবেন।

প্রাপ্য প্রতিগ্রস্প্য ॥ ৮। [৭]

অনু.— খেয়ে (মণ্ডপে) পুনঃপ্রবেশ করে।

ব্যাখ্যা—প্রবেশের পরে কি করণীয় তার জন্য পরবর্তী সূ. দ্র.।

অষ্টাদশ কতিকা (৫/১৮)

[সাবিত্রগ্রহ, বৈশ্বদেব শব্দ]

সাবিত্রেণ গ্রহেণ চরতি ॥ ১।

অনু.— সাবিত্রগ্রহ দ্বারা অনুষ্ঠান করেন।

অত্ৰুদ্ সেব্য সবিতা বন্দ্যো নু নো হোতা যকন্ সেব্য সবিতারং দমূনা সেব্য সবিতা বরোহ্যো দধন্ রত্না দক
পিতৃভ্য আহুনি। পিতাভ্ সোমঃ মমদং সেনমিষ্টরঃ পরিজ্ঞাতা চিত্ রমতে অস্য ধর্মশ্রুতি ॥ ২।

অনু.— (ঐ গ্রহে) ‘অত্ৰুদ্-’ (৪/৫৪/১), ‘হোতা-’ (সূ.), ‘দমূনা-’ (সূ.) এই মন্ত্রগুলি যথাক্রমে (অনুবাক্য, ধৈব এবং যাজ্য)।

ব্যাখ্যা—সম্পূর্ণ ধৈবমন্ত্রটি হল— ‘হোতা যকন্ সেব্য সবিতারং পরাসীবাং সাবিত্ পরাধ্বসং সুসাবিত্রম্ অসাবিত্

তদন্থে সূর্যতে যজ্ঞমান্য করন্ এবং সেবাঃ সবিতাঃ সূর্যতাং মন্দতাং বেতুঃ সিবতুঃ সোমং হোতৰ্বজ' (গ্ৰেবাধ্যায় ৪/১৪)। ঐ. ব্রা. ১৩/৫ অংশে যে যাজ্ঞ্যমন্ত্রটি পাই তা এই সূত্রে উদ্ধৃত যাজ্ঞ্যার সঙ্গে অভিন্ন।

বৰ্ণকৃতে হোতা বৈশ্বসেবং শত্ৰুং শংসেচ্ ॥ ৩।। [২]

অনু.— (সাবিত্রগ্রহের উদ্দেশ্যে) বৌবট্ উচ্চারণ করা হলে হোতা বৈশ্বসেব শত্ৰু পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— 'হোতা' বলার উদ্দেশ্য, ঋত্বিকেরা যদি সাময়িকভাবে একে অপরের কাজ করে সেন তাহলেও বৈশ্বসেব শত্ৰু পাঠ করতে হবে হোতাকে নিজেই। সূত্রে 'বৈশ্বসেবশত্ৰুং' পাঠও পাওয়া যায়।

সৰ্বা মিশো ধ্যামেচ্ জংশিষ্যন্। বস্যাং ঘেযো ন তাম্ ॥ ৪।। [৩]

অনু.— শত্ৰুপাঠ করতে থাকবেন (বলে আগে) সমস্ত দিক্কে ধ্যান করবেন। যে (দিকে যজ্ঞমানের) শত্ৰু (আছে) সেই (দিক্কে কিন্তু তিনি ধ্যান করবেন) না।

ব্যাখ্যা— ধ্যান বলতে এখানে বুঝতে হবে প্রাচী প্রভৃতি শব্দের দ্বারা সেই সেই দিকের মনন।

অধ্বৰ্যো শো শোংসাবোম্ ইতি তৃতীয়সবনে শত্ৰুদিদ্বাহাবঃ ॥ ৫।। [৪]

অনু.— তৃতীয়সবনে শব্দের আরম্ভে আহাব (হবে) 'অধ্বৰ্যো-' (সু.)।

তত্ সবিভুবীমহেংদ্যা নো দেব সবিভব্ ইতি বৈশ্বসেবস্য প্রতিপদ-অনুচরাব্ অভূদ্ দেব একস্মা চ দশভিষ্ চ বভূতে যাত্যাম্ ইতয়ে বিংশতা চ তিস্তিষ্ চ বহুসে ত্রিংশতা চ নিযুষ্টি বারবিহ তা বিমুখঃ। প্র দ্যাভেতি দৈৰ্ঘতমসং সূর্যপক্শুসূতয়ে তক্ষন্ রথময়ং বেনশ্চোদয়ত পুন্নিগৰ্ভা যেভ্যো মাতা মধুমত্ পিষতে পর এবা পিত্রে বিশ্বসেবার বৃক আ নো ভল্লাঃ ক্রতবো যন্ত বিধত ইতি নব বৈশ্বসেবম্ ॥ ৬।। [৫]

অনু.— বৈশ্বসেব (শব্দের) 'তত্-' (৫/৮২/১-৩), 'অদ্যা-' (৫/৮২/৪-৬) প্রতিপদ এবং অনুচর। (এ ছাড়া আছে) 'অভূদ্-' (৪/৫৪), 'একস্মা-' (সু.), দীর্ঘতমাঃ ঋষির 'প্র-' (১/১৫৯) এই (সূক্ত), 'সূর্যপ-' (১/৪/১), 'তক্ষন্-' (১/১১১), 'অয়ং-' (১০/১২৩/১), 'যেভ্যো-' (১০/৬৩/৩), 'এবা-' (৪/৫০/৬) (এবং) 'আ-' (১/৮৯/১-৯) ইত্যাদি নটি (মন্ত্র)। (এই হল) বৈশ্বসেব (শত্ৰু)।

ব্যাখ্যা— 'দৈৰ্ঘতমস' বলার বসিষ্ঠের 'প্র-' (১/৫৩) সূক্তটি এখানে গ্রাহ্য নয়। ৩নং সূত্রে 'বৈশ্বসেবং শত্ৰু' বলা সত্ত্বেও ৪-৫ নং সূত্র দ্বারা বিষয়টির ব্যবধান ঘটে গেছে বলে এই সূত্রে আবার তা 'মরণ' করিয়ে দেওয়ার জন্যই 'বৈশ্বসেবম্' বলতে হয়েছে। ঐ. ব্রা. ১৩/৬ অংশে 'সু-' এবং 'অয়ং-' এই দুই মন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বৈশ্বসেবায়িমারুতয়োঃ সূক্তেবু সাবিত্রাদিনিবিদো দধ্যাচ্ ॥ ৭।। [৬]

অনু.— বৈশ্বসেব এবং আয়িমারুত (শব্দের) সূক্তগুলিতে সাবিত্র প্রভৃতি নিবিদ্ব হাপন করবেন।

ব্যাখ্যা— নিবিদ্ব-অধ্যায়ে ৪-১১ নং অনুচ্ছেদে মোট আটটি নিবিদ্ব আছে। তার মধ্যে বৈশ্বসেবে চারটি, আয়িমারুতে তিনটি এবং ষোড়শী বাণে শেষ নিবিদ্বটি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

চতয়ো বৈশ্বসেবে ॥ ৮।। [৭]

অনু.— বৈশ্বসেব (শব্দের) চারটি নিবিদ্ব।

ব্যাখ্যা— (১) 'অভূদ্-' এই সূক্তে 'সবিতা দেবাঃ সোমন্ত সিবতুঃ হিরণ্যপাণিঃ সুজিহ্বাঃ। সুবাত্ত বহুরিঃ। ত্রিরহন্ সত্যসবনঃ।

যত্ প্রাসুদ্য বসুধিতী উভে জ্যোতী সৰীমনি। শ্রেষ্ঠং সাবিত্রম্ আসুবন্। সোপগ্রীং খেনুন্। বোদ্ধহারন্ অনড়াহন্। আশুং সপ্তিম্। জিবুং রথোতাম্। পুরন্ধিং যোবাম্। সডেয়ং যুবানম্। পরামীবাং সাবিষত্ পরাষণসেম্। সবিতা দেব ইহ শ্রবদ ইহ সোমস্য মতসত্। প্রেমাং দেবা দেবহুতিম্ অবতু দেব্যা ঘিরা। প্রেদং ব্রহ্ম প্রেদং কত্রম্। প্রেমাং সুষত্তং যজমানম্ অবতু। চিত্রাশ্চিৎপ্রাতিরাতিভিঃ। শ্রবদ ব্রহ্মাণ্যাবসা গমত্' এই সাবিত্র অর্থাৎ সবিত্-দেবতার নিবিদ পাঠ করতে হয়। এই জন্য এই সূক্তকে 'সাবিত্রনিবিধান' বলে। (২) 'প্র-' এই সূক্তে 'দ্যাবাপৃথিবী সোমস্য মতসতাম্। পিতা চ মাতা চ। পুত্রশ্চ প্রজ্ঞননঞ্চ। খেনুশ্চ ঋষভশ্চ। ধন্যা চ ধিষণা চ। সুরেতাশ্চ সুদুযা চ। শত্শ্চ মরোভূশ্চ। উর্জবতী চ পরবতী চ। রেতোধাশ্চ রেতোভূত। দ্যাবাপৃথিবী ইহ ঋতাম্ ইহ সোমস্য মতসতাম্। প্রেমাং দেবী দেবহুতিম্ অবতাং দেব্যা ঘিরা। প্রেদং ব্রহ্ম প্রেদং কত্রম্। প্রেমাং সুষত্তং যজমানম্ অবতাম্। চিত্রে চিত্রাতিরাতিভিঃ। শ্রুতাং ব্রহ্মাণ্যাবসা গমতাম্' এই নিবিদ বসবে। সূক্তটিকে তাই 'দ্যাবাপৃথিবীর নিবিধান' বলা হয়। (৩) 'ডক্শন্-' এই সূক্তে বসাতে হবে 'ঋভবো দেবাঃ সোমস্য মতসন্। বিষ্টী ঋশসঃ। কর্মণা সুহতাঃ। ধন্যা ধনিষ্ঠাঃ। শম্যা শমিষ্ঠাঃ। শচ্যা শচিষ্ঠাঃ। যে খেনুং বিশ্বজুবং বিশ্বরূপাম্ অরক্ষন্। অরক্ষন্ খেনুরভবদ বিশ্বরূপী। অমুক্তত হরী। অমুর্দেবা উপ। অমুক্তন্ সং কনীনাম্ অদত্তঃ। সংবতসরে ঋপসো যজিয়ং ভাগম্ আয়ন্। ঋভবো দেবা ইহ শ্রবমিহ সোমস্য মতসন্। প্রেমাং দেবা দেবহুতিম্ অবতু দেব্যা ঘিরা। প্রেদং ব্রহ্ম প্রেদং কত্রম্। প্রেমাং সুষত্তং যজমানম্ অবতু। চিত্রাশ্চিৎপ্রাতিরাতিভিঃ। শ্রবন্ ব্রহ্মাণ্যাবসা গমন্' এই নিবিদ। সূক্তটিকে তাই বলা হয় 'আর্ভব নিবিধান'। (৪) 'আ-' ইত্যাদি ন-টি মন্ত্রে 'বিধে দেবাঃ সোমস্য মতসন্। বিধে বৈশ্বানরাঃ। বিধে বিশ্বমহসঃ। মহি মহাত্তঃ। তন্মহা নেমথিতীবানঃ। আত্মাঃ পচতবাহসঃ। বাত আত্মানো অগ্নিভূতাঃ। যে দ্যাক পৃথিবীং চাতকুঃ। অপশ্চ ঋশ্চ। ব্রহ্ম চ কত্রঞ্চ। বর্হিশ্চ বেদিক্। যজ্ঞং চোন্ চাতুরিকম্। যে হ ত্রয় একাদশাঃ। ত্রয়শ্চ ত্রিংশচ্। ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা। ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রা। তাবজ্ঞোহভিবাচঃ। তাবজ্ঞো রতিবাচঃ। তাবতীঃ পত্নীঃ। তাবতীর্থাঃ। তাবজ্ঞ উদরণে। তাবজ্ঞো নিকেশনে। অতো বা দেবা ভূয়ানসঃ হ। মা বো দেবা অতিশসা মা পরিশসা বিক্ষি। বিধে দেবা ইহ শ্রবমিহ সোমস্য মতসন্। প্রেমাং দেবা দেবহুতিম্ অবতু দেব্যা ঘিরা। প্রেদং ব্রহ্ম প্রেদং কত্রম্। প্রেমাং সুষত্তং যজমানম্ অবতু। চিত্রাশ্চিৎপ্রাতিরাতিভিঃ। শ্রবন্ ব্রহ্মাণ্যাবসা গমন্' এই নিবিদ স্থাপন করতে হবে। ঐ ন-টি মন্ত্রকে তাই বলা হয় 'বৈশ্বদেব নিবিধান'।

উক্তরান্ তিন উক্তরে ॥ ৯ ॥ [৮]

অনু.— পরবর্তী তিনটি (নিবিদ) পরবর্তী (শব্দে স্থাপন করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— নিবিদ-অধ্যায়ের পরবর্তী তিনটি নিবিদ বসাতে হবে আগ্নিমারুত শব্দের তিন সূক্তে। ৫/২০/৬ সূত্রের ব্যাখ্যা ম্র।

সূক্তানাং তদ্বি দৈবতম্ ॥ ১০ ॥ [৯]

অনু.— যেহেতু সূক্তগুলির সেই দেবতা (নিবিদগুলিরও তাই সেই দেবতাই)।

ব্যাখ্যা— 'বি' প্রসিদ্ধি এবং নিমিত্ত দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয় বলে সূত্রের ভাষ্যপর্ব হচ্ছে— যেহেতু নিবিদ ও সূত্রের দেবতা সমান বলে প্রসিদ্ধ, নিবিদ ও সূক্ত একই দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত হয়, সেহেতু অগ্নিহুত প্রভৃতি বাগে শব্দে তিন দেবতার সূক্ত পড়তে হলে এই নিবিদগুলিতেও দেবতাবাদী শব্দগুলির প্রয়োজনমত 'উহ' (পরিবর্তন) করে দিতে হবে। অগ্নিহুতে তাই নিবিদে দেবতার নামের স্থানে সর্বদা 'অগ্নি' শব্দ প্রয়োগ করতে হবে।

দৈবতেন সূক্তান্তঃ ॥ ১১ ॥ [১০]

অনু.— দেবতা দ্বারা সূত্রের শেষ (হয়)।

ব্যাখ্যা— অগ্নিষ্টোমবাগে বৈশ্বদেব ও আগ্নিমারুত শব্দে সাতটি সূত্রের জন্য সাতটি নিবিদ নির্দিষ্ট হয়েছে। বনি বিকৃতিবাগে সূত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহলে বহুগুলি সূত্রের দেবতা সেখানে এক সেগুলিকে একটি সূক্ত ধরে সেই অনুযায়ী সূত্রের সংখ্যার সঙ্গে নিবিসের সংখ্যার সমতা রক্ষা করতে হবে।

ধ্যায়াশ্চ চাত্রৈকপাতিনীঃ ॥ ১২॥ [১১]

অনু.— এবং এখানে ধায়াগুলি একটি (করে মন্ত্রের) প্রতীক।

ব্যাখ্যা— বৈশ্বদেব ও অগ্নিমারুত শব্দে যে যে একটি একটি করে মন্ত্র আছে সেগুলি ধায়া। ধায়া বলার উদ্দেশ্য এই যে, সেগুলিতে ৫/১০/১৭ সূত্র অনুসারে আশ্রয় করতে হবে। বৈশ্বদেবশব্দের প্রসঙ্গ চলা সত্ত্বেও পরবর্তী (১৩নং) সূত্রে ‘বৈশ্বদেবে’ বলার বোঝা যাচ্ছে যে, এই সূত্রটি বৈশ্বদেব ও অগ্নিমারুত দুই শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

অদিতির্দ্যৌরদিতিরুত্তরিকম্ ইতি পরিদধ্যাত্ সর্বত্র বৈশ্বদেবে ॥ ১৩॥ [১২]

অনু.— সর্বত্র বৈশ্বদেব (শব্দে) ‘অদিতি-’ (১/৮৯/১০) এই (মন্ত্রে শব্দপাঠের) সমাপ্তি করবেন।

ব্যাখ্যা— ‘সর্বত্র’ বলার এই নিয়ম বিকৃতিবাগেও প্রযোজ্য। ঐ. ব্রা. ১৩/৭ অংশেও এই মন্ত্রেই শব্দপাঠ সমাপ্ত করতে বলা হয়েছে।

ষিঃ পশ্ছোঃ ধর্চশঃ সন্ধু ভূমি উপস্পৃশন্ ॥ ১৪॥ [১২]

অনু.— দু-বার পাদে পাদে (এবং) একবার অর্ধমন্ত্রে (অর্ধমন্ত্রে বিরাম নিয়ে) ভূমি স্পর্শ করে থেকে (এ শেষ মন্ত্রটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— শেষ মন্ত্রটি সামিধেনীর মতো তিনবার পাঠ করতে হবে। মাটি ছুঁয়ে থেকেই তিনবার মন্ত্রটিকে পাঠ করতে হয়। তার মধ্যে দু-বার ঐ মন্ত্রের প্রত্যেক পাদে এবং শেষ বার অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে থামতে হয়। ঐ. ব্রা. ১৩/৭ অংশেও এই একই নির্দেশ পাওয়া যায়।

উক্থং বাচীজ্ঞান দেবোতা আ শ্রনৈত্য ত্বেতি শব্দা জপেদ্ ॥ ১৫॥ [১৩]

অনু.— শব্দ পাঠ করে ‘উক্থং-’ (সু.) এই (মন্ত্র) জপ করবেন।

বিধে দেবাঃ শৃণুতেমং হবং ম ইতি যাজ্ঞা ॥ ১৬॥ [১৩]

অনু.— (এই গ্রন্থে) ‘বিধে-’ (৬/৫২/১৩) যাজ্ঞা।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ১৩/৭ অংশেও এই বিধানই দেওয়া হয়েছে। শা. ৮/৩/১৯ সূত্রেও তাই পাই।

উনবিংশ কণ্ডিকা (৫/১৯)

[সৌম্যচর, দ্ব্যুতযাজ্ঞা, পাত্নীবত গ্রন্থ]

স্বং সোম পিতৃভিঃ সখবিদান ইতি সৌম্যস্য যাজ্ঞা ॥ ১ ॥

অনু.— সোম-দেবতার (চরুযাগের) যাজ্ঞা ‘স্বং-’ (৮/৪৮/১৩)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ১৩/৮ সূত্রের নির্দেশও তাই।

স্বং দ্ব্যুতযাজ্ঞাভ্যাম্ উপাংসুতরতঃ পরিবজতি ॥ ২ ॥

অনু.— সেই (যাগের) দু-দিকে উপাংসুতরতঃ দুই দ্ব্যুতযাজ্ঞা দ্বারা অনুষ্ঠান করেন।

ব্যাখ্যা— সৌম্য চরুবাগের আগে এবং পরে একটি করে যুতহোমের অনুষ্ঠান করতে হয়। প্রথম যুতহোমে অগ্নি এবং দ্বিতীয় যুতহোমে বিষ্ণু সেবতা- কা. শ্রী. ১০/৬/৮-১২ ব্র.। বিকল্পে আগে অথবা পরে একবারই যুতহোম করা চলে। ঐ. ব্রা. ১৩/৮ অংশেও দুটি যুতযাজ্য্যার এবং সৌম্য চরুবাগের উল্লেখ আছে।

যুতাহবনো যুতপুষ্ঠো অগ্নির্যুতে শ্রিতো যুতশস্য ধাম। যুতপুষ্ণ্বা হরিতো বহন্ত যুতং শিবন্ যজসি দেব
সেবান্ ইতি পুরস্তাত্। উরু বিকো বিক্রমবোরুকরায় নকুধি। যুতং যুতবোনে শিব প্র যজপতিং
তিরেক্ষ্যপরিষ্টাত্। অন্যতরতশ্ চেন্দ অগ্নাবিষ্ণু মহি ধাম শ্রিয়ং বাম ইত্থাপাংধেব ॥ ৩১ ॥

অনু.— আগে ‘যুতা-’ (সু.), পরে ‘উরু-’ (সু.) এই (মন্ত্রে যুতহোম করবেন)। যদি কোন একদিকে (হোম করেন তাহলেও) উপাংশবশতই ‘অগ্না-’ (সু.) এই (বিশেষ মন্ত্রে যুত আহুতি দেবেন)।

ব্যাখ্যা— যদি অহর্গণে ‘অবিবাক্য’ দিনের অনুষ্ঠান হয় তাহলে কিন্তু ৮/১২/১১ সূত্র অনুযায়ী প্রত্যেক দিন আগে ও পরে একটি করে মোট দুটি যুতযাজ্য্যারই অনুষ্ঠান করতে হবে, কোন বিকল্প হবে না। ‘এব’ শব্দটি ‘পৌনর্বচনিক’ অর্থাৎ, অবশ্যতা বোধাবার জন্য পুনরাবৃত্তিমূলক।

আহুতং সৌম্যং পূর্বম্ উদগাতৃত্যো গৃহীত্বাবেকেত। যত্ তে চক্ষুদিবি যত্ সুপর্ণে যেনৈকরাজ্যমজয়ো
হিনা। দীর্ঘং যজ্ঞকুরদিতেরনন্তং সোমো নুচক্ষা মগ্নি তদ্ দধাতিতি ॥ ৪ ॥

অনু.— (অধ্বর্যু দ্বারা) আনীত সোমদেবতার (চরুকে) উদগাতাদের (গ্রহণ করার) আগে (অধ্বর্যুর কাছ থেকে নিজে) নিয়ে ‘যত্-’ (সু.) এই (মন্ত্রে সেই চরুকে) দেখবেন।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ১৩/৮ অংশেও এই একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তবে সেখানে মন্ত্রটির কোন উল্লেখ নেই।

অগ্ন্যান্ হসিন্শ্বক্ ত্রত্বশ্পগ্ বর্চোথা বর্চো অশ্বাসু থেহি। যন্ মে মনো যমং গন্তং যদ্ বা মে অপরাগতম্।

রাজা সোমেন তদ্ বরমশ্বাসু ধারয়ামসি। ভদ্রং কশেতিঃ শৃণুয়াম দেবা ইতি চ ॥ ৫ ॥

অনু.— (দেবার সময়ে ঐ যুতগ্নত চরুতে নিজের ছায়া) না দেখতে পেলে ‘হদি-’ (সু.) এবং ‘ভদ্রং-’ (১/৮৯/৮) এই (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

অঙ্গুষ্ঠোপকনিষ্ঠিকাত্যাম্ আজ্যেনাক্ষিণী আজ্যচ্ছন্দোদেভ্যঃ প্রযজ্ঞেহ ॥ ৬ ॥

অনু.— (চরু থেকে আজ্য নিয়ে) অঙ্গুষ্ঠ ও অনাক্ষিকা দিয়ে দুই চোখে আজ্য লেপন করে সামবেদীদের উদ্দেশে (অর্পণ করার জন্য ঐ চরু অধ্বর্যুর হাতে ফেরত) দেবেন।

ব্যাখ্যা— প্রসঙ্গত কা. শ্রী. ১০/৬/১৩ ব্র.। ‘আজ্য’ হলে পাঠান্তর পাওয়া বার ‘অজ্য’।

বিস্ততেষু শালাকেদ্বায়ীন্ধ্যা পাত্নীবতস্য যজ্ঞোত্তিরয়ো সরথং বাহ্যর্বাণ্ড ইত্থাপাংধেব ॥ ৭ ॥

অনু.— শলাকর অগ্নিগুলি (যিবেক) স্থাপন করা হলে আয়ীন্ধ্য উপাংশবশতই ‘ঐতি-’ (৩/৬/৯) এই মন্ত্রে পাত্নীবত (গ্রহের) যাজ্য পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— শালাক = শলাকাসমূহং পর অর্থাৎ তিনটি তিন দর্ভের গুচ্ছ দ্বারা প্রস্থাপিত বিকায় অগ্নি (কা. শ্রী. ১০/৬/১৪ ব্র.)। সূত্রে ‘এব’ বলার উদ্দেশ্য এই, প্রথমে উক্তভাবে হলেও যাজ্য উপাংশবশতই পাঠ করতে হবে। ঐ. ব্রা. ২৬/৩ অংশেও আয়ীন্ধ্যকে উপাংশবশত আহুতি দিতে বলা হয়েছে।

নেষ্টারং বিসংহিতসংকরখানুপ্রশস্য ভস্টোদ্যম্ উপবিশ্য ভকয়েহ ॥ ৮ ॥

অনু.— বিসংহিতসংকর দিয়ে নেষ্টার গিহন গিহন (সদোমগুপে) এসে (আয়ীন্ধ্য) ভাঁর কোলে বসে (পাত্নীবতের অবশিষ্ট অংশ) ভক্ষণ করবেন।

ব্যাখ্যা—কা. শ্রৌ. ১০/৬/২২ সূত্র অনুযায়ী ববট্কার এবং উপহব আয়ীত্বীয়েই করা হয়। ঐ. ব্রা. ২৬/৩ অংশেও নেট্টার উপহ্বে বসে ভক্ষণ করতে বলা হয়েছে। আচার্য সাধারণ অবশ্য ‘উপহ্বে’ নামের অর্থ করেছেন সেখানে ‘সমীপে’। যদিও শাস্ত্রান্তরে ‘নোপহ্বে আসীত’ বলে উপহ্বে (= কোলে) বসা নিষেধ করা হয়েছে, তবুও উপহ্বেই বসবেন। ‘অস্য সূত্রকারস্যান্যা ক্রুতির্ মূলম্ অসীতি অনুমীমহে’ (না.)।

বিংশ কণ্ডিকা (৫/২০)

[আগ্নিমারুত শব্দ]

অথ মথৈতম্ ॥ ১ ॥

অনু.—এর পর যেমনভাবে এসেছেন (তেমনভাবে আগ্নীত্বীর দিক দিকে সঙ্গোমগুপে ফিরে যাবেন)।

ব্যাখ্যা—সঙ্গোমগুপ থেকে যে-পথ ধরে এসেছিলেন সে-পথ ধরে ফিরে গেলে তার পরে আগ্নিমারুতশব্দ আরম্ভ করা হয়।

বভ্যগ্রম্ আগ্নিমারুতম্ ॥ ২ ॥

অনু.—আগ্নিমারুত (শব্দ) খুব দ্রুত (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—বভ্যগ্র = সু(অতি) + অভ্যগ্র (দ্রুত)। উচ্চারণের বৃষ্টি বা গতি বিলম্বিত, মধ্যম এবং দ্রুত এই তিন প্রকার। বিলম্বিতের বিশৃণ দ্রুত মধ্যম বৃষ্টি এবং তিনগুণ দ্রুত হচ্ছে দ্রুত বৃষ্টি। সাধারণত মধ্যম বৃষ্টিতে মন্ত্র পাঠ করার কথা, কিন্তু এই শব্দে খুবই দ্রুত বৃষ্টিতে তা পাঠ করবেন। “অভ্যগ্রম্ আগ্নিমারুতস্যাপোহিষ্ঠীয়াঃ পরিহণ্য” — শা. ৮/৭/২০।

তস্যাদ্যাং পচ্ছ ঋগ্-ঋগাবানং পচ্ছতশস্য চৈত্ ॥ ৩ ॥

অনু.—(আগ্নিমারুতের) প্রথম (মন্ত্রকে) ঋগাবান (করে) পাঠ করবেন। যদি পাদে পাদে ধেমে পড়তে হয় (তাহলে) পাদে পাদে (ধেমে পড়বেন)।

ব্যাখ্যা—পাদে পাদে ধামলেও ঋগ্ ফেলবেন না—‘পাদে পাদে অবসায় অনুচ্ছসমেব শংসেত্’ (বৃষ্টি)। সুত্রে ‘পচ্ছ’ পদটি তৃতীয় স্থানে না থেকে শেষে থাকলে অর্থের পক্ষে সুবিধা হত বলে মনে হয়। ‘ঋগাবান’ করে পাঠ করলে মন্ত্রের শেষে ধামতে হবে।

অর্থচশ ইতরাম্ ॥ ৪ ॥

অনু.—অন্য (মন্ত্রকে) অর্থমন্ত্রে (ধেমে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—যদি ঐ প্রথম মন্ত্রটি পাদে পাদে ধেমে পড়ার যোগ্য মন্ত্র না হয়ে অর্থমন্ত্রে অর্থমন্ত্রে ধেমে পড়ার যোগ্য হয় তা হলে তাই পড়বেন, কিন্তু ঋগ্ ফেলবেন না।

সম্ভবানম্ উক্তমেন বচনেন ॥ ৫ ॥

অনু.—শেষ আবৃত্তির সঙ্গে (পরবর্তী মন্ত্রের কিন্তু) সংযোগ (হবে)।

ব্যাখ্যা—শব্দের প্রথম মন্ত্রটি সামিধেয়ীর মতো তিনবার পড়তে হবে। প্রত্যেক আবৃত্তির শেষে ঋগাবানের (৩ নং সূ. ম.) জন্য ধামতে হয়, কিন্তু তৃতীয় আবৃত্তির শেষে না ধেমে পরবর্তী অর্থাৎ বিহিত মূল বিতীয় মন্ত্রের সঙ্গে একতানা পড়ে যাবেন।

বৈশ্বানরায় পৃথুপাজসে শং নঃ করত্যাৰ্যতে প্রতক্ষসঃ প্রতবসো যজ্ঞাযজ্ঞা বো অগ্নয়ে দেবো বো ব্রবিণোদা ইতি
 প্রগাথৌ স্তোত্রিয়ানুরূপৌ প্র তব্যসীং নব্যসীমাপো হি তেতি তিস্রো বিয়তম্ অপ উপস্পৃশন্ অধারক্লেষপাবৃতিরক্ষ
 ইদম্-আদি প্রতিপ্রতীকম্ আহ্বানম্ উত নোহির্বৃধ্যাঃ শৃণোতু দেবানাং পত্নীক্লশতীরবন্ত ন ইতি
 যে রাকামহম্ ইতি যে পাবীরবী কন্যা চিত্রায়ুরিমং যম প্রস্তরমা হি সীদ মাতলী কবৈর্যমো
 অঙ্গিরোভিরুদীরাতমবর উত পরাস আহং পিতৃন্ তসুবিদজ্ঞা অবিহসীদং পিতৃভ্যো
 নমো অবুদ্য স্বাদুক্ষিণায়ম্ ইতি চতস্রো মধ্যে চাহ্বানং মদামো দৈব মোদামো
 দৈবোম্ ইত্যাসাং প্রতিগরৌ যয়োরোজসা কুভিতা রজ্যাসি বীর্ষেভীর্বারতমা
 শবিত্তা। যা পত্যেতে অপ্রতীতা সাহোভির্বিষ্ণুঃ অগন্ বরুণা পূর্বহুতৌ।
 বিষ্ণোৰ্ণু কং বীৰ্যাপি প্র বোচং তস্তুং তস্তন্ রজসো ভানুমষিহ্যোবা
 ন ইম্রো মঘবা বিরপ্পীতি পরিদখ্যাত ভূমি উপস্পৃশন্ ॥ ৬॥

অনু.— (আগ্নিমারুত শব্দে) 'বৈশ্বা-' (৩/৩), 'শং-' (১/৪৩/৬), 'প্রত-' (১/৮৭)। 'যজ্ঞা-' (৬/৪৮/১,২),
 'দেবো-' (৭/১৬/১১,১২) এই দুই প্রগাথ স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ। 'প্র-' (১/১৪৩)। 'আপো-' (১০/৯/১-৩) এই
 তিনটি (মন্ত্র) থেমে থেমে জল স্পর্শ করে থেকে (পাঠ করবেন)। (উদ্গাতা প্রভৃতি ঋত্বিকেরা নিজের নিজের মাথার
 আচ্ছাদন খুলে নিজেকে নিজেকে) স্পর্শ করলে (হোতা) নিজের মাথার আচ্ছাদন খুলে ফেলবেন। এইখান থেকে
 প্রত্যেক প্রতীকে আহাব (করতে হবে)। 'উত-' (৬/৫০/১৪), 'দেবানাং-' (৫/৪৬/৭,৮) ইত্যাদি দু-টি (মন্ত্র), 'রাক্-'
 (২/৩২/৪,৫) ইত্যাদি দু-টি (মন্ত্র), 'পাবী-' (৬/৪৯/৭), 'ইমং-' (১০/১৪/৪), 'মাতলী-' (১০/১৪/৩), 'উদী-'
 (১০/১৫/১), 'আহং-' (১০/১৫/৩), 'ইদং-' (১০/১৫/২), 'স্বাদু-' (৬/৪৭/১-৪) ইত্যাদি চারটি (মন্ত্র) এবং (এই
 চার মন্ত্রের) মাঝে আহাব (হবে)। এই (মন্ত্রগুলির) প্রতিগর 'মদামো দৈব' (এবং) 'মোদামো দৈবোম্'। (শব্দের
 অন্যান্য মন্ত্র) 'যয়ো-' (সু.), 'বিষ্ণো-' ((১/১৫৪/১), 'তস্তুং-' (১০/৫৩/৬)। মাটি স্পর্শ করে থেকে 'এবা-'
 (৪/১৭/২০) এই (মন্ত্রে শব্দপাঠ) শেষ করবেন।

ব্যাখ্যা— বিয়ত = বি-যম্ + ত্ত (= ত) = টেনে টেনে, থেমে থেমে, ধীরে ধীরে। অপাবৃতিরক্ষ = যাঁর মাথার আচ্ছাদন
 খোলা হয়েছে। মাথার আচ্ছাদন খোলার কথা বলায় বোঝা যাচ্ছে যে, এই শব্দের পূর্ববর্তী যে স্তোত্র সেই স্তোত্রের উপাকরণের
 সময় থেকে শুরু করে এতক্ষণ পর্যন্ত সকলে নিজের নিজের মাথা কাগড় দিয়ে ঢেকেই রেখে ছিলেন (আপ. শ্রী. ১৩/১৫/৫
 দ্র.)। উদ্গাতা প্রভৃতি ঋত্বিকেরা নিজের স্পর্শ করলে হোতা নিজের মাথার ঢাকা খুলে ফেলবেন। ইদম্-আদি = এই 'আপো-'
 ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র থেকে শুরু করে। 'আপো-' তুচ থেকে সূত্রে উদ্ধৃত প্রত্যেক প্রতীকে আহাব করতে হয়। 'স্বাদু-' ইত্যাদি চারটি
 মন্ত্রের মাঝে আহাব হবে। এই চারটি মন্ত্রে অবসানস্থলে 'মদামো দৈব' এবং প্রলব- উচ্চারণের ক্ষেত্রে 'মোদামো দৈবোম্' হবে
 প্রতিগর। শব্দের 'স্বাদু-' মন্ত্রগুলিতে প্রযোজ্য ('মদা-' এবং) 'মোদা-' এই প্রতিগর শব্দসম্পর্কিত 'মুতাদিঃ-' (৫/৯/৬ সু.) এই
 সাধারণ সূত্রের অপবাদ বা প্রতিসূত্র বা বাধক। শব্দের আহাবের প্রণবে প্রযোজ্য 'প্রণবে-' (৫/৯/৭ সু. জ.) এই বিশেষ প্রতিগরও
 'মুতাদিঃ-' সূত্রেরই অপবাদ, 'মোদা-' সূত্রের অপবাদ নয়, কারণ এক অপবাদবিধি অন্য কোন এক অপবাদবিধির বাধক ও তার
 অপেক্ষায় বলবান নয়; এক অপবাদবিধি অপর এক অপবাদের অপেক্ষায় নয়, হ্রস্বের অপেক্ষায়ই বেশী বলবান। অথবা দুটি
 অপবাদবিধির মধ্যে তুলনায় 'প্রণবে-' এই বিধিটি বহুব্যাপী বা অপেক্ষাকৃত বিস্তারধর্মী বলে সাধারণ সূত্র এবং তাই অল্পস্থানে (গুধু
 স্বাদুক্ষিণীয় মন্ত্রে) প্রযোজ্য 'মোদা-' এই অপবাদ সূত্রের অপেক্ষায় তা দুর্বল। কেবল স্বাদুক্ষিণীয় মন্ত্রগুলিতেই নয়, মন্ত্রের আহাবের
 ক্ষেত্রেও যখন প্রণব উচ্চারণ করা হবে তখনও তাই 'প্রণবে-' সূত্র অনুযায়ী প্রণব নয়, বর্তমান সূত্র অনুযায়ী 'মোদামো দৈবোম্'-ই
 হবে প্রতিগর। সূত্রে 'ইদমাদি-' অংশে শব্দের অন্তর্গত যে মন্ত্রগুলির ক্ষেত্রে আহাব বিধান করা হয়েছে তার মধ্যে 'রাক্-' ইত্যাদি
 দুটি মন্ত্র ছাড়া অন্য মন্ত্রগুলিতে ৫/১০/১৭, ১৯, ২২ সূত্র অনুসারে এবং এই সূত্রের মধ্যে উল্লিখিত 'মধ্যে চাহ্বানম্' নির্দেশ
 অনুসারেই আহাব হতে পারে এবং 'রাকামহম্-' প্রতীকে আহাবের জন্য ৫/১০/২২ সূত্রেই 'রাক্‌বৃচে চ' এইভাবে নির্দেশ দেওয়া যেতে

পারত। সূত্রকার কিন্তু তা না করে এই সূত্রে ‘ইদমাদি-’ বলায় বোঝায় যাচ্ছে যে, এই আহাব বৈকল্পিক। ‘সাকা-’ ইত্যাদি দু-টি মন্ত্রে তাই আহাব না করলেও চলে। অন্য মন্ত্রগুলির ক্ষেত্রে ৫/১০/১৭, ১৯, ২২ সূত্র অনুযায়ী আহাব হবেই। এই আশ্মিনাক্রুত শব্দে (১) ‘বৈশ্বা-’ সূক্তে “অগ্নির্বৈশ্বানরঃ সোমস্য মত্‌সত্। বিশ্বেষাং দেবানাং সমিত্। অভ্যং দেব্যং জ্যোতিঃ। যো বিড়ভ্যো মানুষীভ্যোহসীদেৎ। দ্যাবু পূর্বাসু সিদ্যুতানঃ। অজর উষসাম্‌ অনীকে। আ যো দ্যাং ভাত্যা পৃথিবীম্‌ উর্বন্তরিক্ষম্। জ্যোতিষা যজ্ঞায় শর্ম যংসত্। অগ্নির্বৈশ্বানর ইহ শ্রবদ্‌ ইহ সোমস্য মত্‌সত্। প্রেমাং দেবো দেবহুতিম্‌ অবতু দেব্যা ধিয়া। প্রেদং ব্রহ্ম প্রেদং ক্ষত্রম্। প্রেমং সুষন্তং যজ্ঞমানম্‌ অবতু। চিত্রশ্চিত্রাভিরুতিভিঃ। শ্রবদ্‌ ব্রহ্মাণ্যাবসা গমত্‌”— এই নিবিদ্যুটি পাঠ করবেন। এই সূক্তটিকে বলা হয় ‘বৈশ্বানরীয় নিবিদ্যান’। (২) ‘প্র-’ এই মারুতনিবিদ্যান সূক্তে “মরুতো দেবাঃ সোমস্য মত্‌সন্। সুষ্টুভঃ স্বকাঃ। অর্কস্তুভো বৃহদবয়সঃ। শূরা অনাশুস্তরথাঃ। দ্বেষাসঃ পৃথিমাতরঃ। শূভ্রা হিরণ্যখাদয়ঃ। তবসো ভস্মদিষ্টয়ঃ। নভস্যো বর্ষনির্গিজঃ। মরুতো দেবা ইহ শ্রবমিহ সোমস্য মত্‌সন্। প্রেমাং দেবো দেবহুতিম্‌ অবতু দেব্যা ধিয়া। প্রেদং ব্রহ্ম প্রেদং ক্ষত্রম্। প্রেমং সুষন্তং যজ্ঞমানম্‌ অবতু। চিত্রশ্চিত্রাভিরুতিভিঃ। শ্রবদ্‌ ব্রহ্মাণ্যাবসাগমন্” এই নিবিদ্যুটি পাঠ করবেন। (৩) ‘প্র-’ এই ‘জাতবেদস্য নিবিদ্যান’ সূক্তে পাঠ্য নিবিদ্যুটি হল “অগ্নিজাতবেদাঃ সোমস্য মত্‌সত্। স্বনীকশ্চিত্রভানুঃ। অপ্রোবিবানু গৃহপতিস্তিরস্তমাংসি দর্শতঃ। দ্বুতাহবন ঈডাঃ। বহ্লবর্জ্যতযজ্ঞা। প্রতীত্যা শব্রন্‌ জেতাপরাজিতঃ। অগ্নে জাতবেদোহ্‌ ভিদ্যুন্‌ অতি সহ আযচ্ছব্। তুশো অণুশঃ। সমিদ্ধারং স্তোতারম্‌ অংহসম্পাহি। অগ্নিজাতবেদো ইহ শ্রবদ্‌ ইহ সোমস্য মত্‌সত্। প্রেমাং দেবো দেবহুতিম্‌ অবতু দেব্যা ধিয়া। প্রেদং ব্রহ্ম প্রেদং ক্ষত্রম্। প্রেমং সুষন্তং যজ্ঞমানম্‌ অবতু। চিত্রশ্চিত্রাভিরুতিভিঃ। শ্রবদ্‌ ব্রহ্মাণ্যাবসা গমত্‌”। লক্ষণীয় যে, শব্দ স্তোত্রিয় তুচ দিয়েই শুরু হওয়ার কথা, কিন্তু এখানে তা হয় নি। এই প্রসঙ্গে যাজ্ঞিকদের “এবাং লোকানাং রোহেণ সবনানাং রোহ আন্নাতো রোহাৎ প্রত্যবরোহশ্‌ চিকীর্ষিতস্‌ তামনুকৃতিং হোতাম্মিনাক্রুতে শব্দে বৈশ্বানরীয়েণ সূক্তেন প্রতিপদ্যতে। সোহপি ন স্তোত্রিয়ম্‌ আত্রিয়েতাম্নেয়ো ই ভবতি। তত আগচ্ছতি মধ্যাহ্নান্য দেবতা রুদ্রশ্‌ চ মরুতশ্‌ চ। ততোহগ্নিম্‌ ইহহ্বানম্‌ অত্রৈব স্তোত্রিয়ং শংসতি” (নি. ৭/২০/৭, ৮) মন্তব্যটিও উল্লেখ্য। ঐ. ব্রা. ১৩/১০-১৪ অংশের সঙ্গে এই সূত্রের সব মন্ত্রেরই অভিন্নতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ‘সাদুক্ষিলা-’ মন্ত্রগুলির ক্ষেত্রে মন্তব্য প্রতিগরের নির্দেশ ব্রাহ্মণেও (১৩/১৪) রয়েছে। “বিয়তং শব্রং বৈশ্বদেবস্য”— শা. ৮/৭/১৯। আশ্মিনাক্রুত শব্দে কোথায় কোথায় আহাব হয় তার নির্দেশ দিয়েছেন শা. তাঁর ৮/৭/১১-১৮ সূত্রে।

উক্তমেন বচনেন ধ্রুবাবনয়নং কাঙ্ক্ষকত্‌ ॥ ৭ ॥

অনু.— (শেষ মন্ত্রের) শেষ আবৃত্তি দ্বারা (হোতৃচমসে) ধ্রুবের অবনয়ন আকাঙ্ক্ষা করবেন।

ব্যাখ্যা— পরিধানীয়া মন্ত্র সামিধেনীর শেষমন্ত্রের মতো তিনবার পড়তে হয়। ধ্রুবগ্রহের সোম হোতৃচমসে ঢালা না হলে ঐ মন্ত্রের দ্বিতীয় আবৃত্তির শেষ পাদটির আগে থেমে যাবেন। ঢালা হলে অবশিষ্ট অংশ পাঠ করবেন। ঢেলে রাখার কথা শব্দসমাপ্তির আগেই। তা না হয়ে আগে থাকলে এই নিয়ম।

উক্থং বাচীক্ষ্যাম দেবেভ্য আশ্রুতায় দ্বৈতি শব্দা জপেত্‌ ॥ ৮ ॥

অনু.— শব্দ পাঠ করে ‘উক্থং-’ (সু.) এই (মন্ত্র) জপ করবেন।

অগ্নে মরুত্তিঃ শুভ্রমস্তির্ধকভিরু ইতি যাজ্ঞ্যা ॥ ৯ ॥ [৮]

অনু.— ‘অগ্নে-’ (৫/৬০/৮) এই (মন্ত্রটি) যাজ্ঞ্যা।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ১৩/১৪ অংশেও এই মন্ত্রই বিহিত হয়েছে।

ইত্যস্তোহগ্নিস্তোমোহগ্নিস্তোমঃ ॥ ১০ ॥ [৮]

অনু.— এই পর্বস্ত অগ্নিস্তোম।

ব্যাখ্যা— অগ্নিস্তোমের সমাপ্তি এখানেই। এই পর্বস্ত যে সোমবাগের কথা বলা হল তার নাম ‘অগ্নিস্তোম’।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম কণ্ডিকা (৬/১)

[উক্তা]

উক্ত্যে তু হোত্রকাণাম্ ॥ ১ ॥

অনু.— উক্তা যাগে কিন্তু (তৃতীয় সবনে) হোত্রকদের (-ও শব্দ থাকে)।

ব্যাখ্যা— হোত্রকদের শব্দগুলি কি তা পরবর্তী সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

এহু যু ব্রবাণি ত আগ্নিরগামি ভারতশ্চবর্ণীধৃতমস্তৃদ্ধাদ্ দ্যামসুর ইতি তৃচাব্ ইন্দ্রাবরুণা যুবমা বাৎ
রাজানাবিন্দ্রাবরুণা মধুমত্তমস্যেতি যাজ্ঞা। বয়মু দ্ব্যামপূর্বা যো ন ইদমিদং
পুরেতি প্রগাথৌ সর্বাঃ ককুভঃ প্র মংহিষ্ঠায়োদপ্রতোহচ্ছা ম ইন্দ্রং বৃহস্পতে
যুবমিন্দ্রশ্চ বন্ধ ইতি যাজ্ঞা। অধা হীন্দ্র গির্বণ ইয়ন্ত ইন্দ্র গির্বণ ঋতুজনিদ্রী নু
মর্তো ভবা মিত্রঃ সং বাৎ কর্মণেন্দ্রাবিষ্ণু মদপতী মদানাম্ ইতি যাজ্ঞা ॥ ২ ॥

অনু.— [ক] (মৈত্রাবরুণের পাঠ্য শব্দ) 'এহু-' (৬/১৬/১৬-১৮), 'আগ্নি-' (৬/১৬/১৯-২১), 'চবর্ণী-' (৩/৫১/১-৩), 'অন্ত-' (৮/৪২/১-৩) এই দু-টি তৃচ, 'ইন্দ্রা-' (৭/৮২), 'আ বাৎ-' (৭/৮৪)। 'ইন্দ্রা-' (৬/৬৮/১১) এই (মন্ত্রটি) যাজ্ঞা।

[খ] (ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর পাঠ্য শব্দ) 'বয়মু-' (৮/২১/১,২), 'যো-' (৮/২১/৯,১০) এই দুই প্রগাথ— সবগুলি (মন্ত্রই) ককুপ্. 'প্র-' (১/৫৭), 'উদ-' (১০/৬৮), 'অচ্ছা-' (১০/৪৩)। 'বৃহ-' (৭/৯৭/১০) যাজ্ঞা।

[গ] (অচ্ছাবাকের পাঠ্য শব্দ) 'অধা-' (৮/৯৮/৭-৯), 'ইয়-' (৮/১৩/৪-৬), 'ঋতু-' (২/১৩), 'নু-' (৭/১০০), 'ভবা-' (১/১৫৬), 'সং-' (৬/৬৯)। 'ইন্দ্রা' (৬/৬৯/৩) যাজ্ঞা।

ব্যাখ্যা— 'সর্বাঃ ককুভঃ' বলায় স্তোত্রে সামবেদীদের মতো শব্দে ব্রাহ্মণাচ্ছংসীকেও সূত্রনির্দিষ্ট ঐ দুটি প্রগাথকে দু-টি ককুপ্‌ত্বের পরিণত করে পাঠ করতে হবে। এখানে দ্রষ্টব্য যে, ঐ দুই প্রগাথে দুটি মন্ত্রেই পাদের অক্ষরবিন্যাস হচ্ছে ৮, ১২, ৮ + ১২, ৮, ১২, ৮। তার মধ্যে প্রথম মন্ত্রের শেষ পাদকে এবং দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদকে পুনরাবৃত্তি করলে (৫/১৫/৮ সূ. দ্র.) ৮, ১২, ৮। ৮, ১২, ৮। ৮, ১২, ৮ এইভাবে ককুপ্‌ছন্দের তৃত্যেই তা পরিণত হয়। তবুও সূত্রে 'সর্বাঃ ককুভঃ' বলায় 'হোত্রকাশ্চ-' (৫/১৫/১৩) এই নিয়মটি শুধু বার্তত প্রগাথের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। 'সর্বাঃ' বলায় আলোচ্য বিধানটি সকল কাকুভপ্রগাথের ক্ষেত্রেই অনুসরণীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তিন ঋত্বিকেরই প্রথম প্রতীকটি যথাক্রমে সাকমন্ধ, সৌভর এবং নার্মেধ সামের যোনি অর্থাৎ উদগাতারা তিন উক্ত্যস্তোত্রে ঐ প্রতীকগুলিতে নির্দিষ্ট মন্ত্রেই এই সামগুলি গান করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সস্ত্রের অন্তর্গত উক্ত্যযাগে তৃতীয়সবনে হোত্রকদের স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ হবে কিন্তু ৭/৮/১-৪ সূত্রে উল্লিখিত মন্ত্রগুলি। ঐ ব্রা. ১৫/৫ অংশে 'এহু যু-' মন্ত্রটির উল্লেখ পাওয়া যায়। ২৮/৭ অংশে তিন হোত্রকের পাঠ্য শব্দের যে অন্তিম মন্ত্র নির্দিষ্ট হয়েছে তার সঙ্গে ঐ সূত্রের নির্দেশ সঙ্গতিপূর্ণই। শা. ৯/২ অনুযায়ী মৈত্রাবরুণের শব্দে কোন পার্থক্য নেই। শা. ৯/৩ অনুযায়ী ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর শব্দে স্তোত্রিয় ও অনুরূপে এবং যাজ্ঞায় কোন ভেদ নেই। পাঠ্য অন্য মন্ত্রগুলি হল সেখানে ১/৫৭/১-৩; ৬/৭৩/১-৩; ১০/৪২/১-১০; ১০/৬৮; ১০/৪২/১১। শা. ৯/৪ অনুসারে অচ্ছাবাকের শব্দে স্তোত্রিয় ও যাজ্ঞা অভিন্ন। অন্য মন্ত্রগুলি হচ্ছে ৮/৯৮/১০-১২; ২/১৩; ১/১৫৪, ১৫৫; ৬/৬৯।

ইত্যন্ত উক্ত্যঃ ॥ ৩ ॥

অনু.— উক্ত্য এই পর্যন্ত (-ই)।

ব্যাখ্যা— উক্ত্যে এইটুকুই ঔপদেশিক অর্থাৎ প্রত্যক্ষবিধান বা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, বাকী অংশ হচ্ছে আতিদেশিক অর্থাৎ অগ্নিস্টোমযাগের অনুবর্তন বা অনুবৃত্তি 'অথ সোমেন' (৪/১/১) সূত্রে জ্যোতিষ্টোমের অবতারণা করায় পর পর তিন অধ্যায়ে জ্যোতিষ্টোমের অধিকার থাকলেও বস্তুত প্রকরণটি হচ্ছে অগ্নিস্টোমেরই প্রকরণ। অন্য তিনটি যাগ অর্থাৎ উক্ত্য, ষোড়শী ও অতিরাত্র সেই অগ্নিস্টোমেরই গুণবিকার অর্থাৎ নানা ধর্ম বা অংশের পরিবর্তন ও পরিবর্তনের ফলে উৎপন্ন। অগ্নিস্টোমই যে প্রকরণী তা বোঝাবার জন্যই ৫/২০/১০ এবং এই সূত্রটি থাকা সত্ত্বেও সূত্রকার ১নং সূত্রটিও করেছেন।

দ্বিতীয় কণ্ডিকা (৬/২)

[অবিহত ষোড়শী]

অথ ষোড়শী ॥ ১ ॥

অনু.— এর পর ষোড়শী যাগ বলা হচ্ছে।

ব্যাখ্যা— 'ষোড়শী' শব্দের অর্থ বিশেষ শব্দ। ষোড়শী নামে স্তোত্রে ও শব্দে শেষ বলেই ক্রতুটির নাম ষোড়শী। এখানে শব্দটি শব্দ ও বিশেষ যাগ এই দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। ষোড়শী যাগে তৃতীয়সবনে হোত্রকদের শব্দের পরে ষোড়শী শব্দ পাঠ করতে হয়। সেই শব্দের কথা সূত্রকার এ-বার বলেছেন।

অসাবি সোম ইন্দ্র ত ইতি স্তোত্রিয়ানুরূপৌ। আ ত্বা বহন্ত হরয় ইতি তিস্রো গায়ত্র্য উপো যু শৃণুহী গিরঃ
সুসন্দংশং ত্বা বয়ং মঘবম্ ইত্যেকা ষে চ পঙক্তী। যদিহ পূতনাজ্যেহং তে অস্ত হর্যত ইতৌষিবার্হতো
তুচৌ। আ ধূর্ঘশ্মা ইতি দ্বিপদা। ব্রহ্মান বীর ব্রহ্মকৃতিং জুষাণ ইতি ত্রিষ্টুপ্। এষ ব্রহ্মা য ঋদ্বিয় ইন্দ্রো
নাম শ্রুতো গুণে। বিস্মৃতয়ো যথাপথ ইন্দ্র স্বদ যন্তি রাতয়ঃ। স্বামিচ্ছবসম্পতে যন্তি গিরো ন সংযত
ইতি তিস্রো দ্বিপদাঃ। প্র তে মহে বিদধে শংসিষং হরী ইতি তিস্রো জগতাঃ। ত্রিক্রন্দকেষু মহিষো
যবাশিরম্ প্রো ঋশ্মৈ পুরোরথম্ ইতি তুচাব্ অতিচ্ছন্দসৌ। পচ্ছঃ পূর্বং দ্বৈধাকারম্। উত্তরম্
অনুষ্টুপ্ গায়ত্রীকারম্। প্রচেতন প্রচেতয়ায়াহি পিব মত্শ্ব। ক্রতুশ্ছ(চ্ছ)ন্দ ঋতং বৃহত্ সুম
আ ধেহি নো বসব্ ইত্যনুষ্টুপ্। প্রপ্র বস্ত্রিষ্টুভমিষমর্চত প্রার্চত যো
ব্যতীরফাণয়দ্ ইতি তুচা আনুষ্টুভাঃ ॥ ২ ॥ [২-৯]

অনু.— (অবিহত ষোড়শী শব্দে) 'অসাবি-' (১/৮৪/১-৬) স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ। 'আ-' (১/১৬/১-৩) এই তিনটি গায়ত্রী (মন্ত্র)। 'উপো-' (১/৮২/১) এই একটি এবং 'সু-' (১/৮২/৩, ৪) এই দু-টি পংক্তি (মন্ত্র)। 'যদি-' (৮/১২/২৫-২৭), 'অয়ং-' (৩/৪৪/১-৩) এই উষিক্ এবং বৃহতী (ছন্দের) তুচ। 'আ-' (৭/৩৪/৪) এই দ্বিপদা। 'ব্রহ্মান-' (৭/২৯/২) এই ত্রিষ্টুপ্। 'এষ-' (সু.), 'বিসু-' (সু.), 'স্বামি-' (সু.) এই তিনটি দ্বিপদা। 'প্র-' (১০/৯৬/১-৩) এই তিনটি জগতী। 'ত্রিক-' (২/২২/১-৩), 'প্রো ঋশ্মৈ-' (১০/১৩৩/১-৩) এই দু-টি অতিচ্ছন্দ তুচ। প্রথম (অতিচ্ছন্দ তুচটিতে) পাদে পাদে (থেমে) দু-ভাগ করে (পাঠ করবেন), পরবর্তী (তুচটিকে) অনুষ্টুপ্ এবং গায়ত্রী করে (পাঠ করবেন)। 'প্রচেতন-' (সু.) এই (সূত্রপাঠিত ও মহানামীর অন্তর্গত) অনুষ্টুপ্ (এবং) 'প্রপ্র-' (৮/৬৯/১-৩), 'অর্চত-' (৮/৬৯/৮-১০), 'যো-' (৮/৬৯/১৩-১৫) এই (বেদপাঠিত) অনুষ্টুপ্ (ছন্দের) তুচগুলি (পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— ৬/৩/১ সূত্রে ‘বিহত্যস্য’ পদটি থাকায় এই সূত্রে নির্দিষ্ট মন্ত্রগুলি অবিহত্য বোড়শীরই মন্ত্র বলে বুঝতে হবে। এই সূত্রের ‘বিপদা’ মন্ত্রগুলিতে ৫/১৪/১৮ সূত্র অনুযায়ী প্রত্যেক পাদের পরে থামতে হবে (৬/৫/১১ সূ. দ্র.)। এখানে দুটি অতিচ্ছন্দ তুচের উল্লেখ করা হয়েছে। ‘অতিচ্ছন্দ’ বলতে বোঝায় অতিজগতী, শকরী, অতিশকরী, অষ্টি, অতাষ্টি, ধৃতি, অতিধৃতি, কৃতি, প্রকৃতি, আকৃতি, বিকৃতি, সৰকৃতি, অতিকৃতি, উত্কৃতি এই চৌদ্দটি ছন্দ (খ. প্রা. ১৬/৭৯ দ্র.)। সূত্রে ‘ধেধাকারম্’ বলায় ‘ত্রিক-’ এই প্রথম অতিচ্ছন্দ তুচের প্রত্যেকটি মন্ত্রকে দু-ভাগে ভাগ করে দুটি মন্ত্রে পরিণত করতে হবে। সব-কটি মন্ত্রেই পাদে পাদে থামতে হবে, অর্থমন্ত্রে অর্থমন্ত্রে নয়— “একৈক্যম্ ঋচং হে হে ঋচৌ কুর্যাদ্ ইত্যর্থঃ পচ্ছংশংসেনন তত্ সমপদ্যত ইতি পচ্ছ ইত্যুক্তম্। এবঞ্ চেত পচ্ছঃ শংসনম্ অত্র সিদ্ধম্ এব চতুষ্পদম্ভাৎ। তথাপি পচ্ছ ইত্যুক্তং ধেধাকারম্ ইতি অস্যা অর্থচংশংসনবিধিপন্নদ্বাশঙ্কা-নিবৃত্ত্যর্থম্”। বৃত্তি)। ‘প্রোষ-’ এই দ্বিতীয় অতিচ্ছন্দ তুচের প্রত্যেক মন্ত্রকেও দু-ভাগ করে প্রথম ভাগে চার পাদের একটি অনুষ্টুপ এবং দ্বিতীয় ভাগে তিন পাদের একটি গায়ত্রী মন্ত্র তৈরী করতে হবে। স্তোমাতিশংসনের সময়েও এই দু-টি তুচকে এইভাবে ছ-টি ছ-টি মন্ত্রে পরিণত করতে হয়। ‘আনুষ্টুভাঃ’ পদটি থাকায় ৩ নং সূত্র অনুযায়ী শেষ তুচে নিবিদ বসাতে ভুলে গেলে (৬/৬/১৮ সূ. দ্র.) অনুষ্টুপ ছন্দেরই অন্য কোন তুচে তা বসাতে হবে। তিন সবনের ছন্দ যথাক্রমে গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ এবং জগতী (ঐ. ব্রা. ১২/২; শ. ব্রা. ৪/৫/৩/৫)। যে সূক্তে নিবিদ পাঠ করার কথা যদি ভুলবশত সেই সূক্তে নিবিদ বসান না হয়ে থাকে, তাহলে ঐ সূক্তটির ছন্দ বা-ই হোক, সবনের ছন্দ অনুযায়ী কোন এক সূক্ত নিয়ে সেই সূক্তে নিবিদ পাঠ করতে হবে, কিন্তু যদি সূত্রে যে সূক্তে নিবিদ বসাতে হবে সেই সূক্তের ছন্দের নাম উল্লেখ করা হয়ে থাকে তাহলে সবনের ছন্দ অনুযায়ী সূক্ত নিয়ে নিবিদ বসালে চলবে না, নিতে হবে ঐ সূত্রনির্দিষ্ট বিশেষ ছন্দেরই কোন এক সূক্ত। এই অভিপ্রায়েই সূত্রে ‘আনুষ্টুভাঃ’ বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সূর্বের অর্থাত্তের সময়ে বোড়শী স্তোত্র শুরু করা হয় (ঐ. স. ৬/৬ ১১/৬; শ. ব্রা. ৪/৫/৩/১১; বৌ. শ্রৌ. ১৭/৩ দ্র.)। যদি কখনও উক্ত্যগ্রাহের অনুষ্ঠান শেষ না হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্য তা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে (কা. শ্রৌ. ১/৫/১৫)। ঐ. ব্রা. ১৬/৩, ৪ অংশে ‘আ ত্বা-’ ইত্যাদি প্রত্যেকটি মন্ত্রেরই উল্লেখ আছে, তবে ‘বিশু-’, ‘দ্বামি-’ এবং ‘প্র চেতন-’ মন্ত্রের উল্লেখ রয়েছে অবশ্য ইঙ্গিতে।

উত্তমস্যোত্তমাং শিষ্টৌত্তমাং নিবিদং দধ্যাত্ ॥ ৩।। [১০]

অনু.— শেষ (তুচের) শেষ (মন্ত্রটি) বাকী রেখে শেষ নিবিদটি স্থাপন করবেন।

ব্যাখ্যা— ৫/১৪/২৪ সূত্র থাকায় সূত্রে ‘উত্তমাং শিষ্টা’ বলায় উদ্দেশ্য এই যে, অন্যত্র সূক্তে নিবিদ বসান হয়, এখানে কিন্তু বসান হচ্ছে ‘যো-’ এই তুচে এবং নিবিদ বসাতে ভুলে গেলে তাই অন্য এক তুচেই নিবিদ বসাতে হবে, কোন সূক্তে নয়। নিবিদ এখানে নিবিদ-অধ্যায়ের ‘অস্য মদে জরিতরিত্রঃ’ এই শেষ নিবিদ। বৃত্তিকারের মতে পূর্ববসিন্দের অনুবাদ বা পুনরুক্তি করে ‘উত্তমাং নিবিদম্’ বলায় বুঝতে হবে যে, এই শাখায় বাধ্যায়ের সময়েও সংহিতার শেষে নিবিদ পাঠ করতে হয়।

লিঙ্গৈঃ পদানুপূর্বং ব্যাখ্যান্যামো মত্‌সদহিং বৃত্রমপাং জিহ্বদুর্দার্ষমুদ দ্যাম্ দিবি সমুদ্রং পর্বতাং ইহ ॥ ৪।। [১১]

অনু.— (ঐ নিবিদে) চিহ্নের দ্বারা পদগুলির ক্রম বিশেষভাবে উল্লেখ করব— মত্‌সত্, অহিম্, বৃত্রম্, অপাম্, জিহ্বত্, উদার্ষম্, উদ দ্যাম্, দিবি, সমুদ্রম্, পর্বতান্, ইহ।

ব্যাখ্যা— নিবিদ-অধ্যায়ে নিবিদের মোট এগারটি গুহ বা অনুচ্ছেদ আছে। তার মধ্যে শেষ গুহের মন্ত্রগুলির ক্রম নিয়ে কিছু গণগোল দেখা যায়। সূত্রকার তাই ঐ নিবিদের অন্তর্গত কিছু পদ এখানে উল্লেখ করে প্রকৃত মন্ত্রক্রম কি হবে তা নির্দেশ করেছেন। শেষ নিবিদটির প্রচলিত পাঠক্রম হল— “অস্য মদে জরিতরিত্রঃ সোমস্য মত্‌সত্। অস্য মদে জরিতরিত্রোহহিম্ অহন। অস্য মদে জরিতরিত্রো বৃত্রম্ অহন। অস্য মদে জরিতরিত্রোহপাং বেগম্ ঐররত্। অস্য মদে জরিতরিত্রোহজিহ্বদ্ অজুবোহপিষদজিতঃ। অস্য মদে জরিতরিত্র উদার্ষং কশ্মতিরদব দাসীদ্ বিশো অন্তত্বনাৎ। অস্য মদে জরিতরিত্র উদ দ্যাম্ অন্তত্বনান্ অপ্রথরত্ পৃথিবীম্। অস্য মদে জরিতরিত্রো দিবি সূর্যমৈরয়ন্ ব্যক্তরিকমতিরত্। অস্য মদে জরিতরিত্রঃ সমুদ্রান্ প্রসুপিতাং অরমাত্। অস্য মদে জরিতরিত্রঃ ঋশ্যাং ইব পশ্চলতঃ পর্বতান্ প্রসুপিতাং অরমাত্। অস্য মদে জরিতরিত্রো ইহ অবসিহ সোমস্য মত্‌সত্। প্রোমাং দেবো দেবহুতিমবতু দেব্য বিয়া। প্রোম ব্রহ্ম প্রোম কত্রম্। প্রোম সূর্যবৎ বজ্রমানমবতু। প্রিষ্টিত্রাতিরিত্রিতিঃ। প্রবন্ ব্রহ্মণ্যাবসা গমত্।” সূত্রকারের নির্দেশের সঙ্গে প্রচলিত পাঠক্রমের সম্পূর্ণ অভিন্নতা আছে কি-না তা বিশেষ বিবেচ্য।

উদ্ যদ্ ব্রহ্মস্য বিষ্টপম্ ইতি পরিধানীরা ॥৫॥ [১২]

অনু.— ‘উদ্-’ (৮/৬৯/৭) অস্তিম (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ১৬/৪ অংশেও এই একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এবাহ্যেবৈবাহীজম্। এবা হি শক্ৰো বশী হি শক্ৰ ইতি জগিহ্মাপাঃ পূর্বেবাং
হরিবঃ সুতানাম্ ইতি যজতি ॥ ৬॥ [১২]

অনু.— ‘এবা-’ (সু.) এই (মন্ত্র) জপ করে ‘অপাঃ-’ (১০/৯৬/১৩) এই যাজ্ঞ্য (মন্ত্র) পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— ‘জগিহ্মা..... যজতি’ বলায় এবং ৬/৩/১৬, ১৭ সূত্রে যাজ্ঞ্যার সঙ্গে মিশ্রণের কথা বলায় বুঝতে হবে এই জপটি শব্দের অঙ্গ নয়, যাজ্ঞ্যারই অঙ্গ। শব্দের শেষে করণীয় ‘উক্খং বাচীজায়-’ জপটি তাই ষোড়শী শব্দের শেষে বাদ বাবে না। শব্দের শেষে ঐ ‘উক্খং-’ জপটি করে, পরে ‘এবা-’ মন্ত্র জপ করে, তার পরে যাজ্ঞ্য পাঠ করবেন। ঐ. ব্রা. ১৬/৪ অংশেও ‘এবা-’ মন্ত্রটির পনোক্ত এবং ‘অপাঃ-’ মন্ত্রটির স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।

তৃতীয় কণ্ডিকা (৬/৩)

[বিহত ষোড়শী, বিহরণের পদ্ধতি]

বিহতস্যেজ জুব্ব শ্র বহা রাহি শূর হরী ইহ। শিবা সুতস্য মতিন মক্ষশকানশ্চারুর্মদায়। ইন্দ্র জঠরং নব্যাং ন
পৃণশ্ব মধোর্ধিবা ন। অস্য সুতস্য স্বর্গোপ দ্বা মদাঃ সুবাচো অমুঃ। ইন্দ্রস্তরাশাপ্ মিত্রো ন জঘান ক্রং যন্তিন।
বিভেদ বলং ভূগর্ন সসাহে শক্নু মদে সোমস্য। অশ্বী হবং ন ইন্দ্রো ন গিরো জুব্বশ্ব বজ্রী ন। ইন্দ্র
সবুগ্ভির্দিদ্যুন্ নমত্ স্বামদায় মহে রণায়। আ দ্বা বিশজু কবিন সুতাস ইন্দ্র ত্বষ্টা ন। পৃণশ্ব কুক্ষী
সোমো নাবিভ্টি শূর শিরা হি যা নঃ। সাধূর্ন গধুর্খড়ুর্নাক্ষেব শূরশ্চমসো যাতেব ভীমো
বিধূর্ন স্বেষঃ সমত্ সুব্রহ্মহুনেতি ত্রোত্রিয়ানুরূপৌ ॥ ১॥

অনু.— (ষোড়শীর) ‘ইন্দ্র-’ (সু.), ‘ইন্দ্র-’ (সু.), ‘ইন্দ্র-’ (সু.), ‘অশ্বী-’ (সু.), ‘আ-’ (সু.), ‘সাধু-’ (সু.) ত্রোত্রিয় এবং অনুরূপ।

ব্যাখ্যা— প্রথম তিনটি মন্ত্র ত্রোত্রিয় এবং পরের তিনটি মন্ত্র অনুরূপ। ত্রোত্রিয় তৃত্যটিতে (সা. উ. ৯৫২-৪ ব্র.) উদ্গাতার গৌরীকিত সাম গান করেন। ষোড়শী ত্রোত্রে বিক্রে ‘প্রত্যশ্চৈ-’ (সা. উ. ১৪৪০-৩) ইত্যাদি চারটি মন্ত্রে নানদ সামও পাওয়া যেতে পারে।

উর্ধ্বং ত্রোত্রিয়ানুরূপাত্যাং তদ্ এষ শস্যং বিহরেত্ ॥ ২॥

অনু.— ত্রোত্রিয় ও অনুরূপের পরে ঐ (অবিহত ষোড়শীর শব্দ-) ই বিহরণ করতে হয়।

ব্যাখ্যা— অবিহতে ত্রোত্রিয় ও অনুরূপের পরে যে মন্ত্রগুলি আছে সেই মন্ত্রগুলিকেই বিহত ষোড়শীতে বিহরণ করে পাঠ করতে হয়। ত্রোত্রিয় ও অনুরূপে কোন বিহরণ করতে হয় না। বিহরণ কি তা ৩-১৩ নং সূত্রে বলা হবে। সর্বত্র বিহরণ করতে হয় ত্রোত্রিয় ও অনুরূপের পরে। ঐ. ব্রা. ১৬/৩, ৪ অংশেও এই বিহরণের কথা বলা হয়েছে।

পাদান্ ব্যবহার্যর্ষিষ্ঠঃ শয়সেত্ ॥ ৩॥

অনু.— পাদগুলিকে ব্যবধানযুক্ত করে অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে থেমে থেমে পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা—কোন এক ছন্দের এক পাদে পরে ঐ ছন্দেরই অপর এক পাদ পাঠ করলে চলবে না। একই ছন্দের দু-টি পাদের মধ্যে অন্য ছন্দের মন্ত্রের পাদ দিয়ে ব্যবধান সৃষ্টি করতে হবে। ধরা যাক গায়ত্রী ছন্দের মন্ত্রের সঙ্গে পংক্তি ছন্দের মন্ত্র বিহরণ করতে অর্থাৎ ছুটি বাঁধতে হবে। গায়ত্রীর মোট তিন পাদ এবং পংক্তির পাঁচ পাদ। গায়ত্রীর অথবা পংক্তির পাদগুলিকে পর পর পড়ে গেলে চলবে না। গায়ত্রীর অর্ধাংশ পড়ে পংক্তির অর্ধাংশ পড়লেও চলবে না। পাঠক্রম হতে হবে—গা১ প১। গা২ প২। গা৩ প৩। প৪ প৫। যদিও এই পাঠক্রমে পংক্তির শেষ তিনটি পাদের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকছে না, তবুও পরের সূত্রে এই ক্রমেই পাঠ করতে বলায় শেষ তিন পাদের মধ্যে অন্য ছন্দের ব্যবধান না থাকলেও কোন দোষ হবে না। দুটি পাদের পরে প্রকৃত অর্থমন্ত্র শেষ না হলেও ধামতে হয়। স্বক শেষ না হলেও (দ্বিতীয়) ছুটির শেষে প্রণব হবে—‘দ্বাভ্যাং পাদাভ্যাম্ অনর্থচাত্ত্বংপি অবসানং ভবেত্। তত্র অন্তগন্তে অপি প্রণব ইত্যেবম্-অর্থম্ অর্থচশ ইতি বচনম্’ (না.)।

পূর্বাসাং পূর্বাণি পদানি ॥ ৪ ॥

অনু.—পূর্ববর্তী (মন্ত্রের) পদগুলি আগে (পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা—৬/২/২ নং সূত্রে যে ছন্দের নাম আগে উল্লেখ করা হয়েছে বিহরণের সময়ে সেই ছন্দের মন্ত্রের পাদ আগে পড়তে হবে। ফলে প১ গা১। প২ গা২। প৩ গা৩। প৪ প৫। এই পাঠক্রমে হলে চলবে না। যদিও ৩ নং সূত্রের ব্যাখ্যায় যে পাঠক্রম দেখান হয়েছে তার অপেক্ষায় এই পাঠক্রম ভাল, কারণ এখানে শেষে পংক্তির তিনটি পাদ নয়, শেষ দু-টি পাদই ব্যবধানবিহীন অবস্থায় পাশাপাশি পড়তে হচ্ছে, তবুও আগের সূত্রের ব্যাখ্যায় উল্লিখিত পাঠক্রম অনুযায়ীই মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হবে। ৬/২/২ সূত্রে গায়ত্রীর নাম আগে থাকলেও পাদের ব্যবধান নিয়ে কোন পাঠক্রম গ্রাহ্য ও বাঞ্ছনীয় সে-বিষয়ে যদি সন্দেহ জাগে এই আশঙ্কাতাই বর্তমান সূত্রের অবতারণা।

গায়ত্র্যঃ পঙক্তিভিঃ ॥ ৫ ॥

অনু.—গায়ত্রীগুলি পংক্তির সঙ্গে (বিহরণযুক্ত হবে)।

পঙক্তীনাম তু হে হে পদে শিষ্যেতে, তাভ্যাং প্রণুয়াত্ ॥ ৬ ॥

অনু.—(শেষে) পঙক্তিগুলির দু-টি দুটি পাদ অবশিষ্ট থাকে। ঐ দুই পাদ দিয়ে (বিহরণ শেষ করে) প্রণব পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা—গায়ত্রীর এক পাদের সঙ্গে পংক্তির এক পাদ মিশিয়ে পড়তে হয়। গায়ত্রীর তিন এবং পংক্তির পাঁচ পাদ বলে শেষে পংক্তির দু-টি পাদ অবশিষ্ট থাকে। ঐ দুটি পাদ একসাথে পড়ে প্রণব উচ্চারণ করতে হয়। যদি দু-টি পাদসংখ্যা সমান না হয়, তাহলে অন্যত্র মহাব্রত প্রভৃতি যাগে পাদের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে পাদসংখ্যা সমান করতে হলেও এখানে কিন্তু তা করবেন না। গায়ত্রীর কোন পাদের পুনরাবৃত্তি করে তিনটি পাদকে মোট পাঁচটি পাদে পরিণত করলে হবে না।

উকিহো বৃহতীভির্ উকিহাং তুতমান্ পাদান্ বৌ কুর্বাৎ ॥ ৭ ॥

অনু.—উকিহকে বৃহতীর সঙ্গে (বিহরণ করবেন)। উকিহের শেষ পাদকে কিন্তু (ভেঙে) দুটি (পাদ করবেন)।

ব্যাখ্যা—পরবর্তী সূ. ম্র.।

চতুর্ন-অক্ষরম্ আদ্যম্ ॥ ৮ ॥

অনু.—প্রথম (পাদ করবেন) চার-অক্ষরের।

ব্যাখ্যা—উকিহের তিন পাদ এবং বৃহতীর চার পাদ। বিহরণের সময়ে প্রত্যেক উকিহের শেষ পাদের প্রথম চার অক্ষরকে একটি পাদ এবং পরবর্তী আট অক্ষরকে অপর একটি পাদ ধরতে হবে। তাহলে প্রত্যেক উকিহেরও মোট চারটি পাদ হয়। উকিহের এক-একটি পাদের সঙ্গে বৃহতীর এক-একটি পাদের মিশ্রণ ঘটতে হবে।

দ্বিপদাশ্ চতুর্থা কৃত্বা প্রথমাং ত্রিষ্টুভোক্তরা জগতীতিঃ ॥ ৯॥

অনু.— দ্বিপদাশুলিকে চার ভাগ করে প্রথম (দ্বিপদাকে) ত্রিষ্টুপের সঙ্গে, পরবর্তী (দ্বিপদাশুলিকে) জগতীর সঙ্গে (বিহরণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— মোট চারটি দ্বিপদার কথা ৬/২/২ সূত্রে বলা হয়েছে। সেগুলির প্রত্যেকটিকে চার ভাগে ভাগ করবেন। ‘আ ধূধ্-’ এই প্রথম দ্বিপদা মন্ত্রে যে চারটি ভাগ করা হয়েছে তার প্রত্যেক ভাগে প্রয়োজনমত ব্যূহের (= সন্ধিবিচ্ছেদের) সাহায্য নিয়ে পাঁচটি করে অক্ষর রাখতে হবে। এক-একটি ভাগকে ‘ব্রহ্মান্-’ এই ত্রিষ্টুপ মন্ত্রের এক-একটি পাদের সঙ্গে যোগ করতে হবে। একইভাবে ‘এধ-’ ইত্যাদি তিনটি দ্বিপদাকে মেশাতে হবে ‘প্র-’ ইত্যাদি তিনটি জগতীর সঙ্গে। এ-ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি দ্বিপদার এক-একটি ভাগে পাঁচটি নয়, চারটি করে অক্ষর থাকবে। প্রত্যেক ভাগের সঙ্গে একটি করে জগতীর পাদ মেশাতে হবে (৪ + ১২)। একটি দ্বিপদা ও একটি জগতী মিলে (১৬ + ৪৮ = ৬৪) তাহলে দু-টি কৃত্রিম অনুষ্টুপ্ (৩২ × ২) তৈরী হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, দ্বিপদাশুলিকে চার ভাগে ভাগ করার সময়ে ‘স্বরাস্তরে ব্যঞ্জনান্যুস্তরস্য’ (খ. প্রা. ১/২৩) নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক চতুর্থ স্বরবর্ণের পরবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণকে পরবর্তী ভাগের অংশরূপে গ্রহণ করতে হবে।

উত্তমারাম্ চতুর্থম্ অক্ষরম্ অন্ত্যং পূর্বস্যাদ্যাম্ উত্তরস্য ॥ ১০॥

অনু.— শেষ (দ্বিপদার) চতুর্থ অক্ষর (হবে) প্রথম (ভাগের) অন্তিম (এবং) পরবর্তী (ভাগের) প্রথম (অক্ষর)।

ব্যাখ্যা— ‘ছামি-’ (৬/২/২ সূ. দ্র.) এই দ্বিপদার ‘ব’ অক্ষরে প্রথম ভাগের শেষ এবং পরবর্তী ভাগের শুরু দুইই করা হবে।

অনুষ্টুভম্ অতিচ্ছন্দঃস্ববদধ্যাত্ ॥ ১১॥

অনু.— অনুষ্টুপ্কে অতিচ্ছন্দগুলির মধ্যে স্থাপন করবেন।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূ. দ্র.।

দ্বিতীয়তৃতীয়য়োঃ তৃতীয়য়োঃ পাদয়োঃ অবসানত উপদধ্যাত্। প্রচেতনেতি পূর্বস্যঃ প্রচেতয়েত্যাশ্রয়স্যাম্ ॥ ১২॥ [১১]

অনু.— দ্বিতীয় এবং তৃতীয় (অতিচ্ছন্দের) তৃতীয় পাদের শেষে (অনুষ্টুপের প্রথম পাদকে) স্থাপন করবেন। ‘প্রচেতন’ প্রথমে, ‘প্রচেতয়’ পরে।

ব্যাখ্যা— ৬/২/২ সূত্রে ‘প্রচেতন-’ এই একটিমাত্র বিচ্ছিন্ন (কৃত্রিম) সূত্রপঠিত চারপাদবিশিষ্ট অনুষ্টুপের উল্লেখ আছে, কিন্তু ‘ত্রিক-’ ইত্যাদি বেদপঠিত অতিচ্ছন্দ মন্ত্র আছে সেখানে মোট ছ-টি। তার মধ্যে প্রথম অতিচ্ছন্দ মন্ত্রটিতে চৌষটি অক্ষর থাকায় তা দু-টি অনুষ্টুপের (৩২ + ৩২) সমান। অপর পাঁচটি অতিচ্ছন্দের মধ্যে প্রথম (= দ্বিতীয়) এবং দ্বিতীয় (= তৃতীয়) অতিচ্ছন্দে তৃতীয় পাদের শেষে সূত্রে পঠিত ঐ অনুষ্টুপের প্রথম পাদের যথাক্রমে ‘প্রচেতন’ এবং ‘প্রচেতয়’ অংশ স্থাপন করে থামবেন। এর ফলে এই দুই অতিচ্ছন্দ মন্ত্রের প্রত্যেকটি মন্ত্র ব্যূহের সাহায্যে দুটি করে কৃত্রিম অনুষ্টুপে পরিণত হবে।

উত্তরাশিতরান্ পাদান্ ষষ্ঠান্ কৃদ্বানুষ্টুপ্কারং শংসেহ ॥ ১৩॥ [১২]

অনু.— পরবর্তী (অতিচ্ছন্দগুলিতে অনুষ্টুপের) অন্য পাদগুলিকে (অতিচ্ছন্দের) ষষ্ঠ (পাদ) করে অনুষ্টুপরূপে পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— অবশিষ্ট চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ এই তিনটি সপ্তপদবিশিষ্ট অতিচ্ছন্দ মন্ত্রের প্রত্যেকটিতে পঞ্চম পাদের পরে যথাক্রমে ‘প্রচেতন-’ এই সূত্রপঠিত কৃত্রিম অনুষ্টুপ মন্ত্রের অবশিষ্ট দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ পাদ ষষ্ঠ পাদরূপে যোগ করলে প্রত্যেক অতিচ্ছন্দে মোট আটটি করে পাদ হয়। আটটি পাদে দুটি দুটি কৃত্রিম অনুষ্টুপ মন্ত্র হবে। এই হল ‘অনুষ্টুপ্কার’ করে পাঠ। এইভাবে

ছটি অতিচ্ছন্দ মন্ত্র বারোটি কৃত্রিম অনুষ্টুপে পরিণত হয়। দ্র. যে 'প্রচেতন-' এই অনুষ্টুপের 'মত্ব', 'বৃহত্' ও 'বসো' পদে যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ পাদের সমাপ্তি।

উর্ধ্বং স্তোত্রিয়ানুরূপাভ্যাম্ আতো বিহতঃ ॥ ১৪॥ [১৩]

অনু.— স্তোত্রিয় ও অনুরূপের পরে এই পর্যন্ত (যা বলা হল তা হচ্ছে) 'বিহার'।

ব্যাখ্যা— ১নং সূত্রে 'বিহতস্য' বলা থাকলেও স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ এবং ৬/২/২ সূত্রে 'প্রপ্' ইত্যাদি যে তিনটি অনুষ্টুপ তৃচের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি ছাড়া অন্য সব মন্ত্রেরই 'বিহারণ' করতে হয়। বৃত্তি অনুসারে অবশ্য বিহারণ হয় 'প্রোষস্মৈ-' পর্যন্ত অংশের। বিহার, বিহারণ এবং বিহতি একই। বিহত হলে যে বিশেষ প্রতিগর হয় তা এই বিহত মন্ত্রগুলির ক্ষেত্রেই করতে হবে, স্তোত্রিয় ও অনুরূপের বিহারণ কখনও কোন কারণে করতে হলেও সেগুলির ক্ষেত্রে কিন্তু বিহারণের বিশেষ প্রতিগর প্রযোজ্য হবে না এই কথা বোঝাবার জন্যই আলোচ্য সূত্রটি করা হয়েছে। সমস্ত বিহারণই হয় পাদে পাদে অর্থাৎ এক ছন্দের মন্ত্রের একটি পাদের সঙ্গে অপর এক ছন্দের এক পাদের। যে ছন্দের সঙ্গে অপর যে ছন্দের বিহতি (জুটি বাঁধতে) বলা হল সেগুলি হল— (ক) গায়ত্রী + পঙ্কজি; (খ) উষ্জি + বৃহতী; (গ) প্রথম দ্বিপদা + ত্রিষ্টুপ; (ঘ) অন্যান্য দ্বিপদা + জগতী; (ঙ) অতিচ্ছন্দঃ + সূত্রপঠিত অনুষ্টুপ— 'অনুষ্টুপকার' করে। এই প্রসঙ্গে রথপাঠের কথা মনে পড়ে যায়।

তত্র প্রতিগর ওথামো দৈবমদে মদামো দৈবোমথেতি ॥ ১৫॥ [১৪]

অনু.— ঐ (বিহারে) প্রতিগর হচ্ছে 'ওথামো দৈবমদে' (এবং) 'মদামো দৈবোমথে'।

ব্যাখ্যা— 'প্রতিগর' শব্দটিতে সংশ্লিষ্ট জাতি অর্থে অর্থাৎ শ্রেণীগত নাম বোঝাতে একবচন হয়েছে, তাই দ্বিবচন প্রয়োগ করা হয় নি। যেখানেই বিহারণ হবে সেখানেই প্রতিগর হবে এই দুটি।

যাজ্ঞ্যং জপেনোপসৃজত্ ॥ ১৬॥ [১৫]

অনু.— যাজ্ঞ্যকে জপের সঙ্গে সংমিশ্রিত করবেন।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূ. দ্র.। ঐ. ব্রা. ১৬/৪ অংশেও এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে।

এবা হোবাণাঃ পূর্বেষাং হরিবঃ সূতানামেবাহীন্দ্রম্। অথো ইদং সবনং কেবলং তে। এবা হি শক্লো মমজি
সোমং মধুমস্তমিত্র বশী হি শক্লঃ সত্রাব্ধং জঠর আবৃষেতি ॥ ১৭॥ [১৬]

ব্যাখ্যা— সূত্রে যেমন পাঠ করা আছে সেইভাবে জপের (৬/২/৬ সূ. দ্র.) সঙ্গে যাজ্ঞ্যকে সংমিশ্রিত অর্থাৎ বিহারণ করতে হয় এবং তার ফলে যাজ্ঞ্যমন্ত্রটি দু-টি কৃত্রিম অনুষ্টুপে পরিণত হয়। জপমন্ত্রকে চারভাগ করে এক একটি ভাগকে যাজ্ঞ্যমন্ত্রের এক একটি চরণের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। প্রথম দু-টি চরণের ক্ষেত্রে সন্ধির ফলে অক্ষর সংখ্যা কমে গেলেও সূত্রে জপের শেষ বর্ণের সঙ্গে যাজ্ঞ্যের প্রথম বর্ণের যেমন সন্ধি করা আছে ঠিক তেমনভাবেই পাঠ করতে হবে, সংখ্যাপূরণের জন্য ব্যুহ করলে চলবে না।

সমানম্ অন্যত্ ॥ ১৮॥ [১৭]

অনু.— অন্য (সব অবিহৃত ষোড়শীর সঙ্গে) সমান।

ব্যাখ্যা— বিহত ষোড়শী যাগে অন্য সব-কিছু অবিহৃত ষোড়শীর মতোই হয়ে থাকে।

স্তোত্রিয়ান্ন নিবিদে পরিধানীয়ায়া ইত্যাহাবঃ ॥ ১৯॥ [১৮]

অনু.— স্তোত্রিয়, নিবিদ (ও) পরিধানীয়ার উদ্দেশে (বিহত ষোড়শীতে) আহাব (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— বিহত ষোড়শী শব্দে এই তিনটি মাত্র স্থানেই আহাব করতে হয়, ৫/১০/১৭, ১৯ সূত্র অনুযায়ী অনুরূপে এবং অনুরূপের পরবর্তী মন্ত্রে আহাব হয় না। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, অবিহৃত ষোড়শীতে মোট পাঁচটি স্থানে আহাব হয়।

আহুতং ষোড়শিপাত্রং সমুপহাবং ভক্ষয়ন্তি ॥ ২০ ॥ [১৯]

অনু.— (অধ্বৰ্যু কর্তৃক) আনীত ষোড়শী পাত্রকে সকলের অনুমতি নিয়ে পান করেন।

ব্যাখ্যা— অবিহ্বত এবং বিহ্বত দুই ষোড়শী যাগেই ষোড়শী গ্রহ আহুতি দেওয়ার পর অধ্বৰ্যু ঐ পাত্রটি নিয়ে এলে হোতা এবং অন্যান্য পুরুষকে উপহব করে পাত্রের সোম পান করেন। শুধু বযটকর্তা হোতা এবং হোমকর্তা অধ্বৰ্যু নয়, যারাই এই গ্রহের সোম পান করবেন তাঁদের সকলকেই পরস্পরের উপহব অর্থাৎ পানের জন্য আমন্ত্রণ প্রার্থনা করতে হয়। কোন্ কোন্ ঋত্বিক ষোড়শীর সোম পান করবেন তা পরবর্তী দু-টি সূত্রে বলা হচ্ছে।

যর্মে চ ভক্ষিণঃ ॥ ২১ ॥ [২০]

অনু.— এবং যর্মে ভক্ষণকারীরা (এই গ্রহ ভক্ষণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— হোতা, অধ্বৰ্যু এবং প্রবর্গ্যে যারা যর্মভক্ষণ করেছিলেন, তাঁরা সকলে এই ষোড়শী গ্রহের সোম পান করেন। প্রথমে অবশ্য পান করবেন যিনি বযট-পাঠকারী এবং যিনি আহুতিদাতা।

মৈত্রাবরুণস্ ত্রয়শ্ ছন্দোগাঃ ॥ ২২ ॥ [২১]

অনু.— মৈত্রাবরুণ (এবং) সামবেদীয় তিন ঋত্বিক (ভক্ষণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— মৈত্রাবরুণ, উদগাতা, প্রস্তোতা এবং প্রতিহর্তাও ষোড়শী গ্রহের সোম পান করবেন।

ইন্দ্র ষোড়শিমোজস্বিন্ ত্বং দেবেষস্যোজস্বন্তং মামাযুত্বন্তং বর্চস্বন্তং মনুষ্যেবু কুরু। তস্য ত

ইন্দ্রপীতস্যানুত্বপ্হদস উপহৃতস্যোপহৃতো ভক্ষয়ামীতি ভক্ষজপঃ ॥ ২৩ ॥ [২২]

অনু.— 'ইন্দ্র-' (সু.) ভক্ষজপ।

ব্যাখ্যা— এই মন্ত্র জপ করে সোমরস পান করবেন। ষোড়শীর সমাপ্তি এখানেই।

চতুর্থ কণিকা (৬/৪)

[অতিরাত্র, তিন পর্যায়ের শব্দ]

অতিরাত্রে পর্যায়ানাম্ উক্তঃ শস্যোগায়ো হোতুর্ন অপি যথা হোত্রকানাম্ ॥ ১ ॥

অনু.— অতিরাত্রে পর্যায়গুলির শব্দের (পাঠের) পদ্ধতি বলা হয়েছে। (ঐ পদ্ধতি) হোত্রকদের যেমন, হোতারও (তেমন)।

ব্যাখ্যা— 'উক্তঃ' বলায় এখানে এই ঋগে হোত্রকদের ক্ষেত্রে যে নিয়মের কথা বলা হয়েছে, সেই নিয়মগুলিই হোতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, পরে যে নিয়মের কথা বলা হবে সেখানে কিন্তু এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। ফলে পর্যায় শেষ করার আগে ভোর হয়ে গেলে অন্য ঋত্বিককে শব্দসংক্ষেপ বা নিরু্যাস করতে হলেও হোতাকে কিন্তু নিরু্যাস (৬/৬/৪ সূ. দ্র.) করতে হবে না। রাত্রে তিন দফা একই অনুষ্ঠানের আবৃত্তি হয়। প্রত্যেক দফার অনুষ্ঠানকে বলে 'পর্যায়'। প্রত্যেক পর্যায় থাকে চার ঋত্বিকের একটি করে মোট চারটি শব্দ। শব্দের আগে স্তোত্র থাকে চারটি- ৭ নং সূ. দ্র.। ঐ. জা. ১৬/৬ অংশ থেকে মনে হয় এই ব্রাহ্মণের মতে অতিরাত্রের ষোড়শী গ্রহের অনুষ্ঠান হয় না।

প্রথমে পর্যায়ে হোতুরাণ্যং বজ্রিয়দ্বা প্রকৃচ্চং স্তোত্রিয়ানুরূপেণ প্রথমানি পদানি দ্বির্ উচ্চাবস্যাতি ॥ ২ ॥

অনু.— প্রথম পর্যায়ে হোতার প্রথম মন্ত্রকে বাদ দিয়ে স্তোত্রিয় এবং অনুরূপগুলিতে প্রত্যেক মন্ত্রে প্রথম পাদ দু-বার পাঠ করে থামবেন।

ব্যাখ্যা— প্রথম পর্যায়ে প্রত্যেক শব্দপাঠককেই স্তোত্রিয় এবং অনুরূপে প্রত্যেক মন্ত্রের প্রথম (পদ =) পাদকে দু-বার করে পাঠ করতে হয়। পাঠ করার পরে সেখানেই থামতে হবে। হোতার ক্ষেত্রে অবশ্য স্তোত্রিয়ের প্রথম মন্ত্রটিকে কোন পুনরাবৃত্তি করতে হয় না। ঐ. ব্রা. ১৬/৬ অংশে অংশত এই কথাই বলা হয়েছে। “প্রথমেষু রাজিপর্যায়েষু গায়ত্রীপাং স্তোত্রিয়ানুরূপাণাং প্রথমান্ পদান্ অভ্যস্যতি”— শা. ৭/২৬/১২।

শিষ্টে সমসিদ্ধা প্রণবন্তি ॥ ৩ ॥

অনু.— অবশিষ্ট দু-টি (পাদকে) সংযুক্ত করে (শেষে) প্রণব পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— হোতার পাঠ্য ‘পান্ত’ মন্ত্রটি ছাড়া সব ঋত্বিকেরই স্তোত্রিয় ও অনুরূপের মন্ত্রগুলি গায়ত্রী অথবা উষিক্ হ্রস্বের। এই দুই হ্রস্বেই তিনটি করে পাদ থাকে। প্রথম পাদের দু-বার আবৃত্তির পরে থেমে, তার পরে মন্ত্রে যে দু-টি পাদ অবশিষ্ট থাকে সেই দু-টি পাদ একসঙ্গে পড়ে মন্ত্রের শেষে প্রণব উচ্চারণ করতে হয়।

সর্বৈ সর্বাণ্যং মধ্যমে মধ্যমানি প্রত্যাধার ঋগ্-অষ্টোঃ প্রণবন্তি ॥ ৪ ॥

অনু.— মধ্যম (পর্যায়ে) সকলে (স্তোত্রিয় ও অনুরূপের) সমস্ত (মন্ত্রের) মাঝের পাদকে আবার গ্রহণ করে মন্ত্রের শেষে প্রণব উচ্চারণ করেন।

ব্যাখ্যা— মধ্যম পর্যায়ে স্তোত্রিয় এবং অনুরূপে প্রত্যেক মন্ত্রের মাঝের পাদকে দু-বার করে পড়তে হয়। মাঝের পাদের প্রথম আবৃত্তির পর থেমে দ্বিতীয় আবৃত্তির সঙ্গে ঐ মন্ত্রের তৃতীয় পাদ একসঙ্গে পড়ে মন্ত্রের শেষে প্রণব উচ্চারণ করতে হয়। ‘সর্বাণ্যং’ বলায় হোতার প্রথম মন্ত্রের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। ‘সর্বৈ’ পদটির উল্লেখ করা হয়েছে পরবর্তী সূত্রেরই প্রয়োজনে। ঐ. ব্রা. ১৬/৬ অংশেও মধ্যম চরণের পুনরাবৃত্তির কথা বলা হয়েছে। “মধ্যমান্ মধ্যমেবু”— শা. ৭/২৬/১৩।

উত্ততমান্যুত্ততমে ॥ ৫ ॥

অনু.— (অচ্ছাবাকসমেত সকলে) শেষ (পর্যায়ে স্তোত্রিয় এবং অনুরূপের প্রত্যেক মন্ত্রের) শেষ পাদকে (দু-বার পাঠ করে প্রণব উচ্চারণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— আগের সূত্র থেকে এখানে ‘সর্বৈ’ পদের অনুবৃত্তি ঘটায় অচ্ছাবাকের ক্ষেত্রে কেবল পরবর্তী সূত্রের নিয়মটি নয়, বিকল্পে এই সূত্রের নিয়মটিও পালনীয়। ঐ. ব্রা. ১৬/৬ অংশেও অস্তির চরণের পুনরাবৃত্তির বিধান রয়েছে। “উত্ততমান্ উত্ততমেবু”— শা. ৭/২৬/১৪।

চতুরক্ষরাণি অচ্ছাবাকঃ ॥ ৬ ॥

অনু.— অচ্ছাবাক্ কিন্তু (শেষ) চার অক্ষরের (পুনরাবৃত্তি করবেন)।

ব্যাখ্যা— শেষ পর্যায়ে অচ্ছাবাক শেষ পাদ অথবা শেষ চার অক্ষরের পুনরাবৃত্তি করেন। যদি মন্ত্রটি গায়ত্রী হ্রস্বের হয় তাহলে শেষ পাদটিকে পুনরাবৃত্তি করবেন, কিন্তু উষিক্ হ্রস্বের হলে শেষ চার অক্ষরেরই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। সূত্রে ‘তু’ শব্দ দ্বারা এই বিশেষ বিকল্পই বিহিত হয়েছে।

চতুঃশতাব্দীঃ পৰ্বাসাঃ ॥ ৭ ॥

অনু.— পর্যায়গুলি চার-শত্ৰু-বিশিষ্ট।

ব্যাখ্যা—অতিরিক্তে প্রথম, মধ্যম (দ্বিতীয়) এবং উত্তম (তৃতীয়) এই তিনটি পর্যায় থাকে এবং প্রত্যেক পর্বাব্দে চারটি করে শত্ৰু থাকে।

হোত্বান্ আদ্যাম্ ॥ ৮ ॥

অনু.— প্রথম (শত্ৰুটি) হোতার।

ব্যাখ্যা—প্রত্যেক পর্বাব্দে প্রথমটি হোতার এবং অপর তিনটি যথাক্রমে মৈত্রাবরূপ, ব্রাহ্মণাচ্ছবসী ও অচ্ছবাকের শত্ৰু।

যাজ্ঞাত্যঃ পূর্বে পর্বাসাঃ ॥ ৯ ॥

অনু.— যাজ্ঞাগুলির আগে (যে প্রতীক সেগুলি হচ্ছে) 'পর্বাস'।

ব্যাখ্যা—১০-১২ নং সূ. দ্র.।

পান্তমা বো অঙ্কসোঃপাদু শিপ্রাঙ্কসন্ত্যামু বঃ সত্রাসাহম্ ইতি সূক্তশেষোহতি ত্যং মেবমক্ষর্যবো ভরতেজ্ঞায়
সোমম্ ইতি যাজ্ঞা। প্র ব ইন্দ্রায় মাদনং প্র কৃতান্যজীবিণঃ প্রতি ঞ্জতায় বো ধুবদ্ ইতি পঞ্চমশ
দিবশ্চিদস্যোতি পর্বাসঃ স নো নব্যোক্তির্ ইতি চ্যস্য মদে পুরু বর্পাসি বিহান্ ইতি যাজ্ঞা।
বরমু দ্বা তদিনদর্শা বরমিত্র স্বায়বোহতি বার্তহত্যামেত্যান্তমাম্ উদধরেদ্ ইয়ো অল মহদ্
ভরমতি ন্য বু বাচমলু ধৃতস্য হরিবঃ পিবেহেতি যাজ্ঞোজ্ঞায় মদবনে সূতমিত্রমিদ্
গাখিনো বৃহসেজ্ঞ সানসিমতো বিদ্রং স্তবামেশানং মা নো অগ্নিন্ মদবরিত্র
শিব তুভ্যং সুতো মদারেতি যাজ্ঞা ॥ ১০ ॥

অনু.— (প্রথম পর্বাব্দে চার ঋষিকের শত্ৰু যথাক্রমে) [ক] 'পান্ত-' (৮/৯২/১-৩), 'অপা-' (৮/৯২/৪-৬), 'তামু-' (৮/৯২/৭-৩৩) এই অবশিষ্ট সূক্তাংশ, 'অতি-' (১/৫১), 'অধ-' (২/১৪/১) যাজ্ঞা।

[খ] 'প্র-' (৭/৩১/১-৩), 'প্র কৃত-' (৮/৩২/১-৩), 'প্রতি-' (৮/৩২/৪-১৮) ইত্যাদি পনেরটি (মন্ত্র), 'দিব-' (১/৫৫) এই পর্বাস, এবং 'স-' (১/১৩০/১০)। 'অস্য-' (৬/৪৪/১৪) যাজ্ঞা।

[গ] 'বরমু-' (৮/২/১৬-১৮), 'বরমিত্র-' (৭/৩১/৪-৬)। 'বার্ত-' (৩/৩৭) এই (সূক্তের) শেষ (মন্ত্রটি) বাদ দেবেন। 'ইয়ো-' (২/৪১/১০-১২), 'ন্য বু-' (১/৫৩), 'অপসু-' (১০/১০৪/২) যাজ্ঞা।

[ঘ] 'ইন্দ্রায়-' (৮/৯২/১৯-২১), 'ইন্দ্রমি-' (১/৭/১-৩), 'এজ্ঞ-' (১/৮/১), 'এতো-' (৮/৮১/৪), 'মা-' (১/৫৪/১)। 'ইন্দ্র-' (৬/৪০/১) যাজ্ঞা।

ব্যাখ্যা—[ক] হোতার, [খ] মৈত্রাবরূপের, [গ] ব্রাহ্মণাচ্ছবসীর এবং [ঘ] অচ্ছবাকের পাঠ্য শত্ৰু। ম. বে. মৈত্রাবরূপের শত্ৰু যাজ্ঞার ঠিক আগের প্রতীকটি পর্বাস নয়, তার আগের প্রতীকই পর্বাস। এ-কথা বোঝাবার জন্যই ৯নং সূত্র থাক সঙ্কেত এই সূত্রে [খ] অংশে আবার 'পর্বাসঃ' বলা হয়েছে। চার ঋষিকের তোরির যথাক্রমে বৈতথ্য, শত্ৰু (গৌরীবিত), কাণ এবং দ্রৌতকক নামের বোনি। প্রসঙ্গত তা. ব্রা. ৯/২/২-৭ দ্র.। 'পান্ত-' এবং 'ইন্দ্রায়-' মন্ত্রটির উল্লেখ এ. ব্রা. ১৬/৬ অংশেও রয়েছে।

অয়ং ত ইহং সোমোঃয়ং তে মানুবে জন উদ্ যেদতীত্ব্যতমাম্ উদধরেৎ অহং ভুবনপাখ্যাত্ম্যাকসো মদারেতি
 যাজ্ঞা। আ তু ন ইহং কুমন্তমা প্র মব পরাবতো ন হ্যন্যং বভাকরম্ ইত্যতীত্ব ইত্থরতীরহং দাং
 পাতা সুতমিত্তো অস্ত সোমং হস্তা ব্রতম্ ইতি যাজ্ঞা। অতি দ্বা বৃবতা সুতেহতি প্র গোপতিং
 গিরা তু ন ইহং মন্ত্যস্ ইতি সুতে অবাতি প্রোত্ৰাং শীতিং বৃক ইরমি সত্যাম্ ইতি যাজ্ঞা।
 ইদং কসো সুতমক ইহ্রেহি মতস্যকসঃ প্র সমাজমুশ ক্রমবা ভর বৃবতা তদশ্বে
 নব্যমস্য পিব বস্য জজ্ঞান ইহ্রেতি যাজ্ঞা ॥ ১১ ॥ [১০]

অনু.—(দ্বিতীয় পর্যায়ে) [ক] 'অয়ং-' (৮/১৭/১১-১৩), 'অয়ং তে-' (৮/৬৪/১০-১২)। 'উদ্-' (৮/৯৩) এই
 (সূক্তের) শেষ (মন্ত্রটি) বাদ দেবেন। 'অহং-' (১০/৪৮)। 'অপা-' (২/১৯/১) যাজ্ঞা।

[খ] 'আ তু-' (৮/৮১/১-৩), 'আ প্র-' (৮/৮২/১-৩)। 'ন-' (৮/৮০/১-৮) ইত্যাদি আটটি (মন্ত্র), 'ঈত্ব-' (১০/
 ১৫৩), 'অহং-' (১০/৪৯), 'পাতা-' (৬/৪৪/১৫) যাজ্ঞা।

[গ] 'অতি-' (৮/৪৫/২২-২৪), 'অতি প্র-' (৮/৬৯/৪-৬), 'আ-' (৩/৪১, ৪২) ইত্যাদি দুটি সূক্ত। 'অশা-'
 (১/৮৩)। 'প্রোত্ৰাং-' (১০/১০৪/৩) যাজ্ঞা।

[ঘ] 'ইদং-' (৮/২/১-৩), 'ইহ্রে-' (১/৯/১-৩), 'প্র-' (৮/১৬), 'উপ-' (৮/৮১/৭-৯), 'তদ-' (২/১৭)। 'অস্য-'
 (৬/৪০/২) যাজ্ঞা।

ব্যাখ্যা—চার ঋষিকের ত্রোত্রিয় যথাক্রমে সৈবোদাস, আকুণার, আৰ্বঙ এবং গার সামের যোনি-তা ব্রা. ৯/২/৮-১৬ হ্র. ১২.
 যে, আচার্য সামের ভাষ্যে 'ইদং-' তুটটি সম্পর্কে ভুলবশত লেখা হয়েছে 'দ্বিতীয়ে রাশিগব্যয়ে ব্রহ্মাশ্রেয়ম্ এব ত্রোত্রিয়স্
 তুচ্য'। 'ইদং-' মন্ত্রের উল্লেখ ঐ. ব্রা. ১৬/৬ অংশেও পাওয়া যায়। 'পাতা-' ব. ৬/২৩/৩ মন্ত্রের প্রতীক নয়।

ইদং হ্যমোজসা মহী ইহ্রেঃ য ওজসা সমস্য মন্যবে বিশ ইতি চিচ্ছারিত্বাদ্ বিখজিতে তিষ্ঠা হরী রথ আ
 যুক্ত্যমানেতি যাজ্ঞা। আ য়োতা নি বীদতা দ্বশত্রবা গহি নকিরিত্ত যদুত্তর ইত্থতমাম্ উদধরেৎ হ্রত্ তে
 দখামীদং ত্যক্ পাত্রমিত্তপানম্ ইতি যাজ্ঞা। যোগে যোগে ভবত্তরং যুক্তি ব্রধুমকুং যদিত্রাহং
 প্র তে মহ উতী শচীকত্তব বীরেণেতি যাজ্ঞা। ইহ্রেঃ সুতেষু সোমেষু য ইহং সোমপাতম্ আ যা যে
 অগ্নিমিক্ত ইতি সপ্তদশ। য ইহং চমলেষা সোমঃ প্র যঃ সত্যং প্রো য়োশে
 হরয়ঃ কর্মখাদ্ ইতি যাজ্ঞা ॥ ১২ ॥ [১০]

অনু.—(তৃতীয় পর্যায়ে) [ক] 'ইদং-' (৩/৫১/১০-১২), 'মহী-' (৮/৬/১-৩)। 'সমস্য-' (৮/৬/৪-৪৫) ইত্যাদি
 বিরান্ধিটি (মন্ত্র), 'বিখ-' (২/২১), 'তিষ্ঠা-' (৩/৩৫/১) যাজ্ঞা।

[খ] 'আ য়োতা-' (১/৫/১-৩), 'আ দ্বশ-' (৮/৮২/৪-৬), 'নকি-' (৪/৩০) এই (সূক্তের) শেষ (মন্ত্রটি) বাদ
 দেবেন। 'শ্রত্-' (১০/১৪৭)। 'ইদং-' (৬/৪৪/১৬) যাজ্ঞা।

[গ] 'যোগে-' (১/৩০/৭-৯), 'যুক্তি-' (১/৬/১-৩), 'যদি-' (৮/১৪), 'প্র-' (১০/৯৬)। 'উতী-' (১০/১০৪/৪)
 যাজ্ঞা।

[ঘ] 'ইহ্রেঃ-' (৮/১৩/১-৩), 'য-' (৮/১২/১-৩), 'আ-' (৮/৪৫/১-১৭) ইত্যাদি সূক্তেরটি (মন্ত্র), 'য-' (৮/৮২/৭-
 ৯), 'প্র-' (২/১৬)। 'প্রো-' (৬/৩৭/২) যাজ্ঞা।

ব্যাখ্যা—চার ঋষিকের ত্রোত্রিয় যথাক্রমে সাধুজ্ঞান, সৈবোদাস, আকুণার এবং কৌতল সামের যোনি-তা ব্রা. ৯/২/১৬-
 ২১ হ্র. ১২। 'নকি-' প্রতীকটিতে পানের উল্লেখ করা হলেও 'উত্থতমাম্ উদধরেৎ' বলার দ্বারা ব্রহ্মাশ্রেয়ম্ প্রতীকটি বাদা এখনে সূত্রই
 অতিশেষত। ঐ. ব্রা. ১৬/৬ অংশেও 'ইদং-' মন্ত্রটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইতি পর্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥ [১১]

অনু.— এই (হল) পর্যায়।

ব্যাখ্যা— ১০-১২ নং সূত্রে যা যা বলা হল সেগুলির নাম 'পর্যায়'। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক পর্যায়ে কোন শব্দেরই শেষে গ্রহণাত্মক সোম আছতি দেওয়া হয় না, আছতি দেওয়া হয় দশটি করে চমকের সোম।

পর্যায়বর্জ্য গায়ত্রীঃ ॥ ১৪ ॥ [১২]

অনু.— পর্যায় ছাড়া (পর্যায়গুলির বাকী) মন্ত্রগুলি গায়ত্রী ছন্দের।

ব্যাখ্যা— ছন্দ নির্দেশ করার স্তোম্যতিশংসনের সময়ে গায়ত্রী ছন্দের মতই আবাণ করতে হবে।

পঞ্চম কণ্ঠিকা (৬/৫)

[অতিরাত্র—আশ্বিন শব্দ]

সংস্থিতে আশ্বিনায়াস্তবতে ॥ ১ ॥

অনু.— (অতিরাত্রে পর্যায়গুলি) সমাপ্ত হলে আশ্বিন (শব্দের) জন্য (উদ্গাতারা) স্তব করেন।

ব্যাখ্যা— তিন পর্যায় শেষ হলে উদ্গাতারা আশ্বিন শব্দের আগে সন্ধিতোত্র গান করেন।

শব্দসিহ্মান্ বিসংস্থিতসঙ্করণে নিব্ধক্রম্যাগ্নীধীয়ে জাহাচ্যাছতীন্ জুহ্বান্দ অগ্নিরজী গায়ত্রেশ ছন্দসা তামশ্যাং
তমহারতে তসৈ মামবতু তসৈ স্বাহা। উবা অগ্নিনী ত্রেহুভেন ছন্দসা তামশ্যাং তামহারতে তসৈ
মামবতু তসৈ স্বাহা। অশ্বিনাবজ্বিনৌ জাগতেন ছন্দসা তামশ্যাং তামহারতে। তাজ্যাং মামবতু
তাজ্যাং স্বাহা। বগহী অসি সূৰ্যেতি তাজ্যান্ ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরীতি চ ॥ ২ ॥

অনু.— শব্দপাঠ করতে থাকবেন (বলে হোতা) বিসংস্থিতসঙ্করণ দিয়ে বাইরে গিয়ে হাঁটু পেতে 'অগ্নি-' (সূ.), 'উবা-' (সূ.), 'অশ্বিনা-' (সূ.), 'বগহী-' (৮/১০১/১১, ১২) ইত্যাদি দু-টি (মন্ত্র) দ্বারা এবং 'ইন্দ্রং-' (১/৭/১০) এই (মন্ত্র দ্বারা) আগ্নীধীয়ে (মোট ছ-টি) আছতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— প্রত্যেক মন্ত্রে একটি করে আছতি দিতে হবে। হোতার প্রতিিনিধি কেউ হয়ে থাকলে তবেই এই হোমগুলি করতে হয়— 'শব্দসিহ্মান্ বিসংস্থিতসঙ্করণে নিব্ধক্রম্যাগ্নীধীয়ে জাহাচ্যাছতীন্ জুহ্বান্দ ইত্যোবদ্-অর্থম্' (না.)। সূত্রে যে 'ইন্দ্রং-' মন্ত্রটি উল্লেখ করা হয়েছে তাও আত্মতানোরই মন্ত্র, আত্মতানোর মন্ত্র নয়। সূত্রে এই অভিশ্রায়েই 'চ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। পরবর্তী সূত্রে যে আত্মতানোর কথা বলা হয়েছে তা তাই বিনামত্রেই করতে হবে।

প্রাশ্যাজ্যশেষম্ অগ্ন উপস্পৃশেন নাস্তোমেদ বিজায়তে দেবরথো বা এষ বদ্ যোতা নাক্ষত্রস্তিঃ করবাপীতি ॥ ৩ ॥

অনু.— (পাদে) আত্মের অবশেষ তক্ষণ করে জল স্পর্শ করবেন, (কিছু) আচমন করবেন না। (বেদ থেকে) বিশেষভাবে জানা যায়, এই যে (আগ্নি) যোতা (সেই-আগ্নি বস্তুত)-সেবতাসের-রথ। (রথের) অক্ষকে জল দিয়ে (প্রক্ষালন) করব না।

ব্যাখ্যা— বেদে বলা আছে, বজ্র হচ্ছে দেবতাদের রথ। হোতার যখন সেই রথের ঢাক এবং জিহ্বা হচ্ছে অক্ষ। আত্মসিগ্ন সেই জিহ্বাকে যোতা জল দ্বারা প্রক্ষালন করবেন না। যেহেতু এই নির্দেশকণ্ড এখানে আত্মসিগ্নি আত্মের তক্ষণের পর আত্মসিগ্ন জিহ্বাকে প্রক্ষালন না করলে কোন অন্তর্ভিঙ্গো তাই ঘটে না। ঐ.ত্রা. ১৭/১ অংশেও আত্মতক্ষণ করে শব্দপাঠ করতে বলা হয়েছে।

প্রাশ্য প্রতিগ্রসূচ্য পশ্চাত্ বস্য থিক্যল্যোগবিশেষত্ সমস্তজ্ঞেবার্হনু অরত্বিত্যং জানুত্যাং
চোপহুং কৃদ্বা যথা শকুনির্ উত্পতিষ্যন্ ॥ ৪ ॥

অনু.— ভক্ষণ করে (সদোমগুণে) আবার গ্রহণ করে উজ্জীন হওয়ার আগে শকুনি যেমন (—ভাবে থাকে তেমনভাবে দুই) জন্তুবা এবং উরু সংযুক্ত করে থেকে দুই কনুই এবং দুই হাঁটু দিয়ে কোল পেতে নিজ বিবেকের গিহনে বসবেন।

ব্যাখ্যা— জন্তুবা = হাঁটু এবং গোড়ালির মধ্যস্থল। দুই হাঁটু ও দুই কনুই মাটিতে রেখে পারের আঙুলগুলি মাটিতে স্পর্শ করিয়ে বসে থাকতে হয়। এইভাবে বসলেই উড়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তের শকুনির মতো দেখায়। শত্রুর আরম্ভে যখন আশ্রয় করতে হয় তখন সেই সময়েই এইভাবে বসবেন। শত্রু শুরু হয়ে গেলে অবশ্য বসতে হবে পরবর্তী সূত্র অনুযায়ী। আশ্রয়ের অবশেষে ভক্ষণ করলে যখন এ-ক্ষেত্রে কোন অশুচিসৌহ হর না তখন সদোমগুণে এসেও তা ভক্ষণ করা যেতে পারে এই ভুল ধারণার সৃষ্টি যাতে না হয় সেই অভিপ্রায়েই আগের সূত্রে ‘প্রাশ্য’ বলা থাকে সত্ত্বেও এই সূত্রে আবার তা বলা হল। ঐ. ব্রা. ১৭/১ অংশেও উজ্জীন-উন্মুখ শকুনির মতো বসে আশ্রয় করতে বলা হয়েছে। “জন্তুবা চ উরুচ্চ জ্ঞেবার্হনু। জ্ঞেবার্হনু চৈতি জ্ঞেবার্হনী। তে সমস্তে বস্য সাং সমস্তজ্ঞেবার্হনু” (না.)।

উপহুংকৃতস্ হেবাশ্বিনং শংসেচ্ ॥ ৫ ॥

অনু.— আশ্বিন (শত্রু) কিন্তু কোল পেতে বসেই পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— ১নং সূত্র সত্ত্বেও এখানে আবার ‘আশ্বিনং’ বলায় প্রথম আশ্রয়ের পরে সমগ্র শত্রুই দর্শনপূর্ণমাসের মতো উপহু (১৩/৩৭ সূ. ম.) হয়ে বসে পাঠ করতে হয়। আশ্বিন শত্রু তৃতীয় সর্বনেরই অন্তর্গত বলে তা উক্তম হয়ে পাঠ্য।

অগ্নিহোতা গৃহপতিঃ স রাজ্জেতি প্রতিপদ একপাতিনী পচ্ছ ॥ ৬ ॥

অনু.— (আশ্বিন শত্রে) ‘অগ্নি-’ (৬/১৫/১৩) এই একমন্ত্রের প্রতীক প্রতিপদ (মন্ত্রটি) পাদে পাদে (থেকে পড়তে হয়)।

ব্যাখ্যা— ৫/১৪/৮ সূত্র অনুযায়ী প্রতিপদ তিন-মন্ত্রের প্রতীক হওয়া উচিত, কিন্তু এখানে তা ‘একপাতিনী’ অর্থাৎ একটি মাত্র মন্ত্রেরই প্রতীক। তা-হাড়া প্রতিপদ অর্থমন্ত্রে অর্থমন্ত্রে থেকে থেকে পড়তে হলেও (৫/১৪/১০ সূ. ম.) এখানে কিন্তু তা পাদে পাদে থেকে পড়তে হয়। ২০ নং সূত্রানুযায়ী এই প্রতিপদে আশ্রয় হবে। ম. বে. প্রাভরনুবাকের যেটি প্রথম মন্ত্র সেই ‘আগো-’ (৪/১৩/৭ সূ. ম.) মন্ত্রটিরই পরিবর্তে এখানে এই প্রতিপদটি পাঠ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ১৭/১ অংশেও এই মন্ত্রেই আশ্বিন শত্রু শুরু করতে বলা হয়েছে। সূত্রে ‘প্রতিপদ’ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে এ-কথাই বোঝাতে যে, ব্রাহ্মণগৃহে ‘অগ্নি মন্যে-’ (খ. ১০/৭/৩) এই অগ্নি যে প্রতিপদের উল্লেখ রয়েছে তা এখানে গ্রাহ্য নয়।

এতন্নায়োরং গায়ত্রীম্ উপসন্ডনুয়াক্ ॥ ৭ ॥

অনু.— এই (প্রতিপদ মন্ত্রের) সঙ্গে অগ্নি-সেবতার গায়ত্রী মন্ত্রের (মন্ত্রসমষ্টিতে) সংযুক্ত করবেন।

ব্যাখ্যা— ‘গায়ত্রীম্’ না বললেও চলত, কিন্তু তবুও তা বলার সুখতে হবে প্রাভরনুবাকে গায়ত্রী মন্ত্রের বক্তৃতাটি মন্ত্র বিধিত হয়েছে তার মধ্যে প্রথম মন্ত্রটি হাড়া বাকী সব মন্ত্রই এখানে পাঠ করতে হয়। প্রথম মন্ত্রটির স্থানে ৬ নং সূত্রে নির্দিষ্ট প্রতিপদ মন্ত্রটি পড়ে তার সঙ্গে ‘উপ-’ (১/৭৪/১) মন্ত্রটি জুড়ে নিতে হবে— ৪/১৩/৭ সূ. ম.।

প্রাভরনুবাক্যায়েন তটস্যৈব সমাধারস্য সহস্রাবমম্ ওসেতোঃ শংসেচ্ ॥ ৮ ॥

অনু.— প্রাভরনুবাকের (ই) রীতিতে ঐ মন্ত্রসমষ্টিরই কর্ম পক্ষ এক হাজার (মন্ত্র) সূর্বোদর পর্বত পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— সহস্রাবমম্ = সহস্র অবম অর্থাৎ সব থেকে কম সংখ্যা যে মন্ত্রসমষ্টির। ওসেতোঃ = আ-উত্ + √ই + তেন্ (পা.

৩/৪/১৬ হ্র.)— সূর্য উদিত হওয়ার পৰ্যন্ত। আধিনশয়ে প্রাতঃস্নানবাক্যের রীতিতেই (কর্জগত উৎসর্গ প্রকৃতি কর্মগুলি নয়, কেবল শত্রুবিষয়ক) মন্ত্রাংশে প্রাতঃস্নানবাক্যের মন্ত্রগুলিই পাঠ করতে হবে, তবে এখানে সূর্যোদয়ের আগে পর্বত কমলকে এক হাজার মন্ত্র অবশ্যই পড়তে হয়। ১৮ নং সূত্রের মন্ত্রগুলি বাদ দিয়েই মোট এই সংখ্যা অন্তত হতে হবে। সূর্যের (সম্পূর্ণ) মণ্ডলটি দেখা গেলে তবেই তাকে সূর্যোদয় বলে এখানে ধরা হয়। ঐ. দ্রা. ১৭/১ অংশেও কমলকে এক হাজার মন্ত্র পাঠ করতে বলা হয়েছে। হিলেব্রান্ডের মতে মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে সূর্যকে সজীবিত করে তোলার উদ্দেশ্যেই এই শত্রু।

বার্হৎস্ ত্রয়স্ তুচাঃ স্তোত্রিয়াঃ প্রগাথা বা। তান্ পুরস্তাদ্ অনুসেবতং বস্য হ্রস্বসো যথাস্ততং শংসেত্ ॥ ৯ ॥

অনু.— বৃহতীহ্রস্বের তিনটি তুচ অথবা (তিনটি) প্রগাথ (হবে) স্তোত্রিয়। ঐগুলিকে (তাদের) সেবতা অনুযায়ী নিজ হ্রস্বের আগে স্তোত্র অনুযায়ী (শব্দে) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— অগ্নি, উষা এবং অশ্বিনের উদ্দেশ্যে উদ্গাতারা সন্ধিস্তোত্রে ‘এনা-’ (সা. উ. ৭৪৯-৫৪) ইত্যাদি বৃহতী হ্রস্বের যে তিনটি তুচে অথবা প্রগাথে সামগান করেন আধিনশয়ে সেই তিনটি তুচ অথবা প্রগাথকেই সেগুলির সেবতা অনুযায়ী প্রাতঃস্নানবাক্যে উল্লিখিত বৃহতী হ্রস্বের মন্ত্রসমষ্টির (৪/১৩/১০; ৪/১৪/৫; ৪/১৫/৫ সূ. দ্র.) আগে পাঠ করতে হবে। ‘যথাস্ততম্’ বলান (প্রসঙ্গত ৫/১৫/১৪ সূ. দ্র.) তুচে গাওয়া হলে তুচ এবং প্রগাথে গান হলে প্রগাথই স্তোত্রিয়রূপে পাঠ করতে হবে। তা-ছাড়া যদিও স্তোত্রিয় দিয়েই শত্রুপাঠ শুরু করতে হয়, তবুও আধিনশয়ে তা পাঠ করতে হবে হ্রস্বের ক্রম অনুযায়ী। ‘এনা-’ (খ. ৭/১৬/১,২; ৭/৮১/১,২; ৭/৭৪/১,২) ইত্যাদি তিনটি প্রগাথের সেবতা যথাক্রমে অগ্নি, উষা, অশ্বিন।

যেষু বান্যেযু ॥ ১০ ॥

অনু.— অথবা অন্য যে (হ্রস্বের মন্ত্র)গুলিতে (সন্ধিস্তোত্র হয় সেই হ্রস্বের মন্ত্রগুলিকে এইভাবে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যে হ্রস্বের মন্ত্রে সন্ধিস্তোত্র গাওয়া হয়, শব্দে ঐ মন্ত্রগুলিকে নিজ নিজ সেবতা ও হ্রস্ব অনুযায়ী সেই সেবতার সেই হ্রস্বের মন্ত্রসমষ্টির আগে পাঠ করতে হয়।

পক্ষেদ্বিপদাঃ ॥ ১১ ॥

অনু.— দ্বিপদা (মন্ত্রগুলিকে) পাদে পাদে (থেকে) পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যদিও প্রাতঃস্নানবাক্যের তালিকায় একটিমাত্র দ্বিপদা আছে (৪/১৩/৯ সূ. দ্র.), তা হলেও সূত্রে বহুবচন থাকায় এই নিয়ম সর্বত্র প্রযোজ্য বলে বুঝতে হবে। এটি ৪/১৫/১৪ সূত্রের অপবাদবিধি। এখানে ‘উপসমাস’ তাই হবে না। খ. ৬/১০/৭ হ্র.।

উপসন্তনুরাদ্ একপদাঃ ॥ ১২ ॥

অনু.— একপদাগুলিকে (পূর্ববর্তী মন্ত্রের প্রণবের সঙ্গে) সংযুক্ত করবেন।

ব্যাখ্যা— যদিও প্রাতঃস্নানবাক্যের তালিকায় একটিমাত্র একপদা আছে (৪/১৫/৪ সূ. দ্র.), তবুও সূত্রে বহুবচন থাকায় এই নিয়মটিও আগের সূত্রে মতো সর্বত্র প্রযোজ্য বলে বুঝতে হবে। এটিও ৪/১৫/১৪ সূত্রের অপবাদবিধি। এখানেও উপসমাস তাই হবে না। খ. ৬/৩০/১১ হ্র.।

ভাত্যন্ চোত্তরাঃ ॥ ১৩ ॥

অনু.— ঐ (একপদার) পরবর্তী (মন্ত্রগুলিকেও ঐ পূর্ববর্তী একপদা মন্ত্রের অন্তে প্রযোজ্য প্রণবের সঙ্গে সংযুক্ত করে পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— ৪/১৫/১৪ সূত্র অনুসারে ‘উপসমাস’ কতে না হয় সেই অভিপ্রায়েই এই সূত্রের অবতারণা।

বিচ্ছন্দস উদ্ধরেত ॥ ১৪ ॥

অনু.— বিপরীত ছন্দের মন্ত্রগুলিকে বাদ দেবেন।

ব্যাখ্যা— অর্থমন্ত্রে অর্থমন্ত্রে যেগুলিতে থামতে হয়, তার মধ্যে পাদে পাদে থেমে পড়তে হয় এমন কোন মন্ত্র এসে পড়লে, শত্ৰুপাঠের সময়ে সেটিকে বাদ দেবেন। অনুরূপভাবে পাদে পাদে থেমে পড়তে হয় এমন মন্ত্রের তালিকায় অর্থমন্ত্রে অর্থমন্ত্রে থামতে হয় এমন কোন মন্ত্র এসে পড়লে তা বাদ দেবেন। আশ্বিনশত্বেই এই নিয়ম। ৪/৩/১৪ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র।

অপি বা তন্ন্যায়েন শংসনম্ ॥ ১৫ ॥

অনু.— অথবা (সূক্তের অন্যান্য মন্ত্রগুলির) মতো পাঠ (করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— অথবা ভিন্ন ছন্দের মন্ত্রটিকে বাদ দেবেন না, সূক্তের অন্যান্য মন্ত্রের মতোই সেই মন্ত্রটিকেও প্রত্যেক অর্থমন্ত্রে অথবা পাদে পাদে থেমে থেমে পড়বেন। আশ্বিনশত্বেই এই নিয়ম। সূত্রের অন্য এক সম্ভাব্য অর্থ হল— প্রাতরনুবাকের গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দের তালিকায় অন্য কোন ছন্দের মন্ত্র থাকলে সেই মন্ত্রকে বাদ দেবেন না, ঐ সূক্তের অন্যান্য মন্ত্রের মতোই সেই মন্ত্রকে পাঠ করবেন। তা একান্ত সম্ভব না হলে ঐ মন্ত্রের নিজ ছন্দ অনুযায়ীই মন্ত্রটি পাঠ করবেন। ৪/৩/১৪ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র।

ন তু পচ্ছোহন্যাস্ ত্রিষ্টুভজগতীভ্যঃ ॥ ১৬ ॥

অনু.— কিন্তু ত্রিষ্টুপ্ এবং জগতী ছাড়া অন্য (ভিন্ন ছন্দের মন্ত্রকে) পাদে পাদে (থেমে পড়বেন) না।

ব্যাখ্যা— আগের সূত্র অনুযায়ী ত্রিষ্টুপ্ অথবা জগতী ছন্দের সূক্তের মধ্যে ভিন্ন ছন্দের কোন মন্ত্র থাকলে তাকে সূক্তের অন্যান্য মন্ত্রের মতো পাদে পাদে থেমে পাঠ করার কথা (৫/১৪/১৭ সূ. দ্র.), কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে যে, তা করবেন না। হয় হোতা সেই ভিন্ন ছন্দের মন্ত্রকে বাদ দেবেন, না হয় তিনি সেই মন্ত্রকে তার নিজ ছন্দ অনুযায়ী অর্থমন্ত্রে অর্থমন্ত্রে থেমে থেমে পাঠ করবেন। এই নিয়মও আশ্বিনশত্বেই প্রযোজ্য। অন্যত্র মন্ত্রকে তার নিজ ছন্দ অনুযায়ীই থেমে থেমে পাঠ করতে হয়। ৪/১৩/১৪ দ্র।

পাঙ্ক্তেনোদিতে সৌৰ্য্যি প্রতিপদ্যাতে ॥ ১৭ ॥

অনু.— (সূর্য) উঠলে পংক্তিছন্দের মন্ত্রের সঙ্গে (জুড়ে নিয়ে) সূর্যদেবতার (সূক্তগুলি) আরম্ভ করবেন।

ব্যাখ্যা— সূর্যোদয় হলে ৪/১৫/৮ সূত্রে উল্লিখিত পংক্তি ছন্দের মন্ত্রের শেষে প্রযোজ্য প্রশ্নের সঙ্গে ‘সূর্যো-’ (১৮ নং সূ. দ্র.) এই সূর্যদেবতার মন্ত্রটিকে জুড়ে নিয়ে পাঠ করবেন। এই সূত্রে ‘উদিতো’ পদটি থাকায় ৮ নং সূত্রে ‘ওদেতোঃ’ না বললেও চলে। তবুও তা বলার উদ্দেশ্য হল সূর্য না-ওঠা পর্যন্ত শংসন করেই চলাবেন, থামবেন না। তাই প্রয়োজন হলে ‘ঈডে-’ মন্ত্রটিকেই (৪/১৫/১৭ সূ. দ্র.) বারে বারে পড়বেন অথবা ঋক্সংহিতা থেকে যতগুলি মন্ত্র প্রয়োজন ততগুলি মন্ত্র নিয়ে পাঠ করবেন— “যস্য্যশ্বিনে শস্য্যমানে সূর্যো নাবিন্ ভবতি সর্বা অপি দাশভরীন্ অনুব্রূয়াত্” (আপ. শ্রৌ ১৮/২৪/১২)।

সূর্যো নো দিব উদু ভ্যং জাতবেদসম্ ইতি নব চিত্রং দেবানাং নমো মিত্রস্য। ইন্দ্র ক্রতুং ন আভরতি দ্বা শূর
নোনুমো বহবঃ সূরচক্ষস ইতি প্রগাথাঃ। মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ নন্তে হি দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বশত্বা। বিশ্বস্য
দেবী মৃচরস্য জন্মনো ন বা রোবাতি ন গ্রভদ ইতি দ্বিপদা ॥ ১৮ ॥

অনু.— ‘সূর্যো-’ (১০/১৫৮), ‘উদু-’ (১/৫০/১-৯) ইত্যাদি নটি (মন্ত্র), ‘চিত্রং-’ (১/১১৫), ‘নমো-’ (১০/৩৭), ‘ইন্দ্র-’ (৭/৩২/২৬, ২৭), ‘অভি-’ (৭/৩২/২২, ২৩), ‘বহবঃ-’ (৭/৬৬/১০, ১১) এই প্রগাথগুলি, ‘মহী-’ (১/২২/১৩), ‘তে হি-’ (১/১৬০/১) (এবং) ‘বিশ্বস্য-’ (সু.) এই দ্বিপদা (মন্ত্র পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— এই প্রথম চারটি সূক্তকে ‘সৌর্য’ বলা হয়। সূক্তগুলি পাঠাভ্যাসের সময়ে দিনেই অধ্যয়ন করতে হয়। সূত্রে ‘দ্বিপদা’ বলে উদ্দেশ্য করার ‘বিশ্বস্য-’ মন্ত্রটিকে ৬/৫/১১ সূত্র অনুসারে পাদে পাদে থেমে পড়তে হবে। ঐ. ব্রা. ১৭/৩, ৪ অংশে এই মন্ত্রগুলিরই উদ্দেশ্য আছে, তবে ‘উদু-’ শ্রীকটিকে সেখানে সূক্তরূপেই গ্রহণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতে অতি ষদর্থো অর্হাদ্ ইতি পরিধানীয়া ॥ ১৯ ॥

অনু.—(শব্দের) অন্তিম মন্ত্র ‘বৃহ্’ (২/২৩/১৫)।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ১৭/৫ অংশে প্রজা ও পশুর কামনায় ‘এবা-’ (৪/৫০/৬) এবং তেজ ও ব্রহ্মবর্চসের কামনায় এই ‘বৃহ্’ মন্ত্রটি দিয়ে শতপাঠ সমাপ্ত করতে বলা হয়েছে।

প্রতিপদে পরিধানীয়া ইত্যাহাবঃ ॥ ২০ ॥

অনু.—প্রতিপদের উদ্দেশ্যে (এবং) পরিধানীয়ার উদ্দেশ্যে আহাব (হবে)।

ব্যাখ্যা—৬ নং সূত্রে উল্লিখিত প্রতিপদ মন্ত্রটি তুচ্চ নয় এবং পরে অনুচর তুচ্চও নেই বলে তা পারিভাসিক প্রতিপদ নয়। ৫/১০/১৭ সূত্র অনুযায়ী সেখানে তাই আহাব হতে পারে না বলে এখানে ঐ প্রতিপদের উদ্দেশ্যে আহাব বিহিত হল। ‘পরিধানীয়া’ (য়ে) বলায় আশ্বিন শব্দের প্রগাথে এবং স্তোত্রিয়ে কিন্তু আহাব হবে না।

বৃহত্সাম চেত্ তস্য যোনিং প্রগাথেষু দ্বিতীয়াং তৃতীয়াং বা ॥ ২১ ॥

অনু.—যদি (সন্ধিস্তোত্রে) বৃহত্সাম (গাওয়া হয়) তাহলে তার যোনিকে প্রগাথগুলিতে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় (স্থানে রাখবেন)।

ব্যাখ্যা—সন্ধিস্তোত্রে সাধারণত ‘এনা-’ (সা. উ. ৭৪৯-৫৪) এই ছ-টি মন্ত্রকে তিনটি মন্ত্রে পরিবর্তিত করে রথস্তর সামে গাওয়া হয়। যদি বৃহত্সাম গাওয়া হয় তাহলে ঐ সামের নিজ যোনিকে অর্থাৎ ‘হামিদ্ধি-’ এবং ‘স স্বং-’ (ঋ. ৬/৪৬/১,২; সা. উ. ৮০৯, ৮১০) এই দুটি মন্ত্রকে সৌর্যকণ্ঠের অর্থাৎ সূর্যদেবতার ‘ইন্দ্র-’ অথবা ‘অভি-’ এই প্রগাথের (১৮ নং সূ. দ্র.) পরে পাঠ করবেন।

ন বা ॥ ২২ ॥

অনু.—অথবা (ঐ সামের যোনিমন্ত্রকে পাঠ করবেন) না।

আশ্বিনেন গ্রহেণ সপুৰোডাশেন চরতি ॥ ২৩ ॥

অনু.—পুরোডাশ-সমেত অশ্বিদেবতার গ্রহ দ্বারা অনুষ্ঠান করেন।

ব্যাখ্যা—আশ্বিনশব্দ শেষ হলে অশ্বিদেবতার উদ্দেশ্যে গ্রহের অথবা দশটি চমসের সোম অগ্নিতে আর্ঘ্য দিতে হয়। সেই সময়েই প্রতিগ্রহাভা দুই-কপালে সৈকা একটি পুরোডাশ অশ্বিদেবতার উদ্দেশ্যে আর্ঘ্য দেন। পুরোডাশটি নিঃশেষে আর্ঘ্য দিতে হয়, প্রসাদ-গ্রহণের জন্য কোন অবশেষ রেখে দেওয়া হয় না।

ইমে সোমাসত্তিরো অহ্যাসত্তীরাতিষ্ঠতি পীতয়ে যুবত্যাং। হবিষ্যতা নাসত্যা রথেনা

বাতমুপভূষতং পিথ্যা ইত্যনুবাক্যা ॥ ২৪ ॥

অনু.—(ঐ গ্রহে) ‘ইমে-’ (সু.) অনুবাক্যা।

হোতা বক্ষদাশ্বিনা সোমানাং তিরো অহ্যানাং ইতি প্রৈষঃ ॥ ২৫ ॥ [২৪]

অনু.—হোতা- (সু.) প্রৈষ।

ব্যাখ্যা—সম্পূর্ণ মন্ত্রটি হচ্ছে— “হোতা বক্ষদাশ্বিনা সোমানাং তিরো অহ্যানাং তিরো বর্তিযাতাং তিরিহ মানয়েথাং উতো তুরীয়াং নাসত্যা বাকিনায় সেবাঃ। সজুরীয়া রোহিষো দৃতনুঃ। সজুরীয়া অরুবেভিঃ। সজুঃ সূর্য এতশেভিঃ। সজোবসাবশ্বিনা দসোতিঃ করত এবাশ্বিনা জুবেতাং মনেতাং বীতাং পিবেতাং সোমং হোতবজ” (প্রৈষাধ্যায় ৪/১৮)।

প্র বামজাংসি মদ্যান্যম্ভুরুভা শিবতমশ্বিনেতি যাজ্ঞো অধ্যর্থম্ অনবানম্ ॥ ২৬ ॥ [২৪]

অনু.—‘প্র-’ (৭/৬৮/২), ‘উভা-’ (১/৪৬/১৫) এই দু-টি যাজ্ঞো নিঃশ্বাস না নিয়ে দেড় দেড় করে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ১৭/৫ অনুসারে ‘প্র-’ এই মন্ত্রের পরিবর্তে বিকল্পে ‘অশ্বিনা-’ (৩/৫৮/৭) মন্ত্রও পাঠ করা চলে। এখানে মন্ত্র দু-টি হলেও যাজ্ঞো একটি বলেই গণ্য হওয়ায় আগু এবং বষট্কার একবারই হবে (৫/৫/৪ সূত্রে ব্যাখ্যা দ্র.)।

যদ্যেত্যস্য পুরোডাশস্য ষ্টিষ্টকৃতা চরেয়ুঃ পুরোস্তা অয়ে পচতোহয়ে

বুধান আহুতিম্ ইতি সংযাজ্যো ॥ ২৭ ॥ [২৫]

অনু.—যদি এই (অশ্বিসেবতার) পুরোডাশের ষ্টিষ্টকৃৎ দিয়ে অনুষ্ঠান করেন (তাহলে যথাক্রমে) ‘পুরো-’ (৩/২৮/২), ‘অয়ে-’ (৩/২৮/৬) এই (দুই মন্ত্র হবে) ষ্টিষ্টকৃতের অনুবাক্য এবং যাজ্ঞো।

ব্যাখ্যা—এখানে ষ্টিষ্টকৃতের অনুষ্ঠান বৈকল্পিক।

যষ্ঠ কণ্ডিকা (৬/৬)

[সময়ের অভাবে পর্যায় ও আশ্বিনশব্দের অনুষ্ঠান-সংক্ষেপ, সংসব, নিবিদ্-অতিপত্তি]

যদি পর্যায়ান্ অভিব্যচ্ছেত্ সর্বেষ্য একং সংভরেয়ুঃ ॥ ১ ॥

অনু.—যদি পর্যায়গুলিকে লক্ষ্য করে উহার উদয় হয়, (তাহলে) সমস্ত (পর্যায় থেকে সংগ্রহ করে) একটি (-মাত্র পর্যায়) প্রস্তুত করবেন।

ব্যাখ্যা—যদি এমন হয় যে, রাত্রি শেষ হয় হয়, কিন্তু পর্যায় এখনও শুরুই হয় নি, শুরু করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি এবং যেটুকু সময় ভোর হতে বাকী আছে তার মধ্যে তিনটি পর্যায় এবং আশ্বিনশব্দ শেষ করা সম্ভব নয়, তাহলে ঋত্বিকেরা তিন পর্যায় থেকেই কিছু কিছু মন্ত্র নিয়ে একটিমাত্র পর্যায় তৈরী করে মন্ত্র পাঠ করবেন। পরবর্তী সূত্রগুলি দ্র. ১৮ নং সূত্রের ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার নারায়ণ বলেছেন ‘যদি পর্যায়োপক্রমে তেবু বা শস্যমানেষু উষঃকাল আগচ্ছেত্ তদা বক্ষ্যমাণং নৈমিত্তিকং কর্ম কর্তব্যম্’ হচ্ছে এই সূত্রের মর্মার্থ। সূত্রে ‘অভি’ লক্ষণ অর্থে ব্যবহৃত একটি কর্মপ্রবচনীয়। ব্যুচ্ছেত্ = বি-√উচ্ছ (বিবাস)—সম্ভাবনার অর্থে বিধিলিঙ্গ।

প্রথমাদ্ হোতা দ্বিতীয়ান্ মৈত্রাবরুণো ব্রাহ্মণাচ্ছসী চোত্তমাদ্ অচ্ছাবাক্য ॥ ২ ॥

অনু.—প্রথম (পর্যায়) থেকে হোতা, দ্বিতীয় (পর্যায়) থেকে মৈত্রাবরুণ ও ব্রাহ্মণাচ্ছসী এবং শেষ (পর্যায়) থেকে অচ্ছাবাক্য (নিজ নিজ শব্দ সংগ্রহ করে নিয়ে পাঠ করবেন)।

দ্বৌ চেদ্ দ্বৌ প্রথমাদ্ দ্বা উত্তমাত্ ॥ ৩ ॥

অনু.—যদি দু-টি (পর্যায় বাকী থাকে তাহলে) হোতা এবং মৈত্রাবরুণ এই দু-জন (অবশিষ্ট দু-টি পর্যায়ের) প্রথম (পর্যায়) থেকে, (এবং বাকী) দু-জন শেষ (পর্যায়) থেকে (নিজ নিজ শব্দ নিয়ে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—শেষ দু-টি পর্যায় বাকী আছে এমন সময় ভোর হতে থাকলে হোতা ও মৈত্রাবরুণ দ্বিতীয় পর্যায় থেকে এবং ব্রাহ্মণাচ্ছসী ও অচ্ছাবাক্য তৃতীয় পর্যায় থেকে নিজ নিজ শব্দ নিয়ে পাঠ করবেন। অ. বে. সূত্রকার দু-টি পর্যায়ের মধ্যে শেষেরটিকে ‘উত্তর’ না বলে ‘উত্তম’ বলেছেন। অন্যত্রও তাই দু-টির মধ্যে শেষেরটিকে উত্তম ধরা যেতে পারে। ফলে ‘তানি সর্বাণি-’ (৭/১/১৬) সূত্রটি দ্বিরাত্রথাগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

অপি বা সৰ্বে স্যঃ স্তোমনির্হুস্তাঃ ॥ ৪ ॥

অনু.— অথবা সবগুলি (পর্যায়ই) সংক্ষিপ্তস্তোম হবে।

ব্যাখ্যা— সামবেদীয় ঋত্বিকেরা সাধারণত তৃচে অর্থাৎ তিনটি মন্ত্রে সূর চাপিয়ে গান করেন। গান করার সময়ে তৃচটির কয়েকবার পুনরাবৃত্তি হয়। পুনরাবৃত্তির ফলে মন্ত্রের মোট যে সংখ্যা দাঁড়ায় তাকে 'স্তোম' বলে। অতিরিক্তে তিন পর্যায়ের সব স্তোত্রেই পঞ্চদশ স্তোম হয়। যদি পর্যায়গুলি শেষ করার সময় হাতে না থাকে, তাহলে পূর্ববর্তী সূত্রগুলি অনুযায়ী শব্দসংগ্রহ না করে বিকল্পে স্তোমের নিহুঁস অর্থাৎ স্তোম-সংক্ষেপও করা যেতে পারে। স্তোম-সংক্ষেপ হল পঞ্চদশ স্তোম প্রয়োগ না করে পঞ্চস্তোম অথবা অন্য কোন অল্প সংখ্যার স্তোম প্রয়োগ করা। 'উক্তঃ শস্যোপায়ঃ' (৬/৪/১) সূত্রে 'উক্তঃ' পদটি থাকায় হোতৃশব্দের ঠিক পূর্বে যে স্তোত্র সেই স্তোত্রে কিন্তু এই নিয়ম ঋটবে না, নিয়মটি হোত্রকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

উক্তঃ স্তোত্রিয়ানুরূপেভ্যঃ প্রথমোক্তমাংস্ তৃচাণ্ শংসেয়ঃ ॥ ৫ ॥

অনু.— (স্তোমনিহুঁস হলে হোত্রকেরা) স্তোত্রিয় এবং অনুরূপের পরে প্রথম ও শেষ তৃচটি পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— হোতার ক্ষেত্রে স্তোমনিহুঁস চলে না (৬/৪/১ সূ. দ্র.)। হোত্রকদের ক্ষেত্রে নিজ নিজ শব্দের পূর্ববর্তী স্তোত্রে স্তোমের নিহুঁসি হলে তাঁরা সেই পর্যায়ের নিজ নিজ শব্দে স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ পাঠ করার পর ৬/৪/১০-১২ সূত্রে উল্লিখিত অনুরূপের ঠিক পরবর্তী তৃচ এবং শেষ তৃচটি পাঠ করবেন অর্থাৎ তাঁরা প্রত্যেকে প্রত্যেক পর্যায়ের নিজ নিজ শব্দে মাত্র চারটি করে তৃচ (স্তোত্রিয়, অনুরূপ, প্রথম তৃচ, শেষ তৃচ) পাঠ করবেন। হোতার শব্দ যেমন আগে বলা হয়েছে তেমনই হবে, সেখানে কোন সংক্ষেপ করা চলবে না।

নিহুঁসি এবৈকস্মিন্ ॥ ৬ ॥

অনু.— একটি (পর্যায় বাকী থাকলে কিন্তু) স্তোমসংক্ষেপই (করা হবে)।

ব্যাখ্যা— তিনটি বা দুটি পর্যায় বাকী থাকলে সম্ভরণ অথবা নিহুঁস, কিন্তু একটিমাত্র পর্যায় বাকী থাকলে স্তোমের সংক্ষেপই ঘটতে হবে। সূত্রে 'এব' বলায় এ-ক্ষেত্রে এইটিই বিশেষ ধর্ম বা অনন্য বৈশিষ্ট্য। পরবর্তী সূত্রে যে হোতৃবর্জনের কথা বলা হয়েছে তা তাই সকল 'পর্যায়'-রই সাধারণ ধর্ম।

হোতৃবর্জন্ম ইত্যেকৈ ॥ ৭ ॥

অনু.— অন্যেরা (বলেন) হোতা ছাড়া (অপরের ক্ষেত্রে স্তোমসংক্ষেপ হবে)।

ব্যাখ্যা— 'উক্তঃ শস্যোপায়ঃ' (৬/৪/১) সূত্র থাকা সত্ত্বেও এই সূত্রটি করায় সূত্রটির সম্ভাব্য অর্থ এই—কোন কোন যজ্ঞিকের মতে ৪ নং সূত্র অনুযায়ী বিকল্পে নয়, হোতা ছাড়া অন্য তিন ঋত্বিকের ক্ষেত্রে শব্দের পূর্ববর্তী স্তোত্রগুলিতে তিন পর্যায় অবশ্যই নিহুঁসি করতে হবে। অথবা অর্থ হবে, একটি পর্যায় বাকী থাকতে ভোর হয়ে আসতে থাকলে হোতা ছাড়া অন্য ঋত্বিকদের সংশ্লিষ্ট স্তোত্রে স্তোমনিহুঁস করতে হয়। প্রথম মতটি বৃত্তিকারের।

আশ্বিনায়ৈকস্তোত্রিয়োং যৈ বিবস্বদুবস ইতি ॥ ৮ ॥

অনু.— আশ্বিন শব্দের উদ্দেশে 'অয়ে' (১/৪৪/১, ২) এই একটি মাত্র স্তোত্রিয় (পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— ভোর হয়ে এলে ৬/৫/৯ সূত্র অনুযায়ী আশ্বিনশব্দে তিনটি স্তোত্রিয় পাঠ না করে এই একটি মাত্র স্তোত্রিয় পাঠ করবেন।

তং পুরস্তাদ্ অনুসৈবতং স্বস্য চন্দ্রসো যথাস্ততং শংসেত্ ॥ ৯ ॥

অনু.— ঐ (স্তোত্রিয়কে) নিজ ছন্দের আগে (তার) দেবতা অনুযায়ী (এবং) স্তোত্র অনুযায়ী পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা—ঐ স্তোত্রিয়টির সেবতা অগ্নি এবং ছন্দ বৃহতী। আশ্বিনশস্ত্রে আগ্নেয় ক্রতুতে বৃহতী ছন্দের যে মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হয় (৪/১৩/১০ সূ. দ্র.) তার আগে একবারমাত্র এই স্তোত্রিয়টিকে স্তোত্র অনুযায়ী পাঠ করতে হবে। ‘যথাস্থতম্’ মানে সম্ভবত এই যে, স্তোত্রে ‘অগ্নে-’ ইত্যাদি দুটি মন্ত্রকে কোন পাসের পুনরাবৃত্তির সাহায্যে তিনটি মন্ত্রে পরিণত করে গাওয়া হয়ে থাকলে শস্ত্রেও তিনটি মন্ত্ররূপেই পাঠ করবেন, কিন্তু ঐ দুটি মন্ত্রকে কোন পুনরাবৃত্তি না করে তিন ভাগ করে তিনটি মন্ত্রে পরিণত করে গাওয়া হলে অবিকল ঐ দুটি মন্ত্রই পাঠ করবেন। তাছাড়া স্তোত্রিয় শস্ত্রের প্রথমে পাঠ করতে হলেও এখানে তা পাঠ করবেন ছন্দের ক্রম অনুযায়ী। ‘অনুসৈবতং’ পদের অর্থ এখানে প্রত্যেক সেবতার ক্ষেত্রে নয়, সেবতা অনুযায়ী—‘অনুসৈবতম্’ ইতি নাত্র বীজা বিবক্ষিতা’ (না.)।

ত্ৰীণি ষষ্টিশতান্য্যশ্বিনম্ ॥ ১০ ॥

অনু.—আশ্বিন (শস্ত্র) হবে তিনশ বটি।

ব্যাখ্যা—ভোর হয়ে এলে এক-হাজার মন্ত্র পাঠ না করে মাত্র ৩৬০ টি মন্ত্র পাঠ করবেন। মাসল (৪/১৫/১৫ সূ. দ্র.) প্রভৃতি এই সংখ্যারই অন্তর্ভুক্ত হবে। তাছাড়া সামিথেদীর মতো প্রথম এবং শেষ মন্ত্রের যে তিন বার করে আবৃত্তি হয়, তাকেও এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

বিমতান্যং প্রসবসন্নিপাতে সংসবোৎসবহিতেশু নদ্যা বা পর্বতেন বা ॥ ১১ ॥

অনু.—বিরুদ্ধমতাবলম্বী (ব্যক্তিসের) নদী অথবা পর্বত দ্বারা ব্যবধানহীন (হানে) যুগপৎ সোম-নিষ্কাশন অনুষ্ঠিত হলে সংসব (নামে দোষ হয়)।

ব্যাখ্যা—সংসব = সম্ (এক সঙ্গে, যুগপৎ) + সব (সোমরস-নিষ্কাশন)। পরস্পর-বিষেবী ব্যক্তির যদি মাঝে নদী অথবা পর্বতের ব্যবধান নেই এমন কোন মাঠে পাশাপাশি জায়গায় যুগপৎ সোমবাগের অনুষ্ঠান করেন, তাহলে তাকে ‘সংসব’ বলে। এই সংসব সোমেরই। প্রসঙ্গত ‘মহাগিরি-মহানদী-রথাহর-বায়ুব্যবাহারসংসবঃ’ পৃথগজনপদে চ। অবিধিবাগমাত্রাদ্ ইত্যোকে (লা. শ্রী. ১/১১/১২-১৪) সূত্র উল্লেখ্য। সেখানে বিদ্যা প্রভৃতি বিশাল পর্বত, গঙ্গা প্রভৃতি বড় নদী, রথাহঃ অর্থাৎ এক দিনে রথ যতটা যেতে পারে ততটা দূরত্ব, পূর্ব-পশ্চিমে বায়ু এবং কুরু-পঞ্চাল প্রভৃতি জনপদের ব্যবধান থাকলে এই সোম হয় না। তাছাড়া বিষেবভাবাপন্ন হয়ে বাগ না করলে ব্যবধান না থাকলেও সংসব সোম হয় না। আমাদের এই সূত্রে দু-বার ‘বা’ শব্দটি থাকার মাঝে অন্য-কিছু দ্বারা ব্যবধানের কথাও গ্রহাভ্যন্তরে বলা আছে বলে বুঝতে হবে।

অন্যোকেৎসবহিতেশু ॥ ১২ ॥

অনু.—অন্যেরা (বলেন), এমন-কি ব্যবধানযুক্ত (হানে)ও (সংসব হয়)।

ব্যাখ্যা—দুটি ‘অনি’ শব্দ থাকার অর্থ হবে—সমমতাবলম্বী ব্যক্তিগণও যদি ব্যবধানবিহীন হানে এবং বিষেবী ব্যক্তিগণ যদি ব্যবধানযুক্ত হানেও যুগপৎ সোমবাগ করেন, তাহলেও সংসব সোম বটে।

তথা সতি সন্ধ্যয়া সেবতাবাহনাত্ ॥ ১৩ ॥

অনু.—তেমন হলে (সবনসম্পর্কিত) সেবতাদের আবাহন পর্বন্ত (যাবতীর কর্মে) খুব দ্রুততা (অবলম্বন করতে হবে)।

ব্যাখ্যা—সংসব হলে সবনসম্পর্কিত সেবতাদের আবাহন পূর্বভাবতীর দৈহিক এবং ব্যতিক কর্ম খুব দ্রুততার সঙ্গে শেষ করতে এবং ‘শতপ্রভৃত্যপরিমিতঃ’ (৪/১৫/১০) ইত্যাদি সাক্ষিগণ পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করতে হয়।

কমা শুভেতি চ মরুত্বতীয়ে পুরস্তাত্ সূক্তস্য শংসেত্ ॥ ১৪ ॥

অনু.— মরুত্বতীয়ে (শব্দে প্রকৃতিযোগের নিবিধানীয়) সূক্তের আগে ‘কমা শূতা-’ (১/১৬৫) এই (সূক্ত)ও পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— সংসবে ‘জনিতা-’ এই নিবিধান সূক্তের আগে ‘কমা-’ সূক্তটি পাঠ করতে হয়। সুত্রে ‘চ’ শব্দ থাকায় এই সূক্তটিতেও নিবিদ্ বসাতে হবে। ৫/১০/২১ সূত্র অনুযায়ী এই সূক্তেরই শুরুতে আহাব করতে হবে।

যো জাত এবোতি নিষ্কবল্যে ॥ ১৫ ॥

অনু.— নিষ্কবল্য (শব্দে প্রকৃতিযোগের নিবিধানীয় সূক্তের ঠিক আগে) ‘যো-’ (২/১২) এই (সূক্তটিও নিবিদ্যুক্ত করে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ‘চ’, ‘পুরস্তাত্’, ‘সূক্তস্য’ এই তিন শব্দের এখানে অনুবৃষ্টি ঘটেছে। সংসবে প্রকৃতি যোগের ‘ইন্দ্রস্য-’ এই নিবিধান সূক্তের আগে এই সূক্তটিও পাঠ করতে হবে। প্রসঙ্গত ১৪ নং সূত্রের ব্যাখ্যাও ম্র।

মমায়ৈ বর্চ ইতি বৈশ্বদেবসূক্তস্য ॥ ১৬ ॥

অনু.— (বৈশ্বদেব শব্দে) বৈশ্বদেব সূক্তের (ঠিক আগে) ‘মমা-’ (১০/১২৮) এই (সূক্তও নিবিদ্যুক্ত করে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এখানেও পূর্ববর্তী সূত্রের মত ‘চ’ ইত্যাদি তিনটি শব্দ অনুবৃষ্ট হয়েছে। সংসবে প্রকৃতিযোগের ‘আ-’ এই বৈশ্বদেব নিবিধানের আগে এই সূক্তটিও পাঠ করতে হয়। প্রসঙ্গত ১৪ নং সূত্রের ব্যাখ্যাও ম্র।

অগ্নি বৈভেদেব নিবিদো দধ্যাদ্ উদধরেদ্ ইতরাশি ॥ ১৭ ॥

অনু.— অথবা এই (সূক্তগুলিতেই) নিবিদ্ স্থাপন করবেন, অন্য (সূক্ত)গুলি বাদ দেবেন।

ব্যাখ্যা— অন্য সূক্ত অর্থাৎ এই তিন শব্দের প্রকৃতিযোগের নিবিধানীয় সূক্তগুলি। বিকল্পে ‘কমা-’, ‘যো-’, ‘মমায়ৈ-’ এই তিন সূক্তেই নিবিদ্ বসাতে হবে এবং প্রকৃতিযোগের ‘জনিতা-’ ইত্যাদি তিন নিবিধানীয় সূক্তকে বর্জন করা হবে। এই সূত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ১৪-১৬ নং সূত্রে সেই সেই নিবিধানীয় সূক্তের ঠিক আগে আগন্ত সূক্তকে পড়তে বলা হয়েছে, শব্দের সকল নিবিধানীয় সূক্তের আগে নয়। ঠিক আগে থাকলে তবেই সংশ্লিষ্ট নিবিদ্ বসান সম্ভব।

হ্বানং চেন্ নিবিদোহতিহরেন্ মা প্রগামেতি পুরস্তাত্ সূক্তং শত্বান্যশ্বিস্ তদসেবতে দধ্যাত্ ॥ ১৮ ॥

অনু.— যদি নিবিদের হ্বান অতিক্রম করেন (তাহলে) আগে ‘মা-’ (১০/৫৭) এই সূক্ত পাঠ করে (তার পর) ঐ দেবতার অন্য (এক সূক্তে নিবিদ) স্থাপন করবেন।

ব্যাখ্যা— সূক্তের ঠিক যে স্থানে নিবিদ্ বসাবার কথা, যদি ফুলবশত সেখানে নিবিদ্ না বসিয়ে পূর্ববর্তী সূত্রের শেষে প্রশ্ন উচ্চারণ করে আহাব না করে পরবর্তী মন্ত্রটিকে একনিঃশ্বাসে পড়ে বিহিত স্থানে থামা হয় তাহলে তাকে ‘নিবিদ্-অতিহার’ অথবা ‘নিবিদ্-অতিপত্তি’ বলে। নিবিদের হ্বান অতিক্রম করে গেলে প্রথমে ঐ মূল নিবিধান সূক্তটির পাঠ আগে নিবিদ্বিহীনভাবে শেষ করবেন। তার পরে সমগ্র ‘মা-’ সূক্তটি পাঠ করে মূল নিবিধান সূক্তের যিনি দেবতা ছিলেন ঠিক সেই দেবতারই উদ্দেশে নিবেদিত অন্য একটি সূক্ত কক্ষসংহিতা থেকে বেছে নিয়ে সেই সূক্তের বখাহানে নিবিদ্ বসিয়ে তা পাঠ করবেন। প্রতীকের দ্বারা সূক্ত বলে বুঝা গেলেও সূত্রে ‘সূক্তম্’ বলার দ্বারা বুঝতে হবে যে, বৃহৎপতিসব প্রকৃতি বিকৃতিযোগে প্রকৃতিযোগে বিহিত মূল ত্রোমসংখ্যা হ্রাস গেলেও ‘মা-’ এই সূক্তটিকে কিন্তু অখণ্ডিত অবস্থাতেই পাঠ করতে হবে, মন্ত্রসংখ্যা হ্রাস করে অসমাপ্ত রাখা চলবে না। ঐ. ব্রা. ১১/১১ অংশেও নিবিদের হ্বান অতিক্রম করে গেলে এই নিয়মই পালন করতে হয়েছে।

সপ্তম কণ্ডিকা (৬/৭)

[সোমাতিরেকে কর্তব্য কর্ম]

সোমাতিরেকে স্তুতশ্রদ্ধোপজনঃ ॥ ১ ॥

অনু.— সোমরস উদ্ধৃত থেকে গেলে স্তোত্র ও শব্দের বৃদ্ধি (ঘটবে)।

ব্যাখ্যা— প্রত্যেক সর্বনে আছতির জন্য যতটা সোম প্রয়োজন সোমলতা থেকে ততটা রসই নিষ্কাশন করতে হয়। যদি বেশী রস নিষ্কাশন করা হয় তাহলে সর্বনের অনুষ্ঠানের শেষে সেই সোম পড়ে থাকে। এই উদ্ধৃত থাকার নাম হচ্ছে ‘সোমাতিরেক’। সোমাতিরেক হলে উদ্ধৃত সোমরস আছতি দেওয়ার জন্য সর্বনের শেষে নূতন স্তোত্র এবং নূতন শব্দ সংযোজিত করতে হয়।

প্রাতঃসর্বনেহস্তি সোমো অয়ং সূতো গৌর্ধর্যতি মরুতাম্ ইতি স্তোত্রিয়ানুরূপৌ ॥ ২ ॥

অনু.— প্রাতঃসর্বনে (সোমবৃদ্ধি ঘটলে নূতন শব্দে) ‘অস্তি-’ (৮/৯৪/৪-৬), ‘গৌ-’ (৮/৯৪/১-৩) স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ (হবে)।

মহী ইন্দ্রো য ওজসাতো দেবা অবন্ত ন ইত্যৈতীভির্ বৈষ্ণবীভিঃ চ স্তোমম্ অতিশস্য ॥ ৩ ॥ [২]

অনু.— ‘মহী-’ (৮/৬/১-৪৫) এই ইন্দ্রদেবতার (মন্ত্রগুলি) দ্বারা এবং ‘অতো-’ (১/২২/১৬-২১) এই বিষ্ণুদেবতার (মন্ত্রগুলি) দ্বারা স্তোমকে অতিক্রম করে (যাজ্ঞ্য পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— স্তোত্রে যে স্তোম প্রয়োগ করা হয়েছে শব্দের পাঠ্য মন্ত্রগুলির দ্বারা সেই সংখ্যাকে অতিক্রম করে যেতে হয়। এর নাম স্তোমের ‘অতিশংসন’। এ-ক্ষেত্রে স্তোত্রিয় ও অনুরূপের পরে স্তোমের সংখ্যা অতিক্রমের জন্য যতগুলি মন্ত্রের প্রয়োজন ‘মহী-’ এবং ‘অতো-’ ইত্যাদি মন্ত্র থেকে মোট ততগুলি মন্ত্র নিয়ে সম্মিলিতভাবে স্তোমের সেই সংখ্যাকে অতিশংসন করবেন। স্তোমের সংখ্যার চাইতে কতগুলি মন্ত্র বেশী হতে হবে তা ‘একয়া দ্বাভ্যাং বা-’ (৭/১২/৪) সূত্রে বলা হবে। অতিশংসন করার পর যা করতে হয় তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে। লক্ষণীয় যে, সূত্রে পাদগ্রহণ (চরণের উদ্ধৃতি) সত্ত্বেও ‘ঐন্দ্রীভিঃ’, ‘বৈষ্ণবীভিঃ’ এই বহুবচন থাকায় কেবল ঐ উদ্ধৃত দু-টি মন্ত্রই নয়, যতগুলির মন্ত্রের প্রয়োজন ততগুলি মন্ত্র নিতে হয়। ‘চ’ শব্দের উল্লেখ থাকায় কেবল ইন্দ্রদেবতার অথবা কেবল বিষ্ণুদেবতার মন্ত্র পাঠ করলে চলবে না, দুই দেবতারই মন্ত্র পাঠ করতে হবে।

ঐন্দ্রো যজ্ঞেত্ ॥ ৪ ॥ [২]

অনু.— ইন্দ্রদেবতার (মন্ত্র) দিয়ে যাজ্ঞ্য পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— ইন্দ্রদেবতার উদ্ভিষ্ট গায়ত্রী ছন্দে যে-কোন মন্ত্র দিয়ে যাজ্ঞ্য পাঠ করবেন। ‘গায়ত্রং প্রাতঃসর্বনম্’ (শ. ব্রা. ৪/৫/৩/৫) এই উক্তি অনুসারে প্রাতঃসর্বনে যাজ্ঞ্যমন্ত্রের যে ছন্দ তা গায়ত্রীই হতে হবে।

বৈষ্ণব্যো বা ॥ ৫ ॥ [৩]

অনু.— অথবা বিষ্ণুদেবতার (গায়ত্রী ছন্দে যে-কোন মন্ত্র) দিয়ে (যাজ্ঞ্য পাঠ করবেন)।

ঐন্দ্রাবৈষ্ণব্যেতি গাণগারির্ দেবত প্রধানত্বাচ্ ॥ ৬ ॥ [৪]

অনু.— গাণগারি (বলেন) দেবতা প্রধান বলে ইন্দ্র-বিষ্ণু (দেবতার মন্ত্র) দিয়ে (যাজ্ঞ্যপাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যদি শুধু ইন্দ্রদেবতার অথবা শুধু বিষ্ণুদেবতার ‘গায়ত্রী ছন্দে মন্ত্র দিয়ে যাজ্ঞ্যপাঠ করেন, তাহলে ‘যথা বাব শব্দম্ এবং যাজ্ঞ্য’ (ঐ. ব্রা. ১০/৫; ২৯/১০) এই নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়, কারণ শব্দে দুই দেবতারই উদ্দেশে মন্ত্র পাঠ করা হয়েছে (৩নং সূ. দ্র.)। অপর পক্ষে যদি ইন্দ্র ও বিষ্ণু উভয়েরই উদ্দেশে মন্ত্র পাঠ করা হয় তাহলে ‘গায়ত্রং বৈ প্রাতঃসর্বনম্’ (শ. ব্রা. ৪/৫/৩/৫)

এই নিয়মের মৰ্যাদা রক্ষা করা যায় না, কারণ ইন্দ্র-বিষ্ণুর উদ্দেশে বেদে এমন কোন মন্ত্র নেই যার ছন্দ গায়ত্রী। ঋকসংহিতায় মাত্র ১/১৫৫/১-৩; ৬/৬৯ এবং ৭/৯৯/৪-৬ অংশে ইন্দ্র-বিষ্ণুর যুগ্মস্তুতি পাওয়া যায়, কিন্তু সেই মন্ত্রগুলির কোনটিরই ছন্দ গায়ত্রী নয়, জগতী অথবা ত্রিষ্টুপ। ছন্দ হচ্ছে মন্ত্রের বহিরঙ্গ মাত্র, সেবতাই মন্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য ('যা তেনোচাতে সা দেবতা-' সৰ্বা.) বলে তা অন্তরঙ্গ ও প্রধান এবং সেই কারণে ইন্দ্র-বিষ্ণু এই যুগ্ম দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত যে-কোন ছন্দের মন্ত্রই হবে যাজ্ঞ্য। এ-ই হল আচার্য গাণগারির মত। ঐ মন্ত্রটি কি তা পরের সূত্রে বলা হচ্ছে।

সং বাং কর্মণা সমিষা হিনোমীতি ॥ ৭ ॥ [৫]

অনু.— 'সং-' (৬/৬৯/১)।

ব্যাখ্যা— গাণগারির মতে সেই যাজ্ঞ্যমন্ত্রটি হচ্ছে ত্রিষ্টুপ ছন্দের 'সং' এই মন্ত্র।

মাধ্যন্দিনে বণ্ মহী অসি সূর্যোদু ত্যাদ্ দর্শতং বপুর্ ইতি প্রগাথৌ স্তোত্রিয়ানুরূপৌ।

মহী ইন্দ্রো নৃবদ্ বিশ্ণোর্নু কং ॥ ৮ ॥ [৬]

অনু.— মাধ্যন্দিনে (সোম উদ্ভূত হলে) 'বণ্-' (৮/১০১/১১, ১২), 'উদু-' (৭/৬৬/১৪, ১৫) এই দুই প্রগাথ (হবে) স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ। 'মহী-' (৬/১৯/১), 'বিশ্ণো-' (১/১৫৪/১) (ইত্যাদি ইন্দ্র এবং বিষ্ণু এই দুই দেবতার মন্ত্র দিয়ে স্তোত্রের সংখ্যা অতিক্রম করবেন)।

ব্যাখ্যা— এখানে শেষ দুই প্রতীকে সমগ্র পাদকে উদ্ধৃত না করে তার অপেক্ষায় কম অংশ গ্রহণ করা হয়েছে অক্ষরসংখ্যা লাম্বের জন্য, সূক্তকে বোঝাবার জন্য নয়।

যা বিশ্বাসাং জনিতারা মতীনাম্ ইতি যাজ্ঞ্য ॥ ৯ ॥ [৬]

অনু.— 'যা-' (৬/৬৯/২) যাজ্ঞ্য।

তৃতীয়সবন উত্তরোত্তরাং সংস্থাম্ উপৈয়ুর্ অতিরাত্রাত্ ॥ ১০ ॥ [৭]

অনু.— তৃতীয়সবনে (সোম উদ্ভূত হলে) অতিরাত্র পর্যন্ত পরবর্তী পরবর্তী সংস্থাকে আশ্রয় করবেন।

ব্যাখ্যা— অগ্নিস্টোমে তৃতীয়সবনে সোম উদ্ভূত হলে উক্‌থোর, উক্‌থো সোম উদ্ভূত হলে বোড়শীর এবং বোড়শীতে সোমরসের বৃদ্ধি ঘটলে অতিরাত্র যাগের অনুষ্ঠান করবেন। সূত্রে 'অতিরাত্রাত্' বলায় এখানে পূর্বে আলোচিত চারটি সংস্থাকেই বুঝতে হবে, এখনও যেগুলির কথা বলা হয় নি সেই অত্যগ্নিস্টোম, বাজপেয় ও অশ্তোষ্যাকে বুঝলে চলবে না।

অতিরাত্রাহ্ চেত্ প্র তত্ তে অদ্য শিপিবিস্তি নাম প্র তদ্ বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্যেণেতি স্তোত্রিয়ানুরূপৌ।

মাধ্যন্দিনেন শেষঃ ॥ ১১ ॥ [৮]

অনু.— যদি অতিরাত্র থেকে (-ও সোমবৃদ্ধি ঘটে তাহলে) 'প্র তত্-' (৭/১০০/৫-৭), 'প্র তদ্-' (১/১৫৪/২-৪) এই (দুই তুচ হবে) স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ। অবশিষ্ট (অংশ) মাধ্যন্দিন দ্বারা (বলা হয়েছে)।

ব্যাখ্যা— অতিরাত্র সোমরস উদ্ভূত হলে উদ্ধৃত এই দুই স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ পাঠ করার পর মাধ্যন্দিন সবনে সোমবৃদ্ধি ঘটলে যে মন্ত্রগুলি পাঠ করতে বলা হয়েছে (৮ নং সূ. ম্র.) সেই মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হবে। মাধ্যন্দিনের স্তোত্রিয় ও অনুরূপ অবশ্য এখানে বাদ দিতে হবে।

দ্বৈষমিত্থা সমরপং শিমীবতোর্ ইতি বা যাজ্ঞ্য ॥ ১২ ॥ [৯]

অনু.— অথবা 'দ্বৈষ-' (১/১৫৫/২) যাজ্ঞ্য।

ব্যাখ্যা—‘যা-’ (৯নং সূ. দ্র.) মন্ত্রের পরিবর্তে এখানে ‘যেব-’ মন্ত্রটিও যাজ্ঞ্য হতে পারে। বৃত্তিকারের মতে অত্যগ্নিস্টোম, বাজপেয় এবং অপ্তোর্যাম যাগেও তৃতীয়সবনে সোম উদ্বৃত্ত হলে এই ১১-১২ নং সূত্রের নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। সোমরস উদ্বৃত্ত থাকার কারণেই হোক অথবা অন্য কোন কারণে হোক, যদি শত্রুবৃদ্ধি ঘটতে হয়, তাহলে সবনভেদে এই কৃত্তিকার নিয়মগুলিই অনুসরণ করতে হবে, স্তোত্রিয় ও অনুরূপ স্থির করা হবে উদ্গাতাদের গীত স্তোত্র অনুযায়ী।

অষ্টম কণ্ডিকা (৬/৮)

[সোমের প্রতিনিধি]

ক্রীতে রাজনি নষ্টে দন্ধে বা ॥ ১ ॥

অনু.— সোম কেনা হলে (তা) নষ্ট অথবা দন্ধ হলে (যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তা এ-বার বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— রাজা = সোম। চর্বি, শুক্র, রক্ত, মজ্জা, মল, মূত্র, নাকের শ্লেষ্মা, কর্ণমল, নেত্রমল, শ্লেষ্মা, অশ্রু এবং ঘর্ম এই বারোটি কারণেই (মনু. ৫/১৩৫ দ্র.) সোম দূষিত হতে পারে। যদি এগুলি ছাড়া অন্য কোন কারণে অর্থাৎ কেশ, কীট প্রভৃতির কারণে সোমলতা দূষিত হয় তাহলে কিন্তু তা যজ্ঞে ব্যবহার করা চলবে। সোমলতা পুড়ে গেলে তার ছাই দিয়ে কেউ কেউ যাগ করেন, কিন্তু বৃত্তিকার মনে করেন সূত্রে ‘নষ্টে’ বলা সত্ত্বেও ‘দন্ধ’ বলায় সে-ক্ষেত্রে তা না করে প্রায়শ্চিত্তই করতে হবে। সোম নষ্ট হলে এবং দন্ধ হলে কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তা ৪ নং সূত্রে বলা হবে। প্রসঙ্গটি বর্তমানে স্থগিত রাখা হচ্ছে।

অপি দন্ধানি সদোহবিধানান্যান্যাবৃত্তা ক্রিয়েরন ॥ ২ ॥

অনু.— সদোমগুপ এবং হবিধান-মগুপ পুড়ে গেলে বিনা-মন্ত্রে (অনুষ্ঠান) করবেন।

ব্যাখ্যা— অন্যাবৃত্তা = বিনামন্ত্রে।

আবৃত্তা বা ॥ ৩ ॥

অনু.— অথবা মন্ত্রসমেত (অনুষ্ঠান করবেন)।

ব্যাখ্যা— দ্র. যে, আ. গৃ. ১/১১/১৫; ১/১৬/৬; ১/১৭/১৮ সূত্রে ‘আবৃত্তা’ শব্দটি কিন্তু মন্ত্রবিহীন অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

অন্য রাজানম্ অভিবৃণুয়ঃ ॥ ৪ ॥

অনু.— অন্য সোমকে (এনে) নিক্ষেপন করবেন।

ব্যাখ্যা— সোম নষ্ট হলে বা পুড়ে গেলে এই প্রায়শ্চিত্ত।

অনধিগমে পৃথীকান্ ফাল্লনানি ॥ ৫ ॥

অনু.— (সোম) না পাওয়া গেলে পৃথীক এবং ফাল্লন (পরস্পর মিশিয়ে যাগ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— পৃথীক = সোমের মতো দেখতে এক ধরনের লতা। ফাল্লন = স্তম্বরূপ বিশেষ ওষধি। পৃথীক এবং ফাল্লন পরিচিত বস্তু নয় বলে বৃত্তিকার বলেছেন— ‘অগ্রসিদ্ধাঃ পদার্থা অভিবৃক্তেভ্যঃ শিক্তিব্যাঃ’ অর্থাৎ অগ্রসিদ্ধ বস্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে শিখে নিতে হবে। উল্লেখ্য, তাণ্ড্য ব্রাহ্মণে পৃথীকের সঙ্গে অন্য কিছু মেশাতে বলা হয় নি (তা. ব্রা. ৯/৫/৩ দ্র.)।

অন্যা বা ওষধয়ঃ পৃথীকৈঃ সহ ॥ ৬ ॥

অনু.— অথবা পৃথীকের সঙ্গে অন্য (কোন) ওষধি (মিশিয়ে যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অন্য ওষধি বলতে কুশ, দুর্বা ইত্যাদি। সূত্রে ‘সহ’ না বললেও চলত (‘‘বিনাপি সহস্রদেন ভবতি ‘বৃদ্ধো যুনা’ ইতি নিদর্শনাত্’’- পা. ২/৩/১৯- কাশিকা), তবুও তা বলায় পৃথীকণ্ড না পাওয়া গেলে অন্য-কিছুর সঙ্গে অন্য কোন ওষধি মেশাতে হবে। পাঠকেরা যেন এখানে ‘‘ব্যস্য কস্য তরোর মূলং যেন কেন বিজাটিতম্ (যেন কেনাপি মিশ্রায়েত্)। যস্যৈ কইশ্চ প্রদাতব্যং যদ্ বা তদ্ বা ভবিষ্যতি।’’ এই শ্লোকটি হঠাৎ স্মরণে এনে বিভ্রান্ত না হন।

প্রায়শ্চিত্তং বা হৃদ্বোত্তরম্ আরভেত ॥ ৭ ॥

অনু.— অথবা প্রায়শ্চিত্ত আছতি দিয়ে পরবর্তী (কর্ম আরম্ভ করবেন)।

ব্যাখ্যা— দীক্ষণীয়েষ্টি অথবা উপসদ-ইষ্টির দিন সোম নষ্ট হলে যত দিন পর্যন্ত না সোম পাওয়া যায় ততদিন ধরে প্রত্যহ আরদ্ধ দীক্ষণীয়েষ্টির অথবা আরদ্ধ উপসদ-ইষ্টির অনুষ্ঠান করে চলাবেন। সোমরস আছতি দেওয়া হবে কিন্তু পূর্বসঙ্কল্পিত দিনেই। সে-দিনও সোম না পাওয়া গেলে প্রতিনিধি দিয়ে ঐ দিনই যাগ করবেন। অথবা ‘ভূঃ স্বাহা’ মন্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত আছতি দিয়ে ঐ অনুষ্ঠান অসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যাগ করতে হয়। তার পর সোম পাওয়া গেলে নূতন করে যাগটি শুরু করতে হয়। এখানে দিন বলতে সম্ভবত ঋতু অথবা পক্ষকে বুঝতে হবে।

সূতাসূক্তম্ এব মন্যেত ॥ ৮ ॥

অনু.— সূতাদিনে (সোম নষ্ট হলে আগে যা) বলা হয়েছে (তা-ই করণীয় বলে) জানবেন।

ব্যাখ্যা— সূতাসূক্তম্ = সূতাসু + উক্তম্। সোমরস-আছতির দিন সোম নষ্ট হলে অথবা না পাওয়া গেলে ৫ নং এবং ৬ নং সূত্র অনুযায়ী প্রতিনিধি দিয়েই কাজ করবেন, ৭নং সূত্রানুযায়ী দিনবুজি অথবা কর্মত্যাগ করবেন না।

প্রতিধুক্ প্রাতঃসবনে ॥ ৯ ॥

অনু.— প্রাতঃসবনে সদ্যদুগ্ধ দুধ (প্রতিনিধি-দ্রব্যের সঙ্গে মেশাবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রতিধুক্ = সদ্য দোহন-করা দুধ। এই পাক না-করা কাঁচা দুধই প্রতিনিধি-দ্রব্যের সঙ্গে মেশাতে হয়।

শৃতং মাধ্যম্নিনে ॥ ১০ ॥

অনু.— মাধ্যম্নিনে কাথ-করা দুধ (প্রতিনিধি-দ্রব্যের সঙ্গে মেশাবেন)।

ব্যাখ্যা— দুধ পাক করে সেই দুধ মেশাতে হয়।

দধি তৃতীয়সবনে ॥ ১১ ॥

অনু.— তৃতীয়সবনে (মেশাবেন) দই।

প্রায়জীয়ং ব্রহ্মসাম যদি ফাঙ্ঘুনানি বারবজীয়ং যজ্ঞাবজীয়স্য স্থানে ॥ ১২ ॥

অনু.— যদি ফাঙ্ঘুন (প্রতিনিধি-দ্রব্য হয় তাহলে) ব্রহ্মসাম (হবে) প্রায়জীয় (এবং) অগ্নিষ্টোমস্তোত্রের স্থানে (পাওয়া হবে) বারবজীয় (সাম)।

ব্যাখ্যা— ফাঙ্ঘুন দিয়ে যাগ হলে ব্রাহ্মণাচ্ছসীর পাঠ্য শব্দের ঠিক পূর্ববর্তী স্তোত্রে ‘প্রায়জ-’ (সা. উ. ১৩১৯-২০) এই প্রায়জীয় সাম এবং অগ্নিষ্টোমস্তোত্রে ‘অশ্বং-’ (সা. উ. ১৬৩৪-৬) এই বারবজীয় সাম গাইতে হয়।

প্রায়জীয়ম্ একে ॥ ১৩ ॥

অনু.— অন্যেরা (বলেন অগ্নিষ্টোম স্তোত্রে হবে) প্রায়জীয় (সাম)।

ব্যাখ্যা— এই অন্য এক মতে ব্রহ্মসাম হবে প্রকৃতিযোগের মতোই, কিন্তু অগ্নিস্টোমস্তোত্র হবে প্রায়তীম সামে।

একদক্ষিণং যন্তঃ সংস্থাপ্যোদবসায় পুনরু যজ্ঞেত ॥ ১৪ ॥

অনু.— একটিমাত্র-দক্ষিণাবিশিষ্ট (সেই) যন্ত শেষ করে অন্যত্র গিয়ে আবার যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রতিনিধি দিয়ে যে সোমযাগ করা হয় তা-তে একটিমাত্র বস্তুই দক্ষিণা দিতে হয়। ঐ যজ্ঞের সমাপ্তি ঘটে উদবসানীয়া ইষ্টিতে। তার পর অন্যত্র চলে গিয়ে সোম গেলে আবার আর একটি সোমযাগ করতে হয়। ‘অলিঙ্গব্রহ্মণে গোঃ সর্বত্র’ (কা. শ্রী. ১৫/২/১৩) সূত্র থেকে মনে হয় এই দক্ষিণা গরুই। বৃত্তিকারের মতও তা-ই।

তন্মিন্ পূর্বস্য দক্ষিণা দদ্যাত্ ॥ ১৫ ॥

অনু.— সেই (নূতন যাগে) আগের (যাগের বিহিত যাবতীয়) দক্ষিণা দেবেন।

ব্যাখ্যা— আগের যাগে দক্ষিণার দ্রব্য ছিল একাধিক, কিন্তু দেওয়া হয়েছে মাত্র একটি দ্রব্য। এই নূতন যাগে কিন্তু মূল যাগে বিহিত সমস্ত দক্ষিণাই দিতে হয়।

সোমায়গমে প্রকৃত্যা ॥ ১৬ ॥

অনু.— সোম পাওয়া গেলে স্বাভাবিকভাবে (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যদি আশ্বতি দেওয়ার আগেই সোমলতা পাওয়া যায় তাহলে গৃহীত প্রতিনিধির পরিবর্তে সোম দিয়েই আশ্বতি দেবেন। একাধ্বাগে অবশ্য এই নিয়ম। অহর্গণে প্রতিনিধি দিয়ে একদিন আশ্বতি দেওয়া হলে পরে সোম পাওয়া গেলে অন্য দিনগুলিতে সোম দিয়েই যাগ করবেন। তার পরে সমগ্র সত্র শেষ হলে অন্যত্র চলে গিয়ে যে-দিনের অনুষ্ঠান প্রতিনিধি দিয়ে হয়েছিল সেই দিনের অনুষ্ঠানটি আবার সকলকে মিলিত হয়েই সোম দিয়ে করতে হয়। একাধে প্রতিনিধি দেওয়া হলে প্রতিনিধি দিয়েই যাগ করে মূল দ্রব্য দিয়ে আবার যথারীতি প্রথম থেকে যাগটির অনুষ্ঠান করতে হবে।

নবম কণ্ডিকা (৬/৯)

[দীক্ষিতের অসুস্থতায় কর্তব্য]

দীক্ষিতানাম্ উপতাপে পরিহিতে প্রাতরনুবাকে অনুপাক্তে বা পুষ্টিপতে পুষ্টিশতক্বে চক্ষুঃ প্রাণার প্রাণং জ্ঞানে
জ্ঞানং বাচে বাচমশ্চৈ পুনর্বেহি স্বাহেতি ব্রাহ্মাহুতিং ত্বা শীতোকা অগঃ সমানীরেকবিশেতিম্ আসু যবান্
কুশপিঞ্জলাশ্ চাবধায় তাত্তির্ অত্তির্ অর্ধ-অর্থ কুর্বাতি তাত্তির্ এনম্ আপ্লাবয়েজ্ জীবানামহুতা ৩।
ইমমমুং জীবরত জীবিকানামহুতা ৩। ইমমমুং জীবরত সংজীবানামহুতা ৩। ইমমমুং সংজীবরত
সংজীবিকানামহুতা ৩। ইমমমুং সংজীবরতেভৌষধিসূক্তেন চ ॥ ১ ॥

অনু.— দীক্ষিতদের (মধ্যে কারও) অসুখ হলে প্রাতরনুবাক শেষ হলে (অগোনপত্নীয়া আরম্ভের আগেই) অথবা উপাকরণ করার আগে ব্রহ্মা ‘পুষ্টি-’ (সু.) এই (মন্ত্রে একটি) আশ্বতি দিয়ে ঠাণ্ডা এবং গরম জল মিশিয়ে এই (জলে) একুশটি যব এবং (একুশটি) কুশপুচ্ছ রেখে ঐ জল দিয়ে জলের কাজ করবেন। ঐ (জল) দিয়ে এই (অসুখ দীক্ষিতকে) ‘জীবানাম্-’ (সু.), ‘জীবিকা-’ (সু.), ‘সংজী-’ (সু.), ‘সংজী-’ (সু.) এবং ঔষধিসূক্ত (১০/৯৭) দ্বারা জ্ঞান করবেন।

ব্যাখ্যা— সব ক-টি মন্ত্রের পাঠ শেষ হলে ব্রহ্মা একবার মাত্র জ্ঞান করাবেন। ঐ জল দিয়েই বর্তমান আচমন ছাড়া শৌচ প্রকৃতি যাবতীয় জলের কাজ করবেন। এই কাজগুলি তিনি নিজেই করবেন, তবে নিত্যকাল অক্ষম হলে ভৃত্য প্রভৃতি তা করে দিতে

পারেন। বৃত্তিকারের মতে 'তাভির্..... কুর্বাতি' অংশটি বোঝার প্রয়োজনে 'ঔষমিসূক্তেন চ' অংশের পরে আছে বলে ধরতে হবে। এই নূতন ক্রমে প্রথমার্শের কর্তা যে ব্রাহ্মা এবং অন্তিম অংশের কর্তা যে অসুহ যজ্ঞমান নিজে তা তাহলে বোঝা সহজ হয়।

আপ্লাব্যানুমুজ্ঞেত্ব ॥ ২ ॥

অনু.— নান করিয়ে পরে (দীক্ষিতের দেহ) মুছে দেবেন।

ব্যাখ্যা— আগের সূত্রে 'আপ্লাবয়েত্ব' বলা থাক সত্ত্বেও এই সূত্রে আবার 'আপ্লাব্য' বলা হয়েছে এই অভিপ্রায়ে যে, একই ব্যক্তি অর্থাৎ ব্রাহ্মাই আপ্লাবন ও মার্জন দুইই করবেন তা বোঝাবার জন্য।

উপাংগুত্বার্থমৌ তে প্রাপ্যপানৌ পাতামসা উপাংগুসবনস্তে ব্যানং পাত্বসাবৈব্রহ্মবানবস্তে বাচং পাত্বসৌ
মৈত্রাবরণস্তে চক্ষুযী পাত্বসাবাশ্বিনস্তে শ্রোত্রং পাত্বসাবাগ্ররণস্তে দক্ষত্বস্তু পাত্বসা উকথ্যস্তে হজানি পাত্বসৌ
ঋবস্ত আয়ুঃ পাত্বসাব্ ইতি ॥ ৩ ॥

অনু.— 'উপাংগু-' (সু.) এই (মস্ত্রে নাক), 'উপা-' (সু.) এই (মস্ত্রে সমস্ত দেহ), 'ঐন্দ্র-' (সু.) এই (মস্ত্রে মুখ), 'মৈত্রা-' (সু.) এই (মস্ত্রে দুই চোখ), 'আশ্বিন-' (সু.) এই (মস্ত্রে দুই কাণ), 'আগ্র-' (সু.), 'উকথ্য-' (সু.), 'ঋব-' (সু.) এই (তিন মস্ত্রে সমস্ত দেহ মুছে দেবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রত্যেক মস্ত্রে 'অসৌ' পদের স্থানে অসুহ ব্যক্তির নাম সম্বোধনে উল্লেখ করতে হবে। ব্রাহ্মা যখন যজ্ঞমানের অঙ্গগুলি মুছে দেন তখন অন্য ঋত্বিকেরাও সেখানে দাড়িয়ে থাকেন।

যথাসনম্ অনুপরিক্রমণম্ ॥ ৪ ॥

অনু.— আসন অনুযায়ী (ঋত্বিকদের নিজ নিজ আসনের) উপরে যেতে হয়।

ব্যাখ্যা— মুছান হয়ে গেলে ঋত্বিকেরা নিজ নিজ আসনে চলে যাবেন।

ব্রাতারমিস্ত্রমবিতারমিস্ত্রম্ ইতি তাক্ষ্যাদিঃ ॥ ৫ ॥

অনু.— 'ব্রাতা-' (৬/৪৭/১১) এই (মন্ত্রটি হবে) তাক্ষ্যসূক্তের (১০/১৭৮) আরম্ভ।

ব্যাখ্যা— আগে 'ব্রাতা-' মন্ত্র পড়ে, পরে তাক্ষ্য-সূক্ত পাঠ করতে হবে।

যদ্যপ্যন্যদ্ একাহিকাদ্ বৈশ্বদেবং স্বস্ত্যাদ্বৈরে নিবিদং দধ্যাত্ ॥ ৬ ॥

অনু.— যদিও একাহের থেকে ভিন্ন অন্য (কোন সূক্ত এই দিন) বৈশ্বদেব (নিবিদ্বান হয় তাহলেও) স্বস্ত্যাদ্বৈরে (তুচ্চে) নিবিদ্ব স্থাপন করবেন।

ব্যাখ্যা— একাহ অগ্নিষ্টোমে বৈশ্বদেব নিবিদ্বান-সূক্ত হচ্ছে 'আ-' (১/৮৯/১-৯) ইত্যাদি ন-টি মন্ত্র (৫/১৮/৬, ৮ সূ. য.)। যদি কোন সোমযাগে এর পরিবর্তে অন্য কোন সূক্তও বিহিত হয়ে থাকে, তাহলেও সেই সূক্তকে বাদ দিয়ে দীক্ষিতের অসুহতার কারণে সেখানে 'স্বস্ত্যাদ্বৈরে' তুচ্চেই (৫/৫১/১৩-১৫) নিবিদ্ব পাঠ করবেন।

প্রকৃত্যাগদে ॥ ৭ ॥

অনু.— রোগমুক্ত হলে স্বাভাবিকভাবে (অনুষ্ঠান হবে)।

ব্যাখ্যা— রোগাক্রান্ত হলে যে নিরমগুলি পালন করার কথা এতক্ষণ বলা হল রোগমুক্তি ঘটলে তা আর পালন করতে হয় না, তখন অনুষ্ঠান হয় সাধারণ নিয়মেই।

দশম কণ্ডিকা (৬/১০)

[সত্রে এবং একাহে দীক্ষিতের মৃত্যুতে কর্তব্য]

সংস্থিতে তীর্থেন নিরুজ্জাত্যবভূধে প্রেতালঙ্কারান্ কুব্জি ॥ ১ ॥

অনু.— (দীক্ষিত) মারা গেলে (ঋত্বিকেরা মৃতদেহকে) তীর্থ দিয়ে অবভূধ-স্থানে নিয়ে গিয়ে (ঐ দেহে) মৃতের অলঙ্কারসজ্জা (স্থাপন) করবেন।

ব্যাখ্যা— ‘সংস্থিতে তীর্থেন’ পাঠ হলে অর্থ হবে— তীর্থ ছাড়া অন্য পথে মৃতদেহকে নিয়ে যেতে হবে। সন্ধি বিচ্ছিন্ন করে যদি পদটিকে ‘আবভূধ’ (অবভূধ + অণ) ধরা হয় তাহলে অর্থ হবে অবভূধ-সম্পর্কিত স্থান। পদটি ‘অবভূধ’ ধরলে ঐ একই অর্থ হবে, তবে তা হবে লক্ষণার দ্বারা। প্রসঙ্গত শা. ৪/১৪-১৬ ব্র.।

কেশশ্চক্ৰলোমনখানি বাপয়তি ॥ ২ ॥

অনু.— (নাগিতকে দিয়ে মৃতের) চুল, দাড়ি, লোম, নখ-কেটে দেওয়াবেন।

নলদেনানুলিপ্পতি ॥ ৩ ॥

অনু.— নলদ দিয়ে (মৃতদেহকে) লেপন করবেন।

ব্যাখ্যা— ‘নলদো নাম দ্রব্যবিশেষঃ। স চাভিযুক্তোভ্যঃ শিক্তিব্যঃ’ (বুত্তি) অর্থাৎ নলদ কি বস্তু তা অভিজ্ঞদের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। এই নলদের মলম মৃতদেহে লেপে দিতে হয়।

নলদমালাং প্রতিমুঞ্চতি ॥ ৪ ॥

অনু.— (মৃতকে) নলদের মালা পরাবেন।

নিষ্পুরীষম্ একে কৃৎস্না পৃথদাজ্যং পুরয়তি ॥ ৫ ॥

অনু.— অন্যেরা (মৃতদেহকে) মলমুক্ত করে (অস্ত্রে) দধিমিশ্রিত আজ্য প্রবেশ করান।

ব্যাখ্যা— প্রসঙ্গত শ. ব্রা. ১২/৫/১, ২ ব্র.।

অহতস্য বাসসঃ পাশতঃ পাদমাত্রম্ অবচ্ছিন্য প্রোর্বুজ্জি প্রত্যগ্দশেনাবিঃপাদম্ ॥ ৬ ॥

অনু.— না-পরা কাপড়ের আরম্ভস্থান থেকে এক-পা পরিমাণ ছিড়ে নিয়ে (মৃতের দুই) পা খোলা থাকে (এমনভাবে অবশিষ্ট কাপড়ের) পশ্চিমমুখী প্রান্ত দিয়ে (দেহটিকে) ঢেকে দেন।

ব্যাখ্যা— পাশ = কাপড়ের আরম্ভের দিক। দশা = কাপড়ের শেষ প্রান্ত। অহত = নুতন, না-খোওয়া না-পরা কাপড়— ‘ঐষদ্ যৌতং নবং শ্বেতং সদশং যন্ ন ধারিতম্। অহতং তদ্ বিজানীয়াৎ সর্বকর্মসু পাবনম্।’ কাপড়টি দিয়ে এমনভাবে দেহটিকে ঢাকা দেবেন যাতে মৃতের পা-দুটি বেরিয়ে থাকে এবং কাপড়ের প্রান্তটি থাকে পশ্চিম দিকে। মৃতের মাথাটি থাকবে পূর্ব দিকে।

অবচ্ছেদম্ অন্য পুরা অম্বাকুরীর্ন ॥ ৭ ॥

অনু.— এই (মৃতের) পুত্রেরা (ঐ) ছিন্ন অংশকে নিজেরা গ্রহণ করবেন।

ব্যাখ্যা— অম্বা = নিজ। মৃতব্যক্তির পুত্রেরা ঐ ছিন্ন দশাটি নিজেরা নিয়ে নেবেন।

অগ্নীন্ অস্য সম্-আরোপ্য দক্ষিণতো বহির্বেদি দহেয়ুঃ ॥ ৮ ॥

অনু.—এঁর অগ্নিগুলিকে (অরণিতে) সমারোপণ করে (মৃতদেহকে) বেদির বাইরে (যজ্ঞভূমির) ডান দিকে (এনে) দক্ষ করবেন।

ব্যাখ্যা—মৃতের শ্রৌত অগ্নিগুলিকে দুই অরণিতে সমারোপণ করে মৃতদেহকে যজ্ঞভূমির বাইরে ডান দিকে এনে অরণি মছন করে সেই মছনজাত অগ্নিতে ঐ মৃতের দাহকর্ম সম্পন্ন করবেন।

আহার্যেণানাহিতাগ্নিম্ ॥ ৯ ॥

অনু.—অনাহিতাগ্নিকে ঔপাসন (অগ্নি) দ্বারা (দক্ষ করবেন)।

ব্যাখ্যা—যিনি শ্রৌত অগ্নির আধান করেন নি, তিনি যদি সত্রে অংশগ্রহণ করার পর দীক্ষিত হয়ে মারা যান তাহলে তাঁকে ‘আহার্য’ অর্থাৎ ঔপাসন অগ্নি দ্বারা দাহ করবেন।

পত্নীং চ ॥ ১০ ॥

অনু.—(দীক্ষিতের মৃত) পত্নীকেও (ঔপাসন অথবা লৌকিক অগ্নি দ্বারা দক্ষ করবেন)।

ব্যাখ্যা—এখানে ‘আহার্য’ বলতে লৌকিক যে-কোন সাধারণ অগ্নিকে বুঝতে হবে। বিবাহের অগ্নির সবটুকুতে দুই অরণি তপ্ত করে সেই দুই অরণি মছন করার পর গার্হপত্য প্রভৃতি তিন শ্রৌত অগ্নির যে আধান তা হল ‘সর্বাধান’। যদি ঐ বৈবাহিক (= ঔপাসন) অগ্নির অর্ধেক অংশ পৃথক্ করে নিয়ে অরণি তপ্ত করার পর সেই মছনজাত অগ্নি তিন কুণ্ডে স্থাপন করা হয় তা হলে তাকে বলে ‘অর্ধাধান’। অবশিষ্ট অর্ধেক ঔপাসন অগ্নি রেখে দেওয়া হয় স্মার্ত কর্মের জন্য—“অর্ধাধানং স্মৃতং শ্রৌতস্মার্ত্যম্যোসু তু পৃথক্কৃতিঃ। সর্বাধানং তয়োন্ ঐক্যকৃতিঃ পূর্বযুগাশ্চয়া।।” (অ. স.—লৌগাক্ষি)। আহিতাগ্নি অর্ধাধান করে থাকলে পত্নীকে ঔপাসন অগ্নিতে এবং সর্বাধান করে থাকলে লৌকিক অগ্নিতে দাহ করতে হবে।

প্রত্য্যত্যাহঃ সম্-আপয়েয়ুঃ ॥ ১১ ॥

অনু.—দাহস্থানে (থেকে) ফিরে (সে-) দিন (অবশিষ্ট সকল অনুষ্ঠান) শেষ করবেন।

প্রাতন্ অনভ্যাসম্ অনভিহিংকৃতানি শত্বানুবচনাভিষ্টবনসংস্তবনানি ॥ ১২ ॥

অনু.—(পরের দিন) সকালে শত্ৰু, অনুবচন, অভিষ্টবন এবং সংস্তবন (মন্ত্রগুলি) পুনরাবৃত্তিহীন এবং অভি-
হিঙ্কারবিহীন (হবে)।

ব্যাখ্যা—এই দিন কিন্তু শত্ৰু প্রভৃতিতে সামিধেনীর নিয়ম অনুযায়ী অভিহিঙ্কার এবং পুনরাবৃত্তি হবে না। অভিষ্টবনে ও দিনের প্রথম শব্দে অভিহিঙ্কার আগে থেকেই নিষিদ্ধ রয়েছে (১/২/২৯; ৫/৯/১ সূ. ব্র.)। সেখানে তাই বর্তমান সূত্র দ্বারা প্রথম ও শেষ মন্ত্রের পুনরাবৃত্তিই নিষিদ্ধ হচ্ছে। অনুবচন প্রভৃতির ক্ষেত্রেও এইভাবে কোথায় কোন্টি আলোচ্য সূত্র দ্বারা বিহিত হচ্ছে তা বুঝে নিতে হবে। এই যে দিনটির শত্ৰু প্রভৃতির কথা এখানে বলা হচ্ছে এটি সত্রে মন্ত্রের মধ্যে দীক্ষিতের মৃত্যুর কারণে অন্তেষ্ট অতিরিক্ত একটি দিন—“যস্মিন্নহনি দীক্ষিতঃ প্রমীয়তে তদ্ অহঃ উক্তেন প্রকারেণ সমাপ্য তদ্-অনন্তরং সপ্তদশস্তোমং ত্রিবৃত্তপবমানকম্.... অহঃ-অন্তরং.... সত্রমথো সত্রিভিঃ কর্তব্যম্”। বৃত্তিকার এখানে ‘প্রাতঃ’ শব্দের যে অর্থ করেছেন তা ২৩ নং এবং ২৮ নং সূত্রের বৃত্তির সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে তেমন সঙ্গতিপূর্ণ মনে হচ্ছে না। এখানে তিনি বলেছেন—“যস্মিন্নহনি দীক্ষিতমহনং কৃতং তস্মাত্ পরম্ অনন্তরম্ অহঃ প্রাতঃ ইভ্যচ্যতে”। ২৩ নং সূত্রে বলেছেন—“যস্মিন্নহনি দীক্ষিতঃ প্রমীয়তে তদ্ অহঃ উক্তেন প্রকারেণ সমাপ্য তদ্-অনন্তরং সপ্তদশস্তোমং.... কর্তব্যম্”। ২৮ নং সূত্রে আবার বলেছেন—“যঃ সংবত্সরে অস্থিযজ্ঞো যস্মিংশ্ চ অহনি গৃহপতিঃ স্মরতে তয়োঃ শত্ৰুবিহার উক্তঃ ‘অনভ্যাসম্’ ইত্যাদয়ো”। সত্ত্বত বৃত্তিকার যে-দিন গৃহপতির মৃত্যু হয় তার পরের দিনের নৈমিত্তিক অগ্নিষ্টোমকেই এখানে বোঝাতে চাইছেন।

পুরা গ্রহগ্রহণাত্ তীর্থেন নিষ্ক্রম্য ত্রিঃ প্রসবাম্ আয়তনং পরীত্য পর্যুপবিশন্তি ॥ ১৩ ॥

অনু.— (ঐ দিন) গ্রহগ্রহণের আগে তীর্থ দিয়ে বাইরে গিয়ে তিনবার অপ্রদক্ষিণভাবে (শ্মশান-)ভূমি পরিক্রমা করে (শ্মশানের) চার পাশে বসেন।

ব্যাখ্যা— প্রসব্য = অপ্রদক্ষিণ, বামক্রমে, বড়ির কাটার গতির বিপরীত দিকে। পরবর্তী সূ. দ্র.। আগের সূত্রে যে-দিনের কথা বলা হল সেই দিনে অর্থাৎ দীক্ষিতের যে-দিন দাহ হয় তার পরের দিনেই অহিসংগ্রহের জন্য আবার শ্মশানে গিয়ে এই (১২-২৪ নং সূত্রে বর্ণিত) কাজগুলি করতে হয়- ‘তন্মিমেব প্রাতরনভ্যাসম্ ইত্যুক্তলক্ষণে অহনি গ্রহগ্রহণাত্ প্রাগ্ এব তীর্থেন নিষ্ক্রম্য’ (বৃষ্টি)।

পশ্চাদ্ হোতা ॥ ১৪ ॥

অনু.— হোতা (শ্মশানে) পিছন দিকে (বসবেন)।

উত্তরোঃ ধ্বৰ্যুঃ (উত্তরতোঃ ধ্বৰ্যুঃ) ॥ ১৫ ॥

অনু.— অধ্বৰ্যু (বসবেন) উত্তর (দিকে)।

তস্য পশ্চাচ্ ছন্দোগাঃ ॥ ১৬ ॥ [১৫]

অনু.— তাঁর পিছনে (বসবেন) সামবেদীরা।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতো ব্রহ্মা বসেন যথারীতি ডান দিকে।

আয়ং সৌঃ পৃথ্বিরক্রমীদ্ ইতুপাংগু স্তবতে ॥ ১৭ ॥ [১৬]

অনু.— (সামবেদীরা) ‘আয়ং-’ (সা. উ. ১৩৭৬-৮) এই (তুচে) উপাংগুস্বরে গান করেন।

স্তবতে হোতা প্রসবাম্ আয়তনং পরিত্রজন্ স্তোত্রিয়ম্ অনুব্রবেদ্ অপ্রধুবন্ ॥ ১৮ ॥ [১৭]

অনু.— গান করা হলে হোতা অপ্রদক্ষিণভাবে (শ্মশান-)ভূমিকে (তিনবার) পরিক্রমা করতে করতে স্তোত্রের (ঐ) মন্ত্রগুলি প্রণববিহীন (করে উপাংগুস্বরে) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— উদ্গাতাদের গানের পর হোতা ‘আয়ং-’ (১০/১৮৯/১-৩) এই তিনটি মন্ত্র পাঠ করবেন, কিন্তু সামিধেনীর মতো প্রণব উচ্চারণ করবেন না। আগের সূত্রে ‘উপাংগু স্তবতে’ বলায় বুঝতে হবে, হোতাকেও উপাংগুস্বরেই এই তিনটি মন্ত্র পাঠ করতে হয়। যদিও √শংস, √যজ্, অনু- √জ্ ইত্যাদি ধাতুর উদ্দেশ্য সূত্রে নেই বলে হোতাপাঠ্য এই তিন মন্ত্রে সামিধেনীর মতো অভিহিকার, প্রণব ইত্যাদিও হওয়ার কথা নয়, তবুও ‘স্তোত্রিয়ম্’ বলায় শব্দের মতো এখানেও হয় তো প্রণব হতে পারে এই আশঙ্কার সূত্রে ‘অপ্রধুবন্’ বলা হয়েছে। ‘স্তোত্রিয়ম্’ বলা হয়েছে গানে ব্যবহৃত মন্ত্রগুলিই পাঠ করার জন্য। ‘ব্রূয়াত্’ বা ‘ব্রবেত্’ না বলে ‘অনু-ব্রবেত্’ বলায় বুঝতে হবে যে, এগুলি অনুমন্ত্রধর্মী। মন্ত্রগুলি থেকে বোঝাও যাচ্ছে যে, মৃত ব্যক্তিই হচ্ছে এখানে উদ্দিষ্ট।

যামীশ্ চ ॥ ১৯ ॥ [১৮]

অনু.— এবং যামের উপলব্ধ (মন্ত্রগুলিও তিনি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূ. দ্র.। এই মন্ত্রগুলিরও শেষে প্রণব হবে না এবং মন্ত্রগুলি উপাংগুস্বরেই পাঠ করতে হবে।

প্রৈহি প্রৈহি পবিভিঃ পূর্বোভির্ ইতি পক্ষানং তৃতীয় (রা)ম উদ্ধরেত মৈনময়ে বি দহো মাভি শোচ ইতি ষট্।
পূবা য়েতশ্যাবরতু প্র বিদ্বান্ ইতি চতস্র উপ সর্গ মাতরং ভূমিমৈতাম্ ইতি চতস্রঃ

সোম একেভ্যঃ ॥ ২০ ॥ [১৯]

অনু.— ‘প্রৈহি-’ (১০/১৪/৭-১১) ইত্যাদি পাঁচটি (মন্ত্রের) তৃতীয়টিকে বাদ দেবেন। ‘মৈন-’ (১০/১৬/১-৬) ইত্যাদি ছ-টি, ‘পূবা-’ (১০/১৭/৩-৬) ইত্যাদি চারটি, ‘উপ-’ (১০/১৮/১০-১৩) ইত্যাদি চারটি (মন্ত্র), ‘সোম-’ (১০/১৫৪)— এই (যম ও যামায়নের দৃষ্ট মন্ত্রগুলি পাঠ করবেন)।

উরুগঙ্গা বসুতৃপা উমুম্বলাব্ ইতি চ সম-আপ্য সঞ্চিত্য তীর্থেন প্রপাদ্য স্বথাসনম্ আসাদয়েমুঃ ॥ ২১ ॥ [২০]

অনু.— এবং ‘উরু-’ (১০/১৪/১২) এই (মন্ত্রে শত্ৰুপাঠ) শেষ করে (কলশীতে মৃতের দাহোত্তর অগ্নি) সংগ্রহ করে তীর্থ দিয়ে (যজ্ঞভূমিতে) প্রবেশ করিয়ে (মৃতের) আসন অনুযায়ী (তা) রেখে দেবেন।

ব্যাখ্যা— মৃত্যুর আগে দীক্ষিত যে-স্থানে যে-আসনে বসতেন অগ্নিপূর্ণ কলশটি এনে সেই স্থানে রেখে দেবেন।

ভক্ষেশু প্রাণভক্ষান্ ভক্ষয়িত্বা দক্ষিণে মার্জালীয়ে নিনয়েমুঃ। দক্ষিণস্যাং বা বেদিশ্রোণ্যাম্ ॥ ২২ ॥ [২১]

অনু.— (ভক্ষ্য আত্মতিদ্রব্যগুলি) ভক্ষণের সময়ে আত্মাণ (দ্বারা) ভক্ষণ করে দক্ষিণ মার্জালীয়ে অথবা বেদির দক্ষিণ কোণে ঢেলে দেবেন।

ব্যাখ্যা— তরল দ্রব্যকে ঢেলে দেবেন, কঠিন দ্রব্যকে ফেলে দেবেন।

সপ্তদশম্ অহর ভবতি ত্রিবৃতঃ পবমানা রথন্তরপৃষ্ঠোঃ অগ্নিষ্টোমঃ ॥ ২৩ ॥ [২২]

অনু.— (এই) দিনটি হবে সপ্তদশস্তোম-বিশিষ্ট। (এখানে) পবমানস্তোত্রগুলি ত্রিবৃত-স্তোমযুক্ত (হবে এবং) রথন্তরপৃষ্ঠবিশিষ্ট অগ্নিষ্টোম (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— ১২ নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র।

সংহৃতিঃ বভূধম্ একে গমরন্ত্যেত্যসৈত্যদ অহর অভিশকরতঃ ॥ ২৪ ॥ [২৩]

অনু.— (এই দিন অনুষ্ঠান) শেষ হলে অন্যেরা (অগ্নিগুলিকে) ‘এতস্য এতদ অহঃ’ (অর্থাৎ এই দিনটি এই মৃত দীক্ষিতের) বলতে বলতে অবভূথস্থানে নিয়ে যান।

ব্যাখ্যা— কেউ কেউ অবভূথস্থানে নিয়ে গিয়ে অগ্নিপূর্ণ কলশটি ঐ বাক্যে জলে ফেলে দেন। এর পর মৃতব্যক্তির সঙ্গে যজ্ঞের আর কোনও সম্পর্ক থাকে না। অবশিষ্ট অগ্নিকেরা সত্রের বাকী দিনগুলির যথাবিধি অনুষ্ঠান করবেন এই হল এককালের মত।

নির্মহ্যেন বা দম্বা নিখায় সংবত্সরাদ্ এনম্ অগ্নিষ্টোমেন যাজ্ঞয়েমুঃ ॥ ২৫ ॥ [২৪]

অনু.— অথবা মছনজাত (অগ্নি) দিয়ে দাহ করে (মৃতের অগ্নিগুলি মাটিতে পুঁতে সত্র শেষ করে) এক বছর পরে এই (অগ্নিকে তুলে এনে) অগ্নিষ্টোম দ্বারা যাগ করাবেন।

ব্যাখ্যা— এই মতটি এর আগে ৮-২৪ নং (কার্যত ৮-১১ নং) সূত্রে বা বা বলা হয়েছে তারই বিকল্প। সত্রে মৃতের স্রৌত অগ্নি অন্যান্যদের স্রৌত অগ্নির সঙ্গে আগে থেকেই মিশ্রিত হয়ে রয়েছে বলে মৃতের দাহ হলেও সত্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল হয় না। মৃতের দুই অরণি মছন করে সেই মণ্ডিত অগ্নিতে তার দাহ সম্পন্ন করে দম্বা অগ্নিগুলি মাটিতে পুঁতে রাখতে হয়ে। এর পর সত্র অবিকৃতভাবে শেষ করতে হয়। আগের মতো মৃত্যুর পরের দিনই নয়, সত্র-সমাপ্তির দিন থেকে একবছর পূর্ণ হলে ঐ অগ্নিগুলিকে সমাধিস্থান থেকে তুলে এনে সেগুলিকে স্বজমানের প্রতিনিধি ধরে ১২-২৩ নং সূত্র অনুযায়ী অগ্নিষ্টোমবাগের অনুষ্ঠান করেন।

আগের মতে এবং এই মতে সত্রে বাকী দিনগুলিতে মৃতের পরিবর্তে অন্য কাউকে দলে নেওয়া হয় না, একজন কমই থেকে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অথর্ববেদসংহিতার “যে পরোপ্তা যে দক্ষা যে চোদ্ধিতাঃ” (অ. স. ১৮/২/৩৪) মন্ত্রাংশে মৃতের দাহ, সমাধি, পরিত্যাগ এবং প্রাচীন ইরাণীদের মতো উচ্চ স্থানে স্থাপনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

নেদিত্তিনং বা দীক্ষয়েমুঃ ॥ ২৬॥ [২৫]

অনু.— অথবা (মৃতের) ঘনিষ্ঠ (আত্মীয়কে) দীক্ষিত করবেন।

ব্যাখ্যা— অথবা মৃতব্যক্তির নিকটতম আত্মীয়কে দীক্ষিত করে তাঁর সঙ্গে সত্রে অবশিষ্ট দিনগুলির অনুষ্ঠান যথাবিধি সম্পন্ন করবেন। ৯-২৪ নং এবং ২৫ নং দু-টি পক্ষেই এই বিকল্প গৃহীত হলেও ২৫নং সত্রে পক্ষে নৈমিত্তিক অগ্নিস্টোমের সময়ে মৃতের অস্থিকে সমাধিস্থান থেকে তুলে আনতেই হবে— “শেষসমাপনে মৃতস্য সম্ব্যাপ্রণার্থং মৃতস্য সন্নিবৃষ্টং দীক্ষয়িত্বা সত্রসমাপনং কুৰ্ব্বুঃ। নির্মহ্যদহনপক্ষে নেদিত্তপ্রবেশে সত্যপি অস্থিযজ্ঞো নিত্য এব” (না.)। প্রসঙ্গত তা. ব্রা. ৯/৮/১ এবং জৈ. ব্রা. ১/৩৪৫ দ্র.।

অপি বোত্থানং গৃহপতি ॥ ২৭॥ [২৬]

অনু.— অথবা গৃহপতি (মারা গেলে সত্রে অর্ধপথে) সমাপ্তি (ঘটবে)।

ব্যাখ্যা— যদি সত্রে যিনি গৃহপতি বা যজমান হয়েছেন তিনি স্বয়ং মারা যান তাহলে যে-দিন তাঁর মৃত্যু হয় সে-দিনের সমস্ত কাজ শেষ করে অবত্থ ইষ্টি সেয়ে যজ্ঞভূমিতে ফিরে এসে সদোমণ্ডপটি পুড়িয়ে ফেলবেন এবং সেই সাথেই সত্রে সমাপ্তি ঘোষণা করবেন, অবশিষ্ট দিনগুলির অনুষ্ঠান আর করতে হবে না।

উক্তঃ স্তুতশাস্ত্রবিকারঃ ॥ ২৮॥ [২৭]

অনু.— স্তোত্র এবং শত্রে পরিবর্তন (আগেই) বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— যে-দিন যজমান মারা যান সেই দিনের এবং ২৫ নং সূত্রে অস্থিকে প্রতিনিধি ধরে যে অগ্নিস্টোমের কথা বলা হয়েছে তার স্তোত্র ও শত্ৰ ১২-২৩ নং সূত্র অনুযায়ী করতে হবে। যে দিন গৃহপতি মারা যান তার পরের দিন (নারায়ণের মতে মৃত্যুর দিনেই- ?) যে নৈমিত্তিক অগ্নিস্টোম করা হয় অথবা সত্রসমাপ্তির এক বছর পরে মৃতের অস্থিকে প্রতিনিধি ধরে যে নৈমিত্তিক অগ্নিস্টোম করতে হয়— এই দুই ক্ষেত্রেই অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য ১২ নং সূত্র থেকে যা যা বলা হয়েছে তা-ই। প্রসঙ্গত ১২ নং সূত্রে ব্যাখ্যাও দ্র.।

একাহেবু যজমানাসনে শরীত ॥ ২৯॥ [২৮]

অনু.— একাহ- যাগগুলিতে (মৃতদেহ যজ্ঞ শেষ না-হওয়া পর্যন্ত) যজমানের আসনে শুয়ে থাকবে।

ব্যাখ্যা— একাহে যজ্ঞভূমিতে যে আসনে জীবিত অবস্থায় যজমান বসতেন মৃত্যুর পরে সেই আসনেই মৃত যজমান শুয়ে থাকবেন। মারা গেলেও সেই দিনের করণীয় সব কর্ম শেষ করতে হবে।

সংস্থিতেপায়তীষবভুখং গময়েমুর্ ইত্যালেখনঃ ॥ ৩০॥ [২৯]

অনু.— আলেখন (বলেন যজ্ঞ) শেষ হলে প্রবাহরত (জলে) অবত্থ (সমাপ্ত করে সেই জলে মৃতদেহ) ফেলে দেবেন।

ব্যাখ্যা— অপায়তী = অপ-আ-যা + শত্ৰ (= অত্) + ঐ(ঐ) = অপগমনরত অর্থাৎ বহে চলেছে এমন জল। একাহের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলে অবত্থ ইষ্টি সম্পন্ন করে অবত্থের জলে মৃতদেহকে ফেলে দিতে হয়।

পূর্বেণ সদো মহেয়ুর্ ইত্যশ্বরথ্যঃ ॥ ৩১ ॥ [৩০]

অনু.— আশ্বরথ্য (বলেন) সদোমণ্ডপের পূর্ব দিকে (মৃতদেহকে) দক্ষ করবেন।

ব্যাখ্যা— অবভৃথের সময়ে সদোমণ্ডপের পূর্ব দিকে যজ্ঞীয় ভিন অগ্নি দিয়ে মৃতের দাহকার্য সম্পন্ন করবেন। দাহের সময়ে ঐ মৃতের নানা অঙ্গে নানা যজ্ঞপাত্র রেখে দাহ করতে হয়। কোন্ অঙ্গে কোন্ পাত্র রাখতে হয় তা গৃহ্যসূত্রে বলা আছে— ‘দক্ষিণে হস্তে জুহুম্, সৰ্ব উপভূতম্, দক্ষিণে পার্শ্বে স্ফাং, সৰ্বোহগ্নিহোত্রহবীম্, উরসি ধ্রুবাং, শিরসি কপালানি, দন্তসু গ্রানঃ, নাসিকয়োঃ নৃবৌ, ভিত্তা চৈকম্, কর্ণয়োঃ প্রাশিত্রহরণে, ভিত্তা চৈকম্, উদরে পাত্রীং, সমবন্তধানং চ চমসম্, উপহে শম্যাম্, অরণী উর্বোর্, উলুখলমুসলে জম্বয়োঃ, পাদয়োঃ শূর্ণে, ছিত্তা চৈকম্, আসেনচনবন্তি পৃষদাক্ষ্য পূরয়তি’ (আ. গৃ. ৪/৩/২-১৬)। প্রসঙ্গত শা. ৪/১৪/১৬-৩৫ দ্র.।

এষ এবাবভৃথঃ ॥ ৩২ ॥ [৩১]

অনু.— এইটিই (এ-ক্ষেত্রে) অবভৃথ।

ব্যাখ্যা— এ-ক্ষেত্রে অবভৃথ ইষ্টি করার কোন প্রয়োজন নেই। মৃতদেহে যজ্ঞপাত্র রেখে দাহ করাই এখানে অবভৃথ।

একাদশ কণ্ডিকা (৬/১১)

[সংস্থা, যজ্ঞপুচ্ছ, সবনীয় পশুযাগ, পশুপুরোডাশ সম্পর্কে বিচার, হারিযোজন, অতিপ্রৈম, ঋঃসূত্যা]

অগ্নিষ্টোমোহত্যগ্নিষ্টোম উক্থ্যঃ ষোড়শী বাজপেয়োহতিরাত্রোহপ্তোর্থ্যম ইতি সংস্থাঃ ॥ ১ ॥

অনু.— অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র, অপ্তোর্থ্যম এই (হল সাত) ‘সংস্থা’।

ব্যাখ্যা— অত্যগ্নিষ্টোমে অগ্নিষ্টোমের পরে ষোড়শী নামে স্তোত্র, শব্দ ও গ্রহের অনুষ্ঠান হয়। বাজপেয় এবং অপ্তোর্থ্যমের কথা পরে বলা হবে (৯/৯, ১১ দ্র.)। বাকী চারটির কথা আগেই বলা হয়েছে। ‘সংস্থা’ মানে সমাপ্তি। সবনে সমাপ্তির ভেদ অনুযায়ী সোমবাগ সাত প্রকারের।

তাসাং যাম্ উপযন্তি তস্যা অস্ত্রে যজ্ঞপুচ্ছম্ ॥ ২ ॥

অনু.— ঐ (সংস্থান্ত্রের মধ্যে) যে (সংস্থার) অনুষ্ঠান করেন সেই (সংস্থার) শেষে ‘যজ্ঞপুচ্ছ’ (করবেন)।

ব্যাখ্যা— আগে সংস্থাভেদে তিন সবনের অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। এখন প্রত্যেক সংস্থাভেদেই সবনগুলির শেষে ‘যজ্ঞপুচ্ছ’ অর্থাৎ যজ্ঞের লেজের মত যে অস্ত্রিম অংশগুলির অনুষ্ঠান হয় সেগুলির কথা সূত্রকার বলবেন।

অনুযাজাদ্যুক্তং পশুনা শংযুবাকাত্ ॥ ৩ ॥

অনু.— (যজ্ঞপুচ্ছ) অনুযাজ থেকে শংযুবাক পর্যন্ত (যা যা করতে হয়) পশুযাগ দ্বারা (তা) বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— পশুযাগে অনুযাজ (৩/৬/১৪ সূ. দ্র.) থেকে শংযুবাক (১/১০/১ সূ. দ্র.)। পর্যন্ত যা যা বলা হয়েছে তা এখানে যজ্ঞপুচ্ছও করতে হবে। তৃতীয় সবনে সবনীয় পশুযাগের মনোভা থেকে ইড়াভক্ষণ পর্যন্ত অংশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল (৫/১৭/৫ সূ. দ্র.)। এখন যজ্ঞপুচ্ছ ঐ পশুযাগের অনুযাজ থেকে শংযুবাক পর্যন্ত অংশের অনুষ্ঠান করতে হয়। পরবর্তী সূত্র থেকে এটি পশুযাগ-সম্পর্কিত সূত্র, ইন্ডিয়াগের সূত্র নয়, পশুযাগের তন্ত্রই তাই এখানে অনুসৃত হবে, একথা বোঝা গেলেও এই সূত্রে ‘পশুনা’ বলায় পশুযাগে ব্রহ্মাকে যেখানে আসন গ্রহণ করতে হয় এখানেও অনুযাজ এবং মনোভা প্রভৃতির সময়ে ঠিক তেমনিই আহবনীয়ের ডান দিকে এসে বসতে হবে। পশুপুরোডাশের সময়ে কিন্তু তিনি বসবেন সদোমণ্ডপেই।

উত্তমসু স্থিহ সূক্তবাক্যৈঃ ॥ ৪ ॥

অনু.— এখানে কিন্তু শেষ সূক্তবাক্যৈঃ (পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ঋগ্বেদের প্রৈষাধ্যায়ে মৈত্রাবরুণের পাঠ্য দু-টি সূক্তবাক্যৈঃ আছে (২/১১ এবং ৪/১৫ প্রৈষসূক্ত দ্র.)। তার মধ্যে পরবর্তী সূক্তবাক্যৈঃটিই এখানে পাঠ করতে হয়। ঐ প্রৈষমন্ত্রটি হল— “অগ্নিম্ অদ্য হোতারম্ অবনীতায়ং সুবন্ যজমানঃ পচন্ পত্নীঃ পচন্ পুরোক্তাশান্ গৃহ্মণয় আজ্যং গৃহ্মন্ সোমায়াজ্য্যং বহ্নয়য়ে জ্ঞাপং সুহ্মিম্ভ্যায় সোমং ভৃচ্ছ হরিভ্যায় ধান্যঃ স্পৃষ্টা অদ্য দেবো বনস্পতিরভবদগ্নয় আজ্যেন সোমায়াজ্যেনাগ্নয়ে জ্ঞাপেনেজ্যায় সোমেন হরিভ্যায় ধান্যভিরযজ্ঞ মেদন্তঃ প্রতি পচতাগ্রভীদ অবীব্ধত পুরোক্তাশৈরপাদ্ ইন্দ্রঃ সোমং গবাশিরং যবাশিরং তীত্রাভ্যং বহ্নয়ধ্যম্ উপোত্থা যদা ব্যভ্রোদ্ বিমর্দা আনক্ত অবীব্ধতা-দুবেদ্যাম্ অদ্য ঋষ আবেদ্য ঋষীণাং নপাদ্ অবনীতায়ং সুবন্ যজমানো বহ্নতা আ সঙ্গতেভ্যঃ। এষ মে দেবেষু বসু বার্বাযক্ষ্যত ইতি তা যা দেবো দেবদানান্যদুস্তান্যাম্ আ চ শাস্থা চ গুরুষেযিতশ্চ হোতরসি ভদ্রবাচ্যায় প্রেযিতো মানুষঃ সূক্তবাক্যায় সূক্তা ব্রুহি”।

অবীব্ধতেতি পুরোডাশদেবতাং পশুদেবতাম্ ॥ ৫ ॥

অনু.— (ঐ সূক্তবাক্যৈঃ) ‘অবীব্ধত’ এই (অংশে) পুরোডাশের দেবতাকে (এবং) পশুর দেবতাকে (উল্লেখ করা হয়েছে)।

ব্যাখ্যা— সবনীয় পশুযাগের দেবতা অগ্নি (৫/৩/৩ সূ. দ্র.) এবং হবিষ্পংক্তি নামে পুরোডাশযাগগুলির দেবতা ইন্দ্র (৫/৪/১ সূ. দ্র.)। প্রৈষাধ্যায়ের দ্বিতীয় সূক্তবাক্যৈঃ (৪/১৫) ‘অবীব্ধত পুরোডাশৈঃ’ অংশে ‘অবীব্ধত’ এই একবচনযুক্ত (√বৃধ্ + লুঙ প্রথম পুরুষ একবচন) পদে নিশ্চয়ই পশুযাগের দেবতা (অগ্নি) এবং (সবনীয়- ?) পুরোডাশযাগের দেবতা (ইন্দ্র) এই মোট দুই দেবতার উল্লেখ সম্ভব নয়। পদটি তাহলে কোন বিশেষ দেবতার উদ্দেশে প্রযুক্ত হয়েছে? আবার ‘পুরোডাশৈঃ’ এই বহুবচন পদের লক্ষ্য কেবল পশুযাগের দেবতা হতে পারেন না, কারণ তাঁর উদ্দেশে অনেক পুরোডাশ নয়, একটিই পুরোডাশ দেওয়ার কথা। কেবল ইন্দ্রের ক্ষেত্রে যদিও সবনীয় হবিষ্পংক্তির কারণে বহুবচন প্রযোজ্য হতে পারে, তাহলেও সে-ক্ষেত্রে সূক্তবাক্যৈঃ পশুযাগের দেবতার প্রসঙ্গ ঐ অংশ দ্বারা ব্যক্ত না হওয়ার প্রকৃতিযাগের ধর্মের অতিদেশ বিদ্রিষ্ট হয়— ‘কেবলেন্দ্রাভিধানে চ প্রকৃতিগ্রাণ্ডং পশুদেবতাভিধানং ন কৃতং স্যাৎ’ (বৃষ্টি)। অতএব ‘অবীব্ধত’ ও ‘পুরোডাশৈঃ’ এই দু-টি পদেই বিশেষ কোন দেবতার অনুকূলে নিশ্চিত কোন সূচনা পাওয়া যাচ্ছে না বলে ‘অবীব্ধত’ পদে তত্ত্বের অর্থাৎ যুগপৎ পশুযাগ এবং পুরোডাশযাগ (হবিষ্পংক্তির-) এই দুই যাগেরই দেবতার উল্লেখ ঘটেছে বলে স্বীকার করতে হবে। যারা তাই মনে করেন যে, এই প্রৈষে পুরোডাশযাগের (হবিষ্পংক্তির-) দেবতার প্রসঙ্গই উল্লিখিত হয়েছে, পশুযাগের দেবতার প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয় নি এবং সেই কারণে সবনীয় পশুযাগে পশুপুরোডাশ-যাগের অনুষ্ঠান করতে হয় না তাঁদের মত ঠিক নয়। ‘পুরোডাশৈঃ’ পদে বহুবচন হয়েছে সবনীয় ইষ্টিযাগের ধান্য প্রকৃতি পাঁচটি এবং পশুযাগে প্রদেয় পুরোডাশ এই মোট ছ-টি ব্রব্যের কারণে। প্রসঙ্গত ৫/১৩/১২, ১৩ সূ. দ্র.।

একে যদি সবনীয়স্য পশোঃ পশুপুরোডাশং কুর্য়ুর্ অবীব্ধেতাং পুরোক্তাশৈর্ ইত্যেব ব্রূয়াৎ ॥ ৬ ॥

অনু.— অন্যোরা (বলেন যাজ্ঞিকেরা) যদি সবনীয় পশুযাগের পশুপুরোডাশের অনুষ্ঠান করতেন (তা হলে সূক্তবাক্যৈঃের মধ্যে) ‘অবীব্ধেতাং পুরোক্তাশৈঃ’ এ-ই বলতেন।

ব্যাখ্যা— কেউ কেউ বলেন সবনীয় পশুযাগে যদি পশুপুরোডাশযাগ করণীয় হত তাহলে সূক্তবাক্যৈঃের ইন্দ্র (পুরোডাশের দেবতা) এবং অগ্নি (পশুর দেবতা) এই দুই দেবতার উদ্দেশে মন্ত্রে ক্রিয়াপদেও দ্বিবচনে ‘অবীব্ধেতাম্’ বলা হত। মন্ত্রে কিন্তু একবচনের ক্রিয়াপদ থাকার বুর্ততে হবে যে, সবনীয় পশুযাগে পশুপুরোডাশযাগের অনুষ্ঠান করতে হবে না। এখানে ‘একে’ বলতে ৫/১৩/১২ সূত্রে যাঁদের কথা বলা হয়েছে তাঁদেরই লক্ষ্য করা হচ্ছে।

সবনীয়ৈর্ এবেষ্টো বর্ধতে পশুপুরোডাশেন পশুদেবতা ॥ ৭ ॥

অনু.— সবনীয় (পুরোডাশযাগ) দ্বারাই ইন্দ্র বর্ধিত হচ্ছেন, পশুপুরোডাশ (যাগ) দ্বারা (বর্ধিত হচ্ছেন) পশুযাগের দেবতা।

ব্যাখ্যা—সূত্রকারের মতে ‘অবীবৃথ’ এই ক্রিয়াপদ দ্বারা দেবতার সঙ্গে যাগের সম্বন্ধই শুধু ব্যক্ত হচ্ছে। যাগের সঙ্গে সেই সম্বন্ধ ইন্দ্রের যেমন আছে, অগ্নিরও তেমন আছে। তাছাড়া যাগে ইন্দ্র ও অগ্নি দুই দেবতারই সান্নিধ্যও ভূশ্যমূল্য। বচন এখানে গৌণ বলে ‘অবীবৃথ’ পদে অগ্নি এবং ইন্দ্র দুই দেবতারই উল্লেখ ঘটছে। ‘পুরোক্তাশৈঃ’ পদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। বচন এখানে গৌণ, সংখ্যাপ্রকাশের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় নি। ফলে উভয় পদেই উভয় দেবতার প্রতি পরোক্ষ উল্লেখ থাকায় সূত্রকারের মতে সর্বদীর্ঘ পণ্ডাযোগে পণ্ডপুরুষাভিষাগ করতে কোন বাধা নেই।

ঔর্ধ্বং শংযুবাকাদ্ হারিযোজনঃ ॥ ৮ ॥

অনু.—শংযুবাকের পরে হারিযোজন (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা—৩ নং সূত্র থাকা সত্ত্বেও এই সূত্রে ‘ঔর্ধ্বং শংযুবাকাদ্’ বলায় বুঝতে হবে যে, শংযুবাক বলতে এখানে শংযুবাকের স্বরকে বুঝান হচ্ছে। ফলে সূত্রের অর্থ দাঁড়াবে—উত্তমস্বরে পাঠ্য শংযুবাকের থেকেও উচ্চস্বরে হারিযোজন-গ্রন্থের মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হবে। তৃতীয়সবনের সমাপ্তি অস্তিম শব্দপাঠের সঙ্গে সঙ্গেই। ফলে তার পর থেকে সবনের স্বর আর প্রযোজ্য নয়। অস্তিম শব্দের পরে অনুযাজ থেকে শংযুবাক পর্যন্ত অনুষ্ঠানগুলি ঐষ্টিক বলে এই ঐষ্টিক অংশের অনুষ্ঠান দর্শপূর্ণমানের মতো উত্তম স্বরেই হয় (১/৫/৩২ সূ. ব্র.)। তার পরে অবশিষ্ট সৌমিক অংশের ক্ষেত্রে স্বরের কোন বিশেষ বিধান না থাকায় সেই সব মন্ত্র যে-কোন স্বরেই পাঠ করা যেতে পারে বলে হারিযোজন-গ্রন্থের ক্ষেত্রে এই বিশেষ নিয়মটি করা হল।

অপাঃ সোমমন্তমিহ্রঃ প্র বাহি ধানা সোমানামিহ্রাজি চ পিৰ চ যুনজি তে ব্রহ্মণা কেশিনা হরী ইতি ॥ ৯ ॥

অনু.—(হারিযোজনগ্রন্থে) ‘অপাঃ-’ (৩/৫৩/৬), ‘ধানা-’ (সু.), ‘যুন-’ (১/৮২/৬) এই (মন্ত্রগুলি যথাক্রমে অনুবাক্য, প্রৈব এবং যাজ্ঞা)।

ব্যাখ্যা—সম্পূর্ণ প্রৈবমন্ত্রটি হল—“ধানা সোমানাম্ ইহ্রাজি চ পিৰ চ বব্ধাং তে হরী ধানা উপ ঋজীবং জিহ্বতান্ আ রথচর্ষণে সিক্ধং যত্ ত্বা পৃচ্ছা ধিবং পঠীঃ কামীমদথা ইত্যস্মিন্ সূষতি যজ্ঞমানে তস্মৈ কিমরাহাঃ। সূর্হু সুবীৰ্যং যজ্ঞস্যাপুর উদৃঢং যদ্ যদ্ অটীকমতোত্ তত্ তথাভুক্তোতর্জজ্” (প্রৈবধায়ায় ৪/১৬)। আগ্রয়ণ পাত্র থেকে সমস্ত সোমরস দ্রোণকলশে নিয়ে তার সঙ্গে ধানা এবং যব মিশিয়ে কলশটি মাধায় তুলে নিয়ে উল্লেখ্য এই গ্রন্থ অচ্ছতি দেন। শা. ৮/৮/১-৩ অনুসারে ‘তিষ্ঠা-’ (৩/৫৩/২) হচ্ছে অনুবাক্য এবং প্রৈব ও যাজ্ঞা এই সূত্রে বা নির্দেশ করা হয়েছে তাই।

ইজ্যানুবাক্যে অস্ত্রোষহসু ॥ ১০ ॥

অনু.—(ঐ) অনুবাক্য ও যাজ্ঞা (অহর্গণে) শেষ দিনগুলিতে (প্রযুক্ত হবে)।

ব্যাখ্যা—‘অস্ত্রাব্দ একাহঃ’ এই ন্যায় (= যুক্তিতে) একাহযোগগুলিতেও এই দু-টি মন্ত্রই প্রযোজ্য।

তিষ্ঠা সু কং মঘবন্ মা পরা গা অন্নং যজ্ঞো দেবরা অন্নং মিরেখ ইতীতরেনু ॥ ১১ ॥

অনু.—(অহর্গণে) অন্য (দিনগুলিতে হারিযোজনের অনুবাক্য ও যাজ্ঞা হবে) ‘তিষ্ঠা-’ (৩/৫৩/২), ‘অন্নং-’ (১/১৭৭/৪)।

ব্যাখ্যা—প্রথমটি অনুবাক্য, দ্বিতীয়টি যাজ্ঞা।

পর্য বাহি মঘবন্ চ বাহীতি বানুবাক্যোক্তরব্ধহসু ॥ ১২ ॥

অনু.—অথবা পরে (আরও সূত্যাদিন আছে শেষ দিন ছাড়া এমন অন্য) দিনগুলিতে ‘পর্য-’ (৩/৫৩/৫) এই (মন্ত্র হবে বিকল্প) অনুবাক্য।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে সারস্বতসূত্র (১২/৬ খণ্ড ম.) প্রভৃতিবাগে এই নিয়ম প্রযোজ্য। যাজ্ঞা হবে অবশ্য সেখানে ঐ ‘অরং-’ মন্ত্রটিই।

অনুববটকৃতে অতিপ্রৈষং মৈত্রাবরুণ আহেহ মদ এবং মঘবল্লিঙ্গ তে স্ব ইতি ॥ ১৩॥

অনু.— অনুববটকার করা না হলে মৈত্রাবরুণ ‘ইহ-’ (সু.) এই অতিপ্রৈষ (নামে মন্ত্র) পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— হারিযোজন-গ্রহে অনুবাক্যপাঠের পরে, (কিন্তু) যাজ্ঞ্যমন্ত্রে অনুববটকার করার আগেই অথর্ব্বা দ্বারা নির্দিষ্ট না হয়েই মৈত্রাবরুণকে ‘ইহ-’ এই ‘অতিপ্রৈষ’ নামে মন্ত্র পাঠ করতে হয়। সম্পূর্ণ মন্ত্রটি হল— “ইহ মদ এব মঘবল্লিঙ্গ তে খো বসুমতো রুদ্রবতো আদিত্যবত ঋতুমতো বিভুমতো বাজবতো বৃহস্পতিবতো বিশ্বদেব্যাবতঃ স্বসু সূত্যা মগ্নিমিত্রায়ৈশ্রাণিভ্যাং প্রবৃহি। মিত্রাবরুণাভ্যাং বসুভ্যো রুদ্রেভ্যো আদিত্যেভ্যো বিধেভ্যো দেবভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো সোমোভ্যো সোমপেভ্যো ব্রহ্মন্ বাচং বচ্ছ” (প্রৈষাধ্যায়— ৪/১৭)। এই অতিপ্রৈষের কথা ৭/১/১১ সূত্রে আবার বলা হবে। শা. ১০/১/১১ সূত্রেও অনুববটকারের আগেই অনুবাক্য মন্ত্র পাঠ করে এই অতিপ্রৈষটি পাঠ করতে বলা হয়েছে। ‘আহ’ বলায় এই মন্ত্রটি জপ প্রভৃতি ছয় প্রকার মন্ত্রের অন্তর্গত নয় বলে বুঝতে হবে।

অদ্যেত্যতিরাত্রৌ ॥ ১৪॥

অনু.— (অহর্গণে) অতিরাত্রবাগে (অতিপ্রৈষ মন্ত্রের ‘স্বসু’ শব্দের স্থানে) ‘অদ্য’ এই (শব্দ পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রাখার জন্যই মন্ত্রে প্রয়োজনমত উহ (পরিবর্তন) করতে হয়। উক্ত অতিপ্রৈষটির উৎস বেদে অহর্গণের অস্তিমবর্জিত অন্য দিনের প্রসঙ্গে। সমস্ত অহর্গণের প্রকৃতি হচ্ছে দ্বাদশাহ। দ্বাদশাহের প্রথম দিনে হয় অতিরাত্রের অনুষ্ঠান। সেই দিন থেকেই তাই ঐ অতিপ্রৈষটি প্রযোজ্য ঐ অতিরাত্রই তাহলে সকল অতিপ্রৈষের প্রকৃতি। অতিরাত্রে তাই উহ না করে ঐভাবেই তা পাঠ করার কথা। বর্তমান সূত্রে কিন্তু বলা হচ্ছে তা হবে না, ‘স্বঃ’ না বলে উহ করে বলতে হবে ‘অদ্য’।

অদ্য সূত্যাং ইতি চ ॥ ১৫॥

অনু.— এবং (অতিপ্রৈষ মন্ত্রের ‘স্বঃ সূত্যাং’ অংশের স্থানেও অতিরাত্রে) ‘অদ্য সূত্যাং’ (বলতে হবে)।

ব্যাখ্যা— “অতিরাত্রে ত্রুতো বক্ষ্যমাণস্বঃ শব্দস্য স্থানে অদ্যশব্দঃ কর্তব্যঃ। সমর্থনিগমত্বান্ এব উহে প্রাপ্তে পুনর্বচনম্ অস্য প্রৈষস্যাহর্গণেব অন্ত্যাহরর্থতয়োত্পত্তে অহর্গণানাঙ্ক দ্বাদশাহপ্রকৃতিত্বাদ্ দ্বাদশাহস্য চতিরাত্রাদিত্বাত্ তত্প্রকৃতিত্বাদ্ অস্য প্রবৃন্তে সৈবাস্য প্রকৃতির ইতি কৃত্বান্হং মন্যমানস্যোত্তরম্ ‘অদ্যেত্যতিরাত্রৌ ইতি’ (না.)।

তস্যাস্তং শ্রদ্ধাঘ্নীত্বঃ স্বঃসূত্যাং প্রাহ স্বঃসূত্যাং বা এবং ব্রাহ্মণানাং তামিত্রায়ৈশ্রাণিভ্যাং প্রবৃহীমি

মিত্রাবরুণাভ্যাং বসুভ্যো রুদ্রেভ্যো আদিত্যেভ্যো বিধেভ্যো দেবেভ্যো। ব্রাহ্মণেভ্যো

সৌম্যেভ্যো সোমপেভ্যো ব্রহ্মন্ বাচং বচ্ছতি ॥ ১৬॥

অনু.— ঐ (অতিপ্রৈষের) শেষ (শব্দ) শুনে আঘ্নীত্ব ‘স্বঃ-’ (সু.) এই ‘স্বঃসূত্যা’ (নামে মন্ত্রটি) উত্তম স্বরে পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— ‘তস্যাস্তং শ্রদ্ধা’ বলায় অতিপ্রৈষ ও স্বঃসূত্যা এই দুই-এর বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলে বুঝতে হবে। তাই অতিপ্রৈষের মতো স্বঃসূত্যাও অনুববটকারের আগে পাঠ করতে হবে এবং ‘স্বঃ’ শব্দের স্থানে সেখানে ‘অদ্য’ বলতে হবে। আবার স্বঃসূত্যার মতো অতিপ্রৈষও উত্তম স্বরেই পাঠ করতে হবে, কারণ সূত্রে ‘আহ’ না বলে ‘প্রাহ’ বলায় মন্ত্রটি উত্তম স্বরেই পাঠ করতে হয়। প্রসঙ্গত ল। শ্রী. ১/৪ ম.। শা. ১০/১/১৩ অংশে যে স্বঃসূত্যা উল্লেখ করেছেন তার সঙ্গে এই সূত্রে শ্রদ্ধা মন্ত্রপাঠের বেশ পার্থক্য রয়েছে। তাঁর মতে এই মন্ত্রটি পাঠ করতে হয় নিজ খিকের পিছনে বসে।

ছাদশ কণ্ডিকা (৬/১২)

[হারিযোজন-ভক্ষণ, শকল-অভ্যাধান, দুর্বাঙ্গল-প্রোক্ষণ, দধিপ্রস্রের ভক্ষণ, সখ্যবিসর্জন]

আহতম্ উম্মেত্রা দ্রোণকলশম্ ইডাম্ ইব প্রতিগৃহ্যোপহবম্ ইষ্টাবেকেত ॥ ১ ॥

অনু.— উম্মেত্রা কর্তৃক আনীত দ্রোণকলশকে (দর্শপূর্ণমাসের) ইডার মতো গ্রহণ করে উপহব প্রার্থনা করে (কলশের সোমকে) দ্রেখবেন।

ব্যাখ্যা— উম্মেত্রা আগ্রয়ণপাত্রের সোমরস দ্রোণকলশে নিয়ে তা-তে ভাজা যব মিশিয়ে আহতি দেন। এইভাবে হারিযোজন আহতি দেওয়ার পর তিনি ঐ পাত্রটি নিয়ে এলে হোতা দর্শপূর্ণমাসের ইডাপাত্রের মতো তা গ্রহণ করে (১/৭/৪-৬ সূ. ব্র.) পান করার জন্য ‘উম্মেতন্ উপহবম্’ বলে অনুমতি চেয়ে বিনামন্ত্রে দ্রোণকলশের সোমের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

হরিকতস্তে হারিযোজনস্য স্ততস্তোমস্য শত্বোক্তস্যোষ্টযজুৰ্বো যো ভকো গোসনিরুশসনিক্তস্য ত উপহৃতস্যোপহৃতো ভক্ষয়ামীতি প্রাণভক্ষ ভক্ষয়িত্বা প্রতিপ্রদায় দ্রোণকলশম্ আত্মানম্ আপ্যায় যথাশ্রস্তুং বিনিঃস্প্যায়ীত্বীয়ে বিনিঃস্প্যাত্তী জুহুতায় পীত ইন্দুরিত্ত্বং মদেদাদয়ং বিশ্রো বাচমর্চং নিযজ্জন্। অয়ং কস্যচিদ্ ব্রহ্মতাদতীকে সোমো রাজা ন সখায় রিবেথাৎ স্বাহা। ইদং রাধো অয়িনা দন্তমাগাদ্ যশো ভর্গঃ সহ ওজো বলং চ।

দীর্ঘায়ুত্বা শতশারদায় প্রতিগৃভ্মি মহতে বীর্ঘায় স্বাহেতি ॥ ২ ॥

অনু.— ‘হরি-’ (সূ.) এই (মন্ত্রে দ্রোণকলশ) আত্মাণ দ্বারা ভক্ষণ করে দ্রোণকলশ ফিরিয়ে দিয়ে নিজেকে আপ্যায়ন করে (যিনি) যেমনভাবে (সদোমশুপে বা হবির্ধানমশুপে) প্রবেশ করেছিলেন (তিনি তেমনভাবে) বাইরে গিয়ে আয়ীত্বীয় (ধিমেষ) ‘অয়ং-’ (সূ.), ‘ইদং-’ (সূ.) এই (দু-টি মন্ত্রে) দু-টি ‘বিনিঃস্পৃ’ আহতি (নামে) হোম করেন।

ব্যাখ্যা— নিজেকে আপ্যায়ন হচ্ছে মন্ত্র পাঠ করে মুখ ও বুক স্পর্শ করা। শা. ৮/৮/৬ অনুসারেও প্রাণভক্ষণই করতে হয়, কিন্তু ভক্ষণের মন্ত্র সেখানে সূত্রপঠিত ‘অশু-’।

আহবনীয়ে ষট্ ষট্ শকলান্যভ্যাদখতি দেবকৃতসৈনসোঃ ববজনমসি স্বাহা। পিতৃকৃতসৈনসোঃ ববজনমসি স্বাহা। মনুষ্যকৃতসৈনসোঃ ববজনমসি স্বাহা। আত্মকৃতসৈনসোঃ ববজনমসি স্বাহা। এনস এনসোঃ ববজনমসি স্বাহা। যদ বো দেবশ্চকুম জিহুয়া গুর্বিতি চ ॥ ৩ ॥

অনু.— ‘দেব-’ (সূ.), ‘পিতৃ-’ (সূ.), ‘মনুষ্য-’ (সূ.), ‘আত্ম-’ (সূ.), ‘এনস-’ (সূ.), ‘যদ-’ (১০/৩৭/১২) এই (ছয় মন্ত্রে সকলে) ছ-টি ছ-টি (কাঠের) টুকরা আহবনীয়ে স্থাপন করেন।

ব্যাখ্যা— এই কাজের নাম ‘শকল-অভ্যাধান’। যে কাঠ থেকে যূপ তৈরী করা হয়েছে সেই কাঠের টুকরা অগ্নিতে স্থাপন করা হয়। আগের সূত্রে ‘আয়ীত্বীয়ে’ বলা হয়েছে বলেই এই সূত্রে ‘আহবনীয়ে’ বলা হল। “পঞ্চ পঞ্চ শকলান আদখতে; আত্ম-, মনুষ্য-, পিতৃ-, দেব-, যজ্ঞা..... অববজনমসীতি”— শা. ৮/৮/১১; ৮/৯/১।

দ্রোণকলশাদ্ থানা গৃহীত্বাবেকেরন্ আপূর্বা স্মা পুরয়ত প্রজ্ঞা চ ধনেন চ। ইন্দ্রস্য কামদুবাঃ

স্ব কামান্ মে ধুত্বাং প্রজাং চ পশুং চেতি ॥ ৪ ॥

অনু.— দ্রোণকলশ থেকে ভাজা যব নিয়ে ‘আপূর্বা-’ (সূ.) এই (মন্ত্রে সকলে তা) দেখবেন।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে বিকল্পে এই মন্ত্রের প্রথম অর্ধাংশ দ্বারা দর্শন করে পরবর্তী অর্ধাংশ দ্বারা দ্রাণ নেওয়া যেতে পারে।

অবজ্ঞারাত্তঃপরিধিসেশে নিবশেষমুঃ ॥ ৫ ॥

অনু.— আত্মাণ করে (সেগুলিকে) পরিধিশুলির মধ্যস্থলে ঢেলে দেবেন।

ব্যাখ্যা— ভাজা যবগুলিকে আত্মাণ করা হবে বিনা মন্ত্রে অথবা ঐ ‘আপূৰ্ণা-’ মন্ত্রের শেষার্ধ দিয়ে। ‘সেশ’ বলায় পরিধি না থাকলেও পরিধি থাকলে যেখানে সেগুলি রাখতে হত সেই স্থানেই ঢেলে দিতে হবে।

প্রত্যেক্য তীর্থদেশেংগাং পূর্ণাশ্চ চমসাস্ তান্ সব্যাবৃত্তো ব্রজন্তি ॥ ৬ ॥

অনু.— (আহবনীর থেকে চমসীরা) বাঁ দিকে ঘুরে ফিরে গিয়ে (অধ্বর্যুদের দ্বারা) তীর্থে (স্থাপিত যে) জলপূর্ণ চমসগুলি (সেগুলির) দিকে যান।

ব্যাখ্যা— সকল ঋত্বিকে আহবনীর থেকে যখন ডান দিকে ঘুরে আগ্নীত্ৰীয়ে যেতে থাকেন তখন তাঁদের মধ্যে যাঁরা চমসী তাঁরা বাঁ দিকে ঘুরে তীর্থে যেখানে অধ্বর্যুরা চমসগুলিকে জলপূর্ণ করে রেখে দিয়েছেন সেখানে যান। বিনিঃসৃষ্টহোম (২নং সূত্র.) থেকে আগ্নীত্ৰীয়ে গমন পৰ্বত্ত কাজগুলি সকলকেই করতে হয়।

হরিততৃণানি বিমৃজ্য প্রতিস্থং চমসেভ্যস্ ত্রিঃ প্রসব্যম্ উদরৈকৈর্ আত্মনঃ পর্যুক্ষন্তে দক্ষিণৈঃ পাণিভিঃ ॥ ৭ ॥

অনু.— সবুজ ঘাস নিষ্পেষণ করে (সেই রস চমসের জলে মিশিয়ে চমসীরা) প্রত্যেকে নিজ নিজ চমস থেকে (জল নিয়ে সেই) জল দিয়ে ডান হাত দিয়ে তিনবার নিজের (চারদিকে) অপ্রদক্ষিণভাবে ছিটিয়ে দেন।

ব্যাখ্যা— সবুজ ঘাস বলতে এখানে ভিজ়ে দুর্বাজাতীয় ঘাসকে বুঝতে হবে। জল ছিটাবার মন্ত্র ৯ নং সূত্রে বলা হয়েছে। সূত্রে ‘দক্ষিণৈঃ’ না বললেও চলত (১/১/১২ সূ. দ্র.), কিন্তু ঠিক পরবর্তী ৮ নং সূত্রের ‘ইতরৈঃ’ পদের প্রয়োজনে এখানে ঐ পদটির উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ১১ নং সূত্রে বাঁ হাতের প্রসঙ্গ নিবৃত্ত করার প্রয়োজনেও এখানে পদটিকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

ইতরৈর্ বা প্রদক্ষিণম্ ॥ ৮ ॥

অনু.— অথবা অপর (হাত দিয়ে) প্রদক্ষিণভাবে (জল ছিটাবেন)।

ব্যাখ্যা— অপর হাত অর্থাৎ বাঁ হাত।

ঋধা পিত্রে ঋধা পিতামহায় ঋধা প্রপিতামহায়ৈতি ॥ ৯ ॥

অনু.— ‘ঋধা-’ (সূ.), ‘ঋধা-’ (সূ.), ‘ঋধা-’ (সূ.) (এই তিন মন্ত্রে তিনবার জল ছিটাবেন)।

ব্যাখ্যা— ৭-৮ নং সূত্রে তিনবার যে জল ছিটাবার কথা বলা হয়েছে তা এই তিন মন্ত্রে ছিটিতে হবে।

উক্তং জীবমৃত্যেভ্যঃ ॥ ১০ ॥

অনু.— জীবিত ও মৃত (পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে আগে বা) বলা হয়েছে (তা এখানেও করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— পিতৃদানের ক্ষেত্রে ২/৬/১৯ ইত্যাদি সূত্রে বা বলা হয়েছে তা এখানেও করতে হয়। বীর উর্ধ্বতন তিন পুরুষ মৃত তিনই এখানে জল ছিটাবেন, অপর নয়। অন্যান্য কর্ম কিন্তু সকলকেই করতে হবে।

পানীয়েণ্ চমসেদ্ববখ্যায়াম্ ধৃতস্য দেব সোম তে মতিবিশো নৃভিঃ সূতস্য ভূতস্রোমস্য শঙ্কোক্তস্যোষ্টকজুযো যো ভকো গোসনিরব্বসনিত্তস্য ত উপহৃতস্যোপহৃতো ভকরামীতি প্রাণভকান্ ভকরিহা মাহং প্রজাং পরাসিচম্

ইত্যেভেনাত্যাজ্যং নিদীরাভ্যায়ং বা মরুতঃ প্রোক এষিত্যেভ্যামতিমুশন্তি ॥ ১১ ॥

অনু.— (চমসীরা নিজ নিজ) চমসে (ডান) হাত দুবিষ্টে (দুর্বীরসমিশ্রিত জল নিয়ে) ‘অপসু-’ (সূ.) এই (মন্ত্রে) প্রাণভক ভক্ষণ করে ‘মাহং-’ (সূ.) এই (মন্ত্র) দ্বারা (নিজ চমসের জল) নিজের দিকে (মাটিতে) ঢেলে দিয়ে ‘অচ্ছা-’ (৭/৩৬/৯) এই (মন্ত্র) দ্বারা (মাটিতে ঢালা সেই জল) স্পর্শ করেন।

ব্যাখ্যা—‘এতেন’ বলায় কোথাও অনুষ্টুপমাত্র বাদ দিতে হলেও এই ‘মাহং-’ মাত্রটি কিন্তু সেখানে বাদ যাবে না।

দধিগ্রান্নো অকারিবম্ ইত্যাদীশ্রীয়ে দধিগ্রান্নান্ প্রাশ্য সখ্যানি বিসৃজন্ত উভা কবী যুবান্য
সত্যাদা ধর্মবৎসপতী। পরিসত্যস্য ধর্মণা বি সখ্যানি সৃজামহ ইতি ॥ ১২ ॥

অনু.—আদীশ্রীয়ে (মণ্ডপে সব ঋত্বিক এবং যজমান) ‘দধি-’ (৪/৩৯/৬) এই (মন্ত্রে) দইয়ের ফোঁটা খেয়ে (তানুনপত্রের সময়ে গৃহীত বন্ধুত্ব) ‘উভা-’ (সূ.) এই (মন্ত্রে) ত্যাগ করেন।

ব্যাখ্যা—দইয়ের ফোঁটা খাওয়াকে ‘দধিগ্রান্ন-ভক্ষণ’ এবং বন্ধুত্ব ত্যাগ করাকে ‘তানুনপত্র-বিসর্জন’ বলে। বন্ধুত্ব ত্যাগ করার সময়ে পরস্পরের হাত ধরতে হবে। ‘দক্ষিণাবৃত্ত আদীশ্রীয়ে দধি প্রাশ্য যথা দধিভক্ষম্’—শা. ৮/৯/৯।

ত্রয়োদশ কণ্ডিকা (৬/১৩)

[সবনীয় পশুবাগের পত্নীসংযাজ, অবভূথ ইষ্টি, সংহাজপ]

পত্নীসংযাজৈশ্চ চরিত্বাবভূথং ব্রজতি ॥ ১ ॥

অনু.—(ঋত্বিকেরা সবনীয় পশুবাগের) পত্নীসংযাজ দ্বারা অনুষ্ঠান করে অবভূথ (স্থানে) যান।

ব্যাখ্যা—৬/১২/২ সূত্রের ‘যথাপ্রসূপং বিনিঃসৃপা’ অনুসারে ঋত্বিকেরা যখন সপোমণ্ডপ অথবা হবির্ধান-মণ্ডপ থেকে বেরিয়ে যান, তখন হোতা হোমের জন্য ‘উদায়ুধা-’ (আ. ১/৩/২৭; ১/১০/৪) এই মন্ত্রে মণ্ডপ ত্যাগ করেন। তানুনপত্র-বিসর্জনের পর ‘বেদ’ নামে ভূগমুষ্টি নিয়ে (১/১০/২ সূ. ম.) পত্নীসংযাজের অনুষ্ঠান করে যজমানপত্নীর হাতে ঐ বেদ দেওয়া (১/১১/১ সূ. ম.) থেকে শুরু করে মাটিতে পূর্ণপাত্র ঢেলে দেওয়া পর্যন্ত (১/১১/৭ সূ. ম.) দর্শপূর্ণমাসে বর্ণিত সব-কিছু কর্ম এখানে করিতে হয়। হোতা ঐ বেদ বেদিতে স্তরণ (১/১১/৮ সূ. ম.) করতেও পারেন, না করলেও চলে। তার পর অপরেরা তাঁকে স্পর্শ করে থাকলে তিনি প্রায়শ্চিত্তহোমের (১/১১/৯ সূ. ম.) আশ্রিত্য নেন। এর পরই হয় হৃদমশূলের উদ্ভাসন (৩/৬/২৮ সূ. ম.)। যদি পরে অনুবন্ধ্যা বাগ না করা হয়, তাহলে এখানে পশুকর্মের ঋত্বিকেরাই শূলের উদ্ভাসন বা ত্যাগ করেন। হৃদমশূল পরিভাগ করার পরে শুধু সংহাজপ ছাড়া আর সব-কিছু করে সকলে মিলে অবভূথ ইষ্টি যেখানে করা হবে সেই স্থানের উদ্দেশ্যে রওনা হন। বৃষ্টির পাঠান্তর অনুযায়ী বেদপ্রদান থেকে পূর্ণপাত্র ঢেলে দেওয়া পর্যন্ত কর্ম করতে হবে না।

ব্রজন্তঃ সান্নো নিধনম্ উপবত্তি ॥ ২ ॥

অনু.—যেতে যেতে (সকলে) সান্নো ‘নিধন’ (অংশ) গান করেন।

ব্যাখ্যা—উপবত্তি = কাছে যান, গান করেন। অবভূথ ইষ্টির জন্য নিকটবর্তী জলাশয়ের দিকে যেতে যেতে ‘অগ্নিষ্টপতি প্রতিদহত্যাহোবোহ্যাব’ (শ. ব্রা. ৪/৪/৫/৮) এবং ‘অগ্নিঃ হোতারং-’ (সা. পৃ. ৪৬৫) মন্ত্রে গান গাইতে হয়। এই গানের ‘নিধন’ অংশটুকু গাইবেন কিন্তু সকলে মিলে। নিধন হচ্ছে গানের শেষ ভাগ। ‘সর্বো সান্নো নিধনম্ উপবত্তি’—শা. ৮/১০/৩।

অবভূথেষ্ট্যা তিষ্ঠন্তশ্চ চরতি ॥ ৩ ॥

অনু.—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবভূথ ইষ্টি দ্বারা অনুষ্ঠান করেন।

প্রবাজাদ্যানুবাজান্তা ॥ ৪ ॥

অনু.—(এই ইষ্টি) প্রবাজে শুরু অনুবাজে শেষ।

ব্যাখ্যা—শা. ৮/১১/১০ সূত্রেও এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে। বিকল্পে তা বিটকৃতও শেষ হতে পারে—‘বিটকৃতস্তা বা; আভ্যভাসৌ বা পরিহণ্যানুবাজৌ চ’—১১, ১২।

নাস্যাম্ ইভা ন বর্হিষস্তৌ প্রযাজানুযাজৌ ॥ ৫ ॥ [৪]

অনু.— এই (ইষ্টিতে) ইভা (-ভক্ষণ) নেই। বর্হিদেবতায়ুক্ত প্রযাজ ও অনুযাজ (-ও এখানে) নেই।

ব্যাখ্যা— এই ইষ্টিতে চতুর্থ প্রযাজ, ইভাভক্ষণ এবং প্রথম অনুযাজের অনুষ্ঠান করতে হয় না। শা. ৮/১১/৯ সূত্রেও প্রযাজ ও অনুযাজে বর্হিঃ দেবতাকে বাদ দিতে বলা হয়েছে। শা. ৮/১১/১২ অনুসারে দুই আজ্যভাগ ও দুই অনুযাজ বাদ যেতে পারে।

অঙ্গুমস্তৌ ॥ ৬ ॥ [৪]

অনু.— অঙ্গুমান দুটি (মন্ত্র দুই আজ্যভাগের অনুবাক্য)।

ব্যাখ্যা— অঙ্গু-শব্দযুক্ত দুটি মন্ত্রের জন্য ২/১৩/৩, ৪ সূ. দ্র.। শা. ৮/১১/৩ অনুসারেও অনুবাক্য মন্ত্র তা-ই। প্রসঙ্গত 'অপো যোনিয়নমভুশু সপ্তম্যা অলুগ্ বক্তব্যঃ' (পা. ৬/৩/১৮-বা.) দ্র.।

গায়ত্রৌ ॥ ৭ ॥ [৫]

অনু.— (এই মন্ত্র) দু-টি গায়ত্রী ছন্দের।

ব্যাখ্যা— ভিন্ন সূত্র করার উদ্দেশ্যে এই যে, যেখানে অঙ্গুশব্দযুক্ত মন্ত্র বিহিত হয়েছে সেখানেই গায়ত্রী ছন্দের মন্ত্র দু-টিকেই পাঠ করতে হবে, অন্য কোন ছন্দের মন্ত্র পাঠ করলে চলবে না। এই কারণে ঋ. ১/২৩/১৯, ২০ এবং ১০/১০৪/২ মন্ত্র এখানে গ্রাহ্য নয়।

বারুণং হবিঃ ॥ ৮ ॥ [৬]

অনু.— (এই ইষ্টিতে) আহতিদ্রব্য (হবে) বরুণদেবতার।

ব্যাখ্যা— অবভৃথ ইষ্টির প্রধানদেবতা বরুণ। 'হবিঃ' বলায় আহতিদ্রব্য (হবিঃ) দূষিত হলে আজ্য আহতি (৩/১০/২০ সূ. দ্র.) দেওয়া চলবে না, যাগের ফাঁকে আবার আহতিদ্রব্য তৈরী করে তা আহতি দিতে হবে।

অব তে হেষ্ঠো বরুণ নমোভির্ন ইতি ষে ॥ ৯ ॥ [৭]

অনু.— (প্রধানযাগের অনুবাক্য এবং যাজ্ঞ্য হচ্ছে) 'অব-' (১/২৪/১৪, ১৫) ইত্যাদি দু-টি (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— শা. ৮/১১/৫ অনুসারে 'উদু-' অনুবাক্য, 'অব-' (১/২৪/১৫, ১৪) যাজ্ঞ্য।

অগ্নিবরুণৌ ষিষ্টকৃৎ-অর্থো ॥ ১০ ॥ [৭]

অনু.— ষিষ্টকৃতের জন্য অগ্নি-বরুণ (দেবতা)।

ব্যাখ্যা— "অত্র নিগদাভাবাদ্ অগ্নিবরুণৌ ইত্যাदिष্য 'স স্বং ন' ইত্যচা ষিষ্টব্যম্" (না.)— এখানে নিগদমন্ত্রটি (আ. ১/৬/৬-৮) পাঠ করতে হয় না বলে 'অগ্নী-বরুণৌ' এইভাবে দেবতার নাম উদ্দেশ্য করে 'স স্বং-' (৪/১/৫) এই যাজ্ঞ্য মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে। মন্ত্রে 'ষিষ্টকৃৎ' শব্দটি যুক্ত করার প্রয়োজন নেই।

স্বং নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ ইতি ষে ॥ ১১ ॥ [৮]

অনু.— 'স্বং-' (৪/১/৪, ৫) ইত্যাদি দু-টি (মন্ত্র ষিষ্টকৃতের যথাক্রমে অনুবাক্য এবং যাজ্ঞ্য)।

ব্যাখ্যা— শা. ৮/১১/৬ অনুসারে 'স স্বং-' (৪/১/৫) অনুবাক্য, 'স্বং-' (৪/১/৪) যাজ্ঞ্য।

সংস্থিতায়্যং পাদান্ উদকাষ্টেৎ বদধ্যান্ নমো বরুণায়্যতিষ্ঠিতো বরুণস্য পাশ ইতি ॥ ১২ ॥ [৮]

অনু.— (অবভৃথ ইষ্টি) শেষ হলে 'নমো-' (সু.) এই (মন্ত্রে তীরে) জলের ধারে (ডান) পা-গুলিকে রাখবেন।

ব্যাখ্যা—তীব্রের নিকটবর্তী জলে পা রাখতে হবে। ‘সংস্থিতামাং’ বলায় যেখানে অবত্থ ইন্টি হবে না সেই যাগে জলের ধারে এসে পা রাখা ইত্যাদিও করতে হবে না।

তত আচামন্তি ভক্ষস্যাবত্থোহসি ভক্ষিতস্যাবত্থোহসি ভক্ষং কৃতস্যাবত্থোহসীতি ॥ ১৩।। [৯]

অনু.—তার পর ‘ভক্ষ’ (সূ.), ‘ভক্ষি’ (সূ.), ‘ভক্ষং’ (সূ.) এই (তিন মন্ত্রে তিনবার) জল পান করেন।

ব্যাখ্যা—আচামন্তি = ‘অপঃ পিবন্তীত্যর্থঃ’ (না.) = জল পান করেন। এই জলপান করতে হয় শৌচেরই প্রয়োজনে। কিভাবে পান করবেন তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে।

প্রোথ্য প্রথমেন প্রতীবন্তি প্রগিরস্ত্যক্তরাভ্যাম্ ॥ ১৪।। [১০]

অনু.—প্রথম (মন্ত্রের) দ্বারা (জল) কুলকুচি করে ফেলে দেন। পরবর্তী দুই মন্ত্রে (কুলকুচি করে জল) গিলে নেন।

ব্যাখ্যা—আগের সূত্রে ‘আচামন্তি’ পদটি থাকায় এই সূত্রে ‘প্রগিরন্তি’ না বললেও চলত, কিন্তু শেষ দুই বারেও আগে প্রোথন করে তার পরে পান করতে হয় একথা বোঝাবার জন্যই সূত্রে এই পদটির উল্লেখ করা হয়েছে।

তত আচম্যাপ্রবন্ত আপো অশ্মান্ মাতরঃ শুক্লয়জ্বিদমাপঃ প্র বহত

সুমিত্র্যা ন আপ শুষথয়ঃ সন্তিতি ॥ ১৫।। [১১]

অনু.—তার পর (আবার) আচমন করে ‘আপো-’ (১০/১৭/১০), ‘ইদম-’ (১/২৩/২২), ‘সুমিত্র্যা-’ (আ. ৩/৫/৩) এই (তিন মন্ত্রে) ডুব দেন।

ব্যাখ্যা—আপ্রবন্তে = স্নান করেন। এই আচমন স্নানেরই অঙ্গ।

এতয়াবৃত্তাভ্যক্ষেরন্ম এবাপ্যদীক্ষিতাঃ ॥ ১৬।। [১২]

অনু.—এই মন্ত্র (গুলি) দ্বারা অদীক্ষিতেরা কেবল নিজেদের দিকে জল ছিটাবেন অথবা (কেবল স্নান করবেন)।

ব্যাখ্যা—আবৃত্ত = পদ্ধতি, মন্ত্র। ‘অপি’ দ্বারা ‘আপ্রবন্তে’ পদকে বোঝান হয়েছে।

উম্নেতৈনান্ উন্নয়তি ॥ ১৭।। [১৩]

অনু.—উম্নেতা এঁদের (জল থেকে) টেনে তোলেন।

উম্নেতরুসোমরোম্নেতর্ব্বো অভ্যামরান ইত্মীয়মানা জপন্তি ॥ ১৮।। [১৪]

অনু.—(যাঁদের) টেনে তোলা হচ্ছে (তাঁরা) ‘উম্নেত-’ (সূ.) এই (মন্ত্র) জপ করেন।

উদ্বয়ং তমসম্পরীত্ব্যদ-এত্য ॥ ১৯।। [১৫]

অনু.—(জল থেকে) উঠে এসে ‘উদ্বয়ং-’ (১/৫০/১০) এই (মন্ত্রটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—যে কাজটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই ঋকে সেই কাজের কথাই ইঙ্গিতে ব্যক্ত হচ্ছে বলে ঋক্টি ‘মন্ত্র’। মন্ত্র বলে ‘মন্ত্রাচ্ চ-’ (১/১/২১) এই সূত্র অনুসারে ঋক্টিকে উপাংশুস্বরে পাঠ করতে হবে। শা. ৮/১১/১৩-১৫ স্র।

সমানম্ অত উর্ধ্বং হৃদয়শূলেনা সংস্থাজপাত্ ॥ ২০।। [১৬]

অনু.—এর পর সংস্থাজপ পর্যন্ত (যা যা করতে হয় তা) হৃদয়শূল (ফেলে দেওয়ার) সঙ্গে সমান।

ব্যাখ্যা—এখানে হৃদয়শূল ফেলে দেওয়ার ব্যাপার নেই বলে অনুমত্ৰণ এবং জলস্পর্শ করতে হয় না। তা ছাড়া ‘অনবেক্ষমাগাঃ’

(৩/৬/৩০) থেকে 'ততঃ সমিখোহভ্যাদযতি' (৩/৬/৩৪) এবং 'ততঃ সংহাজপঃ' (৩/৬/৩৫) পর্যন্ত সব-কিছু কর্মই সকলকে করতে হয়। সংহাজপের সঙ্গে হৃদয়শূল ফেলার কোন সম্বন্ধ নেই বলে পৃথকভাবে 'আ সংহাজপাত্' বলা হয়েছে।

সংহাজপেনোপতিষ্ঠন্তে যে যেঃ পবন্তকর্মাণঃ ॥ ২১ ॥ [১৭]

অনু.— যাঁরা (তাঁদের কর্তব্য) কর্ম শেষ করেছেন (তাঁরা সকলে) সংহাজপ দ্বারা উপস্থান করেন।

ব্যাখ্যা— ১২-২০ নং সূত্র পর্যন্ত যা যা বলা হল তা সকলকেই করতে হয়, তবে সংহাজপ করবেন শুধু তাঁরাই যাদের সমস্ত কর্তব্য কর্ম সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে। সমস্ত কর্তব্য কর্ম শেষ হয়ে যায় না বলে দীক্ষণীয়া প্রভৃতি অঙ্গবাগগুলির শেষে তাই সংহাজপ করতে নেই।

চতুর্দশ কণ্ডিকা (৬/১৪)

[উদয়নীয়া, অনুবক্ষ্যা, ত্বষ্টুদেবতার পশুযাগ, দেবিকাহবিঃ, দেবীযাগ, অনুবক্ষ্যার বিকল্প, উদবসানীয়া]

গার্হপত্য উদয়নীয়া চরন্তি ॥ ১ ॥

অনু.— গার্হপত্যে উদয়নীয়া (ইষ্টি) দ্বারা অনুষ্ঠান করেন।

ব্যাখ্যা— উদয়নীয়া ইষ্টির আখতি দেওয়া হয় গার্হপত্যে অর্থাৎ ঐষ্টিক বেদির আহবনীয়ে।

সা প্রায়ণীয়মোক্তা ॥ ২ ॥

অনু.— ঐ (ইষ্টি) প্রায়ণীয়া (ইষ্টি) দ্বারা বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— উদয়নীয়া ইষ্টির অনুষ্ঠান হয় প্রায়ণীয়া ইষ্টির মতোই। ইষ্টিটি শংযুবাকে শেষ হবে অথবা পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠানে সমাপ্ত হবে তা স্থির হয় অধ্ববৃন্দের মত অনুযায়ী।

পথ্যা স্বস্তির্ ইহোক্তমাজ্যাহবিষাম্ ॥ ৩ ॥

অনু.— যাঁদের আখতিদ্রব্য আজ্য (তাঁদের মধ্যে) এখানে পথ্যা স্বস্তি অস্তিম (দেবতা)।

ব্যাখ্যা— প্রায়ণীয়া ইষ্টিতে পথ্যা স্বস্তি, অগ্নি, সোম ও সবিতার উদ্দেশে আজ্য এবং অদিতির উদ্দেশে চরু আখতি দেওয়া হয়। উদয়নীয়ায় পথ্যা স্বস্তি প্রথম নয়, চতুর্থ দেবতা। ক্রম তাই অগ্নি, সোম, সবিতা, পথ্যা। শা. ৮/১২/৩, ৪ সূত্রের বক্তব্যও তা-ই।

বিপরীতাস্ চ যাজ্ঞ্যানুবাক্যাঃ ॥ ৪ ॥

অনু.— এবং যাজ্ঞ্যা ও অনুবাক্যা বিপরীত (হবে)।

ব্যাখ্যা— প্রায়ণীয়ার যাজ্ঞ্যা এখানে অনুবাক্যা এবং সেখানের অনুবাক্যা এখানে যাজ্ঞ্যা। শা. ৮/১২/২ সূত্রেও তা-ই বলা হয়েছে।

তে চৈব কুর্ষ্ব্বে যে প্রায়ণীয়াম্ ॥ ৫ ॥

অনু.— এবং তাঁরাই (উদয়নীয়া) করবেন যাঁরা প্রায়ণীয়া (করেছিলেন)।

ব্যাখ্যা— প্রায়ণীয়ায় কেউ কোন ঋত্বিকের প্রতিনিধিত্ব করে থাকলে এখানেও তাঁকেই প্রতিনিধি হয়ে কাজ করতে হবে, মূল ঋত্বিক কাজটি করলে চলবে না।

প্রকৃত্য সংযাজ্যে ॥ ৬॥

অনু.— খিষ্টকৃতের অনুবাক্য্য এবং যাজ্য্য (এখানে) স্বাভাবিক (থাকবে)।

ব্যাখ্যা— উদয়নীয়ায় সংযাজ্য্যার কিন্তু ৪ নং সূত্র অনুসারে কোন বৈপরীত্য ঘটে না।

সংস্থিতায়্য মৈত্রাবরুণ্যনুবাক্য্য ॥ ৭॥

অনু.— (উদয়নীয়া) শেষ হলে মিত্র-বরুণ দেবতার (উদ্দেশে) অনুবাক্য্য (নামে পশুযাগ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— “মৈত্রাবরুণী চ বশানুবাক্য্য; পয়স্যা বা”— শা. ৮/১২/৫, ৬।

সদস্যোকে ॥ ৮॥

অনু.— অন্যেরা (বলেন অনুবাক্য্য যাগ করতে হয়) সদ্যোমশুপে (বসে)।

ব্যাখ্যা— এই পক্ষেও দশুপ্রদান পর্যন্ত কর্ম কিন্তু উত্তর দিকেই করতে হয়।

উত্তরবেদ্যাম্ একে ॥ ৯॥

অনু.— অপরেরা (বলেন ঐ যাগ করতে হয়) উত্তরবেদিতে।

ব্যাখ্যা— উত্তরবেদির নিকটে বসে অনুবাক্য্য-পশুযাগ করতে হয়।

হুতায়্য বপায়্য যদ্যেকাদশিন্যগ্রত্যঃ কৃত্বায়ীষোমীয়েণ সঙ্করেন

ত্রজিহ্বা গার্হপত্যে দ্ব্যষ্টেণ পশুনা চরতি ॥ ১০॥

অনু.— যদি (অগ্নি-সোম-দেবতার পশুযাগের অথবা সবনীয় পশুযাগের স্থানে) আগে ‘একাদশিনী’ যাগ করা হয়ে থাকে (তাহলে অনুবাক্য্যার) বপা আত্মতি দেওয়া হলে (ঋত্বিকেরা) অগ্নি-সোম-প্রণয়নের গমনপথ দিয়ে (ঐষ্টিক বেদিতে) গিয়ে ঐষ্টিক বেদির আহবনীয়ে ত্বষ্টু-দেবতার (উদ্দেশে) পশু দ্বারা অনুষ্ঠান করেন।

অঞ্জনাদি পর্যগ্নি কৃত্বোত্সৃজন্ত্যপুনর্-আয়নায় ॥ ১১॥

অনু.— (এই ত্বষ্টুদেবতার পশুযাগে) যুপাঞ্জন থেকে পর্যগ্নিকরণ পর্যন্ত (সব-কিছু কর্ম) করে (ঐ পশুকে) অ-প্রত্যাবর্তনের জন্য ছেড়ে দেন।

ব্যাখ্যা— ত্বষ্টুদেবতার পশুযাগে যুপাঞ্জন (৩/১/৮ সূ. প্র.) থেকে পর্যগ্নিকরণ (৩/২/৯ সূ. প্র.) পর্যন্ত সব-কিছু করে পশুটিকে উৎসর্গ করতে অর্থাৎ যজ্ঞস্থল থেকে ছেড়ে দিতে হয়। এই পশুযাগের এখানেই, এই মুক্ত করার পরেই, সমাপ্তি ঘটে।

যদি ত্বর্কষব আজ্যোন সম্-আপুয়ুস্ তথৈব হোতা কুর্ষাত্ ॥ ১২॥

অনু.— কিন্তু অধ্বরুয়া যদি আজ্য দিয়ে (এই যাগ) শেষ করেন (তাহলে) হোতা (এবং মৈত্রাবরুণ) তেমনভাবেই (কর্ম) করবেন।

ব্যাখ্যা— অধ্বরুয়া পশুকে ছেড়ে দিয়ে পশুর পরিবর্তে আজ্য দিয়ে বাকী অংশের অনুষ্ঠান শেষ করতে চাইলে হোতা এবং মৈত্রাবরুণও সেই অনুযায়ী নিজ নিজ করণীয় কর্ম করবেন। ১৩-১৪ নং সূ. প্র.।

সংশ্রৈষবদ আসেশান্ ॥ ১৩॥

অনু.— শ্রৈষের মতো (দ্রব্য ও দেবতার) উল্লেখ (করবেন)।

ব্যাখ্যা— যাগ আজ্য দ্বিগেই হোক অথবা পশু দ্বিগেই হোক, ত্র্যম্বকে অক্ষব্রূর ত্র্যম্বকে প্রৈবে ব্রব্য ও দেবতার যেমন যেমন উল্লেখ করবেন হোতা এবং মৈত্রাবরুণকেও তাঁদের পাঠ্য মন্ত্রে তা তেমনই উল্লেখ করতে হবে। য. যে, আজ্যব্রব্য দ্বারা যাগের সমাপ্তি নানা ভাবে হতে পারে— (ক) পশুযাগের মতোই অনুষ্ঠান হবে, তবে মন্ত্রে পশুসম্পর্কিত শব্দগুলির ক্ষেত্রে ‘আজ্য’ শব্দ উচ্চারণ করতে হবে। (খ) পশুযাগের মতোই অনুষ্ঠান হবে এবং মন্ত্রের পশুসম্পর্কিত শব্দগুলিও অপরিবর্তিত থাকবে। (গ) অবিকল ইষ্ট্রিযাগের মতোই আজ্য দ্বারা অবশিষ্ট অনুষ্ঠান হবে। (ঘ) ইষ্ট্রিযাগের মতোই হবে, তবে বশা, পুরোডাশ এবং পশু-অঙ্গের স্থানে আজ্য দ্বারা পৃথক পৃথক তিনটি (= তিনবার করে) ইষ্ট্রিযাগ হবে। (ঙ) এ-ছাড়া আরও নানা সম্ভাব্য উপায় আছে। প্রৈষ যেমন দেওয়া হবে, ব্রব্য ও দেবতার উল্লেখ যেমনভাবে করা হবে, হোতা ও মৈত্রাবরুণ সেই অনুযায়ীই মন্ত্র পাঠ করবেন।

পশুবন নিপাতান্ ॥ ১৪ ॥

অনু.— যথার্থ শব্দগুলিকে পশুর মতো (উল্লেখ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আজ্য অথবা পশুর উল্লেখযুক্ত ‘মেদ উদ্ধৃতং’, ‘পার্শ্বতঃ শ্রোণিতঃ’ (আ. ৩/৬/৮) ইত্যাদি যথার্থবাচী শব্দগুলিকে ‘নিপাত’ বলা হয়। আজ্য দিয়ে অনুষ্ঠান হলে ১৩ নং সূত্রের ব্যাখ্যায় নির্দিষ্ট (ক) এবং (খ) এই দুটি পক্ষে নিপাতগুলিকে কিন্তু পশুযাগের মতোই পাঠ করতে হবে।

যদ্যনুব্রজ্যে পশুপুরোডাশম্ অনু দেবিকাহবীরবি নিরূপণেন্নু খাতানুমতী রাক্ষা সিনীবাণী কুহুঃ ॥ ১৫ ॥

অনু.— যদি অনুব্রজ্যযোগে পশুপুরোডাশ-যাগের পরে দেবিকা-যাগগুলি অন্তর্ভুক্ত করেন, তাহলে খাতা, অনুমতি, রাক্ষা, সিনীবাণী, কুহু (হবেন সেই যাগের দেবতা)।

ব্যাখ্যা— এই ‘দেবিকাহবিঃ’ নামে যাগগুলি হচ্ছে ‘অষামাতা’ যাগ। শা. ৯/২৮/১, ২ সূত্রেও এই দেবীদেরই নাম আছে।

খাতা দদাতু দাতবে প্রাচীর জীবাভুমক্ষিতম্। বয়ং দেবস্য ধীমহি সূমতিং বাজিনীবতঃ। খাতা প্রজানামুত রায়
ঈশে খাতেনং বিশ্বং ভুবনং জজ্ঞান। খাতা কৃষ্টীরনিমিষাভিচষ্টে খাত্র ইদং ধব্যং স্বতবজ্জুহোতেতি ॥ ১৬ ॥

অনু.— ‘খাতা-’ (সু.), ‘খাতা কৃষ্টী-’ (সু.), এই (দুই মন্ত্র খাতার অনুবাক্যা ও যাজ্ঞ্য)।

ব্যাখ্যা— দেবিকায়াগের অন্য চার দেবতার অনুবাক্যা এবং যাজ্ঞ্য ‘অদৃষ্টাশেষে-’ (২/১/৮) সূত্র অনুসারে ঋজে নিতে হবে। ১/১০/৭ সূত্রে শেষ তিন দেবতার সেই অনুবাক্যা ও যাজ্ঞ্য মন্ত্রগুলির সন্ধান পাওয়া যাবে। শা. ৯/২৮/৩ সূত্রে কুহু ও খাতার মন্ত্র পঠিত রয়েছে, কিন্তু খাতার সেই দুই মন্ত্রের পাঠ আমাদের এই সূত্রে প্রদত্ত পাঠের অঙ্গেকার ভিন্ন।

দেবীনাং চৈত্ সূর্যো দ্যৌর্ উবা দৌঃ পৃথিবী ॥ ১৭ ॥

অনু.— যদি দেবীদের (যাগ করা হয় তাহলে) সূর্য, দ্যৌ, উবা, গো, পৃথিবী (হবেন প্রধান দেবতা)।

ব্যাখ্যা—এগুলিও অষাযাত্র যাগে। এই যাগের নাম ‘দেবীযাগ’। “দেবীভ্যশ্ চ হবীরবিঃ; অদ্ব্য ওষধীভ্যো গোভ্য উবসে রাত্রয়ে সূর্যায়ৈ দিবে পৃথিব্যৈ বাচে গবে”— শা. ৯/২৮/৪, ৫।

স্বত্ পুরজিন্ আ গহীতি যে। আ দ্যাং তনোবি রশ্মিত্তিরাবহন্তী পোধ্যা বাবাশি ন তা অর্বা রেপুককাটো অধুতে
ন তা নশ্চি ন দভাতি তক্রুরো বন্তিৎখা পর্বতানাং দৃষ্টহা চিদ্ বা বনস্পতীন ॥ ১৮ ॥

অনু.— (দ্যৌ দেবতার) ‘স্বত্-’ (৮/৩৪/৬, ৭) ইত্যাদি কুটি (মন্ত্র), (উবার) ‘আ দ্যাং-’ (৪/৫২/৭), ‘আব-’ (১/১১৩/১৫), (গো-দেবতার) ‘ন তা-’ (৬/২৮/৪), ‘ন তান-’ (৬/২৮/৩), (পৃথিবীর) ‘বন্তি-’ (৫/৮৪/১), ‘দৃষ্টহা-’ (৫/৮৪/৩) (অনুবাক্যা এবং যাজ্ঞ্য)।

ব্যাখ্যা—সূর্যদেবতার মন্ত্র ২/২০/৫ সূত্রে বা বলা হয়েছে তাই।

পঞ্চলাভে পরস্যা মৈত্রাবরুণানুব্রাহ্ম্যাহ্নে ॥ ১৯ ॥

অনু.—পশু না পাওয়া গেলে অনুব্রাহ্ম্যার স্থানে মিত্র-বরুণ দেবতার উদ্দেশে ছানা (আছতি দিতে হয়)।

ব্যাখ্যা—‘ছানে’ বলায় যাগটি পশু না পাওয়ার জন্য কোন নৈমিত্তিক কর্ম নয়, প্রতিনিমিত্তিক। “পরস্যা বা”—শা. ৮/১২/৬।

আজ্যভাগপ্রভৃতিবাজিনাত্তা ॥ ২০ ॥

অনু.—(এই যাগ) আজ্যভাগে শুরু (এবং) বাজিনে শেষ।

ব্যাখ্যা—“আজ্যভাগপ্রভৃতি বা পরস্যা; অনিগদেভাত্তা”—শা. ৮/১২। ১২, ১৪।

কর্মিশো বাজিনং ভক্রেয়ুঃ ॥ ২১ ॥

অনু.—কর্মীরা ছানার জল খাবেন।

ব্যাখ্যা—পরবর্তী সূত্রটির প্রয়োজনেই এই সূত্রটি করা হয়েছে, নতুবা না করলেও চলত।

সর্ব্বে তু দীক্ষিতাঃ ॥ ২২ ॥

অনু.—(সব্রে) কিন্তু সকল দীক্ষিত (যাঙ্কিই যজ্ঞমানবের কারণে ছানার জল পান করবেন)।

সর্ব্বে তু দীক্ষিতোভুখিতাঃ পৃথক্ অয়ীন্ সম্ভারোপ্যেদগ্ দেবযজ্ঞানান্ মধিহোদবসানীয়া যজ্ঞন্তে ॥ ২৩ ॥

অনু.—দীক্ষা থেকে মুক্ত (হয়ে) সকলে কিন্তু নিজ নিজ (অরুণিতে) পৃথক্ পৃথক্ অগ্নি সমারোপণ করে যজ্ঞভূমির উত্তর দিকে (গিয়ে অগ্নি) মছন করে উদবসানীয়া দ্বারা যাগ করেন।

ব্যাখ্যা—দীক্ষীরা ইষ্টিতে যজ্ঞমানের দীক্ষা হয় এবং অবতৃথে তা ত্যাগ করা হয়। তার পরে যথাসময়ে অনুব্রাহ্ম্যার অনুষ্ঠান শেষ করে তাঁকে দুই অরুণিতে অগ্নি সমারোপণ করতে হয়। সব্রে সকলেই দীক্ষিত বলে তাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ অরুণিতে অগ্নির সমারোপণ করেন এবং মছনজাত অগ্নিতে পৃথক্ পৃথক্ ‘উদবসানীয়া’ ইষ্টির অনুষ্ঠান করেন। ‘মধিহোদ’ না বললেও বোঝা যায় যাগের অগ্নির জন্য অরুণিমছনই করতে হবে, তবুও সূত্রে তা বলার উদ্দেশ্য এই যে, মছনের পরেই উদবসানীয়া ইষ্টি করতে হবে, কারণ এই ইষ্টিযাগ হচ্ছে সোমযাগেরই অঙ্গ। তাই মাঝে অগ্নিহোত্রের সময় উপস্থিত হলেও আগে এই ইষ্টি শেষ করে তবে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করতে হবে। ‘তু’ শব্দ দ্বারা বিধানের বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়েছে। এই সূত্রের তাহি দুটি অর্থ—একটি সামান্য (= সাধারণ), একটি বিশেষ। সাধারণ অর্থ হল, আলোচ্য অগ্নিহোত্রে দীক্ষীয়ার দ্বারা দীক্ষিত যজ্ঞমান দীক্ষা থেকে উদ্ধৃত অর্থাৎ দীক্ষামুক্ত হয়ে কাজগুলি করবেন। বিশেষ অর্থ হচ্ছে—সব্রে দীক্ষিত সকলে উদ্ধৃত অর্থাৎ দীক্ষামুক্ত হয়ে কাজগুলি করবেন। একে পাঠটি হবে ‘দীক্ষিতা উদ্ধৃতিতাঃ’।

পুনরাধেরিক্যবিকৃত্যবিকৃত্য ॥ ২৪ ॥

অনু.—(এই ইষ্টি) বিচ্চি বিহীন পুনরাধের-সম্পর্কিত (ইষ্টি)।

ব্যাখ্যা—উদবসানীয়া ইষ্টির অনুষ্ঠান পুনরাধেরা ইষ্টির মতোই হয়, কিন্তু পুনরাধেরার দর্শপূর্ণমাসের অপেক্ষায় যে যে পরিবর্তন ঘটে তা এখানে বটান হয় না। ফলে প্রধানযাগের দেবতা এবং প্রধান ও বিটকৃৎ যাগের অনুব্রাহ্ম্য এবং ব্যাচাই কেবল এখানে পুনরাধেরার (২/৮/৪ সূ. হ্র.) মতো হয়ে থাকে, অন্যান্য অংশ কিন্তু দর্শপূর্ণমাসেরই মতো। ২/১৫/৩ সূত্র অনুসারে প্রধানযাগের উপাত্তও এখানে হয় না। শা. ৮/১৩/৪, ৫ হ্র.।

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম কণিকা (৭/১)

[সত্বের প্রাত্যহিক কর্ম সম্পর্কে বিধি-নিবেশ]

সত্রাণাম্ ॥ ১ ॥

অনু.— সত্রবাগগুলির।

ব্যাখ্যা— এখন থেকে অন্তিম অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত যা যা বলা হচ্ছে তা সত্রবাগেরই সম্পর্কে বলা হচ্ছে বলে বুঝতে হবে।

উক্তা দীক্ষোপসদঃ ॥ ২ ॥

অনু.— (সত্বের) দীক্ষা এবং উপসদ্ বলা হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা — ৪/২/১৫-১৭ সূত্রে সত্বের দীক্ষা এবং ৪/৮/২২ সূত্রে সত্বের উপসদের দিনসংখ্যার কথা বলা হয়েছে। সেখান থেকে জানা গেছে সত্রবাগে এক দিন থেকে এক বছর পর্যন্ত দীক্ষণীরা এবং আরও এক বছর অথবা চব্বিশ দিন ধরে উপসদ্ ইষ্টির অনুষ্ঠান চলে। এই সূত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সত্বের মতো অহীনেও দ্বাদশাহ ও মহাব্রতের অনুষ্ঠান সম্ভব হলেও ('তাপশ্চিত' ভাে সত্রই) ৪/২/১৬, ১৭ সূত্রদুটি কিন্তু অহীনসম্পর্কিত নয়, সত্রসম্পর্কিতই। ৪/৮/২২ সূত্রটি থাকা সত্ত্বেও এখানে উপসদের কথাও বলা হল এই কারণে যে, তা না বললে মনে হবে সত্রে ২-৩ নং সূত্র অনুযায়ী দীক্ষা ও সূত্যারই অনুষ্ঠান হবে, উপসদের কোন অনুষ্ঠান হবে না।

এতেনাঙ্গা সূত্যানি ॥ ৩ ॥

অনু.— এই (সূত্যা) দিনের দ্বারা (সত্বেরও) সূত্যগুলি (নির্দিষ্ট হয়ে গেছে)।

ব্যাখ্যা— অগ্নিষ্টোম, উক্খা, ষোড়শী এবং অতিরাত্র এই চার প্রকারের জ্যোতিষ্টোমের সূত্যাদিন দ্বারাই সত্বেরও সূত্যাদিনগুলি মোটামুটি বলা হয়ে গেছে। সত্রে বিভিন্ন সূত্যাদিনগুলির অনুষ্ঠান ঐ পূর্ববর্ণিত অগ্নিষ্টোম প্রকৃতির সূত্যাদিনের অনুষ্ঠানের মতোই হয়ে থাকে। সত্রে যে দিন অগ্নিষ্টোম প্রকৃতি যে বিশেষ সংহার বিধান দেওয়া হচ্ছে সেই দিন সেই বিশেষ সংহারই অনুষ্ঠান হবে। যদি কোথাও তার মধ্যে কোনও বৈশিষ্ট্য বা পরিবর্তন ঘটে তাহলে তা সূত্রে যথাস্থানে বলা হবে। অগ্নিষ্টোম ইত্যাদি চার প্রকারের জ্যোতিষ্টোম সর্বপ্রকার একাহ, অহীন ও সত্রবাগেরই প্রকৃতি। এই নানা বিকৃতি একাহ প্রকৃতির কথা নবম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত চারটি অধ্যায়ে বলা হবে (১০/১/১১-১২; ১১/১/১ সূ. হ্র.)। তার আগে সূত্রকার গবামরন নামে সত্রবাগের কথা বলছেন। এই বাগের নানা দিনের অনুষ্ঠানের কথা আগে বলা হলে বিভিন্ন একাহ, অহীন ও সত্রবাগের অনুষ্ঠানও বোঝা সহজ হবে। সূত্রকার তাই সত্বেরই বিশেষ বিশেষ দিনের ও তার আগে সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা প্রথমে বলতে যাচ্ছেন। তার মধ্যে 'প্রারবীর' ও 'উদয়নীয়' নামে দু-টি দিনের অনুষ্ঠানের কথা এখানে বলা হচ্ছে না, কারণ ঐ দুই দিনের অনুষ্ঠান হয় পূর্ববর্ণিত অতিরাত্রেরই মতো। সূত্রে 'অহা' না বললেও হত, কিন্তু তবুও তা বলার বুঝতে হবে পূর্ববর্ণিত অতিরাত্র দু-দিন ধরে হলেও তা একাই।

প্রাতরনুবাকাদ্যদবসানীরাষ্ট্রান্যন্ত্যানি ॥ ৪ ॥

অনু.— (সত্রসমূহে) শেষ (দিনগুলি) প্রাতরনুবাকে শুরু এবং উদবসানীয়ার শেষ।

ব্যাখ্যা— সত্রে শেষ সূত্যাদিনে প্রাতরনুবাক (৪/১৩/৭-৮, ১৫/১১ সূ. হ্র.) থেকে উদবসানীরা (৬/১৪/২৩ সূ. হ্র.) পর্যন্ত সব-কিছুরই অনুষ্ঠান করতে হয়।

পল্লীসংবাদ্যাজ্ঞানীভরানি ॥ ৫ ॥

অনু.— অন্য (দিন)গুলি পল্লীসংবাদে শেষ (হয়)।

ব্যাখ্যা— সত্রে শেষ দিন ছাড়া প্রতিদিনই দধিপ্রসাদভক্ষণ ও সখ্যবিসর্জন (পরবর্তী সূ. হ্র.) বামে প্রাতঃস্নান থেকে শুরু করে পল্লীসংবাদ (৬/১৩/১ সূ. হ্র.) অর্থাৎ অবতৃৎ ইটির ঠিক আগে পর্যন্ত সমস্ত অংশের অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু শেষ দিনে হয় প্রাতঃস্নান থেকে উদবাসানীরা পর্যন্ত সকল অংশের অনুষ্ঠান। “পল্লীসংবাদ্যাজ্ঞাতা”— শা. ১০/১/১৫।

দ্রবপ্রাশনসখ্যবিসর্জনে দ্ব্যন্ত এব ॥ ৬ ॥

অনু.— দধিপ্রসাদ-ভক্ষণ এবং সখ্যবিসর্জন কিন্তু কেবল শেষ দিনেই (হয়)।

ব্যাখ্যা— প্রসঙ্গত ৬/১২/১২ সূ. হ্র.।

ঋণ্যঃ শত্ৰুণাম্ আতানাঃ ॥ ৭ ॥

অনু.— শত্রুগুলির বিস্তার অপরিবর্তিত (থাকবে)।

ব্যাখ্যা— আতান = অ-√তন্ + করণবাচ্যে ঘঞ (= অ) = প্রসার, বিস্তার, ইয়তা, অবয়বসমূহ— ‘আতন্যন্তে যৈন্ ইত্যাতানাঃ, যৈন্ অবয়বরাশিঃ শত্ৰুণ্যচ্যন্তে তুক্ষীংশেনিবিভৃসূক্তাদিভিস্ তে আতানা ইত্যচ্যন্তে’ (বৃষ্টি)— তুক্ষীংশেন, নিবিদ, সূক্ত, তৃচ, প্রগাথ, ধায়া ইত্যাদি যে যে অঙ্গগুলি দ্বারা শত্রুর সম্পূর্ণ শরীর সংগঠিত ও পূর্ণায়তন হয়ে ওঠে শত্রুর সেই ব্যবতীর উপাদান বা অংশকে, শত্রুর মূল কাঠামো বা সম্পূর্ণ শত্রুশরীরকে বলে ‘আতান’। ঋণ = হির, অপরিবর্তিত। জ্যোতিষ্টোমের শত্রুগুলির ব্যবতীর অংশ সত্রে অপরিবর্তিত থাকে। এই কারণে সত্রে শত্রে নূতন কোন সূক্ত, তৃচ ইত্যাদি বিহিত হলে জ্যোতিষ্টোমের শত্রু থেকে শুধু সেই পরিমাণ সূক্ত, তৃচ ইত্যাদিকেই সরিয়ে দিতে হবে, শত্রুর অন্য মন্ত্রগুলি কিন্তু অপরিবর্তিতই থাকে যাবে। যেমন ‘জনিষ্ঠা-’ (৯/২/৬) সূত্রে মরুতীয় ও নিষ্কবল্য শত্রে যথাক্রমে ‘জনিষ্ঠা-’ এবং ‘উগ্রো-’ এই দু-টি সূক্ত বিহিত হয়েছে। ঐ দুই শত্রে তাই জ্যোতিষ্টোমের সংশ্লিষ্ট সূক্তকেই বাদ দিয়ে তার জায়গায় যথাক্রমে এই দুই সূক্ত পাঠ করতে হবে, শত্রুর অন্যান্য অংশ বা মন্ত্রগুলি কিন্তু অপরিবর্তিতই থেকে যাবে। একটি করে নূতন সূক্ত বিহিত হয়েছে বলে শত্রে কেবল ঐ নূতন সূক্তটি পাঠ করলেই চলবে না। অন্যত্রও এইরকমই বুঝতে হবে।

সূক্তান্যেব সূক্তস্থানেহীনেবু ॥ ৮ ॥

অনু.— (স্তোম ও শত্রু) সংশ্লিষ্ট না হলে সূক্তের স্থানে (বিহিত মন্ত্রগুলি) সূক্তই।

ব্যাখ্যা— অ-হীনেবু = হীন না হলে, কমে না গেলে। যদি সত্রে কোথাও জ্যোতিষ্টোমের কোন সংহার কোন শত্রে কোন সূক্তের স্থানে মাত্র তিনটি অথবা চারটি মন্ত্র বিহিত হয় (যেমন ৮/১০/৩ সূত্রে), তাহলে সেখানে প্রকৃতিযোগের সংশ্লিষ্ট শত্রুর সম্পূর্ণ সূক্তটি বাদ দিয়ে তার স্থানে ঐ নূতন বিহিত তিন-চারটি মন্ত্রই পাঠ করতে হবে। কেবল ঐ হলেই যে, ঐ মন্ত্রগুলি সূক্তরূপে গণ্য হবে তা-ই নয়, সর্বত্রই সেইভাবে গণ্য হবে। বলা কোথাও কোন সূক্তে নিবিদ-অতিপত্তি হলেও ঐ মন্ত্রগুলিতে নিবিদ বসান যেতে পারে এবং ঐ মন্ত্রগুলিতে নিবিদ বসাতে হলে গেলে সমসংখ্যক মন্ত্রে নয়, উপবৃত্ত অন্য কোন সূক্তেই নিবিদ বসাতে হবে। সূত্রে ‘অহীনেবু’ বলায় স্তোমের জনিবন্ধ অর্থাৎ স্তোমসংকেপের কারণে কোথাও কোন সূক্তের স্থানে তৃচ প্রকৃতি বিহিত হলে (৯/১/১৭ সূ. হ্র.) কিন্তু মন্ত্রগুলি সূক্তরূপে গণ্য হবে না এবং গণ্য না হওয়ার ফলে সেখানে নিবিদ-অতিপত্তি হলে অন্য কোন তৃচেই নিবিদ বসাতে হবে, সূক্তে মন্ত্র এবং কোন সূক্তে নিবিদ বসাতে হলে গেলে ঐ তৃচে নিবিদ বসান চলবে না, অন্য কোন সূক্তেই তা বসাতে হবে।

দৈবতেন ব্যবহাঃ ॥ ৯ ॥

অনু.— দেবতা দ্বারা ব্যবহা (হবে)।

ব্যাখ্যা— যদি জ্যোতিষ্টোমের অংশের (সত্রে) কোন শত্রে অঙ্গসংখ্যক সূক্ত বা তৃচ (তৃচ সেখানে সূক্তরূপেই প্রতিনিবি) বিহিত

হয়ে থাকে তাহলে সত্বেই সেই নূতন সূক্তগুলি বা তৃচগুলি জ্যোতিষ্টোমের কোন কোন সূক্তের পরিবর্তে বিহিত হয়েছে তা নির্ণয় করতে হবে সেগুলির দেবতা দেখে। যেমন জ্যোতিষ্টোমে তৃতীয়সবনে বৈশ্বদেবশব্দে মোট চারটি সূক্ত রয়েছে (৫/১৮/৬ সূ. দ্র.)। ঐ চার সূক্তের দেবতা যথাক্রমে সবিতা, দ্যাবাপৃথিবী, ঋতু এবং বিশ্বে দেবাঃ। সত্বেই 'চতুর্বিংশ' নামে দিনে ঐ শব্দে একটি তৃচ এবং দু-টি সূক্ত বিহিত হয়েছে (৭/৪/১৪ সূ. দ্র.)। তৃচ সেখানে আগের (৮ নং) সূত্র অনুযায়ী সূক্তেরই প্রতিনিধি। শব্দটিতে তাহলে মোট তিনটি নূতন সূক্ত (একটি তৃচ + দু-টি সূক্ত) হচ্ছে। মূলসংস্থায় ছিল চারটি সূক্ত, কিন্তু এখানে হচ্ছে তিনটি সূক্ত। ৭ নং সূত্র অনুযায়ী সূক্তসংখ্যা তো কম হওয়ার কথা নয়। আগে তাই জ্যোতিষ্টোমের কোন তিনটি সূক্তের পরিবর্তে চতুর্বিংশে ঐ নূতন তিনটি সূক্ত বিহিত হয়েছে তা স্থির করতে হবে এবং তা করতে হবে সূক্তগুলির দেবতা দেখে। যে যে দেবতার নূতন সূক্ত বিহিত হয়েছে জ্যোতিষ্টোমের সেই সেই দেবতার সূক্ত এখানে বাদ দিতে হবে এবং যে যে দেবতার সূক্ত বিহিত হয় নি সেই সেই দেবতার সূক্তটি হবে পূর্ববিহিত জ্যোতিষ্টোমেরই সূক্ত। সূক্ত-পরিবর্তনের এবং সূক্ত-বর্জনের এই হবে রীতি।

তৃচাঃ প্রউগে ॥ ১০ ॥

অনু.— প্রউগশব্দে (উল্লিখিত মন্ত্রাংশগুলি) তৃচ।

ব্যাখ্যা— প্রউগশব্দের প্রসঙ্গে সূত্রে উদ্ধৃত মন্ত্রাংশগুলি এক একটি তৃচেরই প্রতীক বলে বুঝতে হবে।

সর্বাহরণেষু তায়মানরূপাণাং প্রথমাদ্ অহঃ প্রবর্তেতে অভ্যাসাতিপ্রৈষৌ ॥ ১১ ॥

অনু.— শব্দের বিদ্যুতি-সম্পাদনকারী রূপগুলির মধ্যে অভ্যাস এবং অতিপ্রৈষ সমস্ত অহর্গণে (ই) প্রথম দিন থেকে (ই) প্রবৃত্ত হয়।

ব্যাখ্যা— তায়মানরূপ = 'তায়মানং বিস্তীর্ণমাণম্ ইত্যর্থঃ'। এবম্ভূতস্য ত্রতোঃ রূপম্ তায়মানরূপম্। সা ইয়ম্ অর্থসংজ্ঞা অভ্যাসাদীনাম্ অহরহঃশস্যাত্মানাম্ (বুত্তি)। জ্যোতিষ্টোমের অপেক্ষায় অহীনে এবং সত্বে শব্দের কিছু সম্প্রসারণ ঘটান হয়। যেগুলির সাহায্যে সম্প্রসারণ ঘটান হয় সেগুলিকে বলা হয় 'তায়মানরূপ'। অভ্যাস (১২ নং সূ. দ্র.), অতিপ্রৈষ (৬/১১/১৩ সূ. দ্র.), তাক্ষ্যসূক্ত (১৩ নং সূ. দ্র.), প্রাক্-জ্ঞাতবেদস্য সূক্ত (১৪ নং সূ. দ্র.), আরন্তবীরা (১৫ নং সূ. দ্র.), পর্বাস (ঐ), কদ্বান্ প্রগাথ (ঐ), অহরহঃশস্য (ঐ) এই মোট আটটি তায়মানরূপ আছে। তার মধ্যে প্রথম দুটি তায়মানরূপ অর্থাৎ অভ্যাস ও অতিপ্রৈষ সমস্ত অহর্গণেই অর্থাৎ সব অহীনে ও সত্বেই প্রথম দিন থেকে প্রত্যহই প্রয়োগ করতে হয়। ১৩ নং সূত্রে 'দ্বিতীয়াদিষু' বলা থাকা সত্ত্বেও এখানে 'প্রথমাদ্ অহঃ' বলায় মিত্রাবরণ-অয়নে (১২/৬/১১ সূ. দ্র.) প্রত্যেক মাসে একটি করে সোমযাগ হয় বলে দুই যাগের মাঝে অনেক দিনের ব্যবধান থাকায় এবং অতিপ্রৈষে পরবর্তী-দিনবাচী 'ঋঃ' শব্দ থাকায় ঐ মন্ত্রটি যে সেখানে বাদ দিতে হবে তা নয়, 'ঋঃ' অথবা 'অদ্য' শব্দ বাদ দিয়েই অতিপ্রৈষ মন্ত্রটি প্রত্যহ পাঠ করে যেতে হবে। 'সর্ব' বলায় বিকৃতি একাহের অন্তর্গত দ্ব্যহ এবং ত্র্যহ যাগের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। 'অহরণেষু' বলায় কেবল সত্বে নয়, অহীনেও এই নিয়ম পালন করতে হবে।

অহ উত্তমং শব্দে পরিধানীরায়া উত্তমং বচন উত্তমং চতুর্-অক্ষরং দ্বিঃ উক্তা প্রণুয়াত ॥ ১২ ॥

অনু.— দিনের শেষ শব্দে অস্তিম মন্ত্রের শেষ আবৃত্তিতে শেষ চার অক্ষরকে দু-বার পাঠ করে প্রণব উচ্চারণ করবেন।

ব্যাখ্যা— এ-টি আটটি তায়মানরূপের মধ্যে 'অভ্যাস' নামে একটি তায়মানরূপ। এই নিয়মটি দিনের যেটি নির্ধারিত শেষ শব্দ তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, সোমাদিরেকের ফলে যেটি আগন্তু অস্তিম শব্দ হয় গড়ে তার ক্ষেত্রে কিন্তু নয়। এখানে দ্র. যে, শেষ চার অক্ষর প্রথমবার বলার পরে প্রণব হবে না, হবে দ্বিতীয়বার বলার পরে। 'অতিপ্রৈষ' নামে অপর একটি তায়মানরূপের কথা আগেই ৬/১১/১৩ সূত্রে বলা হয়ে গিয়েছে বলে সে-বিষয়ে এখানে আর বিদ্যুত কিছু বলা হল না।

দ্বিতীয়াদিষু ত্যম্ যু বাজিনং দেবজুতম্ ইতি তাক্ষ্যম্ অগ্নে নিধেবল্যসূক্তানাম্ ॥ ১৩ ॥

অনু.— দ্বিতীয় প্রভৃতি (দিনে) নিধেবল্য (শব্দের) সূক্তগুলির আগে 'তাম্-যু' (১০/১৭৮) এই তাক্ষ্য (সূক্ত পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—এই তার্ক্যাসূত্রও একটি তায়মানরূপ। বৃত্তিকায়ের মতে এই সূত্রে ‘চ’ শব্দ না থাকায় এটি কিন্তু নিবিধানীয় সূত্র হবে না। ‘তার্ক্যম্’ এই ক্লীবলিঙ্গ পদ থাকায় সূত্রে সম্পূর্ণ পাদ গ্রহণ করা হলেও উদ্ধৃত মন্ত্যংশটি সূক্তেরই প্রতীক, থাকের নয়। ৮/৬/১৫; ৯/১/১৫ সূত্রের ব্যাখ্যাও এই প্রসঙ্গে প্র.। ঐ. ব্রা. ২১/১, ৪ ইত্যাদি প্র.।

জাতবেদসে সুনবাম সোমম্ ইত্যগ্নিমারুতে জাতবেদস্যানাম্ ॥ ১৪ ॥

অনু.—(দ্বিতীয় প্রভৃতি দিনে) আগ্নিমারুত (শব্দে) জাতবেদাঃ দেবতার (সূক্তের আগে) ‘জাত-’ (১/৯৯) এই (সূক্তটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—এটিও একটি তায়মানরূপ। ‘আগ্নিমারুতে’ বলায় আজ্যশব্দে জাতবেদস্য সূক্ত যদি থাকে তাহলেও তার আগে নয়, আগ্নিমারুত শব্দের জাতবেদস্য-সূক্তেরই আগে এই সূক্তটি পাঠ করতে হবে। ঐ. ব্রা. ২১/২, ৫ ইত্যাদি প্র.।

আরন্তুগীয়াঃ পর্যাসান্ কদ্বতোঃ হরহঃশস্যানীতি হোত্রকা দ্বিতীয়াদিষেব ॥ ১৫ ॥

অনু.—হোত্রকগণ আরন্তুগীয়া, পর্যাস, কদ্বান্ (প্রগাথ), অহরহঃশস্য দ্বিতীয় প্রভৃতি (দিনেই পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—চতুর্বিংশ নামে দিনে হোত্রকদের ক্ষেত্রে আরন্তুগীয়া প্রভৃতি যে যে মন্ত্র বিহিত হয়েছে সেগুলি হচ্ছে ‘তায়মানরূপ’ এবং অহর্গণে দ্বিতীয় প্রভৃতি দিন থেকেই সেগুলিকে পাঠ করতে হয়। যদিও চতুর্বিংশে আরন্তুগীয়া, কদ্বান্ প্রগাথ এবং অহরহঃশস্য হোত্রকদের ক্ষেত্রেই বিহিত হয়েছে, তবুও সূত্রে ‘হোত্রকাঃ’ বলায় পর্যাস বলতে এখানে চতুর্বিংশের পর্যাসকেই বুঝতে হবে, অতিরিক্তের পর্যাসকে নয়, কারণ অতিরিক্ত শুধু হোত্রকদের নয়, হোতারও পাঠ্য পর্যাস থাকে, কিন্তু চতুর্বিংশে পর্যাস থাকে কেবল হোত্রকদেরই। ১৩ নং সূত্র থেকে ‘দ্বিতীয়াদিষু’ পদের অনুবৃত্তি এখানে সম্ভব হলেও পরবর্তী সূত্র অনুযায়ী শেষ দিন ছাড়া অন্যান্য দিনে অর্থাৎ প্রথম দিন থেকেই অন্য সব দিনে আরন্তুগীয়া ইত্যাদি চারটি তায়মানরূপও প্রযুক্ত হবে এই অর্থ যাতে না হয়, দ্বিতীয় দিন থেকেই যাতে সেগুলি প্রবৃত্ত হয়, সেই উদ্দেশ্যেই এই সূত্রে ‘দ্বিতীয়াদিষেব’ বলা হয়েছে। বস্তুত অভ্যাস ও অতিপ্রব প্রযুক্ত সব তায়মানরূপই দ্বিতীয় দিন থেকে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। অভ্যাস ও অতিপ্রব প্রযুক্ত হয় কিন্তু প্রথম দিন থেকেই।

তানি সর্বাণি সর্বত্রান্যত্রাহ উত্তমাত্ ॥ ১৬ ॥

অনু.—সর্বত্র ঐ সমস্ত (তায়মানরূপগুলি) শেষ দিন ছাড়া (অবশিষ্ট দিনগুলিতে) প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যা—ঐ অভ্যাস, আরন্তুগীয়া ইত্যাদি সব-কটি তায়মানরূপই সমস্ত অহর্গণেই অস্তিম দিন ছাড়া বাকী সব দিনেই প্রয়োগ করতে হয়, অস্তিম দিনে এগুলির প্রয়োগ হয় না। সূত্রে ‘তানি’ না বললেও চলত, তবুও এই পদটির উল্লেখ করায় ‘তানি সর্বাণি সর্বত্র’ অংশটিকে একটি পৃথক্ সূত্র ধরা যেতে পারে। স্বতন্ত্র সূত্র ধরলে অতিরিক্ত একটি অর্থ হবে—স্কোমহানির ক্ষেত্রে ৯/১/১৭ সূত্র অনুযায়ী সূক্তের স্থানে তুচ্চ পাঠ করতে হয়। সর্বত্র অর্থাৎ অহর্গণে তেমন কোন হীনস্কোমবিশিষ্ট দিনের অনুষ্ঠান করতে হলে সেখানেও তায়মানরূপগুলিকে সংক্ষিপ্ত করলে, তায়মানরূপের কোন সূক্তের স্থানে তুচ্চ পাঠ করলে চলবে না, ‘সর্বাণি’ অর্থাৎ সমগ্র তায়মানরূপ সূক্তটিকে অংশও অবস্থায়ই পড়তে হবে। ৬/৬/৩ সূত্রে দু-টির মধ্যে একটিকে ‘উত্তম’ বলায় দ্ব্যহ্বাগেও এই নিয়মটি প্রযোজ্য বলে বুঝতে হবে।

বৈকল্পিকান্যগ্নিষ্টোমে হনুগণমধ্যগতে ॥ ১৭ ॥

অনু.—অহর্গণের মধ্যবর্তী অগ্নিষ্টোমে (তায়মানরূপগুলি প্রয়োগ) না করলেও চলে।

ব্যাখ্যা—অগ্নিষ্টোমের সকল ধর্মই চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে পূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে। এই বাগটি একটি স্বাধীন বাগ। অহর্গণে যদি তার মধ্যে অনুষ্ঠানের সময়ে কোন পরিবর্তন ঘটান হয় তাহলে তার বিহিত স্বরূপ ও মর্বাদা নষ্ট হবে বলে অগ্নিষ্টোমে কোন পরিবর্তন ঘটান উচিত নয় এই হল এক পক্ষের মত। অগ্নিষ্টোমের সকল ধর্মই পূর্বে বিহিত হয়ে থাকলেও অহর্গণে প্রবৃষ্ট হয়ে তার মধ্যে কোন সাময়িক ধর্মের সংক্রমণ ঘটলে তার স্বরূপ এমন কিছু ব্যাঘাত ঘটে না—এই হল অপর এক পক্ষের অভিমত। এই দুই পক্ষের যুক্তি বা ভাবনার মধ্যে কোনটি যে ঠিক তা বোঝা বেশ দুষ্কর বলে সূত্রকার এখানে বিকল্পেরই বিধান দিয়েছেন।

অগ্নিষ্টোমারনেষু বা ॥ ১৮ ॥

অনু.— অগ্নিষ্টোম-অরনেও বিকল্প (হবে)।

ব্যাখ্যা— বা = এবং। যে সত্রে প্রতিদিনই অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠান হয় তাকে 'অগ্নিষ্টোমারন' বলে। অগ্নিষ্টোম-অরনেও তারমানরূপগুলি বিকল্পে প্রযুক্ত হয়।

অন্যান্যভ্যাসাতিপ্রবাত্যাদ্ ইতি কৌতসো বিকৃতৌ তদুপভাসাদ্ ॥ ১৯ ॥

অনু.— কৌতস (বলেন) বিকৃতিতে ঐ (অগ্নিষ্টোমের উপকারসাধনকারী) অঙ্গ হওয়ার অভ্যাস এবং অতিপ্রব ছাড়া অন্য (তারমানরূপগুলি অগ্নিষ্টোমে বিকল্পে প্রযুক্ত হবে)।

ব্যাখ্যা— তদু = অহর্গণের অন্তর্গত ঐ অগ্নিষ্টোম। উপ = উপকারসাধনকারী অঙ্গ। কৌতসের মতে অভ্যাস এবং অতিপ্রব দ্বারা সত্রে বিভিন্ন দিনের মধ্যে সংযোগসাধন ও সেবতাদের উদ্দেশ্যে আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করা হয়। এই দুটি তারমানরূপ তাই সত্রে অন্তর্গত অগ্নিষ্টোমেরও উপকার সাধন করে। অভ্যাস এবং অতিপ্রব বাদ দিলে সত্রে ঐ দিনটি বৈশিষ্ট্যবিহীন সাধারণ অগ্নিষ্টোমই হয়ে পড়ে, সত্রে অংশবিশেষ বলে তার মধ্যে কোন বিশেষ চিহ্ন না থাকায় তা গুণহীন হয়ে পড়ে। এই কারণে বিকৃতিতে অর্থাৎ সত্রে অন্তর্গত অগ্নিষ্টোমে অভ্যাস এবং অতিপ্রব বিকল্পিত হলে চলাবে না, অবশ্যই তা করণীয়। বিকল্প হবে শুধু অন্য ছ-টি তারমানরূপের ক্ষেত্রেই।

নিত্যানি হোত্বান্ ইতি গৌতমঃ সংঘাতাদ্য্ অনুপ্রবৃত্ত্বাদ্ অচ্যুতশব্দাদ্ চ ॥ ২০ ॥

অনু.— গৌতম (বলেন) সমূহের প্রথমে প্রবৃত্ত হয়েচে বলে এবং অচ্যুতশব্দের কারণে হোতার (ক্ষেত্রে অভ্যাস, তর্ক্যসূক্ত এবং গ্রাক্-জাতবেদস্য সূক্ত) অবশ্য-কর্তব্য।

ব্যাখ্যা— সংঘাত = সমষ্টি, একত্র সংহত। যে তারমানরূপগুলি কেবল হোতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেই তর্ক্য সূক্ত, গ্রাক্-জাতবেদস্য সূক্ত (১৩, ১৪ সং সূ. দ্র.) এবং অভ্যাস এই তিনটি তারমানরূপ অগ্নিষ্টোমে অবশ্যপাঠ্য। অহর্গণ হচ্ছে বিভিন্ন সূত্যানুষ্ঠানের সমষ্টি। সেই দিনগুলির মধ্যে নিরবিচ্ছিন্নতা ও সংযোগ স্থাপন করার উদ্দেশ্যে তারমানরূপগুলি প্রয়োগ করা হয়। তার মধ্যে যে-হেতু ১১ নং সূত্র অনুযায়ী প্রথম দিন থেকেই 'অভ্যাস' আরম্ভ হয়, সে-হেতু গৌতমের মতে মধ্যে বিচ্ছেদ না ঘটলে সত্রে অন্তর্গত অগ্নিষ্টোমেও তা অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে। তা-ছাড়া তর্ক্যসূক্ত এবং গ্রাক্-জাতবেদস্য সূক্ত সম্বন্ধে বেদে 'অচ্যুত' শব্দের উল্লেখ থাকায় ('তর্ক্যোচ্চ্যুতঃ', 'জাতবেদস্যচ্যুতঃ'— ঐ. ব্রা. ২১/১, ২ ইত্যাদি) সত্রে অন্তর্গত অগ্নিষ্টোমেও এই দুই সূক্ত অবশ্যই পাঠ করতে হবে। হোতা ছাড়া অপরের ক্ষেত্রে তারমানরূপগুলি অগ্নিষ্টোমে বিকল্পিত হবে। সূত্রে হোতার উল্লেখ করা হয়েছে কেবল অভ্যাস ইত্যাদি তিনটিকেই বুঝাবার জন্য, হোতার কোন বিশেষ কর্তব্য বিধানের জন্য নয়।

হোত্রকাণাম্ অপি গাণগারিণ্ নিত্যাদ্ সত্ৰবর্ষাধরস্য ॥ ২১ ॥

অনু.— গাণগারি বলেন, সত্রে বৈশিষ্ট্যরূপে অন্তর্ভুক্ত (তারমানরূপগুলি)-র নিত্য হেতু হোত্রকদের ক্ষেত্রেও (ঐগুলি অবশ্য-পাঠ্য)।

ব্যাখ্যা— গাণগারির মতে শুধু হোতার ক্ষেত্রে নয়, শত্ৰুগাঠক সব ঋত্বিকের ক্ষেত্রেই তারমানরূপগুলি অবশ্য প্রযোজ্য। সত্রে সসে অভ্যাস, অতিপ্রব ইত্যাদি সমস্ত ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যেরই যে সম্বন্ধ তা নিত্যসম্বন্ধ এবং অগ্নিষ্টোম অথবা অন্য কোন সংহার সেগুলি যে প্রয়োগ করতে হবে না এমন কোন বাধা বা নিষেধ কোথাও না থাকায় সত্রে অন্তর্গত অগ্নিষ্টোমে অথবা অন্য কোন সংহার সেগুলি পাঠ করতে তাই কোন বাধা নেই। বলা হোত্রকদের পক্ষে অতিপ্রব ছাড়াও যে অপর চারটি তারমানরূপ অর্থাৎ আরতপীঠা, পর্বাস, কন্দ্বান্ প্রাণধ এবং অহরহুপশ্য শ্রেণীভুক্ত অবশ্যই পাঠ করতে হবে, কোন বিকল্প সেখানে চলবে না। নিজ প্রকরণে প্রকৃতিবাগের স্বরূপ সিদ্ধ হওয়ার পরে কোন বিকৃতিবাগে বসি সেই প্রকৃতিবাগের অন্তর্ভুক্ত যাত্রী এবং তার কল বিকৃতিবাগের কোন বৈশিষ্ট্য তা গ্রহণ করে, কিছু পরিবর্তন যদি তার মধ্যে ঘটে, তাহলে কোন দোষ হয় না। হোত্রকদের উল্লেখ করা

হয়েছে হোত্রকদের কোন কর্তব্য বিধান করার জন্য নয়, আরত্বীয়া, পর্বাস ইত্যাদি চারটি তায়মানরূপকে বুঝাবার জন্য। পূর্ববর্তী দুটি সূত্রে অভ্যাস, অতিথৈব ইত্যাদি চারটির নিত্যত্বের কথা বলা হয়েছে, এখানে আরত্বীয়া ইত্যাদি আরও চারটির নিত্যত্বের কথা বলা হল। আগন্তু ও ঐকহিক প্রণাথাদির কার্য অভিন্ন কি-না জানা নেই, তাই ২/১/২৫ সূত্রেও পরবর্তী সূত্র—

প্রণাথতৃচসূক্তাগমেঐকাহিকং তাবদ্ উদ্ভবোক্ত ॥ ২২ ॥

অনু.— (সূত্রে এবং অহীনে নূতন) প্রণাথ, তৃচ এবং সূক্তের আবির্ভাব ঘটলে একাধ-সম্পর্কিত (জ্যোতিষ্টোমের শব্দ থেকে) ততটুকু(ই) বাদ দেবেন।

ব্যাখ্যা— সূত্রে এবং অহীনে যে দিনে জ্যোতিষ্টোমের যে সংস্থা বিহিত হয় সেই দিন সেই বিশেষ সংস্থারই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। তবে যদি সূত্রে অথবা অহীনে সেই সংস্থার শব্দের মধ্যে নূতন কোন প্রণাথ, তৃচ অথবা সূক্ত বিহিত হয়ে থাকে তাহলে বর্তমান নূতন প্রণাথ, তৃচ অথবা সূক্ত বিহিত হয়েছে মূল সংস্থার সংশ্লিষ্ট শব্দ থেকে ঠিক ততগুলি প্রণাথ, তৃচ ও সূক্ত বাদ দিতে হবে। শব্দের অন্যান্য মন্ত্রগুলি কিন্তু অপরিবর্তিতই থেকে যাবে। যেমন ‘ঐশি-’ (আ. ১১/৫/৩) স্থলে অহর্গণের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রাতঃসবনে পর্যাস পাঠ করতে হয় বলে প্রকৃতিযোগের মূল শব্দের অস্তিম তৃচ, মাধ্যদিন সবনে কদ্বান্ প্রণাথ পাঠ করতে হয় বলে মূল অতিরাত্রের শব্দের প্রণাথ, এবং অহরহঃশস্য সূক্ত পাঠ্য বলে প্রকৃতিযোগের মূল শব্দের একটি সূক্ত বাদ দিতে হয়। সূত্রে ‘তাবদ্’ বলার অহরহঃশস্যের আবির্ভাবের ক্ষেত্রেও প্রকৃতিযোগের একটি সূক্তই বাদ দিতে হবে, দুটি নয়। ‘ঐকাহিকম্’ বলার ক্রমের পরিবর্তন ঘটলেও মূল সংস্থার স্থানীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্র বা সূক্তটিই শুধু বাদ যাবে। যেমন সংসদ-অন্ননের ‘অনিরুক্ত’ নামে দিনে মৈত্রাবরুণের শব্দে অহরহঃশস্যসূক্ত প্রথমে পড়তে হলেও মূল জ্যোতিষ্টোমের মৈত্রাবরুণশব্দের শেষ সূক্তটিই সেখানে বাদ দিতে হবে।

দ্বিতীয় কণ্ডিকা (৭/২)

[চতুর্বিংশদিবস— প্রাতঃসবনে হোতা ও হোত্রকদের শব্দ]

চতুর্বিংশে হোতাজনিষ্টেত্যাভ্যাম্ ॥ ১ ॥

অনু.— (সূত্রে) চতুর্বিংশ-দিনে আজ্যশব্দ হচ্ছে ‘হোতা-’ (২/৫)।

ব্যাখ্যা— সূত্রের প্রথম দিনের নাম ‘প্রারণীয়া’ এবং সে-দিন অতিরাত্রের অনুষ্ঠান হয়। ঐ-দিনের অনুষ্ঠানে মূল অতিরাত্র থেকে কোন পার্থক্য নেই বলে তার কথা এখানে কিছু বলা হল না। দ্বিতীয় দিনকে বলা হয় ‘চতুর্বিংশ’। এই দিন অগ্নিষ্টোম অথবা উক্ধ্য সংস্থার অনুষ্ঠান হয়, তবে আজ্যশব্দে ৭/১/২২ সূত্র অনুসারে মূল সূক্তের পরিবর্তে উপরে নির্দিষ্ট ‘হোতা-’ সূক্তটি পাঠ করতে হয়। শব্দের অন্যান্য মন্ত্রগুলি কিন্তু অপরিবর্তিতই থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই দিন সব ত্রোত্রই স্তোম হয় চতুর্বিংশ। তাই এই দিনটির নামও চতুর্বিংশ “চতুর্বিংশস্তোমং বৃহত্পৃষ্ঠম্ উত্তরসামাগ্নিষ্টোম উক্ধ্যং বাহু চতুর্-বিংশম্ ইত্যাদ্যন্তে” (শা. শ্রৌ. ১১/২/১)।

আ নো মিত্রাবরুণা মিত্রং বরং হবামহে মিত্রং হবো পূতসকমরং বাৎ মিত্রাবরুণা পূরুরুণা চিদ্ যুক্তি প্রতি
বাৎ সূর উদিত ইতি বড়হস্তোত্রিা মৈত্রাবরুণস্য ॥ ২ ॥

অনু.— মৈত্রাবরুণের ‘আ-’ (৩/৬২/১৬-১৮), ‘মিত্রং-’ (১/২৩/৪-৬), ‘মিত্রং-’ (১/২/৭-৯), ‘অরং-’ (২/৪১/৪-৬), ‘পূরু-’ (৫/৭০/১-৩); ‘প্রতি-’ (৭/৬৬/৭-৯) এই মন্ত্রগুলি হচ্ছে বড়হস্তোত্রির।

ব্যাখ্যা— বড়হস্তোত্রিও বিভিন্ন দিনে দ্বিতীয় আজ্যস্তোত্রে এই মন্ত্রগুলিতে পান পাওয়া হয় বলে এগুলিকে ‘বড়হস্তোত্রির’ বলে। এগুলির মধ্যে যে তৃত্য পান পাওয়া হয় সেই তৃত্যটিকে চতুর্বিংশে প্রাতঃসবনে মৈত্রাবরুণ নিজস্ব পাঠ করবেন। ‘স্তোত্রিাঃ’ বলার কৃত্য হতে হবে উক্ত মন্ত্রগুলি তৃত্যেরই প্রতীক।

আ যাহি সুষুমা হি ত ইন্দ্রমিদ্ গাথিনো বৃহদিশ্বেণ সং হি দৃক্ষস আদহ স্বধামষিত্যেকা বে চেস্তো দধীচো
অনুভিক্রত্‌তিষ্ঠদ্রোজসা সহ ভিক্‌তি বিশ্বা অপ দ্বিব ইতি ব্রাহ্মণাচ্ছহসিনঃ ॥ ৩॥

অনু.— ব্রাহ্মণাচ্ছহসীর (পাঠ্য) বড়হস্তোত্রিয় হচ্ছে) ‘আ-’ (৮/১৭/১-৩), ‘ইন্দ্রমি-’ (১/৭/১-৩), ‘ইশ্বেণ-’ (১/৬/৭) এই একটি এবং ‘আদহ-’ (১/৬/৪, ৫) ইত্যাদি দু-টি, ‘ইন্দ্রো-’ (১/৮৪/১৩-১৫), ‘উত্‌তি-’ (৮/৭৬/১০-১২), ‘ভিক্‌তি-’ (৮/৪৫/৪০-৪২)।

ইন্দ্রাগ্নী আ গতং সুতমিস্ত্রে অগ্না নমো বৃহত্‌ তা হবে যয়োরিদমিয়ং বামস্য মম্মন ইন্দ্রাগ্নী যুবামিসে
যজ্ঞস্য হি স্থ ঋত্বিজ্যেত্যচ্ছাবাকস্য। ॥ ৪॥

অনু.— অচ্ছাবাকের (বড়হস্তোত্রিয় হচ্ছে) ‘ইন্দ্রা-’ (৩/১২/১-৩), ‘ইশ্বে-’ (৭/৯৪/৪-৬), ‘তা-’ (৬/৬০/৪-৬), ‘ইয়ং-’ (৭/৯৪/১-৩), ‘ইন্দ্রাগ্নী-’ (৬/৬০/৭-৯), ‘যজ্ঞস্য-’ (৮/৩৮/১-৩)।

তেষাং যশ্মিন্‌ স্তবীরন্‌ স স্তোত্রিয়ঃ ॥ ৫॥

অনু.— ঐ (বড়হস্তোত্রিয়)গুলির (মধ্যে উদ্‌গাতারা) যে (তুচে) স্তব করবেন সেই (তুচ হবে হোত্রকদের) স্তোত্রিয়।

ব্যাখ্যা— সূত্রে ‘তেষাং’ না বললেও চলে, কারণ প্রকরণ বা প্রসঙ্গ থেকেই বোঝা যায় যে, এখানে হোত্রকদের অথবা বড়হস্তোত্রিয়গুলির কথা কলা হচ্ছে। ‘যশ্মিন্‌-’ ইত্যাদিও না বললে চলে, কারণ ‘ছন্দোগ-’ (৮/১৩/৩৬) সূত্রে থেকেই (কোনটি) স্তোত্রিয় হবে তা স্থির করা যায়। সূত্রটিকে আমাদের তাই ব্যাপক অর্থে নিতে হবে— শুধু চতুর্বিংশেই নয়, সত্তের যে-কোন দিনেই প্রাতঃসেবনে এই বড়হস্তোত্রিয়গুলির মধ্যে কোন একটি তুচে আজ্যস্তোত্র গাওয়া হয়। যে তুচে গান গাওয়া হয় সেই তুচটিই হয় স্তোত্রের ঠিক পরে পাঠ্য শব্দের স্তোত্রিয়। এমন-কি চতুর্বিংশে যদি উল্লিখিত বড়হস্তোত্রিয়গুলি ছাড়া অন্য কোন তুচে গান গাওয়া হয় তাহলে হোত্রকেরা তাঁদের শব্দের ঠিক পূর্ববর্তী স্তোত্রে যে তুচে গান গাওয়া হয়েছে সেই তুচকেই তাঁদের শব্দে স্তোত্রিয়রূপে পাঠ করবেন। শব্দপাঠ সাধারণত শুরু হয় এই স্তোত্রিয় তুচ দিয়েই। এইভাবে শুধু চতুর্বিংশে নয়, সত্তের যে-কোন দিনেই প্রাতঃসেবনে কোন তুচটি স্তোত্রিয় হবে তা জানার উপায় এখানে বলে দেওয়া হল। ‘এবং সর্বেষ্বহংসু প্রাতঃসেবনে স্তোত্রিয়জ্ঞানো-পায় উক্তঃ, অনুরূপজ্ঞানোপায়ং দর্শয়িতুন্‌ আহ-’ (না.)।

যশ্মিঞ্‌ ছুঃ সোহনুরূপঃ ॥ ৬॥

অনু.— যে (তুচে সামবেদীরা) কাল (গান করবেন তা আজ্য হবে) অনুরূপ।

ব্যাখ্যা— এই নিয়ম সত্ত্রে প্রাতঃসেবনে হোত্রকদের শব্দে প্রতিদিন, এমন-কি প্রথম দিনেও প্রযোজ্য। সত্ত্রে প্রাতঃসেবনে হোত্রকদের শব্দে প্রকৃতিযোগ থেকে আগত অথবা লক্ষণ অনুসারে (৫/১০/৩২, ৩৩ সূ. দ্র.) নির্ধারিত তুচ অনুরূপ হবে না, হবে আগামী কাল তাঁদের পঠনীয় শব্দের ঠিক পূর্ববর্তী স্তোত্রে যে তুচে গান গাওয়া হবে সেই তুচ। ঐ. ব্রা. ২৭/২ অংশেও প্রাতঃসেবনে এবং হোত্রকদের ক্ষেত্রেই এই বিধান দেওয়া হয়েছে, অন্য দুই সর্বনের ক্ষেত্রে নয়।

একস্তোত্রিয়েষ্বহংসু বোহন্যোহনস্তরঃ সোহনুরূপো ন চেত্‌ সর্বোহহংগঃ বডহো বা ॥ ৭॥

অনু.— যদি সম্পূর্ণ অহর্গণটি অথবা বড়হাট একস্তোত্রিয় না হয় তাহলে অভিন্ন- স্তোত্রিয়যুক্ত দিনগুলিতে পরবর্তী যে অন্য দিনটি (ভিন্নস্তোত্রিয়-বিশিষ্ট, সেই দিনের) সেই (তুচই হবে) অনুরূপ।

ব্যাখ্যা— যদি এমন হয় যে, বড়হো বা কোন অহর্গণে উদ্‌গাতারা তাঁদের স্তোত্রে পর পর কয়েক দিন ধরে একই তুচে গান করবেন তাহলে তার পরে যে-দিন তাঁরা প্রথম ভিন্ন এক তুচে গান করবেন সেই দিনের ঐ ভিন্ন তুচটিই হবে সেই বিশেষ হোত্রকের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সব-কটি দিনের শব্দে অনুরূপ। যদি কোন বড়হো বা অহর্গণে কোন স্তোত্রে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক দিন একই তুচে গান করা হয় তাহলে কিন্তু সে-ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হোত্রকের পক্ষে পরবর্তী সত্ত্রের নিয়মই প্রযোজ্য।

ঐক্যহিকস্ তথা সতি ॥ ৮ ॥

অনু.— তেমন হলে একাহাণের (অনুরূপই পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— যদি কোন ষড়্‌হে বা অন্য কোন অহর্গণে প্রতিদিন একই তুচে স্তোত্রগান করা হয় তাহলে সে-ক্ষেত্রে মূল জ্যোতিষ্টোমের শব্দে যেটি অনুরূপ-রূপে বিহিত হয়েছে সেই তুচটিই হবে পূর্ববর্তী সব-কটি দিনের অনুরূপ। যদি এমন হয় যে, কোন হোত্রকের শব্দের ঠিক আগে যে স্তোত্র সেই স্তোত্রে প্রথম তিন-চার দিন একই তুচে গান হবে, পরবর্তী ষড়্‌হেও গান হবে সেই তুচেই, তার পরে আরও দু-তিন দিনও গান হবে ঐ তুচেই এবং তার পরবর্তী দিনটিতে গান হবে ভিন্ন কোন তুচে, তাহলে ষড়্‌হের পূর্ববর্তী তিন চার দিন অনুরূপ হবে জ্যোতিষ্টোমে যেটি অনুরূপ বিহিত হয়েছে সেই তুচটি, ষড়্‌হেও অনুরূপ হবে ঐ জ্যোতিষ্টোমের অনুরূপ তুচটিই এবং ষড়্‌হের পরবর্তী যে দু-তিন দিন সেই দিনগুলিতে অনুরূপ হবে ঐ শেষ দিনে যে ভিন্ন তুচটিতে গান করা হবে সেই তুচটি। সুত্রে ‘তদা’ না বলে ‘তথা সতি’ বলায় ষড়্‌হের পূর্ববর্তী দিনগুলিতে শেষ দিনের ঐ ভিন্ন স্তোত্রীয় তুচটি অনুরূপ হবে না, কারণ মাঝে ষড়্‌হ দ্বারা ব্যবধান ঘটে গেছে।

অন্ত্যে চ ॥ ৯ ॥

অনু.— এবং (অহর্গণে) শেষ (দিনে মূল একাহাণের অনুরূপই হবে অনুরূপ)।

ব্যাখ্যা— যেহেতু এখানে ৬-৭ নং সূত্র প্রযোজ্য নয় এবং বিকৃতিবাণে প্রকৃতিবাণের ধর্মই অনুসৃত হয় তাই মনে হচ্ছে এই সূত্রটি না করলেও চলত, কিন্তু করে সূত্রকার এই কথাই বোঝাতে চাইছেন যে, সর্বত্রই সাক্ষাৎ যে বিধান (উপদেশ) দেওয়া হবে সেই অনুযায়ীই অনুরূপ স্থির হবে, অতিদেশ (= স্থানান্তর হতে প্রেরিত) অনুযায়ী স্থির হবে না। ৬ নং সূত্রে ‘অনুরূপ’ শব্দটি থাকার সত্ত্বেও ৭ নং সূত্রে আবার যে ঐ শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে তা এই অভিপ্রায়েই। এখানে যেগুলিকে স্তোত্রিয়রূপে নির্দেশ করা হচ্ছে সেগুলি অধিকাংশ স্থলে স্তোত্রিয় হয়ে থাকে এই মাত্র। স্তোত্রিয় কিন্তু সর্বদা স্থির করতে হবে ‘ছন্দোগ-’ সূত্র (৮/১৩/৩৬) অনুযায়ী। অনুরূপের যে লক্ষণ বিধান করা হয়েছে (৫/১০/৩২-৩৩ সূ. দ্র.) তা প্রাতঃসবনের জন্য নয়, পরবর্তী সবনের জন্য। প্রাতঃসবনে স্তোত্রিয় ও অনুরূপ ছাড়া অন্যান্য যে মন্ত্র সেগুলিই অতিদেশ অনুযায়ী প্রযুক্ত হবে।

উর্ধ্বম্ অনুরূপেভ্য ঋজুনীতী নো বরুণ ইন্দ্রং বো বিশ্বতম্পরি যত্ সোম আ সূতে নর ইত্যারন্তনীয়াঃ শব্দা
স্বান্ স্বান্ পরিশিষ্টান্ আবপেরংশ চতুর্বিংশ-মহাব্রতাভিজিদ্‌বিশ্বজিদ্‌বিশ্ববহুস্ ॥ ১০ ॥

অনু.— চতুর্বিংশ, মহাব্রত, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ এবং বিশ্ববহু (দিনে প্রাতঃসবনে হোত্রকেরা নিজ নিজ শব্দে) অনুরূপের পরে (যথাক্রমে) ‘ঋজু-’ (১/৯০/১), ‘ইন্দ্র-’ (১/৭/১০), ‘যত্-’ (৭/৯৪/১০) এই আরন্তনীয়া নামে মন্ত্রগুলি পাঠ করে নিজ নিজ পরিশিষ্ট অন্তর্ভুক্ত করবেন

ব্যাখ্যা— ‘পরিশিষ্ট’ হচ্ছে ষড়্‌হস্তোত্রিয়ের তুচগুলি থেকে যে তুচটি স্তোত্রিয় অথবা অনুরূপ হিসাবে পাঠ করা হয় সেইটি ছাড়া অন্য অবশিষ্ট তুচগুলি। প্রাতঃসবনে নিজ শব্দে স্তোত্রিয় ও অনুরূপ পাঠ করার পর মৈত্রাবরুণ ‘ঋজু-’, ব্রাহ্মণাচ্ছসৌ ‘ইন্দ্র-’ এবং অচ্ছাবক ‘যত্-’ এই ‘আরন্তনীয়া’ নামে মন্ত্র পাঠ করেন। তার পর তাঁরা ২-৪ নং সূত্রে নির্দিষ্ট নিজ নিজ তুচগুলি থেকে স্তোত্রিয় ও অনুরূপ বাদে অবশিষ্ট তুচগুলি পাঠ করেন। সুত্রে ‘অনুরূপেভ্যঃ’ না বললেও চলে, তবুও তা বলার তাৎপর্য হল অনুরূপের পরে জ্যোতিষ্টোমের কোন মন্ত্র পাঠ করবেন না, পাঠ করবেন এই আরন্তনীয়া নামে মন্ত্রই। আরন্তনীয়ার পরে আবার পরিশিষ্ট পাঠ করতে বলায় বোঝা যাচ্ছে যে, আরন্তনীয়ার পরেও জ্যোতিষ্টোমের কোন মন্ত্র পাঠ করা যাবে না। ‘স্বান্ স্বান্’ বলায় যদি কোথাও উদ্‌গাতাদের ইচ্ছা অনুসারে উপরে নির্দিষ্ট ষড়্‌হস্তোত্রিয়গুলির কোন তুচে স্তোত্র না গেয়ে অন্য কোন তুচে তা গাওয়া হয়, তাহলে সেই অনুযায়ী স্তোত্রিয় ও অনুরূপের পরে শব্দে হোত্রকদের নিজ নিজ তালিকার সব-কটি ষড়্‌হই পাঠ করতে হবে, কারণ সে-ক্ষেত্রে তাঁদের নিজ নিজ সব-কটি স্তোত্রিয় তুচই পরিশিষ্ট। আমার ষড়্‌হস্তোত্রিয়ের তালিকাতেই নেই এমন তুচে উদ্‌গাতারা গান গেয়েছেন এবং কলণ গাইবেন; তাহলে আর আমার ষড়্‌হস্তোত্রিয়ের তালিকায় পরিশিষ্ট (অবশিষ্ট) বলে তো কিছুই থাকছে না, আমাকে তাই অনুরূপের পরে এই তালিকার কোন মন্ত্র পাঠ করতে হবে না— হোত্রকদের এমন ভাবলে কিন্তু চলেবে না। ১ নং সূত্র থাকা

সম্ভেও চতুর্বিংশের উল্লেখ এখানে আবার করা হল পরিসংখ্যার (= অনুষ্ঠের নিবেধের) আশঙ্কায়। উল্লেখ না করলে মনে হত চতুর্বিংশে কিন্তু এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। ঐ. ব্রা. ২৭/৩ অংশে তিন হোত্রকের সূত্রোক্ত এই তিন আরত্বেয়ীরাই বিহিত হয়েছে।

সর্বস্তোম-সর্বপৃষ্ঠে চ ॥ ১১ ॥

অনু.— সর্বস্তোম এবং সর্বপৃষ্ঠেও (আরত্বেয়ীয়ার পর পরিশিষ্ট পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— সর্বস্তোম = যে যজ্ঞে বড়হুবাগের ত্রিবৃত্ত (বহিঃপবমান), পঞ্চদশ (আজ্য), সপ্তদশ (মাধ্যপ্নি পবমান), একবিংশ (পৃষ্ঠ), ত্রিশব (আর্তব পবমান) এবং ত্রয়ত্রিশ (অগ্নিস্তোম) এই ছ-টি স্তোমই প্রয়োগ করা হয়। অতিরিক্ত সংস্থা সর্বস্তোম হলে প্রথম উক্ত্যস্তোমে ত্রিশব, অপর দু-টি উক্ত্যে এবং বোড়শী স্তোমে একবিংশ, রাত্রিপর্বারে পঞ্চদশ এবং সন্ধিস্তোমে ত্রিবৃত্ত স্তোম প্রযুক্ত হয়। সর্বপৃষ্ঠ = যে যজ্ঞে রথন্তর, বৃহত্, বৈরাগ, বৈরাজ, শাকর এবং রৈবত এই ছ-টি সামই প্রয়োগ করা হয়। তার মধ্যে মাধ্যপ্নি পবমানস্তোমে রথন্তর, চার পৃষ্ঠস্তোমে যথাক্রমে বৈরাগ, শাকর, বৈরাজ, রৈবত সাম এবং আর্তব পবমানস্তোমে বৃহত্-সাম পাওয়া হয় (আচার্য সামগের সামবেদভাষ্যের ভূমিকা দ্র.)। সাধারণত অভিজিত যাগ সর্বস্তোম এবং বিশ্বজিত যাগ সর্বপৃষ্ঠ, কিন্তু তা সম্ভেও আগের সূত্রে এই দুই যাগের পৃথক্ উল্লেখ থাকায় বুঝতে হবে যে, এই দু-টি যাগ সর্বস্তোম এবং সর্বপৃষ্ঠ না হলেও সেখানে ‘পরিশিষ্ট’ পাঠ করতে হবে। শা. ১২/২/৯ অনুসারেও অনুরাগ এবং পর্যাসের মাঝে আবাপ করতে হয়।

উর্কম্ আবাপাত্ প্রতি বাৎ সূর উদিতো ব্যক্তিরিকমতিরজ্যাবাস্য সূতত ইতি তুচাঃ পর্যাসঃ ॥ ১২ ॥

অনু.— (পরিশিষ্ট) অন্তর্ভুক্ত করার পরে (প্রাতঃসবনে হোত্রকদের যথাক্রমে) ‘প্রতি’ (৭/৬৬/৭-৯), ‘ব্যক্ত’ (৮/১৪/৭-৯), ‘শ্যাবা-’ (৮/৩৮/৮-১০) এই তুচগুলি (হবে) পর্যাস।

ব্যাখ্যা— তিন হোত্রক পরিশিষ্টের পরে যথাক্রমে একটি করে পর্যাস পাঠ করবেন। আবার ‘উর্কম্’ বলায় এক যথেষ্ট শব্দের অন্তিম তুচকেই পর্যাস বলা হয় তাই বোঝা যাচ্ছে যে, এখানে প্রাতঃসবনে হোত্রকদের নিজ নিজ শব্দে জ্যোতিষ্টোমের কোন মন্ত্রই পাঠ করার আর কোন অবকাশ নেই, অনুরূপের পরে আরত্বেয়ীরাও পরিশিষ্ট এবং তার পরে পর্যাসই পাঠ করতে হবে। সূত্রে ‘অভ্যঃ’ না বলে ‘আবাপাত্’ বলায় বুঝতে হবে যা-কিছু আবাপ বা সংবোজন তা পর্যাসের আগেই করতে হয়। ঐ. ব্রা. ২৭/৪ এবং ২৯/৭ অংশে এই পর্যাসগুলির মধ্যে ‘ব্যক্ত’ মন্ত্রের এবং অপর দুটি তুচের শেষ মন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

স য্বেব মৈত্রাবরুণস্য বড়হুত্বোত্রির উত্তম্যঃ সপর্ষাসঃ ॥ ১৩ ॥

অনু.— মৈত্রাবরুণের পর্যাসসমেত বড়হুত্বোত্রির কিন্তু ঐ অস্তিমটিই।

ব্যাখ্যা— মৈত্রাবরুণ স্তোত্রিয়, অনুরাগ ও আরত্বেয়ীয়ার পরে অন্য দুই হোত্রকের মতোই বড়হুত্বোত্রির পরিশিষ্ট (= অবশিষ্ট) তুচগুলি পাঠ করবেন এবং তার পরে পাঠ করবেন ‘পর্ষাস’ নামে তুচ। ২ নং এবং ১২ নং সূত্রের নিকট দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যেটি তাঁর অন্তিম পরিশিষ্ট তুচ, পর্যাসও হচ্ছে সেইটিই। একই তুচ কি তিনি তাহলে উপর্যুপরি দু-বার পাঠ করবেন? এই অবস্থার কি করণীয় তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে।

তদসৈবতম্ অন্যং পূর্বস্য স্থানে কুরীত ॥ ১৪ ॥

অনু.— আগেরটির আরগাম ঐ সেবতার অন্য (কোন তুচ পাঠ) করবেন।

ব্যাখ্যা— এই অবস্থার ২ নং সূত্রের শেষ বড়হুত্বোত্রির হালে অর্থাৎ পরিকর্তে ঐ তুচের বিনি সেবতা সেই সেবতারই অন্য কোন একটি তুচ মৈত্রাবরুণ ব্যক্তি পরিশিষ্টরূপে পাঠ করবেন, পর্যাস হবে অবশ্য ঐ ১২ নং সূত্রের ‘প্রতি’ তুচটিই। ‘পারত্বে বৈ প্রাতঃসকলম্’ (শ. ব্রা. ৪/৫/৩/৫) এই উক্তি অনুসারে ঐ তুচের দুই কিন্তু পারত্বেই হওয়া চাই। যুক্তিকদের মতে সেই অন্য তুচটি হচ্ছে ‘কলম্’ (৭/৬৬/৪-৬)। ‘অ নঃ তিপা-’ (৭/৬৬/৩-৫) বড়হুত্বোত্রির হলে কিন্তু ‘কলম্’ (৭/৬৬/১৭-১৯) তুচটিতেই পাঠ করতে হবে। প্রত্যসকল হলেও অগ্নিসেবতার বস্ত্র নয়, বিন্ন-বরুণ সেবতার মন্ত্রই পাঠ করতে হবে। সূত্রে ‘মৈত্রাবরুণম্’ না বলে ‘তদ্’ বলায় ৫/১০/৩২, ৩৩ সূত্রের চারটি বিবরণের মতে সেবতাকেই এখানে প্রথমত দিতে হবে।

অন্যত্রাপি সন্নিপাতে ন তুচ্চং সূক্তং বাসন্তরুহিতম্ একাসনে বিঃ শংসেৎ ॥ ১৫ ॥

অনু.— অন্যত্রও (একই তুচ্চ অথবা সূক্তের উপর্যুপরি) সমিবেশ ঘটলে অ-ব্যবহিত (এ) তুচ্চ এবং সূক্তকে এক আসনে (বসে) দু-বার পাঠ করবেন না।

ব্যাখ্যা— কেবল বড়হস্তোত্রিয় ও পর্বাসের ক্ষেত্রেই নয়, যে-কোন স্থানেই যদি একই অথবা ভিন্ন (সূত্রে ‘একাসনে’ বলা থাকলেও সূত্রকার তার উপর এখানে জোর দিতে চাইছেন না— অন্তত বৃত্তিকারের মত তাই— ‘একাসনে ইতি অবিবক্ষিতম্। একাসনং ভিন্নসনং বা অন্ত অন্তরুহিতং ন বিঃ শংসেৎ ইতি অত্র ভাটপর্ষম্’) আসনে বসে একই তুচ্চ অথবা সূক্তকে দু-টি ভিন্ন সূত্রের কারণে উপর্যুপরি দু-বার পাঠ করার প্রসঙ্গ থাকে, তাহলে তা দু-বার না পড়ে দুটির মধ্যে যে-কোন একটির স্থানে ঐ দেবতারই উদ্দেশে নিবেদিত অপর একটি তুচ্চ অথবা সূক্ত পাঠ করবেন অথবা দু-টির যে-কোন একটি তুচ্চ অথবা সূক্তকে বাদ দেবেন। উদাহরণের জন্য ৯/১০/৪ সূ. দ্র.। উপর্যুপরি পড়তে না হলে অবশ্য একই তুচ্চ ও সূক্তকে দু-বার পড়তে কোন বাধা নেই। বিশেষ লক্ষণীয় যে, আমাদের এই সূত্রটিতে দু-বার পাঠই নিষিদ্ধ হচ্ছে, আগের সূত্রের মতো প্রথম তুচ্চ অথবা সূক্তের স্থানে একই দেবতার ভিন্ন এক তুচ্চ অথবা সূক্ত বিহিত হচ্ছে না। যদি তাই হত তাহলে সূত্রকার সূত্রটি এইভাবে করতেন— ‘অন্যত্রাপি সন্নিপাতে তুচ্চসূক্তয়োঃ অন্তরুহিতয়োঃ’। এইজন্যই প্রথমের পরিবর্তে দ্বিতীয় তুচ্চের (অথবা সূক্তের) স্থানেও ঐ দেবতারই অন্য কোন তুচ্চ পাঠ করা চলে অথবা প্রথম ও দ্বিতীয় তুচ্চের (অথবা সূক্তের) যে-কোন একটিকে বর্জন করাও চলে। বিশেষ বা ভিন্ন কারণ অর্থাৎ প্রাপ্তিভেদ না থাকলে দু-বার পড়তে লোভ নেই বলে ‘সিষ্টে-’ (৪/১৫/১৭ সূ. দ্র.) সূক্তিটি একাধিক-বার পড়া চলে। তুচ্চ এবং সূক্ত পাঠ করার ক্ষেত্রেই এই নিষেধ, একটি ও দুটি মন্ত্রের ক্ষেত্রে কিন্তু দু-বার পাঠে কোন বাধা নেই।

মহাবালভিসং চেষ্টং হংসেদ উর্ধ্বম্ অনুরূপেত্য আরন্তণীয়াভ্যো বা নাভাকাসং তুচ্চান্
আবশেরন্ গায়ত্রীকারম্ ॥ ১৬ ॥

অনু.— (মৈত্রাবরণ তৃতীয়সবনে) যদি মহাবালভিস্ পাঠ করেন (তাহলে প্রাতঃসবনে হোত্রকেরা) অনুরূপ অথবা আরন্তণীয়ার পরে গায়ত্রী করে (নিরে) নাভাক তুচ্চগুলি অন্তর্ভুক্ত করবেন।

ব্যাখ্যা— নাভাক তুচ্চ কি তা ১৭-১৯ নং সূত্রে বলা হচ্ছে। এই তুচ্চগুলির হ্রস্ব অংগতী এবং দ্রভ্যোকাটি মন্ত্রে ছ-টি করে পাদ বা চরণ আছে। এগুলিকে গায়ত্রীকার অর্থাৎ গায়ত্রীতে পরিবর্তিত করে পাঠ করতে হবে। গায়ত্রী করে পড়ার জন্য দ্রভ্যোক মন্ত্রের ছ-টি পাদকে ভেঙ্গে দু-টি করে তিন পাদের মন্ত্রে পরিণত করতে হবে। আচার্য সামনের ‘ভদানীং মাধ্যমিনসবনে হোত্রকা বশত্র আরন্তণীয়াভ্য উর্ধ্বং নাভাকতুচ্চাব্ (মঃ) আবশেরন্’ (খ. ৮/৪০/১ মন্ত্রের ভাব্য দ্র.) এই মন্তব্য অনুযায়ী নাভাকতুচ্চগুলিকে হোত্রকেরা প্রাতঃসবনে নয়, মাধ্যমিন সবনেই আরন্তণীয়া মন্ত্রের পরে পাঠ করবেন। জ্যোতিষশাসনের সময়ে যাতে তুচ্চের মন্ত্রগুলিকে ত্রিপদা না করে বটপদা মন্ত্ররূপেই পাঠ করা হয়, তাই সূত্রে ‘নাভাক’ এই অধি-সাম দিয়ে মন্ত্রগুলিকে উল্লেখ করা হয়েছে।

স কপঃ পরি ববজ ইতি মৈত্রাবরণো যঃ ককুতো সিংহার ইতি বা ॥ ১৭ ॥

অনু.— মৈত্রাবরণ প্রাতঃসবনে ‘স-’ (৮/৪১/৩-৫) অথবা ‘যঃ-’ (৮/৪১/৪-৬) এই (নাভাক তুচ্চ পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২৯/৮ অংশে ‘সঃ-’ (৮/৪১/৪-৬) তুচ্চের উল্লেখ আছে।

পূর্বীং ইয়োপমাতর ইতি ব্রাক্ষ্মাঙ্হসী ॥ ১৮ ॥ [১৭]

অনু.— ব্রাক্ষ্মাঙ্হসী ‘পূর্বী-’ (৮/৪০/৯-১১) এই (নাভাক তুচ্চ পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২৯/৮ অংশে তুচ্চটির উল্লেখ রয়েছে।

তা হি মধ্যং ভরাণাম্ ইত্যচ্ছাবাকঃ ॥ ১৯ ॥ [১৭]

অনু.— অচ্ছাবাক ‘তা-’ (৮/৪০/৩-৫) এই (নাভাক তুচ পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২৯/৮ অংশে তুচটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

তৃতীয় কণিকা (৭/৩)

[চতুর্বিংশের মাধ্যমদিন সবন—মরুত্বতীয় ও নিষ্কবল্য শব্দ]

মরুত্বতীয়ে প্রৈতু ব্রাহ্মণস্পতিরুত্ৰিষ্ঠ ব্রাহ্মণস্পত্য ইতি ব্রাহ্মণস্পত্যাব্ আবপতে পূর্বো নিত্যাত্ ॥ ১ ॥

অনু.— মরুত্বতীয় (শব্দে হোতা পূর্বকথিত) মূল (ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথের) আগে ‘প্রৈতু-’ (১/৪০/৩, ৪), ‘উত্ৰি-’ (১/৪০/১, ২) এই দু-টি ব্রাহ্মণস্পত্য (প্রগাথ) অন্তর্ভুক্ত করেন।

ব্যাখ্যা— জ্যোতিষ্টোমে মরুত্বতীয় শব্দে যে ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথ পাঠ করতে হয় (৫/১৪/৭ সূ. দ্র.) সেই ‘প্র-’ প্রগাথটি এখানেও পাঠ করতে হবে, কিন্তু তার আগে এই দু-টি অতিরিক্ত প্রগাথও এখানে পাঠ করতে হয়। ‘আবপতিগ্রহণং প্রাকৃতস্যাবাধনার্থম্। সর্বত্র চাবপতিগ্রহণস্যেদম্ এব প্রয়োজনম্’ (না.)।

বৃহদিত্যায় গায়ত নকিঃ সুদাসো রথম্ ইতি মরুত্বতীয়া উর্ধ্বং নিত্যাত্ ॥ ২ ॥

অনু.— মূল (মরুত্বতীয় প্রগাথের) পরে ‘বৃহদ-’ (৮/৮৯/১, ২), ‘নকিঃ-’ (৭/৩২/১০, ১১) এই দুই মরুত্বতীয় (প্রগাথ) অন্তর্ভুক্ত করবেন।

ব্যাখ্যা— ৫/১৪/২০ সূত্রে নির্দিষ্ট ‘প্র-’ এই প্রগাথের পরে চতুর্বিংশে এই দু-টি অতিরিক্ত প্রগাথ পাঠ করতে হয়।

কয়া শুভেতি চ মরুত্বতীয়ে পুরস্তাত্ সূক্তস্য শরসেত্ ॥ ৩ ॥

অনু.— মরুত্বতীয় (শব্দে মূল নিবিধান) সূক্তের আগে ‘কয়া-’ (১/১৬৫) এই (সূক্তটি)ও পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— ৫/১৪/২১ সূত্রে নির্দিষ্ট ‘জনিতা-’ সূক্তের আগে এই সূক্তটি পাঠ করবেন। সূত্রে ‘চ’ শব্দ থাকায় এই সূক্তেও নিবিদ স্থাপন করতে হবে। ৭/১/১৩ সূত্রে ‘চ’ না থাকায় তাস্ক্য-সূক্তে তাই কোন নিবিদ বসাতে হয় না। ১ নং সূত্রে ‘মরুত্বতীয়ে’ পদটি থাকে সূক্তেও এই সূত্রে আবার ‘মরুত্বতীয়ে’ বলা হল ৭ নং সূত্রের প্রয়োজনে। ফলে ৭ নং সূত্রটি শুধু মরুত্বতীয়ে, কিন্তু ৮ নং সূত্রটি সব শব্দেই প্রযোজ্য হবে।

এবংস্থিতান্ প্রগাথান্ পৃষ্ঠ্যতিপ্রথমোন্ অহং পুনঃ পুনঃ আবর্তয়েত্ ॥ ৪ ॥

অনু.— এইভাবে অবস্থিত প্রগাথগুলিকে পৃষ্ঠ্য এবং অভিন্নবে প্রতিদিন বারে বারে আবর্তন করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রগাথগুলি এই চতুর্বিংশে যে ক্রমে নির্দিষ্ট হল— অর্থাৎ দু-টি আগন্তুক ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথ, মূল জ্যোতিষ্টোমের একটি ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথ, জ্যোতিষ্টোমের একটি মরুত্বতীয় প্রগাথ এবং দু-টি আগন্তুক মরুত্বতীয় প্রগাথ— ঠিক সেই ক্রমেই এই ছ-টি প্রগাথকে বড়হে বারে বারে আবৃত্তি (repeat) করতে হবে। প্রতিদিনই যে এই ছ-টি প্রগাথ পাঠ করবেন তা নয়; কিন্তু যে পুনরাবৃত্তি করতে হবে তা ৫ নং এবং ৬নং সূত্রে বলা হচ্ছে। ‘অহং’ বলার অর্থবর্ষ বলে ৯/২/৫ সূত্রেও তা প্রযোজ্য।

একৈকং ব্রাহ্মণস্পত্যানীচ্ ॥ ৫ ॥

অনু.— ব্রাহ্মণস্পত্য (প্রগাথগুলি)-র এক একটি (প্রগাথ বড়হে এক এক দিন পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—অভিন্নব এবং পৃষ্ঠা দুই বড়হেই প্রথম তিন দিন যথাক্রমে একটি করে ব্রাহ্মণশাস্ত্র প্রগাথ পাঠ করবেন। পরের তিন দিন আবার ঐ তিনটি প্রগাথের ঐ ক্রমেই পুনরাবৃত্তি হবে।

এবং মরুত্বতীয়ানাম্ ॥ ৬॥

অনু.—মরুত্বতীয় (প্রগাথগুলি)-র (ক্ষেত্রেও) এইরকম।

ব্যাখ্যা—যড়হে প্রথম তিন দিন ঐ একই ক্রমে একটি করে মরুত্বতীয় প্রগাথ পাঠ করবেন। পরের তিন দিন আবার ঐ প্রগাথগুলির ঐ ক্রমেই পুনরাবৃত্তি হবে।

ঋষ ইন্দ্রনিহবঃ ॥ ৭॥

অনু.—(মরুত্বতীয় শব্দে) ইন্দ্রনিহব (প্রগাথ) ছির (থাকবে)।

ব্যাখ্যা—৫/১৪/৬ সূত্রে নির্দিষ্ট 'ইন্দ্র-' এই ইন্দ্রনিহব প্রগাথটি এই চতুর্বিংশেও যথাস্থানে অর্থাৎ অনুচরের পরে পাঠ করতে হবে।

ধায্যাশ্ চ ॥ ৮॥

অনু.—(সব শব্দেই) ধায্যাগুলিও (ছির থাকবে)।

ব্যাখ্যা—ধায্যাগুলিকে সব শব্দেই অবিচল রাখতে হবে। জ্যোতিষোমের মরুত্বতীয় শব্দের ইন্দ্রনিহব প্রগাথ এবং সমস্ত শব্দের ধায্যা, অপ্‌সেবতার মন্ত্র (৫/২০/৬ সূ. ম.) ইত্যাদি যে যে মন্ত্রগুলি অন্য যোগেও অবিচল বা অপরিবর্তিত থেকে যায় সেগুলিকেই ঋষ বলা হয়। সুতরাং ৯/৭/২৩ সূত্রে 'বিচারি' বলাভে ইন্দ্রনিহব, ধায্যা ইত্যাদি ভিন্ন অন্যান্য মন্ত্রগুলিকেই বুঝতে হবে। এখানে সূত্রে ঋষব্দ যে বিহিত হচ্ছে তা নয়, সূত্রের এই নির্দেশ অনুবাদ মাত্র।

বৃহত্পৃষ্ঠং রথন্তরং বা ॥ ৯॥ [৯, ১০]

অনু.—(চতুর্বিংশে) পৃষ্ঠন্তোত্র (গাওরা হবে) বৃহত্সামে অথবা রথন্তর (সামে)।

ব্যাখ্যা—প্রথম পৃষ্ঠন্তোত্রের কথাই এখানে বলা হচ্ছে।

তয়োন্ অক্রিয়মাণস্য যোনিং শংসেচ্ ॥ ১০॥ [১১]

অনু.—ঐ দু-টি (সামের) যেটিতে গান করা হচ্ছে না তার যোনি (নিষ্ক্বেবল্যশব্দে) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা—বৃহত্সামের যোনিমন্ত্র হচ্ছে 'স্বামি-' (৬/৪৬/১, ২) ইত্যাদি দুটি মন্ত্র এবং রথন্তরের যোনি 'অভি-' (৭/৩২/২২, ২৩) ইত্যাদি দুটি মন্ত্র। এই দুই সামের মধ্যে যে সাম পৃষ্ঠন্তোত্রে গাওয়া হয় নি সেই সামের যোনি এই দিন নিষ্ক্বেবল্য শব্দে পাঠ করতে হয়।

বৈরাগপৈবরাজশাকররৈবতানাং চ ॥ ১১॥ [১২]

অনু.—এবং বৈরাগ, বৈরাজ, শাকর, রৈবত (সামের যোনিও এই দিন পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—যদি পৃষ্ঠন্তোত্রে বৈরাগ প্রভৃতি গাওয়া না হয়ে থাকে তাহলে এই চতুর্বিংশ দিনে বৈরাগ প্রভৃতি চারটি সামের যোনিও নিষ্ক্বেবল্য শব্দে পাঠ করতে হয়। এই সামগুলির যোনি কি তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে। 'অক্রিয়মাণস্য' কলার চতুর্বিংশের নিয়ম বিধিভিতে এবং বিধিভিতের নিয়ম অপ্‌সোর্থাসেও প্রবোধ্য বলে অপ্‌সোর্থাসে পৃষ্ঠন্তোত্রে বৈরাজ সাম গাওয়া হলে (৮/৭/৩ এবং ৯/১১/২ সূ. ম.) কিন্তু চতুর্বিংশের এই আলোচ্য নিয়ম অনুসারে ঐ সামের যোনিমন্ত্রকে সেখানেও শব্দে পাঠ করতে হবে না। এই সামগুলি গাওয়া হলেও যদি নিজ নিজ মূল যোনিতে গাওয়া না হয় তাহলেও এগুলির যোনিকে শব্দে পাঠ করতে হয়।

পৃষ্ঠ্যস্তোত্রিয়া যোনিঃ ॥ ১২ ॥ [১৩]

অনু.— পৃষ্ঠ্য (ষড়্‌হের) স্তোত্রিয় (মন্ত্র)গুলি (হচ্ছে ঐ সামগুলির) যোনি।

ব্যাখ্যা— আগের সূত্রে বৈরাগ প্রভৃতি সামের যোনিমন্ত্র পাঠ করতে বলা হয়েছে। পৃষ্ঠ্যষড়্‌হে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনে যে মন্ত্রগুলি নিম্নবল্য শব্দে স্তোত্রিয়রূপে বিহিত হয়েছে (১৪ সূ. দ্র.) সেগুলিই হচ্ছে বৈরাগ প্রভৃতি চারটি সামের যোনি। এখানে ৭/৫/৩, ৪ সূত্রের ব্যাখ্যা এবং ৭/১০/১১; ৭/১২/১১ এবং ৮/১/২০ সূ. দ্র.।

অর্ধচাঁঃ ॥ ১৩ ॥ [১৪]

অনু.— (ঐ যোনিগুলিকে অর্ধমন্ত্রে) অর্ধমন্ত্রে (থেমে থেমে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঐ যোনিমন্ত্রগুলিকে এখানে পুনরাবৃত্তি, ন্যূন্য (৭/১১/২-৫ সূ. দ্র.) ইত্যাদি পরিবর্তনগুলি বাদ দিয়ে অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে থেমে থেমে পাঠ করতে হয়।

তাসাং বিধানম্ অৰ্হম্ ॥ ১৪ ॥ [১৫]

অনু.— ঐ (যোনিগুলির) দিন অনুযায়ী বিধান (রয়েছে)।

ব্যাখ্যা— ১২ নং সূত্রে বলা হয়েছে পৃষ্ঠ্যষড়্‌হের পৃষ্ঠ্যস্তোত্রের মন্ত্রগুলি হচ্ছে বৈরাগ প্রভৃতি সামের যোনি। পৃষ্ঠ্যষড়্‌হ অনেক প্রকারের। তার মধ্যে যে পৃষ্ঠ্যষড়্‌হে যে যোনিগুলিকে নিম্নবল্যশব্দের স্তোত্রিয়রূপে দিন অনুযায়ী বিধান করা হয়েছে সেই প্রত্যক্ষপৃষ্ঠের ঐ স্তোত্রিয় মন্ত্রগুলিই বৈরাগ প্রভৃতি সামের যোনি (৮/৪/২২ সূ. দ্র.)।

তাস্য উৰ্হাং সামগ্রগাথান্ ॥ ১৫ ॥ [১৬]

অনু.— ঐ (যোনিগুলির) পরে সামগ্রগাথগুলিকে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ‘সামগ্রগাথ’ অর্থাৎ বিশেষ সামের বিশেষ প্রগাথ। কোন্ সামের কি প্রগাথ তা ১৬-১৮ নং এবং ২০ নং সূত্রে বলা হচ্ছে। ‘এতেষাং সামাধয়েন বিধানাত্ তত্তস্মি ক্রতৌ স এব ভবতি প্রগাথঃ’ (না.)— সামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে যে দিন স্তোত্রে যে সাম প্রয়োগ করা হবে সেই দিন সেই সামের বিশেষ প্রগাথই পাঠ করতে হয়।

উক্তো রথন্তরস্য ॥ ১৬ ॥ [১৭]

অনু.— রথন্তরের (সামগ্রগাথ কি তা আগে) বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— ৫/১৫/২১ সূত্রে নির্দিষ্ট ‘সিবা-’ (৮/৩/১, ২) মন্ত্রটিই হচ্ছে রথন্তর-সামের প্রগাথ।

উভয়ং শৃণবচ্চ ন ইতি বৃহতঃ ॥ ১৭ ॥ [১৮]

অনু.— বৃহতের সামগ্রগাথ ‘উভয়ং-’ (৮/৬১/১, ২)।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে শুধু এখানে নয়, জ্যোতিষ্টোমেও পৃষ্ঠ্যস্তোত্রে বৃহত্‌সাম গাওয়া হলে এই দুটি মন্ত্রই হবে সেখানে বৃহত্‌সামের সামগ্রগাথ। জ্যোতিষ্টোমে ৫/১৫/২১ সূত্রে রথন্তরের সামগ্রগাথ উল্লিখিত হলেও বৃহতের এই সামগ্রগাথ সেখানে উল্লিখিত হয়নি এই কারণে যে, বৃহত্‌ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ছ-টি সাম ছাড়া অন্য যে-কোন সাম পৃষ্ঠ্যস্তোত্রে গাওয়া হলে ঐ (রথন্তরের সামগ্রগাথ) ‘সিবা-’ মন্ত্র দু-টিই যাতে সেখানে সামগ্রগাথ হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে।

ইত্রে ত্রিধাতু শরণং ত্বমিত্তে প্রতীতিম্ মো বৃদ্ধা বৃদ্ধতশ্চনেতি সবিপদঃ ॥ ১৮ ॥ [১৯]

অনু.— (বৈরাগের সামগ্রগাথ) ‘ইত্রে-’ (৬/৪৬/৯, ১০), (বৈরাগের সামগ্রগাথ) ‘ত্বমি-’ (৮/৯৯/৫৬), (শাকরের সামগ্রগাথ) বিপদাসমেত ‘মো বৃ-’ (৭/৩২/১, ২) এই (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— দ্বিপদা মন্ত্রটি হল 'রার-' (৭/৩২/৩)।

উপসমস্যেদ্ দ্বিপদাম্ ॥ ১৯ ॥ [১৯]

অনু.— দ্বিপদাকে উপসমাস করবেন।

ব্যাখ্যা— শাক্তের সামপ্রগাথকে দ্বিপদার সঙ্গে 'উপসমাস' করবেন অর্থাৎ প্রগাথের শেষ অর্থমন্ত্রের শেষে প্রশব উচ্চারণ না করে শেষ বর্ণের সঙ্গে দ্বিপদার প্রথম বর্ণের সন্ধি করে পাদমা দধুঃ + রায়কামো = পাদমা দধু রায়কামো এইভাবে পাঠ করবেন।

ইজ্রমিদ্ দেবতাতয় ইতীতরেষাম্ ॥ ২০ ॥ [১৯]

অনু.— অন্য (সামগুলির সামপ্রগাথ হচ্ছে) 'ইজ্র-' (৮/৩/৫, ৬)।

পৃষ্ঠ্য ঐবৈকেকম্ অবহম্ ॥ ২১ ॥ [২০]

অনু.— পৃষ্ঠ্যবড়হে প্রতিদিনই এক একটি (সামপ্রগাথ পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— পৃষ্ঠ্যবড়হে প্রত্যেক দিন ছ-টি সামপ্রগাথের একটি করে সামপ্রগাথ পাঠ করতে হয়। কেবল পৃষ্ঠ্যবড়হে নয়, যে-কোন যোগে পৃষ্ঠ্যবড়হে যে সাম প্রয়োগ করা হয়, নিষ্কৈবল্য শব্দে সেই সামের সামপ্রগাথ পাঠ করতে হয়। তবে পৃষ্ঠ্যবড়হে যদি ঐ সামগুলি প্রয়োগ করা না-ও হয় তাহলেও সেখানে ঐ সামপ্রগাথগুলির এক একটি এক একটি দিনে অবশ্যই পাঠ করতে হবে।

তদিদাসেতি চ পুরস্তাত্ সূক্তস্য শংসেত্ ॥ ২২ ॥ [২১]

অনু.— এবং (নিষ্কৈবল্যে মূল) সূক্তের আগে 'তদি-' (১০/১২০) ঐ (সূক্ত) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— চতুর্বিংশে নিষ্কৈবল্য শব্দে 'ইজ্রস্য-' (৫/১৫/২২ সূ. দ্র.) সূক্তের আগে ঐ সূক্তটি পাঠ করবেন। সূত্রে 'চ' শব্দ থাকায় ঐ 'তদি-' সূক্তেও নিবিদ্ব বসাতে হবে। প্রসঙ্গত ৭/৩/৩ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.।

উক্খপাত্ত্ব চমসাত্ত্ব চান্তরাতিগ্রাহ্যান্ ভক্ষয়তি নিষ্কৈবল্যে ॥ ২৩ ॥ [২২]

অনু.— নিষ্কৈবল্যে উক্খপাত্ত্ব এবং চমসগুলির মাঝে অতিগ্রাহ্যগুলি পান করেন।

ব্যাখ্যা— মাধ্যমিন সবনে নিষ্কৈবল্যশব্দ পাঠ করার পর মহেন্দ্রে-দেবতার উদ্দেশে গ্রহপাত্ত্বের সোম আর্ঘ্য দেওয়া হয় এবং চমসগুলিকে কাঁপান হয়। ঐ সময়েই অগ্নি, ইজ্র এবং সূর্য ঐ তিন দেবতার উদ্দেশে অতিগ্রাহ্য নামে তিনটি গ্রহের সোমও আর্ঘ্য দেওয়া হয়। এর পর উক্খপাত্ত্বের অনুষ্ঠান হয়। উক্খপাত্ত্বের সোম পান করার পর চমসহ সোম পান করার আগে সত্রে প্রত্যেক দিনেই ঐ অতিগ্রাহ্য গ্রহগুলির সোম পান করতে হয়। নিষ্কৈবল্যের প্রসঙ্গ চলা সত্ত্বেও সূত্রে আবার 'নিষ্কৈবল্যে' বলায় বুঝতে হবে যে, ঐ নিয়মটি কেবল চতুর্বিংশে নয়, সত্রে প্রতিদিনই নিষ্কৈবল্য শব্দে প্রযোজ্য হবে।

নিজ্যো ভক্ষয়তি ॥ ২৪ ॥ [২৩]

অনু.— ভক্ষয়তি ছির (থাকবে)।

ব্যাখ্যা— ৫/৬/১, ২, ২৩ নং সূত্রে ভক্ষণ উপলক্ষে যে জপমন্ত্রের কথা বলা হয়েছে এখানেও সেই মন্ত্রই (অতিগ্রাহ্যের-১) সোম পান করতে হবে। পান এখানে বস্ত্রত আশ্রয় মাত্র। পরবর্তী সূত্রে করা পান করবেন তা বিহিত হয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট ভক্ষণও বোড়শী-ভক্ষণের মন্ত্রই করা উচিত, কিন্তু ঐ সূত্রে তা নিষিদ্ধ হল।

বোডশিপাত্ত্বৈশ ভক্ষয়তি ॥ ২৫ ॥ [২৪]

অনু.— বোড়শী পাত্ত্ব দ্বারা ভক্ষণকারীরা (উল্লিখিত হয়েছেন)।

ব্যাখ্যা—যাঁরা ষোড়শী-পাত্রের সোম পান করেন (৬/৩/২১, ২২ সূ. দ্র.) তাঁরাই এখানে ষোড়শী-পাত্রের নিয়মেই (অতিপ্রাচ্যের-?) সোম পান করবেন, তবে এখানে ‘ইন্দ্র-’ (আ. ৬/৩/২৩ দ্র.) মন্ত্রে নয়, ৫/৬/২ নং সূত্রে উল্লিখিত ‘বাগ্‌দেবী-’ মন্ত্রেই (২৪ নং সূ. দ্র.) তা পান করতে হবে। যেহেতু ঐ মন্ত্রটি আত্মাণের মন্ত্র সেইজন্য এখানে সোম পান না করে আত্মাণই করতে হবে। কে ভক্ষণ করবেন তা নির্দেশ করা হলে আনুষ্ঠানিক ভক্ষণ এবং ভক্ষণ-সম্পর্কিত নিয়মগুলিও বিহিত হয়ে যায় বলে এখানে যেমন দধিঘর্মেও তেমন (ঘর্ম এবং বাজিনের মতো) আত্মতিল্লবোর প্রাণভক্ষণ করতে হবে।

চতুর্থ কণিকা (৭/৪)

[চতুর্বিংশের মাধ্যমদিন সবন ও তৃতীয় সবন]

হোত্রকণাম্ ॥ ১ ॥

অনু.—(চতুর্বিংশে মাধ্যমদিনে) হোত্রকদের (পাঠ্য স্তোত্রিয়, অনুরূপ ইত্যাদি এ-বার বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা—যদিও পরবর্তী সূত্রগুলিতে কোনটি কোন ঋত্বিকের স্তোত্রিয় ও অনুরূপ তা বলাই হয়েছে, তবুও সেগুলি যে হোত্রকদেরই মন্ত্র তা এখানে আগেই বলে দেওয়ার উদ্দেশ্য হল এই যে, কেবল চতুর্বিংশে নয়, সত্রে প্রতিদিনই মাধ্যমদিন সবনে এই মন্ত্রগুলি হোত্রকদের স্তোত্রিয় ও অনুরূপ হবে। সূত্রে স্তোত্রিয়ের নির্দেশ না করলেও চলে, কারণ উদ্‌গাতারা যে-মন্ত্রে গান করেন শত্রে সেই মন্ত্রই স্তোত্রিয় হয়ে থাকে, তবুও পরবর্তী সূত্রগুলিতে স্তোত্রিয় মন্ত্রগুলির উল্লেখ করা হচ্ছে এই কারণে যে, নির্দিষ্ট প্রত্যেক জোড়া স্তোত্রিয়-অনুরূপের মধ্যে যে তৃত্ব বা প্রগাথে উদ্‌গাতারা গান করবেন সেই তৃত্বই বা প্রগাথই হবে স্তোত্রিয় এবং জোড়ার অপর তৃত্বটি বা প্রগাথটি হবে অনুরূপ অর্থাৎ কোন্ স্তোত্রিয়ের সংশ্লিষ্ট অনুরূপ কি তা নির্দেশ করার জন্যই ২-৪ নং সূত্র। যেমন— ২ নং সূত্রের ‘যচ্চি-’ প্রগাথে গান হলে ‘মা-’ এই প্রগাথটিই হবে অনুরূপ; সে-ক্ষেত্রে ৫/১০/৩২, ৩৩ সূত্র অনুযায়ী অনুরূপ হির করলে চলবে না।

কয়া নশ্চিৎ আ ভুবত্ কয়া স্বং ন উত্যা মা চিদন্যদ্ বি শংসত যচ্চিদ যি ত্বা জনা
ইম ইতি স্তোত্রিয়ানুরূপা মৈত্রাবরুণস্য ॥ ২ ॥

অনু.—মৈত্রাবরুণের (স্তোত্রিয়-অনুরূপ হচ্ছে) ‘কয়া ন-’ (৪/৩১/১-৩), ‘কয়া স্বং-’ (৮/৯৩/১৯-২১); ‘মা-’ (৮/১/১, ২), ‘যচ্চি-’ (৮/১/৩, ৪)।

ব্যাখ্যা—চারটি প্রতীকের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় প্রতীকটি স্তোত্রিয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রতীকটি অনুরূপ। প্রথম প্রতীকটিতে স্তোত্র গাওয়া হয়ে থাকলে দ্বিতীয়টি এবং তৃতীয় প্রতীকটিতে গাওয়া হলে থাকলে চতুর্থটি হবে অনুরূপ। পরবর্তী দু-টি সূত্রের ক্ষেত্রেও প্রত্যেক দু-টি দু-টি প্রতীকের মধ্যে যে প্রতীকটিতে স্তোত্র গাওয়া হবে সেটি হবে স্তোত্রিয় এবং জোড়ার অপর প্রতীকটি হবে অনুরূপ।

তং বো দম্মমৃতীষহং তত্ ত্বা যামি সুবীর্ষমভি প্র বঃ সুরাধস্যং প্র সু প্রন্তং সুরাধস্যং বরং য ত্বা সুতাবস্তঃ ক ঙীং
বেদ সুতে সচা বিধাঃ পৃথনা অভিজুতরং নরং তমিহং জোহবীমি বা ইন্দ্র জুজ আভর ইত্যেকা বে চেদ্রো
মদাম বাবুধে মসে মসে হি নো দদিঃ সুরাশক্‌মুতরে শুশ্রিতমং ন উতরে প্রারত ইব সূর্ষং বশ্‌ মহী
অসি সূর্বোদু ত্যদ্‌ দর্শতং বপুরুদু ভ্যে মধুমন্তাস্তমিহ প্রতৃর্ষিভ্‌ যমিহ যশা অসীহে ত্রত্বং ন আ
ভরেন্ত্রে জ্যেষ্ঠং ন আ ভরা ত্বা সহবমা শতং অমত্বা সুর উমিত ইতি ব্রাহ্মণাচ্‌হসিনঃ ॥ ৩ ॥

অনু.—ব্রাহ্মণাচ্‌হসীর ‘তং-’ (৮/৮৮/১, ২), ‘তত্-’ (৮/৩/৯, ১০); ‘অভি-’ (৮/৪৯/১, ২), ‘প্রসু-’ (৮/৫০/১, ২); ‘বরং-’ (৮/৩৩/১-৩), ‘ক-’ (৮/৩৩/৭-৯); ‘বিধাঃ-’ (৮/৯৭/১০-১২), ‘তমি-’ (৮/৯৭/১৩) এই একটি,

‘যা-’ (৮/৯৭/১, ২) ইত্যাদি দু-টি মন্ত্র; ‘ইম্মো-’ (১/৮১/১-৩), ‘মদে-’ (১/৮১/৭-৯); ‘সুরূপ-’ (১/৪/১-৩), ‘তপ্তি-’ (৩/৩৭/৮-১০); ‘শ্রায়-’ (৮/৯৯/৩, ৪), ‘বণ-’ (৮/১০১/১১, ১২); ‘উদু ত্যদ্-’ (৭/৬৬/১৪-১৬), ‘উদু ত্যো-’ (৮/৩/১৫-১৭); ‘অমি-’ (৮/৯৯/৫, ৬), ‘অমি-’ (৮/৯০/৫, ৬); ‘ইম্ম ক্রতুং-’ (৭/৩২/২৬, ২৭), ‘ইম্ম ক্রতুং-’ (৬/৪৬/৫, ৬); ‘আ ত্বা-’ (৮/১/২৪-২৬), ‘মম-’ (৮/১/২৯-৩১) এই (মোট এগার জোড়া স্তোত্রিয়-অনুরূপ)।

তরোভির্বো বিদদবসুং তরগিরিত্ সিৰাসতি ষামিদা হ্যো নরো বয়মেনমিদা হ্যো যো রাজা চৰ্ঘণীনাং যঃ সত্রাহা
বিচৰ্ঘণিঃ ষাদোরিত্থা বিবৃষত ইত্থা হি সোম ইন্ মদ উত্তে যদিহ্ন রোদসী অব যচ্ স্বং শতক্রতো
নকিষ্টং কৰ্মণা নশন ন ত্বা বৃহত্তো অহ্নয় উত্তরং শৃণবচ্চ ন আ বৃষত পূৰ্ববসো কদা চন
স্তরীরসি কদা চন প্র যুচ্ছসি যত ইহ্ন ভয়ামহে যথা গৌরো অপা কৃতং যদিহ্ন
প্রাগপাণ্ডগং যথা গৌরো অপা কৃতম্ ইত্যচ্ছাবাকস্য ॥ ৪ ॥

অনু.— অচ্ছাবাকের ‘তরো-’ (৮/৬৬/১, ২), ‘তরগি-’ (৭/৩২/২০, ২১); ‘অমি-’ (৮/৯৯/১, ২), ‘বয়-’ (৮/৬৬/৭, ৮); ‘যো-’ (৮/৭০/১, ২), ‘যঃ-’ (৬/৪৬/৩, ৪); ‘ষাদো-’ (১/৮৪/১০-১২), ‘ইত্থা-’ (১/৮০/১-৩); ‘উত্তে-’ (১০/১৩৪/১-৩), ‘অব-’ (১০/১৩৪/৪-৬); ‘নকি-’ (৮/৩১/১৭, ১৮), ‘ন ত্বা-’ (৮/৮৮/৩, ৪); ‘উদ-’ (৮/৬১/১, ২), ‘আ-’ (৮/৬১/৩, ৪); ‘কদা-’ (৮/৫১/৭-৯), ‘কদা-’ (৮/৫২/৭-৯); ‘যত-’ (৮/৬১/১৩, ১৪), ‘যথা-’ (৮/৪/৩, ৪); ‘যদি-’ (৮/৪/১, ২), ‘যথা-’ (৮/৪/৩, ৪) এই (মোট দশ জোড়া স্তোত্রিয়-অনুরূপ)।

স্তোত্রিয়ানুরূপাণাং যদ্যানুরূপে স্তবীরন্ স্তোত্রিয়োহনুরূপঃ ॥ ৫ ॥

অনু.— (মাধ্যদিন ও তৃতীয় সবনে) স্তোত্রিয় ও অনুরূপের (মধ্যে উদ্গাতারা) যদি অনুরূপে স্তব করেন (তাহলে) হোতা ও হোত্রকদের ক্ষেত্রে স্তোত্রিয় (হবে) অনুরূপ।

ব্যাখ্যা— ২ নং সূত্র থেকে স্তোত্রিয় ও অনুরূপের প্রসঙ্গই চলছে, তাই এখানে ‘স্তোত্রিয়ানুরূপাণাং’ না বললেও চলত, তবুও তা বলায় হোতা ও হোত্রক সব ঋত্বিকদের ক্ষেত্রে সব সবনেই এই নিয়ম প্রযোজ্য বলে বুঝতে হবে; তবে প্রাতঃসবনের প্রসঙ্গ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে এই সূত্রটি বিহিত হওয়ায় ঐ সবনে এই নিয়ম চলবে না। যে স্তোত্রিয়-অনুরূপের তালিকা এখানে দেওয়া হল এবং পরেও কোথাও দেওয়া হবে, মাধ্যদিন ও তৃতীয় সবনে যদি সংশ্লিষ্ট স্তোত্রে উদ্গাতারা সেই তালিকার অনুরূপের মন্ত্রগুলিতেই গান গেয়ে থাকেন, তাহলে তালিকায় ঐ জুটির অন্তর্গত যে মন্ত্রগুলিকে স্তোত্রিয়রূপে উদ্গেহ করা হয়েছে সেই মন্ত্রগুলিই সেখানে শব্দে অনুরূপ হবে।

উৰ্ব্বং স্তোত্রিয়ানুরূপেভ্যঃ কস্তমিহ্ন দ্বাবসুং কৰ্মব্যো অতসীনাং কদ্ বস্যাকৃতম্ ইতি কদ্বন্তঃ প্রগাথাঃ ॥ ৬ ॥

অনু.— স্তোত্রিয়-অনুরূপের পরে ‘কস্ত-’ (৭/৩২/১৪, ১৫), ‘কৰ্মব্যো-’ (৮/৩/১৩, ১৪) ‘কদ্-’ (৮/৬৬/৯, ১০) এই কদ্বান্ প্রগাথগুলি (পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— মৈত্রাবরূপ, ব্রাহ্মণাচ্ছসী, অচ্ছাবাক এই তিন ঋত্বিককে নিজ নিজ শব্দে যথাক্রমে একটি করে কদ্বান্ প্রগাথ পাঠ করতে হবে। ঐ. ব্রা. ২৯/৫ অংশেও এই কদ্বান্ মন্ত্রগুলি বিহিত হয়েছে।

অপ গ্রাচ ইহ্ন কিৰী অমিত্রান্ ব্রহ্মণা তে ব্রহ্মবুজা বুনজ্জ্যুরং নো লোকমনু নেবি
বিদান্ ইতি কদ্বদন্ত্য আরভ্ণীয়াঃ ॥ ৭ ॥

অনু.— কদ্বানের (পরে) ‘অপ-’ (১০/১৩১/১), ‘ব্রহ্মণা-’ (৩/৩৫/৪), ‘উরুং-’ (৬/৪৭/৮) এই আরভ্ণীয়া মন্ত্রগুলি (পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা—হোত্রকেরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কস্বান্ প্রগাথের পরে যথাক্রমে একটি করে ‘আরভ্ণীয়া’ মন্ত্র পাঠ করবেন। ঐ. ব্রা. ২৯/৬ অংশেও এই তিন মন্ত্রের বিধান পাই।

উর্ধ্বম্ আরভ্ণীয়াভ্যঃ সদ্যো হ জাত ইত্যহরহঃশস্য মৈত্রাবরুণঃ ॥ ৮ ॥

অনু.—আরভ্ণীয়ার পরে মৈত্রাবরুণ ‘সদ্যো-’ (৩/৪৮) এই অহরহঃশস্য (নামে সূক্তটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ২৯/৪ অংশেও এই সূক্তটিই বিহিত হয়েছে।

অশ্বা ইদু প্র তবসে শাসদ্ বহিরিভীতরাব্ অহীনসূক্তে ॥ ৯ ॥ [৮]

অনু.—অপর দু-জন (যথাক্রমে) ‘অশ্বা-’ (১/৬১), ‘শাসদ্-’ (৩/৩১) এই দু-টি অহীনসূক্ত (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—প্রথম সূক্তটি ব্রাহ্মণাচ্ছসী এবং দ্বিতীয়টি আচ্ছাবাক পাঠ করবেন। ঐ. ব্রা. ২৯/২ অংশেও এই বিধানই পাই।

আ সত্যো যাবিত্যহীনসূক্তং দ্বিতীয়ং মৈত্রাবরুণঃ ॥ ১০ ॥ [৯]

অনু.—মৈত্রাবরুণ অহীনসূক্ত নামে ‘আ-’ (৪/১৬) এই দ্বিতীয় (একটি সূক্ত পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ২৯/২ অংশের বিধানও তা-ই।

উদু ব্রাহ্মণ্যতি তষ্টেবেভীতরাব্ অহরহঃশস্যে ॥ ১১ ॥ [১০]

অনু.—অপর দু-জন (যথাক্রমে) অহরহঃশস্য নামে ‘উদু-’ (৭/২৩), ‘অভি-’ (৩/৩৮) এই (দ্বিতীয় একটি করে সূক্ত পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—সূক্ত-দুটি যথাক্রমে ব্রাহ্মণাচ্ছসী ও আচ্ছাবাকের পাঠ্য। ঐ. ব্রা. ২৯/৪ অংশেও এই দুই সূক্ত বিহিত হয়েছে।

নুনং সা ত ইত্যজ্ঞম্ উত্ তমম্ ॥ ১২ ॥ [১০]

অনু.—শেষ (সূক্তটি) শেষ (হবে) ‘নুনং-’ (২/১১/২১) এই (অতিরিক্ত একটি মন্ত্রে)।

ব্যাখ্যা—১১ নং সূত্রের ‘অভি-’ সূক্তটি ‘নুনং-’ মন্ত্রে শেষ করতে হবে। এটি সূক্তের শেষ মন্ত্রের পরিবর্তে নয়, অতিরিক্তরূপেই পাঠ করতে হয়। সূক্তের কেবল শেষ মন্ত্রেই ইন্দ্রের উল্লেখ আছে এবং তা পাঠ্য বলেই ব্রাহ্মণগ্রন্থে বলা হয়েছে—‘সকদ্ ইন্দ্রং নিরাহ’ (ঐ. ব্রা. ২৯/৪)—পাঠ্য মন্ত্র ইন্দ্রের উল্লেখ করছে একবারই।

অহীনসূক্তানি ষড়হস্তোত্রিয়ান্ আবপত্সু ॥ ১৩ ॥ [১১]

অনু.—ষড়হস্তোত্রিয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করতে থাকলে অহীনসূক্তগুলি (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—যে দিনে ষড়হস্তোত্রিয়ের অন্তঃপ্রবেশ ঘটান হয় সেই দিনে অর্থাৎ চতুর্বিংশ, মহাব্রত, অভিজিত, বিশ্বজিত এবং বিদুবতে ৯ নং এবং ১০ নং সূত্রে নির্দিষ্ট অহীনসূক্তগুলি পাঠ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ২৯/২ অংশেরও অভিমত তা-ই।

উদু য় দেবঃ সবিতা হিরণ্যয়েতি তিবস্ তে হি দ্যাবাপৃথিবী বজ্রস্য বো রথ্যম্ ইতি বৈশ্বদেবম্ ॥ ১৪ ॥ [১২]

অনু.—বৈশ্বদেব (শত্রু হবে) ‘উদু-’ (৬/৭১/১-৩) ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র, ‘তে-’ (১/১৬০), ‘বজ্রস্য-’ (১০/৯২)।

ব্যাখ্যা—আর্ভব নিবিকান হবে অগ্নিষ্টোমের মতোই (৫/১৮/৬-৮ সূ. দ্র.)। ‘দৈবতেন ব্যবহাঃ’ (৭/১/৯) সূত্র অনুসারে উক্ত তিনটি সূক্ত যথাক্রমে সাবিত্র, দ্যাবাপৃথিবী এবং বৈশ্বদেব নিবিকান সূক্ত।

পৃক্ষস্য বৃষো বৃষে শর্ধায় যজ্ঞেন বর্ধতেত্যাগ্নিমারুতম্ ॥ ১৫ ॥ [১৩]

অনু.— আগ্নিমারুত (শব্দ হবে) ‘পৃক্ষস্য-’ (৬/৮), ‘বৃষে-’ (১/৬৪), ‘যজ্ঞেন-’ (২/২)।

ব্যাখ্যা— এগুলি যথাক্রমে বৈশ্বানর, মারুত এবং জাতবেদস্য নিবন্ধান।

অগ্নিষ্টোম ইদম্ অহঃ উক্থ্যো বা ॥ ১৬ ॥ [১৪, ১৫]

অনু.— এই দিনটি অগ্নিষ্টোম অথবা উক্থ্য (-যুক্ত)।

ব্যাখ্যা— এই চতুর্বিংশ দিনে অগ্নিষ্টোম অথবা উক্থ্যের অনুষ্ঠান হয়। এখানে এতক্ষণ যা বলা হল এবং অন্যত্রও সরাসরি যা বা বলা হবে সেগুলি ছাড়া অবশিষ্ট অংশের অনুষ্ঠান হবে একই প্রকৃতিযোগের মতোই— “অগ্নিহনি যত্ প্রত্যাক্ষম্ আশ্নাতং তস্মাদ্ অন্যত্ সর্বম্ ঐকাহিকং ভবতি। এবং সর্বত্র প্রত্যাক্ষম্ আশ্নানাদ্ অন্যত্ সর্বং প্রকৃতিতো গ্রহীতবাম্” (না.)।

পঞ্চম কণ্ডিকা (৭/৫)

[ষড়হে প্রযোজ্য সাম, স্তোম্যতিশংসন, অভিপ্লবের প্রথম দিনের শব্দ]

অভিপ্লবপৃষ্ঠ্যাহানি ॥ ১ ॥

অনু.— অভিপ্লব ও পৃষ্ঠ্যের দিনগুলি (এ বার বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— ব্যাকরণের নিয়ম এই যে, সমাসে স্বল্পস্বরবিশিষ্ট শব্দকে আগে উল্লেখ করতে হয়। এই কারণে সূত্রে ‘পৃষ্ঠ্যভিপ্লবাহানি’ বলাই উচিত, কিন্তু সূত্রে ‘অভিপ্লব’ নামে ষড়হের প্রয়োগই আগে হয়ে থাকে বলে প্রয়োগের দিকে লক্ষ্য রেখে সমাসে তাল্ল কথাই আগে উল্লেখ (= পূর্বনিপাত) করা হয়েছে।

রথন্তরপৃষ্ঠ্যান্যমুজানি ॥ ২ ॥

অনু.— অবুখা (দিন-)গুলি রথন্তর-পৃষ্ঠ্যবিশিষ্ট।

ব্যাখ্যা— অভিপ্লব এবং পৃষ্ঠ্য ষড়হে নিষ্কবল্য শব্দের ঠিক পূর্বে যে পৃষ্ঠ্যস্তোত্র গাওয়া হয় ঐ স্তোত্রে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম দিনে রথন্তর সাম গাওয়া হয়। রথন্তর সামের যোনি হচ্ছে ‘অভি-’ (সা. উ. ৬৮০-১)।

বৃহত্পৃষ্ঠানীতরাণি ॥ ৩ ॥

অনু.— অন্য (দিন) গুলি বৃহত্পৃষ্ঠ্য-যুক্ত।

ব্যাখ্যা— অভিপ্লবে এবং পৃষ্ঠ্যে জোড় অর্থাৎ দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ দিনে পৃষ্ঠ্য-স্তোত্র বৃহত্সাম গাওয়া হয়। ‘হামিদ্-’ (সা. উ. ৮০৯-১০) হচ্ছে বৃহত্সামের যোনি।

তৃতীয়াদিষু পৃষ্ঠ্যস্যাহং দ্বিতীরাণি বৈরূপ-বৈরাজ-শাকর-রৈবতানি ॥ ৪ ॥

অনু.— পৃষ্ঠ্যের তৃতীয় প্রভৃতি দিন থেকে প্রতিদিন (পৃষ্ঠ্যস্তোত্রে যথাক্রমে) বৈরূপ, বৈরাজ, শাকর ও রৈবত দ্বিতীয় (সাম হিসাবে গাইতে হবে)।

ব্যাখ্যা— পৃষ্ঠ্যষড়হে পৃষ্ঠ্যস্তোত্রে রথন্তর অথবা বৃহত্সাম ছাড়াও শেষ চার দিন যথাক্রমে বৈরূপ প্রভৃতি সামগুলির একটি করে সাম গাইতে হয়। এই চারটি সামের যোনি যথাক্রমে ‘বদ্ দ্যাব-’ (সা. উ. ৮৬২-৩), ‘পিবা-’ (সা. উ. ৯২৭-৯), ‘বিদা-’ ইত্যাদি মহানারী মন্ত্র (সা. পৃ. ৬৪১) অথবা শ্রো ‘বৈ-’ (সা. উ. ১৮০১-৩) তৃচ, ‘রৈবতী-’ (সা. উ. ১০৮৪-৬)। প্রসঙ্গত উল্লেখ

করা যেতে পারে যে, অভিপ্লবে ছ-দিনে যথাক্রমে জ্যোতিষ্টোম, গোষ্টোম, আয়ুষ্টোম, গোষ্টোম, আয়ুষ্টোম এবং জ্যোতিষ্টোমের অনুষ্ঠান হয়। অপর পক্ষে পৃষ্ঠো সব স্তোত্রেরই ছ-দিনে যথাক্রমে ত্রিবৃত্ত, পঞ্চদশ, সপ্তদশ, একবিংশ, ত্রিংশ এবং ত্রয়ত্রিংশ স্তোম প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। 'অম্বহং' শব্দের তাৎপর্যের জন্য ৭/৩/৪ সূত্রের ব্যাখ্যা প্র।

তেবাং যথাস্থানে হক্রিয়মাং যোনিঃ শংসেৎ ॥ ৫ ॥

অনু.— ঐ (সাম)গুলির যথাস্থানে (গান) না করা হলে (সেগুলির) যোনিগুলিকে পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— পৃষ্ঠাবড়হের তৃতীয় প্রভৃতি দিনে প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্রে দু-টি করে সাম গাইতে হয় বলে দু-টি করে সামের যোনি নিষ্কেবল্য শব্দের স্তোত্রীয় হয়। কিন্তু যদি এই দ্বিতীয় সামগুলিকে যথাস্থানে পৃষ্ঠস্তোত্রে না গেয়ে অন্য কোন ক্ষেত্রে গাওয়া হয় বা না হয়, তাহলে এগুলির যোনিকে নিষ্কেবল্যের যোনিস্থানে পাঠ করতে হবে। ৬ নং সূত্রের বৃত্তি থেকে মনে হচ্ছে 'তেবাং' বলতে রথস্তর প্রভৃতি ছ-টি সামকেই বুঝান হয়েছে। 'যথাস্থানে' বলায় ঐ দিনে নয়, পৃষ্ঠস্তোত্রে না করা হলে বলে বুঝতে হবে।

সর্বত্র চান্বযোনিভাবেহন্যত্রাশ্বিনাৎ ॥ ৬ ॥

অনু.— এবং আশ্বিন শব্দের (পূর্ববর্তী সন্ধিস্তোত্র) ছাড়া সর্বত্র (ঐ সাম) নিজ যোনিতে (গাওয়া) না হলে (ঐ সামগুলির) যোনিমন্ত্রকে যোনিস্থানে পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— রথস্তর প্রভৃতি ছ-টি সামের মূল উৎপত্তি যে যে মন্ত্রে সেগুলিকে বলা হয় ঐ ঐ সামের স্বযোনি। সর্বত্র অর্থাৎ কেবল পৃষ্ঠা ও অভিপ্লব বড়হে নয় এবং শুধু পৃষ্ঠস্তোত্রেরই নয়, যে-কোন যোগেই যে-কোন স্তোত্রেরই বহু প্রভৃতি ছ-টি সামকে যদি তাদের নিজ নিজ যোনিতে না গেয়ে অন্য কোন সামের যোনিতে গাওয়া হয়, তাহলেও নিষ্কেবল্য শব্দে যোনিস্থানে ঐ ঐ সামের যোনিমন্ত্রকে পাঠ করবেন। সন্ধিস্তোত্রে কিন্তু ঐ ছ-টি সামের কোন একটি সামকে তার নিজ যোনিতে গাওয়া না হলেও নিষ্কেবল্য শব্দে ঐ সামের সেই যোনিকে যোনিস্থানে পাঠ করতে হবে না। প্র. যে, যেখানেই যোনিমন্ত্র পাঠ করার কথা বলা হয়েছে সেখানেই তা নিষ্কেবল্য শব্দে যোনিস্থানে পাঠ করতে হয় বলে বুঝতে হবে।

যজ্ঞাযজ্ঞীয়স্য হক্রিয়মাণস্যাপি সানুরূপাং যোনিং ব্যাহাবং শংসেদ্ উর্ধ্বম্ ইতরস্যানুরূপাৎ ॥ ৭ ॥

অনু.— (যজ্ঞাযজ্ঞীয় সাম) গান না করা হলেও অপর সামের অনুরূপের পরে যজ্ঞাযজ্ঞীয়ের যোনিকে (নিজ) অনুরূপসমত ভিন্ন আহাবযুক্ত করে পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— ব্যাহব = বি-আহাব = ভিন্ন আহাববিশিষ্ট, আহাব দ্বারা বিচ্ছিন্ন। যদি যজ্ঞাযজ্ঞীয় সাম মোটেই গান করা না হয় অথবা নিজ যোনিতে গাওয়া না হয় তাহলে স্তোত্রে যে সামটি গাওয়া হল অথবা যে ভিন্ন যোনিতে যজ্ঞাযজ্ঞীয় সাম গাওয়া হল শব্দে তার স্তোত্রীয় ও অনুরূপ পাঠ করার পরে যজ্ঞাযজ্ঞীয় সামের নিজ যোনিকে (সা. উ. ৭০৩ ৪) তার নিজ অনুরূপসমত পাঠ করতে হবে। দুটি সামের যোনিমন্ত্র পাঠ করতে হলে অনুরূপে কিন্তু 'সকৃত্ পৃথগ্ বা' (৫/১৫/১৯) সূত্র অনুসারে বিকল্প হবে না, দুটি যোনির উল্লেখেই পৃথক্ পৃথক্ আহাব করতে হবে। আমিয়ারুক্ত শব্দের প্রসঙ্গে এই সূত্র।

হোত্রকাঃ পরিশিষ্টান্ আবাপান্ উদধৃত্য ॥ ৮ ॥

অনু.— হোত্রকেরা (বড়হের প্রাতঃসবনে) পরিশিষ্ট সংযোজনগুলিকে বাদ দিয়ে (নিম্ননির্দিষ্ট মন্ত্রগুলি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বড়হে প্রাতঃসবনে হোত্রকদের চতুর্বিংশের স্তোত্রীয়, অনুরূপ ও আরজ্ঞীরা পাঠ করতে হয়। তারপর বড়হস্তোত্রের (৭/২/২-৪, ১০ সূ. প্র.) 'পরিশিষ্ট' মন্ত্রগুলি এখানে পাঠ না করে তার পরিবর্তে তাঁরা পরবর্তী সূত্রগুলিতে উল্লিখিত মন্ত্রগুলি পাঠ করবেন। 'পরিশিষ্টান্ উদধৃত্য' বলায় বোঝা যাচ্ছে যে, 'এতেনাক্ষা সূতানি' (৭/১/৩ সূ. প্র.) সূত্র অনুসারে সর্বত্র একই জ্যোতিষ্টোমের মতো অনুষ্ঠান হওয়ার কথা থাকলেও এ-ক্ষেত্রে কিন্তু চতুর্বিংশের মতোই অনুষ্ঠান হবে। নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি পাঠ করার পর তাই আবার চতুর্বিংশের অন্য মন্ত্রগুলি পাঠ করবেন।

মিত্রং বয়ং হবামহে মিত্রং হবো পুতদক্ষময়ং বাং মিত্রাবরুণা নো মিত্রবরুণেতি তুচাঃ প্র বো মিত্রায়েতি চতুর্থাং
দ্বিতীয়ম্ উদ্বহরেৎ প্র মিত্রোর্বরুণরোর্ ইতি ষট্ কাব্যোভিরদাভ্যেতি তিস্রো মিত্রস্য চষশীধৃত ইতি চতস্রো
মৈত্র্যো যচ্চিদ্ ধি তে বিশ ইতি বারুণম্ ॥ ৯॥

অনু.— ‘মিত্রং-’ (১/২৩/৪-৬), ‘মিত্রং হবো-’ (১/২/৭-৯), ‘অয়ং-’ (২/৪১/৪-৬), ‘আ-’ (৩/৬২/১৬-১৮)
এই তুচগুলি, ‘প্র বো-’ (৫/৬৮) ইত্যাদি চারটি সূক্তের দ্বিতীয় সূক্তটি বাদ দেবেন। ‘প্র মিত্র-’ (৭/৬৬/১-৬) ইত্যাদি
ছ-টি (মন্ত্র), ‘কাব্যোভি-’ (৭/৬৬/১৭-১৯) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র), ‘মিত্রস্য-’ (৩/৫৯/৬-৯) ইত্যাদি চারটি মিত্র-
দেবতার (মন্ত্র) এবং ‘যচ্চি-’ (১/২৫) এই বরুণ-দেবতার (সূক্ত) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— এখানে মিত্র-দেবতারই মন্ত্র দেখা যাচ্ছে বেশী এবং তুলনায় বরুণ-দেবতার মন্ত্র বেশ কম (মাত্র একটি সূক্তের
একুশটি মন্ত্র)। পাঠের সময়ে মৈত্রাবরুণ ঋত্বিক্ তাই অনেকগুলি মিত্রদেবতার মন্ত্রের সঙ্গে অল্প কয়েকটি বরুণদেবতার মন্ত্র মিশিয়ে
নেবেন।

এতস্য তুচম্ আৰপেত মৈত্রাবরুণো নিত্যাদ্ অধিকং স্তোমকারণাত্ ॥ ১০॥

অনু.— স্তোম (-বৃদ্ধির) কারণে এই (মন্ত্রসমূহের মধ্য থেকে) তুচ (নিয়)ে মৈত্রাবরুণ মূল (চতুর্বিংশের মন্ত্রগুলি)
থেকে বেশী (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— নিত্য = পরিশিষ্ট মন্ত্রগুলি বাদে চতুর্বিংশের অন্যান্য যে মন্ত্রগুলি এখানে পাঠ করতে হয় অর্থাৎ স্তোত্রিয়, অনুরূপ,
আরম্ভণীয়া এবং পর্যাস। ষড়্‌হের বিভিন্ন দিনে জ্যোতিষ্টোমের বিভিন্ন সংস্থার অনুষ্ঠান হয়। জ্যোতিষ্টোমে যে স্তোত্রে যে স্তোমে
গান হয় ষড়্‌হে যদি সেই স্তোত্রে তা থেকে বেশী স্তোমে গান করা হয় তাহলে মৈত্রাবরুণ নিজ শত্রে চতুর্বিংশের স্তোত্রিয়, অনুরূপ
এবং আরম্ভণীয়া পাঠ করার পরে ৯ নং সূত্রের তালিকা থেকে প্রয়োজন অনুসারে মন্ত্র নিয়ে পাঠ করবেন। এ তালিকা থেকে
ততগুলি মন্ত্রই নেবেন যাতে স্তোত্রিয়, অনুরূপ, আরম্ভণীয়া, পর্যাস এবং এই নূতন মন্ত্রগুলির মোট সংখ্যা স্তোমের সংখ্যাকে
অতিশংসন বা অতিক্রম করে যায়। বৃত্তিকারের মতে ‘নিত্যাদ্ অধিকং’ বলায় পঞ্চদশ স্তোমের অপেক্ষায় নিম্নসংখ্যক স্তোমে
কোন অতিরিক্ত মন্ত্রের সংযোজন ছাড়াই চতুর্বিংশের এ স্তোত্রিয় প্রভৃতি নিত্য মন্ত্রগুলি দ্বারাই অতিশংসন সম্ভব হলেও সেই
স্তোমেও এবং ‘স্তোমকারণাত্’ অর্থাৎ স্তোমের সংখ্যা অতিক্রম করবার জন্য এ-কথা বলায় পরবর্তী সূত্রে উল্লেখ না থাকলেও
পঞ্চদশ স্তোমের ক্ষেত্রেও এই তালিকা থেকে একটি তুচ নিয়ে শত্রে অবশ্যই তা পাঠ করতে হবে। পরবর্তী সূত্রে সপ্তদশ প্রভৃতি
স্তোমে কতগুলি অতিরিক্ত নূতন মন্ত্র পাঠ করতে হয় তা বলা হচ্ছে। যদিও বর্তমান সূত্রে তুচ পাঠ করতে বলা হয়েছে, তবুও
পরবর্তী সূত্রে বিহিত সংখ্যাগুলি আলোচনা করলে দেখা যায় তুচ নয়, শত্রে প্রয়োজনমত মন্ত্রই সংযোজিত করতে হয়।

বৃত্তিকারও পরবর্তী সূত্রের বৃত্তিতে বলেছেন— ‘স্তোমানুগুণা ঋচ আবপ্তব্যা..... স্তোমাতিশংসনার্থম্ এতৎসংখ্যাকা ঋচ আবপ্তব্যা
ইত্যয়ম্ অর্থঃ সিন্ধো ভবতি’। ৭/৯/১ সূত্রের বৃত্তিতেও বলা হয়েছে ‘স্তোমে বর্ধমানো তদ্-অতিশংসনার্থং যাবদ্-অর্থম্ ঋচো
বক্ষ্যমাণেভ্য ঋক্‌সমুদারোভ্যো গৃহীত্বা আবপেরন্’। যদি তাই হয় তাহলে এখানে সূত্রে ‘তুচ’ বলা হয় কেন তা আমাদের কাছে
বিশেষ স্পষ্ট নয়। মনে হয় পঞ্চদশ ও তার নিম্নবর্তী স্তোমে তুচই সংযোজিত করতে হয় বলে সূত্রে ‘তুচম্’ বলা হয়েছে— ‘তেন
পঞ্চদশস্তোমেহপি তুচাবাপঃ কর্তব্যঃ’— নী.)। প্রসঙ্গত ১২ নং সূত্রের ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত বৃত্তির অংশটিও প্র.।

পঞ্চ সপ্তদশে নবৈকবিংশে দ্বাদশ চতুর্বিংশে পঞ্চদশ ত্রিণব একবিংশতিং ত্রয়স্‌ত্রিংশে দ্বাত্রিংশতং

চতুশ্চত্বারিংশে ষট্‌ত্রিংশতম্ অষ্টাচত্বারিংশে ॥ ১১॥

অনু.— সপ্তদশ (স্তোমে) পাঁচটি, একবিংশে নটি, চতুর্বিংশে বারোটি, ত্রিণবে পনেরটি, ত্রয়স্‌ত্রিংশে একুশটি,
চতুশ্চত্বারিংশে বত্রিশটি, অষ্টাচত্বারিংশে ছত্রিশটি (নূতন মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বড়হে চতুর্বিংশেব স্তোত্রিয়, অনুরূপ, আরম্ভগীয়া এবং পর্যাস মিলে মোট $৩ + ৩ + ১ + ৩ = ১০$ টি মন্ত্র। আরম্ভগীয়া এবং পর্যাসের মাঝে ৯ নং তালিকা থেকে পাঁচটি মন্ত্র পাঠ করলে মন্ত্রের মোট সংখ্যা হয় $১০ + ৫ = ১৫$ । এর মধ্যে প্রথম ও শেষ মন্ত্রের সামিধেনীর মতো তিনবার পুনরাবৃত্তি হয় বলে মন্ত্রে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯। এইভাবে সপ্তদশ স্তোত্রের সংখ্যাকে অতিক্রম করা হয়ে থাকে। অন্যান্য স্তোত্রের ক্ষেত্রেও এই রীতিতে অতিশংসন করা হয়। ‘এক্সা দ্বাভ্যাং বা-’ (৭/১২/৪ সূ. দ্র.) সূত্র থেকেই কতগুলি নূতন মন্ত্র সংযোজিত করে স্তোত্রের সংখ্যাকে অতিক্রম করতে হয় তা বোঝা গেলেও এখানে আবার সংখ্যা নির্দেশ করার তাৎপর্য হল এই যে, স্তোত্রের সংখ্যাকে অতিক্রম করার সময়ে ‘নাত্যক’ (৭/২/১৭-১৯ সূ. দ্র.) নামে তৃত্বগুলিকে হিসাবের মধ্যে ধরতে নেই। স্তোত্রের সংখ্যাকে এইভাবে অতিক্রম করাকে বলা হয় ‘স্তোমতিশংসন’।

একাদ্বীয়াসীর্ বা ॥ ১২ ॥

অনু.— অথবা একটি করে কম (মন্ত্র সংযোজিত করবেন)।

ব্যাখ্যা— সপ্তদশ, একবিংশ, চতুর্বিংশ, ত্রিশ, ত্রয়ত্রিংশ, চতুশ্চত্রিংশ, অষ্টাচত্রিংশ স্তোমে বিকল্পে যথাক্রমে চারটি, আটটি, এগারটি, চৌদ্দটি, কুড়িটি, একত্রিশটি এবং পঁয়ত্রিশটি মন্ত্র সংযোজিত করবেন। বৃত্তিকার এখানে বলেছেন সূত্রে ‘নিত্যাদ্ অধিকং’ বলা থাকায় সপ্তদশের অপেক্ষায় কম স্তোমে একটি তৃত্ব অবশ্যই সংযোজিত করতে হবে— ‘সপ্তদশাত্ প্রাক্তনেবু স্তোমেবু নিত্যাদ্ অধিকম্ ইতি বচনাত্ তৃত্ব এব নিত্যম্ আবপ্তব্যঃ’।

একাহেৎবেকদ্বীয়াসীর্ বা ॥ ১৩ ॥

অনু.— অথবা (বড়হের) একাহগুলিতে একটি করে বেশী (মন্ত্র সংযোজিত করবেন)।

ব্যাখ্যা— যদি বড়হের কোন একটি মিন অন্য কোন একাহ-মাগে অতিদেশ করা হয় অর্থাৎ বিচ্ছিন্নরূপে অনুষ্ঠিত, হয় তাহলে সেই একাহে সপ্তদশ প্রভৃতি স্তোমে বিকল্পে যথাক্রমে ছয়, দশ, তের, বোল, বাইশ, তেত্রিশ, সঁইত্রিশটি মন্ত্র সংযোজিত করবেন। ‘কৈবসেব্যঃ হানে প্রথমং পৃষ্ঠাঃ’ (৯/২/৫ সূ. দ্র.) ইত্যাদি হল এই সূত্রের উদাহরণস্বরূপ।

নারম্ভগীয়া ন পর্যাসা অস্ত্যা ঐকাহিকাস্ তুচাঃ পর্যাসহানেবু ॥ ১৪ ॥

অনু.— (বড়হের একাহরূপে প্রয়োগে) আরম্ভগীয়া নেই, পর্যাস(ও) নেই; পর্যাসগুলির হানে একাহযোগের শেষ তুচটি (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বড়হের কোন একটি মিনকে যদি বিচ্ছিন্ন করে অন্য একাহযোগে প্রয়োগ করা হয় তাহলে সেখানে আরম্ভগীয়া এবং পর্যাস পাঠ করতে হবে না। পর্যাসের হানে পাঠ করবেন ঐ মিন যে সংহার অনুষ্ঠান হচ্ছে সেই মূল জ্যোতিষ্মান-সংহার সংরীত শব্দের অন্তিম তুচটি। ৭/১/১১-১৫ সূত্রে যে ভারমানরূপগুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলি অহর্গণেরই বৈশিষ্ট্য, অহর্গণেই প্রযোজ্য। একাহের ক্ষেত্রে সেগুলি প্রযোজ্য নয় বলেই এই সূত্রের অবতারণা।

ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনঃ সূত্রপক্ভূমুতর ইতি বই সূক্তানি ॥ ১৫ ॥

অনু.— ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর (সংযোজনযোগ্য মন্ত্রগুলি হল) ‘সূত্রপ-’ (১/৪-৯) ইত্যাদি ছ-টি সূক্ত।

ব্যাখ্যা— বড়হের প্রত্যেসবনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসী স্তোমতিশংসনের জন্য পরিশিষ্টের হানে এই ছ-টি সূক্ত থেকে কতগুলি মন্ত্রের প্রয়োজন ততগুলি মন্ত্র নিয়ে পাঠ করবেন, সম্পূর্ণ ছটি সূক্তই পাঠ করতে হবে না। সূত্র ‘সূক্তানি’ না বলে উক্ত ঐকীকটিতে পাসের অপেক্ষার কম অংশ উল্লেখ করলেই চলত, তবুও সমগ্র খ্যানে উল্লেখ করে সূত্রকার কেবলো চাইছেন যে, সমগ্র ছটি সূক্ত নয়, কতগুলি থাকের প্রয়োজন (‘বাবতীভির্ ঋগিঃ প্রয়োজনং’-না.) ততগুলি কই সংযোজন করতে হবে। ‘বই সূক্তানি’ বলার তৃতীয় সূক্তটিতে মন্ত্রের উল্লেখ থাকলেও সেই মন্ত্রগুলি বাদ নিতে হবে না; ঐ মন্ত্রগুলিও ইন্দ্র-সেবতারই মন্ত্র, মন্ত্র সেখানে নিষাভ্যাক্ অর্থাৎ পৌন। ঐ মন্ত্রগুলি সংযোজন করতে তাই কোন বাধা নেই।

আবাণ উক্তো মৈত্রাবরুণেন ॥ ১৬॥

অনু.— মৈত্রাবরুণ দ্বারা সংযোজন বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— স্তোমবৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্তোমোতিশংসনের জন্য মৈত্রাবরুণ যেভাবে অতিরিক্ত নূতন মন্ত্র সংযোজিত করেন (১১-১৩ সূ.) ব্রাহ্মণাচ্ছসীও সেইভাবেই এই দুটি সূক্ত থেকে অতিরিক্ত মন্ত্র নিয়ে নিজ শত্রে সংযোজিত করবেন। ‘মৈত্রাবরুণেন’ বলার অভিপ্রায় এই যে, মৈত্রাবরুণ যেমন নিজ শত্রে উদ্ভিষ্ট মিত্র-বরুণ দেবতারই মন্ত্র সংযোজিত করেন, ব্রাহ্মণাচ্ছসীও তেমন নিজ ইন্দ্র-দেবতার মন্ত্রই পাঠ করবেন। আগের সূত্রে উল্লিখিত মন্ত্রগুলির দেবতা তাই মরুত নয়, ইন্দ্রই।

ইহেহ্রোয়ী ইহ্রোয়ী আ গত্য তা হুবে য়োরিনম্ ইতি নবেরং বামস্য মগ্নন ইত্যেকাদশ

বজস্য বি হু ইত্যচ্ছাবাক্য ॥ ১৭॥

অনু.— অচ্ছাবাকের (সংযোজনযোগ্য মন্ত্রগুলি হচ্ছে) ‘ইহে-’ (১/২১), ‘ইহ্রো-’ (৩/১২), ‘তা-’ (৬/৬০/৪-১২) ইত্যাদি ন-টি (মন্ত্র), ‘ইয়ং-’ (৭/৯৪/১-১১) ইত্যাদি এগারটি (মন্ত্র), ‘বজস্য-’ (৮/৩৮)।

ব্যাখ্যা— অচ্ছাবাকও মৈত্রাবরুণের মতোই স্তোমোতিশংসনের জন্য এই মন্ত্রগুলিকে প্রয়োজনমত নিজ শত্রে সংযোজিত করবেন।

আ যাব্বিহ্রোহবস ইতি মরুত্বতীয়ম্ আ ন ইহ্র ইতি নিহ্নেবল্যং প্রথমস্যাতিগ্নবিকস্য ॥ ১৮॥

অনু.— (মাধ্যগ্নিন সবনে) প্রথম অভিন্নবের মরুত্বতীয় (সূক্ত) ‘আ যাব্বি-’ (৪/২১), নিহ্নেবল্য (সূক্ত) ‘আ ন-’ (৪/২০)।

ব্যাখ্যা— অভিন্নববড়হের প্রথম দিনে মরুত্বতীয় এবং নিহ্নেবল্য শত্রে যথাক্রমে এই দুটি সূক্ত পাঠ করতে হয়। শ্রা. মতে উক্ত সূক্ত-দুটি পৃষ্ঠাবড়হে পাঠ করতে হয়— ১০/২/৪, ৫।

মধ্যগ্নিন ইত্যুক্ত এতে শত্রে প্রতীরাফ্ ॥ ১৯॥

অনু.— মধ্যগ্নিন এই (কথা) বলা হলে এই দু-টি শত্রে বুববেন।

ব্যাখ্যা— মধ্যগ্নিন = মরুত্বতীয় এবং নিহ্নেবল্য শত্রে।

অহীনসূক্তহান এবা দ্বামিত্র য় ন ইহ্রঃ কথা মহামিত্রঃ পূর্তিন্ য এক ইন্ বত্তিগ্নশ্চ ইমাম্

বিহ্রতি দ্বা শাসন্ বহিন্ ইতি সম্পাতঃ ॥ ২০॥

অনু.— (যোত্রকদের মাধ্যগ্নিন সবনে) অহীনসূক্তের হানে ‘এবা-’ (৪/১৯), ‘য়ন্-’ (৪/২২), ‘কথা-’ (৪/২৩), ‘ইহ্রঃ-’ (৩/৩৪), ‘য এক-’ (৬/২২), ‘বত্তিগ্ন-’ (৭/১৯), ‘ইমা-’ (৩/৩৬), ‘বিহ্রতি-’ (৩/৩০), ‘শাসন্-’ (৩/৩১) এই সম্পাত (নামে সূক্তগুলি পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূত্র অনুসারে প্রথম তিনটি মৈত্রাবরুণের, পরের তিনটি ব্রাহ্মণাচ্ছসীর এবং শেষ তিনটি অচ্ছাবাকের পাঠ ‘সম্পাতসূক্ত’। প্রত্যেকের তার পাঠ সূক্তগুলির মধ্যে প্রথম সূক্তটি প্রথম ও চতুর্থ দিনে, দ্বিতীয় সূক্তটি দ্বিতীয় ও পঞ্চম দিনে এবং তৃতীয় সূক্তটি তৃতীয় ও ষষ্ঠ দিনে পাঠ করবেন। ‘অহীনসূক্তহানে’ বলার বোঝা আছে যে, মূলত চতুর্বিংশের মতোই শত্রুপাঠ হয়ে থাকে। ঐ. শ্রা. ২৯/২ অবশ্যে এই সূক্তগুলির উল্লেখ আছে।

একেকস্য ত্রাস ত্রাস ॥ ২১॥

অনু.— এক এক (জনের) তিনটি তিনটি (করে সম্পাতসূক্ত)।

উক্তা মরুত্বতীয়ৈঃ ॥ ২২ ॥

অনু.— মরুত্বতীয়গুণি দ্বারা বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— পৃষ্ঠা এবং অভিন্নব বড়হে যেমন প্রথম তিন দিন একটি করে মরুত্বতীয় প্রগাথ পাঠ করে পরের তিন দিন আবার যথাক্রমে ঐ তিনটি প্রগাথই পাঠ করতে হয় (৭/৩/৪, ৬ সূ. দ্র.), এখানেও তেমন প্রত্যেকে নিজ নিজ তিনটি সম্পাতসূক্তকে শেষ তিন দিনে আবার যথাক্রমে পাঠ করবেন।

যুঞ্জতে মন ইহেহ ব ইতি চতস্রো দেবান্ হব ইতি বৈশ্বদেবম্ ॥ ২৩ ॥

অনু.— বৈশ্বদেব (শত্রু হচ্ছে) 'যুঞ্জতে-' (৫/৮১), 'ইহে-' (৩/৬০/১-৪) ইত্যাদি চারটি (মন্ত্র), 'দেবান্-' (১০/৬৬)।

ব্যাখ্যা— এই সূক্তগুলি যথাক্রমে সাবিত্র, আর্ভব এবং বৈশ্বদেব নিবিদ্বান সূক্ত। আজ্যশত্রু, প্রউগশত্রু, দ্যাবাপৃথিবীয় নিবিদ্বান এবং আগ্নিমারুত শত্রু জ্যোতিষ্টোমের মতোই। অন্যগুলি এতক্ষণ যা বলা হল তা-ই।

ষষ্ঠ কণ্ডিকা (৭/৬)

[অভিন্নববড়হ— দ্বিতীয় দিন]

দ্বিতীয়স্য চতুর্বিংশেনাজ্যম্ ॥ ১ ॥

অনু.— (অভিন্নববড়হের) দ্বিতীয় (দিনের) আজ্য (শত্রু) চতুর্বিংশ দ্বারা (বলা হয়েছে)।

ব্যাখ্যা— অভিন্নববড়হে দ্বিতীয় দিনের আজ্যশত্রু চতুর্বিংশের মতোই শা. মতে আজ্যশত্রু ঋ. ১/১২ অথবা ৬/২— শা. ১০/৩/২, ৩ দ্র.।

বায়ো যে তে সহস্রিণ ইতি বে তীত্রাঃ সোমাস আ গহীত্যেকোভা দেবা দিবিস্পৃশেতি বে শুক্রস্যাধ্য
গবাশির ইত্যেকায়ং বাং মিত্রাবরুণেতি পঞ্চ তৃচাঃ ॥ ২ ॥

অনু.— (প্রউগ শত্রু) 'বায়ো-' (২/৪১/১, ২) ইত্যাদি দু-টি (মন্ত্র), 'তীত্রাঃ-' (১/২৩/১) এই একটি (মন্ত্র); 'উভা-' (১/২৩/২, ৩) এই দু-টি (মন্ত্র), 'শুক্রস্যা-' (২/৪১/৩) এই একটি (মন্ত্র); 'অয়ং-' (২/৪১/৪-১৮) ইত্যাদি পাঁচটি তৃচ।

ব্যাখ্যা— মোট সাতটি তৃচ এখানে বিহিত হয়েছে।

গার্ভসমদং প্রউগম্ ইত্যেতদ্ আচকতে ॥ ৩ ॥

অনু.— এ-টিকে (যাজ্ঞিকেরা) বলেন 'গার্ভসমদ প্রউগ'।

ব্যাখ্যা— শত্ৰুটিতে গৃহসমদ ঋষির মন্ত্রই বেশী বলে এই নাম।

বিশ্বানরস্য বস্পতিমিত্র ইচ্ সোমপা এক ইতি মরুত্বতীয়স্য প্রতিপদ-অনুচরৌ ॥ ৪ ॥

অনু.— মরুত্বতীয় (শত্রুর) প্রতিপদ এবং অনুচর (যথাক্রমে) 'বিশ্বা-' (৮/৬৮/৪-৬), 'ইন্দ্র-' (৮/২/৪-৬)।

ইন্দ্র সোমং যা ত উত্তিরবমা ॥ ৫ ॥ [৪]

অনু.— (মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য শব্দ হচ্ছে যথাক্রমে) 'ইন্দ্র-' (৩/৩২), 'যা-' (৬/২৫)।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূ. দ্র.। শা. মতে অভিপ্লবে এই দুই শব্দে যথাক্রমে ৬/২১ এবং ৬/২৩ সূক্ত পাঠ্য— ১১/৫/১, ২।

ইতি মধ্যদিনঃ ॥ ৬ ॥ [৪]

অনু.— এই (হল) মরুত্বতীয় ও নিষ্কেবল্য (শব্দ)।

নিষ্কেবল্যসোত্তমে বিপরীতে ॥ ৭ ॥ [৪]

অনু.— নিষ্কেবল্যের শেষ দুটি (মন্ত্র) বিপরীত (হবে)।

ব্যাখ্যা— নিষ্কেবল্য শব্দে 'যা-' (৫ নং সূ. দ্র.) এই সূক্তের শেষ মন্ত্রটি আগে এবং শেষের আগের মন্ত্রটি শেষে পড়তে হবে।

ভারদ্বাজো হোতা চেত্ প্রকৃত্যা ॥ ৮ ॥ [৫]

অনু.— হোতা যদি ভারদ্বাজ-গোত্রের (হন, তাহলে) স্বাভাবিকভাবে (ঐ মন্ত্রদুটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— হোতার গোত্র ভারদ্বাজ হলে তিনি ঐ দু-টি মন্ত্রকে সংহিতার ক্রম অনুযায়ী পাঠ করবেন, ক্রমের কোন পরিবর্তন ঘটাবেন না। 'হোতা' বলায় হোতারই গোত্র ভারদ্বাজ হলে এই নিয়ম, হোতার প্রতিনিধির অন্য গোত্র হলে কিছু আসে-যায় না। বৃদ্ধির অনুগামী আমাদের এই ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, যজ্ঞে এক ব্যক্তিকের প্রতিনিধি হয়ে সময়বিশেষে অপরেও কাজ করতে পারেন।

চাতুর্বিংশিকং তৃতীয়সবনম্ ॥ ৯ ॥ [৬]

অনু.— তৃতীয়সবন (হবে) চতুর্বিংশের মতো।

বিশ্বো দেবস্য নেতুর্ ইত্যেকা তত্ সবিতুর্বরৈণ্যম্ ইতি ধ্ব আ বিশ্বদেবং সত্পতিম্ ইতি তু

বৈশ্বদেবস্য প্রতিপদ-অনুচরৌ ॥ ১০ ॥ [৬]

অনু.— কিন্তু 'বিশ্বো-' (৫/৫০/১) এই একটি, 'তত্-' (৩/৬২/১০, ১১) ইত্যাদি দু-টি (মন্ত্র), 'আ-' (৫/৮২/৭-৯) বৈশ্বদেব (শব্দের) প্রতিপদ ও অনুচর।

ব্যাখ্যা— প্রথম তিনটি মন্ত্র প্রতিপদ, পরের তিনটি অনুচর। 'তু' শব্দে বৈশিষ্ট্যই সূচিত হচ্ছে। তৃতীয়সবনে চতুর্বিংশের অপেক্ষায় এইটুকুই বা বৈশিষ্ট্য, অন্যান্য অংশে চতুর্বিংশের মতোই।

আজ্যপ্রউগে প্রতিপদ-অনুচরাণ্ চোভম্মোর্ যুগ্মেষেবম্ অভিপ্লবে ॥ ১১ ॥ [৭]

অনু.— অভিপ্লব (যড়হে) যুগ্ম (দিন)গুলিতে আজ্য ও প্রউগ (শব্দ) এবং (মরুত্বতীয় ও বৈশ্বদেব এই) দুই (শব্দের) প্রতিপদ ও অনুচর এইরকম।

ব্যাখ্যা— অভিপ্লব বড়হের কেবল দ্বিতীয় দিনেই নয়, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ দিনে সম্পূর্ণ আজ্যশব্দ ও প্রউগশব্দ এবং মরুত্বতীয় ও বৈশ্বদেব এই দুই শব্দের প্রতিপদ ও অনুচর এখানে যেমন বলা হল তেমনই হবে। 'অভিপ্লবে' না বলালে 'উভয়োঃ' পদটি থাকায় অর্থ হত— অভিপ্লব ও পৃষ্ঠা এই দুই বড়হে। তাই প্রকরণটি অভিপ্লবের হওয়া সত্ত্বেও সূত্রে আবার 'অভিপ্লবে' বলা হয়েছে 'উভয়োঃ' পদটি যে মরুত্বতীয় ও বৈশ্বদেব এই দুই শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত তা বোঝাবার জন্যই।

সপ্তম কৃত্তিকা (৭/৭)

[অভিপ্রবষড়হ— তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিন; অভিপ্রবের বিভিন্ন দিনে অনুষ্ঠেয় সংস্থা]

তৃতীয়স্য ত্র্যৰ্থমা যো জাত এবৈতি মধ্যম্নিনঃ ॥ ১ ॥

অনু.— তৃতীয় (দিনের) মরুত্বতীয় ও নিষ্কেবল্য শব্দ (যথাক্রমে) ‘ত্র্যৰ্থমা-’ (৫/২৯), ‘যো-’ (২/১২)।

ব্যাখ্যা— অভিপ্রব ও পৃষ্ঠা দুই বড়হেই তৃতীয় দিনে প্রাতঃসবনের আজ্ঞা ও প্রউগ শব্দ জ্যোতিষ্টোমের মতোই। প্রাতঃসবন ও মাধ্যম্নিন সবন এই দুই সবনেই হোত্রকদের শব্দ আগে যেমন বলা হয়েছে তেমনই। ‘যো-’ সূক্তটির উল্লেখ ঐ. ব্রা. ২১/২ অংশেও পাওয়া যায়। ‘ত্র্যৰ্থমা-’ মন্ত্রের উল্লেখ রয়েছে ২১/১ অংশে।

তদ্ দেবস্য ঘৃতেন দ্যাৰাপৃথিবী ইতি তিস্রোহনশ্চো জাতঃ পরাবতো য ইতি বৈশ্বদেবম্ ॥ ২ ॥

অনু.— বৈশ্বদেব (শব্দ) ‘তদ্-’ (৪/৫৩), ‘ঘৃতেন-’ (৬/৭০/৪-৬) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র), ‘অন-’ (৪/৩৬), ‘পরা-’ (১০/৬৩)।

ব্যাখ্যা— প্রথমটি সাবিত্র নিবিদ্বান, দ্বিতীয়টি দ্যাৰাপৃথিবীর নিবিদ্বান, তৃতীয়টি আৰ্ভব নিবিদ্বান এবং চতুর্থটি বৈশ্বদেব নিবিদ্বান। ঐ. ব্রা. ২১/২ অংশেও এই মন্ত্রগুলির উল্লেখ রয়েছে।

বৈশ্বানরায় ধিবণাং ধারাবরা মরুতব্রুময়ে প্রথমো অগ্নিরা ইত্যগ্নিমারুতম্ ॥ ৩ ॥ [২]

অনু.— আগ্নিমারুত (শব্দ) ‘বৈশ্বা-’ (৩/২), ‘ধারা-’ (২/৩৪), ‘ব্রুম-’ (১/৩১)।

ব্যাখ্যা— প্রথমটি বৈশ্বানর নিবিদ্বান, দ্বিতীয়টি মারুত নিবিদ্বান, এবং তৃতীয়টি জাতবেদস্য নিবিদ্বান সূক্ত। ঐ. ব্রা. ২১/২ অংশেও এই মন্ত্রগুলি বিহিত হয়েছে।

চতুর্থস্যোমো জজ্ঞ ইতি নিষ্কেবল্যম্ ॥ ৪ ॥ [২]

অনু.— চতুর্থ (দিনের) নিষ্কেবল্য (শব্দ) ‘উমো-’ (৭/২০)।

ব্যাখ্যা— মরুত্বতীয় শব্দ হবে এই দিন জ্যোতিষ্টোমের মতোই।

হুয়াম্যগ্নিমস্য মে দ্যাৰাপৃথিবী ইতি তিস্রস্ ততং মে অপ ইতি বৈশ্বদেবম্ ॥ ৫ ॥ [৩]

অনু.— বৈশ্বদেব (শব্দ) ‘হুয়া-’ (১/৩৫), ‘অস্য-’ (২/৩২/১-৩) ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র, ‘ততং-’ (১/১১০)।

ব্যাখ্যা— এগুলি যথাক্রমে সাবিত্র, দ্যাৰাপৃথিবীর এবং আৰ্ভব নিবিদ্বান। বৈশ্বদেব নিবিদ্বান হবে জ্যোতিষ্টোমের মতোই।

বৈশ্বানরং মনসেতি তিস্রঃ প্র য়ে শুভ্রস্তে জনস্য গোপা ইত্যগ্নিমারুতম্ ॥ ৬ ॥ [৪]

অনু.— আগ্নিমারুত (শব্দ) ‘বৈশ্বা-’ (৩/২৬/১-৩) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র), ‘প্র-’ (১/৮৫), ‘জনস্য-’ (৫/১১)।

ব্যাখ্যা— এগুলি যথাক্রমে বৈশ্বানর, মারুত এবং জাতবেদস্য নিবিদ্বান। সমগ্র আজ্যশব্দ, প্রউগশব্দ এবং মরুত্বতীয় ও বৈশ্বদেব এই দুই শব্দের প্রতিপদ ও অনুচর দ্বিতীয় দিনের মতোই।

পঞ্চমস্য কয়া শুভা যজ্ঞিগ্নশ্চ ইতি মধ্যম্নিনঃ ॥ ৭ ॥ [৫]

অনু.— পঞ্চম (দিনের) মরুত্বতীয় ও নিষ্কেবল্য শব্দ (যথাক্রমে) ‘কয়া-’ (১/১৬৫), ‘যজ্ঞি-’ (৭/১৯)।

ব্যাখ্যা— আজ্য ও প্রউগ শব্দ জ্যোতিষ্টোমের মতোই।

করাশুভীয়স্য তু নবম্যন্তমান্যত্রাপি যত্র নিবিদ্বানং স্যাৎ ॥ ৮ ॥ [৬]

অনু.— ‘করা শুভা-’ (১/১৬৫) (সূক্তের) নবম (মন্ত্রটি হবে) শেষ (মন্ত্র)। অন্যত্রও যেখানে ঐ (সূক্তটি) নিবিদ্বান হবে (সেখানে নবম মন্ত্রটিই হবে শেষ মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— ‘নিবিদ্বানম্’ বলায় নিবিদ্বানীয় সূক্ত বহু থাকলেও যদি প্রকৃতই এই সূক্তে নিবিদ্ব বসান হয় তবেই নবম মন্ত্রটি হবে শেষ মন্ত্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ৬/৬/১৪ এবং ৭/৩/৩ সূত্রে এই ‘করা-’ সূক্তটি নিবিদ্বানরূপে বিহিত হয়েছে। যেখানেই এই সূক্তে নিবিদ্ব বসান হয় সেখানেই নবম মন্ত্রটিই হবে শেষ মন্ত্র। ৭/৬/৭; ৮/৫/৮ ইত্যাদি সূত্রে ‘অন্যত্রাপি’ শব্দ না থাকায় সেই সেই বিধিগুলি ঐ ঐ স্থলেই প্রযুক্ত হবে, অন্য স্থলে হবে না।

যৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়েন্ম ঋভুভির্বাজবদ্ভিন্ন ইতি তৃচৌ কদু শ্রিয়ানেতি বৈশ্বদেবম্ ॥ ৯ ॥ [৭]

অনু.— বৈশ্বদেব (শত্রু) ‘যৃত-’ (৬/৭০/১-৩), ‘ইয়-’ (৩/৬০/৫-৭) এই দুটি তৃচ, ‘কদু-’ (৫/৪৮)।

ব্যাখ্যা— এগুলি যথাক্রমে দ্যাবাপৃথিবীয়, আর্ভব এবং বৈশ্বদেব নিবিদ্বান। সাবিত্র নিবিদ্বানীয় জ্যোতিষ্টোমের মতোই।

পৃক্ষস্য বৃক্ষো বৃক্ষে শর্ধায় নু চিত্ সহোজা ইত্যগ্নিমারুতম্ ॥ ১০ ॥ [৮]

অনু.— আগ্নিমারুত (শত্রু) ‘পৃক্ষস্য-’ (৬/৮), ‘বৃক্ষে-’ (১/৬৪), ‘নু-’ (১/৫৮)।

ব্যাখ্যা— এগুলি যথাক্রমে বৈশ্বানর, মারুত এবং জাতবেদস্য নিবিদ্বান।

যষ্ঠস্য সাবিত্রার্ভবে তৃতীয়েন বৈশ্বানরীয়ঞ্চ চ ॥ ১১ ॥ [৮]

অনু.— যষ্ঠ (দিনের) সাবিত্র ও আর্ভব (নিবিদ্বান) এবং বৈশ্বানরীয় (নিবিদ্বান) তৃতীয় (দিনের দ্বারাই বলা হয়ে গেছে)।

ব্যাখ্যা— ২ নং এবং ৩ নং সূ. দ্র।

কতরা পূর্বোষাসানন্তেতি বৈশ্বদেবম্ ॥ ১২ ॥ [৮]

অনু.— বৈশ্বদেব (শত্রু) ‘কতরা-’ (১/১৮৫), ‘উবা-’ (১০/৩৬)।

ব্যাখ্যা— প্রথমটি দ্যাবাপৃথিবীয় নিবিদ্বান এবং দ্বিতীয়টি বৈশ্বদেব নিবিদ্বান।

প্রযজ্যব ইমং স্তোমম্ ইত্যগ্নিমারুতম্ ॥ ১৩ ॥ [৮]

অনু.— আগ্নিমারুত (শত্রু) ‘প্র-’ (৫/৫৫), ‘ইমং-’ (১/৯৪)।

ব্যাখ্যা— প্রথমটি মারুত নিবিদ্বান এবং দ্বিতীয়টি জাতবেদস্য নিবিদ্বান সূক্ত। সমগ্র আজ্যশস্ত্র ও প্রউগশস্ত্র এবং মরুত্বতীয় ও বৈশ্বদেব এই দুই শস্ত্রের প্রতিপদ ও অনুচর দ্বিতীয় দিনের মতোই (৭/৬/১-৪, ১০ সূ. দ্র.)। অন্যান্য অংশে অগ্নিস্তোমেরই মতো। ব্রাহ্মণম্পত্য ও মরুত্বতীয়ের প্রগাথের বৈশিষ্ট্যের কথা আগেই বলা হয়েছে (৭/৩/৫, ৬ সূ. দ্র.)।

ইত্যভিগ্নবঃ ষড়হঃ ॥ ১৪ ॥ [৯]

অনু.— এই হল অভিগ্নবষড়হঃ।

ব্যাখ্যা— কেবল ‘ষড়হঃ’ বললে কিন্তু দুই ষড়হকেই বুঝতে হবে। শা. মতে অভিগ্নবের অনুষ্ঠান হয় পৃষ্ঠাবড়হের অনুষ্ঠানে।

তস্যামিষ্টোমাব্ অভিত উক্খ্যা মধ্যে ॥ ১৫ ॥ [১০]

অনু.— ঐ অভিপ্লবের দু-পাশে অগ্নিষ্টোম, মাঝে উক্খ্যা।

ব্যাখ্যা— অভিপ্লবের প্রথম ও শেষ দিন অগ্নিষ্টোমের এবং মাঝের দিনগুলিতে উক্খ্যের অনুষ্ঠান হয়।

উক্খ্যেযু স্তোত্রিয়ানুরূপাঃ ॥ ১৬ ॥ [১১]

অনু.— উক্খ্যাগুলিতে (তৃতীয়সবনে হোত্রকদের) স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ (হবে নিম্ননির্দিষ্ট মন্ত্রগুলি)।

ব্যাখ্যা— ‘তেষু’ না বলে ‘উক্খ্যেযু’ বলায় শুধু অভিপ্লবে নয়, সত্রে যে-দিনই উক্খ্যের অনুষ্ঠান হবে সে-দিনই এই পরবর্তী খণ্ডে মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হবে।

মৈত্রাবরূপস্য ॥ ১৭ ॥ [১২]

অনু.— মৈত্রাবরূপের (স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— মৈত্রাবরূপকে তৃতীয়সবনের উক্খ্যাশব্দে যে স্তোত্রিয় ও অনুরূপ পাঠ করতে হয় সেগুলি হল পরবর্তী সূত্রে যেমন বলা হচ্ছে তেমন। সূত্রটি পরবর্তী খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হতে পারত।

অষ্টম কণ্ডিকা (৭/৮)

[বড়হের উক্খ্যে তৃতীয়সবনে হোত্রকদের স্তোত্রিয় ও অনুরূপ]

এহ্যু যু ব্রবানি ত আয়িরগামি ভারতঃ প্র বো বাজা অভিন্যবোহন্তি প্রয়াসি বাহসা প্র মর্হিত্যায় গায়ত প্র সো
অগ্নে তবোতিভিরগ্নিঃ বো বৃহস্রমগ্নে যঃ যজ্ঞমধ্বরং যজিষ্ঠং ত্বা ববুমহে যঃ সমিধা য আহুত্যা তে অগ্ন
ইধীমহ্যন্তে সূচস্র সর্পিষ ইতি ত্বে একা চাগ্নিঃ তং মন্যে যো বসুরা তে বহুসো মনো যমদায়ে স্বুরং
রয়িঃ ভর প্রেষ্ঠং বো অতিথিঃ প্রেষ্ঠং যবিষ্ঠ ভারত ভদ্রো নো অয়িরাহতো যদী
স্বতেভিরাহত আ যা বে অগ্নিমিক্ত ইমা অতি প্র শোনুম ইতি ॥ ১ ॥

অনু.— ‘এহ্যু-’ (৬/১৬/১৬-১৮), ‘আয়ি-’ (৬/১৬/১৯-২১); ‘প্র-’ (৩/২৭/১-৩), ‘অতি-’ (৩/১১/৭-৯);
‘প্র-’ (৮/১০৩/৮, ৯), ‘প্র সো-’ (৮/১৯/৩০, ৩১); ‘অগ্নিঃ-’ (৮/১০২/৭-৯), ‘অগ্নে-’ (১/১/৪-৬); ‘যজি-’
(৮/১৯/৩, ৪), ‘যঃ-’ (৮/১৯/৫, ৬); ‘আ-’ (৫/৬/৪, ৫) ইত্যাদি দুটি এবং ‘উভে-’ (৫/৬/৯) এই একটি (মন্ত্র),
‘অগ্নিঃ-’ (৫/৬/১-৩); ‘আ-’ (৮/১১/৭-৯), ‘আগ্নে-’ (১০/১৫৬/৩-৫); ‘প্রেষ্ঠং-’ (৮/৮৪/১-৩), ‘স্বেষ্ঠং-’
(২/৭/১-৩); ‘ভদ্রো-’ (৮/১৯/১৯, ২০), ‘যদী-’ (৮/১৯/২৩, ২৪); ‘আ-’ (৮/৪৫/১-৩), ‘ইমা-’ (৮/৬/৭-৯)।

ব্যাখ্যা— এই তালিকা থেকে মৈত্রাবরূপ যে-কোন একটি স্তোত্রিয় এবং তার সংশ্লিষ্ট অনুরূপ নিয়ে পাঠ করবেন। এই
প্রতীকগুলির মধ্যে যে-দিন যে প্রতীকে গান হবে সেই দিন সেই প্রতীকটি হবে শব্দের স্তোত্রিয় এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতীকটি
হবে অনুরূপ। পরের দু-টি সূত্রের ক্ষেত্রেও তা-ই। এই সূত্রে মোট দশ জোড়া স্তোত্রিয়-অনুরূপ আছে। এর মধ্যে বর্ত জুটিতে
স্তোত্রিয় তুচাট তিনটি বিচ্ছিন্ন মন্ত্রকে একত্রিত করে নিয়ে পাঠ করতে হবে।

অথ ব্রাহ্মণাচ্ছসিনোহ্রাতৃব্যো অনা ত্বং মা তে অমাজুরো যঐধবা হ্যসি বীরযুরেবা হ্যস্য সুনতা তং তে মদং
গৃধীমসি তত্বতি থ গায়ত বয়মু ত্বামপূৰ্ব্য যো ন ইদমিদং পুরেন্দ্রায় সাম গায়ত সখায় আ শিবামহি য
এক ইদং বিদমতে য ইন্দ্র সোমপাতম এন্দ্র নো গথ্যেদু মম্বো মসিত্তরমেতো বিজ্ঞং স্তবাম সখায়
স্ত্বহীন্দ্রং ব্যম্ববদ্বং ন ইন্দ্রো ভর বয়মু ত্বামপূৰ্ব্য যো ন ইদমিদং পুরা যাহীম ইন্দ্রব ইতি
সমাহার্যোহনুরূপোহ্রাতৃব্যো অনা ত্বং মা তে অমাজুরো যথেন্তি ॥ ২॥

অনু.— এরপর ব্রাহ্মণাচ্ছসীর (পাঠ্য স্তোত্রিয় ও অনুরূপ হল) ‘অভা-’ (৮/২১/১৩, ১৪), ‘মা-’ (৮/২১/১৫, ১৬); ‘এবা-’ (৮/৯২/২৮-৩০), ‘এবা-’ (১/৮/৮-১০); ‘তং-’ (৮/১৫/৪-৬), ‘তম্ব-’ (৮/১৫/১-৩); ‘বয়-’ (৮/২১/১, ২), ‘যো-’ (৮/২১/৯, ১০); ‘ইন্দ্রা-’ (৮/৯৮/১-৩), ‘সখা-’ (৮/২৪/১-৩); ‘য এক’ (১/৮৪/৭-৯), ‘য ইন্দ্র’ (৮/১২/১-৩); ‘এন্দ্র-’ (৮/৯৮/৪-৬), ‘এদু-’ (৮/২৪/১৬-১৮); ‘এতো-’ (৮/২৪/১৯-২১), ‘স্ত্বহীন্দ্রং-’ (৮/২৪/২২-২৪); ‘ত্বং-’ (৮/৯৮/১০-১২) (স্তোত্রিয় এবং) ‘বয়মু-’ (৮/২১/১), ‘যো-’ (৮/২১/৯), ‘আ-’ (৮/২১/৩) এই (তিনটি মন্ত্র) সমাহরণযোগ্য অনুরূপ (হবে); ‘অভা-’ (৮/২১/১৩, ১৪), ‘মা-’ (৮/২১/১৫, ১৬)।

ব্যাখ্যা— লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, প্রথম দু-টি তুচকে তালিকায় শেষকালে আবার উল্লেখ করা হয়েছে। তাৎপর্য এই যে, সত্র ছাড়া অন্যত্রও যেখানেই ঐ দু-টি তুচের একটি তুচ স্তোত্রিয় হবে সেখানেই অন্য তুচটিকে করতে হবে অনুরূপ। এই সূত্রেও মোট দশ জোড়া স্তোত্রিয়-অনুরূপের উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে নবম জোড়াটিতে অনুরূপ তুচটি তিনটি বিভিন্ন মন্ত্রকে সংগ্রহ করে নিয়ে পাঠ করতে হবে।

অথচ্ছাবাকস্যেন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃথদুৰ্দ্ধমিন্দ্রায় শস্যং শ্রুতী হবং তিরশ্চ্যা আশ্রনত্ৰুর্ক শ্রুতী হবমসাবি সোম
ইন্দ্র ত ইমমিন্দ্র সূতং পিব যদিদ্র চিত্র মেহনা যস্তে সাধিষ্ঠোহবসে পুরাং ভিন্দুৰ্যুবা কবিৰ্ব্বা হ্যসি
রাধসে গায়তি ত্বা গায়ত্রিণ আ ত্বা গিরো রথীরিবেতি ॥ ৩॥

অনু.— এর পর অচ্ছাবাকের (পাঠ্য স্তোত্রিয় ও অনুরূপ হচ্ছে) ‘ইন্দ্রং-’ (১/১১/১-৩), ‘উক্ধ-’ (১/১০/৫-৭); ‘শ্রুতী-’ (৮/৯৫/৪-৬), ‘আশ্রত্-’ (১/১০/৯-১১); ‘অসা-’ (১/৮৪/১-৩), ‘ইম-’ (১/৮৪/৪-৬); ‘যদি-’ (৫/৩৯/১-৩), ‘যস্তে-’ (৮/৫৩/৭-৯); ‘পুরাং-’ (১/১১/৪-৬), ‘ব্বা-’ (৫/৩৫/৪-৬); ‘গায়-’ (১/১০/১-৩), ‘আ ত্বা-’ (৮/৯৫/১-৩)।

সূক্তানাম্ একৈকং শিষ্টাবপেরন্ ॥ ৪॥

অনু.— (হোত্রকেরা তাঁদের পাঠ্য) সূক্তগুলির এক একটি (সূক্ত) বাকী রেখে (নূতন মন্ত্র) সংযোজন করবেন।

ব্যাখ্যা— তিন উক্ধ্যশব্দেই হোত্রকেরা তাঁদের শেষ সূক্তটি বাকী রেখে স্তোমবৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্তোমাতিশংসনের জন্য যতগুলি মন্ত্রের প্রয়োজন নিম্ননির্দিষ্ট তালিকা থেকে ততগুলি মন্ত্র নিয়ে পাঠ করবেন এবং তার পরে শেষ সূক্তটি পাঠ করবেন।

নবম কণ্ডিকা (৭/৯)

[বড়হের উক্ধ্য তৃতীয়সবনে স্তোমাতিশংসন]

স্তোমে বর্ধমানো ॥ ১॥

অনু.— (বড়হের উক্ধ্য তৃতীয়সবনে) স্তোম বৃদ্ধি পেলো।

ব্যাখ্যা— প্রকৃতিবাগে যে স্তোমে যে স্তোম বিহিত হয়েছে তার অপেক্ষায় বড়হে উক্ধ্যস্তোত্রগুলিতে স্তোম বৃদ্ধি পেলো শব্দে হোত্রকদের কি করণীয় তা পরবর্তী তিনটি সূত্রে বলা হচ্ছে।

ইমা উ বাং ভুময়ো মন্যমানা ইতি তিস্র ইদ্রা কো বামিতি সূক্তে ঋষ্টী বাং যজ্ঞো যুবাং নরা
পুনীবে বামিমানি বাং ভাগধেনানীত্যেতস্য যথার্থ মৈত্রাবরুণঃ ॥ ২॥

অনু.— মৈত্রাবরুণ 'ইমা-' (৩/৬২/১-৩) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র), 'ইদ্রা-' (৪/৪১, ৪২) ইত্যাদি দু-টি সূক্ত, 'ঋষ্টী-' (৬/৬৮), 'যুবাং-' (৭/৮৩), 'পুনী-' (৭/৮৫), 'ইমা-' (৮/৫৯/১) এই (তালিকার মধ্য থেকে) যতগুলি প্রয়োজন (ততগুলি মন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করে স্তোমতিশংসন করবেন)।

ব্যাখ্যা— কমপক্ষে তিনটি মন্ত্র নিতে হবে— ৭/১২/৪ সূ. দ্র.। স্তোমের অপেক্ষায় কমপক্ষে তিনটি মন্ত্র বেশী হতে হবে।

যন্তস্তত্ত্ব যো অদ্বিভিদ্ যজ্ঞে দিব ইতি সূক্তে অস্তেব সু প্রতরন্ আ যাত্বিত্রঃ স্বপতিরিমাং
থিয়ন্ ইতি ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ॥ ৩॥

অনু.— ব্রাহ্মণাচ্ছংসী (সংযোজন করবেন এই তালিকা থেকে) 'যন্ত-' (৪/৫০), 'যো-' (৬/৭৩), 'যজ্ঞে-' (৭/৯৭, ৯৮) ইত্যাদি দু-টি সূক্ত, 'অস্তেব-' (১০/৪২), 'আ যাত্বি-' (১০/৪৪), 'ইমাং-' (১০/৬৭)।

বিষ্ণোর্নুকম্ ইতি সূক্তে পরো মাত্রয়েত্যচ্ছাবাকঃ ॥ ৪॥

অনু.— অচ্ছাবাক (সংযোজন করবেন এই তালিকা থেকে) 'বিষ্ণে-' (১/১৫৪, ১৫৫) ইত্যাদি দু-টি সূক্ত, 'পরো-' (৭/৯৯) এই (সূক্ত)।

দশম কণ্ডিকা (৭/১০)

[পৃষ্ঠ্যবড়হ— প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন]

পৃষ্ঠ্যগ্যভিপ্লবেনোক্তে অহনী আদ্যে আদ্যাভ্যাম্ ॥ ১॥

অনু.— পৃষ্ঠ্যের প্রথম দু-দিন অভিপ্লবের প্রথম দু-(দিন) দ্বারা বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— পৃষ্ঠ্যের প্রথম দু-দিনের অনুষ্ঠান হবে অভিপ্লবের প্রথম দু-দিনের মতোই। মাধ্যপ্নিন সবনের পৃষ্ঠ্যস্তোত্রে প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন সাম প্রয়োগ করা হয় বলে এই বড়হকে পৃষ্ঠ্যবড়হ বলা হয়। আগেই ৭/৫/৪ সূত্র এবং তার ব্যাখ্যা থেকে আমরা জেনেছি যে, এই পৃষ্ঠ্যবড়হে ছ-দিনে সব স্তোত্রেই যথাক্রমে ত্রিবৃত্ত, পঞ্চদশ, সপ্তদশ, একবিংশ, ত্রিণব এবং ত্রয়দ্বিংশ স্তোম এবং প্রথম পৃষ্ঠ্যস্তোত্রে যথাক্রমে রথন্তর, বৃহত্ব, বৈরাপ, বৈরাজ, শাকর ও রৈবত সাম প্রয়োগ করা হয়। প্রসঙ্গত এ. ব্রা. ২০/১-৪ অংশ দ্র.। প্রসঙ্গত ৭/৫/২-৪ এবং ৮/৮/১৪ সূ. দ্র.।

তৃতীয়সবনানি চাষহন্ ॥ ২॥

অনু.— এবং প্রতিদিন তৃতীয়সবন (হবে অভিপ্লবের তৃতীয়সবনের মতো)।

ব্যাখ্যা— পৃষ্ঠ্যবড়হের তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ দিন পর্যন্ত চার দিন তৃতীয় সবনেরও অনুষ্ঠান হবে অভিপ্লব বড়হেরই শেষ চার দিনের তৃতীয় সবনের মতো। পূর্ববর্তী সূত্র এবং বর্তমান সূত্র থেকে তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, পৃষ্ঠ্যের প্রতিদিনের তৃতীয় সবন হবে অভিপ্লবের সেই সেই দিনের তৃতীয় সবনেরই মতো।

উপপ্রযন্ত ইতি তু প্রথমৈহন্যাজ্যাম্ ॥ ৩॥

অনু.— প্রথম দিন আজ্য (শব্দ) 'উপ-' (১/৭৪)।

ব্যাখ্যা— ১ নং সূত্র অনুযায়ী প্রথম দু-দিন অভিপ্লববড়হের মতো অনুষ্ঠান হলেও আজ্যশস্ত্র হবে কিন্তু ৩ নং এবং ৪ নং সূত্র অনুযায়ী। ঐ. ব্রা. ২০/১ অংশেও আজ্যশস্ত্রে এই সূক্তই বিহিত হয়েছে।

অগ্নিং দূতম্ ইতি দ্বিতীয়ে ॥ ৪ ॥ [৩]

অনু.— দ্বিতীয় (দিনে আজ্যশস্ত্র) ‘অগ্নিং-’ (১/১২)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২০/৩ অংশেও তা-ই বলা হয়েছে।

তৃতীয়ে যুক্ষা হীতাজ্যম্ ॥ ৫ ॥ [৪]

অনু.— তৃতীয় (দিনে আজ্যশস্ত্র) ‘যুক্ষা-’ (৮/৭৫)।

ব্যাখ্যা— ৩ নং সূত্র থেকে আজ্যশস্ত্রের প্রসঙ্গ চললেও এই সূত্রে ‘আজ্যম্’ বলা হয়েছে তৃতীয় দিনের প্রসঙ্গ শুরু করার জন্য। তৃতীয় দিনে কেবল আজ্যশস্ত্র নয়, অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কথাও সূত্রকার এ-বার বলতে যাচ্ছেন। ঐ. ব্রা. ২১/১ অংশেও আজ্যশস্ত্রে এই সূক্তই বিহিত হয়েছে। তৃতীয় দিনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের জন্য ঐ গ্রন্থের ২১/১, ২ অংশ প্র.।

বায়বা মাহি বীতম্ ইত্যেকা বায়ো মাহি শিবা দিব ইতি স্বে ইন্দ্রশ্চ বায়বেষাং সুতানাম্ ইতি দ্বয়োঃ অন্যতরাং
দ্বিঃ আ মিত্রে বরুণে বয়মশ্বিনাবেহ গচ্ছতমা যাহ্যমিতিঃ সূতং সজুর্বিধেভির্দেবেভিঃ উত নঃ প্রিয়া
প্রিয়ান্বিতৌকিহং প্রউগম্ ॥ ৬ ॥ [৫]

অনু.— ‘বায়-’ (৫/৫১/৫) এই একটি, ‘বায়ো-’ (৮/২৬/২৩, ২৪) এই দু-টি (মন্ত্র); ‘ইন্দ্র-’ (৫/৫১/৬, ৭) এই দু-টির যে-কোন একটিকে দু-বার (আবৃত্তি করে দুটিকে মোট তিনটি মন্ত্র করবেন); ‘আ-’ (৫/৭২/১-৩); ‘অশ্বি-’ (৫/৭৮/১-৩); ‘আ যাহ্য-’ (৫/৪০/১-৩); ‘সজু-’ (৫/৫১/৮-১০) এবং ‘উত-’ (৬/৬১/১০-১২) এই উকিঞ্চদ্বয়ের প্রউগ (শস্ত্র তৃতীয় দিনে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২১/১ অংশেও এই মন্ত্রগুলির কথাই পাই।

উত্তমেৎষ্চম্ অভ্যাসাশ্ চতুর্-অক্ষরাঃ ॥ ৭ ॥ [৬]

অনু.— শেষ (তুচে) প্রত্যেক মন্ত্রে (শেষ) চার অক্ষরের পুনরাবৃত্তি (হবে)।

ব্যাখ্যা— প্রউগশস্ত্রের ‘উত-’ এই শেষ তুচের ছন্দ গায়ত্রী। এই তুচটিকে উকিঞ্চ পরিণত করার জন্য প্রত্যেক মন্ত্রের তৃতীয় পদের শেষ চার অক্ষরকে আবার একবার পাঠ করতে হবে। যেমন— স্তোম্যাতুত স্তোম্যাতোতম্।

ন বা ॥ ৮ ॥ [৭]

অনু.— অথবা (পুনরাবৃত্তি করবেন) না।

ব্যাখ্যা— গ্রামে দু-এক ঘর অত্রাক্ষণ থাকলেও আধিক্যের জন্য যেমন বলা হয়ে থাকে ব্রাক্ষণগ্রাম বা ব্রাক্ষণদের গ্রাম, এখানেও তেমন শব্দে একটি মাত্র তুচ গায়ত্রী হলেও উকিঞ্চ তুচেরই সংখ্যা বেশী বলে ‘উকিঞ্চ’ প্রউগ বলার কোন দোষ হয় না। ‘উকিঞ্চম্’ পদটি দ্বারা উকিঞ্চ পরিণত করতে হবে এমন কোন বিধান দেওয়া হচ্ছে না, পদটি শ্রাপ্তেরই অনুবাদ (= পুনরুক্তি) মাত্র।

তৃতীয়েনাতিপ্লবিকেনোক্তো মধ্যম্দিনঃ ॥ ৯ ॥ [৮]

অনু.— অভিপ্লবের তৃতীয় (দিন) দ্বারা মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য শস্ত্র বলা হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা— পৃষ্ঠ্যের তৃতীয় দিনের মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য শস্ত্র অভিপ্লবের তৃতীয় দিনের মতোই।

তং তমিদ রাধসে মহে ত্রয় ইত্স্য সোমা ইতি মরুত্বতীয়স্য প্রতিপদ-অনুচরৌ ॥ ১০ ॥ [৮]

অনু.— (পৃষ্ঠের তৃতীয় দিনে) মরুত্বতীয়ের প্রতিপদ এবং অনুচর (যথাক্রমে) ‘তং-’ (৮/৬৮/৭-৯), ‘ত্রয়-’ (৮/২/৭-৯) দ্র.।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ২১/১ অংশেও এই বিধানই রয়েছে।

বৈরূপং চেচ্ পৃষ্ঠং যদ দ্যাব ইত্স তে শতং যদিচ্চ যাবত্বত্ব ইতি প্রগাথৌ স্তোত্রিয়ানুরূপৌ ॥ ১১ ॥ [৮]

অনু.— যদি পৃষ্ঠ (স্তোত্র) বৈরূপ (হয় তাহলে) ‘যদ-’ (৮/৭০/৫, ৬), ‘যদি-’ (৭/৩২/১৮, ১৯) এই দু-টি প্রগাথ (হবে) স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ।

ব্যাখ্যা—নিষ্কবলা শব্দের ঠিক পূর্ববর্তী পৃষ্ঠস্তোত্রে বৈরূপ সাম গাওয়া হলে এই দু-টি প্রগাথ হবে তৃতীয় দিনে ঐ শব্দের স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ। রথন্তর সাম গাওয়া হলে স্তোত্রিয় ও অনুরূপ কি হয় তা আগেই বলা হয়েছে (৫/১৫/২ সূ. দ্র.)। ঐ. ব্রা. ২১/১ অংশেও এই দুই প্রগাথের উল্লেখ পাওয়া যায়।

একাদশ কণ্ডিকা (৭/১১)

[পৃষ্ঠা ষড়হ—চতুর্থ দিন : ন্যূত্ব, নিনর্দ, প্রতিগর; শেষ দুই সূত্রে পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ]

চতুর্থেহহনি প্রাতরনুবাকপ্রতিপদ্যর্থাচ্যোন্ ন্যূত্বঃ ॥ ১ ॥

অনু.— (পৃষ্ঠের) চতুর্থ দিনে প্রাতরনুবাকের প্রতিপদ (মন্ত্বের) দুই অর্ধাংশের আরম্ভে ন্যূত্ব (হবে)।

ব্যাখ্যা—ন্যূত্ব কি তা ২-৫ নং সূত্রে বলা হচ্ছে। বৃত্তি অনুযায়ী এখানে প্রথম অক্ষরেই ন্যূত্ব করার কথা বলা হয়েছে। ২ নং সূত্রের সঙ্গে কি তাহলে বিরোধ হয় না? পরবর্তী সূত্রের ব্যাখ্যায় এর উত্তর মিলবে। ঐ. ব্রা. ২১/৩ অংশেও প্রাতরনুবাকের আরম্ভে ন্যূত্ব বিহিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ং স্বরন্ ওকারং ত্রিমাত্রম্ উদাত্তং ত্রিঃ ॥ ২ ॥

অনু.— (প্রত্যেক অর্ধাংশের) দ্বিতীয় স্বরবর্ণকে তিনবার তিনমাত্রাবিশিষ্ট উদাত্ত ওকার (করে উচ্চারণ করবেন)।

ব্যাখ্যা—আগের সূত্রে প্রত্যেক অর্ধমন্ত্বের প্রথমে যে ন্যূত্ব করতে বলা হয়েছে তা ব্রাহ্মণগ্রন্থে বর্ণিত এক অক্ষরের, দুই অক্ষরের, তিন অক্ষরের, চার অক্ষরের পরে ন্যূত্ব হবে এই চারটি বিভিন্ন পক্ষকে এবং ঐ ন্যূত্ব সকলের পক্ষেই যে অর্ধচরের গুরুত্বই অভিপ্রেত তা সূচিত করার জন্যই। এই সূত্রে এ-বিষয়ে ব্রাহ্মণের যা শেষ সিদ্ধান্ত তা-ই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে (ঐ. ব্রা. ২১/৩ দ্র.)। প্রত্যেক অর্ধমন্ত্বের দ্বিতীয় অক্ষরেই তাই বৃত্তি হবে।

তস্য তস্য চোপরিষ্টাদ্ অপরিমিতান্ পঞ্চ বার্ধৌকারান্ অনুদাত্তান্ ॥ ৩ ॥

অনু.— এবং সেই সেই (প্রত্যেকটি ওকারের) পরে অপরিমিত অথবা পাঁচটি অনুদাত্ত অর্ধ ওকার (উচ্চারণ করবেন)।

ব্যাখ্যা—‘অপরিমিত’ বলতে এখানে তিনটি অথবা চারটি অর্ধ ওকারকে বুঝতে হবে। নির্দিষ্ট সংখ্যার আগে অপরিমিত শব্দের উল্লেখ থাকলে নির্দিষ্ট সংখ্যাটি উৎসর্গকে গ্রাস্থ্য অর্থাৎ নির্দিষ্ট সংখ্যাকে অতিক্রম করা চলবে না, কিন্তু যদি পরে উল্লেখ থাকে তাহলে অপরিমিত বলতে যে-কোন সংখ্যাকে বুঝাবে।

উক্তমস্য তু ত্রীন্ ॥ ৪ ॥

অনু.— শেষের (ওকারের পরে) কিন্তু তিনটি (অর্ধ ওকার উচ্চারণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— তাহলে দীর্ঘাঙ্কে দ্রুত উদাস্ত ওকার, পাঁচটি অনুদাস্ত অর্ধ ওকার, দ্রুত উদাস্ত ওকার, পাঁচটি অনুদাস্ত অর্ধ ওকার, দ্রুত উদাস্ত ওকার, তিনটি অনুদাস্ত অর্ধ ওকার— এই হল ‘ন্যুত্ব’।

পূর্বম্ অক্ষরং নিহন্যতে ন্যুত্ব্যমানে ॥ ৫ ॥

অনু.— ন্যুত্ব করা হতে থাকলে (ন্যুত্বের) আগের অক্ষর অনুদাস্ত হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা— প্রসঙ্গত ‘যজ্ঞকর্মণ্যাজপন্যুত্বস্যামসু’ (পা. ১/২/৩৪) সূত্রটি দ্র.। ন্যুত্বের প্রসঙ্গে আবার ‘ন্যুত্ব্যমানে’ বলার উদ্দেশ্য এই যে, ২ নং সূত্রের ব্যাখ্যা অনুযায়ী অন্য কোন অক্ষরে ন্যুত্ব হলেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

তদ্ অপি নিদর্শনার্যোদাহরিষ্যামঃ ॥ ৬ ॥

অনু.— তা-ও নিদর্শনের জন্য উল্লেখ করব।

আপো ও ও/২ ও/২ ও/২ ও/২ ও ও ও/২ ও/২ ও/২ ও/২ ও ও ও/২ ও/২ ও/২ ও/২ রেবতীঃ
ক্ষয়থা হি বস্বঃ ক্রতুং চ ভদ্রং বিভূধ্যামতং চ। রায়ো ও ও/২ ও/২ ও/২ ও/২ ও ও ও/২ ও/২ ও/২
ও/২ ও/২ ও ও ও/২ ও/২ ও/২ চ ছঃ স্বপত্যস্য। পত্নীঃ সরস্বতী তদ্ গৃণতে বয়োদ্যো ও মাপো ও ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা— প্রতিপদ প্রারম্ভিক মন্ত্র বলে সামিধেয়ীর মতো ঐ মন্ত্রটি তিনবার পড়তে হয়। উদাহরণের শেষ পদটি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেকবার আবৃত্তিতেই ন্যুত্ব করতে হবে।

আয়িং ন স্ববৃত্তিভির্ ইত্যাজ্যম্ ॥ ৮ ॥

অনু.— (পৃষ্ঠের চতুর্থ দিনে) আজ্য (শব্দের সূত্র) ‘আয়িং-’ (১০/২১)।

ব্যাখ্যা— যেহেতু আজ্যশব্দরূপে বিহিত হয়েছে তাই এখানে পাদের উল্লেখ সত্ত্বেও উক্ত মন্ত্রাংশটি সূক্তেরই প্রতীক বলে বুঝতে হবে। ঐ. ব্রা. ২১/৪ অংশেও এই বিধানই পাই। চতুর্থ দিনের অন্যান্য মন্ত্রের জন্য ব্রাহ্মণগ্রন্থের ২১/৪, ৫ দ্র.।

তস্যোক্তমাবর্জং তৃতীয়েষু পাদেষু ন্যুত্বো নিদর্শ চ ॥ ৯ ॥

অনু.— ঐ (আজ্যসূক্তের) শেষ (মন্ত্রটি) বাদে (অন্য সব মন্ত্রে) তৃতীয় পাদগুলিতে ন্যুত্ব এবং নিদর্শ (হবে)।

ব্যাখ্যা— নিদর্শ কি তা ১১-১৩ নং সূত্রে বলা হবে। ঐ. ব্রা. ২১/৩ অংশেও আজ্যশব্দে ন্যুত্ব বিহিত হয়েছে

উক্তো ন্যুত্বঃ ॥ ১০ ॥

অনু.— ন্যুত্ব (কি তা আগেই) বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূত্রের প্রয়োজনেই এই সূত্রের অবতারণা।

স্বরাদির্ অস্ত ওকারশ্ চতুর্ নিদর্শঃ ॥ ১১ ॥

অনু.— নিদর্শ (হচ্ছে তৃতীয় পাদের) শেষে (অবস্থিত) স্বরবর্ণ থেকে গুরু (করে যেটুকু অংশ তা) চারবার ওকার (রূপে পাঠ করা)।

অনু.— অথবা যেমনভাবে (ভাল) রাখতে পারবেন (যদি) মনে করবেন (তেমনভাবে প্রতিগর পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— মোট কথা, শব্দে অবসান (বিরতি)-স্থলে ও প্রশ্নের ক্ষেত্রে অধ্বৰ্যু কে প্রতিগর পাঠ করতে হবে। হোতার পাঠ্য মন্ত্রের প্রশ্নের সময়ে যেন নিজে প্রতিগরের প্রশ্ন উচ্চারণ করতে পারেন এমনভাবে অধ্বৰ্যু প্রতিগর পাঠ করবেন।

বারো ওদ্রো অয়ামি তে বিহি হোত্রা অবীতা বারো শতং হরীণামিন্দ্রশ্চ বারবেধাং সোমানামা চিকিত্তান
সূত্রস্থ আ নো বিশ্বাভিরাতিজিত্যমু বো অপ্রহমপ ত্যং বৃজিনং রিপুমশ্বিতমে নদীতম
ইত্যনুষ্টুভং প্রউগম্ ॥ ২৫॥ [২২]

অনু.— (এই চতুর্থ দিনে) ‘বারো-’ (৪/৪৭/১), ‘বিহি-’ (৪/৪৮/১), ‘বারো-’ (৪/৪৮/৫); ‘ইন্দ্রশ্চ-’ (৪/৪৭/২-৪); ‘আ চিকি-’ (৫/৬৬/১-৩); ‘আ নো-’ (৮/৮/১-৩); ‘তামু-’ (৬/৪৪/৪-৬); ‘অপ-’ (৬/৫১/১৩-১৫); ‘অশ্বি-’ (২/৪১/১৬-১৮) এই অনুষ্টুপ ছন্দের প্রউগ (শব্দ পাঠ্য)।

ব্যাখ্যা— ‘অপ-’ এই বিশেষ-সেবা: দেবতার উদ্দিষ্ট তৃত্যটির ছন্দ অনুষ্টুপ নয়, উকিক্। ফলে অনুষ্টুপ থেকে এখানে তিনটি মন্ত্রে মোট বারো অক্ষর কম হচ্ছে। ‘অশ্বি-’ তৃত্যের শেষ মন্ত্রটি আবার বৃহতী ছন্দের। সেখানে তাই অনুষ্টুপ থেকে চার অক্ষর বেশী হচ্ছে। ঐ মন্ত্রটি শব্দের শেষ মন্ত্র বলে তিনবার পড়তে হবে। ফলে সেখানে মোট বারো অক্ষর বেশী হয়ে যাচ্ছে। আগে উকিকের জন্য যে বারো অক্ষর কম হয়েছিল তা এখন এই অতিরিক্ত বারো অক্ষরের সঙ্গে সমান হওয়ার শেষ পর্বন্ত শব্দটিকে ‘অনুষ্টুভ প্রউগ’ বললে কোন সোব হয় না। ঐ. ব্রা. ২১/৪ অংশেও এই মন্ত্রগুলিই বিহিত হয়েছে।

একপাতিন্যঃ প্রথমঃ ॥ ২৬॥ [২৩]

অনু.— একমন্ত্রের প্রতীকগুলি (প্রউগশব্দের) প্রথম (তৃত্য)।

ব্যাখ্যা— প্রউগশব্দের প্রথম তৃত্যটি গঠিত হবে এক এক মন্ত্রের প্রতীক তিনটি মন্ত্র দিয়ে।

তং দ্বা যজ্ঞেভিরীমহ ইদং বসো সূতমন্ধ ইতি মরুত্বতীরস্য প্রতিপদ-অনুচরৌ ॥ ২৭॥ [২৪]

অনু.— মরুত্বতীর (শব্দের) প্রতিপদ এবং অনুচর (যথাক্রমে) ‘তং-’ (৮/৬৮/১০-১২), ‘ইদং-’ (৮/২/১-৩)।

ব্যাখ্যা— কেবল প্রতিপদের বিধান ভাল দেখায় না বলে তার সহচর প্রকৃতিযোগের অনুচর মন্ত্রটিকে (৫/১৪/৫ সূ. দ্ব.) এখানে প্রসঙ্গত আবার উল্লেখ করা হয়। ঐ. ব্রা. ২১/৪ অংশেও এই দুই প্রতীকের উল্লেখ পাওয়া যায়।

শ্রুধী হবমিন্দ্র মরুত্বা ইত্রেতি মরুত্বতীরম্ ॥ ২৮॥ [২৫]

অনু.— মরুত্বতীর (শব্দের সূক্ত) ‘শ্রুধী হবম্-’ (২/১১), ‘মরুত্বা-’ (৩/৪৭)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২১/৪ অংশেও এই দুই প্রতীকের উল্লেখ পাওয়া যায়।

অন্ত্যে নিবিদং দধ্যাদ্ অমেকভাবে সূক্তানাম্ ॥ ২৯॥ [২৬]

অনু.— অনেক সূক্ত থাকলে শেষ (সূক্তে) নিবিদ স্থাপন করবেন।

ব্যাখ্যা— অনেক = একের বেশী। জ্যোতিষ্টোমে মরুত্বতীর শব্দে পাঠ্য সূক্ত মাত্র একটি। অন্যত্র যদি শব্দে একের বেশী সূক্ত থাকে তাহলে সেখানে শেষ সূক্তেই নিবিদ বসাতে হবে। এখানে তাই ‘মরুত্বা-’ সূক্তেই নিবিদ বসবে। ৮/৯/৪ সূত্রের বৃত্তি থেকে জানা যায় যে, সূত্রটি কেবল মরুত্বতীর শব্দে নয়, অন্যত্রও প্রযোজ্য। এখানেও বৃত্তিতে কলা হয়েছে ‘সর্বার্থের পঠিতা’।

বৈরাজং চেক্ পৃষ্ঠং পিবা সোমমিন্দ্র মক্ষত্ব য়েতি জ্যোতিয়ানুরূপৌ ॥ ৩০॥ [২৭]

অনু.— যদি পৃষ্ঠস্তোত্র বৈরাজ (-সামবিশিষ্ট হয় তাহলে নিচের) ‘পিবা-’ (৭/২২/১-৬) এই (৮-টি মন্ত্র হবে) জ্যোতির এবং অনুরূপ।

ব্যাখ্যা—এই ছ-টি মন্ত্র বিরাট্ ছন্দে। পৃষ্ঠে বৃহৎসাম গাওয়া হলে কি হয় তা আগে বলা হয়েছে (৫/১৫/৩ সূ. দ্র.)। ঐ. ব্রা. ২১/৪ অংশেও এই দুই প্রতীকের উল্লেখ আছে।

কুহ ঋত ইম্মো যুক্ষস্য ত ইতি নিধেবল্যম্ ॥ ৩১ ॥ [২৮]

অনু.—নিধেবল্য (শব্দ) ‘কুহ ঋত-’ (১০/২২), ‘যুক্ষ-’ (৩/৪৬)।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ২১/৫ অংশেও এই দুই প্রতীক উদ্ধৃত হয়েছে।

ঋষীহবীরস্য তু তুচ আস্যেৎ ঋচাদিবু ন্যুত্বঃ ॥ ৩২ ॥ [২৯]

অনু.—‘ঋষী হবম্-’ (২৮ নং সূ. দ্র.) (সূক্তের) প্রথম তুচে কিন্তু প্রত্যেক অর্থমন্ত্রের আরম্ভে ন্যুত্ব (হবে)।

ব্যাখ্যা—বৃত্তিকারের মতে সূত্রে বহুবচনে ‘আদিবু’ বলায় শুধু দ্বিতীয় অক্ষরেই (৭/১১/২ সূ. দ্র.) নয়, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ যে-কোন একটি অক্ষরে ন্যুত্ব হবে।

এবং কুহঋতীরস্য ॥ ৩৩ ॥ [২৯]

অনু.—‘কুহ ঋত-’ (সূক্তের) এইরকম।

ব্যাখ্যা—‘কুহ-’ সূক্তেও (৩১ নং সূ. দ্র.) প্রথম তুচে প্রত্যেক অর্থমন্ত্রের আরম্ভে ন্যুত্ব হবে।

বিরাজাং মধ্যমেষু পাদেষু ॥ ৩৪ ॥ [৩০]

অনু.—বিরাদ্ (ছন্দের মন্ত্রগুলির) মাঝের পাদগুলিতে (ন্যুত্ব হবে)।

ব্যাখ্যা—‘পিব-’ (৩০ নং সূ. দ্র.) এই বিরাদ্ ছন্দের ছ-টি মন্ত্রের প্রত্যেকটিতে দ্বিতীয় পাদে ন্যুত্ব হবে। বৃত্তিকারের মতে এখানে ‘আদিবু’ বলা না থাকায় দ্বিতীয় অক্ষরেই ন্যুত্ব করতে হবে, কোন বিকল্প চলবে না। তা. ব্রা. ১২/১০/১, ১০ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, স্তোত্রে এই তুচই প্রবৃত্ত হয়ে থাকে।

নিত্য ইহ প্রতিগরো ন্যুত্বাদিঃ ॥ ৩৫ ॥ [৩১]

অনু.—এখানে মূল প্রতিগরই আরম্ভে ন্যুত্ব (-বিশিষ্ট হয়ে পঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা—এখানে যেখানে যেখানে ন্যুত্ব করতে বলা হয়েছে (৩২-৩৪ নং সূ. দ্র.) সেখানে সেখানেই মূল ‘ওথামো দৈব’ (আ. ৫/২/৪) হচ্ছে প্রতিগর। ঐ প্রতিগরই এখানে ন্যুত্ব দিলে শুরু হবে অর্থাৎ প্রতিগরের প্রথম অক্ষরে ন্যুত্ব করতে হবে। শা. মতে বৈরাজ এবং আনুষ্টিভ দু’রকমের ন্যুত্ব। বৈরাজন্যুত্বে প্রতিগরের দ্বিতীয় অক্ষরে এবং আনুষ্টিভ ন্যুত্বে দ্বিতীয় ও চতুর্থ অক্ষরে ন্যুত্ব হয়। বৈরাজ ন্যুত্বে ১২টি ওকার এবং প্রত্যেক চতুর্থ ওকারের দ্বিগুণ হয়। আনুষ্টিভ ন্যুত্বে দু’টি মাত্র ওকার এবং দুটিই দ্বিগুণ— ১০/৫/১৪-১৭ সূ. দ্র।

প্রপবাস্তঃ প্রপবে কুহঋতীরানাম্ ॥ ৩৬ ॥ [৩২]

অনু.—‘কুহ ঋত-’ (মন্ত্রগুলির) প্রপবে (যে প্রতিগর তা) প্রপবে শেষ (হবে)।

ব্যাখ্যা—৩১ নং এবং ৩৩ নং সূত্রে উল্লিখিত ‘কুহ ঋত-’ সূক্তের প্রথম তিনটি মন্ত্রের প্রত্যেকটির শেষে যখন প্রপব উচ্চারণ করা হয় তখন ‘ওথামো দৈব’ এই প্রতিগর ন্যুত্ব দিলে শুরু এবং প্রপব দিলে শেষ হবে। সূক্তের অপর মন্ত্রগুলির প্রপবের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রতিগর ন্যুত্ব দিলে শুরু হয় না, ৫/২/৬ সূত্র অনুসারে দ্বুত দিলেই শুরু হবে।

অর্ধচশশ্চৈনদ উত্তমার্জম ॥ ৩৭ ॥ [৩৩]

অনু.— কারণ, শেষ (মন্ত্রটি) ছাড়া এই ('কুহ শ্রুতং'- সূক্তকে) অর্ধমন্ত্রে থেমে থেমে পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— চ = যেহেতু। 'কুহ শ্রুতং'- সূক্তের শেষ মন্ত্রটি ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের, সেটিকে তাই পাদে পাদে থেমে পড়তে হবে (৫/১৪/১৭ সূ. প্র.)। অন্যান্য মন্ত্রগুলির ছন্দ বৃহতী অথবা অনুষ্টুপ্ বলে 'প্রাক্ চ ছন্দাসি ত্রৈষ্টুভাত্' (৫/১৪/১১) নিয়মেই সেগুলিকে অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে থেমে পাঠ করতে হবে। এই সূত্রে তবুও আবার অর্ধমন্ত্রে থামার নির্দেশ দিয়ে বোঝান হল যে, যেহেতু প্রত্যেক মন্ত্রের দ্বিতীয় অর্ধাংশের শেষে থামতে হচ্ছে তাই পূর্ববর্তী সূত্রে প্রণব দিয়ে প্রতিগর শেষ করতে বলা হয়েছে। এটি অনুবাদ মাত্র।

ন তে গিরো অপি মৃষ্যে তুরস্য প্র বো মহে মহিবৃধে ঙরক্ষম্ ইতি চতস্রস্ তিস্রশ্ চ বিরাজঃ ॥ ৩৮ ॥ [৩৪]

অনু.— 'ন-' (৭/২২/৫-৮) ইত্যাদি চারটি এবং 'প্র-' (৭/৩১/১০-১২) ইত্যাদি তিনটি বিরাজ্ (মন্ত্র হোত্রকদের পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— ছন্দের উল্লেখ করা হল এ-কথাই বোঝাবার জন্য যে, এই মন্ত্রগুলির ছন্দই শুধু বিরটি, ৩৪ নং সূত্র অনুযায়ী বিরাজের যে ন্যূন্য তা কিন্তু এদের ক্ষেত্রে হবে না। অন্যত্রও বলা আছে 'ন ন্যূন্য্য বিরাজঃ'।

তাসাম্ উর্ধ্বম্ আরজ্জলীয়াভ্যস্ তৃচান্ আবপেরন্ ॥ ৩৯ ॥ [৩৫]

অনু.— (হোত্রকেরা) আরজ্জলীয়া (মন্ত্রের) পর ঐ (মন্ত্র)গুলির তৃচ সংযোজন করবেন।

ব্যাখ্যা— হোত্রকেরা পৃষ্ঠের চতুর্থ দিনে মাধ্যপ্নিন সবনে নিজ নিজ শব্দে আরজ্জলীয়া মন্ত্রের পরে আগের সূত্রে নির্দিষ্ট সাতটি মন্ত্র থেকে একটি করে তৃচ নিয়ে পাঠ করবেন। তিন জন হোত্রকের জন্য তাহলে ন-টি মন্ত্রের প্রয়োজন, কিন্তু সূত্রে আছে মোট সাতটি মন্ত্র। এই অবস্থায় কি করণীয় তা পরবর্তী তিনটি সূত্রে বলা হচ্ছে।

আদ্যং মৈত্রাবরুণঃ ॥ ৪০ ॥ [৩৬]

অনু.— প্রথম তৃচটি পাঠ করবেন মৈত্রাবরুণ।

তস্যোত্তমাদি শস্তানান্ তৃচং ব্রাহ্মণাচ্ছসী ॥ ৪১ ॥ [৩৬]

অনু.— তাঁর পঠিত (মন্ত্রগুলির) শেষ (মন্ত্র থেকে) শুরু (যে তৃচ সেই) তৃচটি (পাঠ করবেন) ব্রাহ্মণাচ্ছসী।

ব্যাখ্যা— ব্রাহ্মণাচ্ছসী পাঠ করবেন 'তৃভো-' (৭/২২/৭, ৮) এবং 'প্র-' (৭/৩১/১০) এই মোট তিনটি মন্ত্র। সূত্রের 'উত্তমাদি' পদের স্থানে 'উত্তমাদিঃ' এই পাঠ হলেই ভাল হত মনে হয়।

তস্য চাচ্ছাবাকঃ ॥ ৪২ ॥ [৩৭]

অনু.— এবং তাঁর (পঠিত তৃচের শেষ মন্ত্রটি থেকে শুরু করে তিনটি মন্ত্র পাঠ করবেন) অচ্ছাবাক।

ব্যাখ্যা— অচ্ছাবাক পাঠ করবেন 'প্র-' (৭/৩১/১০-১২) এই তৃচটি।

যজ্ঞামহ ইজ্রং বজ্রদক্ষিণম্ ইতি দ্বিতীয়ান্ এবম্ এব ॥ ৪৩ ॥ [৩৮]

অনু.— 'যজ্ঞা-' (১০/২৩) এই দ্বিতীয় (তৃচগুলিও পাঠ করবেন) এইভাবেই।

ব্যাখ্যা— 'যজ্ঞা-' সূক্তে মোট সাতটি মন্ত্র আছে। আগের তৃচটি পূড়া হলে এই সূক্ত থেকেও অনুরূপভাবে একটি করে তৃচ নিয়ে মৈত্রাবরুণ 'যজ্ঞা-' (১০/২৩/১-৩), ব্রাহ্মণাচ্ছসী 'যদা-' (১০/২৩/৩-৫) এবং অচ্ছাবাক 'যো-' (১০/২৩/৫-৭) এই তৃচ পাঠ করবেন।

পঞ্চমঃহনি যচ্চিকি সত্যলোমপা ইত্যেকৈকম্ এবম্ এব ॥ ৪৪ ॥ [৩৯]

অনু.— পঞ্চম দিনে ‘যচ্চি-’ (১/২৯) এই (সূক্ত থেকে) এক একটি (তুচ্চ) এইভাবেই (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এই সূক্তেও মোট সাতটি মন্ত্র আছে। য. যে, এই ৪৪ নং এবং ৪৫ নং সূত্রদুটি এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনের শব্দ নির্দেশ করা হবে ৭/১২/৬-২৩ সূত্রে এবং ৮/১-৪ খণ্ডে। বৃত্তিতে ‘তন্মিমেব হানে’ বলায় এগুলি ৪৩নং সূত্রের নির্দেশের মতো সংযোজিত দ্বিতীয় তুচ্চই।

ষষ্ঠেঃহনীদ্রায় হি দ্যৌরসুরো অনম্নতেভ্যেবম্ এব ॥ ৪৫ ॥ [৪০]

অনু.— ষষ্ঠ দিনে ‘ইদ্রায়-’ (১/১৩১) এই (সূক্তটিও) এইভাবেই (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এই সূক্তেও মোট সাতটি মন্ত্র আছে। তার মধ্যে মৈত্রাবরণ ‘ইদ্রায়-’ (১/১৩১/১-৩), ব্রাহ্মণাচ্ছসী ‘বি-’ (১/১৩১/৩-৫) এবং অচ্ছাবাক ‘আদিত্-’ (১/১৩১/৫-৭) তুচ্চ পাঠ করবেন। এগুলি সংযোজিত দ্বিতীয় তুচ্চই।

দ্বাদশ কণ্ডিকা (৭/১২)

[পৃষ্ঠাষড়হ— চতুর্থ দিনের মাধ্যমদিন সবন, স্তোমবৃদ্ধি, পঞ্চম দিন]

স্তোমে বর্ধমানো কো অদ্য নর্ধো বনে ন বায় আ যাহ্যর্বাঙ্ ইত্যষ্টান্যাবশেরন্
উপরিষ্টাৎ পারুচ্ছেপীনাম্ ॥ ১ ॥

অনু.— স্তোমবৃদ্ধি পেতে থাকলে পরুচ্ছেপ ঋষির (মন্ত্রগুলির) পরে (হোত্রকেরা মাধ্যমদিন সবনে নিজ নিজ শব্দে যথাক্রমে) ‘কো-’ (৪/২৫), ‘বনে-’ (১০/২৯), ‘আ যাহ্য-’ (৩/৪৩) এই আট-মন্ত্র-বিশিষ্ট (সূক্তগুলিকে) সংযোজন করবেন।

ব্যাখ্যা— স্তোমে স্তোমবৃদ্ধি ঘটলে স্তোমাতিশংসনের জন্য এখানে যতগুলি মন্ত্রের প্রয়োজন হবে শুধু ততগুলিই নয়, প্রত্যেককে সম্পূর্ণ অথবা একটি সূক্তই পাঠ করতে হবে। ৭/১১/৩৯ সূত্রে ‘আবশেরন্’ পদটি থাকে সন্তোম এবং আবাপের প্রসঙ্গ চলা সন্তোম এখানে আবার তা বহুবচনে বলায় কোন একজন হোত্রক স্তোমবৃদ্ধির কারণে এই সূত্রে নির্দিষ্ট কোন সূক্ত সংযোজন করলে অপর দু-জনকেও এই সূত্রে নির্দিষ্ট তাঁদের নিজ নিজ সূক্ত শব্দে সংযোজিত করতে হবে। সূক্ত সংযোজন করতে হয় পরুচ্ছেপ বা পারুচ্ছেপি ঋষির মন্ত্রগুলি (১/১২৭-১৩৯ সূক্ত) পাঠ করার পরে। যে-দিন ৩৮ নং, ৪৩-৪৫ নং সূত্রে নির্দিষ্ট তুচ্চের সংযোজন করতে হয় সে-দিন অর্থাৎ পৃষ্ঠের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনে ঐ ঐ তুচ্চ সংযোজিত করার পরে এবং অন্য দিন আরম্ভণীয়ার (৭/১১/৩৯ সূ. ম.) ঠিক পরে এই আটমন্ত্রের সূক্তগুলিকে সংযোজিত করতে হয়। সূত্রের ‘উপরিষ্টাৎ পারুচ্ছেপীনাম্’ এবং বৃত্তির ‘পারুচ্ছেপিগ্রহণং পূর্বোক্তানাম্ আবাপানাম্ প্রদর্শনার্থম্’ অংশের অর্থ তেমন সুপরিষ্কৃত নয়। তাঁদের মতে কি ৭/১১/৩৮-৪৫ সূত্রে নির্দিষ্ট সব মন্ত্রগুলিরই ঋষি পরুচ্ছেপ? ৪৫ নং সূত্রের সূক্তটিকেই কি এখানে ছত্রিন্যারে ব্যবহার করে ‘পারুচ্ছেপী’ বলা হয়েছে?

তৈন্ অগ্ন্যনতিশস্ত ঐন্দ্রাণি রৈষ্টান্যমরুচ্ছকান্যাবশেরন্ ॥ ২ ॥

অনু.— ঐ (আট-মন্ত্রের সূক্ত) দ্বারাও (শব্দে স্তোমের সংখ্যা) অতিক্রান্ত না হলে মরুচ্ছকবিহীন ত্রিষ্টপৃচ্ছদের ইন্দ্রদেবতার (সূক্ত) সংযোজন করবেন।

ব্যাখ্যা— এই সূত্রে আবার ‘আবশেরন্’ বলায় সূত্রের যে-কোন দিনেই স্তোমবৃদ্ধিতে এই নিয়ম প্রযোজ্য। সূত্রটি থেকে বোঝা যাচ্ছে ১ নং সূত্রে নির্দিষ্ট মন্ত্রগুলি স্তোমের সংখ্যা অতিক্রম করার জন্যই পাঠ করতে হয়। ঐ মন্ত্রগুলি পাঠ করার পরেও স্তোমের

সংখ্যা অতিক্রান্ত না হলে ইন্দ্রসেবতার মন্ত্র পড়তে হবে। ১ নং সূত্রের মন্ত্রগুলি পাঠ না করে শুধু ইন্দ্রসেবতার মন্ত্র দিয়ে স্তোমসংখ্যা অতিক্রম করা চলবে না। 'ত্রৈলোক্য' বলতে 'অভ্যুদয়ক' (আ. ৮/১/২১; ৮/৭/১২) ইত্যাদি অন্যত্র ব্যবহৃত অথবা অব্যবহৃত ত্রিষ্টুপ্ হ্রস্বের যে-কোন সূক্তকে বুঝতে হবে। এই পদটির প্রয়োগ থেকে আরও বুঝতে হবে যে, ব্যাচ প্রভৃতি বাগে 'গায়ত্র্য মাধ্যমিনম্', 'জাগত্র্য মাধ্যমিনম্' ইত্যাদি উক্তি থাকলেও সেখানে অতিশংসনের জন্য ত্রিষ্টুপ্ হ্রস্বের মন্ত্রই পাঠ করতে হবে।

ন স্তোত্রান্যন্যোপ্যাতিশংসনম্ ॥ ৩ ॥

অনু.— কিন্তু এই (সূক্তগুলিকে) সংযোজন না করে (স্তোত্রের সংখ্যা) অতিক্রম করবেন না।

ব্যাখ্যা— আগের সূত্র অনুসারে কেবল সূত্রের বিভিন্ন দিনেই নয়, আলোচ্য সূত্র অনুযায়ী সমস্ত একাঙ্ক ও অধীন বাগেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। সর্বত্রই স্তোত্রের সংখ্যা অতিক্রমের জন্য প্রথমে ১ নং সূত্রের নির্দিষ্ট সূক্তই সংযোজন করতে হবে, তার পরে প্রয়োজন হলে অন্য মন্ত্র সংযোজন করবেন।

একস্মা দ্বাত্যাং বা প্রাতঃসবনে ॥ ৪ ॥

অনু.— প্রাতঃসবনে একটি অথবা দু-টি (মন্ত্র) দ্বারা (স্তোত্রের সংখ্যা অতিক্রম করবেন)।

অপরিমিতাভিস্ উত্তরয়োঃ সবনয়োঃ ॥ ৫ ॥

অনু.— পরবর্তী দুই সবনে অপরিমিত (মন্ত্র) দ্বারা (অতিশংসন করবেন)।

ব্যাখ্যা— “একাং যে ন দ্বয়োঃ সবনয়োঃ স্তোমম্ অতিশংসেদ..... অপরিমিতাভিস্ তৃতীয়সবনে” (ঐ. ব্রা. ২৯/৭)— ব্রাহ্মণগ্রন্থের এই নির্দেশ অনুযায়ী মাধ্যমিন সবনে একটি অথবা দুটি মন্ত্র দ্বারাও স্তোত্রের সংখ্যা অতিক্রম করা যেতে পারে। ঐ. ব্রা. ২৭/৫ অংশে আবার বলা আছে— “একাং যে ন স্তোমম্ অতিশংসেদ..... অপরিমিতাভিস্ উত্তরয়োঃ সবনয়োঃ”। পূর্বসূত্রে ‘প্রাতঃসবনে’ না বললেও চলত, কারণ এই সূত্র থেকেই পরিশেষ-পদ্ধতি দ্বারা বোঝা যেত যে, এই সূত্রে প্রাতঃসবনের কথাই বলা হয়েছে। শুধুও সূত্রে তা বলা হয়েছে অতিশংসন-সম্পর্কে ব্রাহ্মণগ্রন্থে বিধৃত এই দু-টি বিধানেরই প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করার জন্য। অপরিমিত = তিন বা তারও বেশী।

পঞ্চমস্যোমম্ বা বো অতিথিসুর্ব্বধম্ ইতি নবাজ্যম্ ॥ ৬ ॥

অনু.— (পৃষ্ঠোর) পঞ্চম (দিনের) আজ্য (শব্দ) ‘ইম-’ (৬/১৫/১-৯) ইত্যাদি ন-টি (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— এই বিষয়ে ঐ. ব্রা. ২২/১ অংশের বিধানও তা-ই। অন্যান্য মন্ত্রের বিধান পাওয়া যায় ২২/১-৩ অংশে।

আ নো বজ্রং দিবিস্পৃশম্ ইতি যে আ নো বায়ো মহে তন ইত্যেকা রথেন পৃথুপাজসা বহবঃ সূরচকস
ইমা উ বাঃ দিবিস্পৃশা শিবা সূতস্য রসিনো দেবঃ দেবঃ বোঃ বসে দেবঃ দেবঃ বৃহদু গারিবে
বচ ইতি বার্ব্হতঃ প্রতিগম্ ॥ ৭ ॥

অনু.— বৃহতী হ্রস্বের প্রটুগ (শব্দ) ‘আ-’ (৮/১০১/৯, ১০) ইত্যাদি দু-টি মন্ত্র, ‘আ-’ (৮/৪৬/২৫) এই একটি (মন্ত্র); ‘রথেন-’ (৪/৪৬/৫-৭); ‘বহ-’ (৭/৬৬/১০-১২); ‘ইমা-’ (৭/৭৪/১-৩); ‘শিবা-’ (৮/৩/১-৩); ‘দেবঃ-’ (৮/২৭/১৩-১৫); ‘বৃহ-’ (৭/৯৬/১-৩)।

ব্যাখ্যা— দ্বিতীয় তৃচটির হ্রস্ব বৃহতী নয়, গারজী। বাকী দু-টি তৃচটের প্রত্যেকটির দ্বিতীয় মন্ত্রের হ্রস্ব সত্যাবৃহতী। শেষ তৃচটির অন্তিম মন্ত্রটিও সত্যাবৃহতী হ্রস্বের এবং সেটিকে আবার সামিবেদীকৃত্যে তিনবার পাঠ করতে হয়। তাহলে সাতটি (বহুত হ-টি) সত্যাবৃহতী পাঠ করা হয়। ন-টি সত্যাবৃহতীতে বৃহতীর অপেক্ষার সোঁট (৯ : ৪ =) ৩৬ অক্ষর বেশী আছে। দ্বিতীয় তৃচটির হ্রস্ব গারজী হওয়ার (২৪ : ৩ = ৭২ অক্ষর) বৃহতীর (৩৬ : ৩ = ১০৮ অক্ষর) অপেক্ষার (১০৮ - ৭২ =) ৩৬ অক্ষর

সেখানে কম পড়ে ছিল। সত্যোবৃহতীর সাহায্যে এখন অক্ষরে সেই ঘটিতি পূরণ হয়ে কম ও বেশীর মধ্যে একটা সমতা (৩৬ - ৩৬ = ০) ঘটল। ফলে এই শব্দটিকে 'বার্হত প্রউগ' বলতে আর কোন বাধা বা সোধ থাকছে না। ঐ. ব্রা. ২২/১ অংশেও এই মন্তব্যগুলিই বিহিত হয়েছে।

প্রগাথান্ একে দ্বিতীয়োত্তমবর্জন্ ॥ ৮ ॥

অনু.— অন্যেরা দ্বিতীয় ও শেষ (তৃত্বের প্রতীক-দুটি) ছাড়া (প্রউগের বাকী প্রতীকগুলিকে মনে করেন) প্রগাথ।

ব্যাখ্যা— প্রগাথ হলে দ্বিতীয় ও শেষেরটি ছাড়া অন্য প্রতীকগুলির ক্ষেত্রে দু-টি করে মন্তব্য পাঠ করতে হবে। প্রগাথ বলতে দুটি করে মন্তব্যকেই বোঝান হয়েছে, প্রগাথের ধর্ম আশ্রয় ইত্যাদিকে নয়।

যত্ পাঞ্চজন্যার্য বিশেষে ইত্ সোমপা এক ইতি মরুত্বতীরস্য প্রতিপদ-অনুচরৌ ॥ ৯ ॥

অনু.— মরুত্বতীরের প্রতিপদ এবং অনুচর 'যত্-' (৮/৬৩/৭-৯), 'ইত্-' (৮/২/৪-৬)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২২/১ অংশেও প্রত্যক ও পরোক্ষভাবে এই বিধানই রয়েছে। পরবর্তী সূত্রের তিনটি সূত্রের উল্লেখও এই অংশে আছে।

অবিতাসীত্থা হীত্ পিৰ তুভ্যম্ ইতি মরুত্বতীরম্ ॥ ১০ ॥ [৯]

অনু.— মরুত্বতীর (সূক্ত) 'অবি-' (৮/৩৬), 'ইত্থা-' (১/৮০), 'ইত্-' (৬/৪০)।

শাকরং চেত্ পৃষ্ঠং মহানার্য্যঃ স্তোত্রিয়ঃ ॥ ১১ ॥ [১০]

অনু.— যদি শাকর (সামে) পৃষ্ঠস্তোত্র (গাওয়া হয় তাহলে নিম্নেবল্য শব্দে) মহানারী (মন্ত্ৰ)গুলি (হবে) স্তোত্রিয়।

ব্যাখ্যা— মহানারী মন্ত্ৰগুলি হল— (১) বিদা মমবন্ বিদা গাতুম্ অনু শশিবো নিশঃ। শিকা শটীনাং পতে পূৰীণাং পুরাবসো। (২) অতিষ্টম্ অতিষ্টিতিঃ প্রচেতন প্রচেতন। ইত্ দ্যায় ন ইব এবা হি শক্রঃ ॥ (৩) রায়ে বাজার বজ্রিবঃ শবিত বজ্রিমুঞ্জসে। মবিত বজ্রিমুঞ্জস আয়াহি পিৰ মত্ৰ ॥ (৪) বিদা রায়ঃ সুবীৰ্য্য তুবো বাজানাং পতিবীণা অনু। মবিত বজ্রিমুঞ্জসে যঃ শবিতঃ শুরাণাম্। (৫) যো মবিতো মযোনাং চিকিৎসো অতি নো নয়। ইত্থো বিদে তম্ স্তবে কী হি শক্রঃ ॥ (৬) তমূতয়ে হবামহে জেতারম্ অপরাজিতম্। স নঃ পর্বদ অতি বিধঃ ক্রতুজ্ঞেয় ঋতং বৃহত্ ॥ (৭) ইত্থং ধনস্য সাতরে হবামহে জেতারম্ অপরাজিতম্। স নঃ পর্বদ অতি বিধঃ স নঃ পর্বদ অতি বিধঃ ॥ (৮) পূর্বস্য যত্ তে অম্রিব্য সুর আথেহি নো বসো ॥ পূর্তিঃ শবিত শস্যত ঈশে হি শক্রঃ ॥ (৯) নুনং তং নব্যং সন্যাসে প্রভো জনন্য কুজহ্ন ॥ সমন্যেবু ব্রবাবহৈ শুরো যো গোবু গচ্ছতি সখা সুশেবো অম্রায়ঃ ॥— ঐ. আ. ৪/১/১। ঐ. ব্রা. ২২/২ অংশে মহানারী মন্ত্ৰ দ্বারা শাকর সামে স্তোত্রের বিধান পাওয়া যাচ্ছে। 'স্তোত্রিয়ঃ স্তোত্রসম্বন্ধী। স্তোত্রাদৌ হোব গীরতে' (ঐ. আ. ৫/২/২-সা.)।

তা অখ্যার্য্যকারং নব প্রকৃত্যা তিমো ভবন্তি ॥ ১২ ॥ [১১]

অনু.— ঐ স্বভাবত ন-টি (মহানারী) সেড় সেড় করে (পাঠ করে) তিনটি (মন্ত্ৰে পরিণত) হয়।

ব্যাখ্যা— তিনটি মহানারী মন্ত্ৰকে একটি ধরে নটি মহানারীকে তিনটি মন্ত্ৰরূপে গণ্য করবেন। ঐ নটি মন্ত্ৰের বেশ অনুযায়ী তিনটি অর্বাংশ পড়ে থাকবেন, তার পরে আবার তিনটি অর্বাংশ পড়ে প্রশব উচ্চারণ করবেন। তার পরে আবার এইভাবেই তিনটি অর্বাংশের পরে যেম পর্বতী তিনটি অর্বাংশ পড়ে প্রশব উচ্চারণ করবেন। তৃতীর বারোও তা-ই।

তাতিঃ পুরীষপদান্যুপসন্তনুরাক্ ॥ ১৩ ॥ [১১]

অনু.— ঐ (মহানারীগুলির) সঙ্গে পুরীষপদগুলি সংযুক্ত করবেন।

ব্যাখ্যা—এবা হোবৈবা হামে, এবা হোবৈবা হীজম্, এবা হোবৈবা হি বিকেপ, এবা হোবৈবা হি পূবন, এবা হোবৈবা হি দেবাঃ, এবা হি শক্ৰো বশী হি শক্ৰো বশী অনু, আ যো মন্যায় মন্যব উপো মন্যায় মন্যবে, উপেহি বিবধ, বিদা মঘবন্ বিদোঃও এই ন-টি মন্তকে বলা হয় ‘পূরীষপদ’। নবম-মহানারী শেব গ্রন্থের সঙ্গে প্রথম পূরীষপদকে সংযুক্ত করে পাঠ করবেন। অষ্টম পূরীষপদের শেষে গ্রন্থ পাঠ করে তার সঙ্গে আবার অনুরূপ মন্তকে সংযুক্ত করবেন।

পঞ্চাক্ষরঃ পূর্বাণি পঞ্চ ॥ ১৪ ॥ [১২]

অনু.—প্রথম পাঁচটি (পূরীষপদ) পাঁচ অক্ষর করে (পড়বেন)।

ব্যাখ্যা—প্রথম পাঁচটি পূরীষপদ সন্ধি-বিচ্ছেদ করে এবং প্রত্যেক পঞ্চম অক্ষরের পর খেমে পাঠ করবেন। অন্য পদগুলি বেসে যেমন পড়া আছে তেমনভাবে অবিচ্ছিন্ন ধারায় পাঠ করতে হবে।

সর্বাণি বা যথানিশাভ্যম্ ॥ ১৫ ॥ [১৩]

অনু.—অথবা সব (পদ)গুলিই (বেদে) যেমন পঠিত (আছে তেমনভাবে অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—‘যথানিশাভ্যং যথাসমাজায়ম্’ (ঐ. জা. ৪/১/১-সা.)। নিশাভ্য = পঠিত। সন্ধিবর্জিত না করে এবং প্রত্যেক পঞ্চম অক্ষরের পরে না খেমেই পাঠ করবেন।

যোনিহানে তু যথানিশাভ্যং সপূরীষপদা উক্তমেন সন্তানঃ ॥ ১৬ ॥ [১৪]

অনু.—যোনিহানে কিন্তু পূরীষপদাসমেত (মন্ত্রগুলি) যথাপঠিতভাবে (পঠিত হবে), অষ্টম (পদের) সঙ্গে (পরবর্তী অংশের) সংযোগ (ঘটাতে হবে)।

ব্যাখ্যা—যদি পৃষ্ঠস্তোত্রের যোনিকে স্তোত্রিয়রূপে পাঠ না করে যোনিহানে পাঠ করা হয় তাহলে কিন্তু শুধু পূরীষপদগুলিই নয়, মহানারী মন্ত্রগুলিকেও বেসে যেমন পড়া আছে তেমনভাবেই পড়তে হবে। এ-ক্ষেত্রে মহানারী মন্ত্রগুলিতে তাই প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে গ্রন্থ উচ্চারণ করতে হবে না, তবে অষ্টম পূরীষপদের শেষে অবশ্য গ্রন্থ উচ্চারণ করে পরবর্তী সূত্রে নির্দিষ্ট ‘বাসো-’ মন্তকে জুড়ে নিয়ে পাঠ করবেন।

বাসোরিক্কা বিবৃকত উপ নো হরিত্তিঃ সূতমিত্রং কিঞ্চ অবীৰ্ণনন্ ইতি ব্রহ্মসূত্ৰা অনুরূপঃ ॥ ১৭ ॥ [১৫]

অনু.—‘বাসো-’ (১/৮৪/১০-১২), ‘উপ-’ (৮/৯৩/৩১-৩৩), ‘ইত্ৰং-’ (১/১১/১-৩) এই তিনটি ভূচ (এখানে) অনুরূপ।

ব্যাখ্যা—এগুলি অনুরূপ বলে স্তোত্রিয় মহানারীর মতো এগুলিকেও সেড় সেড় করেই পাঠ করতে হবে। ঐ. ব্রা. ২২/২ অংশেও এই বিধানই দেওয়া হয়েছে।

হেনং ব্রহ্মেন্দ্রো মদার সত্রা মদার ইতি নিচেকল্যম্ ॥ ১৮ ॥ [১৬]

অনু.—নিচেকল্য (সূক্ত) ‘হেনং-’ (৮/৩৭), ‘ইত্ৰো-’ (১/৮১), ‘সত্রা-’ (৬/৩৬)।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ২২/৩ অংশেও এই বিধানই পাওয়া যায়।

পাঙ্কতে পূর্বে সূক্তে মরুতীকীর্তন ॥ ১৯ ॥ [১৭]

অনু.—মরুতীকীর (শব্দে) প্রথম দু-টি সূক্ত পড়তিহাদের।

ব্যাখ্যা— বস্তুত দ্বিতীয় সূক্তটিই (১০ নং সূ. ম.) পংক্তি ছন্দে, প্রথম সূক্তটির ছন্দ কিন্তু শকরী। তবুও দুটি সূক্তকেই পংক্তি বলায় প্রত্যেক মন্ত্রে দু-বার করে ধামতে হবে (৫/১৪/১৩ ম.)।

শাঙ্কর্যে নিম্নেবল্যে ॥ ২০ ॥ [১৮]

অনু.— নিম্নেবল্য (শব্দে প্রথম দু-টি সূক্ত) পংক্তিছন্দের।

ব্যাখ্যা— এখানেও প্রথম সূক্তটির (১৮ নং সূ. ম.) ছন্দ পংক্তি নয়, অতিজগতী অথবা মহাপংক্তি। সূত্রে তবুও তাকে পংক্তি বলায় পংক্তির মতো প্রত্যেক মন্ত্রে দু-বার করে ধামতে হবে।

আদ্যে তু ত্রিষ্টুপ্-উভয়ে ॥ ২১ ॥ [১৯]

অনু.— প্রথম দু-টি (সূক্ত) কিন্তু ত্রিষ্টুপে শেষ।

ব্যাখ্যা— মরুত্বতীর এবং নিম্নেবল্য শব্দের প্রথম সূক্তটি (১০, ১৮ নং সূ. ম.) শেষ হয়েছে ত্রিষ্টুপ্ (৪৬ অক্ষর) দিয়ে। দু-টি ক্ষেত্রেই শেষ মন্ত্রে প্রথমে 'তথা শূনু' এবং পরে 'ত্বম্ এক ইত্' পাদ পর্যন্ত পড়ে খাস নেবেন। অনুক্রমণী অনুযায়ী অবশ্য শেষ মন্ত্রের ছন্দ ত্রিষ্টুপ্ নয়, যথাক্রমে মহাপংক্তি ও অতিজগতী। দুটি মন্ত্রেরই অক্ষরসংখ্যা ৪৬; তাই বলা হল ছন্দ জগতী নয়, ত্রিষ্টুপ্।

তয়োন্ অবসানে শতক্রতো সমকুজিদ্ ইতি মরুত্বতীরে ॥ ২২ ॥ [২০]

অনু.— ঐ (প্রথম দুই সূক্তের) মধ্যে মরুত্বতীরে দুই বিরতি হল (হল) 'শতক্রতো' এবং 'সমকুজিদ্'।

ব্যাখ্যা— মরুত্বতীর শব্দের প্রথম সূক্তে (খ. ৮/৩৬) শেষ মন্ত্রটি ছাড়া প্রত্যেক মন্ত্রেই এই দু-টি পদ আছে এবং এই দু-টি পদের প্রত্যেকটির পরে সেখানে ধামতে হয়।

শটীপতে অনেদ্যেতি নিম্নেবল্যে নিম্নেবল্যে ॥ ২৩ ॥ [২১]

অনু.— নিম্নেবল্য (শব্দে প্রথম সূক্তে দুই বিজ্ঞামহল) 'শটীপতে' (এবং) 'অনেদ্য'।

ব্যাখ্যা— নিম্নেবল্য শব্দের প্রথম সূক্তে (খ. ৮/৩৭) শেষ মন্ত্রটি ছাড়া অন্য সব মন্ত্রেই এই উক্ত দু-টি পদ আছে এবং ঐ দু-টি পদের প্রত্যেকটির পরে সেখানে ধামতে হয়।

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম কণিকা (৮/১)

[পৃষ্ঠ্যষড়্হ ষষ্ঠ দিন— প্রাতঃসবন, মাধ্যম্নিন সবন, তৃতীয় সবনে হোতার শব্দ]

ষষ্ঠস্য প্রাতঃসবনে প্রস্থিতযাজ্ঞান্য পুরস্তাদ্ অন্যাঃ কৃত্বোভাভ্যাম্ অনবানন্তো যজন্তি ॥ ১ ॥

অনু.— (পৃষ্ঠ্যের) ষষ্ঠ (দিনের) প্রাতঃসবনে প্রস্থিতযাজ্ঞাগুলির আগে অন্য (একটি করে মন্ত্র পাঠ) করে স্বাস না ফেলে যাজ্ঞাপাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— অনবানন্তঃ = ন (= অন)-অব-√অন্- শত্ - প্র. বহ। দু-টি মন্ত্র একনিঃশ্বাসে পড়ে যেতে হবে। পাঠ্য অন্য মন্ত্রগুলি কি তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে। ষষ্ঠ দিনের বিভিন্ন মন্ত্র ঐ. ব্রা. ২২/৪-১০ অংশে উদ্ধৃত হয়েছে।

বৃষমিচ্ছ বৃষপাণাস ইন্দবঃ সুমুমা যাতমস্রিভির্বনোতি হি সুবন্ ক্রয়ং পরীণসো মো বু বো অস্মদভি তানি পৌংসৌ বু
ণো অয়ে শৃণুহি ত্বমীতিতোহ য়িং হোতারং মন্যে দাস্তন্তং দধ্যজ্ হ মে জনুবাং পূর্বো অগ্নিরা ইতি ॥ ২ ॥

অনু.— (সেই অন্য মন্ত্রগুলি হল) 'বৃবন্-' (১/১৩৯/৬), 'সুবু-' (১/১৩৭/১), 'বনো-' (১/১৩৩/৭), 'মো বু-' (১/১৩৯/৮), 'ও বু-' (১/১৩৯/৭), 'অগ্নিং-' (১/১২৭/১), 'দধ্যজ্-' (১/১৩৯/৯)।

ব্যাখ্যা— সাত ঋত্বিকের প্রত্যেকে প্রাতঃসবনে তাঁদের নিজ নিজ প্রস্থিতযাজ্ঞার (৫/৫/২৩ সূ. ব্র.) আগে এই তালিকা থেকে যথাক্রমে একটি করে মন্ত্র নিয়ে দু-টি মন্ত্র একনিঃশ্বাসে পাঠ করবেন। ঐ. ব্রা. ২২/৫ অংশেও মন্ত্রগুলিকে সংক্ষেপে 'পারুচ্ছপ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এবম্ এব মাধ্যম্নিনে ॥ ৩ ॥

অনু.— মাধ্যম্নিন (সবনেও পাঠ করবেন) এইভাবেই।

অধ্যর্থাং তু তত্রানবানম্ ॥ ৪ ॥ [৩]

অনু.— সেখানে কিন্তু দেড়খানি (মন্ত্র) একনিঃশ্বাসে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— আগের মন্ত্রটি একনিঃশ্বাসে পড়ে দ্বিতীয় মন্ত্রটির প্রথমার্ধের শেষে থামবেন এবং তখনই (বাকী অংশ পড়ার আগে?) যাগ হবে— 'পূর্বাম্ অনুচ্ছসন্ উক্তা উক্তরাং সন্ধ্যয় তস্যা অর্থর্থে অবসায় যষ্টব্যম্ ইত্যর্থঃ' (বৃষ্টি)। 'তত্র' বলায় মাধ্যম্নিনে প্রস্থিতযাজ্ঞার ক্ষেত্রেই এই নিয়ম, পরবর্তী ৬নং সূত্রে বিহিত ঋতুযাজ্ঞের ক্ষেত্রে কিন্তু দেড় অংশ একনিঃশ্বাসে নয়, ১নং সূত্র অনুযায়ী দু-টি মন্ত্রই একনিঃশ্বাসে পাঠ করতে হবে।

পিবা সোমমিচ্ছ সুবানমস্রিভিরিচ্ছায় হি দ্যৌরসুরো অনন্তভেতি যষ্ট ॥ ৫ ॥ [৪]

অনু.— (মাধ্যম্নিন সবনে প্রস্থিতযাজ্ঞার আগে পাঠ্য অতিরিক্ত মন্ত্রগুলি হল) 'পিবা-' (১/১৩০/২), 'ইচ্ছায়-' (১/১৩১/১-৬) ইত্যাদি ছ-টি (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— ৫/৫/২৪ সূ. ব্র.। মোট সাতটি মন্ত্র। সাতজনে এই একটি করে অতিরিক্ত মন্ত্র পাঠ করবেন।

উপরিষ্টাত্ স্তুত ঋতুযাজ্ঞানাম্ ॥ ৬।। [৫]

অনু.— ঋতুযাজ্ঞগুলির পরে কিন্তু (এখানে অন্য) মন্ত্র (পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ঋতুযাজ্ঞের প্রত্যেক প্রৈষ এবং যাজ্ঞ্য মন্ত্রের (৫/৮/৩, ৪ সূ. ব্র.) পরে এখানে কিন্তু ৯ নং সূত্রে উল্লিখিত অন্য একটি অতিরিক্ত মন্ত্র পাঠ করতে হয়। প্রৈষ এবং যাজ্ঞ্য এই দুটি মন্ত্র একনিঃশ্বাসে পাঠ করতে হয় এবং দুটি মন্ত্রই এখানে প্রৈষ এবং ঐ দুটি মন্ত্রই যাজ্ঞ্য। এই অন্য মন্ত্রগুলি কি তা ৯ নং সূত্রে বলা হবে।

প্রৈষম্ ঋতেংসৌ-যজ্ঞম্ ঋচং চানবানম্ উক্ক ঋগৈত্বৈর্ অসৌ যজ্ঞেতি প্রৈষ্যত্ ॥ ৭।। [৬]

অনু.— (মৈত্রাবরুণ) ‘অসৌ যজ্ঞ’ (অংশ) ছাড়া প্রৈষ এবং (ঐ অন্য আগন্তু) মন্ত্রকে একনিঃশ্বাসে পাঠ করে মন্ত্রের শেষে ‘অসৌ যজ্ঞ’ (জুড়ে নিয়ে) প্রৈষ দেবেন।

ব্যাখ্যা— বারোটি ঋতুযাজ্ঞে মোট বারোটি প্রৈষমন্ত্র। প্রত্যেক প্রৈষমন্ত্রের শেষে বিশেষ ঋত্বিকের পদ নাম উল্লেখ করে ‘যজ্ঞ’ অর্থাৎ ‘অমুক, তুমি যাগ কর’ বলা হয় (৫/৮/৩ সূ. ব্র.)। মৈত্রাবরুণ প্রৈষ দেওয়ার সময়ে প্রত্যেক প্রৈষে ‘অমুক, তুমি যাগ কর’ অংশ আপাতত বাদ দিয়ে প্রৈষের সঙ্গে ৯ নং সূত্রে নির্দিষ্ট সূক্ত হতে একটি করে মন্ত্র জুড়ে নিয়ে একনিঃশ্বাসে পড়ে তার পরে শেষে ‘অমুক, তুমি যাগ কর’ বলবেন। তাহলে সম্পূর্ণ প্রৈষমন্ত্রটি দাঁড়াবে— পঞ্চম প্রৈষসূক্তের একটি মন্ত্র + ৯নং সূত্রের একটি মন্ত্র + অমুক, তুমি যাগ কর।

এবম্ এব যজ্ঞন্তি ॥ ৮।। [৭]

অনু.— এইভাবেই যাজ্ঞ্য (পাঠ) করেন।

ব্যাখ্যা— প্রৈষ পাওয়ার পর যিনি প্রৈষ পান তিনি মৈত্রাবরুণের সম্পূর্ণ প্রৈষমন্ত্রটিই যাজ্ঞ্য হিসাবে একনিঃশ্বাসে পাঠ করেন (৫/৮/৪ সূ. ব্র.), তবে প্রৈষের ‘হোতা বন্ধ’ স্থানে তাঁকে আগু এবং ‘অমুক, তুমি যাগ কর’ (অসৌ যজ্ঞ) অংশের স্থানে বর্ষট্কার (= বৌতবট) উচ্চারণ করতে হয়।

তুভ্যং হিহানো বসিস্তি গা অপ ইতি দ্বাদশ ॥ ৯।। [৮]

অনু.— (ঋতুযাজ্ঞের প্রৈষে এবং যাজ্ঞ্য পাঠ্য সেই অন্য মন্ত্রগুলি হচ্ছে) ‘তুভ্যং-’ (২/৩৬, ৩৭) ইত্যাদি বারোটি (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায় সূত্রে ‘দ্বাদশ’ পদটি নেই, কিন্তু ঐ পাঠে সূত্রের বিধানের সঙ্গে সঙ্গতি থাকে না। বারোটি ঋতুযাগের জন্য বারোটি মন্ত্রেরই প্রয়োজন, কিন্তু কেবল ‘তুভ্যং-’ সূক্তটিতে আছে মাত্র ছ-টি মন্ত্র। তাই ‘তুভ্যং-’ এবং ঠিক তার পরবর্তী ‘মন্দব-’ এই দু-টি সূক্তই এখানে অভিপ্রেত। দুটি সূক্তে আছে মোট বারোটি মন্ত্র। সূত্রে তাই ‘তুভ্যং-’ ইত্যাদি বারোটি মন্ত্রই অভিপ্রেত বলে ‘দ্বাদশ’ পদটির উল্লেখ থাকাই স্বাভাবিক।

অয়ং জায়ত মনুযো ধরীমশীত্যাভ্যাম্ ॥ ১০।। [৯]

অনু.— (বষ্ঠ দিনে) আজ্য (শত্রু) ‘অয়ং-’ (১/১২৮)।

ব্যাখ্যা— প্রকৃতিবাগে আজ্যশব্দে সূক্তই প্রযুক্ত হয় বলে এখানে পাদগ্রহণ করা হলেও উক্ত মন্ত্রাংশটি সূক্তেরই প্রতীক বলে বুঝতে হবে। ঐ. ব্রা. ২২/৭ অংশেও এই সূক্তই বিহিত হয়েছে।

একেন দ্বাত্যাঞ্ চ বিগ্রহ ॥ ১১।। [১০]

অনু.— ঐ শব্দে এক এবং দুই পাদ দ্বারা ছেদ (হবে)।

ব্যাখ্যা—এখানে আভ্যশব্দের সূত্রটির প্রথম মন্ত্রে ৫/৯/২০ সূত্র অনুযায়ী প্রত্যেক অর্থমন্ত্রে থামতে হয়ই, তবে প্রথম মন্ত্রের প্রথম অর্থাংশে প্রথমে একপাদ পড়ে থেমে তার পরে অপর দুই পাদ পড়বেন।

ত্রিভির্ অবসানং চতুর্ভিঃ প্রশবো যত্রার্চশঃ পারুচ্ছেপ্যঃ ॥ ১২ ॥ [১১]

অনু.—যেখানে পরুচ্ছেপ খবির (মন্ত্রগুলি) অর্থমন্ত্রে (থেমে থেমে পাঠ করার কথা সেখানে) তিন (পাদে) বিরাম (এবং পরের) চার (পাদে আবার) প্রশব (-সম্মত বিরাম হবে)।

ব্যাখ্যা—সপ্তপদা মন্ত্রে তিনটি (ঋ. প্রা. ১৮/৫১) করে অর্ধর্চ থাকে। অর্ধর্চে থেমে থেমে পড়ার প্রসঙ্গে অথবা অর্ধে অর্ধে পাঠ্য মন্ত্রের তালিকার পরুচ্ছেপ খবির সপ্তপদা মন্ত্রগুলিও (১/১২৭-১৩৯; ৯/১১১) পাঠ করতে হলে বা স্থান পেলে প্রথমে তিন পাদ পড়ে থামবেন, তার পরে আরও চার পদ পড়া হলে প্রশব উচ্চারণ করবেন। ১৯ নং সূত্রে ‘পচ্ছঃ পারুচ্ছেপ্যঃ’ বলার এই সূত্রে ‘অর্ধর্চশঃ’ না বললেও বোঝা যেত যে, সূত্রটি অর্থমন্ত্রে পাঠ করার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তবুও আবার তা বলার বুঝতে হবে যে, অন্যত্রও পরুচ্ছেপ খবির মন্ত্র এই নিয়মেই পাঠ করতে হয়। ফলে গ্রাবস্তোত্রে ৫/১২/১১ সূত্র অনুসারে পারুচ্ছেপি খবির পবমান-সেবতার ‘অয়া ক্চা-’ (ঋ. ৯/১১১) ইত্যাদি মন্ত্রের পাঠের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

ঈর্শং বর্হির্ ইতি ত্র্যো সুবুমা যাতমদ্রিভির্ভূবাং স্তোমেভির্দেবয়ন্তো অশ্বিনাবর্মহ ইহ্ম বৃষমিত্রাস্ত্র জৌষডো য় পো
অয়ে শৃণুহি ঈর্মীতিতো যে দেবাসো দিব্যোকাশ্চ স্ত্রমদদাদ্ রতসমুচ্চাতম্ ইতি প্রতিগম্ ॥ ১৩ ॥ [১২]

অনু.—প্রতিগ (শব্দ হচ্ছে) ‘ঈর্শং-’ (১/১৩৫/১-৬) ইত্যাদি দুটি ত্র্য; ‘সুবু-’ (১/১৩৭/১-৩); ‘যুবাং-’ (১/১৩৯/৩-৫); ‘অব-’ (১/১৩৩/৬, ৭), ‘বৃষ-’ (১/১৩৯/৬); ‘অস্ত্র-’ (১/১৩৯/১), ‘ও যু-’ (১/১৩৯/৭), ‘যে-’ (১/১৩৯/১১); ‘ইয়ম-’ (৬/৬১/১-৩)।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ২২/৭ অংশেও এই মন্ত্রগুলিই বিহিত হয়েছে।

ষে চৈকা চ পঞ্চমে একপাতিন্য উপোত্তমে ॥ ১৪ ॥ [১২]

অনু.—পঞ্চম (তুচে যথাক্রমে) দু-টি এবং একটি (মন্ত্র প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হয়েছে)। শেষের আগের (তুচে প্রতীকগুলি) একটি (করে) মন্ত্রের প্রতীক।

ব্যাখ্যা—পূর্বসূত্রে ‘অব-’ দুটি মন্ত্রের, ‘বৃষ-’ একটি মন্ত্রের এবং পরবর্তী তিনটি প্রতীক একটি করে মন্ত্রের প্রতীক।

উত্তমেৎষুচম্ অভ্যাসা অষ্টাক্ষরাঃ ॥ ১৫ ॥ [১৩]

অনু.—শেষ (তুচে) প্রতিমন্ত্রে (শেষ) আট অক্ষরের পুনরাবৃত্তি (হবে)।

ব্যাখ্যা—‘ইয়ম-’ এই ত্র্যের প্রত্যেক মন্ত্রের শেষ আট অক্ষর দু-বার করে পড়তে হয়। প্রশব হবে দ্বিতীয় আবৃত্তিরই শেষে। ‘অষ্টাক্ষরাঃ’ পদটি বহুব্রীহিসমাস-নিষ্পন্ন বলে পুল্লিঙ্গ হয়েছে। পদটি ‘অভ্যাসাঃ’ পদের বিশেষণ।

ন বা ॥ ১৬ ॥ [১৪]

অনু.—অথবা (শেষ আট অক্ষরের পুনরাবৃত্তি করবেন) না।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ২২/৭ অংশে ‘ঈর্শং-’ ইত্যাদি মন্ত্রগুলি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলি অতিচ্ছন্দ ও সাত-চরণের বলে বর্ষ দিবসের পক্ষে অনুকূল। এই উক্তিকে কেউ কেউ বিধান মনে করে অজিহ্ম ত্র্যটিকে জগতী থেকে অতিচ্ছন্দ শব্দরীতে পরিণত করার জন্য শেষ আট অক্ষরের অভ্যাস (পুনরাবৃত্তি) করেন। অপর কেউ কেউ বলেন, ঐ উক্তিটি বিধান (নির্দেশ) নয়, পূর্বসিদ্ধেরই অনুবাদ মাত্র (= পুনরাবৃত্তি), কারণ ‘ঈর্শং-’ ইত্যাদি মন্ত্রগুলির অধিকাংশেরই ইহ্ম অতিচ্ছন্দ। গ্রামে অন্যবর্ষের শোক বাস করলেও

যেমন ব্রাহ্মণদের সংখ্যাধিক্য বা প্রাধান্যের কারণে বলা হয় 'ব্রাহ্মণদের গ্রাম' এখানেও তেমন অধিকাংশ মন্ত্রের হ্রস্ব অতিচ্ছন্দ বলে ব্রাহ্মণগ্রন্থে সেগুলির সম্পর্কে অতিচ্ছন্দ বলা হয়েছে। শেষ আট অঙ্কের আবৃত্তি তাই করতে হবে না।

স পূর্বো মহানাত্ ত্রয় ইন্দ্রস্য সোমা ইতি মরুত্বতীরস্য প্রতিপদ-অনুচরৌ ॥ ১৭ ॥ [১৪]

অনু.— মরুত্বতীর (শব্দের) প্রতিপদ এবং অনুচর (যথাক্রমে) 'স-' (৮/৬৩/১-৩), 'ত্রয়-' (৮/২/৭-৯)।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ২২/৭ অংশের বিধানও তাই।

যং যং রথমিন্দ্রে স যো বৃষেন্দ্রে মরুত্ব ইতি তিভ্র ইতি মরুত্বতীরম্ ॥ ১৮ ॥ [১৪]

অনু.— মরুত্বতীর (সূক্ত) 'যং-' (১/১২৯), 'স-' (১/১০০), 'ইন্দ্রে-' (৩/৫১/৭-৯)।

ব্যাখ্যা—শেষেরটি ভূচ হলেও সূক্তেরই ভুল্য। ঐ. ব্রা. ২২/৭ অংশেও এই সূক্তের বা ভূচের উল্লেখ রয়েছে।

একেনাদ্রোৎবসার ষাভ্যাত্ প্রণুরাদ্ ষাভ্যাত্ম অবসার ষাভ্যাত্ প্রণুরাদ্ যত্র পচ্ছ পাক্ষেপ্যঃ ॥ ১৯ ॥ [১৫]

অনু.— যেখানে পাদে পাদে (থেমে) পরচ্ছপ ঋষির (মন্ত্রগুলি পড়তে হয় সেখানে) প্রথমে (এক পাদ) দিয়ে থেমে দুই (পাদ) দিয়ে প্রশব উচ্চারণ করবেন। (তার পরে) দুই (পাদ) দিয়ে থেমে দুই (পাদ) দিয়ে প্রশব (উচ্চারণ) করবেন।

ব্যাখ্যা—যেখানেই পরচ্ছপ ঋষির সপ্তপদা মন্ত্র পাদে পাদে থেমে পড়ার মন্ত্রের তালিকায় থাকবে সেখানেই প্রথম পাদের পরে থামবেন, তৃতীর পাদের শেষে প্রশব উচ্চারণ করবেন, পঞ্চম পাদের পরে থামবেন এবং সপ্তম পাদের পরে আবার প্রশব উচ্চারণ করবেন। এই নিয়ম সর্বত্র প্রযোজ্য বলে 'ইন্দ্রায়-' (৮/১/৫ সূ. দ্র.) ইত্যাদি ক্ষেত্রেও তা অনুসৃত হবে। 'স নো নবোত্তি-' (৬/৪/১০ সূ. দ্র.) ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি পরচ্ছপ হলেও সেগুলি সপ্তপদা মন্ত্র নয় বলে সেই-সব স্থলে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। 'যত্র বিষয়ে ত্রিষ্টুভ্জগতাদীনাং চতুষ্পদানাং পচ্ছশ্বসনং বিহিতং তত্র পাক্ষেপীনাং মেবং ভবতি' (না.)।

রৈবতঃ চেত্ পৃষ্ঠং রৈবতীর্নঃ সখমাদে রেবী ইদ্ রৈবতঃ স্তোত্রোতি স্তোত্রিরানুরালৌ ॥ ২০ ॥ [১৬]

অনু.— যদি পৃষ্ঠ (স্তোত্র) রৈবত (-সামবিশিষ্ট হয় তাহলে) স্তোত্রিয় ও অনুরূপ (হবে) 'রৈবতী-' (১/৩০/১৩-১৫), 'রেবী-' (৮/২/১৩-১৫)।

ব্যাখ্যা—স্তোম এবং সামের ক্ষেত্রে সামবেদ এবং সামবেদী ঋষিকৃষ্ণি প্রমাণ বলে সূত্রে 'চেত্' বলা হয়েছে। 'পৃষ্ঠ' বলতে যথার্থি পৃষ্ঠস্তোত্রকেই অর্থাৎ নিম্নেবল্য শব্দের ঠিক পূর্ববর্তী স্তোত্রকেই বুঝতে হবে। ঐ. ব্রা. ২২/৭ অংশেও এই দুই মন্ত্রের উল্লেখ আছে।

এন্দ্রে ষাভ্যাপ নঃ প্র ষা ষস্যাক্ষরেক ইতি নিম্নেবল্যম্ ॥ ২১ ॥ [১৭]

অনু.— নিম্নেবল্য (সূক্ত হবে) 'এন্দ্রে-' (১/১৩০), 'প্র-' (২/১৫), 'অক্ষ-' (৬/৩১)।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ২২/৮ অংশেও এই মন্ত্রটির উল্লেখ আছে।

অতি ত্যং সেবং সবিতারমোশ্যোহ ইত্যেকা তত্ সবিতুর্করেশ্যম্ ইতি যে সোবো আগাদ্ বৃহদ্ গার দ্যাম্ যেহ্যাক্ষব
জ্জি সেবং সবিতারং তসু ইহ্যভ্যঃ সিন্ধুং সুনুং সত্যস্য বুধানম্। অল্লোৎবাতং সুশেবং স যা নো দেবঃ সবিতা
সাবিষদ্ বসুপতিঃ। উত্তে সুকিতী সুখাতুর্ ইতি কৈবদেবস্য প্রতিপদ-অনুচরৌ ॥ ২২ ॥ [১৮]

অনু.— কৈবদেব (শব্দের) 'অতি-' (আ. ৪/৬/৩; ষিল ৩/২২/৪) এই একটি, 'তত্-' (৩/৬২/১০, ১১) ইত্যাদি দু-টি (মন্ত্র), 'সোবো-' (সূ.), 'তসু-' (সূ.), 'স-' (সূ.) এই প্রতিপদ এবং অনুচর।

ব্যাখ্যা— প্রথম তিনটি মন্ত্র প্রতিপদ, পরের তিনটি অনুচর। বৃত্তিকারের মতে ‘ঋচং পাদগ্রহণে’ (১/১/১৭ সূ.) ইত্যাদি পরিভাষা খিলমন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলে সূত্রে ‘একা’ বলা হল। ‘একা’ বলার আর একটি প্রয়োজন এই যে, ৭/৬/১০ সূত্রে উল্লিখিত ‘বিশ্বো-’ মন্ত্রটি এখানে বাদ যাবে এবং তার পরিবর্তে পাঠ করতে হবে ‘অভি-’ এই মন্ত্রটি। ৭/৬/১০ সূত্রে যদিও ‘তত্-’ ইত্যাদি দু-টি মন্ত্র বৈশ্বদেব শব্দের প্রতিপদরূপে বিহিত রয়েছে, তবুও এই সূত্রে তার উল্লেখ করা না হলে অর্থ দাঁড়াত ‘অভি-’, ‘দোষো-’, ‘তন্মু-’, ‘স-’ এই চারটি মন্ত্র প্রতিপদ ও অনুচর। সে-ক্ষেত্রে ‘অভি-’ মন্ত্রটিকে হয়তো তিনবার আবৃত্তি করে একটি প্রতিপদ করা হত। ঐ. ব্রা. ২২/৮ অংশে ‘অভি-’, ‘তত্-’ এবং ‘দোষো-’ মন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

উদধৃত্য চোস্তমং সূক্তং ত্রীণি ॥ ২৩ ॥ [১৯]

অনু.— এবং (অভিপ্লবের বৈশ্বদেবশব্দের) শেষ সূক্ত তুলে দিয়ে (তার স্থানে অন্য) তিনটি (সূক্ত পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অভিপ্রবষড়্‌হের ‘উবাসা-’ এই বৈশ্বদেব নিবিদ্বান সূক্তের পরিবর্তে এখানে বৈশ্বদেব শব্দে ২৪-২৭ নং সূত্রে উল্লিখিত তিনটি সূক্ত পাঠ করতে হয়। ‘উদধৃত্য’ বলায় ঐ ‘উবাসা-’ এবং প্রকৃতিষাগের নিবিদ্বানীয় সূক্তটিরও এখানে সংযোজন করা চলবে না। ‘ত্রীণি’ না বললেও চলত, কিন্তু যাতে বিভ্রান্তি না হয় যে, অস্তিম সূক্তটি তুলে দিয়ে তা ‘ইদমিত্থা-’ সূক্তের উপাঙ্গিম মন্ত্রের আগে এনে পাঠ করতে হবে, তাই তা বলা হল। প্রসঙ্গত ৭/৭/১২ সূ. দ্র।

ইদমিত্থা রৌদ্রম্ ইতি ॥ ২৪ ॥ [২০]

অনু.— ‘ইদ-’ (১০/৬১)।

ব্যাখ্যা— তিনটি সূক্তের মধ্যে এইটি একটি। ঐ. ব্রা. ২২/৮ অংশেও সূক্তটির উল্লেখ আছে।

প্রাগ্ উপোস্তমায়্য যে যজ্ঞেনেত্যাবপতে ॥ ২৫ ॥ [২১]

অনু.— (ঐ প্রথম নূতন সূক্তের) শেষের আগের মন্ত্রের আগে ‘যে-’ (১০/৬২) এই (অপর একটি সূক্ত) অস্তভুক্ত করবেন।

ব্যাখ্যা— ‘আবপতে’ বলার উদ্দেশ্য, অন্যত্রও এই দুই সূক্তের একত্র প্রয়োগ হলে এই নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। ঐ. ব্রা. ২২/৮ অংশেও সূক্তটির উল্লেখ আছে। দুটি সূক্তেরই ঋষি নাত্যানেদিষ্ট।

তস্যার্থর্চশঃ প্রাগ্ উস্তমায়্য উর্ধ্বং চতুর্থ্যঃ ॥ ২৬ ॥ [২২]

অনু.— ঐ (দ্বিতীয় নূতন সূক্তের) চতুর্থ মন্ত্রের পরে এবং শেষ মন্ত্রের আগে (সব মন্ত্রে) অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে (থামবেন)।

ব্যাখ্যা— ‘যে-’ এই দ্বিতীয় সূক্তের পঞ্চম থেকে দশম পর্যন্ত ছ-টি মন্ত্রের প্রত্যেকটিতে প্রত্যেক অর্ধাংশে থামবেন। ৫/১৪/১১ সূত্র অনুযায়ীই প্রত্যেক অর্ধমন্ত্রে থেমে থেমে পাঠ করার কথা, কিন্তু এই সূত্রে তা আবার বিধান করার উদ্দেশ্য হল এই যে, ৬/৫/১৪, ১৫ সূত্রের বিধান আশ্বিনশব্দ ছাড়া অন্যত্র প্রযোজ্য নয় এ-কথা বিশেষভাবে বোঝান।

শিষ্টে শব্বা স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগ ইতি তৃচঃ ॥ ২৭ ॥ [২৩]

অনু.— (প্রথম নূতন সূক্তের) অবশিষ্ট দু-টি (মন্ত্র) পাঠ করে ‘স্বস্তি-’ (৫/৫১/১১-১৩) এই তৃচ (পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— ‘স্বস্তি-’ এই তৃচটিই হবে তৃতীয় নূতন সূক্ত। ২৪ নং সূত্রে নির্দিষ্ট ‘ইদ-’ সূক্তের উপাঙ্গিম এবং অস্তিম মন্ত্র পড়ার পরে এই তৃচ বা তৃতীয় সূক্তটি পাঠ করতে হয়।

ইতি বৈশ্বদেবম্ ॥ ২৮ ॥ [২৪]

অনু.— এই (হল) বৈশ্বদেব (শব্দ)।

ব্যাখ্যা— ২২নং সূত্র থেকে বৈশ্বদেবের প্রসঙ্গ চললেও তা আরও স্পষ্ট করার অভিপ্রায়ে এখানে সূত্রে আবার ‘বৈশ্বদেবম্’ বলা হল।

দ্বিতীয় কণ্ডিকা (৮/২)

[পৃষ্ঠাষড়্ভঃ ষষ্ঠ দিন— তৃতীয়সবনে মৈত্রাবরুণের শিক্ষাশব্দ, হৌগিন ও মহাবালভিদ নামে বিহরণ]

হোত্রকাণাং দ্বিপদাঘিহোকথ্যেযু স্তবতে ॥ ১ ॥

অনু.— এখানে (পৃষ্ঠ্যের ষষ্ঠ দিনে তৃতীয়সবনে) উকথ্যস্তোত্রগুলিতে (উদ্গাতারা) হোত্রকদের দ্বিপদাগুলিতে স্তব করেন।

ব্যাখ্যা— হোত্রকেরা যে দ্বিপদা-মন্ত্রগুলি তাঁদের নিজ নিজ শব্দে পাঠ করেন সেই মন্ত্রগুলিকেই উদ্গাতারা সেই সেই শব্দের পূর্ববর্তী উকথ্যস্তোত্রে গান করেন অর্থাৎ উদ্গাতাদের মন্ত্রগুলিকেই হোত্রকেরা নিজ নিজ শব্দে পাঠ করেন। প্রসঙ্গত ৮/২/৩; ৮/৩/১ এবং ৮/৪/১, ৫, ৮ সূ. দ্র।

ত উৰ্ব্বম্ অনুরাপেছ্যো বিকৃতানি শিল্পানি শংসেমুঃ ॥ ২ ॥

অনু.— ঐ (হোত্রকেরা নিজ নিজ) অনুরাপের পরে বিকৃত শিল্প পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— বালখিল্য প্রভৃতি মন্ত্রকে ‘শিল্প’ বলে। বিহরণ, ন্যূন্য, নিনর্দ প্রভৃতি দ্বারা পরিবর্তিত হলে ঐ শিল্পকে বলা হয় ‘বিকৃতশিল্প’। ‘তৌ চেদ্-’ (৮/৪/৮) সূত্রে যে শিল্পের কথা বলা হয়েছে তা হল ‘অবিকৃত শিল্প’। হোত্রকেরা শিল্প পাঠ করবেন অনুরাপের পরে, কিন্তু হোতা তা পাঠ করবেন অন্যত্র। ৮/১/২৪, ২৫ সূত্রে নির্দিষ্ট সূক্তও তাই শিল্প।

মৈত্রাবরুণস্যায়ৈ ত্বং নো অন্তমোহয়ে ভব সুমিধা সমিধ ইতি স্তোত্রিয়ানুরূপৌ ॥ ৩ ॥

অনু.— মৈত্রাবরুণের স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ (যথাক্রমে) ‘অয়ে ত্বং-’ (৫/২৪/১-৩), ‘অয়ে ভব-’ (৭/১৭/১-৩)।

অথ বালখিল্য বিহরেত্ ॥ ৪ ॥ [৩]

অনু.— এর পর (মৈত্রাবরুণ) বালখিল্য (মন্ত্র)গুলি বিহরণ করবেন।

ব্যাখ্যা— ঋকসংহিতার ৮/৪৯-৫৯ সূক্তগুলিকে ‘বালখিল্য’ বলা হয়। ঐ বালখিল্যগুলির মধ্যে বিহরণ হবে মাত্র ৪৯-৫৬ সূক্তগুলির মধ্যে। ঐ. ব্রা. ৩০/২ অংশে ‘বালখিল্য’ পাঠ করার নির্দেশ আছে।

তদ্ উক্তং বোড়শিনা ॥ ৫ ॥ [৪]

অনু.— বোড়শী দ্বারা ঐ (বিহরণ) বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— বিহরণ হয় বোড়শী যাগের মতোই। ৬/৩/৩-১৩ সূ. দ্র।

সূক্তান্য প্রথমদ্বিতীয়ে পচ্ছঃ ॥ ৬ ॥ [৫]

অনু.— বালখিল্য সূক্তগুলির মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় (সূক্তকে) পাদে পাদে (বিহরণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বিহরণের একানে বৈশিষ্ট্য হল, প্রথম সূক্তের প্রথম মন্ত্রের প্রথম পাদের সঙ্গে দ্বিতীয় সূক্তের প্রথম মন্ত্রের প্রথম পাদের, দ্বিতীয় পাদের সঙ্গে দ্বিতীয় পাদের এইভাবে পাদে পাদে জোট বেঁধে মন্ত্রগুলিকে পাঠ করতে হয়। পচ্ছঃ = পাদ + শস্ (পা. ৬/৩/৫৫)।

তৃতীয়চতুর্থৈ অর্ধর্চশঃ ॥ ৭ ॥ [৬]

অনু.— তৃতীয় এবং চতুর্থ (সূক্তকে) অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে (বিহরণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— তৃতীয় সূক্তের প্রথম মন্ত্রের অর্ধাংশের সঙ্গে চতুর্থ সূক্তের প্রথম মন্ত্রের প্রথম অর্ধাংশের, দ্বিতীয় অর্ধাংশের সঙ্গে দ্বিতীয় অর্ধাংশের এইভাবে অর্ধাংশে অর্ধাংশে জোট বাঁধবেন।

ঋক্শঃ পঞ্চমষষ্ঠে ॥ ৮ ॥ [৬]

অনু.— পঞ্চম ও ষষ্ঠ (সূক্তকে) মন্ত্রে মন্ত্রে (বিহরণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— পঞ্চম সূক্তের সমগ্র প্রথম মন্ত্রের সঙ্গে ষষ্ঠ সূক্তের সমগ্র প্রথম মন্ত্রের, দ্বিতীয় মন্ত্রের সঙ্গে দ্বিতীয় মন্ত্রের এইভাবে মন্ত্রে মন্ত্রে জোট বাঁধবেন। ১৫ নং সূত্র অনুযায়ী শেষ দুই (= সপ্তম ও অষ্টম) সূক্তের ক্ষেত্রে অষ্টম সূক্তকে আগে পাঠ করে সপ্তম সূক্তকে পরে পাঠ করবেন।

ব্যতিমর্শং বা বিহরেত্ ॥ ৯ ॥ [৬]

অনু.— অথবা বিপরীতভাবে বিহরণ করবেন।

ব্যাখ্যা— ‘ব্যতিমর্শ’ বা বিপরীত বিহরণ কিতা ১০-১৫ নং সূত্রে বলা হচ্ছে। অতিমর্শের কথা ঐ. ব্রা. ৩০/২ অংশেও আছে।

পূর্বস্য প্রথমাস্য উত্তরস্য দ্বিতীয়য়োত্তরস্য প্রথমাস্য পূর্বস্য দ্বিতীয়য়া ॥ ১০ ॥ [৭, ৮]

অনু.— আগের সূক্তের প্রথম মন্ত্রকে পরবর্তী সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রের সঙ্গে, পরবর্তী সূক্তের প্রথম মন্ত্রকে আগের সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রের সঙ্গে (বিহরণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রথম সূক্তটিকে ‘ক’ এবং দ্বিতীয় সূক্তটিকে ‘খ’ দ্বারা এবং মন্ত্রগুলিকে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করলে এ-ক্ষেত্রে ব্যতিমর্শ বিহরণের রূপ দাঁড়াবে— ক, খ, খ, ক, ইত্যাদি। এই সূত্রটিকে বৃত্তিকার নারায়ণ প্রথম দুই সূক্তের অনুকূলেই ব্যাখ্যা করেছেন— “এবং প্রথমদ্বিতীয়য়োঃ সূক্তয়োর্ দ্বয়োর্ (দ্বয়োর্) ঋচোর্ বিহার উক্তঃ”।

তয়োর্ নানর্চা ॥ ১১ ॥ [৯]

অনু.— ঐ দুই (সূক্তের) ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের সঙ্গে (মন্ত্রের পরস্পর ব্যতিমর্শ বিহরণ হবে)।

ব্যাখ্যা— তয়োর্নানর্চা = তয়োঃ + নানা + ঋচা। প্রথম ও দ্বিতীয় সূক্তের অন্যান্য মন্ত্রের ক্ষেত্রেও ১০ নং সূত্র অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের সঙ্গে পৃথক পৃথক বিহরণ হয়। ঐ দুই সূক্তকে ‘ক’ এবং ‘খ’ দিয়ে এবং মন্ত্রগুলি সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করলে ব্যতিমর্শ দাঁড়াবে— ক, খ, খ, ক, ক, খ, খ, ক, ইত্যাদি। এই দুই সূত্রে যে ব্যতিমর্শ বিহৃত হল তাকে ‘ঋক্-ব্যতিমর্শ’ বলে।

**প্রথমদ্বিতীয়াভ্যাং পাদাভ্যাম্ অবস্যোত্ প্রথমদ্বিতীয়াভ্যাং প্রণুয়াত্ তৃতীয়োত্তমাভ্যাম্ অবস্যোত্
তৃতীয়োত্তমাভ্যাং প্রণুয়াত্ ॥ ১২ ॥ [১০]**

অনু.— (ঐ দুই সূক্তের) প্রথম এবং দ্বিতীয় পাদ দ্বারা থামবেন। প্রথম এবং দ্বিতীয় পাদ দ্বারা প্রণব উচ্চারণ করবেন। তৃতীয় এবং শেষ পাদ দ্বারা থামবেন। তৃতীয় এবং শেষ পাদ দ্বারা প্রণব উচ্চারণ করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রথম দুই সূক্তে শুধু পূর্বোক্ত ঋক্-ব্যতিমর্শ নয়, পাদ-ব্যতিমর্শও করতে হবে— ‘ঋগ্‌ব্যতিমর্শ উক্তঃ। পাদব্যতিমর্শ চ কর্তব্যঃ’ (বৃতি)। প্রথম সূক্তের প্রথম মন্ত্রের প্রথম পাদের সঙ্গে দ্বিতীয় সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের, দ্বিতীয় সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রথম পাদের সঙ্গে প্রথম সূক্তের প্রথম মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের, প্রথম সূক্তের প্রথম মন্ত্রের তৃতীয় পাদের সঙ্গে দ্বিতীয় সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রের চতুর্থ পাদের, দ্বিতীয় সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রের তৃতীয় পাদের সঙ্গে প্রথম সূক্তের প্রথম মন্ত্রের চতুর্থ পাদের এইভাবে পরপর জোটি বাঁধবেন। এর নাম ‘পাদ-ব্যতিমর্শ’। এক জোড়া করে পাদ পড়ার পর থামতে হয় এবং পরের জোড়ার শেষে প্রণব উচ্চারণ করতে হয়। দ্র. যে, ব্যতিমর্শে এক সূক্তের যে মন্ত্রের যে পাদ অথবা যে অর্ধচ পাঠ করা হয় অপর সূক্তের ঠিক তার বিপরীত মন্ত্র, বিপরীত পাদ অথবা বিপরীত অর্ধচ পাঠ করতে হয়। এ-ক্ষেত্রে ছকটি সংক্ষেপে এই রকম— ১/১/১ + ২/২/২; ২/২/১ + ১/১/২ ॥ ১/১/৩ + ২/২/৪; ২/২/৩ + ১/১/৪ ॥ ২/১/১ + ১/২/২; ১/২/১ + ২/১/২ ॥ ২/১/৩ + ১/২/৪; ১/২/৩ + ২/১/৪ ॥ ইত্যাদি। এখানে; চিহ্নিত স্থলে থামতে এবং ॥ চিহ্নিত স্থলে প্রণব উচ্চারণ করতে হবে। একই সূক্তের মধ্যে পাদব্যতিমর্শ হলে দাঁড়ায়— ১/১/১ + ১/২/২; ১/২/১ + ১/১/২ ॥ ১/১/৩ + ১/২/৪; ১/২/৩ + ১/১/৪ ইত্যাদি।

এবং ব্যতিমর্শম্ অর্ধচশ উত্তরে ॥ ১৩ ॥ [১১]

অনু.— পরের দুটি (সূক্তকে) এইভাবে অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে ব্যতিমর্শ (করবেন)।

ব্যাখ্যা— তৃতীয় এবং চতুর্থ বালবিদ্যা সূক্তে অর্ধচ-ব্যতিমর্শ হবে। অর্ধচ ব্যতিমর্শ হল তৃতীয় সূক্তের প্রথম মন্ত্রের প্রথম অর্ধাংশের সঙ্গে চতুর্থ সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয় অর্ধাংশের, চতুর্থ সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রথম অর্ধাংশের সঙ্গে তৃতীয় সূক্তের প্রথম মন্ত্রের দ্বিতীয় অর্ধাংশের এইভাবে পর পর জোটি বাঁধা। এ-ক্ষেত্রে প্রত্যেক জোড়ায় প্রথম অর্ধাংশের শেষে থামবেন এবং পরের অর্ধাংশের শেষে প্রণব উচ্চারণ করবেন। সংক্ষিপ্ত ছক হল— ৩/১/১ + ৪/২/২ ॥ ৪/২/১ + ৩/১/২ ॥ ৪/১/১ + ৩/২/২ ॥ ৩/২/১ + ৪/১/২ ॥ ৩/৩/১ + ৪/৪/২ ॥ ৪/৪/১ + ৩/৩/২ ॥ ইত্যাদি। এখানে + চিহ্নিত স্থলে থামতে এবং ॥ চিহ্নিত স্থলে প্রণব উচ্চারণ করতে হবে। এই সূত্রের বস্তির ভূমিকায় বৃত্তিকার বলেছেন— ‘প্রথমদ্বিতীয়য়োঃ সূক্তয়োঃ ব্যতিমর্শবিহার উক্তঃ। অথ ইদানীম্ উত্তরেবাম্ আহ’। একই সূক্তের মধ্যে ব্যতিমর্শ হলে পাঠ দাঁড়াবে— ৩/১/১ (অর্ধচ) + ৩/২/২ ॥ ৩/২/১ + ৩/১/২ ॥ ৩/৩/১ + ৩/৪/২ ॥ ৩/৪/১ + ৩/৩/২ ॥ ইত্যাদি।

এবং ব্যতিমর্শম্ ঋক্শ উত্তরে ॥ ১৪ ॥ [১২]

অনু.— পরের দু-টি (সূক্তকে) এইভাবে মন্ত্রে মন্ত্রে ব্যতিমর্শ (করবেন)।

ব্যাখ্যা— পঞ্চম এবং ষষ্ঠ বালবিদ্যা সূক্তে ঋক্-ব্যতিমর্শ হবে। এই ব্যতিমর্শ ১০ নং ও ১১ নং সূত্রের নিয়ম অনুযায়ী হবে। এক্ষেত্রে ছক হল— ৫/১ + ৬। ২; ৬/১ + ৫/২ ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে পাঠকদের মন্ত্রের রথপাঠ ইত্যাদি নানা বিকৃতিপাঠের কথা হয় তো মনে পড়ে যেতে পারে। প্রথমার্ধের শেষে থামতে এবং দ্বিতীয়ার্ধের শেষে প্রণব উচ্চারণ করতে হয়।

বিপরিহারেদ্ এবোত্তরে সূক্তে গায়ত্রে সর্বত্র ॥ ১৫ ॥ [১২]

অনু.— শেষ-দুটি গায়ত্রী ছন্দের সূক্তকে সর্বত্র বিপর্যস্ত করবেন।

ব্যাখ্যা— অষ্টম সূক্তটি আগে পড়ে তার পরে সপ্তম সূক্তটি পড়বেন। সূত্রে দুই সূক্তের ছন্দ নির্দেশ করার তাৎপর্য এই যে, সূক্তের মধ্যে অন্য কোন ছন্দের মন্ত্র থাকলেও সেই মন্ত্রকে গায়ত্রীর মতোই অর্ধমন্ত্রে থেমে থেমে পাঠ করতে হবে। ‘সর্বত্র’ বলার

অন্যত্রও অর্থাৎ ব্যতিমর্শ বিহার না করা হলেও এই দু-টি সূত্র পাঠ করতে হলে এই নিয়মেই পাঠ করতে হবে। 'এব' বলায় সূত্রদুটিকে শুধু বিপরীত ক্রমেই পড়তে হবে, বিহারের যে প্রতিগর তা কিন্তু এখানে করতে হবে না। এই ব্যতিমর্শকে 'ক্রম-ব্যতিমর্শ' বলা যেতে পারে। 'উত্তম' বলার তাৎপর্য হচ্ছে, পাঠ্য বালখিল্য সূত্র এই আটটিই, অষ্টমটিই অস্তিম। ঐ. ব্রা. ২৯/৮; ৩০/২ অংশেও বিপরীতক্রমে পাঠ করারই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইমানি বাং ভাগধেনানীতি প্রাগ্ উত্তমার্মা আহুয় দুরোহণং রোহেত্ ॥ ১৬ ॥ [১৩]

অনু.— 'ইমা-' (৮/৫৯) এই (সৌপর্ণ সূক্তের) শেষ মন্ত্রের আগে আহাব করে দুরোহণ পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— রোহেত্ = আরোহণ করবেন, পাঠ করবেন। 'ইমা-' সূক্তটির নাম 'সৌপর্ণ সূক্ত'। আটটি বালখিল্য সূক্তের বিহার শেষ হলে 'সৌপর্ণসূক্ত' নামে এই বালখিল্য সূক্তটি এখানে পাঠ করতে হয় এবং সূক্তের শেষ মন্ত্রের আগে আহাব করে দুরোহণ অর্থাৎ আরোহণ-অবরোহণ ক্রমে অন্য একটি মন্ত্র পাঠ করতে হয়। দুরোহণ কি তা পরবর্তী দু-টি সূত্রে বলা হচ্ছে। ঐ. ব্রা. ২৯/৯ অংশেও সৌপর্ণসূক্তে দুরোহণ করার কথা বলা হয়েছে।

হংসঃ শুচিবদ্ ইতি পক্ষেহাৎ র্যর্চিশ্ ত্রিপদ্যা চতুর্থম্ অন্বানম্ উক্সা প্রপুত্যা বস্যেত্ ॥ ১৭ ॥ [১৪]

অনু.— 'হংসঃ' (৪/৪০/৫) এই (মন্ত্রটি) পাদে পাদে, অর্ধাংশে অর্ধাংশে, তিন পাদে (থেকে), চতুর্থ (বারে সম্পূর্ণ মন্ত্র) একনিঃশ্বাসে পড়ে প্রণব উচ্চারণ করে থামবেন।

ব্যাখ্যা— প্রথম বারে পাদে পাদে এবং দ্বিতীয় বারে প্রত্যেক অর্ধাংশে থামতে হয়। তৃতীয়বারে তিন পাদ পড়ার পর থেকে চতুর্থ পাদের শেষে প্রণব উচ্চারণ করতে হয়। চতুর্থ বারে সম্পূর্ণ মন্ত্রই একনিঃশ্বাসে পড়ে প্রণব দিয়ে থামতে হয়। এই যে চার বার মন্ত্রটি পড়া হল তা হচ্ছে দুরোহণের 'আরোহণ'।

পুনস্ ত্রিপদ্যার্চিশঃ পচ্ছ এব সপ্তমম্ ॥ ১৮ ॥ [১৪]

অনু.— আবার তিন পাদে, অর্ধাংশে অর্ধাংশে, সপ্তমবারে পাদে পাদেই (থেকে ঐ মন্ত্রটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— পঞ্চম বারে তিন পাদ পড়ার পর থেকে শেষ পাদটি পড়ে প্রণব উচ্চারণ করতে হয়। ষষ্ঠ বারে মন্ত্রের প্রত্যেক অর্ধাংশে থামতে হয়। সপ্তমবারে আবার প্রত্যেক পাদের শেষে থামতে হয়। আরোহণের ঠিক বিপরীত ক্রমে পাঠ করা হচ্ছে বলে একে 'অবরোহণ' বলে।

এতদ্ দুরোহণম্ ॥ ১৯ ॥ [১৫]

অনু.— এই (হচ্ছে) দুরোহণ।

ব্যাখ্যা— দুরোহণের এই পদ্ধতির কথা ঐ. ব্রা. ১৮/৭ অংশেও গাই। এই সূত্রটি না করলেও চলত, কারণ ১৬ নং সূত্র থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে প্রসঙ্গটি দুরোহণেরই। তবুও দুরোহণ যে দুই প্রকারের তা বোঝাবার জন্যই এই সূত্রের প্রয়োজন। স্বর্ণপ্রাধীকৃত ক্ষেত্রে তাই চার বারই মন্ত্রটি পাঠ্য।

আ বাং রাজানাব্ ইতি নিত্যম্ একাহিকম্ ॥ ২০ ॥ [১৬]

অনু.— এর পর 'আ-' (৭/৮৪) এই জ্যোতিষ্টোমের পূর্বোক্ত (সূত্রটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— দুরোহণের পর 'ইমা-' (১৬ নং সূ. দ্র.) এই সৌপর্ণসূক্তের শেষ মন্ত্রটি পাঠ করে মূল জ্যোতিষ্টোমের (আ. ৬/১/২ দ্র.) কেবল 'আ-' এই সূত্রটি পাঠ করবেন। জ্যোতিষ্টোমের অন্য মন্ত্রগুলি কিন্তু এখানে বাদ যাবে। একাহ-সম্পর্কিত মন্ত্রকে নিত্য (= হির) বলায় বা একাহ-সম্পর্কিত নয় তা অনিত্য বা পরিবর্তনশীল বলে বুঝতে হবে।

ইতি নু হৌণিনৌ ॥ ২১ ॥ [১৭]

অনু.— এই (হল) দুই হৌণিন (বিহার)।

ব্যাখ্যা— ৬-৮ নং সূত্রে এবং ৯-১৫ নং সূত্রে যে বিহারের কথা বলা হয়েছে সেই দু-রকমের বিহারকে 'হৌণিন' বিহার (বা বিহার বা বিহতি) বলা হয়। দুই বিহারেই বিহারের আগে স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ এবং পরে সৌপর্নসূক্ত, দুরোহণ এবং মূল জ্যোতিষ্টোমের সূক্তটি পাঠ করতে হয়।

অথ মহাবালভিত্ত ॥ ২২ ॥ [১৮]

অনু.— এ-বার মহাবালভিত্ত (নামে বিহার বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— এর পর ২৩-৩০ নং সূত্র পর্যন্ত যা বলা হচ্ছে তা 'মহাবালভিত্ত' নামে বিহার।

এতান্যেব ষট্ সূক্তানি ব্যতিমর্শং পচ্ছে বিহরেদ্ ব্যতিমর্শম্ অর্ধাংশো ব্যতিমর্শম্ ঋক্ষঃ ॥ ২৩ ॥ [১৯]

অনু.— এই ছ-টি সূক্তকেই পাদে পাদে ব্যতিমর্শ বিহার করবেন, অর্ধাংশে অর্ধাংশে ব্যতিমর্শ (করবেন); মস্ত্রে মস্ত্রে ব্যতিমর্শ (করবেন)।

ব্যাখ্যা— হৌণিন বিহতিতে প্রথম দু-টি সূক্তে মস্ত্রে মস্ত্রে ও পাদে পাদে, পরের দু-টি সূক্তে অর্ধাংশে অর্ধাংশে, এবং তার পরের দু-টি সূক্তে মস্ত্রে মস্ত্রে ব্যতিমর্শ (= বিশরীত) বিহার হয়েছিল। এখানে কিন্তু ছ-টি সূক্তেই প্রথমে পাদে পাদে, পরে অর্ধাংশে অর্ধাংশে এবং শেষে মস্ত্রে মস্ত্রে ব্যতিমর্শ বিহার করা হয়।

প্রগাথান্ত্রেষু চানুপসস্তান-ঋগাবানম্ একপদাঃ শংসেত্ ॥ ২৪ ॥ [২০]

অনু.— এবং প্রগাথগুলির শেষে সংযোগবিহীন ও ঋগাবান (করে নিম্ননির্দিষ্ট) একপদাগুলি পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রথম ছ-টি বালখিল্য সূক্তে মোট ছাধ্মাট মন্ত্র আছে। দু-টি করে মস্ত্রে বিহার হয় বলে মোট আঠাশ জোড়া মন্ত্র। বিহারে প্রত্যেক প্রগাথের অর্থাৎ প্রত্যেক জোড়ার শেষে না জুড়ে একটি করে একপদা অর্থাৎ একপাদবিশিষ্ট মন্ত্র (২৫-২৭ নং সূ. দ্র.) পাঠ করতে হবে এবং মস্ত্রের শেষে ঋস নিতে হবে। 'অনুপসস্তান-ঋগাবান' পদটি দ্বন্দ্ব সমাস ও ক্রিয়াবিশেষণ। শংসনক্রিয়ার বিশেষণ বলে 'অনুপসস্তান' অংশটি দ্বারা সরাসরি সস্তান বা সংযোগ নিষিদ্ধও হচ্ছে না, আবার প্রগাথের শেষে স্পষ্টত অবসান বা বিরতিও বিহিত হচ্ছে না। প্রত্যেক প্রগাথের শেষে তাই সামিধেনীর মতো ঋকমস্ত্রের শেষে এবং সংযোগসাধনের উদ্দেশ্যে করণীয় প্রশ্ন উচ্চারণ করতে কোন বাধা নেই। তাছাড়া প্রত্যেক প্রগাথের শেষে একপদার সঙ্গে উপসস্তান অর্থাৎ সংযোগ ঘটছে না বলে প্রগাথের শেষে প্রশ্ন উচ্চারণ করে থামতে হলেও স্পষ্টত 'অবসান' শব্দের বা অব-√সো দ্বারা ঐ বিরাম বিহিত হয় নি বলে প্রশ্নটি তিনমাত্রারই হবে, চারমাত্রার নয়— "অতো যঃ প্রগাথান্তে প্রশ্নঃ স ত্রিমাত্র এব ভবতি। ঋগন্ত্বাত্ প্রশ্নবস্য প্রাপ্তির্ অস্তি। অবসানবিধ্যভাবাচ্ চতুর্মাত্রতা নাস্তি ইতি সিদ্ধম্" (বৃত্তি)। 'ঋগাবানম্' বলায় প্রত্যেক একপদা ঋকের শেষে থামতে হবে, পরবর্তী প্রগাথের সঙ্গে ঐ একপদাকে সংযুক্ত করলে চলবে না— "অনুপসস্তানতা চ একপদানাম্ ঋগাবানবচনাদ্ এব উত্তরঃ প্রগাথৈর্ ন বিধ্যতব্যা ভবতি। অতঃ পূর্বেঃ প্রগাথৈর্ এব সম্বধ্যতে" (বৃত্তি)।

ইম্মো কিঞ্চ্য গোপতিরিম্মো কিঞ্চ্য তুপতিরিম্মো কিঞ্চ্য চেততীম্মো কিঞ্চ্য রাজতীতি চতবঃ ॥ ২৫ ॥ [২১]

অনু.— 'ইম্মো-' (সু.), 'ইম্মো-' (সু.), 'ইম্মো-' (সু.), 'ইম্মো-' (সু.) এই (হল) চারটি একপদা।

ব্যাখ্যা— এই একপদাগুলি পাঠ করার নির্দেশ ঐ. ব্রা. ২৯/৮ অংশেও আছে।

একায় মহাব্রতাদ্ আহরেত্ ॥ ২৬ ॥ [২২]

অনু.— একটি (একপদা) মহাব্রত থেকে সংগ্রহ করবেন।

ব্যাখ্যা— মহাব্রতের ঐ একপদাটি হল 'ইন্দ্রো বিশ্বং বিরাজতি' (ঐ. আ. ৫/৩/১)। ঐ. ব্রা. ২৯/৮ অংশেও এই বিধানই দেওয়া হয়েছে।

ত্রয়োবিংশতিম্ অষ্টাক্ষরান্ পাদান্ মহানারীভ্যঃ সপূরীষাভ্যঃ ॥ ২৭ ॥ [২৩]

অনু.— পূরীষপদসম্মেত মহানারীগুলি থেকে তেইশটি আট-অক্ষর-বিশিষ্ট পাদ (সংগ্রহ করবেন)।

ব্যাখ্যা— মহানারী এবং পূরীষপদের মধ্যে যে পাদগুলিতে ব্যুৎ ছাড়াই আট অক্ষর আছে সেই 'প্রচেতন প্রচেতয়' প্রভৃতি তেইশটি পদ হল তেইশটি একপদ। ঐ. ব্রা. গ্রন্থে (২৯/৮) বলা হয়েছে যতগুলি প্রয়োজন মহানারী মন্ত্রগুলি থেকে ঠিক ততগুলি অষ্টাক্ষর পাদ গ্রহণ করতে হবে। এইভাবে সব নিয়ে মোট (৪ + ১ + ২৩ =) আঠাশটি একপদা হল। আঠাশটি প্রগাথের প্রত্যেকটির শেষে একটি করে একপদা পাঠ্য।

ষোড়শিনোক্তঃ প্রতিগরোহন্যৈকপদাভ্যঃ ॥ ২৮ ॥ [২৪]

অনু.— একপদাগুলি ছাড়া অন্যত্র (কি) প্রতিগর (তা) ষোড়শী দ্বারা বলা হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা— বিহরণের অন্তর্গত একপদের ক্ষেত্রে বিহরণ-সম্পর্কিত যে বিশেষ প্রতিগর তা করতে হয় না। অন্যত্র বিহরণে প্রতিগর হবে ষোড়শী যাগের মতোই (৬/৩/১৫ সূ. ব্র.)।

অবকৃষ্যেকপদা অবিহরণং চতুর্থং শংসেৎ ॥ ২৯ ॥ [২৫]

অনু.— চতুর্থবার একপদাগুলিকে বাদ দিয়ে বিহরণ না করে (ঐ ছ-টি সূক্তকে) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— এই মহাবালভিদে বিহরণে দেখা যাচ্ছে যে, সপ্তম এবং অষ্টম বালখিল্যসূক্তের সম্বন্ধে কোন উল্লেখই নেই। ১৫ নং সূ. ব্র.।

সমানম্ অন্যত্ ॥ ৩০ ॥ [২৬]

অনু.— (মহাবালভিদে) অন্য (সব-কিছুই হৌতিন বিহৃতির সঙ্গে) সমান।

ব্যাখ্যা— দুই হৌতিন বিহৃতির মতো এই মহাবালভিদে বিহরণেও পূর্বোক্ত স্তোত্রিয়, অনুরূপ এবং সুপর্ণসূক্ত পাঠ করতে হয়।

তৃতীয় কণ্ডিকা (৮/৩)

[পৃষ্ঠাবড়হ : বষ্ঠ দিন— তৃতীয় সবনে ব্রাহ্মণাচ্ছসীর শিল্পশত্রু, প্রতিগর]

ব্রাহ্মণাচ্ছসিন ইমা নু কং ভুবনা সীষধামেতি পঞ্চায়া রাজং দেবহিতং সনেন ইতি স্তোত্রিয়ানুরূপৌ ॥ ১ ॥

অনু.— ব্রাহ্মণাচ্ছসীর স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ 'ইমা' (১০/১৫৭/১-৫) ইত্যাদি পাঁচটি (এবং) 'অরা' (৬/১৭/১৫) এই (একটি মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— প্রথম তিনটি মন্ত্র স্তোত্রিয়, পরবর্তী তিনটি মন্ত্র অনুরূপ।

অপ গ্রাচ ইন্দ্রেতি সুকীর্তিঃ ॥ ২ ॥

অনু.— 'অপ' (১০/১৩১) এই সুকীর্তি (সূক্তও পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ৩০/৩ অংশেও ‘সুকীৰ্তি’ পাঠের বিধান আছে।

তস্যার্ঘচর্চশ্চ তৃত্বীম্ ॥ ৩ ॥

অনু.—ঐ (সূক্তের) চতুর্থ (মন্ত্রটিকে) অর্ধেক অর্ধেক করে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—চতুর্থ মন্ত্রটির ছন্দ অনুষ্টুপ্ বলে ৫/১৪/১১ সূত্র অনুযায়ীই তাকে অর্ধাংশে অর্ধাংশে খেমে খেমে পড়ার কথা, তবুও এখানে তা করতে বলার অভিপ্রায় এই যে, অন্যত্রও কোন শব্দের মাঝে কোন মন্ত্রকে প্রাপ্তি থাকা সত্ত্বেও অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে ধামতে বললে বুঝতে হবে যে, সূক্তের অন্যান্য মন্ত্রের মতো তা-কে পাঠ না করে ঐ মন্ত্রকে তার নিজ ছন্দ অনুযায়ীই ঐভাবে পাঠ করতে হয়।

অথ বৃষাকপিং শংসেদ্ যথা হোতাজ্যাদ্যাং চতুর্থো ॥ ৪ ॥

অনু.—এর পর (পৃষ্ঠ্যের) চতুর্থ (দিনে) আজ্য (শব্দের) প্রথম (মন্ত্র) হোতা যে-ভাবে (পড়েন সে-ভাবে ব্রাহ্মণাচ্ছংসী) বৃষাকপি (সূক্ত) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা—পৃষ্ঠ্যের চতুর্থ দিনে হোতা আজ্যশব্দের প্রথম মন্ত্রকে প্রথমবার পাঠের সময়ে যেমন অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে খেমে, ভেঙে ভেঙে, ন্যূন ও নিনর্দ করে অধ্বযুর বিশেষ প্রতিগরের সহযোগে পাঠ করেন এখানে ‘বি-হি-’ (১০/৮৬) এই ‘বৃষাকপি’ সূক্তকেও ব্রাহ্মণাচ্ছংসী সেইভাবেই পাঠ করবেন। তবে তার মধ্যে আজ্যশব্দে হোতা যেমন অর্ধাংশের পরে থামেন তা অবশ্য পরের সূত্রে নিষেধ থাকায় এখানে করতে হবে না। “তেন আজ্যাদ্যায়্য আদ্যো যঃ প্রয়োগঃ তাবন্মাত্রাদ্ এবাতিদেশে সিদ্ধে পুনর্ অভ্যাসস্য প্রাপকং নাস্তি ইতি সিদ্ধম্” বৃত্তির এই শেষ বাক্য থেকে বোঝা যাচ্ছে সূক্তের প্রথম মন্ত্রটিকে এখানে আজ্যশব্দের প্রথম মন্ত্রের মতো তিনবার আবৃত্তি করতেও হবে না। ‘হোতা’ বলায় চতুর্থ দিনে আজ্যশব্দে বিহিত সূক্তের প্রথম মন্ত্রে প্রযোজ্য বিশেষ ধর্মগুলিই নয়, হোতা-কর্তৃক প্রযুক্ত সাধারণ ধর্মগুলিরও অতিদেশ হবে— “অর্ধর্চশংসনং বিগ্রাহস্ ত্রির্-অভ্যাসো ন্যূনো নিনর্দঃ প্রতিগরশ্ চ ইতি তস্যং ধর্মঃ। তত্র বিগ্রাহঃ সর্বাভ্যাদ্যায়্যঃ সামান্যধর্মঃ। অর্ধর্চশংসনং চ ন তস্য এব ধর্মঃ। ত্রির্ অভ্যাসশ্ চ তাদৃশ এব। ন্যূননির্দাব্ অপি ন কেবলং তস্য এব উত্তরাসাম্ অপি সাধারণত্বাত্” (না.)। ঐ. ব্রা. ৩০/৩ অংশেও ‘বৃষাকপি’ পাঠের বিধান পাওয়া যায়।

পঙ্কতিশংসং দ্বিহ ॥ ৫ ॥

অনু.—এখানে কিন্তু পংক্তির মতো পাঠ (করা হবে)।

ব্যাখ্যা—বৃষাকপিসূক্তকে আজ্যশব্দের প্রথম মন্ত্রের মতো পাঠ করতে হলেও বৃষাকপি-সূক্তের ছন্দ পংক্তি বলে পংক্তিছন্দের মন্ত্রের মতোই (৫/১৪/১৩ সূ. দ্র.) সূক্তটিকে পাঠ করতে হবে, আজ্যশব্দের প্রথম মন্ত্রের মতো অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে ধামলে হবে না। আলোচ্য সূত্রটি থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, অতিদেশের বলে এক ছন্দের মন্ত্রকে কখনও অন্য ছন্দের মন্ত্র মতো পাঠ করা চলে না। ঐসঙ্গত ৮/৪/২ সূত্রের ব্যাখ্যাও দ্র.। ঐ সূত্রের বৃত্তিতে বৃত্তিকার বলেছেন— “অতিদেশেন অন্যচ্ছন্দঃ শংসনম্ অন্যচ্ছন্দসো ন গ্রাহ্যোতিতি। ইমন্ এবাভিপ্রায়ং ভগবন্ সূত্রকরঃ স্বয়ম্ এব একটয়ন্ প্রশবাস্তম্ এব প্রতিগরং পঠিতবান্। তস্য পাঠস্য ত্রাপ্তিমূলতা কল্পয়িতুন্ অযোগ্যা অবিগানাত্”।

অগ্রশবাস্তশ্চ চ প্রতিগরো দ্বিতীয়ে পাঙ্ক্তাবসানে ॥ ৬ ॥

অনু.—এবং পংক্তির দ্বিতীয় বিরামস্থলে প্রতিগর অস্ত্রে প্রশববিশীন (হবে)।

ব্যাখ্যা—‘পংক্তিযু-’ (৫/১৪/১৩) সূত্র অনুসারে বৃষাকপি-সূক্তের প্রত্যেক মন্ত্রে দ্বিতীয় এবং চতুর্থ পাদের পরে ধামতে হয়। দ্বিতীয়বার ধামার সময়ে ‘ও-’ (৭/১১/১৬ সূ. দ্র.) এই প্রতিগরটি প্রশব বাদ দিয়ে পাঠ করতে হবে। ৪ নং সূত্র অনুযায়ী পৃষ্ঠ্যবড়হের বর্ষ দিনে চতুর্থ দিনের আজ্যশব্দে পাঠ্য সূক্তের প্রথম মন্ত্রের মতো বৃষাকপি-সূক্তকে পাঠ করতে হলেও সেখানে অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে

ধামা হয় বলে দ্বিতীয় অর্থমন্ত্রের শেষে প্রশব উচ্চারণ করতে হয় এবং সেই কারণে সেখানে প্রতিগরও প্রশব দিয়েই শেষ হয়। তাছাড়া ৭/১১/১৬, ২০ সূত্রে প্রতিগর প্রশবসমেতই পাঠ করা হয়েছে। এখানে কিন্তু পংক্তির মতো দুই দুই পাদে খেঁসে পড়া হয় বলে দ্বিতীয় অর্থমন্ত্রের (অর্থাৎ চতুর্থ পাদের) শেষে প্রশব উচ্চারণ করা হয় না এবং সেই কারণে প্রতিগরও প্রশব উচ্চারণ করতে হয় না। বস্তুত এই সূত্রটি 'অনুবাদ' অর্থাৎ জ্ঞাত বিবরেরই পুনর্বিবরণ। অনুবাদের সাহায্যে বোঝান হচ্ছে যে, মূল প্রতিগরই এখানে ন্যূন্য প্রকৃতি দ্বারা পরিবর্তিত করে পাঠ করা হয়। মূল প্রতিগরের কাজই সম্পন্ন করছে বলে মূল প্রতিগর অতিরিক্তরূপে প্রয়োগ করতে হয় না। 'দ্বিতীয়ে পাঙ্ক্ত্যবসানে' বলায় এই অবসানে (= বিরতিতে) প্রতিগর প্রশবাত্ত হবে না, কিন্তু অন্য অবসানে তা প্রশবাত্ত অর্থাৎ প্রশব নিয়ে শেষ হতে কোন বাধা নেই।

তস্মাদ্ উক্তং কুতাপম্ ॥ ৭ ॥

অনু.— ঐ (বৃষাকপিসূক্তের) পরে কুতাপ (সূক্ত পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বৃষাকপিসূক্তের পরিশিষ্ট অংশের 'ইদং জনা উপকৃতং' ইত্যাদি সূক্তকে 'কুতাপসূক্ত' বলে। অথর্ববেদ-সংহিতার ২০/১২৭-১৩৬ অংশেও এই সূক্তগুলি পাওয়া যায়, তবে এখানে ঐ সংহিতার সবগুলি মন্ত্র পাঠ করা হয় না। মাধ্যমিন সবনেই হোক অথবা তৃতীয়সবনেই হোক, বৃষাকপিসূক্ত আগে পঠিত হয়ে থাকলে তবেই তার পরে এই কুতাপসূক্তও পাঠ করতে হয়। ৮/৪/১০ সূত্রের বৃত্তিতে অবশ্য বলা হয়েছে যে, মাধ্যমিন সবনে বৃষাকপিসূক্তের পরে কুতাপসূক্ত পাঠ করতে হয় না। সম্ভবত বৃত্তিকার একথাই বোঝাতে চাইছেন যে, মাধ্যমিনে আগে বৃষাকপিসূক্ত পড়া হয়ে থাকলে এবং তার পরে কুতাপসূক্ত সেখানে পড়া না হয়ে থাকলে এই তৃতীয়সবনে কিন্তু কুতাপসূক্ত আর তার পরিবর্তে পড়া যাবে না। কুতাপসূক্ত পাঠ করতে হয় বৃষাকপিসূক্তের ঠিক অব্যবহিত পরেই। অবশ্য সে-কেন্দ্রে সংস্থাটি অসিষ্টোম না হলে তবেই এই-সব প্রশ্ন।

তস্মাদিত্যং চতুর্দশ বিব্রাহং নিনর্দ্য পরসেত্ ॥ ৮ ॥

অনু.— ঐ (সূক্তের) প্রথম থেকে চৌদ্দটি (মন্ত্র) ভেঙে ভেঙে নির্দ্য করে করে পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— 'নির্দ্য' স্থানে 'নির্দ্যং' পাঠও পাওয়া যায়। অর্থ অবশ্য একই।

তৃতীয়েবু পাদেবদান্তম্ অনুদান্তপন্নং বচ্ প্রথমং তন্(২) নিনর্দেত্ ॥ ৯ ॥

অনু.— (কুতাপসূক্তের) তৃতীয় পাদগুলিতে প্রথমে যে (দুই অক্ষর) তা (অনুদান্ত এবং) অনুদান্তের পরবর্তী উদাত্ত করে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করবেন।

ব্যাখ্যা— কুতাপসূক্তের প্রত্যেক মন্ত্রের তৃতীয় পাদের প্রথম অক্ষরকে অনুদান্ত এবং দ্বিতীয় অক্ষরটিকে উদাত্ত করে স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করবেন। এই স্পষ্ট উচ্চারণই এখানে 'নির্দ্য'।

তন্ অশি নিদর্শনোদাত্তব্রিহাধ্যঃ । ইদং জনা উপকৃতং । নরানসে ভবিত্যেতৎ । যত্নিং সহসা নমতিৎ চ

কৌরম আ রূপমেবু দদ্যহোতম্ ॥ ১০ ॥

অনু.— তাও নিদর্শনের জন্য উল্লেখ করব— 'ইদং' (সু.)।

ব্যাখ্যা— উক্ত মন্ত্রে 'ব' অনুদান্ত এবং 'টি' উদাত্ত। অন্য অক্ষরগুলি একত্রিত। ঐ. ব্রা. ৩০/৬ অংশে 'নারানসী' এই নামে মন্ত্রটির পদ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। পঠান্তর— উপকৃতম্, বৈদ্যব।

তথাসো মেবোব্ ইত্যন্ত প্রতিগর ॥ ১১ ॥

অনু.— এই (নিদর্শনের) প্রতিগর (হয়) 'তথাসো মেবোব্'।

ব্যাখ্যা—নির্দেশের প্রণয়ের ক্ষেত্রেই এই প্রতিপন্ন এবং সেই কারণে প্রতিপন্নও প্রথম অক্ষর অনুদাত্ত এবং দ্বিতীয় অক্ষর উদাত্ত হবে। অকসানে অর্থাৎ বিরতিস্থলে নির্দেশের প্রতিপন্ন হবে প্রকৃতিবাগের মতোই।

চতুর্দশ্যাম্ একেন দ্বাত্যাং চ বিব্রাহঃ ॥ ১২॥

অনু.—(কৃত্তাপের) চতুর্দশ (মন্ত্রে) এক এবং দুই (পাদে) ভাঙা হবে।

ব্যাখ্যা—‘উপ যো-’ (পাঠান্তর উপ নো) এই চতুর্দশ মন্ত্রটি (বিল ৫/১১/৪) পংক্তি ছন্দে এবং এই মন্ত্রে পাঁচটি পাদ ও মোট তিনটি অর্ধাংশ রয়েছে; তার মধ্যে প্রথম অর্ধাংশে তিনটি পাদ। ঐ অংশে প্রথম পাদ পড়ে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তার পরে দুই পাদ পড়ে এই তৃতীয় পাদের পরে থামবেন।

শেবোৎসর্গশঃ ॥ ১৩॥

অনু.—অবশিষ্ট (অংশ) অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে খেমে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—স. যে, এখানে ঠিক ৫/১৪/১৩ সূত্র অনুযায়ী পাঠ করা হল না।

এতা অথবা আগ্রবত্ত ইতি সপ্ততিং পদানি ॥ ১৪॥

অনু.—(কৃত্তাপের পরে) ‘এতা-’ (বিল ৫/১৫) ইত্যাদি সপ্তটি পদ (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রগুলিকে ‘ঐতশপ্রলাপ’ বলা হয়। বৃত্তিকারের মতে শাখান্তরে সপ্তটি নয়, দ্বিরাপ্তরটি পদ পাওয়া যায় বলেই সূত্রকার ‘সপ্ততিং’ পদটির উল্লেখ করেছেন। ঐ. ব্র. ৩০/৭ অংশে এই মন্ত্রগুলিকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে ‘ঐতশপ্রলাপ’। স. যে, ‘পদ’ বলতে এখানে এক একটি বাক্যাংশকে বুঝতে হবে, প্রত্যেকটি সুবৃত্ত বা তিষ্ঠত শব্দকে নয়। বিল ৫/১৫ অংশে মোট আঠারটি মন্ত্র আছে। প্রত্যেকটি মন্ত্রে চারটি করে বৃত্তত্ব কৃত্ত বাক্য। শেষ মন্ত্রে আছে দুটি বাক্যাংশ। এই মোট সপ্তটি বাক্যাংশ বা পদ।

অষ্টাদশ বা ॥ ১৫॥

অনু.—অথবা আঠারটি (পদ পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—এই আঠারটি পদ কি কি তা পরবর্তী সূত্রে বলা হয়েছে।

নবাদ্যানি। অলাবুক্ নিখাতকন্ ইতি সপ্ত বদীং হনত্ কথং হনত্ পর্বাঙ্করং পুনঃ
পুনর্ ইতি চৈতে ॥ ১৬॥ [১৬, ১৭]

অনু.—(সেই আঠারটি পদ হল ঐতশপ্রলাপের) প্রথম নটি (পদ), ‘অলা-’ ইত্যাদি সাতটি, ‘বদীং-’ এবং ‘পর্বা-’ এই দুটি (পদ)।

ব্যাখ্যা—‘এতা অথ... পুনঃ ধমন্ত আসতে’, ‘অলাবুক্..... ক এবাং কব্বিরিং লিখত্’, ‘বদীং ইনত্ কথং হনত্’, ‘পর্বাঙ্করং পুনঃ পুনঃ’ (বিল ৫/১৫/১-৩, ১৫-১৮ স.)।

বিতটৌ কিরটৌ দ্বাব্ ইতি বহু অনুব্রুতঃ ॥ ১৭॥ [১৮]

অনু.—(তার পরে) ‘বিতটৌ-’ (বিল. ৫/১৬) ইত্যাদি দু-টি অনুব্রুত (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—অ. ২০/১৩৩ সূত্রও এই দু-টি মন্ত্র পাওয়া যায় (এই মন্ত্রগুলিকে ঐ. ব্র. ৩০/৭ অংশে ‘প্রবল্লিখ’ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। শাখান্তরে আরও মন্ত্র পাওয়া যায় বলে সূত্রে ‘বহু’ বলা হয়েছে। ‘অনুব্রুত-’ প্রকার বিশদার্থ (স.)।

দুন্দুভিমাহনাত্যাং জরিতরোথামো সৈব কোশবিলে জরিতরোথামো সৈব রজনিক্ষেপ্খানাং জরিতরোথামো
সৈবোপানহি পাদং জরিতরোথামো সৈবোত্তরাং জনীমাং জন্যাং জরিতরোথামো সৈবোত্তরাং জনীং
বর্জনাং জরিতরোথামো সৈবেতি প্রতিগরা অবসানেষু ॥ ১৮ ॥ [১৯]

অনু.— বিরতিস্থলগুলিতে প্রতিগর (হবে) ‘দুন্দুভি-’ (সু.) এই (ছ-টি মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— মোট ছ-টি প্রতিগর। প্রত্যেকটি প্রতিগর ‘ওথামো সৈব’ শব্দে শেষ হয়েছে। ছ-টি অনুষ্টুপ্ মন্ত্রের প্রত্যেকটির বিরতিস্থলে একটি করে প্রতিগর পাঠ করতে হবে। প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে যে প্রশ্ন তার ক্ষেত্রে প্রতিগর হবে কিন্তু প্রকৃতিবাগের মতোই।

‘ইহেত্থ প্রাগপাণ্ডদগ্ ইতি চতমো বোধ্যকারং প্রণবেনাসন্তত্বন ॥ ১৯ ॥ [২০]

অনু.— ‘ইহে-’ (খিল ৫/১৭) এই চারটি (মন্ত্র) প্রশ্নের সঙ্গে না জুড়ে দু-ভাগ করে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ‘ইহে-’ ইত্যাদি ‘আজিআসেন্যা’ নামে চারটি মন্ত্র অ. ২০/১৩৪ সূক্তেও পাওয়া যায়। ঋক্সংহিতার পরিশিষ্টে এই মন্ত্রগুলি আটটি একপদারূপে পড়া থাকলেও এবং এখানে সেইভাবে ভাগ করে পড়তে হলেও আসলে এগুলি চারটি বিপদা মন্ত্র। এই মন্ত্রগুলির প্রত্যেক পদের শেষে থামতে হয় এবং প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে যে প্রশ্ন উচ্চারণ করা হয় তার সঙ্গে পরবর্তী মন্ত্রকে সংযুক্ত করতে নেই। ফলে প্রশ্নেই থামতে হবে। তবে থামতে হবে এ-কথা স্পষ্ট ভাষায় ‘অবসোত্’ ইত্যাদি কোন পদ দ্বারা নির্দেশ না করায় প্রশ্নগুলি তিন মাত্রারই হবে, চারমাত্রার হবে না— ‘অত্র আর্থিকত্বাদ্ অবসানস্য ত্রিমাত্রা এব প্রশ্নবা ভবেয়ুঃ’ (না.)। প্রবল্লিকার শেষ মন্ত্রের শেষে যে প্রশ্ন তার সঙ্গে ‘ইহে-’ এই আজিআসেন্যার সংযোগ হতে কিন্তু কোন বাধা নেই। ঐ. ব্রা. ৩০/৭ অংশেও আজিআসেন্যা মন্ত্র পাঠ করতে বলা হয়েছে।

অলাবুনি জরিতরোথামো সৈবোতম্। পৃষাতকানি জরিতরোথামো সৈবোতম্। অশ্বখপলাশং জরিতরোথামো
সৈবোতম্। পিঙ্গীকিল্ববটো জরিতরোথামো সৈবোতম্ ইতি প্রতিগরাঃ প্রশ্নবেষু ॥ ২০ ॥ [২১]

অনু.— (ঐ চার বিপদামন্ত্রের প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে) প্রতিগর (হবে) ‘অলা-’ (সু.)।

ব্যাখ্যা— মোট চারটি প্রতিগর। প্রত্যেকটি প্রতিগর ‘সৈবোতম্’ শব্দে শেষ হয়েছে। প্রত্যেকটি মন্ত্রের পরে একটি করে প্রতিগর পাঠ করতে হবে। বিরতিস্থলে প্রতিগর কিন্তু প্রকৃতিবাগের মতোই।

ছুগিত্যভিগত ইতি ত্রীণি পদানি সর্বাণি যথানিশিতম্ ॥ ২১ ॥ [২২]

অনু.— (ঐ চারটি বিপদা মন্ত্রের পর) ‘ছুগি-’ (খিল ৫/১৮) ইত্যাদি তিনটি পদ (পাঠ করতে হবে)। সবগুলি (পদ বেদে) যেমন পঠিত রয়েছে (ঠিক তেমনভাবেই পঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— ‘যথানিশিতম্’ বলার ‘ছুগি-’ (অ. ২০/১৩৪/১) ইত্যাদির শেষ পদেও প্রশ্ন উচ্চারণ করতে হবে না। এই মন্ত্রগুলিকে ঐ. ব্রা. ৩০/৭ অংশে ‘প্রতিরাধ’ নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

খা জরিতরোথামো সৈব পর্শসো জরিতরোথামো সৈব গোশকো জরিতরোথামো
সৈবেতি প্রতিগরাঃ ॥ ২২ ॥ [২৩]

অনু.— ‘খা-’ (সু.), ‘পর্শ-’ (সু.), ‘গো-’ (সু.) এই (হল ঐ তিনটি পদের) প্রতিগর।

বীমে সেবা অক্ষলংভেদ্যুর্হুগু ॥ ২৩ ॥

অনু.— (এর পর) ‘বীমে-’ (খিল ৫/১৯) এই অনুষ্টুপ্ (মন্ত্রটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ৩০/৭ অংশে ‘অতিবাদ’ নামে এই মন্ত্রগুলির পরোক্ষ উল্লেখ আছে। ‘অনুইব্ধং বি-পট্যর্থ’ (না.)।

পত্নী বীৰ্য্যভ্যন্তে জরিতরোথামো সৈব হোতা বিষ্টীমেন জরিতরোথামো দৈবেতি প্রতিগরৌ ॥ ২৪ ॥

অনু.—(এখানে) দুই প্রতিগর (হচ্ছে) ‘পত্নী-’ (সূ.), ‘হোতা-’ (সূ.)।

ব্যাখ্যা—প্রথম প্রতিগরটি বিরতিহলে পাঠ্য। দ্বিতীয় প্রতিগরটি মন্ত্রের প্রণবের সময়ে পাঠ করতে হলেও সূত্রের নির্দেশ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ঐ প্রতিগরের শেষে প্রণব উচ্চারণ করতে হবে না—‘প্রণবেহি অপ্রণবাত্ এব, পাঠসামর্থ্যাত্’ (না.)।

আদিত্যা হ জরিতরজিরোথ্যো দক্ষিণামনরনন্ ইতি সপ্তদশ পদানি ॥ ২৫ ॥

অনু.—(এর পর) ‘আদিত্যা-’ (বিল ৫/২০/১-৫) ইত্যাদি সতেরটি পদ (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রগুলিকে ঐ. ব্রা. ৩০/৮, ৯ অংশে ‘দেবনীথ’ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ও হ জরিতরোথামো সৈব তথা হ জরিতরোথামো দৈবেতি প্রতিগরৌ ব্যত্যাসং মধ্যে ॥ ২৬ ॥ [২৫]

অনু.—মধ্যবর্তী (পদগুলিতে) পর্যায়ক্রমে ‘ও-’ (সূ.), ‘তথা-’ (সূ.) প্রতিগর।

ব্যাখ্যা—ব্যত্যাস = আবর্তন। সতেরটি পদের মধ্যে দ্বিতীয় থেকে ষোড়শ পর্যন্ত পনেরটি পদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রভৃতি জ্যোড়সংখ্যার পদগুলিতে ‘ও-’ এবং তৃতীয় প্রভৃতি বিজ্যোড়সংখ্যার পদগুলিতে ‘তথা-’ হবে প্রতিগর। প্রথম পদে জ্যোতিষ্টোমের প্রতিগরই পাঠ করতে হবে। শেষ পদে কি প্রতিগর হবে তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে।

প্রণব উক্তমঃ ॥ ২৭ ॥ [২৬]

অনু.—শেষ (প্রতিগর হবে) প্রণব।..

ব্যাখ্যা—শেষ পদের ক্ষেত্রে প্রতিগর হচ্ছে প্রণব।

স্বমিত্র শর্ম্মরিশেতি ত্বতৈচ্ছদঃ ॥ ২৮ ॥ [২৭]

অনু.—(এর পরে) ‘স্বমি-’ (বিল ৫/২১/১-৩) এই ‘ত্বতৈচ্ছদ’ (নামে মন্ত্রগুলি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ৩০/১০ অংশেও ত্বতৈচ্ছদের পাঠ বিহিত হয়েছে।

তিন এতা অনুইতঃ ॥ ২৯ ॥ [২৮]

অনু.—এগুলি (হচ্ছে) তিনটি অনুইত (মন্ত্র)।

যদ্ অস্যা অহুতেন্য ইত্যাহনস্যাঃ ॥ ৩০ ॥ [২৯]

অনু.—(এর পর) ‘যদ্-’ (বিল ৫/২২) এই ‘আহনস্যা’ (মন্ত্র)গুলি (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ৩০/১০ অংশেও আহনস্যার পাঠ বিহিত হয়েছে।

আজ্যান্যরোক্তাশ্ চতুর্ধে ॥ ৩১ ॥ [৩০]

অনু.—(ঐ আহনস্যাগুলি কিভাবে পাঠ করবেন তা পূর্বের) চতুর্ধ দিনে আজ্যশব্দের প্রথম (মন্ত্র) দ্বারা বলা হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা—পৃষ্ঠাবড়হের চতুর্ষ দিনের আভ্যশব্দের 'আমি ন-' এই প্রথম মন্ত্রের মতোই আহনস্যাগুলিকে পাঠ করতে হয়।
 ৭/১১/১৫ সূ. ম.।

কগ্ধ্‌ নরো যদ্‌ ধ্‌ প্রাণীরজগতেতি চেতে ॥ ৩২ ॥ [৩০]

অনু.—এবার (এর পর) ‘কপূ’ (১০/১০১/১২) ও ‘যদ্য’ (১০/১৫৫/৪) এই দু-টি (মন্ত্র)ও (আজ্ঞাশব্দের
প্রথম মন্ত্রের মতো পাঠ করতে হয়)।

ঐ ৩ ই হ ই হ ই ঈ ৩ ই হ ই হ ই ঈ ৩ ই হ ই কিম্বদন্তিমাহো ৩ ও ৩ ও ৩ ও ৩ মোখামো মৈবোওম্
ইত্যাদ্যঃ প্রতিগর্যঃ ॥ ৩৩ ॥ [৩১]

অনু.—এই (মস্ত্র)গুলির প্রতিগর (হচ্ছে) 'ঈও-' (সূ.)।

যথার্থ— উপরে নির্দিষ্ট দশটি মস্ত্রে যেখানেই গ্রন্থ উল্লেখ করা হবে সেখানেই প্রতিগর হবে ‘ঐ’। অবসানে অর্থাৎ বিরতিস্থলে প্রতিগর প্রকৃতিবাগের অর্থাৎ জ্যোতিষোমের মতোই। বৃত্তিকার কোন দশটি মস্ত্রের কথা বলছেন তা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়, কারণ আহনস্যা-সূত্রেই মস্ত্র আছে মোট ষোলটি। তার সঙ্গে ২৮ নং এবং ৩২ নং সূত্রে নির্দিষ্ট মস্ত্রগুলিকেও ধরলে মস্ত্রের সংখ্যা আরও কিছু বেশী হয়।

मधिकाद्रो अकारिषम् इत्यनुष्टुप् ॥ ७४ ॥ [७२]

অনু.—(এর পর) 'দধি-' (৪/৩৯/৬) এই অনুষ্ঠান (মন্ত্রটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—ঐ.ক্রা. ৩০/১০ অংশেও যন্ত্রটি বিহিত হয়েছে।

सूतात्मो मधुमत्तमा इति च त्रिवः ॥ ७५ ॥ [७२]

অনু.—এবং ‘সূতা-’ (৯/১০১/৪-৬) ইত্যাদি তিনটি (অনুগ্রহ মন্ত্রও) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ৩০/১০ অংশেও প্রতীকটির উল্লেখ আছে। মন্ত্রটিকে সেখানে 'পাদমাসী' বলা হয়েছে।

अथ द्वाभ्यां अशुभनीयतिष्ठम् इति विप्रः ॥ ७७ ॥ [७७]

অনু.—(এর পর) ‘অব-’ (৮/৯৬/১৩-১৫) ইত্যাদি তিনটি (ত্রিইপ মাত্র পামে পামে খেমে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—এ. দ্বা. ৩০/১০ অফিসে এই তথ্যটি বিদ্যমান আছে।

अथ यदेकम् ऐति निरुक्तम् अथैकम् ॥ ७५ ॥ [७४]

অনু.— (তার পর) একাধিপতির পূর্বকথিত 'অজ্ঞা' (১০/৪৩) এই (সূত্রটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—৬/১/২ স. দ্র.। একাধিকবারের অর্থাৎ জ্যোতিষ্মাসের উৎসবসম্বন্ধে অন্য যন্ত্রগুলি এখানে শব্দে বাদ আছে।

ক্যাথো—উদ্ধ = শির। একই, অর্থাৎ এক সন্ন বোঝানেই তৃতীয়সবনে হোত্রকেরা যে বিপদা মন্ত্রগুলি পাঠ করেন উদ্গাতারা যদি তাঁদের উচ্চারণেরগুলিতে সেই বিপদাগুলিতেই পান করে থাকেন তাহলেই হোত্রকদের উদ্ধ অর্থাৎ শির পাঠ করতে হয়। ৮/২/১ সূত্র থেকে ‘হোত্রকান্য’ পত্রটির এখানে অসুস্থিতি হইতেছে। এ-সত্য এখানে ‘বিপদানু’ পদেও ব্যবহৃত রয়েছে। তাই তিন হোত্রকেরই বিপদার উচ্চারণের পাওয়া হলে তৃতীয়সবনে শির পাঠ করতে হবে। যদি তিন হোত্রকেরই বিপদার তিন উচ্চারণ না পোই এক অথবা দুই হোত্রকের বিপদার একটি অথবা দুটি উচ্চারণের পাওয়া হয় বলে ঠিক থাকে অর্থাৎ তিনটি উচ্চারণেরই যদি বিপদা করেন উপর পাওয়া না হয়, একটি বা দুটি উচ্চারণেরই যদি বিপদার পাওয়া হয় তাহলে কি হবে তা ৮ নং সূত্রে

বলা হচ্ছে— “বর্ষবিশ্বজিতৌ যদ্যগ্নিস্টোমসংহৌ স্যাভাং যদি বা তৃতীয়সবনে হোত্রকাণাং সর্বেষাং দ্বিপদাস্তবনং ন স্যাৎ..... তত্র নির্বাহমাহ”। বৃত্তিকার এখানে বলেছেন, যে হোত্রকের দ্বিপদায় গান হবে তিনিই (তৃতীয় সবনে?) শিল্পপাঠের অধিকারী, সকলে নয়— “একস্য হোত্রকস্য দ্বয়োন্ বা হোত্রকয়োন্ যদা দ্বিপদাসু ছন্দোগাঃ স্তবীরন্ তদা একস্য দ্বয়োন্ বা শিল্পানি কর্তব্যানি ভবন্তি, নৈবং সর্বেষাম্ অপি”। কিন্তু এ-কথাও আবার তিনি বলেছেন, “যদা সর্বেষাং দ্বিপদাস্তবনং তদৈব শিল্পান্যেবং কর্তব্যানি” (না.)।

নিত্যশিল্পং দ্বিদম্ অহঃ ॥ ৬॥ [৫]

অনু.— এই (বর্ষ) দিনটি সর্বদা শিল্পযুক্ত।

ব্যাখ্যা— এই বর্ষ দিনে পূর্ববর্ণিত শিল্পপাঠ অবশ্যই করতে হয়। অন্যত্রও যদি পূর্বের বর্ষ দিনের অতিদেশ হয় সেখানেও তাই শিল্পপাঠ অবশ্যই করতে হবে।

বিশ্বজিতু চ ॥ ৭॥ [৬]

অনু.— বিশ্বজিতুও (অবশ্যশিল্পযুক্ত)।

ব্যাখ্যা— বিশ্বজিতু দিনেও শিল্প পাঠ অবশ্যই কর্তব্য।

তৌ চেদ্ অগ্নিস্টোমৌ যদি বোক্ত্যেদ্বিপদাসু স্তবীরন্ মাধ্যম্নিন এবোহ্বর্ম আরন্তগীয়াত্যাঃ প্রকৃত্যা শিল্পানি শংসেসমুঃ ॥ ৮॥ [৭]

অনু.— ঐ দুই (দিন) যদি অগ্নিস্টোমযুক্ত (হয়) অথবা উদ্গাতারা যদি উক্ত্য-স্তোত্রগুলিতে দ্বিপদাভিন্ন (অন্য কোন) মন্ত্রগুলিতে গান করেন (তাহলে) মাধ্যম্নিন (সবনে)-ই আরন্তগীয়ার পরে (হোত্রকেরা) স্বাভাবিকভাবে শিল্পপাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— পৃষ্ঠাষড়হের বর্ষ দিনে এবং সত্রেব বিশ্বজিতু নামে দিনে উক্ত্য-সংহার অনুষ্ঠান না হয়ে যদি অগ্নিস্টোমের অনুষ্ঠান হয় তাহলে সেখানে তৃতীয়সবনে উক্ত্যস্তোত্র থাকে না। সে-ক্ষেত্রে তাহলে শিল্পপাঠের সুযোগ কোথায়? আবার উক্ত্যসংহার অনুষ্ঠান হলেও হোত্রকেরা তাঁদের নিজ নিজ শস্ত্রে যে দ্বিপদা মন্ত্রগুলি পাঠ করবেন বলে ঠিক করা আছে, উদ্গাতারা যদি তাঁদের উক্ত্যস্তোত্রে সেই দ্বিপদাগুলিতে গান করবেন না বলে স্থির করে থাকেন অথবা তিন জনের নয়, দু-জন অথবা একজন হোত্রকেরই পাঠ্য দ্বিপদায় গান করবেন বলে ঠিক করেন তাহলেই বা শিল্পের স্থান সেখানে কোথায়? সে-ক্ষেত্রে হোত্রকেরা সকলেই তৃতীয় সবনে নয়, মাধ্যম্নিন সবনেই আরন্তগীয়া মন্ত্রের পরে অবিকৃতভাবে অর্থাৎ বিহার, ন্যূন প্রভৃতি পরিবর্তন ছাড়াই শিল্পপাঠ করবেন। কে কি কি শিল্পপাঠ করবেন তা ৯-১১ নং সূত্রে বলা হচ্ছে। ‘প্রকৃত্যা’ বলায় ঐই সব শিল্পে ন্যূন, নির্নর্দইত্যাদি হয় না। এগুলি তাই ‘অবিকৃত শিল্প’। ঐই সূত্রের ব্যাখ্যার আরম্ভে বলা হয়েছে “শিল্পানাং প্রবৃত্তৌ হোত্রকাণাং সর্বেষাং তৃতীয়সবনে দ্বিপদাস্তবনং নিমিত্তম্ ইতু্যন্তম্। বর্ষবিশ্বজিতৌ নিত্যশিল্পৌ ইত্যেতদ্ অপ্যুক্তম্” (না.)।

বার্হত্যোব্য সূক্তানি বালবিলা্যানাং মৈত্রাবরুণঃ ॥ ৯॥ [৮]

অনু.— মৈত্রাবরুণ (কেবল) বালবিলা সূক্তগুলির (মধ্যে) বৃহতী (ছন্দে)র সূক্তগুলিই (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— মাধ্যম্নিন সবনে শিল্পশস্ত্রে হলে মৈত্রাবরুণ কেবল ৮/৪৯-৫৪ ঐই ৬-টি বৃহতী ছন্দে বালবিলা শিল্পসূক্তই পাঠ করবেন, অন্য কোন শিল্প তিনি পাঠ করবেন না।

সুকীর্তিং ব্রাহ্মণাচ্ছংসী বৃধাকপি চ পংক্তিংশসম্ ॥ ১০॥ [৯]

অনু.— ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ‘সুকীর্তি’ এবং পংক্তি অনুযায়ী ঋষ্ঠা, বৃধাকপি (সূক্ত পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— মাধ্যম্নিন শিল্পশস্ত্রে কেত্রে পংক্তিছন্দ অনুযায়ী পাঠ্য বৃধাকপিসূক্তের পরে ভিন্ন ছন্দে গ্রথিত কৃত্তাপসূক্ত আর তাঁকে পাঠ করতে হয় না। ঐ. ব্রা. ৩০/৩ অংশেও সুকীর্তি ও বৃধাকপি পাঠ করতে বলা হয়েছে। ৮/৩/২, ৪, ৭ সূ. হ্র।

দ্যৌর্য য ইন্দ্রেত্যজ্ঞাবাক্য ॥ ১১ ॥ [১০]

অনু.— অজ্ঞাবাক্য ‘দ্যৌর্য’ (৬/২০) এই (সূক্ত শিল্প-রূপে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— মাধ্যম্নিন সবনে শিল্পশাস্ত্র পাঠ করতে হলে অজ্ঞাবাক্য আরম্ভপীয়া মন্ত্রের পরে এই সূক্তটি পাঠ করবেন। এইটিই তাঁর শিল্প।

প্রত্যেবর্যামরুত ইত্যেতদ্ আচরতে ॥ ১২ ॥ [১১]

অনু.— এই (সূক্তকে আচার্যেরা) ‘প্রত্যেবর্যামরুত’ বলেন।

হোতৈবর্যামরুতম্ আগ্নিমারুত পুরস্তান্ মারুতস্য পঞ্চম সমাসম্ উক্তমে পদে ॥ ১৩ ॥ [১২]

অনু.— হোতা আগ্নিমারুত (শস্ত্রে) মারুত (নিবিদ্বান সূক্তের) আগে এবর্যামরুত (সূক্ত) পাদে পাদে ধেম্মে (পাঠ করবেন এবং প্রত্যেক মন্ত্রের) শেষ দু-টি পাদকে একসঙ্গে (পড়বেন)।

ব্যাখ্যা— বর্ষ দিনে এবং বিশ্বজিতে অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠান হলে অথবা তৃতীয়সবনে উদ্‌গাতারা তিনটি উক্ত্যন্তোদ্রেই দ্বিপদা মন্ত্রে গান না করলে হোতা আগ্নিমারুত শস্ত্রে মারুত নিবিদ্বানের আগে ২ নং সূত্রে নির্দিষ্ট এবর্যামরুত সূক্তটি (৫/৮৭) পাঠ করবেন। এই সূক্তের মন্ত্রগুলি অতিজগতী ছন্দের এবং প্রত্যেক মন্ত্রে পাঁচটি করে পাদ আছে। ‘সর্বশ্চৈবচতুৰ্দ্দশদাঃ’ (৫/১৪/১২ সূ. প্র.) অনুসারে মন্ত্রের প্রত্যেক অর্ধাংশে ধামার কথা, কিন্তু তা না করে প্রত্যেক পাদের শেষে ধামবেন। শেষ দু-টি পাদকে একসঙ্গে পড়ে শেষে প্রশ্ন উচ্চারণ করবেন। সূত্রে ‘হোতা’ শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে এই নিয়মটি অজ্ঞাবাক্যের সঙ্গে যে যুক্ত নয় তা বোঝাবার জন্যই। সূক্তটি অজ্ঞাবাক্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলেও আগ্নিমারুত শস্ত্রে আগন্তুক সূক্তরাগেই হোতা তা পাঠ করবেন। এই সূক্তটি মারুত নিবিদ্বান সূক্ত নয়, আগন্তুক সূক্তই। এই সূক্তে ৫/১০/১৯ অনুসারে আহাব হবে, মারুতসূক্তে আহাব হবে ৫/১০/২০ সূত্র অনুযায়ী।

বর্ষে দ্বৈব পৃষ্ঠ্যাহন্যহরহঃশস্যসৈকভূয়সীঃ শব্দা মৈত্রাবরুণো দুরোহণং রোহেত্ ॥ ১৪ ॥ [১৩]

অনু.— কেবল বর্ষ পৃষ্ঠ্যদিনেই কিন্তু মৈত্রাবরুণ অহরহঃশস্য (সূক্তের অর্থেকের থেকে) একটি বেশী (মন্ত্র) পড়ে দুরোহণ পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— বিশ্বজিত্ এবং পৃষ্ঠ্যবড়হে মাধ্যম্নিন সবনে শিল্প পাঠ করা হলেও পৃষ্ঠ্যবড়হের বর্ষ দিনেই মৈত্রাবরুণ ৭/৪/৮ সূত্রে উল্লিখিত পাঁচ-মন্ত্রের অহরহঃশস্য সূক্তের তিনটি মন্ত্র পড়ে দুরোহণ পাঠ করবেন। বিশ্বজিতে কিন্তু এই দুরোহণ পাঠ করতে হয় না। পৃষ্ঠ্যবড়হেরই প্রসঙ্গ চলছে, তবুও আবার ‘পৃষ্ঠ্য’ বলায় বুঝতে হবে ৮/২/১৬ সূত্রের দুরোহণ এবং এই পৃষ্ঠ্যবড়হের বর্ষ দিনের দুরোহণ এক নয়। এই দুরোহণে তাই আহাব বিহিত না হওয়ায় আহাব করতে হবে না। সূত্রে সংক্ষেপে কম অক্ষরে ‘ত্রিশঃ’ না বলে বেশী অক্ষর ব্যয় করে ‘একভূয়সীঃ’ বলায় সম্পাতসূক্তের (পরবর্তী সূ. প্র.) ক্ষেত্রেও আলোচ্য নিয়ম প্রযোজ্য বলে বুঝতে হবে।

সম্পাতসূক্ত একাধীভবত্ ॥ ১৫ ॥ [১৪]

অনু.— (পৃষ্ঠ্যের বর্ষ দিনটি অন্যত্র বিচ্ছিন্ন) একাহরণে প্রযুক্ত হতে থাকলে সম্পাতসূক্তে (দুরোহণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— পৃষ্ঠ্যবড়হের বর্ষ দিনটিকে যদি কোন একাহরণে বিচ্ছিন্নরূপে অভিশেষ বা প্রয়োগ করা হয় তাহলে ঐ ষাগে পরবর্তী সূত্র অনুযায়ী অহরহঃশস্য থাকে না। অহরহঃশস্য না থাকায় সেখানে মাধ্যম্নিন সবনে শিল্প প্রয়োগ করা হলে মৈত্রাবরুণ কোথায় দুরোহণ পাঠ করবেন? সম্পাতসূক্তের (৭/৫/২০ সূ. প্র.) হানে তিনি দুরোহণ করবেন। পৃষ্ঠ্যের বর্ষ দিবসটি কর্তৃপদ হওয়া সত্ত্বেও সূত্রে ‘একাধীভবতি’ না বলে ‘একাধীভবত্’ এই বহুবচনের পদ থাকায় কোন অধীনবাগে পৃষ্ঠ্যের বর্ষ দিনটি যদি প্রথম দিনেই অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলেও ঐ অধীনবাগটি একাহর না হওয়া সত্ত্বেও একাহরের মতোই এবং তাই সম্পাতসূক্তের হানেই সেখানে দুরোহণ পাঠ করতে হবে, কারণ ৭/১/১৫ সূত্র অনুযায়ী অহর্গণের প্রথম দিনে অহরহঃশস্য প্রযোজ্য নয়। পৃষ্ঠ্যের বর্ষ

দিনটি সেখানে একাহ না হয়েও কার্যত একাহেরই মতো। অহরহঃশস্য সেই বলে ১৪ নং সূত্রের পরিবর্তে এই ১৫ নং সূত্র অনুযায়ী সেখানে তাই সম্পাতসূক্তেই অর্ধেকের অপেক্ষায় একটি মন্ত্র বেশী পড়ে দূরোহণ পাঠ করতে হবে। ব্র. যে, আ. ৭/১ কথিকা বা খণ্ডে যে যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি যদি সূত্রের অন্তর্গত কোন বিশেষ দিনে কোন কারণে কোথাও না থাকে তাহলে ঐ দিনটি অহর্গণের অন্তর্গত হলেও একাহেরই মতো বলে বিবেচিত হয়।

ন হোকাহীভবত্‌সু অহরহঃশস্যানি নারত্বাণীরা ন কদ্বত্‌সু ॥ ১৬ ॥ [১৫]

অনু.—(সূত্রের) দিনগুলি (বিচ্ছিন্ন) একাহ (রাপে প্রযুক্ত) হতে থাকলে (সেখানে) না (থাকে) অহরহঃশস্য, না আরত্বাণীরা, না কদ্বান্ (প্রগাথ)।

ব্যাখ্যা—হি = প্রসিদ্ধ, জানা কথা। যে দিনগুলি বা যাগগুলি কোন অহর্গণের অর্থাৎ কয়েকদিনব্যাপী বা অনেকদিনব্যাপী যজ্ঞের অঙ্গ বা অংশ, সেই দিনগুলির বা যা বৈশিষ্ট্য সেখানে বর্তমান তা ঐ দিনগুলি অন্যত্র বিচ্ছিন্ন একাহরূপে প্রযুক্ত হলে যে বর্তমান থাকে না তা জানা কথাই—এই হচ্ছে ‘হি’ শব্দের তাৎপৰ্য। আগের সূত্রে ‘একাহীভবত্‌সু’ বলা হয়ে থাকলেও বর্তমান ও পরবর্তী সূত্রের বিধানটি যে কেবল পৃষ্ঠের বস্তু দিনটির সম্পর্কেই নয়, সূত্রের যে-কোন দিনের অন্যত্র বিচ্ছিন্ন একাহরূপে প্রয়োগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা বোঝাবার জন্যই আলোচ্য সূত্রে আবার ‘একাহীভবত্‌সু’ বলা হয়েছে। ‘হি’ বলায় একই যুক্তিতে তর্কাসূক্ত, প্রাক্-জাতবেদস্য ইত্যাদিও অহর্গণের ধর্ম বলে একাহে সেগুলি প্রযুক্ত হবে না—“অতস্‌ তুল্যান্যামানং তর্ক্যজাতবেদস্যাদীনাম্ একাহীভবত্‌সু প্রযুক্তিনিবেধঃ সিদ্ধো ভবতি” (বৃত্তি)। সূত্রের যে-কোন একটি দিনকে যদি তাই বিচ্ছিন্নরূপে কোথাও কোন একাহযোগের অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হয় তাহলে অহর্গণের সদস্যরূপে ঐ দিনের যে-সব বৈশিষ্ট্য বর্তমান ছিল সেই বৈশিষ্ট্যগুলি বিসর্জন দিয়েই একাহে তার অনুষ্ঠান করতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সূত্রে ‘চতুর্বিংশ’ প্রভৃতি দিনে মাধ্যম্নিন সর্বনে হোত্রকদের স্তোত্রিয়, অনুরূপ, কদ্বান্ প্রগাথ, আরত্বাণীরা, অহীনসূক্ত ও অহরহঃশস্য সূক্ত পাঠ করতে হয়। মৈত্রাবরণ অবশ্য আগে অহরহঃশস্য সূক্ত পড়ে পরে অহীনসূক্ত পাঠ করেন। বড়ছে ও বড়হানুসারী দিনে অবশ্য সকলকেই অহীনসূক্তের পরিবর্তে সম্পাতসূক্ত পাঠ করতে হয়। এই সূত্র থেকে জানা গেল যে, সূত্রে কোন একটি দিন কোথাও একাহরূপে প্রযুক্ত হলে সেখানে শব্দে কদ্বান্ ইত্যাদি বাদ যায়। কদ্বানের স্থান শূন্য হওয়ার সেখানে কি করতে হয় তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে।

কদ্বত্‌সু হ্রাসে নিত্যান্ প্রগাথাৎ শব্দা সম্পাতান্ এবং সম্পাতবত্‌সু অহীনসূক্তাণীতরেষু

ততোহ্য্যোন্যোকাহিকানি ॥ ১৭ ॥ [১৬]

অনু.—(বিচ্ছিন্নরূপে একাহে প্রযুক্ত হলে) কদ্বানগুলির হ্রাসে (জ্যোতিষ্টোমের) পূর্বোক্ত প্রগাথগুলি পাঠ করে সম্পাতযুক্ত (দিন-)গুলিতে সম্পাত (সূক্ত এবং) অন্য (দিনগুলিতে) অহীনসূক্ত (পাঠ করে) (তার পরে দুই ক্ষেত্রেই মূল) একাহযোগের শেষ (সূক্তগুলি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—সূত্রে কদ্বানযুক্ত দিনগুলির মধ্যে কতকগুলি দিন সম্পাতসূক্তবিশিষ্ট, কতকগুলি দিন আবার সম্পাতসূক্তবিশীন। তার মধ্যে সম্পাতসূক্তবিশিষ্ট কদ্বানযুক্ত দিনের অর্থাৎ সূত্রের যে দিনগুলিতে পৃষ্ঠা অথবা অভিন্নবের (মতো) অনুষ্ঠান হয় সেই দিনগুলির কোথাও বিচ্ছিন্ন বিকৃতি একাহরূপে অনুষ্ঠান হলে সেখানে (শূন্য) কদ্বান্ প্রগাথের স্থানে (পূর্বসূত্র ব্র.) জ্যোতিষ্টোমের মূল প্রগাথ পাঠ করে সম্পাতসূক্ত পাঠ করবেন এবং তার পর জ্যোতিষ্টোমেরই অস্তিম সূক্তগুলি পাঠ করবেন। সূত্রে যে দিনগুলিতে সম্পাতসূক্ত থাকে না সেই সম্পাতবিশীন কদ্বানযুক্ত চতুর্বিংশ প্রভৃতি দিনগুলির কোথাও বিচ্ছিন্ন বিকৃতি একাহরূপে প্রয়োগ হলে সেখানে কদ্বানের স্থানে জ্যোতিষ্টোমের মূল প্রগাথ পাঠ করে অহীনসূক্ত পাঠ করবেন এবং তার পর জ্যোতিষ্টোমেরই অস্তিম সূক্তগুলি পাঠ করবেন। তাহলে সর্বত্রই পাঠক্রম হল এই—জ্যোতিষ্টোমের প্রগাথ (কদ্বানের পরিবর্তে), সম্পাতসূক্তযুক্ত দিনে সম্পাতসূক্ত এবং অহীনসূক্তযুক্ত দিনে অহীনসূক্ত, তার পরে দুই ক্ষেত্রেই জ্যোতিষ্টোমে বিহিত সঙ্গিষ্ট অস্তিম সূক্ত। প্রসঙ্গত ৯/১০/৪,৫ সূ. ব্র.।

সম্পাতসূক্তসু তু সর্বস্তোমেষু প্রাক্তে বৈকাহেহীনসূক্তান্যাদিতসু তৃতীয়ানি ॥ ১৮ ॥ [১৭]

অনু.— সর্বস্তোমবিশিষ্ট সম্পাতযুক্ত (দিন)গুলি অথবা (সর্বস্তোমবিশিষ্ট হয়ে) মূল একাহ (যাগ সত্রে অথবা অহীনে বা অন্যত্র অনুষ্ঠিত হলে) কিন্তু অহীনসূক্ত (অন্য সূক্তগুলির) আগে তৃতীয় (সূক্তরূপে পঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— সূত্রে 'তু' বলার স্বার্থে হবে যে, এই সূত্র এবং পরবর্তী সূত্রটি সত্রে কোন বিশেষ দিন অথবা মূল জ্যোতিষ্টোম সর্বস্তোমযুক্ত অথবা সর্বপৃষ্ঠবিশিষ্ট হয়ে প্রযুক্ত হলেও এবং অন্যত্র বিচ্ছিন্ন-রূপে প্রযুক্ত হলেও প্রযোজ্য। ত্রিবৃত্ত, পঞ্চদশ, সপ্তদশ, একবিংশ, ত্রিশ, ত্রয়ত্রিংশ এই ছটি স্তোমকে মিলিতভাবে বলা হয় সর্বস্তোম। সত্রে যে-দিন সম্পাতসূক্ত পাঠ করতে হয় সেই অভিন্ন বা পৃষ্ঠাবড়হের কোন দিনের সত্রেই প্রয়োগ হোক অথবা বিচ্ছিন্নরূপে কোন একাহেই প্রয়োগ হোক, ঐ দিনে স্তোত্রগুলি যদি সর্বস্তোমবিশিষ্ট হয়ে অনুষ্ঠিত হয় তাহলে স্তোত্রকদের শত্রে যে দুটি করে সূক্ত আছে তার আগে অহীনসূক্তকে তৃতীয় সূক্তরূপে পাঠ করতে হবে। ফলে [ক] সত্রে সম্পাতসূক্ত-বিশিষ্ট (অর্থাৎ বড়হ) দিনে মৈত্রাবরূপকে যথাক্রমে অহীন, অহরহশস্য এবং সম্পাত এই তিনটি সূক্ত পাঠ করতে হবে। অপর দুই স্তোত্রক পাঠ করবেন যথাক্রমে অহীন, সম্পাত, অহরহশস্য সূক্ত (চতুর্বিংশের মাধ্যশ্বিন সবনের অনুষ্ঠানক্রম এবং ১৬নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.)। [খ] সম্পাতসূক্ত-বিশিষ্ট দিনের কোথাও বিচ্ছিন্ন একাহরূপে অনুষ্ঠান হলে স্তোত্রকদের ১৬ নং সূত্রের নিবেদন অনুযায়ী অহরহশস্য পাঠ করতে হয় না বলে সেখানে সূক্তের ক্রম হবে অহীন, সম্পাত এবং জ্যোতিষ্টোমের অষ্টম সূক্ত (১৭ নং সূ. দ্র.)। [গ] মূল জ্যোতিষ্টোম যাপই যদি সত্রে এবং অহীনে সর্বস্তোমবিশিষ্ট হয়ে অনুষ্ঠিত হয় (১১/৬/২ সূ. দ্র.) তাহলে মৈত্রাবরূপ এবং ব্রাহ্মণাচ্ছসী নিজ নিজ অহীনসূক্ত পাঠ করে ঐ মূল প্রকৃতিযোগেরই দুটি সূক্ত পাঠ করবেন। অচ্ছবাক অহীনসূক্ত পাঠ করে প্রকৃতিযোগের 'ভূয়-' এবং চতুর্বিংশের 'অভি-' এই অহরহশস্য সূক্ত পাঠ করবেন। [ঘ] জ্যোতিষ্টোম সর্বস্তোমবিশিষ্ট হয়ে (বিকৃত) একাহরূপে অনুষ্ঠিত হলে তিন স্তোত্রককেই প্রথমে অহীনসূক্ত এবং তার পরে জ্যোতিষ্টোমেরই দুটি দুটি সূক্ত পাঠ করতে হবে।

সামসূক্তানি প্রগাথানি সর্বপৃষ্ঠেষু পৃষ্ঠানি ॥ ১৯ ॥ [১৮]

অনু.— সর্বপৃষ্ঠ (যাগ-)গুলিতে পৃষ্ঠগুলি প্রগাথসম্মত সামসূক্ত (-যুক্ত হবে)।

ব্যাখ্যা— যদি অহর্গণে সম্পাতসূক্তযুক্ত অথবা অহীনসূক্তযুক্ত কোন দিন অথবা মূল জ্যোতিষ্টোম সর্বপৃষ্ঠরূপে অনুষ্ঠিত হয় তাহলে মাধ্যশ্বিন সবনে স্তোত্রকদের শত্রে পূর্ববর্তী স্তোত্রে শাকর, বৈরাজ এবং রৈবত সাম গাওয়া হবে এবং শত্রে প্রগাথসম্মত সামসূক্ত পাঠ করতে হবে। [ক] অহর্গণে সম্পাতসূক্তযুক্ত (= বড়হ) দিনগুলি সর্বপৃষ্ঠবিশিষ্ট হলে তিন স্তোত্রকই শাকর প্রকৃতি কোন সামের স্তোত্রিয়, অনুরূপ, সামপ্রগাথ (৭/৩/১৬-২০; ৮/৭/১১ সূ. দ্র.), কবান্ প্রগাথ, আরজ্জীরা, সামসূক্ত (৮/৭/১১, ১২ সূ. দ্র.), অহীনসূক্ত, অহরহশস্য সূক্ত এবং সম্পাতসূক্ত, (ব্রাহ্মণাচ্ছসী এবং অচ্ছবাক আগে সম্পাতসূক্ত এবং পরে অহরহশস্য সূক্ত) পাঠ করবেন। [খ] অহর্গণে অহীনসূক্তযুক্ত দিনগুলি অর্থাৎ যে দিনগুলিতে চতুর্বিংশের মতো অনুষ্ঠান হয় সেই দিনগুলি সর্বপৃষ্ঠবিশিষ্ট হলে স্তোত্রকরা স্তোত্রিয়, অনুরূপ, সামপ্রগাথ, কবান্, আরজ্জীরা, সামসূক্ত, অহরহশস্য এবং অহীনসূক্ত (মৈত্রাবরূপ ছাড়া অপর দুই স্তোত্রক আগে অহীনসূক্ত এবং পরে অহরহশস্য) পাঠ করবেন। [গ] বিচ্ছিন্ন যাগ সর্বপৃষ্ঠবিশিষ্ট হলে অবশ্য ৮/৭/৬ সূত্র অনুযায়ী অনুরূপ তুচ্চের পরে বামদেব প্রকৃতি সামের যোনি পাঠ করতে হয়। [ঘ] অহর্গণে জ্যোতিষ্টোম সর্বপৃষ্ঠবিশিষ্ট হলে সামসূক্ত, অহীনসূক্ত, অহরহশস্য এবং প্রকৃতিযোগের শেষ সূক্ত (মৈত্রাবরূপ ছাড়া অপর দুই স্তোত্রক অহরহশস্য শেষে) পাঠ করবেন। [ঙ] বিকৃতি একাহে সম্পাতসূক্তযুক্ত দিন সর্বপৃষ্ঠবিশিষ্ট হয়ে অনুষ্ঠিত হলে ১৭নং সূত্র অনুযায়ী কবান্ প্রগাথের স্থানে প্রকৃতিযোগের প্রগাথ পাঠ করে সামসূক্ত, অহীনসূক্ত, সম্পাতসূক্ত এবং প্রকৃতিযোগের অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমের অষ্টম সূক্ত পাঠ করবেন। [চ] বিকৃতি একাহে সত্রে অহীনসূক্তযুক্ত কোন দিনের সর্বপৃষ্ঠবিশিষ্ট করে অনুষ্ঠান করতে হলে এই চার সূক্তের মধ্যে সম্পাতসূক্ত বাদ দিতে হয়। [ছ] জ্যোতিষ্টোম বিকৃতি একাহে সর্বপৃষ্ঠবিশিষ্ট হলে সামসূক্ত, অহীনসূক্ত এবং জ্যোতিষ্টোমের দুটি দুটি সূক্ত পাঠ করবেন।

এ পর্বত বা বলা হল তার সারসংক্ষেপ হচ্ছে— (১) জ্যোতিষ্টোমের সর্বস্তোমবিশিষ্ট হয়ে একাহে প্রয়োগ— ১৮ নং সূ. দ্র। (২) জ্যোতিষ্টোমের সর্বস্তোমবিশিষ্ট হয়ে অহর্গণে প্রয়োগ— ঐ। (৩) জ্যোতিষ্টোমের সর্বপৃষ্ঠবিশিষ্ট হয়ে একাহে প্রয়োগ— ১৯ নং সূ. দ্র। (৪) জ্যোতিষ্টোমের সর্বপৃষ্ঠবিশিষ্ট হয়ে অহর্গণে প্রয়োগ— ঐ। (৫) 'চতুর্বিংশ' প্রকৃতি দিনের একাহে প্রয়োগ— ১৬-

১৭ নং সূ. ২।(৬) চতুর্বিংশ শতাব্দি সিনের সর্বতোমবিশিষ্ট হয়ে একাধে প্রয়োগ— বৈশিষ্ট্য অনুসৃত; ১৮ নং সূ. ২।(৭) চতুর্বিংশ শতাব্দি সিনের সর্বতোমবিশিষ্ট হয়ে অহর্গণে প্রয়োগ— অনুসৃত। (৮) চতুর্বিংশ শতাব্দি সিনের সর্বপৃষ্ঠবিশিষ্ট হয়ে একাধে প্রয়োগ— ১৬, ১৭, ১৯ নং সূ. ২।(৯) চতুর্বিংশ শতাব্দি সিনের সর্বপৃষ্ঠবিশিষ্ট হয়ে অহর্গণে প্রয়োগ— ১৯ নং সূ. ২।(১০) বড়হের একাধে প্রয়োগ— ১৬, ১৭ নং সূ. ২।(১১) বড়হের সর্বতোমবিশিষ্ট হয়ে একাধে প্রয়োগ— ১৬, ১৮ নং সূ. ২।(১২) বড়হের সর্বতোমবিশিষ্ট হয়ে অহর্গণে প্রবেশ— ১৮ নং সূ. ২।(১৩) বড়হের সর্বপৃষ্ঠবিশিষ্ট হয়ে একাধে প্রয়োগ— ১৬, ১৭, ১৯ নং সূ. ২।(১৪) বড়হের সর্বপৃষ্ঠবিশিষ্ট হয়ে অহর্গণে প্রবেশ— ১৯ নং সূ. ২।(১৫) 'বিশ্বজিত' সিনের সর্বপৃষ্ঠবিশিষ্ট হয়ে প্রয়োগ— ১৯ নং সূ. ২।

পৃষ্ঠ্য সংস্থাঃ ॥ ২০ ॥ [১৯]

অনু.— পৃষ্ঠ্য (বড়হে কোন দিন কি) সংস্থা (তা এ-বার বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— যদিও কোন দিন কোন বিশেষ সংহার অনুষ্ঠান হবে তা নির্ভর করে অধ্বর্ষুদের মতের উপর (৮/১৩/৩৬ সূ. ২.), তা হলেও অধিকরণে ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে তাই এখানে বলা হচ্ছে।

অগ্নিষ্টোমঃ প্রথমঃ ষোড়শী চতুর্ধম উক্ত্যা ইতরে ॥ ২১ ॥ [২০]

অনু.— প্রথম (দিন) অগ্নিষ্টোম, চতুর্ধম (দিন) ষোড়শী, অন্য (দিন) তুলি উক্ত্যা।

ব্যাখ্যা— পৃষ্ঠ্যবড়হে তাহলে অনুষ্ঠানক্রম হচ্ছে— অগ্নিষ্টোম, দুই উক্ত্যা, ষোড়শী, দুই উক্ত্যা।

ইতি পৃষ্ঠ্যঃ প্রত্যকপৃষ্ঠ্যঃ ॥ ২২ ॥ [২১, ২২]

অনু.— এই (হল) পৃষ্ঠ্য। (এই পৃষ্ঠ্য হচ্ছে) প্রত্যকপৃষ্ঠ্য।

ব্যাখ্যা— এই যে পৃষ্ঠ্য তার-বিজোড় দিনে প্রথম পৃষ্ঠ্যতোরে রথন্তর সাম এবং জোড় দিনগুলিতে বৃহৎসাম গাওয়া হয়। যে পৃষ্ঠ্যবড়হে মাধ্যমিনসবনে প্রথম পৃষ্ঠ্যতোরে প্রথম দিনে রথন্তর, দ্বিতীয় দিনে বৃহৎ, তৃতীয় দিনে রথন্তর ও বৈরাগ, চতুর্থ দিনে বৃহৎ ও বৈরাগ, পঞ্চম দিনে রথন্তর ও শাকর এবং ষষ্ঠ দিনে বৃহৎ ও রৈবত সাম গাওয়া হয় (৭/৫/২-৪ সূ. ২.) অর্থাৎ তৃতীয় দিন থেকে দুইটি করে সামের সমুচ্চয় হয়, তাকে 'প্রত্যকপৃষ্ঠ্য' বলা হয়।

অন্যো পরোক্ষপৃষ্ঠ্যঃ ॥ ২৩ ॥

অনু.— অন্য (সাম) দিয়ে (অনুষ্ঠান হলে বলা হয়) পরোক্ষপৃষ্ঠ্য।

ব্যাখ্যা— বৃহৎ, রথন্তর ইত্যাদি ছাড়া অন্য কোন সামে পৃষ্ঠ্যতোর হলে তাকে 'পরোক্ষপৃষ্ঠ্য' বলে।

এতের বোপসূত্রঃ ॥ ২৪ ॥

অনু.— অথবা (অন্য মন্ত্রের সঙ্গে) সংগঠিত এই (সামগুলি) দিয়ে (অনুষ্ঠান হলেও 'পরোক্ষপৃষ্ঠ্য' হতে পারে)।

ব্যাখ্যা— যদি বৃহৎ, রথন্তর প্রভৃতি সামগুলিকে তাদের নিজ নিজ বোমিনমন্ত্রে না গেয়ে অন্য কোন মন্ত্রে গাওয়া হয় তাহলেও সেই বড়হকে 'পরোক্ষপৃষ্ঠ্য' বলা হবে।

বৈরাগাদীনাম্ অভাবে পৃষ্ঠ্যতোমঃ ॥ ২৫ ॥

অনু.— বৈরাগ প্রভৃতির অভাবে পৃষ্ঠ্যতোম (বড়হ হয়)।

ব্যাখ্যা— যদি তৃতীয় প্রভৃতি দিনে বৈরাগ প্রভৃতি দ্বিতীয় সামগুলি (২২ নং সূ. ২.) গাওয়া না হয়, কেবল রথন্তর এবং বৃহৎ সামই ক্রমাগত গাওয়া হতে থাকে তাহলে সেই বড়হকে 'পৃষ্ঠ্যতোম' বলে।

পৰমানন্ডাব আপৰ্কাপৃষ্ঠাঃ ॥ ২৬॥

অনু.— পৰমানে (গাওয়া) হলে আপৰ্কাপৃষ্ঠা (বলা হয়)।

ব্যাখ্যা— যদি ঐ বৃহৎ, রথন্তর প্রভৃতি সামগুলি প্রথম পৃষ্ঠত্বোত্তরে না গেয়ে মাধ্যমিন পৰমানন্ডোত্তরে গাওয়া হয়, তাহলে তা-কে ‘আপৰ্কাপৃষ্ঠা’ বড় বলে।

তনুপৃষ্ঠো হোতুশ্চ চোতনৌধসে ॥ ২৭॥

অনু.— যদি হোতার (শব্দের ঠিক পূর্ববর্তী ত্বোত্তরে) শৈত্য এবং নৌধস (সাম গাওয়া হয় তাহলে সেই বড়হের নাম) তনুপৃষ্ঠা।

ব্যাখ্যা— প্রথম পৃষ্ঠত্বোত্তরে শৈত্য অথবা নৌধস সাম এবং অন্য কোন ত্বোত্তরে ঐ বৃহৎ প্রভৃতি সাম গাওয়া হয় তাহলে সেই পৃষ্ঠাবড়হকে বলা হয় ‘তনুপৃষ্ঠা’। শৈত্য সামের যোনি ‘অন্তি প্র-’ (সা. উ. ৮১১, ৮১২) এবং নৌধস সামের যোনি হচ্ছে ‘তং যো-’ (সা. উ. ৬৮৫, ৬৮৬)। এখানে উল্লেখ্য যে, যে পৃষ্ঠাবড়হগুলিতে বৃহৎ প্রভৃতি সামগুলি যথাহানে গাওয়া হয় না অথবা গাওয়া হলেও নিজ যোনিমধ্যে গাওয়া হয় না সেই পৃষ্ঠাবড়হে সংশ্লিষ্ট শব্দে ঐ সামগুলির যোনিশব্দন করতে হয়।

পঞ্চম কণ্ডিকা (৮/৫)

[অভিজিত্, স্বরসাম]

অভিজিত্ বৃহৎপৃষ্ঠাঃ ॥ ১॥

অনু.— (এ-বার) বৃহৎপৃষ্ঠ-বিশিষ্ট অভিজিত্ (বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— সত্বের যেটি ১৭৭-তম দিন তাকে ‘অভিজিত্’ বলা হয়। ঐ দিন প্রথম পৃষ্ঠত্বোত্তরে বৃহৎসাম গাওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, ৭/২/১০ সূত্র অনুসারে এই দিন প্রাতঃসবনে হোত্রকসের অনুরূপের পরে আরম্ভবীরা পাঠ করে নিজ নিজ পরিশিষ্ট পাঠ করতে হয়। ৮/১৩/৩৬ সূত্র ও তার ব্যাখ্যা দ্র।

উত্তরসামা যদ্যপি রথন্তরং যজ্ঞাযজ্ঞীরস্য স্থানে ॥ ২॥

অনু.— যদিও যজ্ঞাযজ্ঞীরের স্থানে রথন্তর (সাম গাওয়া হয় তাহলেও তা) উত্তরসামা (হবে)।

ব্যাখ্যা— সাধারণত যদি বৃহৎ অথবা রথন্তর এই দুটির কোন একটি সাম মাধ্যমিন পৰমানন্ডোত্তরে এবং অপরটি প্রথম পৃষ্ঠত্বোত্তরে গাওয়া হয় তাহলেই সেই যজ্ঞকে ‘উত্তরসামা’ বলা হয় (৫/১৫/১৬ সূ. দ্র.)। অভিজিত্ দিনে কিন্তু যদি প্রথম পৃষ্ঠত্বোত্তরে বৃহৎসাম এবং অগ্নিষ্টোমত্বোত্তরে রথন্তরসাম অথবা পৃষ্ঠে রথন্তর ও অগ্নিষ্টোমে বৃহৎসাম গাওয়া হয় তাহলেও তাকে ‘উত্তরসামা’ বলে ধরা হবে। দ্র. যে সামবেদীরা যোগকে উত্তরসামাবিশিষ্ট করার জন্য মাধ্যমিন পৰমানে, ব্রাহ্মণাচ্ছসীর শব্দের ঠিক পূর্ববর্তী ত্বোত্তরে অথবা অগ্নিষ্টোম ত্বোত্তরে বৃহৎ অথবা রথন্তর সাম গান করে থাকেন। ঋষেপীসের মতে অবশ্য মাধ্যমিন পৰমানন্ডেই বৃহৎ অথবা রথন্তর হলে তবেই তা-কে উত্তরসামা ধরা হয়। তবে অভিজিতে আলোচ্য এই সূত্র অনুসারেও যোগটিকে উত্তরসামা ধরা যেতে পারে।

পিবাসে ত্বিহ সানপ্রগাথঃ ॥ ৩॥

অনু.— এখানে সামপ্রগাথ (হবে) কিন্তু ‘পিব’ শব্দযুক্ত (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— পিব-শব্দযুক্ত মন্ত্রের জন্য ৫/১৫/২১ সূ. দ্র।

পিব সোমং তনু ইহীতি যদ্যনিন্য ॥ ৪॥

অনু.— (এই দিন যথাক্রমে) ‘পিব-’ (৬/১৭), ‘তনু-’ (৬/১৮) এই (দুই সূত্র মন্ত্রবৃত্তীর এবং নিম্নবল্য শব্দ)।

ব্যাখ্যা— যদিও ঋক্‌সংহিতায় 'পিবা সোমং' শব্দে গুরু পাঁচটি মন্ত্র আছে, তাহলেও 'তমু-' প্রতীকের পাশে উল্লেখ থাকায় এখানে ষষ্ঠ মন্ত্রের ভরদ্বাজ ঋষির 'পিবা সোমং-' মন্ত্রটিকেই গ্রহণ করতে হবে।

তন্নোর একাহিকে পুরস্তাদ্ অন্যে বা শংসেয়ঃ ॥ ৫ ॥

অনু.— ঐ দুই (সূক্তের) আগে একাহযোগের দুটি (সূক্ত) অথবা অন্য দুটি (উপযুক্ত সূক্ত) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— 'পিবা-' সূক্তের আগে জ্যোতিষোক্ত 'জনিষ্ঠা-' (৫/১৪/২১ সূ. দ্র.) সূক্তটি এবং 'তমু-' সূক্তের আগে 'ইন্দ্রস্য-' (৫/১৫/২২ সূ. দ্র.) সূক্তটি পাঠ করতে হয়। বিকল্পে মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য শব্দে পাঠ্য অন্য যে-কোন নিবন্ধান সূক্তও পাঠ করা চলে।

এতে এবৈতি গৌতমঃ সপ্তদশস্তোত্র পৃষ্ঠস্য ॥ ৬ ॥

অনু.— গৌতম (বলেন) পৃষ্ঠ (- স্তোত্রের স্তোম এখানে) সপ্তদশ বলে ঐ দুটি সূক্তই (অভিজিতে পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— গৌতমের মতে পৃষ্ঠস্তোত্রে সপ্তদশস্তোম প্রয়োগ করা হয় বলে ৪নং সূত্রে নির্দিষ্ট সূক্তদুটিই পাঠ করতে হবে। মূল একাহযোগের অথবা অন্য কোন যোগের কোন সূক্ত এখানে অতিরিক্ত পাঠ করার প্রয়োজন নেই। তাঁর যুক্তি কি তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে।

যাবতো যাবত্যাঃ কুশানাং নবতো দশতো বা নিষ্কেবল্যে তাবতিসূক্তা মধ্যম্ভিনাঃ সূর্য ইতি মহান্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অনু.— নিষ্কেবল্যে যত যত ন-টি অথবা দশটি করে কুশা (হয়) মরুত্বতীয় ও নিষ্কেবল্য সূক্ত (ঠিক) ততগুলি (-ই) হবে ঐ (হচ্ছে) মহান্যায়।

ব্যাখ্যা— স্তোত্র গান করার সময়ে স্তোত্রের সংখ্যা গণনা করার জন্য প্রত্যেক মন্ত্রের আবৃত্তির পরে মাটিতে একবিষত লম্বা একটি করে ছোট খারাল ডুমুরের কাঠি রাখা হয়। ঐ কাঠিকে বলে 'কুশা'। নিষ্কেবল্যশব্দের ঠিক পূর্ববর্তী স্তোত্রে অর্থাৎ প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্রে স্তোম-গণনার সময়ে মোট যতগুলি কুশা রাখা হয় কুশায় সেই মোট সংখ্যাকে নয় অথবা দশ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল বা হয় ততগুলি সূক্তই মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য শব্দে পাঠ করতে হবে ঐ হচ্ছে মহান্যায় অর্থাৎ সর্বত্র প্রযোজ্য সাধারণ নিয়ম। ঐ অভিজিত অনুষ্ঠানে প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্রে সপ্তদশস্তোম প্রয়োগ করা হয়। $১৭ + ৯ = ১.৮/৯$ এবং $১৭ + ১০ = ১.৭/১০$ বলে ঐ দুই শব্দে ভগ্নাংশ উপেক্ষা করে একটি করে সূক্তই পাঠ করতে হবে ঐ হল গৌতমের যুক্তি। প্রসঙ্গত ৯/১/১৪ সূত্রের ব্যাখ্যাও দ্র.। এখানে এবং ৮/৭/২৭ সূত্রে যে দুটি ও পাঁচটি সূক্ত বিহিত হয়েছে তা বৃত্তিকারের মতে ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র।

মরুত্বতীয়স্তোত্রে বিপরীত ॥ ৮ ॥

অনু.— মরুত্বতীয় সূক্তের শেষ দুটি মন্ত্র বিপরীত (ক্রমে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— 'পিবা-' সূক্তের শেষ মন্ত্রটি আগে পড়ে পরে পেরের আগের মন্ত্রটি পাঠ করবেন।

চতুর্বিংশিকং তৃতীয়সবনম্ ॥ ৯ ॥

অনু.— তৃতীয়সবন (হবে) চতুর্বিংশকের (মতো)।

ব্যাখ্যা— অভিজিতির তৃতীয়সবনের অনুষ্ঠান হয় 'চতুর্বিংশ' নামে দিনের তৃতীয়সবনের মতো।

অভিগ্নব্রাহ্ম পূর্বা স্বরসামানঃ ॥ ১০ ॥

অনু.— স্বরসামগুলি অভিগ্নব্রাহ্মের প্রথম তিন দিন (যেমন হয় তেমন হবে)।

ব্যাখ্যা— সত্বেয় স্বরসাম নামে তিন দিনের অনুষ্ঠান অভিন্নবর্ষভূতের প্রথম তিনদিনের মতোই। অভিন্নবর্ষের মতো অনুষ্ঠান হলেও নিম্নবল্য শত্বেয় সামপ্রগাথটি কিন্তু অগ্নিষ্টোমের মতোই হবে। প্রসঙ্গত ৮/৭/২১ সূত্রে ব্যাখ্যা দ্র.। শা. মতে স্বরসামের তিনদিনের মরুত্বীয় শত্বেয় স্তোত্রিয়, অনুরূপ এবং ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথ পৃষ্ঠ্যবর্ষভূতের প্রথম তিনদিনের মতো— ১০/৯/৫-৮ দ্র.।

স্বর্যশি দ্বিহ পৃষ্ঠানি ॥ ১১ ॥

অনু.— এখানে কিন্তু পৃষ্ঠ (স্তোত্র) স্বর(-সাম-বিশিষ্ট হবে)।

ব্যাখ্যা— যে সামে 'নিধন' অংশ থাকে না, মত্বেয় শেষ স্বরবর্ণকেই স্বরিতে পরিণত করে নিধন গাওয়া হয় তাকে স্বরসাম বলে। মাধ্যমিন পবমানস্তোত্রের যে অংশ ঔশন সামে গাওয়া হয় সেই অংশে শেষ তৃচে এই স্বরসাম প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। তাত্ত্বাব্রাহ্মণের সাধারণ্য অনুযায়ী আর্ভব পবমানস্তোত্রে 'ঐ' (সা. উ. ১৩৮৬-৮৮), 'অয়ং' (সা. উ. ৮১৮-২০) এবং 'সূতাসো-' (সা. উ. ৮৭২-৭৪) এই মন্ত্রগুলিকে 'যজ্ঞজায়থা-' (সা. উ. ১৪২৯-৩১) মন্ত্রগুলিতে উৎপন্ন 'স্বর' নামে সামে গাইতে হয় অথবা প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্রে 'যজ্ঞ জায়থা-' (সা. উ. ১৪২৯-৩১), 'মতস্য-' (সা. উ. ১৪৩২-৪) এবং 'প্রত্যমৈ-' (সা. উ. ১৪৪০-৪৩) মন্ত্রগুলিকে ঐ স্বর নামে সামে গাইতে হয় (তা. ব্রা. ৪/৫/১- সা. ভা. দ্র.)। এই স্বরসাম সপ্তদশ-স্তোমবিশিষ্ট হয়। প্রসঙ্গত শা. ১১/১১/২-৪; লা. শ্রৌ. ৪/৬/১৬ এবং দ্রা. শ্রৌ. ৮/২/২০ দ্র.।

তেষাং স্তোত্রিয়া যজ্ঞ জায়থা অপূর্ব্য মতস্যপায়ি তে মহ এমেনং প্রত্যোতনেতি ॥ ১২ ॥

অনু.— ঐ (পৃষ্ঠসম্পর্কিত শব্দ)গুলির স্তোত্রিয় (যথাক্রমে) 'যজ্ঞ জায়-' (৮/৮৯/৫-৭), 'মতস্য-' (১/১৭৫/১-৩) 'এমৈ-' (৬/৪২/২-৪)।

ব্যাখ্যা— এই তিনটি তৃচ যথাক্রমে স্বরসামের তিন দিনের নিম্নবল্য শত্বেয় স্তোত্রিয়। শা. ১১/১১/১৪, ১৬, ১৮ সূত্রে বিধানও প্রায় একই।

আদ্যো বা সর্বেষাম্ ॥ ১৩ ॥

অনু.— অথবা সব (দিনেরই স্তোত্রিয় হবে) প্রথম (তৃচটিই)।

ব্যাখ্যা— বিকল্পে তিন দিনই 'যজ্ঞ জায়-' তৃচটি নিম্নবল্য শত্বেয় স্তোত্রিয় হতে পারে। শা. ১১/১১/১৪, ১৬, ১৮ সূত্রও তাই বলছে।

বয়ং য দ্বা সূতাবত ইতি তিস্রো বৃহত্যা যন্তে সাধিতোৎবস ইতি যজ্ঞ অনুষ্টুপ ইত্যনুরূপাঃ ॥ ১৪ ॥

অনু.— অনুরূপ (হবে) 'বয়ং' (৮/৩৩/১-৩) ইত্যাদি তিনটি বৃহতী (ছন্দের মন্ত্র), 'যন্তে-' (৫/৩৫/১-৬) ইত্যাদি ছ-টি অনুষ্টুপ (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— প্রত্যেক দিন যথাক্রমে একটি বৃহতী এবং দুটি অনুষ্টুপ ছন্দের মন্ত্র নিয়ে সে-দিনের অনুরূপ তৃচটি পঠন করতে হবে। শা. মতে প্রথম দিন ৫/৩৯/১,২ এবং ৮/৯৭/১, দ্বিতীয় দিন ১/১৭৬/১,২ এবং ৮/৬৬/১৩, তৃতীয় দিন ১/৮৪/৪,৫ এবং ৮/৩৩/৭ হবে অনুরূপ - ১১/১১/১৫, ১৭, ১৯ সূ. দ্র.।

স্তোত্রিয়ে যথা বৃহতী তথানুরূপে ॥ ১৫ ॥

অনু.— স্তোত্রিয়ে বৃহতী যেমনভাবে যুক্ত (আছে) তেমন ভাবে অনুরূপে (-ও যুক্ত হবে)।

ব্যাখ্যা— আগের সূত্র অনুযায়ী পাঠ করতে হলে স্তোত্রিয়ে যে-স্থানে বৃহতী ছন্দের মন্ত্র পাঠ করা হয় অনুরূপেও ঠিক সেই স্থানেই তা পাঠ করতে হবে অর্থাৎ প্রথম ও তৃতীয় দিনে শত্বে বৃহতী ছন্দের মন্ত্র তৃচের শেষে এবং দ্বিতীয় দিনে প্রথমে পাঠ করতে হয়।

স্থায়ীন্যোতানি যথা বৃহদরথস্তরে ॥ ১৬ ॥

অনু.— বৃহৎ এবং রথস্তর (সাম) যেমন (পৃষ্ঠ্যে এবং অভিপ্লবে) স্থায়ী (তেমন স্বরসামের তিন দিনে এই স্বর নামে সামগুলি স্থায়ী)।

ব্যাখ্যা—পৃষ্ঠ্য এবং অভিপ্লব বড় হৈ যেমন প্রতিদিন পৃষ্ঠ্যস্তোত্রে বৃহৎ অথবা রথস্তর সাম অবশ্যই গাওয়া হয় অথবা দুই সামের যোনিশংসন করতে হয় স্বর-সাম নামে তিন দিনেও তেমন প্রত্যহ পৃষ্ঠ্যস্তোত্রে ‘স্বর’ নামে সামের প্রয়োগ অবশ্যকর্তব্য।

ষষ্ঠ কণ্ডিকা (৮/৬)

[বিষুবান্, আবৃত্ত স্বরসাম]

বিষুবান্ দিবাকীর্ত্যঃ ॥ ১ ॥

অনু.— বিষুবান্ (মন্ত্র) দিনে উচ্চারণীয়।

ব্যাখ্যা—সত্রে যেটি ১৮১তম দিন সেই দিনের নাম ‘বিষুবান্’ এবং ঐ দিন অগ্নিস্তোমের অনুষ্ঠান হয়। সর্বত্রই অগ্নিস্তোমের অনুষ্ঠান দিনের বেলাতেই হয়ে থাকে এবং পরবর্তী সূত্রেও বলা হয়েছে যে, এই দিনে প্রাতরনুবাক সূর্যোদয়ের পরে পাঠ করতে হয়। তবুও এই সূত্রে ‘দিবাকীর্ত্যঃ’ বলার অভিপ্রায় এই যে, বিষুবান্-সম্পর্কিত মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ অংশ গুরুগৃহে এবং স্বগৃহে দিনের বেলাতেই অধ্যয়ন করতে হবে, রাত্রে চর্চা করলে চলবে না। ঐ. ব্রা. ১৮/৪ অংশেও বিষুবানের মন্ত্রগুলিকে দিনের বেলাতেই পাঠ করতে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য যে, এই দিন ৭/২/১০ সূত্র অনুযায়ী প্রাতঃসবনে হোত্রকদের অনুরূপের পরে আরম্ভণীয়া পাঠ করে নিজ নিজ পরিশিষ্ট পাঠ করতে হয়।

উদিত্তে প্রাতরনুবাকঃ ॥ ২ ॥

অনু.— (এই দিন) সূর্য উঠলে প্রাতরনুবাক (পাঠ করা হয়)।

ব্যাখ্যা—শা. মতে এখানে প্রাতরনুবাকের গুরু ১০/৭/৩ মন্ত্রে এবং মোট পাঠ্যমন্ত্র হবে ১০০ বা ১১০ অথবা ১২০—১১/১৩/৫, ৬। ঐ. ব্রা. ১৮/৫ অংশেও সূর্যোদয়ের পরে প্রাতরনুবাক পাঠ করতে বলা হয়েছে।

পৃথুপাজা অমর্ত্য ইতি ষড়্ ধায্যাঃ সামিধেনীনাং ॥ ৩ ॥

অনু.— সামিধেনী মন্ত্রগুলির (মধ্যে) ‘পৃথু-’ (৩/২৭/৫-১০) ইত্যাদি ছ-টি (মন্ত্র হবে) ধায্যা।

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রগুলি ‘সমিধো-’ (১/২/৮ সূ. ব্র.) মন্ত্রের ঠিক আগে পাঠ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ১৮/৫ অনুসারেও মোট সামিধেনীর সংখ্যা এখানে একুশ। সূত্রে ‘সামিধেনীনাং’ বলায় এগুলি শব্দের ধায্যা নয়।

সৌর্যঃ সবনীয়স্যোপালভ্যঃ ॥ ৪ ॥

অনু.— সবনীয় (পশুযাগের পরে) সূর্যদেবতার (পশু বধ করতে হবে)।

সৌম্যাপৌকো বা ॥ ৫ ॥

অনু.— অথবা সোম-পূষা দেবতার (পশু বধ করতে হবে)।

সমুদ্রাদুর্মির্ ইত্যাজ্যম্ ॥ ৬ ॥

অনু.— আজ্য (সূক্ত) ‘সমুদ্রা-’ (৪/৫৮)।

ব্যাখ্যা—শা. মতে বিকল্পে ৩/১৩ এবং ৬/২ এই দুটি সূক্তই পাঠ্য। প্রউগশস্ত্রে মাধ্বসদস্য প্রউগ অথবা ৭/৯১/১-৩, ৪-৬; ৭/৬১/১-৩; ৭/৭২/১, ২ এবং ৪/১৩/২; ৭/৩০/১-৩; ৭/৩৬/১-৩; ৭/৯৫/৪-৬ মন্ত্র পাঠ্য - শা. ১১/১৩/১২-১৯ ব্র।

ত্যাং সু মেবাং কয়া শূভেতি চ মরুত্বতীরম্ ॥ ৭ ॥ [৬]

অনু.— মরুত্বতীর (সূক্ত) 'ত্যাং-' (১/৫২) এবং, 'কয়া-' (১/১৬৫)।

ব্যাখ্যা—সূত্রে 'চ' শব্দ থাকায় স্তোত্রে স্তোম একবিংশের অপেক্ষায় কম হলেও কিন্তু এই দুটি সূক্তকেই শস্ত্রে পাঠ করতে হবে, ৮/৫/৭ সূত্রে কথিত মহান্যায় অনুযায়ী একটি সূক্তকে নয়।

মহাদিবাকীর্ত্যং পৃষ্ঠম্ ॥ ৮ ॥ [৭]

অনু.— পৃষ্ঠ (স্তোত্র) মহাদিবাকীর্ত্যং (সামবিধিষ্ট)।

ব্যাখ্যা— দিবাকীর্ত্যং সাম গাওয়া হয় 'ব্রাজা ব্রাজে-' (উহগান ৩/১/১১-২০) ইত্যাদি মন্ত্রে। উহগান অনুযায়ী (২/১২) মহাদিবাকীর্ত্যং সামের যোনি 'বিভ্রাড্ বৃহত্-' (সা. উ. ১৪৫৩-৫)। আরণ্যগান অনুযায়ী (৬/১/১০-১৯) কিন্তু তা অন্য। ব্রা. ৮/২/৩২ অনুসারে 'বৃহত্-' (সা. উ. ১৭৮৮-৮৯)।

বিভ্রাড্ বৃহত্ পিষতু সোম্যং মধু নমো মিত্রস্য বরুণস্য চক্স ইতি স্তোত্রিয়ানুরূপৌ ॥ ৯ ॥ [৮]

অনু.— (নিষ্কবল্য শস্ত্রে) স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ 'বিভ্রাড্-' (১০/১৭০/১-৩), 'নমো-' (১০/৩৭/১-৩)।

ব্যাখ্যা—শা. মতে ৮/৯৯/৩, ৪ বা ১/১১৫/১-৩ বা ৮/১০১/১১, ১২ অথবা ১০/১৭০/১-৩ স্তোত্রিয় এবং ৮/৭০/৫, ৬ বা ১/১১৫/৪, ৫ এবং ৮/৬২/১ বা ৭/৬৬/১৪, ১৫ বা ১০/১৩৮/৩-৫ বা ১০/৩৭/৭-৯ অনুরূপ— ১১/১৩/২১-২৯ ব্র।

যদি বৃহদ্রথস্ত্রে পবমানস্তোঃ কুর্ষুর্ যোনি এনস্তোঃ শংসেত্ ॥ ১০ ॥ [৮]

অনু.— যদি দুই পবমানস্তোত্রে (উদগাতারা) বৃহত্ এবং রথস্ত্র (সাম গান করেন তাহলে হোতা শস্ত্রে) এই দুই (সামের) যোনি পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— মাধ্যদিন পবমানস্তোত্রে বৃহত্ এবং আর্ভব পবমানস্তোত্রে রথস্ত্র সাম গাওয়া হলে নিষ্কবল্য শস্ত্রে ঐ দুই সামের যোনিমন্ত্র পাঠ করতে হয়।

রথস্ত্রস্য পূর্বম্ ॥ ১১ ॥ [৯]

অনু.— রথস্ত্রের (যোনি) আগে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—এই নিয়ম সর্বত্র প্রযোজ্য। 'পূর্বম্' না বলে সূত্রে 'পূর্বম্' বলা হলে কেন তা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। ২০নং সূত্রে অবশ্য ত্রীলিঙ্গের ব্যবহারই দেখা যাচ্ছে।

আদ্যে ভবতোহন্যস্তির্ অগ্নি সন্নিপাতে ॥ ১২ ॥ [১০]

অনু.— অন্য (যোনির) সঙ্গে সমন্বয় ঘটলেও (এই দুই সাম) প্রথম হবে।

ব্যাখ্যা—যদি কোথাও বৈরূপ প্রভৃতি অন্য কোন সামের যোনির সঙ্গে এই দুই সামের যোনিও পরপর পাঠ করতে হয় তাহলে সেখানেও আগে রথস্ত্র এবং বৃহত্ সামের যোনি পাঠ করে তার পরে অন্য সামের যোনি পাঠ করবেন। এই নিয়মও সর্বত্র প্রযোজ্য।

উত্তমসু স্থিহ সামপ্রগাথঃ ॥ ১৩ ॥ [১১]

অনু.— এখানে কিন্তু শেষ সামপ্রগাথ (পাঠ করতে হবে)

ব্যাখ্যা— এই দিন নিষ্কেবল্যে 'ইন্দ্রমিদ্-' এই সামপ্রগাথটি (৭/৩/২০ সূ. প্র.) পাঠ করতে হয়। শা মতে সামপ্রগাথ হচ্ছে ৮/১০১/১১, ১২ অথবা ৬/৪৬/৩, ৪— ১১/১৩/৩০, ৩১ প্র.।

নৃণামু দ্বা নৃতমং গীর্জিৎকুৎশৈর্ ইতি তিশো যন্তিগ্নশ্লোহতি ত্যং মেবম ইন্দ্রস্য নু বীর্ষাণীতি ॥ ১৪ ॥ [১২]

অনু.— (নিষ্কেবল্যের সূক্ত) 'নৃণামু-' (৩/৫১/৪-৬) ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র, 'যন্তিগ্ন-' (৭/১৯), 'অভি-' (১/৫১), 'ইন্দ্রস্য-' (১/৩২)।

এতন্মিন্‌ন ঐন্দ্রীং নিবিদং শব্বা শংসেদ্ এবোত্তরাণি ষড়্ দিবশ্চিদস্য সূত ইত্‌ স্বমেব প্র
পূর্বাৰ্ঘ্য মদঃ প্র মহর্হিষ্ঠায় ত্যমু স্থিতি ॥ ১৫ ॥ [১৩]

অনু.— এই (শেষ সূক্তে) ইন্দ্র-সম্পর্কিত নিবিদ পাঠ করে (সূক্তের অবশিষ্ট অংশ এবং) পরবর্তী 'দিব-' (১/৫৫), 'সূত-' (৬/২৩), 'এব-' (১/৫৬), 'বৃষা-' (৬/২৪), 'প্র-' (১/৫৭), 'ত্যমু-' (১০/১৭৮) এই ছটি (সূক্ত) অবশ্যই পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— 'এতন্মিন্‌ন' না বললে অর্থ দাঁড়ায় 'ইন্দ্রস্য-' সূক্তটি শেষ করে নিবিদ পাঠ করবেন। এই সূক্তের মধ্যেই বিহিত স্থানে যাতে নিবিদ পাঠ করা হয় সেই উদ্দেশ্যেই এ পদটিকে সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। 'শংসেদ্' এবং 'এব' অংশের পরে 'সূক্তশেষম্' পদটি উহ্য বলে ধরতে হবে। 'শংসেদ্' এবং 'এব' না বললে অর্থ হত নিবিদ পাঠ করার পর 'ইন্দ্রস্য-' সূক্তের অবশিষ্ট অংশ না পড়ে এই ছ-টি সূক্তই পাঠ করতে হবে। কিন্তু 'শংসেদ্' এবং (সূক্তশেষম্) উত্তরাণি (৮) ষড়্ বলায় সূক্তের অবশিষ্ট অংশ পাঠ করে তবে পরবর্তী ছটি সূক্ত পাঠ করতে হবে। 'ঐন্দ্রীং' বলায় বুঝতে হবে এই শব্দে অন্য দেবতার নিবিদও আছে এবং সেই অন্য দেবতার নিবিদটি হল ১৭নং সূত্রে হংসবতী মন্ত্রে যে দুরোহণ করতে বলা হয়েছে সেই দুরোহণ। ঐ দুরোহণ-নিবিদের দেবতা ইন্দ্র নন, সূর্য। ঐ. ব্রা. ১৮/৫ অংশে বলা আছে যে, স্তোত্রিয়, অনুরূপ, ধায়া, বৃহত্-রথস্বরের যোনি, প্রগাথ, 'নৃণামু-' ইত্যাদি কয়েকটি— এই মোট একাদশ বা বাহাদ্রটি মন্ত্র পাঠ করার পরে নিবিদ বসিয়ে আবার 'ইন্দ্রস্য-' সূক্তের অবশিষ্ট অংশ এবং 'দিব-' ইত্যাদি ততগুলি মন্ত্রই পাঠ করতে হবে। পরবর্তী অংশে অর্থাৎ ঐ দ্বিতীয় অর্ধে তাই যে সমসংখ্যক মন্ত্রের পাঠ বিহিত হয়েছে তার মধ্যে হংসবতী ঋকটিকে পড়া হলেও তাকে গণনা করা চলবে না। সূত্রে 'ষড়্' বলায় বিবুয়ানে স্তোত্রে সংখ্যা হ্রাস পেলোও শব্দে ঐ ছ-টি সূক্ত অবশ্যই পাঠ করতে হবে। 'উত্তরাণি' শব্দটি দিক্‌দর্শনমাত্র। বিবুয়ান্ হীনস্তোম অর্থাৎ একবিশের অপেক্ষায় কম স্তোমের হলেও তাই আগে এবং পরে কোথাও শব্দে সূক্তহানি অর্থাৎ সূক্তসংখ্যায় হ্রাস ঘটবে না এই হঁল মূল অভিপ্রায়। 'ত্যমু যু-' এই প্রতীকে পাদের অপেক্ষায় কম অংশ গ্রহণ করার সর্বত্র 'তাক্ষ্য' বললে সমগ্র সূক্তকেই বুঝতে হবে।

ইহ তাক্ষ্যম্ অস্তুতঃ ॥ ১৬ ॥ [১৪]

অনু.— এখানে (নিষ্কেবল্যে) শেষে তাক্ষ্য (সূক্ত পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এখানে ৭/১/১৩ সূত্র অনুসারে 'ত্যমু-' (১০/১৭৮) এই তাক্ষ্যসূক্তকে আগে নয়, শেষ সূক্ত হিসাবেই পাঠ করবেন। এটি নিবিদ্বান সূক্তও বটে এবং এই সূক্তের জন্য পৃথক আহাবও করতে হবে না (৫/১০/২১ সূ. প্র.)। অন্যত্র কিন্তু শব্দে সূক্তের মধ্যে গণ্য না হওয়ার 'তেভাশ্ চা-' (৫/১০/১৯ সূ. প্র.) অনুসারে পৃথক আহাব করতে হয়। ঐ. ব্রা. ৮/৬ অংশেও তাক্ষ্যসূক্তের বিধান আছে।

তস্যৈকায় শব্বাহুয় দুরোহণং রোহেত্‌ ॥ ১৭ ॥ [১৫]

অনু.— ঐ (তাক্ষ্যসূক্তের) একটি (মন্ত্র) পাঠ করে আহাব করে দুরোহণ পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— ১৫নং সূত্রের বৃষ্টি অনুযায়ী এখানে হংসবতী মন্ত্রে (৪/৪০/৫) দুরোধ পাঠ করতে হয় (৮/২/১৯ সূ. প্র.)। ঐ. ব্রা. ১৮/৬ অংশেও দুরোধ ও হংসবতীর বিধান পাওয়া যায়। সেখানে বিক্রে এই তর্কাসূত্রেও দুরোধ বিহিত হয়েছে।

ইতি নিষ্কেষল্যম্ ॥ ১৮ ॥ [১৬]

অনু.— এই (হল বিষুবান দিনের) নিষ্কেষল্য।

বিকর্ষণে চেন্দ্র ব্রাহ্মসামোক্তম্ অনুরূপাত্ তং বো দশমবৃত্তীষহমভি প্র বঃ সুরাধসম্ ইতি ব্রাহ্মণাচ্ছংসী
শৈত্যনৌধসমোর যোনি শংসেত্ ॥ ১৯ ॥ [১৬]

অনু.— যদি ব্রাহ্মসাম বিকর্ষণ (হয় তাহলে) ব্রাহ্মণাচ্ছংসী অনুরূপের পরে 'তং-' (৮/৮৮/১,২), 'অভি-' (৮/৪৯/১, ২) এই শৈত্য এবং নৌধস সামের যোনি পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর পাঠ্য শব্দের ঠিক আগে উদগাতারা যে সাম অর্থাৎ স্তোত্র গান তাকে 'ব্রাহ্মসাম' বলে। ঐ স্তোত্রে বিকর্ষণ সাম গাওয়া হলে (ঐ. ব্রা. ১৮/৫ প্র.) ব্রাহ্মণাচ্ছংসী তাঁর শব্দে অনুরূপ তৃচ পাঠ করার পর 'তং-' (সা. উ. ৬৮৫-৬) এই নৌধস এবং 'অভি-' (সা. উ. ৮১১-১২) এই শৈত্য সামের যোনি পাঠ করবেন। সূত্রে 'অম্মাহুতরম্' (পা. ২/২/৩৪) নিয়ম অনুসারে 'শৈত্য' শব্দটিকে আগে উল্লেখ করা হলেও 'তং-' শৈত্যের নয়, নৌধসেরই যোনি। বিকর্ষণসামের যোনি 'প্রক্ষস্য-' (সা. পৃ. ৬০৯)। সামগ্রীর মতে প্রকৃত যোনিটি হচ্ছে 'বিভ্রাড্-' (সা. উ. ১৪৫৩-৫), কিন্তু এখানে 'ইন্দ্র ক্রতুং-' (সা. উ. ১৪৫৬-৭) প্রগাথে গেল স্তোত্রকেই বুঝতে হবে। ভিন্ন মতে বিকর্ষণ গাওয়া হয় 'বণ্-' (সা. উ. ১৭৮৮-৮৯) এই প্রগাথে।

নৌধসস্য পূর্বাং শৈত্যস্যোত্তরাম্ ॥ ২০ ॥ [১৭]

অনু.— প্রথমে নৌধসের, পরে শৈত্যের (যোনি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— 'পূর্বম্' এবং 'উত্তরম্' না বলে সূত্রকার ১১নং সূত্রের মতো ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করলেন কেন তা স্পষ্ট নয়। সূত্রের অর্থ এই হতে পারে যে, ১৯ নং সূত্রে উল্লিখিত প্রথম মন্ত্রটিকে বা যোনিকে নৌধসের এবং পরবর্তী মন্ত্রটিকে (বা যোনিকে) শৈত্যের যোনি বলে জানবেন। সূত্রে 'শৈত্যস্যোত্তরাম্' না বললেও চলত, কিন্তু তবুও তা বলে সূত্রকার বোঝাতে চাইছেন যে, আগের সূত্রের 'তং-' এই মন্ত্রটি শৈত্যের নয়, নৌধসেরই যোনি এবং সেটিই প্রথমে পাঠ্য বলে সূত্রে তা-কে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সূত্রে 'শৈত্যনৌধসী' বলা হয়েছে বলে শৈত্যের যোনিকে আগে পাঠ করলে চলবে না।

এতদ্ হোত্রকাণাং যোনিস্থানম্ ॥ ২১ ॥ [১৮]

অনু.— হোত্রকদের এইটি (হচ্ছে) যোনিস্থান।

ব্যাখ্যা— হোত্রকদের ক্ষেত্রে যোনিস্থান হল অনুরূপের পরে। সামের যোনিমন্ত্রকে তাঁরা অনুরূপ-তৃচের পরে পাঠ করেন।

ষচ্ চ প্রগাথ আহ্বানম্ এতান্যস্ তত্ পঞ্চাহাবপরিমিত্বাত্ ॥ ২২ ॥ [১৮]

অনু.— এবং প্রগাথে যে আহাব তা এই যোনিমন্ত্রগুলির উদ্দেশ্যে করতে হবে, কারণ আহাবের মোট পরিমাণ পাঁচ।

ব্যাখ্যা— এতান্যস্ তত্ = এতান্যঃ তত্। যেহেতু নিয়ম আছে যে আহাবের মোট সংখ্যা পাঁচের বেশী হলে চলবে না (৫/১০/১৬ সূ. প্র.) সেহেতু প্রগাথে যে আহাব করতে হয় (৫/১০/১৭ সূ. প্র.) তা প্রগাথে না করে এই যোনিমন্ত্রেই করতে হবে।

উত্তমেনাভিপ্লবিকেনাত্তং তৃতীয়সবনম্ ॥ ২৩ ॥ [১৯]

অনু.— তৃতীয়সবন শেষ অভিপ্লব (দিবস) দ্বারা বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা—বিষুবান্ দিনের তৃতীয়সবনের অনুষ্ঠান হয় অভিন্নবষড়হের ষষ্ঠ দিনের তৃতীয় সবনের মতোই - ৭/৭/১১-১৩ সূ.
স্র.।

একাহিকৌ তু প্রতিপদ-অনুচরৌ ॥ ২৪ ॥ [২০]

অনু.— (ঐ সবনের বৈশ্বদেব শব্দের) প্রতিপদ এবং অনুচর কিন্তু একাহ্যাগের (মতো)।

ব্যাখ্যা— ৭/৬/১০, ১১ সূত্রে উল্লিখিত 'বিশ্বো-' ইত্যাদি মন্ত্র এখানে প্রযোজ্য নয়, একাহ্যাগের মন্ত্রই পাঠ্য।

শা. মতে বৈশ্বদেবশব্দে ৫/৮১ সাবিত্র সূক্ত, ১/১৬০ দ্যাবাপৃথিবীর সূক্ত, ১/১৬১ আর্ভবসূক্ত, ১০/৬৬ বৈশ্বদেবসূক্ত—
১১/১৪/৩০-৩৩ স্র.।

ভাসং চ যজ্ঞাযজ্ঞীরস্য স্থানে ॥ ২৫ ॥ [২১]

অনু.— এবং (এই দিন) যজ্ঞাযজ্ঞীরের স্থানে ভাস (সাম প্রয়োগ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— বিকর্ষ সামের মতো ভাস সামের যোনিও 'প্রক্ষস্য-' (সা. পৃ. ৬০৯; আরণ্য গান ৬/১/৮) এই মন্ত্রটিই। 'মূর্ধানং-'
(সা. উ. ১১৪০-২) তুচ্চেও ভাস সাম গাওয়া যেতে পারে।

পৃক্ষস্য বৃকো অরুণস্য নু সহ ইতি স্তোত্রিয়ানুরূপৌ ॥ ২৬ ॥ [২২]

অনু.— (আগ্নিমারুত শব্দে) স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ (হবে) 'পৃক্ষস্য-' (৬/৮/১-৬)।

মূর্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা মূর্ধা দিবো নাভিরগ্নিঃ পৃথিব্যা ইতি বা ॥ ২৭ ॥ [২৩]

অনু.— অথবা 'মূর্ধানং-' (৬/৭/১-৩), 'মূর্ধা-' (১/৫৯/২-৪) এই (হবে স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ)।

অন্যাসু চেদ্র এবলিঙ্গাশ্বতোহনুরূপাঃ ॥ ২৮ ॥ [২৪]

অনু.— এইরূপ চিহ্নবিশিষ্ট অন্য (কোন মন্ত্রে ভাস সাম গাওয়া হলে) এই (স্থান) থেকে অনুরূপ (মন্ত্র নিয়ে পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— যদি মূর্ধন- শব্দযুক্ত অন্য কোন মন্ত্রে ভাস সাম গাওয়া হয় তাহলে সেই সামমন্ত্রকেই স্তোত্রিয়রূপে পাঠ করে ২৭নং সূত্রের 'মূর্ধা-' মন্ত্রটিকেই অনুরূপ তুচ্চ করতে হবে। শা. মতে ১/১৪০ জাতবেদস্য সূক্ত, ৫/৫৫ মারুতসূক্ত, ৩/২ বৈশ্বানর সূক্ত—
১১/১৪/৩২, ৩৪, ৩৬ স্র.।

আবৃত্তাঃ স্বরসামানঃ ॥ ২৯ ॥ [২৫]

অনু.— স্বরসামগুলি আবর্তিত (হবে)।

ব্যাখ্যা— আবৃত্ত = বিপরীত ক্রমে আবর্তিত। স্বরসাম নামে যে তিন দিনের কথা আগে বলা হয়েছে (৮/৫/১০-১৬ সূ. স্র.) সেই তিন দিনের এখানে বিবৃদ্ধ দিনের পরে বিপরীত ক্রমে আবার অনুষ্ঠান হবে অর্থাৎ সেই স্বরসামের তৃতীয় বা শেষ দিনের এখানে প্রথম দিনে এবং প্রথম দিনের এখানে শেষ দিনে অনুষ্ঠান হবে। ৮/৭/১৬ সূত্রের প্রয়োজনেও এই সূত্রটি এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে।

সপ্তম কণ্ডিকা (৮/৭)

[বিশ্বজিত, নবরাত্রের সংস্থা, সমুদ্র দশরাত্রের প্রথম ন-দিন]

বিশ্বজিতোহ্মিং নর ইত্যাজ্যম্ ॥ ১ ॥

অনু.— বিশ্বজিত-এর আজ্য (সূক্ত) অগ্নিঃ- (৭/১)।

ব্যাখ্যা— উদ্দেশ্য যে, এই দিন ৭/২/১০ সূত্র অনুসারে প্রাতঃসবনে হোত্রকদের অনুরূপের পরে আরজ্জীয়া পাঠ করে নিজ নিজ পরিশিষ্ট পাঠ করতে হয়। শা. ১১/১৫/২ সূত্রেও আজ্যশব্দে এই সূক্তই বিহিত হয়েছে।

চতুর্বিংশেন মাধ্যম্নিনঃ ॥ ২ ॥

অনু.— মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য (শব্দ) চতুর্বিংশ দ্বারা (বলা হয়েছে)।

ব্যাখ্যা— বিশ্বজিতের মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য শব্দ চতুর্বিংশের মতোই। শা. মতে সম্পূর্ণ মাধ্যম্নিন সবন চতুর্বিংশের মতো, তবে সর্বপৃষ্ঠ হলে নিষ্কেবল্য শব্দে ৭/২২/১-৩ হবে স্তোত্রিয় এবং ৭/২২/৪-৬ অনুরূপ— ১১/১৫/৫, ৬ সূ. দ্র।

বৈরাজঃ তু পৃষ্ঠং সন্যঙ্ঘম্ ॥ ৩ ॥

অনু.— কিন্তু ন্যঙ্ঘসম্মত বৈরাজ (সাম হবে) পৃষ্ঠা।

ব্যাখ্যা— এই দিন কিন্তু চতুর্বিংশের মতো (বৃহত্ বা) রথস্তর নয়, বৈরাজ সাম গাইতে হয়। প্রথম পৃষ্ঠান্তোরে বৈরাজ সাম গাওয়া হয় বলে নিষ্কেবল্য শব্দে 'পিবা-' (৭/২২/১-৬) হবে স্তোত্রিয় ও অনুরূপ এবং এই মন্ত্রগুলির দ্বিতীয় পাদে ন্যঙ্ঘ করতে হবে। উদ্দেশ্য যে, ৮/৪/৭ সূত্র অনুযায়ী এই দিন অবশ্যই শিঙ্গশব্দ পাঠ করতে হয়।

বৃহতশ্ চ যোনিং প্রাগ্ বৈরূপমোন্যাঃ ॥ ৪ ॥

অনু.— এবং বৈরূপের যোনির আগে বৃহতের যোনি (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— নিষ্কেবল্যশব্দে ৭/৩/১০, ১১ সূত্র অনুযায়ী বৃহত্ এবং বৈরূপ প্রভৃতি সামের যোনি পাঠ করতে হলেও আগে বৃহত্ সামের যোনি পাঠ করে তার পরে বৈরূপের যোনি পাঠ করবেন। প্রসঙ্গত ৫/১৫/১৬ সূ. দ্র।

হোত্রকাণাং পৃষ্ঠানি শাকরবৈরূপরৈবতানি ॥ ৫ ॥

অনু.— হোত্রকদের পৃষ্ঠ (স্তোত্র)গুলি শাকর, বৈরূপ এবং রৈবত (-সামবিশিষ্ট)।

ব্যাখ্যা— এই বিশ্বজিতে মাধ্যম্নিন সবনে তিন হোত্রকের শব্দের পূর্ববর্তী পৃষ্ঠস্তোত্রে যথাক্রমে শাকর, বৈরূপ এবং বৈরাজ সাম গাওয়া হয়। এই সামগুলির যোনিমন্ত্রকে হোত্রকেরা তাই নিজ নিজ শব্দে স্তোত্রিয়রূপে পাঠ করবেন। অনুরূপ হবে ঐ স্তোত্রিয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে এমন উপযুক্ত কোন তৃচ। বিশ্বজিত সর্বপৃষ্ঠও হয়, অসর্বপৃষ্ঠও হয়।

তে বোনীঃ শংসক্তি ॥ ৬ ॥

অনু.— ঐ (হোত্রকেরা নিম্নলিখিত) যোনিগুলি পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— নিজ নিজ পৃষ্ঠান্তোরে ঐ সামগুলি গাওয়া হলে হোত্রকেরা তাঁদের শব্দে নিম্নলিখিত সামগুলির যোনিমন্ত্র পাঠ করবেন। ৮/৪/১৯ সূত্রের বৃষ্টি এবং ৮/৬/২১ সূত্র অনুযায়ী অনুরূপ তৃচ পাঠ করার পর পরবর্তী সূত্রে বিহিত বামদেব্য প্রভৃতি সামের যোনি পাঠ করতে হয়। 'তে' বলায় বুঝতে হবে ৫ নং সূত্র অনুযায়ী বাঁদেব স্তোত্রে পৃষ্ঠাসাম থাকে তাঁরা, অন্যেরা নয়, অর্থাৎ

যদি হোত্রকদের শব্দের আগে ঐ ঐ সাম দ্বোত্রে গাওয়া হয়ে থাকে তবেই যোনিমন্ত্র পাঠ করবেন, না হলে নয়। এ থেকে আরও বুঝতে হবে যে, বিশুদ্ধিৎ যেমন ঐ শাকর প্রভৃতি সাম প্রয়োগের কারণে সর্বপৃষ্ঠ হতে পারে, তেমন আবার ঐ সামগুলির প্রয়োগ না করার ফলে অ-সর্বপৃষ্ঠও হতে পারে। প্রসঙ্গত ৭/২/১১ সূত্রের ব্যাখ্যার শেষ অংশ দ্র.।

বামদেব্যস্য মৈত্রাবরুণঃ ॥ ৭ ॥

অনু.— মৈত্রাবরুণ বামদেব্য (সামের যোনি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বামদেব্য সামের যোনির জন্য ১০নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.।

উক্তে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনঃ ॥ ৮ ॥ [৭]

অনু.— ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর (পাঠ্য যোনিমন্ত্রদুটি আগে) বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— ব্রাহ্মণাচ্ছংসী পাঠ করবেন ৮/৬/১৯ সূত্রে উল্লিখিত নোধস এবং শ্যেত সামের যোনি।

কালেয়স্যচ্ছাবাকঃ ॥ ৯ ॥ [৮]

অনু.— অচ্ছাবাক (পাঠ করবেন) কালেয় (সামের যোনি)।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূ. দ্র.।

ঐকাহিকৌ স্তোত্রিয়ান্ এভয়োর যোনী ॥ ১০ ॥ [৯]

অনু.— একাহযোগের দুই স্তোত্রিয় এই দুই (সামের) যোনি।

ব্যাখ্যা— একাহ জ্যোতিষ্টোমে মাধ্যপ্নিন সবনে মৈত্রাবরুণ ও অচ্ছাবাকের শব্দে যে দুটি স্তোত্রিয় তৃচ অথবা প্রগাথের উল্লেখ করা হয়েছে সেই দুটি তৃচই বা প্রগাথই অর্থাৎ ‘কমা-’ (সা. উ. ৬৮২-৪) এবং ‘তরোভি-’ (সা. উ. ৬৮৭, ৬৮৮) মন্ত্রগুলিই যথাক্রমে বামদেব্য এবং কালেয় সামের যোনি। ৫/১৬/১ সূ. দ্র.।

তা অন্তরেণ কদ্বতশ্ চৈতেষাম্ এব পৃষ্ঠানাম্ সামপ্রগাথান্ ॥ ১১ ॥ [১০]

অনু.— ঐ (যোনিগুলি) এবং কদ্বান্ প্রগাথগুলির মাঝে (তারা) এই পৃষ্ঠ (সাম-গুলিরই সামপ্রগাথ (পাঠ করবেন))।

ব্যাখ্যা— হোত্রকেরা স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ পাঠ করার পরে আগের তিনটি সূত্র অনুযায়ী বামদেব্য প্রভৃতি সামের যোনি পাঠ করেন। যোনিমন্ত্র পাঠের পর পৃষ্ঠস্তোত্রে যে সাম গাওয়া হয়েছে সেই শাকর, বৈরুপ অথবা রৈবত সামের (৫নং সূ. দ্র.) সামপ্রগাথ পাঠ করে তার পরে চতুর্বিংশে নির্দিষ্ট কদ্বান্ প্রগাথ করেন। কোন্ সামের কি প্রগাথ তা আগেই ৭/৩/১৬-২০ সূত্রেই বলা হয়েছে। প্রত্যেক হোত্রক একটি করে সামপ্রগাথ পাঠ করবেন। প্রসঙ্গত ৮/৪/১৯ সূ. দ্র.।

সত্রো মদাসো বো জাত এবাভুরেক ইতি সামসূক্তানি পুরস্তাত্ সূক্তানাম্ ॥ ১২ ॥ [১১]

অনু.— (হোত্রকেরা তাঁদের পাঠ্য) সূক্তগুলির আগে ‘সত্রো-’ (৬/৩৬), ‘বো-’ (২/১২), ‘অভু-’ (৬/৩১) এই সামসূক্তগুলি (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— মাধ্যপ্নিন সবনে হোত্রকদের শব্দে যে যে সূক্ত পাঠ করতে হয়, সেই সূক্তগুলির আগে প্রত্যেকে যথাক্রমে এই সূত্রে নির্দিষ্ট সামসূক্তগুলি থেকে একটি করে সামসূক্ত নিয়ে পাঠ করবেন। প্রসঙ্গত ‘সামসূক্তানি সপ্রগাথানি’ (আ. ৮/৪/১৯) সূ. দ্র.। “সামসূক্তানি সপ্রগাথানি ইত্যত্র সামসূক্তানাম্ সপ্রগাথানাম্ চ সর্বপৃষ্ঠেষু প্রাপ্তির্ উক্তা। ইহ এতেষাং মধ্যে সামসূক্তানাম্ স্বরূপং স্থানং চ উচ্যতে। অন্যেবাং স্থানম্ এব, স্বরূপস্য অন্যত্র উক্তত্বাৎ” (বৃষ্টি)।

উক্তং তৃতীয়সবনম্ উক্তমেন পৃষ্ঠায়া ॥ ১৩ ॥ [১১]

অনু.— তৃতীয়সবন পৃষ্ঠা (ষড়্‌হের) শেষ দিন দ্বারা বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— বিশ্বজিতে তৃতীয়সবনের অনুষ্ঠান হয় পৃষ্ঠাষড়্‌হের ষষ্ঠ দিনের তৃতীয় সবনের মতো।

একাহিকৌ তু প্রতিপদ-অনুচরৌ ॥ ১৪ ॥ [১১]

অনু.— (তৃতীয় সবনে) প্রতিপদ এবং অনুচর কিন্তু (মূল) একাহাণের (মতো)।

ব্যাখ্যা— ৫/১৮/৬ সূ. দ্র।

বৃহৎ চেদ্ অগ্নিষ্টোমসাম স্বময়ে যজ্ঞানাম্ ইতি স্তোত্রিয়ানুকূপৌ ॥ ১৫ ॥ [১১]

অনু.— যদি অগ্নিষ্টোমের সাম বৃহৎ হয় (তাহলে) স্তোত্রিয় এবং অনুকূপ (হবে) ‘স্বম-’ (৬/১৬/১-৬)।

ব্যাখ্যা— অগ্নিষ্টোম-স্তোত্র বৃহৎসামে গাওয়া হলে ‘স্বময়ে-’ ইত্যাদি প্রথম তিনটি মন্ত্র হবে আগ্নিমাক্ত শব্দের স্তোত্রিয় এবং ‘স্বামীষ্ঠে-’ ইত্যাদি পরবর্তী তিনটি মন্ত্র হবে অনুকূপ।

ইতি নবরাত্রঃ ॥ ১৬ ॥ [১১]

অনু.— এই (হল) নবরাত্র।

ব্যাখ্যা— ৮/৫/১ সূত্র থেকে ৮/৭/১৫ সূত্র পর্যন্ত যা বলা হল অর্থাৎ অভিজিৎ, তিন স্বরসাম, বিম্বান, বিপরীত ক্রমে আবর্তিত তিন স্বরসাম এবং বিশ্বজিৎ এই ন-দিনের অনুষ্ঠানকে একত্র ‘নবরাত্র’ বলা হয়। ২২-২৩ নং সূত্রে যে দশরাত্রের কথা বলা হচ্ছে তা কিন্তু এর অপেক্ষায় ভিন্ন।

সর্বৈহগ্নিষ্টোমাঃ ॥ ১৭ ॥ [১২]

অনু.— সবগুলি (যাগ) অগ্নিষ্টোম।

ব্যাখ্যা— নবরাত্রের প্রত্যেক দিনই অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠান করতে হয়। ‘সর্বৈ’ বলায় স্বরসামে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনেও ৭/৭/১৫ এবং ৮/৫/১০ সূত্র অনুযায়ী উক্ত্যের অনুষ্ঠান না হয়ে অগ্নিষ্টোমেরই অনুষ্ঠান হবে; আবৃত্ত বা বিপরীত স্বরসামেও তাই।

উক্ত্যান্ একে স্বরসামঃ ॥ ১৮ ॥ [১৩]

অনু.— অন্যেরা স্বরসামগুলিকে উক্ত্য (-বিশিষ্ট করেন)।

ব্যাখ্যা— কেউ কেউ স্বরসামের দিনগুলিতে উক্ত্যসংস্থার অনুষ্ঠান করেন।

দ্বিতীয়ম্ অভিপ্লবিকং গৌর্ আম্বর্ উক্ত্যাহ ॥ ১৯ ॥ [১৪]

অনু.— অভিপ্লব-সম্পর্কিত দ্বিতীয় (দিনটি হচ্ছে) গো (এবং) পরবর্তী (তৃতীয় দিনটি হচ্ছে) আম্ব।

ব্রাহ্মকৃণ্ডে পূর্বস্নাত্ ব্রাহ্মাত্ সবনশো যথাস্তরং গৌর্ আম্বর্ উক্ত্যাহ ॥ ২০ ॥ [১৫]

অনু.— (গো এবং আম্ব) তিন দিন দ্বারা গঠিত (হতে) হলে অভিপ্লবের প্রথম তিন দিন থেকে যথাক্রমে সবন নিয়ে নিয়ে গো (-স্তোম গঠিত হবে এবং) পরবর্তী (তিন দিন) থেকে (সবন নিয়ে নিয়ে গঠিত হবে) আম্ব (-স্তোম)।

ব্যাখ্যা— অভিশ্রবের তিন দিন দিয়ে যখন গোষ্টোম এবং আয়ুষ্টোম গঠন করা হয় তখন ‘গোষ্টোমে’ অভিশ্রবের প্রথম দিন থেকে প্রাতঃসবন, দ্বিতীয় দিন থেকে মাধ্যম্নিন সবন এবং তৃতীয় দিন থেকে তৃতীয়সবন নেওয়া হয়। এইভাবেই অভিশ্রবের চতুর্থ দিন থেকে প্রাতঃসবন, পঞ্চম দিন থেকে মাধ্যম্নিন সবন এবং ষষ্ঠ দিন থেকে তৃতীয় সবন নিয়ে ‘আয়ুষ্টোম’ দিবস গঠিত হয়। গোষ্টোমে প্রাতঃসবনে প্রথম স্তোত্রে পঞ্চদশ, পরের চারটিতে ত্রিভূত; মাধ্যম্নিন সবনে পাঁচটি স্তোত্রেই সপ্তদশ এবং তৃতীয় সবনে পাঁচটিতেই একবিংশ স্তোম। অপর পক্ষে আয়ুষ্টোমে প্রথম স্তোত্রে ত্রিভূত, পরের চারটিতে পঞ্চদশ; মাধ্যম্নিন সবনে পাঁচটিতেই সপ্তদশ এবং তৃতীয় সবনে পাঁচটিতেই একবিংশ স্তোম। জ্যোতিষ্টোমে কিন্তু প্রথমটিতে ত্রিভূত, পরের পাঁচটিতে পঞ্চদশ, তার পরের পাঁচটিতে সপ্তদশ এবং দ্বাদশ বা অষ্টম স্তোত্রে একবিংশ স্তোম।

ষড়হরুশ্চে যুয়েভ্যো গৌর্ অযুজ্জেন্ডা আয়ুঃ ॥ ২১ ॥ [১৬]

অনু.— ছ-দিন দ্বারা গঠিত (হতে) হলে যুগ্ম (দিন)গুলি থেকে (গো) (এবং) অযুগ্ম (দিন)গুলি থেকে আয়ু (স্তোম নেওয়া হয়)।

ব্যাখ্যা— ছ-দিন দিয়ে গঠিত করলে গোষ্টোমে অভিশ্রবষড়হর দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ দিন থেকে যথাক্রমে একটি করে সবন নিতে হয়। আয়ুষ্টোমে তা নেওয়া হবে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম দিন থেকে। এইভাবে ১৯-২১ সূত্রে বর্ণিত মোট তিন প্রকারের ‘গোষ্টোম’ এবং ‘আয়ুষ্টোম’ হতে পারে।

দশরাত্রে ॥ ২২ ॥ [১৭]

অনু.— দশরাত্রে (কি কি হয় তা এ-বার বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূত্র থেকে বর্ণিত দশটি দিনকে ‘দশরাত্র’ বলা হয়। ৮/৭/২৩ থেকে ৮/১৩/৩২ সূত্র পর্যন্ত এই দশরাত্রের বিবরণ চলবে।

পৃষ্ঠ্যঃ ষড়হঃ পূর্বত্র্যহঃ পুনশ্ ছন্দোমাঃ ॥ ২৩ ॥ [১৮]

অনু.— (দশরাত্রে থাকে) পৃষ্ঠ্যষড়হ (এবং) আবার (ঐ ষড়হেরই) প্রথম তিনদিন। (এই শেষ তিনটি দিনের নাম) ছন্দোম।

ব্যাখ্যা— দশরাত্রে প্রথম ছ-দিন সম্পূর্ণ পৃষ্ঠ্যষড়হের এবং পরের তিন দিন ঐ পৃষ্ঠ্যেরই প্রথম তিন দিনের অনুষ্ঠান হয়। সেই তিনটি দিনকে বলা হয় ‘ছন্দোম’। এই ৬ + ৩ = ৯ দিন বা নবরাত্র। দশরাত্রের দশম দিনের কথা ৮/১২ অংশে বলা হবে। ‘পুনঃ’ বলায় পৃষ্ঠ্যষড়হের ঐ তিন দিনেরই যথাক্রমে পুনরাবৃত্তি ঘটবে, ৮/৫/১০ সূত্রে নির্দিষ্ট স্বরসামের মতো কোন পরিবর্তন বা ক্রমবিপর্যাস (৮/৬/২৯ সূ. দ্র.) হবে না। ফলে সিদ্ধ হয় যে, স্বরসামের অনুষ্ঠান অভিশ্রবের মতো হলেও প্রকৃতিযোগের সামগ্রগাথগুলিই সেখানে পাঠ করতে হয়, অভিশ্রবের সামগ্রগাথ পাঠ করলে চলে না। ছন্দোমে কিন্তু আগাগোড়া সব-কিছু অনুষ্ঠান পৃষ্ঠ্যের মতোই হবে।

ন দ্বত্র স্থায়ি বৈরূপং তৃতীয়ে ॥ ২৪ ॥ [১৯]

অনু.— এখানে (ছন্দোমে) তৃতীয় (দিনে) বৈরূপ (সাম) কিন্তু স্থায়ী নয়।

ব্যাখ্যা— ছন্দোমের তৃতীয় দিনে পৃষ্ঠ্যস্তোত্রে বৈরূপ (৭/১০/১১ সূ. দ্র.) সাম গাওয়া না হতেও পারে। যদি গাওয়া হয়, তাহলে নিম্নেবলা শব্দে ঐ সামের যোনিকে স্তোত্রিয়রূপে পাঠ করবেন। যদি গাওয়া না হয়, তাহলে ঐ সামের যোনিশসেনও করতে হবে না। সূত্রে ‘অত্র’ পদটি না থাকলে অর্থ হত দশরাত্রের তৃতীয় দিনের কথা এখানে বলা হচ্ছে। ‘অত্র’ বলার দশরাত্রের নয়, এই ছন্দোমের তৃতীয় দিনকেই বুঝতে হবে এবং এই অর্থই বর্তমান স্থলে অভিপ্রেত।

প্রথমস্য ছন্দোমিকস্য দ্বিবৃক্তো মধ্যম্নিনঃ ॥ ২৫ ॥ [২০]

অনু.— ছন্দোম-সম্পর্কিত প্রথম দিনের মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য (শব্দ) দুই-সূক্ত-বিশিষ্ট (হবে)।

ব্যাখ্যা— ‘দ্বিবৃক্তো’ বলয় সংসরের ক্ষেত্রেও এই দু-টি সূক্ত পাঠ করতে হবে, একটিকে বাদ দিলে চলবে না। ৬/৬/১৭ অনুযায়ী বাদ যাবে অন্য সূক্ত। ‘ছন্দোমিকস্য’ না বললে অর্থ হত দশরাত্রের প্রথম দিনের এই দুই শব্দ দুই-সূক্ত-বিশিষ্ট হবে।

বৈষুবতে নিবিদধানে পূর্বে চ ॥ ২৬ ॥ [২১]

অনু.— বিষুবান্-সম্পর্কিত দু-টি নিবিদধান (সূক্ত) এবং (সেই দুটির) পূর্ববর্তী দু-টি (সূক্ত এই দিন এই দুই শব্দে পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— প্রথম ছন্দোম দিনে মরুত্বতীয় শব্দে বিষুবানের ‘ত্যাং-’ ও ‘কয়া-’ এবং নিষ্কেবল্যশব্দে বিষুবানের ‘অভি-’ ও ‘ইন্দ্রস্য-’ (৮/৬/৭, ১৪ সূ. প্র.) এই দু-টি করে সূক্ত পাঠ করতে হয়।

দ্বিতীয়স্য শংসা মহাম্ মহশিচ্ছ দ্বিমিশ্র পিবা সোমমভি তমস্য দ্যাভাপৃথিবী মর্হী

ইন্দ্রো নৃবদ্ ইতি মরুত্বতীয়ম্ ॥ ২৭ ॥ [২২]

অনু.— দ্বিতীয় (ছন্দোম দিনের) মরুত্বতীয় (শব্দ) ‘শংসা-’ (৩/৪৯), ‘মহ-’ (১/১৬৯), ‘পিবা-’ (৬/১৭), ‘তমস্য-’ (১০/১১৩), ‘মর্হী-’ (৬/১৯)।

অপূর্ব্যা পুরুতমানি তাং সু তে কীর্তিং ত্বং মর্হী ইন্দ্র যো হ দিবশ্চিদস্য ত্বং মর্হী ইন্দ্র

তুভ্যম্ ইতি নিষ্কেবল্যম্ ॥ ২৮ ॥ [২৩]

অনু.— নিষ্কেবল্য (শব্দ) ‘অপূর্ব্যা-’ (৬/৩২), ‘তাং-’ (১০/৫৪), ‘ত্বং-’ (১/৬৩), ‘দিব-’ (১/৫৫), ‘ত্বং-’ (৪/১৭)।

তৃতীয়স্যোদ্রঃ স্বাহা গায়ত্ সাম তিষ্ঠা হরী প্র মন্দিন ইমা উ হোতি মরুত্বতীয়ম্ ॥ ২৯ ॥ [২৩]

অনু.— তৃতীয় (ছন্দোম দিনের) মরুত্বতীয় (শব্দ) ‘ইন্দ্রঃ-’ (৩/৫০), ‘গায়ত্’ (১/১৭৩), ‘তিষ্ঠা-’ (৩/৩৫), ‘প্র-’ (১/১০১), ‘ইমা-’ (৬/২১)।

সং চ হে জগ্মুর্ ইতি সূক্তে আ সত্যো বাহ্বহং ভুবং তত্ ত ইন্দ্রিয়ম্ ইতি নিষ্কেবল্যম্ ॥ ৩০ ॥ [২৪]

অনু.— নিষ্কেবল্য (শব্দ) ‘সং-’ (৬/৩৪, ৩৫) ইত্যাদি দু-টি সূক্ত, ‘আ-’ (৪/১৬), ‘বাহ্ব-’ (১০/৪৮), ‘তত্-’ (১/১০৩)।

আ যাহি বনসোমা নু কং বহুরেক ইতি দ্বিপদাসূক্তানি পুরস্তাদ বৈশ্বদেবসূক্তানাম্ ॥ ৩১ ॥ [২৪]

অনু.— (বৈশ্বদেবশব্দে) বৈশ্বদেব-সূক্তগুলির আগে ‘আ-’ (১০/১৭২), ‘ইমা-’ (১০/১৫৭), ‘বহু-’ (৮/২৯) এই দ্বিপদাসূক্তগুলি (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ছন্দোমের তিন দিন বধাক্রমে একটি করে উক্ত সূক্ত বৈশ্বদেবশব্দে পাঠ করতে হয়। মন্ত্র এবং লক্ষণ দেবেই সূক্তগুলিকে দ্বিপদা বলে বোঝা গেলেও সূত্রে ‘দ্বিপদা’ বলয় বুঝতে হবে যে, ‘পবন-’ (৯/৬৭/১৬), ‘পরি-’ (৯/১০৯/১৬), ‘পরি-’ (৯/১০৯/১) ইত্যাদি যে দ্বিপদাগুলি সেসে চতুস্পদারূপে পাঠিত রয়েছে সেগুলিকে গ্রাবস্তোত্রে (৫/১২/১১ সূ. প্র.) চতুস্পদারূপেই পাঠ করতে হবে এবং যেগুলি দ্বিপদারূপেই পাঠিত রয়েছে সেগুলিকে দ্বিপদারূপেই অর্থাৎ অধ্যাসের মতো পাঠ করতে হবে (৪/১৫/১৪ সূ. প্র.)। ৮/১২/৩১ সূত্রের ব্যাখ্যা অনুযায়ী দ্বিপদাসূক্ত নিবিদধানীয় হয় না বলে এই সূক্তগুলির আগে

আগ্রহ হ'বে না, আগ্রহ হ'বে পরবর্তী কৈশ্বসেব সূক্তের ক্ষেত্রেই। মুদ্রিত গ্রন্থে যা-ই থাকুক, বারী শুক্লশিষ্য-পরম্পরায় বেদের ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছেন তাঁরা যে-আকারে মন্ত্রগুলি পাঠ করে থাকেন সেই অনুযায়ী মন্ত্র দ্বিপদা অথবা চতুঃপদা বলে স্বীকৃত হবে, লক্ষণ অনুযায়ী নয়।

ইতি নু সমুচ্চঃ ॥ ৩২ ॥ [২৫]

অনু.— এই হল সমুচ্চ (দশরাত্র)।

ব্যাখ্যা— দশরাত্র বস্তুত দ্বাদশাহেরই অন্তর্গত। দশরাত্রের ন-দিনের বিবরণের পরে এখানে সূত্রে 'সমুচ্চ' বলায় বুঝতে হবে এই নবরাত্র বা ন-দিন অর্থাৎ পৃষ্ঠ্যবড়হ এবং তিন ছন্দোম সমুচ্চ এবং ব্যুচ্চ ভেদে দু-রকমের। দশম দিনটি কিন্তু দু-টি ক্ষেত্রেই সমান। নবরাত্র দু-রকমের বলে দশরাত্রও সমুচ্চ ও ব্যুচ্চ এই দু-রকমের। সোমরস হাঁকার সময়ে কোন্ গ্রহণাত্রে আগে সোমরস নেওয়া হবে সেই অনুযায়ী সমুচ্চ এবং ব্যুচ্চ এই দুই ভেদ। সমুচ্চ এবং ব্যুচ্চ দুই রকমের দ্বাদশাহেই প্রথম, দশম ও দ্বাদশ দিনে প্রাতঃসবনে ঐন্দ্রবায়ব নামে গ্রহে আগে সোমরস ভরা হয়। সমুচ্চের অন্যান্য দিনগুলিতে পর্যায়ক্রমে ঐন্দ্রবায়ব, শুক্র এবং আগ্রয়ণ গ্রহে আগে সোম ভর্তি করা হয়। দশমের পরিবর্তে একাদশ দিনে আগ্রয়ণে সোম নেওয়া হয়। ব্যুচ্চ দ্বাদশাহে বারো দিনে যথাক্রমে ঐন্দ্রবায়ব, পুনশ্চ ঐন্দ্রবায়ব, শুক্র, আগ্রয়ণ, পুনশ্চ আগ্রয়ণ, ঐন্দ্রবায়ব, শুক্র, পুনশ্চ শুক্র, আগ্রয়ণ, ঐন্দ্রবায়ব, পুনশ্চ ঐ, পুনরপি ঐ (ঐন্দ্রবায়ব) গ্রহে আগে সোমরস নেওয়া হয়ে থাকে (আপ শ্রৌ. ২১/২৪/২-৫ দ্র.)। তিন গ্রহের এই অগ্রতাকে 'ত্রানীকা' বলা হয়।

অষ্টম কণ্ডিকা (৮/৮)

[ব্যুচ্চ দশরাত্রের প্রথম ছ-দিন]

ব্যুচ্চ তেহ পৃষ্ঠ্যসোক্তরে ত্র্যহে মধ্যাহ্নিনেষু গায়ত্রাস্ তৃচান্ উপসংশস্য তেষু নিবিদো দধ্যাত্ ॥ ১ ॥

অনু.— যদি ব্যুচ্চ (দশরাত্র হয় তাহলে) পৃষ্ঠ্যবড়হের শেষ তিন দিনে মধ্যাহ্নীয় এবং নিম্নেবল্য (শব্দে) গায়ত্রীছন্দের তৃচ পাঠ করে সেই (তৃচগুলিতে) নিবিদ স্থাপন করবেন।

ব্যাখ্যা— দশরাত্রের প্রথম ছ-দিন হয় পৃষ্ঠ্যবড়হ, তার পর তিন দিন ছন্দোম। ব্যুচ্চ দশরাত্র পৃষ্ঠ্যবড়হের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনে মধ্যাহ্নীয় এবং নিম্নেবল্য শব্দে ২ নং সূত্রে উল্লিখিত গায়ত্রী ছন্দের তৃচগুলি পাঠ করবেন এবং ঐ তৃচগুলিতেই ৫/১৪/২৪ সূত্র অনুসারে নিবিদ বসাবেন। বৃত্তিকারের মতে ছন্দ নির্দেশ করে 'গায়ত্রান্' বলায় বুঝতে হবে এখানে সবনের ছন্দ গায়ত্রী। গায়ত্রী ছন্দের এই তৃচে নিবিদ বসাতে ভুলে গেলে তাই সবনের ছন্দ অনুযায়ী অন্য কোন গায়ত্রী ছন্দের তৃচেই নিবিদ বসাতে হবে। সর্বত্রই এই নিয়ম যে, যে ছন্দের সূক্তে অথবা তৃচে নিবিদ বসাতে ভুল যাওয়া হয়েছে সেই ছন্দের অন্য কোন সূক্তে অথবা তৃচে নয়, সবনের যে ছন্দ সেই ছন্দেরই কোন সূক্তে অথবা তৃচে নিবিদ বসাতে হয়। 'শব্দা' অথবা 'সংশস্য' না বলে 'উপসংশস্য' বলায় বুঝতে হবে যে, এই তৃচগুলির সূক্তরূপে কোন ব্যতীত নেই— 'ইতরথা..... সূক্তান্যেব সূক্তহানেষু ইতি পরিভাষয়া স্বতন্ত্রং স্যাৎ ততশ্চ ইীনস্তোমেষু তৃচবর্জম্ অস্ত্যস্য উদ্ধারঃ স্যাৎ। ইযাতে চ তৃচসহিতস্য অস্ত্যস্যালোপঃ। সংসাবে চ তৃচসহিতাত্ সূক্তাদ্ এব পুরস্তাদ্ আবাণো, ন কেবলতৃচাদ্ এব" (বৃত্তি)। ৮/১২/২৪ সূত্রের বৃত্তিতে নারায়ণ বলেছেন— 'উপসংশস্য ইতি বচনম্.... একতাসিদ্ধার্থম্' অর্থাৎ উপসংশসন হল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মন্ত্রের মধ্যে ঐক্য বা অখণ্ডতা সম্পাদন করা। ১০/১০/৭ সূত্রের ব্যাখ্যায় বলেছেন— 'উপসংশস্য ইতি বচনং পূর্বোক্ত সূক্তেন একসূক্তত্বপ্রদর্শনার্থম্।' স্বতন্ত্র সূক্তরূপে গণ্য না হলেও যাতে সেগুলিতে সূক্তে যোজ্য নিবিদ বসতে পারে সেই উদ্দেশ্যে সূত্রে 'তেষু নিবিদো দধ্যাত্' বলা হয়েছে। স্বতন্ত্র সূক্তরূপে গণ্য হয় না বলেই ৭/১/৮, ২২ সূত্রের কার্য এগুলির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় না এবং সেই কারণে ৯/১/১৬ সূত্র অনুযায়ী স্তোমস্থানির ক্ষেত্রে কেবল এই তৃচগুলিই নয়, তৃচসমেত শেষ সূক্তই থেকে যাবে, পূর্ববর্তী সূক্তগুলি বাদ যাবে। আবাণও হবে আ. ৬/৬/১৪, ১৫ স্থলে তৃচের আগে নয়, তৃচসমেত সূক্তের আগে।

ইমং নু মার্নিং হুবে তামু বঃ সত্রাসাহং মরুত্বা ইন্দ্রে মীদ্রুত্মিনেঃ বাজরামস্যরং হ যেন
বা ইদমুপ নো হরিভিঃ সূতম্ ইতি ॥ ২॥

অনু.— (ঐ গায়ত্রী তৃচগুলি হল) ‘ইমং-’ (৮/৭৬/১-৩), ‘তামু-’ (৮/৯২/৭-৯); ‘মরুত্বা-’ (৮/৭৬/৭-৯),
‘তমি-’ (৮/৯৩/৭-৯); ‘অয়ং-’ (৮/৭৬/৪-৭), ‘উপ-’ (৮/৯৩/৩১-৩৩)।

ব্যাখ্যা— তিন দিন যথাক্রমে দু-টি করে তৃচ পাঠ করতে হয়। প্রত্যেক জোড়া তৃচের মধ্যে প্রথম তৃচটি মরুত্বীয় শব্দের এবং
দ্বিতীয় তৃচটি নিষেবল্য শব্দের নিবিধানীয় সূত্র হিসাবে পাঠ করতে হয়।

ত্রৈষ্টুভান্যোষাং তৃতীয়সবনানি ॥ ৩॥

অনু.— এই (তিন দিনের) তৃতীয়সবন (হচ্ছে) ত্রিষ্টুপ ছন্দের।

ব্যাখ্যা— সবনের ছন্দ ত্রিষ্টুপ বলার উদ্দেশ্য এই যে, নিবিধান সূত্রে নিবিদ্ বসাতে ভুলে গেলে পরে নিবিধান সূত্রের যে
ছন্দ সেই ছন্দেরই অন্য এক সূত্রে নিবিদ্ না বসিয়ে ত্রিষ্টুপছন্দের কোন সূত্রেই নিবিদ্ বসাতে হবে।

চতুর্থেহন্যা দেবো যাতু প্র দ্যাবেতি বাসিষ্ঠং প্র ঋভুভ্যঃ প্র শুক্রেদ্বিতি বৈশ্বদেবম্ ॥ ৪॥

অনু.— চতুর্থ দিনে বৈশ্বদেব (শব্দ) ‘আ দেবো-’ (৭/৪৫), বসিষ্ঠ ঋষির ‘প্র দ্যাবা-’ (৭/৫৩) এই (সূত্র), ‘প্র
ঋভু-’ (৪/৩৩), ‘প্র শুক্রে-’ (৭/৩৪)।

ব্যাখ্যা— ‘বাসিষ্ঠম্’ বলার দীর্ঘতম ঋষির ‘প্র-’ (১/১৫৯) সূত্রটি এখানে গ্রহণ করা চলবে না।

বৈশ্বানরস্য সূমতৌ ক ঈং ব্যস্তা অগ্নিং নর ইত্যগ্নিমারুতম্ ॥ ৫॥ [৪]

অনু.— আগ্নিমারুত (শব্দ) ‘বৈশ্বা-’ (১/৯৮), ‘ক-’ (৭/৫৬), ‘অগ্নিং-’ (৭/১)।

অষ্টাদশোত্তমে বিরাজঃ ॥ ৬॥ [৪]

অনু.— শেষ (সূত্রে) আঠারটি (মন্ত্র) বিরাজে।

ব্যাখ্যা— ‘অগ্নিং-’ সূত্রের প্রথম আঠারটি মন্ত্রের ছন্দ বিরাজে। ছন্দ বিরাজে হলেও ৮/৭/৩ সূত্রের মন্ত্রের মতো কিন্তু এই সূত্রে
ন্যূন হবে না।

দ্বিপদা একাদশ মারুত একবিংশতির্ বৈশ্বদেবসূত্রে ॥ ৭॥ [৫]

অনু.— মারুত (নিবিধান সূত্রে) এগারটি দ্বিপদা (এবং) বৈশ্বদেবসূত্রে একুশটি দ্বিপদা (মন্ত্র আছে)।

ব্যাখ্যা— আগ্নিমারুত শব্দের ‘ক-’ এই মারুত নিবিধান-সূত্রে (৫নং সূ. দ্র.) এগারটি এবং বৈশ্বদেব শব্দের ‘প্র শুক্রে-’ এই
বৈশ্বদেব নিবিধান-সূত্রে (৪নং সূ. দ্র.) একুশটি দ্বিপদা মন্ত্র আছে। দ্বিপদা কলা থাকলে কি করতে হয় তা আগেই বলা হয়েছে।
৮/৭/৩১ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.।

পঞ্চমস্যোদু বা দেবঃ সবিতা দমুনা ইতি ত্রিশো মহী দ্যাবাপৃথিবী ইহ জ্যোত্বে ইতি চতস্র

ঋতুর্বিদ্বা স্তবে জনম্ ইতি বৈশ্বদেবম্ ॥ ৮॥ [৬]

অনু.— পঞ্চম (দিনের) বৈশ্বদেব (শব্দ) ‘উদু-’ (৬/৭১/৪-৬) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র), ‘মহী-’ (৪/৫৬/১-৪)
ইত্যাদি চারটি (মন্ত্র), ‘ঋতু-’ (৪/৩৪), ‘স্তবে-’ (৬/৪৯)।

হবিষ্পাত্তং বপুর্নু তদগ্নিহোতা গৃহপতিঃ স রাজ্যেতি তিস্র ইত্যগ্নিমারুতম্ ॥ ৯ ॥ [৬]

অনু.— আগ্নিমারুত (শব্দ) ‘হবি-’ (১০/৮৮), ‘বপু-’ (৬/৬৬), ‘অগ্নি-’ (৬/১৫/১৩-১৫) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র)।

উক্তমা বৈশ্বদেবসূক্তে সাধ্যাসা। উক্তমা জাতবেদস্যে ॥ ১০ ॥ [৬]

অনু.— বৈশ্বদেবসূক্তে শেষ (মন্ত্র এবং) জাতবেদস্য (সূক্তে শেষ মন্ত্র) অধ্যাসসমেত (বর্তমান)।

ব্যাখ্যা— বৈশ্বদেবশব্দে ‘স্ববে-’ এই বৈশ্বদেব নিবিজ্ঞানসূক্তের এবং আগ্নিমারুত শব্দে ‘অগ্নি-’ এই জাতবেদস্য নিবিজ্ঞানসূক্তের শেষ মন্ত্রটি অধ্যাসসমেত পাঠ করতে হয়। মন্ত্রে অর্থসমাপ্তি ঘটান পরেও শেষে যদি কোন পূর্ববর্তী পাদের পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহলে সেই ধূরা পাদকে ‘অধ্যাস’ বলা হয়। “যদি অধ্যাস্যতে ইতি অধ্যাসঃ সমাপ্তার্থায়াম্ যতি যস্যাম্ উক্তার্থ ইব যঃ পূর্বপাদসদৃশঃ পাদো বিধীয়তে সঃ অধ্যাস ইতি বিদ্যাভূ” (না.)। সাধারণত ১/৮১ সূক্ত ছাড়া পংক্তিছন্দের সমস্ত সূক্তে এবং মহাপংক্তি, শকরী ও অতিশকরী ছন্দের মন্ত্রে অধ্যাস থাকে।

সর্বত্রাধ্যাসান্ উপসমস্য প্রণুরাত্ ॥ ১১ ॥ [৭]

অনু.— সর্বত্র অধ্যাসগুলিকে উপসমাস করে প্রণব উচ্চারণ করবেন।

ব্যাখ্যা— সর্বত্র মন্ত্রের শেষ পাদের শেষ অক্ষরের সঙ্গে অধ্যাসের প্রথম অক্ষরের সন্ধি করে অধ্যাসের শেষে প্রণব উচ্চারণ করবেন। “উপসমাসো নাম অকৃত্বা প্রণবং যথগন্ধরম্ এব সন্ধায় বচনম্” (বৃষ্টি)। ‘সর্বত্র’ বলায় অন্যত্রও উপসমাসের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য। অধ্যাসযুক্ত মন্ত্রগুলি চতুস্পাদ না হলেও (৫/১৪/১২ সূ. প্র.) অর্থমন্ত্রে অর্থমন্ত্রে ধামতে হবে না।

যষ্ঠস্যোদু হ্য দেব ইতি গার্ভসমদং কিমু শ্রেষ্ঠ উপ নো বাজা ইতি ত্রয়োদশার্ভবং চতুশ্চ চ বৈশ্বদেবসূক্তে
তৃচম্ অন্ত্যাম্ উদ্বধরেন্দ ইতি বৈশ্বদেবম্ ॥ ১২ ॥ [৮]

অনু.— যষ্ঠ (দিনের) বৈশ্বদেব (শব্দ) ‘উদু-’ (২/৩৮) এই গুতসংগ ঋষির (সূক্ত), ‘কিমু-’ (১/১৬১/১-১৩) ইত্যাদি তেরটি (মন্ত্র) এবং ‘উপ-’ (৪/৩৭/১-৪) ইত্যাদি চারটি (মন্ত্র) আর্ভব সূক্ত। বৈশ্বদেব (নিবিজ্ঞান) সূক্তে শেষ তৃচটি বাদ দেবেন।

ব্যাখ্যা— ‘উদু-’ সাবিত্র সূক্ত। ‘কিমু-’ ইত্যাদি সতেরটি (১৩ + ৪) মন্ত্র হচ্ছে আর্ভব সূক্ত। ৮/১/২২-২৭ সূত্র অনুযায়ী বৈশ্বদেবশব্দে ‘ইদমি-’, ‘বে-’ এবং ‘যতি-’ এই তিনটি বৈশ্বদেব নিবিজ্ঞান সূক্ত পাঠ করতে হয়। তার মধ্যে তৃতীয় সূক্তটি বস্তুত তৃচ। এখানে ঐ ‘অন্ত্যাদ্রের’ নামে তৃচটি বাদ দিতে হবে।

অহশ্চ কৃকং মধো বো নাম স প্রথমেত্যগ্নিমারুতম্ ॥ ১৩ ॥ [৯]

অনু.— আগ্নিমারুত (শব্দ হচ্ছে) ‘অহশ্চ-’ (৬/৯), ‘মধো-’ (৭/৫৭), ‘স-’ (১/৯৬)।

ইতি পৃষ্ঠাঃ ॥ ১৪ ॥ [৯]

অনু.— এই (হল ব্যুৎ) পৃষ্ঠা।

ব্যাখ্যা— ৮/৭/২২ সূত্র থেকে দশরাত্রের প্রসঙ্গ আরম্ভ হয়েছে এবং ৮/৮/১ সূত্র থেকে সেই দশরাত্রের ব্যুৎ নামে প্রসঙ্গভেদের বিবরণই আলোচনা করা হচ্ছে। এই সূত্রটি তাই এখানে না করলেও চলে। মূল আলোচনার বিবরণ ব্যুৎ দশরাত্র হলেও এই সূত্রটি করে সূত্রকর আমাদের বোঝাতে চাইছেন যে, পৃষ্ঠেরও সমুদ্র এবং শ্যামল্যমে দুই ভেদ রয়েছে। আগে সমুদ্র পৃষ্ঠের কথা বলা হয়েছে, আর এখানে যে পৃষ্ঠের কথা বলা হল তা হচ্ছে ব্যুৎ।

নবম কণ্ঠিকা (৮/৯)

[ব্যাচ দশরাত্রে প্রথম ছন্দোম দিন]

অর্থ ছন্দোমাঃ ॥ ১ ॥

অনু.—এ-বার (ব্যাচের) ছন্দোম (নামে দিনগুলি বলা হচ্ছে)।

সমুদ্রাদূর্মির ইত্যাজ্যম্ ॥ ২ ॥

অনু.—(প্রথম ছন্দোম দিনের) আজ্য (শব্দ) ‘সমুদ্রা-’ (৪/৫৮)।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ২৩/১ অংশেও এই সূক্তই বিহিত হয়েছে। প্রথম ছন্দোম দিনের অন্যান্য মন্ত্রের বিবরে দেখানে ২৩/১, ২ অংশে আলোচনা করা হয়েছে। শা. অনুযায়ী ৭/৪ সূক্ত পাঠ্য— ১০/৯/২ সূ. ব্র.।

আ বায়ো ভুব শুচিপা উপ নঃ প্র বাতিবাসি দাধ্বাংসমচ্ছা নো নিযুক্তিঃ শতিনীতিরব্বরং প্র সোতা জীরো
 অক্ষরেব্বহ্বাদ্ যে বায়ব ইন্দ্রমাদনাসো যা বাং শতং নিযুক্তো বাঃ সহস্রম্ ইত্যেকপাতিন্যঃ প্র যদ্ বাং
 মিত্রাবরুণা স্পূৰ্খমা গোমতা নাসত্যা রথেনা নো দেব শবসা যাহি শুক্লিন্ প্র বো যজ্ঞেবু
 দেবরক্তো অর্চন্ প্র কোদসা ধারসা সস্র এবোতি প্রউগম্ ॥ ৩ ॥ [২]

অনু.—প্রউগ (শব্দ) ‘আ-’ (৭/৯২/১), ‘প্র-’ (৭/৯২/৩), ‘আ নো-’ (৭/৯২/৫), ‘প্র সোতা-’ (৭/৯২/২),
 ‘যে-’ (৭/৯২/৪), ‘যা-’ (৭/৯১/৬) - এই এক-প্রতীক-বিশিষ্ট (মন্ত্রগুলি); ‘প্র যদ্-’ (৬/৬৭/৯-১১); ‘আ গো-’
 (৭/৭২/১-৩) ‘আ নো-’ (৭/৩০/১-৩); ‘প্র বো-’ (৭/৪৩/১-৩); ‘প্র কোদ-’ (৭/৯৫/১-৩)।

ব্যাখ্যা—সাতটি তৃচের মধ্যে প্রথম দুটি তৃচের ক্ষেত্রে উক্ত হ-টি মন্ত্রাংশ একটি করে মন্ত্রের প্রতীক। ঐ. ব্রা. ২৩/১ অংশে
 এই সূত্রের সব-কটি তৃচই পাওয়া যায়। শা. মতে প্রথম তিনটি তৃচ হল ৭/৯০/১-৩, ৫-৭; ৭/৬১/১-৩— ১০/৯/৪ সূ. ব্র.।

মাধ্যমিনে সূক্তে বিপরিহৃত্যেতরোর্ন নিবিদো দধ্যাত্ ॥ ৪ ॥ [৩]

অনু.—মাধ্যমিন-সম্পর্কিত সূক্ত দু-টিকে ক্রমপরিবর্তন করে (পাঠ করে) অন্য দু-টি সূক্তে নিবিদ্ বসাবেন।

ব্যাখ্যা—৮/৭/২৫-২৬ নং সূত্রে মাধ্যমিন অর্থাৎ মন্ত্রস্থতীর এবং নিষেবল্যশব্দের যে দু-টি দু-টি সূক্তের উল্লেখ করা হয়েছে
 এখানে শব্দে সেই দুই সূক্তের ক্রম পরিবর্তন করে দ্বিতীয় সূক্তটিকে আগে এবং প্রথম সূক্তটিকে পরে পাঠ করবেন এবং মূল প্রথম
 সূক্তটিকে (বা এখন দ্বিতীয় সূক্তে পরিণত) নিবিদ্ বসাবেন। ৭/১১/২৯ সূত্র অনুযায়ীই শেষ বা দ্বিতীয় সূক্তে নিবিদ্ বসান কথা,
 তবুও সূত্রে তা আবার বলার কুশলে হবে দশরাত্রের সংসর্গের ক্ষেত্রে ৬/৬/১৭ সূত্র অনুযায়ী সূক্ত বাদ দেওয়া হবে না। নিবিদ্
 বসাতে ভুলে গেলে জগতী ছন্দেই অন্য কোন মন্ত্রে নিবিদ্ বসাতে হবে। শা. মতে মন্ত্রস্থতীর শব্দে জোহির, অনুস্রাব এবং
 ব্রাহ্মপত্য প্রণাথ পৃষ্ঠোর প্রথম দিনের মতোই। এছাড়া ১/১৬৫ এবং ৫২ সূক্ত পাঠ্য। নিষেবল্য শব্দে পাঠ্য সূক্ত হল ৬/১৮
 এবং ১/৫১— শা. ১০/৯/৫-১৩ ব্র.।

এবন্ উত্তরোশ্ চতুর্থপঞ্চমে ॥ ৫ ॥ [৪]

অনু.—এইরকম পরবর্তী দুই (ছন্দোম দিনে ঐ দুই শব্দে) চতুর্থ এবং পঞ্চম সূক্তকে (বিপরীত ক্রমে পাঠ করে মূল
 চতুর্থ সূক্তে নিবিদ্ বসাবেন)।

ব্যাখ্যা—৮/৭/২৭-৩০ সূ. ব্র.।

অভি দ্বা দেব সবিতঃ প্রোতাং যজ্ঞস্য শত্ৰুবায়াং দেবায়া জন্মন ইতি তৃচা ঐতিরয়ে

দুব ইতি বৈশ্বদেবম্ ॥ ৬ ॥ [৫]

অনু.— (প্রথম ছন্দোম দিনে) বৈশ্বদেব (শত্রু) ‘অভি-’ (১/২৪/৩-৫), ‘প্রোতাং-’ (২/৪১/১৯-২১), ‘অয়ং-’ (১/২০/১-৩) এই তৃচগুলি, ‘ঐতি-’ (১/১৪)।

ব্যাখ্যা— তৃচগুলি এখানে সূক্তরূপেই গণ্য হবে। ঐ. ব্রা. ২৩/২ অংশেও এই মন্ত্রগুলির উল্লেখ আছে। শা. মতে স্তোত্রিয় ও অনুরূপ পুষ্ঠ্যের প্রথম দিনের মতোই। এ-ছাড়া ৩/৬২/১০-১২ হচ্ছে সাবিত্র সূক্ত, ২/৪১/১৯-২১ দ্যা. পৃ. সূক্ত। ১/৯০/১-৫, ১০/১৭২ এবং ১/৩/৭-৯ বৈশ্বদেবসূক্ত— ১০/৯/১৫, ১৬ সৃ. ব্র।

নিত্যানি দ্বিপদাসূক্তানি ॥ ৭ ॥ [৬]

অনু.— দ্বিপদাসূক্তগুলি অপরিবর্তিত (থাকবে)।

ব্যাখ্যা— ৮/৭/৩১ নং সূত্রে সমুদ্রে বৈশ্বদেবশত্রে যে দ্বিপদাসূক্তগুলির কথা বলা হয়েছে তা এখানে ব্যুৎপে পাঠ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ২৩/২ অংশেও ‘আ যাহি-’ ইত্যাদি দ্বিপদা ঋক পাঠ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বৈশ্বানরো অজীজনদ্ ইত্যেকা স বিশ্বং প্রতি চাক্রুপদ্ ঋতুনুত্সজতে বশী। যজ্ঞস্য বয় উত্‌তিরন্। বৃষাপাবক
দীদিহ্যমৈ বৈশ্বানর দ্যুমত্। জমদগ্নিভিরাজতঃ। প্র যদ্ বজ্রিষ্টুভং দূতং ব ইত্য্যিমারুতম্ ॥ ৮ ॥ [৭]

অনু.— আয়িমারুত (শত্রু) ‘বৈশ্বা-’ (আ. ২/১৫/২) এই একটি (মন্ত্র), ‘স-’ (সৃ.), ‘বৃষা-’ (সৃ.), ‘প্র-’ (৮/৭), ‘দূতং-’ (৮/৮)।

ব্যাখ্যা— প্রথম তিনটি মন্ত্র বৈশ্বানরীয় সূক্ত। শা. মতে ১০/৯/১৭ সূত্রোক্ত তিন মন্ত্র বৈশ্বানর সূক্ত, ৮/৭/১-৯ অথবা ১-১৫, মারুতসূক্ত এবং ৫/১৩ জাতবেদস্য সূক্ত- শা. ১০/৯/১৭ ব্র। ঐ. ব্রা. ২৩/২ অংশে ‘স-’ এবং ‘বৃষা-’ এই দুটি মন্ত্রের কোন উল্লেখ নেই।

দশম কণ্ডিকা (৮/১০)

[ব্যুৎপের দ্বিতীয় ছন্দোম দিন]

দ্বিতীয়স্যাগ্নিং বো দেবম্ ইত্যাজ্যম্ ॥ ১ ॥

অনু.— দ্বিতীয় (ছন্দোম দিনের) আজ্য (শত্রু) ‘অগ্নিং-’ (৭/৩)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২৩/৩ অংশেও এই সূক্তই বিহিত হয়েছে। এই দিনের অন্যান্য পাঠ্য মন্ত্র সেখানে উদ্ধৃত হয়েছে ২৩/৩, ৪ অংশে।

কুবিদজ নমসা যে বৃধাসঃ পীবো অর্জা ররিবৃধঃ সুমেধা উচ্ছ্রুবসঃ সুদিনা অরিগ্রা ইত্যেকপাতিয়া উশভা দূতা ন
দভায় গোপা যাবত্ তরন্তষো যাবদোজ ইত্যেকা যে চ প্রতি বাৎ সূর উদিতৈ সূতৈর্ধেনুঃ প্রস্রস্য কাম্যং দুহানা
ব্রহ্মা ণ ইম্রোশ যাহি বিহানুর্ধো অগ্নিঃ সুমতিং যবো অশ্বেদুত স্যা নঃ সরস্বতী জুযাশেতি প্রঊগম্ ॥ ২ ॥ [১]

অনু.— প্রঊগ (শত্রু) ‘কুবি-’ (৭/৯১/১), ‘পীবো-’ (৭/৯১/৩), ‘উচ্ছ্রুব-’ (৭/৯০/৪) এই একমন্ত্রের প্রতীকজাত (তৃচ); ‘উশ-’ (৭/৯১/২) এই একটি এবং ‘যাবত্-’ (৭/৯১/৪, ৫) ইত্যাদি দু-টি (মন্ত্র); ‘প্রতি-’ (৭/৬৫/১-৩), ‘ধেনুঃ-’ (৩/৫৮/১-৩), ‘ব্রহ্মা-’ (৭/২৮/১-৩) ‘উর্ধো-’ (৭/৩৯/১-৩), ‘উত-’ (৭/৯৫/৪-৬)।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ২৩/৩ অংশেরও এই একই বিধান।

হিরণ্যপানিমৃতম ইতি চতস্রো মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ নো যুবানা পিতরা পুনর ইতি তৃটৌ
সেবানামিদব ইতি বৈশ্বদেবম্ ॥ ৩১ ॥ [২]

অনু.—বৈশ্বদেব (শত্রু) ‘হিরণ্য-’ (১/২২/৫-৮) ইত্যাদি চারটি (মন্ত্র), ‘মহী-’ (১/২২/১৩-১৫), ‘যুবা-’ (১/২০/৪-৬) এই দু-টি তৃচ, ‘সেবা-’ (৮/৮৩)।

ব্যাখ্যা—স. যে, এখানে চারটি মন্ত্র এবং দুটি তৃচ সূক্তরূপেই গণ্য হয়। ঐ. ব্রা. ২৩/৪ অংশে ‘মহী-’ ছাড়া অন্য গ্রন্থিকগুলির উল্লেখ আছে।

ঋতাবানং বৈশ্বানরমৃতস্য জ্যোতিষস্পতিম্। অজ্ঞস্যঃ স্বমীমহে॥ দিবি পৃষ্টো অরোচত্যাগ্নির্বৈশ্বানরো মহান্।

জ্যোতিষা বাধতে তমঃ॥ অগ্নিঃ প্রয়েষু ধামসু কামো ভূতস্য ভব্যস্য। সম্রাষ্টেকো বিরাজতি॥

জীষ্ণং বঃ শর্ধোহগ্নে মৃষ্টেত্যাগ্নিমারুতম্ ॥ ৪১ ॥ [৩]

অনু.—আগ্নিমারুত (শত্রু) ‘ঋতা-’ (সু.), ‘দিবি-’ (সু.), ‘অগ্নিঃ-’ (সু.), ‘জীষ্ণং-’ (১/৩৭), ‘অগ্নে-’ (৪/৯)।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ২৩/৪ অংশে ‘অগ্নিঃ-’ মন্ত্রটি ছাড়া অন্যগুলির উল্লেখ আছে।

একাদশ কণ্ডিকা (৮/১১)

[বুঢ়ের তৃতীয় ছন্দোম দিন]

তৃতীয়স্যাগ্নম মহেত্যাগ্নম্ ॥ ১১ ॥

অনু.—তৃতীয় (ছন্দোম দিনের) আজ্য (শত্রু) ‘অগ্নম্-’ (৭/১২)।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ২৪/১ এবং শা. ১০/১১/৩ অংশের বিধানও তা-ই।

প্র বীরয়া শুচয়ো দগ্নিরে তে সত্যেন মনসা দীধ্যানা দিবি অমস্তা রজসঃ পৃথিব্যামা বিশ্ববারাষ্মিনা গতং নোহয়ং
সোম ইন্দ্র ভূভ্যং সুব আ ভু প্রত্নক্ষাপো অঙ্গিরসো নক্ষত্র সরস্বতীং দেবয়ন্তো হবস্ত আ নো দিবো বৃহতঃ
পর্বতাদা সরস্বত্যন্তি নো নেবি বস্য ইতি প্রউগম্ ॥ ২১ ॥ [১]

অনু.—প্রউগ (শত্রু) ‘প্র-’ (৭/৯০/১-৩); ‘তে-’ (৭/৯০/৫-৭); ‘দিবি-’ (৭/৬৪/১-৩); ‘আ বিশ্ব-’ (৭/৭০/১-৩); ‘অয়ং-’ (৭/২৯/১-৩); ‘প্র-’ (৭/৪২/১-৩); ‘সর-’ (১০/১৭/৭), ‘আ নো-’ (৫/৪৩/১১), ‘সর-’ (৬/৬১/১৪)।

ব্যাখ্যা—‘দগ্নিরে’ স্থানে প্রয়োগ অনুযায়ী পাঠ ‘দগ্নিরেতে’। ঐ. ব্রা. ২৪/১ অংশেও এই মন্ত্রগুলিই বিহিত হয়েছে।

একপাভিন্য উত্তমঃ ॥ ৩১ ॥ [২]

অনু.—শেব (ভূচাটি) একমন্ত্রের গ্রন্থিকগুলি (নিয়ে গঠিত)।

ব্যাখ্যা—প্রউগশব্দেব শেব ভূচাটি গঠিত হয় ‘সর-’, ‘আ নো-’ এবং ‘সর-’ এই তিনটি মন্ত্র নিয়ে।

দোষো আ গাভ্ প্র বাৎ মহি দ্যবী অতীতি তুচাব্ ইহ্ন ইবে দদাতু নস্তে নো রত্নানি খন্তনেত্যেকা যে চ বে
ত্রিশতীতি বৈশ্বসেবম্ ॥ ৪ ॥ [৩]

অনু.— বৈশ্বসেব (শব্দ) ‘দোষো-’ (আ. ৮/১/২২) (এবং) ‘প্র-’ (৪/৫৬/৫-৭) এই দু-টি তুচ, ‘ইহ্ন-’ (৮/৯৩/৩৪) এই একটি এবং ‘তে-’ (১/২০/৭, ৮) ইত্যাদি দু-টি (মন্ত্র), ‘যে-’ (৮/২৮)।

ব্যাখ্যা— প্রথম তুচটি সাবিত্র নিবিকান, দ্বিতীয়টি দ্যাবাপৃথিবীর নিবিকান, তৃতীয়টি আর্ভবনিবিকান এবং ‘যে-’ সূক্তটি বৈশ্বসেব নিবিকান সূক্ত। ঐ. ব্রা. ২৪/২ অংশেও এই মন্ত্রগুলির উল্লেখ রয়েছে।

বৈশ্বানরো ন উত্তর আ প্রবাতু পরাবতঃ। অগ্নিঃ সুস্তুতীরুপ।। বৈশ্বানরো ন আগমসিৎ মধ্যং সজুরুপ।
অগ্নিরুক্ষেণ বাহসা।। বৈশ্বানরো অসিরোভ্যঃ স্তোম উক্খং চ চাকনহ্। ঐবু দ্যুগ্নং স্বর্ষমহ্।। মরুতো
যস্য হি প্রায়সে বাচম্ ইত্যগ্নিমারুতম্ ॥ ৫ ॥ [৪]

অনু.— অগ্নিমারুত (শব্দ) ‘বৈশ্বা-’ (সু.), ‘বৈশ্বা-’ (সু.), ‘বৈশ্বা-’ (সু.), ‘মরুতো-’ (১/৮৬), ‘প্রা-’ (১০/১৮৭)।

ব্যাখ্যা— প্রথম তিনটি মন্ত্র বৈশ্বানরীয় নিবিকান। যদিও বৃত্তিকার এই তিনটি মন্ত্রকে বৈশ্বানরীয় সূক্তরূপে গণ্য করেছেন, ঐ. ব্রা. ২৪/২ অংশে কিন্তু তা প্রতিপদরূপেই নির্দিষ্ট হয়েছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থের এই অংশে শেষ দুটি শ্রীতীকেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

দ্বাদশ কণ্ডিকা (৮/১২)

[দশরাত্রের দশম দিন— অবিবাক্য]

দশমেহনি ॥ ১ ॥

অনু.— (দশরাত্র) দশম দিনে (কি কি করতে হয় তা এ-বার বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— সমুদ্র এবং ব্যুৎ দুই প্রকারের দশরাত্রের দশম দিনের অনুষ্ঠান অভিন্ন। সেই দশম দিনের অনুষ্ঠানরীতির কথা এ-বার বলা হচ্ছে।

অনুষ্টুভাং স্থানেহগ্নিঃ নরো দীধিতিত্তিঃ অরণ্যোঃ ইতি তুচম্ আগ্নেয়ে ক্রতৌ ॥ ২ ॥

অনু.— (প্রাতরনুবাকে) আগ্নেয় ক্রতুতে অনুষ্টুপ্ (মন্ত্রগুলির) স্থানে ‘অগ্নিঃ-’ (৭/১/১-৩) এই তুচটি (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অগ্নিসেবতার উদ্দেশ্যে বিহিত অনুষ্টুপ্ ছন্দে সমস্ত মন্ত্রের স্থানে এই একটি মাত্র তুচ পাঠ করবেন।

উবা অপ স্বসুত্তম ইতি পক্ষেঃ দ্বিপদাং ত্রিঃ উবস্যে ॥ ৩ ॥

অনু.— উবস্য ক্রতুতে (সমস্ত অনুষ্টুপের স্থানে মাত্র) ‘উবা-’ (১০/১৭২/৪) এই দ্বিপদা (মন্ত্রকে) পাদে পাদে (থেকে) তিনবার (পাঠ করবেন)।

আ শুভ্রা যাতমশ্বিনা স্বধেতি তুচম্ আশ্বিনে ক্রতৌ ॥ ৪ ॥

অনু.— আশ্বিন ক্রতুতে (সমস্ত অনুষ্টুপের স্থানে মাত্র) ‘আ-’ (৭/৬৮/১-৩) এই তুচটি (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ‘ক্রতৌ’ বলার আশ্বিনশব্দে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। বৃত্তিকারের মতে এ থেকে আরও বোঝা যাচ্ছে যে, এই দশম দিনের কোথাও একাক্ষররূপেও প্রয়োগ হয় এবং সেই দিন অতিরাত্রের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

স্তোকসূক্তস্য বিতীরকৃতীরয়োঃ স্থানেঃয়ে দ্বতস্য ধীতিভিন্ন উভে সুশ্চৈ সর্পিৰ ইত্যেতে ॥ ৫ ॥

অনু.— স্তোকসূক্তের বিতীর এবং তৃতীয় (মন্ত্ৰের) স্থানে ‘অয়ে-’ (৮/১০২/১৬), ‘উভে-’ (৫/৬/৯) এই দু-টি (মন্ত্ৰ পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রসঙ্গত ৩/৪/১ সূ. ম.। ২নং সূত্রে ‘স্থানে’ বলা সত্ত্বেও এই সূত্রে আবার তা বলে সূত্রকার বোঝাতে চাইছেন যে, শুধু সূত্রে বার স্থানে যা বিহিত হয়েছে তার স্থানেই তা হবে, অন্যগুলি অপরিবর্তিতই থাকবে। ফলে এই দশম দিনে সর্বত্রই যে অনুষ্টুপ্ সেখানে নিজবুদ্ধিতে তা বাদ দিয়ে তার স্থানে অন্য কোন নূতন মন্ত্ৰ নিয়ে এসে পাঠ করতে হবে তা কিন্তু নয়। কোন অনুষ্টুপের স্থানে অন্য মন্ত্ৰ বিহিত হয়ে না থাকলে সেখানে ঐ পূর্বনির্দিষ্ট অনুষ্টুপই পাঠ করতে হবে।

ইদমাগঃ প্র বহুতেত্যেতস্যঃ স্থান আপো অশ্বান্ মাতরঃ শুক্লরত্নিতি ॥ ৬ ॥

অনু.— ‘ইদ-’ এই (মন্ত্ৰের) স্থানে ‘আপো-’ (১০/১৭/১০) এই (মন্ত্ৰ পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বপাহোমের পরে মার্জনের সময়ে এখানে ‘ইদ-’ (৩/৫/৩ সূ. ম.) মন্ত্ৰ পাঠ না করে ‘আপো-’ মন্ত্ৰ পাঠ করবেন।

অচ্ছা বো অগ্নিমবসে প্রত্যশ্মা ইতি তৃচরোঃ স্থানেঃচ্ছা নঃ শীরশোচিৎ প্রতি শ্ৰুতান
বো ধুবদ্ ইতি তৃচাব্ অচ্ছাবাকঃ ॥ ৭ ॥ [৬]

অনু.— অচ্ছাবাক ‘অচ্ছা-’ এবং ‘প্রত্য-’ এই দুটি তৃচের স্থানে ‘অচ্ছা-’ (৮/৭১/১০-১২), ‘প্রতি-’ (৮/৩২/৪-৬) এই দুটি তৃচ (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— পুরোডাশখণ্ডকে তুলে ধরার সময়ে ‘অচ্ছা-’ (৫/৭/২ সূ. ম.) এবং চমস-আগ্ন্যারনের সময়ে ‘প্রত্য-’ (৫/৭/৭ সূ. ম.) তৃচের স্থানে বধাক্রমে এই সূত্রে উদ্ধৃত দু-টি তৃচ পাঠ করবেন। সম্ভবত, ‘প্রত্য-’ সূক্তের প্রথম তৃচের পরিবর্তে ‘প্রতি-’ এই তৃচটি পাঠ করতে হয়। অবশিষ্টান্ত্রে হোতার পাঠ্য (৪/১৩/৮; ৬/৫/৮ সূ. ম.) ‘অচ্ছা-’ মন্ত্ৰটি (৫/২৫/১-৩) বাতে বাদ না বার সেই কারণে সূত্রে ‘অচ্ছাবাকঃ’ পদটি উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকেও ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, দশরাত্রের এই দশম দিনটি বিজিহ্ন একাধরূপেও প্রযুক্ত হয়ে থাকে এবং সেই দিন অতিরাত্রের অনুষ্ঠান হয়।

পরি দ্বায়ে পুরং বরন্ ইত্যেতস্যঃ স্থানেঃয়ে হবনি ন্যত্রিশন্ ইতি ॥ ৮ ॥ [৭]

অনু.— ‘পরি-’ এই (মন্ত্ৰের) স্থানে ‘অয়ে-’ (১০/১১৮/১) এই (মন্ত্ৰটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা — প্রসঙ্গত ৫/১৩/৯ সূ. ম.।

উত্ভিত্তাবশপশ্যতেত্যেতস্যঃ স্থান উত্ভিত্তমোজসা সহেতি ॥ ৯ ॥ [৭]

অনু.— ‘উত্ভিত্তি-’ এই (মন্ত্ৰের) স্থানে ‘উত্ভিত্তিন্-’ (৮/৭৬/১০) এই (মন্ত্ৰ পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রসঙ্গত ৫/১৩/৮ সূ. ম.।

উরু বিকো বিক্রমবেতি দ্বতবাজ্যস্থানে ভবা মিত্রো ন শেযো দ্বতাসুভিন্ ইতি ॥ ১০ ॥ [৭]

অনু.— ‘উরু-’ এই দ্বতবাজ্যার (মন্ত্ৰের) স্থানে ‘ভবা-’ (১/১৫৬/১) এই (মন্ত্ৰ পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বিতীর দ্বতবাজ্যার পরিবর্তী মন্ত্ৰ বিশ্বাস করার ক্ষমতা হবে এখানে কিন্তু বিকল নয়, সৌম্য চরম্বাপের আগে ও পরে একটি করে মোট দু-টি দ্বতবাজ্যারই অনুষ্ঠান করতে হবে। প্রসঙ্গত ৫/১১/৩ সূ. ম.।

অহর্যাহশ্চ চাহর্যগ্নেষু যত্রৈতদ্ অহঃ স্যাত্ ॥ ১১ ॥ [৮]

অনু.— এবং অহর্গণের মধ্যে যে (অহর্গণে) এই (দশম) দিনটি (অনুষ্ঠানের মধ্যে) থাকে (সেখানে) প্রতিদিন (ঐ মন্ত্রটি পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— সত্র অথবা অহীন যে অহর্গণেই অবিবাক্য নামে এই দশম দিনটির অনুষ্ঠান হয় সেখানেই অহর্গণের প্রত্যেক দিন একবার নয়, সৌম্য চরুযাগের আগে এবং পরে দু-বারই যুতযাজ্যার অনুষ্ঠান করতে হয় (৫/১৯/২ সূ. দ্র.) এবং দ্বিতীয়বারে ‘উরু-’ মন্ত্রের স্থানে ‘ভবা-’ মন্ত্রই পাঠ করতে হয়।

সিনীবালা অভ্যাস্যেদ ইত্যেক ॥ ১২ ॥ [৯]

অনু.— অন্যেরা (বলেন দেবিকায়াগে) সিনীবালীর (মন্ত্রকে) পুনরাবৃত্তি করবেন।

ব্যাখ্যা— আনুষ্ঠান্য পণ্ড্যাগের পরে যে দেবিকায়াগ হয় সেই যাগে সিনীবালী অন্যতম দেবতা (৬/১৪/১৫ সূ. দ্র.)। ঐ দেবতার অনুবাক্যমন্ত্রে শেষ চার অক্ষরকে (১/১০/৭ সূ. দ্র.) এবং যাজ্যামন্ত্রের শেষ আট অক্ষরকে কেউ কেউ দু-বার পাঠ করেন। এর ফলে অনুষ্টুপ্ ছন্দের মন্ত্রদুটি অন্য ছন্দে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

নাশ্মিন্ অহনি কেনচিচ্ কস্যাচিদ্ বিবাচ্যম্ অবিবাক্যম্ ইত্যেতদ্ আচক্ষতে ॥ ১৩ ॥ [১০]

অনু.— এই দিন কেউ কাউকে (কিছু) বলে দেবেন না। এই (দিনকে যাজ্ঞিকেরা) অবিবাক্য বলেন।

ব্যাখ্যা— দশারাত্রের দশম দিনের নাম ‘অবিবাক্য’ (ন-বি-বচ্ + গ্যচ্) বলে এই দিন কোন ঋত্বিক্ অপর কোন ঋত্বিকের কোন মন্ত্র, কর্ম বা ক্রটি ধরিয়ে দেবেন না।

সংশয়ে বহির্বেদি স্বাধ্যায়প্রয়োগঃ ॥ ১৪ ॥ [১১]

অনু.— সন্দেহস্থলে বেদির বাইরে বেদপাঠ (করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— যদি কোন মন্ত্র অথবা করণীয় কর্ম সম্পর্কে কারও কোন অজ্ঞতা, সন্দেহ অথবা ক্রটি উপস্থিত হয় তাহলে কোন একজন ঋত্বিক্ বেদির বাইরে বসে প্রয়োজনীয় অংশটি ধরিয়ে দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্র, ব্রাহ্মণ অথবা প্রয়োগশাস্ত্র থেকে সেই অংশ পড়ে শোনাবেন।

অস্ত্রবেদীত্যেক ॥ ১৫ ॥ [১২]

অনু.— অন্যেরা (বলেন) বেদির মধ্যে (থেকে বেদের সংশ্লিষ্ট অংশ পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বাইরে থেকে বললে বুঝতে অসুবিধা হতে পারে বলে ভিন্ন মতে বেদির মধ্যে থেকেই সংশ্লিষ্ট অংশ পড়ে শোনাবেন।

ন ব্যঞ্জনেনোপহিতেন বার্থঃ ॥ ১৬ ॥ [১৩]

অনু.— (সন্দেহ দূর) না (হলে কোন) চিহ্ন অথবা চতুরতা দ্বারা বিষয়টি (বলে দেবেন)।

ব্যাখ্যা— মন্ত্র অথবা ব্রাহ্মণ থেকে প্রয়োজনীয় অংশ পাঠ করে শোনার পরেও ঋত্বিক্ যদি তাঁর প্রয়োজনীয় মন্ত্র অথবা কর্তব্য কর্ম স্মরণ করতে না পারেন তাহলে ‘এটা এইরকম’ বলে সূচনা দিয়ে অথবা ‘আমি একে অবশ্য বলে দিচ্ছি না, তবে এই সময়ে অভিজ্ঞ ঋত্বিকেরা এই বলেন, এই করেন’ এইভাবে কৌশলপূর্ণ উক্তির মাধ্যমে যা করণীয় তা কেউ বলে দেবেন। হয় কোন সূচক (বাচক নয়) শব্দ, না হয় ছলোক্তির সাহায্যে কর্তব্য কর্মের ইঙ্গিত দিতে হয়।

প্রত্যসিদ্ধা প্রায়শ্চিত্তং জুহুয়ঃ ॥ ১৭ ॥ [১৪]

অনু.— (শেষ পর্যন্ত কর্তব্য) সমাধান করে প্রায়শ্চিত্ত আহুতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— যদি পূর্বেই কোন উপায়েই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব না হয়, তাহলে ঐ স্থলে কি কর্তব্য, তা স্পষ্টতই বলে দিয়ে ‘সর্বপ্রায়শ্চিত্ত’ হোম করবেন।

অগ্নে তমদ্যাধ্বং ন স্তোমৈর্ ইত্যাজ্যম্ ॥ ১৮ ॥ [১৫]

ব্যাখ্যা— (এই দিন) আজ্য (শব্দ) ‘অগ্নে-’ (৪/১০)।

পঞ্চাক্ষরেন বিগ্রহো দশাক্ষরেন বা ॥ ১৯ ॥ [১৬]

অনু.— পাঁচ অথবা দশ অক্ষরে (ভেঙে ভেঙে সূক্তটি পড়তে হবে)।

ব্যাখ্যা— প্রত্যেক পঞ্চম অথবা দশম অক্ষরের পর থামতে হয়।

আ দ্বা রথং যথোত্তয় ইত্যেতস্যাঃ স্থানে ত্রিকল্পকেষু মহিষো যবশিরম্ ইতি ॥ ২০ ॥ [১৬]

অনু.— (মরুতৃতীয় শব্দে) ‘আ-’ এই (মন্ত্রের) স্থানে ‘ত্রিক-’ (২/২২/১) এই (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রতিপদের অন্য দুই মন্ত্র এবং অনুচর ইত্যাদি অপরিবর্তিতই থাকবে— ৫/১৪/৫ সূ. দ্র।

সখার আ শিষামহীতি তিস্র উষিহো মরুত্বা ইহ্রেতি মরুত্বতীরম্ ॥ ২১ ॥ [১৭]

অনু.— মরুত্বতীয় (শব্দ হচ্ছে) ‘সখা-’ (৮/২৪/১-৩) এই তিনটি উষিহ্, ‘মক-’ (৩/৪৭)।

ব্যাখ্যা— তুচাট এখানে সূক্তরূপেই গণ্য হয়। ‘উষিহঃ’ পদটির অন্য কোন তাৎপর্য নেই, শুধু একটু স্পষ্ট নির্দেশের ইচ্ছাতেই তা বলা হয়েছে।

কয়া নশ্চিত্র আ ভুবদ্ ইত্যেতাসু রথন্তরং পৃষ্ঠং তস্য যোনিং শংসেত্ ॥ ২২ ॥ [১৮]

অনু.— ‘কয়া-’ (৪/৩১/১-৩) এই (মন্ত্রগুলিতে) রথন্তরসামযুক্তপৃষ্ঠস্তোত্র (গাওয়া হয়)। ঐ (সামের-?) যোনিকে (এখানে) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— ‘তস্য যোনিং শংসেত্’ অংশটুকু না বললেও চলত, বলা হয়েছে পরবর্তী সূত্রের প্রয়োজনে।

বৃহতশ্ চ গাণগারির্ দশরাত্রে যুখাধ্বয়দ্বাত্ ॥ ২৩ ॥ [১৯]

অনু.— গাণগারি (বলেন) যুখ (দিনের সঙ্গে) সম্পর্ক (আছে) বলে দশরাত্রে (নিষ্কেবল্য শব্দে) বৃহতের (যোনিও পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— পৃষ্ঠ্যবড়হে (অভিন্নবেও) যেমন যুগ্ম দিনগুলিতে বৃহত্ সাম গাওয়ার কথা এখানেও তা-ই হওয়া উচিত, কিন্তু তা হয় না বলে শব্দে ঐ সামেরও যোনিশংসন করতে হবে।

তাক্ষৈপৈকপদা উপসংল্য ঋগাবানম্ একপদাঃ শংসেদ্ ইয়ো বিশ্বস্য গোপতির্ ইতি চতস্রঃ ॥ ২৪ ॥ [২০]

অনু.— তাক্ষ্য (সূক্তের) সঙ্গে একপদাগুলিকে সংযুক্ত করে ‘ইয়ো-’ (আ. ৮/২/২৫) ইত্যাদি চারটি একপদাকে মন্ত্রে মন্ত্রে থেমে থেমে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— তাক্ষ্যসূক্তের (৭/১/১৩ সূ. দ্র.) শেষ প্রশ্নবের সঙ্গে প্রথম একপদাকে জুড়ে নিয়ে পড়তে হয়। ‘উপসংস্যা’ বলায় ঐ একপদা তাক্ষ্যসূক্তেরই অংশরূপে গণ্য হবে এবং সেই কারণে একপদা-মন্ত্রগুলিতে পৃথক্ আহাব করতে হবে না। তাক্ষ্যসূক্ত না থাকলে অবশ্য একপদা মন্ত্রে আহাব করতে হয়। সূত্রে দু-বার ‘একপদাঃ’ বলায় তাক্ষ্যসূক্ত না থাকলেও বিকৃতি একাহাযোগে ‘ইন্দ্রো-’ ইত্যাদি একপদাগুলিকে পাঠ করতে হবে।

উত্তময়োপসজ্জানঃ ॥ ২৫ ॥ [২১]

অনু.— শেষ (একপদার) সঙ্গে (পরবর্তী সূক্তের আহাবের) সংযোগ (হবে)।

ব্যাখ্যা— যেমন— ইন্দ্র বিশ্বস্য রাজতো৩৭ শোংসাবো৩ম।

য ইন্দ্র সোমপাতম ইতি ষড়্ উকিহো যুয্যস্য ত ইতি নিক্ষেবল্যম্ ॥ ২৬ ॥ [২২]

অনু.— নিক্ষেবল্য (শব্দ) ‘য-’ (৮/১২/১-৬) এই ছ-টি উকিক্, ‘যুয্যস্য-’ (৩/৪৬)।

তত্ সবিভুব্বীমহ ইত্যোতস্যাঃ স্থানেহতি ত্যং দেবং সবিতারমোল্যোহ ইতি ॥ ২৭ ॥ [২৩]

অনু.— (বৈশ্বদেবশব্দে) ‘তত্-’ (৫/১৮/৬ সূ. দ্র.) এই (প্রথম মন্ত্রের) স্থানে ‘অভি-’ (খিল ৩/২২/৪) এই (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— উল্লেখ্য যে, ‘অভি-’ মন্ত্রে ‘কবিম্’ অংশে প্রথমার্থ শেষ হয়েছে।

ঋতুক্ষণ ইত্যার্তবম্ ॥ ২৮ ॥ [২৪]

অনু.— (ঐ শব্দে) আর্তব (নিবিধান) হবে ‘ঋতু-’ (৭/৪৮)।

পশ্বা ন তামুম্ ইতি দ্বৈপদম্ ॥ ২৯ ॥ [২৪]

অনু.— (আগ্নিমারুত শব্দে) ‘পশ্বা-’ (১/৬৫) এই দ্বিপদা (সূক্ত পাঠ করবেন)।

সমিক্রময়িং সমিধা গিরা গৃণ ইতি তৃচশ্ চ ॥ ৩০ ॥ [২৪]

ব্যাখ্যা— এবং (ঐ শব্দে) ‘সমি-’ (৬/১৫/৭-৯) এই তৃচটি (পাঠ করতে হবে)।

দ্বিপ্রতীকং জাতবেদস্যম্ ॥ ৩১ ॥ [২৪]

অনু.— (ঐ শব্দে) জাতবেদস্য (সূক্ত) দুই-প্রতীকবিশিষ্ট।

ব্যাখ্যা— আগ্নিমারুত শব্দে ঐ ‘পশ্বা-’ এবং ‘সমি-’ এই দুটি প্রতীক মিলে জাতবেদস্য নিবিধানসূক্ত। ‘দ্বিপ্রতীকম্’ বলায় বুঝতে হবে ‘পশ্বা-’ এই দ্বিপদাসূক্তটিও এখানে জাতবেদস্য সূক্তের অন্তর্গত এবং সেই কারণে তা নিবিধানীয় হবে। অন্যত্র কিন্তু স্পষ্টত বলা না থাকলে দ্বিপদাসূক্ত কখনই নিবিধানীয়রূপে গণ্য হবে না। ৮/৭/৩১ সূত্রে ‘আ-’ ইত্যাদি দ্বিপদাসূক্তগুলি তাই নিবিধানীয় নয় এবং সেই কারণে সেগুলির আগে আহাবও হয় না, হয় পরবর্তী বৈশ্বদেব (প্রভৃতি) সূক্তেই।

চতুর্ধেন ব্যুচ্যেতরাশি সূক্তানি ॥ ৩২ ॥ [২৫]

অনু.— (এই দিনের) অন্য সূক্তগুলি ব্যুত্রে চতুর্ধ (দিন দ্বারা বলা হয়েছে)।

ব্যাখ্যা— এই অবিবাক্য দিনে বৈশ্বদেব শব্দে আর্তব নিবিধান এবং আগ্নিমারুত শব্দে জাতবেদস্য নিবিধান ছাড়া সারি

নিবিদ্বান প্রভৃতি অন্যান্য সূক্তগুলি ব্যুত্থের চতুর্থ দিনের মতোই হবে। এই দিন উপরে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়া হোতার পাঠ্য সব শব্দই হবে জ্যোতিষ্টোমের মতো। হোত্রকদের শব্দগুলির ক্ষেত্রে সত্রে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি যুক্ত হবে। অবিবাক্য দিনটি চতুর্বিংশ, অভিজিত, অথবা বিযুবান্ নয় এবং কোন বড়ইও নয়। এই দিনে তাই অহীন অথবা সম্পাত সূক্ত তাঁদের পাঠ করতে হয় না। মাথান্নিন সবনে তাঁদের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য এই যে, মৈত্রাবরুণ আরম্ভণীয়ার পরে 'সদ্যো-' এই অহরহঃশস্য পাঠ করে অগ্নিষ্টোমের 'আ স্বাম্-' সূক্তটি পাঠ করবেন। ব্রাহ্মণাচ্ছসী আগে পাঠ করবেন অগ্নিষ্টোমের 'ইম্মং-' এই সূক্ত এবং তার পরে 'উনু-' এই অহরহঃশস্য। অচ্ছবাকের পাঠ্য হল প্রথমে অগ্নিষ্টোমের 'ভূয়-' এই সূক্ত এবং পরে 'অভি-' এই অহরহঃশস্য।

বামদেব্যম্ অগ্নিষ্টোমসাম ॥ ৩৩ ॥ [২৬]

অনু.— অগ্নিষ্টোম (স্তোত্রের) সাম (হবে) বামদেব্য।

ব্যাখ্যা— বামদেব্য সামের যোনি 'করা নশ্চিত্র-' (সা. উ. ৬৮২-৪)। আর্ষেয়কর অনুসারে এই দিন অগ্নিষ্টোমস্তোত্রে 'অগ্নি-' (সা. উ. ১৩৭৩-৫) তুচটি বামদেব্য সামে গাওয়া হয়।

অগ্নিং নরো দীধিতিভিররণ্যো ইতি স্তোত্রিয়ানুরুপৌ ॥ ৩৪ ॥ [২৬]

অনু.— (আগ্নিমারুতশব্দে) 'অগ্নিং-' (৭/১/১-৬) স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ।

অগ্নিষ্টোম ইদম্ অহঃ ॥ ৩৫ ॥ [২৬]

অনু.— এই দিনটি অগ্নিষ্টোম (-বিশিষ্ট)।

ব্যাখ্যা— এই অবিবাক্য দিনে অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠান হয়।

উর্ধ্বং পত্নীসংযাজেভ্যঃ ॥ ৩৬ ॥ [২৭]

অনু.— পত্নীসংযাজের পরে।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূ. ৩. ৭/১/৫ সূত্র অনুসারে পত্নীসংযাজেই এই অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার কথা। তাহলেও এখানে 'সংস্থিতে' না বলে 'উর্ধ্বং পত্নীসংযাজেভ্যঃ' বলায় পরবর্তী নির্দেশগুলি শুধু অবিবাক্য দিনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, দশম দিনেরই অঙ্গ বলে বুঝতে হবে।

ত্রয়োদশ কণ্ডিকা (৮/১৩)

[দশরাত্রের দশম দিন— মানসগ্রহ, সত্রে অনুষ্ঠানসূচী, সাম ও যজুর্বেদের প্রামাণ্য, অহীন ও একাহের ভিত্তি]

গার্হপত্যে জুহুতীহ রমেহ রমক্ষমিহ ধৃতিরিহ স্বধৃতিরয়ে বাট্ স্বাহা বাট্ ইতি ॥ ১ ॥

অনু.— গার্হপত্যে 'ইহ-' (সু.) এই (মন্ত্রে সকলে) হোম করেন।

ব্যাখ্যা— 'গার্হপত্য' বলতে এখানে প্রাচীনবংশশালার আহবনীয় অগ্নিকেই বোঝান হয়েছে। হোতা প্রভৃতি সকলেই উদ্ধৃত মন্ত্রে ঐ অগ্নিতে হোম করতে পারেন অথবা এক জনই হোম করবেন, অন্য ঋত্বিকেরা তাঁকে সেই সময়ে স্পর্শ করে থাকবেন। ঐ. ব্রা. ২৪/৩ অংশেও এই মন্ত্রই বিহিত হয়েছে।

আগ্নীত্রীয়া উপসৃজং ধরুণং মাতরং ধরুণো ধরন্। রায়স্পোষমিবমূর্জম্ অন্মাসু দীধরত্ সাহেতি ॥ ২॥

অনু.— আগ্নীত্রীয়া (ধিষেয় সকলে) ‘উপ-’ (সু-) এই (মন্ত্রে) হোম করবেন।

ব্যাখ্যা— এই হোমও আগের মতো সকলেই করবেন অথবা মাত্র একজনই করবেন। এক জন করলে অন্য ঋত্বিকেরা তাঁকে স্পর্শ করে থাকবেন। ঐ. ব্রা. ২৪/৩ অংশেও এই মন্ত্রটিই বিহিত হয়েছে।

সদঃ প্রসূপ্য মানসেন জুবতে ॥ ৩॥

অনু.— (উদ্গাতারা) সদোমশুপে প্রবেশ করে মানস (স্তোত্র) দ্বারা স্তব করেন।

ব্যাখ্যা— এখানে উদ্গাতার কর্তব্য কর্ম উল্লেখ করা হয়েছে এই কথা বোঝাতে যে, উদ্গাতারা যেখানে স্তোত্র গান করেন পরবর্তী কর্মগুলি হোতা সেখানেই করবেন। ‘অধ্বর্যো’ শব্দে আহাব ও অন্যান্য পরবর্তী কর্ম তাই সদোমশুপেই থেকে করতে হবে।

যর্হি স্তুতং মন্যেতাদধ্বর্ব ইত্যাহুর্নিত ॥ ৪॥

অনু.— যখন মনে করবেন স্তোত্র সমাপ্ত (হয়েছে তখন হোতা) ‘অধ্বর্যো’ এই আহাব করবেন।

ব্যাখ্যা— মানসস্তোত্র ‘আয়ং-’ (সা. উ. ১৩৭৬-৮) ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রে মনে মনে গায়ত্র সাথে গাইতে হয়। হোতা যখন বুঝবেন যে, এ-বার সম্ভবত স্তোত্রগান শেষ হয়েছে তখন তিনি মধ্যম স্বরে ‘অধ্বর্যো’ শব্দে (৬ নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.) আহাব করবেন। আহাব ইত্যাদি সব-কিছু সদোমশুপে থেকেই করতে হবে। ঐ. ব্রা. ২৪/৬ অংশে এই আহাবটির বিধান পাওয়া যায়।

হো হোতর ইতীতরঃ ॥ ৫॥

অনু.— অপর (ঋত্বিক প্রত্যন্তরে প্রতিগর বলবেন) ‘হো হোতঃ’।

ব্যাখ্যা— ‘ইতরঃ’ = অপর জন, অধ্বর্ব।

আয়ং গৌঃ পুশ্নিরক্রমীদ্ ইতুপাংগু তিসঃ পরাচীঃ শব্বা ব্যাখ্যাস্বরেণ চতুর্হোত্বন্ ব্যাচকীত ॥ ৬॥

অনু.— (হোতা) ‘আয়ং-’ (১০/১৮৯/১-৩) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র) উপাংগুস্বরে পরপর পাঠ করে চতুর্হোত্ব মন্ত্রগুলি ব্যাখ্যাস্বরে থেমে থেমে পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— ব্যাখ্যাস্বর = মধ্যমস্বর = সাধারণের মতে উচ্চস্বরে-‘উচ্চৈর্ উচ্চারণম্ ব্যাখ্যানম্’ (ঐ. ব্রা. ২০/৪-ভাষ্য)। ব্যাচকীত = পৃথক পৃথক অর্থাৎ প্রত্যেক বাক্যের শেষে থেমে থেমে পাঠ করবেন। শব্দে ঐ ‘আয়ং-’ ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র পাঠ করার কথা, তবুও এখানে ‘তিসঃ’ বলার ভূতটিতে স্তোত্রিয়ের কোন বৈশিষ্ট্য প্রযুক্ত হবে না। ফলে ৪নং সূত্রে উল্লিখিত আহাবটি স্তোত্রিয়ের উদ্দেশে প্রযুক্ত আহাবরূপে গণ্য না হয়ে শব্দের অঙ্গরূপেই গণ্য হবে এবং শব্দের স্বর ব্যাখ্যাস্বর বা মধ্যমস্বর বলে ঐ আহাবকে মধ্যমস্বরেই পাঠ করতে হবে, ভূতটির মতো উপাংগুস্বরে নয়। সূত্রে ‘পরাচীঃ’ বলার ভূতটিকে সামিধেয়ীর প্রথম মন্ত্রের মতো তিনবার আবৃত্তি করাও চলবে না। এই ভূতে দুই প্রতিগর হবে প্রকৃতিবাগের মতোই এবং শেষ মন্ত্রের শেষে প্রণব উচ্চারণ করা হয় বলে প্রতিগরও শেষ হবে প্রণবে। ‘চতুর্হোত্ব’ মন্ত্র স্বক্‌মন্ত্রও নয়, পদসমান্নায়ও নয়। তাই ‘আয়ং-’ ভূতের শেষ মন্ত্রের শেষে প্রণব উচ্চারণ করে অঙ্গরূপ থামতে হবে। থামতে হলেও সূত্রে থামার কথা স্পষ্টত বলা নেই বলে ঐ প্রশ্নটি তিন মাত্রারই হবে, চার মাত্রার নয়। চতুর্হোত্ব মন্ত্র কি তা একই পরে ৯ নং সূত্রে বলা হবে। ‘আয়ং-’ এই মন্ত্র-তিনটি শব্দ পাঠ দ্বারা বিহিত বলে জ্যোতিষ্টোমের মতোই প্রতিগর হবে, তবে তা উপাংগুস্বরে পাঠ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ২৪/৪ অংশে ‘আয়ং-’ ও চতুর্হোত্ব মন্ত্রের উল্লেখ আছে এবং চতুর্হোত্ব মন্ত্র উচ্চস্বরে পাঠ করতে বলা হয়েছে।

দেবা বা অক্ষর্যোঃ প্রজাপতিগৃহপতয়ঃ সত্ৰমাসত ॥ ৭ ॥

অনু.— ‘দেবা-’ (সু.)।

ব্যাখ্যা— চতুর্হোতৃমন্ত্র গুরু করার আগে ভূমিকা হিসাবে ‘দেবা-’ (সু.) এই বাক্যটি পড়তে হয়। এটি ‘প্রতিপত্তি’ বা ‘উৎপত্তি’ বাক্য। এই প্রতিপত্তিবাক্যে এবং গ্রহমন্ত্রে (১০নং সু. দ্র.) আহাবের ক্ষেত্রে প্রতিগর হবে ‘হো হোতঃ’।

ওঁ হোতন্তথা হোতর্ ইত্যক্ষর্যুঃ প্রতিগৃণাত্যবসিতেহবসিতে দশসু পদেষু ॥ ৮ ॥

অনু.— (চতুর্হোতৃমন্ত্রে) দশটি পদে সমাপ্তিতে সমাপ্তিতে অক্ষর্যু ‘ওঁ হোতঃ’, ‘তথা হোতঃ’ এই প্রতিগর পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— চতুর্হোতৃমন্ত্রে মোট দশটি পদ বা বাক্য আছে। অক্ষর্যু প্রথম পাঁচটি বাক্যের প্রত্যেকটির শেষে ‘ওঁ হোতঃ’ এবং শেষ পাঁচটি বাক্যের প্রত্যেকটির শেষে ‘তথা হোতঃ’ এই প্রতিগর পাঠ করেন। আহাবের ক্ষেত্রে প্রতিগর হবে ‘হো হোতঃ’। সূত্রে বিহিত প্রতিগরটি ঐ. ব্রা. ২৪/৬ অংশেও পাওয়া যায়।

তেবাং চিত্তিঃ বৃগাসীতত্। চিত্তমাজ্যমাসীতত্। বাগ্ বেদিরাসীতত্। আধীতং বর্হিরাসীতত্। কেতো অগ্নিরাসীতত্।

বিজ্ঞাতম্ অগ্নীদাসীতত্। প্রাশো হবিরাসীতত্। সামাক্ষর্যুরাসীতত্। বাচস্পতিহোতাসীতত্।

মন উপবক্তাসীতত্ ॥ ৯ ॥

অনু.— ‘তেবাং-’ (সু.)।

ব্যাখ্যা— এই সূত্রে উক্ত দশটি বাক্যই হচ্ছে ‘চতুর্হোতৃমন্ত্র’। ঐ. ব্রা. ২৪/৬ অংশেও এই মন্ত্রগুলি পঠিত রয়েছে।

তে বা এতং গ্রহমগৃহুত। বাচস্পতে বিধে নামন্। বিধেম তে নাম। বিধেত্বমন্মাকং নান্না দ্যাব গচ্ছ। যাং দেবাঃ

প্রজাপতিগৃহপতয়ঃ ঋদ্ধিমরাধুবংক্তামৃদ্ধিং রাতস্যাম ইতি ॥ ১০ ॥

অনু.— ‘তে বা-’ (সু.)।

ব্যাখ্যা— উক্ত পাঁচটি বাক্য হচ্ছে ‘গ্রহমন্ত্র’। মন্ত্রটি পাঠ করেন হোতা। পাঠ করতে হয় মধ্যম স্বরেই। ঐ. ব্রা. ২৪/৬ অংশেও মন্ত্রটির স্পষ্ট উদ্দেশ পাওয়া যায়।

অপত্রজত্যাধ্ব্যুঃ ॥ ১১ ॥

অনু.— (এই সময়ে) অধ্বর্যু চলে যান।

ব্যাখ্যা— যেহেতু অধ্বর্যু চলে যান তাই ১২, ১৪-১৫ নং সূত্রের মন্ত্রে কোন প্রতিগর হয় না।

অথ প্রজাপতেত্তনুর্ ইতর উপাংশেন্দ্রবতি ॥ ১২ ॥

অনু.— এরপর অপর (ঋদ্ধিক্) উপাংশস্বরে প্রজাপতিতনু পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— ১৪ নং সূত্রে ‘প্রজাপতি-তনু’ বা ‘তনু’ নামে যে মন্ত্র উক্ত করা হয়েছে হোতা সেই মন্ত্রটি উপাংশস্বরে পাঠ করেন। গ্রহমন্ত্রটি কিন্তু পাঠ করতে হয় মধ্যম স্বরেই।

ব্রহ্মোদ্যৎ চ ॥ ১৩ ॥

অনু.— এবং ব্রহ্মোদ্য (মন্ত্রও উপাংশস্বরেই পাঠ করেন)।

ব্যাখ্যা— ব্রহ্মোদ্য মন্ত্রের জন্য ১৫ নং সূ. দ্র.।

অন্নাদা চান্নপত্নী চ ভদ্রা চ কল্যাণী চানিলয়া চাপভয়া চানাপ্তা চানাপ্যা চানাদ্ব্যা চাপ্রতিধ্ব্যা
চাপূর্বা চান্নাত্ব্যা চেতি তদ্ব্যঃ ॥ ১৪ ॥ [১৩]

অনু.— ‘তনু’ মন্ত্রগুলি (হচ্ছে) ‘অন্নাদা-’ (সূ.)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২৪/৬ অংশেও সম্পূর্ণ মন্ত্রটি রয়েছে।

অগ্নির্ গৃহপতিরিতি হৈক আত্মঃ সোহস্য লোকস্য গৃহপতির্বাযুর্গৃহপতির্ ইতি হৈক আত্মঃ সোহন্তরিক্লোকস্য
গৃহপতিরসৌ বৈ গৃহপতির্যোহসৌ তপত্যেষ পতির্থাৎতবো গৃহাঃ যেষাং বৈ গৃহপতিং দেবং বিদ্বান্ গৃহপতির্
ভবতি রাশ্রোতি স গৃহপতী রাশ্রুবন্তি তে যজমানাঃ। যেষাং বা অপহতপাপ্মানং দেবং বিদ্বান্
গৃহপতির্ভবত্যপ স গৃহপতিঃ পাপ্মানং হতেহপ তে যজমানাঃ পাপ্মানং ঘ্নতে ॥ ১৫ ॥ [১৪]

অনু.— (ব্রহ্মোদ্য মন্ত্র হচ্ছে) ‘অগ্নি-’ (সূ.)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২৪/৬ অংশেও সম্পূর্ণ মন্ত্রটি উদ্ধৃত হয়েছে।

অধ্বর্যো অরাত্শ্মত্ব্যট্টৈঃ ॥ ১৬ ॥ [১৫]

অনু.— ‘অধ্বর্যো অরাত্শ্ম’ এই (মন্ত্রটি হোতা) উচ্চররে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এই বাক্যকে ‘প্রিয়বাক্য’ বলা হয়। ঐ. ব্রা. ২৪/৬ অংশেও এই মন্ত্রটি বিহিত হয়েছে।

এবা যাজ্য্যা ॥ ১৭ ॥ [১৬]

অনু.— এই (প্রিয়বাক্য মানসগ্রহের) যাজ্য্যা।

ব্যাখ্যা— এই ‘অধ্বর্যো অরাত্শ্ম’ মন্ত্রটি হচ্ছে যাজ্য্যা। এই যাজ্য্যার আগে আগু উচ্চারণ করতে হবে না।

এষ বষট্কারঃ ॥ ১৮ ॥ [১৭]

অনু.— এই (মন্ত্রই) বষট্কার।

ব্যাখ্যা— এখানে যাজ্য্যার শেষে বৌষট্ উচ্চারণ করতেও হবে না।

নানুবষট্কারোতি ॥ ১৯ ॥ [১৮]

অনু.— (এখানে) অনুবষট্কার করেন না।

উক্তং বষট্কারানুমন্ত্রণম্ ॥ ২০ ॥ [১৮]

অনু.— বষট্কারের অনুমন্ত্রণ (আগে) বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— আগে ১/৫/২০ সূত্রে যা বলা হয়েছে এখানেও সেই মন্ত্রেই বষট্কারের অনুমন্ত্রণ করতে হয়।

অরাত্শ্ম হোতর্ ইত্যধ্বর্যুঃ প্রজ্যাহ ॥ ২১ ॥ [১৯]

অনু.— অধ্বর্যু উত্তর দেন ‘অরাত্শ্ম হোতঃ’।

ব্যাখ্যা— ১৬ নং সূত্রে হোতা বলেছিলেন— অধ্বৰ্যু, আমরা (আজ) সমৃদ্ধ। অধ্বৰ্যু তাই প্রত্যুত্তরে বলেন— হোতা, (সতাই) আমরা সমৃদ্ধ।

মনসাধ্বৰ্যুর্ গ্রহং গৃহীত্বা মনসা ভক্ষম্ আহরতি ॥ ২২ ॥ [২০]

অনু.— অধ্বৰ্যু মনে মনে (আহতি দিয়ে) গ্রহ নিয়ে মনে মনে ভক্ষণীয় (অবশিষ্ট সোমরস হোতার কাছে) নিয়ে আসেন।

ব্যাখ্যা— অধ্বৰ্যু ছাড়াও প্রতিগ্রহাতারাও ভক্ষ্য আহতিশেষ নিয়ে আসেন এবং তাঁদের কাছে উপহবও তাই চাইতে হয়— ‘প্রতিগ্রহাতাদয়োহপি ভক্ষ্যহরণং কুবর্তি। তেষু এব উপহববাচনং ভবতি’ (বৃষ্টি)।

মানসেষু ভক্ষেষু মনসোপহানভক্ষণে ॥ ২৩ ॥ [২১]

অনু.— মানসভক্ষণে মনে মনে উপহান এবং ভক্ষণ (করবেন)।

ব্যাখ্যা— কোন কোন পুস্তকে ‘মনসোপহানং’ পাঠ পাওয়া যায়। ভক্ষণে অধ্বৰ্যু যেমন করবেন অন্যেরাও তেমনই করবেন।

মনসাত্মানম্ আপ্যায়ৌদ্বহরীং সম-অদ্বারভ্য বাচং যজ্ঞস্ত্যা নক্ষত্রদর্শনাৎ ॥ ২৪ ॥ [২২]

অনু.— (সকলে) মনে মনে নিজেকে আপ্যায়ন করে ডুমুরের ডাল স্পর্শ করে নক্ষত্রদর্শন (না করা) পর্যন্ত বাক্‌নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

ব্যাখ্যা— আকাশে যতক্ষণ না তারা দেখা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত বাক্‌সংযমী হয়ে থাকতে হয়।

তদ্রানধরান্ পাণীযশ্ চিকীর্ষেবন্ ॥ ২৫ ॥ [২৩]

অনু.— ঐ স্থানে (তারা) হাতগুলিকে নিম্নমুখী করতে চাইবেন না।

ব্যাখ্যা— ডুমুরের ডালের মাধ্যম সকলে এমনভাবে হাত দেবেন যাতে হাতগুলি নেমে বা উপুড় হয়ে না থাকে। ডালের উপরের দিকেই তাই হাত দিতে হবে।

দৃশ্যমানেষ্বধ্বৰ্যুসুখাঃ সম-অদ্বারভ্যঃ সর্পস্ত্যা তীর্থদেশাদ্ যুবং তমিত্রাপর্বতা

পুরোষুযেতি জপস্তঃ ॥ ২৬ ॥ [২৩]

অনু.— (নক্ষত্রগুলি আকাশে) দেখা যেতে থাকলে ‘যুবং-’ (১/১৩২/৬) এই (মন্ত্র সকলে একবার করে) জপ করতে করতে অধ্বৰ্যুকে সামনে রেখে (পরস্পরকে) স্পর্শ করে তীর্থস্থান পর্যন্ত যান।

অধ্বৰ্যুপথেনেত্যেকে ॥ ২৭ ॥ [২৫]

অনু.— অন্যেরা (বলেন) অধ্বৰ্যুপথ দিয়ে (যাবেন)।

ব্যাখ্যা— কেউ কেউ ‘অধ্বৰ্যুপথ’ অর্থাৎ হবির্ধানমণ্ডল এবং আদীত্রীয় বিষেক্তর মধ্যবর্তী যে পথ সেই পথ ধরে তীর্থের দিকে এগিয়ে যান।

দক্ষিণস্য হবির্ধানস্যাত্মোৎক্ষেপেত্যেকে ॥ ২৮ ॥ [২৬]

অনু.— অপরেরা (বলেন) দক্ষিণ হবির্ধান (-শকটের) অক্ষের তলা দিয়ে (এগিয়ে যেতে হবে)।

ব্যাখ্যা— অত্মোৎক্ষ = দুই চাকার মাঝে। গাড়ীর দুই চাকার সঙ্গে সংযুক্ত যে লম্বা কাঠের উপর শকটের সম্পূর্ণ দেহটি অবস্থিত তাকে বলে ‘অক্ষ’। সূত্রে আবার ‘একে’ বলার প্রসঙ্গের অন্য পথও আছে বলে বুঝতে হবে।

প্রাপ্য বরান্ বৃথা বাচং বিসৃজ্যে যদিহোনমকর্ম বদত্যরীরিচাম প্রজাপতিঃ
তত্ পিতরম্ অশ্যেদ্বিতি ॥ ২৯ ॥ [২৬]

অনু.— (গন্তব্যস্থানে) গিয়ে কাম্য বস্তু চেয়ে (নিয়ে ঋত্বিকেরা) 'যদিহো-' (সু.) এই (মন্ত্রে) বাক্-সংযম) ত্যাগ করেন।

অথ বাচং নিহন্যে বট্টৈতু বাণপৈতু বাণপ মৈতু বাণ ইতি ॥ ৩০ ॥ [২৭]

অনু.— এর পর 'বাট্টৈ-' (সু.) এই (মন্ত্রে সকলে) বাক্কে নমস্কার করেন।

উত্করদেশে সূর্যকণ্যাং ত্রিঃ আহুয় বাচং বিসৃজ্যে ॥ ৩১ ॥ [২৮]

অনু.— উত্করের জায়গায় (দাঁড়িয়ে সকলে) তিন বার সূর্যকণ্যাহান করে বাক্-সংযম ত্যাগ করেন।

নিভ্যস্ দ্বিহ বাগ্‌বিসর্গঃ ॥ ৩২ ॥ [২৯]

অনু.— এখানে কিন্তু পূর্বোক্ত বাক্‌সংযম ত্যাগ (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ২/১৭/১১ সূত্রে বাক্‌সংযম ত্যাগের জন্য যে 'তুর্ভুবঃ ঋঃ' মন্ত্রের কথা বলা হয়েছে এখানেও সেই মন্ত্রেই বাক্‌সংযম ত্যাগ করতে হয়।

এতাক্ সাত্ৰং হোতৃকর্মণ্যত্র মহাব্রতাত্ ॥ ৩৩ ॥ [৩০]

অনু.— মহাব্রত ছাড়া সত্ৰ-সম্পর্কিত হোতৃকর্ম এতটা (-ই)।

ব্যাখ্যা— সত্রে মহাব্রত ছাড়া অন্য দিনগুলিতে হোতা এবং তাঁর সাহায্যকারী তিন ঋত্বিকের করণীয় কর্ম সপ্তম অধ্যায় থেকে এই পর্যন্ত যা যা বলা হল তা-ই। 'হোতৃকর্ম' বলায় ব্রাহ্মণ করণীয় কর্ম যদি অন্য গ্রন্থে অন্য প্রকার কিছু বলা থাকে তাহলে তিনি তাও করবেন, কিন্তু হোতাদের করণীয় কি কি তা সবই এ-পর্যন্ত বলা হল, এর জন্য অন্য কোন গ্রন্থ অনুসন্ধানের আর কোন প্রয়োজন নেই। 'অন্যত্র' বলায় বোঝা যাচ্ছে মহাব্রতও সত্রেই অন্তর্গত। ঐ পদটি না থাকলে শুধু চতুর্বিংশ প্রকৃতি তেইশটি দিনই সত্রে অন্তর্গত হত। চতুর্বিংশ, অভিশ্রববড়হ, পৃষ্ঠা বড়হ, তিন বরসাম, বিবুবান্, অভিজিত্, বিশ্বজিত্, তিন ছন্দোম, অবিবাক্য (১ + ৬ + ৬ + ৩ + ১ + ১ + ১ + ৩ + ১ = ২৩) এই মোট তেইশটি দিনের বিবরণ এ-পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে।

তদ্ এবাতি যজ্ঞগাথা গীয়তে। অতিরাত্র চতুর্বিংশ বডহাব্ অভিজিত্ স্বরাঃ। বিবুবান্ বিশ্বজিত্ চৈব ছন্দোম
দশমব্রতম্ ॥ প্রায়ণীয় চতুর্বিংশ পৃষ্ঠোঃশ্রব এব চ। অভিজিত্ বরসামানো বিবুবান্ বিশ্বজিত্ তথা ॥

ছন্দোম দশম চাহ উত্তমং তু মহাব্রতম্। অহীনৈকাহসত্রাপাং প্রকৃতিঃ সম্-উদাহ্রিয়তে ॥

যদ্যন্যধীরতে পৃথিবীরতে তৎ প্রতি গ্রামস্তাহানি পঞ্চবিংশতির বৈবৈ সবৎসরো

মিতঃ। এতেনাম্ এব প্রভবস্ ত্রীণি বষ্টিশতানি বদ ॥ ৩৪ ॥ [৩১]

অনু.— ঐ বিষয়ে এই যজ্ঞগাথা প্রচলিত আছে— 'অতি-' (সু.)।

ব্যাখ্যা— গীয়তে = গাওয়া বা বলা হয়ে থাকে। গাথাটির অর্থ হচ্ছে অতিরাত্র (নামাত্র প্রায়ণীয়), চতুর্বিংশ, দুই বড়হ, অভিজিত্, তিন বরসাম, বিবুবান্ এবং বিশ্বজিত্, তিন ছন্দোম, দশম দিন এবং অষ্টম (দিন) মহাব্রত এই মোট পঁচিশ দিনের সংযোগে সত্রে শরীর পঠিত হয়। মূলের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্লোকে এই অর্থ আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, এই দিনগুলিই (পাঠ্যের অনুযায়ী অর্থ- অহীন ও একাহকে সত্ৰসমূহের প্রকৃতি বলা হয়ে থাকে) সত্ৰ এবং অন্যান্য বিকৃতি একাহ ও নানা অহীনবাণের প্রকৃতি। চতুর্থ শ্লোকের প্রথমার্ধের অর্থ আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। দ্বিতীয়ার্ধে বলা হয়েছে সংবৎসরবাণী সত্ৰ

এই পাঁচশটি দিন নিয়েই গঠিত, এই পঁচিশটি দিন নিয়েই সত্বে ৩৬১ দিন উৎপন্ন হয়েছে। প্রায়শীর অতিরিক্ত বা জ্যোতিষ্টোম-সমেত ঐ উপরে কথিত দিনগুলিই হচ্ছে মোট পাঁচশটি দিন। ‘প্রভব’ শব্দটিকে বৃত্তিতে এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে— ‘অভ্যাসাদিনা সন্ধ্যাপূরণসামৰ্য্যং প্রভব ইত্যুক্ত্যতে।

তদ্ যে কেচন চ্ছান্দোগ্যে বাম্বৰ্বে বা হৌত্ৰামর্শাঃ সমান্নাতাঃ ন তান্ কুৰ্বাদ্
অকৃত্বন্বাদ্ যৌত্রস্য ॥ ৩৫ ॥ [৩২]

অনু.— এ বিষয়ে সামবেদে অথবা যজুর্বেদে হৌত্বকর্মের আভাসযুক্ত বা-কিছু বলা হয়েছে হৌত্বকর্ম অসম্পূর্ণ (—রাপে সেখানে উল্লিখিত হয়েছে) বলে সেগুলির (অনুষ্ঠান) করবেন না।

ব্যাখ্যা— হৌত্ৰামর্শ = যা বস্তুত হৌত্বকর্ম নয়, কিন্তু হৌত্বকর্মের মত প্রতিভাসিত হচ্ছে। সামবেদে এবং যজুর্বেদে ঋগ্বেদীয় কিছু কিছু কর্তব্য কর্মের উল্লেখ থাকলেও হৌত্বকর্মের আলোচনা সেখানে মুখ্য নয়, আনুষঙ্গিক মাত্র এবং বিস্তৃতভাবে সেখানে হৌত্বকর্ম বর্ণিত হয় নি বলে এই বিষয়ে ঐ দুই বেদের (ত্রৌতসূত্রের) নির্দেশ উপেক্ষাই করতে হবে। ‘অকৃত্বন্বাদ্’ এই হেতু নির্দেশ করায় দর্শপূর্ণ্যমাস, নিরূঢ় পশুব্ধ, কোকিল সৌত্রামণী প্রভৃতি বিষয়ে যজুর্বেদে হৌত্বকর্মের সামগ্রিক বিবরণ থাকায় বৃত্তিকারের মতে তা কিন্তু উপেক্ষণীয় নয়।

ছন্দোগপ্রত্যয়ঃ স্তোম স্তোত্রিয়ঃ পৃষ্ঠং সংহৃতি ॥ ৩৬ ॥ [৩৩]

অনু.— (যজ্ঞের) স্তোম, স্তোত্রিয়, পৃষ্ঠ (এবং) সংস্থা উদ্গাতার (উপর) নির্ভরশীল।

ব্যাখ্যা— প্রত্যয় = প্রমাণ। স্তোত্রে কত স্তোম হবে, কোন্ তৃচে স্তোত্র গাইতে হবে, পৃষ্ঠস্তোত্রে কি সাম গাওয়া হবে এবং কোন্ সামে যাগের সমাপ্তি ঘটবে এই চারটি বিষয়ে অবশ্য উদ্গাতাদের বা সামবেদের নির্দেশই চূড়ান্ত। এ-বিষয়ে ঋগ্বেদীয় গ্রন্থে কিছু বলা থাকলেও তা আনুষঙ্গিক বলে উপেক্ষা করা যেতে পারে।

অক্ষর্যুপ্রত্যয়ং তু ব্যাখ্যানং কামকালদেশদক্ষিণানাং দীক্ষোপসদ্প্রসবসংস্থোত্থানানাম্ এতাবত্ভং হবিষাম্
উচ্চৈরুপাংশুভাগ্নাং হবিষাং চানুপূর্ব্যম্ ॥ ৩৭ ॥ [৩৪]

অনু.— (কর্মের) ফল, সময়, স্থান ও দক্ষিণার (এবং) দীক্ষা, উপসদ, সূত্যা, সমাপ্তি, অর্ধপথে সমাপ্তির পরিজ্ঞান (এবং) আত্মতন্ত্রব্যের ইয়ন্তা, (যাগের) উচ্চস্বর, উপাংশুস্বর এবং দেবতাদের (আত্মতির) ক্রম— এই বিষয়গুলির জ্ঞান কিন্তু অক্ষর্যুর (উপর) নির্ভরশীল।

ব্যাখ্যা— ব্যাখ্যান = পরিচয়, জ্ঞান। প্রসব = সোমরস-নিষ্কাশন, সূত্যা। উত্থান = মাঝখানে উঠে পড়া, যজ্ঞের সমাপ্তি। এতাবত্ভং = এই-পরিমাণত্ব, কতগুলি আত্মতন্ত্রব্য লাগবে তার সংখ্যা ও পরিমাণ। কাম = কর্মের ফল বা উদ্দেশ্য। কাল = ঋতু ইত্যাদি বিশেষ সময়। স্থান = পূর্ব দিকে ঢালু ইত্যাদি বিশেষ স্থান। এগুলি এবং দক্ষিণার পরিমাণ, কত দিন দীক্ষণীয়া ইন্দি চলাবে, উপসদ ইন্দি কত দিন ধরে চলাবে, কোন্ প্রকৃতির জ্যোতিষ্টোম অনুষ্ঠিত হবে, কখন অনুষ্ঠান শেষ হবে প্রভৃতি বিষয়ে যজুর্বেদই প্রমাণ এবং অক্ষর্যুরের পরামর্শই এই-সব বিষয়ে চূড়ান্ত বলে মানতে হয়।

এতেন্ত্য এবাহোজ্যোহীহীনিকাহান্ পশ্চাত্তরান্ ব্যাখ্যান্যামঃ ॥ ৩৮ ॥ [৩৫]

অনু.— এই দিনগুলি থেকেই (দিন নিয়ে) কিছু পরবর্তী অহীন এবং একাহগুলি ব্যাখ্যা করব।

ব্যাখ্যা— পশ্চাত্তর = আরও পরবর্তী। এতক্ষণ জ্যোতিষ্টোম-সমেত সূত্রে যে পঁচিশটি দিনের কথা (৩৪ নং সূ. দ্র.) বলা হল সেই পঁচিশটি দিন থেকেই বিভিন্ন দিন নিয়ে সূত্রকার একটু পরে বিভিন্ন অহীন এবং একাহ যাগের বর্ণনা দেবেন। যে অহীন ও বিকৃতি একাহের বর্ণনা এর পর সূত্রকার দেবেন সেগুলি সত্বে এই পঁচিশটি দিনেরই বিশেষ বিশেষ দিনের প্রয়োগ অথবা নানা সন্নিবেশ। কোন্ অহীনে ও কোন্ একাহে সত্বে কোন্ কোন্ বিশেষ দিনের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তা এখনই নয়, একটু পরে তিনি

বলবেন। পরে বলবেন বলেই সূত্রে ‘পশ্চাত্তরান্’ বলেছেন। বর্তমানে অবশ্য ৮/১৪ খণ্ডে অহীন ও একাহের সঙ্গে যা সাক্ষাৎ যুক্ত নয় সেই ব্রহ্মচারীর কর্তব্য সম্পর্কে কিছু বলবেন। আলোচ্য সূত্রের যা বক্তব্য তা ‘সিদ্ধে’ (৯/১/২) সূত্রের মাধ্যমেই বলা হয়ে গেলেও পরবর্তী সূত্রের প্রয়োজনেই এই সূত্রটি এখানে করা হয়েছে। পরবর্তী সূত্রে ‘এতদ্’ বলাতে তাই কেবল প্রাসঙ্গিক সঙ্গযোগই নয়, অহীন এবং একাহকেও বুঝতে হবে।

চতুর্দশ কথিকা (৮/১৪)

[মহানারী, মহাব্রত এবং উপনিষদ্ শিক্ষার নিয়ম]

এতদ্বিদং ব্রহ্মচারিণম্ অনিরাকৃতিং সংবৎসরাবয়ং চারয়িত্বা ব্রতম্ অনুযুজ্যানুদ্রোশিনে

প্রব্রূয়াদ্ উত্তরম্ অহঃ ॥ ১ ॥

অনু.— এই (সব বিষয়ে) অভিজ্ঞ (অথচ) অধ্যয়ন-পরিত্যাগী নন (এমন গুণবান) ব্রহ্মচারীকে ব্রত গ্রহণ করিয়ে কম পক্ষে এক বছর (সেই মতো তাঁকে তা) পালন করিয়ে যোগ্যতাপ্রাপ্ত (তাঁকে) পরবর্তী (মহাব্রত নামে) দিনটি প্রথম শিক্ষা দেবেন।

ব্যাখ্যা— যিনি পূর্ববর্তী খণ্ডগুলিতে বর্ণিত চতুর্বিংশ প্রভৃতি চব্বিশটি দিনের এবং নানা অহীন ও বিকৃতি একাহ-অনুষ্ঠানের কথা গ্রহে পড়েছেন এবং বুঝেছেন অথবা যিনি গুরুগৃহে বারো বছর ধরে বাস করেও পাঠ্য বিষয়গুলি এখনও ঠিকমত অধিগত করতে পারেন নি, কিন্তু গুরুগৃহ ত্যাগ করে চলেও আসেন নি এমন ব্রহ্মচারী শিষ্যকে কমপক্ষে একবছর ধরে মহাব্রতের উপযোগী ব্রতপালন করিয়ে যোগ্য করে তুলে তার পরে তাঁকে মহাব্রতের পাঠ দান করবেন। ঠিক আগের সূত্রে ‘অহন্’ শব্দের উল্লেখ থাকলেও এই সূত্রে আবার তা বলার অভিপ্রায় হচ্ছে বেদের যে অংশে এই মহাব্রত নামে দিনটি বর্ণিত হয়েছে সেই অংশটি যতক্ষণ না শিষ্যের অর্থবোধ হয় এবং সেই শিষ্য ঐ দিনটির অনুষ্ঠানে সমর্থ হয়ে ওঠে তত দিন আচার্যকে তা বুঝিয়ে যেতে হবে।

মহানারীম্ অগ্রে ॥ ২ ॥

অনু.— (মহাব্রতের) আগে মহানারীগুলি (শেখাবেন)।

ব্যাখ্যা— মহাব্রতের পাঠ দেওয়ার আগে এক বছর ব্রত পালন করিয়ে তার পরে মহানারী মন্ত্র শেখাতে হয়। পরের বছর মহাব্রতের পাঠ দেওয়া হয়। মহাব্রতের পরের বছরে আবার উপনিষদ্ সম্পর্কে শিক্ষাদান করা হয়। মহানারীর পাঠ দান করার আগে কি কি অনুষ্ঠান করণীয় তা ৩-১৫ নং সূত্রে বলা হচ্ছে।

উদগ্-অয়নে পূর্বপক্ষে শ্রোষ্যন্ বহির্ গ্রামাচ্ স্থালীপাকং তিলমিশ্রং প্রপরিহ্রাচাষায় বেদয়ীত ॥ ৩ ॥

অনু.— (মহানারী) শুনতে থাকবেন (বলে শিষ্য সূর্যের) উত্তরায়ণে গুরুপক্ষে গ্রামের বাহিরে (গিমে) তিল-মিশ্রিত স্থালীপাক পাক করে গুরুকে (তা) জানাবেন।

ব্যাখ্যা— পূর্বপক্ষ = আপূর্বমাপক্ষ, গুরুপক্ষ। কৃষ্ণপক্ষকে বলা হয় উত্তর পক্ষ। মহানারীর পাঠ নেওয়ার জন্য গুরু ও শিষ্যকে গ্রামের বাইরে যেতে হয়। স্থালীপাক = স্থালীতে নিয়ে পাক করা অন্ন (আ. গৃ. ১/১০ এবং গৃহ্য-কারিকা দ্র.)। স্থালীপাক প্রস্তুত হলে গুরুকে তা জানাতে হয়। স্থালীপাকের আগে বিনা মন্ত্রে নয় (৯) দেবতার উদ্দেশে আত্মতন্ত্রব্যের নির্বাণ ও প্রোক্ষণ করতে হয়। ঐ নয় দেবতার জন্য পরবর্তী সূ. দ্র.।

বিদিতো ব্রতসংশয়ান্ পৃষ্ট্বা লঘুমাভ্রাচ্ চেন্দ আপত্কারিতাঃ সূর্য অস্মারক্ জুহুমান্ অগ্নাবয়িচ্চরতি শ্রবিষ্ট
 ঋষীণাং পুত্রো অধিরাজ এষঃ। তস্মৈ জুহোমি হবিষা ঘৃতেন মা দেবানাং মোমুহদ ভাগধেয়ং মো
 অস্ম্যাকং মোমুহদ ভাগধেয়ং স্বাহা যা তিরশ্চী নিপদ্যতেহং বিধরশী ইতি। তাং স্বা স্বতস্য
 ধারয়া যজে সংরোধনীমহং স্বাহা। যস্মৈ স্বা কামকামায় বয়ং সম্রাড্ বজ্রামহে। তমস্মভ্যং
 কামং দদ্বাথেদং স্বং ঘৃতং পিব স্বাহা। অয়ং নো অগ্নিবিবিষ্য কৃণোত্বয়ং যুধঃ পুর এতু
 প্রতিপদন্। অয়ং শত্ৰুং জয়তু জর্হবাণোহয়ং বাজং জয়তু বাজসাতৌ স্বাহা।
 অসূরৈস্ত্যে চানুমৈস্ত্যে চ স্বাহা। প্রদাত্রে স্বাহা। ব্যাহতিভিষ্ চ পৃথক্ ॥ ৪ ॥

অনু.— (স্থালীপাকের কথা) জানা হলে (শিষ্যকে) ব্রতের ক্রটি (-সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করে (নিয়ে) যদি সামান্য
 কারণে আপদবশত (কোন ক্রটি) ঘটে থাকে (তাহলে শিষ্যকে গুরু) স্পর্শ করলে (গুরু) ‘অগ্না-’ (সূ.), ‘যা-’ (সূ.),
 ‘যস্মৈ-’ (সূ.), ‘অয়ং নো-’ (সূ.), ‘অসূ-’ (সূ.), ‘প্রদাত্রে-’ (সূ.) এবং পৃথক্ (পৃথক্) ব্যাহতি দ্বারা (ঐ স্থালীপাক)
 আচ্ছতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— গুরু যে ব্রতগুলি পালন করার কথা বলেছিলেন শিষ্য এতদিন তা ঠিক ঠিক পালন করেছেন কি-না শিষ্যের কাছ
 থেকে তা জেনে নেবেন। যদি দেখেন যে বেচ্ছায় নয়, অনিবার্য কারণেই ব্রতে সামান্য ক্রটি ঘটেছে তাহলে তিনি সেই ক্রটির জন্য
 কোন প্রায়শ্চিত্ত না করে শিষ্যকে স্পর্শ করে থেকে এই হোমগুলি করবেন। ‘পৃথক্’ বলায় মিলিত ভিনটি ব্যাহতি দ্বারা নয়, এক
 একটি ব্যাহতি দ্বারা এক একটি হোম করতে হবে। ব্রতে সচেতনভাবে বেচ্ছাজনিত কারণে বিশেষ ক্রটি ঘটে থাকলে শিষ্যকে
 দিয়ে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে নিয়ে আবার নূতন করে ব্রত পালন করার নির্দেশ দিতে হয়। এই নূতন ব্রতের একবছর পূর্ণ হলে
 তাঁকে মহানারী পাঠ দেওয়া হয়। ‘লঘুমাভ্রাশ্’ পাঠ হলে অর্থ হবে— ব্রতের অপরাধ অল্প হলে।

ছদ্মাহৈতং স্থালীপাকং সর্বমশানেতি ॥ ৫ ॥

অনু.— (গুরু সেই স্থালীপাক) আচ্ছতি দিয়ে (শিষ্যকে) বলেন ‘এতং-’ (সূ.)।

ব্যাখ্যা— স্থালীপাক আচ্ছতি দেওয়ার পরে বিষ্টকৃতের জন্য প্রয়োজনীয় অংশ সরিয়ে রেখে গুরু শিষ্যকে বলেন ‘এই স্থালীপাক
 খেয়ে নাও’। শিষ্য তখন অবশিষ্ট সমস্ত চকু খেয়ে নেন। স্থালীপাকের বিষ্টকৃত অংশের অনুষ্ঠান হবে শিষ্যের মাথায় পাগড়ী
 বাঁধার পর (১১ নং সূ. দ্র.)।

ভুক্তবস্ত্রম্ অপাম্ অঞ্জলিপূর্ণম্ আদিত্যম্ উপস্থাপয়েত্ স্বং ব্রতানাং ব্রতপতিরসি ব্রতং চরিব্যামি
 তজ্জকেয়ং তেন শকেয়ং তেন রাধ্যাসম্ ইতি ॥ ৬ ॥

অনু.— (আহতিশিষ্ট-) ভক্ষণকারী (শিষ্যকে গুরু) অঞ্জলিভর্তি জল দিয়ে সূর্যকে ‘স্বং-’ (সূ.) এই (মন্ত্রে) উপস্থান
 করাবেন।

ব্যাখ্যা— গুরু ‘উপতিষ্ঠাদিত্যম্’ অর্থাৎ ‘আদিত্যকে উপস্থান কর’ এই নির্দেশ দিলে শিষ্য অঞ্জলিভর্তি জল নিয়ে ‘স্বং-’ মন্ত্রে
 সূর্যের উপস্থান করেন। দ্র. যে. এর পর সূত্রে যেখানেই ক্রিয়াপদে গিচ্চপ্রত্যয় আছে সেখানেই গুরু স্রৈষ দেবেন এবং তার পর শিষ্য
 নির্দিষ্ট কথাটি করবেন।

সম্-প্রাপ্য সংমীল্য বাচং যজ্ঞেত্ কালম্ অস্তি-সম্-ঈক্ষমাণো যদা সম্-অগ্নিষ্যাদ্ আচার্ষেণ ॥ ৭ ॥

অনু.— (উপস্থান) শেষ করে (শিষ্য অবিলম্বে চোখ) বুজে যখন গুরুর সঙ্গে মিলিত হবেন (সেই) সময়কে মনে
 মনে প্রত্যক্ষ করতে করতে বাক্‌নিয়ন্ত্রণ করে থাকবেন।

ব্যাখ্যা—‘অভিসমীক্ষমাণঃ’ পদের অর্থ সম্ভবত এই যে, কতক্ষণে শুরু এসে আমাকে শেখাবেন, নির্ধারিত সময় ক্রমশ এগিয়ে আসছে, শুরু এসে শেখান শুরু করতে যাচ্ছেন, এই তো তিনি শুরু করছেন ইত্যাদি মনে মনে চিন্তা করা। শুরুর কালে কবে মহানারী শিখতে যাবেন তা পরবর্তী দু-টি সূত্রে বলা হচ্ছে।

একরাত্রি অধ্যায়োপবাদনাত্ ॥ ৮ ॥

অনু.—(একদিনেই) পাঠদান সম্ভব হলে একরাত্রি (মনে মনে ধ্যান করবেন)।

ব্যাখ্যা—অধ্যায় = পাঠ। উপবাসন = কাছে গিয়ে বসান, কাছে এনে শেখান। যদি শুরু মনে করেন যে, শিষ্য যেমন মেধাবী তা-তে একরাত্রি ধরে তাকে পড়ালেই সে মহানারী শিখে ফেলবে অথবা শিষ্যের যদি মনে হয় যে, আমাকে এক দিন শেখালেই শিখে যাব তাহলে শিষ্য একরাত্রি ধরে শুরুর আসন্ন পাঠদানের কথা মনে মনে ধ্যান করবেন এবং বাক-সংঘম অবলম্বন করে থাকবেন। পাঠ গ্রহণের জন্য তিনি আচার্যের সঙ্গে মিলিত হবেন দ্বিতীয় দিনে। গ্রন্থান্তরে ‘উপবাদনাত্’ পাঠ পাওয়া যায়।

ত্রিরাত্রিঃ নিত্যধ্যায়েন ॥ ৯ ॥

অনু.—অথবা প্রত্যহ পাঠ দ্বারা (শিখতে পারবেন বলে মনে হলে শিষ্য) তিন রাত্রি ধরে (ধ্যান করবেন)।

ব্যাখ্যা—নিত্য = ধারাবাহিক। অধ্যায় = অধ্যয়ন। বেশ কিছুদিন ধরে না শেখালে শিখতে পারব না বলে মনে হলে শিষ্য তিন রাত্রি ধরে ধ্যান করে চতুর্থ দিন শুরুর কাছে মহানারী শিখতে যাবেন।

তন্ম্ এব কালম্ অভিসমীক্ষমাণ আচার্যোহহতেন বাসসা ত্রিঃ প্রদক্ষিণং শিরঃ সমুখং বেষ্টমিদ্ধাহিতং

কালম্ এবংভূতোহস্বপন্ ভবেতি ॥ ১০ ॥

অনু.—ঐ সময়ই মনে মনে প্রত্যক্ষ করতে করতে শুরু নূতন বস্ত্র দিয়ে (শিষ্যের) মাথা সামনের দিকে তিনবার প্রদক্ষিণক্রমে বেষ্টন করে, বলেন ‘এতৎ-’ (সু.)।

ব্যাখ্যা—অহত = নূতন না-পরা না-হেঁড়া কাচা কাপড়। শিষ্যের নির্ধারিত সময়ের কথাই মনে মনে চিন্তা করতে করতে শুরু শিষ্যের মাথায় নূতন কাপড় বেঁধে দিয়ে বলেন ‘এই সময় ধরে এই অবস্থায় অনিদ্রিত হয়ে থাক’।

তং কালম্ অস্বপন্ আসীত ॥ ১১ ॥

অনু.—ঐ সময় ধরে (শিষ্য) অনিদ্রিত হয়ে থাকবেন।

ব্যাখ্যা—শিষ্যের মাথায় পাগড়ী বাঁধার পর শুরু স্থানীপাকের বিষ্টকৃত প্রভৃতি অবশিষ্ট অংশের অনুষ্ঠান করেন। শিষ্য মহানারী শেখার অপেক্ষায় এক অথবা তিন রাত্রি ধরে বিনিদ্র রজনী যাপন করেন।

অনুবক্ষ্যমাণেঃ পরাজিতায়াং শিষ্যায়িঃ প্রতিষ্ঠাপ্যাসিম্ উদকমণ্ডলুন্ অশ্বানম্ ইত্যন্তরতোঃয়োঃ কৃষা

বহুসতরীং প্রত্যগ্ভিদগ্ অসংলব্ধে বজ্জা ॥ ১২ ॥

অনু.—(মহানারী) বলা হতে থাকবে (বলে শিষ্য গ্রামের বাইরে গিয়ে) উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্নিকে স্থাপিত করে (ঐ) অগ্নির উত্তর দিকে খড়া, জলের কমণ্ডলু (এবং) পাথর রেখে উত্তর-পশ্চিম দিকে (উচ্চারিত মন্ত্র কাণে) শোনা যায় না (এমন এক) দূরত্বে একটি বাছুর বেঁধে (পরবর্তী সূত্রে নির্দিষ্ট কাজটি করবেন)।

ব্যাখ্যা—অপরাজিতা = ইশান দিক্, উত্তর-পূর্ব দিক্। স্থানীপাকের পরের দিন অথবা স্থানীপাক থেকে চতুর্থ দিনে আচার্য শিষ্যকে মহানারীর পাঠ দেন। সেই দিন অগ্নির কাছে উচ্চারিত মন্ত্র বাছুরের কান পর্যন্ত যেন না পৌঁছায় এমন এক দূরত্বে একটি বাছুর বেঁধে রাখতে হয়। শিষ্যের কোন আত্মীয়ই বাছুর বাঁধেন এবং পাত্রগুলিকে যথাস্থানে রেখে দেন। বাঁধার পরে আচার্যকে তা জানাতে হয়।

পশ্চাদ্ অয়েন্ আচার্বেস্ তৃশ্বেপবিশেদ্ অপরাজিতাং দিশম্ অভিসম্-ঈকমাণঃ ॥ ১৩ ॥

অনু.— (এর পর) আচার্য উত্তর-পূর্ব দিককে দর্শন করতে করতে অগ্নির পিছনে (পূর্বমুখী) তৃণগুলির উপরে বসবেন।

ব্রহ্মচারী লেপান্ পরিমুক্ত্য প্রদক্ষিণম্ অগ্নিম্ আচার্যঃ চ কৃদ্বোপসংগৃহ্য পশ্চাদ্ আচার্যস্যোপবিশেত্
তৃশ্বেষেব প্রত্যগ্দক্ষিণাম্ অভিসম্-ঈকমাণঃ ॥ ১৪ ॥

অনু.— ব্রহ্মচারী (শিষ্য নিজের দেহের ও মুখবিবরের) মালিন্য দূর করে অগ্নি এবং আচার্যকে প্রদক্ষিণ করে (এবং তাঁর) পাদস্পর্শ করে দক্ষিণ-পশ্চিম দিককে দেখতে দেখতে আচার্যের পিছনে (এ) তৃণগুলির উপরেই বসবেন।

ব্যাখ্যা— উপসংগৃহ্য = আলিঙ্গন করে, চরণ স্পর্শ করে। ‘উপসংগ্ৰহণং নাম অমুকগোত্রো সেবদস্তপমহিং ভো অভিবাদয়ে ইত্যুক্ষ্য স্পৃষ্টা দক্ষিণোত্তরপাণিত্যাং দক্ষিণেন পাণিনা গুরোৰ্ দক্ষিণং পাদং সবেদন সব্যং গৃহীত্বা শিরোহবনমনম্’ (শ্রুতার্থসার)।

পৃষ্ঠেন পৃষ্ঠং সন্নিধায় ব্রহ্মান্ মনসা মহানামীর্ ভোত্ অনব্রূহীতি ॥ ১৫ ॥

অনু.— পিঠ দিয়ে পিঠ জুড়ে মনে মনে (শিষ্য) বলবেন ‘মহা-’ (সু.)।

ব্যাখ্যা— বসে নিজের পিঠ গুরু পিঠের সঙ্গে ঠেকিয়ে শিষ্য গুরুকে মনে মনে বলবেন ‘হে (আচার্য), তুমি (আমাকে) মহানামীমন্ত্র বল’। পিঠ বলতে এখানে শরীরের বাহিরের অংশকে বুঝতে হবে— “পৃষ্ঠং নাম শরীরস্য বহিঃপ্রদেশঃ” (না.)।

পুনঃ পৃষ্টানুক্ৰোশিনে সমীল্যৈবানব্রূয়াত্ সপূরীষপদাস্ ত্রিঃ ॥ ১৬ ॥

অনু.— (শিষ্যকে গুরু) আবার (সব-কিছু) দ্বিভাষা করে যোগ্য (শিষ্যকে) চোখ বন্ধ করেই পুরীষপদাসমেত (মহানামী মন্ত্রগুলি) তিনবার বলবেন।

ব্যাখ্যা— মহানামীর ব্রত ঠিক ঠিক পালন করা হয়েছে কি-না শিষ্যের কাছে তা আবার জেনে নিয়ে গুরু চোখ বন্ধ করে ‘বিদ্যামঘবন-’ ইত্যাদি ন-টি মন্ত্র এবং ‘এবা হেবা-’ ইত্যাদি ন-টি পুরীষপদ তিনবার করে পাঠ করে শোনাবেন।

অনুচ্যোন্মুচ্যোক্ষীষম্ আদিত্যম্ ঈকরেন্ মিত্রস্য ত্বা চক্ষুবা প্রতীকে মিত্রস্য ত্বা চক্ষুবা সমীকে।

মিত্রস্য বশ্চক্ষুবানুবীকে ॥ ১৭ ॥ [১৭, ১৮]

অনু.— (গুরু সেই মন্ত্রগুলি) পাঠ করে (শিষ্যের) পাগড়ী খুলে (শিষ্যকে) ‘মিত্রস্য-’ (সু.) এই (মন্ত্রে) সূর্য দেখাবেন।

ব্যাখ্যা— গুরু ১০নং সূত্র অনুযায়ী শিষ্যের মাথায় যে পাগড়ী বেঁধে দিয়েছিলেন, তা এখন খুলে ফেলতে হয়। তার পর গুরু ‘আদিত্যম্ ঈকব’ এই নির্দেশ দিলে শিষ্য ‘মিত্রস্য-’ মন্ত্রে সূর্যের দিকে তাকান। ২২ নং সূত্রের বৃত্তি থেকে বোঝা যায় গুরু মন্ত্রগুলি পাঠ করার পর শিষ্যও সেগুলি পাঠ করেন— “আচার্যসকশাত্ ত্রিঃ ব্রহ্মা অনুপ্রবচনীঃ চ কৃত্বা ততোহধ্যয়নং কর্তব্যম্” (না.)।

ইতি দিশঃ সন্ভারায় ॥ ১৮ ॥

অনু.— এই (হচ্ছে) ‘দিকসন্ভার’ (নামে মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকার আগের সূত্রের বৃত্তিতে বলেছেন ‘ইতিভারথাত্ম্যাহরণে সূত্রচ্ছেদঃ’ অর্থাৎ ‘সমীকে’ পদের পরে ‘ইতি’ শব্দ উহ্য আছে ধরে নিয়ে ‘মিত্রস্য বশ্চক্ষুবানুবীকে’ অংশকে একটি পৃথক্ সূত্র বলে গণ্য করতে হবে।

পুনর্ আদিত্যং মিত্রস্য ত্বা চক্ষুবা প্রতিপশ্যামি বোহস্মান্ যেতি যং চ বরং বিদ্যন্তং চক্ষুবা

হেতুর্কচ্ছদ্বিতি ॥ ১৯ ॥ [১৮]

অনু.— (শিষ্য) আবার আদিত্যকে ‘মিত্রস্য-’ (সু.) এই (মন্ত্রে) দর্শন করবেন)।

ভূমি উপস্পর্শেদ অগ্ন ইতা নম ইতা নম ঋবিভ্যো মন্ত্রকদ্ভ্যো মন্ত্রপতিভ্যো নমো বো অস্ত দেবেভ্যঃ শিবা নঃ
শস্ত্রমা ভব সুমুখীকা সরস্বতি। মা তে ব্যোম সন্দৃশি। ভদ্রং কণ্ঠেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ শং ন ইচ্ছামী
ভবতামবোধিঃ স্তবে জনং সূত্রতং নব্যসীভিঃ কয়া নশিত্র আ ভুবদ্ ইতি তিসঃ স্যোনা
পৃথিবি ভবেতি ॥ ২০ ॥ [১৮]

অনু.— ‘অগ্ন-’ (সৃ.), ‘ভদ্রং-’ (১/৮৯/৮), ‘শং-’ (৭/৩৫), ‘স্তবে-’ (৬/৪৯/১), ‘কয়া-’ (৪/৩১/১-৩) ইত্যাদি
তিনটি (মন্ত্র), ‘স্যোনা-’ (১/২২/১৫)— এই (মন্ত্রগুলি পাঠ করে) ভূমি স্পর্শ করবেন।

সম-আপ্য সমানং সস্তারবর্জম্ ॥ ২১ ॥ [১৮]

অনু.— (মহানারী পাঠ) শেষ করে (মহাব্রত ও উপনিষদ্ শোনার জন্য) সস্তার ছাড়া (আর সব-কিছুই) সমান
(-ভাবে আবার করা হয়ে থাকে)।

ব্যাখ্যা— মহাব্রতের পাঠ নেওয়ার জন্য এক বছর ব্রত পালন করে সূর্যের উত্তরায়ণে গুরুপক্ষে গ্রামের বাইরে গিয়ে গুরুর
কাছ থেকে তা শিখতে হয়। মহানারীর মতো সব-কিছু নিয়মই মহাব্রতে পালন করতে হয়, তবে সস্তার অর্থাৎ ৩-১৯ নং সূত্রে যা
যা বলা হল সেই হোম ইত্যাদি কিন্তু মহাব্রতে করতে হয় না। উপনিষদ্ শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম।

এষ দ্বয়োঃ স্বাধ্যায়ধর্মঃ ॥ ২২ ॥ [১৯]

অনু.— (মহাব্রত ও উপনিষদ্ এই) দুই-এর অধ্যয়ন-বিধি (হল) এই।

ব্যাখ্যা— মহানারী শেখার জন্য যেমন কমপক্ষে এক বছর ব্রত পালন করে উত্তরায়ণের গুরুপক্ষে গ্রামের বাইরে গিয়ে
আচার্যের কাছ থেকে তিন বার মহানারী শুনে নিজে তা পাঠ করে তারপরে সেগুলি নিজেই অধ্যয়ন করেন, মহাব্রত ও উপনিষদের
অধ্যয়ন করতে গেলেও সেই একই নিয়ম। মহানারীর স্থানীপাক ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলি অবশ্য মহাব্রতে ও উপনিষদে বাদ যাবে।

আচার্যবদ্ একঃ ॥ ২৩ ॥ [২০]

অনু.— এক জন (শিষ্য হলে তিনি) আচার্যের মতো (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যদি একজন শিষ্য হয় তাহলে গুরুর মতো (১৩ নং সূত্র.) তিনিও মহাব্রত ও উপনিষদ্ (শ্রবণের সময়ে নয়) পাঠ
করার সময়ে উত্তর-পূর্বদিকে মুখ করে পাঠ করবেন। দুই বা বহু শিষ্য একসাথে পাঠ করলে কিন্তু এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। প্রত্যেক
শিষ্যের উদ্দেশ্যে ব্রতপালনের জন্য ‘নির্দেশ-দান’ থেকে শুরু করে পাঠদান পর্যন্ত নিয়মগুলি পৃথক পৃথক অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যয়নের
সময়ে সব শিষ্য একসাথে মিলে পাঠ করতে পারেন।

ফাঙ্কুনাদ্যা শ্রবণায়া অর্নধীতপূর্বাপাম্ অধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥ [২১]

অনু.— বারি আগে (শুনেছেন কিন্তু নিজেরা) অধ্যয়ন করেন নি তাঁদের পাঠ (করতে হয়) ফাঙ্কুন থেকে শ্রবণা
পর্যন্ত (সময়ে)।

ব্যাখ্যা— বারি গুরুর কাছে মহানারী, মহাব্রত অথবা উপনিষদের পাঠ নিয়ে থাকলেও নিজেরা তার পরে আর পড়েন নি,
তাঁরা ফাঙ্কুন মাস থেকে শ্রাবণী পূর্ণিমা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নিজেরদের চর্চার প্রয়োজনে তা পড়তে পারেন।

তৈষ্যাদ্যধীতপূর্বাপাম্ অধীতপূর্বাপাম্ ॥ ২৫ ॥ [২২]

অনু.— বারি আগে পড়েছেন তাঁদের (আবার তা চর্চার জন্য পাঠ করতে হয়) তৈষী (পূর্ণিমা) থেকে (শ্রাবণী
পূর্ণিমা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে)।

ব্যাখ্যা— তৈষী = পৌষ পূর্ণিমা। আগে পড়ে থাকলে আবার অনুশীলনের জন্য এই সময়ে চর্চা করবেন।

নবম অধ্যায়

প্রথম কণ্ডিকা (৯/১)

[অহীন এবং একাহের সাধারণ নিয়ম, দক্ষিণা, স্তোমবৃদ্ধিতে এবং স্তোমহানিতে কর্তব্য কর্ম]

উক্তপ্রকৃত্যোহীনৈকাহাঃ ॥ ১ ॥

অনু.— অহীন এবং একাহগুলি উক্ত-প্রকৃতিবিশিষ্ট।

ব্যাখ্যা— যে অহীন এবং একাহের কথা এই নবম এবং পরবর্তী দশম অধ্যায়ে বলা হবে সেগুলির প্রকৃতি হচ্ছে পূর্ববর্ণিত জ্যোতিষ্টোম যাগ এবং সত্বের চতুর্বিংশ প্রভৃতি মূল চক্রিণটি দিন। বিভিন্ন অহীন এবং একাহের অনুষ্ঠান এই দিনগুলির মতোই হয়। বৃত্তিকারের মতে সূত্রে ‘অহীন’ শব্দটিকে আগে রাখা হয়েছে পূর্ববর্তী বিসর্গের সঙ্গে সন্ধি করে অক্ষরসংখ্যা লাঘব করার জন্য।

সিদ্ধৈর্ অহোভির্ অহান্ম অতিদেশঃ ॥ ২ ॥

অনু.— (একাহ এবং অহীন) দিনগুলির (পূর্ব-) সিদ্ধ দিনগুলি দ্বারা অতিদেশ (করা হয়েছে)।

ব্যাখ্যা— পূর্ববর্তী সূত্রে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য একাহ ও অহীনগুলির অনুষ্ঠান জ্যোতিষ্টোম অথবা সত্রদিনের মতো হয়। এই সূত্রে তার মধ্যে কোন্ যাগগুলির অনুষ্ঠান সত্রদিনের মতো হয় তা বলা হচ্ছে। সত্রে যে দিনগুলির স্বরূপ সিদ্ধ হয়েছে রয়েছে এর পর থেকে সেই পূর্বসিদ্ধ দিনগুলির উল্লেখ করেই বিভিন্ন একাহ এবং অহীনের অনুষ্ঠানক্রম নির্দেশ করা হবে। কোথাও বলা হবে এই একাহের অথবা অহীনের অনুষ্ঠান সত্বের এই দিনটির মতো, কোথাও বা বলা হবে এই দিনটি সত্বের এই দিন। সত্রে এই দিনটির যে স্বরূপ আগে থেকে সিদ্ধ হয়েছে আছে অতিদিক্টহলে সেইভাবেই অনুষ্ঠান হবে। ‘সিদ্ধৈঃ’ বলায় কোন সূত্রে এই দিনটির মতো এ-কথা বলা না থাকলেও সেখানে পূর্বসিদ্ধ সত্রদিনেরই অতিদেশ হয়। ‘অহান্ম’ বলায় সূত্যানদিনেরই অতিদেশ হয়, দীক্ষাশীয়া এবং উপসদৃ ইষ্টির অনুষ্ঠান হবে এই বাগের নিজ বিশেষ নিয়ম অনুসারেই। প্রসঙ্গত ৯/২/৫; ৯/৮/২৮ ইত্যাদি সূ. দ্র.।

অনতিদেশে হ্বেকাহো জ্যোতিষ্টোমো দ্বাদশশতদক্ষিণস্ তেন শস্যম্ একাহানাম্ ॥ ৩ ॥

অনু.— অতিদেশ না হলে কিন্তু একাহ (যাগ) বারোশ-দক্ষিণা-বিশিষ্ট জ্যোতিষ্টোম (হবে)। একাহগুলির শব্দ এই (জ্যোতিষ্টোমের মতোই হবে)।

ব্যাখ্যা— যদি কোন বিকৃতি একাহের ক্ষেত্রে যাগটি সত্বের কোন দিনের মতো হবে তা নির্দেশ করা না থাকে তাহলে সেখানে চতুর্ধ থেকে ষষ্ঠ পর্যন্ত অধ্যায়ে বর্ণিত সাধারণ জ্যোতিষ্টোমেরই অনুষ্ঠান হবে এবং দক্ষিণা দেওয়া হবে বারোশ গরু। শব্দে পাঠ্য মন্তগুলিও হবে এই জ্যোতিষ্টোমেরই মতো। ‘অনিরুক্ত’ একাহেও (৯/১০/১ সূ. দ্র.) তাই যে অংশে চতুর্বিংশের মতো অনুষ্ঠান করতে বলা হয়েছে সেই অংশ ছাড়া অন্যান্য অংশের অনুষ্ঠান হবে জ্যোতিষ্টোমের মতোই।

গোআয়ুধী বিপরীতে দ্যাহানাম্ ॥ ৪ ॥

অনু.— দ্যাহ-যাগগুলির (ক্ষেত্রে অতিদেশ না থাকলে) বিপরীতক্রমে গোস্তোম এবং আয়ু-স্তোম (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— দ্র. যে, বৃত্তিকার এখানে বিপরীত বলতে ব্যত্যাশ বুঝেছেন। ৯/৮/১৯ সূত্রে অবশ্য ব্যত্যাশের অর্থ করেছেন তিনি আবর্ভন। ১০/১/১২ সূত্রে আগের পর্বত বর্ণিত যে দ্যাহ একাহগুলিতে কোন অতিদেশ নেই সেই একাহযাগগুলিতে প্রথম দিন আয়ুস্তোম এবং পরের দিন গোস্তোমের অনুষ্ঠান হবে। অহীনের দ্যাহের ক্ষেত্রে কিন্তু এই নিয়ম থযোজ্য নয়, কারণ সেখানে

১০/১/১৭ সূত্র অনুযায়ী অভিলব্ধবড়হের অতিদেশ করা হয়েছে। ‘অনতিদেশে’ পদটির অনুবৃতি থাকায় অতিদেশবিহীন একাহের অন্তর্গত ৯/২/১২ এবং ৯/৩/২৫ সূত্রে বর্ণিত দ্ব্যহের ক্ষেত্রেই তাই এই নিয়ম প্রযোজ্য। ‘দ্ব্যহানাং’ পদে বহুবচন ব্যবহার করায় যে দ্ব্যহগুলির কথা এখানে একাহের অধীনে বলা হয় নি কিন্তু গ্রহাঙ্করে পাওয়া যায় সেই দ্ব্যহগুলির ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য বলে বুঝতে হবে। উল্লেখ্য যে, গোষ্ঠ্যোম এবং আয়ুষ্ঠ্যোম দুই স্থলেই উক্ত্যের অনুষ্ঠান হয়। গোষ্ঠ্যোমে প্রাতঃসবনে প্রথম স্তোত্রে পঞ্চদশ, পরবর্তী চারটি স্তোত্রে ত্রিবৃত্ত; মাধ্যদিন সবনে সপ্তদশ এবং তৃতীয় সবনে একবিংশ স্তোম প্রয়োগ করা হয়। আয়ুষ্ঠ্যোমে গোষ্ঠ্যোমের অপেক্ষায় পার্থক্য শুধু এই যে, সেখানে প্রাতঃসবনে প্রথমে হয় ত্রিবৃত্ত স্তোম, পরে পঞ্চদশ স্তোম।

ত্র্যহানাং পৃষ্ঠ্যত্র্যহঃ পূর্বেতিপ্লবত্র্যাহো বা ॥ ৫॥

অনু.— ত্র্যহাণ্ডগুলির (ক্ষেত্রে অতিদেশ না থাকলে) পৃষ্ঠ্যের প্রথম তিন দিন অথবা অভিলব্ধবের (প্রথম) তিন দিন (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— যে-সব একাহে সূত্রের কোন বিশেষ দিনের অতিদেশ করা হয় নি, সেই-সব একাহের অধীনস্থ ত্র্যহের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম, যেমন ৯/২/১৭ স্থলে। আমাদের এই ৫নং সূত্রে ‘ত্র্যহ’ শব্দে বহুবচন থাকায় অলোচ্য হচ্ছে উল্লিখিত হয় নি এমন ত্র্যহাণ্ডেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

এবংপ্রায়শ্ চ দক্ষিণা অর্বাণ্ অতিরাত্রৈভ্যঃ ॥ ৬॥

অনু.— অতিরাত্রগুলির আগে (পর্যন্ত) এই-প্রকার দক্ষিণা।

ব্যাখ্যা— জ্যোতি প্রভৃতি অতিরাত্রের (১০/১/১-৯ সূ. দ্র.) আগে যে একাহাণ্ডগুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলির ক্ষেত্রে দক্ষিণা প্রায়ই ৩নং সূত্রের মতোই বারোশ করে হয়ে থাকে। সূত্রে ‘শ্রায়’ বলায় ‘অবহং পঞ্চাশচ্ছো দক্ষিণাঃ’ (৯/২/৩০ সূ. দ্র.) ‘সোমচমসো দক্ষিণা’ (৯/৭/৪৩ সূ. দ্র.) ইত্যাদি ক্ষেত্রে অবশ্য যেমন বলা আছে তেমনই দক্ষিণা হবে। সূত্রে ‘অতিরাত্র’ শব্দে বহুবচন থাকায় এখানে বিকৃতি একাহের অতিরাত্রগুলিকেই বুঝতে হবে। এই সূত্রে ‘অনতিদেশে’ পদটির অনুবৃতি নেই। তাই কোন বিশেষ সূত্রাদিনের অতিদেশ যেখানে হয়েছে সেখানেও বর্তমান সূত্রটি প্রযোজ্য।

সাহস্রাস্ ত্র্যতিরাত্রাঃ ॥ ৭॥

অনু.— অতিরাত্রগুলি কিন্তু সহস্র(দক্ষিণাবিশিষ্ট)।

ব্যাখ্যা— জ্যোতি প্রভৃতি অতিরাত্র এবং সূত্রে ‘ত্’ থাকায় তার পূর্ববর্তী সব অতিরাত্রেরও একহাজার করে দক্ষিণা দিতে হয়।

দ্ব্যহাস্ ত্র্যহাশ্ চ ॥ ৮॥

অনু.— দ্ব্যহ এবং ত্র্যহগুলিও (সহস্রদক্ষিণাবিশিষ্ট)।

ব্যাখ্যা— ১০/১/১২ সূত্রের পূর্ববর্তী একাহের অন্তর্গত দ্ব্যহ ও ত্র্যহ এবং ঐ সূত্রের পরবর্তী অধীনের অন্তর্গত দ্ব্যহ ও ত্র্যহের সহস্র দক্ষিণা। ‘অনতিদেশে’ পদটির অনুবৃতি নেই বলে বিধিটি অধীনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

যে তুর্যাসস্ ত্র্যহাদ্ অধীনাঃ তেবাং ত্র্যহে প্রসংখ্যারাহং ততঃ সহস্রাণি ॥ ৯॥

অনু.— যে অধীনগুলি ত্র্যহ থেকে বেশী (দিনের) সেগুলির (ক্ষেত্রে প্রথম) তিনদিনে এক হাজার (দক্ষিণা) ধরে তার পর প্রতিদিন এক হাজার (করে দক্ষিণা ধরবেন)।

ব্যাখ্যা— তিনদিন থেকে বেশী দিন ধরে সূত্র্য হলে প্রথম তিন দিনের জন্য এক হাজার দক্ষিণা দেবেন এবং তার পর প্রতিটি অতিরিক্ত দিনের জন্য আরও এক হাজার করে দক্ষিণা দিতে হবে। ফলে চতুরহে দু-হাজার, পঞ্চাহে তিন হাজার এবং বড়হে চার হাজার এইভাবে দক্ষিণা দিতে হবে।

সমাবত্ত্বের দক্ষিণা নিয়ে যুগ্ম ॥ ১০ ॥

অনু.— সমানভাবেই কিন্তু দক্ষিণাগুলি নিয়ে যাবেন।

ব্যাখ্যা— ছেব = তু + এব। সমাবত্ত্ব = সমান। যে অহীনে মোট যা দক্ষিণা তা সমান ভাগে ভাগ করে অহীনের প্রতিদিন তার একভাগ করে দক্ষিণা দিতে হবে। যেমন চতুরহে মোট দু-হাজার দক্ষিণা দিতে হলে প্রত্যেক দিন পাঁচশ করে দক্ষিণা দেবেন। সমানভাবে অর্থে ‘সমাবত্ত্ব’ শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

অতিরিক্তাস্তৃত্বমেহধিকাঃ ॥ ১১ ॥

অনু.— শেষ (দিনে) কিন্তু উদ্বৃত্ত (দক্ষিণা) বেশী (দেবেন)।

ব্যাখ্যা— অহীনের মোট দিনসংখ্যা দিয়ে দক্ষিণার মোট পরিমাণকে ভাগ করলে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে শেষ দিনে দক্ষিণার যে ভাগ তার সঙ্গে ঐ অবশিষ্ট দক্ষিণাও দিতে হবে। যেমন সপ্তরাত্রিবাগে শেষ দিনে $৫০০০ + ৭ = ৭১৪(+২) = ৭১৬$ দক্ষিণা দিতে হবে।

অতিদিশ্টানাং স্তোমপৃষ্ঠসংস্থান্যাহাদ অনন্যভাবঃ ॥ ১২ ॥

অনু.— অতিদেশপ্রাপ্ত (সূত্যাদিনগুলির) স্তোম, পৃষ্ঠ এবং সংস্থার অন্যথা হেতু (দিন ও শব্দ) অন্যরকম হয় না।

ব্যাখ্যা— যদি কোন অহীনে পূর্বসিদ্ধ কোন সূত্যা-দিন স্তোম, পৃষ্ঠ ও সংস্থা-সম্মত অতিদিশ্ট হওয়ার পরে উদ্গাতার অথবা অধ্বর্যুর কারণে স্তোমে, পৃষ্ঠে অথবা সংস্থায় আবার কোন পরিবর্তন ঘটে তাহলে যে দিনটির ঐ দিনে অতিদেশ ঘটেছে সেই অতিদিশ্ট সূত্যাদিনটির অনুষ্ঠানে হোতাদের ক্ষেত্রে কিন্তু কোন পরিবর্তন হয় না। ফলে তাঁদের ‘অতিদিশ্ট’ বাগের মন্ত্রগুলিকেই সেই দিনের শব্দ প্রভৃতিতে পাঠ করতে হয়। স্তোম প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে বলে অতিদিশ্ট দিনটির স্বরূপের কোন আমূল পরিবর্তন ঘটবে না, হোতাদের শব্দ প্রভৃতি সেই একই থাকবে।

নিত্যা নৈমিত্তিকা বিকারাঃ ॥ ১৩ ॥

অনু.— নিমিত্তঘটিত পরিবর্তনগুলি (কিন্তু) অবশ্যই (ঘটবে)।

ব্যাখ্যা— আগের সূত্র অনুসারে শব্দের মূল কাঠামো এক থাকলেও স্তোম পৃষ্ঠ, অথবা সংস্থার পরিবর্তন ঘটায় শব্দ প্রভৃতির আনুষঙ্গিক কিছু পরিবর্তন ঘটতে কিন্তু কোন বাধা নেই, ঐ আনুষঙ্গিক পরিবর্তনগুলি সেখানে ঘটতেই হবে।

মাধ্যম্বিনে তু হোতুর্ন নিচ্ছেবল্যে স্তোমকারিতং শস্যম্ ॥ ১৪ ॥

অনু.— মাধ্যম্বিন (সবনে) কিন্তু হোতার (মরুত্বতীয় এবং নিচ্ছেবল্য এই দুই) শব্দ নিচ্ছেবল্যস্তোম দ্বারা নির্ণীত (হবে)।

ব্যাখ্যা— প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্র যে স্তোমে পাওরা হবে হোতার পাঠ্য মরুত্বতীয় এবং নিচ্ছেবল্য শব্দে সূক্তের পরিমাণও সেই অনুযায়ী ঠিক হবে (৮/৫/৭ সূ. ব্র.), হির হবে সেখানে কোন নূতন সূক্তের সংযোজন ঘটতে হবে কিনা অথবা বর্তমান কোন সূক্তকে বাদ দিতে হবে কিনা। সূত্রে সবনবাচী মাধ্যম্বিনে না বলে শব্দবাচী ‘মাধ্যম্বিন’ বললেও চলত, তবুও তা বলায় মাধ্যম্বিন সবনে সোমাতিরেকের (৬/৭/৮ সূ. ব্র.) ক্ষেত্রেও প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্রের স্তোম অনুযায়ীই অতিরেকজনিত অতিরিক্ত শব্দে পাঠ্য সূক্তের পরিমাণ হির হবে। বৃত্তিকারের মতে মাধ্যম্বিনসবনে সোমাতিরেকে সূক্ত দিয়ে নয়, ঋক্ দিয়েই প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্রের এবং অতিরেকজনিত স্তোত্রের স্তোমকে অতিক্রম বা অতিশংসন করতে হয়। অতিরেকস্তোত্রে স্তোমের সংখ্যা পৃষ্ঠস্তোত্রের স্তোত্রের অপেক্ষার কম হলেও এই অতিশংসন করতে হবে। পৃষ্ঠস্তোত্র ও অতিরেকস্তোত্রের মধ্যে যেটি অধিকস্তোমযুক্ত, অতিরেকস্তোত্রে সেই অধিক স্তোমকেই অতিক্রম করতে হবে। সূত্রে ‘নিচ্ছেবল্য- স্তোমকারিতং’ পাঠও পাওরা যায়। এই পাঠই সঙ্গততর।

তদ্রোপজনন্ তাক্যবর্জন্ অগ্নে সূক্তানাম্ ॥ ১৫ ॥

অনু.— সেখানে (অতিরিক্ত সূক্তের) সংযোজন (ঘটবে), তাক্য (সূক্ত) ছাড়া (অন্য নিবিদ্যান) সূক্তগুলির আগে।

ব্যাখ্যা— স্তোমের আধিক্য হলে ৮/৫/৭ সূত্র অনুসারে মরুত্বীয় ও নিষ্কেবল্য শব্দে সূক্তের আধিক্য অর্থাৎ সংযোজন ঘটতে হয়। এই সংযোজন ঘটবে তাক্যসূক্ত ছাড়া অন্য নিবিদ্যান সূক্তগুলির আগে এবং এই আগন্ত নূতন সংযোজিত সূক্তেও নিবিদ্য বসাতে হবে। তাক্যসূক্তের আগে কিন্তু কোন সংযোজন ঘটতে নেই। এই সূত্রের ‘সূক্তানাম্’ পদটি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, অন্যত্র (৭/১/১৩ সূ. দ্র.) পাদের উদ্দেশ্য থাকলেও তাক্য-শব্দযুক্ত প্রতীকটি সূক্তেরই প্রতীক হবে, মন্ত্রের প্রতীক নয়। ‘সূক্তানাম্’ পদে বহুবচনটির বিশেষ কোন মূল্য নেই। যে সূক্ত বা সূক্তগুলি সেখানে বিহিত রয়েছে সেই এক বা একাধিক সূক্তের আগে সংযোজন ঘটতে হবে— এই হল অভিপ্রেত অর্থ।

হানৌ তত এবোদধারঃ ॥ ১৬ ॥

অনু.— (স্তোমের) হানি (ঘটলে) সেখান থেকেই বাদ (যাবে)।

ব্যাখ্যা— যদি বিকৃতিযোগে প্রথম পৃষ্ঠস্তোমেরে স্তোমহানি ঘটে অর্থাৎ প্রকৃতিযোগের বা অতিমিষ্ট যোগের অপেক্ষায় স্তোম হ্রাস পায়, তাহলে মরুত্বীয় এবং নিষ্কেবল্য শব্দে একাধিক সূক্ত থাকলে অতিসংশ্রাণ্ত যোগে এই দুই শব্দে প্রথম দিক্ থেকেই কিছু সূক্ত বাদ দিতে হবে। কতগুলি সূক্ত বাদ যাবে তা ঠিক হবে এই ‘যাবতো-’ (৮/৫/৭) সূত্র অনুসারেই এবং বাদ দিতে হবে প্রথম দিকের সূক্তগুলিই। সূত্রে ‘হানৌ’ না বললেও চলত, কিন্তু সূত্রকার তবুও তা বলেছেন এই অভিপ্রায়ে যে, কেবল মরুত্বীয় ও নিষ্কেবল্য শব্দে নয়, যে-কোন শব্দেই স্তোম হ্রাস পেলে এই নিয়মই অনুসরণ করতে হবে।

যেৎবাৎ ত্রিবৃত্তঃ স্তোমঃ স্যুন্ তৃচা এব তত্র সূক্তহানেষু ॥ ১৭ ॥

অনু.— ত্রিবৃত্ত-এর তলার যে-সব স্তোম হবে সেখানে সূক্তের স্থানে তৃচই (পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— যদি কোন সবনে কোন স্তোমে এক থেকে আট পর্যন্ত কোন একটি স্তোম প্রয়োগ করা হয় (যেমন— ৯/৫/১৯ সূত্রে বিহিত যোগে) তাহলে সেখানে আনুষঙ্গিক শব্দে সূক্তের পরিবর্তে হোতা ও হোত্রকদের তৃচই পাঠ করতে হবে। ‘এব’ বলার সব সবনেই সব ঋষিকের সব শব্দের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য।

যথা নিত্য্য নিবিসোংত্বাদ্-ইয়াত্ ॥ ১৮ ॥

অনু.— (এমনভাবে তৃচ) গ্রহণ করবেন যাতে নিবিদ্যগুলি (স্বরাপে ও যথাহানে) ছিন্ন (থাকে)।

ব্যাখ্যা— স্তোম হ্রাস পেলে ১৬নং সূত্র অনুযায়ী প্রথম দিকের সূক্তগুলি বাদ দিতে হয় এবং ১৭নং সূত্র অনুসারে শেষ সূক্তের স্থানে তৃচ পাঠ করতে হয় অর্থাৎ শেষ সূক্তের শেষ তৃচটিই পড়তে হয়, আগের সূক্ত ও মন্ত্রগুলি বাদ যায়। তৃচই এখানে সূক্ত। মূল যোগে সূক্তটিতে বিহিত যে নিবিদ্য তা তাই এই তৃচই পাঠ করতে হবে এবং তা সবন অনুযায়ী ‘একাং তৃচে, অর্থাৎ বুধাসু’ (৫/১৪/২৪, ২৫ সূ. দ্র.) সূত্র অনুসারে তৃচের নির্দিষ্ট স্থানেই পাঠ করতে হবে। ‘নিত্য্যঃ’ না বললেও এই নির্দিষ্ট স্থানেই নিবিদ্য পাঠ করা হত, তবুও তা বলার বুঝতে হবে যে অন্যত্রও কিছু না বলা থাকলে নিবিদ্য কখনও তার নিজ নির্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করবে না, নির্দিষ্ট স্থানেই তা পাঠ করতে হবে। কলে কোথাও ‘সূক্তমুখীয়’ প্রকৃতি দ্বারা মন্ত্রের পরিমাপের বৃদ্ধি ঘটলেও নিবিদ্যের নিজ স্থানের কোন পরিবর্তন সেখানে ঘটান চলবে না, সূক্তমুখীয় না থাকলে যেখানে নিবিদ্য পাঠ করতে হত, সূক্তমুখীয় মন্ত্র থাকলে সূক্তেও তা উপেক্ষা করে সবন অনুযায়ী সূক্তের ততগুলির মন্ত্রের পরেই নিবিদ্য বসাতে হবে।

দ্বিতীয় কণ্ঠিকা (৯/২)

[সৌমিক চাতুর্মাস্য]

উক্তানি চাতুর্মাস্যানি ॥ ১ ॥

অনু.— চাতুর্মাস্য (আগে) বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— ২/১৬-২০ খণ্ড ব্র.। "উক্তানুসঙ্গীতনং বক্ষ্যমাণেষু সোমেযু উপক্রমকালপ্রভৃতি- চাতুর্মাস্যশরীরস্য সর্বস্য পর্বসম্বন্ধস্য-পর্বসম্বন্ধস্য চ প্রাপ্যার্থং সংজ্ঞার্থং চ" (না.)। নামকরণের এবং পর্বগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত ও অসম্পর্কিত বিষয়ের প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সূত্রটি এখানে করা হয়েছে।

সোমান্ বক্ষ্যামঃ পর্বণাং স্থানে ॥ ২ ॥

অনু.— পর্বগুলির স্থানে সোমবাগ (করার কথা) বলব।

ব্যাখ্যা— চাতুর্মাস্যের কথা আগে বলা হয়েছে। এখানে সূত্রকার সেই চাতুর্মাস্যের পর্বগুলির স্থানে নানা সোমবাগ অনুষ্ঠান করার বলতে যাচ্ছেন।

অযুগলান্ একে ॥ ৩ ॥

অনু.— অন্যেরা যুগবিহীন (সোমবাগ করেন)।

ব্যাখ্যা— কেউ কেউ পর্বের স্থানে বিহিত সোমবাগে কোন যুগ ব্যবহার করেন না।

পরিধৌ পশুং নিযুজ্যতি ॥ ৪ ॥

অনু.— (তারা) পশুকে পরিধিতে বাঁধেন।

ব্যাখ্যা— যুগের পরিবর্তে ডান অথবা বাঁ দিকের পরিধিতেই পশুকে বাঁধা হয়, মাঝের অর্থাৎ পশ্চিম দিকের পরিধিতে বাঁধবেন না, কারণ তা হলে উপচার-সম্পর্কিত নিয়ম (৩/১/২৩ সূত্রের ব্যাখ্যা ব্র.) লঙ্ঘন করা হবে। সূত্রে 'পরিধি যুগো ভবতি' এ কথা বলা হয় নি, পরিধি তাই যুগ নয়। যুগকে লক্ষ্য করে যা যা করা হয় পরিধির ক্ষেত্রে সেই সেই সংস্কার তাই পালন করতে হয় না, কেবল ঐ পরিধিতে পশুকে বেঁধে রাখা হয় এই মাত্র। পরিধি শব্দ কাঠে তৈরী নয় বলে পশু বাতে পালিয়ে না যায় তার জন্য উপযুক্ত অন্য ব্যবস্থা কিছু করতে হয়।

কৈশ্বসে ব্যাঃ স্থানে প্রথমং পৃষ্ঠ্যাহঃ ॥ ৫ ॥

অনু.— কৈশ্বসেব (পর্বের) স্থানে পৃষ্ঠ্যের প্রথম দিনটি (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— ৭/১০/১-৩ সূ. ব্র.।

জনিষ্ঠা উগ্র উগ্রো জজ ইতি মধ্যদিনঃ ॥ ৬ ॥ [৫]

অনু.— (এই সোমবাগে) মধ্যাহ্নীয় এবং নিম্নেবল্য শব্দ (যথাক্রমে) 'জনিষ্ঠা' (১০/৭৩), 'উগ্রো' (৭/২০)।

ঐকাহিকা হোত্রাঃ (হোত্রকাঃ?) সর্বত্র প্রথমসম্পাত্তিকেষহঃকোহীভবতু ॥ ৭ ॥ [৫]

অনু.— সর্বত্র প্রথম-সম্পাত্ত-সম্পর্কিত (দিনগুলি বিচ্ছিন্নভাবে) একাধ (—রাগে প্রবৃত্ত) হতে থাকলে (মাধ্যদিন সকলে) হোত্রকসের মন্ত্রগুলি একাধ (জ্যোতিষ্যসের মতোই হবে)।

ব্যাখ্যা— একাহিক = একাহসম্পর্কিত অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমের মতো। প্রত্যেক ঋত্বিকে নিজ নিজ প্রথম সম্পাতসূক্তটি যে দিনগুলিতে পাঠ করতে হয় সেই দিনগুলির অর্থাৎ অভিন্নব এবং পৃষ্ঠ্য এই দুই ঋত্বকের প্রথম ও চতুর্থ দিনের এবং স্বরসাম ও ছন্দোমের প্রথম দিনের (৭/৩/৪, ৬; ৭/১০/১; ৭/৫/২০, ২২; ৮/৫/১০; ৮/৭/২৩ সূ. দ্র.) যদি কোন একাহযোগে অতিদেশ হয়, তাহলে ঐ একাহযোগের হোত্রকরা শত্রেয় যে দিনটির অতিদেশ সেখানে হয়েছে, মাধ্যম্নিন সবনে সেই সম্পাতসম্পর্কিত দিনের মন্ত্রগুলি পাঠ করবেন না, জ্যোতিষ্টোমের মন্ত্রগুলিই পাঠ করবেন। এখানে ৫নং সূত্র অনুযায়ী পৃষ্ঠ্যের প্রথম দিনটির অতিদেশ হওয়ায় এবং সেই দিন প্রথম সম্পাতসূক্ত পাঠ করতে হয় বলে আলোচ্য এই যোগে জ্যোতিষ্টোমের মন্ত্রগুলিই হোত্রকেরা পাঠ করবেন, পৃষ্ঠ্যের মন্ত্রগুলি পাঠ করবেন না। ‘কন্দবতাং-’ (৮/৪/১৭) সূত্র অনুযায়ী মৈত্রাবরুণ ও অচ্ছাবাকের শত্রেয় গঠন হচ্ছে এইরকম— স্তোত্রিয়, অনুরূপ, জ্যোতিষ্টোমের প্রগাথ, সম্পাতসূক্ত এবং জ্যোতিষ্টোমের অস্তিম সূক্ত। এই ছক অনুযায়ী মৈত্রাবরুণের দু-বার ‘এবা-’ এবং অচ্ছাবাকের দু-বার ‘ইমাম্-’ সূক্তটি পাঠ করার কথা (৫/১৬/১; ৭/৫/২০ সূ. দ্র.), কিন্তু ‘তদদৈবতম্-’ (৭/২/১৪, ১৫) সূত্র অনুসারে দু-জনেই প্রথমবারে অন্য একটি সূক্ত পাঠ করবেন। এর ফলে ঐ দুই হোত্রকই তাঁদের শত্রেয় জ্যোতিষ্টোমের উপাঙ্গিম সূক্তটি পাঠ করার কোন সুযোগ আর পান না। আলোচ্য সূত্রে জ্যোতিষ্টোমের রীতি অনুসরণ করতে বলে তাঁদের সেই সুযোগ করে দেওয়া হল। তাঁরা তাই যথারীতি জ্যোতিষ্টোমের ‘সদ্যো-’ এবং ‘ভূয়-’ এই দুই উপাঙ্গিম সূক্তই (৫/১৬/১, ৩) তাঁদের শত্রেয় মধ্যে পাঠ করবেন। ব্রাহ্মণাচ্ছবীর ক্ষেত্রে অবশ্য সম্পাত ও অস্তিম সূক্তটি নয়, উপাঙ্গিম সূক্তই অভিন্ন। তাঁর ক্ষেত্রে তাই জ্যোতিষ্টোমের প্রগাথ, জ্যোতিষ্টোমের উপাঙ্গিম সূক্ত (সম্পাতসূক্তও বটে) এবং অস্তিম সূক্ত পাঠ করাও যা, পৃষ্ঠ্যের প্রথম দিনের মতো পাঠ করাও তা-ই। এই সূত্রের ফলে তাঁর তাই কোন সুবিধা (?) হচ্ছে না। ৬নং সূত্রের ঠিক পরবর্তী সূত্র বলে এই নিয়ম কেবল মাধ্যম্নিন সবনেই প্রযোজ্য, অন্য দুই সবনে নয়।

বৈশ্বানরপার্জন্যে হবিষী অগ্নীষোমীয়স্য পশোঃ পশুপুরোডাশেহুয়াতয়েয়ুঃ ॥ ৮ ॥ [৬]

অনু.— অগ্নি-সোম-দেবতার পশু(-যোগের) পশুপুরোডাশ(-যোগে) বৈশ্বানর-পার্জন্য দেবতার যাগকে অধ্বায়াত করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রসঙ্গত ২/১৫/১, ২ সূ. দ্র.।

প্রাতঃসবনিকেষু পুরোডাশেষু বৈশ্বদেব্য হবীংহুয়াতয়েয়ুঃ ॥ ৯ ॥ [৬]

অনু.— প্রাতঃসবন-সম্পর্কিত পুরোডাশযোগের (মাঝে) বৈশ্বদেব (-পর্বসম্পর্কিত) যাগগুলি অধ্বায়াত করবেন।

বৈশ্বদেব্য পশুঃ ॥ ১০ ॥ [৬]

অনু.— (সবনীয় পশুযোগে) বৈশ্বদেব্যঃ দেবতার উদ্দেশে (পশু আহুতি দেওয়া হয়)।

বার্হস্পত্যগ্নবৃদ্ধ্যা ॥ ১১ ॥ [৭]

অনু.— অনুবৃদ্ধ্যা (পশু হবে) বৃহস্পতিদেবতার।

বরুণপ্রবাসস্থানে দ্যাহঃ ॥ ১২ ॥ [৮]

অনু.— বরুণপ্রবাসের স্থানে দ্যাহ (যাগ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— ‘দ্যাহ’ বলায় ৯/১/৪ সূত্র অনুসারে গোষ্টোম এবং আয়ুষ্টোমের বিপরীতক্রমে অর্থাৎ আগে আয়ুষ্টোমের, পরে গোষ্টোমের অনুষ্ঠান হবে।

উত্তরস্যাঙ্কঃ প্রাতঃসবনিকেষু পুরোডাশেষু বরুণপ্রবাসস্থানেহুয়াতয়েয়ুঃ ॥ ১৩ ॥ [৯]

অনু.— পরবর্তী দিনের প্রাতঃসবন-সম্পর্কিত পুরোডাশযোগের মাঝে বরুণপ্রবাসের হবির্বাগগুলিকে অধ্বায়াত করবেন।

ব্যাখ্যা— দ্ব্যহের দ্বিতীয় দিনে প্রাতঃসবনে সবনীয় পুরোডাশযাগের অনুষ্ঠানের সময়ে বরুণপ্রদাসের হবির্বাগগুলির অনুষ্ঠান করতে হয়।

মরুতবারুণৌ পশু ॥ ১৪ ॥ [১০]

অনু.— (সবনীয় পশুযাগে) দু-দিন যথাক্রমে মরুত্ এবং বরুণ দেবতার পশু (আছতি দিতে হয়)।

মৈত্রাবরুণ্যনুবধ্যা ॥ ১৫ ॥ [১১]

অনু.— অনুবধ্যা (পশু হবে) মিত্র-বরুণ দেবতার।

ব্যাখ্যা— দ্ব্যহে প্রাতঃসবনবাকের পূর্ববর্তী এবং পত্নীসংবোধের (৬/১৩/১ সূ. দ্র.) পরবর্তী অংশগুলির একবার মাত্র অনুষ্ঠান হয় বলে অনুবধ্যা পশুযাগের অনুষ্ঠান শুধু দ্বিতীয় দিনের সোমযোগেই করতে হবে।

অগ্নিস্তোম ঐন্দ্রায়স্থানে ॥ ১৬ ॥ [১২]

অনু.— ইন্দ্র-অগ্নি দেবতার (পশুযাগের) স্থানে (এখানে) অগ্নিস্তোম (যাগ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— চাতুর্মাস্যের অঙ্গ হিসাবে ইন্দ্র-অগ্নির উদ্দেশে যে পশুযাগ (২/১৭/২১ সূ. দ্র.) বিহিত হয়েছে এখানে তার পরিবর্তে অগ্নিস্তোম যাগ করতে হয়। বিশেষ কোন নির্দেশ না থাকায় সবনীয় ও অনুবধ্যা পশুযাগ হবে অগ্নিস্তোমেরই মতো। পর্বসম্পর্কিত নয় বলে ৩নং সূত্র এখানে প্রযোজ্য নয়। একই কারণে ৩/৮/২১ সূত্রের পশুযাগকে এখানে বুঝলে চলবে না।

সাকমেধস্থানে ত্র্যাহোতিরাত্রান্তঃ ॥ ১৭ ॥ [১৩]

অনু.— সাকমেধের স্থানে শেষে অতিরাত্র (আছে এমন) ত্র্যহ (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— ‘ত্র্যহ’ বলায় ৯/১/৫ সূত্র অনুসারে পৃষ্ঠ্য অথবা অতিপ্রব বড়হের প্রথম তিন দিনের অনুষ্ঠান হবে, তবে এখানে তৃতীয় দিনে বড়হের তৃতীয় দিনের মতো অনুষ্ঠান না করে জ্যোতিষ্টোমের অতিরাত্রেরই অনুষ্ঠান করতে হবে।

দ্বিতীয়স্যাহোহনুসবনং পুরোডাশেষু পূর্বেদ্যুর্ হবীষি ॥ ১৮ ॥ [১৪]

অনু.— (ঐ ত্র্যহের) দ্বিতীয় দিনের প্রত্যেক সবনে (সবনীয়) পুরোডাশযাগের মাঝে (সাকমেধপূর্বের) পূর্বদিন (যে) হবির্বাগগুলি (করতে হয় সেগুলিকে যথাক্রমে অঘ্নায়াত করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রত্যেক সবনে সবনীয় পুরোডাশযাগে সাকমেধপূর্বের পূর্বদিনে অনুষ্ঠিত হবির্বাগগুলির একটি করে যাগ (২/১৮/২ সূ. দ্র.) অঘ্নায়াত করতে হয়।

তৃতীয়েহনুপাংখত্ত্যামৌ হুত্বা পৌর্ণদর্বং, প্রাতঃসবনিকেষু ক্রৈড়িনম্ ॥ ১৯ ॥ [১৫]

অনু.— (ত্র্যহের) তৃতীয় দিনে উপাংখ এবং অন্তর্ব্যাম (গ্রহ) আছতি দিয়ে পৌর্ণদর্ব (হোম করবেন)। প্রাতঃসবন-সম্পর্কিত (পুরোডাশযাগের মাঝে) ক্রীড়িন দেবতা (-সম্পর্কিত ইষ্টিবাগ অঘ্নায়াত করবেন)।

ব্যাখ্যা— পৌর্ণদর্ব হোম ও ক্রীড়িনী ইষ্টির জন্য ২/১৮/১৪-১৯ সূ. দ্র.।

মাধ্যম্নিনেষু মাহেজ্জাষি ॥ ২০ ॥ [১৬]

অনু.— মাধ্যম্নিনসবন-সম্পর্কিত (সবনীয় পুরোডাশযাগের মাঝে) মাহেজ্জ দেবতার যাগ (অঘ্নায়াত করবেন)।

ব্যাখ্যা— মাহেজ্জযাগের জন্য ২/১৮/২০ সূ. দ্র.।

অন্তরেণ দ্বৃতযাজ্যে দক্ষিণে মার্জালীয়ে পিত্র্যা ॥ ২১ ॥ [১৭]

অনু.— দুই দ্বৃতযাজ্যের মাঝে দক্ষিণ মার্জালীয়ে পিত্র্যা-ইষ্টি (অধ্বায়াত করা হয়)।

ব্যাখ্যা— এই দিন দুই দ্বৃতযাজ্যের (৫/১৯/২ সূ. প্র.) মাঝে ডান দিকের মার্জালীয় বিবেক্য পিত্র্যেষ্টির (২/১৯/১-৪১ সূ. প্র.) অনুষ্ঠান অধ্বায়াত করতে হয়। মহারত্রে উত্তর দিকেও একটি মার্জালীয় থাকে বলে এখানে সূত্রে ‘দক্ষিণ’ শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে।

তত্বোপস্থানং যথানতিপ্রণীয় চরতাম্ ॥ ২২ ॥ [১৮]

অনু.— ঐ (পিত্র্যেষ্টিতে) অতিপ্রণয়ন না করে যারা অনুষ্ঠান করেন (তাদের) যেমন (উপস্থান করতে হয় এখানেও তেমন) উপস্থান (হবে)।

ব্যাখ্যা— অনতিপ্রণীতচর্যায় (২/১৯/৩৬ সূ. প্র.) যেমন আবর্তন না করে উপস্থান করা হয় এখানে পিত্র্যেষ্টিতেও ঠিক তেমনভাবেই উপস্থান করতে হবে।

অনুব্রজ্যায়ঃ পশুপুরোডাশ আদিত্যম্ অধ্বায়াতয়েয়ুঃ ॥ ২৩ ॥ [১৯]

অনু.— অনুব্রজ্যায় পশুপুরোডাশ (যাগে) আদিত্য (দেবতার যাগ-)কে অধ্বায়াত করবেন।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে পরিসংখ্যার অপেক্ষায় অনুবাদ অর্থাৎ পুনরুক্তি স্বীকার করাই ভাল। এই সূত্রে তাই ‘অধ্বায়াতয়েয়ুঃ’ শব্দের আবার উল্লেখ করা হয়েছে পূর্ববর্তী সূত্রগুলিতেও যে এই শব্দটির অনুবৃত্তি হচ্ছে তা বোঝাবার জন্যই, অনুবৃত্তির নিষেধের জন্য নয়। আদিত্য-ইষ্টির জন্য ২/১৯/৪৪ সূ. প্র.।

আগ্নৈষ্যৈত্র্যৈকাদশিনাঃ পশবঃ ॥ ২৪ ॥ [২০]

অনু.— (তিন দিন সবনীয় পশুযাগে যথাক্রমে) অগ্নিদেবতার (পশু), ইন্দ্র-অগ্নি দেবতার (পশু) এবং ঐকাদশিন পশু (আহুতি দিতে হবে)।

ব্যাখ্যা— গ্রাহের প্রথম দিন অগ্নি দেবতার উদ্দেশে, দ্বিতীয় দিন ইন্দ্র-অগ্নি দেবতার উদ্দেশে এবং তৃতীয় দিন অগ্নি, সরস্বতী প্রভৃতি বিভিন্ন ঐকাদশিন দেবতার উদ্দেশে সবনীয় পশুযাগে পশু আহুতি দিতে হয়।

সৌর্যানুব্রজ্যা ॥ ২৫ ॥ [২১]

অনু.— অনুব্রজ্যা (পশু হবে) সূর্যদেবতার।

ব্যাখ্যা— গ্রাহে অনুব্রজ্যা পশুযাগ হয় শুধু শেষ দিনেই। সেই দিন সূর্যদেবতার উদ্দেশে পশু আহুতি দিতে হয়। প্রসঙ্গত ১৫নং সূত্রের ব্যাখ্যা প্র.।

অগ্নিষ্টোমঃ শুনাসীরীয়ায়াঃ স্থানে ॥ ২৬ ॥ [২২]

অনু.— শুনাসীরীয় (পর্বের ইষ্টি)-র স্থানে অগ্নিষ্টোম (যাগ করতে হয়)।

প্রাতঃসবনিকেষু পুরোডাশেষু শূনাসীরীয়ায়া হবীংষ্যধ্বায়াতয়েয়ুঃ ॥ ২৭ ॥ [২২]

অনু.— প্রাতঃসবন-সম্পর্কিত (সবনীয়) পুরোডাশযাগগুলির মাঝে শুনাসীরীপর্বের হবীংষ্যগুণি অধ্বায়াত করবেন।

ব্যাখ্যা— এখানেও ‘অধ্বায়াতয়েয়ুঃ’ শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে ২৩ নং সূত্রের মতো একই কারণে।

বারম্বাঃ পশুঃ ॥ ২৮ ॥ [২৩]

অনু.— (এখানে শুনাসীরপর্বের অগ্নিষ্টোমে) বায়ুদেবতার পশু (সবনীয় পশু) যোগে আহুতি দিতে হয়।

আশ্বিনানুবজ্জা ॥ ২৯ ॥ [২৪]

অনু.— অনুবজ্জা (পশু হবে) অশ্বী-দেবতার।

পঞ্চাশচ্ছো দক্ষিণাঃ ॥ ৩০ ॥ [২৫]

অনু.— প্রতিদিন পঞ্চাশ পঞ্চাশ করে (গরু) দক্ষিণা।

ব্যাখ্যা— চাতুর্মাস্যে যে আটটি সোমযোগের দিনের কথা বলা হল (৫, ১২, ১৬, ১৭, ২৬ নং সূ. দ্র.) সেই দিনগুলির প্রতিটিতে পঞ্চাশটি করে গরু দক্ষিণা দিতে হয়। লাটায়ন-শ্রৌতসূত্রে বলা আছে ‘সংখ্যামাত্রৈ চ দক্ষিণা গাবঃ’ (৮/১/২) অর্থাৎ দক্ষিণায় সংখ্যার উল্লেখ থাকলে ততগুলি গরু দক্ষিণা হয় বলে বুঝতে হবে। কাট্যায়ন-শ্রৌতসূত্রেও বলা হয়েছে ‘অলিঙ্গ-গ্রহণে গৌঃ সর্বত্র’ (কা. শ্রৌ. ১৫/২/১৩)।

তৃতীয় কৃত্তিকা (৯/৩)

[রাজসূয়— পবিত্র, চাতুর্মাস্য, চক্র, অভিষেকনীয়, সংস্পৃশ্য, দশপেয়, কেশবপনীয়, ব্যাধিহ্য, ক্রস্মা যুতি]

অথ রাজসূয়াঃ ॥ ১ ॥

অনু.— এর পর রাজসূয় (বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— শা. ১৫/১২/২ অনুযায়ী এই যোগে ভৃগুগোত্রের ঋত্বিকৃই হোতা হন। ‘অথ’ অধিকার (প্রসঙ্গ) অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। যে সোম, পশু ও ইষ্টি যেগুলির কথা এ-বার বলা হচ্ছে সেগুলির সবই ‘রাজসূয়’। কিন্তু তৃতীয় কৃত্তিকায় যে সোমযোগগুলির কথা বলা হয়েছে কেবল সেগুলিই ‘চাতুর্মাস্য’ নামে চিহ্নিত হবে।

পুরস্তাত্ ফাঙ্ঘন্যাঃ পৌর্ণমাস্যাঃ পবিত্রেণাঘিষ্টোমেনাভ্যারোহণীরেন যজ্ঞেত ॥ ২ ॥

অনু.— ফাঙ্ঘনী পূর্ণিমার আগে অভ্যারোহণযোগ্য পবিত্র (নামে) অগ্নিষ্টোম দ্বারা যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— যাগটির নাম ‘পবিত্র’ এবং এই যোগে অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠান করতে হয়। পূর্ণিমার আগে গুরুপক্ষের মথৌই দীক্ষা, উপসম এবং সুভ্যার অনুষ্ঠান করবেন। এই যোগে তিন অথবা চার দিন দীক্ষণীয়া ইষ্টি, তিন দিন উপসম এবং একদিন সুভ্যা। এর পর কেউ কেউ কয়েক দিন ধরে অনুমতি, অমিতি, অগ্নি-বিকৃ প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে একটি করে ইষ্টিযোগ করেন। শা. অনুযায়ী মাঘী অমাবস্যার একদিন পরে অর্থাৎ ফাঙ্ঘনের প্রথম দিনে এই যোগের দীক্ষণীয়া ইষ্টি অনুষ্ঠিত হয় এবং অষ্টম দিনে হয় সুভ্যা— ‘মাঘ্যা অমাবস্যায় একাহ উপরিষ্টাৎ দীক্ষেত পবিত্রায়..... অগ্নিষ্টোমঃ; অষ্টম্যাং সুভ্যাম্ অহঃ’— ১৫/১২/৩, ৪, ৬।

পৌর্ণমাস্যাং চাতুর্মাস্যানি প্রযুক্তে ॥ ৩ ॥

অনু.— (ফাঙ্ঘনী) পূর্ণিমায় চাতুর্মাস্য আরম্ভ করেন।

ব্যাখ্যা— এই চাতুর্মাস্যে বৈশ্বানর-পার্জন্য ইষ্টির অনুষ্ঠান করতে হয় না। পূর্ণিমার দিন বৈশ্বদেবপর্বের অনুষ্ঠান হয়। “ফাঙ্ঘন্যাং প্রযুক্ত্য চাতুর্মাস্যানি; ষাণ্মাস্যাং চ পশুন্; মাঘ্যাং শুনাসীরীম্; উত্তরং মাসম্ ইষ্টিভিঃ”— শা. ১৫/১২/৮-১১।

নিজ্যানি পৰাণি ॥ ৪ ॥

অনু.— (চাতুর্মাস্যের) মূল পর্বগুলি (ই এখানে অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— এখানে সৌমিক চাতুর্মাস্যের নয়, মূল চাতুর্মাস্যেরই অনুষ্ঠান হয়। এই চাতুর্মাস্য স্বাধীন, সৌমিক চাতুর্মাস্যের মতো পরতন্ত্র নয়।

চক্রগাত্যং তু পৰ্বত্বৈরু চরন্তি ॥ ৫ ॥

অনু.— (চাতুর্মাস্যের) পর্বগুলির মাঝে দর্শযাগ এবং পূর্ণমাস যাগ দ্বারা অনুষ্ঠান করবেন।

ব্যাখ্যা— চক্র = দর্শ-পূর্ণমাস যাগ অথবা সৌর-চান্দ্রমাসী ইষ্টি (৯/৮/১ সূ. দ্র.)। চাতুর্মাস্যের দু-টি দু-টি পর্বের মাঝে প্রতিদিন দর্শ-পূর্ণমাস যাগের অনুষ্ঠান করতে হয়। পরবর্তী সূ. দ্র.।

অহরবিপৰ্যয়ং পক্ষবিপৰ্যয়ং বা ॥ ৬ ॥

অনু.— (দর্শপূর্ণমাসে) দিনের পর্যায়ক্রম অথবা পক্ষের পর্যায়ক্রম (ঘটাবেন)।

ব্যাখ্যা— চক্র বা দর্শপূর্ণমাস যাগ করার সময়ে একদিন পৌর্ণমাসযাগ, পরের দিন দর্শযাগ, তৃতীয় দিন পৌর্ণমাসযাগ, চতুর্থ দিন দর্শযাগ এই একান্তর ক্রমে অথবা কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপদ থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত প্রত্যহ পৌর্ণমাসযাগ এবং শুক্লপক্ষে প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রতিদিন দর্শযাগ এইভাবে প্রচলিত ক্রমের বিপরীতভাবে পর্যায়ক্রমে দর্শপূর্ণমাসের অনুষ্ঠান করবেন। উল্লেখ্য যে, কার্তিকী পূর্ণিমার আগের দিন দর্শযাগ শেষ করে সাক্ষমেধ শুরু করা হয়। পূর্ণিমার দিন সাক্ষমেধ শেষ হলে দর্শযাগ হয়।

সংবৎসরাস্তে সমানপক্ষে অভিষেচনীন্দশপেত্রৌ ॥ ৭ ॥

অনু.— বৎসর শেষ হলে সমানপক্ষে অভিষেচনীয় এবং দশপেয় (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— চাতুর্মাস্যের শেষ পর্ব এক বছর পরে কাছানী পূর্ণিমার শেষ হলে সমান পক্ষে অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে অতিক্রম করে একই শুক্লপক্ষে অভিষেচনীয় এবং দশপেয় নামে দু-টি সোমযাগ করতে হয়। কাছানী পূর্ণিমার শুভাসীর পর্ব শেষ হওয়ার পরে (কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চদশী বা অমাবস্যা অথবা) শুক্লপক্ষের প্রতিপদের দিন অভিষেচনীয় সোমযাগের জন্য দীক্ষণীয়েষ্টি করা হয় এবং (শুক্ল চতুর্দশী অথবা) পঞ্চমীর দিন হয় সূত্যা অর্থাৎ আসল সোমযাগ। এর পর (ঐ চতুর্দশী অথবা পঞ্চমী থেকে) সাত দিন ধরে চলে ‘সংসূপ’ ইষ্টি। শুক্ল একাদশীর (অথবা দ্বাদশীর) দিন দশপেয় যাগের জন্য দীক্ষণীয়েষ্টি করতে হয়। পরবর্তী তিন দিন উপসম্ এবং চৈত্রী পূর্ণিমার দিন হয় দশপেয়-র সূত্যা বা মূল অনুষ্ঠান। অথর্বসূত্রের রীতি অনুসরণ করে অভিষেচনীয় এবং দশপেয়ের দীক্ষণীয়া ইষ্টির অনুষ্ঠান একসঙ্গে করে সোমক্রম প্রভৃতির অনুষ্ঠান পৃথক পৃথক করলেও চলে। অভিষেচনীয় শুরু করার আগে কেউ কেউ আট দিন ধরে অনুমতি প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে একটি করে ইষ্টিযাগ, তার পরে পাঁচক চাতুর্মাস্য, চতুর্দশিক (চার দেবতার উদ্দেশে চার দ্ব্যেয়) ইন্দ্রতুরীয়, পঞ্চদশিক, অশ্বিনাশ্বিনী, পাঁচটি দেবিকাশ্বিনী, তিনটি ত্রিহবিঃ (তিন তিন দেবতার উদ্দেশে তিনটি) যাগ, একটি কৈশানর ইষ্টি, একটি ব্যরশী ইষ্টি এবং বারো দিন ধরে সেনানী, গ্রামশী অশ্বাবান প্রভৃতি এক এক ব্যক্তির বাড়ীতে এক এক দিন গিয়ে এক একটি ‘রত্নিহবিঃ’ নামে ইষ্টিযাগের অনুষ্ঠান করেন। এর পর ইন্দ্র সুর্য্যামা এবং ইন্দ্র অংহোমুকের উদ্দেশে একটি করে ইষ্টিযাগও করা হয়। অভিষেচনীয় পশুযাগের সময়ে অনেকে আবার আটটি দেবসূযাগ করেন। “কাছান্যং দীক্ষতে অভিষেচনীন্দশপেত্রায়াম্; যাদান দীক্ষাস্ তিন উপসদঃ; সূত্যাং যোডশম্ অহঃ”— শা. ১৫/১২/১২-১৪।

উক্খ্যো বৃহৎপৃষ্ঠ উত্তরসামভিষেচনীয়াঃ ॥ ৮ ॥

অনু.— অভিষেচনীয় (হবে) উত্তরসামভিষিষ্ট বৃহৎপৃষ্ঠবৃদ্ধ উক্খ্য।

ব্যাখ্যা— অভিষেচনীয় সোমযাগে উক্খ্যের অনুষ্ঠান হয়। এই দিন আখ্যানি পবমানত্রোরে রথতর সাম এবং প্রথম পৃষ্ঠত্রোরে বৃহৎ সাম গাওয়া হয়। কলে এই যাগটি উত্তরসাম-ভিষিষ্ট এবং সেই কারণে বৃহৎসামের কোনি নিবেদ্যশ্রোত্রের স্তোত্রিরূপে

এবং রথভ্রমের যোনি যোনিহানে পাঠ করতে হয়। এই সোমবাগে নদী, কূপ, সমুদ্র প্রভৃতি সতের জায়গায় জল এনে সেই জলে মাধ্যমিনসবনে নিচ্ছেবল্য শব্দের আগে রাজার অভিষেক সম্পন্ন করা হয়। প্রত্যেকটি জলের নিজ নিজ প্রতীকী মাহাত্ম্য আছে। শ. ব্রা. ৫/৩/৪ হ্র.। দুধ, দই, ঘি ও মধু মিশিয়ে গলাশ, ডুমুর, অশ্বখ এবং বট গাছের কণ্ঠে তৈরী চারটি পায়ে সেই জল রেখে দেওয়া হয়। মাহেন্দ্রস্তোত্র গান করার সময়ে রাজাকে মৈত্রাবরুণ-ধিবেগের সামনে এনে চার ঋত্বিক চার দিক থেকে ঐ জল দিয়ে অভিষিক্ত করেন। অভিষেকের কারণেই এই সোমবাগের নাম হয়েছে ‘অভিষেচনীর’।

সংস্থিতে মরুত্বতীরে দক্ষিণত আহবনীয়স্য হিরণ্যকশিপাব্ আসীনোঃ প্রতিবিক্তার পুরোহিত্যপরিবৃত্তার
রাজ্ঞে শৌনঃশেপম্ আচক্ষীত ॥ ৯ ॥

অনু.— (অভিষেচনীয়ে) মরুত্বতীরশব্দে শেব হলে (প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্র আরম্ভ হওয়ার আগে হোতা) আহবনীয়ের দক্ষিণে সোনার মাদুরে বসে থেকে পুত্র এবং অমাত্য দ্বারা পরিবেষ্টিত অভিষিক্ত রাজাকে শুনঃশেপের (কাহিনী) বলবেন।

ব্যাখ্যা— অমাত্য = প্রশাসনিক কর্মে নিযুক্ত মন্ত্রী প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। শৌনঃশেপ = শুনঃশেপের উপাখ্যান, ‘হরিশ্চন্দ্রো বৈদ্যঃ’ ইত্যাদি অংশ (ঐ. ব্রা. ৩৩-এর অধ্যায় হ্র.)। হিরণ্যকশিপু = সোনার তৈরী মাদুর বা মোড়া। শা. ১৫/১৭-২৭ অংশে শৌনঃশেপের আখ্যান বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হয়েছে।

হিরণ্যকশিপাব্ আসীন আচষ্টে হিরণ্যকশিপাব্ আসীনঃ প্রতিগৃণাতি যশো বৈ হিরণ্যং
যশসৈবৈনং তত্ সমর্থরতি ॥ ১০ ॥

অনু.— (হোতা) হিরণ্যকশিপুতে বসে থেকে (শৌনঃশেপ) বলেন, (অধ্বর্যু) হিরণ্যকশিপুতে বসে থেকে প্রতিগর পাঠ করেন। হিরণ্য যশই; যশ দ্বারাই (তঁারা) এই (যজ্ঞমানকে) সমর্থ করেন।

ব্যাখ্যা— যেহেতু সুবর্ণ যশই সেই কারণে হোতা এবং অধ্বর্যু সোনার আসনে বসে মন্ত্রপাঠ করেন এবং যজ্ঞমান বর্ণাসনে বসে তা শোনেন। এর ফলে পৃথিবীতে যজ্ঞমানের যশ বর্ধিত ও সুশ্রুতিষ্ঠিত হয়।

ওম্ ইত্য্যচঃ প্রতিগর এবং তথোতি গাথারায় ॥ ১১ ॥

অনু.— (শৌনঃশেপে যেমন) ঋক্মন্ত্রের প্রতিগর ‘ওম্’ তেমন গাথার (প্রতিগর) ‘তথা’।

ব্যাখ্যা— গাথা = যে গদ্যবদ্ধ মন্ত্র ওম্ ব্রাহ্মণগ্রন্থেই পাওয়া যায় “সর্বত্র ব্রাহ্মণজাঃ স্রোত্র গাথা ইত্য্যচ্যতে” (না.)। শুনঃশেপ-উপাখ্যানের পাঠের সময়ে অধ্বর্যু প্রত্যেক ঋক্মন্ত্রের শেষে ‘ওম্’ এবং প্রত্যেক গাথার শেষে ‘তথা’ এই প্রতিগর পাঠ করবেন। অন্যত্র ব্রাহ্মণবাক্যগুলিতে কেন প্রতিগর হবে না। গদ্যাংশগুলি পড়ে খেমে ঋক্ ও গাথা পাঠ করতে হয়। ‘কস্য নুনং-’ ইত্যাদি হচ্ছে ঋক্। ‘বং বিমং-’ ইত্যাদি হল গাথা।

ওম্ ইতি বৈ সৈবং তথোতি মানুষং সৈবৈনং তন্ মানুবেণ চ পাপাদ্ এনসঃ প্রমুঞ্চতি ॥ ১২ ॥

অনু.— ‘ওম্’ হচ্ছে দেবতা-সম্পর্কিত (এবং) ‘তথা’ মনুষ্য-সম্পর্কিত (অনুমতিবাচী শব্দ)। তাই দেবতা-সম্পর্কিত এবং মনুষ্য-সম্পর্কিত (অনুমতি-সূচক শব্দ) দ্বারা এই (যজ্ঞমানকে অধ্বর্যু) মহাপাপ (এবং) অল্প পাপ থেকে উদ্ধার করেন।

ব্যাখ্যা— তত্ = সেই কারণে। ওম্ এবং তথা এই দুই প্রতিগর রাজাকে অল্প এবং মহা পাপ থেকে উদ্ধার করে। দেবতা ও যেসব ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া হয় ‘ওম্’ বলে এবং মানুষের ক্ষেত্রে তা দেওয়া হয় ‘তথা’ এই শব্দে। শুনঃশেপের উপাখ্যান পাঠ করার সময়ে এই বৈদিক ও লৌকিক দুই প্রতিগর প্রয়োগ করে অধ্বর্যু তাই রাজাকে মহাপাপ এবং স্বল্প থেকে উদ্ধার করেন।

তস্মাদ্ বো রাজা বিজিতী স্যাদ্ অপ্যযজ্ঞমান আখ্যাপরোতৈবৈতচ্ শ্রৌনঃশেপম্ আখ্যানং ন
হান্মি অন্নং চনৈনঃ পরিশিষ্যতে ॥ ১৩ ॥

অনু.— অতএব যে রাজা (শত্রুর বিরুদ্ধে) বিজয়ী হন (তিনি) যজ্ঞমান না হলেও এই শুনঃশেপের উপাখ্যান (ঋত্বিককে দিয়ে) অবশ্যই পাঠ করাবেন, কারণ (তাহলে) এই (রাজার) অন্ন পাপও অবশিষ্ট থাকবে না।

ব্যাখ্যা— বিজিতী = বিজিতি + ইন্ = বিজয়ী। চন = ও। বিজয়ী রাজা সাক্ষাৎ রাজসূয় যজ্ঞ না করলেও ঋত্বিকের মুখ থেকে শুনঃশেপের উপাখ্যান শোনার ব্যবস্থা করবেন। এর ফলে লেশ মাত্র পাপও তাঁর মধ্যে আর অবশিষ্ট থাকবে না।

সহস্রম্ আখ্যায়ে দদ্যাত ॥ ১৪ ॥

অনু.— (শুনঃশেপের উপাখ্যান-) বর্ণনাকারী (হোতাকে) রাজ্য এক হাজার (গরু) দেবেন।

শতং প্রতিগরিষে ॥ ১৫ ॥

অনু.— প্রতিগর-পাঠকারী (অধ্বর্যুকে) একশ (গরু দেবেন)।

যথাস্বম্ আসনে ॥ ১৬ ॥

অনু.— (রাজা হোতা ও অধ্বর্যুকে তাঁদের) নিজ নিজ আসন (দান করবেন)।

ব্যাখ্যা— যিনি যে আসনে বসে উপাখ্যান অথবা প্রতিগর পাঠ করেন, তাঁকে রাজা সেই আসন দিয়ে দেবেন।

সংস্পেষ্টিভিঃ চরিষ্য দশপেয়েন যজ্ঞত ॥ ১৭ ॥

অনু.— সংস্পেষ্টি দ্বারা অনুষ্ঠান করে দশপেয়ে দ্বারা যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— অভিষেচনীয় সোমযাগ শেষ হলে এক সপ্তাহ ধরে ‘সংস্প’ নামে ইষ্টিযাগ করতে হয়। সপ্তাহান্তে সংস্প ইষ্টির পরে শুক্লপক্ষের একাদশীর দিন ‘দশপেয়’ নামে সোমযাগের জন্য দীক্ষণীয়েষ্টি করতে হয়। প্রসঙ্গত ৭নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.। সংস্প-ইষ্টির সেবতাদের নাম ৯/৪/৭ সূত্রে বলা হবে। মতান্তরে তাঁরা ছাড়াও আছেন সোম, ছট্টা, বিষ্ণু। তাঁদের মধ্যে সরস্বতী, পূষা, বৃহস্পতি এবং সোমের উদ্দেশে চরু এবং অপর সেবতাদের উদ্দেশে পুরোডাশ আঘতি দেওয়া হয়। বীরা দশ দিন ধরে অনুষ্ঠান করেন তাঁরা সপ্তম দিনে সপ্তম ও অষ্টম এই দু-টি ইষ্টিব আঘতি দেন এবং সে-দিনই দশপেয়ের জন্য দীক্ষণীয়েষ্টি এবং উপসদ্ব ইষ্টির অনুষ্ঠান করেন। মতান্তরে চৈত্রের শুক্লা দ্বাদশীর দিন সংস্পেষ্টির শেষ চারটি ইষ্টি করে প্রায়ণীয়া ইষ্টি দিয়ে দশপেয় সোমযাগ শুরু করা হয়। “সংস্পাম্ ইষ্টিভিঃ যজ্ঞতে; দশভিঃ দশরাত্রম্; অথ সবিত্রে প্রসবিদ্রে..... বিষ্ণবে শিসিবিষ্টায়েষ্টি; দশম্যাং দশপেয়ঃ”— শা. ১৫/১৪/২-৫। দশ সেবতার মধ্যে অগ্নি, সবিতা ও বরুণের পরিবর্তে এ গ্রহে সবিতা প্রসবিতা, সবিতা আসবিতা ও সবিতা সভ্যপ্রসবের নাম পাওয়া যায়। এছাড়া আছেন, ছট্টা, সোম, বিষ্ণু এই তিন অতিরিক্ত সেবতাও।

তত্র দশদশৈকৈকং চমসং শুক্লরেমুঃ ॥ ১৮ ॥

অনু.— সেখানে এক একটি চমস দশ (জন) দশ (জন করে) পান করবেন।

ব্যাখ্যা— শা. ১৫/১৪/১০ সূত্রেও এই একই বিধান পাওয়া যায়।

নিত্যান্ প্রসংখ্যায়ৈতরান্ অনুপ্রসর্পয়েমুঃ ॥ ১৯ ॥

অনু.— (পানের সময়ে) মূল (ঋত্বিকদের) গণনা করে অপর (ঋত্বিকদের দিকে চমস) পাঠিয়ে দেবেন।

ব্যাখ্যা— যিনি বৌবট উচ্চারণ করেছেন, যিনি হোম ও অভিষব দুইই করেছেন এবং বীৰ নামে চমস তাঁরা আপো চমসের সোম পান করবেন, তার পরে সেই চমসটি নির্ধারিত অপর ঋত্বিকদের দিকে পান করার জন্য এগিয়ে যাবেন। প্রত্যেকটি চমসের

সোম মোট দশজন করে পান করবেন। এই উদ্দেশ্যে এখানে অতিরিক্ত দশটি চমস এবং একশ জন ব্রাহ্মণ রাখা হয়; তাঁদের প্রত্যেক দশজনের একটি করে চমস— “শতং ব্রাহ্মণাঃ সোমং ভক্ষয়ন্তি” (শা. ১৫/১৪/৯)।

যে মাতৃতঃ পিতৃতঃ চ দশপুরুষঃ সম্-অনুষ্ঠিতা বিদ্যাভোগোভ্যাং পুণ্যৈশ্চ চ কর্মভিঃ

যেষাম্ উভয়ভো নাব্রাহ্মণ্যং নিনয়েয়ুঃ ॥ ২০॥

অনু.— মাতা এবং পিতার দিক্ থেকে যারা দশ পূর্বপুরুষ ধরে যথোচিত অনুষ্ঠানপরায়ণ, বেদজ্ঞান, বৈদিক অনুষ্ঠান এবং পুণ্যকর্ম দ্বারা যুক্ত, যাদের দু-দিক্ থেকে অত্রান্নাশোচিত কাজ (দশ পুরুষে কেউ কখনও) করেন নি (তাঁদেরই চমস পান করতে দেবেন)।

ব্যাখ্যা— দশপুরুষ = দশ পূর্বপুরুষ। বিদ্যা = বেদ ও বেদাঙ্গ। তপঃ = শ্রীত ও স্মার্ত কর্মের অনুষ্ঠান। পুণ্যকর্ম = কোন নিষিদ্ধ কর্ম না করা। অত্রান্নাশ্য = শূদ্রনারীতে সন্তানের জন্মদান। যারা মাতৃকুল ও পিতৃকুল দু-দিক্ থেকেই দশপুরুষ ধরে নানা বিদ্যা, তপস্যা এক পুণ্য কর্মে ব্যাপ্ত হয়েছেন, যাদের পিতৃকুল ও মাতৃকুল দুই কুল থেকেই পূর্বপুরুষেরা কখনও কোন শূদ্রা নারীকে বিবাহ করে সন্তানের জন্মদান করেন নি তাঁরাই দশপেয় যোগে সোমপানের অধিকারী। শা. ১৫/১৪/৮ অনুযায়ী যারা ঋত্বিক তাঁদেরই মাতৃকুল ও পিতৃকুলের দশ পুরুষকে বেদজ্ঞ হতে হবে— “যেষাম্ উভয়ভোঃ শ্রোত্রিয়া দশপুরুষং ভে যাজয়েয়ুঃ”।

পিতৃত ইত্যেকো ॥ ২১॥

অনু.— অন্যেরা (বলেন) পিতার (দিক্) থেকে (এই লক্ষণগুলি থাকতে হবে)।

ব্যাখ্যা— কেউ কেউ মনে করেন আগের সূত্রে যে লক্ষণগুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলি শুধু পিতৃকুলের পূর্বপুরুষদের মধ্যেই থাকলে চলবে, মাতৃকুলের পূর্বপুরুষদের মধ্যে না থাকলেও হবে।

নবখাসঃ সুভসোমাস ইন্দ্রং সখাঃ মন্ত্র সর্ষিভিনবৈধৈর্ ইতি নিবিদধানয়োন্ আদ্যো ॥ ২২॥

অনু.— (এই দশপেয়ে) দুই নিবিদ্বান (সূক্তের) প্রথম দু-টি (মন্ত্র হবে) ‘নব-’ (৫/২৯/১২), ‘সখা-’ (৩/৩৯/৫)।

ব্যাখ্যা— প্রথম মন্ত্রটি মরুত্বতীয় শব্দের এবং দ্বিতীয়টি নিষ্বেবল্য শব্দের নিবিদ্বানসূক্তের প্রথম মন্ত্র হিসেবে পাঠ করতে হবে, কিন্তু মূল সূক্তের প্রথম মন্ত্রটি তাই বলে বাদ যাবে না।

সুতমুখীয়ে ইত্যুক্ত এতে প্রতীয়াত্ ॥ ২৩॥

অনু.— সুতমুখীরা বলা হলে এই দুটি (স্থানে বিহিত মন্ত্রকে) বুঝবেন।

ব্যাখ্যা— ৯/৫/২, ৭, ২২; ৯/৭/৪০; ৯/৮/৪ সূত্রে সুতমুখীরা বিহিত হয়েছে। ‘সুতমুখীরা’ শব্দে সেখানে এই মরুত্বতীয় ও নিষ্বেবল্য শব্দের নিবিদ্বান সূক্তের প্রথমেই পাঠ্য অতিরিক্ত মন্ত্রটিকে বুঝতে হবে।

উক্তর আপূর্বমাণপক্ষে কেশবপনীরো বৃহত্পঠোৎতিরাত্রঃ ॥ ২৪॥

অনু.— পরবর্তী ওক্তপক্ষে অতিরিক্তযুক্ত এবং পৃষ্ঠভোত্রে বৃহত্সামবিশিষ্ট কেশবপনীর (নামে সোমযোগ অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— আপূর্বমাণপক্ষ = ওক্তপক্ষ। দশপেয়ের সমাপ্তির পরে আগামী ওক্তপক্ষে বৈশাখে কেশবপনীরের অনুষ্ঠান হয়। এটি একটি একাহাযাগ। এর আগে এক বছর ধরে রাজা চুল-কাটা বন্ধ রাখেন। কেশকর্তন উপলক্ষেই এই সোমযোগ।

হরোর্ মাসরোর্ ব্যুত্তিহ্যহঃ ॥ ২৫॥

অনু.— দু-মাস (হরে গেলে) ব্যুত্তিহ্যহ (নামে সোমযোগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— কেশবপনীর দু-মাস পরে আষাঢ় মাসে ‘ব্যুপ্তিহা’ নামে দু-দিনের একটি সোমবাগ করতে হয়।

অগ্নিষ্টোমঃ পূর্বম্ অহঃ সর্বস্তোমোহতিরাত্র উত্তরম্ ॥ ২৬॥

অনু.— (ঐ দ্ব্যহে) প্রথম দিনটি অগ্নিষ্টোম (এবং) পরবর্তী (দিনটি) সর্বস্তোমবিশিষ্ট অতিরাত্র।

ব্যাখ্যা— ব্যুপ্তিহায়ে প্রথম দিন অগ্নিষ্টোম এবং দ্বিতীয় দিন সর্বস্তোম অতিরাত্রের অনুষ্ঠান হয়। সর্বস্তোম বলে দ্বিতীয় দিনে ষড়্হেস্তোত্রিয়, অহীনসূক্ত ইত্যাদি পাঠ করতে হবে। অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্রের বিধান শা. ১৫/১৬/৫ সূত্রেও রয়েছে।

উত্তর আপূর্যমাণপক্ষে ক্ষত্রস্য ধৃতির অগ্নিষ্টোমঃ ॥ ২৭॥

অনু.— পরবর্তী শুক্লপক্ষে অগ্নিষ্টোম-বিশিষ্ট ‘ক্ষত্রস্য ধৃতি’ (নামে সোমবাগ হয়)।

ব্যাখ্যা— এই যাগ অনুষ্ঠিত হয় শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষে। শা. মত এই যাগে চতুষ্টোমবিশিষ্ট রথন্তরপৃষ্ঠযুক্ত অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠান করতে হয়— ১৫/১৬/৯.১৩ দ্র.।

চতুর্থ কণ্ডিকা (৯/৪)

[রাজসূয়ে দক্ষিণা]

ইতি রাজসূয়াঃ ॥ ১॥

অনু.— এই (হল) রাজসূয়।

ব্যাখ্যা— নানা গ্রন্থে নানা রাজসূয় আছে। সব রাজসূয়ই মোটামুটি এই ধরনের। উল্লেখ্য যে, এই সূত্রটি তৃতীয় কণ্ডিকার শেষ সূত্র হতে পারত। ‘ইতিশব্দ : প্রকারবাচী’ (না.)।

ন্যায়কৃপ্তাশ্চ দক্ষিণা অন্যত্রাভিষেচনীয়দশপৈয়াভ্যাম্ ॥ ২॥

অনু.— অভিষেচনীয় এবং দশপৈয় ছাড়া অন্যত্র সাধারণ-নিয়ম-বিহিত দক্ষিণা (দিতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ন্যায়কৃপ্ত দক্ষিণা বলতে ‘এবংপ্রায়াশ্চ দক্ষিণাঃ’ (৯/১/৬ সূ. দ্র.) ইত্যাদি সূত্রে যে যে দক্ষিণার কথা বলা হয়েছে সেই দক্ষিণাগুলিকেই এখানে বুঝতে হবে। অভিষেচনীয় ও দশপৈয়ের দক্ষিণার কথা পরবর্তী সূত্রগুলিতে বলা হচ্ছে। এখানে তাই ঐ দুই যাগ ছাড়া পবিত্র প্রভৃতি অন্য সোমবাগের দক্ষিণার কথাই বলা হয়েছে। আলোচ্য সূত্রে ‘চ’ শব্দ থাকায় বিহিত দক্ষিণাও দান করতে হয়।

অভিষেচনীয়ে তু দ্বাত্রিংশতং দ্বাত্রিংশতং সহস্রাণি পৃথঙ্ মুখ্যোভ্যঃ ॥ ৩॥

অনু.— অভিষেচনীয়ে কিন্তু প্রধান (ঋত্বিক্দের পৃথক্) পৃথক্ বত্রিশ (হাজার) বত্রিশ হাজার (দক্ষিণা দেবেন)।

ব্যাখ্যা— হোতা, উদগাতা, অধ্বর্যু এবং ব্রহ্মা এই প্রধান চার ঋত্বিকের প্রত্যেককে বত্রিশ হাজার করে দক্ষিণা দিতে হবে।

ষোড়শ ষোড়শ দ্বিতীয়ভ্যঃ ॥ ৪॥

অনু.— দ্বিতীয় (সারির ঋত্বিক্দের দেবেন) ষোল (হাজার) ষোল (হাজার করে)।

ব্যাখ্যা— দ্বিতীয়ী = দ্বিতীয় স্থান যাঁর আছে, দ্বিতীয় স্থানে উন্নিখিত ঋত্বিক্ মৈত্রাবরুণ, প্রস্তোতা, প্রতিপ্রস্থাতা এবং ব্রাহ্মণাচ্ছসীকে দেবেন ষোল হাজার করে দক্ষিণা। প্রসঙ্গত ৪/১/৭ সূ. দ্র.।

অষ্টাব্ অষ্টৌ তৃতীয়িভাঃ ॥ ৫ ॥

অনু.— তৃতীয় (সারির ঋত্বিক্দের দেবেন) আট আট (হাজার করে)।

ব্যাখ্যা— অচ্ছাবাক, প্রতিহতা, নেষ্টা এবং আধীগ্রহকে আট হাজার করে দক্ষিণা দিতে হয়।

চত্বারি চত্বারি পাদিভাঃ ॥ ৬ ॥ [৫]

অনু.— চতুর্থ (সারির ঋত্বিক্দের দেবেন) চার চার (হাজার করে)।

ব্যাখ্যা— গ্রাবস্বত্, সূর্যস্ফাণ্য, উদ্বেতা এবং পোতাকে চার হাজার করে দক্ষিণা দিতে হয়। “এষাং সম্ভবদ্বিশঙ্কানাং সিদ্ধবদ্ অভিধানাত্ প্রকৃতৌ অপি এবং দক্ষিণাবিভাগ ইতি সাধিতং ভবতি” (না.)।

সংস্পেষ্ঠীনাং হিরণ্যম্ আয়েখ্যাং বত্‌সতরী সরস্বত্যাং অবধ্বজঃ সবিদ্র্যাং শ্যামঃ পৌষ্যাং শিতিপৃষ্ঠো
বার্হস্পত্যায়াম্ ঋষভ ঐক্ষ্যাং মহানিরষ্টৌ বারুণ্যাম্ ॥ ৭ ॥ [৬]

অনু.— সংস্প-ইষ্টিগুলির মধ্যে অগ্নিদেবতার (সংস্প-ইষ্টিতে সাধ্যমত) সুবর্ণ, সরস্বতী দেবতার (ইষ্টিতে) স্ত্রীবৎস, সবিতৃদেবতার (ইষ্টিতে) পাংশুবর্ণের, পুষাদেবতার (ইষ্টিতে) ধূস্রবর্ণের, বৃহস্পতি দেবতার (ইষ্টিতে) কৃষ্ণপৃষ্ঠ, ইন্দ্রদেবতার (ইষ্টিতে) বীৰ্যবর্ষী এবং বরুণ দেবতার (ইষ্টিতে) শ্রৌচ (গাভী দক্ষিণা দিতে হয়)।

ব্যাখ্যা— বত্‌সতরী = দুধ-খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে এমন স্ত্রী-বাহুর। মহানিরষ্ট = বার্ষিক আসে নি এমন পুরুষ গাভী।

সাহস্রো দশপেয়ঃ ॥ ৮ ॥ [৭]

অনু.— দশপেয় (সোমযাগ) সহস্র (-দক্ষিণাবিশিষ্ট)।

ইমাশ্ চাদিষ্টদক্ষিণাঃ ॥ ৯ ॥ [৮]

অনু.— (এ-ছাড়া) এই নির্দিষ্ট দক্ষিণাগুলিও (দিতে হয়)।

ব্যাখ্যা— দশপেয় যাগে একহাজার দক্ষিণা ছাড়া পরবর্তী সূত্রগুলিতে যে ঋত্বিকের যে বিশেষ দক্ষিণা বিহিত হয়েছে তাও দিতে হবে।

সৌবর্ণী ঋগ্ উদগাতুঃ ॥ ১০ ॥ [৯]

অনু.— উদগাতার (দক্ষিণা) সোনার মালা।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে এই সূত্রে ও পরবর্তী সূত্রগুলিতে চতুর্থী বিভক্তির অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। ১৩ নং সূত্রে অবশ্য চতুর্থীই আছে। প্রসঙ্গত ‘চতুর্থ্যর্থ বহুলাং ছন্দসি’ (পা. ২/৩/৬২) ব্র.।

অশ্বঃ প্রস্তোতুঃ ॥ ১১ ॥ [১০]

অনু.— প্রস্তোতার (দক্ষিণা) ঘোড়া।

ধেনুঃ প্রতিহতুঃ ॥ ১২ ॥ [১১]

অনু.— প্রতিহতার (বাহুরসম্মত) গরু।

ব্যাখ্যা— ধেনু = সদা প্রসব করেছে এমন গরু।

অজঃ সূর্য্যাকাশ্যৈঃ ॥ ১৩ ॥ [১১]

অনু.—সূর্য্যাকাশ্যের উদ্দেশে (দিতে হবে) ছাগ।

ব্যাখ্যা—সূর্য্যাকাশ্য = সূর্য্যাকাশ্য নামে মন্ত্র যিনি পাঠ করেন সেই সূর্য্যাক্য নামে ঋত্বিক্।

হিরণ্যপ্রাকাস্য অধ্বৰ্য্যৈঃ ॥ ১৪ ॥ [১২]

অনু.—অধ্বৰ্যুর (দক্ষিণা) সোনার দু-টি উজ্জ্বল দুল।

রাজহৌ প্রতিগ্রহাতুঃ ॥ ১৫ ॥ [১৩]

ব্যাখ্যা—প্রতিগ্রহাতার রূপার তৈরী (দু-টি উজ্জ্বল দুল)।

ষাদশ পটৌষ্যে গর্ভিণ্যো ব্রহ্মণঃ ॥ ১৬ ॥ [১৪]

অনু.—ব্রহ্মার পাঁচ বছরের বারোটি গর্ভবতী গাভী।

ব্যাখ্যা—পটৌষী = পাঁচ বছর বয়সের গরু।

বশা মৈত্রাবরুণস্য ॥ ১৭ ॥ [১৫]

অনু.—মৈত্রাবরুণের বক্ষ্য গাভী।

রুক্মো হোতুঃ ॥ ১৮ ॥ [১৬]

অনু.—হোতার বৃত্তাকার অলঙ্কার।

ব্যাখ্যা—‘রুক্মো নাম আভরণবিশেষো বৃত্তাকারঃ’ (না.)।

ঋষভো ব্রাহ্মণাচ্ছসিনঃ ॥ ১৯ ॥ [১৭]

অনু.—ব্রাহ্মণাচ্ছসিনীর রেতস্ক বৃষ।

কাপাসিং বাসঃ পোতুঃ ॥ ২০ ॥ [১৮]

অনু.—পোতার তুলার কাপড়।

কৌমী বরাসী নেটুঃ ॥ ২১ ॥ [১৯]

অনু.—নেটার মোটা রেশমী শাড়ী।

ব্যাখ্যা—বরাসী = মোটা।

একযুক্তং যবটিতম্ অজ্জ্যবাকস্য ॥ ২২ ॥ [২০]

অনু.—অজ্জ্যবাকের একটি (বাঁড়-) লাগান যবভর্তি শকট।

অনাড়ান্ আদীগ্রস্য ॥ ২৩ ॥ [২১]

অনু.—আদীগ্রের গাড়ী-টানা গরু।

বহুসত্ত্বসুমেতঃ ॥ ২৪ ॥ [২০]

অনু.— উমেতার স্ত্রী বাছুর।

ত্রিবর্ষঃ সাতো গ্রাবস্ততঃ ॥ ২৫ ॥ [২০]

অনু.— গ্রাবস্ততের (দক্ষিণা) অণুকোবসমেত তিন বছরের (গরু)।

পঞ্চম কণিকা (৯/৫)

[উশনস্ন্তোম, গোস্তোম, ভূমিস্তোম, বনস্পতিসব, ভূ, সদ্যাক্তী, অনুক্তী, পরিজ্ঞী, একত্রিক, ত্র্যেক, গোস্তোম]

উশনস্ন্তোমেন গরগীর্ণম্ ইবান্নানং মন্যমানো যজ্ঞেত ॥ ১ ॥

অনু.— নিজেকে যেন বিষ খেয়েছি বলে মনে করছেন (এমন যজ্ঞমান) উশনস্ন্তোম দ্বারা যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— গর = বিষ। লোকের কাছে অন্যায়ভাবে বহু অর্থ নিয়ে যিনি এখন বিবেকের দংশনে নিজেকে বিবে অজরিত বলে মনে করছেন তাঁকে 'উশনস্ন্তোম' নামে যাগ করতে হয়।

উশনা যত্ সন্যসৈরয়াতঃ ত্রমণো যদবে তুর্বশ্যেতি স্তুতমুখীয়ে ॥ ২ ॥

অনু.— (এই যাগে) দু-টি স্তুতমুখীয়া হচ্ছে 'উশনা-' (৫/২৯/৯), 'ত্রমণো-' (৫/৩১/৮)।

ব্যাখ্যা— ৯/৩/২৩ সূত্র অনুযায়ী যথাক্রমে 'মরুতভী' এবং 'নিবেবল্য' শব্দের শুরুতে এই মন্ত্রদুটিকে পাঠ করতে হবে। শা. ১৪/২৭, ২৮ অংশে এই যাগের কথা পাওয়া যায়। সেখানে শব্দে 'ত্র্যর্ষমা-' (৫/২৯) এবং 'দ্যৌর্ন-' (৬/২০) এই দুটি নিবিধান স্তুত বিহিত হয়েছে।

গোস্তোম-ভূমিস্তোম-বনস্পতিসবানং ন তা অর্বা রেধুককাটো অম্বুতে ন তা নশন্তি ন দভ্যতি তক্করো

বন্তিত্থা পর্বতানং দৃষ্টহাতিন্ বা বনস্পতীন্ দেবেভ্যো বনস্পতে হবীংবি বনস্পতে রশনরা

নিবুয়েতি স্তুতমুখীয়াঃ ॥ ৩ ॥ [২]

অনু.— গোস্তোম, ভূমিস্তোম এবং বনস্পতিসবের (যথাক্রমে) 'ন-' (৬/২৮/৪), 'ন তা-' (৬/২৮/৩); 'বন্তি-' (৫/৮৪/১), 'দৃষ্টহা-' (৫/৮৪/৩); 'দেবেভ্যো-' (প্রৈষ ২/৭), 'বন-' (প্রৈষ ২/৯) এই (দু-টি দু-টি মন্ত্র) স্তুতমুখীয়া।

ব্যাখ্যা— 'দেবেভ্যো-' এই ষিল মন্ত্রের পাশে থাকার 'বন-' মন্ত্রটিকেও এখানে ষিলমন্ত্র বলেই বুঝতে হবে, য. ১০/৭০/১০ মন্ত্রটি গ্রহণ করা চলেবে না। শা. ১৪/৭৩/৩ সূত্র অনুসারে বনস্পতিসবে সমুচ্চ দশরাত্রের (নবম দিনের) অনুষ্ঠান হয়।

আধিপত্যকামো ব্রহ্মবর্চসকামো বা বৃহস্পতিসবেন যজ্ঞেত ॥ ৪ ॥ [৩]

অনু.— আধিপত্যকামী অথবা ব্রহ্মবর্চসপ্রার্থী (যজ্ঞমান) 'বৃহস্পতিসব' দ্বারা যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— ব্রহ্মবর্চস = ব্রহ্মশক্তি, বেদ ও ব্রাহ্মণের তেজ বা অজনিহিত শক্তি। শা. ১৫/৪/৮ অনুযায়ী এই সবে অমিতোমের অনুষ্ঠান হয়।

তস্য তৃচাঃ সূক্তস্থানেষু ॥ ৫ ॥ [৪]

অনু. — ঐ (সবের) সূক্তগুলির স্থানে তৃচ (পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— হোতা ও হোত্রক সব ঋত্বিকের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম, তবে 'তস্য' বলায় বৃহস্পতিসবের নিজ সূক্তস্থানের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে, আগন্তু সূক্তের ক্ষেত্রে নয়। নিবিদ- অতিপন্নি হলে সেখানে তাই নূতন তৃচে নয়, নূতন সূক্তেই নিবিদ পাঠ করতে হবে। 'তৃচক্লপ্তং শব্দম্'-শা. ১৫/৪/৭।

অগ্নির্দেবেষু রাজতীত্যাভ্যম্ ॥ ৬ ॥ [৫]

অনু. — (এই যাগে) আভ্য (শব্দ) 'অগ্নি-' (৫/২৫/৪-৬)।

যজ্ঞস্তত্ত্ব ধুনেতয় ইতি সূক্তমুখীয়ে ॥ ৭ ॥ [৫]

অনু.— 'য-' (৪/৫০/১), 'ধুনে-' (৪/৫০/২) দুই সূক্তমুখীয়া।

ব্যাখ্যা— 'যজ্ঞস্তত্ত্ব ইতি সূক্তমুখীয়ে' বললেও চলত কিনা বিবেচ্য। শা. ১৫/৪/৯ সূত্রে নিম্নেবল্য প্রভৃতি চারটি শব্দে যথাক্রমে 'য-' (৪/৫০/১-৪) ইত্যাদি চারটি মন্ত্রকে সূক্তমুখীয়াস্বরূপে পাঠ করতে বলা হয়েছে।

ইন্দ্র মরুত্ব ইহ নৃণামু য়েতি মধ্যম্নিনঃ ॥ ৮ ॥ [৫]

অনু.— মরুত্বতীয় এবং নিম্নেবল্য (শব্দ) 'ইন্দ্র-' (৩/৫১/৭-৯), 'নৃণামু-' (৩/৫১/৪-৬)।

ব্যাখ্যা— এই দু-টি তৃচই নিবিদ্বান সূক্তরূপে পাঠ্য।

উদু ব্য দেবঃ সবিতা হিরণ্যয়া বৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়েন্দ্র ঋতুভির্বাভবদন্তিঃ সমুক্ষিতং বন্তি নো

মিমীতামশ্বিনা ভগ ইতি বৈশ্বদেবম্ ॥ ৯ ॥ [৫]

অনু.— বৈশ্বদেব (শব্দ) 'উদু-' (৬/৭১/১-৩), 'বৃত-' (৬/৭০/১-৩), 'ইন্দ্র-' (৩/৬০/৫-৭), 'বন্তি-' (৫/৫১/১১-১৩)।

ব্যাখ্যা— প্রথমটি সাবিত্র নিবিদ্বান, দ্বিতীয়টি দ্যাবাপৃথিবীর নিবিদ্বান, তৃতীয়টি আর্ভব নিবিদ্বান, চতুর্থটি বৈশ্বদেব নিবিদ্বান তৃচ।

বৈশ্বানরঃ মনসায়িৎ নিচাভ্যা প্র যজ্ঞ রাজান্তবিবীতিরয়ঃ সমিদ্ধময়িৎ সমিধা গিরা

গৃণ ইত্যায়িমারুতম্ ॥ ১০ ॥ [৫]

অনু.— আয়িমারুত (শব্দ) 'বৈশ্বা-' (৩/২৬/১-৩), 'প্র-' (৩/২৬/৪-৬), 'সমিদ্ধ-' (৬/১৫/৭-৯)।

ব্যাখ্যা— প্রথমটি বৈশ্বানর নিবিদ্বান, দ্বিতীয়টি মারুত নিবিদ্বান, তৃতীয়টি জাতবেদস্য নিবিদ্বান তৃচ।

হোত্রকা উর্ধ্বং স্তোত্রিয়ানুরূপেভ্যঃ প্রথমোক্তমায়স্ তৃচাৎ হ্রসেস্বঃ ॥ ১১ ॥ [৫]

অনু.— (প্রত্যেক সবনে-?) হোত্রকরা স্তোত্রিয় এং অনুরূপের পরে (নিজ নিজ শব্দের) প্রথম এবং শেষ তৃচটিই শুধু পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রকৃতিবাগে হোত্রকদের শব্দে যে যে সূক্ত, তৃচ ইত্যাদি পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে তার মধ্যে স্তোত্রিয় ও অনুরূপের পরে যেটি প্রথম তৃচ সেইটি এবং যেটি শব্দের শেষ তৃচ সেইটিই শুধু এখানে পাঠ করতে হবে, মধ্যবর্তী অন্যান্য সব মন্ত্র বাদ দিতে

হবে। সূত্রে ‘অনুসরণেভ্যঃ’ বললেও চলত, কিন্তু সে-ক্ষেত্রে পরিসংখ্যা দ্বারা এই অবাক্রান্ত অর্থ দাঁড়াতে পারত যে, স্তোত্রিয় তৃচটিও বাদ যাবে। সেই আশঙ্কাতেই সূত্রে স্তোত্রিয়ের উল্লেখও করা হয়েছে।

প্রগাথৈভ্যস্তু মাধ্যম্নিনে ॥ ১২ ॥ [৬]

অনু.— মাধ্যম্নিন (সবনে) কিন্তু প্রগাথের পরে (নিজ নিজ শব্দের প্রথম ও শেষ তৃচটিই শুধু পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এখানেও আগের সূত্রের মতো শব্দে প্রগাথের পরে প্রথম ও শেষ তৃচের মধ্যবর্তী অন্যান্য সব মন্ত্র বাদ যাবে বলে বুঝতে হবে।

অনুসবনম্ একাদশৈকাদশ দক্ষিণাঃ ॥ ১৩ ॥ [৭]

অনু.— প্রত্যেক সবনে এগার এগার (করে) দক্ষিণা।

ব্যাখ্যা— মাধ্যম্নিন সবনের দক্ষিণা মাধ্যম্নিন সবনেই দেওয়া হয়। প্রাতঃসবনের দক্ষিণাও মাধ্যম্নিন সবনেই দক্ষিণাস্থানে নিয়ে যেতে হয়, প্রাতঃসবনে শুধু ষথাসময়ে দক্ষিণার উল্লেখ করা হয়। তৃতীয় সবনের দক্ষিণা নিয়ে যেতে হয় অনুবক্ষ্যাবাগের বপাৰ্হতির পরে। ‘উল্লেখ্যমাণাসু-’ (৫/১৩/১৭) সূত্রে বিহিত আহুতি-দুটি শুধু মাধ্যম্নিন সবনেই দক্ষিণা নিয়ে যাওয়ার সময়ে করতে হয়। ‘ক ইদম্-’ (আ. ৫/১৩/২০-২৩) ইত্যাদি নির্দেশ কিন্তু মাধ্যম্নিন এবং তৃতীয় এই দুই সবনেই অনুসৃত হয়, প্রাতঃসবনে হয় না। “ত্রয়স্বত্রিশদ দক্ষিণা; অনুসবনম্ একাদশৈকাদশ”— শা. ১৫/৪/১০-১১।

একাদশৈকাদশ বা সহস্রাণি ॥ ১৪ ॥ [৮]

অনু.— অথবা (প্রত্যেক সবনে) এগার এগার হাজার (করে দক্ষিণা)।

ব্যাখ্যা— আগের সূত্রে এগার দক্ষিণার বিশেষণ, এই সূত্রে কিন্তু তা সহস্র শব্দের বিশেষণ। তাই কোন পুনরুক্তিদোষ সূত্রে হয় নি।

শতানি বা ॥ ১৫ ॥ [৯]

অনু.— অথবা (এগার এগার) শত দক্ষিণা।

ব্যাখ্যা— ১৩-১৫ নং পর্যন্ত তিনটি সূত্রে তিনটি বিকল্পের উল্লেখ করা হল।

অশ্বো মাধ্যম্নিনেহধিকঃ ॥ ১৬ ॥ [১০]

অনু.— মাধ্যম্নিন সবনে (তিন ক্ষেত্রেই একটি করে) অশ্ব অধিক (দক্ষিণা দিতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ১৩-১৫ নং সূত্রের ক্ষেত্রে মাধ্যম্নিন সবনে অতিরিক্ত একটি ঘোড়াও দক্ষিণা দিতে হয়। শা. ১৫/৪/১২ সূত্রে অনুবক্ষ্য পশুবাগের বপাহোমের পরে ব্রহ্মাকে একটি শাবকসমেত ঘোটকী দিতে বলা হয়েছে।

তুবা জাতৃব্যবান্ অধিবুভুযুর্ যজ্ঞেত ॥ ১৭ ॥ [১১]

অনু.— (শত্রুদের) পরাভবপ্রার্থী শত্রুসম্পন্ন ব্যক্তি তু দ্বারা যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— শত্রুনিপাতের জন্য ‘তু’ নামে একাহবাগ করতে হয়।

সদ্যক্রিয়ানুক্ৰিয়া পরিক্ৰিয়া বা বর্গকামঃ ॥ ১৮ ॥ [১২]

অনু.— বর্গকামী (ব্যক্তি) সদ্যক্রী, অনুক্রী অথবা পরিক্রী দ্বারা যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— যে সোমবাগে অঙ্গবাগসমেত সব-কিছু একদিনে অনুষ্ঠিত হয় তাকে বলে ‘সন্ধ্যাক্রী’। যে বাগে প্রথম দিনে দীক্ষণীয়া ইষ্ট, দ্বিতীয় দিনে প্রায়ণীয়া প্রকৃতি ইষ্ট এবং তৃতীয় দিনে সূত্যা হয় তার নাম ‘অনুক্রী’। ‘পরিক্রী’ এই ধরনেরই আর একটি একাঙ্গবাগ। যিনি স্বর্গ অর্থাৎ পরম সুখ প্রার্থনা করেন তিনি এই তিনটি বাগের কোন একটির অনুষ্ঠান করবেন। স্বর্গ বলতে বোঝায় ‘যন্ ন দুঃখেন সংভিন্নং ন চ গ্রস্তম্ অনন্তরম্। অভিল্যবোপনীতং চ তত্ সুখং স্বঃপদাস্পদম্’। প্রসঙ্গত শা. ১৪/৪২/১-৬ হ্র।

একত্রিকেশ ত্র্যেকেশ বামাদ্যকামঃ ॥ ১৯ ॥ [১৩]

অনু.— উৎকৃষ্ট অন্ন-প্রার্থী ব্যক্তি একত্রিক অথবা ত্র্যেক দ্বারা (বাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অন্নাদ্য = আদ্য অন্ন অর্থাৎ ভক্ষ্য অন্ন। একত্রিক বাগে স্তোত্রগুলিতে পর্বাক্রমে একস্তোম এবং ত্রিস্তোম প্রয়োগ করতে হয়। ‘ত্র্যেক’ বা ‘ত্রিকৈক’ বাগে প্রয়োগ করা হয় পর্বাক্রমে ত্রিস্তোম এবং একস্তোম। সম্ভবত বাগদুটির নামের মূলে রয়েছে স্তোমেরই এই বিশেষ ক্রম। শা. ১৪/৪২/৭, ১৪ অনুযায়ী ব্রহ্মভেজের কামনায় এই দুটি বাগের অনুষ্ঠান হয় এবং শত্রে (সূক্তের স্থানে) তৃচ পাঠ করতে হয়। “একত্রিকে তৃচকৃপ্তং শত্ৰম্; পর্বাসানাম্ উত্তমাংস্ তৃচান্ হোত্রকাঃ শসেন্তি; নিবিদধানান্য হোতা” — ১১/৩/১-৩।

গোতমস্তোমেন য ইচ্ছদ্ দানকামা মে প্রজা স্যাদ্ ইতি ॥ ২০ ॥ [১৪]

অনু.— যিনি চাইবেন (যে) আমার প্রজা দানশীল হোক, (তিনি) ‘গোতমস্তোম’ দ্বারা বাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— শা. ১৪/৬১, ৬৩ হ্র।

এতেষাং সপ্তান্যং শস্যম্ উক্তং বৃহস্পতিসবেন ॥ ২১ ॥ [১৫]

অনু.— এই সাত (বাগের) শব্দ বৃহস্পতিসব দ্বারা বলা হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা— ১৭-২০ নং সূত্রে পর্বন্ত যে সাতটি একাহের কথা বলা হল সেগুলির শব্দপাঠ হয় ৫-১৬ নং সূত্রে নির্দিষ্ট বৃহস্পতিসবের মতো। ‘সপ্ত’ বলায় গোতমস্তোমের ক্ষেত্রেও বৃহস্পতিসবের মতোই শব্দ হবে। স্তোমের বৃদ্ধি ঘটলে ৭/১২/৫ অনুযায়ী অতিশংসনও হবে। ‘শস্যম্’বলায় এই সাতটি বাগে শব্দই বৃহস্পতিসবের মতো হবে, দক্ষিণা নয়।

ত্বং ভূবঃ প্রতিমানং পৃথিব্যা ভুবস্বমিত্র ব্রহ্মণা মহান্ সদ্যো হ জাতো বৃষভঃ কনীনব্রং সদ্যো অপিবো জাত ইন্দ্রানু দ্বাহিষ্মে অধ সেব সেবা অনু তে দারি মহ ইন্দিরার কথো নু তে পরি চরাশি বিদ্বান্ ইতি যে একস্য চিন্ মে বিকৃত্বোজ একং নু দ্বা সতৃপতিং পাকজন্যং ত্র্যর্বমা মন্বো দেবতাভা প্র যা বস্য মহতো মহানীক্ধা হি সোম ইন্ মদ ইন্দ্রো মদার বাবৃথ ইতি সূক্তমুখীয়াঃ ॥ ২২ ॥ [১৬]

অনু.— (এই সাতটি একাহে যথাক্রমে) ‘ত্বং-’ (১/৫২/১৩), ‘ভূব-’ (১০/৫০/৪); ‘সদ্যো হ-’ (৩/৪৮/১), ‘ত্বং-’ (৩/৩২/১০); ‘অনু জা-’ (৬/১৮/১৪), ‘অনু তে-’ (৬/২৫/৮); ‘কথো-’ (৫/২৯/১৩-১৪) ইত্যাদি দু-টি (মন্ত্র); ‘একস্য-’ (১/১৬৫/১০), ‘একং-’ (৫/৩২/১১); ‘ত্র্যর্বমা-’ (৫/২৯/১), ‘প্র-’ (২/১৫/১); ‘ইত্থা-’ (১/৮০/১), ‘ইন্দ্রো-’ (১/৮১/১) সূক্তমুখীয়াঃ।

ষষ্ঠ কণ্ঠিকা (৯/৬)

[গোতমস্তোমের অন্তরকথ্য-সম্পর্কিত নিয়ম]

গোতমস্তোম অন্তর-উকথ্যং কুর্বাতি ॥ ১ ॥

অনু.—(ঐ) গোতমস্তোমকে অন্তরকথ্যবিশিষ্ট করেন।

ব্যাখ্যা—অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠানের মধ্যে উকথ্যবাণের বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করলে তাকে ‘অন্তরকথ্য’ বলা হয়। এই অন্তরকথ্য উকথ্যের গ্রহ অথবা স্তোত্রিয়-অনুরূপ অথবা সাম অথবা স্তোত্রিয়-অনুরূপ ও সাম এই দুয়েরই প্রবেশ ঘটিয়ে মোট চার প্রকারে করা সম্ভব হতে পারে। (১) আগ্নিমারুতশব্দের শেষে অগ্নিষ্টোমের গ্রহ-চমসের সঙ্গে শুধু উকথ্য নামে তিনটি অতিরিক্ত গ্রহের আচ্ছতি দিলেই অন্তরকথ্য হতে পারে। এটি হল গ্রহের মাধ্যমে অন্তরকথ্য করা। (২) উকথ্যবাণে তিন উকথ্যস্তোত্র সাকমন্ধ্য প্রভৃতি নির্ধারিত তিনটি সামে গাওয়া হয়। যদি উকথ্যস্তোত্রের তুচগুলিই অগ্নিষ্টোমে সাকমন্ধ্য প্রভৃতি নির্দিষ্ট সামে না গেয়ে অগ্নিষ্টোমস্তোত্রের যজ্ঞাযজ্ঞীয় সামে গাওয়া হয় তাহলেও অন্তরকথ্য হতে পারে। এ ক্ষেত্রে আগ্নিমারুত শব্দে উকথ্যবাণের স্তোত্রিয় এং অনুরূপ মন্ত্রগুলিই (৬/১/২ সূ. ব্র.) পাঠ করা হয়। ফলে স্তোত্র তিনটি বলে শব্দেও তিনটি স্তোত্রিয় এবং তিনটি অনুরূপ তুচ পাঠ করতে হয়। এটি হল স্তোত্রিয় এবং অনুরূপের দ্বারা অন্তরকথ্য। (৩) অগ্নিষ্টোমস্তোত্রে উকথ্যস্তোত্রেরই মন্ত্রগুলিকে সাকমন্ধ্য প্রভৃতি নিজ নিজ সাম দিয়েই গান করেও অন্তরকথ্য ঘটান যেতে পারে। এ-ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট শব্দে তিনটি স্তোত্রিয় এবং তিনটি অনুরূপ তুচ পাঠ করতে হয়। এই পক্ষে সাম এবং স্তোত্রিয়-অনুরূপ দুই-এর দ্বারাই অন্তরকথ্য ঘটে। (৪) অগ্নিষ্টোমস্তোত্রের মন্ত্রগুলিকেই যজ্ঞাযজ্ঞীয় সামে গান না করে উকথ্যস্তোত্রে প্রযোজ্য সাকমন্ধ্য প্রভৃতি সামে গান করলেও অন্তরকথ্য হতে পারে। এ-টি হল শুধু সামের দ্বারা অন্তরকথ্য।

গ্রহান্তর-উকথ্যং চেন্ অগ্নে মরুদতির্ষকতিঃ পা ইত্ৰাবরুণাত্যং মতবেদ্রাবৃহস্পতিভ্যাম্ ইত্ৰাবিকুণ্ড্যং
সকুন্ ইত্যগ্নিমারুতে পুরস্তাত্ পরিধানীয়ায়া আবপেত ॥ ২ ॥

অনু.—যদি গ্রহ দ্বারা অন্তরকথ্য (করা হয় তাহলে) আগ্নিমারুত শব্দে অস্তিম মন্ত্রের আগে ‘অগ্নে-’ (সূ.) এই (ষক্‌মন্ত্রটি) সংযোজিত করবেন।

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রটির প্রত্যেক অর্ধাংশে থামতে হবে।

উভযোন্ আহ্বানম্। অন্যন্তরস্যাম্ একে ॥ ৩ ॥ [৩, ৪]

অনু.—দু-টি (মন্ত্রেই) আহাব (করতে হবে)। অন্যেরা (বলেন) দু-টির একটিতে (আহাব হবে)।

ব্যাখ্যা—গ্রহান্তরকথ্যে আগ্নিমারুত শব্দে পরিধানীয়া এবং পরিধানীয়ার আগে পাঠ্য ‘অগ্নে-’ এই দু-টি মন্ত্রেই আহাব হবে। মতান্তরে দু-টির যে-কোন একটিতে আহাব করলেই চলেবে।

উকথ্যস্তোত্রিয়েবু চেন্ যজ্ঞাযজ্ঞীয়েন বৈম্ বা সকুন্ আহুন্ন স্তোত্রিয়াং তথানুরূপান্ ॥ ৪ ॥ [৪, ৫, ৬]

অনু.—যদি উকথ্যস্তোত্রের মন্ত্রগুলিতে যজ্ঞাযজ্ঞীয় অথবা নিজ (সামগুলি) দ্বারা (উদ্গাতারা গান করেন তাহলে) একবার আহাব করে স্তোত্রিয়গুলি (পাঠ করবেন), অনুরূপগুলিকেও (পাঠ করবেন) তেমন (ভাববেই)।

ব্যাখ্যা—যদি উকথ্যস্তোত্রের ‘এবু কু-’ ইত্যাদি মন্ত্রগুলিকেই যজ্ঞাযজ্ঞীয় সাম দিয়ে গান করা হয় অর্থাৎ স্তোত্রিয়-অনুরূপ দ্বারা অন্তরকথ্য করা হয় অথবা উকথ্যেরই সাকমন্ধ্য প্রভৃতি নিজ নিজ সাম দিয়ে গান করা হয় অর্থাৎ স্তোত্রিয় ও সাম দুই দিয়েই অন্তরকথ্য করা হয় তাহলে একবার আহাব করে তিনটি স্তোত্রিয় এবং একবার আহাব করে তিনটি অনুরূপ পাঠ করতে হবে, প্রত্যেক স্তোত্রিয় ও প্রত্যেক অনুরূপের জন্য পৃথক পৃথক আহাব করতে হবে না। তিনটি স্তোত্রিয় দ্বারা একটি স্তোত্রিকার্য এবং

তিনটি অনুরূপ দ্বারা একটি অনুরূপকার্য সম্পন্ন করা হচ্ছে বলেই এই নিয়ম। স্তোত্রিয়ানুরূপ-অন্তরুপে যজ্ঞাযজ্ঞীয় সাম গাওয়া হলেও নিজ যোনিতে তা গাওয়া হয় নি বলে শব্দে যোনিশংসন করতে হবে অর্থাৎ ঐ সামের নিজ যোনিকে শব্দে পাঠ করতে হবে।

অন্যত্রোপ্যেবং স্তোত্রিয়ানুরূপসন্নিপাতে ॥ ৫ ॥ [৭]

অনু.— অন্যত্রও স্তোত্রিয় ও অনুরূপের সমাবেশ ঘটলে এইরকম (হবে)।

ব্যাখ্যা— কেবল স্তোত্রিয়-অনুরূপ অথবা সাম-স্তোত্রিয়ানুরূপ অন্তরুপের ক্ষেত্রেই নয়, যেখানেই কোন শব্দে একাধিক স্তোত্রিয় অথবা একাধিক অনুরূপ পরপর পাঠ করার প্রসঙ্গ আসে (যেমন গভাকার স্তোত্রগানের পরবর্তী শব্দে) সেখানেই স্তোত্রিয়ে ও অনুরূপে পৃথক পৃথক নয়, একবার করেই আহাব করতে হয়। সূত্রে ‘অপি’ শব্দটি থাকার বৃত্তিকার মনে করেন, যদি উদ্গাতারা যজ্ঞাযজ্ঞীয় সামটিকে নিজ যোনিতে গান করার পরে উক্ধ্যস্তোত্রের মন্ত্রগুলিকেও আবার ঐ যজ্ঞাযজ্ঞীয় সামেই গান করেন তাহলে সেখানেও অগ্নিষ্টোম বা যজ্ঞাযজ্ঞীয়ের একটি এবং তিন উক্ধ্যের তিনটি এই মোট চারটি স্তোত্রিয় এবং সেই কারণে চারটি অনুরূপ পাঠ করতে হলেও স্তোত্রিয় ও অনুরূপে একবার করেই আহাব হবে, চার বার করে নয়।

যদ্যু বৈ যজ্ঞাযজ্ঞীয়যোনৌ সর্বৈর্ন এবোক্ত্যাসামভিঃ প্রকৃত্যা স্যাৎ তথা সতি ॥ ৬ ॥ [৮]

অনু.— আর যদি যজ্ঞাযজ্ঞীয় (সামের) যোনিমন্ত্রে সমস্ত উক্ধ্যাসাম দিয়ে (গান করা হয় তাহলে) তেমন হলে স্বাভাবিকভাবে (শব্দ পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— তথা সতি = তেমন হলে অর্থাৎ শব্দে স্তোত্রিয়রূপে পাঠ করা হলে। প্রকৃত্যা = যোনিশংসন না করা। শুধু সামের দ্বারা অন্তরুপ হলে অর্থাৎ যদি অগ্নিষ্টোমস্তোত্রের স্তোত্রিয় মন্ত্রগুলিকেই যজ্ঞাযজ্ঞীয় সামে না গেয়ে উক্ধ্য স্তোত্রের সাকমশ্ব, সৌভর এবং নার্মেধ সামেই গাওয়া হয় (৬/১/২ সূ. দ্র.) তাহলে গীত মন্ত্রগুলিকে শব্দে স্তোত্রিয়রূপে পাঠ করতে হয় বলে যজ্ঞাযজ্ঞীয়ের মন্ত্রগুলিই স্তোত্রিয় হবে এবং সেই কারণে আর যজ্ঞাযজ্ঞীয় সামের ঐ নিজ যোনিমন্ত্রগুলিকে শব্দে যোনিশংসনের জন্য পাঠ করতে হবে না। কার্যত তাই মূল অগ্নিষ্টোমের অগ্নিমন্ত্র শব্দে পাঠ্য মন্ত্রগুলিই পাঠ কবতে হয়। এ থেকে বোঝা গেল যে, শুধু এখানে নয়, সর্বত্রই কোন স্তোত্রে যদি কোন তুচ্চকে তার নিজ সামে না গেয়ে অন্য কোন সামে গাওয়া হয় তাহলে শব্দে ঐ তুচ্চকে প্রথমে স্তোত্রিয় হিসাবে পাঠ করার পরে আবার নিজ সামের যোনিরূপে পাঠ করতে অর্থাৎ যোনিশংসন কবতে নেই। একই শব্দে একই মন্ত্রকে একবার স্তোত্রিয়রূপে এবং আর একবার যোনিমন্ত্ররূপে পাঠ করা চলে না। স্তোত্রিয়ানুরূপ-অন্তরুপে কিন্তু যে মন্ত্রগুলিতে যজ্ঞাযজ্ঞীয় সাম গাওয়া হয়েছে সেগুলি যজ্ঞাযজ্ঞীয়ের নিজ যোনিমন্ত্র নয় বলে ঐ মন্ত্রগুলি স্তোত্রিয় হলেও যজ্ঞাযজ্ঞীয় সামের নিজ যোনিমন্ত্রও পাঠ করতে হবে অর্থাৎ যোনিশংসন করতে হবে।

সপ্তম কণিকা (৯/৭)

[একাহ যাগ— শ্যেন, অজির, সাদ্যক্ত, অগ্নিষ্টুত, ইন্দ্রস্তুত, উপহব্য, ইন্দ্রাগ্নিকুলায়, ঋষভ, তীব্রস্তোম, বিঘন, ইন্দ্র-বিকু-উত্ক্রান্তি, ঋতপেয়]

শ্যেনাজিরাজ্যাম্ অভিচরন্ যজ্ঞেত ॥ ১ ॥

অনু.— শক্র-হিংসাকারী (ব্যক্তি) শ্যেন এবং অজির দ্বারা যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— শ্যেন ও অজির দুটি একাহ যাগ। শা. ১৪/২২/৪ সূত্রেও এই দুই যাগের নাম পাওয়া যায়।

অহং মনুর্গর্ভে নু সং স্ক্রয়া মন্যো যন্তে মন্যাবিতি মধ্যমিনৌ ॥ ২ ॥

অনু.— (এই দুই যাগে) মন্ত্রতৃতীয় এবং নিম্নেবল্য শব্দ (যথাক্রমে) ‘অহং-’ (৪/২৬), ‘গর্ভে-’ (৪/২৭) ; ‘স্ক্রয়া-’ (১০/৮৪), ‘যন্তে-’ (১০/৮৩)।

ব্যাখ্যা— প্রথম দু-টি শ্যেন যাগে এবং পরের দু-টি অজির যাগে পাঠ্য সূক্ত। তার মধ্যে আবার প্রথম ও তৃতীয় সূক্ত মরুত্বীয় শস্ত্রে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ সূক্ত নিম্বেবল্য শস্ত্রে পাঠ্য।

শেষো বৃহস্পতিসবেন ॥ ৩ ॥

অনু.— অবশিষ্ট (অংশ) বৃহস্পতিসব দ্বারা (বলা হয়ে গেছে)।

সননদ্ধা লোহিতোষীষা নিস্ত্রিংশিনো ঝাজয়েয়ুঃ ॥ ৪ ॥

অনু.— কবচবদ্ধ লাল-পাগড়ী-পরা খড়গধারী (ঋত্বিকেরা এই দুই) যাগ করাবেন।

ব্যাখ্যা— যাঁরা এই যাগ করান তাঁদের মধ্যে সদস্য, চমসাধ্বর্যু এবং শমিতা ছাড়া বাকী সকলকেই কবচ প্রভৃতি পরে থাকতে হয়। সূ. যে ৪—১০ নং সূত্রে যা যা বলা হচ্ছে তা সমস্ত অভিচারকর্মই পালন করতে হয়। কা. শ্রৌ. অনুসারে লাল কাগড় এবং লাল পাগড়ী পরে নিবীত ধারণ করে ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে এই যাগ করতে হয় এবং কাণা, খোঁড়া, শূসহীন, পুচ্ছহীন গরু দক্ষিণা দিতে হয় (২২/৩/১৫-১৯ সূ. সূ.)। শা. ১৪/২২/৯-২০ সূত্রে অভিচারকর্মে প্রযোজ্য নানা বিচিত্র নিয়মের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে লাল পাগড়ী, ঋড়গ, প্রেতকর্মের জল, প্রেতবাহী শকটের কাঠ ইত্যাদিও রয়েছে।

শরময়ং বর্হিঃ ॥ ৫ ॥

অনু.— কুশ (হবে) শর দিয়ে তৈরী।

মৌসলাঃ পরিখয়ঃ ॥ ৬ ॥

অনু.— পরিধিগুলি (হবে) মুসলের।

ব্যাখ্যা— এখানে মুসলই হবে পরিধি।

বৈভীতক ইম্মাঃ বাঘাতকো বা ॥ ৭ ॥ [৭, ৮]

অনু.— যজ্ঞের কাঠ (হবে) বহেড়া অথবা বাঘাতক গাছের।

অপগূর্ঘাশ্রাবয়েচ্। প্রত্যাশ্রাবয়েচ্ ॥ ৮ ॥ [৯, ১০]

অনু.— (ঋত্বিকেরা) উপরে (শ্রুক) তুলে আশ্রাবণ এবং প্রত্যাশ্রাবণ করবেন।

হিঙ্গম্ ইব ববট্ কুর্বাৎ ॥ ৯ ॥ [১১]

অনু.— যেন ছিড়ে ফেলাছেন (এমনভাবে যাজ্যার) বৌবট্ উচ্চারণ করবেন।

ব্যাখ্যা— হিঙ্গম্ = কর্কশবরে উচ্চারণ করতে করতে, মনে মনে শব্দকে বিদীর্ণ করতে করতে।

ক্রবম্ ইব জুহুরাৎ ॥ ১০ ॥ [১২]

অনু.— যেন ভেঙে ফেলাছেন (এমনভাবে) আর্হতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— জুহু দিয়ে কুণ্ডের অঙ্গার গুঁড়ো করে ফেলার মতো অথবা মনে মনে শব্দকে চূর্ণ করে ফেলার মতো ভাব নিয়ে অগ্নিতে আর্হতি দিতে হবে।

সাদ্যাক্তেব্বরা বেদিঃ ॥ ১১ ॥ [১৩]

অনু.— সাদ্যাক্ত যাগে উর্বর (জমি হবে) বেদি।

ব্যাখ্যা— ১১-১৫ নং সূত্রে যা যা বলা হচ্ছে তা সকল সাদ্যাক্ত-যাগেই প্রযোজ্য। যে যাগে দীক্ষণীয়া, উপসদ প্রভৃতি সব-কিছুই একদিনে হয় তাকে 'সাদ্যাক্ত' যাগ বলে— কা. শ্রী. ২২/৩/২৭ সূ. দ্র.। এই সাদ্যাক্তে সর্বশস্যবতী ভূমি বেদিরূপে নিবর্তিত হয়। 'যবোর্বরা বেদিঃ'— শা. ১৪/৪০/৬।

খল উত্তরবেদিঃ ॥ ১২ ॥ [১৪]

অনু.— উত্তরবেদি (হবে) খামার।

ব্যাখ্যা— “যবখল উত্তরবেদিঃ”— শা. ১৪/৪০/৭।

খলেবালী যুগঃ ॥ ১৩ ॥ [১৫]

অনু.— যুগ (হবে) খামারের খুঁটি।

ব্যাখ্যা— যে খুঁটিতে ষাঁড়কে বেঁধে খামারের চার-পাশে ঘোরানো হয় সেই খুঁটিকে বলে খলেবালী। ঐ খলেবালীই হবে এখানে যুগ। “লাঙ্গলেবা যুগঃ”— শা. ১৪/৪০/৮।

ক্ষ্যগ্রৌ যুগঃ ॥ ১৪ ॥ [১৬]

অনু.— ক্ষ্য-র অগ্রভাগের মতো যুগ (হবে) তীক্ষ্ণ।

ব্যাখ্যা— দ্র. যে, সূত্রে ক্ষ্য + অগ্র = ক্ষ্যাগ্র না হয়ে ক্ষ্যগ্র হয়েছে।

অচমালঃ ॥ ১৫ ॥ [১৭]

অনু.— (যুগ হবে) চমালবিহীন।

ব্যাখ্যা— যুগের মাখায় যে আংটি পরানো হয় তাকে 'চমাল' বলে।

কলাপী চমালঃ ॥ ১৬ ॥ [১৮]

অনু.— চমাল হবে কলাপী।

ব্যাখ্যা— কলাপী = ধানের বা ঘাসের আঁটি। “যবকলাপিণ্ণ চমালম্”— শা. ১৪/৪০/৯।

ইত্যাগন্তকা বিকারাঃ ॥ ১৭ ॥ [১৯]

অনু.— এই (হল) আগন্তু পরিবর্তন।

ব্যাখ্যা— এতক্ষণ যা যা বলা হল সেগুলি হচ্ছে আগন্তুক বৈশিষ্ট্য এবং পরিবর্তন। প্রকৃতিযাগের অঙ্গগুলির মধ্যেই যে পরিবর্তন ঘটান হয় তাকে 'বিকার' এবং সম্পূর্ণ অভিনব যে নুতন অঙ্গের সংযোজন বা অনুপ্রবেশ ঘটে তাকে 'আগন্তুক' ধর্ম বলে; যেমন ৫নং সূত্রের বিধানটি 'বিকার' এবং ৪নং সূত্রের বিধিটি 'আগন্তুক' ধর্ম। শা. ১৪/৪০/২-২৩ সূত্রে এই যাগের নানা বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে কোন শ্রৌতযাগকারীর গৃহ হতে বসতীবরী নিয়ে আসা, খলিতে করে দই নিয়ে যোরা, উপসদের আবৃত্তি না করা ইত্যাদি।

অন্যান্য চাক্ষুৰ্ঘ্যবো বিদ্যঃ ॥ ১৮ ॥ [২০]

অনু.— অন্যগুলি অক্ষুৰ্ঘ্য জ্ঞানেন।

ব্যাখ্যা— অন্য যা যা বৈশিষ্ট্য যজুৰ্ঘ্যে বলা আছে তা অক্ষুৰ্ঘ্যের কাছ থেকে জ্ঞানে নিতে হবে।

সিদ্ধে তু শস্যে হোতা সষ্টপ্রবাহয়ঃ স্যাচ্ ॥ ১৯ ॥ [২১]

অনু.— বিহিত পাঠ্য মন্ত্রে হোতা কিন্তু প্রৈষ-অনুসারী হবেন।

ব্যাখ্যা— সিদ্ধ = যা বিহিত হয়েই আছে। শস্য = শব্দ প্রকৃতি যাবতীয় পাঠ্য মন্ত্র। সষ্টপ্রবাহয়ঃ = প্রৈষের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। অক্ষুৰ্ঘ্য যেমন যেমন প্রৈষ দেবেন, হোতাও সেই অনুসারে শব্দ ও অন্যান্য মন্ত্র পাঠ করবেন। যেমন— খলোবালী যুগ হলে যুগের উচ্চারণ করতে হয় না; কেবল যুগাঙ্গন ও যুগপরিব্যয়ণের মন্ত্রই (৩/১/৮, ৯ সূ. দ্র.) তাই পাঠ করতে হবে। মন্ত্র সে-ক্ষেত্রে দুটি হয়ে যায় বলে ‘নাভিহিকারা-’ (১/২/২৭) সূত্র অনুসারে অভিহিকার ও পুনরাবৃত্তি করতে হবে না। বৃত্তিকার তাই বলেছেন— “সিদ্ধে সাভিহিকারাত্যাসে অনুবচনে সতি সষ্টেবানুসারেণ তাবনমাত্রম্ অনুবক্তব্যং, নান্যো বিকার উত্পাদয়িতব্য ইত্যর্থঃ”— বিহিত মন্ত্রে অন্য কোন পরিবর্তন ঘটান চলবে না। অন্যান্য মন্ত্রের ক্ষেত্রেও তা-ই।

পাপ্যা কীর্ত্যা সিহিতো মহারোগেণ বা যো বালাংপ্রজননঃ প্রজাং ন বিদেত সোহগ্নিস্থিতা যজ্ঞেত ॥ ২০ ॥ [২২]

অনু.— যে ব্যক্তি পাপকর্মে অথবা মহারোগে আক্রান্ত অথবা যিনি প্রজনন-সমর্থ (হওয়া সত্ত্বেও) সন্তান লাভ করেন নি তিনি ‘অগ্নিস্থিত’ দ্বারা যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— পাপী = পাপ + অহ (= অ) + ক্রীলিঙ্গে ঈ; পাপযুক্ত। কীর্তি = কাজ। মহারোগ = দীর্ঘকালীন রোগ অথবা দুরারোগ্য ব্যাধি। সিহিত = অসিহিত = আচ্ছন্ন, আক্রান্ত। অলাং-প্রজননঃ = সন্তানসমর্থ, মিলনক্ষম। “যোহনহরজাতঃ স্যাদ্ যং বা পাপী বাগ্ অভিবদেৎ সোহগ্নিস্থিতা যজ্ঞেত”— শা. ১৪/৫১/১।

তিষ্ঠা হরী যো জাত এবোতি মধ্যম্নিনঃ ॥ ২১ ॥ [২৩]

অনু.— (এই যাগে) মরুত্বতীয় এবং নিষ্কৈবল্য শব্দ (যথাক্রমে) ‘তিষ্ঠা-’ (৩/৩৫), ‘যো-’ (২/১২)।

ব্যাখ্যা— শা. ১৪/৫৩/৭ এবং ১৪/৫৪/৪ সূত্রে কিন্তু ৬/৩, ৪ এই অপর দুই সূত্রেই বিহিত হয়েছে। এই দিনের অন্যান্য পাঠ্য মন্ত্রের নির্দেশ পাওয়া যায় সেখানে ১৪/৫১-৫৭ অংশে।

সর্বায়েমশ্ চেষ্ট স্তোত্রিয়ানুরূপা আয়েম্নাঃ স্যাঃ ॥ ২২ ॥ [২৪]

অনু.— যদি এই যাগ সর্বায়েম অগ্নিস্থিত (হয় তাহলে) স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ হবে অগ্নিদেবতার।

ব্যাখ্যা— ২০ এবং ২১ নং সূত্রে যে অগ্নিস্থিতের কথা বলা হয়েছে তা সর্বায়েম নয়। সর্বায়েম হলে সব স্তোত্রিয় এবং অনুরূপে ‘অগ্নিদেবতারই মন্ত্র পাঠ করতে হবে। সম্ভবত গ্রহ, স্তোত্র এবং শব্দ শুধু অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হলে তাকে সর্বায়েম বলা হয়। প্রসঙ্গত শা. ১৪/৫১/৪ দ্র.।

বিচারি বা ॥ ২৩ ॥ [২৪]

অনু.— অথবা শুধু বিচারি (অংশ) অগ্নিদেবতার (হবে)।

ব্যাখ্যা— বিচারি = পরিবর্তনশীল। ইচ্ছনিহব, ‘আপো হি-’ ইত্যাদি মন্ত্র হচ্ছে অ-বিচারি অর্থাৎ অপরিবর্তনীয়। এগুলি স্তোত্র অন্য মন্ত্রগুলি বিচারি। বিবাক মত হচ্ছে— সব নয়, যেগুলি বিচারি কেবল সেই মন্ত্রগুলিই হবে অগ্নিদেবতার।

অগ্নি বা সর্বেষু দেবতান্বেষয়িম্ এবান্তিসনেমেত্ ॥ ২৪ ॥ [২৫]

অনু.— অথবা সমস্ত দেবতাবাচী শব্দে অগ্নি (-শব্দই) সংনমিত করবেন।

ব্যাখ্যা— বিকল্পে কেবল স্তোত্রিয়-অনুরূপে অথবা বিচারি অংশে নয়, সমস্ত মন্ত্রেই মূল দেবতার নাম সরিয়ে দিয়ে সেখানে অগ্নির নাম প্রবেশ করাতে হবে। যেমন— প্রউগশস্ত্রে পাঠ্য ‘পাবকা নঃ সরবতী’ মন্ত্রাংশের স্থানে বলতে হবে ‘পাবকা নোঃগির’। ‘অতেন মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধাব্’ স্থানে বলতে হবে ‘অতেনাগ্নী ঋতাবৃধাব্’ ‘ওমাসশচবলীধৃতো বিধে দেবাস আ গত’ অংশের স্থানে বলতে হবে ‘ওমাসশচবলীধৃতোঃগয় আ গত’। সূত্রে ‘সর্বেষু’ বলায় জপ প্রভৃতি ছয় রকমের (১/১/২০, ২১ সূ. প্র.) এবং শত্রু প্রভৃতি ছয় ধরনের (১/২/২৪ সূ. প্র.) মন্ত্রের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য বলে বুঝতে হবে।

তথা সত্যবক্ষম্ ইন্দ্রস্ততা যজ্ঞেত ॥ ২৫ ॥ [২৬]

অনু.— তেমন হলে সত্য ইন্দ্রস্তত্ব দ্বারা যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— অবক্ষম্ = সত্য, একই দিনে। পূর্ববর্তী তিন সূত্রে বর্ণিত তিন প্রকারের সর্বাঙ্গেয় অগ্নিষ্টুতের মধ্যে কোন এক প্রকারের অগ্নিষ্টুত অনুষ্ঠিত হলে ঐ একই দিনে ইন্দ্রস্তত্ব নামে আর একটি একাহাযাগও করতে হয়। শা. ১৪/৫৮ অনুসারে শক্তিলাভের জন্য এই যাগটি করা হয়ে থাকে।

ইন্দ্র সোমম্ ইন্দ্রং স্তবেতি মধ্যম্নিনঃ ॥ ২৬ ॥ [২৭]

অনু.— এই যাগে মরুত্বতীয় এবং নিম্বেবল্য শত্রু যথাক্রমে ‘ইন্দ্র-’ (৩/৩২), ‘ইন্দ্রং-’ (১০/৮৯)।

ব্যাখ্যা— সংহিতায় ‘ইন্দ্র সোমং-’ শব্দে শুরু তিনটি সূক্ত আছে; তার মধ্যে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের ৩/৩২ সূক্তটিই এখানে অভিপ্রেত কারণ মধ্যম্নিন সবনের ছন্দও হচ্ছে ত্রিষ্টুপ্।

ভূতিকাশো বা গ্রামকাশো বা প্রজাকামো বোপহব্যোন যজ্ঞেত ॥ ২৭ ॥ [২৮]

অনু.— ধনপ্রার্থী অথবা গ্রামার্থী অথবা সন্তানার্থী (ব্যক্তি) উপহব্য দ্বারা যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— ভূতি = ধন, বেদজ্ঞান, ধন বা জ্ঞান দ্বারা অপরকে অভিভূত করা। সামবেদীয় প্রথা অনুসারে এই যাগে ‘ইন্দ্র’ শব্দের স্থানে ‘শত্রু’, ‘সর্ব’ শব্দের স্থানে ‘বিশ্ব’ ইত্যাদি পরোক্ষ শব্দ উল্লেখ করতে হয়। “ভেনাবরুণো রাজা যজ্ঞেত রাষ্ট্রম্ অবজিগীবন্”— শা. ১৪/৫০/১।

ইমা উ জ্বা য এক ইদ ইতি মধ্যম্নিনঃ ॥ ২৮ ॥ [২৯]

অনু.— (এই যাগে) মরুত্বতীয় এবং নিম্বেবল্য শত্রু (যথাক্রমে) ‘ইমা-’ (৬/২১), ‘য-’ (৬/২২)।

ব্যাখ্যা - শা. ১৪/৫০/২ সূত্রের বিধানও তা-ই।

ইন্দ্রায়োঃ কুলায়েন প্রজাতিকামঃ ॥ ২৯ ॥

অনু.— প্রজননপ্রার্থী (ব্যক্তি) ইন্দ্রায়ির কুলায় দ্বারা (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রজাতি = সন্তান ও পুত্র প্রজনন। ‘ব্রাহ্মণশ্ চ ক্ষত্রিয়শ্ চ সংযজ্ঞেয়াতাং যং পুরোধাস্যমানঃ স্যাড্”— শা. ১৪/২৯/২।

তিষ্ঠা হরী তমু ইহীতি মধ্যম্নিনঃ ॥ ৩০ ॥

অনু.— (এই যাগে) মরুত্বতীয় ও নিম্বেবল্য শত্রু (যথাক্রমে) ‘তিষ্ঠা-’ (৩/৩৫), ‘তমু-’ (৬/১৮)।

ব্যাখ্যা— শা. ১৪/২৯/৭ সূত্রের বিধানও তা-ই।

ঋষভেণ বিজিগীষমাণঃ ॥ ৩১ ॥ [৩০]

অনু.— বিজয়প্রার্থনা করছেন (এমন ব্যক্তি) ‘ঋষভ’ (নামে একাহ) দ্বারা (যাগ করবেন)।

মরুত্বী ইন্দ্র যুধস্য ত ইতি মধ্যম্নিনঃ ॥ ৩২ ॥ [৩১]

অনু.— (এই যাগে যথাক্রমে) ‘মরু-’ (৩/৪৭), ‘যুধ-’ (৩/৪৬) মরুত্বীয় ও নিষ্কেবল্য শত্ৰু।

ব্যাখ্যা— শা. ১৪/২৩/৩ অনুসারে ৬/১৭, ১৮ সূক্ত পাঠ্য।

তীত্রসোমনামাদ্যকামঃ ॥ ৩৩ ॥ [৩১]

অনু.— ভোজ্য-অন্ন-প্রার্থী (ব্যক্তি) ‘তীত্রসোম’ দ্বারা (যাগ করবেন)।

কস্য বীরতীত্রস্যভিবরস ইতি মধ্যম্নিনঃ ॥ ৩৪ ॥ [৩২]

অনু.— (এই যাগে যথাক্রমে) ‘কস্য-’ (৫/৩০), ‘তীত্র-’ (১০/১৬০) মরুত্বীয় ও নিষ্কেবল্য শত্ৰু।

ব্যাখ্যা— শা. অনুযায়ীও ‘তীত্র-’ সূক্তই নিবিকানীয়। মরুত্বীয় শব্দে নিবিকান সূক্তের আগে ‘অয়ং তীত্রস্-’ এই সূত্রপঠিত একটি মন্ত্রও পাঠ করতে হয়। তীত্রসোমের পরিবর্তে যাগটিকে ঐ গ্রন্থে ‘তীত্রসব’ নামে নির্দেশ করা হয়েছে— ১৪/২১ স্র.।

বিঘনেনাভিচরন্ ॥ ৩৫ ॥ [৩২]

অনু.— শত্রুহিংসারত (ব্যক্তি) ‘বিঘন’ দ্বারা (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— “বিঘনঃ পাম্পানং দ্বিষতশ্চ চাপজিঘাংসমানস্য” — শা. ১৪/৩৯/৮।

তস্য শস্যম্ অজিরেণ ॥ ৩৬ ॥ [৩৩]

অনু.— ঐ (যাগের) শত্ৰু অজির (যাগ) দ্বারা (বলা হয়েছে)।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে ঐ বিঘনযাগের শত্ৰু, লাল পাগড়ী পরা ইত্যাদি সব-কিছুই অজির যাগের মতো— ‘শস্যগ্রহণম্ প্রদর্শনার্থং, ন লোহিতোক্ষীবাদিনিবৃদ্ধার্থম্’ (না.)। “কয়াত্তীত্র-তদিদাসীয়ে বা নিবিকানে” — শা. ১৪/৩৯/৯।

ইন্দ্রাবিকোর উত্ক্রান্তিনা স্বর্গকামঃ ॥ ৩৭ ॥ [৩৪]

অনু.— স্বর্গপ্রার্থী (ব্যক্তি) ‘ইন্দ্রবিকোর উত্ক্রান্তি’ দ্বারা (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— শা. ১৪/৭১/২ সূত্রের বিধানও তা-ই।

ইমা উ দ্বা দৌর্ন ষ ইন্দ্রেতি মধ্যম্নিনঃ ॥ ৩৮ ॥ [৩৫]

অনু.— (এই যাগে যথাক্রমে) ‘ইমা-’ (৬/২১), ‘দৌ-’ (৬/২০) মরুত্বীয় ও নিষ্কেবল্য শত্ৰু।

ব্যাখ্যা— শা. ১৪/৭১/৩ সূত্রের নির্দেশও তা-ই।

যঃ কাময়েত নৈকিহ্যং পাম্পান ইন্সাম্ ইতি স ঋতপেয়েন যজ্ঞেত ॥ ৩৯ ॥ [৩৫]

অনু.— যিনি চাইবেন পাম্পের রক্ষতা যেন পাই তিনি ‘ঋতপেয়’ দ্বারা (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— নৈকিহ্য = নিঃস্নেহতা, রক্ষতা। যিনি চান যে, পাম্পের প্রতি বিদ্মুদ্রা দুর্বলতা যেন তাঁর না থাকে, পাম্পের প্রতি তিনি

যেন কঠোর হতে পারেন, তিনি এই বাগ করবেন। “ঋতপেয়েন তেজস্কাশো যজ্ঞত ; দ্বাদশ দীক্ষা দ্বাদশোপসদঃ”— শা. ১৪/১৬/১, ২।

ঋতস্য হি গুরুত্বং সত্ত্বি পূর্বীর্ ইতি সূক্তমুখীয়ে ॥ ৪০ ॥ [৩৬]

অনু.— (এই বাগে) ‘ঋত-’ (৪/২৩/৮, ৯) এই (দুটি মন্ত্র) সূক্তমুখীরা।

ব্যাখ্যা— প্রথম মন্ত্রটি মরুত্বতীয় শব্দের এবং দ্বিতীয় মন্ত্রটি নিষ্কবল্য শব্দের নিবন্ধান সূক্তের আগে পাঠ করতে হবে।

সত্যেন চমসান্ ভক্ষয়ন্তি ॥ ৪১ ॥ [৩৬]

অনু.— সত্য (মন্ত্র) দ্বারা চমসগুলি পান করবেন।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূ. দ্র.। “ঋতং সত্যং বদন্তো ভক্ষয়েমুঃ; ভূর্ভবঃ স্বর্ ইতি বা; সগোত্রায় বা ব্রহ্মণে দদ্যাত্”— শা. ১৪/১৬/৬-৮।

সত্যমিহ পৃথিবী সত্যময়ময়িঃ সত্যময়ং বায়ুঃ সত্যমসাবাদিত্য ইতি ॥ ৪২ ॥ [৩৭]

অনু.— (এ সত্য মন্ত্রটি হচ্ছে) ‘সত্যমিহ-’ (সূ.)।

ব্যাখ্যা— এখানে প্রকৃতিবাগে বিহিত ভক্ষণ মন্ত্রের পরিবর্তে এই মন্ত্রটি পাঠ করতে হয়।

সোমচমসো দক্ষিণা ॥ ৪৩ ॥ [৩৮]

অনু.— সোমের অংশ দ্বারা পূর্ণ চমস (এই বাগে) দক্ষিণা।

অষ্টম কণ্ডিকা (৯/৮)

[অতিমূর্তি, সৌর্যচান্দ্রমসী ইষ্টি, সূর্যস্তুত, যোম, বিশ্বসেবস্তুত, পঞ্চশারদীয়, গোসব, বিবধ, উদ্ভিদ্, বলভিদ্, বিনুতি, অভিভূতি, ইমু, বজ্র, দ্বিবি, অপচিতি, সম্রাট্, স্বরাট্, রাট্, বিরাট্, শদ, উপশদ, রাশি, মরায়, ঋষিষ্টোম, ব্রাত্যষ্টোম, নাকসদ্, ঋতুষ্টোম, দিক্ষ্টোম]

অতিমূর্তিনা যক্ষ্যমাণো মানসং সৌর্যচান্দ্রমসীভ্যাম্ ইষ্টীভ্যাম্ যজ্ঞত ॥ ১ ॥

অনু.— অতিমূর্তি দ্বারা (যিনি) বাগ করতে থাকবেন (তিনি তার আগে) একমাস ধরে সৌর্য-চান্দ্রমসী (নামে) দুই ইষ্টি দ্বারা বাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— যে ইষ্টির সেবতা সূর্য তা সৌরী এবং চান্দ্রমসী অর্থাৎ চান্দ যে ইষ্টির সেবতা তা চান্দ্রমসী। এই সৌর্যচান্দ্রমসী ইষ্টির অপর দুই নাম পূর্ণাশ এবং বহুসূর্য। দ্র. যে, সূত্রে সৌর্য শব্দে যে আকার তা ঠিক ব্যাকরণসম্মত নয়, প্রত্যাশিত রূপ হচ্ছে সৌরী। শা. ১৪/৩২/২ সূত্রে ‘সৌরী’-ই বলা হয়েছে।

গুরুং চান্দ্রমস্যা সৌর্যকেন্দ্রম্ ॥ ২ ॥

অনু.— গুরু (পক্ষ) ধরে চান্দ্রমসী (ইষ্টি) দ্বারা (এবং) অপর (পক্ষ) ধরে সৌর্য (ইষ্টি) দ্বারা (বাগ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ইতর = অন্য পক্ষ, কৃকপক্ষ। দুই পক্ষেই প্রতিদিনই বাগ করতে হয়।

অত্রাহ গোরমহত্ত নবো নবো ভবতি জ্ঞানমানস্তরগির্বিধদর্শতচ্চিত্রং সেবানামুদগাদনীকম্
ইতি বাজ্যানুবাচ্যঃ ॥ ৩ ॥

অনু.— (এই দুটি ইষ্টির) যাজ্ঞা এবং অনুবাচ্য 'অত্রা-' (১/৮৪/১৫), 'নবো-' (১০/৮৫/১৯) ; 'তরগি-' (১/৫০/৪), 'চিত্রং-' (১/১১৫/১)।

ব্যাখ্যা— প্রথম দু-টি মন্ত্র চান্দ্রমসী ইষ্টির এবং পরের দুটি মন্ত্র সৌরী বা সৌর ইষ্টির যথাক্রমে অনুবাচ্য ও যাজ্ঞা।

স ঙ্গং মহীং ধুনিমেতোররন্নাত্ স্বপ্নেনাভ্যুপ্যা চুমুরিং ধুনিং চেতি সূক্তমুখীয়ে ॥ ৪ ॥

অনু.— (অতিমূর্তিযোগে) 'স-' (২/১৫/৫), 'স্বপ্নেনা-' (২/১৫/৯) এই দুই (মন্ত্র হবে) সূক্তমুখীয়া।

সূর্বজ্ঞতা যশস্কামঃ ॥ ৫ ॥

অনু.— যশঃপ্রার্থী (ব্যক্তি) 'সূর্বজ্ঞত্' দ্বারা (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— শা. মতে তেজস্কাম ব্যক্তির পক্ষে এই যাগটি করণীয় এবং শব্দে নিবিজ্ঞান সূক্তে সূর্যের উল্লেখ থাকা চাই-
১৪/৫৯/১, ২ ব্র.।

শিবা সোমমতীন্দ্রং স্তবেতি মধ্যম্নিনঃ ॥ ৬ ॥

অনু.— (এই যাগে) মরুত্বতীয় এবং নিম্বেবল্যশব্দ 'শিবা-' (৬/১৭), 'ইন্দ্রং-' (১০/৮৯)।

ব্যোমামাদ্যকামঃ ॥ ৭ ॥ [৬]

অনু.— ভোজ্য-অন্ন-প্রার্থী (ব্যক্তি) 'ব্যোম' দ্বারা (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— শা. ১৪/২৪ ব্র.।

বিশ্বসেবজ্ঞতা যশস্কামঃ ॥ ৮ ॥ [৭]

অনু.— যশঃপ্রার্থী (ব্যক্তি) বিশ্বসেবজ্ঞত্ দ্বারা (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— শা. ১৪/৬০ ব্র.।

পঞ্চশারদীয়েন পশুকামঃ ॥ ৯ ॥ [৮]

অনু.— পশুপ্রার্থী 'পঞ্চশারদীয়' দ্বারা (যাগ করবেন)।

এতেষাং ত্রয়াণাং কয়াস্তভা-তদিদাসেতি মধ্যম্নিনঃ ॥ ১০ ॥ [৯]

অনু.— এই তিন (যোগের) মরুত্বতীয় এবং নিম্বেবল্য শব্দ 'কয়া-' (১/১৬৫), 'তদি-' (১০/১২০)।

ব্যাখ্যা— ব্যোম, বিশ্বসেবজ্ঞত্ এবং পঞ্চশারদীয়ে এই দুই সূক্ত পাঠ করতে হয়।

উত্তরসামানৌ পূর্বৌ ॥ ১১ ॥ [৯]

অনু.— প্রথম দুটি (যাগ) উত্তরসামবিশিষ্ট।

ব্যাখ্যা— ব্যোম এবং বিশ্বসেবজ্ঞত্ যাগ উত্তরসামবিশিষ্ট।

উক্থ্যঃ পঞ্চশারদীয়ঃ ॥ ১২ ॥ [১০]

অনু.— পঞ্চশারদীয় (যাগ) উক্থ্যবিশিষ্ট।

ব্যাখ্যা— পঞ্চশারদীয়ে উক্থ্যের অনুষ্ঠান হয়। শা. ১৪/৬২/৩ সূত্রে বলা হয়েছে— “পঞ্চোক্ষাঃ পঞ্চ শরদো মরুদ্ভ্যঃ শ্রোক্ষিতাশ্চরতি; তে সবনীমস্যোপালভ্যাতঃ”।

বিশোবিশো বো অভিধিম্ ইত্যাজ্যম্ ॥ ১৩ ॥ [১০]

অনু.— (এই যাগে) আজ্য (শব্দ) ‘বিশো-’ (৮/৭৪)।

কধরথন্তরং পৃষ্ঠম্ ॥ ১৪ ॥ [১১]

অনু.— পৃষ্ঠস্তোত্র (হবে) কধ-রথন্তরসাম-বিশিষ্ট।

ব্যাখ্যা— কধরথন্তর সাম গাওয়া হয় ‘পুনানঃ’- (সা. উ. ৬৭৫-৬) এই প্রণাথে।

গোসববিবধৌ পশুকামঃ ॥ ১৫ ॥ [১২]

অনু.— পশুপ্রার্থী ‘গোসব’ এবং ‘বিবধ’ (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— পশুকামনার গোসবও করা যায়, বিবধও করা যায়।

ইন্দ্র সোমমেতায়াম্ ইতি মধ্যম্নিনঃ ॥ ১৬ ॥ [১৩]

অনু.— (গোসব ও বিবধে) মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য শব্দ ‘ইন্দ্র-’ (৩/৩২), ‘এতা-’ (১/৩৩)।

দশ সহস্রাণি দক্ষিণাঃ ॥ ১৭ ॥ [১৪]

অনু.— (এই দুই যাগেই) দশ হাজার (করে) দক্ষিণা।

ব্যাখ্যা— দুটি যাগের প্রত্যেকটিতেই দশ হাজার করে দক্ষিণা। শা. ১৪/১৫/৬, ৮ অনুযায়ী গোসবে উক্থ্যের অনুষ্ঠান হয় এবং দক্ষিণা দিতে হয় ত্রিংশ হাজার গরু। ১৪/২৮/১৩ অনুসারে বিবিধে (বিবধে) এক হাজার গরু ও একশ ঘোড়া দক্ষিণা।

ষোড়শৈকাহাঃ ॥ ১৮ ॥ [১৫]

অনু.— (এ-বার) ষোলটি একাহবাগ (বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— ২০-২৫নং পর্যন্ত সূত্রে মোট ষোলটি একাহবাগের কথা বলা হচ্ছে।

আম্বুর্ গৌর্ ইতি ব্যত্যাসম্ ॥ ১৯ ॥ [১৬]

অনু.— (এই যাগগুলিতে) পর্যায়ক্রমে আম্বুটোম এবং গৌটোম (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— ব্যত্যাস = পর্যায়ক্রমে আবর্তন অর্থাৎ প্রথম, তৃতীয় ইত্যাদি অবুধ্য স্থানের যাগগুলিতে আম্বুটোম এবং দ্বিতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি বুদ্ধস্থানের যাগগুলিতে গৌটোমের অনুষ্ঠান হবে।

উদ্ভিদ্‌বলভিদৌ স্বর্গকামঃ ॥ ২০ ॥ [১৭]

অনু.— স্বর্গপ্রার্থী (ব্যক্তি) উদ্ভিদ্ এবং বলভিদ্ (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— উদ্ভিদ্‌কে আয়ুষ্টোম এবং বলভিদ্‌কে গোষ্ঠোমের অনুষ্ঠান হয়। এই সূত্রে এবং পরবর্তী সূত্রগুলিতে দু-টি করে যাগের নাম একসাথে উল্লেখ করার অভিপ্রায় এই যে, একটি যাগ করার পরেই (গরের দিনে) অপর যাগটি করতে হবে। এগুলি তাই যমযজ্ঞ অর্থাৎ যুগলযাগ। শা. ১৪/১৪ অনুযায়ী পশু-লাভের কামনায় উদ্ভিদ্ যাগ করতে হয়। যাগের পরেও পশুলাভে বিলম্ব ঘটলে বলভিদের অনুষ্ঠান করতে বলা হয়েছে।

ইন্দ্র সোমমিচ্ছঃ পূর্জিদ্ ইতি মধ্যম্নিনঃ ॥ ২১ ॥ [১৮]

অনু.— (এই দুই যাগে) মরুত্বতীয় এবং নিম্বেবল্য শব্দ 'ইন্দ্র-' (৩/৩২), 'ইন্দ্রঃ-' (৩/৩৪)।

বিনুত্যাভিভূত্যোর্ ইষুবজ্জয়োশ্ চ মন্যুসূক্তে ॥ ২২ ॥ [১৯]

অনু.— বিনুতি ও অভিভূতি এবং ইষু ও বজ্জ (যাগে মরুত্বতীয় ও নিম্বেবল্য শব্দ হবে) দু-টি মন্যুসূক্ত (১০/৮৪, ৮৩)।

ব্যাখ্যা— প্রসঙ্গত ৯/৭/২ সূ. দ্র.। বিনুতি ও ইষু যাগে আয়ুষ্টোম এবং অভিভূতি ও বজ্জ যাগে গোষ্ঠোমের অনুষ্ঠান হয়। শা. ১৪/৩৮/৮ সূত্রে বিনুতি ও অভিভূতি যাগে বিশ্বজিভের মন্ত্রগুলিই বিহিত হয়েছে। ঐ গ্রন্থে ১৪/২২/৪, ৫ সূত্রে ইষু-বজ্জ মন্যুসূক্তই বিহিত হয়েছে।

অভিচরন্ যজ্ঞেত ॥ ২৩ ॥ [২০]

অনু.— শক্রহিংসাকরী (ব্যক্তি ঐ দু-টি দু-টি) যাগ করবেন।

দ্বিষ্যপচিভ্যোঃ সস্কাট্‌স্বরাজো রাড়বিরাজোঃ শদস্য চৈকাহিকে ॥ ২৪ ॥ [২১]

অনু.— দ্বিষি ও অপচিভির, সস্কাট্‌ ও স্বরাটের, রাট্‌ ও বিরাটের এবং শদের (মরুত্বতীয় এবং নিম্বেবল্য শব্দ হবে) একাহযাগের (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— শা. মতে ঐচ্ছল্যাকামনায় দ্বিষি যাগ করতে হয় এবং ষ্ঠেত অশ্বে বাহিত কাংস্যনির্মিত রথ দক্ষিণা দিতে হয়— ১৪/৩৪/১, ২। যশের কামনায় করতে হয় অপরিচিতি যাগ। এই যাগের বৈশিষ্ট্যের জন্য শা. ১৪/৩০/১-৬, ২০-২২ দ্র.। স্বরাজ ও বিরাজের পবমান ও অন্যান্য স্তোত্রের স্তোমসংখ্যার জন্য শা. ১৪/২৫-২৬, ৩০ দ্র.। শদের অনুষ্ঠান হয় দুর্ভাগ্যপরিহার ও শক্রদের দমনের জন্য— শা. ১৪/২২/২৩ দ্র.।

উপশদস্য রাশিমরায়য়োশ্ চ কন্নাওতীয়তদিদাসীয়ে ॥ ২৫ ॥ [২২]

অনু.— উপশদের এবং রাশি ও মরায় যাগের (মরুত্বতীয় ও নিম্বেবল্য শব্দের সূক্ত) 'করা-' (১/১৬৫), 'তদি-' (১০/১২০)।

ব্যাখ্যা— শা. মতে সন্তান ও পুত্র কামনায় উপশদ যাগটি করতে হয় এবং রাশি ও মরায়ের অনুষ্ঠান হয় অন্নকামনায়। শেব দুটি যাগে সমুদ্র হ্রস্বোমের শেষ দুটি দিনের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে— ১৪/২২/২৫; ১৪/৩৯/১-৩ দ্র.।

ভূতিকামরাজ্যকামাদ্যকামেধিরকামতেজস্‌কামানাম্ ॥ ২৬ ॥ [২৩]

অনু.— ধনপ্রার্থী, রাজ্যপ্রার্থী, ভোজ্যঅন্ন-প্রার্থী, ইচ্ছিরের সবলতাপ্রার্থী (এবং) শক্তিকামী (ব্যক্তিদের এই যাগগুলি করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ২০-২৫ নং সূত্রে বিহিত ষোলটি যাগের মধ্যে ষেগুলির ক্ষেত্রে (২৪, ২৫ নং সূ. প্র.) কোন ফলের উল্লেখ নেই, সেই 'দ্বিবি' শব্দটি যাগের ক্ষেত্রে এই-সব ফল নির্দিষ্ট হল বলে বুঝতে হবে।

এতে কামা ঋগ্নোর ঋমোঃ ॥ ২৭ ॥ [২৪]

অনু.— দু-টি দু-টি (যাগের) এই (এই) কামনা।

ব্যাখ্যা— দ্বিবি-অগতি সঙ্গমের, সত্রাট-বরাট রাজ্যের, রাট-বিরাট অমের, শব-উপশব ইন্দ্রিয়ার সবলতার এবং রাশি-মরায় শক্তির কামনার অনুষ্ঠিত হয়।

ঋষিস্তোমা ব্রাত্যস্তোমাশ্চ পৃষ্ঠ্যাহনি ॥ ২৮ ॥ [২৫]

অনু.— ঋষিস্তোমগুলি এবং ব্রাত্যস্তোমগুলি পৃষ্ঠ্যদিনযুক্ত।

ব্যাখ্যা— সাতটি ঋষিস্তোম এবং সাতটি ব্রাত্যস্তোম আছে। এই দুই প্রকারের একাধ-যাগেই প্রথম ছ-টির ক্ষেত্রে যথাক্রমে পৃষ্ঠ্যবড়হের এক একটি দিনের অনুষ্ঠান হয় এবং সপ্তমটিতে হয় মূল জ্যোতিষ্টোমের অনুষ্ঠান। শা. ১৪/৬৩-৭০ অংশে ছটি ঋষিস্তোম ও ছটি ব্রাত্যস্তোমের উল্লেখ আছে এবং এই একাধগুলিতে পৃষ্ঠ্যবড়হেরই এক একটি দিনের অনুষ্ঠান সেখানে বিহিত হয়েছে।

নাকসদ ঋতুস্তোমা দিক্তোমাশ্চ চাভিগ্নবাহনি ॥ ২৯ ॥ [২৬]

অনু.— নাকসদ, ঋতুস্তোম এবং দিক্তোমগুলি অভিগ্নব-দিনবিশিষ্ট।

ব্যাখ্যা— নাকসদ, ঋতুস্তোম এবং দিক্তোম যাগত্বের প্রত্যেকটিতে ছ-টি করে একাধ আছে। ছ-দিনে যথাক্রমে অভিগ্নববড়হের এক একটি দিনের অনুষ্ঠান হয়। শা. ১৪/৭৩, ৭৫, ৮৩ অংশেও এই তিন একাধের উল্লেখ আছে। ন-টি নাকসদে সমুদ্র দশরাত্রের (প্রথম) ন-দিনের অনুষ্ঠান করতে হয়।

নবম কণিকা (৯/৯)

[বাজপেয়— বার্ষিক্য ইষ্ট, অতিরিক্ত উক্ত্য, দক্ষিণা]

বাজপেয়েনাধিপত্যকামঃ ॥ ১ ॥

অনু.— আধিপত্যপ্রার্থী (ব্যক্তি) বাজপেয় দ্বারা (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বাজপেয় শব্দের অর্থ অন্ন এবং পানীয় অথবা শক্তিগান অথবা শক্তির সংরক্ষণ। শ. ব্রা. ৫/১/১/১৩ অনুসারে সত্রাট হওয়ার বাসনা থাকলে এই যাগটি করতে হয়। “শরদি বাজপেয়ঃ; অন্নাদ্যকামস্য; পানং বৈ পেয়াঃ; অন্নং বাজঃ”— শা. ১৫/১/১, ২, ৪।

সপ্তদশ দীক্ষাঃ ॥ ২ ॥

অনু.— (এই যাগে) সতেরটি দীক্ষা।

ব্যাখ্যা— এই বাজপেয় যাগে সতের দিন ধরে দীক্ষণীয়া ইষ্ট করতে হয়।

সপ্তদশাপর্বণো বা ॥ ৩ ॥

অনু.— অথবা সতের (দিনে যাগটি) শেষ (হয়)।

ব্যাখ্যা— বিকল্পে এই যাগটি সতের দিনে শেষ হয়। সে-ক্ষেত্রে তের দিন দীক্ষা, তিন দিন উপসদ, একদিন সুত্যা।

হিরণ্যশ্রেষ্ঠ ঋত্বিজো যাজ্ঞয়েমুঃ ॥ ৪ ॥

অনু.— বর্ণমালায় ভূমিত (হয়ে) ঋত্বিকেরা যাগ করাবেন।

ব্যাখ্যা— যাজ্ঞপেয়যাগের সময়ে ঋত্বিকেরা গলায় সোনার মালা পরবেন। ‘ঋত্বিজো’ বলায় চমসাধবর্ষ, শমিতা প্রভৃতিকে সোনার মালা পরতে হয় না।

বজ্রকিঞ্জিকা শতপুঙ্করা হোতুঃ ॥ ৫ ॥

অনু.— হোতার (মালাটি হবে) হীরকনির্মিত-কেশরবিশিষ্ট (এবং) শতপদ্মযুক্ত।

বিশ্বজিদ্ আজ্যম্ ॥ ৬ ॥

অনু.— এই যাগে বিশ্বজিতের আজ্য (শব্দ পাঠ করতে হয়)।

করাস্তত্তদাদিদাসেতি মধ্যম্নিন্যঃ ॥ ৭ ॥ [৬]

অনু.— মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য শব্দ ‘করাস্ত’ (১/১৬৫), ‘তদি-’ (১০/১২০)।

ব্যাখ্যা— শা. ১৫/২/৯, ১৮ সূত্রেও এই দুটি সূক্তই বিহিত হয়েছে।

সংহিতে মরুত্বতীয়ে বার্হস্পত্যোষ্টিঃ ॥ ৮ ॥ [৬]

অনু.— মরুত্বতীয় শব্দ শেষ হলে ‘বার্হস্পত্য’ ইষ্টি (করতে হয়)

ব্যাখ্যা— “বার্হস্পত্যো নৈবারঃ সপ্তদশশরাবঃ; সোহঙ্করেণ নিষ্কেবল্যমরুত্বতীয়ে”— শা. ১৫/২/১২, ১৫।

আজ্যভাগপ্রত্নতীডান্তা ॥ ৯ ॥ [৭]

অনু.— (এই ইষ্টি) আজ্যভাগে আরম্ভ, ইড়াভক্ষণে শেষ।

ব্যাখ্যা— ‘সৌমিকীভ্যশ্চাস্তরেণ’ (১/৫/৩৯) সূত্র অনুসারে আজ্যভাগ এবং ষিষ্টকৃতের যাজ্ঞ্যামন্ত্রে দেবতা বৃহস্পতির নাম দ্বিতীয়া বিভক্তিতে উদ্দেশ্য করতে হবে, কিন্তু অন্যত্র তাঁর নাম উদ্দেশ্য করতে হবে না। এখানে বৃত্তিকার তাই বলেছেন ‘অত্র বৃহস্পতের আদেশো ন কর্তব্যঃ সৌমিকীভ্যশ্চৈতি বচনাত্। আজ্যভাগয়োঃ ষিষ্টকৃতি চাসেশঃ কর্তব্য এব’। শা. ১৫/২/১৭ সূত্রে বলা হয়েছে ‘তস্য প্রদানং ষিষ্টকৃদ্-ইডং চ’— এই ইষ্টিতে প্রধানযাগ, ষিষ্টকৃৎ এবং ইড়ারই অনুষ্ঠান হবে।

বৃহস্পতিঃ প্রথমং জ্ঞানমানো বৃহস্পতিঃ সমজয়দ্ বসুনি ॥ ১০ ॥ [৭]

অনু.— (প্রধানযাগের অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য) ‘বৃহ-’ (৪/৫০/৪), ‘বৃহ-’ (৬/৭৩/৩)।

দ্বামীকৃত্তে অজিরং দৃত্যারায়িঃ সুদীতিং সুদশং গৃণত্ব ইতি সংযাজ্যো ॥ ১১ ॥ [৭]

অনু.— ষিষ্টকৃতের অনুবাক্য এবং যাজ্ঞ্য (যথাক্রমে) ‘দ্বামী-’ (৭/১১/২), ‘অগ্নিৎ-’ (৩/১৭/৪)।

যদি স্বধর্মব্রাহ্মণ আভিঃ জাপয়েদুর্ অথ ব্রহ্মা তীর্থসেবে মন্থে চক্রং প্রতিমুদ্রং তদ্ আকুত্ব প্রদক্ষিণম্ আবর্ত্যমানে
বাজিনাং সাম গায়াম্ আবির্বার্ণা আ বাজং বাজিনো অশ্বন্ দেবস্য সবিতুঃ সবে স্বর্গা অর্বন্তো জরতঃ
স্বর্গা অর্বন্তো জরতীতি বা ॥ ১২ ॥ [৮]

অনু.— অথবরূপা যখন (যজ্ঞমানকে) লক্ষ্যস্থলে নিয়ে যাওয়াবেন তখন ব্রহ্মা তীর্থস্থানে অর্কে পরানো (যে রথের)
চাক্র সেই (চাক্র) উঠে প্রদক্ষিণক্রমে (চাকাটি) ঘোরান হতে থাকলে ‘আবি-’ (সূ.; সা. পৃ. ৪৩৫) এই মন্ত্রে বাজি-
সাম গাইবেন।

ব্যাখ্যা— মন্থ = অশ্ব। ব্রহ্মা চাক্র অশ্বের উপর উঠলে কয়েকজন চাকাটি ঘোরাতে থাকেন এবং তিনি তখন বাজিসাম
গান করেন। ঐ সামমন্ত্রের তৃতীয় চরণে ‘অর্বন্তো জরতঃ’ পদের স্থানে তাঁকে ‘অর্বন্তো জরতি’ পাঠ করলেও চলে।

যদি সাম নাখীরাৎ ত্রিঃ একাম্ বাচং জপেৎ ॥ ১৩ ॥ [৯]

অনু.— যদি (ঐ) সাম না গান করেন (তাহলে) এই মন্ত্র তিন বার জপ করবেন।

ব্যাখ্যা— গান না করে ঐ ‘আবি-’ মন্ত্রটি তিন বার জপ করলেও চলে।

তৃতীয়েনাতিগ্নবিকেনোক্তং তৃতীয়সবনম্ ॥ ১৪ ॥ [৯]

অনু.— (বাজপেয়ের) তৃতীয়সবন অতিগ্নবের তৃতীয় (দিন) দ্বারা বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— বাজপেয়ের তৃতীয়সবনের অনুষ্ঠান হয় অতিগ্নবধ্বজের তৃতীয় দিনের তৃতীয়সবনের মতো।

চিত্রবতীন্ চেৎ স্তবীরস্ স্বং নশ্চির উভ্যায়ে বিবস্বদুশ ইত্যগ্নিষ্টোমসামঃ স্তোত্রিয়ানুরূপৌ ॥ ১৫ ॥ [৯]

অনু.— (উদ্গাতারা অগ্নিষ্টোমস্তোত্রে) যদি চিত্রবতী (মন্ত্রগুলিতে) স্তব করেন (তাহলে) অগ্নিষ্টোমসামের স্তোত্রিয়
এবং অনুরূপ (হবে যথাক্রমে) ‘স্বং-’ (৬/৪৮/৯, ১০), ‘অগ্নে-’ (১/৪৪/১, ২)।

ব্যাখ্যা— অগ্নিষ্টোমসামের স্তোত্রিয়-অনুরূপ বলতে অগ্নিষ্টোমস্তোত্রের ঠিক পরেই পাঠ্য অগ্নিযজ্ঞের পরের স্তোত্রিয়-অনুরূপকে
বুঝতে হবে। চিত্রবতী = সা. উ. ১৬২৩-৪। শা. ১৫/৩/৩, ৪ সূত্রেও এই দুই শ্লোকই বিহিত হয়েছে।

বোড়শী বিহ ॥ ১৬ ॥ [৯]

অনু.— এখানে কিন্তু বোড়শী (সংহা অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— ১৪নং সূত্র অনুযায়ী তৃতীয়সবন অতিগ্নবের তৃতীয়সবনের মতো হলেও এবং অতিগ্নবের তৃতীয় দিনে উক্ত্যের
অনুষ্ঠান হলেও এখানে বাজপেয়বাগে কিন্তু বোড়শীর অনুষ্ঠান করতে হবে।

তন্নাদ্ উর্বার্ অতিরিক্তোক্তম্ ॥ ১৭ ॥ [১০]

অনু.— তার পরে অতিরিক্ত-উক্ত্যের অনুষ্ঠান করতে হয়।

ব্যাখ্যা— ‘তন্নাদ্ উর্বার্’ বলার বোড়শী না হলে পরে অন্তর্ভুক্ত অতিরিক্ত-উক্ত্যও হবে না। এ থেকে বোঝা যায় বাজপেয়
বাগে বোড়শী সংহার অনুষ্ঠান নাও হতে পারে। শা. ১৫/৩/৪ সূত্রের বিধানও এই সূত্রের মতোই।

প্র তত্ তে অগ্ন্য শিগিবিষ্ট নাম প্র তত্ বিষ্ণুঃ স্তবহুঃ বীর্যেপেতি স্তোত্রিয়ানুরূপৌ ॥ ১৮ ॥ [১১]

অনু.— (অতিরিক্ত-উক্ত্যে) স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ (যথাক্রমে) ‘প্র তত্-’ (৭/১০০/৫-৭), ‘প্র তত্-’
(১/১৫৪/২-৪)।

যাখ্যা—শা. ১৫/৩/৫ সূত্রেও এই দুই তুচই বিহিত হয়েছে।

ব্রহ্ম জ্ঞানং প্রথমং পুরাত্নাদ্ বহু তে দিত্বসু প্রসাদ্যং স্বামিচ্ছবসম্পত্তে ॥ ১৯ ॥ [১২]

অনু.—(অতিরিক্ত-উদ্ধে শব্দের অন্যান্য মত) ‘ব্রহ্ম’ (বিল ৩/২২/১), ‘বহু’ (৫/৩৩/৩), ‘স্বামি’ (৮/৬/২১)।

যাখ্যা—লক্ষ্যীয় যে, এখানে সূত্রকার বিল মন্ত্রকেও প্রতীকে উল্লেখ করেছেন। ৪/৬/৩ সূত্রে অবশ্য মন্ত্রটি সম্পূর্ণরূপেই উদ্ধৃত হয়েছে। শা. ১৫/৩/৬, ৭ সূত্রে শেষ দুটি মন্ত্রের স্থানে ‘ইদং পিত্রে-’ এবং ‘দ্বিতী বা-’ মন্ত্র বিহিত হয়েছে।

তং প্রসাদ্যেতি ব্রহ্মোদশানাম্ একাং শিষ্টীহুয় দুরোহণং রোহেত্ব ॥ ২০ ॥ [১৩]

অনু.—(অতিরিক্ত-উদ্ধে) ‘তং-’ (৫/৪৪/১-১৩) ইত্যাদি তেরটি (মন্ত্রের) একটি (মন্ত্র) বাকী রেখে আহাব করে দুরোহণ আরোহণ করবেন।

যাখ্যা—৮/৪/১৪ সূত্রের যাখ্যা অনুযায়ী আহাবের অবকাশ নেই, তবুও এখানে যাতে আহাব হয় সেই উদ্দেশ্যে সূত্রে ‘আহুয়’ বলা হয়েছে। শা. ১৫/৩/১০ সূত্রেও প্রায় এই বিধানই পাই।

বৃহস্পতে যুবমিত্রস্তু বহু ইতি পরিধানীরা ॥ ২১ ॥ [১৪]

অনু.—(অতিরিক্ত-উদ্ধে শব্দের) অস্তিম মন্ত্র হচ্ছে ‘বৃহ-’ (৭/৯৭/১০)।

যাখ্যা—শা. ১৫/৩/১১ অনুযায়ী অস্তিম মন্ত্র ‘বজ্রো বহুব-’।

বিত্রাঙ্ বৃহত্ পিবতু সোম্যং মম্বিতি যাড্যা ॥ ২২ ॥ [১৪]

অনু.—‘বিত্রাঙ্-’ (১০/১৭০/১) যাড্যা।

যাখ্যা—শা. ১৫/৩/১১ অনুসারে ‘প্রজাপতে-’ (১০/১২১/১০) মন্ত্রটি হবে যাড্যা।

তস্য গব্যাং শতানাম্ অধরথানাম্ অধানাং সাম্যানাং বহ্যানাং মহানসানাং দাসীনাং নিম্বকতীনাং হস্তিনাং

হিরণ্যকম্পাণাং সপ্তদশ সপ্তদশানি দক্ষিণাঃ ॥ ২৩ ॥ [১৪]

অনু.—ঐ (বাজপেয় যাগের) সতেরটি সতেরটি একশ গরু, অৰ্ধযুক্ত রথ, অৰ্ধ, মনুষ্যবাহী পত, ভারবাহী পত, প্রকাণ্ড শকট, গলার নিম্বখারী দাসী, কক্ষে স্বর্ণবেষ্টিত হাতী (হচ্ছে) দক্ষিণা।

যাখ্যা—বৃত্তিকারের মতে সূত্রের ‘সপ্তদশানি’ শব্দটি অপপাঠ, বিতরু পাঠ হচ্ছে ‘সপ্তদশ সপ্তদশ’। সূত্রে ‘গব্যাং’ পদের সঙ্গেই ‘শতানাম্’ পদের সম্পর্ক, ‘অধরথানাং’ প্রভৃতি পদের সঙ্গে নয়। এই বাগে তাই সতেরটি করে একশ গরু এবং সতেরটি করে অৰ্ধ ইত্যাদি দক্ষিণা নিতে হয়। ‘তস্য’ বলার বোঝাপাটী সংহার অনুষ্ঠান হলে তবেই এই দক্ষিণা, নতুবা নয়। শা. ১৫/৩/১২-১৪ সূত্রে সতেরশ গরু, সতেরশ-শ) বহু, সতেরটি বাহনযুক্ত শকট, সতেরটি রথ, সতেরটি হাতী, সতেরটি সোনার নিম্ব এবং সতেরটি দুগ্ধভি দক্ষিণা নিতে বলা হয়েছে।

দশান্তো দক্ষিণাশব্দং ধনানাং শতাবধাপর্য্যায়ানাম্ ॥ ২৪ ॥ [১৫]

অনু.—(অর্থবা) উর্ধ্বপক্ষবিহীন (এবং) নিম্নপক্ষে একশ অন্য দশটি দক্ষিণাপূজ (থাকবে)।

যাখ্যা—অ-পর্য্যায় = উর্ধ্বপক্ষবিহীন। শত গরু, অৰ্ধযুক্ত রথ ইত্যাদি আটটি বহু সতেরটি সতেরটি করে না নিয়ে কম পক্ষে একশটি একশটি করে অন্য যে-কোন দশটি ধনসম্পদ দক্ষিণা নিতে পারেন। উর্ধ্বপক্ষে কতগুলি করে নিতে হবে তার কোন নিয়ম নেই, বস্তুবানের পক্ষে বতগুলি দেওয়া সম্ভব ততগুলিই তিনি দেখেন। বৃত্তিকারের মতে সূত্রে ‘অপর্য্যায়ানাম্’ বলা থাকলেও তা দুই শতের কম বলে বুঝতে হবে। পূর্ণসূত্রে আটটি পক্ষের কথা এবং এই সূত্রে অন্য দশটি পক্ষের কথা বলা হল।

পূর্বান বা গণশোভাস্যোক্ত ॥ ২৫ ॥ [১৬]

অনু.— অথবা পূর্বোক্ত (বস্ত্রগুলিকেই) গণে গণে পুনরাবৃত্তি করবেন।

ব্যাখ্যা— যদি বাড়ীতে দশ রকমের ধনসম্পদ না থাকে তাহলে ২৩নং সূত্রে যে গরু, অশ্বযুক্ত রথ ইত্যাদি আটটি বস্ত্র উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির প্রত্যেকটি বস্ত্রই দশটি দশটি করে দেবেন। এ-ক্ষেত্রে বিহিত একই ব্রব্যকে দশটি করে নিয়ে এক একটি পৃথক পৃথক গণ বা গুণ ধরা হয়— “একৈকস্য ব্রব্যস্য দশকৃত্বোহভ্যস্য দশ গণান্ সম্পাদ্য দক্ষিণাং দদ্যাত্” (না.)।

সপ্তদশ সপ্তদশ সম্পাদয়েত্ ॥ ২৬ ॥ [১৭]

অনু.— (অথবা দক্ষিণায়) সতেরটি সতেরটি (বস্ত্র) সম্পন্ন করবেন।

ব্যাখ্যা— বাড়ীতে তাও না থাকলে যে-কোন সতেরটি বস্ত্র সতেরটি করে দক্ষিণা দেবেন। এই বিকল্পটি নিয়ে ষোড়শীযুক্ত বাজপেয়ে প্রদেয় দক্ষিণার মোট চারটি পক্ষের কথা বলা হল।

ইতি বাজপেয়ঃ ॥ ২৭ ॥ [১৮]

অনু.— এই (হল) বাজপেয়।

ব্যাখ্যা— সব রকমের বাজপেয়েই অনুষ্ঠানরীতি এখানে যেমন বলা হল তেমনই। এই যজ্ঞের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল রাজা রথে চড়ে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেন এবং বেদির চার পাশে মোট সতেরটি দৃশুভি বাজান হয়— শ. ব্রা. ৫/১/১/৬ ব্র.।

তেনেষ্টা রাজা রাজসূয়েন যজ্ঞেত ব্রাহ্মণো বৃহস্পতিসবেন ॥ ২৮ ॥ [১৯]

অনু.— ঐ (বাজপেয় দ্বারা) যাগ করে রাজা রাজসূয় দ্বারা যাগ করবেন; ব্রাহ্মণ (যাগ করবেন) বৃহস্পতিসব দ্বারা।

ব্যাখ্যা— বাজপেয়ের পরে রাজা রাজসূয় এবং ব্রাহ্মণ বৃহস্পতিসবের অনুষ্ঠান করবেন। এই সূত্র থেকে মনে হয় যে, বাজপেয়ে বৈশ্যের কোন অধিকার নেই। বিশেষ উল্লেখ্য যে, শ. ব্রা. ৫/১/১/১৩ এবং গো. ব্রা. (পূর্বার্ধ) ৫/৭ গ্রন্থে কিন্তু আগে রাজসূয় করে পরে বাজপেয় করতে বলা হয়েছে। প্রথম সূত্রে আধিপত্য বা প্রভুত্বের কামনায় বাজপেয়ের বিধান দেওয়া হয়েছিল। এখানে দেখা যাচ্ছে ব্রাহ্মণও বাজপেয়ের অনুষ্ঠান করে থাকেন। ব্রাহ্মণ হয় তো তাহলে ক্ষমতায় আসতে চাইতেন, অতীত প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে। অথবা বিশ্বব্রহ্মে বা নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে প্রাধান্যলাভের আকাঙ্ক্ষার তাঁকে এই যাগ করতে হয়।

দশম কণ্ডিকা (৯/১০)

[একাদ— অনিরুক্ত, বিশ্বজিত-শিল্প]

অনিরুক্তস্য চতুর্বিংশেন প্রাতঃসবনং তৃতীয়সবনং চ ॥ ১ ॥

অনু.— অনিরুক্ত (যাগের) প্রাতঃসবন এবং তৃতীয়সবন চতুর্বিংশ দ্বারা (বলা হয়ে গেছে)।

তং প্রথমেতি তু ত্রয়োদশ কৈবসেবম্ ॥ ২ ॥

অনু.— (এই যাগে) কৈবসেব (শব্দ) কিন্তু ‘তং-’ (৫/৪৪/১-১৩) ইত্যাদি তেরটি (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— চতুর্বিংশ পাঠ্য ‘যজ্ঞস্য-’ (৭/৪/১৮ সূ. ম.) এই কৈবসেব নিবিজ্ঞানের পরিবর্তে এখানে এই তেরটি মন্ত্র নিবিজ্ঞান-সূক্তরাশি পাঠ করতে হবে।

করাণ্ডভাদিদাসেতি মাধ্যম্নিনঃ ॥ ৩ ॥

অনু.— (এই যাগে) মরুত্বতীয় এবং নিঋবল্য (শব্দ) 'করা-' (১/১৬৫), 'ভদি-' (১০/১২০)।

ব্যাখ্যা— মাধ্যম্নিন সবন জ্যোতিষ্টোমের মতো হলেও এখানে এই পার্থক্য।

হোত্রকা উর্ধ্বং প্রগাথৈভ্যঃ প্রথমান্ সম্পাতাৎ ছংসেয়ঃ ॥ ৪ ॥

অনু.— হোত্রকেরা (মাধ্যম্নিন সবনে স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ পাঠ করে জ্যোতিষ্টোমের) প্রগাথগুলির পরে প্রথম-সম্পাতসূক্তগুলি পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— জ্যোতিষ্টোমের প্রগাথের পরে মৈত্রাবরূপ 'এবা-', ব্রাক্ষণাচ্ছংসী 'ইম্রঃ-' এবং অচ্ছাবাক 'ইমা-' এই সম্পাতসূক্ত পাঠ করবেন। সম্পাতসূক্তের পরে আবার পাঠ করবেন জ্যোতিষ্টোমে পাঠ্য নিজ নিজ শব্দের অন্তিম সূক্ত। ৭/৫/২০ এবং ৮/৪/১৭ সূ. ব্র.। মৈত্রাবরূপ এবং অচ্ছাবাকের ক্ষেত্রে সম্পাতসূক্ত এবং তার পরে পাঠ্য জ্যোতিষ্টোমের অন্তিম সূক্তটি অভিন্ন হওয়ায় ৭/২/১৪, ১৫ সূত্র অনুযায়ী প্রথম সূক্তটির স্থানে ঐ দেবতারই অন্য কোন সূক্ত পাঠ করতে হবে।

অহীনসূক্তানি বা ॥ ৫ ॥

অনু.— অথবা (তারা) অহীনসূক্তগুলি (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অথবা হোত্রকেরা জ্যোতিষ্টোমের প্রগাথের পরে সম্পাতসূক্ত পাঠ না করে ৭/৪/৯, ১০ সূত্রে নির্দিষ্ট অহীনসূক্তগুলি পাঠ করবেন এবং তার পরে ৮/৪/১৭ সূত্র অনুযায়ী জ্যোতিষ্টোমে বিহিত নিজ নিজ শব্দের অন্তিম সূক্তটি পড়বেন।

এবং পূর্বে সবনে বৃহত্‌পৃষ্ঠৈঃসমাদ্রাতেষু ॥ ৬ ॥

অনু.— পৃষ্ঠস্তোত্রে বৃহত্‌সামবিশিষ্ট অবর্ণিত (একাহাংগগুলিতে) প্রথম দু-টি সবন এইরকম (হবে)।

ব্যাখ্যা— যে-সব একাহের সম্বন্ধে এখানে বিশেষ কিছু বলা হয়নি অথবা মোটেই আলোচনা করা হয় নি সেই একাহগুলিতে পৃষ্ঠস্তোত্রে বৃহত্‌সাম গাওয়া হলে প্রাতঃসবনের এবং মাধ্যম্নিন সবনের অনুষ্ঠান হবে এই অনিরুদ্ধ যাগের মতোই।

প্রতিকামং বিশ্বজিত্‌ছিন্নঃ ॥ ৭ ॥

অনু.— প্রত্যেক কামনায় বিশ্বজিত্‌-শিখ (নামে যাগ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— বিশ্বজিত্‌-শিখ যাগ করলে যার যা কামনা তা পূর্ণ হয়।

তস্য সমানং বিশ্বজিত্তা প্রগাথৈভ্যঃ ॥ ৮ ॥

অনু.— ঐ (যাগের) মাধ্যম্নিন সবনের হোত্রকদের) প্রগাথ পর্যন্ত সমস্ত মন্ত্র বিশ্বজিতের সঙ্গে সমান।

ব্যাখ্যা— বিশ্বজিত্‌-শিখ যাগে মাধ্যম্নিন সবনে হোত্রকদের পাঠ্য প্রগাথগুলির পর যেমন অনুষ্ঠান হওয়া উচিত তেমনই হবে। পরবর্তী সূত্রগুলি ব্র.।

বৃহস্পতিসবেনাজ্যং নিঋবল্যমরুত্বতীয়ৌ চ তৃটৌ ॥ ৯ ॥

অনু.— আজ্য (শব্দ) এবং মরুত্বতীয় ও নিঋবল্য তৃচ বৃহস্পতিসবের সঙ্গে (সমান)।

ব্যাখ্যা— এই যাগে সমগ্র আজ্য শব্দ এবং মরুত্বতীয় ও নিঋবল্য শব্দের তৃচ বৃহস্পতিসবের মতোই।

ভাষ্যং তু পূর্বে ঐকাহিকে ॥ ১০ ॥

অনু.— ঐ দুই (তুচের) আগে কিন্তু একাহযোগের দুটি (সূক্ত এখানে পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— 'ইন্দ্র-' এবং 'নৃণা-' এই দুটি তুচ (৯/৫/৮ সূ. ব্র.) পাঠ করার আগে জ্যোতিষ্টোমের 'জনিষ্ঠা-' এবং 'ইন্দ্রস্য-' (৫/১৪/২১; ৫/১৫/২২ সূ. ব্র.) সূক্ত এখানে পাঠ করতে হয়।

হোত্রকা উর্ধ্বং প্রগাথৈভ্যঃ শিল্পান্যবিকৃতানি শসেসুঃ ॥ ১১ ॥

অনু.— হোত্রকেরা প্রগাথগুলির পরে অবিকৃত শিল্প পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— 'তৌ চেন-' (৮/৪/৮) ইত্যাদি সূত্রে যেমন বলা হয়েছে তেমনভাবে হোত্রকেরা প্রগাথের পরে বালখিল্য প্রভৃতি শিল্পকে অবিকৃতভাবে অর্থাৎ বিহার, ন্যূন প্রভৃতি বর্জন করে পাঠ করবেন।

সামসূক্তানি চ ॥ ১২ ॥

অনু.— এবং সামসূক্তগুলি (-ও তাঁরা শিল্পের পরে পাঠ করবেন)।

আদ্যাস্ তুচান্ অহীনসূক্তানাম্ ॥ ১৩ ॥

অনু.— অহীনসূক্তগুলির প্রথম তুচগুলি (-ও তাঁরা পাঠ করবেন)।

অস্ত্যানাম্ ঐকাহিকানাম্ উত্তমান্ ॥ ১৪ ॥

অনু.— একাহ (জ্যোতিষ্টোম) যোগের অস্তিম (সূক্তগুলির) অস্তিম (তুচগুলিও তাঁরা পাঠ করবেন)।

সমানং তৃতীয়সবনং বৃহস্পতিসবেন ॥ ১৫ ॥

অনু.— তৃতীয়সবন বৃহস্পতিসবের সঙ্গে সমান।

নাভানেদিষ্ঠস্ দ্বিহ পূর্বো বৈশ্বসেবাত্ তুচাত্ ॥ ১৬ ॥ [১৫]

অনু.— এখানে কিন্তু বৈশ্বসেব তুচের আগে নাভানেদিষ্ঠ (সূক্ত পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— তৃতীয়সবন বৃহস্পতিসবের মতো হলেও এখানে 'বত্তি-' (আ. ৯/৫/৯ সূ. ব্র.) এই তুচের আগে 'ইন্দ্র-' ইত্যাদি দুটি নাভানেদিষ্ঠ সূক্ত (৮/১/২৪, ২৫ সূ. ব্র.) পাঠ করতে হয়।

এবয়ামরুত্ চাগ্নিমারুতে মারুতাত্ ॥ ১৭ ॥ [১৬]

অনু.— আগ্নিমারুত (শব্দে) কিন্তু মারুত (নিবিদ্বান তুচের আগে) এবয়ামরুত্ (সূক্ত পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— 'প্র যন্ত-' এই নিবিদ্বান তুচ বা সূক্তের (৯/৫/১০ সূ. ব্র.) আগে এখানে এবয়ামরুত্ সূক্তটি পাঠ করতে হয়। সূত্রে 'এবয়ামরুত্ চাগ্নি-' পাঠও পাওয়া যায়।

ভরোর উক্তঃ শস্যোপারঃ ॥ ১৮ ॥ [১৭]

অনু.— ঐ দুই (সূক্তের) পাঠপ্রণালী বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— এবয়ামরুত্ সূক্ত এবং নাভানেদিষ্ঠ কিভাবে পাঠ করতে হয় তা আগে ৫/১৪/১৫, ১৬; ৮/১/২৪-২৭; ৮/৩/৪; ৮/৪/২ সূত্রে বলা হয়েছে। এখানেও সেইভাবেই তা পাঠ করতে হবে।

একাদশ কণ্ডিকা (৯/১১)

[অষ্টোথার্ম]

যস্য পশবো নোপথরোরদ্ অন্যান্ বাভিজ্জনান্ নিনীত্বেসেত সোঃশ্চোথার্মেণ যজ্ঞেত ॥ ১ ॥

অনু.— যাঁর পশুগুলি (নিজের) কাছে থাকে না অথবা নিকটস্থ অন্য পশুদের সঙ্গে মিলিত হতে চায় (অথবা যিনি নিকটস্থ বা অভিজাত পশু লাভ করতে চান) তিনি অষ্টোথার্ম দ্বারা যাগ করবেন।

মাধ্যম্বিনে শিন্নয়োনিবর্জম্ উত্তো বিশ্বজিতা ॥ ২ ॥

অনু.— মাধ্যম্বিনে সবনে শিন্ন এবং যোনিমন্ত্র ছাড়া (অন্য সব-কিছু) বিশ্বজিত দ্বারা বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— এই যাগে সত্রযাগের অন্তর্গত বিশ্বজিতের মতোই অনুষ্ঠান হয়, তবে এখানে মাধ্যম্বিনে সবনে শিন্নমন্ত্র (৮/৪/৮ সূ. দ্র.) এবং যোনিমন্ত্র (যোনিশংসন) পাঠ করতে হয় না। ৭/৩/১১ এবং ৮/৭/৪-৬ সূত্রে বিহিত যোনিমন্ত্রের পাঠই এখানে নিষিদ্ধ হয়েছে, অগ্নিষ্টোমের ৫/১৫/১৬ সূত্র অনুযায়ী যোনিশংসন হতে কিন্তু কোন বাধা নেই।

একাহেন ॥ ৩ ॥

অনু.— (অথবা) জ্যোতিষ্টোম দ্বারা (বলা হয়ে গেছে)।

ব্যাখ্যা— বিকল্পে এই অষ্টোথার্মের অনুষ্ঠান জ্যোতিষ্টোমের মতো হতে পারে।

গর্ভকারঞ্ চেত্ স্তবীরস্ তথৈব স্তোত্রিয়ানুরূপান্ ॥ ৪ ॥

অনু.— (উদ্গাতারা) যদি গর্ভকার স্তব করেন (তাহলে হোতা ও হোত্রকেরা শব্দে তেমনভাবেই স্তোত্রিয় ও অনুরূপ (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— গর্ভকার কি তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে। ৫-১০ নং সূত্র স্তোত্রিয় ও অনুরূপ দুই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

রথন্তরেণাশ্রে ততো বৈরাজেন ততো রথন্তরেণ ॥ ৫ ॥

অনু.— (গর্ভকার হচ্ছে একই স্তোত্রে) প্রথমে রথন্তর দিয়ে, তার পর বৈরাজ দিয়ে (এবং) তার পর (আবার রথন্তর দিয়ে (গান করা)।

ব্যাখ্যা— স্তোত্রে গর্ভকার করে গান করা হয়ে থাকলে শব্দেও সেইভাবে স্তোত্রিয়ে প্রথমে রথন্তর, পরে বৈরাজ এবং তার পরে আবার রথন্তর সামের বোনি পাঠ করতে হবে এবং অনুরূপে এই দুই সামের সংশ্লিষ্ট অনুরূপ অর্থাৎ আগে রথন্তরের অনুরূপ, পরে বৈরাজের এবং তার পরে আবার রথন্তরের অনুরূপ পাঠ করতে হবে। ৬-১০ নং সূত্রের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতিতে স্তোত্রিয় ও অনুরূপ পাঠ করতে হয়। “বৃহদ্বৈরাজগর্ভং হোতুঃ গৃষ্ঠং ভবতি রথন্তরং বা”— শা. ১৫/৭/২। বৈরাজ সামের বোনি ‘পিব’ (সা. উ. ৯২৭-৯২৯)।

বৃহদ্বৈরাজাত্যং বৈবম্ এব ॥ ৬ ॥

অনু.— অথবা (গর্ভকার হচ্ছে) বৃহৎ এবং বৈরাজ দিয়ে এইভাবেই (গান করা)।

ব্যাখ্যা— বৈবম্ = বা + এবম্। বৃহৎ ও বৈরাজের গর্ভকার গান হয়ে থাকলে শব্দেও এই দুই সামের বোনি স্তোত্রিয়ে এবং সংশ্লিষ্ট অনুরূপ মন্ত্র অনুরূপ অংশে সেই ক্রমেই পাঠ করতে হবে। প্রথমে বৃহৎসাম, পরে বৈরাজসাম এবং তার পরে আবার

বৃহৎসাম দিয়ে গান করলেও গর্ভকারস্বয় হয়। ধরা যাক, কোন স্তোত্র একবিংশ স্তোমে গাইতে হবে। তাহলে প্রথমে বৃহৎসামের প্রথম দু-টি মন্ত্রকে তিনবার করে এবং তৃতীয় মন্ত্রটি মাত্র একবার গাইতে হবে। পরে বৈরাজ সামের প্রথম মন্ত্রকে একবার এবং অপর দু-টি মন্ত্রকে তিনবার করে গাইতে হয়। এর পর আবার বৃহৎসামের যোনিকে আগের মতোই গাইতে হয়। স্তোম তিনের দ্বারা বিভাজ্য না হলে মধ্যবর্তী সামটিতেই স্তোম হ্রাস করা হয়। যেমন চতুশ্চরিত্রিংশ স্তোমের ক্ষেত্রে বৃহৎ সামে পঞ্চদশ, পঞ্চদশ এবং বৈরাজে চতুর্দশ স্তোম হবে। স্তোমে সামগুলি যে স্থানে থাকবে শব্দের স্তোত্রিয়ে সামের যোনিগুলিও ঠিক সেই স্থানে (= ক্রমে) রেখেই পাঠ করতে হবে। “চতুर्विंशतिदेशाद् विश्वजितো निम्नবল্যো যোনিশংসনে প্রাপ্তং যচ্ চ বিশ্বজিতোব হোত্রকণাং বিহিতং যোনিশংসনং তস্যোভয়স্য পৰ্য্যুদাসার্থং যোনিগ্রহণম্। যচ্ পুনঃ সামান্যবিহিতম্ অক্রিয়মাণানাং স্বযোনিভাবনিমিত্তং তদ্ অত্র ন প্রতিষিধ্যতে” (না.)।

বামদেব্যশাকরে মৈত্রাবরুণস্য ॥ ৭।।

অনু.— মৈত্রাবরুণের (শব্দে) বামদেব্য এবং শাকর (সামকে এইভাবেই প্রয়োগ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— যদি উদগাতারা দ্বিতীয় পৃষ্ঠস্তোত্রে অর্থাৎ মাধ্যন্দিনে সর্বনের তৃতীয় স্তোত্রে বামদেব্য এবং শাকর সাম দিয়ে গর্ভকার গান করে থাকেন তাহলে মৈত্রাবরুণ তাঁর শব্দে প্রথমে বামদেব্য, পরে শাকর এবং তার পরে আবার বামদেব্যের যোনি পাঠ করবেন। বামদেব্য এবং শাকর সামের যোনি হচ্ছে যথাক্রমে ‘ক্যাম ন-’ (সা. উ. ৬৮২-৪) এবং ‘বিদা মথবন-’ (সা. পু. ৬৪১-৬৫০)। মতান্তরে শাকর সামের যোনি ‘প্রো যস্মৈ-’ (সা. উ. ১৮০১-১৮০৩)। শা. ১৫/৭/৩ সূত্রের বিধানও তাই।

নৌধসবৈরূপে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনঃ ॥ ৮।। [৭]

অনু.— ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর (শব্দে) নৌধস এবং বৈরূপ (সামকে এইভাবেই পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— পূর্ববর্তী পৃষ্ঠস্তোত্রে অর্থাৎ মাধ্যন্দিনের চতুর্থ স্তোত্রে নৌধস ও বৈরূপ দিয়ে গর্ভকার গান গাওয়া হয়ে থাকলে ব্রাহ্মণাচ্ছংসীও তাঁর শব্দে গর্ভকারের জন্য নৌধস, বৈরূপ এবং আবার নৌধস সামের যোনি পাঠ করবেন। ‘তং বো-’ (সা. উ. ৬৮৫, ৬৮৬), ‘যদ্ দ্যাব-’ (সা. উ. ৮৬২, ৮৬৩) যথাক্রমে নৌধস এবং বৈরূপ সামের যোনি। বৃক্তিকারের মতে প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্রে রথন্তর সাম প্রয়োগ করা হলে এইভাবে নৌধস ও বৈরূপের স্তোত্রিয় ও অনুরূপ পাঠ করা হয়। “শ্যৈতং বৈরূপগর্ভং ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনো নৌধসং বা” — শা. ১৫/৭/৪।

শ্যৈতবৈরূপে বা ॥ ৯।। [৮]

অনু.— অথবা শ্যৈত এবং বৈরূপকে (এইভাবে প্রয়োগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— তৃতীয় পৃষ্ঠস্তোত্রে অর্থাৎ মাধ্যন্দিনের চতুর্থ স্তোত্রে বৈরূপ সাম গর্ভকার হলে ব্রাহ্মণাচ্ছংসীও গর্ভকারের জন্য শ্যৈত, বৈরূপ এবং আবার শ্যৈত সামের যোনি পাঠ করবেন। শ্যৈত এবং বৈরূপ সামের যোনি হচ্ছে যথাক্রমে ‘অভি প্রবঃ-’ (সা. উ. ৮১১, ৮১২) এবং ‘যদ্ দ্যাব-’ (সা. উ. ৮৬২, ৮৬৩)। বৃক্তিকারের মতে প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্রে বৃহৎসাম প্রয়োগ করা হলেই এই নিয়ম।

কালেয়রৈবতে অচ্ছাবাকস্য ॥ ১০।। [৯]

অনু.— অচ্ছাবাকের (শব্দে) কালেয় এবং রৈবত (সাম এইভাবেই পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— চতুর্থ পৃষ্ঠস্তোত্রে অর্থাৎ মাধ্যন্দিনের পঞ্চম স্তোত্রে কালেয় এবং রৈবত সাম গর্ভকার হয়ে থাকলে অচ্ছাবাকও তাঁর শব্দে কালেয়, রৈবত এবং কালেয় সামের যোনি পাঠ করবেন। যথাক্রমে ‘তরোভির্বো-’ (সা. উ. ৬৮৭, ৬৮৮) কালেয় এবং ‘রৈবতীনঃ-’ (সা. উ. ১০৮৪-৬) রৈবত সামের যোনি। শা. ১৫/৭/৫ সূত্রেরও এই একই বিধি।

সামানস্তর্ষণে বৌ বৌ প্রগাথাব্ অগর্ভকারম্ ॥ ১১ ॥ [১০]

অনু.— (প্রত্যেকে) সাম অনুযায়ী দু-টি দু-টি প্রগাথ গর্ভকার না করে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— হোতা এবং হোত্রকেরা স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ পাঠ করার পরে জ্যোতিষ্টোমের প্রগাথ এবং নিজ শত্বের ঠিক পূর্ববর্তী স্তোত্রে যে যে সাম গাওয়া হল সেই সামের সামপ্রগাথকে গর্ভকার না করে পাঠ করবেন। প্রসঙ্গত ৭/৩/১৬-২০ এবং ৮/৭/১১ সূ. দ্র.। বৃদ্ধিকারের মতে “বিশ্বজিতি তা অন্তরেণ কথ্যতশ্চেতি সামপ্রগাথানাং পূর্বম্ এব প্রবেশ উক্তঃ। তন্নিবৃত্তার্থং সামানস্তর্ষণ ইত্যুক্তম্”।

অতিরাত্রস্ দ্বিহ ॥ ১২ ॥ [১১]

অনু.— এখানে কিন্তু অতিরাত্র (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— ৫/১১/১ ইত্যাদি সূত্রে বিহিত অতিরাত্রের সমস্ত নিয়মই এখানে পালিত হবে।

অধৈপদোকথ্যশ্ চৈদ বৈষুবতঃ তৃতীয়সবনম্ ॥ ১৩ ॥ [১২]

অনু.— যদি উক্ত্যস্তোত্র দ্বিপদাবিহীন হয় (তাহলে) তৃতীয়সবন (হবে) বিষুবানের মতো।

ব্যাখ্যা— ৮/৪/৮ সূত্র অনুযায়ী উক্ত্যস্তোত্রগুলি যদি দ্বিপদা-মস্ত্রে না গেয়ে অন্য কোন মস্ত্রে গাওয়া হয় তাহলে কিন্তু তৃতীয়সবনের অনুষ্ঠান বিশ্বজিতের মতো না হয়ে বিষুবান্ দিনের মতোই হবে।

উর্ধ্বম্ আশ্বিনাদ্ অতিরিক্তোকথানি ॥ ১৪ ॥ [১৩]

অনু.— আশ্বিনশত্বের পরে (হোতা এবং হোত্রকেরা) অতিরিক্ত-উর্ধ্ব (নামে অপ্তোর্থ্যম-শত্বেগুলি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— “আশ্বিনাদ্ উর্ধ্বম্ অতিরিক্তোকথানি”— শা. ১৫/৮/৬।

জরাবোধ তদ্ বিবিড়তি জরমাণঃ সমিখ্যাসেঃগ্নিনেষ্ট্রোণ ভাত্যগ্নিঃ ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ম্ ইতি পরিধানীরা।

যুবং দেবা ব্রহ্মকুনা পূর্ব্যেণেতি যাজ্ঞা ॥ ১৫ ॥ [১৪]

অনু.— (অতিরিক্ত-উর্ধ্বে হোতার শত্বে) ‘জরা-’ (১/২৭/১০-১২), ‘জর-’ (১০/১১৮/৫-৭), ‘অগ্নিনে-’ (৮/৩৫), ‘আ ভাত্য-’ (৫/৭৬)। ‘ক্ষেত্রস্য-’ (৪/৫৭/১) অন্তিম (মন্ত্র)। ‘যুবং-’ (৮/৫৭/১) যাজ্ঞা।

ব্যাখ্যা— ‘অগ্নিনে-’ এবং ‘আ ভাত্য-’ এই দু-টি সূক্তকে পাশে পাশে খেমে পড়তে হয়। তার মধ্যে প্রথম সূক্তটির ‘অর্বাণ্-’ (৮/৩৫/২২-২৪) ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র আগে যেমন বলা হয়েছে তেমনই পাশে পাশে খেমে, অর্ধাংশে অর্ধাংশে খেমে এবং পর্যন্তির মতো খেমে পড়তে হয়। ‘জরা-’, ‘জর-’ এবং ‘আ-’ মন্ত্রগুলি শা. ১৫/৮/৭, ১৪ সূত্রেও বিহিত হয়েছে।

যদ্য কচ্ চ ব্রহ্মহৃদধেদতি শ্রুতামমম্মা নো বিশ্বাভিঃ প্রাতর্বাণা ক্ষেত্রস্য পতে মধুমস্তর্ম্মি ইতি

পরিধানীরা। যুবং দেবাজ্ঞর একাদশাস ইতি যাজ্ঞা ॥ ১৬ ॥ [১৫]

অনু.— (মৈত্রাবরণের শত্বে) ‘যদ-’ (৮/৯৩/৪-৬), ‘উদ্-’ (৮/৯৩/১-৩), ‘আ নো-’ (৮/৮), ‘প্রাত-’ (৫/৭৭), অন্তিম (মন্ত্র)। ‘ক্ষেত্রস্য-’ (৪/৫৭/২)। যাজ্ঞা ‘যুবং-’ (৮/৫৭/২)।

ব্যাখ্যা— ‘প্রাত-’ সূক্তটি এবং অন্তিম মন্ত্রটি পাশে পাশে খেমে পড়তে হয়। ২২নং সূ. দ্র.। ‘প্রাত-’ সূক্তটি শা. ১৫/৮/১৫ সূত্রেও বিহিত হয়েছে।

তমিঃ বাজরামসি মহী ইহো য ওজসা নুনমখিনা তং বাং রথং মধুমতীরোষধীর্দ্যাব আপ ইতি পরিধানীরা
পনায্য তদখিনা কৃতং বাম্ ইতি বাজ্যো ॥ ১৭ ॥ [১৬]

অনু.— (ব্রাহ্মণাচ্ছসীর শব্দ) ‘তমি-’ (৮/৯৩/৭-৯), ‘মহী-’ (৮/৬/১-৩), ‘আ নুন-’ (৮/৯), ‘তং-’ (৮/৪৪)। অস্তিম (মন্ত্র) ‘মধু-’ (৮/৫৭/৩)। বাজ্যো ‘পনা-’ (৮/৫৭/৩)।

ব্যাখ্যা— ‘আ নুন-’ এই সূত্রের দশম ও দ্বাদশ মন্ত্র, সমগ্র ‘তং-’ সূত্র এবং অস্তিম মন্ত্রটি পাশে পাশে থেমে পড়তে হবে। ২২ নং সূ. দ্র.।

অতো সেবা অবত্ত ন ইতি ত্রোত্রিয়ানুরূপৌ ॥ ১৮ ॥ [১৭]

অনু.— (অচ্ছাবাকের শব্দে) ত্রোত্রিয় এবং অনুরূপ ‘অতো-’ (১/২২/১৬-২১)।

ব্যাখ্যা— প্রথম তিনটি মন্ত্র ত্রোত্রিয়, পরের তিনটি অনুরূপ।

উত নো যিরো গো-অয়া ইতি বানুরূপস্যোক্তমা ॥ ১৯ ॥ [১৮]

অনু.— অথবা অনুরূপের শেষ (মন্ত্র হবে) ‘এই উত-’ (১/৯০/৫)।

ব্যাখ্যা— বিক্রে ‘বিরো-’ (১/২২/১৯, ২০) ইত্যাদি দু-টি মন্ত্র এবং এই ‘উত-’ (১/৯০/৫) মন্ত্র নিয়ে অনুরূপ তৃচ গঠিত হতে পারে। এটি অকণ্য সূত্রের আপাতগ্রাহ্য অর্থ। বৃত্তিকারের মতে ‘ইদং-’ (১/২২/১৭-১৯) ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র ত্রোত্রিয় এবং ‘অদ-’ (১/২২/২০, ২১) ইত্যাদি দু-টি মন্ত্র ও ‘উত-’ এই মন্ত্রটি অনুরূপ।

ঈষে দ্যাবাণুধিবী উভা উ নুনং সৈব্যা হোতারা প্রথমা পুরোহিত্যেতি পরিধানীরাং বাং ভাগো
নিহিতো যজ্ঞেতি বাজ্যো ॥ ২০ ॥ [১৯]

অনু.— (অচ্ছাবাকের পাঠ্য অন্যান্য মন্ত্র) ‘ঈষে-’ (১/১১২), ‘উভা-’ (১০/১০৬)। অস্তিম (মন্ত্র) ‘সৈব্যা-’ (১০/৬৬/১৩)। বাজ্যো ‘অয়ং-’ (৮/৫৭/৪)।

ব্যাখ্যা— দু-টি সূত্র এবং অস্তিম মন্ত্রটি পাশে পাশে থেমে পাঠ করতে হবে।

যদি নাধীরাৎ পুরাণমোকঃ সখ্যং শিবং বাম্ ইতি চতমো বাজ্যোঃ ॥ ২১ ॥ [২০]

অনু.— যদি (অচ্ছাবাক উপরি-নির্দিষ্ট মন্ত্রগুলি) না পাঠ করেন (তাহলে) ‘পুরাণ-’ (৩/৫৮/৬-৯) ইত্যাদি চারটি (মন্ত্র হবে) বাজ্যো।

ব্যাখ্যা— অগ্ন্যেধ্বমি অগ্নিশব্দের পরে দশ চমসের আখতি হয়ে গেলে চারটি অগ্ন্যেধ্বমি ত্রোত্র গান করতে এবং চারটি অগ্ন্যেধ্বমি শব্দ অর্থাৎ অভিরিক্ত-উক্ধ পাঠ করতে হয়। প্রত্যেক শব্দের পরে দশটি করে চমসের সোম আখতি দেওয়া হয়। চার শব্দে চার খড়িককে যে যে মন্ত্র পাঠ করতে হয় তা ১৫-২০ নং সূত্রে বলা হয়েছে। যদি এই মন্ত্রগুলি তাঁরা পাঠ করতে না চান (পাঠ করতে হলে যে ব্রত পালন করা কর্তব্য তা করতে অসমর্থ হলে) তাহলে ‘পুরাণ-’ ইত্যাদি চারটি মন্ত্র হবে যথাক্রমে চার খড়িকের বাজ্যো। আচার্য সায়ণের ভাষ্য অনুযায়ী অকণ্য অচ্ছাবাক নিজ শব্দে ১৮-২০ নং সূত্রের মন্ত্রগুলি পাঠ না করলে এই চারটি মন্ত্রকে তিনি বাজ্যো হিসেবে পাঠ করবেন। বৃত্তিকারের মতে যদি অগ্নিশব্দের উদ্দেশে চমসের আখতি দেওয়া হয় তাহলে এই চার মন্ত্র হবে বাজ্যো। অপর পক্ষে যদি যথাক্রমে অগ্নি, ইন্দ্র, বিধেসেবাঃ এবং বিকুচমাত্তর সেবতা হল তাহলে কিন্তু বাজ্যো মন্ত্র হবে যথাক্রমে যথা-’ (৬/৪/১), ‘অইম-’ (৬/২৩/৫), ‘ঈর্পে-’ (৬/৫২/১৭) এবং ‘পয়ো-’ (৭/৯১/১)। শা. ১৫/৮/২১ সূত্রেও ‘পুরাণ-’ ইত্যাদি চার মন্ত্রের বিধান আছে।

তদ্ বো গায় সূত্রে সচা স্তোত্রমিত্রায় গায়ত ত্যমু বঃ সত্রাসাহং সত্রা তে অনু কৃষ্টম ইতি বা
স্তোত্রানুরূপাঃ ॥ ২২ ॥ [২১]

অনু.— অথবা (মৈত্রাবরূপ এবং ব্রাহ্মণাচ্ছসীর) স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ (যথাক্রমে) ‘তদ্-’ (৬/৪৫/২২-২৪),
স্তোত্র-’ (৮/৪৫/২১-২৩); ‘ত্যমু-’ (৮/৯২/৭-৯), ‘সত্রা-’ (৪/৩০/২-৪)।

ব্যাখ্যা— প্রথম দুটি তৃচ মৈত্রাবরূপের এবং পরের দুটি তৃচ ব্রাহ্মণাচ্ছসীর স্তোত্রিয় ও অনুরূপ।

অপরিমিতা পরঃসহস্রা দক্ষিণাঃ ॥ ২৩ ॥ [২২]

অনু.— (এই যাগে) সহস্রাধিক অপরিমিত (বস্তু হবে) দক্ষিণা।

ব্যাখ্যা— এই যাগে কমপক্ষে একহাজারের বেশী এবং উর্ধ্বপক্ষে দু-হাজারের কম দক্ষিণা দিতে হয়।

শ্বেতশ্ চান্ধতরীযুথো হোত্বান্ হোত্বঃ ॥ ২৪ ॥ [২৩]

অনু.— এবং অশ্বতরীযুক্ত সাদা রথ হোতার (দক্ষিণা)।

ব্যাখ্যা— অশ্বতরী = ঘোড়া ও গাধার মিলনে উৎপন্ন ন্ত্রী প্রাণী। অন্য ঋত্বিকের অপেক্ষার হোতাকে অশ্বতরী দ্বারা বাহিত
শ্বেতবর্ণের একটি রথ অভিরিক্ত দক্ষিণা দিতে হয়। রথকে শ্বেতবর্ণ করা হয় রূপা অথবা অন্য কিছু দিয়ে মুড়ে।

দশম অধ্যায়

প্রথম কণ্ডিকা (১০/১)

[একাহ— জ্যোতিঃ, নবসপ্তদশ, বিবুবত্তোম, গৌ, অভিজিৎ, আয়ুঃ, বিশ্বজিৎ, অহীনের সাধারণ নিয়ম]

জ্যোতির ঋদ্ধিকামস্য ॥ ১ ॥

অনু.— সমৃদ্ধিপ্রার্থীর (পক্ষে করণীয় যাগ হচ্ছে) ‘জ্যোতিঃ’।

ব্যাখ্যা— পূত্র, পুত্র, অন্ন প্রভৃতি দ্বারা বৃদ্ধিলাভ হচ্ছে সমৃদ্ধি।

নবসপ্তদশঃ প্রজাতিকামস্য ॥ ২ ॥

অনু.— প্রজননপ্রার্থীর (কর্তব্য যাগ) ‘নবসপ্তদশ’।

ব্যাখ্যা— প্রজাতি = প্রজাসম্পদ = সন্তান প্রভৃতি।

বিবুবত্তোমো ব্রাহ্মণ্যবতঃ ॥ ৩ ॥

অনু.— শক্রযুক্ত (ব্যক্তির কর্তব্য যাগ) ‘বিবুবত্তোম’।

ব্যাখ্যা— কেউ শক্রতা করলে এই যাগটি তার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে হয়।

গৌ অভিজিৎ চ ॥ ৪ ॥

অনু.— ‘গৌ’ এবং ‘অভিজিৎ’ (যাগও শক্রযুক্ত ব্যক্তিকে করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— দু-টির যে-কোন একটি যাগই করলে চলে।

গৌ উভয়সামা সর্বস্তোমো বুদ্ধবতঃ ॥ ৫ ॥

অনু.— মহত্ত্বপ্রার্থী (ব্যক্তির যাগ হচ্ছে) উভয়সামাবিশিষ্ট সর্বস্তোমযুক্ত ‘গৌ’।

ব্যাখ্যা— এটি আগেরটির অপেক্ষায় অন্য একটি ‘গৌ’ যাগ। শত্রুর জন্য নয়, করতে হয় মহত্ত্বলাভের জন্য।

আয়ুর্ দীর্ঘব্যাধেঃ ॥ ৬ ॥

অনু.— দীর্ঘরোগগ্রস্তের (কর্তব্য যাগ) ‘আয়ুঃ’।

পশুকামস্য বিশ্বজিৎ ॥ ৭ ॥

অনু.— পশুকামী (ব্যক্তির করণীয় যাগ) ‘বিশ্বজিৎ’।

ব্রহ্মবর্চসকাম-বীর্যকাম-প্রজাকাম-প্রতিষ্ঠাকামানাং পৃষ্ঠাহান্যাদিতঃ পৃথক্কায়েঃ ॥ ৮ ॥ [৭]

অনু.— ব্রহ্মবর্চসপ্রার্থী, বীর্যপ্রার্থী, প্রজাপ্রার্থী এবং প্রতিষ্ঠাকামী (ব্যক্তিদের) পৃথক্ পৃথক্ কামনায় পৃষ্ঠাবড়হের প্রথম থেকে (চারটি দিনের পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠান করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ব্রহ্মবর্চসপ্রার্থী ব্যক্তি পৃষ্ঠের প্রথমদিনের, বীরত্বপ্রার্থী দ্বিতীয় দিনের, প্রজ্ঞাপ্রার্থী তৃতীয় দিনের এবং প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তি চতুর্থ দিনের অনুষ্ঠান করবেন।

ইত্যতিরাত্রাঃ ॥ ৯ ॥ [৮]

অনু.— এই (হল) অতিরাত্র।

ব্যাখ্যা— ১-৮ নং সূত্রে বিহিত একাহগুলিতে অতিরাত্রের অনুষ্ঠান করতে হয়।

তেবাম্ আদ্যাস্ ত্রয় ঐকাহিকশস্যঃ ॥ ১০ ॥ [৯]

অনু.— ঐগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি (যাগ) একাহ (-জ্যোতিষ্টোমের) শব্দবিশিষ্ট।

ব্যাখ্যা— প্রথম তিনটি যাগের শব্দগুলি জ্যোতিষ্টোমের অতিরাত্র-যাগেরই মতো। যাগের নাম 'জ্যোতিঃ' (১নং সূ.দ্র.) বলে অভিন্নবের প্রথম দিনের মতো এবং নাম 'বিষুবত্' (৩নং সূ.দ্র.) বলে বিষুবান্ দিনের মতো অনুষ্ঠান হবে এই শ্রান্ত ধারণা যাতে না হয় সেই কারণেই আলোচ্য সূত্রের অবতারণা।

ইত্যেকাহাঃ ॥ ১১ ॥ [১০]

অনু.— এই (হল নানা) একাহযাগ।

অথাহীনাঃ ॥ ১২ ॥ [১১]

অনু.— এর পর অহীনযাগ (-গুলি বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— উল্লেখ্য যে, ১০/২/২৩ সূত্র অনুসারে সর্ব অহীনেরই চতুর্থ দিন ঘোড়শীর অনুষ্ঠান করতে হয়।

স্বহপ্রভৃতয়ো দ্বাদশরাত্রপরাধ্যা অগ্নিষ্টোমাদয়োঃ তিরাত্রাত্তা মাসাপবর্গা অপরিমাপদীক্ষাঃ ॥ ১৩ ॥ [১২]

অনু.— (অহীন যাগগুলি) কমপক্ষে দু-দিন থেকে ঊর্ধ্বপক্ষে বারো দিন (সূত্যাবিশিষ্ট), অগ্নিষ্টোমে শুরু, অতিরাত্রের শেষ, এক মাসে সমাপ্য (এবং) অপরিমিত দীক্ষাবিশিষ্ট।

ব্যাখ্যা— অহীনে বারো দিন উপসদৃ ইষ্টি (৪/৮/২১ সূ. দ্র.), সূত্যাদিন যাগ অনুযায়ী কমপক্ষে দুই ও ঊর্ধ্বপক্ষে বারো এবং যাগ শেষ হতে লাগে মোট ত্রিশ দিন। স্বহযোগে তাহলে বাকী দিনগুলি অর্থাৎ ৩০ - (১২ + ২) = ১৬ দিন ধরে দীক্ষণীয়া ইষ্টি হবে। সংক্ষেপে দাঁড়াচ্ছে এই যে, ৩০ দিন - (উপসদের ১২ দিন + নির্দিষ্ট দুই, তিন ইত্যাদি সূত্যাদিন) = ঊর্ধ্বপক্ষে ১৬ দিন দীক্ষা। দ্বাদশাহযোগে তাহি ৩০ - (১২ + ১২) = ৬ দিন দীক্ষণীয়েষ্টি হওয়ার কথা, কিন্তু দ্বাদশাহ শেষ হয় ৩৬ দিনে। 'ষট্‌ত্রিংশদ-অহো বা এব বো দ্বাদশাহঃ'- ঐ. ব্রা. ১৯/২; শা. ১০/১/২-৪ ব্র.। সেখানে দীক্ষণীয়া ইষ্টি হবে তাহি ১২ দিন ধরে। কাত্যায়ন বলেছেন 'দীক্ষাঃ সূত্যোপসদেবোণ' (কা. শ্রৌ. ২৩/১/২)। সব অহীনেই প্রথম সূত্যাদিনে অগ্নিষ্টোমের এবং শেষ সূত্যাদিনে অতিরাত্রের অনুষ্ঠান করতে হয়। "দ্বিরাত্রপ্রভৃতিয়োহহীনা দ্বাদশাহপর্বতাঃ"— শা. ১১/১/৩; "মাসাপবর্গা অহীনাঃ"— শা. ১৬/২০/৮।

ঐকাহাংশ চৈতরেণিণঃ ॥ ১৪ ॥ [১৩]

অনু.— ঐতরেয়ীরা (বলেন) একাহযাগগুলিও (এইরকম)।

ব্যাখ্যা— ঐতরেয়ীদের মতে একাহযাগও একমাস ধরে চলে এবং দীক্ষার দিন-সংখ্যার কোন হ্রাসও সেখানে থাকে না।

সাহস্রশ্চ চ দক্ষিণাঃ ॥ ১৫ ॥ [১৪]

অনু.— এবং এক হাজার করে দক্ষিণা (হবে)।

ব্যাখ্যা— ঐতরেয়ীদের মতে সমস্ত একাহযোগে একহাজার করে দক্ষিণা দিতে হয়।

অতিরাত্রাংশ চ সর্বশঃ ॥ ১৬ ॥ [১৫]

অনু.— এবং (একাহগুলি) সর্বত্র অতিরাত্র (-বিশিষ্ট হবে)।

ব্যাখ্যা— ঐতরেয়ীদের মতে সমস্ত একাহেই অতিরাত্রের অনুষ্ঠান করতে হয়।

তত্রাহাং সংখ্যাঃ সংখ্যাভ্যাং বডহাস্তা অভিল্লাবত্ ॥ ১৭ ॥ [১৬]

অনু.— ঐ (অহীনে) বড়হ পর্যন্ত দিনের নির্দিষ্ট সংখ্যাগুলি অভিল্লাব (বড়হ) থেকে (প্রয়োজনমত নিতে হবে)।

ব্যাখ্যা— বড়হ পর্যন্ত অহীনে নির্দিষ্ট সূত্যাদিনগুলির অনুষ্ঠান হবে অভিল্লাববড়হের ছয় সূত্যাদিনের মতো। যে অহীনে যে ক-টি সূত্যাদিনের প্রয়োজন অভিল্লাববড়হের ছ-টি দিন থেকেই যথাক্রমে সেই ক-টি সূত্যাদিন নিয়ে ঐ অহীনের অনুষ্ঠান হবে। দ্ব্যহে তাই অভিল্লাবের প্রথম দু-দিনের, ত্র্যহে প্রথম তিন দিনের, চতুরহে চার দিনের, পঞ্চাহে পাঁচ দিনের এবং বড়হে ছটি দিনেরই অনুষ্ঠান হয়। ‘সংখ্যাভ্যাং’ কলায় যে যাগগুলির কথা এই গ্রন্থে বলা নেই সেই যাগগুলির অনুষ্ঠান হবে কিন্তু অভিল্লাবের মতো নয়, পৃষ্ঠ্যবড়হের মতো। প্রসঙ্গত সত্র-সম্পর্কিত কা. শ্রৌ. ২৪/১/৪-১০ ব্র.।

অতিরাত্রস্ ত্ত্বন্ত্যঃ সংখ্যাপূরণে গৃহীতানাম্ ॥ ১৮ ॥ [১৭]

অনু.— (দিনের) সংখ্যাপূরণের ক্ষেত্রে গৃহীত (দিনগুলির) শেষ (দিনটি হবে) অবশ্য অতিরাত্র।

ব্যাখ্যা— ১৩নং সূত্রে বলা হয়েছে অহীনের শেষ দিনে অতিরাত্রের অনুষ্ঠান করতে হয়। আগামীতে উল্লিখিত সেই সেই সূত্রের নির্দেশমত অন্য যাগ থেকে দিন নিয়ে সেই গৃহীত দিনগুলি দ্বারা অহীনের প্রয়োজনীয় সব ক-টি সূত্যাদিন যখন পূরণ করা সম্ভব হয় তখনই গৃহীত দিনগুলির শেষ দিনে ঐ ১৩নং সূত্র অনুযায়ী অতিরাত্রের অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু যদি দিনসংখ্যার পূরণ না হয় তাহলে পরবর্তী সূত্র অনুযায়ী অতিরাত্রের অনুষ্ঠান হবে।

হালৌ বৈশ্বানরোহধিকঃ ॥ ১৯ ॥ [১৮]

অনু.— (সংখ্যার) ঘাটতি হলে বৈশ্বানর (হবে সেই) অতিরিক্ত (দিন)।

ব্যাখ্যা— যদি কোন সূত্রে কোন অহীনের অনুষ্ঠানসূচীর বিবরণ দেওয়ার সময়ে যে দিনগুলির ব্যবস্থা ঐ সূত্রে ও অহীনে করা হয়েছে সেই দিনগুলির মোট সংখ্যা ঐ অহীনের মোট দিনসংখ্যার অপেক্ষায় এক দিন কম হয় তাহলে সেখানে যে-দিনটির ঘাটতি পড়েছে সেই দিনটিতে বৈশ্বানর অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোম অতিরাত্রের (১১/১/৫ সূ. ব্র.) অনুষ্ঠান করতে হবে। উদাহরণের জন্য ১০/৩/২৮-৩১, ৩৪, ৩৮-৪০; ১০/৪/৭; ১০/৫/৬ ইত্যাদি সূ. ব্র.।

দ্বিতীয় কণ্ডিকা (১০/২)

[বিভিন্ন দ্ব্যহ, ত্র্যহ, চতুরহ এবং পঞ্চাহ যাগ]

আগ্নিসং স্বর্গকামঃ ॥ ১ ॥

অনু.— স্বর্গপ্রার্থী (ব্যক্তি) ‘আগ্নিসং’ (যাগ করবেন)।

বো বা পুণ্যো হীনোহনুপ্রেশ্নঃ স্যাত্ ॥ ২ ॥

অনু.— অথবা (সদাচার থেকে) ব্রষ্ট যে পুণ্যবান্ (ব্যক্তি) আবার (পূর্ববিস্থালাভে) ইচ্ছুক (তিনি এই যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকার পুণ্য শব্দের অর্থ করেছেন সুখভাক বা সুখভোগকারী।

চৈত্ররথম্ অমাদ্যকামঃ ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা— ভোজ্য-অন্নপ্রার্থী চৈত্ররথ (যাগ করবেন)।

কাপিবনং স্বর্গকামঃ ॥ ৪ ॥ [৩]

অনু.— স্বর্গপ্রার্থী ‘কাপিবন’ (যাগ করবেন)।

ইতি দ্ব্যহাঃ ॥ ৫ ॥ [৩]

অনু.— এই (হল তিনটি) দ্ব্যহাগ।

প্রথমস্য তৃত্তরস্যাহুস্ তৃতীয়ং তৃতীয়সবনম্ ॥ ৬ ॥ [৪]

অনু.— প্রথম (যাগের) পরের দিনটির তৃতীয়সবন (হবে কিন্তু অভিলবের তৃতীয় দিনের (তৃতীয় সবন)।

ব্যাখ্যা— ১০/১/১৭ সূত্র অনুযায়ী আসিরস যাগের দ্বিতীয় দিনে আগাগোড়া অভিলববড়হের দ্বিতীয় দিনের মতোই অনুষ্ঠান হওয়ার কথা, কিন্তু এই সূত্র অনুসারে সেই দিন তৃতীয়সবনের অনুষ্ঠান হবে অভিলবের তৃতীয় দিনের তৃতীয়সবনের মতো।

দ্বং হি কৈতবদ ইতি চাজ্যম্ ॥ ৭ ॥ [৫]

অনু.— এবং (ঐ যাগে) আজ্য (শস্ত্র হবে) ‘দ্বং-’ (৬/২)।

গগত্রিরাত্রং স্বর্গকামঃ ॥ ৮ ॥ [৬]

অনু.— স্বর্গপ্রার্থী ‘গগত্রিরাত্র’ (যাগ করবেন)।

তস্য মধ্যমস্যাহো বামদেব্যং পৃষ্ঠং বিশোবিশীয়ম্ অগ্নিষ্টোমসাম। ॥ ৯ ॥ [৭]

অনু.— ঐ (যাগের) মাঝের দিনটির পৃষ্ঠস্তোত্র বামদেব্য (-সামযুক্ত এবং) অগ্নিষ্টোমস্তোত্র বিশোবিশীয় (-সামযুক্ত হবে)।

ব্যাখ্যা— ‘কয়া-’ (সা. উ. ৬৮২-৮৪) বামদেব্য এবং ‘বিশোবিশো’ (সা. উ. ১৫৬৪-৬৬) বিশোবিশীয় সামের যোনি।

বারবস্তীয়ম্ উত্তমম্ ॥ ১০ ॥ [৮]

অনু.— শেষ (দিনে ঐ যাগে অগ্নিষ্টোমস্তোত্র হবে) বারবস্তীয় (-সামযুক্ত)।

ব্যাখ্যা— বারবস্তীয় সামের যোনি হচ্ছে ‘অশ্বং ন-’ (সা. উ. ১৬৩৪-৬)।

দ্বমমে বস্ ইতি চাজ্যম্ ॥ ১১ ॥ [৯]

অনু.— এবং আজ্য (শস্ত্র হবে) ‘দ্বম-’ (১/৪৫)।

ব্যাখ্যা— ঐ গগত্রিরাত্রের তৃতীয় দিনের আজ্যশস্ত্র ‘দ্বম-’।

বৈদত্রিরাত্রং রাজ্যকামঃ ॥ ১২ ॥ [১০]

অনু.— রাজ্যাভিলাষী ‘বৈদত্রিরাত্র’ (যাগ করবেন)।

সৰ্বে ত্ৰিবৃত্তোত্তিরাত্রাঃ ॥ ১৩ ॥ [১১]

অনু.— সবগুলি (যাগই হবে) ত্ৰিবৃত্ত-স্তোমযুক্ত অতিরাত্র।

ব্যাখ্যা— বৈদজিরাত্রে তিন দিনই ত্ৰিবৃত্তস্তোমযুক্ত অতিরাত্রের অনুষ্ঠান হয়।

ছন্দোমপবমানান্তর্বসু পশুকামঃ ॥ ১৪ ॥ [১২]

অনু.— পশুপ্রার্থী ‘ছন্দোমপবমান’ (অথবা) ‘অন্তর্বসু’ (যাগ করবেন)।

পরাকছন্দোমগরাকৌ স্বর্গকামঃ ॥ ১৫ ॥ [১৩]

অনু.— স্বর্গপ্রার্থী ‘পরাকছন্দোম’ (অথবা) ‘পরাক’ (যাগ করবেন)।

ইতি ত্র্যহাঃ ॥ ১৬ ॥ [১৪]

অনু.— এই (হল ছ-টি) ত্র্যহযাগ।

গগজিরাত্রশস্যঃ ॥ ১৭ ॥ [১৫]

অনু.— (এই যাগগুলিতে) গগজিরাত্রের শত্রু (পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ত্র্যহগুলিতে গগজিরাত্রের শত্রুই পাঠ্য।

অত্রেশ্ চতুর্বীরং বীরকামঃ ॥ ১৮ ॥ [১৬]

অনু.— বীর (-সম্ভান)-প্রার্থী ‘অত্রি-চতুর্বীর’ (যাগ করবেন)।

তস্য বীরবজ্র্যজ্যানি ॥ ১৯ ॥ [১৭]

অনু.— ঐ (যাগের চার দিনেই) আজ্য (শত্রু) বীর (-শব্দ) যুক্ত (হবে)।

ব্যাখ্যা— প্রথম দিনের আজ্যসূক্তে বীরপূত্রবাচী ‘তোক’ শব্দ আছেই (খ. ৩/১৩/৭)। ‘বীর’ শব্দ তাই পাঠ করতে হবে অন্য তিন দিনের আজ্যসূক্তে। সূক্তগুলি পরবর্তী তিনটি সূত্রে নির্দেশ করা হয়েছে।

যময়ে বাজসাতমেতি দ্বিতীয়েহন্যাজ্যম্ ॥ ২০ ॥ [১৮]

অনু.— দ্বিতীয় দিনে আজ্য (শত্রু) ‘যম-’ (৫/২০)।

অগ্না যো মর্ত্য ইতি তৃতীয়ে ॥ ২১ ॥ [১৮]

অনু.— তৃতীয় (দিনে আজ্যশত্রু) ‘অগ্না-’ (৬/১৪)।

অগ্নিং নর ইতি চতুর্থে ॥ ২২ ॥ [১৮]

অনু.— চতুর্থ (দিনের আজ্যশত্রু) ‘অগ্নিং-’ (৭/১)।

বোভশিমহ চতুর্থম্ ॥ ২৩ ॥ [১৯]

অনু.— (সব অধীনেই) চতুর্থ (দিন) বোভশীযুক্ত।

ব্যাখ্যা— শুধু চতুরহে নয়, সব অহীনেই চতুর্থ দিনে বোড়শীর অনুষ্ঠান করতে হয়।

তস্যাভি ত্বা বৃষভা সূত ইতি গায়ত্রীষু রথন্তরং পৃষ্ঠম্ ॥ ২৪ ॥ [২০]

অনু.— ঐ (অত্রি-চতুর্থীর যাগের বিজোড় দিনগুলিতে) রথন্তর (-সামবিশিষ্ট) পৃষ্ঠ (স্তোত্র গাইতে হয়) ‘অভি-’ (সা. উ. ৭৩১-৩৩) এই গায়ত্রী (ছন্দের মন্ত্রগুলিতে)।

ব্যাখ্যা— ১৯ নং এবং এই ২৪ নং সূত্রে ‘তস্য’ বলায় বোঝা যাচ্ছে যে, আগের সূত্রটি কেবল অত্রি-চতুর্থীর নয়, সব অহীনেই প্রযোজ্য।

অনুষ্টুপবৃহতীষু বৃহত্ ॥ ২৫ ॥ [২১]

অনু.— (ঐ যাগের যুগ্ম দিনগুলিতে) বৃহত্ (-সামবিশিষ্ট পৃষ্ঠস্তোত্র গাইতে হয়) অনুষ্টুপ্ (অথবা) বৃহতী (ছন্দোযুক্ত মন্ত্রে)।

চতুর্থে ত্বং বলস্য গোমতো যজ্ঞজারথা অপূর্যোতি বা ॥ ২৬ ॥ [২২]

অনু.— চতুর্থ (দিনে পৃষ্ঠস্তোত্রে বৃহত্ সাম) ‘ত্বং-’ (সা. উ. ১২৫১, ৫২) অথবা ‘যজ্ঞজা-’ (সা. উ. ১৪২৯-৩১) এই (মন্ত্রে গাইতে হয়)।

ব্যাখ্যা— মন্ত্রগুলির ছন্দ অনুষ্টুপ্, শেষ মন্ত্রটির ছন্দ বৃহতী। সামবেদসংহিতায় প্রথমোক্ত সূত্রটি ‘ত্বং-’ মন্ত্রে শুরু নয়, ‘পুরাং-’ (১২৫০) মন্ত্রে শুরু এবং এই সূত্রে মোট তিনটি মন্ত্র আছে। মন্ত্র তিনটি বলেই বৃত্তিকার বন্ধবচনে বলেছেন— ‘ত্বং বলস্য গোমত ইত্যাসু বা’। সূক্তের প্রচলিত মন্ত্রক্রম সূত্রকারের অনুসৃত মন্ত্রক্রমের অপেক্ষায় দেখা যাচ্ছে তাহলে ভিন্ন। শেষ ভূচ পূর্বসূত্রে প্রযোজ্য।

জামদগ্ন্যং পুষ্টিকামঃ ॥ ২৭ ॥ [২৩]

অনু.— পুষ্টিপ্রার্থী ‘জামদগ্ন্য’ (যাগ করবেন)।

তস্য পুরোডাশিন্য উপসদঃ ॥ ২৮ ॥ [২৪]

অনু.— ঐ (যাগের) উপসদগুলি পুরোডাশবিশিষ্ট (হবে)।

ব্যাখ্যা— জামদগ্ন্যযাগের উপসদ ইষ্টিতে আজ্যের পরিবর্তে পুরোডাশ আযতি দিতে হয়। হোমপক্ষে দর্বিহোমও করা চলে।

কৈশ্বামিত্রং ত্রাতৃব্যবান্ ॥ ২৯ ॥ [২৫]

অনু.— শত্রুসম্পন্ন (ব্যক্তি) ‘কৈশ্বামিত্র’ (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ষাঁর শত্রু আছে তিনি এই যাগ করবেন।

প্রজাকামো বসিষ্ঠসংসর্প ॥ ৩০ ॥ [২৬]

অনু.— প্রজননপ্রার্থী ‘বসিষ্ঠসংসর্প’ (যাগ করবেন)।

ইতি চতুরহাঃ ॥ ৩১ ॥ [২৬]

অনু.— এই (হল চারটি) চতুরহাঃ।

সার্বসেনং পশুকামঃ ॥ ৩২ ॥ [২৭]

অনু.— পশুপ্রার্থী ‘সার্বসেন’ (যাগ করবেন)।

দৈবং শ্রাভব্যবান্ ॥ ৩৩ ॥ [২৭]

অনু.— শক্রযুক্ত (ব্যক্তি) 'দৈব' (যাগ করবেন)।

পঞ্চশারদীয়ং পশুকামঃ ॥ ৩৪ ॥ [২৭]

অনু.— পশুপ্রার্থী 'পঞ্চশারদীয়' (যাগ করবেন)।

ব্রতবন্তম্ আয়ুষ্কামঃ ॥ ৩৫ ॥ [২৭]

অনু.— আয়ুপ্রার্থী 'ব্রতবন্ত' (যাগ করবেন)

বাবরং বাক্শ্রবদিমুঃ ॥ ৩৬ ॥ [২৭]

অনু.— বাক্শ্রব-প্রার্থী 'বাবর' (যাগ করবেন)।

ইতি পঞ্চ পঞ্চরাত্রাঃ ॥ ৩৭ ॥ [২৮]

অনু.— এই হল পাঁচটি পঞ্চরাত্রযাগ।

পঞ্চশারদীয়স্য তু সপ্তদশোক্ষাণ ঐক্ষামারুতা মারুতীভিঃ সহ বহুসতরীভিঃ সপ্তদশভিঃ সপ্তদশভিঃ

পঞ্চবর্ষপর্যায়িকৃতাঃ সবনীয়াঃ ॥ ৩৮ ॥ [২৯]

অনু.— পঞ্চশারদীয়ের কিন্তু মরুত্ দেবতার সতেরটি সতেরটি স্ত্রী বাছুরের সঙ্গে পাঁচ বছর (ধরে) পর্যায়িকরণ করা ইক্ষ-মরুত্ দেবতার সতেরটি পুরুষ গরু (হচ্ছে) সবনীয় (পশু)।

ব্যাখ্যা— পঞ্চশারদীয় যাগের (৩৪নং সূত্র.) মূল অনুষ্ঠানের আগে পাঁচ বছর ধরে প্রতিবছরে একটি করে পশুযাগ করতে হয়। সেই পশুযোগে উপাকরণের সময়ে সতেরটি স্ত্রী বাছুরের সঙ্গে সতেরটি পুরুষ গরুকেও উপাকরণ করে পুরুষ গরুগুলিকে ছেড়ে দিয়ে স্ত্রী বাছুরগুলিকে বলি দিতে হয়। পরের বছরে ছেড়ে দেওয়া ঐ গরুগুলির সঙ্গে সতেরটি নূতন স্ত্রী বাছুরের উপাকরণ করে স্ত্রী বাছুরগুলিকে বলি দেওয়া হয়। পাঁচ বছর এইভাবেই নূতন নূতন স্ত্রী বাছুর দিয়ে পশুযাগ হয়। ষষ্ঠ বৎসরে হয় পাঁচ-দিন-ব্যাপী পঞ্চশারদীয়ের অনুষ্ঠান। সেই দিন এ-যাবৎ ছেড়ে দেওয়া পুরুষ গরুগুলিই (১৭) হয় সবনীয় পশুযোগের পশু।

তেষাং ত্রীংশ্ ত্রীংশ্ চতুর্নবহর্যালভেরন্ পরিশিষ্টান্ পঞ্চ পঞ্চমে ॥ ৩৯ ॥ [৩০]

অনু.— ঐ (ঐ সবনীয় পশুগুলির) তিনটি তিনটি (পশু) চার দিনে বলি দেবেন, অবশিষ্ট পাঁচটি (পশু বলি দেবেন) পঞ্চম (দিনে)।

ব্যাখ্যা— যে সতেরটি পুরুষ গরুকে পাঁচ বছর ধরে উপাকরণের পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল ষষ্ঠ বৎসরে প্রথম চার সূতাদিনে সেই গরুগুলির মধ্যে তিনটি করে গরু সবনীয় পশুযোগে বলি দিতে হয়। পঞ্চম দিনে বলি দেওয়া হয় বাকী পাঁচটি গরু। বৃত্তিকারের মতে সূত্রে 'পঞ্চ' না বললেও চলত, কিন্তু বলা হয়েছে এই অভিপ্রায়ে যে, সূত্যার আগে কোন গরু হারিয়ে গেলে বা মরে গেলে তার পরিবর্তে অন্য গরু বলি দিয়ে সতের সংখ্যা পূরণ করতেই হবে, দু-তিনটি গরু নিখোঁজ বা নষ্ট হয়ে গেছে বলে বাকী দু-টি অথবা তিনটি গরু বলি দিলে চলবে না। পাঁচ দিনে মোট সতেরটি পুরুষ গরু বলি দিতেই হবে।

ব্রতবন্ত্ তু তৃতীয়স্যাঙ্কঃ স্থানে মহাব্রতম্ ॥ ৪০ ॥ [৩১]

অনু.— ব্রতবন্ত (যাগের) তৃতীয় দিনের স্থানে কিন্তু মহাব্রত (যাগের অনুষ্ঠান করবেন)।

ব্যাখ্যা— ১০/১/১৭ সূত্র অনুযায়ী ব্রতবত্ নামে পঞ্চাহ যাগে (৩৫নং সূত্র.) অভিপ্লবের প্রথম পাঁচ দিনের মতো অনুষ্ঠান হওয়ার কথা, কিন্তু এই সূত্র অনুসারে সেখানে তৃতীয় দিনে মহাব্রতের অনুষ্ঠান করতে হবে।

পৃষ্ঠ্যপঞ্চাহ উক্তমঃ ॥ ৪১ ॥ [৩২]

অনু.— শেষ (পঞ্চাহ যাগটি) পৃষ্ঠ্যের পাঁচ দিনের মতো।

ব্যাখ্যা— বাবর যাগের অনুষ্ঠান ১০/১/১৭ সূত্র অনুযায়ী অভিপ্লবের পাঁচ দিনের মতো না হয়ে পৃষ্ঠ্যষড়্‌হের প্রথম পাঁচ দিনের মতোই হবে।

তৃতীয় কণ্ডিকা (১০/৩)

[ষড়্‌হ, সপ্তরাত্র, অষ্টরাত্র, নবরাত্র এবং দশরাত্র]

ঋতুনাং ষড়্‌হং প্রতিষ্ঠাকামঃ ॥ ১ ॥

অনু.— প্রতিষ্ঠাকামী (ব্যক্তি) ‘ঋতুষড়্‌হ’ (যাগ করবেন)।

পৃষ্ঠ্যঃ সমুচ্যো ব্যুচ্যো বা ॥ ২ ॥

অনু.— (এই যাগে) সমুচ্য অথবা ব্যুচ্য (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— এখানে ১০/১/১৭ সূত্র অনুযায়ী অভিপ্লবের অনুষ্ঠান হবে না, হবে সমুচ্য অথবা ব্যুচ্য পৃষ্ঠ্যষড়্‌হের অনুষ্ঠান। ‘পৃষ্ঠ্যঃ’ সমুচ্য ও ব্যুচ্য এই দু-রকমেরই হয়, তাই সূত্রে শেষ তিনটি পদের উল্লেখ না করলেও চলত, কিন্তু সূত্রকার তা করে বোঝাতে চেয়েছেন যে, বিশেষ উল্লেখ না থাকলে ‘পৃষ্ঠ্যঃ’ বললে সমুচ্য পৃষ্ঠ্যকেই বুঝতে হবে, ব্যুচ্য পৃষ্ঠ্যকে নয়।

পৃষ্ঠ্যাবলম্ব্যং পশুকামঃ ॥ ৩ ॥

অনু.— পশুপ্রার্থী ‘পৃষ্ঠ্যাবলম্ব্য’ (যাগ করবেন)।

পৃষ্ঠ্যপঞ্চাহোহভ্যাসক্তো বিশ্বজিহ চ ॥ ৪ ॥

অনু.— (এই যাগে) পৃষ্ঠ্যের অভ্যাসক্ত পাঁচ দিন এবং বিশ্বজিহ (যাগ অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— অভ্যাসক্ত হচ্ছে সেই যাগ যে যাগে প্রতিদিন তৃতীয়সবনের স্তোত্রগুলিতে যে স্তোম গ্রয়োগ করা হয় পরের দিনে প্রথম দুই সবনে সেই স্তোমেই সব স্তোত্র গাওয়া হয়। প্রথম দিন প্রথম দুই সবনে ত্রিভূত স্তোম গ্রয়োগ করা হয়। তৃতীয় সবনে প্রথম পাঁচ দিনে যথাক্রমে পঞ্চদশ, সপ্তদশ, একবিংশ, ত্রিণব এবং ত্রয়স্বিংশ স্তোম গ্রয়োগ করা হয়। পৃষ্ঠ্যাবলম্ব্যযাগে প্রথম পাঁচ দিন হবে এই অভ্যাসক্ত পৃষ্ঠ্যষড়্‌হের প্রথম পাঁচ দিনের এবং ষষ্ঠ দিনে বিশ্বজিহের অনুষ্ঠান।

সংভার্ম্‌ আয়ুর্‌কামঃ ॥ ৫ ॥

অনু.— আয়ুপ্রার্থী ‘সংভার্ম্‌’ (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অভিপ্লব এবং পৃষ্ঠ্য ষড়্‌হের তিনটি করে দিন সংভরণ অর্থাৎ একত্র সংগ্রথিত করে অনুষ্ঠান হয় বলে এই যাগের নাম ‘সংভার্ম্‌’।

পৃষ্ঠ্যত্র্যহঃ পূর্বোহভিপ্লবত্র্যহঃ চ ॥ ৬ ॥ [৫]

অনু.— পৃষ্ঠ্যের প্রথম তিন দিন এবং অভিপ্লবের (প্রথম) তিন দিন (নিয়ে এই যাগ)।

ব্যাখ্যা— ১-৬ নং সূত্রে যা যা বলা হল সেগুলি হচ্ছে তিনটি বড়হযাগ।

ঋষিসপ্তরাত্রম্ ঋদ্ধিকামঃ ॥ ৭ ॥ [৬]

অনু.— সমৃদ্ধিপ্রার্থী (ব্যক্তি) ‘ঋষিসপ্তরাত্র’ (যাগ করবেন)।

প্রাজাপত্যং প্রজাকামঃ ॥ ৮ ॥ [৬]

অনু.— প্রজ্ঞানপ্রার্থী ‘প্রাজাপত্য’ (যাগ করবেন)।

হৃন্দোমপবমানব্রতং পশুকামঃ ॥ ৯ ॥ [৬]

অনু.— পশুপ্রার্থী ‘হৃন্দোমপবমানব্রত’ (যাগ করবেন)।

জামদগ্নম্ অন্নাদ্যকামঃ ॥ ১০ ॥ [৬]

অনু.— ভোজ্য-অন্ন-প্রার্থী ‘জামদগ্ন’ (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ১০/২/২৭ সূত্রেও জামদগ্নের কথা বলা হয়েছে, তবে তা সপ্তরাত্র নয়, চতুরহ যাগ।

এতে চত্বারঃ ॥ ১১ ॥ [৬]

অনু.— এই চারটি হল (সপ্তরাত্র যাগ)।

ব্যাখ্যা— এই চারটি সপ্তরাত্রের অনুষ্ঠানসূচী ১২-১৬ নং সূত্রে যেমন বলা হচ্ছে তেমনই হবে।

পৃষ্ঠ্যো মহাব্রতঞ্ চ ॥ ১২ ॥ [৭]

অনু.— (সাত দিনে সমুচ্চ) পৃষ্ঠ্য এবং মহাব্রত (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— চারটি সপ্তরাত্রের প্রথম ছ-দিনে যথাক্রমে সমুচ্চ পৃষ্ঠ্যবড়হের এক একটি দিনের এবং সপ্তম দিনে মহাব্রতের অনুষ্ঠান করতে হয়।

ব্রতং তু স্বস্তোমং প্রথমে ॥ ১৩ ॥ [৮]

অনু.— প্রথম (সপ্তরাত্রের) কিন্তু মহাব্রত নিজস্বোমবিশিষ্ট (হবে)।

ব্যাখ্যা— ব্রত = মহাব্রত। ঋষিসপ্তরাত্রের সপ্তম দিনে যে মহাব্রতের অনুষ্ঠান হয় তা তার নিজস্ব স্তোমেই অনুষ্ঠিত হবে অর্থাৎ মহাব্রতে সাধারণত প্রত্যেক স্তোত্রে যে পঞ্চবিংশ স্তোম প্রয়োগ করা হয় এখানেও তেমনই হবে, স্তোমের কোন পরিবর্তন ঘটবে না।

সপ্তদশং দ্বিতীয়ে ॥ ১৪ ॥ [৯]

অনু.— দ্বিতীয় (সপ্তরাত্রের মহাব্রতে) সপ্তদশ (স্তোম হবে)।

ব্যাখ্যা— প্রাজাপত্যযোগে মহাব্রতে প্রত্যেক স্তোত্রে সপ্তদশ স্তোম প্রয়োগ করা হয়।

ছন্দোমপবমানং তৃতীয়ে ॥ ১৫ ॥ [১০]

অনু.— তৃতীয় (সপ্তরাত্রে মহাব্রতে) পবমান স্তোত্র (হবে) ছন্দোমের (মতো)।

ব্যাখ্যা— তৃতীয় সপ্তরাত্রের মহাব্রতে বহিষ্পবমান, মাধ্যদিন পবমান এবং আর্ভবপবমান স্তোত্রের স্তোম ছন্দোমবাগের মতো যথাক্রমে চতুর্বিংশ, চতুশ্চত্বারিংশ এবং অষ্টাচত্বারিংশ স্তোম হবে। অন্যান্য স্তোত্রে স্তোম হবে মহাব্রতের মতো পঞ্চবিংশই।

চতুর্বিংশো বহিষ্পবমানঃ সপ্তদশ শেকশ্ চতুর্থে ॥ ১৬ ॥ [১১]

অনু.— চতুর্থ (সপ্তরাত্রে মহাব্রতে) বহিষ্পবমানস্তোত্র চতুর্বিংশ (-স্তোমবিশিষ্ট) (এবং) অবশিষ্ট স্তোত্র সপ্তদশ -স্তোমবিশিষ্ট (হবে)।

ঐন্দ্রম্ অত্যান্যঃ প্রজ্ঞা বুভুবন্ ॥ ১৭ ॥ [১২]

অনু.— অন্য (ব্যক্তিদের যিনি) অতিক্রম করতে চাইছেন (তিনি) 'ঐন্দ্র' (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অত্যান্যঃ = অতি + অন্যাঃ। 'অতি' এই উপসর্গের সম্বন্ধ 'বুভুবন্' এই ক্রিয়াপদের সঙ্গে। এই যাগটি পঞ্চম সপ্তরাত্র যাগ।

ত্রিকক্ষক্কা অভিজিদ্ বিশ্বজিন্ মহাব্রতং সর্বস্তোমঃ ॥ ১৮ ॥ [১৩]

অনু.— (এই যাগে যথাক্রমে) ত্রিকক্ষক, অভিজিত্, বিশ্বজিত্, মহাব্রত (এবং) সর্বস্তোম (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— ত্রিকক্ষক = অভিন্নবড়হের প্রথম তিন দিন। সর্বস্তোম = ১০/১/৫ সূত্রে উল্লিখিত গো-যাগ। এই ঐন্দ্র যাগে সাত দিন যথাক্রমে ত্রিকক্ষক প্রভতির অনুষ্ঠান হয়।

জনকসপ্তরাত্রম্ ঋদ্ধিকামঃ ॥ ১৯ ॥ [১৪]

অনু.— সমৃদ্ধিকামী (ব্যক্তি) 'জনকসপ্তরাত্র' (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এইটি ষষ্ঠ সপ্তরাত্রযাগ।

অভিন্নবচতুরহো বিশ্বজিন্ মহাব্রতং জ্যোতিষ্টোমঃ ॥ ২০ ॥ [১৪]

অনু.— (এই যাগে যথাক্রমে) অভিন্নবের চার দিন, বিশ্বজিত্, মহাব্রত, জ্যোতিষ্টোম (অতিরাত্র অনুষ্ঠিত হয়)।

পৃষ্ঠ্যস্তোমো বিশ্বজিচ্ চ পশুকামস্য সপ্তমঃ ॥ ২১ ॥ [১৫]

অনু.— সপ্তম (সপ্তরাত্রটি) পশুপ্রার্থীর (অনুষ্ঠেয়)। (এই যাগে যথাক্রমে) পৃষ্ঠ্যস্তোম এবং বিশ্বজিত্ (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— সপ্তম সপ্তরাত্রযাগটির বিশেষ কোন নাম সূত্রকার উল্লেখ করেন নি। এই যাগে প্রথম ছ-দিন পৃষ্ঠ্যস্তোম অর্থাৎ প্রতিদিন পৃষ্ঠ্যস্তোত্রে বৃহত্ অথবা রথন্তর সাম গাওয়া হয় এমন পৃষ্ঠ্যবড়হের (৮/৪/২৫ সূ. দ্র.) এবং সপ্তম দিনে বিশ্বজিতের অনুষ্ঠান হয়। এই যাগের বিশেষ নাম অন্যত্র অনুসন্ধান করতে হবে। দ্র. যে, ৭-২১ নং পর্বত্ব সূত্রে মোট সাতটি সপ্তরাত্রযাগের কথা বলা হল।

সেবত্বম্ ঈশতোহুটরাত্রঃ ॥ ২২ ॥ [১৬]

অনু.— সেবত্বপ্রার্থীর (করণীয় যাগ হচ্ছে) অউরাত্র।

পৃষ্ঠো মহাব্রতং জ্যোতিষ্টোমঃ ॥ ২৩ ॥ [১৭]

অনু.— (এই যাগে যথাক্রমে) পৃষ্ঠ্য (ষড়হ), মহাব্রত, জ্যোতিষ্টোম (অনুষ্ঠিত হয়)।

নবরাত্রম্ আয়ুৰ্দ্ধামঃ ॥ ২৪ ॥ [১৮]

অনু.— আয়ুপ্রার্থী নবরাত্র (যাগ করবেন)।

পৃষ্ঠ্যস্ ত্রিকল্পক্ চ ॥ ২৫ ॥ [১৮]

অনু.— (এই যাগে যথাক্রমে) পৃষ্ঠ্য (ষড়হ) এবং ত্রিকল্পক (অনুষ্ঠিত হয়)।

ত্রিকল্পকাঃ পৃষ্ঠ্যাবলম্ব ইতি পশুকামস্য ॥ ২৬ ॥ [১৯]

অনু.— পশুপ্রার্থীর (নবরাত্রি অনুষ্ঠিত হয়) ত্রিকল্পক (এবং) পৃষ্ঠ্যাবলম্ব।

ব্যাখ্যা— ১৮নং সূত্রের ব্যাখ্যায় ত্রিকল্পকের অর্থ দ্র.। ৩নং সূত্রে পৃষ্ঠ্যাবলম্বের কথা বলা হয়েছে।

ইতি নবরাত্রৌ ॥ ২৭ ॥ [২০]

অনু.— এই (হল মোট) দু-টি নবরাত্র।

ব্যাখ্যা— দু-টি নবরাত্রেরই বিশেষ কোন নাম সূত্রকার উল্লেখ করেন নি।

ত্রিকল্প অথর্থাঃ পৃষ্ঠ্যঃ ॥ ২৮ ॥ [২১]

অনু.— ‘ত্রিকল্প’ (দশরাত্র হল) দেড়খানি পৃষ্ঠ্য (ষড়হ)।

ব্যাখ্যা— দশম দিনে ‘হানৌ-’ (১০/১/১৯) সূত্র অনুসারে বৈশ্বানরের অনুষ্ঠান হবে।

মহাত্রিকল্প ব্যাটো নবরাত্রঃ ॥ ২৯ ॥ [২১]

অনু.— ‘মহাত্রিকল্প’ (দশরাত্র হল) ব্যাট নবরাত্র।

ব্যাখ্যা— দশম দিনে বৈশ্বানরের অনুষ্ঠান হবে।

সমুটত্রিকল্প সমুটঃ ॥ ৩০ ॥ [২১]

অনু.— ‘সমুট ত্রিকল্প’ (দশরাত্র হল) সমুট (নবরাত্র)।

ব্যাখ্যা— দশম দিনে বৈশ্বানরের অনুষ্ঠান।

চতুষ্টোমস্ ত্রিকল্প অথর্থাঃ তিগ্নবঃ ॥ ৩১ ॥ [২২]

অনু.— ‘চতুষ্টোম ত্রিকল্প’ (দশরাত্র হল) দেড়খানি অভিগ্নবষড়হ।

ব্যাখ্যা— দশম দিনে বৈশ্বানরের অনুষ্ঠান।

এতৈশ্ চতুর্ভিঃ স্বানান্ শ্রৈষ্ঠ্যকামো যজ্ঞত ॥ ৩২ ॥ [২২]

অনু.— এই চারটি (দশরাত্র) দ্বারা জ্ঞাতীদের শ্রৈষ্ঠ্যকামী (ব্যক্তি) যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— শ্রেষ্ঠত্বকামনায় এই চারটি দশরাত্রে যে-কোন একটির অনুষ্ঠান করতে হয়।

কুসুরুবিন্দুং ঋদ্ধিকামঃ ॥ ৩৩ ॥ [২২]

অনু.— সমৃদ্ধিকামী (ব্যক্তি) ‘কুসুরুবিন্দু’ (যাগ করবেন)।

ত্রয়াণাং পৃষ্ঠ্যাহাম্ ঐকৈকং ত্রিঃ ॥ ৩৪ ॥ [২৩]

অনু.— (এই যাগে) পৃষ্ঠ্যাহের তিন দিনের এক একটি (দিন) তিনবার (করে অনুষ্ঠান করবেন)।

ব্যাখ্যা— পৃষ্ঠ্যের প্রথম তিন দিনের প্রত্যেকটি দিন তিন বার অনুষ্ঠিত হলে মোট ন-দিন হয়। দশম দিনে হবে বৈশ্বানরের অনুষ্ঠান।

ছন্দোমবত্তং পশুকামঃ ॥ ৩৫ ॥ [২৪]

অনু.— পশুপ্রার্থী ‘ছন্দোমবত্ত’ (যাগ করবেন)।

পৃষ্ঠ্যাবলম্বস্য প্রাগ্ বিশ্বজিতন্ ছন্দোমা দশমঞ্ চাহঃ ॥ ৩৬ ॥ [২৪]

অনু.— এই (যাগে) পৃষ্ঠ্যাবলম্বের বিশ্বজিতের আগে ছন্দোম এবং (অবিবাক্য নামে) দশম দিন (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— এই দশরাত্রে প্রথমে পৃষ্ঠ্যাবলম্বের প্রথম পাঁচ দিনের, পরে ছন্দোম নামে তিনটি এবং ‘অবিবাক্য’ নামে একটি দিনের এবং তার পরে পৃষ্ঠ্যাবলম্বের ষষ্ঠ দিনের অর্থাৎ বিশ্বজিতের অনুষ্ঠান হয়।

পুরাভিচরন্ ॥ ৩৭ ॥ [২৫]

অনু.— অভিচারকর্মে ব্যাপৃত (ব্যক্তি) ‘পূর্’ দ্বারা (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এ-টি আর একটি দশরাত্র।

জ্যোতির্গাম্ অভিতো গৌর্ অভিজিতং বিশ্বজিদ্ আয়ুষম্ ॥ ৩৮ ॥ [২৬]

অনু.— (এই যাগে) গো (-যাগের) দু-পাশে জ্যোতি, অভিজিত্ (-যাগের দু-পাশে) গো (এবং) আয়ু (-যাগের দু-পাশে) বিশ্বজিত্ (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অভিতঃ = দু-পাশে, আগে-পরে। পূর্ব্যাগে যথাক্রমে জ্যোতি, গো, জ্যোতি, গো, অভিজিত্, গো, বিশ্বজিত্, আয়ু এবং বিশ্বজিত্ যাগের অনুষ্ঠান হয়। দশম দিনে হয় ‘হানৌ-’ (১০/১/১৯ সূ. দ্র.) অনুসারে বৈশ্বানরের অনুষ্ঠান।

শললীপিশঙ্গং শ্রীকামঃ ॥ ৩৯ ॥ [২৭]

অনু.— শ্রীকামী (ব্যক্তি) ‘শললীপিশঙ্গ’ (যাগ করবেন)।

অভিপ্লবত্র্যাহ্য পূর্বস্ ত্রিঃ ॥ ৪০ ॥ [২৮]

অনু.— (এই যাগে) তিনবার অভিপ্লবের প্রথম তিন দিন (আবর্তিত হয়)।

ব্যাখ্যা— অভিপ্লবের প্রথম তিনটি দিনের তিনবার আবর্তন করে করে অনুষ্ঠান করতে হয়। প্রথম তিন দিন শেষ হলে আবার ঐ তিন দিনের এবং তার পর আবার ঐ তিন দিনের অনুষ্ঠান হয়। দশম দিনে হয় বৈশ্বানরের অনুষ্ঠান।

ইতি দশরাত্রাঃ ॥ ৪১ ॥ [২৯]

অনু.— এই (হল আটটি) দশরাত্র (যাগ)।

চতুর্থ কণ্ডিকা (১০/৪)

[একাদশরাত্র]

পৌণ্ডরীকম্ ঋদ্ধিকামঃ ॥ ১ ॥

অনু.— সমৃদ্ধিকামী (ব্যক্তি) 'পৌণ্ডরীক' (যাগ করবেন)।

পৃষ্ঠ্যস্তোমশ্ ছন্দোমা গোতমস্তোমো বিশ্বজিত্। ব্যুঢ়ো নবরাত্রো মহাব্রতং বৈশ্বানর ইতি বা ॥ ২ ॥ [১]

অনু.— (এই যাগে) পৃষ্ঠ্যস্তোম, ছন্দোম, গোতমস্তোম (এবং) বিশ্বজিত্ অথবা ব্যুঢ় নবরাত্র, মহাব্রত (এবং) বৈশ্বানর (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— প্রসঙ্গত 'হানৌ-' (১০/১/১৯) সূ. দ্র.। এখানে অবশ্য ঐ সূত্র প্রযোজ্য নয়। পৌণ্ডরীকের অনুষ্ঠানে দুটি বিকল্প— (ক) পৃষ্ঠ্যস্তোম, ছন্দোম, গোতমস্তোম, বিশ্বজিত্। (খ) ব্যুঢ় নবরাত্র, মহাব্রত, বৈশ্বানর।

অথ সংভার্যো ॥ ৩ ॥ [২]

অনু.— এ-বার 'সংভার্য' (নামে দু-টি একাদশরাত্র যাগ বলা হচ্ছে)।

অতিরাত্রশ্ চতুর্বিংশম্ অধ্যর্ষোহভিপ্লবঃ পৃষ্ঠ্যো বা ॥ ৪ ॥ [৩]

অনু.— (এই দুই যাগে) অতিরাত্র, চতুর্বিংশ, দেড়খানি অভিপ্লব অথবা পৃষ্ঠ্য (ষড়্হ অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— দুই সংভার্যেই প্রথম দিনে অতিরাত্র এবং দ্বিতীয় দিনে চতুর্বিংশের অনুষ্ঠান হয়। তার পরে প্রথম সংভার্যে তৃতীয় থেকে একাদশ দিন পর্যন্ত ন-দিন অভিপ্লবষড়্হের ছ-দিন এবং আবার ঐ ষড়্হের প্রথম তিন দিনের অনুষ্ঠান হয়। দ্বিতীয় সংভার্যে শেষ ন-দিন এইভাবেই দেড়খানি পৃষ্ঠ্যষড়্হের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

ইন্দ্রবজ্রং ভ্রাতৃব্যবান্ ॥ ৫ ॥ [৪]

অনু.— শত্রুসম্পন্ন (ব্যক্তি) 'ইন্দ্রবজ্র' (যাগ করবেন)।

পৃষ্ঠ্যস্যাদ্যে অহনী ব্যাভ্যাসম্ আ নবরাত্রাত্ ॥ ৬ ॥ [৫]

অনু.— (এই যাগে প্রথম) ন-দিন পর্যন্ত পৃষ্ঠ্যষড়্হের প্রথম দুটি দিন পর্যায়ক্রমে (অনুষ্ঠিত হতে থাকে)।

ব্যাখ্যা— বিম্বোড় দিনগুলিতে পৃষ্ঠ্যের প্রথম দিনের এবং যুগ্ম বা জোড় দিনগুলিতে পৃষ্ঠ্যের দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান হয়।

মহাব্রতম্ ॥ ৭ ॥ [৬]

অনু.— (দশম দিনে হয়) মহাব্রত।

ব্যাখ্যা— একাদশ অর্থাৎ শেষ দিনে 'হানৌ-' (১০/১/১৯) সূত্র অনুসারে বৈশ্বানরের অনুষ্ঠান করতে হয়। ১-৭ নং পর্যন্ত সূত্রে বিভিন্ন একাদশরাত্র যাগের কথা বলা হল।

পঞ্চম কণ্ডিকা (১০/৫)

[দ্বাদশাহ; অহীন ও সত্রে পার্থক্য এবং সাধারণ নিয়ম]

অথ দ্বাদশাহা ভবেয়ুঃ ॥ ১ ॥

অনু.— এর পর দ্বাদশাহগুলি (বলা) হবে।

ব্যাখ্যা—ঐ. ব্রা. ১৯/৪ অংশে বলা হয়েছে দ্বাদশাহ সত্ৰরূপে অনুষ্ঠিত হলে সকলে নিজেদের অগ্নি একত্রিত করবেন এবং বসন্তে উদবসানীয়া ইষ্টি অনুষ্ঠিত হবে। দীক্ষার পূর্বে দ্বাদশাহে যে পণ্ডবাগ হয় তার দেবতা প্রজাপতি এবং পণ্ডপুরোড়াসের দেবতা বারু। ঐ পণ্ডবাগে সামিধেনী মন্ত্র মোট সতেরটি।

সত্রাণি ভবেয়ুর্ অহীনা বা ॥ ২ ॥

অনু.— (এগুলি) সত্র অথবা অহীন হতে পারে।

ব্যাখ্যা—দ্বাদশাহ সত্রও হতে পারে, অহীনও হতে পারে। সত্র হলে প্রথম ও শেষ দিন অতিরাত্রের এবং এক দিন মহাত্রের অনুষ্ঠান হবে। অহীন হলে কিন্তু বাগটি একমাসে শেষ হবে এবং প্রথম দিনে অগ্নিষ্টোমের এবং শুধু শেষ দিনে অতিরাত্রের অনুষ্ঠান হবে। সত্রে কিন্তু যজ্ঞমানের সংখ্যা হবে একাধিক। পূর্বসূত্রে ‘ভবেয়ুঃ’ থাকার সত্ত্বেও এই সূত্রে আবার ‘ভবেয়ুঃ’ বলা হল কেন তা স্পষ্ট নয়। “দ্বাদশাহত্রত্বীনি সত্রাণি”-শা. ১১/১/৪।

উক্তো দশরাত্রঃ ॥ ৩ ॥

অনু.— উল্লিখিত দশরাত্র (এখানে দ্বাদশাহে অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা—আগে যে দশরাত্রের কথা বলা হয়েছে (৮/৭/২২-৮/১৩/৩২ সূ. দ্র.) দ্বাদশাহে সেই দশরাত্রের অনুষ্ঠান করতে হয়। দশরাত্র বসন্ত দ্বাদশাহযোগেই অংশ। দ্বাদশাহের অন্তর্গত হলেও পৃথক্ নামকরণের জন্য এবং সত্ৰের ভিত্তিরূপ পঁচিশটি দিন নির্দেশ করার (৮/১৩/৩৪ সূ. দ্র.) প্রয়োজনে দশরাত্রের বর্ণনা আগেই দেওয়া হয়েছে।

সমূঢ়ো ব্যূঢ়ো বা ॥ ৪ ॥

অনু.— (ঐ দশরাত্র) সমূঢ় অথবা ব্যূঢ় (হতে পারে)।

তন্ম অভিতোহতিরাত্রৌ ॥ ৫ ॥

অনু.— ঐ সমূঢ় ও ব্যূঢ় দশরাত্রের আগে-পরে দুটি অতিরাত্র (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা—এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সমূঢ় ও ব্যূঢ় দ্বারা গঠিত বলে দ্বাদশাহও সমূঢ় এবং ব্যূঢ় দু-রকমের হতে পারে। এর মধ্যে সমূঢ়ের প্রয়োগ হয় অহীনে এবং ব্যূঢ়ের প্রয়োগ হয়ে থাকে সত্রে। প্রসঙ্গত ১১/১/৬, ৭ সূ. দ্র.।

সংভার্যষোর্ বা বৈশ্বানরম্ উপদধ্যাত্ ॥ ৬ ॥

অনু.— অথবা দুই সংভার্যে বৈশ্বানর স্থাপন করবেন।

ব্যাখ্যা—১০/৪/৩, ৪ সূত্রে ‘সংভার্য’ নামে যে-সুটি একাদশরাত্র যাগের কথা বলা হয়েছে তার যে-কোন একটি সংভার্যের পরে একদিন বৈশ্বানরের অনুষ্ঠান করেও দ্বাদশাহ সম্পন্ন করা যেতে পারে। ‘হানৌ-’ (১০/১/১৯) সূত্র থাকায় এখানে ‘বৈশ্বানরম্’ না বললেও চলত, তবুও তা বলার বৃত্তে হবে শুধু অহীনে নয়, সত্রেও দ্বাদশাহের শেষ দিনে বৈশ্বানরের অনুষ্ঠান হতে পারে।

সংবত্সরপ্রবছ্ শ্রীকামঃ ॥ ৭ ॥

অনু.— শ্রীপ্রার্থী ‘সংবত্সরের প্রবছ্’ (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ‘শ্রীকামঃ’ শব্দটিতে একবচন থাকায় বুঝতে হবে এই দ্বাদশাহ সত্র নয়, একটি অহীনবাগই।

অতিরাত্রশ্ চতুর্বিংশৎ বিম্ববদ্বর্জো নবরাত্রো মহাব্রতম্ ॥ ৮ ॥ [৭]

অনু.— (এই দ্বাদশাহে যথাক্রমে) অতিরাত্র, চতুর্বিংশ, বিম্ববদ্বর্জিত নবরাত্র, মহাব্রত (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— ‘হানৌ-’ সূত্র অনুসারে শেষ দিনে হয় বৈশ্বানরের অনুষ্ঠান। ঐ অহীন-সম্পর্কিত সূত্রটির মুখ্যপেক্ষী হওয়া থেকেও বোঝা যাচ্ছে যে, আলোচ্য দ্বাদশাহটি সত্র নয়, অহীনই।

অথ ভরতদ্বাদশাহঃ ॥ ৯ ॥ [৮]

অনু.— এ-বার ‘ভরতদ্বাদশাহ’ (বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— সমুদ্র, ব্যুঢ় এবং দুই সংভার্য এই চারটি দ্বাদশাহ অহীনও হতে পারে, সত্রও হতে পারে। ‘সংবত্সরপ্রবছ্’ কিন্তু কেবল অহীনই। ‘ভরতদ্বাদশাহ’ যে কেবল অহীন নয়, সত্রও, তা বোঝাবার জন্যই এখানে সূত্রে ‘অথ’ শব্দ গ্রহণ করা হয়েছে।

ইমম্ এবৈকাহং পৃথক্ সংস্থান্তির্ উপৈয়ুঃ ॥ ১০ ॥ [৯]

অনু.— এই (প্রকৃতিযাগের) একাহকেই এখানে ভিন্ন ভিন্ন সংস্থা দ্বারা অনুষ্ঠান করবেন।

ব্যাখ্যা— ভরতদ্বাদশাহে জ্যোতিষ্টোমেরই নানা সংস্থার বারো দিন ধরে অনুষ্ঠান করতে হয়। পরবর্তী সূ. দ্র।

অতিরাত্রম্ অগ্নৌঃ খাগ্নিস্টোমম্ অথাষ্টা উক্খ্যান্ অথাগ্নিস্টোমম্ অথাতিরাত্রম্ ॥ ১১ ॥ [১০]

অনু.— (এই দ্বাদশাহে) আগে অতিরাত্র, এর পর অগ্নিস্টোম, পরে আটটি উক্খ্য, তার পরে অগ্নিস্টোম (এবং) পরে অতিরাত্র (যাগ করতে হয়)।

ইতি দ্বাদশাহাঃ ॥ ১২ ॥ [১১]

অনু.— এই (হল ছ-টি) দ্বাদশাহ যাগ।

তৈর্ আশ্বনা বুভুষন্তঃ প্রজয়া পশুভিঃ প্রজনয়িষ্যমাণাঃ স্বর্গং লোকম্ এব্যন্তঃ স্বান্যং শ্রৈষ্ঠ্যম্

এচ্ছন্ত উপৈয়ুর্ বা যজ্ঞেত বা ॥ ১৩ ॥ [১২]

অনু.— (বাঁরা) নিজে (অধিতীয়) হতে চাইছেন, সন্তান এবং পশু দ্বারা প্রজনন ঘটাতে যাচ্ছেন, স্বর্গলোকে গ্রহণ করতে চলেছেন, জ্ঞাতীদের শ্রেষ্ঠত্ব ইচ্ছা করছেন, (তারা) ঐ (দ্বাদশাহগুলি) দ্বারা সত্রযাগ করবেন অথবা অহীনযাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— সংবত্সরপ্রবছ্রের কামনার কথা আগেই ৭নং সূত্রে বলা হয়েছে। এখানে তাই বাকী পাঁচটির (৫, ৬, ৯ নং সূ. দ্র.) কথাই বলা হচ্ছে বলে বুঝতে হবে। ঐ বাকী পাঁচটি দ্বাদশাহের অনুষ্ঠান করা হয় নিজের একক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করার কামনায়, পুত্র ও পশুর প্রজননের প্রয়োজনে, স্বর্গকামনায় অথবা জ্ঞাতীদের শ্রেষ্ঠত্বের অভিলাষে। সূত্রের ‘এচ্ছন্তঃ’ পাঠটি অত্যন্ত বলে মনে হচ্ছে; শুদ্ধ পাঠ হওয়া উচিত ‘ইচ্ছন্তঃ’ অথবা ‘এচ্ছন্তঃ’। ‘উপৈয়ুঃ’ পদটি সত্রসম্পর্কিত ও বহুবচনের এবং ‘যজ্ঞেত’ পদটি একবচনের হওয়ায় বোঝা যাচ্ছে যে, এই পাঁচটি দ্বাদশাহ অহীনও বটে, সত্রও বটে। দ্বাগ পাঁচটি অথচ সূত্রে কামনার কথা বলা হয়েছে চারটি (প্রজা ও পশুকে একটি ধরে)। তাই বুঝতে হবে উল্লিখিত কামনাতুলি প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই এবোজ্য। ‘আশ্বনা বুভুষন্ত আশ্বনা ভবিতুম্ ইচ্ছন্ত আশ্বকেবল্যম্ ইচ্ছন্ত ইত্যর্থঃ’ (না.)।

ইতি পৃথক্কৃত্বম্ ॥ ১৪ ॥ [১৩]

অনু.— এই হল (সত্র ও অহীনে) পার্থক্য।

ব্যাখ্যা— সত্র এবং অহীনে এইটুকুই পার্থক্য যে, সত্রে উপ-ই ধাতুর বহুবচন এবং অহীনে ‘যজ্’ ধাতুর একবচন দ্বারা যাগের বিধান দেওয়া হয় এবং সত্রে যজ্ঞমান বহু, অহীনে কিন্তু এক জন। শত্রেয় দিক্ থেকে কিন্তু সত্রে ও অহীনে কোন ভেদ নেই।

অথ সামান্যম্ ॥ ১৫ ॥ [১৪]

অনু.— এ-বার সাধারণ (নিয়ম বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— সত্র এবং অহীনের পার্থক্যের কথা বলা হল। এই দুই শ্রেণীর যাগের সাধারণ নিয়মগুলির কথা এ-বার বলা হচ্ছে। বৃত্তিকারের মতে যে যাগগুলির বিবরণ বা উল্লেখ এই গ্রন্থে নেই সেই অনুষ্ঠ অহীন ও সত্রযাগের সাধারণ বিধিগুলির কথা এ-বার বলা হচ্ছে।

অপরিমিতদ্বাদ্ ধর্মস্য প্রদেশান্ বক্ষ্যামঃ ॥ ১৬ ॥ [১৫]

অনু.— অনুষ্ঠানের অসংখ্যতাবশত (সেগুলি চেনার) উপায় বলব।

ব্যাখ্যা— ধর্ম = কর্ম, যাগ। প্রদেশ = চিহ্ন, উপায়, একাংশ। যাগের সংখ্যা এত অসংখ্য যে, বিবরণ দিয়ে তা শেষ করা যায় না। তাই যে চিহ্ন বা মূলসূত্র থেকে একানে এই গ্রন্থে (উল্লিখিত এবং) অনুষ্ঠ যাগগুলির অনুষ্ঠানক্রম বোঝা সম্ভব হয় সেই মূলসূত্রের কথা সূত্রকার এ-বার বলবেন।

যথা হি পরিমিতা বর্ণা অপরিমিতাং বাচ্যে গতিম্ আধুবন্ত্যেবম্ এবং পরিমিতানাং অহানম্

অপরিমিতাঃ সংঘাতাঃ ॥ ১৭ ॥ [১৬]

অনু.— যেমন সীমিত (-সংখ্যক) বর্ণসমূহ অনন্ত বাক্-প্রবাহকে লাভ করে তেমনই (সত্রের) পরিমিত দিনগুলির (যজ্ঞে) অসংখ্য সমাবেশ (ঘটা সম্ভব)।

ব্যাখ্যা— যেমন মাত্র তেঘট্টি, চৌঘট্টি অথবা পয়ঘট্টিটি বর্ণই অসংখ্য বাক্‌সারায় প্রবাহিত হয়ে অসংখ্য শব্দগঠনে ও বাক্যগঠনে সমর্থ, মনের অনন্ত ভাবপ্রকাশে সক্ষম (‘এতে পঞ্চঘট্টি-বর্ণা ব্রহ্মারশিরাস্থা বাচঃ, যত্ কিঞ্চিদ্ বাঙ্ময়ং লোকে সর্বম্ অত্র প্রযুক্ত্যতে’- বা. প্রা. ৮/৩২, ৩৩) ঠিক তেমনই জ্যোতিষ্টোম এবং সত্রের চতুর্বিংশ, অভিন্নববড়হ, পৃষ্ঠাবড়হ, অভিজিত্, তিন বরসাম, বিবূব, বিশ্বজিত্, তিন ছন্দোম, অবিকাক্য, মহাব্রত এই মূল পঁচিশটি দিনের নানা সংযোগেই অসংখ্য যাগের উৎপত্তি হয়েছে। এইজন্য ঐ পঁচিশটি দিন অধিগত হলেই গ্রন্থে বর্ণিত ও অবর্ণিত সব যাগ জানা হয়ে যায়। বর্ণ পদের অংশব্রহ্মণ। ঐ বর্ণসমূহের জ্ঞানের সাহায্যে যেমন পদজ্ঞান ও বাক্যজ্ঞান সিদ্ধ হয়, ঠিক তেমন অহগণের অংশব্রহ্মণ সত্রের পঁচিশটি বিভিন্ন দিনের জ্ঞানের সাহায্যে অহঃসমষ্টিরূপে বিভিন্ন সত্র প্রভৃতিরও জ্ঞান সিদ্ধ হয়। অবয়বগুলি চেনা হয়ে গেলে অবয়বের সংঘাতকে (= সমষ্টিকে)ও চেনা হয়ে যায়।

সিদ্ধানি ত্বহানি তেবাং যঃ কশ্ চ সমাহারঃ সিদ্ধম্ এবং শস্যম্ ॥ ১৮ ॥ [১৭]

অনু.— দিনগুলি কিন্তু পূর্বসিদ্ধ। সেগুলির যে-কোন সংযোগ (হোক না কেন) শব্দ (হবে ঐ) পূর্বনির্দিষ্টই।

ব্যাখ্যা— বিভিন্ন-শব্দগঠনকারী অ, আ, ক, খ প্রভৃতি বর্ণের মতো নানা সত্রের দেহনির্মাণকারী মূল পঁচিশটি দিনের কথা সত্রে বলাই হয়ে গেছে। ঐ পঁচিশটি দিনের নানাপ্রকার সংযোগে যে যাগই গঠিত হোক না কেন, সেই যাগের (এই শ্রোতসূত্রে সেই যাগের উল্লেখ না থাকলেও) পাঠ্য শব্দ ঐ পঁচিশ দিনের কোন এক বিশেষ দিনের মতোই হয়। সমুদারী (অংশ) থেকে সমুদায় (অংশী, সমগ্র) ভিন্ন নয় বলে চতুর্বিংশ প্রভৃতি দিনে যে যে শব্দ পাঠ করতে হয়, ঐ ঐ দিনের সংযোগে গঠিত নূতন যাগেও সেই সেই পূর্ববিহিত শব্দই পাঠ করতে হয়।

অহ্নাং তু সপ্নেহে স্তোমপৃষ্ঠসংহাতিন্ একে ব্যবস্থাম্ ॥ ১৯ ॥ [১৮]

অনু.— (যাগে) দিনের সপ্নেহ ঘটলে কিন্তু অন্যেরা স্তোম, পৃষ্ঠ এবং সংহা দ্বারা নির্ণয় করেন সেই দিনটি কি হবে।

ব্যাখ্যা— যে যাগের কথা এই শ্রৌতসূত্রে নেই, সেই যাগে জ্যোতিষ্টোম, চতুর্বিংশ, অভিন্নববড়হ ইত্যাদি পঁচিশটি দিনের মধ্যে কোন বিশেষ দিনটির কোন দিনে অনুষ্ঠান হবে সে বিষয়ে সপ্নেহ হলে কেউ কেউ স্তোম, পৃষ্ঠস্তোত্রের সাম এবং অনুষ্ঠানের সংহা সেখে স্থির করেন সে-দিন কি কি মন্ত্র পাঠ করতে হবে।

তদ্ অকৃত্বন্নং দৃষ্ট্বাদ্ ব্যতিক্রমস্য ॥ ২০ ॥ [১৯]

অনু.— ব্যতিক্রম সেখা গেছে বলে ঐ (চিহ্নগুলি) অসম্পূর্ণ।

ব্যাখ্যা— সূত্রকার মনে করেন স্তোম, পৃষ্ঠ অথবা সংহা সেখে শত্রু প্রভৃতির মত্রে ঠিক করা উচিত নয়, কারণ স্তোম প্রভৃতির দিক থেকে সাম্য থাকলেও দুই যাগে মন্ত্রের পার্থক্য ঘটতে দেখা গেছে। এ-ক্ষেত্রে তাহলে কি করণীয়? পরবর্তী সূত্রে সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ছন্দোগৈন্ এব কৃদ্বা সময়ম্ অহ্নো বার্ব্তরাখন্তরতারাম্ একাহেন শস্যং রাখন্তরাশাম্ ॥ ২১ ॥ [২০]

অনু.— উদ্গাতাদেরই সঙ্গে কথা বলে দিনের বৃহত্-সামত্ব অথবা রথন্তর-সামত্ব হলে রথন্তর-দিনগুলির শত্রু একাহের (মতো পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— স্তোম, পৃষ্ঠ এবং সংহার আশা না রেখে উদ্গাতাদের সঙ্গে হোতার আশে কথা বলে নেবেন যে, সে-দিন পৃষ্ঠস্তোত্রে (১) কোন সাম গাওয়া হবে। যদি রথন্তর সাম গাওয়া হয় তাহলে জ্যোতিষ্টোমের মতোই শত্রু পাঠ করবেন।

দ্বিতীয়েনাভিগ্নবিকেন বার্ব্তরানাম্ ॥ ২২ ॥ [২১]

অনু.— বৃহত্‌সামের (দিনগুলির অনুষ্ঠান করবেন) অভিন্নবের দ্বিতীয় (দিনের মতো)।

ব্যাখ্যা— উদ্গাতারা যদি বলেন যে, পৃষ্ঠস্তোত্রে বৃহত্‌সাম গাওয়া হবে তাহলে অভিন্নববড়হের দ্বিতীয় দিনের মন্ত্রগুলিই হোতারা পাঠ করবেন।

অগ্নি বা করাণ্ডতীরতদিনাসীন্ এব নিবিদ্বানীন্ স্যাতাম্ একাহিকম্ ইতরত্ ॥ ২৩ ॥ [২২]

অনু.— অথবা সেখানে 'করা-' (১/১৬৫) এবং 'তদি-' (১০/১২০) এই দুই (সূক্তই হবে) নিবিদ্বানীয়। অন্য (সব মন্ত্র হবে) একাহের (মতো)।

ব্যাখ্যা— অথবা ঐ বৃহত্ ও রথন্তরের দিনে জ্যোতিষ্টোমের মতোই অনুষ্ঠান হবে, তবে মন্ত্রতীর এবং নিবেদ্য শত্রে নিবিদ্বান সূক্ত হবে বথাক্রমে 'করা-' এবং 'তদি-' এই দুই সূক্ত।

বর্ষ কণ্ডিকা (১০/৬)

[অর্থমেধ— সাবিত্রী ইষ্টি, গার্নিগ্নবের আহাব ও প্রতিগর]

সর্বান কামান্ আক্যজ্ সর্বা বিজিতীন্ বিজিতীবমাশঃ সর্বা ব্লুতীন্ ব্যশিবাম্ অর্থমেধেন বজ্জত ॥ ১ ॥

অনু.— সমস্ত কামনা লাভ করতে থাকবেন, সমস্ত বিজয় অর্জন করতে চাইছেন, সমস্ত বিন্দুতি পরিব্যাপ্ত করতে অভিলাষী হবেন (এমন অতিবিক্ত রাজা) অর্থমেধ দ্বারা বাগ করবেন।

ব্যাখ্যা—বিজিতি = বিজয়। ব্যুষ্টি = বিজুতি। বাশিবান্ = বি-√অন্ + স্যত্ (= স্যত্) প্রথমার একবচন; ব্যুষ্টিকারের মতে অবশ্য এখানে সন্ প্রত্যয় হয়েছে। আপ. শ্রৌ. ২০/১/১ অনুযায়ী সার্বভৌম রাজাকেই এই যাগ করতে হয়। “যদ্ অশ্বমেধেন যজতে সর্বান্ কামান্ আদ্যোতি সর্বা ব্যুষ্টিন্ ব্যাপুতে”—শা. ১৬/১/১।

অশ্বন্ উত্থস্যন্ ইষ্টিভ্যাং যজ্ঞত ॥ ২ ॥

অনু.—অশ্বকে ছেড়ে দেবেন (বলে) দু-টি ইষ্টি দ্বারা যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা—অশ্বমেধে বাগের উপযোগী একটি অশ্বকে গ্রহণ করে তা-কে হু-পরিক্রমার জন্য ছেড়ে দিতে হয়। তার আগে দু-টি ইষ্টিবাগ করতে হয়। ৩নং ও ৫নং সূ. হ্র।

অগ্নির্ মুর্ধ্বান্ ॥ ৩ ॥

অনু.—(প্রথম ইষ্টিবাগের প্রধানদেবতা) মুর্ধ্বান্ অগ্নি।

বিরাজৌ সংযাজ্যে ॥ ৪ ॥

অনু.—দু-টি বিরাজ্ (মন্ত্র এই ইষ্টিতে) ঋষ্টকৃতের অনুবাক্য এবং যাজ্য।

ব্যাখ্যা—বিরাজ্ হৃন্দের মন্ত্রদুটির জন্য ২/১/৩৬ সূ. হ্র।

গৌক্ষী দ্বিতীয়া ॥ ৫ ॥

অনু.—দ্বিতীয় (ইষ্টি) পূবাসেবতার।

ব্যাখ্যা—শা. ১৬/১/১২, ১৩ সূত্রে অগ্নি ও পূবা এই দুই দেবতারই উদ্দেশে দুটি ইষ্টি বিহিত হয়েছে।

হ্রময়ে সপ্রথা অসি সোম যান্তে মরোত্বুর্ ইতি সদ্বন্তৌ ॥ ৬ ॥

অনু.—(এই ইষ্টিতে দুই আজ্যভাগের অনুবাক্য) ‘হ্রম-’ (৫/১৩/৪), ‘সোম-’ (১/৯১/৯) এই দুই ‘সদ্বান্’ (মন্ত্র)।

দ্বাং চিত্রজকন্তম যদ্ বাহিষ্ঠং তদগ্নয় ইতি সংযাজ্যে ॥ ৭ ॥

অনু.—ঋষ্টকৃতের অনুবাক্য এবং যাজ্য ‘দ্বাং-’ (১/৪৫/৬), ‘যদ্-’ (৫/২৫/৭)।

অশ্বন্ উত্থস্যন্ রক্ষিশো বিধায় সাবিত্যস্ তিস ইষ্টরোহন্-অহন্ বৈরাজতত্ ॥ ৮ ॥ [৭]

অনু.—অশ্ব ছেড়ে দিয়ে রক্ষী নিয়োগ করে প্রতিদিন তিনটি বৈরাজতত্ সাবিত্রী ইষ্টি (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা—অশ্বকে হু-পরিক্রমার জন্য ছেড়ে দিয়ে ঐ অশ্বকে বাতে কোন প্রতিপদী রাজা অবরুদ্ধ করে না রাখেন সেই উদ্দেশে বছর রক্ষী পুরুষ নিয়োগ করা হয়। অশ্ব বতর্দিন পর্বত না নিজ রাজ্যে ফিরে আসে তত দিন প্রত্যহ বৈরাজতত্ (২/১/৪১ সূ. হ্র।) অনুসারে সবিশ্বদেবতার উদ্দেশে উপাংক্তব্যে তিনটি ইষ্টি যাগ করতে হয়। সবনের ক্রম অনুযায়ী এই তিন ইষ্টিবাগের অনুষ্ঠান হবে। শ. ব্রা. অনুযায়ী কবচধারী একশ রাজপুত্র, বলধারী একশ রাজন্য, ধনুধারী একশ সূত ও গ্রামদী এবং দণ্ডধারী একশ পরিচারক এই মোট চারশ লোককে অশ্বের নিরাপত্তার জন্য নিযুক্ত করা হয়।

সবিতা সত্যপ্রসব প্রসবিতাসবিতা ॥ ৯ ॥ [৮]

অনু.—(ঐ তিন ইষ্টির দেবতা বথাক্রমে) সত্যপ্রসব সবিতা, প্রসবিতা এবং আসবিতা

ব্যাখ্যা—সত্যপ্রসব, প্র এবং আ সবিতারই বিশেষণ। সবিতা দেবতা বলে এগুলির অনুষ্ঠান হয় উপাংতদ্বরেই। শা. ১৬/১/১৭ সূত্রেও এই তিন দেবতাই স্বীকৃত হয়েছেন। একবছর ধরে প্রতিদিন এই তিনটি দেবতার উদ্দেশে ইষ্টিযোগ করে চলতে হয়।

য ইমা বিধা জাতান্যা দেবো যাতু সবিতা সুরভঃ স যা নো দেবঃ সবিতা সহাবেতি হে ॥ ১০ ॥ [৯]

অনু.— (প্রসবিতার অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্য) ‘য-’ (৫/৮২/৯), ‘আ দেবো-’ (৭/৪৫/১); (আসবিতার) ‘স যা-’ (৭/৪৫/৩, ৪) ইত্যাদি দু-টি (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা—সত্যপ্রসব সবিতার প্রধানযোগের মন্ত্র আগেই বলা হয়েছে (৪/১১/৬ সূ. দ্র.)।

সমাপ্তাসু সমাপ্তাসু দক্ষিণত আহবনীমস্য হিরণ্যকশিপাব্ আসীনোহতিবিত্তার
পুত্রামাত্যপরিবৃত্যম্ রাজ্ঞে পারিপ্লবম্ আচক্ষীত ॥ ১১ ॥ [১০]

অনু.— ঐ ইষ্টিগুলি (প্রতিদিন) শেষ হলে আহবনীয়ের ডান দিকে সোনার মাদুরে বসে থেকে (হোতা) পুত্র ও মন্ত্রীদেব দ্বারা পরিবেষ্টিত রাজাকে পারিপ্লব বলবেন।

ব্যাখ্যা—প্রতিদিন সাবিত্রী ইষ্টিগুলি শেষ হলে হোতা রাজাকে পারিপ্লব পাঠ করে শোনান। পারিপ্লব কি তা ১০/৭/১-১০ সূত্রে বলা হবে। শা. ১৬/১/২২ সূত্রেও পারিপ্লব-পাঠের বিধান পাওয়া যায়। পারিপ্লব শব্দটির ব্যাখ্যা করে ঐ গ্রন্থে বলা হয়েছে—“তদ্ যৎ পুনঃ পুনঃ পরিপ্লবতে তস্মাত্ পারিপ্লবম্”— ১৬/২/৩৬।

হিরণ্যমে কূর্চেৎক্ষবুর্ন আসীনঃ প্রতিগৃণাতি ॥ ১২ ॥ [১১]

অনু.— অক্ষবুর্ন সোনার পিড়িতে বসে থেকে প্রতিগর পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা—কূর্চ : কুশগুচ্ছ, আসন, পিড়ি।

আখ্যাসম্ অক্ষবুর্ন ইত্যাহুয়ীত ॥ ১৩ ॥ [১২]

অনু.— পারিপ্লব বলতে থাকবেন (বলে হোতা) ‘অক্ষবুর্নো’ এই আহাব পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা—পারিপ্লব শুরু করার আগে হোতা এই বিশেষ আহাবটি করেন। শা. ১৬/১/২৩ সূত্রেও এই আহাবই বিহিত হয়েছে।

হো হোতর ইতীতরঃ ॥ ১৪ ॥ [১৩]

অনু.— অপর (জন প্রতিগর করেন) ‘হো হোতঃ’।

ব্যাখ্যা—অপর জন অর্থাৎ অক্ষবুর্ন হোতার ‘অক্ষবুর্নো’ এই আহাব শুনে ‘হো হোতঃ’ এই প্রতিগর করেন। “হোয়ি হোতর ইতি সর্বত্র প্রতিশৃণোতি”— শা. ১৬/১/২৩।

সপ্তম কণ্ডিকা (১০/৭)

[অশ্বমেধ—পারিপ্লবপাঠ]

প্রথমেহানি মনুর্ বৈবস্বতস্য তস্য মনুৰ্য্যাকিশ্ ত ইম আসত ইতি গৃহমেধিন উপসমানীতাঃ স্যুস্তান্
উপদিশত্যাচো বেদঃ সোহয়ম্ ইতি সূক্তং নিগদেচ্ ॥ ১ ॥

অনু.—(হোতা) প্রথম দিনে (পারিপ্লবে) ‘মনুর্..... আসতে’ (সু.) এই (বলে যে-সব) আত্মীয়েরা নিকটে আনীত হয়েছেন তাঁদের (প্রতি অঙ্গুলি-) নির্দেশ করেন। ‘অচো’..... সোহয়ম্’ (সু.) এই (বলে যে-কোন) সূক্ত পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা—হোতা ‘অশ্বমেধো’ এই আহাব করে ‘মনুর্..... আসতে’ এবং ‘অচো বেদঃ সোহয়ম্’ পর্যন্ত বলে অগ্ন্যেদের একটি সম্পূর্ণ সূক্ত পাঠ করবেন। সূক্তপাঠের আগে তিনি যা বলেন তার সংক্ষিপ্ত অর্থ হল—বৈবস্বত মনু রাজা এবং মানুষেরা তাঁর প্রজা। এই সেই মানুষেরা আজ এখানে উপস্থিত। এই কথা বলার সময়ে গৃহস্থ কুটুম্বদের সেখানে কাছে নিয়ে আসা হয় এবং হোতা তাঁদের উদ্দেশ্যে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। এর পর বলেন অশ্বই হচ্ছে বেদ এবং এই হল সেই বেদ। এই কথা বলে দৃষ্টান্তরূপে তিনি অক্সংহিতা থেকে নিজের পছন্দমত যে-কোন একটি সূক্ত আগাগোড়া পাঠ করেন। শা. ১৬/২/১-৩ সূত্রেরও এই একই বিধান।

দ্বিতীয়েহানি যমো বৈবস্বতস্য পিতরো বিশ্ ত ইম আসত স্ববিরা উপসমানীতাঃ স্যুস্তান্ উপদিশতি
যজুর্বেদো বেদঃ সোহয়ম্ ইত্যনুবাকং নিগদেচ্ ॥ ২ ॥

অনু.—দ্বিতীয় দিনে (হোতা) ‘যমো..... আসতে’ (সু.) এই (বলে যে-সব) বৃদ্ধ ব্যক্তিরা নিকটে আনীত হয়েছেন তাঁদের (প্রতি অঙ্গুলি-) নির্দেশ করেন। ‘যজুর্বেদো..... সোহয়ম্’ (সু.) এই বলে (যে-কোন) অনুবাক পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা—এই দিনের যা বক্তব্য তার অর্থ—বৈবস্বত যম রাজা এবং প্রয়াত পিতৃগণ তাঁর প্রজা। এর পর বৃদ্ধ ব্যক্তিদের এনে যমের প্রজারূপে আঙ্গুল দিয়ে তাঁদের দিকে দেখিয়ে যজুর্বেদ বেদ, এই সেই বেদ এ-কথা বলে তাঁদের কাছে যজুর্বেদের যে-কোন অনুবাক পাঠ করে শোনাতে হয়। শা. ১৬/২/৪-৬ সূত্রেরও এই বিধানই আছে।

তৃতীয়েহানি বরুণ আদিত্যস্য তস্য গন্ধর্বা বিশ্ ত ইম আসত ইতি যুবানঃ শোভনা উপসমানীতাঃ স্যুস্তান্
উপদিশত্যাথর্বাসো বেদঃ সোহয়ম্ ইতি যদ ভৈবজ্যং নিশান্তং স্যাচ্ তন্ নিগদেচ্ ॥ ৩ ॥

অনু.—তৃতীয় দিনে (তিনি) ‘বরুণ... আসতে’ (সু.) এই বলে (যে-সব) সুন্দর যুবকেরা নিকটে আনীত হয়েছেন তাঁদের (দিকে) নির্দেশ করেন। ‘অথর্বাসো... সোহয়ম্’ (সু.) এই (বলে বেদে) যে ভৈবজ্য মন্ত্র পঠিত আছে তা পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা—নিশান্ত = পঠিত। এই দিন অদিতিপুত্র বরুণ রাজা, গন্ধর্বরা প্রজা। যুবারা সেই প্রজার প্রতীক। অথর্ববেদে পঠিত ভৈবজ্য মন্ত্র সেই যুবাদের কাছে পড়ে শোনাতে হয়। শা. ১৬/২/৭-৯ সূত্রের বিধানও তাই।

চতুর্থেহানি সোমো বৈবস্বতস্যাক্ষরসো বিশ্ তা ইমা আসত ইতি যুবতরঃ শোভনা উপসমানীতাঃ স্যুস্তা
উপদিশত্যাঙ্গিরসো বেদঃ সোহয়ম্ ইতি যদ ষোরং নিশান্তং স্যাচ্ তন্ নিগদেচ্ ॥ ৪ ॥

অনু.—চতুর্থ দিনে ‘সোমো’.... আসতে’ (সু.) এই (বলে যে-সব) সুন্দরী যুবতিরা নিকটে আনীত হয়েছেন তাঁদের (দিকে) নির্দেশ করেন। ‘আঙ্গিরসো.... সোহয়ম্’ (সু.) এই (বলে) যে ভরদ্বজ অংশ (বেদে) পঠিত হয়েছে তা পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— এই দিন বৈষ্ণব সোম রাজা, অপরাগণ প্রজা, সুন্দরী যুবতিরা সেই অপরাসের প্রতীক। আসিরসবেদের অর্থাৎ অর্ধবৈষ্ণবের অন্তত অংশে পঠিত ভয়ঙ্কর অভিচার-সম্পর্কিত মন্ত্রগুলি তাঁদের পড়ে শোনাতে হয়। শা. ১৬/২/১০-১২ সূত্রেও আমরা এই একই বিধান পাই।

পঞ্চমেহন্যাব্দস্য কাশ্রবেরস্ তস্য সর্গা বিশস্ ত ইম আসত ইতি সর্গাঃ সর্গবিদ ইত্যুপসমানীতাঃ স্যুস্ তান্
উপনিশতি বিববিদ্যা বেদঃ সোহয়ম্ ইতি বিববিদ্যাং নিগদেৎ ॥ ৫ ॥

অনু.— পঞ্চম দিনে ‘অব্দঃ..... আসতে’ (সু.) এই বলে (যে-সব) সর্গযুক্ত সর্গবিদ নিকটে আনীত হয়েছেন তাঁদের (দিকে) নির্দেশ করেন। ‘বিব..... সোহয়ম্’ (সু.) এই বলে বিববিদ্যা (সম্পর্কে) বলবেন।

ব্যাখ্যা— এই দিন কক্ষবংশের অব্দ রাজা, সাপেরা প্রজা। সাপের প্রতীক সর্গধারী সর্গবিদ ব্যক্তিগণ। তাঁদের ডেকে এনে বিববিদ্যা সম্পর্কে কিছু শোনান হয়। শা. ১৬/২/১৩-১৫ সূত্রেও এই বিধানই রয়েছে।

ষষ্ঠেহনি কুবেরো বৈষ্ণবশ্ তস্য রক্ষাসি বিশস্ তানীমান্যাসত ইতি সেলগাঃ পাপকৃত ইত্যুপসমানীতাঃ
স্যুস্ তান্ উপনিশতি পিশাচবিদ্যা বেদঃ সোহয়ম্ ইতি যচ্ কিঞ্চিত্ পিশাচসম্বৃত্তং
নিশাভং স্যাচ্ তন্ নিগদেৎ ॥ ৬ ॥

অনু.— ষষ্ঠ দিনে ‘কুবেরো..... আসতে’ (সু.) এই বলে (যে-সব) পাপী ডাকাতেরা নিকটে আনীত হয়েছে তাদের (দিকে) নির্দেশ করেন। ‘পিশাচ... সোহয়ম্’ (সু.) এই বলে (যা-কিছু পিশাচ-সম্পর্কিত (বিদ্যা) পঠিত আছে (তা) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— সেলগ = সর্পদংশনের বিকারে উদ্ভাস, ডাকাত। এই দিন বৈষ্ণব কুবের রাজা, রাক্ষসেরা প্রজা। সর্পদংশনে উদ্ভাস লোকেরা রাক্ষসদের প্রতীক। তাঁদের পিশাচবিদ্যার বিষয়ে কিছু পড়ে শোনান হয়। শা. ১৬/২/১৬-১৮ সূত্রেও এই বিধানই দেওয়া হয়েছে, তবে পিশাচবিদ্যার স্থানে সেখানে রক্ষাবিদ্যা শব্দটির উল্লেখ রয়েছে।

সপ্তমেহন্যাসিতো ধান্বন্তর্যাসুরা বিশস্ ত ইম আসত ইতি কুসীমিন উপসমানীতাঃ স্যুস্ তান্
উপনিশত্যসুরবিদ্যা বেদঃ সোহয়ম্ ইতি মারায় কাঞ্চিত্ কুর্বাচ্ ॥ ৭ ॥

অনু.— সপ্তম দিনে ‘অসিতো..... আসতে’ (সু.) এই বলে (যে-সব) সুদর্শীরা নিকটে আনীত হয়েছে তাদের (দিকে) নির্দেশ করেন। ‘অসুর..... সোহয়ম্’ (সু.) এই বলে (কোন মারা (প্রদর্শন) করাবেন। (সু.)।

ব্যাখ্যা— কুসীমী = সুদর্শী ব্যক্তি। সপ্তম দিনে ধনুবংশের অসিত রাজা, অসুরেরা তাঁর প্রজা। সুদর্শীরা ঐ অসুরদের প্রতীক। তাঁদের কাছে অসুরবিদ্যার নিদর্শনরূপে কোন কৌশল, বাদুবিদ্যা বা মারাজাল দেখাবেন। শা. ১৬/২/১৯-২১ সূত্রের বিধানও তা-ই।

অষ্টমেহনি মতস্যঃ সারমেদস্ তস্যোদকেচরা বিশস্ ত ইম আসত ইতি মতস্যঃ পুঞ্জিতা ইত্যুপসমানীতাঃ
স্যুস্ তান্ উপনিশতি পুরাণবিদ্যা বেদঃ সোহয়ম্ ইতি পুরাণম্ আচরীত ॥ ৮ ॥

অনু.— অষ্টম দিনে (বলেন) ‘মতস্যঃ..... আসতে’ (সু.) এই বলে (যে-সব) মতস্যাজীবী ধীবরেরা নিকটে আনীত হয়েছেন তাঁদের (দিকে) নির্দেশ করেন। ‘পুরাণ... সোহয়ম্’ (সু.) এই বলে (পুরাণ বিবৃত করবেন।

ব্যাখ্যা— পুঞ্জিতা = কৈবর্ত, জেলে। এই দিন সারমেদ-বংশের অষ্টম রাজা, জলচর প্রাণীরা প্রজা। জলচর প্রাণীদের প্রতীক কৈবর্ত। তাঁদের কাছে জেলে এনে পুরাণ পাঠ করে শোনাতে হয়। শা. ১৬/২/২২-২৪ সূত্রেরও এই বিধান, তবে ইতিহাস পাঠ করে শোনাতে বলা হয়েছে।

নবমেহনি তাক্যো বৈশ্ণবিত্তস্য তস্য বরায়সি কিশ্ তানীমান্যাসত ইতি বরায়সি ব্রাহ্মচারিণ ইত্যুপসমানীতাঃ
স্যুস্ত তান্ উপনিষতীতিহাসো বেদঃ সোহরম্ ইতীতিহাসম্ আচক্ষীত ॥ ৯ ॥

অনু.— নবম দিনে ‘তাক্যো.... আসতে’ (সু.) এই (বলে যে-সব) বিজ্ঞ ব্রাহ্মচারীরা নিকটে আনীত হয়েছেন তাঁদের (দিকে) নির্দেশ করেন। ‘ইতিহাসো..... সোহরম্’ (সু.) এই (বলে) ইতিহাস বিবৃত করবেন।

ব্যাখ্যা— এই দিন বিপশ্চিৎ বংশের তাক্য রাজা, পাখীরা প্রজা। ব্রাহ্মচারীরা পাখীর প্রতীক। তাঁদের ইতিহাস পড়ে শোনান হয়। শা. ১৬/২/২৫-২৭ সূত্রেও এই বিধানই পাওয়া যায়, তবে ইতিহাস নয়, পুরাণ পাঠ কল্পতে বলা হয়েছে।

দশমেহনি ধর্ম ইন্দ্রস্য তস্য সেবা কিশ্ ত ইম আসত ইতি যুবানঃ প্রোত্রিরা অপ্রতিগ্রাহী বেদজ যুবক নিকটে আনীত হয়েছেন
স্যুস্ত তান্ উপনিষতি সামবেদো বেদঃ সোহরম্ ইতি সাম গায়ত্ ॥ ১০ ॥ [৯]

অনু.— দশম দিনে ‘ধর্ম... আসতে’ (সু.) এই (বলে যে-সব) অপ্রতিগ্রাহী বেদজ যুবক নিকটে আনীত হয়েছেন তাঁদের (দিকে) নির্দেশ করেন। ‘সাম..... সোহরম্’ (সু.) এই (বলে) সাম গাইবেন।

ব্যাখ্যা— এই দশম দিনে ইন্দ্র ধর্ম রাজা, দেবতারা তাঁর প্রজা। যাঁরা অপরের দান গ্রহণ করেন না সেই প্রজের বেদজ ব্যক্তিগণ হচ্ছেন দেবতাদের প্রতীক। তাঁদের সামগান করে শোনাতে হয়। শা. ১৬/২/২৮-৩০ সূত্রের বিধানও তাই।

এবম্ এবৈতত্ত্ পর্বায়শঃ সংবৎসরম্ আচক্ষীত। দশমীং দশমীং সম্-আপন্ন ॥ ১১ ॥ [১০]

অনু.— এইভাবেই দশম দশম (তিথি) সমাপ্ত করতে করতে এই (আখ্যান) পর্যায়ক্রমে এক বছর ধরে বিবৃত করবেন।

ব্যাখ্যা— দশ দিনে ঋগ্বেদ প্রভৃতি দশ বিদ্যা পড়ে ওনিরে আবার দশ দিন ধরে ঐগুলিরই পুনরাবৃত্তি কল্পতে হয়। এইভাবে সারা বছর ধরে চক্রক্রমে এগুলি পড়ে চলতে হয়।

সংবৎসরান্তে দীক্ষতে ॥ ১২ ॥ [১১]

অনু.— এক বছর শেষ হলে দীক্ষণীয়া ইটি করবেন।

অষ্টম কণ্ডিকা (১০/৮)

[অখমেধ— প্রথম দিন, দ্বিতীয় দিনে অখের সংজ্ঞাপন, ঋত্বিক ও রাজপত্নীদের মধ্যে নিন্দাবাদ]

ত্রীণি সূত্যানি ভবন্তি ॥ ১ ॥

অনু.— (অখমেধে) তিনটি সূত্যা হয়।

গোতমস্তোমঃ প্রথমম্ ॥ ২ ॥

অনু.— প্রথম (দিন) গোতমস্তোম।

ব্যাখ্যা— শা. ১৬/৩/৭ সূত্রেও গোতমস্তোমই বিহিত হয়েছে।

দ্বিতীয়স্তোমঃ পশোর উপাকরণকালেহরম্ জামীর বহির্বেদ্যাত্তাবেহবাহ্যাপন্নোহ ॥ ৩ ॥ [২]

অনু.— দ্বিতীয় দিনের পশুর উপাকরণের সময়ে (অধবরূরা) অখকে এনে বেদির বাহিরে আতাবে রেখে দেবেন।

ব্যাখ্যা— সূত্রের পাঠটি সম্ভবত অশুদ্ধ; শুদ্ধ পাঠ হওয়া উচিত ‘আত্মাবিব (বা) স্থাপয়েমুঃ’। শা. ১৬/৮/১৯ অনুযায়ী এই দিন উক্তোর অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। আখ্যায়নের মতে ১০/৯/১৯ অনুসারে শত্ৰুপাঠ করতে হবে।

স চেদ অবব্রাহাদ উপবর্তেত বা যজ্ঞসম্বন্ধি বিদ্যাৎ ॥ ৪ ॥ [৩]

অনু.— যদি সেই (অশ্ব) ঘ্রাণ নেয় অথবা পরিক্রমণ করে (তাহলে) যজ্ঞের সম্বন্ধি (ঘটছে বলে) জানবেন।

ব্যাখ্যা— “অলংকৃতম্ অশ্বম্ আত্মাবম্ অবব্রাপরতি” — শা. ১৬/৩/১৮।

ন চেহ্ সুগব্যং নো বাজী স্বধ্যম্ ইতি যজমানং বাচয়েত ॥ ৫ ॥ [৪]

অনু.— যদি (তা) না (করে তাহলে) যজমানকে ‘সুগব্যং-’ (১/১৬২/২২) এই (মন্ত্র) পাঠ করাবেন।

ব্যাখ্যা— শা. ১৬/৩/১৯ সূত্রের বিধানও তা-ই।

তম্ অবস্থিতম্ উপাকরণায় যদ্রুদ্র ইত্যেকানশতিঃ স্ত্রোতাপ্রবৃণ ॥ ৬ ॥

অনু.— উপাকরণের জন্য অবস্থিত সেই (অশ্বকে) ‘যদ-’ (১/১৬৩/১-১১) ইত্যাদি এগারটি (মন্ত্র দ্বারা) প্রণব না (উচ্চারণ) করতে করতে স্তব করবেন।

ব্যাখ্যা— ‘অপ্রবৃণ’ বলায় অর্থাৎ প্রণব নিবেশ করায় বোঝা যাচ্ছে যে, স্তব শব্দ, যাজ্ঞা, নিগদ ইত্যাদির অন্তর্গত না হলেও এখানে তা-কে কিছুটা সামিধেয়ীর মতোই পাঠ করতে হয়। ফলে প্রত্যেক অর্ধমন্ত্রে থামতে হবে এবং মন্ত্রগুলিকে একশ্রুতি করে পড়তে হবে। তবে প্রথম এবং শেষ মন্ত্রের এখানে তিনবার করে আবৃত্তি হবে না এবং সূত্রে নিবেশ করায় প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে প্রণব পাঠ করতেও হবে না। শা. ১৬/৩/২০ সূত্রেও এই মন্ত্রগুলিকে এইভাবেই পাঠ করতে বলা হয়েছে।

অনুস্বাধ্যায়ম্ ইত্যেকো ॥ ৭ ॥ [৬]

অনু.— অনেরা (বলেন) বেদ অনুযায়ী (স্তব হবে)।

ব্যাখ্যা— কেউ কেউ বলেন একশ্রুতিতে নয়, সংহিতায় যেমনভাবে উদাস্ত, অনুদাস্ত এবং বরিত স্বরে মন্ত্রগুলি পড়া আছে এখানেও ঠিক তেমনভাবেই পাঠ করতে হবে। এ-ক্ষেত্রেও প্রথম ও শেষ মন্ত্রের তিনবার করে আবৃত্তি হয় না।

অগ্নিগো শমীকম্ ইতি শিষ্টা বড়বিশ্বেতি অস্য বড়্রুদ্র ইতি বা মা নো মিত্র ইত্যাবপেতোপ

প্রাগাচ্ ছসনং বাজ্যবেতি চ হে ॥ ৮ ॥ [৭]

অনু.— ‘অগ্নিগো-’ (সু.) অথবা ‘বড়্-’ (সু.) এই (মন্ত্রাংশটি) বাকী রেখে ‘মা-’ (১/১৬২) এই (সূক্ত) এবং ‘উপ-’ (১/১৬৩/১২, ১৩) এই দু-টি (মন্ত্র) সংযোজিত করবেন।

ব্যাখ্যা— অগ্নিগোশ্রব মন্ত্রের ‘বড়বিশ্বেতি-’ ইত্যাদি অংশ অথবা ‘অগ্নিগো-’ ইত্যাদি অংশ (৩/৩/১ সু. দ্র.) বাকী রেখে তার আগে উক্ত সূক্তটি ও মন্ত্রদুটি পাঠ করতে হয়। প্রথম সূক্তটির সপ্তম মন্ত্রটি সম্পর্কে ষাঙ্কই বলেছেন ‘ইত্যাম্মেমিকো মন্ত্রঃ’ (নি. ৬/২২/১৬)। নিগদের মধ্যবর্তী বলে বিহিত মন্ত্রগুলিকে এ-ক্ষেত্রেও সামিধেয়ীর মতোই একশ্রুতিতে উচ্চারণ করতে হবে, কিন্তু সামিধেয়ীর অন্য কোন ধর্ম সেখানে প্রযুক্ত হবে না। শা. ১৬/৩/২২, ২৩ সূত্রেও প্রায় এই বিধানই আছে এবং স্পষ্টরূপে প্রণবপাঠ নিষিদ্ধ হয়েছে।

সংজ্ঞপ্তম্ অশ্বং পশ্যো বৃহত্তি দক্ষিণান্ কেশগন্ধান্ উদগ্ধ্যোতরান্ প্রচ্যত্য সন্ধান্ উরুগান্ আত্মানাঃ ॥ ৯ ॥ [৮]

অনু.— (যজ্ঞমানের) পশ্চীমা ডান পাশের চুলগুলি উপরে (ঝুটি) বেখে অন্য (পাশের চুলগুলি) খুলে (বাঁ হাত দিয়ে নিজেদের) বাঁ উরু আঘাত করতে করতে (ডান হাত দিয়ে) নিহত অশ্বকে (কাপড় দিয়ে) ঝাড়েন।

অখানৈ মহিবীম্ উপনিপাতয়ন্তি ॥ ১০ ॥ [৯]

অনু.—এর পর ঐ (মৃত অশ্বের উদ্দেশ্যে রাজার) জ্যেষ্ঠ পত্নীকে শুইয়ে দেন।

ব্যাখ্যা— অশ্বের পাশে শোওয়াবার পর পত্নী অশ্বের শির নিজ যোনিতে স্পর্শ করান— ‘অশ্বশিষ্যম্ উপনৈ কুরুতে বৃথা বাজীতি’ (কা. শ্রৌ. ২০/৬/১৬)। অশ্বমেধের এই অংশে এবং সত্বের অন্তর্গত মহাব্রতে কেউ কেউ অনাৰ্য লিঙ্গপূজার প্রভাব আছে বলে মনে করেন। অনেকে আবার এগুলিকে প্রজননধর্মী অনুষ্ঠান বলে গণ্য করে থাকেন। “সংলগ্নায় মহিবীম্ উপনিপাতয়ন্তি; তাব্ অধীবাসেন সংগ্রাহনুবেত” — শা. ১৬/৩/৩৩, ৩৪।

তাং হোতাভিমেষথি মাতা চ তে পিতা চ তেহম্বে বৃক্ষস্য ক্রীতভ্যঃ প্রতিশানীতি তে পিতা

গর্ভে মুক্তিম্ অতঃসেনদ্ ইতি ॥ ১১ ॥ [১০]

অনু.—হোতা তাঁকে ‘মাতা-’ (সু.) এই (বাক্যে) গালি দেন।

ব্যাখ্যা— নিন্দা-প্রতিনিন্দা সবই বেদির বাইরে অশ্বের কাছে দাঁড়িয়ে করতে হয়। শা. ১৬/৪/১ সূত্রেও হোতাকে এই মর্মেই আক্রোশ বা কুংসা প্রকাশ করতে বলা হয়েছে।

সা হোতারং প্রত্যভিমেষথানুচর্য চ শতং রাজপুত্র্যো মাতা চ তে পিতা চ তেহম্বে বৃক্ষস্য ক্রীতভ্যঃ।

বীৰ্য্যাত ইব তে মুখং হোতর মা দ্বং বদো বহিতি ॥ ১২ ॥ [১১]

অনু.—সেই (পত্নী) এবং (তীর) সহচরী একশ রাজকন্যা হোতাকে ‘মাতা-’ (সু.) এই (বাক্যে) পাণ্টা গালি দেন।

ব্যাখ্যা— “অশ্বপালানাং সমানজাতীয়াঃ শতং শতম্ অনুচর্য তাঃ প্রত্যভিমেষথি; বিবৰ্য্যাত ইব তে মনো হোতর মা দ্বং বদো বহ; ইতি প্রত্যভিমেষথেন বিকারঃ” — শা. ১৬/৪/৫, ৬।

বাবাতাং ব্রহ্মোর্থ্যাম্ এনাম্ উজ্জ্বয়তাদ্ গিরৌ ভারং হরমিষ। অখানৈ মধ্যমেজত

শীতে বাতে পুনর্নিবেতি ॥ ১৩ ॥ [১২]

অনু.—ব্রহ্মা (রাজার) দ্বিতীয় পত্নীকে ‘উর্থ্যাম্-’ (সু.) এই (বাক্যে) গালি দেন।

ব্যাখ্যা— শা. ১৬/৪/২ সূত্রেও এই বিধানই আছে। ঐ গ্রন্থে পরবর্তী দুটি সূত্রে উদ্গাতা এবং অধ্বর্যুকেও যথাক্রমে পরিবৃত্তা ও পালাগলীকে লক্ষ্য করে গালি দিতে বলা হয়েছে। সূত্রে ‘পুনর্নিব’ হলে ‘পুনমিব’ পাঠও হতে পারে।

সা ব্রহ্মাণং প্রত্যভিমেষথানুচর্য চ শতং রাজপুত্র্য উর্থমেনমজ্জ্বয়ত গিরৌ ভারং হরমিষ। অখানৈ

মধ্যমেজতু শীতে বাতে পুনর্নিবেতি ॥ ১৪ ॥ [১৩]

অনু.—সেই (দ্বিতীয় পত্নী) এবং তীর সহচরী একশ রাজকন্যা ব্রহ্মাকে পাণ্টা গালি দেন ‘উর্থ্য-’ (সু.) এই (বাক্যে)।

ব্যাখ্যা— শ. ব্রা. ১৩/৫/২/৩-৮ অংশে যজমান ও অশ্ব, অধ্বর্যু ও কুমারী, ব্রহ্মা ও মহিবী, উদ্গাতা ও বাবাতা, হোতা ও পরিবৃত্তা এবং কত্রিয় ও পালাগলীর মধ্যে নিন্দা-প্রতিনিন্দার বিধান পাওয়া যায়। রাজার পত্নীদের হয়ে প্রতিনিন্দা করেন তাঁদের নিজ নিজ একশ অনুচরী। “অশ্বপালানাং সমানজাতীয়াঃ শতং শতম্ অনুচর্য তাঃ প্রত্যভিমেষথি, উর্থম্ এনম্.... ইতি প্রত্যভিমেষথেন বিকারঃ” — শা. ১৬/৪/৫, ৬।

সদঃ প্রসূপ্য স্বাহাকৃতিজিৎ চরিত্বা ॥ ১৫ ॥ [১৪]

অনু.—সদোমণ্ডপে প্রবেশ করে স্বাহাকারদের দ্বারা অনুষ্ঠান করে (ব্রহ্মোদ্য বলবেন)।

ব্যাখ্যা—সদ্যমণ্ডপে প্রবেশ করে স্বাহ্যকার সেবতাদের উদ্দেশ্যে অস্তিম প্রবাহের অনুষ্ঠান করে পরবর্তী সূত্রে নির্দিষ্ট কাজটি করবেন।

নবম কণ্ডিকা (১০/৯)

[অশ্বমেধ—ব্রহ্মোদ্য, মহিমগ্রহ, নানা সবনীয় পণ্ডর সেবতা, দ্বিতীয় সূত্যাদিনের মন্ত্র]

ব্রহ্মোদ্যং বদন্তি ॥ ১ ॥

অনু.—(ঋষিকেরা) ব্রহ্মোদ্য বলেন।

ব্যাখ্যা—অস্তিম প্রবাহের পরে ঋষিকেরা ২-১১ নং সূত্রে নির্দিষ্ট ব্রহ্মোদ্য বলেন। ‘ব্রহ্মোদ্য’ হচ্ছে ঋষিকদের পরম্পরের মধ্যে বিভিন্ন গ্রন্থ-উত্তর। এগুলি কিছুটা ধাঁধার মতো। শা. ১৬/৪/৭ সূত্রেও এই বিধান আছে।

কঃ বিদ্যেকাকী চরতি ক উ বিজ্ জায়তে পুনঃ। কিং বিদ্ বিমস্য হেবজং কিং বিদাবপনং
মহদ্ ইতি হোতাক্ষর্যুং পৃচ্ছতি ॥ ২ ॥

অনু.—হোতা অধ্বর্যুকে প্রশ্ন করেন—‘কঃ-’ (সু.)।

ব্যাখ্যা—শা. ১৬/৫ অনুযায়ী মন্ত্রগুলির ক্রম হচ্ছে ‘কিং বিদ্ সূর্যসমং-’, ‘ব্রহ্ম-’, ‘কঃ বিদ্-’ ‘সূর্য-’।

সূর্য একাকী চরতি চন্দ্রমা জায়তে পুনঃ। অগ্নির্হিমস্য হেবজং ভূমিরাবপনং মহদ্ ইতি প্রত্যাহ ॥ ৩ ॥ [২]

অনু.—(অধ্বর্যু) উত্তর দেন ‘সূর্য-’ (সু.)।

কিং বিদ্ সূর্যসমং জ্যোতিঃ কিং সমুদ্রসমং সরঃ ॥ কঃ বিদ্ পৃথিব্যে বর্ষীয়ান্ কস্য মাত্ৰা ন বিদ্যত
ইত্যধ্বর্যুং হোতারং পৃচ্ছতি ॥ ৪ ॥ [২]

অনু.—অধ্বর্যু হোতাকে প্রশ্ন করেন ‘কিং-’ (সু.)।

সত্যং সূর্যসমং জ্যোতির্গোঃ সমুদ্রসমং সরঃ ॥ ইন্দ্রঃ পৃথিব্যে বর্ষীয়ান্ গোমাত্ৰা
ন বিদ্যত ইতি প্রত্যাহ ॥ ৫ ॥ [২]

অনু.—(হোতা) উত্তর দেন ‘সত্যং-’ (সু.)।

ব্যাখ্যা—শা. ১৬/৫/২ অংশে ‘সত্যং’ স্থানে পাঠ আছে ‘ব্রহ্ম’।

পৃচ্ছামি ত্বা চিত্তেনে সেবসথ যদি ত্বমত্র মনসা জগহু। কেবু বিকুত্রিবু পদেবহুঃ কেবু বিধং ত্ববনম্
আ বিবেশেতি ব্রহ্মোদগাতারং পৃচ্ছতি ॥ ৬ ॥ [২]

অনু.—ব্রহ্মা উদগাতাকে প্রশ্ন করেন ‘পৃচ্ছামি-’ (সু.)।

ব্যাখ্যা—শা. ১৬/৫/২ এবং ১৬/৬/১ অংশেও এই মন্ত্র ও বিধানটি পাওয়া যায়। ‘অহুঃ’ স্থানে সেখানে পাঠ আছে ‘ইউঃ’।

অপি তেহু ত্রিহু পদেষ্মি বেষু বিধ্বং ভুবনমা বিবেশ। সদ্যঃ পৰ্যেমি পৃথিবীমুত দ্যামেকেনাদেন
দিবো অস্য পৃষ্ঠম্ ইতি প্রত্যাহ ॥ ৭ ॥ [২]

অনু.— (উদগাতা) উত্তর দেন ‘অপি-’ (সু.)।

ব্যাখ্যা— শা. ১৬/৬/১ অংশেও তা-ই বলা আছে।

কেষন্তঃ পুরুষ আ বিবেশ কান্যন্তঃ পুরুষ আর্গিতানি। এতদ্ ব্রহ্মানুপ বহু্যমসি হা কিং যিন্ নঃ
প্রতি বোচাস্যত্রেতুদগাতা ব্রহ্মাপং পৃচ্ছতি ॥ ৮ ॥ [২]

অনু.— উদগাতা ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করেন ‘কেষ-’ (সু.)।

ব্যাখ্যা— শা. ১৬/৬/১ অংশেও তা-ই আছে, তবে ‘আর্গিতানি’ স্থানে পাঠ হচ্ছে ‘অর্গিতানি’।

পঞ্চবন্তঃ পুরুষ আ বিবেশ তান্যন্তঃ পুরুষ আর্গিতানি এতচ্ দ্বাত্র প্রতিবদানো অস্মি ন মায়রা
ভবস্যন্তরো মদ্ ইতি প্রত্যাহ ॥ ৯ ॥ [২]

অনু.— (ব্রহ্মা) উত্তরে দেন ‘পঞ্চব-’ (সু.)।

ব্যাখ্যা— শা. ১৬/৬/১ অংশের বিধানও তা-ই।

প্রাথম্ উপনিষৎকৈম্যৈকৈকশো যজমানং পৃচ্ছতি পৃচ্ছামি হা পরমন্তং পৃথিব্যা ইতি ॥ ১০ ॥ [২]

অনু.— পূর্বদিকে বেরিয়ে গিয়ে একে একে (ঋত্বিকেরা) যজমানকে প্রশ্ন করেন ‘পৃচ্ছামি-’ (১/১৬৪/৩৪)।

ব্যাখ্যা— নিজ স্থানে পূর্বমুখ হয়ে উপবিষ্ট যজমানকে একে একে সকল ঋত্বিকই এই প্রশ্নটি করেন। শা. ১৬/৬/২ সূত্রে বেরিয়ে যাওয়ার কোন নির্দেশ নেই এবং একজন ঋত্বিককেই প্রশ্নটি করতে বলা হয়েছে। মন্ত্রটি অবশ্য অভিন্নই।

ইয়ং বেদিঃ পরো অন্তঃ পৃথিব্যা ইতি প্রত্যাহ ॥ ১১ ॥ [৩]

অনু.— (যজমান) উত্তর দেন ‘ইয়ং-’ (১/১৬৪/৩৫)।

ব্যাখ্যা— শা. ১৬/৬/৩ সূত্রেও এই মন্ত্রই নির্দিষ্ট হয়েছে।

মহিমা পুরস্তাদ্ উপরিষ্টাচ্ চ বপানাঞ্ চরতি ॥ ১২ ॥ [৪]

অনু.— বপার আগে এবং পরে মহিমগ্রহ দ্বারা অনুষ্ঠান করেন।

ব্যাখ্যা— অশ্বমেধে দুটি মহিমগ্রহ থাকে— একটি সোনার তৈরী, অপরটি রূপার। বপাযাগের আগে একটি এবং পরে অপর একটি মহিমগ্রহে সোমরস নিয়ে অর্ঘিতে তা আচ্ছতি দিতে হয়।

সুভঃ স্বরভঃ প্রথমমন্তর্মহত্যর্গবে। দধে হ গর্ভমুদ্বিগ্নং যতো জাতঃ প্রজাপতিঃ ॥ ১৩ ॥ [৫]

অনু.— (মহিমগ্রহের) ‘সুভঃ-’ (সু.) এই (মন্ত্র অনুবাক্য)।

ব্যাখ্যা— মন্ত্রটি শা. ১৬/৭/১ সূত্রেও বিহিত হয়েছে।

হোতা যকচ্ প্রজাপতিং মহিমো ভুবতাং বেতু পিবতু সোমং হোতর্ঘজ্জৈতি শ্ৰৈবঃ ॥ ১৪ ॥ [৫]

অনু.— ‘হোতা-’ (সু.) এই (মন্ত্রটি যাজ্ঞ্যার শ্ৰৈব)।

ব্যাখ্যা— শা. ১৬/৭/২ সূত্রে প্রৈবটিকে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবেমে লোকাঃ প্রদিশো দিশশ্চেতি যাজ্ঞা ॥ ১৫ ॥ [৫]

অনু.— ‘তবে-’ (সু.) যাজ্ঞা।

ব্যাখ্যা— শা. ১৬/৭/৩ অনুসারে যাজ্ঞা হচ্ছে ‘প্রজা-’ (১০/১২১/১০)। দ্বিতীয় মহিমগ্রহে শা. ১৬/৭/১২ অনুসারে প্রথম মহিমগ্রহের অনুবাক্য যাজ্ঞা এবং যাজ্ঞা অনুবাক্য হয়।

অশ্বোহজস্ তূপরো গোমৃগ ইতি প্রাজাপত্যঃ ॥ ১৬ ॥ [৫]

অনু.— অশ্ব, শৃঙ্গবিহীন ছাগ (এবং) গোমৃগ— প্রজাপতি-দেবতার (উদ্ভিষ্ট এই তিন পশু নিবেদন করা হয়)।

ব্যাখ্যা— তূপর = শৃঙ্গবিহীন ছাগ। অশ্বমেধে ‘অগ্নিষ্ঠ’ নামে একটি যুগ থাকে। ঐ যুগের বাঁ এবং ডান দু-দিকেই আবার দশটি করে যুগ রাখা হয়। অশ্বকে বাঁধা হয় অগ্নিষ্ঠে। অন্য যুগগুলিতে বাঁধা থাকে মোট তিনশ-র উপর গ্রাম্য পশু এবং গ্রাম সমসংখ্যক বন্য পশু ও প্রাণী। তার মধ্যে অশ্ব, তূপর এবং গোমৃগের বগা প্রজাপতিদেবতার উদ্দেশে আর্হতি দিতে হয়। অশ্বের বগা নেই বলে পরিবর্তে ‘চন্দ্র’ নামে মেদ আর্হতি দেওয়া হয়। অশ্বমেধে সোমযাগ প্রধান হলেও দ্বিতীয় দিনে সবনীর পশু অশ্ব বলে যাগের নাম অশ্বমেধ। শা. ১৬/৩/১৩ সূত্রেও প্রজাপতির উদ্দেশে এই প্রাণীগুলিই নিবেদন করতে বলা হয়েছে।

ইতরেবাং পশুনাং প্রচরন্তি ॥ ১৭ ॥ [৬]

অনু.— অন্য পশুগুলির (-ও) অনুষ্ঠান করেন।

ব্যাখ্যা— প্রজাপতিদেবতার উদ্দেশে অশ্ব, তূপর এবং গোমৃগের আর্হতি হয়ে গেলে অন্য দেবতার উদ্দেশে বিহিত পশুগুলির বগা প্রভৃতি দ্বারা অনুষ্ঠান করতে হয়।

বৈশ্বেদেবী কৃষ্ণিঃ ॥ ১৮ ॥ [৭]

অনু.— (সেতুলির ক্ষেত্রে) বিশ্বেদেবাঃ দেবতার (অনুষ্ঠানের) ব্যবস্থা।

ব্যাখ্যা— ঐ পশুযাগগুলির ক্ষেত্রে দেবতা প্রজাপতি নন, বিশ্বেদেবাঃ।

পঞ্চমেন পৃষ্ঠায়াং শস্যং ব্যুতস্য ॥ ১৯ ॥ [৮]

অনু.— (এই দ্বিতীয় সূতায়) ব্যুতের পঞ্চম পৃষ্ঠা-দিন দ্বারা শত্রু (হির হয়)।

ব্যাখ্যা— ব্যুত পৃষ্ঠাষড়্‌হের পঞ্চম দিনের শত্রুগুলিই অশ্বমেধে দ্বিতীয় সূত্যাদিনে পাঠ করতে হয়।

দশম কণ্ঠিকা (১০/১০)

[অশ্বমেধ— দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্যাদিন]

তস্য বিশেষান্ বক্ষ্যামঃ ॥ ১ ॥

অনু.— (এই অশ্বমেধে) ঐ (পঞ্চম দিনের) বৈশিষ্ট্যগুলি বলব।

ব্যাখ্যা— অশ্বমেধে ঐ পঞ্চম দিনের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বিশেষ বা পার্থক্যগুলির কথা সূত্রকার এ-বার বলতে যাচ্ছেন। এই সূত্রটি না করে পরবর্তী সূত্রগুলিতে কেবল বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করলেই চলত, কিন্তু ‘প্রগাথান্ একে-’ (আ. ৭/১২/৮) ইত্যাদি বিকল্পসমেত যে সর্বপ্রকার পঞ্চম দিনের কথা আগে বলা হয়েছে তার বৈশিষ্ট্যের কথাই এখন বলা হবে এই কথা বোঝাবার জন্য সূত্রটি এখানে করা হয়েছে।

অগ্নিং তং মন্য ইত্যাজ্যম্ ॥ ২ ॥

অনু.— (এই দ্বিতীয় দিনের সূত্যায়) আজ্য (শব্দ হচ্চে) ‘অগ্নিং-’ (৫/৬)।

ভাস্যেকাহিকম্ উপরিষ্ঠাত্ ॥ ৩ ॥ [২]

অনু.— ঐ (সূক্তের) পরে একাহ (জ্যোতিষ্টোমের আজ্যসূক্তটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— আজ্যশব্দে ঐ অগ্নিং-’ সূক্তটি পাঠ করার পরে জ্যোতিষ্টোমের ‘ঐ-’ এই আজ্যসূক্তটি (৫/৯/১৫ সূ. ব্র.) পাঠ করতে হয়। শা. ১৬/৭/১৩ অনুযায়ী ৩/১৩; ৫/৬ সূক্ত পাঠ্য।

প্রউগতৃচলৈকাহিকাস্ তৃচাঃ ॥ ৪ ॥ [৩]

অনু.— প্রউগ (শব্দের) তৃচগুলির ক্ষেত্রে একাহ (জ্যোতিষ্টোমের প্রউগ) তৃচগুলি (পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে এখানে ব্যুত্থের পঞ্চম দিনের প্রউগ তৃচগুলির পরে (‘উপরিষ্ঠাত্’) জ্যোতিষ্টোমের প্রউগ তৃচগুলি পাঠ করতে হয়। “উভাব্ ঐকাহিকং চ বার্বতং চ প্রউগৌ সংপ্রবয়েত্”— শা. ১৬/৭/১৫।

ত্রিকল্পকেশু মহিবো যবশিরম্ ইতি মরুত্বীয়স্য প্রতিপদ একা তৃচস্থানে ॥ ৫ ॥ [৪]

অনু.— মরুত্বীয় (শব্দের) তৃচের স্থানে ‘ত্রিক-’ (২/২২/১) এই একটি (মাত্র) প্রতিপদ (মন্ত্র পাঠ করতে হবে)।

ঐকাহিকোহনুচরঃ ॥ ৬ ॥ [৪]

অনু.— অনুচর (হবে) একাহ (জ্যোতিষ্টোমের মন্ত্রই)।

সূক্তেষু চান্ত্যম্ উদধৃত্যৈকাহিকম্ উপসংশস্য তস্মিন্ নিবিদং দধ্যাত্ ॥ ৭ ॥ [৪]

অনু.— এবং (মরুত্বীয় শব্দের) শেষ (সূক্ত) বাদ দিয়ে একাহ (জ্যোতিষ্টোমের সূক্ত) পাঠ করে সেখানে নিবিদ স্থাপন করবেন।

ব্যাখ্যা— ব্যুত্থপূর্ত্যের পঞ্চম দিনের মরুত্বীয় শব্দের ‘ইন্দ্র-’ (৭/১২/১০ সূ. ব্র.) এই শেষ সূক্তটি বাদ দিয়ে তার পরিবর্তে একাহ জ্যোতিষ্টোমের ‘অনিষ্ঠা-’ (৫/১৪/২১ সূ. ব্র.) সূক্তটি নিবিদ বসিয়ে পাঠ করতে হবে। ‘উপসংশস্য’ বলার ‘ইন্দ্র-’ সূক্তের পূর্ববর্তী ‘ইত্থা-’ সূক্তের সঙ্গে এই ‘অনিষ্ঠা-’ সূক্তটি মিলে একটি মাত্র সূক্তরূপে গণ্য হবে। সংস্বের ক্ষেত্রে ৬/৬/১৪ সূত্র অনুযায়ী মরুত্বীয় শব্দে নিবিদান সূক্তের আগে বিহিত ‘কয়া-’ সূক্তটি পাঠ করার সময়ে তাই ঐ ‘ইত্থা-’ সূক্তের আগেই তা পাঠ করতে হবে। আবার ‘তস্মিন্ নিবিদং’ বলার দু-টি সূক্তকে একটি সূক্ত ধরা হলেও নিবিদ বসাবার সময়ে ‘অনিষ্ঠা-’ সূক্তেই তা বসাতে হবে এবং নিবিদ বসাবার স্থান হির করার জন্য মন্ত্রগণনার ক্ষেত্রে ‘অনিষ্ঠা-’ সূক্তের মন্ত্র-সংখ্যাই গণনা করতে হবে, ‘ইথা-’ সূক্তকে উপেক্ষা করা হবে।

এবং নিধেবল্যো ॥ ৮ ॥ [৫]

অনু.— এইরকম নিধেবল্যো (-ও হবে)।

ব্যাখ্যা— নিধেবল্য শব্দেও এইরকম ব্যুত্থ পূর্ত্যবড়হের পঞ্চম দিনের শেষ সূক্তটি বাদ দিয়ে জ্যোতিষ্টোমের সূক্তটিতে নিবিদ বসিয়ে পূর্ববর্তী সূক্তের সঙ্গে একসাথে পাঠ করবেন। “যানি পাকমাহিকানি নিধেবল্য-মরুত্বীয়রোঃ সূক্তানি তানি পূর্বানি শব্দৈকাহিকয়োন্ নিবিদৌ দধ্যতি”— শা. ১৬/৮/৫।

অভি ত্যং দেবং সবিতারমোল্যোঃ ইতি বৈশ্বদেবস্য প্রতিপদ একা তৃচস্থানে ।। ৯ ।। [৬]

অনু.— বৈশ্বদেব (শত্রেয়) প্রতিপদ (হবে) তৃচের স্থানে ‘অভি’ (আ. ৪/৬/৩) এই একটি (মাত্র মন্ত্র)।

একাহিকোহনুচরঃ ।। ১০ ।। [৬]

অনু.— অনুচর (মন্ত্র হবে) একাহ (জ্যোতিষ্টোমের মন্ত্রই)।

সূক্তেষু চৈকাহিকান্যুপসংশস্য তেষু নিবিদো দধ্যাত্ ।। ১১ ।। [৬]

অনু.— এবং (ঐ শত্রে ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠ্যবড়হের পঞ্চম দিনের) সূক্তগুলির মধ্যে (শেষ সূক্তটি বাদ দিয়ে) একাহ (জ্যোতিষ্টোমের সূক্তগুলি) পাঠ করে সেই (সূক্তগুলিতে) নিবিদ বসাবেন।

ব্যাখ্যা— নিবিদের স্থান অতিক্রম করে চলে এলে জ্যোতিষ্টোমের সূক্তগুলির যে ছন্দ সেই ভগতী ছন্দের অন্য কোন সূক্তেই নিবিদ বসাতে হবে, ‘ত্রেঋভান্যোবাং তৃতীয়সবনানি’ এই উক্তি (৮/৮/৩ সূ. ব্র.) থাকলেও ত্রিষ্টুপ্ হ্রস্বের সূক্তে নিবিদ বসালে চলবে না। “যানি পাক্কাহিকানি বৈশ্বদেবারিমারুতয়োঃ স্তানি তানি পূর্ণানি শত্বেকাহিকে নিবিদো দধ্যতি”— শা. ১৬/৮/১৬।

এবম্ এবাঘ্নিমারুতে ।। ১২ ।। [৭]

অনু.— আগ্নিমারুত (শত্রেও) এইরকমই (হবে)।

ব্যাখ্যা— পূর্ববর্তী সূত্রের ব্যাখ্যা ব্র. শা. ১৬/৮/১৬ ব্র.।

চতুর্থং পৃষ্ঠ্যাহর উত্তমম্ ।। ১৩ ।। [৮]

অনু.— শেষ (দিন হবে) পৃষ্ঠ্যের চতুর্থ দিন।

ব্যাখ্যা— অশ্বমেধের তৃতীয় সূত্যাদিনের অনুষ্ঠান হয় পৃষ্ঠ্যবড়হের চতুর্থ দিনের মধ্যে।

জ্যোতির্ গৌর আয়ুর্ অভিজিৎ বিশ্বজিৎ মহারতঃ সর্বস্তোমোঃ শ্রোথার্মো বা ।। ১৪ ।। [৯]

অনু.— অথবা (ঐ দিন) জ্যোতি, গো, আয়ু, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ, মহারত, সর্বস্তোম অথবা শ্রোথার্ম (অনুষ্ঠিত হতে পারে)।

ব্যাখ্যা— তৃতীয় দিনে জ্যোতি প্রভৃতির কোন একটির অনুষ্ঠান হবে এবং ১০/১/১৮ সূত্র অনুযায়ী তা অভিন্নাঙ্গসংহারই হবে। ‘সর্বস্তোম’ বললে সর্বত্রই ‘গৌর উভয়সামা সর্বস্তোমঃ’ (১০/১/৫) সূত্রে উল্লিখিত সর্বস্তোমকেই বুঝতে হয়, কিন্তু অশ্বমেধ অধীনবাগ বলে এখানে ‘যদহ্যজ্ঞা অভিন্নবাহু’ (১০/১/১৭) সূত্র অনুসারে অভিন্নবের তৃতীয় দিনেরই অনুষ্ঠান হবে এবং তা সর্বস্তোমবৃত্ত অভিন্নাই হবে। শা. ১৬/৯/২-৪, ৮, ১১, ১৪ সূত্রেও এই জ্যোতি প্রভৃতির উল্লেখ আছে, তবে সেখানে ১৬/৮/২১ সূত্রে শ্রোথার্ম নয়, সর্বস্তোম অভিন্নাই বিহিত হয়েছে।

ভূমিপুরুষবর্জম্ অত্রাক্ষানানং বিস্তানি প্রতিদিশম্ ঋত্বিগৃক্যো দক্ষিণা দদ্যতি । প্রাণী দিগ্ যোতুর্ দক্ষিণা

ব্রাক্ষণ্যঃ প্রতীচ্যবর্ষোঃ উদীচ্যদগাতুঃ ।। ১৫ ।। [১০]

অনু.— (রাজা) প্রতিদিকে ভূমি এবং (অধিবাসী) মনুষ্য ব্যতীত ব্রাক্ষণভিন্ন (বর্ণের অধিকৃত অন্য সমস্ত) সম্পদ ঋত্বিকদের দক্ষিণা (—রাগে) দান করেন। পূর্ব দিক্ হোতার, দক্ষিণ (দিক্) ব্রাক্ষণ্য, পশ্চিম (দিক্) অশ্ববর্ধর, উত্তর (দিক্) উদগাতার (প্রাপ্য দক্ষিণা)।

ব্যাখ্যা— বর্তমান ঐ ঐ দিক্ থেকে দক্ষিণাংশ ধরে বজ্রভূমিতে আহত দক্ষিণা নিয়ে এসে ঋদ্ধিক্দের তা দান করেন। কা. শ্রো. অনুযায়ী (২০/৪/২৭) নিগ্বিজয়ের সময়ে পূর্ব প্রভৃতি দিক্ হতে আহত ধনের এক-তৃতীয়াংশ করে প্রতিদিন ঐ ঐ ঋদ্ধিক্কে দক্ষিণা দেওয়া হয়। এই সূত্রে যা বলা হয়েছে শা. ১৬/৯/১৮-২২ সূত্রেও সেই একই বিধান আমরা পাই; সেখানে কেবল আর একটু স্পষ্ট করে বলা হয়েছে— “যদ্বন্যান্য ভূমেঃ পুরুষেভ্যশ্চাত্ত্বানানাম্ বহু”।

এতা এব হোত্রকা অধারত্বাঃ ॥ ১৬॥ [১০]

অনু.— হোত্রকরা এই দিক্গুলিকেই অধিকার (করে থাকেন)।

ব্যাখ্যা— হোতা, ব্রহ্মা, অধ্বর্যু ও উদ্গাতার দক্ষিণা-সামগ্রী যে যে দিক্ থেকে আহত হয় তাঁদের প্রত্যেকের তিন জন তিন জন সহকর্মীর দক্ষিণা-সামগ্রীও সেই সেই দিকের সঙ্গেই যুক্ত। সুখা ঋদ্ধিক্দের দিক্ অনুযায়ীই তাঁদের দলের অন্য তিন জন সহযোগী ঋদ্ধিক্দেরও দক্ষিণাসামগ্রী সংগ্রহ করা হয় সেই সেই বিশেষ দিক্ থেকে।

একাদশ অধ্যায়

প্রথম কণ্ঠিকা (১১/১)

[নানা সত্বে মূল কাঠামো এবং দিনসংখ্যার বিন্যাস]

অষ্টমৈত্বেষাম্ অহং যোগবিশেষান্ বক্ষ্যামো যথায়ুক্তানি যস্মৈ যস্মৈ কাম্য ভবন্তি ॥ ১ ॥

অনু.— এখন যে-ভাবে সংযুক্ত (হয়ে) যে যে কামনার জন্য (অনুষ্ঠিত হয়) এই দিনগুলির (সেই সেই বিশেষ কামনা এবং সেই) বিশেষ সংযোগ বলব।

ব্যাখ্যা— যে পঁচিশটি দিনের কথা আগে আলোচনা করা হয়েছে সেই দিনগুলিরই বিভিন্ন প্রকার সংযোগে নানা সত্র গঠিত ও অনুষ্ঠিত হয়। কোন্ কোন্ কামনার সেই সেই দিনগুলির কোন্ কোন্ সত্রে কি কি সংযোগ ঘটে তা এখন সূত্রকার বলবেন। উল্লেখ্য যে, আগে ৮/১৩/৩৮ সূত্রে সূত্রকার নানা একাহ ও অহীনের প্রসঙ্গেও অনুরূপ কথাই বলেছেন।

অয়ম্ এবৈকাহোত্তিরাত্র আদৌ প্রায়ণীয়ঃ ॥ ২ ॥

অনু.— (সত্বে) প্রথমে প্রায়ণীয় (নামে প্রসিদ্ধ) এই একাহ (জ্যোতিষ্টোম) অতিরাত্রই (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— যে-কোন সত্রে প্রথম দিনে একাহ জ্যোতিষ্টোম অতিরাত্রের অনুষ্ঠান করতে হয় এবং সেই দিনকে ‘প্রায়ণীয়’ বলা হয়। ‘একাহ’ বলা হয়েছে যাতে সদ্য আলোচিত অশ্বমেধের সূত্যাদিনকে না বুঝি সেই অভিপ্রায়ে।

এবোহন্ত্য উদয়নীয়ঃ ॥ ৩ ॥

অনু.— এই (জ্যোতিষ্টোম অতিরাত্রই সত্রে) অস্তিম (এবং) উদয়নীয় (নামে প্রসিদ্ধ)।

ব্যাখ্যা— সত্রে শেষ দিনের নাম ‘উদয়নীয়’ এবং সেই দিনও এই একাহ জ্যোতিষ্টোম অতিরাত্রেরই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

অব্যক্তো মাঝে ॥ ৪ ॥

অনু.— মাঝে অ-বিশিষ্ট (যে অতিরাত্র তা জ্যোতিষ্টোমের অতিরাত্রই)।

ব্যাখ্যা— অব্যক্ত = অবিশিষ্ট, সাধারণ। সত্বে প্রথম ও শেষ দিনের মাঝে যে বৈশিষ্ট্যবিহীন সাধারণ অতিরাত্র বিহিত হবে তাও জ্যোতিষ্টোমের অতিরাত্রই। উদাহরণ ১১/৩/৩ ইত্যাদি সূত্র।

অহীনেষু বৈশ্বানর এব এব ॥ ৫ ॥

অনু.— অহীনবাগে (যে) বৈশ্বানর (তাও) এই (অতিরাত্রই)।

ব্যাখ্যা— অহীনবাগে (যে) ‘বৈশ্বানর’ অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে তাও এই জ্যোতিষ্টোমের অতিরাত্রই।

তাব্ অস্ত্রেণ ব্যুতো দশরাত্রঃ ॥ ৬ ॥

অনু.— ঐ দুই (অতিরাত্রের) মাঝে ব্যুত দশরাত্র (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— সত্রে প্রায়ণীয় এবং উদয়নীয় অতিরাত্রের মাঝে ব্যুত দশরাত্রের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

এথা প্রকৃতিঃ সত্রাশাম্ ॥ ৭ ॥

অনু.— সত্রসমূহের মূল কাঠামো (হল) এই।

ব্যাখ্যা— সমস্ত সত্রের মূল ভিত্তিভূমি বা হুক হচ্ছে প্রায়শীর্ষ অতিরাত্র, ব্যুৎ দশরাত্র এবং উদয়নীর অতিরাত্র— এই মোট বারোটি দিন। এর আগে এবং পরে বিভিন্ন দিন সংযুক্ত করে ভিন্ন ভিন্ন সত্র তৈরী হয়।

তত্রাবাপস্থানম্ ॥ ৮ ॥

অনু.— ঐ (ষাদশাহরূপ মূল কাঠামোয় ঘাটতি-পুরণের জন্য আবশ্যিক অতিরিক্ত দিনগুলির) অন্তর্নিবেশের স্থান (এ-বার বলব)।

ব্যাখ্যা— যে বারোটি দিনের কথা বলা হল সেই দিনগুলিকে মূল কাঠামো ধরে ঐ কাঠামোয় কোথায় কি কি দিন যোগ করে কোন কোন সত্রের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে সূত্রকার এ-বার তা বলতে যাচ্ছেন। তিনি পরবর্তী সূত্রগুলিতে দিন-সংযোজনের যে হুক দিয়েছেন তা হল সংক্ষেপে এই রকম— প্রায়শীর্ষ অতিরাত্র + + ব্যুৎ দশরাত্র (+) + উদয়নীর অতিরাত্র। যদি ঘাটতি পূরণ করার জন্য একটিমাত্র দিনের প্রয়োজন হয় অর্থাৎ ধরা যাক যদি সত্রটি তের দিনের হয়, তাহলে ঐ একটি প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত দিনকে ব্যুৎ দশরাত্রের পরে যোগ করতে হয় এবং সেই দিন মহাব্রতের অনুষ্ঠান করা হয়। যদি একাধিক দিন যোগ করার প্রয়োজন পড়ে তাহলে সেগুলিকে যোগ করা হয় কিন্তু ব্যুৎ দশরাত্রের আগে অর্থাৎ প্রায়শীর্ষ অতিরাত্রের পরে। হ-দিন পর্যন্ত এইভাবে যোগ করা চলে। সংযোজ্য একাধিক দিনের মধ্যে সূত্রে মহাব্রতেরও বিধান দেওয়া থাকলে সেই বিশেষ দিনটি অবশ্য যুক্ত হয় ব্যুৎ দশরাত্রের পরে— ৯, ১৪ নং সূ. দ্র.। মূল কাঠামোয় হ-দিন যোগ করলে হয় অষ্টাদশরাত্র যাগ। এই অষ্টাদশরাত্রকে আবার মূল ধরে হ-দিন পর্যন্ত যোগ করা চলে। সেই চতুর্বিংশরাত্রকে আবার মূল ধরে আরও হ-দিন পর্যন্ত যোগ করা হয়। এইভাবে প্রয়োজনমত দিনসংখ্যার সংযোজন ঘটিয়ে বিভিন্ন ধরনের দীর্ঘদিনব্যাপী সত্রের অনুষ্ঠানসূচী প্রস্তুত করা হয়ে থাকে— ১১/২/৪, ১০, ১৮; ১১/৩/৭ ইত্যাদি সূ. দ্র.।

ঊর্ধ্বং দশরাত্রাদ্ একাহার্ষে মহাব্রতম্ ॥ ৯ ॥

অনু.— (অতিরিক্ত) এক দিনের প্রয়োজনে (ব্যুৎ) দশরাত্রের পরে মহাব্রত (সংযোজিত করবেন)।

ব্যাখ্যা— সমস্ত সত্রের মূল ভিত্তি হচ্ছে ৭ নং সূত্রে নির্দিষ্ট বারোটি দিন। যদি 'ত্রয়োদশরাত্র' সত্রবাগ হয় তাহলে মূল ভিত্তির অপেক্ষায় সেখানে আর একটি দিনের ঘাটতি পড়বে। মূল ভিত্তির অন্তর্গত ব্যুৎ দশরাত্রের ঠিক পরেই মহাব্রতের অনুষ্ঠান করে ঐ দিনটির অভাব পূরণ করতে হবে। এইরকম যেখানেই মাত্র এক দিন কম পড়বে সেখানেই মহাব্রত দিয়ে সেই দিনটির ঘাটতি পূরণ করে নিতে হবে এবং সেই দিনটির অনুষ্ঠান হবে দশরাত্রের পরে।

প্রাগ্ দশরাত্রাদ্ ইতরেবাম্ অহাম্ ॥ ১০ ॥

অনু.— অন্য দিনগুলির (সংযোজন ঘটবে কিন্তু) দশরাত্রের আগে।

ব্যাখ্যা— 'চতুর্দশরাত্র' প্রকৃতি সত্রে ৭ ও ২০ নং সূত্রে নির্দিষ্ট মূল ভিত্তির অপেক্ষায় একাধিক দিনের ঘাটতি হতে পারে। সেখানে ঘাটতি-পুরণের জন্য প্রয়োজনীয় দিনগুলিকে সংযোজিত করতে হয় ব্যুৎ দশরাত্রের ঠিক আগে। 'ইতরেবাম্' বলায় মহাব্রত ছাড়া অন্য দিনগুলির ক্ষেত্রেই এই নিয়ম। মহাব্রতের সংযোজন ঘটবে কিন্তু ঐ সেই দশরাত্রের পরেই (৯, ১৪ নং সূ. দ্র.)।

দ্ব্যহার্ষে গোষ্ঠানুষ্ঠানম্ ॥ ১১ ॥

অনু.— (ঘাটতির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত) দু-দিনের প্রয়োজনে গোষ্ঠোম এবং আনুষ্ঠোম (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— দু-দিনের ঘাটতি পড়লে গোষ্ঠোম এবং আনুষ্ঠোম দিয়ে দিনসংখ্যার সেই অভাব পূরণ করতে হয়। এই দুই দিনের অনুষ্ঠান হবে পূর্ববর্তী সূত্র অনুযায়ী দশরাত্রের আগেই।

ত্ৰ্যাহার্ষে ত্ৰিকল্পকাঃ ॥ ১২ ॥ [১১]

অনু.— (অতিরিক্ত) তিন দিনের প্রয়োজনে ত্ৰিকল্পক (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— বখারীতি ১০ নং সূত্র অনুযায়ী দশরাত্নের আগেই এই ত্ৰিকল্পকের অনুষ্ঠান হবে। ত্ৰিকল্পক কি তা পরবর্তী সূত্রে বলা হয়েছে।

অতিপ্রবব্রাহ্ম পূর্ব ত্ৰিকল্পকা ইত্যাদিক্রমে ॥ ১৩ ॥ [১১]

অনু.— অতিপ্রবব্রাহ্মের প্রথম তিনটি দিনকে (বৈদিকগণ) 'ত্ৰিকল্পক' বলেন।

চতুরহার্ষে ত্ৰিকল্পকা মহাব্রতঞ্ চ ॥ ১৪ ॥ [১১]

অনু.— (অতিরিক্ত) চার দিনের প্রয়োজনে ত্ৰিকল্পক এবং মহাব্রত (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— ১০ নং সূত্রে 'ইতরেবাম্' বলার অন্য তিন দিনের অনুষ্ঠান দশরাত্নের আগে হয়েছে এই মহাব্রতের অনুষ্ঠান হবে কিন্তু ৯ নং সূত্র অনুসারে ব্রাহ্ম দশরাত্নের পরেই।

পঞ্চাহার্ষে অতিপ্রবপঞ্চাহঃ ॥ ১৫ ॥ [১২]

অনু.— পাঁচ দিনের প্রয়োজনে অতিপ্রবের পাঁচদিন (অনুষ্ঠিত হবে)।

উত্তমস্য তু বর্ষাৎ তৃতীয়সবনম্ ॥ ১৬ ॥ [১২]

অনু.— শেষ (দিনের ক্ষেত্রে) কিন্তু বর্ষ (দিন) থেকে তৃতীয়সবন (নিতে হবে)।

ব্যাখ্যা— পাঁচ দিনের বাহিতি পূরণের জন্য যখন অতিপ্রবব্রাহ্মের প্রথম পাঁচ দিনের অনুষ্ঠান করা হয় তখন পঞ্চম দিনের তৃতীয়সবনের অনুষ্ঠান হয় কিন্তু ঐ ব্রাহ্মের বর্ষ দিনের তৃতীয়সবনের মতো।

ষডহার্ষে অতিপ্রবঃ ষডহঃ ॥ ১৭ ॥ [১৩]

অনু.— ছ-দিনের প্রয়োজনে অতিপ্রবব্রাহ্ম (অনুষ্ঠিত হয়)।

এবংন্যারা আবাপাঃ ॥ ১৮ ॥ [১৩]

অনু.— সংযোজন এই নিয়মে (হয়ে থাকে)।

ব্যাখ্যা— ৯-১৭ নং সূত্রে যা যা বলা হল সেই রীতিতেই সত্বের নিনসংখ্যা পূরণ করা হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত কা. শ্রী. ২৪/৪-৭ প্র.

ষডহান্তাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৯ ॥ [১৪]

অনু.— বারে বারে ব্রাহ্ম পর্বত (দিনগুলি অন্তর্নিবিষ্ট হতে থাকবে)।

ব্যাখ্যা— যে সূত্রে ৭ নং সূত্রে নির্দিষ্ট মূল বারোটি দিনের সঙ্গে আরও বতগুলি দিন সংযোজিত করার প্রয়োজন পড়বে সেই সূত্রে নিনসংখ্যাপূরণের জন্য ৯-১৭ নং সূত্রে নির্দিষ্ট দিনগুলি বারে বারে সংযোজিত করে বেতে হবে। ধরা যাক, একবিশ্রামের অনুষ্ঠান হবে। তাহলে সে-ক্ষেত্রে মূল তিরিঙ্গ সূত্রে ১৭ নং সূত্র এবং পরবর্তী সূত্রে অনুযায়ী একটি অতিপ্রবব্রাহ্ম সংযোজিত করার পরেও আরও তিন দিনের বাহিতি হওয়ার ঐ অতিপ্রবব্রাহ্মের আগে ১২ নং সূত্র অনুযায়ী ত্ৰিকল্পকের অনুষ্ঠান করতে হবে। এইরকম ত্রিংশ দ্রাব্যের অনুষ্ঠান করতে হলে (৩০-১২) = ১৮ দিন কম পড়ার সেক্ষেত্রে তিনবার অতিপ্রবব্রাহ্মের অনুষ্ঠান করতে

হবে। যেখানেই যাগের ষোড়শ দিনসংখ্যা হয় যার বিতাক্য সেইখানেই সেই যাগকে আবার নতুন প্রকৃতি বা মূল কাঠামো ধরে অন্য সত্রবাগগুলি অনুষ্ঠিত হবে। অষ্টাদশরাত্র, চতুর্বিংশতিরাত্র, ত্রিংশদ্রাত্র, ষট্‌ত্রিংশদ্রাত্র প্রকৃতি যাগকে তাই মূল যাগ ধরে ধরে ধরে ১-১৬ নং সূত্র অনুযায়ী দিনসংখ্যা বাড়িয়ে অন্যান্য রাত্রিবাগগুলির অনুষ্ঠানসূচী ঠিক করতে হয়। “আবাপলমবেতানাম্ অন্নম্ অন্নং পূর্বম্” (কা. শ্রৌ. ২৪/১/১৩) অনুসারে পূরণযোগ্য স্বল্পতর বা বহুতর দিনগুলির আগে এবং অধিকসংখ্যক বা পূর্ণতর দিনগুলির পরে অনুষ্ঠান হয়ে থাকে অর্থাৎ ন-দিনের প্রয়োজনে আগে বড় হতে খণ্ডিত অতিপ্লবত্রাহের ও পরে অখণ্ড অতিপ্লববড়হের এবং দশ দিনের প্রয়োজনে আগে খণ্ডিত অতিপ্লবচতুরহের এবং পরে অখণ্ড অতিপ্লববড়হের— এইভাবে সংযোজন ঘটতে হবে।

পূর্ণঃ পূর্ণশ্চ বড়হস্ তদ্রত্নতাম্ এবং গচ্ছতি ॥ ২০ ॥ [১৫]

অনু.— (এক একটি) পূর্ণ পূর্ণ বড়হ প্রকৃতিত্বই লাভ করে।

ব্যাখ্যা— তদ্রত্নতাম্ = প্রকৃতিতাম্ (না.)। সত্রে একটি করে সম্পূর্ণ বড়হ সংযোজিত হলে সেই সত্রটি আবার পরবর্তী কয়েকটি সত্রে প্রকৃতি অর্থাৎ মূল কাঠামো বলে গণ্য হয়। যেমন— সত্রে মূল ভিত্তিতে ১৭ নং সূত্র অনুযায়ী একটি অতিপ্লববড়হ বৃত্ত করে অষ্টাদশরাত্র যাগ গঠিত হয়। সেই অষ্টাদশরাত্রবাগ হল আবার ঊনবিংশতিরাত্র থেকে চতুর্বিংশতিরাত্র পর্যন্ত যাগের প্রকৃতি (তদ্রত্ন)। অষ্টাদশরাত্র একটি পূর্ণ অতিপ্লব বড়হ সংযোজিত করে চতুর্বিংশতিরাত্র যাগ গঠিত হয়। ঐ চতুর্বিংশতিরাত্র যাগ আবার পঞ্চবিংশতিরাত্র যাগ থেকে ত্রিংশদ্রাত্র পর্যন্ত ছটি যাগের প্রকৃতি হবে। এইভাবে অন্যত্রও যুগে নিতে হবে কোন্‌টি কোন্‌ যাগের প্রকৃতি বা তদ্র বা অবলম্বন।

দ্বিতীয় কথিকা (১১/২)

[ত্রয়োদশরাত্র থেকে বিংশতিরাত্র পর্যন্ত বিভিন্ন রাত্রিসত্র]

ষৌ ত্রয়োদশরাত্রৌ ॥ ১ ॥

অনু.— দু-টি ত্রয়োদশরাত্র (যাগ আছে)।

ব্যাখ্যা— এই সূত্র থেকে সূত্রকার বিভিন্ন সত্রযাগের আলোচনা শুরু করছেন। বনিও সূত্রে যিবাচনে ‘-রাত্রৌ’ বলা আছে, তবুও গ্রহান্তরে বিধিত ত্রয়োদশরাত্র বাগ আরও অনেক আছে অথচ শুধু দু-টির কথাই তিনি এখানে বলেছেন বলে ‘ষৌ’ বলা হয়েছে। অন্যত্রও তাই— “অত্র দ্বাদশঃ সখ্যাঃ প্রসন্নার্থাঃ অন্যেহপি অসমাপ্নাতা বহুঃ সন্তি” (না.)।

ঋদ্ধিকামান্যং প্রথমম্ ॥ ২ ॥

অনু.— প্রথম (ত্রয়োদশরাত্র বাগটি) ঋদ্ধিকামী (ব্যক্তির করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— সূত্রকার প্রথম সূত্রে বাগকে বিশেষ্য এবং ‘ত্রয়োদশরাত্র’ শব্দকে তার বিশেষণরূপে প্রয়োগ করেছেন বলে ত্রয়োদশরাত্র গুলির হ্রস্বের। পরবর্তী ৫, ১১ ইত্যাদি কয়েকটি সূত্রে কিন্তু রাত্রিবাগী শব্দগুলিকে বিশেষ্যরূপে এবং ঋদ্ধিকামী প্রয়োগ করেছেন।

পৃষ্ঠ্যং ছন্দোমায়ং চান্তরা সর্বত্রোমোহতিরাত্রঃ ॥ ৩ ॥ [২]

অনু.— (ঐ যাগে) পৃষ্ঠ্য এবং ছন্দোমগুলির মাঝে সর্বত্রোম অতিরাত্র (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— সত্র সত্রে মূল ভিত্তি হচ্ছে বৃত্ত স্বল্পতর। সেই স্বল্পতরের পরবর্তী দশরাত্র (১১/১/৬ সূ. হ্র.) প্রথম ছন্দ পৃষ্ঠ্যবড়হের এবং পরের তিন দিন ছন্দোমের অনুষ্ঠান হয় (৮/৮-১১ খণ্ড হ্র.)। আলোচ্য প্রথম ত্রয়োদশরাত্র বাগে ঐ পৃষ্ঠ্যবড়হ ও

ছন্দোমের মাঝে সর্বস্তোম অতিরাত্রের অনুষ্ঠান করতে হয়। এ-ক্ষেত্রে তাহলে যাগের অনুষ্ঠানসূচী হল প্রায়ণীয়, দশরাত্রের পৃষ্ঠ্যবড়হ, সর্বস্তোম অতিরাত্র, দশরাত্রের তিন ছন্দোম, অবিবাক্য, উদয়নীয়। দ্র. যে, এখানে ১১/১/৯, ১৮ নং সূত্র অনুযায়ী মহাব্রতের অনুষ্ঠান হয় না।

ন্যায়কৃপ্তং ব্রতবস্ত্রং প্রতিষ্ঠাকামা দ্বিতীয়ম্ ॥ ৪ ॥ [৩]

অনু.— প্রতিষ্ঠাকামীরা সাধারণ নিয়মে গঠিত মহাব্রতযুক্ত দ্বিতীয় (ত্রয়োদশরাত্র যাগটি করবেন)।

ব্যাখ্যা— এই দ্বিতীয় ত্রয়োদশরাত্র ১১/১/৯ এবং ১৮ নং সূত্র অনুযায়ী (ন্যায় =) সাধারণ নিয়মে মহাব্রতের সংযোজন ঘটিয়ে প্রায়ণীয়, দশরাত্র, মহাব্রত এবং উদয়নীয়ের অনুষ্ঠান করা হয়।

ত্রীণি চতুর্দশরাত্রাণি ॥ ৫ ॥ [৪]

অনু.— তিনটি চতুর্দশরাত্র (যাগ আছে)।

সার্বকামিকং প্রথমম্ ॥ ৬ ॥ [৪]

অনু.— প্রথমটি সর্বপ্রকার কামনাসম্পর্কিত।

ব্যাখ্যা— এই যাগটি করলে সকল কামনা পূরণ হয়।

দ্বৌ পৃষ্ঠ্যাব্ আবৃত্ত উত্তরঃ ॥ ৭ ॥ [৫]

অনু.— (এই যাগে) দু-টি পৃষ্ঠ্যবড়হ (আছে)। পরের (ষড়হটি অনুষ্ঠিত হয়) বিপরীত (ক্রমে)।

ব্যাখ্যা— আবৃত্ত = বিপরীত, বিপর্যস্ত। প্রথম চতুর্দশরাত্র প্রায়ণীয় এবং উদয়নীয়ের মাঝে দু-টি পৃষ্ঠ্যবড়হের অনুষ্ঠান করতে হয়। তার মধ্যে দ্বিতীয় পৃষ্ঠ্যবড়হের অনুষ্ঠান হয় বিপরীতক্রমে অর্থাৎ সেখানে ষষ্ঠ দিনের অনুষ্ঠান হয় প্রথম দিনে, পঞ্চম দিনের হয় দ্বিতীয় দিনে ইত্যাদি ক্রমে। দ্র. যে, এখানেও ১১/১/১১ এবং ১৮ নং সূত্রে বিহিত সাধারণ নিয়ম অনুসৃত হয় না।

তন্মৈ বোদকে বা বিবাহে বা মীমাংস্যমানা দ্বিতীয়ম্ ॥ ৮ ॥ [৬]

অনু.— শয্যায়, জলে অথবা বিবাহে যোগ্যতালাভে ইচ্ছুক (ব্যক্তির) দ্বিতীয় (চতুর্দশরাত্র যাগটি করবেন)।

ব্যাখ্যা— মীমাংস্যমান = মান্ + স্য + আন (= স্যমান)। বৃষ্টি অনুযায়ী জল বলতে এখানে জ্ঞাতিকর্মকে বুঝতে হবে।

পৃষ্ঠ্যম্ অভিতস্ ত্রিকঙ্ককাঃ ॥ ৯ ॥ [৭]

অনু.— (এই দ্বিতীয় যাগে) পৃষ্ঠের দু-পাশে ত্রিকঙ্কক (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— দ্বিতীয় চতুর্দশরাত্র যথাক্রমে প্রায়ণীয়, ত্রিকঙ্কক, পৃষ্ঠ্যবড়হ, বিপরীত ত্রিকঙ্কক এবং উদয়নীয়ের অনুষ্ঠান হয়। দেখা যাচ্ছে এখানেও অনুষ্ঠানসূচীতে আবাহনের সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করা হচ্ছে না। আবৃত্তঃ পদটির অনুবৃষ্টি থাকায় দ্বিতীয় ত্রিকঙ্ককটির এখানে বিপরীতক্রমেই অনুষ্ঠান করতে হবে। কাভ্যায়নও বলেছেন ‘প্রতিতোমোঃ পরে’— কা. শ্রৌ. ২৪/১/২২।

ন্যায়কৃপ্তং দ্ব্যহোপজনং প্রতিষ্ঠাকামাস্ তৃতীয়ম্ ॥ ১০ ॥ [৮]

অনু.— প্রতিষ্ঠাকামীরা সাধারণ নিয়মে গঠিত দুই দিনের বৃদ্ধিযুক্ত তৃতীয় (চতুর্দশরাত্র যাগটি করবেন)।

ব্যাখ্যা— উপজন = উপস্থিতি, বৃদ্ধি। তৃতীয় চতুর্দশরাত্র সত্রের মূল ভিত্তিতে দু-দিনের সংযোজন ঘটিয়ে সাধারণ নিয়মে যথাক্রমে প্রায়ণীয় (+ অতিরিক্ত দুটি দিন), দশরাত্র এবং উদয়নীয়ের অনুষ্ঠান করা হয়। যে দু-টি দিন সংযোজন করা হল ১১/১/১১ সূত্র অনুযায়ী সেই দু-দিনে যথাক্রমে গোষ্টোম এবং আয়ুষ্টোমের অনুষ্ঠান হবে।

চত্বারি পঞ্চদশরাত্রাণি ॥ ১১ ॥ [৯]

অনু.— পঞ্চদশরাত্র (যাগ মোট) চারটি।

দেবত্বম্ দীক্ষতাং প্রথমম্ ॥ ১২ ॥ [৯]

অনু.— প্রথম (পঞ্চদশরাত্র যাগটি করতে হয়) দেবত্বপ্রার্থীদের।

প্রথমস্য চতুর্দশরাত্রস্য পৃষ্ঠ্যমধ্যে মহাব্রতম্ ॥ ১৩ ॥ [৯]

অনু.— (এই যাগে) প্রথম চতুর্দশরাত্রের (দুই) পৃষ্ঠের মাঝে মহাব্রত (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— ৭ নং সূত্র অনুযায়ী প্রথম চতুর্দশরাত্রের প্রায়ণীয়া এবং উদয়নীয়ের মাঝে দু-টি পৃষ্ঠ্যবড়হের অনুষ্ঠান করতে হয়। এখানে ঐ দুই বড়হের মাঝে এক দিন মহাব্রতের অনুষ্ঠান করতে হবে। প্রথম পঞ্চদশরাত্রের অনুষ্ঠানক্রম তাহলে— প্রায়ণীয়া, পৃষ্ঠ্যবড়হ, মহাব্রত, বিপরীত পৃষ্ঠ্যবড়হ, উদয়নীয়া।

ব্রহ্মবর্চসকামা দ্বিতীয়ম্ ॥ ১৪ ॥ [১০]

অনু.— ব্রহ্মবলপ্রার্থীরা দ্বিতীয় (পঞ্চদশরাত্রটি করবেন)।

দ্বিতীয়স্য চতুর্দশরাত্রস্যাগ্নিস্তুত্ প্রায়ণীয়াদ অনন্তরঃ ॥ ১৫ ॥ [১০]

অনু.— (এই যাগে) দ্বিতীয় চতুর্দশরাত্রের প্রায়ণীয়ের পরে অগ্নিস্তুত্ (যাগ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ৯ নং সূ. দ্র.। অগ্নিস্তুত্ এখানে প্রায়ণীয়ের ঠিক পরবর্তী।

সাত্বাহনিকা উভৌ লোকাব্ আশ্র্যতাং তৃতীয়ম্ ॥ ১৬ ॥ [১১]

অনু.— তৃতীয় (পঞ্চদশরাত্র) সত্রলভ্য ও অহীনলভ্য দুই লোক প্রার্থনাকারীদের (পক্ষে অনুষ্ঠেয়)।

ব্যাখ্যা— আশ্র্যতাম্ = আপ্ + সা + শত্ (= স্যত্) + বস্তীর বহুবচন। যারা সত্র ও অহীন দুই যাগেরই ফল পেতে চান এবং পরে ব্রহ্মা বিলীন হয়ে যেতে ইচ্ছুক তাঁরা তৃতীয় পঞ্চদশরাত্র যাগটি করবেন। সূত্রে ‘সাত্বাহনিক’ শব্দের স্থানে ‘সাত্বাহনিক’ পাঠও পাওয়া যায়।

তৃতীয়স্য চতুর্দশরাত্রস্যাগ্নিস্তুত্ প্রায়ণীয়াস্থানে ন্যায়ক্লপ্তস্ ত্র্যাহোপজনঃ শেষঃ ॥ ১৭ ॥ [১২]

অনু.— (এই যাগে) তৃতীয় চতুর্দশরাত্রের প্রায়ণীয়ের স্থানে অগ্নিস্তুত্ (যাগ করতে হয়)। অবশিষ্ট (অংশ হয়) সাধারণ নিয়মে গঠিত তিন দিনের সংযোজনযুক্ত।

ব্যাখ্যা— ১১/১/১২ সূত্র অনুযায়ী ষাদশাহে তিন দিনের সংযোজন ঘটিলে তৃতীয় পঞ্চদশরাত্রের অনুষ্ঠান করা হয়, তবে প্রথম দিনে প্রায়ণীয়া অতিরাত্রের পরিবর্তে অগ্নিস্তুত্ যাগ করতে হয়। বৃত্তিকার তাঁর বৃত্তিতে স্পষ্টই বলেছেন— “তৃতীয়স্য চতুর্দশরাত্রস্য ইতি এতাবতঃ প্রয়োজনং ন বিদ্যঃ। অগ্নিস্তুত্ প্রায়ণীয়াস্থানে ন্যায়ক্লপ্তস্ ত্র্যাহোপজনঃ শেষ ইতি এতাবতৈব অহঃক্লপ্তঃ পর্যাপ্তম্ভাৎ” (না.)— সূত্রে ‘তৃতীয়স্য চতুর্দশরাত্রস্য’ অংশটির যে কি প্রয়োজন তা জানি না, কারণ সূত্রের অবশিষ্ট অংশ থেকেই প্রয়োজনীয় দিনগুলির বিন্যাস জানা যায়, ‘ঐ’ অংশটি ছাড়াই অনুষ্ঠেয় দিনগুলির ক্রম যে কি তা স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রসঙ্গত ১০ নং সূ. দ্র.।

ন্যায়ক্লপ্তস্ ত্র্যাহোপজনং প্রতিষ্ঠাকামাশ্ চতুর্থম্ ॥ ১৮ ॥ [১৩]

অনু.— প্রতিষ্ঠাকামীরা সাধারণ নিয়মে গঠিত তিন দিনের বৃদ্ধিযুক্ত চতুর্থ (পঞ্চদশরাত্রটি করবেন)।

ব্যাখ্যা— ১১/১/১২ সূ. দ্র.।

ষোড়শরাত্রং চতুরাত্রোপজনং অন্নাদ্যকামাঃ ॥ ১৯ ॥ [১৪]

অনু.— ষোড়শ-অন্ন-প্রার্থীরা চার রাত্রির বৃদ্ধিযুক্ত ষোড়শরাত্র (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ১১/১/১৪ সূ. দ্র.।

সপ্তদশরাত্রং পঞ্চরাত্রোপজনং পশুকামাঃ ॥ ২০ ॥ [১৫]

অনু.— পশুপ্রার্থীরা পাঁচ রাত্রির বৃদ্ধিযুক্ত সপ্তদশরাত্র (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ১১/১/১৫, ১৬ সূ. দ্র.।

অষ্টাদশরাত্রং আয়ুর্কামাঃ ॥ ২১ ॥ [১৬]

অনু.— আয়ুপ্রার্থীরা অষ্টাদশরাত্র (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ১১/১/১৭ সূ. দ্র.।

ষড়হং চাত্র পূর্বতে ॥ ২২ ॥ [১৭]

অনু.— এখানে ষড়হ পূর্ণ হচ্ছে।

ব্যাখ্যা— ১১/১/৭ সূত্রে নির্দিষ্ট সত্বে মূল ভিত্তি যে ষাদশাহ তার সঙ্গে একটি সম্পূর্ণ ষড়হ যুক্ত হয়ে এই অষ্টাদশরাত্রযাগটি নিষ্পন্ন হয়। ১১/১/২০ সূত্র অনুযায়ী এই অষ্টাদশরাত্র তাই এর পর থেকে স্বতন্ত্র প্রকৃতিযাগ-রূপে গণ্য হবে। এই যাগের অনুষ্ঠানক্রম হল তাহলে— প্রারম্ভিক, অভিন্নবষড়হ, দশরাত্র, উদয়নীয়।

সতত্বস্যোপজনং বক্ষ্যামঃ ॥ ২৩ ॥ [১৭]

অনু.— তত্বসমেত বর্তমান (এই অষ্টাদশরাত্র-যাগের) সংযোজন (এ-বার) বলব।

ব্যাখ্যা— ১১/১/২০ সূত্র অনুযায়ী উপরে উল্লিখিত অষ্টাদশরাত্র একটি তত্ব অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ প্রকৃতিযাগ। ঐ প্রকৃতিযোগে যে যে দিন সংযোজিত হয়ে অন্য যাগগুলি গঠিত হয় সেই সেই দিনের সংযোজনের কথা এ-বার সূত্রকার বলবেন। সতত্ব শব্দের অর্থ এমনও হতে পারে— সত্বে মূল কাঠামো (তত্ব) ষাদশাহের সঙ্গে বর্তমান যে অষ্টাদশরাত্র নামে নূতন যাগ।

একাদ্রবিশতিরাত্রং একরাত্রোপজনং গ্রাম্যান্ আরণ্যান্ পশূন্ অবরুদ্ভস্যমানাঃ ॥ ২৪ ॥ [১৮]

অনু.— গ্রাম্য এবং বন্য পশুর অবরোধকামী (ব্যক্তির) এক রাত্রের বৃদ্ধিযুক্ত একাদ্রবিশতিরাত্র (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অবরুদ্ভস্যমানাঃ = অবরুদ্ + স্যমান + প্রথমার বহুবচন। ‘অবরুদ্ভস্যমান’ পাঠই মনে হয় সমস্ত। সে-কেন্নে সন্ ও শানচ্ প্রত্যয় হয়েছে বলে বুঝতে হবে। অবরোধ করতে থাকবেন অর্থাৎ অধীনস্থ করবেন বা করতে চাইছেন এমন ব্যক্তিরা। অষ্টাদশরাত্রের ১১/১/৯ সূত্র অনুযায়ী মহাব্রতের সংযোজন ঘটিলে পশুপ্রার্থী ব্যক্তিদের এই যাগ করতে হয়। মহাব্রতের অনুষ্ঠান হবে বধ্যরীতি দশরাত্রের পরে। একাদ্র = একাদ্ + ন; অর্থ হচ্ছে— একের জন্য নয়, এক কম পড়ার জন্য বিশ ত্রিশ ইত্যাদি হতে পারল না, উনিশ উনত্রিশ ইত্যাদি হয়েছে রইল।

বিশতিরাত্রং প্রতিষ্ঠাকামী ॥ ২৫ ॥ [১৯]

অনু.— প্রতিষ্ঠাকামীরা বিশতিরাত্র (যাগ করবেন)।

অভিজিৎবিশ্বজিতাব্ অভিশ্রবান্ উর্ধ্বম্ ॥ ২৬ ॥ [২০]

অনু.— (এই যাগে) অভিশ্রববড়হের পরে অভিজিৎ এবং বিশ্বজিৎ (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— ১১/১/১০, ১১ সূত্র অনুযায়ী দশরাত্রের আগে অর্থাৎ প্রায়শীরের পরে গোষ্ঠোম ও আয়ুষ্ঠোমের অনুষ্ঠান না করে অষ্টাদশরাত্রের অভিশ্রববড়হের পরে অভিজিৎ এবং বিশ্বজিৎের সংযোজন ঘটিলে এই ‘বিশ্বজিতরাত্র’ যাগের অনুষ্ঠান করা হয়। অনুষ্ঠানক্রম এখানে তাহলে প্রায়শীর, অভিশ্রববড়হ, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ, দশরাত্র, উদয়নীর। ‘উর্ধ্বম্’ বলা না হলে প্রায়শীরের ঠিক পরেই অভিজিৎ এবং বিশ্বজিৎের অনুষ্ঠান করতে হত, কারণ সর্বত্রই এ-ই হচ্ছে সাধারণ রীতি। ছাদশাহের অন্তর্গত দশরাত্র একটি অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন অনুষ্ঠান। বড়হও যেন একত্রিত একটি সম্ভববদ্ধ শুদ্ধ। প্রায়শীর ও উদয়নীর কিছু তা নয়। অতিরিক্ত দিনের সংযোজন ঘটাতো গেলে তাই বিশেষ বলা না থাকলে প্রায়শীরের ঠিক পরে অথবা উদয়নীরের ঠিক আগেই তা করতে হয়, বড়হের অথবা দশরাত্রের অথবা এই দুই-এর মধ্যে নয়।

তৃতীয় কণ্ডিকা (১১/৩)

[একবিশতিরাত্র থেকে দ্বাত্রিংশদ্রাত্র পর্যন্ত বিভিন্ন রাত্রিসমূহ]

দ্বাব্ একবিশতিরাত্রৌ ॥ ১ ॥

অনু.— দুটি একবিশতিরাত্র (যাগ আছে)।

প্রতিষ্ঠাকামান্য প্রথমম্ ॥ ২ ॥ [১]

অনু.— প্রথমটি প্রতিষ্ঠাপ্রার্থীদের (পক্ষে কর্তব্য)।

ত্রয়াণাম্ অভিশ্রবান্য প্রথমাব্ অন্তরাত্রিরাত্রঃ ॥ ৩ ॥ [১]

অনু.— (এই যাগে) তিনটি অভিশ্রববড়হের প্রথম দু-টির মাঝে অতিরাত্র (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— এই প্রথম একবিশতিরাত্রযাগের অনুষ্ঠানক্রম তাহলে— প্রায়শীর, অভিশ্রববড়হ, জ্যোতিষ্ঠোম অতিরাত্র, দু-টি অভিশ্রববড়হ, উদয়নীর। য. যে, এখানেও সাধারণ নিয়ম ঠিক ঠিক অনুসৃত হল না।

ব্রহ্মবর্চসকামা দ্বিতীয়ম্ ॥ ৪ ॥ [২]

অনু.— ব্রহ্মতেজপ্রার্থীরা দ্বিতীয় (যাগটি করবেন)।

নবরাত্রস্যভিজিৎবিশ্বজিতোঃ স্থানে যৌ পৃষ্ঠ্যাব্ আবৃত্ত উত্তরঃ ॥ ৫ ॥ [৩]

অনু.— (এই দ্বিতীয় যাগে) নবরাত্রের অভিজিৎ এবং বিশ্বজিৎের স্থানে দু-টি পৃষ্ঠ্যাবড়হ (অনুষ্ঠিত হয় এবং তার মধ্যে) পরেরটি বিপরীত (ক্রমে প্রবৃত্ত হয়)।

ব্যাখ্যা— এখানে ১১/১/১৮-১৯ সূত্র অনুযায়ী অনুষ্ঠান না হয়ে প্রায়শীর এবং উদয়নীর ছাড়া অন্য দিনগুলিতে নবরাত্রের (৮/৭/১৬ সূ. দ্ব.) অনুষ্ঠান হয় এবং তার মধ্যে অভিজিৎ এবং বিশ্বজিৎের পরিবর্তে অর্থাৎ নবরাত্রের প্রথম ও শেষ দিনের স্থানে পৃষ্ঠ্যাবড়হের অনুষ্ঠান করতে হয়। দ্বিতীয় একবিশতিরাত্রের অনুষ্ঠানক্রম তাহলে— প্রায়শীর, পৃষ্ঠ্যাবড়হ, তিন বরসাম, বিবুবান্, বিপরীতক্রমে তিন বরসাম, বিপরীত পৃষ্ঠ্যাবড়হ এবং উদয়নীর। য. যে, এখানেও সাধারণ নিয়ম অনুসৃত হয় নি।

সংবৎসরসম্মিতা ইত্যাচকতে ॥ ৬ ॥ [৩]

অনু.— (এই দ্বিতীয় একবিংশতিরাত্রের দিনগুলিকে যাজ্ঞিকেরা) বলেন ‘সংবৎসরসম্মিত’।

ব্যাখ্যা— গবাময়নের মতো বিবুবান্ দিনটি মাঝে থাকায় এই রাত্রিসত্রটির নাম ‘সংবৎসরসম্মিত’ অর্থাৎ সংবৎসরতুল্য।

দ্বাবিংশতিরাত্রং চত্বারোপজনম্ অমাদ্যকামাঃ ॥ ৭ ॥ [৪]

অনু.— ভোজ্য-অন্ন-প্রার্থীরা চার রাত্রির বৃদ্ধিযুক্ত দ্বাবিংশতিরাত্র (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অষ্টাদশরাত্র যাগ ১১/১/২০ সূত্র অনুযায়ী চতুর্বিংশতিরাত্র পর্যন্ত ছ-টি যাগের প্রকৃতি। ১১/১/১৪ সূত্র অনুসারে সেই অষ্টাদশরাত্রে আরও চার দিন যোগ করে দ্বাবিংশতিরাত্রের অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানক্রম এখানে তাই— প্রায়ণীয়া, ত্রিকল্পক, অভিল্লববড়হ, দশরাত্র, মহরত, উদয়নীয়া।

ত্রয়োবিংশতিরাত্রং পঞ্চারোপজনং পশুকামাঃ ॥ ৮ ॥ [৫]

অনু.— পশুপ্রার্থীরা পাঁচ রাত্রির সংযোজনবিশিষ্ট ত্রয়োবিংশতিরাত্র (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অনুষ্ঠানক্রম— প্রায়ণীয়া, অভিল্লবের প্রথম পাঁচ দিন, অভিল্লববড়হ, দশরাত্র, উদয়নীয়া।

দ্বৌ চতুর্বিংশতিরাত্রৌ ॥ ৯ ॥ [৬]

অনু.— দু-টি চতুর্বিংশতিরাত্র (যাগ আছে)।

প্রজাতিকামাঃ পশুকামা বা প্রথমম্ ॥ ১০ ॥ [৬]

অনু.— প্রজননপ্রার্থীরা অথবা পশুপ্রার্থীরা প্রথম (যাগটি করবেন)।

ষড়হশ্ চাত্র পূর্যতে ॥ ১১ ॥ [৭]

অনু.— এখানে ষড়হ পূর্ণ হচ্ছে।

ব্যাখ্যা— অষ্টাদশরাত্রের অনুষ্ঠানসূচীতে সম্পূর্ণ একটি ষড়হ যোগ করলে তবে এই চতুর্বিংশতিরাত্রের সূচী পূর্ণ হয়। ফলে ১১/১/২০ সূত্র অনুযায়ী এই চতুর্বিংশতিরাত্র আবার ত্রিশদ্বারা পর্যন্ত ছ-টি যাগের প্রকৃতি হবে।

সতত্বস্যোপজনং বক্ষ্যামঃ ॥ ১২ ॥ [৭]

অনু.— (এখন) প্রকৃতিরূপী (ঐ চতুর্বিংশতিরাত্রের দিনসংখ্যার) সংযোজন বলব।

ব্যাখ্যা— প্রকৃতিরূপে পরিণত অথবা প্রকৃতিসমেত বর্তমান চতুর্বিংশতিরাত্রে দিনসংখ্যার সংযোজন ঘটিয়ে যে অন্য যাগগুলি হয়ে থাকে সেগুলির কথা সূত্রকার একটু পরেই ১৮-২৪ নং সূত্রে বলবেন।

স্বর্গে লোকে সতস্যস্তোত্রং স্য বিষ্টিগং রোক্যস্তো দ্বিতীয়ম্ ॥ ১৩ ॥ [৭]

অনু.— স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকবেন (অথবা) সূর্যমণ্ডলে আরোহণ করতে থাকবেন (এমন ব্যক্তিগণ) দ্বিতীয় (চতুর্বিংশতিরাত্র যাগটি করবেন)।

ব্যাখ্যা— বৃষ্টির মতে ‘সতস্যস্তো’ এবং ‘রোক্যস্তো’ পদ স্নেহপ্রত্যয়যুক্ত। অর্থ হবে তাই প্রতিষ্ঠিত হতে ইচ্ছা করছেন এবং আরোহণ করতে ইচ্ছা করছেন এমন ব্যক্তিগণ। এখানে দুটি পদে যে যকার দেখা যাচ্ছে সেই পাঠ তাই অভিপ্রেত নয়।

পৃষ্ঠ্যস্তোমস্ ত্রয়ত্বিংশোহনিরুক্তো বিশালঃ পৃষ্ঠ্যঃ ॥ ১৪ ॥ [৮]

অনু.— (এই যাগের অনুষ্ঠানক্রম হচ্ছে) পৃষ্ঠ্যস্তোম, ত্রয়ত্বিংশস্তোমযুক্ত অনিরুক্ত, বিশাল পৃষ্ঠ্য (ষড়্‌হ)।

ব্যাখ্যা— এই দ্বিতীয় চতুর্বিংশতিরাত্রি যথাক্রমে পৃষ্ঠ্যস্তোম (৮/৪/২৫ সূ. দ্র.), ত্রয়ত্বিংশস্তোম-বিশিষ্ট অনিরুক্ত নামে একাহ (৯/১০/১-৫ সূ. দ্র.) এবং বিশাল নামে পৃষ্ঠ্যষড়্‌হের (১৫ নং সূ. দ্র.) অনুষ্ঠান করা হয়। এখানে তের দিনের কথা বলা হল; অপর ন-টি দিনের কথা ১৬ নং সূত্রে বলা হবে। মোট তাহলে বাইশ দিন হচ্ছে। বাকী দু-টি দিন হল প্রারম্ভের প্রায়ণীয়া এবং সমাপ্তির উদয়নীয়া। বিশাল পৃষ্ঠ্য কি তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে।

স্তোমা একবিংশত্রিণবত্রয়ত্বিংশাঃ প্রতিলোমাঃ পূর্বস্বিংস্ ত্র্যহেহনুলোমা উত্তরস্বিন্ত্ স বিশালোহপি

বোস্ত র এব ত্র্যহঃ প্রতিলোমোহনুলোমশ্ চ ॥ ১৫ ॥ [৮]

অনু.— (যে ষড়্‌হ যাগে) প্রথম তিন দিনে বিপরীতক্রমে এবং পরবর্তী (তিন দিনে) যথাক্রমে একবিংশ, ত্রিণব এবং ত্রয়ত্বিংশ স্তোম (প্রয়োগ করা হয়) সেই (পৃষ্ঠ্যষড়্‌হ হচ্ছে) বিশাল। অথবা (এই ষড়্‌হে) শেষ তিন দিন (ই শুধু) বিপরীতক্রম-বিশিষ্ট এবং যথাক্রম-বিশিষ্ট (হবে)।

ব্যাখ্যা— যে পৃষ্ঠ্যষড়্‌হে প্রথম তিন দিন যথাক্রমে ত্রয়ত্বিংশ, ত্রিণব ও একবিংশ স্তোম এবং পরবর্তী তিন দিন যথাক্রমে একবিংশ, ত্রিণব ও ত্রয়ত্বিংশ স্তোম প্রয়োগ করা হয় তাকে বলে ‘বিশাল’ পৃষ্ঠ্যষড়্‌হ। এই ষড়্‌হে বিকল্পে পৃষ্ঠ্যের প্রথম তিন দিনের অনুষ্ঠান না করে শেষ তিন দিনেরই প্রথমে ত্রয়ত্বিংশ, ত্রিণব ও একবিংশ স্তোমে এবং পরে আবার একবিংশ, ত্রিণব ও ত্রয়ত্বিংশ স্তোমে প্রয়োগ করেও অনুষ্ঠান হতে পারে।

অনিরুক্তম্ অহর আবৃত্তঃ পৃষ্ঠ্যস্তোমঃ। ত্রিবৃদ্ অনিরুক্তঃ। জ্যোতির্ উভয়সামা ॥ ১৬ ॥ [৮-১০]

অনু.— (তার পর) অনিরুক্ত দিন, বিপরীত পৃষ্ঠ্যস্তোম, ত্রিবৃত্তস্তোমযুক্ত অনিরুক্ত, উভয়সাম-বিশিষ্ট জ্যোতিষ্টোম (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— আবৃত্ত = উষ্টা; ষষ্ঠ দিনের অনুষ্ঠান প্রথম দিনে, পঞ্চম দিনের অনুষ্ঠান দ্বিতীয় দিনে ইত্যাদি বিপরীত ক্রমে। দ্বিতীয় চতুর্বিংশতিরাত্রের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানসূচী তাহলে— প্রায়ণীয়া, পৃষ্ঠ্যস্তোম, ত্রয়ত্বিংশস্তোমযুক্ত অনিরুক্ত, বিশাল পৃষ্ঠ্যষড়্‌হ, ত্রয়ত্বিংশস্তোমযুক্ত অনিরুক্ত, বিপরীত পৃষ্ঠ্যস্তোম, ত্রিবৃত্ত-স্তোমযুক্ত অনিরুক্ত, উভয়সাম-বিশিষ্ট জ্যোতিষ্টোম অগ্নিষ্টোম এবং উদয়নীয়া অতিরাত্র। এই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এই যাগে পৃষ্ঠ্যস্তোমের দু-বার এবং অনিরুক্তের তিনবার অনুষ্ঠান হয়।

সংসদাম্-অয়নম্ ইত্যেতদ্ আচকতে ॥ ১৭ ॥ [১১]

অনু.— এই (রাত্রিযাগটিকে যাজ্ঞিকেরা) ‘সংসদ-অয়ন’ বলেন।

পঞ্চবিংশতিরাত্রম্ একরাত্রোপজনম্ অমাদ্যকামাঃ ॥ ১৮ ॥ [১১]

অনু.— ভোজ্য-অন্ন-প্রার্থীরা এক রাত্রির সংযোজনবিশিষ্ট পঞ্চবিংশতিরাত্র (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— চতুর্বিংশতিরাত্র + মহরাত্র = পঞ্চবিংশতিরাত্র। মহরাত্রের অনুষ্ঠান হবে যথারীতি উদয়নীয়ের ঠিক আগের দিন।

ষড়্‌বিংশতিরাত্রং দ্বিরাত্রোপজনং প্রতিষ্ঠাকামাঃ ॥ ১৯ ॥ [১১]

অনু.— প্রতিষ্ঠাকামীরা দুই রাত্রির সংযোজন-বিশিষ্ট ষড়্‌বিংশতিরাত্র (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— চতুর্বিংশতিরাত্র + গোষ্টোম এবং আনুষ্টোম = ষড়্‌বিংশতিরাত্র।

সপ্তবিংশতিরাত্রি ত্রিরাত্রোপজনম্ ঋদ্ধিকামাঃ ॥ ২০ ॥ [১১]

অনু.— সমৃদ্ধিকামীরা তিনরাত্রের সংযোজনবিশিষ্ট সপ্তবিংশতিরাত্রি (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— চতুর্বিংশতিরাত্রি + ত্রিকল্পক = সপ্তবিংশতিরাত্রি।

অষ্টাবিংশতিরাত্রি চতুরাত্রোপজনম্ ব্রহ্মবর্চসকামাঃ ॥ ২১ ॥ [১১]

অনু.— ব্রহ্মবর্চস-প্রার্থীরা চার রাত্রির সংযোজনবিশিষ্ট অষ্টাবিংশতিরাত্রি (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— চতুর্বিংশতিরাত্রি + ত্রিকল্পক এবং মহাব্রত = অষ্টাবিংশতিরাত্রি।

একাদ্বিংশদ্রাত্রি পঞ্চরাত্রোপজনম্ পরমাং বিজিতিং বিজিগীষমাণাঃ ॥ ২২ ॥ [১১]

অনু.— চূড়ান্ত বিজয়-প্রার্থনাকারী (ব্যক্তির) পাঁচ রাত্রের সংযোজনবিশিষ্ট ঊনদ্বিংশদ্রাত্রি (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— চতুর্বিংশতিরাত্রি + অভিন্নবের প্রথম পাঁচ দিন = একাদ্বিংশদ্রাত্রি।

ত্রিংশদ্রাত্রম্ অমাদ্যকামাঃ ॥ ২৩ ॥ [১১]

অনু.— ভোজ্য-অম-প্রার্থীরা ত্রিংশদ্রাত্রি (যাগ করবেন)।

ষড়হুং চাত্র পূর্বতে ॥ ২৪ ॥ [১১]

অনু.— এখানে (একটি) ষড়হু পূর্ণ হয়।

ব্যাখ্যা— চতুর্বিংশতিরাত্রি + অভিন্নবষড়হু = ত্রিংশদ্রাত্রি। অনুষ্ঠানক্রম— প্রায়শ্চিত্ত, তিন অভিন্নবষড়হু, দশরাত্রি, উদয়নীয়। ১১/১/২০ অনুযায়ী এই ত্রিংশদ্রাত্রি পরবর্তী দু-টি রাত্রিসত্বের প্রকৃতি।

সতত্বসোপজনম্ বক্ষ্যামাঃ ॥ ২৫ ॥ [১১]

অনু.— (এ-বার ঐ) প্রকৃতিযোগের সংযোজন বলব।

ব্যাখ্যা— ত্রিংশদ্রাত্রিকে প্রকৃতি ধরে তা-তে অন্য দিন সংযোজন করার কথা এ-বার বলা হবে।

একত্রিংশদ্রাত্রম্ একরাত্রোপজনম্ অমাদ্যকামাঃ ॥ ২৬ ॥

অনু.— ভোজ্য-অম-প্রার্থীরা একরাত্রির সংযোজনবিশিষ্ট একত্রিংশদ্রাত্রি (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ত্রিংশদ্রাত্রি + মহাব্রত = একত্রিংশদ্রাত্রি।

দ্বাত্রিংশদ্রাত্রি দ্বিরাত্রোপজনম্ প্রতিষ্ঠাকামাঃ ॥ ২৭ ॥ [১১]

অনু.— প্রতিষ্ঠাকামীরা দুই রাত্রির সংযোজনবিশিষ্ট দ্বাত্রিংশদ্রাত্রি (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ত্রিংশদ্রাত্রি + গোষ্ঠ্যম্ + আনুষ্ঠ্যম্ = দ্বাত্রিংশদ্রাত্রি।

চতুর্থ কথিকা (১১/৪)

[ত্রয়ত্রিংশদ্রাত্র থেকে একাদশতরাত্র পর্যন্ত বিভিন্ন রাত্রিসত্র]

ত্ৰীণি ত্রয়ত্রিংশদ্রাত্রাণি ॥ ১ ॥

অনু.— তিনটি ত্রয়ত্রিংশদ্রাত্র (যাগ আছে)।

প্রতিষ্ঠাকামানং প্রথমম্ ॥ ২ ॥ [১]

অনু.— প্রথম (যাগটি) প্রতিষ্ঠাকামীদের (পক্ষে কর্তব্য)।

ত্রয়াণাম্ অভিন্নবানাম্ উপরিষ্টাদ্ উপরিষ্টাদ্ অতিরাত্রঃ ॥ ৩ ॥ [১]

অনু.— (এই যাগে) তিনটি অভিন্নবের পরে পরে (একটি করে) অতিরাত্র (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— ত্রিংশদ্রাত্রের প্রায়শী, তিনটি অভিন্নববড়, দশরাত্র এবং উদয়নীর অনুষ্ঠান হয়। তার মধ্যে প্রত্যেকটি অভিন্নবের পরে একটি করে অতিরাত্র যোগ করলেই ত্রয়ত্রিংশদ্রাত্র হয়।

ব্রহ্মাবর্চসকামা দ্বিতীয়ম্ ॥ ৪ ॥ [২]

অনু.— দ্বিতীয় (ত্রয়ত্রিংশদ্রাত্রটি করবেন) ব্রহ্মতেজস্বীরা।

চতুর্থাং পঞ্চরাত্রাণাম্ আবৃত্ত উত্তম, উত্তমৌ চান্দ্রা সর্বস্তোমোত্তিরাত্রঃ ॥ ৫ ॥ [২]

অনু.— এই যাগে চারটি পঞ্চরাত্রের শেষটি বিপরীত (ক্রমে অনুষ্ঠিত হয়) এবং শেষ দুই (পঞ্চরাত্রের) মাঝে সর্বস্তোম অতিরাত্র (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— এই দ্বিতীয় ত্রয়ত্রিংশদ্রাত্র সত্রে ১১/১/১১ সূত্র অনুযায়ী বড়হের অনুষ্ঠান না হয়ে চারটি পঞ্চরাত্রের অনুষ্ঠান হয় এবং চতুর্থ পঞ্চরাত্রের অনুষ্ঠান হয় বিপরীত ক্রমে। শেষ দুই পঞ্চরাত্রের মাঝে আবার সর্বস্তোম অতিরাত্রের অনুষ্ঠান করা হয়। প্রায়শী, তিনটি পঞ্চরাত্র, সর্বস্তোম অতিরাত্র, বিপরীত পঞ্চরাত্র, দশরাত্র, উদয়নীর এই হল দ্বিতীয় ত্রয়ত্রিংশদ্রাত্রের অনুষ্ঠানক্রম। পঞ্চরাত্র হচ্ছে ১১/১/১৫ সূত্রে নির্দিষ্ট অভিন্নব পঞ্চাহ।

উত্তৌ লোকান্ আশ্র্যতাং তৃতীয়ম্ ॥ ৬ ॥ [৩]

অনু.— তৃতীয় (ত্রয়ত্রিংশদ্রাত্রটি) উত্তর লোক কামনা করছেন (এমন ব্যক্তিদের পক্ষে কর্তব্য)।

ষষ্ঠাং পঞ্চরাত্রাণাং মধ্যে বিশ্বজিত্ অতিরাত্রঃ ॥ ৭ ॥ [৩]

অনু.— (এই যাগে) ছ-টি পঞ্চরাত্রের মাঝে বিশ্বজিত্ অতিরাত্র (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— তৃতীয় ত্রয়ত্রিংশদ্রাত্রের সাধারণ নিয়মে অনুষ্ঠান না হয়ে ১১/১/১৫ সূত্রে নির্দিষ্ট অভিন্নব-পঞ্চরাত্রের হয় বার অনুষ্ঠান হয়। তিনটি পঞ্চরাত্রের পরে এক দিন বিশ্বজিতে অনুষ্ঠের সর্বস্তোম অতিরাত্রের অনুষ্ঠান করতে হয়। অনুষ্ঠানক্রম তাই— প্রায়শী, তিনটি পঞ্চরাত্র, বিশ্বজিত্ অতিরাত্র, বিপরীত তিনটি পঞ্চরাত্র (পরবর্তী সূ. দ্ব.) এবং উদয়নীর। পরবর্তী সূ. দ্ব.।

আবৃত্তাস্ তুত্রে ত্রয়ঃ ॥ ৮ ॥ [৪]

অনু.— পরবর্তী তিনটি (পঞ্চরাত্র) কিন্তু বিপরীতক্রমে (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— অতিরাত্রের পরে যে তিনটি পঞ্চরাত্রের অনুষ্ঠান হয় সেগুলির প্রত্যেকটি অনুষ্ঠিত হয় বিপরীত ক্রমে।

চতুস্ক্রিংশদ্রাত্রঃ চতুরাত্রোপজনম্ অন্নাদ্যকামাঃ ॥ ৯ ॥ [৫]

অনু.— ভোজ্য-অন্ন-প্রার্থীরা চাররাত্রির সংযোজনবিশিষ্ট চতুস্ক্রিংশদ্রাত্র (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ত্রিংশদ্রাত্র + ত্রিকল্পক + মহাব্রত। মহাব্রতের অনুষ্ঠান হয় উদয়নীরের আগের দিনেই।

পতকামানাম্ উত্তরাপি চত্বারি ॥ ১০ ॥ [৬]

অনু.— পশুপ্রার্থীদের পরবর্তী চারটি (রাত্রিসত্ত্ব করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— পঞ্চত্রিংশদ্রাত্র, ষট্‌ত্রিংশদ্রাত্র, সপ্তত্রিংশদ্রাত্র, অষ্টত্রিংশদ্রাত্র এই চারটি রাত্রিসত্ত্ব পশুপ্রার্থীদের করতে হয়।

পঞ্চত্রিংশদ্রাত্রঃ পঞ্চরাত্রোপজনঃ ॥ ১১ ॥ [৬]

অনু.— পঞ্চত্রিংশদ্রাত্র পাঁচ রাত্রির সংযোজনবিশিষ্ট।

ব্যাখ্যা— ত্রিংশদ্রাত্র + পঞ্চরাত্র। অনুষ্ঠানক্রম— প্রায়শ্চিত্ত, অভিষেকের প্রথম পাঁচ দিন, তিন অভিষেকবড়হ, দশরাত্র, উদয়নীর।

ষট্‌ত্রিংশদ্রাত্রো বড়হ উপজারতে ॥ ১২ ॥ [৭]

অনু.— ষট্‌ত্রিংশদ্রাত্রো বড়হ সংযোজিত হয়।

ব্যাখ্যা— ষট্‌ত্রিংশদ্রাত্র = ত্রিংশদ্রাত্র + অভিষেকবড়হ।

সত্ত্বস্যোপজনং বক্ষ্যামঃ ॥ ১৩ ॥ [৭]

অনু.— (এ-বার) এই প্রকৃতিযোগের সংযোজন বলব।

সপ্তত্রিংশদ্রাত্র একরাত্রোপজনঃ ॥ ১৪ ॥ [৭]

অনু.— সপ্তত্রিংশদ্রাত্র (যাগ) এক রাত্রির সংযোজনবিশিষ্ট।

ব্যাখ্যা— সপ্তত্রিংশদ্রাত্র = ষট্‌ত্রিংশদ্রাত্র + মহাব্রত। মহাব্রতের অনুষ্ঠান হবে বৎসরীতি উদয়নীরের আগে।

অষ্টত্রিংশদ্রাত্রো দ্বিরাত্রোপজনঃ ॥ ১৫ ॥ [৮]

অনু.— অষ্টত্রিংশদ্রাত্র দু-রাত্রির সংযোজনবিশিষ্ট।

ব্যাখ্যা— অষ্টত্রিংশদ্রাত্র = ষট্‌ত্রিংশদ্রাত্র + গোষ্টোম + আরুষ্টোম।

একাদশচারিংশদ্রাত্রঃ দ্বিরাত্রোপজনম্ অন্নস্তাং ত্রিরম্ ইচ্ছন্তঃ ॥ ১৬ ॥ [৮]

অনু.— অন্নস্ত সম্পাদ্য কামনা করছেন (এমন ব্যক্তিগণ) তিন রাত্রির সংযোজনবিশিষ্ট ঊনচচারিংশদ্রাত্র (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— একাদশচারিংশদ্রাত্র = ষট্‌ত্রিংশদ্রাত্র + ত্রিকল্পক।

চত্বারিংশদ্রাত্র চতুরারোপজনং পরমারাং বিরাজি প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১৭ ॥ [৮]

অনু.— পরম বিরাজে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠারত (ব্যক্তিগণ) চার রাত্রির সংযোজনবিশিষ্ট চত্বারিংশদ্রাত্র (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— চত্বারিংশদ্রাত্র = ষট্‌ত্রিংশদ্রাত্র + ত্রিকল্পক + মহাব্রত।

একচত্বারিংশদ্রাত্রপ্রভৃতীন্যুত্তরাণি ন্যাক্ষত্রোচত্বারিংশদ্রাত্রাত্ ॥ ১৮ ॥ [৮]

অনু.— একাচত্বারিংশদ্রাত্র থেকে শুরু করে অষ্টাচত্বারিংশদ্রাত্র পর্যন্ত পরবর্তী (রাত্রিসত্রগুলি) সাধারণ নিয়মের দ্বারা (গঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— ষট্‌ত্রিংশদ্রাত্রকে এবং ষাচত্বারিংশদ্রাত্রকে প্রকৃতিযাগ ধরে তাতে ১১/১/৯-১৮ সূত্র অনুযায়ী প্রয়োজনমত দিনসংখ্যা যোগ করে একচত্বারিংশদ্রাত্র থেকে অষ্টাচত্বারিংশদ্রাত্র পর্যন্ত রাত্রিসত্রগুলির অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

পঞ্চাশদ্রাত্রপ্রভৃতিনি চাষষ্টিরাত্রাত্ ॥ ১৯ ॥ [৮]

অনু.— এবং পঞ্চাশদ্রাত্র থেকে শুরু করে ষষ্টিরাত্র পর্যন্ত (পরবর্তী রাত্রিসত্রগুলিও সাধারণ নিয়মেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে)।

ব্যাখ্যা— অষ্টাচত্বারিংশদ্রাত্র এবং চতুঃপঞ্চাশদ্রাত্রকে প্রকৃতি ধরে এই যাগগুলি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

দ্বিষষ্টিরাত্রপ্রভৃতিনি চৈকোনশতরাত্রাত্ ॥ ২০ ॥ [৮]

অনু.— এবং দ্বিষষ্টি রাত্র থেকে শুরু করে একোনশতরাত্র পর্যন্ত (রাত্রিসত্রগুলিও এই সাধারণ নিয়মেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে)।

ব্যাখ্যা— একোনশতরাত্র = নিরানবুইদিনব্যাপী যাগ। ষষ্টিরাত্র, ষট্‌ষষ্টিরাত্র, দ্বিসপ্ততিরাত্র, অষ্টাসপ্ততিরাত্র, চতুঃশতীরাত্র, নবতিরাত্র এবং ষল্পবতিরাত্রকে প্রকৃতি ধরে এই যাগগুলির অনুষ্ঠান হয়। দিনসংখ্যা সংযোজন করা হয় ১১/১/৯-১৭ অনুযায়ী। একাশপঞ্চাশদ্রাত্র, একষষ্টিরাত্র এবং শতরাত্রের কথা সূত্রকার আপাততঃ হুগিত রেখেছেন। এগুলির কথা বলা হবে পরবর্তী দু-টি (৫, ৬) খণ্ডে।

তত্রৈকরাত্রচতুরারোপজনানি ব্রতবন্তি ॥ ২১ ॥ [৯]

অনু.— ঐ স্থলে একরাত্রের এবং চাররাত্রের সংযোজনবিশিষ্ট (যাগগুলি) মহাব্রতযুক্ত (হবে)।

ব্যাখ্যা— ১৮-২০ নং সূত্রে বিহিত ব্রহ্মচত্বারিংশদ্রাত্র, ষট্‌চত্বারিংশদ্রাত্র, দ্বিপঞ্চাশদ্রাত্র, পঞ্চপঞ্চাশদ্রাত্র, অষ্টাপঞ্চাশদ্রাত্র, চতুঃষষ্টিরাত্র প্রভৃতি যে-সব রাত্রিসত্রে প্রকৃতিযাগের অপেক্ষার অভিরিক্ত একটি অথবা চারটি দিন যোগ করতে হয় সে-সব স্থলে দিনসংখ্যা-পূরণের জন্য মহাব্রতেরও অনুষ্ঠান হয়। ১১/১/৯ এবং ১৪ নং সূত্র অনুসারে এ-সব স্থলে মহাব্রতেরই অনুষ্ঠান হওয়া উচিত, তবুও অন্যান্য গ্রন্থে অন্যপ্রকার উল্লেখ থাকলেও মহাব্রতেরই অনুষ্ঠান যাতে হতে পারে সেই জন্যই এই সূত্রের অবতারণা।

পঞ্চম কণ্ডিকা (১১/৫)

[উনপঞ্চাশদ্রাত্র]

সপ্তেকাশপঞ্চাশদ্রাত্রাণি ॥ ১ ॥

অনু.— সাতটি উনপঞ্চাশদ্রাত্র (যাগ আছে)।

বি পাণ্ডনা বর্ষসান্ত্যঃ প্রথমম্ ॥ ২ ॥ [১]

অনু.— পাপ থেকে নিবৃত্ত হতে থাকবেন (এমন ব্যক্তিগণ) প্রথম (উনপঞ্চাশদ্রাত্রি করবেন)।

ব্যাখ্যা— সূত্রে ‘বি’ হচ্ছে উপসর্গ। যারা পাপকর্ম থেকে নিবৃত্ত হতে ইচ্ছুক তাঁদের এই যাগটি করতে হয়।

অতিরাত্রস্ ত্রীণি ত্রিবৃত্ত্যাহান্যতিরাত্রো দশ পঞ্চদশান্যতিরাত্রো দ্বাদশ সপ্তদশান্যতিরাত্রঃ

পৃষ্ঠোহতিরাত্রো দ্বাদশৈকবিংশান্যতিরাত্রঃ ॥ ৩ ॥ [২]

অনু.— (এই যাগের অনুষ্ঠানক্রম হল) অতিরাত্র, তিনটি ত্রিবৃত্ত্যাহান্যযুক্ত দিন, অতিরাত্র, দশটি পঞ্চদশস্তোমযুক্ত (দিন), অতিরাত্র, বারোটি সপ্তদশস্তোমযুক্ত (দিন), অতিরাত্র, পৃষ্ঠ্য (যড়হ), অতিরাত্র, বারোটি একবিংশস্তোমযুক্ত (দিন), অতিরাত্র।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূ. দ্র.। ছটি অতিরাত্রের অনুষ্ঠান হবে প্রকৃতিযাগ অনুযায়ী।

ত্রিবৃত্ত্যঃ প্রথমোহগ্নিষ্টোমঃ বোডন্ত্যস্তমঃ পঞ্চদশানাম্ উকথ্য ইত্যে ॥ ৪ ॥ [৩]

অনু.— ত্রিবৃত্ত্যাহান্যযুক্ত (দিনগুলির) প্রথমটি অগ্নিষ্টোম, পঞ্চদশস্তোমযুক্ত (দিনগুলির) শেষটি বোড়শী, অন্য (দিনগুলি হবে) উকথ্য।

ব্যাখ্যা— উনপঞ্চাশটি সূত্যান্বিতের মধ্যে পূর্ববর্তী সূত্র অনুযায়ী ছ-দিন অতিরাত্র এবং আলোচ্য সূত্র অনুসারে একদিন অগ্নিষ্টোম, একদিন বোড়শী এবং বাকী একচল্লিশ দিন উকথ্যের অনুষ্ঠান হয়। দশটি পঞ্চদশস্তোমযুক্ত দিনের মধ্যে দশম দিনে হয় বোড়শী।

বিধৃত্য ইত্যচকতে ॥ ৫ ॥ [৩]

অনু.— এই (রাত্রিগুলিকে বৈদিকগণ) ‘বিধৃতি’ বলেন।

যমাত্রিাত্রঃ যমাং দ্বিগুণাম্ ইব শ্রিয়ম্ ইচ্ছন্তঃ ॥ ৬ ॥ [৪]

অনু.— দ্বিগুণের মতো যুগ্ম সম্পদ ইচ্ছা করছেন (এমন ব্যক্তিগণ) ‘যমাত্রিাত্র’ (নামে উনপঞ্চাশদ্রাত্রি যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— দ্বিগুণের দ্বিগুণ সম্পদ প্রার্থনা করলে এই যাগ করতে হয়।

দ্বাব্ অভিন্নবৌ গোআয়ুবী অতিরাত্রৌ দ্বাব্ অভিন্নবাব্ অভিজিতবিশ্বজিতাব্ অতিরাত্রাব্ একোহভিন্নবঃ

সর্বস্তোমনবসপ্তদশাব্ অতিরাত্রৌ মহাব্রতম্ ॥ ৭ ॥ [৫]

অনু.— (এই যাগের অনুষ্ঠানক্রম হচ্ছে) দু-টি অভিন্নব, গোষ্টোম এবং আয়ুষ্টোম (নামে) দুই অতিরাত্র, দু-টি অভিন্নব, অভিজিত এবং বিশ্বজিত (নামে) দু-টি অতিরাত্র, একটি অভিন্নব, সর্বস্তোম এবং নবসপ্তদশ (স্তোম-বিশিষ্ট) দু-টি অতিরাত্র, মহাব্রত।

ব্যাখ্যা— মোট সঁইত্রিশ দিনের কথা এখানে বলা হল। বাকী বারো দিনের মধ্যে আছে প্রায়ণীয়া, দশরাত্র এবং উদয়নীয়া। সূত্রে উল্লিখিত মহাব্রতের অনুষ্ঠান হবে ১১/১/৯ সূত্র অনুসারে দশরাত্রের ঐক্য পরে এবং সূত্রের অন্যান্য ছত্রিগুটি দিনের অনুষ্ঠান হবে প্রায়ণীয়ার পরে সূত্রনির্দিষ্ট ক্রমেই।

দ্বানাং শ্রেষ্ঠ্যাকামাস্ তৃতীয়ম্ ॥ ৮ ॥ [৬]

অনু.— জ্ঞাতিজনের শ্রেষ্ঠত্বপ্রার্থী (ব্যক্তিগণ) তৃতীয় (উনপঞ্চাশদ্রাত্র যাগটি করবেন)।

চতুর্থাং পৃষ্ঠ্যাহাম্ একৈকং নবকৃত্বঃ ॥ ৯ ॥ [৬]

অনু.— এই যাগে পৃষ্ঠ্যবড়হের (প্রথম) চার দিনের এক একটি দিনকে পৃথক্ পৃথক্ ন-বার করে (অনুষ্ঠান করবেন)।

ব্যাখ্যা— একটি দিনের ন-বার আবৃত্তি শেষ হলে তবে অন্য দিনটির ন-বার আবৃত্তি হবে। পরবর্তী দু-টি সূ. দ্র.।

নববর্গাণাং প্রথমবর্ষসপ্তমোত্তমান্যহান্যগ্নিস্টোমা উক্থ্যা ইতরে ॥ ১০ ॥ [৭]

অনু.— (নটি) ন-টি দ্বারা গঠিত বর্গগুলির (প্রত্যেক বর্গে) প্রথম, বর্ষ, সপ্তম এবং শেষ দিনগুলি অগ্নিস্টোম (এবং) অন্যগুলি উক্থ্যা (হবে)।

ব্যাখ্যা— ৯ নং সূত্রে পৃষ্ঠ্যবড়হের প্রথম চারটি দিনের প্রত্যেকটিকে ন-বার করে আবৃত্তি করার কথা বলা হয়েছে। পৃষ্ঠ্যের যে দিনটির যখন ন-দিন ধরে পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পুনরনুষ্ঠান হয়, তখন সেই দিনের প্রথম, বর্ষ, সপ্তম এবং নবম আবৃত্তির দিনে অগ্নিস্টোমের এবং বাকী পাঁচ দিনে উক্থ্যের অনুষ্ঠান করতে হয়। এইভাবে (৯ × ৪ =) ছত্রিশ দিন ধরে চলে পৃষ্ঠ্যের প্রথম চার দিনের অনুষ্ঠান। অন্য দিনগুলি সম্পর্কে পরবর্তী সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.।

মহাব্রতম্ ॥ ১১ ॥ [৮]

অনু.— (একদিন হয়) মহাব্রত।

ব্যাখ্যা— তৃতীয় উনপঞ্চাশদ্রাত্রের অনুষ্ঠানসূচী দাঁড়াচ্ছে তাহলে— প্রায়ণীয়, পৃষ্ঠ্যের চারদিনের প্রত্যেকটির ন-বার করে আবৃত্তি, দশরাত্র, মহাব্রত, উদয়নীয়।

সবিত্বঃ ককুভ ইত্যাচকতে ॥ ১২ ॥ [৯]

অনু.— (এই রাত্রিযাগগুলিকে যান্ত্রিকরা) 'সবিতার ককুপ্' বলেন।

ষষ্ঠ কণ্ডিকা (১১/৬)

[উনপঞ্চাশদ্রাত্র, একষষ্টিরাত্র, শতরাত্র]

ত্রয়াণাম্ উত্তরেবাং ন্যারক্ৰপ্তা অভিন্নবঃ ॥ ১ ॥

অনু.— পরবর্তী তিনটি (উনপঞ্চাশদ্রাত্রের) অভিন্নবগুলি সাধারণ নিয়মে সন্নিবিষ্ট (হবে)।

ব্যাখ্যা— সাতটি উনপঞ্চাশদ্রাত্র যাগের মধ্যে তিনটির কথা আগের খণ্ডে বলা হয়েছে। অন্য তিনটি উনপঞ্চাশদ্রাত্র ১১/১/১৯, ২০ সূত্র অনুযায়ী মূল ছকের সঙ্গে অর্থাৎ প্রায়ণীয়, দশরাত্র এবং উদয়নীয়ের সঙ্গে সাধারণ নিয়ম অনুসারেই ছ-টি অভিন্নববড়হ যোগ করা হয়। এইভাবে মোট আটচত্রিশ দিন হয়। অন্য একটি দিনের কথা পরবর্তী সূত্রে এবং ৭ নং ও ৯ নং সূত্রে বলা হয়েছে।

প্রথমস্য তুর্বাং চতুর্থাৎ সর্বস্তোমোহতিরাত্রঃ ॥ ২ ॥

অনু.— প্রথম (উনপঞ্চাশদ্রাত্রের) চতুর্থ (অভিন্নবের) পরে কিন্তু সর্বস্তোম অতিরাত্র (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— ১ নং সূত্রে উল্লিখিত পরবর্তী তিনটি ঊনপঞ্চাশদ্রাত্রের প্রথমটিতে অর্থাৎ সাতটির মধ্যে চতুর্থ ঊনপঞ্চাশদ্রাত্রের ক্ষেত্রে এই নিয়ম। চতুর্থ অভিপ্রবষড়হের পরে পঞ্চম অভিপ্রবের আগে এই দিনটি যোগ করা হয়। তাহলে এখানে অনুষ্ঠানের ক্রম হচ্ছে— প্রায়ণীয় অতিরাত্র, চারটি অভিপ্রবষড়হ, সর্বস্তোম অতিরাত্র, দু-টি অভিপ্রব ষড়হ, দশরাত্র, উদয়নীয় অতিরাত্র।

উপসদস্যু গার্হপত্যে গুণ্ডলুসুগন্ধিতেজনৈপিতৃদারুভিঃ পৃথক্‌সপাঁয়ি বিপচ্যানুসবনং সম্বেষু
নারাশংসেছাঞ্জীরম্ অভ্যঞ্জীরংশ্ চ ॥ ৩ ॥

অনু.— উপসদগুলিতে (যে-কোন দিনে) গার্হপত্যে গুণ্ডলু, সুগন্ধিতৃণ এবং পীতদারু দিয়ে পৃথক্ (পৃথক্) ঘৃত পাক করে (সূত্যাদিনে) শ্রোতক সবনে নারাশংস (চমসগুলি বেদিতে) রাখা হলে (সকলে ঘৃতপক ঐ গন্ধদ্রব্য নিজেদের চোখে) লাগাবেন এবং (গায়ে) মাখবেন।

ব্যাখ্যা— পীতদারু = খয়ের গাছ, দেবদারু। চতুর্থ ঊনপঞ্চাশদ্রাত্রে প্রাতঃ সবনে গুণ্ডলু, মাধ্যম্নিনে সুগন্ধিতৃণ এবং তৃতীয় সবনে পীতদারু-মিশ্রিত ঘি চোখে ও গায়ে লাগাতে হয়। এগুলি পৃথক্ পৃথক্ পাক করতে হয় যে-কোন উপসদ্বৈষ্টি দিনে।

যে বর্চসা ন ভায়ুর্ যে বাঙ্গানং নৈব জানীরংস ত এতা উপেষুঃ ॥ ৪ ॥

অনু.— যাঁরা (সেহের) দীপ্তিতে দীপ্তমান হয়ে ওঠেন না অথবা যাঁরা নিজেকে (কোন বংশের সন্তান বংশের সেই পূর্বপরিচয়) জানেন না তাঁরা এই (চতুর্থ ঊনপঞ্চাশদ্রাত্রের রাত্রিগুলি) অনুষ্ঠান করবেন।

ব্যাখ্যা— জানীরংস = জানীরন্ + তে। শরীরের লাবণ্য ও ঔজ্জ্বল্য না থাকলে এবং নিজের বংশগরিমা সম্পর্কে অবহিত না হলে এই যাগটি করতে হয়।

আঞ্জনাভ্যঞ্জনীয়া ইত্যচকতে ॥ ৫ ॥

অনু.— (এই চতুর্থ ঊনপঞ্চাশদ্রাত্র যাগের রাত্রিগুলিকে যাজিকগণ) 'আঞ্জনা-অভ্যঞ্জনীয়া' বলেন।

এতা এব প্রতিষ্ঠাকামানাম্ আঞ্জনাভ্যঞ্জনবর্জম্ ॥ ৬ ॥

অনু.— প্রতিষ্ঠাকামীদের (ক্ষেত্রে পঞ্চম ঊনপঞ্চাশদ্রাত্রে) চোখে ও দেহে (ঘৃত-) লেপন বাদ দিয়ে (চতুর্থ ঊনপঞ্চাশদ্রাত্রের) এই (সূত্যাদিনগুলিরই অনুষ্ঠান করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— পঞ্চম ঊনপঞ্চাশদ্রাত্রে চতুর্থ ঊনপঞ্চাশদ্রাত্রের মতোই অনুষ্ঠান হয়, তবে চোখে ও দেহে ঘৃত লেপন করতে হয় না।

এতাসাম্ এব সর্বস্তোমস্থানে মহাব্রতম্ ॥ ৭ ॥

অনু.— (এই পঞ্চম যাগে) এই (চতুর্থ ঊনপঞ্চাশদ্রাত্রের রাত্রিগুলির)-ই সর্বস্তোমের স্থানে মহাব্রত (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— এই পঞ্চম ঊনপঞ্চাশদ্রাত্রের অনুষ্ঠান চতুর্থ ঊনপঞ্চাশদ্রাত্রের মতোই, তবে ২ নং সূত্রে উল্লিখিত সর্বস্তোম অতিরাত্র এখানে বাদ দিয়ে সেই দিন মহাব্রতের অনুষ্ঠান করতে হয়।

ঐক্ষম্ অত্যান্যঃ প্রজা বুদ্ধমতঃ ॥ ৮ ॥

অনু.— অন্য প্রজাদের অতিক্রমণকারীরা ঐক্ষম (যাগ করবেন)।

এতাসাম্ এব সর্বস্তোমম্ উদ্ভূত্য যথাস্থানং মহাব্রতম্ ॥ ৯ ॥

অনু.— (যষ্ঠ উনপঞ্চাশদ্রাত্রে) এই (চতুর্থ উনপঞ্চাশদ্রাত্রে রাত্রিগুলির)–ই সর্বস্তোম বাদ দিয়ে যথাস্থানে মহাব্রত (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— যষ্ঠ উনপঞ্চাশদ্রাত্রে অনুষ্ঠান চতুর্থ উনপঞ্চাশদ্রাত্রে মতোই, তবে এখানে সর্বস্তোম অতিরাত্র বাদ দিয়ে তার পরিবর্তে দশরাত্রে পরে মহাব্রতের অনুষ্ঠান করতে হয়। ৭ নং সূত্রের ক্ষেত্রে কিন্তু মহাব্রতের অনুষ্ঠান হয়েছিল চতুর্থ অভিপ্রবের পরে।

সংবৎসরকামান্ আপ্যান্ত উত্তমম্ ॥ ১০ ॥

অনু.— যাঁরা সংবৎসর-সত্রে কাম্যফল লাভ করতে চাইবেন তাঁরাই শেষ (উনপঞ্চাশদ্রাত্র যাগটি করবেন)।

ব্যাখ্যা— এ-টি সপ্তম উনপঞ্চাশদ্রাত্র যাগ। যাঁরা বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠেয় গবাময়ন যাগের ফল পেতে ইচ্ছুক তাঁদের এই যাগটি করতে হয়।

অতিরাত্রশ্ চতুর্বিংশং ত্রয়োহভিপ্রবা নবরাত্রোহভিপ্রবো গোআন্নুযী দশরাত্রো ব্রতম্ অতিরাত্রঃ ॥ ১১ ॥

অনু.— (এই সপ্তম উনপঞ্চাশদ্রাত্র যাগের অনুষ্ঠানক্রম হচ্ছে) অতিরাত্র, চতুর্বিংশ, তিনটি অভিপ্রবষড়হ, নবরাত্র, অভিপ্রবষড়হ, গোষ্টোম, আয়ুষ্টোম, দশরাত্র, মহাব্রত, অতিরাত্র।

সর্বং প্রত্যক্ষোক্তম্ ॥ ১২ ॥ [১১]

অনু.— সব (-কিছু এখানে) সরাসরি বলা হল।

ব্যাখ্যা— এখানে সব-কটি সূত্রাদিনেরই সুস্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে বলে অতিরিক্ত কোন দিনসংখ্যা সংযোজনের প্রয়োজন নেই।

সংবৎসরসম্মিতা ইত্যাচকতে ॥ ১৩ ॥ [১২]

অনু.— এই (সপ্তম উনপঞ্চাশদ্রাত্রের রাত্রিগুলিকে যাজ্ঞিক করা) সংবৎসরসম্মিত বলেন।

ব্যাখ্যা— গবাময়নের মতো মাঝে 'বিবুবান্' (৮/৬/১; ৮/৭/১৬; ১১/৭/৭ সূ. দ্র.) দিনটি থাকায় যাগটির এই নাম। প্রসঙ্গত ১১/৩/৬ সূত্রটিও দ্র।

একষষ্টিরাত্রং প্রতিষ্ঠাকামাঃ ॥ ১৪ ॥ [১৩]

অনু.— প্রতিষ্ঠাকামীরা একষষ্টিরাত্র (যাগ করবেন)।

এতাসাম্ এব পৃষ্ঠ্যাব্ অভিহিতো নবরাত্রম্ ॥ ১৫ ॥ [১৩]

অনু.— (এই যাগে) এই (সপ্তম উনপঞ্চাশদ্রাত্রের রাত্রিগুলির)–ই (অন্তর্গত) নবরাত্রের দুই পাশে দু-টি পৃষ্ঠ্যবড়হ (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— একষষ্টিরাত্রের অনুষ্ঠান সপ্তম উনপঞ্চাশদ্রাত্রেরই মতো, তবে ১১ নং সূত্রে উল্লিখিত নবরাত্রের আগে এবং পরে এখানে একটি করে পৃষ্ঠ্যবড়হের অনুষ্ঠান হয়।

তয়োন্ আবৃত্ত উত্তরঃ ॥ ১৬ ॥ [১৪]

অনু.— ঐ দুই (পৃষ্ঠ্যবড়হের) পরেরটি (হবে) বিপরীত।

ব্যাখ্যা— আগের সূত্রে নবরাত্রের আগে এবং পরে একটি করে পৃষ্ঠ্যবড়হের অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে যেটি নবরাত্রের পরে অনুষ্ঠিত হয় সেই পৃষ্ঠ্যবড়হে ষষ্ঠ দিনের অনুষ্ঠান প্রথম দিনে, পঞ্চম দিনের অনুষ্ঠান দ্বিতীয় দিনে এইভাবে বিপরীতক্রমে অনুষ্ঠান হবে।

শতরাত্রম্ আয়ুব্‌কামাঃ ॥ ১৭ ॥ [১৫]

অনু.— আয়ুপ্রার্থীরা শতরাত্র (যাগ করবেন)।

চতুর্দশাভিপ্রবাহ্ চতুরহোপজনাঃ ॥ ১৮ ॥ [১৫]

অনু.— (শতরাত্র) চারদিনের সংযোজনবিশিষ্ট চৌদ্দটি অভিপ্রববড়হ (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— শতরাত্রের অনুষ্ঠানসূচী হল— প্রায়ণীম, ত্রিকল্পক, চৌদ্দটি অভিপ্রব, দশরাত্র, মহাব্রত, উদয়নীম।

ইতি রাক্ষিসত্রাণি ॥ ১৯ ॥ [১৬]

অনু.— এই (হল) রাক্ষিসত্র।

ব্যাখ্যা— ১১/২-৬ ষণ্ড পর্বন্ত যা যা বলা হল সেগুলি সবই 'রাক্ষিসত্র'। এ-ছাড়া এখানে বর্ণিত হয় নি এমন অনেক রাক্ষিসত্রও আছে।

সপ্তম কৃত্তিকা (১১/৭)

[গবাম্-অয়ন— পূর্বপক্ষ, বিবুব, উত্তরপক্ষ, গঠনযোগ্য সপ্তম মাস]

অথ গবাম্‌অয়নং সর্বকামাঃ ॥ ১ ॥

অনু.— এ-বার নিখিল (বস্ত্র) কামনাকারীরা গবাময়ন (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— 'অথ' বলার উদ্দেশ্য হল এখন প্রকরণ দিও। রাক্ষিসত্রের পরে এ-বার অন্য বিষয়ের অর্থাৎ অয়নসত্রের আলোচনা করা হচ্ছে। সংবৎসরব্যাপী সকল সোমযাগের প্রকৃতি এই 'গবাময়ন' যাগ।

প্রায়ণীমচতুর্বিংশে উপেত্য চতুর্-অভিপ্রবান্ পৃষ্ঠ্যপঞ্চমাস্ন পঞ্চ মাসান্ উপবত্তি ॥ ২ ॥

অনু.— (এই যাগে) প্রায়ণীম এবং চতুর্বিংশ অনুষ্ঠান (শেষ) করে চার অভিপ্রব-বিশিষ্ট (এবং) পৃষ্ঠ্য (বড়হ) পঞ্চম (ষড়হ) এমন পাঁচটি মাসের অনুষ্ঠান করবেন।

ব্যাখ্যা— গবাময়নে প্রথম দিন প্রায়ণীম এবং দ্বিতীয় দিন চতুর্বিংশের অনুষ্ঠান করে পাঁচ মাস ধরে প্রতিমাসে যথাক্রমে চারটি অভিপ্রববড়হের এবং একটি পৃষ্ঠ্যবড়হের অনুষ্ঠান করতে হয়। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, মাস-গণনার সময়ে 'আধ্যাত্ম্যং' (৫ নং সূ. দ্র.) সূত্র অনুসারে এই প্রায়ণীম ও চতুর্বিংশকে ষষ্ঠ মাসের মধ্যে ধরা হলেও অনুষ্ঠান হয় কিন্তু আসলে সত্রের প্রথম দু-টি দিনে। এই দুটি দিন কার্যত প্রথম মাসেরই অবয়ব বা অংশ। এই প্রায়ণীম ও চতুর্বিংশ বস্তুত ষষ্ঠ মাসের অংশ নয় বলে 'দৃতিবাতবত্' অয়নসত্রে ঐ দুই দিনের অনুষ্ঠানে ত্রয়ত্রিংশ স্তোম নয়, ত্রিবত্ স্তোমই প্রয়োগ করতে হবে (১২/৩/৩ সূ. দ্র.)।

অথ ষষ্ঠং সম্ভরতি ॥ ৩ ॥

অনু.— এর পর ষষ্ঠ মাসটিকে ঋত্বিকেরা সংগ্রথন করেন।

ব্যাখ্যা—সংভরন্তি = নানা স্থান থেকে সংগ্রহ করে সংগ্রখন বা সংগঠিত করবেন। ক্রিভাবে সংগ্রখন করতে হবে তা পরবর্তী দু-টি সূত্রে বলা হচ্ছে।

ত্রীন্ অভিন্নবান্ পৃষ্ঠ্যম্ অভিজিতং স্বরসাম ইতি ॥ ৪ ॥

অনু.—(যষ্ঠ মাসে) তিনটি অভিন্নব, একটি পৃষ্ঠ্য, একটি অভিজিত (এবং তিনটি) স্বরসাম (অনুষ্ঠান করবেন)।

ব্যাখ্যা—যষ্ঠ মাসের মোট আঠাশটি দিনের কথা এই সূত্রে বলা হল।

আদ্যাভ্যায় পূর্বতেহহোভ্যাম্ ॥ ৫ ॥

অনু.—প্রথম দু-টি দিন দ্বারা (যষ্ঠ মাস) পূরণ করা হয়।

ব্যাখ্যা—২ নং সূত্রে উল্লিখিত প্রায়ণীয ও চতুর্বিংশ নামে দু-টি দিন দিয়ে এই যষ্ঠ মাসটির দিনসংখ্যা পূরণ করা হয়। হিসাব ও কর্ণনার সুবিধার জন্য এই দু-টি দিন যষ্ঠ মাসের অন্তর্গত হলেও প্রকৃত অনুষ্ঠান হয় কিন্তু গবাময়নের শুরুতেই।

ইতি নু পূর্বং পক্ষঃ ॥ ৬ ॥

অনু.—এই সেই পূর্বপক্ষ।

ব্যাখ্যা—পক্ষঃ = ক্লীবলিঙ্গ পক্ষস্। গবাময়ন যাগের পূর্বপক্ষ অর্থাৎ এক পাশ হল এই দু-টি মাস।

অথ বিষুবান্ একবিংশঃ ॥ ৭ ॥

অনু.—এর পর একবিংশস্তোমযুক্ত বিষুবান্ (দিন)।

ন পূর্বস্য পক্ষসো নোত্তরস্য ॥ ৮ ॥

অনু.—(এই বিষুবান্) না পূর্বপক্ষের, না উত্তর (পক্ষের অন্তর্গত)।

ব্যাখ্যা—বিষুবান্ দিনের অনুষ্ঠান হয় পূর্বপক্ষ শেষ হওয়ার পরে এবং উত্তর পক্ষ শুরু হওয়ার আগে। মাঝের এই দিনটি তাই পূর্ব ও উত্তর কোন পক্ষেরই অন্তর্ভুক্ত নয় এমন স্বতন্ত্র একটি দিন।

অথোত্তরং পক্ষঃ ॥ ৯ ॥

অনু.—এর পর উত্তর পক্ষ।

আবুজ্জঃ স্বরসামানঃ বড়হাশ্ চোত্তরস্য পক্ষস্য ॥ ১০ ॥ [৯]

অনু.—উত্তরপক্ষের (তিন) স্বরসাম এবং বড়হাশ্‌লি (কিন্তু) বিপরীত।

ব্যাখ্যা—উত্তরপক্ষে পূর্বপক্ষের স্বরসাম নামে তিনটি দিনের এবং বড়হাশ্‌লির বিপরীতক্রমে অনুষ্ঠান হয়। পূর্বপক্ষের স্বরসামের তৃতীয়, দ্বিতীয় এবং প্রথম দিনের অনুষ্ঠান হয় এখানে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনে। বড়হাশ্‌র মধ্যে আগে পৃষ্ঠ্যবড়হাশ্‌র এবং পরে অভিন্নবের অনুষ্ঠান হয়। বড়হাশ্‌র দিনগুলির ক্রমেও পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ যষ্ঠ, পক্ষম, চতুর্থ, তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম দিনের অনুষ্ঠানগুলি হয় যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পক্ষম ও যষ্ঠ দিনে। বড়হা এবং বড়হাশ্‌র অন্তর্গত দিন দুয়েরই যে এখানে বিপরীত ক্রমে অনুষ্ঠান হয় তা বোঝা যায় ২১ নং সূত্রে আবার এই দুয়ের মধ্যে বিকল্প বিধান করার।

স্বরসামো বিশ্বজিতং পৃষ্ঠ্য ত্রীন্ অভিপ্লবান্ ইতি সপ্তমং ত্রিরাত্রোনং কৃৎষাৎ পৃষ্ঠ্যমুখাৎ চত্বর্ণ-অভিপ্লবাৎ
চতুরো মাসান্ উপযক্তি ॥ ১১ ॥ [১০]

অনু.— (তিন) স্বরসাম, বিশ্বজিত, পৃষ্ঠ্য, তিন অভিপ্লব এইভাবে সপ্তম (মাসকে) দু-দিন কম করে তার পরে চার মাস ধরে পৃষ্ঠ্য আগে (আছে এমন) চারটি অভিপ্লব বড়হ (বাগের) অনুষ্ঠান করবেন।

ব্যাখ্যা— পূর্বপক্ষে মোট ছ-মাস, উত্তরপক্ষেও তা-ই। সপ্তম মাসে অর্থাৎ উত্তর পক্ষের প্রথম মাসে তিন স্বরসাম, বিশ্বজিত, পৃষ্ঠ্য এবং তিনটি অভিপ্লব বড়হ নিয়ে মোট আঠাশ দিন হয়। ১৪ নং সূত্র অনুযায়ী মহাব্রত এবং উদয়নীরকে হিসাবের সুবিধার জন্য সপ্তম মাসের অন্তর্গত বলে ধরা হয়। বৃত্তিকারের মতে মাসপূরণের জন্য অষ্টম মাস থেকে প্রথম দু-দিন ধার নিতে হবে। অষ্টম মাসে তার ফলে দু-দিন কম পড়বে। নবম মাস থেকে দু-দিন ধার নিয়ে তা পূরণ করতে হবে। এর ফলে নবম মাস পূরণ করতে হবে দশম মাস থেকে, দশম মাস পূরণ করতে হবে একাদশ মাস থেকে এবং একাদশ মাস পূরণ করতে হবে দ্বাদশ মাস থেকে দিন নিয়ে। ঐ দ্বাদশ মাসে ৩২ দিন (১৩, ১৪ নং সূ. দ্র.) থাকায় দু-দিন ধার নিলেও মাসটিতে দিনসংখ্যার কোন ঘাটতি পড়বে না। এ হল নিত্য ঝাইয়ের হিসাব। বস্তুত অষ্টম, নবম, দশম এবং একাদশ মাসে একটি করে পৃষ্ঠ্যবড়হ এবং চারটি করে অভিপ্লববড়হের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

অথোত্তমং সম্ভরক্তি ॥ ১২ ॥ [১১]

অনু.— এর পর শেষ (মাসটি) প্রস্তুত করেন।

ত্রীন্ অভিপ্লবান্ গোআয়ুযী দশরাত্রম্ ॥ ১৩ ॥ [১১]

অনু.— (দ্বাদশ মাসে) তিনটি অভিপ্লব, গোষ্টোম, আয়ুষ্টোম, দশরাত্র (অনুষ্ঠিত হয়)।

ত্র্যোদয়নীরাত্যাং সপ্তমঃ পূর্বতে ॥ ১৪ ॥ [১১]

অনু.— মহাব্রত এবং উদয়নীর দ্বারা সপ্তম (মাস) পূর্ণ হয়।

ব্যাখ্যা— মহাব্রত এবং উদয়নীরের অনুষ্ঠান দ্বাদশ মাসে সত্বে শেষ দু-দিনেই হয়, তবে হিসাবের সুবিধার জন্য ধরে নেওয়া হয় যে, এই দু-টি দিন যেন সপ্তম মাসেরই শেষ দুই দিন। ১১ নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.।

ইতি ত্রৈকসম্ভার্যম্ উত্তরং পক্ষঃ ॥ ১৫ ॥ [১২]

অনু.— এই হল একমাস-সঙ্কলনসাপেক্ষ উত্তরপক্ষ।

ব্যাখ্যা— নু = তো, হল, 'নুশব্দঃ সর্বত্র উত্তরবিবাকার্থঃ' (না.)। এই ক্ষেত্রে একটি মাসকে অর্থাৎ সপ্তম মাসটিকে দিনসংখ্যা ধার নিয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে।

অথ ত্রিসম্ভার্যম্ ॥ ১৬ ॥ [১৩]

অনু.— এর পর দু-(মাস)-সঙ্কলনসাপেক্ষ (এমন উত্তরপক্ষ বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— এই স্থলে দু-টি মাসের ক্ষেত্রে দিনসংখ্যার ঘাটতি পূরণ করে নেওয়া হয়।

ত্র্যোদয়নীরে এবোত্তমস্য গোআয়ুযী সপ্তমস্য ॥ ১৭ ॥ [১৪]

অনু.— মহাব্রত এবং উদয়নীরই শেষ (মাসের অন্তর্গত), গোষ্টোম এবং আয়ুষ্টোম সপ্তম (মাসের অন্তর্গত)।

ব্যাখ্যা— যদি দু-টি মাসকে সংগ্রহ করে সংগঠিত করতে হয় তাহলে ১৩ নং সূত্রে উল্লিখিত গোষ্টোম ও আয়ুষ্টোমকে দ্বাদশ (= শেষ) মাসের মধ্যে না ধরে সপ্তম মাসের মধ্যে ধরতে হবে এবং ১৪ নং সূত্রে উল্লিখিত মহাব্রত ও উদয়নীরকে সপ্তম মাসের মধ্যে না ধরে ধরতে হবে দ্বাদশ (= শেষ) মাসেরই মধ্যে। এইভাবে সপ্তম এবং দ্বাদশ এই দু-টি মাসকে গঠন করে নিতে হবে।

গোআম্বুধী বা বিহরেয়ঃ ॥ ১৮ ॥ [১৫]

অনু.— অথবা (দুই মাস গঠনের জন্য) গোষ্টোম এক আয়ুষ্টোমকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিয়ে যাবেন।

ব্যাখ্যা— ১৯ নং এবং ২০ নং সূ. দ্র।

গাং বিশ্বজিতোহনন্তরম্। আয়ুষং পূর্বং দশরাত্রাচ্ ॥ ১৯ ॥ [১৬, ১৭]

অনু.— গোষ্টোমকে (স্থানান্তরিত করবেন) বিশ্বজিতের পরে (এবং) আয়ুষ্টোমকে দশরাত্রের আগে।

ব্যাখ্যা— ১৩ নং সূত্রে উল্লিখিত দ্বাদশ (= শেষ) মাসের অন্তর্গত গোষ্টোমকে ১১ নং সূত্রে উল্লিখিত সপ্তম মাসের অন্তর্গত বিশ্বজিতের পরে এবং ১৩ নং সূত্রের আয়ুষ্টোমকে দ্বাদশ মাসের দশরাত্রের আগে (যথাস্থানেই) রাখবেন। এ-ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু দেখছি যে, গোষ্টোম সপ্তম মাসে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ঐ মাসে মোট ঊনত্রিশ দিন এবং দ্বাদশ মাসে একত্রিশ দিন হচ্ছে।

অপি বোধ্যং বিশ্বজিতঃ সপ্তমং সবনমাসং কৃৎসাদধরেয়ম্ গো-আম্বুধী দশরাত্রং চ ॥ ২০ ॥ [১৮]

অনু.— অথবা বিশ্বজিতের পরে সপ্তম সবনমাস করে (শেষ মাস থেকে) গোষ্টোম, আয়ুষ্টোম এবং দশরাত্র বাদ দেবেন।

ব্যাখ্যা— বড়হের দ্বারা গঠিত মাসকে 'সবনমাস' বলে। সপ্তম মাসে ১১ নং সূত্রে অনুযায়ী দু-দিন কম না রেখে একটি পৃষ্ঠ্য এবং চারটি অভিন্নব দিয়ে ঐ মাসটিকে গঠন করে নিতে হবে। সে-ক্ষেত্রে সপ্তম মাসের তিনটি স্বরসাম এবং একটি বিশ্বজিত এই চারটি দিন (১১নং সূ. দ্র.) এবং দ্বাদশ মাসের শেষে প্রকৃতই অনুষ্ঠেয় মহাত্রত ও উদয়নীয় এই দু-টি দিন (১৪নং সূ. দ্র.) অর্থাৎ মোট ছ-টি দিন অতিরিক্ত হয়ে পড়েছে। দ্বাদশ মাস থেকে তাই গোষ্টোম, আয়ুষ্টোম এবং দশরাত্র বাদ দিতে হবে। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে ঐ অতিরিক্ত ছ-টি দিন বাদ দিতে গিয়ে মোট বারোটি দিন বাদ দেওয়ার ফলে ছ-দিন আবার কম পড়ে যাচ্ছে। ১১/১/১৭ সূত্র অনুযায়ী একটি অভিন্নব বড়হ অন্তর্ভুক্ত করে ঐ শেষ মাসটিকে তাই পূরণ করে নিতে হবে।

অপি বোস্তরস্য পক্ষসোহহান্যোবাবর্তেরম্ অনুলোমাঃ বড়হাঃ স্যুঃ বড়হা

বাবর্তেরম্ অনুলোমান্যহানি ॥ ২১ ॥ [১৯]

অনু.— অথবা উত্তরপক্ষের (বড়হের অন্তর্গত) দিনগুলিকেই বিপরীত ক্রমে প্রয়োগ করবেন, বড়হগুলি থাকবে যথাক্রমে। অথবা বড়হগুলিকে বিপরীত করবেন, দিনগুলি (থাকবে) যথাক্রমে।

ব্যাখ্যা— ১০ নং সূত্রে উত্তরপক্ষে বড়হ এবং বড়হের অন্তর্গত দিন দুয়েরই বিপরীতক্রমে অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে উত্তরপক্ষে অভিন্নব ও পৃষ্ঠ্য বড়হগুলি পূর্বপক্ষের মতোই যথাস্থানে থাকবে, আগে পৃষ্ঠ্য ও পরে অভিন্নব এই বৈপরীত্য ঘটবে না। তবে বড়হের অন্তর্গত দিনগুলির বিপরীত ক্রমে অনুষ্ঠান হবে অর্থাৎ উত্তরপক্ষে বড়হগুলি বষ্ঠ দিনে আরম্ভ এবং প্রথম দিনে শেষ হবে। অথবা বড়হের বৈপরীত্য ঘটবে অর্থাৎ আগে পৃষ্ঠ্য এবং পরে অভিন্নব বড়হ অনুষ্ঠিত হবে, কিন্তু দুই বড়হেই দিনগুলির ক্রমের কোন বৈপরীত্য বা পরিবর্তন ঘটবে না। ১০ নং এবং এই ২১ নং সূত্র অনুযায়ী বড়হ নিয়ে মোট তাহলে তিনটি কল্প বা পক্ষ।

ইতি গবাময়নম্ ॥ ২২ ॥ [২০]

অনু.— এই হল গবাম্-অয়ন।

সর্ব বা বড়হা অভিন্নবাঃ স্যুর্ অভিন্নবাঃ স্যুঃ ॥ ২৩ ॥ [২১]

অনু.— অথবা সমস্ত বড়হ (-ই) অভিন্নব হবে।

ব্যাখ্যা— বিকল্পে পূর্ব এবং উত্তর দুই পক্ষেই বড়হগুলি বড়হ আছে সবই অভিন্নববড়হ হতে পারে। কলে কোন পক্ষেই পৃষ্ঠ্যবড়হের কোন অনুষ্ঠান হবে না, তার পরিবর্তে অভিন্নবেরই অনুষ্ঠান হবে।

দ্বাদশ অধ্যায় প্রথম কণিকা (১২/১) [আদিত্যায়ন]

গবাময়নেনাদিত্যানাম্ অয়নং ব্যাখ্যাতম্ ॥ ১ ॥

অনু.— গবাময়ন দ্বারা আদিত্যায়ন ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— ব্যাখ্যাত = বি + আ + খ্যাত = 'বিবিধম্ আখ্যাতম্' ইত্যর্থঃ (না.) অর্থাৎ নানাপ্রকারে বিদ্যুতভাবে বলা হয়েছে। 'আদিত্যানাম্-অয়ন' যাগের অনুষ্ঠান গবাম্-অয়ন যাগের অনুষ্ঠানের মতোই হয়। সুত্রে 'ব্যাখ্যাতম্' না বললেও বোঝা যেত যে, আদিত্যায়নের অনুষ্ঠান গবাময়নের মতোই হবে, তবুও তা বলান বৃথাতে হবে গবাময়নে যে যে বিকল্পের কথা বলা হয়েছে সেগুলিও আদিত্যায়নের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব প্রযোজ্য হবে।

সর্বৈ ত্তিগ্নবাস্ ত্রিবৃৎপঞ্চদশাঃ ॥ ২ ॥

অনু.— (আদিত্যায়নে) সব অতিগ্নববড়হ কিন্তু ত্রিবৃৎ এবং পঞ্চদশ (স্তোমবিশিষ্ট হবে)।

ব্যাখ্যা— আদিত্যায়নে অবশ্য অতিগ্নববড়হগুলিতে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম দিনের স্তোত্রে ত্রিবৃৎ স্তোম এবং অন্য দিনগুলির স্তোত্রে পঞ্চদশ স্তোম প্রয়োগ করা হয়। “ত্রিবৃৎপঞ্চদশাতিগ্নবস্তোমৌ পূর্বমিন্ পটলে; পঞ্চদশত্রিবৃতা উত্তরমিন্” — শা. ১৩/২১/২।

মাসাশ্ চ পৃষ্ঠ্যমধ্যমা নব বর্ষসপ্তমোত্তমান্ বজ্ররিহা ॥ ৩ ॥

অনু.— বর্ষ, সপ্তম এবং শেষ (মাস) বাদ দিয়ে (বাকী) ন-টি মাস মধ্যস্থলে পৃষ্ঠ্য-বিশিষ্ট (হবে)।

ব্যাখ্যা— গবাময়নে পূর্বপক্ষের পাঁচটি মাসেরই সমাপ্তি এবং উত্তরপক্ষের চারটি মাসেরই প্রারম্ভ হয় পৃষ্ঠ্য বড়হে এবং মাসের বাকী চব্বিশ দিনে হয় চারটি অতিগ্নবের অনুষ্ঠান (১১/৭/২, ১১ সূ. দ্র.)। এ-ছাড়া বর্ষ, সপ্তম ও দ্বাদশ মাসে তিনটি করে অতিগ্নব এবং (শেষ মাসটি ছাড়া) একটি করে পৃষ্ঠ্য বড়হের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বর্ষ মাস পূর্ণ হয় সাধারণত একটি অতিজিত, তিনটি স্বরসাম এবং প্রথমে অনুষ্ঠের প্রায়শীর্ষ ও চতুর্বিংশ নিয়ে। সপ্তম মাস পূর্ণ হয় তিন স্বরসাম, বিংশজিত এবং শেষে অনুষ্ঠের মহাব্রত ও অতিরাত্র নিয়ে। অষ্টম মাসটি পূর্ণ হয় (তিনটি অতিগ্নব) গোষ্টোম, আয়ুষ্টোম ও দশরাত্র নিয়ে। আদিত্যায়নে কিন্তু ঐ বর্ষ, সপ্তম এবং দ্বাদশ মাস ছাড়া বাকী ন-মাসে পৃষ্ঠ্যবড়হকে মাঝে রাখতে হবে অর্থাৎ ন-মাসেরই প্রত্যেকটি মাসে প্রথমে দু-টি অতিগ্নববড়হ, পরে একটি পৃষ্ঠ্যবড়হ এবং তার পরে আবার দু-টি অতিগ্নববড়হের অনুষ্ঠান করতে হয়। মাসটি সাবন হলেও সপ্তম বলে এবং সপ্তম মাসেও পৃষ্ঠ্য-বর্জনের কথা বলায় ১১/৭/২০ সূত্রের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয় অর্থাৎ সাবন সপ্তম মাসেও পৃষ্ঠ্যবড়হকে মাঝে রাখা চলবে না। 'বজ্ররিহেতি ঘটনং তন্মাসকারিতং, ন তু সাবনস্বকারিতম্' (না.)।

বৃহস্পতিসবেহ্রস্বতৌ চাতিজিত্বিক্রিজিতোঃ স্থানে ॥ ৪ ॥

অনু.— এবং (এই অয়নে) অতিজিত ও বিংশজিতের স্থানে (যথাক্রমে) বৃহস্পতিসব এবং ইন্দ্রজিত (যাগ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— শা. ১৩/২১/৬, ৭ সূত্রেও তা-ই বলা হয়েছে। 'ইন্দ্রজিত্' স্থানে 'ইন্দ্রতোম'। ৯/৫/৪; ৯/৭/২৫ সূ. দ্র.।

সপ্তমস্য চ মাসস্যোত্তমস্যো অতিগ্নবয়োঃ স্থানে ত্রিবৃৎ স্তুতো দশরাত্র উত্তিদ্বলতিসৌ চ ॥ ৫ ॥

অনু.— সপ্তম মাসের শেষ দু-টি অতিগ্নবের স্থানে ত্রিবৃৎস্তুত দশরাত্র, উত্তিদ্ব এবং বলতিস (যাগ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ১/৮/২০ এবং ১১/৭/১১ সূ. ম।

উক্তমস্য চ মাসস্যাদৌ বেহতিগ্নবাস্ তত্র উদ্ভূত্য তেষাং মধ্যমম্ অথ সূ্যঃ পৃষ্ঠ্যমধ্যমাঃ ॥ ৬॥

অনু.— এবং শেষ মাসের প্রথমে যে তিনটি অভিন্নব (বড়হ) সেগুলির মাঝেরটিকে তুলে নিয়ে পৃষ্ঠ্যই হবে মধ্যবর্তী।

ব্যাখ্যা— তিনটি অভিন্নবের মধ্যে দ্বিতীয় অভিন্নবের স্থানে এখানে পৃষ্ঠ্যের অনুষ্ঠান করতে হয়। প্রসঙ্গত আ. ১১/৭/১৩ এবং শা. ১৩/২১ ম।

সমুচ্চো দশরাত্রঃ ॥ ৭॥

অনু.— (শেষ মাসে ব্যুচ্চ দশরাত্রের স্থানে হবে) সমুচ্চ দশরাত্র।

ব্যাখ্যা— এই অন্ননের অনুষ্ঠানক্রম তাহলে— প্রায়শীত, চতুর্বিংশ, (২ অভিন্নব + ১ পৃষ্ঠ্য + ২ অভিন্নব) × ৫, ৩ অভিন্নব, ১ পৃষ্ঠ্য, বৃহস্পতিসব, ৩ বরসাম; ৩ বরসাম, ইন্দ্রস্বত্, ১ পৃষ্ঠ্য, ১ অভিন্নব, ত্রিবৃত্ ব্যুচ্চ দশরাত্র, উদ্ভূতি, কলভি, (২ অভিন্নব + ১ পৃষ্ঠ্য + ২ অভিন্নব) × ৪, ১ অভিন্নব, ১ পৃষ্ঠ্য, ১ অভিন্নব, গোষ্টোম, আহুটোম, সমুচ্চ দশরাত্র, মহাব্রত, উপরশীত।

দ্বিতীয় কণ্ডিকা (১২/২)

[অগ্নিস্-অন্ন]

আদিত্যানাম্ অন্নেনোগ্নিসাম্-অন্ননং ব্যাখ্যাতম্ ॥ ১॥

অনু.— আদিত্যায়ন দ্বারা অগ্নিস্-অন্ন বিশেষরূপে বলা হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা— অগ্নিসাম্-অন্ননের অনুষ্ঠান হবে আদিত্যানাম্-অন্ননের মতোই। যেগুলি কতিক্রম সেগুলিই শুধু পরবর্তী সূত্রগুলিতে বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত শা. ১৩/২২ ম।

ত্রিবৃত্ স্ততিগ্নবাঃ সর্বে ॥ ২॥

অনু.— (এই বাগে) সব অভিন্নব (-ই) কিন্তু ত্রিবৃত্-সোমবৃত্ত (হবে)।

ব্যাখ্যা— বারোটি মাসের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য।

পৃষ্ঠ্যাদন্নম্ চান্দ্যা মাসাঃ পঞ্চ পূর্বস্য পঞ্চমঃ ॥ ৩॥

অনু.— পূর্বপক্ষের প্রথম পাঁচ মাস পৃষ্ঠ্যে গুরু (হবে)।

ব্যাখ্যা— অগ্নিস্-অর্জনে প্রথম পাঁচ মাসের প্রত্যেক মাসে প্রথমে একটি পৃষ্ঠ্যবড়হের এবং তার পরে চারটি অভিন্নববড়হের অনুষ্ঠান হয়।

চন্দ্রান্ স্তত্ৰস্য পৃষ্ঠ্যাত্মা অষ্টমাদন্নঃ ॥ ৪॥

অনু.— উত্তর (পক্ষের) অষ্টম প্রকৃতি চারটি (মাস) কিন্তু পৃষ্ঠ্যে শেষ (হয়)।

উক্তমস্য চ মাসস্যাদৌ যে বড়হাস্ ত্রয়ঃ পৃষ্ঠ্যাজ্ঞা এব তেহপি স্যুঃ ॥ ৫ ॥

অনু.— শেষ মাসের প্রথমে যে তিনটি বড়হ (আছে) সেগুলিও পৃষ্ঠ্যেই শেষ (হবে)।

ব্যাখ্যা— আদিত্যায়নে উক্তপক্ষের শেষ মাসের শুরুতে যে তিনটি বড়হ তার (গবাময়ন এবং ১২/১/৭ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.) শেষেরটির পরিবর্তে এখানে পৃষ্ঠ্য বড়হের অনুষ্ঠান করতে হবে।

পূর্বো স্যাজাম্ অভিপ্রবৌ ॥ ৬ ॥

অনু.— প্রথম দু-টি (বড়হ হবে) অভিপ্রব।

ব্যাখ্যা— শেষ মাসে ৫ নং সূত্র অনুযায়ী শেষ বড়হটি পৃষ্ঠ্য তো হবেই, এই সূত্র অনুসারে প্রথম দুটি বড়হ হবে অভিপ্রব অর্থাৎ অনুষ্ঠানক্রম আদিত্যায়নের মতো অভিপ্রব-পৃষ্ঠ্য-অভিপ্রব হবে না, হবে অভিপ্রব-অভিপ্রব-পৃষ্ঠ্য।

তৃতীয় কণ্ডিকা (১২/৩)

[দৃতিবাতবত্-অয়ন]

দৃতিবাতবতোর অয়নম্ ॥ ১ ॥

অনু.— (এ-বার) দৃতিবাতবত্-অয়ন (বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— প্রসঙ্গত শা. ১৩/২৩/১-৫ দ্র।

প্রায়ণীয়োহতিরাজঃ ॥ ২ ॥

অনু.— (এই অয়নে প্রথম দিন হবে) প্রায়ণীয় অতিরাজ।

ব্যাখ্যা— ৪ নং সূত্রের ‘বিবৃবত্স্থানে’ পদটি থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, দৃতিবাতবতের অনুষ্ঠান গবাময়নের মতোই হবে। তবুও আলোচ্য সূত্রটি উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্য হল এই যে, ৩ নং সূত্র অনুযায়ী এই প্রায়ণীয় অতিরাজে ত্রিবৃত্ভোম হবে না, গবাময়নে যে ভোম হয় সেই ভোমই হবে। প্রায়ণীয়ে মাসের মধ্যে গণনা করলে অবশ্য ত্রিবৃত্ ভোমই হবে। চতুর্বিংশকে মাসের মধ্যেই গণনা করা হয় বলে সেখানে কিন্তু সর্বদাই ত্রিবৃত্ভোম হতে হবে।

ত্রিবৃত্তা মাসং পঞ্চদশেন মাসং সপ্তদশেন মাসম্ একবিংশেন মাসং ত্রিণবেন মাসং ত্রয়ত্রিংশেন মাসম্ ॥ ৩ ॥

অনু.— ত্রিবৃত্ (স্তোম) দিয়ে এক মাস, পঞ্চদশ দিয়ে এক মাস, সপ্তদশ দিয়ে এক মাস, একবিংশ দিয়ে এক মাস, ত্রিণব দিয়ে এক মাস, ত্রয়ত্রিংশ দিয়ে একমাস (এইভাবে মোট ছ-মাস অনুষ্ঠান করবেন)।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূত্রে ‘বিবৃবত্’ শব্দটি থাকায় বোঝা যাচ্ছে যে, দৃতিবাতবত্ বাগের প্রকৃতি গবাময়ন। কলে এখানে প্রথম ছ-মাসের অনুষ্ঠান গবাময়নের মতোই হবে, পার্থক্য কেবল স্তোত্রের স্তোমে।

ব্রতং বিবৃবত্স্থানে ॥ ৪ ॥

অনু.— বিবৃবানের স্থানে মহাব্রত (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— বিবৃবান্ মাসের অন্তর্গত নয় বলে তার স্থানে করণীয় এই মহাব্রতের স্তোত্রে তার স্বাভাবিক স্তোমই প্রয়োগ করতে হয়। “মহাব্রতং বিবৃবান্”— শা. ১৩/২৩/৩।

এউতের্‌ এব মসৈঃ প্রতিলোমৈঃ পক্ষ উত্তরম্ ॥ ৫ ॥

অনু.— উত্তর পক্ষ (অনুষ্ঠিত হবে) বিপরীত (ক্রমে) এই মাসগুলি দ্বারা।

ব্যাখ্যা— উত্তরপক্ষে ৩ নং সূত্রে নির্দিষ্ট মাসগুলিরই বিপরীতক্রমে অর্থাৎ প্রথমে ষষ্ঠ মাসের, পরে পঞ্চম মাসের এইভাবে উল্টাক্রমে অনুষ্ঠান হবে। স্তোম হবে পূর্বপক্ষেরই মতো, স্তোমে কোন বিপর্যয় ঘটবে না অর্থাৎ প্রথমে ত্রয়ত্রিংশ স্তোমের মাস, পরে ত্রিশব স্তোমের মাস এইভাবে অনুষ্ঠান হতে থাকবে।

উদয়নীরোহতিরাত্রঃ ॥ ৬ ॥

অনু.— (শেষে আছে) উদয়নীয় অতিরাত্র।

ব্যাখ্যা— সূত্রটির উদ্দেশ্য এই যে, গবাময়নে উদয়নীয়ে যে স্তোম হয় এখানেও সেই স্তোমই হবে, ৫ নং সূত্র অনুযায়ী স্তোম প্রযুক্ত হবে না।

এতেষাম্‌ এব অহম্‌ অতিরাত্রাব্‌ ইতি ॥ ৭ ॥

অনু.— এই দিনগুলিরই (ক্ষেত্রে ঐ) দুই অতিরাত্র (অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে)।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.। গ্রহান্তরে দেখা যায় যে, এটি কোন সূত্র নয়, বৃষ্টিরই অংশ।

অপরম্‌ অন্যত্রাপ্যাদিষ্টৈঃ কালপূরণে ন চেত্‌ সংস্থানিরমঃ ॥ ৮ ॥

অনু.— অপর (এক মত হল বিধানের ক্ষেত্রে) যদি সংস্থাসম্পর্কিত নিয়ম না (থাকে তাহলে) অন্যত্রও নির্দিষ্ট (দিনগুলি) দ্বারা (সত্বের) সময় পূর্ণ হলে (প্রথম এবং শেষ দিনটি হবে অতিরাত্র)।

ব্যাখ্যা— দৃতিবাতবদ্-অয়ন যাগে গবাময়ন থেকে অভিসেপের ফলে উপস্থিত দিনগুলিতে ৩ নং সূত্রে কথিত স্তোমগুলি প্রয়োগ করা যেতে পারে অথবা ঐ স্তোমগুলি কেবল পৃষ্ঠাবদ্ধের স্তোমের ক্ষেত্রেই বারে বারে প্রযুক্ত হতে পারে। দু-টি ক্ষেত্রেই সত্বের প্রথম এবং শেষ দিনে কিন্তু অতিরাত্রেরই অনুষ্ঠান করতে হবে। এই সূত্রে অপর একটি মত বলা হচ্ছে যে, শুধু দৃতিবাতবতে নয়, 'ত্রয়সূত্রিবৃত্তঃ' (১২/৫/২০ সূ. ব্র.) প্রভৃতি অন্যান্য যে-সব স্থলে সত্বের মোট দিনসংখ্যার অসম্পূর্ণতা না রেখে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানসূচী দেওয়া থাকে, কিন্তু প্রথম ও শেষ দিনে কোন বিশেষ সংস্থার অনুষ্ঠান হবে তা বলা না থাকে তাহলে সে-সব স্থলেও ঐ দুই দিনে অতিরাত্রেরই অনুষ্ঠান হবে।

চতুর্থ কণিকা (১২/৪)

[কুণ্ডপারী-অয়ন]

কুণ্ডপারিনাম্‌-অয়নম্‌ ॥ ১ ॥

অনু.— (এ-বার) কুণ্ডপারী-অয়ন (নামে যাগ বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— এই যাগে একবারে হোতাই অধ্বৰ্যু এবং পোতা, মৈত্রাবরুণই ব্রহ্মা এবং প্রতিহর্তা, উদ্‌গাতাই অম্ব্যবাক এবং নেঠা, প্রজোতাই ব্রাক্ষাণ্‌সী এবং গ্রাবন্তৃ, প্রতিগ্রহাতাই আদীত্র এবং উমেতা। এ-ছাড়া সূর্য্যাক্ষ্য এবং গৃহপতি হল দুই তির্য্যক্তি— “যো হোতা সোঃধ্বৰ্যুঃ স পোতা; যো মৈত্রাবরুণঃ স ব্রহ্মা স প্রতিহর্তা; য উদ্‌গাতা সোঃম্ব্যবাক্যঃ স নেঠা; যঃ প্রজোতা স ব্রাক্ষাণ্‌সী স গ্রাবন্তৃ; যঃ প্রতিগ্রহাতা সোঃদ্রীত্‌ স উমেতা; সূর্য্যাক্ষ্যঃ সূর্য্যাক্ষ্যঃ গৃহপতিঃ গৃহপতিঃ”— শা. ১৩/২৪/৭-১৩; আপ. শ্রৌ. ২১/১১/১২ দ্র.।

মাসং দীক্ষিতা ভবন্তি ॥ ২ ॥

অনু.— (যজ্ঞমানেরা) একমাস ধরে দীক্ষিত (হন)।

ব্যাখ্যা— এই যোগে যজ্ঞমান অর্থাৎ ঋত্বিকেরা এক মাস ধরে দীক্ষণীয়া ইষ্টি করেন। বৃত্তিকারের মতে ‘মাস’ বলতে এখানে উনিশ দিন থেকে যে-কোন দিনসংখ্যাকে বুঝতে হবে। ৬ নং সূত্রের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রাখতে হলে এই দীক্ষণীয়া ইষ্টি এমন দিনে শুরু করতে হবে যাতে পরে কৃকপক্ষে গুরুতে পৌর্ণমাস যাগ আরম্ভ করা যায়। “মাসং দীক্ষাঃ”— শা. ১৩/২৪/১।

তে মাসি সোমং ক্রীপন্তি ॥ ৩ ॥

অনু.— তাঁরা একমাস (অতিক্রান্ত হলে) সোমক্রয় করেন।

ব্যাখ্যা— একমাস অতিক্রান্ত হলে অর্থাৎ বত দিন ধরে দীক্ষণীয়া ইষ্টি অনুষ্ঠিত হয় তার পরে ঐ ইষ্টি শেষ হলে সোমক্রয় করতে হয়।

তেষাং দাদশোপসদো ভবন্তি ॥ ৪ ॥

অনু.— ঐ (দীক্ষিতদের) উপসদ্ব হরে বারোটি।

ব্যাখ্যা— এই অন্নযাগে বারো দিন ধরে উপসদ্ব ইষ্টি হয়।

সোমম্ উপনহ্য প্রবর্ণ্যপাত্রাণ্যুত্‌সাদ্যোপনহ্য বা মাসম্ অগ্নিহোত্রং ভুহতি ॥ ৫ ॥

অনু.— (উপসদ্ব শেষ হলে দীক্ষিতগণ পুটুলিতে) সোমলতাকে বেঁধে (এবং) প্রবর্ণের পাত্রগুলিকে ফেলে দিয়ে অথবা (পুটুলিতে) বেঁধে রেখে এক মাস ধরে (প্রত্যহ দিনে ও রাতে দু-বেলা) অগ্নিহোত্র হোম করেন।

ব্যাখ্যা— বারো দিন ধরে উপসদ্ব ইষ্টি করার পর এক মাস ধরে প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় অগ্নিহোত্র করতে হয়। এই অগ্নিহোত্রের আরম্ভ সন্ধ্যায় নয়, সকালে। শা. ১৩/২৪/২ সূত্রের নির্দেশও এই সূত্রেরই মতো।

মাসং দর্শপূর্ণমাসাত্যাং বজন্তে ॥ ৬ ॥

অনু.— একমাস ধরে দর্শপূর্ণমাস দ্বারা যাগ করেন।

ব্যাখ্যা— একমাস ধরে অগ্নিহোত্র করার পর একমাসব্যাপী দর্শপূর্ণমাসের অনুষ্ঠান করতে হয়। মৈত্রাকরণ-অন্ন (১২/৬/১১ সূ.) থেকে বোঝা যায় কৃকপক্ষে প্রতিদিন পৌর্ণমাসবাগ এবং গুরুপক্ষে প্রতিদিন দর্শবাগ করতে হয়। শা. ১৩/২৪/৩ সূত্রেরও নির্দেশ এই সূত্রেরই মতো।

মাসং বৈশ্বসেবেন। মাসং বরুণপ্রবাসৈর্ মাসং সাকমেধৈঃ। মাসং শুনাসীন্নীক্রেণ ॥ ৭ ॥ [৭, ৮, ৯]

অনু.— একমাস ধরে (প্রত্যহ) বৈশ্বসেবগর্ভ দ্বারা, একমাস ধরে বরুণপ্রবাস দ্বারা, একমাস সাকমেধ দ্বারা এবং একমাস শুনাসীন্নী দ্বারা (অনুষ্ঠান করবেন)।

ব্যাখ্যা— একমাস দর্শপূর্ণমাস যাগ করার পর চার মাসে যথাক্রমে চাতুর্ভাস্যের এক এক পর্বের অনুষ্ঠান হয়। এই এক একটি পর্বের অনুষ্ঠান এক মাস ধরে প্রত্যহ করে চলাতে হবে। এখানে কিন্তু বৈশ্বানর-পার্জন্যা ইষ্টি করতে হয় না। সাকমেধ দু-দিনের অনুষ্ঠান হলেও তা এক দিনে শেষ করা যায়। অবশ্য অথর্বুরা যেমন চাইবেন তেমনই হবে। শা. ১৩/২৪/৪ সূত্রও এক একটি মাসে চাতুর্ভাস্যের এক একটি পর্বের অনুষ্ঠান করতে বলা হয়েছে।

যদ্ অহর মাসঃ পূৰ্বতে তদ্-অহর ইষ্টিং সমাপ্যামিপ্রশয়নাদি ঘর্মোত্সাদনাদি বৌপবসধিকং কর্ম
কৃথা ষোভুতে প্রসুদ্যঃ ॥ ৮ ॥ [১০]

অনু.— যে-দিন (শুনাসীরীয় পর্বের) মাস পূর্ণ হয় সেই দিন (শুনাসীরীয়া) ইষ্টি শেষ করে (দীক্ষিতেরা) অগ্নিপ্রশয়ন থেকে অথবা ঘর্মপাত্র ফেলে দেওয়া থেকে শুরু করে উপবসথ-সম্পর্কিত (যাবতীয়) কাজ করে পরের দিন হলে (সোমরস) নিষ্কাশন করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রকৃতিবাগে সূত্যার ঠিক আগে উপবসথ দিনে সকলেই দু-বার উপসদ এবং দু-বার প্রবর্গের অনুষ্ঠান হয়ে গেলে প্রবর্গের পাত্রগুলিকে উত্সাদন অর্থাৎ স্বস্থান থেকে তুলে বাইরে অন্য স্থানে সরিয়ে রাখা অথবা নিয়ে যাওয়া হয়। এর পর হয় অগ্নিপ্রশয়ন। এখানে ৫ নং সূত্র অনুযায়ী যদি উপবসথ দিনের আগেই ঘর্মপাত্রগুলি ফেলে দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে কেবল অগ্নিপ্রশয়ন প্রভৃতি কর্মই উপবসথ দিনে করতে হয়। যদি উপসদ ও প্রবর্গের পরে পাত্রগুলি ৫নং সূত্রানুযায়ী ফেলা না হয়ে থাকে তাহলে এই দিন পাত্রবিসর্জন থেকে শুরু করে উপবসথ দিনের বাকী কাজগুলি করতে হয়।

তদ্ যৈক উপসদভ্য এবানন্তরং কুব্ধি তথাদৃষ্ট্বাত্ সৌত্যান্ মাসান্ অগ্নিহোত্রাদীন বদন্তঃ ॥ ৯ ॥ [১১]

অনু.— সূতাসম্পর্কিত মাসগুলি অগ্নিহোত্রে শুরু (এই কথা) বলেন (এমন) অন্য (কেউ কেউ প্রকৃতিবাগে) যেহেতু তেমন (ই হতে) দেখা গেছে তাই এ (উপবসথ দিনের অগ্নিপ্রশয়ন প্রভৃতি কাজগুলি) উপসদ ইষ্টিরই (ঠিক) পরে (সম্পন্ন) করেন।

ব্যাখ্যা— কেউ কেউ বলেন, যে-হেতু প্রকৃতিবাগে অস্তিম উপসদের ঠিক পরের দিনই সূত্যা, সে-হেতু কুণ্ডপায়ী-অয়নে সূত্যার শুরু বারোটি উপসদের শেষে ৫ নং সূত্রে উল্লিখিত অগ্নিহোত্রেই। এই অয়নবাগে পূর্বপক্ষের ছ-মাসে আছে অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস, বৈশ্বদেব, বরুণপ্রধাস, সাক্ষেধ এবং শুনাসীরীয়। তা-ছাড়া যে-হেতু প্রকৃতিবাগে সূত্যার আগের দিন উপসদ-ইষ্টির পরে অগ্নিপ্রশয়ন প্রভৃতি কর্ম অনুষ্ঠিত হয় সেই কারণে এখানেও অগ্নিহোত্র প্রভৃতি সূত্যাকর্ম শুরু হওয়ার আগে দ্বাদশ বা অস্তিম উপসদ-ইষ্টির দিনে অগ্নিপ্রশয়ন প্রভৃতি যাবতীয় উপবসথ কর্ম (৮ নং সূ. দ্র.) করতে হবে, শুনাসীরীয়-মাসের পরে নয়।

তদ্ অনুপপন্নম্ ॥ ১০ ॥ [১২]

অনু.— এ (মতটি) অবৈত্তিক।

ব্যাখ্যা— সূত্রকারের মতে কুণ্ডপায়ী-অয়নের সূত্যা-মাসগুলি অগ্নিহোত্রে শুরু এই মত মোটেই ঠিক নয়। সোমরস-নিষ্কাশন করাকেই সূত্যা বলে। অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্মে তা সোমরস নিষ্কাশন করা হয় না; সূতরাং এ ছ-টি মাসকে মোটেই সূত্যাভ্যাস হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে না। অতএব সূত্যার আগের দিনে অনুষ্ঠের উপবসথ কর্ম অগ্নিহোত্রের আগের দিন করতে হবে এই যে মত তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

পশ্বর্ষং হ্যগ্নিপ্রশয়নং তস্য চ ঋতুসূত্যানিমিত্তম্ ॥ ১১ ॥ [১৩]

অনু.— যেহেতু অগ্নিপ্রশয়ন (করা হয় অগ্নীবোমীয়) পশুর জন্য এবং এ (অগ্নীবোমীয় পশুর অনুষ্ঠান হয়) আগামীকালের সূত্যার জন্য (সেহেতু অগ্নিপ্রশয়ন ও পশুবাগ সূত্যারই ঠিক আগে অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— পশুবাগ করা হয় আগামী কাল যে সূত্যা অনুষ্ঠিত হবে সেই সূত্যাতে উপলব্ধ করে (‘অগ্নীবোমভ্যাং বা..... ঋতুসূত্যায়াং পশুং’—ঐ. ব্রা. ৬/৩) এবং এ বাগে যে অগ্নিপ্রশয়ন করা হয় তা সোমবাগেরই জন্য। তবে তা প্রসঙ্গত পশুবাগেরও উপলব্ধির সাধন করে বলে সূত্রে বলা হয়েছে ‘পশ্বর্ষম্’ অর্থাৎ এ পশুবাগের কারণে (১৩ নং সূ. দ্র.)। অতএব ৮ নং সূত্রে যে অগ্নিপ্রশয়ন করতে বলা হয়েছে তা সূত্যার ঠিক আগের দিনেই করতে হবে। অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম (৫-৭ নং সূ. দ্র.) সূত্যা নয় বলে অগ্নিহোত্র প্রভৃতির আগে (অর্থাৎ উপসদের পরে) অগ্নিপ্রশয়ন করলে চলবে না। অগ্নিহোত্র প্রভৃতি শেষ হয়ে গেলে যে দিন অগ্নীবোমীয় পশুবাগ হবে ঠিক সে-দিনই তার আগে অগ্নিপ্রশয়ন করতে হবে। অগ্নিপ্রশয়ন সোমবাগের জন্য অনুষ্ঠিত হলেও তা

প্রসঙ্গত পশুবাগেরও উপকারে আসে। পশুবাগও অনুষ্ঠিত হয় সোমবাগের জন্যই। অগ্নিপ্রণয়ন ও পশুবাগ তাই সূত্যার ঠিক আগের দিনেই হওয়া উচিত।

অতিপ্রীতচর্যায়াম্ চ বৈশুণ্যং দর্শপূর্ণমাসমোস্ তথাগ্নিহোত্রস্য ॥ ১২ ॥ [১৪]

অনু.— এবং অতিপ্রীত অনুষ্ঠানে (যেমন) দর্শপূর্ণমাসের তেমন অগ্নিহোত্রের (-ও) গুণহানি (ঘটে)।

ব্যাখ্যা— সোমবাগে ঐষ্টিক বেদির আহবনীকে উত্তরবেদিতে নিয়ে যেতে হয়। এর নাম অগ্নিপ্রণয়ন। উত্তরবেদিতে আনীত সেই অগ্নিকে বলা হল অতিপ্রীত অগ্নি। যদি অগ্নিহোত্র প্রভৃতির আগেই অগ্নিপ্রণয়ন (৮ নং সূ. দ্র.) করা হয় তাহলে অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতির (৫ নং এবং ৬ নং সূ. দ্র.) অনুষ্ঠান করতে হবে অতিপ্রীত অগ্নিতে অর্থাৎ উত্তরবেদির আহবনীয়ে। উত্তরবেদিতে অগ্নিহোত্র ও দর্শপূর্ণমাসের অনুষ্ঠান কিন্তু সম্পূর্ণ অবৈধ; কারণ মূল অগ্নিহোত্র ও দর্শপূর্ণমাসের অনুষ্ঠান সাধারণ ঐষ্টিক বেদির আহবনীয়েই হয়ে থাকে। উত্তরবেদিতে অথবা উত্তরবেদির অগ্নি অন্যত্র তুলে নিয়ে গিয়ে সেখানে দর্শপূর্ণমাস ও অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানও প্রকৃতিবাগে দেখা যায় না। অতএব আগে অগ্নিহোত্র প্রভৃতির অনুষ্ঠান সমাপ্ত করে তার পরে বর্ষ মাসের শেষে অগ্নিপ্রণয়ন করাই উচিত।

সদোহবিন্ধানান্যাগ্নীত্বীমাগ্নীষোমপ্রণয়নবসতীবরীগ্রহণানি পঞ্চর্ধানি ভবন্তি ॥ ১৩ ॥ [১৫]

অনু.— সদোমগুপ, দুই হবির্ধান, আগ্নীত্বীয় ধিষ্য, অগ্নি-সোম-প্রণয়ন, বসতীবরীগ্রহণ পশুবাগের জন্য (অনুষ্ঠিত হয়)।

সূত্যাৰ্থান্যেকৈ ॥ ১৪ ॥ [১৫]

অনু.— অন্যেরা (বলেন ঐগুলি সরাসরি) সোমবাগের জন্য (-ই অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— অগ্নিপ্রণয়নের ক্ষেত্রে উক্ত ঐ প্রতিবাক্যে (১১ নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.) প্রত্যক্ষত বলা আছে যে তা সূত্যার পূর্ব দিনে অনুষ্ঠেয়। কিন্তু সেগুলির ক্ষেত্রে তেমন কোন নির্দেশ নেই, কিন্তু বলা আছে যে সেগুলি সূত্যার অঙ্গ, সেগুলি ‘সমিগতা-উপকারক’ বলেই সূত্যার অঙ্গ। সদোমগুপ, হবির্ধানমগুপ ইত্যাদি তেমনই অঙ্গ। সেগুলির অনুষ্ঠান অগ্নিহোত্র প্রভৃতি মাসের আগে হলে কোন দৃষ্ট অথবা অদৃষ্ট প্রয়োজন সাধিত হয় না। সেগুলিরও তাই অগ্নিহোত্রের আগে অনুষ্ঠানের পক্ষে কোন প্রমাণও নেই।

তত্কালাশ্চ চৈব তদগুণাঃ ॥ ১৫ ॥ [১৬]

অনু.— এবং তার অংশ তার সময়েই (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— যেটি অপর যে প্রধান কর্মের গুণ অর্থাৎ অংশ সেটি অপর সেই প্রধানকর্মের সময়েই অনুষ্ঠিত হবে, অন্য সময়ে নয়। ১৩ নং সূত্রে উল্লিখিত সদোমগুপ প্রভৃতি পশুবাগের অংশই হোক অথবা সোমবাগের অংশই হোক পশুবাগের বা সূত্যার ঠিক আগের দিনেই সেগুলির অনুষ্ঠান হবে, ৫ নং সূত্রে নির্দিষ্ট অগ্নিহোত্রের আগে অনুষ্ঠান করা চলেবে না, কারণ সেগুলি তো অগ্নিহোত্র প্রভৃতির অঙ্গ বা অংশ নয়।

সিদ্ধবভাবানাং ন ব্যবধানাদ্ অন্যত্বং যথা পৃষ্ঠ্যতিপ্লবয়োঃ ॥ ১৬ ॥ [১৭]

অনু.— পৃষ্ঠ্য এবং অতিপ্লবের ক্ষেত্রে যেমন, পূর্বসিদ্ধ বস্তুগুলির (ক্ষেত্রেও ঠিক তেমন) ব্যবধানের কারণে ভিন্নত্ব (ঘটে) না।

ব্যাখ্যা— সিদ্ধবভাব = যার স্থান বা স্বরূপ পূর্বেই স্থির করা রয়েছে। পৃষ্ঠ্যবভূহে, অতিপ্লব বভূহে অথবা অন্য কোন অহর্গণে বজ্রমানের মত্মা ঘটলে মাঝে ঐ মত্মার কারণে অন্য একটি অতিরিক্ত সীতের অনুষ্ঠান হয়। সেই সিন্ধি অহর্গণের সিন্ধিগুলির মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করলেও অহর্গণের অখণ্ডতা ভাঙে ক্ষুদ্র হয় না। ঠিক তেমন প্রকৃতিবাগে যেটি বার অঙ্গ বলে স্থির হয়েছে তাহলে সেটি বিকৃতিবাগে ঐ অঙ্গী থেকে কোন কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে অর্থাৎ অঙ্গের অনুষ্ঠান অঙ্গীর সময়ে না হয়ে অন্য সময়ে হলে ভাঙে

তার অঙ্গস্ব নষ্ট হয় না। এখানেও ঠিক তেমন অগ্নিহোত্র প্রভৃতি দ্বারা ব্যবধান ঘটলেও কোন দোষ নেই, অগ্নিপ্রশমন প্রভৃতি ঔপবসখ কর্মের অনুষ্ঠান উপসদ্ব ইষ্টির দিন না হয়ে এই অগ্নিহোত্র প্রভৃতির পরেই হবে। ‘আগ্নিমারুতাদ্ উৎস্বম্ অনুবাজেচ্ চরতি’ হলে যেমন সবনীয় পশুযাগের অনুবাজ প্রভৃতি অঙ্গের অনুষ্ঠান আগ্নিমারুত শব্দের পরে করা হলেও সেগুলি সোমযাগের অঙ্গ হয় না, এখানেও ঠিক তেমনই।

সপ্তপানাহং হোব কর্মণাম্ উদ্ধার উপজানো বা ॥ ১৭ ॥ [১৮]

অনু.— (এ-কথা) প্রসিদ্ধই গুণবিশিষ্ট কর্মসমূহের বর্জন অথবা সংযোজন (গুণসমেত-ই হয়ে থাকে)।

ব্যাখ্যা— যদি ন্নান, আহার প্রভৃতি কোন কাজ কোন দিন না করা হয় অথবা নির্ধারিত সময়ে না করে অন্য সময়ে করা হয় তাহলে শুধু মূল ন্নান, আহার প্রভৃতি কাজটিই যে বাদ দিতে অথবা অন্য সময়ে করতে হয় তা নয়, সেইসাথে ন্নান-আহার প্রভৃতির যেগুলি গুণ অর্থাৎ অধীনস্থ আনুবসিক অঙ্গ সেই তেল-মাখা, কাগড়-পরা, আসনে বসা, জল-খাওয়া ইত্যাদি কাজগুলিও বাদ দিতে হয় অথবা অন্য সময়ে করতে হয়। এখানেও ঠিক তেমন উপসদের ঠিক পরে সূত্যার অনুষ্ঠান না হয়ে ‘উৎকর্ষ’ হয় অর্থাৎ অগ্নিহোত্র প্রভৃতির পরে অনুষ্ঠান হয় বলে সূত্যার অঙ্গরূপে গণ্য আনুবসিক অগ্নিপ্রশমন প্রভৃতি ঔপবসখ কর্মেরও উৎকর্ষ হবে অর্থাৎ অগ্নিহোত্র প্রভৃতির পরে অনুষ্ঠান হবে, আগে নয়। কোন কর্মের বর্জন, সংযোজন ও স্থানান্তরপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অঙ্গ-সমেতই সেই কর্মের বর্জন, সংযোজন ও স্থানান্তরপ্রাপ্তি ঘটে থাকে।

সূত্রক্ষণ্যা স্বতন্ত্রম্ ॥ ১৮ ॥ [১৯]

অনু.— কিন্তু সূত্রক্ষণ্যা সর্বদা (হবে)।

ব্যাখ্যা— অত্যন্ত = অবশ্য, সর্বদা। যদিও ৫-৭ নং সূত্রে নির্দিষ্ট অগ্নিহোত্র প্রভৃতি উপসদ্ব-ইষ্টিও নয়, সূত্যাও নয়, তবুও প্রকৃতিবাগে উপসদ্ব-ইষ্টির দিন থেকে সূত্যার দিন পর্যন্ত প্রত্যহ যেমন সূত্রক্ষণ্যাহান হয়, এখানেও তেমন উপসদ্ব-ইষ্টির দিন থেকে যে সূত্রক্ষণ্যাহান শুরু করা হয়েছে প্রত্যহ তা করে যেতে হবে, ৫-৭ নং সূত্রে নির্দিষ্ট অগ্নিহোত্র প্রভৃতি মাসেও তা বাদ যাবে না।

অনবধূতেহকালসংশয়ত্বাত্ ॥ ১৯ ॥ [২০]

অনু.— কালের সংশয় থাকায় এখানে (দিনের সংখ্যা) অনির্দিষ্ট (থাকবে)।

ব্যাখ্যা— অনবধূতেহ = ন-অবধূতা + ইহ। এখানে উপসদের ছ-মাস পরে সূত্যা এবং এই ছ-মাসে প্রত্যহই সূত্রক্ষণ্যাহান করতে হবে এ-কথা আগের সূত্রে বলা হয়েছে। প্রকৃতিবাগে সূত্রক্ষণ্যাহানে (১/১২/১৯ সূ. দ্র.) উপসদের যতদিন পরে সূত্যা সেই সূত্যাপূর্ব দিনগুলির সংখ্যা অনুযায়ী অথবা উপসদের দিনসংখ্যা অনুসারে ‘ব্রাহ্মে সূত্যাম্ আগচ্ছ’, ‘দ্বাহ্মে সূত্যাম্ আগচ্ছ’ ইত্যাদি বলা হয় সে-সম্পর্কে সম্বন্ধের অবকাশ থাকার এখানে দিনসংখ্যা উল্লেখের কোন প্রয়োজন নেই, শুধু এইটুকুই বলাতে হবে ‘সূত্যাম্ আগচ্ছ’।

উত্সর্গম্ একে সূত্যোপসদ্বগুণত্বাত্ ॥ ২০ ॥ [২১]

অনু.— (সূত্রক্ষণ্যাহান) সূত্যা এবং উপসদের ধর্ম বলে অন্যেরা (এখানে সূত্রক্ষণ্যাহান) বর্জন (করেন)।

ব্যাখ্যা— সূত্রক্ষণ্যাহান সূত্যা এবং উপসদেরই ধর্ম। অগ্নিহোত্র প্রভৃতি সূত্যাও নয়, উপসদ্বও নয়। অতএব অগ্নিহোত্র প্রভৃতি ছ-টি মাসে সূত্রক্ষণ্যাহান করতে হবে না এই হল এক্সলের মত।

ক্রিয়া য়েব প্রবৃত্তে হ্যন্তম্ অগ্গদ্বাবস্থানে দোষঃ ॥ ২১ ॥ [২২]

অনু.— কিন্তু আরম্ভ করা হলে শেষ না করে থেমে গেলে দোষ (হয় বলে সূত্রক্ষণ্যাহান) ক্রিয়াটি (করাই হবে)।

ব্যাখ্যা— প্রকৃতিযোগে প্রথম উপসদের দিন থেকে সুত্যা পর্যন্ত প্রতিদিন সূত্রক্ষণ্যাহান করা হয় বলে এখানেও তা করা উচিত। তা ছাড়া উপসদের দিন যে সূত্রক্ষণ্যাহান শুরু করা হয়েছে তা সুত্যাদিন পর্যন্ত প্রত্যাহ না করে মাঝে বন্ধ রাখা ঠিক নয়। মাঝে ভাগ করলে দেবতাদের আশঙ্কা জাগতে পারে যে, এই যজ্ঞমান সভাই কি আমাকে সোমগান করাবেন। অতএব অগ্নিহোত্র প্রভৃতির ছ-টি মাসেও প্রত্যাহ সূত্রক্ষণ্যাহান করতে হবে।

ত্রিবৃত্তা মাসং পঞ্চদশেন মাসং সপ্তদশেন মাসম্ একবিংশেন মাসং ত্রিশবেন মাসম্ অষ্টাদশ ত্রয়ত্রিংশানি
দ্বাদশাহস্য দশাহানি মহাব্রতঞ্চ চাতিরাত্র্য চ ॥ ২২ ॥ [২৩]

অনু.— (এই যোগে সুত্যাদিনের অনুষ্ঠানক্রম হল) একমাস ত্রিবৃত্তোম দিয়ে, একমাস পঞ্চদশ স্তোম দিয়ে, একমাস সপ্তদশ স্তোম দিয়ে, একমাস একবিংশ স্তোম দিয়ে, একমাস ত্রিশবস্তোম দিয়ে (অনুষ্ঠান এবং তা-ছাড়া আছে) ত্রয়ত্রিংশস্তোমযুক্ত আঠার (দিন), দ্বাদশাহের দশ দিন এবং মহাব্রত ও অতিরাত্র্য।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে সূত্রনির্দিষ্ট পাঁচ মাস ধরে পৃষ্ঠের প্রথম পাঁচ দিনের बारे बारे আবৃত্তি হয় এবং তার পরে আঠার দিন ধরে চলে এই বড়হের ত্রয়ত্রিংশস্তোমবিশিষ্ট ব্রত দিনের অনুষ্ঠান। এখানে সব-কিছু দিনেরই উল্লেখ রয়েছে বলে শুরুতে প্রারণীয় অতিরাত্র্যের অনুষ্ঠান করতে হবে না।

সর্বৈষ যজ্ঞেন যজ্ঞস্তে য এতদ্ উপব্রতি ॥ ২৩ ॥ [২৪]

অনু.— যাঁরা এই (অনুষ্ঠান) করেন (তারা) সমস্ত যজ্ঞ দ্বারা (-ই) যাগ করেন।

ব্যাখ্যা— কণ্ডুগায়ী-অগ্নি এত মহাযজ্ঞপূর্ণ যজ্ঞ যে, যাঁরা এই যজ্ঞ করেন তারা বেদে বিহিত সমস্ত যজ্ঞই করছেন, সমস্ত যজ্ঞের ফলই তারা এই একটি মাত্র যজ্ঞ দ্বারাই লাভ করবেন বলে স্বীকার হয়।

পঞ্চম কণ্ডিকা (১২/৫)

[সর্পায়ণ, ত্রৈবর্ষিক সত্র, ক্ষুদ্রক, দ্বাদশবর্ষিক, মহাতাপশ্চিত, দ্বাদশসংবত্সর, ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ষিক, শতসংবত্সর, সহস্রসংবত্সর, অগ্নিসত্র বা সহস্রসাব্য]

সর্পাণাম্ অগ্নম ॥ ১ ॥

অনু.— (এখন বলা হচ্ছে) সর্পায়ণ।

ব্যাখ্যা— সর্পসত্র সম্পর্কে শা. ১৩/২৩/৬-৮ সূত্রে সামান্য দু-তিনটি কথাই বলা হয়েছে।

গো-আয়ুধী দদশীস্তোমে ॥ ২ ॥

অনু.— এই যোগে দশস্তোমযুক্ত গোষ্টোম এবং আয়ুষ্টোম (একবছর ধরে পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— ‘দদশী’ হানে পাঠান্তর ‘দাদশী’ এবং ‘দদশী’।

অনুলোমে যৎ মাসান্ প্রতিলোমে যই ॥ ৩ ॥

অনু.— হ-মাস যথাক্রমে (এবং বাকী) হ (-মাস) বিপরীতক্রমে (গোষ্টোম এবং আয়ুষ্টোমের অনুষ্ঠান হয়)।

ব্যাখ্যা— প্রথম হ-মাস প্রথম দিনে গোষ্টোম, দ্বিতীয় দিনে আয়ুষ্টোম, তৃতীয় দিনে গোষ্টোম এইভাবে যথাক্রমে আবৃত্তি হয় এবং বাকী হ-মাস আবৃত্তি হয় বিপরীতক্রমে অর্থাৎ প্রথম দিনে আয়ুষ্টোম এবং দ্বিতীয় দিনে গোষ্টোম এই রকমে।

জ্যোতিঃ হাদিশীক্সোমো বিম্ববত্স্থানে ॥ ৪ ॥

অনু.— বিম্ববানের স্থানে হাদিশস্তোমযুক্ত জ্যোতিঃ (নামে একাহ অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— সূত্রে ‘হাদিশস্তোম’ না বলে ‘হাদিশীক্সোম’ কেন কলা হল তা ঠিক বোধগম্য নয়। ‘জ্যোতিঃ’ নামে একাহের উল্লেখ ১০/১/১ সূত্রে আছে।

প্রকাশকামা উপেষ্টুঃ ॥ ৫ ॥

অনু.— প্রচারপ্রার্থীরা (এই সর্পায়ণ যাগ) করবেন।

ব্যাখ্যা— এই যাগে প্রায়ণীয়া ও উদয়নীয়ের যতন্ত্র অনুষ্ঠানও করা যেতে পারে। বিদ্যা বা ধনের প্রকাশ যীরা ঘটতে চান তাঁদের এই যাগটি করতে হয়।

ত্রৈবর্ষিকং প্রজাকামাঃ ॥ ৬ ॥

অনু.— সন্তানপ্রার্থীরা ত্রৈবর্ষিক (সত্র করবেন)।

গবাম্-অয়নং প্রথমঃ সংবত্‌সরঃ। অখাদিত্যানাম্। অখাদিরসাম্ ॥ ৭ ॥

অনু.— (এই সত্রে) প্রথম বছর গবাময়ন, তার পরে আদিত্যয়ন, তার পরে অগ্নিরস্-অয়ন (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— ত্রৈবর্ষিক সত্রে প্রত্যেক বছর একটি করে অয়নযাগ হয়।

চত্বারি তাপশ্চিতানি ॥ ৮ ॥

অনু.— চারটি তাপশ্চিত (সত্র আছে)।

ব্যাখ্যা— এই সূত্রটি না করলেও চলত, তবুও সূত্রটি করে সূত্রকার এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে চাইছেন যে, এ-বার যেগুলির কথা বলা হচ্ছে সেই চারটি তাপশ্চিতই সমান, কোন তাপশ্চিততেই বিম্ববানের অনুষ্ঠান করে দিন বৃদ্ধি করা চলবে না। ১০ নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র।

ক্ষুরকতাপশ্চিতং প্রথমং সংবত্‌সরং সদীক্ষোপসত্‌কম্ ॥ ৯ ॥

অনু.— (তার মধ্যে) প্রথম ক্ষুরকতাপশ্চিতটি দীক্ষা ও উপসদ-সমেত বর্ষ (-ব্যাপী অনুষ্ঠান)।

ব্যাখ্যা— দীক্ষা এবং উপসদ ইন্টি-সমেত এক বছর ধরে এই ক্ষুরক-তাপশ্চিতের অনুষ্ঠান চলে। পরবর্তী সূত্র অনুসারে চতুর্থ সূত্র্যামাসে মহাব্রতের অনুষ্ঠান হলেও ৪/২/১৬ সূত্র অনুসারে এখানে দীক্ষা ইন্টি এক বছর ধরে করতে হয় না। ৪/২/১৭ সূত্র অনুসারে চার মাস দীক্ষা এবং চার মাস উপসদ হবে। তার পরে পরবর্তী সূত্র অনুসারে হবে চার মাস সূত্র্যামাস।

তস্য চত্বারঃ সৌত্যা মাসা গবাম্-অয়নস্য প্রথমষষ্ঠসপ্তমোক্তমাঃ ॥ ১০ ॥

অনু.— ঐ (যাগের) চারটি সূত্র্যামাস-সম্পর্কিত মাস (হল) গবাময়নের প্রথম, বর্ষ, সপ্তম এবং শেষ (মাস)।

ব্যাখ্যা— ক্ষুরকতাপশ্চিত চার মাস মাত্র সূত্র্যামাস। যে চার মাস সোমযাগ হয় সেই মাসগুলিতে যথাক্রমে গবাময়নের প্রথম, বর্ষ, সপ্তম এবং হাদিশ মাসের মতো অনুষ্ঠান করা হয়। কেন্ কেন্ মাসের অনুষ্ঠান হবে সূত্রে তা স্পষ্টত নির্দেশ থাকার এবং বিম্ববান্ কোন মাসের অন্তর্গত নয় বলে বর্ষ মাসের পরে বিম্ববানের অনুষ্ঠান এখানে করতে হয় না। ৪/২/১৭ সূত্রটি থেকেই সূত্র্যামাসের অনুষ্ঠানকাল ১/৩ অংশ বলে বোঝা গেলেও এখানে এবং ১২, ১৫, ১৮ নং সূত্রে সূত্র্যামাস নির্দেশ করা হয়েছে বিম্ববানের প্রবেশ নির্দিষ্ট করার অভিপ্রায়েই। “চতুরো মাসান্ দীক্ষাঃ; চতুর উপসদঃ; চতুর সুব্রতীতি; গবাম্-অয়নস্য প্রথমোক্তমৌ মাসৌ; অষ্টাবিংশিনৌ চ বিম্ববান্ চ; তত্ ক্ষুরকতাপশ্চিতম্ ইত্যচকতে” — শা. ১০/২৫।

ত্রৈবর্ষিকং তাপশ্চিতম্ ॥ ১১ ॥

অনু.— (এ-বার বলা হচ্ছে) ত্রৈবর্ষিক তাপশ্চিত।

তস্য সৌত্যাঃ সংবৎসরঃ। উক্তো গবাম্-অয়নেন ॥ ১২ ॥ [১১, ১২]

অনু.— ঐ যাগের সূত্যা সম্পর্কিত (দিন) এক বছর। গবাম্-অয়ন দ্বারা (ঐ সূত্যা বর্ষ) বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— এই দ্বিতীয় তাপশ্চিত যাগে ৪/২/১৭ সূত্র অনুসারে একবছর দীক্ষণীয়া এবং একবছর উপসদের পরে এক বছর ধরে গবাম্-অয়নের মতো অনুষ্ঠান হয়। বিবুবানের অনুষ্ঠান এখানেও হবে না।

জ্যোতির্ সৌর আয়ুর্ অভিজিৎ বিশ্বজিৎ মহাব্রতং চতুর্বিংশানাং বৈকৈকম্ ॥ ১৩ ॥ [১২]

অনু.— অথবা জ্যোতিষ্টোম, গোষ্টোম, আয়ুষ্টোম, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ, মহাব্রত, চতুর্বিংশের এক একটির (আবৃতি করে করে এক বছর ধরে অনুষ্ঠান হবে)।

ব্যাখ্যা— বিকল্পে জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি সাতটি দিনের (কোন বা) এক একটির বারে বারে অনুষ্ঠান করে এক বছর পূর্ণ করতে হয়। এখানেও বিবুবান্ দিনের অনুষ্ঠান করতে হয় না। ৪/২/১৭ সূত্র অনুসারে এই যাগে এক বছর দীক্ষণীয়া, এক বছর উপসদ, এক বছর সূত্যা। বৃত্তিকার এই সূত্রের বৃত্তিতে বলেছেন— “এতেষাং সপ্তানাম্ অহাম্ একৈকেনাহা সংবৎসরঃ পূরয়িতব্যোহ-ভাস্যাত্যস্য ইত্যর্থঃ”। এই উক্তির অন্য অর্থও কিন্তু সম্ভব। সূত্রে ‘মহাব্রত’ এবং ‘পূর্ববর্তী’ শব্দগুলি সম্ভবত বিভক্তিকৃত নয়।

দ্বাদশবর্ষিকং তাপশ্চিতম্ ॥ ১৪ ॥ [১৩]

অনু.— (এখন বলা হবে) দ্বাদশবর্ষিক তাপশ্চিত।

তস্য চত্বারঃ সৌত্যাঃ সংবৎসরা গবাম্-অয়নশস্যঃ পূর্বৈপৈব ন্যায়েন ॥ ১৫ ॥ [১৩]

অনু.— ঐ (যাগে) সূত্যা সম্পর্কিত চারটি বছর আগের নিয়মেই গবাম্-অয়নের শব্দবিশিষ্ট (হবে)।

ব্যাখ্যা— একমাস গঠন-সাপেক্ষ হলে গবাম্-অয়নের যেমন অনুষ্ঠান হয় (১১/৭/১৫ সূ. দ্র.) এখানেও ঠিক চার বছর ধরে তেমনই অনুষ্ঠান হবে। এখানেও ৪/২/১৭ সূত্র অনুসারে সূতার আগে চার বছর দীক্ষণীয়া এবং চার বছর উপসদ ইটি হয়। বিবুবানের অনুষ্ঠান এখানেও হবে না।

অপি বোত্তরস্য পক্ষসো দ্বাবিংশতিঃ সবনমাসা ভবেয়ুস্ত্রয়োবিংশতিঃ পূর্বস্য ॥ ১৬ ॥ [১৪]

অনু.— অথবা উত্তর পক্ষের সবনমাস (হবে) বাইশটি এবং পূর্ব (পক্ষের) তেইশটি।

ব্যাখ্যা— সবনমাস কি তা আগেই বলা হয়েছে (১১/৭/২০ সূ. দ্র.)। দ্বাদশবর্ষিক তাপশ্চিততে বিকল্পে পূর্বপক্ষে তেইশটি এবং উত্তরপক্ষে বাইশটি পৃষ্ঠ্য-অভিপ্রব-সঙ্কৃত সবনমাস থাকতে পারে। এ-ছাড়া ১০ নং সূত্রে নির্দিষ্ট ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম এইভাবে (২৩ + ২২ + ৩ =) মোট ৪৮ মাস বা চার বছর সূত্যা হবে।

ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ষিকং মহাতাপশ্চিতম্ ॥ ১৭ ॥ [১৪]

অনু.— (এ-বার) ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ষিক মহাতাপশ্চিত (বলা হচ্ছে)।

তস্য দ্বাদশ সৌত্যাঃ সংবৎসরা গবাম্-অয়নশস্যঃ পূর্বৈপৈব ন্যায়েন ॥ ১৮ ॥ [১৪]

অনু.— ঐ (যাগের) সূত্যা সম্পর্কিত বারোটি বছর আগের নিয়মেই গবাময়নশব্দ-বিশিষ্ট (হবে)।

ব্যাখ্যা—উত্তরপক্ষ গঠনসাপেক্ষ একমাস হলে (১১/৭/১৫ সূ. দ্র.) গবাময়নের অনুষ্ঠান যেমন হয় এখানেও বারো বছর ধরে তেমনই অনুষ্ঠান হবে। পূর্বপক্ষে থাকবে ৭১ টি সবনমাস এবং উত্তর পক্ষে ৭০ টি। এ-ছাড়া বর্ষ, সপ্তম এবং শেষ মাসটি গবাময়নের মতোই হবে। তাহলে মোট বারো বছর ধরে সুত্যা হল। ৪/২/১৭ সূত্র অনুসারে এই যাগে বারো বছর ধরে দীক্ষণীয়া এবং তার পরে আবার বারো বছর ধরে উপসদ্ব ইষ্টিক্র করতে হয়। তার পরে বারো বছর ধরে হয় সুত্যা। বিশ্ববানের অনুষ্ঠান এখানেও হবে না। ১০নং সূত্রের ব্যাখ্যার শেষাংশ দ্র।

প্রজাপতেঃ দ্বাদশসংবৎসরম্ ॥ ১৯ ॥ [১৫]

অনু.—(এ-বার) প্রজাপতির দ্বাদশসংবৎসর (যাগ বলা হচ্ছে)।

ত্রয়স্ব ত্রিবৃত্তঃ সংবৎসরাসু ত্রয়ঃ পঞ্চদশাসু ত্রয়ঃ সপ্তদশাসু ত্রয় একবিংশতিঃ ॥ ২০ ॥ [১৬]

অনু.—(এই সত্রে) ত্রিবৃত্তস্তোমযুক্ত তিন বছর, পঞ্চদশস্তোমযুক্ত তিন (বছর), সপ্তদশস্তোমযুক্ত তিন (বছর), একবিংশস্তোমযুক্ত তিন (বছর) এই মোট বারো বছর ধরে অনুষ্ঠান হয়।

ব্যাখ্যা—শা. ১৩/২৮/৫ সূত্রেরও এই একই বিধান।

এতৈরু এব স্তোমৈঃ শাক্ত্যানাং ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ষিকম্ ॥ ২১ ॥ [১৬]

অনু.—এই স্তোমগুলি দিয়েই শাক্ত্য-ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ষিক (অয়ন যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা—শাক্ত্যদের ছত্রিশ বছরের যাগ ২০ নং সূত্রে উল্লিখিত ত্রিবৃত্ত, পঞ্চদশ, সপ্তদশ এবং একবিংশ স্তোম দিয়েই করতে হয়। পরবর্তী সূ. দ্র.। বৃত্তি অনুযায়ী শাক্ত্যানাং, সাধ্যানাং, বিশ্বসৃজ্ঞান্ এবং অগ্নেঃ পদের পরে ‘অয়নম্’ পদ উহ্য আছে এবং ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ষিকম্ ইত্যাদি দ্বিতীয়যুক্ত পদে যাগের ব্যাপ্তিকাল নির্দেশ করা হয়েছে বলে বুঝতে হবে। ২১-২৯ নং সূত্র পর্যন্ত তাই অয়নেরই প্রসঙ্গ। ‘বর্ষিকম্’ স্থানে পাঠান্তর ‘বার্ষিকম্’। শা. ১৩/২৮/৬ সূত্রের বিধানও একই।

একৈকেন নব নব বর্ষাণি ॥ ২২ ॥ [১৭]

অনু.—এক একটি (স্তোমযুক্ত দিন দিয়ে) নয় নয় বছর ধরে (অনুষ্ঠান হয়)।

ব্যাখ্যা—শাক্ত্যদের সত্রে ২০ নং সূত্রে উল্লিখিত ত্রিবৃত্ত প্রভৃতি চারটি স্তোমের প্রত্যেকটি (স্তোম) ন-বছর ধরে প্রত্যহ প্রয়োগ করা হয়।

এতৈরু এব স্তোমৈঃ সাধ্যানাং শতসংবৎসরম্ ॥ ২৩ ॥ [১৮]

অনু.—এই স্তোমগুলি দিয়েই সাধ্য-শতসংবৎসর (অয়নযাগ হয়ে থাকে)।

ব্যাখ্যা—এই যাগ একশ বছর ধরে চলে।

একৈকেন পঞ্চবিংশতিঃ পঞ্চবিংশতিঃ বর্ষাণি ॥ ২৪ ॥ [১৯]

অনু.—(এই) এক একটি (স্তোম) দিয়ে(-ই) পঁচিশ পঁচিশ বছর (ধরে অনুষ্ঠান হয়)।

ব্যাখ্যা—শা. ১৩/২৮/৭ সূত্রের নির্দেশও তা-ই।

এতৈরু এব স্তোমৈঃ বিশ্বসৃজ্ঞান্ সহস্রসংবৎসরম্ ॥ ২৫ ॥ [১৯]

অনু.—এই স্তোমগুলি দিয়েই বিশ্বসৃজ্ঞ-সহস্রসংবৎসর (অয়ন যাগ হয়ে থাকে)।

ব্যাখ্যা—এই যাগ চলে হাজার বছর ধরে। প্রসঙ্গত কা. শ্রৌ. ১/৬/১৭-২৭ সূ. ম্।

একৈকেনার্বতৃতীয়ান্যর্ধতৃতীয়ানি বর্ষশতানি ॥ ২৬ ॥ [১৯]

অনু.—এক একটি স্তোম দিয়ে আড়াই(শ) বছর (ধরে অনুষ্ঠান হয়)।

ব্যাখ্যা—অর্ধতৃতীয় = আধ-কম তিন = আড়াই। বিশ্বসৃষ্টির সহস্রসংবৎসর-সম্মে ২০ নং সূত্রের এক একটি স্তোম আড়াই-শ বছর ধরে স্তোত্রে প্রয়োগ করতে হয়। শা. ১৩/২৮/৮ সূত্রেও এই একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অয়োঃ ॥ ২৭ ॥ [২০]

অনু.—অগ্নির (অয়ন এ-বার বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা—এ-বার অগ্নি-সত্র বলা হচ্ছে।

অগ্নিস্টোমসহস্রম্ ॥ ২৮ ॥ [২১]

অনু.—(এই অয়ন সম্মে এক) হাজার অগ্নিস্টোম।

ব্যাখ্যা—অগ্নিসম্মে এক হাজার দিন ধরে অগ্নিস্টোমের অনুষ্ঠান হয়। এখানে শুধু বলা হয়েছে এক হাজার অগ্নিস্টোম হবে। দিনের মোট সংখ্যার কথা স্পষ্টত বলা নেই বলে হাজারটি অগ্নিস্টোম ছাড়াও প্রথম দিনে প্রায়ণীয়া ও শেষ দিনে উদয়নীয় অতিরাত্রের অনুষ্ঠান করতে হবে। ‘অতিরাত্রঃ সহস্রম্ অহান্যতিরাত্রোহয়োঃ সহস্রসাব্যম্’—শা. ১৩/২৭/৭।

সহস্রসাব্যম্ ইত্যেতদ্ আচকতে ॥ ২৯ ॥ [২২]

অনু.—এই (অয়ন সত্রকে যাজ্ঞিকেরা) ‘সহস্রসাব্য’ বলেন।

বর্ষ কণিকা (১২/৬)

[সারস্বত-সত্র]

অথ সারস্বতানি ॥ ১ ॥

অনু.—এর পর সারস্বত (সত্রগুলি বলা হচ্ছে)।

সরস্বত্যাঃ পশ্চিম উদকান্তে দীক্ষেরন্ ॥ ২ ॥

অনু.—সরস্বতী নদীর পশ্চিম জলপ্রান্তে দীক্ষণীয়া ইষ্টি করবেন।

ব্যাখ্যা—বৃত্তিকারের মতে পশ্চিম জলপ্রান্ত বলতে বোঝাচ্ছে যে-স্থানে সরস্বতী নদীর ধারা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে সেই ‘সরস্বতীবিনশন’ নামে স্থান। ‘সরস্বত্যা বিনশনে দীক্ষা সারস্বতানাং’—শা. ১৩/২৯/১।

তে তত্রৈব দীক্ষোপসদঃ কৃশা প্রায়ণীয়াঞ্চ সরস্বতীং দক্ষিণেন তীরেশ শম্যাথাসে

শম্যাথাসেহ হর্-অহর্ যজ্ঞমানা অনুরজেয়ুঃ ॥ ৩ ॥

অনু.—ঐ (যজ্ঞমানেরা) ঐ স্থানেই দীক্ষণীয়া ও উপসদ ইষ্টি করে এবং প্রায়ণীয়া (ইষ্টি করে) দক্ষিণ তীর দিয়ে প্রতিদিন প্রত্যেক শম্যানিকেপে বাগ করতে করতে সরস্বতী (নদীর) অনুগমন করবেন।

ব্যাখ্যা—শম্যাগ্রাস = শম্যা-নিষ্কেপ। সম্রাটগারীরা সরস্বতী-বিনশনে দীক্ষণীয়া, প্রায়ণীয়া, উপসদ্ এবং উপবসখ্য দিনের কর্ম করে নদীর দক্ষিণ তীর ধরে জলের গতিপথ বরাবর এগিয়ে চলেন। প্রতিদিন তাঁরা একটি করে শম্যা (গরুর গাড়ীর সিমলি) ছোঁড়েন। ঐ শম্যা (= জোয়ালের খিল) যেখানে গিয়ে মাটিতে পড়ে সেখানে পরের দিন যাগ করা হয়। ‘তদ্রৈব’ বলার তাৎপর্য হল সকল সারস্বত সম্রাট প্রায়ণীয়া পর্যন্ত কর্মগুলি বিনশনমূল্যেই করতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ‘সহস্রবোহুযজ্ঞদ্ যত্র শম্যাক্ষেপেণ ভারত’ (মহা. বন. ৯০/৫; ১২৯/১৪, ২১)। ‘ইষ্টা সাংনাথ্যোনাথবুঃ শম্যাং পরাস্য তত্র গার্হপত্যং নিধায় বটত্রিশত্ প্রক্রমেদ্বাহবনীমম অভ্যাদধতি’—শা. ১৩/২৯/২।

সংহার্য উলুখলবুয়ো যুপঃ ॥ ৪ ॥

অনু.—(এই সূত্রে) বহনযোগ্য ও উলুখলের মূলের মতো যুপ (ব্যবহৃত হয়)।

ব্যাখ্যা—যুপের তলাটি উলুখলের তলার মতো এমন চওড়া হবে যে, তা না পুঁতে মাটির উপর রেখে দিলে পড়ে যাবে না এবং এই যুপটি এমন হালকা হবে যে, তা যেন অন্যত্র সহজে বহন করা যায়। শা. ১৩/২৯/৫ সূত্রে ‘সংহার্য’ শব্দটি নেই।

চক্রীবত্তি সদোহবির্নখানানি ॥ ৫ ॥

অনু.—সদোমগুপ এবং হবির্ধানমগুপ চক্রযুক্ত (হবে)।

ব্যাখ্যা—সূত্রে দ্বিবিচনের পরিবর্তে বহুবচন প্রয়োগ করা হয়েছে দু-টি মণ্ডপের বিশালতা বোঝাবার জন্য। দুই মণ্ডপকে চক্রযুক্ত শব্দের অথবা রথের আকারে নির্মাণ করতে হয়। কেউ কেউ মনে করেন চক্রযুক্ত মণ্ডপ বলতে বোঝাচ্ছে বহন (চালন)-যোগ্য দু-টি মণ্ডপ। “চক্রীবত্ত সদঃ”—শা. ১৩/২৯/৩।

আগ্নীশ্রীয়াং পত্নীশালাং চ ॥ ৬ ॥

অনু.—আগ্নীশ্রীয়া এবং পত্নীশালা (চক্রযুক্ত হবে)।

ব্যাখ্যা—পত্নীশালা থাকে ঐষ্টিক বেদির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের আছে। “তথ্যগ্নীয়াং”—শা. ১৩/২৯/৪।

দক্ষিণপূরস্তাদ্ আহবনীয়াস্যাবস্থায় ব্রহ্মা শম্যাং প্রহরেত্ সা যত্র নিপতেত্ তদ্
গার্হপত্যস্যায়তনং ততোহ বিবিহারঃ ॥ ৭ ॥

অনু.—আহবনীয়ার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মা শম্যা ছোঁড়েন। ঐ (শম্যা) যেখানে (গিয়ে মাটিতে) পড়ে সে-টি (হয়) গার্হপত্যের স্থান। সেই অনুযায়ী (সম্পূর্ণ) যজ্ঞভূমি (প্রস্তুত হয়)।

ব্যাখ্যা—সেই গার্হপত্য থেকে উচিত দূরত্বে আহবনীয়া, সদোমগুপ ইত্যাদি প্রস্তুত করতে হবে।

বিষমে চেন্ নিপতেত্ উদধৃত্য সমে বিহরেত্ ॥ ৮ ॥

অনু.—যদি উঁচু-নীচ স্থানে পড়ে (তাহলে ঐ শম্যা) তুলে নিয়ে (আবার সামনে হুঁড়ে) সমতল (স্থানে ফেলে) সেখানেই যজ্ঞভূমি প্রস্তুত করবেন।

অপ্সু চেন্ বারুণং পুরোডাশং নিরুপেতুর্ অশ্বিনশ্চ চরুন্ অশ্বিনশাদা হ্যহ্বাদুপস্থং
সমন্যা যজ্ঞাপ যজ্ঞান্যা ইতি ॥ ৯ ॥

অনু.—যদি (ঐ শম্যা) জলে (গিয়ে পড়ে তাহলে) বরুণ দেবতার পুরোডাশ (এবং) অশ্বিন নগাৎ দেবতার উদ্দেশ্যে চরু (আর্ঘ্য) দেবেন। (দ্বিতীয় দেবতার অনুবাক্য এব যজ্ঞা) ‘অশ্বিনঃ’ (২/৩৫/৯), ‘সমঃ’ (২/৩৫/৩)।

অন্তঃ সমানং সর্বেষাম্ ॥ ১০ ॥ [৯]

অনু.— এই পর্যন্ত সব (সারস্বত সত্রে অনুষ্ঠানই) সমান।

মিত্রাবরুণয়োঃ অয়নম্ ॥ ১১ ॥ [১০]

অনু.— (এখন) মিত্রাবরুণ-অয়ন (নামে সারস্বত সত্রে বলা হচ্ছে)।

কুণ্ডপায়িনাম্-অয়নস্যাদ্যান্ বৎ মাসান্ আবর্তয়ন্তো ব্রজেয়ুঃ ॥ ১২ ॥ [১১]

অনু.— এই সত্রে কুণ্ডপায়ী-অয়নের (অগ্নিহোত্র প্রভৃতি) প্রথম ছ-টি মাসের আবৃত্তি করতে করতে চলবেন।

মাসি মাসি চ গোআয়ুধী উপেয়ুর্ আয়ুর্ অশুশ্বেষু গৌর্ শুশ্বেষু ॥ ১৩ ॥ [১২]

অনু.— এবং মাসে মাসে গোষ্টোম ও আয়ুষ্টোম করবেন। আয়ুষ্টোম (হবে) বিজোড় (মাসগুলিতে এবং) গোষ্টোম (হবে) জোড় (মাসগুলিতে)।

ব্যাখ্যা— যাতে কৃষ্ণচতুর্দশীর দিন ঔপবসথ অনুষ্ঠান হতে পারে এমনভাবে গুরুপক্ষে বতী তিথিতে দীক্ষণীয়া ইষ্টি দিয়ে সত্র শুরু হয়। তার পর বারো দিন ধরে দীক্ষণীয়া ও বারো দিন ধবে উপসন্ হওয়ার পরে আগামী অমাবস্যায় হয় প্রায়ণীয়া অতিরাত্র। এর পর কুণ্ডপায়ী-অয়নের অগ্নিহোত্র প্রভৃতি ছ-টি মাসের আবৃত্তি করে করে মাঝে প্রায়ণীয়ার পরে প্রথম যে পূর্ণিমা পড়ে সেই দিন গোষ্টোম এবং পরবর্তী পূর্ণিমায় আয়ুষ্টোমের অনুষ্ঠান করতে হয়। তার পরে আবার গোষ্টোম ও আয়ুষ্টোম। এইভাবে প্রত্যেক বিজোড় পূর্ণিমায় আয়ুষ্টোম এবং যুগ্ম পূর্ণিমায় গোষ্টোমের অনুষ্ঠান করে চলতে হয়। বিজোড় ও জোড় মাস প্রায়ণীয়ার দিন থেকে নয়, দীক্ষণীয়া ইষ্টির দিন থেকেই হিসাব করা হয়। ভাই এই ব্যবস্থা। সাথে সাথে চলে অগ্নিহোত্র প্রভৃতি হবির্ব্যজ্ঞেরও চক্রাকারে পুনরাবৃত্তি। সরস্বতী নদীর দক্ষিণ তীর ধরে এইভাবে যাগ করতে করতে প্রাক্কপ্রবণের কাছে এগিয়ে যেতে হয়।

ইতি নু প্রথমঃ কল্পঃ ॥ ১৪ ॥ [১৩]

অনু.— (মিত্রাবরুণ-অয়নের) এই হল প্রথম রীতি।

অথ দ্বিতীয়ঃ ॥ ১৫ ॥ [১৪]

অনু.— এ-বার দ্বিতীয় (রীতি বলা হচ্ছে)।

বখামাবস্যায়াম্ অতিরাত্রঃ স্যাৎ তথা দীক্ষেরন ॥ ১৬ ॥ [১৫]

অনু.— যাতে (আগামী) অমাবস্যায় (প্রায়ণীয়া) অতিরাত্র হয় তেমনভাবে দীক্ষণীয়া ইষ্টি করবেন।

তেহমাবস্যায়াম্ অতিরাত্রং সংস্থাপ্য তদ্-অহ্নঃ এবামাবস্যস্য সানোদ্যবত্সান্ অপাকুর্ষুঃ ॥ ১৭ ॥ [১৬]

অনু.— তাঁরা অমাবস্যায় অতিরাত্র শেষ করে ঐ দিনই দর্শবাগের সাম্নায়াসম্পর্কিত বাছুরগুলি (মায়ের কাছ থেকে) সরিয়ে নেবেন।

ব্যাখ্যা— সত্ৰীরা প্রায়ণীয়া অতিরাত্রের আশ্বিন গ্রহ ও শত্র পর্বন্ত সম্বন্ধ অনুষ্ঠান একদিনেই শেষ করে ঐ অমাবস্যার দিনই দর্শবাগের সাম্নায়া-আবৃতির জন্য বৎস-অপাকরণ করবেন। দর্শবাগ হ'বে অবশ্য পরের দিনে। এই মতে এখানে কুণ্ডপায়ী-অয়নের প্রথম ছ-মাসের আবৃত্তি করতে হয় না, আবৃত্তি হয় শুধু দর্শ-পূর্ণমাসের।

তৎ পক্ষম্ অমাবাস্যেন ব্রজিহ্মা পৌর্ণমাস্যাং গাম্ উপেষুঃ ॥ ১৮ ॥ [১৭]

অনু.— ঐ (শুক্ল) পক্ষ ধরে দর্শ দ্বারা যাগ করে পূর্ণিমায় গোষ্টোম করবেন।

ব্যাখ্যা— সূত্রের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে— ঐ পর্ব (শুক্ল) পক্ষ অমাবস্যা ইষ্টি দ্বারা বিচরণ করে পূর্ণিমায় গোষ্টোম করবেন। মূল অর্থ অবশ্য একই। “তন্ম এতন্ম আপূর্যমাণপক্ষম্ অমাবাস্যেন যজি; তেবাম্ পৌর্ণমাস্যাং গৌর্ উক্থো”— শা. ১৩/২৯/৭, ৮।

পৌর্ণমাসেনোত্তরং ব্রজিহ্মাবাস্যারাম্ আয়ুৰ্বম্ উপেষুঃ ॥ ১৯ ॥ [১৭]

অনু.— পরবর্তী (কৃষ্ণপক্ষ) ধরে পৌর্ণমাস দ্বারা যাগ করে অমাবস্যায় আয়ুষ্টোম করবেন।

ব্যাখ্যা— আক্ষরিক অর্থ— পৌর্ণমাস ইষ্টি দ্বারা পরবর্তী (কৃষ্ণ) পক্ষ বিচরণ করে অমাবস্যায় আয়ুষ্টোম করবেন। মূল অর্থ অবশ্য সেই একই। “তন্ম এতন্ম অপক্ষীয়মাণপক্ষং পৌর্ণমাস্যেন যজি; তেবাম্ অমাবস্যারাম্ আয়ুর্ উক্থো”— শা. ১৩/২৯/৯, ১০।

এবম্ আবর্তনস্তো ব্রজেয়ুঃ ॥ ২০ ॥ [১৮]

অনু.— (প্রাকপ্রশবণে না পৌছান পর্যন্ত) এইভাবে আবর্তন করতে করতে চলবেন।

ইন্দ্রায়োন্-অয়নম্ ॥ ২১ ॥ [১৯]

অনু.— এ-বার ইন্দ্রায়ি-অয়ন (নামে সারস্বত সত্র বলা হচ্ছে)।

গোআয়ুর্ষীভ্যাম্ ॥ ২২ ॥ [২০]

অনু.— (এই সত্রে যাগের সমাপ্তি পর্যন্ত) গোষ্টোম এবং আয়ুষ্টোম দ্বারা (বারে বারে অনুষ্ঠান করে চলবেন)।

ব্যাখ্যা— “অতিরাত্রোহভিজিৎবিষজিতৌ গো-আয়ুর্ষী ইন্দ্রকুক্ষী অতিরাত্রঃ”— শা. ১৩/২৯/২৩।

অর্থশোহরনম্ ॥ ২৩ ॥ [২১]

অনু.— অর্থমা-অয়ন (নামে সারস্বত সত্র এ-বার বলা হচ্ছে)।

ত্রিকদ্রকৈঃ ॥ ২৪ ॥ [২১]

অনু.— (এই সত্রে বারে বারে) ত্রিকদ্রক দ্বারা (অনুষ্ঠান করবেন)।

ব্যাখ্যা— এই আবৃত্তি দণ্ডকলিতবৎ অর্থাৎ সম্পূর্ণ একটি ত্রিকদ্রক শেষ হলে তবে আর একটি ত্রিকদ্রক এবং সেই ত্রিকদ্রক শেষ হলে অপর একটি ত্রিকদ্রক এইভাবে বারে বারে ত্রিকদ্রকের আবৃত্তি হবে। ত্রিকদ্রকের অন্তর্গত কোন একটি দিনের পর পর কয়েক দিন ধরে পুনরাবৃত্তি করে পরে অপর একটি দিনের পুনরাবৃত্তি করলে চলবে না। দণ্ডের একাংশ নয়, সমগ্র দণ্ড দ্বারা বারে বারে কেন্দ্র প্রভৃতি মাপার মতো আবৃত্তি হয় বলে এই আবৃত্তিকে বলা হয় দণ্ডকলিতবৎ আবৃত্তি। “অতিরাত্রো জ্যোতিম্ গৌর্ আয়ুর্ বিষজিৎ-অভিজিৎ”— শা. ১৩/২৯/২৫। এখানে উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী সূত্রের ‘অর্থশোরয়নম্’ পাঠান্তরও পাওয়া যায়।

সরস্বতীপরিসর্পণস্য শস্যম্ উত্তরং গবাম্-অয়নেন ॥ ২৫ ॥ [২২]

অনু.— সরস্বতী-পরিসর্পণ (নামে সারস্বত সত্রে) শস্য গবাময়ন দ্বারা বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— ‘শস্যম্’ বলার শব্দগুলিই কেবল গবাময়নের মতো হবে, উত্থান প্রভৃতি অন্যান্য নিয়মের ক্ষেত্রে সারস্বতসত্রে নিজ বৈশিষ্ট্যই বজায় থাকবে।

একপাণ্ডিনী স্বহান্যতিরাত্রাঃ ॥ ২৬ ॥ [২৩]

অনু.— (গবাময়নের) একক দিনগুলি কিঙ্ক (এখানে) অতিরাত্র।

ব্যাখ্যা— যদিও সরস্বতী-পরিসর্পণের শত্রু গবাময়নের মতোই, তবুও চতুর্বিংশ, অভিজিত, বিব্বান, মহাব্রত প্রভৃতি একদিনের সূত্রো-অনুষ্ঠানগুলি এখানে অতিরাত্র হবে। চতুর্বিংশ প্রভৃতি দিনগুলি একক, কারণ এগুলি বড়হ, দশরাত্র অথবা দ্বাদশাহের মতো সপ্তমবর্ষ নয়।

পৃষ্ঠ্যাহ্ণ চতুর্থম্ ॥ ২৭ ॥ [২৪]

অনু.— পৃষ্ঠ্যাহ্ণের চতুর্থ (দিনটিও এখানে অতিরাত্র হবে)।

ইতি নু গতরঃ ॥ ২৮ ॥ [২৫]

অনু.— (সব সারস্বত সত্রেই) এই হল অনুষ্ঠানরীতি।

অথোত্থানানি ॥ ২৯ ॥ [২৬]

অনু.— এ-বার (সমস্ত সারস্বত সত্রেই) সমাপ্তির (কথা বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— উত্থান = উঠে পড়া, অসমাপ্ত অবস্থায় ত্যাগ করা। ৩০ নং এবং ৩৫-৩৭ নং এই চারটি সূত্রে মোট চারটি (বা পাঁচটি) সময়ে উত্থান অর্থাৎ মাঝপথে কর্ম অসমাপ্ত রেখেই উঠে পড়ার কথা বলা হচ্ছে।

প্রাকং প্রসবণং প্রাপ্যোত্থানম্ ॥ ৩০ ॥ [২৭]

অনু.— প্রাক প্রসবণে এসে পরিত্যক্ত (হয়)।

ব্যাখ্যা— যে স্থানে সরস্বতীর লুপ্ত ধারার পুনঃপ্রকাশ ঘটেছে সেই স্থানের নাম ‘প্রাক প্রসবণ’। সেই স্থানে সারস্বত সত্র শেষ করতে হয়— ‘উত্থানম্ এব কর্তব্যং, ন ক্রমপ্রাপ্তং কর্ম আরম্ভব্যম্’ (না.)। উদয়নীর অতিরাত্রেরই শেষ করতে হবে। শা. ১৩/২৯/২০ সূত্রেও সত্রসমাপ্তির এই বিধানই দেওয়া হয়েছে।

তে যমুনায়ান্ কারপচবেৎ বভূধম্ অভ্যুপেহুঃ ॥ ৩১ ॥ [২৮]

অনু.— ঐ (সত্ৱীরা) যমুনায় কারপচব (স্থানে) অবতৃথ করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রাকপ্রসবণে এসে সত্রসমাপ্তির ক্ষেত্রে ৩১-৩৩ নং সূত্র প্রযোজ্য। শা. ১৩/২৯/২১ সূত্রেও এই স্থানেই অবতৃথ করতে বলা হয়েছে।

উদ্-এত্যাগ্নয়ে কামারোত্তিন্ বৈরাজতজ্জা ॥ ৩২ ॥ [২৯]

অনু.— (অবতৃথ থেকে) উঠে এসে কাম অগ্নির উদ্দেশে ‘বৈরাজতজ্জা’ (হুঁটি করবেন)।

ব্যাখ্যা— মিত্রাবরণ নামে সারস্বত অরণ্যেই প্রাকপ্রসবণে সত্রসমাপ্তির ক্ষেত্রে এই বিধান দেখা যায়— শা. ১৩/২৯/২০।

তস্যাম্ অধ্বাং চ পুরুষীএ চ খেনুকে দগ্ধাঃ ॥ ৩৩ ॥ [৩০]

অনু.— (ঐ হুঁটিতে) খেনু (অবস্থায় বর্তমান) ত্রী অথ এক-দুটী (দাসী দক্ষিণা) দেবেন।

ব্যাখ্যা— ‘পুরুষজাতৌ ত্রী পুরুষী ইত্যুচ্যতে’ (না.)। শা. ১৩/২৯/২১ সূত্রের বিধানও এই সূত্রেরই মতো।

একম্ বোদ্ধখানম্ ॥ ৩৪ ॥ [৩১]

অনু.— অথবা (সারস্বত সূত্রগুলির) সমাপ্তি (হবে) এই (প্রকারের)।

ব্যাখ্যা— এই প্রকারে অর্থপথে পরিভাগ করা হবে অথবা পরে ৩৫-৩৭ নং সূত্রে যেমন বলা হয়েছে সেইভাবে সূত্রটি পরিত্যক্ত হবে। বৃত্তি অনুযায়ী অর্থ— উত্থান বিকল্পে এইভাবে হয় অথবা পরে যেমন বলা হয়েছে সেইভাবে হবে। তাঁর মতে পরবর্তী সূত্রগুলি থেকেই বিকল্পের কথা বুঝা যাচ্ছে বলে এই সূত্রটি তাই না করলেও চলত, তবুও সূত্রটি করার অভিপ্রায় এই যে, পরবর্তী সূত্রগুলিতে যে-সব উত্থানের কথা বলা হয়েছে সেগুলির ক্ষেত্রে ৩২ নং সূত্রে বিহিত বৈরাজ্যতত্ত্বা ইত্যাদি করতে হবে না, কেবল যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবেই উত্থান করতে হবে।

ঋষভৈকপত্যানাং বা গবাং সহস্রভাবে ॥ ৩৫ ॥ [৩২]

অনু.— অথবা ঋষভসমেত একশ গরুর সহস্রতা- প্রাপ্তিতে (উত্থান হবে)।

ব্যাখ্যা— বিকল্পে সূত্রের শুরুতে একটি ঋষভ-সমেত একশ গরু ছেড়ে দেওয়া হয়। গরুগুলি যখন প্রজননের ফলে সংখ্যায় এক হাজার দাঁড়ায় তখন সারস্বত সূত্রের সমাপ্তি ঘটান যেতে পারে। ৪০ নং সূ. দ্র.। শা. ১৩/২৯/১৬, ১৭ সূত্রেও এই বিধানই দেওয়া হয়েছে।

সর্বস্বজ্যান্যাম্ ॥ ৩৬ ॥ [৩৩]

অনু.— (অথবা) সর্বস্ব নষ্ট হলে (উঠে পড়বেন)।

ব্যাখ্যা— $\sqrt{\text{জ্যা} + \text{নি (উপাদি ৪৮৮)}} = \text{জ্যানি} = \text{হানি}$ । বিকল্পে সর্বস্ব চুরি গেলে অথবা ঐ একশ গরুর সবগুলিই নষ্ট হলে বা হারিয়ে গেলে সত্র শেষ করবেন। ৩৮ নং সূ. দ্র.। “সর্বস্ব বোগহতেষু” শা. ১৩/২৯/১৮।

গৃহপতিমরণে বা ॥ ৩৭ ॥ [৩৪]

অনু.— অথবা গৃহপতির মৃত্যু হলে (উঠে পড়বেন)।

ব্যাখ্যা— ৩৯ নং সূ. দ্র.। শা. ১৩/২৯/১৯ সূত্রের বিধানও তা-ই।

জ্যান্যাং হৃৎতিষ্ঠন্তো বিশ্বজিতাতিরাদ্রোপোত্তিষ্ঠন্তুঃ ॥ ৩৮ ॥ [৩৫]

অনু.— সর্বস্বনাশে সমাপ্তি ঘটাতে থাকলে বিশ্বজিত্ অতিরাজ্ দ্বারা (অনুষ্ঠান করে) উঠে পড়বেন।

ব্যাখ্যা— ৩৬ নং সূত্রে বিহিত সর্বস্ব অগহরণের বা বিনাশের ক্ষেত্রে বিশ্বজিত্ বাগে অনুষ্ঠের অতিরাজের অনুষ্ঠান করে সূত্রের সমাপ্তি ঘটাতে হয়।

গৃহপতিমরণ আত্মবা ॥ ৩৯ ॥ [৩৬]

অনু.— গৃহপতির মৃত্যুতে আত্মটোষ দ্বারা (সত্র সমাপ্ত করবেন)।

ব্যাখ্যা— ৩৭ নং সূত্রের ক্ষেত্রে এই নিয়ম।

গবা গবাং সহস্রভাবে ॥ ৪০ ॥ [৩৭]

অনু.— গরু দ্বারা গরুর সহস্রত্রে গোষ্টোষ দ্বারা (সমাপ্ত করবেন)।

ব্যাখ্যা— ৩৫ নং সূত্রের ক্ষেত্রে এই নিয়ম। ৩০ নং সূত্রের ক্ষেত্রে এবং ৩৬ নং সূত্রের (অগহরণ নয়) গো-বিনাশের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু বলা না থাকায় সেখানে উপর্যুক্ত অতিরাজ দ্বারা সূত্রের সমাপ্তি ঘটাতে হবে।

ইতি শস্যম্ ॥ ৪১ ॥ [৩৫]

অনু.— এই (হল বিভিন্ন সোমযাগের) শস্য।

ব্যাখ্যা— পঞ্চম অধ্যায় থেকে এতক্ষণ সোমযাগে যে যে মন্ত্র হোতৃবৃন্দের পাঠ্য তা বিধৃতভাবে বলা হল।

সপ্তম কণ্ডিকা (১২/৭)

[সত্রে বিভিন্ন সবনীয় পশু]

অথ সবনীয়াঃ ॥ ১ ॥

অনু.— এর পর (সবনীয় পশুযাগে যে যে) সবনীয় (পশু বলি দিতে হয় তা বলা হচ্ছে)।

ক্রতুপশবো বাত্যস্তম্ ॥ ২ ॥

অনু.— (সত্রে) ক্রতুপশুগুলিই শেষ দিন পর্যন্ত (সংস্থা অনুযায়ী আহুতি দিতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ৫/৩/৩ সূত্রে অগ্নিস্তোম, উক্ধ্য, ষোড়শী এবং অতিরাত্রের সূত্যাদিনে কোন্ কোন্ দেবতার উদ্দেশে কি কি পশু আহুতি দিতে হয় তা বলা হয়েছে। গবাময়ন যাগে প্রথম দিন থেকে সমাপ্তির দিন পর্যন্ত প্রতিদিন সংস্থা অনুযায়ী সেই সেই দেবতার উদ্দেশে সেই সেই পশুই আহুতি দেওয়া যেতে পারে।

আগ্নেয়ো বৈশ্বাঘ্নো বা ॥ ৩ ॥

অনু.— অথবা (সত্রে প্রতিদিনই সবনীয় পশু হবে) অগ্নিদেবতার অথবা ইন্দ্র-অগ্নি দেবতার (উদ্দিষ্ট)।

আগ্নেয়ং বা রথন্তরপৃষ্ঠেষু ॥ ৪ ॥

অনু.— অথবা রথন্তরপৃষ্ঠযুক্ত (সূত্যাদিনগুলিতে) অগ্নিদেবতার (পশুই হবে সবনীয় পশুযাগের আহুতিদ্রব্য)।

ব্যাখ্যা— গর্ভকার স্ততির ক্ষেত্রে রথন্তরের সঙ্গে বৈরাগ অথবা শাকর সাম গাওয়া হলেও এই নিয়ম এবং রথন্তরের যোনিতে নৌধস সাম গাওয়া হলেও এই নিয়ম।

ঐক্ষং বৃহত্পৃষ্ঠেষু ॥ ৫ ॥

অনু.— বৃহত্পৃষ্ঠযুক্ত (দিনগুলিতে) ইন্দ্রদেবতার (পশু আহুতিদ্রব্য)।

ব্যাখ্যা— গর্ভকার হলে অথবা বৃহত্পৃষ্ঠে বৈরাজ বা রৈবত সাম গাওয়া হলেও এই নিয়ম।

ঐকাদশিনান্ বা ॥ ৬ ॥

অনু.— অথবা (সত্রে প্রতিদিন সবনীয় পশুযাগে সব-কটি) ঐকাদশিন (একসাথে আহুতি দেবেন)।

ব্যাখ্যা— ৮ নং সূ. দ্র.।

প্রায়শীয়োদয়নীয়য়ো অতিরাত্রয়ো সমস্তান্ আলভেরন্ ঐক্ষায়ন্ অস্তর্যো বা ॥ ৭ ॥

অনু.— অথবা প্রায়শী ও উদয়নীয় অতিরাত্রে সমস্ত (ঐকাদশিন পশু একসাথে) বধ করবেন। (এবং) মধ্যে ইন্দ্র-অগ্নি-দেবতার (উদ্দিষ্ট পশু বধ করবেন)।

ব্যাখ্যা—বিকল্পে সত্রে প্রথম ও শেষ দিন একাদশিন এগারটি করে পশু এবং মধ্যবর্তী দিনগুলিতে ইন্দ্র-অগ্নির উদ্দেশে একটি করে পশু বধ করবেন। প্রায়ণীয়া ও উদয়নীয় অতিরাত্রের কথা বলান ‘অগ্নিহুত্ প্রায়ণীয়াহানে’ (১১/২/১৭) ইত্যাদি স্থলে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

অথহং বৈকৈকশ একাদশিনান্ ॥ ৮ ॥

অনু.—অথবা প্রতিদিন এক একটি একাদশিন (পশু বধ করবেন)।

ব্যাখ্যা—‘দশকলিতবত্’ এগার দিন ধরে একটি করে একাদশিন পশু আছতি দেওয়ার পরে আবার পরবর্তী এগার দিনে একটি করে পশু আছতি দিতে হবে। এক বিশেষ একাদশিন পশু কয়েক দিন ধরে আছতি দিয়ে তার পর অন্য এক বিশেষ একাদশিন পশুকে কয়েক দিন ধরে আছতি দিলে হবে না।

ন হ্রৌবেকাদশিনীং ন্যুনাম্ আলভেরন্ ॥ ৯ ॥

অনু.—কিন্তু অসমাপ্ত একাদশিন বধ করবেনই না।

ব্যাখ্যা—সত্রযাগে প্রত্যেক এগার দিনে একটি করে একাদশিন পশুর অনুষ্ঠান করতে হলে ৩৬১ দিনে মোট তেত্রিশটি সমগ্র একাদশিন পূর্ণ হতে পারে যদি আরও দু-টি পশু বধ করা হয়, কারণ $৩৬ \times ১১ = ৩৯৬$ । আবার $৩২ \times ১১ = ৩৫২$ । সমগ্র ৩৫২ দিনে তেত্রিশটি একাদশিন (= এগার পশুর যুগ) সম্পূর্ণ করার পরে বাকী যে ন-টি দিন তা-তে আর একটি একাদশিন শুরু করলে তা পূর্ণ হতে দু-টি পশু বাকী থেকে যাবে। তেত্রিশতম একাদশিন তাই শুরু না করে তার পরিবর্তে ১১ নং অথবা ১২ নং সূত্র অনুসারে শেষ ন-দিন অন্য পশুযোগের অনুষ্ঠান করবেন।

এতেন চেড্ পঞ্চয়নেনেসু তৃতীয়েহুনি দশরাত্রস্য দ্বাত্রিংশতম্ একাদশিন্যঃ সন্তিষ্ঠন্তেহুত

এতস্মিন্ নবরাত্রেরুতিরিপ্তপশূন্ আলভেরন্ ॥ ১০ ॥

অনু.—যদি (প্রতিদিন) এই (একাদশিন এগারটি পশুর একটি করে) পশুযাগ দ্বারা যাগ করেন (তাহলে সত্রে) দশরাত্রের তৃতীয় দিনে তেত্রিশটি একাদশিন সম্পন্ন হয়। অতএব (সত্রে অবশিষ্ট) এই নয় দিনে ‘অতিরিক্ত’ পশু বধ করবেন।

ব্যাখ্যা—‘অতিরিক্ত’ পশুর জন্য পরবর্তী সূ. দ্র.।

বৈধবং বামনম্ একবিংশে, ঐন্দ্রাণ্যং ত্রিংশে, বৈশ্বেদেবং ত্রয়ত্রিংশে, দ্যাভাপৃথিবীয়াং ধেনুং চতুর্বিংশে, তস্য

এব বহুসং বায়ব্যাং চতুশ্চত্বারিংশে, অদিভ্যাং বশ্যাম্ অষ্টাচত্বারিংশে, মৈত্রাবরুণীম্ অবিবাক্যে,

কৈশ্বকর্মণম্ ঋষভং মহারত্, আয়োরম্ উদয়নীয়েহুতিরাত্রো ॥ ১১ ॥ [১১, ১২, ১৩]

অনু.—একবিংশে বিষ্ণুর উদ্দেশে ছোট গাভী, ত্রিংশে ইন্দ্র-অগ্নির উদ্দেশে (গাভী), ত্রয়ত্রিংশে বিশ্বেদেবাঃ-র উদ্দেশে (গাভী), চতুর্বিংশে দ্যাভাপৃথিবীর উদ্দেশে ধেনু, চতুশ্চত্বারিংশে বায়ুর উদ্দেশে ঐ (ধেনুরই) বহুস, অষ্টাচত্বারিংশে অদিতির উদ্দেশে বক্ষ্যা গাভী, অবিবাক্যে মিত্র-বরুণের উদ্দেশে (বক্ষ্যা গাভী), মহারতে বিশ্বকর্মার উদ্দেশে ঋষভ, উদয়নীয় অতিরাত্রে অগ্নিদেবতার উদ্দেশে (গাভী হবে সবনীয় ‘অতিরিক্ত পশু’)।

ব্যাখ্যা—সূত্রে শেষ তিন দিন ছাড়া অন্য দিনগুলির ক্ষেত্রে দিনের উদ্দেশ না করে ঐ দিনে যে স্তোম প্রয়োগ করা হয় তারই উদ্দেশ করা হয়েছে। দশরাত্রের চতুর্থ দিন থেকে সত্রে অবশিষ্ট নয় দিন যথাক্রমে এই পশুগুলি এই এই দেবতার উদ্দেশে আছতি দেওয়া হয়। এই পশুগুলিকেই বলা হয় ‘অতিরিক্ত পশু’।

অপি বৈকাদশিনীম্ এব ত্রয়ত্রিংশীং পূরয়েদ্বনু অভিজিৎবিষজিৎবিষুবন্তি দ্বিপশুনি স্যুঃ ॥ ১২॥ [১৪]

অনু.— অথবা (সূত্রের অবশিষ্ট নয় দিনে) তেত্রিশতম ঐকাদশিন সম্পূর্ণ করবেন। (এই উদ্দেশ্যে) অভিজিৎ, বিষজিৎ ও বিষুবান্ (দিনগুলি) দুই-পশু বিশিষ্ট হবে।

ব্যাখ্যা— যদিও ১০ নং সূত্রের ব্যাখ্যা-অনুযায়ী তেত্রিশতম ঐকাদশিন সম্পূর্ণ হতে আরও দু-দিন সময় থাকার দরকার কিন্তু হাতে তা নেই, তবুও তার অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। বক্রিংশি সমগ্র ঐকাদশিন হয়ে যাওয়ার পরে হাতে থাকে মোট ন-টি দিন। পশুর সংখ্যা এগারটি। নয় দিনে ন-টি পশু বলি দিয়ে আরও দুটি অতিরিক্ত পশুর ব্যবস্থা কোথাও করা গেলে সমস্যার সমাধান হয়। অভিজিৎ ও বিষজিৎ-এর দিনে একটি করে অতিরিক্ত পশু তাই বলি দিতে হবে। ঐ দু-টি দিনে তাহলে স্বাভাবিক ঐকাদশিনের একটি ও তেত্রিশতম ঐকাদশিনের সঙ্গে সম্পর্কিত অতিরিক্ত একটি এই মোট দু-টি করে পশু বলি দেওয়া যেতে পারে। সূত্রে বিষুবানের দিনেও যে দু-টি পশু বলি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে তা পরিসংখ্যার আশঙ্কা দূর করার জন্য। ৮/৬/৪, ৫ সূত্র অনুযায়ীই বিষুবানে একটি সবনীয় পশুযোগের পরে আরও একটি পশুযোগের অর্থাৎ মোট দু-টি পশুযোগেরই অনুষ্ঠান করতে হয়। এই সূত্রে শুধু অভিজিৎ ও বিষজিৎ-এই দু-টি করে পশুযোগ হয় একথা বললে অর্থ হতে পারে যে, এই দুটি দিনেই দু-টি করে পশুযোগ হবে, অন্য কোন দিনে হবে না। ঐ বিপরীত অর্থ যাতে না হয় সেই কারণেই আলোচ্য সূত্রে বিষুবানে অনুষ্ঠেয় দু-টি পশুর কথা বলা হয়েছে। বিষুবানে অনুষ্ঠেয় দু-টি পশুর কোনটির সঙ্গেই তেত্রিশতম ঐকাদশিনের সংখ্যাপূরণের কিন্তু কোনও সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই।

অষ্টম কণ্ডিকা (১২/৮)

[সত্বীসের পালনীয় বিধি, নিয়মলঙ্ঘনে প্রায়শ্চিত্ত, আহারে ব্রতবিধান]

অথ সত্রিধর্ম্যঃ ॥ ১॥

অনু.— এ-বার সত্বীসের (পালনীয়) নিয়মগুলি (বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে এখানে সত্বী বলতে শুধু যে সত্রবাগে অংশগ্রহণকারীদেরই বোঝাচ্ছে তা নয়, বোঝাচ্ছে যে-কোন সোমবাগেই অংশগ্রহণকারী সকল যজমানকেই— ‘সত্রিগ্রহণং যজমানোপলক্ষার্থম্। তেনৈকাহাশীনেষানি যজমানানাং ধর্ম্য ভবন্তি’।

দীক্ষণাদি পিত্র্যাপাং দৈবানাং চ ধর্ম্যাপাং প্রাকৃতানাং নিবৃত্তিঃ ॥ ২॥

অনু.— দীক্ষণীয়া ইষ্টি থেকে নিত্য অনুষ্ঠেয় (সমস্ত) পিতৃকর্ম ও দেবকর্মের নিবৃত্তি (ঘটে)।

ব্যাখ্যা— প্রাকৃত = অবশ্য অনুষ্ঠেয় শিতপিতৃযজ্ঞ, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি নিত্যকর্ম। অবশ্যকর্তব্য বাগ হলো দীক্ষণীয়া ইষ্টির পর থেকে সত্রে অন্যান্য অগ্নিহোত্র প্রভৃতি সমস্ত দেবকর্ম ও পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে করণীয় শিতপিতৃযজ্ঞ কর্ম বন্ধ রাখতে হয়, শুধু আরও অনুষ্ঠানগুলিই করতে হয়।

সর্বশশ্চ চ বর্জয়েদ্বনু গ্রামচর্ম্যাম্ ॥ ৩॥

অনু.— এবং (সত্বীরা) সর্বপ্রকারে গ্রাম্য কর্ম ত্যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— সেহে, মনে ও বাক্যে নারীসকল কন্মাকে বলে ‘গ্রাম্য কর্ম’। সত্বী ও সকল যজমান তা বর্জন করবেন। ‘বর্জয়েদ্বনু’ পদটি ১০নং সূত্র পর্যন্ত এবং ১৬-১৭ নং সূত্রে অনুবৃত্ত হচ্ছে।

সরগম্ ॥ ৪॥

অনু.— ছুটাছুটি (ত্যাগ করবেন)।

বিবৃত্তস্মরণম্ ॥ ৫ ॥

অনু.— মুখ খুলে হাসা (বর্জন করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— হাসি পেলে হাত দিয়ে মুখ ঢাকা দিয়ে হাসবেন।

হ্যাতিহাসম্ ॥ ৬ ॥

অনু.— তীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসা (বর্জন করবেন)।

ব্যাখ্যা— নারীদের সঙ্গে হাস্যালাপ বর্জনীয়।

অনার্যভিত্তাষণম্ ॥ ৭ ॥

অনু.— অনার্যদের সঙ্গে কথাবার্তা (ত্যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ‘অনার্য’ শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বৃত্তিকার বলেছেন— ‘অনার্যঃ প্রতিলোমা অনুলোমাশ্চ দৃষ্টদোষিণশ্চ’ (না.)।

অনুতং ক্রোধম্ অপাং প্রগাহম্ অস্তিবর্ষণম্ ॥ ৮ ॥ [৮, ৯]

অনু.— মিথ্যাভাষণ, ক্রোধ, জলে অবগাহন, শরীরে বৃষ্টিপাত (বর্জন করবেন)।

আরোহণশ্চ চ বৃক্ষস্য নাবো বা। রথস্য বা ॥ ৯ ॥ [১০, ১১]

অনু.— এবং বৃক্ষে অথবা নৌকায় অথবা রথে আরোহণ (ত্যাগ করবেন)।

দীক্ষিতাভিবাদনম্ ॥ ১০ ॥ [১২]

অনু.— দীক্ষিতের অভিবাদন (বর্জন করবেন)।

ব্যাখ্যা— সত্বীরা দীক্ষিত ব্যক্তি পূজনীয় হলেও তাঁকে কোন প্রকার অভিবাদন করবেন না।

দীক্ষিতস্ হৌপসদম্ ॥ ১১ ॥ [১৩]

অনু.— দীক্ষিত (ব্যক্তি) কিন্তু উপসদের অনুষ্ঠানকারীকে (অভিবাদন করবেন)।

ব্যাখ্যা— দীক্ষীয়া ইটির পরে উপসদ ইটির অনুষ্ঠান হয়। উপসদকারী দীক্ষীরাবরীর অপেক্ষায় প্রবীণ বলে দীক্ষীয়ার অনুষ্ঠানকারী উপসদের অনুষ্ঠানকারীকে অভিবাদন জানাতে পারেন। ‘তু’ পদটি ৩ নং সূত্রের ‘বর্জয়েদুঃ’ পদটির অনুবৃতি যে এখানে হচ্ছে না তা সূচিত করার জন্যই প্রয়োগ করা হয়েছে। ১১-১৫ নং সূত্রে পদটির তাই অনুবৃতি ঘটবে না।

উটৌ সুবস্তম্ ॥ ১২ ॥ [১৪]

অনু.— (ঐ) দু-জন সুত্যানুষ্ঠানকারীকে (অভিবাদন করবেন)।

ব্যাখ্যা— উটৌ = দু-জন, উপসদকারী ও দীক্ষীরাবরী। ঐ প্রবীণতার কারণেই দীক্ষীরাবরী ও উপসদকারী ব্যক্তি সুত্যার অনুষ্ঠানে যোগ্যত ব্যক্তিকে অভিবাদন করতে পারবেন।

সমসিদ্ধান্ত্যঃ পূর্বরতিশম্ ॥ ১৩ ॥ [১৫]

অনু.— সমানুষ্ঠানে রত (ব্যক্তিগণ) অগ্রে আরম্ভকারীকে (অভিবাদন করবেন)।

ব্যাখ্যা— ধরা যাক দু-জনেই সূত্যার অনুষ্ঠান করছেন। এঁদের মধ্যে যিনি আগে সর্বনের অনুষ্ঠান শুরু করেছেন তাঁকে যিনি পরে সর্বন শুরু করেছেন তিনি অভিবাদন করতে পারেন। দীক্ষণীয়া প্রভৃতির ক্ষেত্রেও যিনি পরে আরম্ভ করেছেন তিনি আগে যে ব্যক্তি তা আরম্ভ করেছেন তাঁকে অভিবাদন করতে পারেন।

অভিতপ্ততরং বা ॥ ১৪ ॥ [১৬]

অনু.— অথবা অধিকশ্রান্ত (ব্যক্তিকে অভিবাদন করবেন)।

ব্যাখ্যা— অথবা যিনি এর আগে অপরের অপেক্ষায় বেশী যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন সেই অভিজ্ঞ যজমানকে অপরে অভিবাদন করবেন।

সর্বসাম্যে যথাবয়ঃ ॥ ১৫ ॥ [১৭]

অনু.— সর্ব বিষয়ে সাম্য থাকলে বয়স অনুযায়ী (অভিবাদন করবেন)।

ব্যাখ্যা— সম-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁর বয়স কম তিনি যাঁর বয়স বেশী তাঁকে অভিবাদন করবেন।

নৃত্যগীতবাদিতানি ॥ ১৬ ॥ [১৮]

অনু.— (সত্ৰীরা) নৃত্য, গীত ও বাদ্য (বর্জন করবেন)।

ব্যাখ্যা— ৩-১০ নং সূত্রে 'বর্জয়েমুঃ' পদের অনুবৃতি ছিল, ১১-১৫ নং সূত্রে তা ছিল না। এই সূত্রে এবং পরবর্তী সূত্রে আবার তার অনুবৃতি উপস্থিত। তাই এগুলি বর্জন করতে হবে বলে বুঝতে হবে।

অন্যান্য চাত্রত্যাগাচারান্ ॥ ১৭ ॥ [১৯]

অনু.— ব্রতবিরোধী অন্য উপচারগুলিও (বর্জন করবেন)।

ন চৈনান্ বহিরবেদিষদোহ আশ্রাবয়েমুঃ ॥ ১৮ ॥ [২০]

অনু.— এবং বেদির বাইরে অবস্থিত এই (সত্ৰীদের সামনে ঋত্বিকেরা) আশ্রাবণ করবেন না।

ব্যাখ্যা— সত্ৰীদের মধ্যে কেউ যখন বেদির বাইরে থাকবেন তখন আশ্রাবণ, হোম, যাগ ইত্যাদি করতে নেই। আশ্রাবণ ইত্যাদির সময়ে সত্ৰীদের কেউ যেন বেদির বাইরে না থাকেন।

নোদক্যান্ ॥ ১৯ ॥ [২১]

অনু.— জলস্পর্শ বোগ্য (সত্ৰীদের সামনে আশ্রাবণ ইত্যাদি করবেন) না।

ব্যাখ্যা— উদক্য = উদক + যত্ (পা. ৫/১/৬৩) = জল স্পর্শ করার বোগ্য, অশুচি। কোন সত্ৰী অশুচি অবস্থায় জল দিয়ে আচমন প্রভৃতি কর্ম করতে থাকলে সেই সময়ে আশ্রাবণ প্রভৃতি করতে নেই। প্রসঙ্গত কা. শ্রৌ. ৭/৫/৪ ব্র.।

নো এবাভ্যুদিতান্ নাভ্যস্তম্ ইয়াত্ ॥ ২০ ॥ [২২]

অনু.— (এই সত্ৰীদের সামনে সূর্য) উঠবে না, অস্ত যাবে না।

ব্যাখ্যা— বাগ, হোম, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ে সত্ৰীদের বেদির বাইরে থাকতে নেই, অশুচি হতেও নেই। প্রসঙ্গত ঐ. ব্রা. ১/৩ ব্র.।

তেবাং চেত্ কিঞ্চিদ্ আপদোপনমেত্ ত্বমগ্রে ব্রতপা অসীতি জপেত্ ॥ ২১॥ [২৩]

অনু.— ঐ (গ্রামচর্যা প্রভৃতির) কোন-কিছু ত্রুটি যদি অকস্মাৎ (সত্ৰীকে) স্পর্শ করে তাহলে (তিনি) ‘ত্বম-’ (৮/১১/১) এই (মন্ত্রটি) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— আপদোপনমেত্ = আপদা + উপনমেত্। আপদা = বিপদবশত, অনিচ্ছাবশত। উপরে উল্লিখিত কোন নিয়ম অনিচ্ছায় লঙ্ঘন করে ফেললে ‘ত্বম-’ মন্ত্রটি জপ করতে হয়।

আখ্যায় বেত্রেব্বৃপহবং লীজেত ॥ ২২॥ [২৪]

অনু.— অথবা (নিজের ত্রুটির কথা অপর সত্ৰীদের কাছে) বলে অপরদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করবেন।

ব্যাখ্যা— কোন যজ্ঞমান কোন নিয়ম লঙ্ঘন করে ফেললে ‘ত্বম-’ মন্ত্রটি অবশ্যই জপ করবেন এবং তার পরে ইচ্ছা হলে অন্য সত্ৰীদের কাছে নিজের ত্রুটির কথা স্বীকার করে তাঁদের কাছে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইবেন অথবা গ্রহাঙ্করে কোন ব্রত নির্দিষ্ট হয়ে থাকলে তা পালন করবেন। কা. শ্রৌ. ৭/৫/১০ সূত্রে অবশ্য অনুমতিপ্রার্থনা করার কথাই বলা হয়েছে।

অবকীর্ণিনং তৈর্ন এব দীক্ষিতদ্রব্যৈর্ন অপৰ্যুণ্য পুনর্ দীক্ষয়েমুঃ ॥ ২৩॥ [২৫]

অনু.— অবকীর্ণীকে মুণ্ডিত না করে (অন্য সত্ৰীরা) ঐ দীক্ষাদ্রব্যগুলি দ্বারাই আবার দীক্ষিত করবেন।

ব্যাখ্যা— অপৰ্যুণ্য = অ-পরি-√বৃণ্ (+ গিচ্) + শ্যপ্। ৮ নং সূত্রে সত্ৰীকে ত্রীসঙ্গ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবুও তিনি যদি শেষ পর্যন্ত ত্রীর সঙ্গে একান্ত নিবিদ্ধ মৈথুনেও প্রবৃত্ত হন তাহলে তাঁকে অবকীর্ণী বলা হয়। অবকীর্ণীকে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে মুণ্ডন ইত্যাদি ক্ষৌরকর্ম ছাড়া দীক্ষার দণ্ড প্রভৃতি অন্যান্য উপকরণ দিয়ে আবার দীক্ষিত করতে হয়।

আগ্রয়ণকালে নবানাং সবনীমান্ নিব্রপেমুঃ ॥ ২৪॥ [২৬]

অনু.— আগ্রয়ণ ইষ্টির সময়ে নূতন (শস্য) দিয়ে সবনীয় (পুরোডাশগুলির অনুষ্ঠান) করবেন।

ব্যাখ্যা— সোমযাগের সূত্যাদিনে আগ্রয়ণ ইষ্টিযাগের সময় উপস্থিত হলে নূতন ত্রীহি ও যব দিয়ে সবনীয় পুরোডাশযাগ করতে হয়।

দীক্ষোপসত্সু ব্রতদুশ্ব আদয়েমুঃ ॥ ২৫॥ [২৭]

অনু.— দীক্ষণীয়া ও উপসদ ইষ্টিগুলিতে ব্রতদুশ্ব-প্রদানকারী (গাভীগুলিকে আগ্রয়ণের শস্য) ভক্ষণ করাবেন।

ব্যাখ্যা— যদি দীক্ষণীয়া ও উপসদ ইষ্টির সময়ে আগ্রয়ণের সময় উপস্থিত হয় তাহলে আগ্রয়ণের উপযোগী ঐ সময়ের নূতন শস্য গরুকে কিছুটা খাইয়ে সেই গরুর দুধ দীক্ষিত বজ্রমানকে ব্রতরূপে পান করতে হয়।

তেবাং ব্রত্যানি ॥ ২৬॥ [২৮]

অনু.— ঐ (যজ্ঞমানদের খাদ্য হল দর্শপূর্ণমাসে বিহিত) ব্রতদ্রব্য।

ব্যাখ্যা— সত্ৰ, অতীন এবং একাধে যজ্ঞমান ও তাঁর পত্নীকে দর্শপূর্ণমাসে বিহিত ব্রতদ্রব্যই ভক্ষণ করতে হয়। ব্রত মানে ঐতিহাসিক খাদ্যের পরিবর্তে যজ্ঞের প্ররোজনে গ্রহণীয় খাদ্য।

পরো দীক্ষাসু ॥ ২৭॥ [২৯]

অনু.— দীক্ষণীয়া ইষ্টিগুলিতে দুধ (হচ্ছে ব্রতদ্রব্য)।

ব্যতিনীয় কালম্ উপসদাং চতুর্থম্ একস্যা দুন্ধেন ॥ ২৮ ॥ [৩০]

অনু.— উপসদগুলির (প্রথম ও শেষ) সময় বর্জন করে একটি (গাভীর) দুগ্ধ দ্বারা চতুর্থভাগে ব্রতপান করবেন।

ব্যাখ্যা— ব্যতিনীয় = বর্জন করে। মোট যত দিন উপসদ ইষ্ট হইবে সেই সংখ্যাকে দ্বিগুণ করলে মোট উপসদের সংখ্যা পাওয়া যায়। এর মধ্যে প্রথম ও শেষ উপসদটি বাদ দিলে যে সংখ্যা দাঁড়ায় সেই সংখ্যাকে চার দিয়ে ভাগ করতে হয়। এই চারটি ভাগের উপসদগুলিতে যজ্ঞমানকে যথাক্রমে গরুর চারটি, তিনটি, দু-টি এবং একটি স্তনের দুধ পান করতে হয়। ‘একস্যা দুন্ধেন’ বলতে একটি গরুর চারটি স্তনের দুধকে বুঝতে হবে। প্রসঙ্গত এ. ব্রা. ৪/৮ দ্র.।

তাবদ্ এব ত্রিভিস্ স্তনৈস্ তাবদ্ দ্বাভ্যাম্ একেন তাবদ্ এব ॥ ২৯ ॥ [৩১]

অনু.— ঐ (এক-চতুর্থ) পরিমাণই তিনটি, ঐ পরিমাণই দু-টি, ঐ পরিমাণই একটি (স্তন দ্বারা পান করবেন)।

ব্যাখ্যা— পূর্ববর্তী সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.।

সূতাসু হবির্-উচ্ছিষ্টভক্ষা এব স্যঃ ॥ ৩০ ॥ [৩২]

অনু.— সূত্যাদিনগুলিতে (যজ্ঞমান) অবশিষ্ট আহুতিদ্রব্যই ভক্ষণ করবেন।

ব্যাখ্যা— সূত্যার দিনে ২৬নং সূত্র খাটবে না। সেই দিন আহুতির পরে যা পড়ে থাকবে তা-ই প্রসাদরূপে গ্রহণ করতে হবে, অন্য কোনও কিছু গ্রহণ করতে নেই।

ধানাঃ করন্তঃ পরিবাপঃ পুরোডাশঃ পমস্যেতি তেষাং যদ্ যজ্ঞ কাময়ীরন্স্
তত্ তদ্ উপবিগ্ণম্ ॥ ৩১ ॥ [৩৩]

অনু.— ভাজা যব, যবের ছাতু, খই, পুরোডাশ, ছানা ঐ (দ্রব্যগুলির মধ্যে দীক্ষিত যজ্ঞমান) যা যা চাইবেন তা তা বেশী পরিমাণে গ্রহণ করবেন।

ব্যাখ্যা— বিগ্ণলক্ষ্যেয়ঃ = পরিমাণে বাড়াবেন। আহুতি দেওয়ার পরে যা অবশিষ্ট থাকে তা-তে ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে না বলে মনে করলে সবনীয় পুরোডাশভাগের যবভাজা, ছাতু ইত্যাদি যে-কোন একটি আহুতিদ্রব্যকে নির্বাপের সময়ে বেশী পরিমাণে গ্রহণ করে আহুতিদানের পরে সেই অবশিষ্ট দ্রব্যকেই বেশী পরিমাণে খাবেন। সূত্রের আক্ষরিক অর্থ অনুবাদে দ্র.।

আশিরদুহো দধ্যর্থম্ ॥ ৩২ ॥ [৩৪]

অনু.— দই-এর জন্য আশির-প্রদানকারী (গাভীর সংখ্যা বর্ধিত) করবেন।

ব্যাখ্যা— আহুতির পর অবশিষ্ট যে হব্যদ্রব্য তা গলাধঃকরণ করতে অসুবিধা হবে মনে হলে তা দই দিয়ে মেখে খাবেন। দই-এর পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য বাড়তি গরুর দুধ দোহন করবেন। ‘আশির’ হচ্ছে সোমরসের সঙ্গে মেশাবার জন্য দই।

সৌম্যং বা বিগ্ণলক্ষ্য নিরূপয়ন্ত ইতি শৌনকো যাবচ্ছ্রাবং মন্যেত ॥ ৩৩ ॥ [৩৫]

অনু.— শৌনক (বলেন) অথবা যত শরা (উচিত) মনে করবেন (তত শরা চাল) সোমসেবতার উদ্দেশ্যে বেশী নির্বাপ করবেন।

ব্যাখ্যা— শৌনকের মতে সৌম্য চক্রভাগের হবির্নির্বাপের সময়ে বেশী করে চাল নিলে আহায়ে সুবিধা হবে। নিজেকে আহায়ে জন্য যতটা প্রয়োজন ততটা চাল ঐ সময়ে বেশী করে নেবেন।

কৈশ্বদেবম্ একে ॥ ৩৪ ॥ [৩৬]

অনু.—অন্যেরা (বলেন আহারের জন্য) বিশ্বে দেবাঃ দেবতার (চরু বেশী পরিমাণে পাক করবেন)।

ব্যাখ্যা—অন্য এক সম্প্রদায়ের মতে সৌম্য চরুযোগে নয়, কৈশ্বদেব চরুযোগেই বেশী চাল নেবেন।

বার্হস্পত্যম্ একে ॥ ৩৫ ॥ [৩৭]

অনু.—অপরেরা (বলেন) বৃহস্পতির (চরুই বেশী পরিমাণে প্রস্তুত করবেন)।

ব্যাখ্যা—এটি তৃতীয় এক পক্ষের মত।

সর্বান্ বানুসবনম্ ॥ ৩৬ ॥ [৩৮]

অনু.—অথবা প্রতিসবনে সবগুলি (চরু বেশী পরিমাণে প্রস্তুত করবেন)।

ব্যাখ্যা—আহারের প্রয়োজনে বিকল্পে তিন সবনে যথাক্রমে সোম, বিশ্বদেবাঃ ও বৃহস্পতি এই তিন দেবতার উদ্দেশে নিৰ্বাপের সময়ে বেশী করে চাল নেবেন।

অপি বান্যত্র সিদ্ধং গার্হপত্যে পুনর্ অধিষিত্যোপব্রতয়েন্ন ॥ ৩৭ ॥ [৩৯]

অনু.—অথবা অন্যত্র পাক করা হয়েছে (এমন কোন অনিষিক্ত বস্তু) গার্হপত্যে আবার একটু গরম করে নিয়ে খেতে পারেন।

অন্যান্ বা পথ্যান্ ভক্ষান্ আমূলফলেভ্যঃ ॥ ৩৮ ॥ [৪০]

অনু.—অথবা ফল-মূল পর্যন্ত অন্য (যা-কিছু) পথ্য ভোজ্য (ব্রতরূপে গ্রহণ করবেন)।

এভেন বর্তয়েন্মুঃ পতনা চ ॥ ৩৯ ॥ [৪১]

অনু.—এবং এই (সবনীয়) পশু দ্বারা ব্রত পালন করবেন।

ব্যাখ্যা—যজমান পূর্বে উল্লিখিত ভাজ্য যব ইত্যাদি দ্রব্য এবং সবনীয় পশুর আহতি-অবশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা ব্রত পালন করবেন। সূত্যার প্রসঙ্গ চলছে বলে এখানে সবনীয় পশুযোগের পশুকেই বুঝতে হবে। পরবর্তী সূত্রেও তাই ‘তস্য’ পদে সবনীয় পশুর কথাই বুঝব। অগ্নীবোমীয় পশুযোগের ক্ষেত্রে কিন্তু ‘সমং স্যাদ্ অশ্রুতত্বাত্’ উক্তি অনুসারে বিভাগ হবে সমান সমান।

নবম কণ্ডিকা (১২/৯)

[ঋত্বিক্দের মধ্যে আহার্য সবনীয় পশুর বিভাজন]

তস্য বিভাগং বক্ষ্যামঃ ॥ ১ ॥

অনু.—(ঋত্বিক্দের মধ্যে) ঐ (সবনীয় পশুর) বিভাগ (এ-বার) নির্দেশ করব।

ব্যাখ্যা—আহারের জন্য সবনীয় পশুর কোন অংশ কোন ঋত্বিক গ্রহণ করবেন তা সূত্রকার এ-বার বলছেন। কীথের মতে ঐ. ব্রা. গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অংশ সূত্রগ্রন্থের এই অংশ থেকেই নেওয়া—Rgveda Brāhmaṇas ৩৫, ৫২ পৃ. ম.।

হনু সজ্জিহে প্রজ্ঞোভুঃ। শ্যোনং বক্ উদগাতুঃ। কষ্ঠঃ কাকুদ্রঃ প্রতিহর্ভুঃ ॥ ২ ॥ [২, ৩, ৪]

অনু.— প্রস্তোতার (প্রাপ্য হচ্ছে পশুর) জিভ-সমেত দুই চোয়াল, উদগাতার (প্রাপ্য) শ্যোনের মতো বুক, প্রতিহর্তার গলা (এবং) ঘাড়।

ব্যাখ্যা— কাকুদ্র = কাঁধের মাংসপিণ্ড, ঝুটি, মুখের তালু।

দক্ষিণা শ্রোণির হোভুঃ সব্যো ব্রাহ্মণো দক্ষিণং সন্ধি মৈত্রাবরুণস্য সব্যং ব্রাহ্মণাচ্ছসিনো

দক্ষিণং পার্শ্বং সাংসম্ অম্বর্যোঃ ॥ ৩ ॥ [৫]

অনু.— হোতার (প্রাপ্য) ডান কটি, ব্রাহ্মার বাঁ (কটি), মৈত্রাবরুণের ডান উরু, ব্রাহ্মণাচ্ছসীর বাঁ (উরু), অম্বর্যুর কাঁধ-সমেত ডান পাশ।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৩১/১ অংশেও তাই বলা হয়েছে।

সব্যম্ উপগাতুণাম্। সব্যোহংসঃ প্রতিপ্রহ্বাতুঃ। দক্ষিণং দোর্ নেষ্টুঃ। সব্যং পোভুঃ। দক্ষিণ উরুন্ অচ্ছাবাকস্য।

সব্য আয়ীতস্য। দক্ষিণো বাহুর্ আত্রেয়স্য। সব্যঃ সদস্যস্য। সদঃ চানুকঃ চ গৃহপতেঃ ॥ ৪ ॥ [৬, ৭]

অনু.— উপগাতাদের (প্রাপ্য) বাঁ (পাশ)। প্রতিপ্রহ্বাতার বাঁ কাঁধ, নেষ্টার ডান হাত, পোভার বাঁ (হাত), অচ্ছাবাকের ডান (উরু), আয়ীতের বাঁ (উরু), আত্রেয়ের ডান হাত, সদস্যের বাঁ (হাত), গৃহপতির পিঠের বিশেষ স্থান ও মেরুদণ্ড।

ব্যাখ্যা— উপগাতা = উদগাতারা গান গাইবার সময়ে যাঁরা তাঁদের সুরের জের টানেন সেই সহকারী ঋত্বিকেরা। দোর্ = হাতের উর্ধ্ব অংশ। সামনের দুটি পা হচ্ছে হাত। সদ = মেরুদণ্ড। অনুক = মূত্রবন্তি। বাহু = হাতের কনুই থেকে মণিরজ পর্যন্ত নীচের অংশ। উরু = উরুর উপর অংশ। সন্ধি = উরুর নীচের অংশ। আত্রেয় = অত্রিগোত্রে উৎপন্ন ব্যক্তি। একে সদোমণ্ডলের সামনে বসিয়ে রাখা হয়— তৈ. স. ২/১/২/২; তা. ব্রা. ৬/৬/৮; আপ. শ্রৌ. ১৩/৬/১২; কা. শ্রৌ. ১০/২/২০ সূ. ব্রা. কিছু শব্দের অর্থ নিয়ে নানা অভিধান ও গ্রন্থের মধ্যে ঐকমত্য না থাকায় অনুবাদে এ ব্যাখ্যায় ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করা হয়েছে।

দক্ষিণৌ পাদৌ গৃহপতেঃ ব্রতপ্রদস্য। সর্বৌ পাদৌ গৃহপতেঃ ভার্য্যৈ ব্রতপ্রদস্য। ওষ্ঠ এনয়োঃ

সাধারণো ভবতি, তং গৃহপতিঃ এব প্রশিষ্যাত্ ॥ ৫ ॥ [৮, ৯]

অনু.— গৃহপতির ব্রতপ্রদানকারীর (প্রাপ্য হচ্ছে) দুটি ডান পা (এবং) গৃহপতির স্ত্রীকে ব্রতপ্রদানকারীর (প্রাপ্য) দুটি বাঁ পা। (এ ছাড়া) ওষ্ঠ এঁদের দু-জনের সমান (প্রাপ্য)। গৃহপতিই তা (দুই ব্রতপ্রদানকারীর মধ্যে সমান ভাগে) ভাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রশিষ্যাত্ = প্র-শিষ্ (ব্রহ্মসি ১৪৫১) + বিধিলিঙ্ + প্র. পূ. একবচন। যজ্ঞমানকে ও তাঁর স্ত্রীকে ব্রতপ্রদ-প্রদানকারী দুই ব্যক্তি অর্ধেক অর্ধেক করে পৃথক্ ওষ্ঠ পাবেন এবং যজ্ঞমান নিজেই তা ভাগ করে দেবেন। দুটি পা বলতে এখানে পিছন দিকের পায়ের নীচের ও উপরের অংশকে বুঝতে হবে।

জাঘনীং পত্নীভ্যো হরতি তাং ব্রাহ্মণায় দদ্যুঃ ॥ ৬ ॥ [১০]

অনু.— (ঋত্বিকেরা পশুর) পুচ্ছ (যজ্ঞমানের) পত্নীদের জন্য নিয়ে আসেন। (পত্নীরা কোন) ব্রাহ্মণকে ঐ (পুচ্ছ) দান করবেন।

ঋত্ব্যাশ্ চ মণিকাস্ তিস্যশ্ চ কীকসা গ্রাবন্ততঃ। তিস্যশ্ চৈব কীকসা অর্ধাশ্ চ বৈকর্তস্যোমেভুঃ ॥ ৭ ॥ [১১, ১২]

অনু.— গ্রাবন্ততের (প্রাপ্য) কাঁধের ক্ষুদ্র মাংসখণ্ড ও তিনটি বন্ধাহি, উয়েতার (প্রাপ্য অপর পাশের) তিনটি বন্ধাহি ও বৈকর্তের অর্ধাংশ।

ব্যাখ্যা— বৈকর্ত = নিতম্ব, কটির পিছন দিকের স্খীত অংশ।

অর্থঃ চৈব বৈকর্তস্য ক্রোমা চ শমিতুস্ তদ্ ব্রাহ্মণ্যং দদ্যাত্ যদব্রাহ্মণঃ স্যাচ্ ॥ ৮ ॥ [১২, ১৩]

অনু.— শমিতার (প্রাপ্য) বৈকর্তের অর্ধাংশ ও ক্রোম। (শমিতা) যদি অব্রাহ্মণ হন (তাহলে তাঁর প্রাপ্য অংশ কোন) ব্রাহ্মণকে দান করবেন।

ব্যাখ্যা— শমিতা = যিনি পশুকে বধ করেন। ক্রোম = ফুসফুস, হৃৎপিণ্ডের পার্শ্ববর্তী মাংস। শমিতা অব্রাহ্মণ হলে তিনি নিজেই অথবা গৃহপতি ঐ প্রাপ্য অংশটি কোন ব্রাহ্মণকে দান করবেন।

শিরঃ সূত্রাক্ষাণ্যটৈঃ যঃ ঋঃসুত্যাং প্রাহ তস্যাজিনম্। ইডা সর্বেষাম্
হোতুর্ বা ॥ ৯ ॥ [১৪]

অনু.— সূত্রাক্ষাণ্য-পাঠকারীকে (দেবেন পশুর) মাথা। যিনি ঋঃসুত্যা (নামে মন্ত্র) বলেন তাঁর (প্রাপ্য) মৃগচর্ম। (পশুযোগের) ইডা সকলের (-ই) অথবা হোতার (-ই প্রাপ্য)।

তা বা এতাঃ ষট্‌ত্রিশতম্ একপদা যন্তঃ বহন্তি। ষট্‌ত্রিশদ-অক্ষরা বৈ বৃহতী। বার্বতাঃ স্বর্গা লোকাস্ তত্
প্রাণেষু চৈব তত্ স্বর্গেষু চ লোকেষু প্রতিষ্ঠিত্তো যন্তি। স এষ স্বর্গ্যঃ পশুর্ষ এনম্ এবং বিভজন্ত্যথ যেহতোৎ-
নাথ্য তদ যথা সেলগা বা পাপকতো বা পশুং বিমপ্লীরংস্ তাদৃক্ তত্ ॥ ১০ ॥ [১৪-১৭]

অনু.— ঐ ছত্রিশটি একপদা (নামে পশু-অঙ্গ) যন্তকে অবশ্যই সম্পন্ন করে। বৃহতী (ছন্দ) ছত্রিশ-অক্ষর যুক্ত। স্বর্গলোকসমূহ বৃহতী-সম্পর্কিত। অতএব (বৃহতীতুল্য ছত্রিশটি 'একপদা' দ্বারা সত্বীরা) প্রাণে ও স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত থেকে (এগিয়ে) চলেন। এই সেই পশু (তাঁদের পক্ষে) স্বর্গসাধক (যাঁরা) এই (পশুকে) এইভাবে ভাগ করেন। আর যাঁরা এ থেকে ভিন্ন প্রকারে (বিভজন করেন) যেমন সেলগা অথবা পাপকর্মকারীরা পশুকে হত্যা করে তা তেমন (-ই) হয়।

ব্যাখ্যা— একপদা = হনু থেকে আরম্ভ করে ইডা পর্যন্ত (২-১০ নং সূ. দ্র.) এক একটি পদে বিহিত এক একটি অঙ্গ বা দ্রব্য। সেলগ = শৈল + গ = ডাকাত; সায়ণের মতে সেলগ = স-ইলা + √গম্ অর্থাৎ উদরপোষণে রত, হিনতাইকারী বা রাহাজানিতে লিপ্ত— ঐ. ব্রা. ৩১/১ (সা. ভা. দ্র.); কসাই অর্থেও হতে পারে (?)। 'প্রাণেষু চৈব তত্' স্থানে পাঠান্তর 'প্রাণেষু চ'।

তাং বা এতাং পশোর্ বিভক্তিং শ্রৌত ঋষিঃ দেবভাগো বিদাঃচকার তাম্ উ হাপ্রোচ্যেবাস্মাল্
লোকাদ্ উচ্চক্রাম তাম্ উ হ গিরিজায় বাতব্যামনুষ্যঃ প্রোবাচ ততো হৈনাম্ এতদ্
অর্বাঙ্ মনুষ্যা অধীয়তে ॥ ১১ ॥ [১৮]

অনু.— এই সেই পশুর বিভাগ ঋষি শ্রৌত দেবভাগ জেনেছিলেন। (তিনি অপরের কাছে) তা প্রচার না করেই এই জগৎ থেকে উর্ধ্বলোকে প্রস্থান করেন। কোন এক মনুষ্যেতর (প্রাণী) গিরিজা বাতব্যকে (এই বিভজনের নিয়ম) বলেন। তার পর থেকেই এই (বিভজন-পদ্ধতিকে) মানুষে (এইভাবে অধ্যয়ন করছেন)।

ব্যাখ্যা— ঋতঋষির পুত্র দেবভাগ ছত্রিশটি পশু-অঙ্গের মধ্যে কোন্ অঙ্গটি কার প্রাপ্য তা অপরের নিকট হতে জেনেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা প্রচার করার আগেই তাঁর উর্ধ্বগতি বা মৃত্যু হয়। তারপরে কোন এক মনুষ্যেতর ব্যক্তি গিরিজা বাতব্যকে তা জানান এবং বাতব্যের কাছ থেকে পরম্পরাক্রমে অন্য ব্যক্তির তা জানতে পারেন। সেই গিরিজা বাতব্য তাই আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র।

দশম কণ্ডিকা (১২/১০)

[বত্‌স, আর্টিবেশ, বিদ, যঙ্‌, বাধৌল, শৈত্য, মিত্রযু, শুনক গোত্রের প্রবর]

সর্বো সমানগোত্রাঃ সূর্য ইতি গাণগারিঃ কথং হ্যাগ্রীসূক্তানি ভবেয়ুঃ কথং প্রবাজা ইতি ॥ ১ ॥

অনু.— (সত্ৰীদের গোত্র ভিন্ন ভিন্ন হলে) আগ্রীসূক্ত কি হবে, প্রবাজ কিভাবে (হির হবে) এই (বিষয়ে) গাণগারি (বলেন সত্ৰীরা) হবেন সকলে সমগোত্রীয় ।

ব্যাখ্যা— ইতিবাণের ও পশুবাণের দ্বিতীয় প্রবাজে যজ্ঞমানের গোত্র অনুযায়ী সেবতা ভিন্ন হয় এবং পশুবাণে কোন্‌ আগ্রীসূক্ত পাঠ করিতে হবে তা যজ্ঞমানের গোত্র অনুযায়ীই হির হয় । সত্ৰে যাঁরা অংশ নেন তাঁদের গোত্র যদি এক না হয়ে ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহলে কিভাবে সেবতা ও আগ্রীসূক্ত হির করা হবে? গাণগারি বলেন, গোত্র ভিন্ন হলে সংশয় ও বিভ্রান্তি দেখা দেবে বলে সত্ৰে যাঁরা অংশগ্রহণ করবেন তাঁদের সকলকে একই গোত্রের হতে হবে । গোত্র = প্রবর = আর্ষেণ < ঋষি । ‘ঋষিঃ’ ইতি বংশনামধেয়ভূতা বত্‌সবিদার্টিবেশাদয়ঃ শব্দা উচ্যন্তে’ (না.) । ‘অপত্যং পৌত্রপ্রভৃতি গোত্রম্’ (পা. ৪/১/১৬২) এই ব্যাকরণপ্রসিদ্ধ গোত্র এবং শ্রুতিপ্রসিদ্ধ “কিষামিত্রো জমদগ্নির্ ভরহাজোহ ধ পৌতমঃ । অত্রির্ বসিষ্ঠঃ কশ্যপ ইত্যেতে সপ্ত ঋষয়োহ গন্ত্যষ্টমানাং যন্‌ অপত্যং তদ্‌ গোত্রম্‌ ইদ্র্যচ্যতে” গোত্র এখানে অভিপ্রেত নয় ।

অগ্নি নানাগোত্রাঃ সূর্য ইতি শৌনকস্‌ তজ্জাশাং ব্যাপিহ্বাচ্‌ ॥ ২ ॥

অনু.— শৌনক (বলেন) সাধারণ অঙ্গগুলি সর্বত্র প্রযোজ্য বলে (সত্ৰীরা) ভিন্নগোত্রীয় হতে পারেন ।

ব্যাখ্যা— তজ্জ = বিভ্রা, অঙ্গসমুদায়, সর্বত্র প্রযোজ্য নিয়ম, মূল কাঠামো । সর্বসাধারণ মূল অঙ্গগুলি বা অধিকরণ নিয়ম সকলের ক্ষেত্রেই সমান প্রযোজ্য বলে ভিন্নগোত্রীয় ব্যক্তিরাও সত্ৰে অংশ নিতে পারেন, সামান্য কর্মেকটি বিষয়ে তুচ্ছ সংশয় বা পার্থক্য এ-ক্ষেত্রে কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারে না ।

গৃহপতিসোত্রাধরা বিশেষাঃ ॥ ৩ ॥

অনু.— বিশেষ (অংশগুলি) গৃহপতির গোত্র অনুযায়ী (অনুষ্ঠিত হবে) ।

ব্যাখ্যা— যে অংশগুলি নিয়ে পার্থক্য বা বিতর্ক সেগুলির অনুষ্ঠান হবে গৃহপতির অর্থাৎ যিনি যজ্ঞমানের চুম্বিকা পালন করছেন তাঁর গোত্র অনুযায়ী ।

তস্য রাঙ্‌গি অনু রাঙ্‌গিঃ সর্বোহাম্‌ ॥ ৪ ॥

অনু.— তাঁর অর্ভাটসিদ্ধির অনুসরণে সকলের অর্ভাটসিদ্ধি ।

ব্যাখ্যা— গৃহপতির কল্যাণেই সকলের কল্যাণ, কারণ তিনি সকল সত্ৰীর প্রতিনিধি । অতএব তাঁর গোত্র অনুযায়ী সেবতা ও আগ্রী ঠিক করাই সমস্ত । অপরদের তাই নিজ নিজ গোত্র অনুযায়ী আগ্রী ইত্যাদি না হলেও বল পেতে কোন বাধা নেই ।

প্রবরান্‌ দ্বাবর্চেরন্‌ আবাপধর্মিহ্বাচ্‌ ॥ ৫ ॥

অনু.— কিন্তু আহবনীয়গুলি ধর্মী বলে (ধর্ম) প্রবরগুলি আবর্তিত হবে ।

ব্যাখ্যা— আবাপ = একহানে ঢেলে রাখা, একত্রিত করা আহবনীয় । প্রবর = ঋষিকুল । যজ্ঞে প্রবর পাঠ করা হয় যজ্ঞমানের আহবনীয় অগ্নিকে সংস্কৃত করার জন্য । প্রবর তাই ধর্ম, আহবনীয় ধর্মী । অতঃ আহবনীয়ের কূণ্ডে সকল সত্ৰীরই অগ্নি একত্রিত হয়ে রয়েছে । অগ্নি সেখানে অগ্নি নয়, অগ্নিসমষ্টি । সেই অগ্নিকে সংস্কৃত করতে হলে তাই শুধু গৃহপতির প্রবর পাঠ করলেই চলবে না, করতে হবে সকল সত্ৰীরই প্রবরপাঠ । ধর্মী আহবনীয়ের প্রয়োজনে ধর্ম প্রবরের পুনরাবৃত্তি অবশ্যই কর্তব্য ।

জামদগ্না বত্সাস্ তেষাং পঞ্চাৰ্বেয়ো ভার্গবচ্যাবনাপ্তবানৌৰ্বজামদগ্নেতি ॥ ৬॥

অনু.— (যাঁরা) জামদগ্ন বত্স (গোত্র) তাঁদের পাঁচ ঋষি— ভার্গব, চ্যাবন, আপ্তবান, ঔর্ব, জামদগ্ন।

ব্যাখ্যা— কোন কোন গোত্রের কে কে ঋষি, কি কি প্রবর তা এই সূত্র থেকে বলা হচ্ছে। ঋষিদের নামএখানে অশ্রুপ্রত্যয় বৃদ্ধ করে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রবরের বিবরণ আপস্তম্ব (২৪/৫-১০), বৌধায়ন (প্রবরপ্র ১-৫৪) এবং সত্যাবাঢ় (২১/৩) শ্রৌতসূত্রের পাওয়া যায়।

অথ হাজামদগ্ন্যানাং ভার্গবচ্যাবনাপ্তবানেতি ॥ ৭॥

অনু.— আর জামদগ্ন ভিন্ন বত্সদের (ঋষি) ভার্গব, চ্যাবন, আপ্তবান।

ব্যাখ্যা— তিন ঋষির নাম মিলে যাচ্ছে বলে জামদগ্ন বত্স এবং অজামদগ্ন বত্সদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ হবে না। জামদগ্ন নয় বলে পূর্ববর্তী সূত্রের ঔর্ব ও জামদগ্ন এখানে অনুপস্থিত।

আর্তিবেশানাম্ ভার্গবচ্যাবনাপ্তবানার্তিবেশানুপেতি ॥ ৮॥

অনু.— আর্তিবেশদের (ঋষিরা হলেন) ভার্গব, চ্যাবন, আপ্তবান, আর্তিবেশ, অনুপ।

বিদানাম্ ভার্গবচ্যাবনাপ্তবানৌর্ববেদেতি ॥ ৯॥

অনু.— বিদদের ভার্গব, চ্যাবন, আপ্তবান, ঔর্ব, বৈদ।

ব্যাখ্যা— এই সূত্রের মতো ৬নং সূত্রের ঔর্ব শব্দটি থাকায় বোঝা যাচ্ছে যে, বিদগণও জামদগ্নগোত্রের— “বিদানাম্ ঔর্বশব্দসম্বন্ধাজ্ জামদগ্নিগোত্রস্থম্ অপি অস্তি” (না.)। আবার ভার্গব, চ্যাবন ও আপ্তবানের নাম ৬-৯ নং পর্যন্ত চারটি সূত্রেই থাকায় বত্স, বিদ এবং আর্তিবেশগণ সমান আর্বেয়ও বটে। এই বত্স, আর্তিবেশ ও বিদদের মধ্যে কখনও ঋষির এবং কখনও গোত্রের নামে অভিন্নতা দেখা যাচ্ছে বলে তাঁদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ। প্রবর সমান হলে পরস্পর বিবাহ চলে না।

যক্ষরাধৌলমৌনমৌকশার্করাগ্নিসার্টিসাবর্ণিশালকায়নজৈমিনিসৈবস্ত্যায়নানাম্

ভার্গববৈতহব্যসাবেতসেতি ॥ ১০॥

অনু.— যক্ষ, রাধৌল, মৌন, মৌক, শার্করাগ্নি, সার্টি, সাবর্ণি, শালকায়ন, জৈমিনি, সৈবস্ত্যায়নদের (ঋষিরা হলেন) ভার্গব, বৈতহব্য, সাবেতস।

ব্যাখ্যা— গ্রহের পার্শ্ব অনুযায়ী ঋষিদের নামের মধ্যে অক্ষরে, ক্রমে অথবা শব্দে পার্শ্বক্য দেখা দিতে পারে, কিন্তু এতে প্রবরের কোন ভেদ ঘটে না। এখানে সূত্রে যক্ষ প্রভৃতি যে দশটি নামের উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের গোত্রের মধ্যে ঋষির অভিন্নতাবশত পরস্পর বিবাহ চলবে না।

শৈত্যভানাম্ ভার্গববৈন্যশাৰ্বেতি ॥ ১১॥

অনু.— শৈত্যভদের ভার্গব, বৈন, শার্ঘ।

মিত্রবুধাং বাধ্যাৰ্হেতি ত্রিধবরং বা ভার্গবসৈবোদাসবাধ্যাৰ্হেতি ॥ ১২॥

অনু.— মিত্রবুদের বাধ্যাৰ্হ। অথবা (তাঁদের) ভার্গব, সৈবোদাস, বাধ্যাৰ্হ এই তিন (ঋষির) প্রবর।

শুনকানাম্ গৃহসমসেতি ত্রিধবরং বা ভার্গবশৌনহোত্রপার্হসমসেতি ॥ ১৩॥

অনু.— শুনকদের (ঋষি) গৃহসমদ। অথবা ভার্গব, শৌনহোত্র, পার্হসমদ— এই তিন (ঋষির) প্রবর।

একাদশ কথিকা (১২/১১)

[গৌতম, উচথ্য, সোমরাজকি, বামদেব, বৃহদ-উকথ, পৃথদ-অশ্ব, কক্ষীবান, দীর্ঘতমাস, ভরদ্বাজ ও অন্ত্রিবেশ্যদের প্রবর]

গৌতমানাম্ আদিসরান্যাস্যগৌতমেতি ॥ ১ ॥

অনু.— গৌতমদের (খবি) আদিসর, আন্যাস্য, গৌতম।

উচথ্যানাম্ আদিসরৌচথ্যগৌতমেতি ॥ ২ ॥ [১]

অনু.— উচথ্যদের আদিসর, ঔচথ্য, গৌতম।

রহুগণানাম্ আদিসরারহুগণ্যগৌতমেতি ॥ ৩ ॥ [১]

অনু.— রহুগণদের আদিসর, রারহুগণ্য, গৌতম।

সোমরাজকীনাম্ আদিসরসৌমরাজ্যগৌতমেতি ॥ ৪ ॥ [১]

অনু.— সোমরাজকিদের আদিসর, সৌমরাজ্য, গৌতম।

বামদেবানাম্ আদিসরবামদেব্যগৌতমেতি ॥ ৫ ॥ [১]

অনু.— বামদেবদের আদিসর, বামদেব্য, গৌতম।

বৃহদুকথানাম্ আদিসরবার্হদুকথগৌতমেতি ॥ ৬ ॥ [১]

অনু.— বৃহদুকথদের আদিসর, বার্হদুকথ, গৌতম।

পৃথদশ্বানাম্ আদিসরপার্বদশ্ববৈরাশেতি ॥ ৭ ॥ [১]

অনু.— পৃথদশ্বদের আদিসর, পার্বদশ্ব, বৈরাশ।

অষ্টাদশষ্টমৈকৈকব্রবতেহীত্যাদিসরম্ অষ্টাদশষ্টপার্বদশ্ববৈরাশেতি ॥ ৮ ॥ [১]

অনু.— অন্যেরা (পৃথদশ্বদের ক্ষেত্রে) আদিসরকে বাদ দিয়ে বলেন - অষ্টাদশষ্ট, পার্বদশ্ব, বৈরাশ।

অক্ষানাম্ আদিসরবার্হপত্যভারদ্বাজবান্‌মাতবচসেতি ॥ ৯ ॥ [২]

অনু.— অক্ষদের আদিসর, বার্হপত্য, ভারদ্বাজ, বান্‌ম, মাতবচস।

কক্ষীবতাম্ আদিসরৌচথ্যগৌতমৌনিজকাকীবতেতি ॥ ১০ ॥ [৩]

অনু.— কক্ষীবান্‌দের আদিসর, ঔচথ্য, গৌতম, ঔনিজ, কাকীবত।

দীর্ঘতমসাম্ আদিসরৌচথ্যদৈর্ঘতমসেতি ॥ ১১ ॥ [৪]

অনু.— দীর্ঘতমসদের আদিসর, ঔচথ্য, দৈর্ঘতমস।

ব্যাখ্যা— ১-৬ নং সূত্রের ঋষিগণ এবং ১০-১১ নং সূত্রের ঋষিগণ গৌতমগোত্রের। এঁদের মধ্যে তাই বিবাহ নিষিদ্ধ। এই সূত্রে গৌতমের নাম না থাকলেও উচ্যেয়ের নাম থাকায় দীর্ঘতমসংগণও গৌতম— ২ নং সূ. হ্র.। ১২/১০/৯ সূত্রে ব্যাখ্যাও হ্র.।

ভরদ্বাজাষ্মিবেশ্যানাম্ আঙ্গিরসবার্হস্পত্যভারদ্বাজেতি ॥ ১২ ॥ [৫]

অনু.— ভরদ্বাজ ও অষ্মিবেশ্যদের আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভারদ্বাজ।

ছাদপ কণ্ডিকা (১২/১২)

[মুদগল, বিষ্ণুবৃদ্ধ, গর্গ, হরিত-কুত্স, সংকৃতি, পুতি প্রভৃতিদের প্রবর]

মুদগলানাম্ আঙ্গিরসভার্ম্যমৌদগল্যেতি ॥ ১ ॥

অনু.— মুদগলদের (ঋষিরা হলেন) আঙ্গিরস, ভার্ম্য, মৌদগল্য।

ভার্ম্যং হৈকে ব্রহ্মতেহতীত্যাঙ্গিরসম্ ভার্ম্যভার্ম্যমৌদগল্যেতি ॥ ২ ॥ [১]

অনু.— অন্যেরা আঙ্গিরসকে বর্জন করে ভার্ম্যকে (সেখানে রাখতে) বলেন : ভার্ম্য, ভার্ম্য, মৌদগল্য।

বিষ্ণুবৃদ্ধানাম্ আঙ্গিরসগৌরকুত্স্যত্রাসদস্যবেতি ॥ ৩ ॥ [২]

অনু.— বিষ্ণুবৃদ্ধদের আঙ্গিরস, গৌরকুত্স্য, ত্রাসদস্যব।

গর্গাণাম্ আঙ্গিরসবার্হস্পত্যভারদ্বাজগার্গ্যশৈন্যেতি ॥ ৪ ॥ [২]

অনু.— গর্গদের আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভারদ্বাজ, গার্গ্য, শৈন্য।

ব্যাখ্যা— আষ্মিবেশ্য (১২/১১/১২ সূ. হ্র.) ও গর্গগণ ভরদ্বাজ বলে তাঁদের পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ।

আঙ্গিরসশৈন্যগার্গ্যেতি বা ॥ ৫ ॥ [২]

অনু.— অথবা (তাঁদের ঋষিরা হলেন) আঙ্গিরস, শৈন্য, গার্গ্য।

হরিতকুত্সনিগমত্বমর্জ্জৈমগবানাম্ আঙ্গিরসাম্বরীষযৌবনাথেতি ॥ ৬ ॥ [৩]

অনু.— হরিত, কুত্স, নিগ, শব্দ, মর্জ (এবং) ভৈমগবদের আঙ্গিরস, আম্বরীষ, যৌবনাথ।

মহাতারং হৈকে ব্রহ্মতেহতীত্যাঙ্গিরসং মহাতারাম্বরীষযৌবনাথেতি ॥ ৭ ॥ [৪]

অনু.— অন্যেরা আঙ্গিরসকে বাদ দিয়ে (সেখানে) মহাতাকে (রাখতে) বলেন : মহাতার, আম্বরীষ, যৌবনাথ।

সংকৃতিপুতিমাবততিশশ্বশৈবগবানাম্ আঙ্গিরসগৌরীষীত সাকৃতেতি ॥ ৮ ॥ [৫]

অনু.— সংকৃতি, পুতি, মাবততি, শশ্ব, শৈবগবদের আঙ্গিরস, গৌরীষীত, সাকৃতেতি।

ব্যাখ্যা— শশ্ব হলে শমক ও শমরু এই দুই গাঠাতর গাওরা বার।

শাক্ত্যা বা মূল্য শাক্ত্যগৌরীবীতসাক্ষ্যভি ॥ ৯ ॥ [৬]

অনু.— অথবা শাক্ত্য মূল (খবি) : শাক্ত্য, গৌরীবীত, সাক্ষ্য।

ত্রয়োদশ কণ্ডিকা (১২/১৩)

[কথ, কপি ও দ্যামুখ্যায়ণদের প্রবর]

কথানাম্ আগ্নিরসাজমীত্‌হকাথেতি ॥ ১ ॥

অনু.— কথদের আগ্নিরস, আজমীঢ়, কাথ।

ঘোরম্ উ হৈকে ক্রবতে বক্খ্যাজমীত্‌ম্ আগ্নিরস ঘোর-কাথেতি ॥ ২ ॥ [১]

অনু.— অন্যরা আজমীঢ়কে সরিয়ে ঘোরকেই (সেখানে রাখতে) বলেন : আগ্নিরস, ঘোর, কথ।

কপীনাম্ আগ্নিরসামহীয়বৌরুক্ষয়সেতি ॥ ৩ ॥ [২]

অনু.— কপিদের আগ্নিরস, আমহীয়ব, ঔ(উ)রুক্ষয়স।

অথ ব এতে বিপ্রবাচনা বধৈতচ্‌ হৌদশৈশিরয়ঃ ভরদ্বাজাহুত্‌স্‌ কতাঃ শৈশিরয়ঃ ॥ ৪ ॥ [২]

অনু.— এ-বার এই যারা দু-নামে অভিহিত হন এই যেমন শৌঙ্গ-শৈশিরি, ভরদ্বাজ-অহুত্‌স্‌, কত-শৈশিরি (তাদের প্রবর বলব)।

ব্যাখ্যা—বিপ্রবাচন = দ্যামুখ্যায়ণ = এক বংশের পুরুষ কর্তৃক বিবাহিতা নারীর গর্ভে অন্য বংশের পুরুষ কর্তৃক উৎপাদিত বৈধ সন্তান। এই সন্তান জন্মদাতা পিতা ও অভিভাবক পিতা দু-জনেরই সন্তান, দু-জনের গোত্রই তার পরিচয়। এই সন্তানকে বলে দ্যামুখ্যায়ণ অর্থাৎ দুই-অমুকের ছেলে।

ভেষাম্ উত্তরতঃ প্রবীণৈতকম্ ইতরতো দ্বাব্‌ ইতরতঃ ॥ ৫ ॥ [৩]

অনু.— ঐ (দ্যামুখ্যায়ণদের ক্ষেত্রে) দু-দিক্‌ থেকে বরণ করবেন; একটি থেকে একজনকে, আর অপরটি থেকে দু-জনকে।

ব্যাখ্যা—দ্যামুখ্যায়ণের দুই গোত্র। একটি গোত্র থেকে একজন এবং অপর গোত্রটি থেকে দু-জন কবিকে বরণ করতে হবে।

দৌ বেকরত্‌স্‌ ত্রীন্‌ ইতরতঃ। ন হি চতুর্‌ণাং প্রব্রোহতি ॥ ৬ ॥ [৪]

অনু.— অথবা একটি থেকে দু-জনকে, অপরটি থেকে তিনজনকে (বরণ করবেন), কারণ চার জনের প্রবর হয় না।

ব্যাখ্যা—যে-হেতু চার জনকে বরণ করতে নেই, তাই একটি গোত্র থেকে দু-জন ও অপর গোত্রটি থেকে তিন জন কবিকে নিয়ে বরণ করতে হয়। দুই গোত্র থেকেই দু-জন করে নিলে হ্রস্বশ্রী।

ন পঞ্চানাম্‌ অতিপ্রবরণম্‌। আগ্নিরসবাহ্‌ পত্যভারদ্বাজকাত্যাক্ষীসেতি ॥ ৭ ॥ [৫, ৬]

অনু.— পাঁচজন (কবিকে) ছাড়িয়ে বরণ করতে নেই। (যেমন) আগ্নিরস, বাহ্‌-পত্য, ভারদ্বাজ, কাত্য, আত্মকীল।

স্বাখ্যা— প্রবরণপাঠের সময়ে পাঠের বেশী কথিকে বরণ করতে নেই। যাদুযারণদের দুই পক্ষেই বিবাহ নিষিদ্ধ।

চতুর্দশ কণ্ডিকা (১২/১৪)

[অত্রি, গবিষ্ঠির, চিকিত-গালব, শ্রৌমত-কামকায়ন, ধনঞ্জয়, অজ, রোহিণি, অটক, পুরণ, বারিধাপরন্ত, কত, অদম্বর্ষণ, শালকায়ন, শাল্যাক, কাশ্যপ প্রভৃতির প্রবরণ]

অত্রীশাম্ আত্রেয়ার্চনানসম্প্রতি ॥ ১ ॥

অনু.— অত্রিদের (কথিরা হলেন) আত্রেয়, আর্চনানস, শ্যাবাশ।

গবিষ্ঠিরাম্ আত্রেয়গবিষ্ঠিরপৌর্বাতিথেতি ॥ ২ ॥ [১]

অনু.— গবিষ্ঠিরদের আত্রেয়, গবিষ্ঠির, পৌর্বাতিথ।

স্বাখ্যা— আগন্তব্য, বোধায়ন ও সত্যাবাঢ়ের শ্রৌতসূত্র অনুযায়ী গবিষ্ঠিরের নাম পৌর্বাতিথের পরে। দুই বক্স অত্রিদের কথা বলা হল। ঐদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ হবে না। অন্যত্র উল্লিখিত অন্যান্য অত্রিদের মধ্যেও বিবাহ নিষিদ্ধ।

চিকিতগালবকালববম্নুতন্তকুনিকনাং বৈখামিত্রসেবরাজৌদগেতি ॥ ৩ ॥ [২]

অনু.— চিকিত, গালব, কাল, বব, মনু, তন্ত (পাঠান্তর অনুযায়ী মনুতন্ত) ও কুনিকদের বৈখামিত্র, সৈবরাজ, উদগ।

শ্রৌমতকামকায়নানাং বৈখামিত্রসৈবজবসসৈবতরসেতি ॥ ৪ ॥ [৩]

অনু.— শ্রৌমত ও কামকায়নদের বৈখামিত্র, সৈবজবস, সৈবতরস।

ধনঞ্জয়ানাং বৈখামিত্রমাধুজ্জবসখানজয়েতি ॥ ৫ ॥ [৪]

অনু.— ধনঞ্জয়দের বৈখামিত্র, মাধুজ্জবস, খানজয়।

অজানাং বৈখামিত্রমাধুজ্জবসাজয়েতি ॥ ৬ ॥ [৫]

অনু.— অজদের বৈখামিত্র, মাধুজ্জবস, আজ (অজ ?)।

রোহিণানাং বৈখামিত্রমাধুজ্জবসরোহিণেতি ॥ ৭ ॥ [৬]

অনু.— রোহিণিদের বৈখামিত্র, মাধুজ্জবস, রোহিণি।

অটকানাং বৈখামিত্রমাধুজ্জবসঅটকেতি ॥ ৮ ॥ [৭]

অনু.— অটকদের বৈখামিত্র, মাধুজ্জবস, অটক।

পুরণবারিধাপরন্তানাং বৈখামিত্রসেবরাজৌদগেতি ॥ ৯ ॥ [৮]

অনু.— পুরণ (এক) বারিধাপরন্তদের বৈখামিত্র, সে(সে)বরাজ, পৌরণ।

কতানাং বৈশ্বামিত্রকাত্যাকীলেক্তি ॥ ১০ ॥ [৬]

অনু.— কতদের বৈশ্বামিত্র, কাত্য, আত্মকীল।

অঘমর্ষণানাং বৈশ্বামিত্রাঘমর্ষণকৌশিকেতি ॥ ১১ ॥ [৬]

অনু.— অঘমর্ষণদের বৈশ্বামিত্র, আঘমর্ষণ, কৌশিক।

রেণুনাং বৈশ্বামিত্রগাথিনরৈগবেতি ॥ ১২ ॥ [৬]

অনু.— রেণুদের বৈশ্বামিত্র, গাথিন, রৈগব।

বেণুনাং বৈশ্বামিত্রগাথিনবৈগবেতি ॥ ১৩ ॥

অনু.— বেণুদের বৈশ্বামিত্র, গাথিন, বৈগব।

শালঙ্কায়নশালাকলোহিতাকলোহিতজহুনাং বৈশ্বামিত্রশালঙ্কায়নকৌশিকেতি ॥ ১৪ ॥ [৬]

অনু.— শালঙ্কায়ন, শালাক, লোহিতাক, লোহিত ও জহুদের (মতান্তরে লোহিতজহু এক) বৈশ্বামিত্র, শালঙ্কায়ন, কৌশিক।

ব্যাখ্যা— ৩-১৪নং সূত্রে উল্লিখিত সকল বিশ্বামিত্রদেরই পরস্পর বিবাহ চলবে না।

কশ্যপানাং কাশ্যপাবত্সারাসিত্তেতি ॥ ১৫ ॥ [৭]

অনু.— কশ্যপদের কাশ্যপ, আবত্সার, আসিত।

নিগ্রবানাং কাশ্যপাবত্সারনৈগ্রবেতি ॥ ১৬ ॥ [৭]

অনু.— নিগ্রবদের কাশ্যপ, আবত্সার, নৈগ্রব।

রেভানাং কাশ্যপাবত্সাররৈভ্যেতি ॥ ১৭ ॥ [৭]

অনু.— রেভদের কাশ্যপ, আবত্সার, রৈভ্য।

শঙিলানাং শাঙিলাসিত্তদৈবলেতি ॥ ১৮ ॥ [৭]

অনু.— শঙিলদের শাঙিল, আসিত্ত, দৈবল।

কাশ্যপাসিত্তদৈবলেতি বা ॥ ১৯ ॥ [৮]

অনু.— অথবা (তাদের কবিরা হলেন) কাশ্যপ, আসিত্ত, দৈবল।

পঞ্চদশ কণ্ডিকা (১২/১৫)

[বসিষ্ঠ, উপমন্যু, পরাশর, কুশিন, অগস্তি, সোমবাহ এবং রাজাদের প্রবর, সৃষ্টিসম্পর্কিত কবিদের নাম, সত্রসমাপ্তির নিয়ম, আচার্যের উদ্দেশে প্রশ্নামনিবেদন]

বাসিষ্ঠেতি বসিষ্ঠানাং বেদন্য উপমন্যুপরাশরকুশিনেত্যঃ ॥ ১ ॥

অনু.— উপমন্যু, পরাশর, কুশিনদের থেকে যারা অন্য (সেই) বসিষ্ঠদের (কবি) বাসিষ্ঠ।

উপমন্যুনাং বাসিষ্ঠাকরদ্ববিশ্বপ্রমদেতি ॥ ২ ॥

অনু.— উপমন্যুদের বাসিষ্ঠ, আভরদ্ববসু, ই(ঐ)দ্বপ্রমদ।

পরাশরাণাং বাসিষ্ঠশাক্ত্যপারাম্বেতি ॥ ৩ ॥ [২]

অনু.— পরাশরদের বাসিষ্ঠ, শাক্ত্য, পারাম্বেতি।

কুশিনানাং বাসিষ্ঠমৈত্রাবরুণকৌশিন্যেতি ॥ ৪ ॥ [২]

অনু.— কুশিনদের বাসিষ্ঠ, মৈত্রাবরুণ, কৌশিন্য।

ব্যাখ্যা— উপমন্যু, পরাশর ও কুশিন বসিষ্ঠগোত্রের। এদের বংশের তাই পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ।

অগস্তীনাম্ আগস্ত্যদার্টচ্যুতৈববাহেতি ॥ ৫ ॥ [৩]

অনু.— অগস্তিদের আগস্ত্য, দার্টচ্যুত, ই(ঐ)ববাহ।

সোমবাহো বোক্তম আগস্ত্যদার্টচ্যুতসোমবাহেতি ॥ ৬ ॥ [৩]

অনু.— অথবা সোমবাহ (হচ্ছেন) অস্তিম (কবি) : আগস্ত্য, দার্টচ্যুত, সো(সৌ)মবাহ।

পুরোহিতপ্রবরো রাজ্যাম্ ॥ ৭ ॥ [৪]

অনু.— রাজাদের (প্রবর হচ্ছে তাঁদের নিজ নিজ কুল-) পুরোহিতের প্রবর।

ব্যাখ্যা— ১/৩/৩ সূত্র থাকে সত্ত্বেও পরবর্তী সূত্রের প্রয়োজনে এই সূত্র করা হচ্ছে।

অথ যদি সার্টং প্রবীরন্ মানবৈলসৌরারবসেতি ॥ ৮ ॥ [৫]

অনু.— আর যদি সার্টং প্রবীরন্ মানবৈলসৌরারবসেতি (তাহলে কবিক্রম হল) মানব, ঐল, সৌরারবস।

ব্যাখ্যা— 'সার্টং' স্থানে 'সার্বন্' পাঠও পাওয়া যায়। রাজাদের রাজর্ষি-বরদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম— 'যদি রাজ্য রাজকর্ষীন্ বৃশীত ভদ্রা ইত্যর্থঃ' (না)। সকল রাজার সৃষ্টির মুখে আছেন মনু, ইলা ও পুরুরবাঃ।

ইতি সত্রাণি ॥ ৯ ॥ [৬]

অনু.— এই হল সত্র।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূত্রের প্রয়োজনেই এই সূত্রের অবতারণা।

তান্যদক্ষিণানি ॥ ১০ ॥ [৭]

অনু.—ঐ (সম্বন্ধকর্মণি) দক্ষিণাবিহীন।

ভাষ্য—সম্বন্ধে বীর্যই বজ্রমান, তাঁরই ঋক্ বলে কোন দক্ষিণা দিতে হয় না। ‘অনি’ না বললেও হয়তো চলত, কিন্তু তা বলা হয়তো পৃথক্ একটি সূত্র করার প্রয়োজন। বলে এখানে বেতুণির কথা বলা হয়েছে এবং বেতুণির কথা বলা হয় নি, সকল সম্বন্ধই দক্ষিণা থাকে না। ৫/১৩/১৬ নং সূত্রে যে নিবেদ্য তা কেবল দক্ষিণা নিয়ে বাতরারই নিবেদ্য।

তেষাম্ অস্তে জ্যোতিষ্টোমঃ পৃষ্ঠাশমনীরঃ সহস্রদক্ষিণঃ ॥ ১১ ॥ [৮]

অনু.—ঐ (সম্বন্ধে শেব হয়ে গেলে) পৃষ্ঠাশমনীর (নামে) জ্যোতিষ্টোম (বাগ করতে হয়)। (এই বাগ) সহস্রদক্ষিণা-বিশিষ্ট।

ভাষ্য—সম্বন্ধে শেব হলে প্রত্যেক সত্রীকে পৃথক্ পৃথক্ ‘পৃষ্ঠাশমনীর’ নামে সোমবাগ করতে হয়। সম্বন্ধে ব্যবহৃত রথতর, বৃহৎ প্রকৃতি ছ-টি সামকে প্রশ্নিত করার জন্য অনুষ্ঠিত হয় বলে বাগের এই নাম।

অন্যো বা প্রজাতদক্ষিণঃ ॥ ১২ ॥ [১০]

অনু.—অথবা নির্দিষ্ট-দক্ষিণাবিশিষ্ট অন্য (কোন বাগ করবেন)।

ভাষ্য—প্রজাত = শাস্ত্রনির্দিষ্ট, শাস্ত্র হতে জাত।

দক্ষিণাবতা পৃষ্ঠ্যানি যজ্ঞেরম্ হুতি বিজ্ঞায়তে ॥ ১৩ ॥ [১১]

অনু.—(বেদ থেকে) জানা যায়, দক্ষিণাবৃত্ত (জ্যোতিষ্টোম দ্বারা) পৃষ্ঠাগুলিকে উপশ্রবিত করবেন।

ভাষ্য—যে ‘সম্বন্ধ’ উৎসার দক্ষিণাবৃত্ত পৃষ্ঠাশমনীরে যজ্ঞেরম্ সত্রিঃ’ এই নির্দেশ প্রকার সম্বন্ধে করে সহস্রদক্ষিণাবৃত্ত জ্যোতিষ্টোম বাগ করতে হয়।

স এব হেতুঃ প্রকৃতিভাবে প্রকৃতিভাবে ॥ ১৪ ॥ [১২]

অনু.—প্রকৃতি (বাগের পৃষ্ঠাশমনীর) হওয়ার প্রতি কারণ ঐ (দক্ষিণারই বাহুল্য)।

ভাষ্য—‘পৃষ্ঠাশমনীর’ স্বতন্ত্র কোন বাগ নয়, জ্যোতিষ্টোম ঋক্ই প্রকৃত দক্ষিণাবিশিষ্ট হলে তা সম্বন্ধে পৃষ্ঠাভায়ে স্ববলত রথতর, বৃহৎ প্রকৃতি সম্বন্ধে তাশ প্রশ্নিত করে এবং সেই কারণে তাকে ‘পৃষ্ঠাশমনীর’ বলা হয়। প্রসঙ্গত ব. মৌ. ১৩/৪/৮-১৩ ম.।

নমো ব্রহ্মণে নমো ব্রহ্মণে নম আচার্ব্যে নম আচার্ব্যে নমঃ শৌনকায় নমঃ শৌনকায় ॥ ১৫ ॥ [১৩]

ব্রহ্মকে নমস্কার, ব্রহ্মকে নমস্কার, আচার্ব্যের উদ্দেশে নমস্কার, আচার্ব্যের উদ্দেশে নমস্কার।

শৌনককে নমস্কার, শৌনককে নমস্কার।

সূত্রপরিণিষ্ট

কুশুণাং ন বিবাহোঽস্তি চকুশান্ অগ্নিতো মিথঃ।

শৈত্যাদয়ান্ ত্রয়ান্ তেষাং বিবাহো মিথ ইত্যুতে ॥

যজ্ঞাং বৈ গৌতমাদীনান্ বিবাহো নৈব্যুতে মিথঃ।

দীর্ঘতমো ঔচধ্যঃ কক্ষীবান্ চৈকগোত্রজাঃ ॥

ভরবাজাগ্নিকেষ্যক্কাঃ তদাঃ শৈশিরঃ কতঃ।

এতে সমানগোত্রাঃ সূত্রং গর্গান্ একে বদন্তি বৈ ॥

পৃথক্ পৃথক্ পৃথক্ বিকুব্ধাঃ কৰাঃ অগজ্যাঃ হরিতঃ সঙ্কৃতিঃ কপিঃ।

যজ্ঞশ্চৈবাং মিথ ইষ্টো বিবাহঃ সর্বৈর্ অন্যান্ জামদগ্ন্যাদিভিঃ চ ॥

যাবচ্ সমানগোত্রাঃ সূত্রং বিধামিহোঽনুবর্ততে।

তাবচ্ বসিষ্ঠশ্চ ত্রিংশ্চ চ কণ্যাপশ্চ চ পৃথক্ পৃথক্।

দ্ব্যার্বেরাণাং দ্ব্যার্বেরসন্নিপাতে অবিবাহঃ।

ত্র্যার্বেরাণাং ত্র্যার্বেরসন্নিপাতে অবিবাহঃ ॥

বিধামিহো জমদগ্নিঃ ভরবাজোঽথ গৌতমঃ।

অত্রিংশ্চ বসিষ্ঠঃ কণ্যাপ ইত্যুতে সপ্ত কবয়ঃ।

সপ্তানান্ কবীপশ্চ অগজ্যাষ্টমানান্ যচ্ অগত্যঃ তচ্ গোত্রম্ ইত্যুচকতে।

এক এব কবিঃ যাবচ্ প্রবরেষনুবর্ততে।

তাবচ্ সমানগোত্রস্বন্ অন্তরং কৃষদিসগাং গণান্ ইত্যনুমানপ্রবরৈর্ বিবাহো বিবাহঃ।

প্রথমে (বর্তমান) ভৃগু (প্রভৃতি) চার (গোত্রের) পরস্পর বিবাহ হয় না। শৈত্য প্রভৃতি তিন (গোত্র)। তাঁদের পরস্পর বিবাহ অভিহিত। গৌতম প্রভৃতি ছয় (কুলের) পরস্পর বিবাহ অভিহিত নয়। দীর্ঘতমো, ঔচধ্য এবং কক্ষীবান্ এক গোত্রে উৎপন্ন। ভরবাজ, অগ্নিকেষ্য, কক, শূন, শৈশির, কত—এঁরা সমান গোত্রের। অন্যেরা বলেন গর্গগণও (ভা-ই)। পৃথক, মুদগল, বিকুব্ধ, কৰ, অগজ্য, হরিত, সঙ্কৃতি, কপি এবং যজ্ঞ — এঁদের পরস্পরের এবং জামদগ্ন্য প্রভৃতি অন্য সকলের সঙ্গে (তাঁদের) বিবাহ অভিহিত.....। বাঁদের দুই জন কবি তাঁদের তিন-কবির বংশের সঙ্গে মিল থাকলে বিবাহ (হবে) না। বাঁদের তিন জন কবি তাঁদের পাঁচ কবির বংশের সঙ্গে মিল থাকলে বিবাহ (হবে) না। বিধামিহ, জমদগ্নি, ভরবাজ এবং গৌতম, অত্রি বসিষ্ঠ, কণ্যাপ—এঁরা (হজেন) সপ্ত কবি। এই সপ্ত কবি এবং অগজ্য অষ্টম (কবি)। এঁদের যে সন্তান তাকে 'গোত্র' কলা হয়। ভৃগু ও অগ্নিরস্পর্শ দ্বারা একই কবি বংশগুলি প্রবরে উপস্থিত তত (দূর) পর্বত সমানগোত্রস্ব। প্রবর তিন হলে (ভবেই হবে) বিবাহ (নতুবা নয়)।

ପରିସିଦ୍ଧ

পরিশিষ্ট — ১

বিস্তৃত বিষয়সূচী

প্রথম অধ্যায়

(দর্শপূর্ণমাস)

- ১/১ — প্রস্তাব, হোতার যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ, পরিভাষা
- ১/২ — সামিথেনী
- ১/৩ — প্রবরপাঠ, দেবতার আবাহন, হোতার উপবেশন
- ১/৪ — উপবেশন-সম্পর্কিত নিয়ম, সূক-আদাপন
- ১/৫ — প্রযাজ, আজ্যভাগ, স্বরসম্পর্কিত নিয়ম, বাকসংযম
- ১/৬ — প্রধানযাগ, বিষ্টকৃত
- ১/৭ — ইড়াভক্ষণ
- ১/৮ — অনুযাজ
- ১/৯ — সূক্তবাক
- ১/১০ — শংযুবাক, পল্লীসংযাজ
- ১/১১ — বেদস্তরণ, প্রায়শ্চিত্তহোম
- ১/১২ — ব্রহ্মার কর্তব্য : উপবেশন, বাকসংযম
- ১/১৩ — ব্রহ্মার কর্তব্য (অনুবৃতি)

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অগ্ন্যাধের, অগ্নিহোত্র, বিভিন্ন কাম্য ইষ্টি, চাতুর্মাস্য)

- ২/১ — পরিভাষা, অগ্ন্যাধের, পবমানেষ্টি
- ২/২ — সাক্ষ্য অগ্নিহোত্র, অগ্নিশ্রগয়ন, কুণ্ডে পর্ষুকণ, আত্মতিল্লবোর পাক
- ২/৩ — অগ্নিহোত্রের ব্রহ্ম, আত্মতিল্লবোর পাক, হব্যব্রবোর গ্রহণ, আহবনীয়ে সমিৎ-স্থাপন, অনুমন্ত্রণ
- ২/৪ — অগ্নিহোত্রে স্বরংহোম, হতাবশেষ-ভক্ষণ, গার্হপত্যে সমিৎস্থাপন, আত্মতিল্লবোর দক্ষিণায়িতে সমিৎস্থাপন, আত্মতিল্লবোর অবশেষভক্ষণ, পরিসম্বহন, পর্ষুকণ, প্রাতঃকালীন অগ্নিহোত্রের বৈশিষ্ট্য
- ২/৫ — প্রবাসগামী কর্তব্য
- ২/৬, ৭ — পিতৃনিভবজ্ঞ
- ২/৮ — অধারভগীয়া ইষ্টি, পুনরাধোয়া ইষ্টি
- ২/৯ — আগ্রহণ ইষ্টি

- ২/১০ — কাম্য ইষ্টি : আধুকাম, স্বজ্ঞয়নী, পুত্রকাম, আয়েয়ী, বৈম্বী, দাত্রী, আশাপান, লোক
- ২/১১ — কাম্য ইষ্টি : মিত্রবিন্দা, সূবান্ধশরীয়া, সংজ্ঞানী, ঐন্দ্রোনারুতী, ঐন্দ্রোবাহ্-পতা
- ২/১২ — পবিত্র ইষ্টি
- ২/১৩ — কারীরী ইষ্টি
- ২/১৪ — ইষ্টায়ন, প্রকৃতি-বিকৃতি, যাজ্ঞা-অনুবাক্যার লক্ষণ
- ২/১৫ — বৈশ্বানর-পার্জন্যা ইষ্টি, উপাংগ-সম্পর্কিত বিভিন্ন নিয়ম
- ২/১৬ — অগ্নিমহনীয়া, বৈশ্বদেব পর্ব, চাতুর্মাস্যে পালনীয় ব্রত
- ২/১৭ — অগ্নিশ্রগয়নীয়া, বরুণপ্রদাস পর্ব,
- ২/১৮ — সাকমেধ পর্ব
- ২/১৯ — পিত্র্যা ইষ্টি, ত্র্যম্বকযাগ, আদিত্যা ইষ্টি
- ২/২০ — শুনাসীরীয়া পর্ব

তৃতীয় অধ্যায়

(পশুযাগ ও প্রায়শ্চিত্ত)

- ৩/১ — অগ্নিশ্রগয়ন, যুপাঞ্জন, অগ্নিমহন, প্রবৃতাহুতি, মৈত্রাবরুণের প্রবেশ, তাঁর হাতে দণ্ডের প্রদান, তাঁর করণীয় সাধারণ কর্মের নির্দেশ
- ৩/২ — প্রযাজ, পর্যায়িকরণ, উহ
- ৩/৩ — অগ্নিশ্রগৈব পাঠ করার নিয়ম
- ৩/৪ — স্তোত্রানুবচন, অজিম (একাদশ) প্রযাজ, উহের বিচার
- ৩/৫ — বগামার্জন, পুরোডাশযাগ, অধ্বায়াত্যা
- ৩/৬ — মনোতা, প্রধানযাগ, বসাহোম, বনস্পতিযাগ, বিষ্টকৃত, ইড়াভক্ষণ, অনুযাজ, সূক্তবাক্যপ্রব, প্রৈবে উহ, দণ্ডত্যাগ, হৃদয়শূলের অনুমন্ত্রণ, সমিৎস্থাপন
- ৩/৭ — একাদশিন পশুযাগের অনুবাক্য ও যাজ্ঞা
- ৩/৮ — বিভিন্ন পশুযাগের অনুবাক্য ও যাজ্ঞা
- ৩/৯ — সৌত্রামণী
- ৩/১০ — গ্রানভ্যাগে বাধ্য হলে অগ্নির কুণ্ডস্থিতিতে অনভিহ্রেত প্রাণীর বেগিতে উপস্থিতিতে, যজ্ঞমানের মৃত্যুতে, আত্মতিল্লবোর ও সান্নাঘের দ্বশে করণীয় প্রায়শ্চিত্ত

- ৩/১১ — অগ্নিহোত্রে প্রায়শ্চিত্ত
 ৩/১২ — অগ্নিহোত্রে সময়ের অতিক্রমে, অগ্নির নির্বাণে,
 যথাসময়ে অগ্নিপ্রণয়ন না হলে করণীয় প্রায়শ্চিত্ত
 ৩/১৩ — ব্রতভঙ্গে, অগ্নিপ্রণয়নে নিয়মভঙ্গে, গৃহদাহে, এক
 অগ্নির সঙ্গে অপর অগ্নির সংস্পর্শে, বিবেচী ব্যক্তির
 অন্ন ভক্ষণ করলে, কপালনাশে, নিজের মৃত্যুসংবাদের
 মিথ্যা রটনা নিজে শুনেলে, যমজের প্রসবে,
 যথাসময়ে সান্নাধ্যাগ না হলে, আর্হতিব্রব্য স্থলিত
 হলে, আবাহনে ও মন্ত্রপ্রয়োগে ত্রুটি ঘটলে করণীয়
 প্রায়শ্চিত্ত
 ৩/১৪ — আর্হতিব্রব্য যথাযথ পাক করা না গেলে, কপালভঙ্গে
 ও কপাল অতটি হয়ে গেলে, যথাসময়ে অগ্নি উৎপন্ন
 না হলে করণীয় প্রায়শ্চিত্ত

চতুর্থ অধ্যায়

(সোমযাগে প্রথম চার দিনে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অঙ্গব্যাপ)

- ৪/১ — সোমযাগের সময়, ঋত্বিকের নাম ও সংখ্যা, উহ,
 উপাসনাকরীয়া ইষ্টি, পাঠ্য মন্ত্রে প্রযোজ্য বর ও যমের
 নিয়ম
 ৪/২ — দীক্ষণীয়া ইষ্টি, প্রকৃতিবাগের কোন্ অংশগুলি বজ্রনীর,
 বিভিন্ন বাগের দীক্ষার সংখ্যা, একাধে দীক্ষা ও
 উপসদের দিনসংখ্যা, সোমক্রয়
 ৪/৩ — প্রায়ণীয়া ইষ্টি
 ৪/৪ — সোমপ্রবহন
 ৪/৫ — আতিথ্যা ইষ্টি, তানুনগত্র, আপ্যায়ন, নিরুৎ
 ৪/৬ — প্রবর্ণ্যে পূর্বপটল দ্বারা অভিষ্টবন
 ৪/৭ — প্রবর্ণ্যে উত্তরপটল দ্বারা অভিষ্টবন
 ৪/৮ — উপসদ, অগ্নিচরনে বৈশিষ্ট্য, উপসদের সংখ্যা
 ৪/৯ — হবির্ধান-প্রবর্তন
 ৪/১০ — অগ্নি-সোম-প্রণয়ন, ব্রহ্মার আসনগ্রহণ
 ৪/১১ — অগ্নিবোধীয় পত্নবাগ
 ৪/১২ — সর্বপৃষ্ঠ, উপবজ্ অগ্নি, কসতীবরী
 ৪/১৩ — অগ্নিহোত্র বিবেক আর্হতিদান, হবির্ধান-মত্রে প্রবেশ,
 প্রান্তরনুবাক : অয়মের জন্ম
 ৪/১৪ — প্রান্তরনুবাক : উবস্যক্রতু
 ৪/১৫ — প্রান্তরনুবাক : আশ্বিনক্রতু

পঞ্চম অধ্যায়

(অগ্নিহোত্রে প্রথম, মাধ্যমিক, তৃতীয় সর্বন)

- ৫/১ — অপোনপুত্রীয়া

- ৫/২ — উপাংগুগ্রহ ও অন্তর্বাস গ্রহের অনুমন্ত্রণ, বিশম্‌হোম,
 প্রসর্পণ, স্তোত্রের জন্য অতিসর্জন
 ৫/৩ — সর্বনীর পত্নবাগ, প্রবৃত্তাতি, বিবক্য প্রকৃতির উপস্থান,
 সোমমণ্ডলে ঋত্বিকদের প্রবেশ।
 ৫/৪ — সর্বনীর পুরোডাশবাগের অনুবাক্যা, প্রৈষ ও যাজ্ঞা
 ৫/৫ — ঐন্দ্রবায়ব, মৈত্রাবরণ ও আশ্বিন গ্রহের অনুষ্ঠান,
 অস্থিতযাজ্ঞা
 ৫/৬ — বিদেবত্যা (যুগ্মদেবতা-সম্পর্কিত) গ্রহের ও চমসের
 ক্ষতাবশেষপান, উপহব, চমসপানে কাশা অধিকারী,
 চমসের আপ্যায়ন।
 ৫/৭ — অজ্ঞাবাকের সোমমণ্ডলে আগমন, তাঁর উপহব-প্রার্থনা,
 অস্থিতযাজ্ঞা, অগ্নিহোত্রে ভক্ষণ, সোমমণ্ডলে
 পুনঃপ্রবেশ।
 ৫/৮ — কতুযাজ, কতুযাজের ভক্ষণ
 ৫/৯ — অজ্ঞাপত্র
 ৫/১০ — প্রউগপত্র, আহাবপ্রয়োগের স্থল, স্তোত্রীয় ও
 অনুষ্ঠানের মন্ত্রসংখ্যা, প্রান্তসর্বনে হোত্রকদের শত্রু,
 শত্রুভক্ষণ
 ৫/১১ — সর্বনের শেষে ঋত্বিকদের গ্রহান, মাধ্যমিক সর্বনের
 জন্য পুনঃপ্রবেশ
 ৫/১২ — মাধ্যমিক সর্বন : প্রাবৃত্ততের প্রবেশ, প্রাবার
 অভিষ্টবন
 ৫/১৩ — দধিঘর্ষ
 ৫/১৪ — মরুত্বতীয় শত্রু, বিভিন্ন মন্ত্রে বিভিন্ন বিরতিস্থল,
 নিবিত্ত-প্রয়োগের স্থান
 ৫/১৫ — নিবেদ্য শত্রু, যোনিশংসন, আহাবের স্থান
 ৫/১৬ — হোত্রকদের পাঠ্য শত্রু
 ৫/১৭ — তৃতীয় সর্বন : আদিত্য গ্রহ, সর্বনীর পত্নবাগ,
 সর্বনীর পুরোডাশবাগ, নরাশংসহ্যাপন, প্রতিপ্রসর্পণ
 ৫/১৮ — সাবিত্রগ্রহ, বৈশবেশ শত্রু
 ৫/১৯ — সৌম্য (সোমদেবতার) চরবাগ, দৃতযাজ্ঞা, পান্নীকত
 গ্রহ
 ৫/২০ — আমিষাক্রত শত্রু

ষষ্ঠ অধ্যায়

(উক্খা, বোড়নী, অভিরাত্র, সোমভিক্রেক, সোমের বিবক্য,
 যজ্ঞমাসের দৃষ্ট্য, যজ্ঞপূজা)

- ৬/১ — উক্খা সংহা
 ৬/২ — অবিহত বোড়নী-সংহা
 ৬/৩ — বিহত বোড়নী সংহা, বিহরণের পদ্ধতি

- ৬/৪ — অতিরাত্র : তিন পর্বায়ের শত্রু
৬/৫ — আশ্বিন শত্রু
৬/৬ — সময়ের অভাবে পর্বায়ের ও আশ্বিনশত্রের সংকলীকরণ, সংসেব, নিবিদ্ যথাহানে প্রয়োগ করা না হয়ে থাকলে যা করণীয়
৬/৭ — সোমতিরেকে কর্তব্য
৬/৮ — সোমের প্রতিমিধি (বিক্রম)
৬/৯ — দীক্ষিতের অসুস্থতার করণীয় কর্ম
৬/১০ — দীক্ষিতের মৃত্যুতে করণীয় কর্ম
৬/১১ — সংহাতুলির নাম, যজ্ঞপুচ্ছ, সবনীয় পণ্ডবাগ, পণ্ডপুরোডাশ সম্পর্কে বিচার, হারিযোজন গ্রহ, ঋতুত্যা
৬/১২ — হারিযোজন-ভক্ষণ, শকলের অভ্যাদান, দ্বর্বাঙ্গলের প্রোক্ষণ, মধিগ্রগভক্ষণ, সন্ধ্যাবিসর্জন
৬/১৩ — সবনীয় পণ্ডবাগের পত্নীসংবাহ, অবভূষণ ইষ্টি, সংহাজপ
৬/১৪ — উদয়নীয়া ইষ্টি, অনুবছা, তৃষ্ণার উদ্দেশে পণ্ডবাগ, দৈবিকহবিঃ, দেবীবাগ, অনুবছার বিক্রম, উদয়নীয়া ইষ্টি

সপ্তম অধ্যায়

(সত্রের সাধারণ নিয়ম, চতুর্বিংশ মিস, অতিগ্নব ও পৃষ্ঠা বড়হ)

- ৭/১ — সত্রে প্রতিদিনই করণীয় করেকটি কর্ম সম্পর্কে কিছু বিবি-নিবেদ
৭/২ — চতুর্বিংশ মিস : প্রাতঃসবনে হোতা ও হোত্রকদের পাঠ্য শত্রু
৭/৩ — মাধ্যমিন সবনে হোতার পাঠ্য শত্রু
৭/৪ — মাধ্যমিন সবনে হোত্রকদের পাঠ্য শত্রু, তৃতীয় সবন
৭/৫ — বড়হ : বড়হে প্রযোজ্য সাম, জোমতিশংসন, অতিগ্নব বড়হ
৭/৬ — অতিগ্নবের দ্বিতীয় মিন
৭/৭ — তৃতীয় থেকে বর্ষ পর্যন্ত চারটি দিনে করণীয় কর্ম ও সংহা
৭/৮ — অতিগ্নবের উচ্চাসংহাতুলিতে তৃতীয় সবনে হোত্রকদের পাঠ্য জোত্রিক ও অনুজ্ঞ
৭/৯ — তৃতীয় সবনে জোমতিশংসন
৭/১০ — পৃষ্ঠা বড়হের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মিন।

- ৭/১১ — পৃষ্ঠা বড়হের চতুর্থ দিনে প্রযোজ্য নৃশ্ব, মিনর্ষ ও প্রতিগ্ন, প্রথম ও বর্ষ দিন সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক নির্দেশ।
৭/১২ — চতুর্থ দিনের মাধ্যমিন সবন, জোমবৃদ্ধি, পঞ্চম মিন।

অষ্টম অধ্যায়

(সত্রের পৃষ্ঠাবড়হের বর্ষ মিস, অতিজিহ্ব, বরসাম, বিজজিহ্ব, দশরাত্র, মহারাত্র, মহানারী ও উপনিবদ্-শিকার রীতি)

- ৮/১ — পৃষ্ঠার বর্ষ মিন : প্রাতঃসবন, মাধ্যমিন সবন, তৃতীয় সবনে হোতার পাঠ্য শত্রু
৮/২ — বর্ষ দিনে তৃতীয় সবনে মৈত্রাকরসের পাঠ্য শিল্পশত্র, হোতিন ও মহাবালভিন্ নামে বিহরণ।
৮/৩ — বর্ষ দিনে ব্রাহ্মণাচ্ছসীর পাঠ্য শিল্পশত্র, প্রতিগ্ন।
৮/৪ — বর্ষ দিনে তৃতীয় সবনে অচ্ছবাকের পাঠ্য শত্রু, কোন কোন স্থলে শিল্পশত্র পাঠ্য, সত্রের অন্তর্গত কোন দিনের অন্যত্র প্রয়োগ হলে সেখানে কি করণীয়, পৃষ্ঠার সংহা, বিভিন্ন প্রকারের পৃষ্ঠাবড়হের নাম
৮/৫ — অতিজিহ্ব, বরসাম
৮/৬ — বিবুবান্, আবৃণ্ড বরসাম
৮/৭ — বিজজিহ্ব, নবরাত্রের সংহা, সমুদ্র দশরাত্রের প্রথম নয় দিন
৮/৮ — বৃঢ় দশরাত্রের প্রথম ছয় দিন
৮/৯ — বৃঢ় দশরাত্রের সপ্তম বা প্রথম ছন্দোম দিন
৮/১০ — দ্বিতীয় ছন্দোম দিন
৮/১১ — তৃতীয় ছন্দোম দিন
৮/১২ — দশরাত্রের অবিবাক্য নামে দশম দিন
৮/১৩ — ঐ দশম দিনের মানসগ্রহ, সত্রের অনুষ্ঠানসূচী, সামবেদ ও বজ্রবেদের কেন্ কেন্ ক্ষেত্রে প্রামাণ্য, অহীন ও একাহের ভিত্তি।
৮/১৪ — মহানারী, মহারাত্র এবং উপনিবদের পাঠগ্রহণে পালনীয় নিয়ম

নবম অধ্যায়

(দৈমিক চাতুর্মাস্য, রাজসূয়, বিক্রি একাহ, বাজপের, অস্তোথান)

- ৯/১ — একাহ ও অহীনের সাধারণ নিয়ম, দক্ষিণা, জোমের হ্রাস ও বৃদ্ধিতে কি করণীয়।
৯/২ — দৈমিক চাতুর্মাস্য
৯/৩ — রাজসূয় : পবিত্র বাগ, চাতুর্মাস্য, চক্রবাগ, অতিবেচনীয়, সংসূপ ইষ্টি, দশপের, কেশবণীয়, কৃতিম্বাহ, ককশ পৃতি

- ৯/৪ — রাজসূয়ে দক্ষিণা
 ৯/৫ — উশনস্-স্তোম, গোস্তোম, ভূমিস্তোম, বনস্পতিসব, ভূ, সম্যাক্ষী, অনুব্রী, পরিব্রী, একত্রিক, ত্র্যেক, গোতমস্তোম
 ৯/৬ — গোতমস্তোমে অঙ্করক্ণের নিয়ম
 ৯/৭ — বিভিন্ন একাহ : শোন, অজির, সাধ্যক, অগ্নিষ্টুত, ইন্দ্রজ্ঞত, উপহব, ইন্দ্রাগ্নিকুলার, ঋকত, তীত্রসোম, বিঘন, ইন্দ্র-বিষ্ণু-উত্করাণ্ডি, ঋতপেয়
 ৯/৮ — অতিমূর্তি, সৌৰ-চান্দ্রমসী ইষ্টি, সূর্যজ্ঞত, ব্যোম, বিশ্বদেবজ্ঞত, পঞ্চশারদী, গোসব, বিবধ, উদ্ভিদ্ বলভিদ্, বিনুতি, অতিভূতি, ইব, বহু, ত্রিবি, অপচিতি, সমাট, স্বরাট, রাট বিরাট, পদ, উপশদ, রাশি, মরার, ঋষিস্তোম, ব্রাত্যস্তোম, নাকসদ্, ঋতুস্তোম, নিক্তোম
 ৯/৯ — বাজপেয় : বার্ষপত্য ইষ্টি, অতিরিক্ত উক্ণা, দক্ষিণা
 ৯/১০ — একাহ, অনিরুক্ত, বিশ্বজিত্-শির
 ৯/১১ — অষ্টোর্থাম

দশম অধ্যায়

(বিভিন্ন একাহ ও অহীন, দ্বাদশাহ, অখমেষ)

- ১০/১ — একাহ— ছোটিঃ, নবসপ্তদশ, বিবুবভ্তোম, গৌ, অভিজিত্, আয়ুঃ, বিশ্বজিত্, অহীনের সাধারণ নিয়ম
 ১০/২ — বিভিন্ন দ্বাহ, ত্রাহ, চতুরাহ ও পঞ্চাহ বাণ
 ১০/৩ — সপ্তরাত্র, অষ্টরাত্র, নবরাত্র ও দশরাত্র
 ১০/৪ — একাদশরাত্র
 ১০/৫ — দ্বাদশাহ, অহীন ও সত্বেয় চিহ্ন ও সাধারণ কার্যক্রম
 ১০/৬ — অখমেষ : সাকিবী ইষ্টি, পারিগ্ণবের আহাব ও প্রতিগর
 ১০/৭ — পারিগ্ণব শত্রু
 ১০/৮ — অখমেষে সূত্যার প্রথম দিন, দ্বিতীয় দিনে অখের সংজ্ঞাপন, রাজার মহিষী ও ঋষিদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি কুৎসাধরোণ
 ১০/৯ — ব্রাহ্মোপ, মহিমগ্রহ, সর্বনীর পতনসমূহের সেবতা, দ্বিতীয় সূত্যাদিনের মন্ত্র
 ১০/১০ — তৃতীয় ও তৃতীয় সূত্যাদিনের মন্ত্র

একাদশ অধ্যায়

(বিভিন্ন রাজসূত্র, গবাময়ন)

- ১১/১ — সমস্ত সত্বেয় মূল তিস্তি এবং অনুষ্ঠানসূচী হির করার পদ্ধতি বা ছক
 ১১/২ — ব্রহ্মোপসূত্র থেকে বিশেষিতর পর্বত বিভিন্ন রাজসূত্রের অনুষ্ঠানসূচী

- ১১/৩ — একবিশেষিতর থেকে দ্বাবিশেষিতর পর্বত বিভিন্ন রাজসূত্র
 ১১/৪ — ত্রয়বিশেষিতর থেকে একোনপতর পর্বত বিভিন্ন রাজসূত্র
 ১১/৫ — ঊনপঞ্চাশদ্রাত্র
 ১১/৬ — ঊনপঞ্চাশদ্রাত্র, একবষ্টিরাত্র, শতরাত্র
 ১১/৭ — গবাময়ন : পূর্বপক্ষ, বিবুব, উত্তরপক্ষ, সপ্তম মাসের গঠনপ্রক্রিয়া

দ্বাদশ অধ্যায়

(বিভিন্ন অয়নসূত্র, সত্বেয় সর্বনীর পতন, সত্বেয় পালনীয় নিয়ম, সর্বনীর পতন বিভাজন, প্রবর)

- ১২/১ — আদিত্যায়ন
 ১২/২ — অজিরসাম্-অয়ন
 ১২/৩ — দৃতিবাতবদ্-অয়ন
 ১২/৪ — কুণ্ডপারী-অয়ন
 ১২/৫ — সর্গায়ণ, বৈবর্ষিকসূত্র, ক্ষুদ্রক, দ্বাদশবর্ষিক, মহাপাশ্চিৎ, দ্বাদশ সংবৎসর, বটত্রিংশদ্বর্ষিক, শতসংবৎসর, সহস্রসংবৎসর অয়নসূত্র বা সহস্রসাব্য
 ১২/৬ — সারবত সূত্র
 ১২/৭ — সত্বেয় সর্বনীর পতন
 ১৩/৮ — সত্বেয় পালনীয় নিয়ম, নিয়মলঙ্ঘনে প্রায়শ্চিত্ত, আহারে ব্রতবিধান
 ১২/৯ — ঋষিদের মধ্যে সর্বনীর পতন বিভাজন
 ১২/১০ — বহুস, আর্জিকেন, বিদ, বহু-বাহৌল, শৈত্য, মিত্রব সোত্রেয় প্রবর
 ১২/১১ — গৌতম, উচ্চ, সোমরাজকী, বামদেব, বৃহৎউক্ণা, পূবদধ, ঋক, ককীবান, দীর্ঘতসঃ, তরখাক ও অগ্নিবৈশ্যদের প্রবর
 ১২/১২ — মুণ্ডল, বিষ্ণুবৃহ, পর্ণ, হারিত-কুহুস, সংকৃতি, পৃতি প্রকৃতির প্রবর
 ১২/১৩ — কথ, কপি ও দ্ব্যামুখ্যায়নদের প্রবর
 ১২/১৪ — অগ্নি, পরিষ্টি, তিকিত-পালব, শ্রৌমত-কামকরন, কনজর, অজ, রৌহিণ, অটক, পূরণ, বারিধাপরত, কত, অঘমর্ষণ, পালকরন, শালাক, কণ্ডপ প্রকৃতির প্রবর।
 ১২/১৫ — বলিষ্ঠ, উপমন্তু, পরাশর, কুতিস, অগ্নি, সোমবাহ, এবং রাজাসূত্রের প্রবর, সূত্রিসম্পর্কিত ঋষিদের নাম, সত্বেয়সূত্রের নিয়ম, অগ্ন্যর্ঘ্যের উপদেশ প্রামাণ্যবিশ্বক

পরিশিষ্ট — ২

সূত্রসূচী

অক্রোতাম্ — ১/৯/৩
 অক্রিয়াম্ — ৫/১৩/১২
 অক্ষীণী — ৫/১৪/২৭
 অক্ষীভ্যাং — ৫/৬/৮
 অগতীনাম্ — ১২/১৫/৫
 অগ্ন আয়ুর্বি — ২/১/২০; ২/৩/১২৯; ২/৮/১২
 অগ্ন আবহেতি — ১/৩/৭
 অগ্ন ইন্দ্রচ্চ — ৫/৯/২৮
 অগ্না যো — ১০/২/২১
 অগ্নাব্ অনু — ৩/১৪/২৩
 অগ্নাবিকৃ — ২/৮/২, ৩; ৪/২/২
 অগ্নিম্ অগ্নী — ১/৩/৯
 অগ্নিপূজস্য — ৪/১০/১২
 অগ্নিমহুনা — ২/১৭/১৪
 অগ্নির্ আয়ু — ২/১০/৩
 অগ্নির্ ইন্দ্রো — ২/১৪/৫
 অগ্নির্ গৃহ — ৮/১৩/১৫
 অগ্নির্ জ্যোতি — ৩/১২/৩১
 অগ্নির্ দেবেষু — ৯/৫/৬
 অগ্নির্ ধাম — ২/১৩/৫
 অগ্নির্ নেতা — ৫/১৪/১৯
 অগ্নির্ ব্রহ্মধান্ — ৪/১/২৩
 অগ্নির্ সুবম্ — ৪/১/১২; ৪/২/৩
 অগ্নির্ সুর্ধান্ — ১০/৬/৩
 অগ্নির্ সুর্ধা — ১/৬/২
 অগ্নির্ বসু — ২/১১/১১
 অগ্নির্ ব্রহ্মশি — ১/৫/৩৩; ৪/৮/১০
 অগ্নির্ ব্রতচ্চ — ৩/১২/১৫
 অগ্নির্ হোতা — ১/৪/১১; ৬/৫/৬
 অগ্নিবু সমিধ — ২/৫/১১
 অগ্নিষ্টোম — ৭/৪/১৬; ৮/১২/৩৫; ৯/২/১৬; ১২/৫/২৮

অগ্নিষ্টোমার — ৭/১/১৮
 অগ্নিষ্টোমোহত্যমি — ৬/১১/১
 অগ্নিষ্টোমঃ — ৮/৪/২১; ৯/২/২৬; ৯/৩/২৬
 অগ্নিস্ত্রিবি — ২/১০/১২
 অগ্নিহোত্রম্ — ৩/১০/৩২; ৩/১২/৫
 অগ্নিহোত্র শর — ৩/১১/১৯
 অগ্নিহোত্রায় — ৩/১৪/১৪
 অগ্নিহোত্রাহোমে — ২/৫/১৭
 অগ্নিং তং — ৪/১৩/১৩; ১০/১০/২
 অগ্নিং দূতং — ৭/১০/৪
 অগ্নিং নরো — ৮/১২/৩৪; ১০/২/২২
 অগ্নিং প্রতো — ২/৭/১০
 অগ্নিং সোমম্ — ১/৩/৮
 অগ্নিং হোত্রায় — ২/১৯/৯
 অগ্নিঃ পশিকৃৎ — ৩/১০/১১
 অগ্নিঃ পব — ২/১২/৬
 অগ্নিঃ পাবকো — ২/১/২৭
 অগ্নিঃ প্রথমো — ২/১১/১২
 অগ্নিঃ সোমঃ — ২/১৬/১২
 অগ্নিঃ সোমো — ২/১১/২, ৩
 অগ্নিঃ স্বস্তিমান্ — ২/১০/৭
 অগ্নিঃ ষিষ্ট — ২/১৯/২৯
 অগ্নীন্ অস্যা — ৬/১০/৮
 অগ্নীন্দ্রাব্ — ২/৯/১৪
 অগ্নী বক্ষ্যংসি — ২/১২/৪
 অগ্নীবরুণৌ — ৬/১৩/১০
 অগ্নীষোময়োঃ — ১/৩/১০
 অগ্নীষোমাব্ ইন্দ্রাগ্নী — ২/১/৩২
 অগ্নীষোমাবিহং — ৩/৮/১
 অগ্নীষোমীন্নং — ১/৩/১৩
 অগ্নীষোমৌ প্রপে — ৪/১০/১
 অগ্নে তন্ময় — ৮/১২/১৮

অগ্নেদা — ৩/১৩/১৭

অগ্নে নয় — ৩/৭/৫

অগ্নে বাধন — ২/১৩/৮

অগ্নে মরুভিঃ — ৫/২০/৯

অগ্নে বাজস্যেতি — ৪/১৩/১১

অগ্নে বীহীত্যানু — ২/১৬/১৮; ৩/৯/৭; ৪/৭/৬; ৫/১৩/৭

অগ্নেঃ সন্নি — ৩/৬/৩২

অগ্নেঃ — ১২/৫/২৭

অগ্ন্যাধেয় — ১/১/২; ২/১৫/৩

অগ্ন্যাধেয়ম্ — ২/১/৯

অগ্রং পিবা — ৫/৫/৪

অগ্রিয়ম্ — ২/৩/১৩

অগ্নেণাহব — ২/৪/১৮

অথমর্ষণানাং — ১২/১৪/১১

অকুখারণা চ — ১/১/৯

অস্তুষ্টোপ — ১/৩/৩৬; ৫/১৯/৬

অচবালঃ — ৯/৭/১৫

অচ্ছা ম — ৮/৩/৩৭

অচ্ছাবাকনিগদো — ৪/১/১৭

অচ্ছাবাকশ্ চ — ৫/৫/২১

অচ্ছা বো — ৮/১২/৭

অজ্ঞানাং — ১২/১৪/৬

অজ্ঞায়মানে — ২/১৬/৪

অজ্ঞঃ সুব্রহ্ম — ৯/৪/১৩

অজ্ঞানাং — ৬/১৪/১১

অজ্ঞতি যং — ৪/৬/৫

অত উর্ধ্বং — ১/১২/১৭; ২/২/৭; ২/১৪/১

অত এবৈকে — ৩/১২/২৬

অতিদিষ্টানাং — ৯/১/১২

অতিপ্রণীত — ১২/৪/১২

অতিপ্রণীতে — ২/৭/১৫

অতিমূর্তিনা — ৯/৮/১

অতিরাত্রম্ — ১০/৫/১১

অতিরাত্রশ্ — ১০/৪/৪; ১০/৫/৮; ১১/৬/১/১

অতিরাত্রস্ — ৯/১১/১২; ১০/১/১৮; ১১/৫/৩

অতিরাত্রাহ্ — ৬/৭/১১

অতিরাত্রাংশ্ — ১০/১/১৬

অতিরাত্রো — ৬/৪/১

অতিরিক্তাস্ — ৯/১/১১

অতিসূতো — ২/৩/১২

অতো দেবা — ৯/১১/১৮

অত্যন্তং তু — ২/১/৪৩

অত্রাহর্ গো — ৯/৮/৩

অত্রীণাম্ — ১২/১৪/১

অত্রেশ্ চতু — ১০/২/১৮

অথ কাম্যাঃ — ২/১০/১

অথ গবাম্ — ১১/৭/১

অথ ছন্দোমাঃ — ৮/৯/১

অথ তৃতীয় — ৫/১৭/১

অথ দ্বাদশাহা — ১০/৫/১

অথ দ্বিতীয়ঃ — ১২/৬/১৫

অথ দ্বিসম্ভার্যন্ — ১১/৭/১৬

অথ প্রজা — ১/১০/৬; ৮/১৩/১২

অথ ব্রহ্মণঃ — ১/১২/১

অথ ব্রাহ্মণা — ৭/৮/২

অথ ভরত — ১০/৫/৯

অথ মহাবাল — ৮/২/২২

অথ য এতে — ১২/১৩/৪

অথ যথেষতম্ — ৫/২০/১

অথ যদি — ১২/১৫/৮

অথ রাজ — ৯/৩/১

অথ বাচং — ৮/১৩/৩০

অথ বাল — ৮/২/৪০

অথ বিবু — ১১/৭/৭

অথ বৃষা — ৮/৩/৪

অথ ব্রীহিযবানাং — ২/৯/১৩

অথ যষ্ঠং — ১১/৭/৩

অথ বোড়শী — ৬/২/১

অথ সত্রি — ১২/৮/১

অথ সমাপয়েদ্ — ১/৪/১২

অথ সম্ভাবৌ — ১০/৪/৩

অথ সব — ৫/৩/১; ১২/৭/১

অথ সামান্যম্ — ১০/৫/১৫

অথ সান্নি — ১/২/৭

অথ সার — ১২/৬/১
 অথ দ্বিষ্ট — ১/৬/৪; ৫/৪/৮
 অথ হাজা — ১২/১০/৭
 অথায়িং — ৪/৮/৩১
 অথায়ীষোয়ী — ৪/১১/১
 অথামেযা — ৩/১৩/১
 অথচ্ছাবাকস্য — ৮/৪/১
 অথচ্ছাবাকস্যে — ৭/৮/৩
 অথতিথ্যোডা — ৪/৫/১
 অথাপরম্ — ৫/১২/১৪
 অথান্বিনঃ — ৪/১৫/১
 অথান্মা — ৫/১২/৬
 অথান্মে মহিবীম্ — ১০/৮/১০
 অথাস্যা — ১/১১/৭; ৩/১১/৩
 অথাহীনঃ — ১০/১/১২
 অথৈতদ্ — ৩/১২/২০; ৫/৮/৮
 অথৈতস্য সমা — ১/১/১
 অথৈতস্য রাড্রেব্ — ৪/১৩/১
 অথৈতেবাম্ — ১১/১/১
 অথৈনম্ — ১/১২/৩৮; ২/১২/৪১
 অথৈনান্ উপ — ২/৭/৭
 অথৈনান্ প্রবা — ২/৭/৯
 অথৈনাম্ উত্থা — ৩/১১/২
 অথৈনাং — ১/১১/৬; ২/৪/১৩
 অথৈন্দ্রেঃ — ৫/৪/১
 অথৈবয়া — ৮/৪/২
 অথৈক্রেঃ — ১/৭/৮
 অথোন্তনং — ১১/৭/১২
 অথোন্তরম্ — ৪/৭/১
 অথোন্তরং — ১১/৭/৯
 অথোন্তরাং — ২/৩/১৮
 অথোত্থানানি — ১২/৬/২৯
 অথোপসত্ — ৪/৮/১
 অথোবন্যঃ — ৪/১৪/১
 অবিতির্য্ ষ্টোরনিত্তি — ৫/১৮/১৩
 অবিতিমার্ভা — ১/৩/২৪
 অমিতিঃ — ২/১/৩৩
 অদৃষ্টাদেশে — ২/১/৮

অদ্য সূতাম্ — ৬/১১/১৫
 অদ্যোভ্যতি — ৬/১১/১৪
 অদ্বৈপদো — ৯/১১/১৩
 অধিকে তৃচং — ১/১/১৯
 অধিশ্রিতম্ — ২/৩/৩
 অধিশ্রিতেহন্য — ৩/১২/১৩
 অধ্যর্থকারং — ৫/১/৫
 অধ্যর্থ্যাম্ — ১/২/২১; ৮/১/৪
 অধ্যাসবদ্ — ৪/১৫/১৪
 অগ্রিগবে — ৩/২/১০
 অগ্রিশুং হোতো — ৩/২/১১
 অগ্রিগো — ১০/৮/৮
 অগ্রিখাদি — ৩/৩/৫
 অধ্বৰ্ষ উপ — ২/১৩/২২; ৫/৬/২
 অধ্বৰ্ষুপথে — ৮/১৩/২৭
 অধ্বৰ্ষুপ্রত্যয়ন্ত — ৮/১৩/৩৭
 অধ্বৰ্ষুপ্রৈবিতো — ৩/২/৪
 অধ্বৰ্ষুর্ বা — ২/১৪/১৭
 অধ্বৰ্ণো — ৫/১৪/৪; ৫/১৮/৫; ৮/১৩/১৬
 অধ্বেন প্রমী — ৩/১০/১৮
 অনড়ান্ — ৩/১০/১৩; ৯/৪/২৩
 অনতিদেশে — ৯/১/৩
 অনধিগচ্ছন্ — ২/১৪/২৯
 অনধিগম — ২/১৪/৩০
 অনধিগমে — ৬/৮/৫
 অনধিশ্রয়ং — ২/৩/৪
 অননুবৰ্ণট্ — ৬/১১/১৩
 অনন্তরস্য — ৫/১০/৩১
 অনভিহিং — ৪/৭/৩
 অনভ্যাসম্ — ৩/১/১২
 অনবদ্বতে — ১২/৪/১৯
 অনবানং — ৩/৬/১৭
 অনবনম্ — ৩/১১/১৭
 অনাজ্যভাগা — ৪/৩/৬
 অনাদেশে — ১/১/১৩
 অনার্বাভি — ১২/৮/৭
 অনাবাহনেৎপে — ৪/৮/৯

অনাবৃত্তা — ২/১৯/৩৬
 অনিরুদ্ধম্ — ১১/৩/১৬
 অনিরুদ্ধস্য — ৯/১০/১
 অনিষ্টা — ৫/১৩/১০
 অনুগর — ৩/১০/১৭; ৩/১২/৮
 অনুদিতহোমী — ২/২/৮
 অনুপহিতামিণ্ — ২/৫/৮
 অনুব্রাহ্মণ — ৫/৯/২৪; ৫/১৫/২৩
 অনুব্রাহ্মণ্যুত — ৬/১১/৩
 অনুব্রাহ্মণ্য — ২/১৬/১৬
 অনুলোমে — ১২/৫/৩
 অনুবক্ষ্য — ৮/১৪/১২
 অনুবচন — ৫/৫/১৬
 অনুবাক্যোক্ত — ৩/১/২৫
 অনুবাক্যালিঙ্গ — ১/৫/৪১
 অনুব্রজম্ উত্তরা — ৪/৪/৩
 অনুব্রজম্ উত্তরাঃ — ৪/১০/২
 অনুব্রজ — ১০/২/২৫
 অনুব্রজম্ অতি — ৬/৩/১১
 অনুব্রজাং — ৮/১২/২
 অনুসন্ধানম্ — ৯/৫/১৩
 অনুসন্ধানম্ — ১০/৮/৭
 অনুচো — ৮/১৪/১৭
 অনুসন্ধান্যোঃ — ৯/২/২০
 অনুভব — ১২/৮/৮
 অনেকঞ্চ তেজ — ৫/১০/২১
 অনেকানন্তর্বে — ৫/১৫/১৯
 অন্তরা চ — ১/৫/৪৬
 অন্তরেণ — ১/৩/১২; ৯/২/২১
 অন্তরেণাম্ — ১/৭/৫
 অন্তর্ধাম্ — ৫/২/২
 অন্তর্ধ্বনী — ৮/১২/১৫
 অন্তর্ধান — ১/২/১৮
 অন্তর্বাসী — ২/৪/৪
 অন্ত্যানাম্ — ৯/১০/১৪
 অন্তো চ — ৭/২/৯
 অন্তোহন — ৫/৭/৩

অন্তো নিবিন্দ — ৭/১১/২৯
 অন্তাদি চাঙ্গ — ৮/১৩/১৪
 অন্যতরা — ৩/১/৬; ৩/১০/২৬
 অন্যতরাং বাত্য — ৪/৭/১৩
 অন্যত্র বি — ৩/৬/৪
 অন্যত্র বিস্ট — ১/১২/৩১
 অন্যত্রাপি — ২/১৭/১২; ৭/২/১৫
 অন্যত্রাপ্যনা — ২/১৬/৩; ২/১৮/১১
 অন্যত্রাপ্যেতরা — ৫/১৪/২৮
 অন্যত্রাপ্যেবং — ৯/৬/৫
 অন্যত্র বজ্রম্ — ১/৫/৪৮
 অন্যত্র রাজা — ৬/৮/৪
 অন্যান্যপি — ৩/১/২৩
 অন্যান্যভ্যাসা — ৭/১/১৯
 অন্যান্য বা — ১২/৮/৩৮
 অন্য বা — ৬/৮/৬
 অন্যাসু — ৮/৬/২৮
 অন্যত্র চা — ৯/৭/১৮; ১২/৮/১৭
 অন্যান্য বাভ্যা — ৩/১১/৯
 অন্যান্যাম্ অপ্য — ১/৩/১৫
 অন্যান্য পুরোক্ত — ৮/৪/২৩
 অন্যো বা — ১২/১৫/১২
 অসহ — ৯/২/৩০
 অসহ বৈক — ১২/৭/৮
 অসহ্যাতোক — ২/১৫/৬
 অসহ্যবর্ম — ১/১৩/৮
 অসহ্যাতোঃ — ৩/১০/৩
 অগ এবা — ৩/১৪/১২
 অগপূর্বা — ৯/৭/৮
 অগ হাচ — ৭/৪/৭; ৮/৩/২
 অগমম্ — ১২/৩/৮
 অগমমো বা — ২/৪/৬
 অগমিতদ্বাদ্ — ১০/৫/১৩
 অগমিতাভি — ৭/১২/৫
 অগমিতাঃ — ৯/১১/২৩
 অগমিতা — ৮/১৩/১১
 অগমিতম্ — ৫/১৯/৫
 অগম্য — ৪/৬/৭

অপামিধং — ২/১২/২
 অপাঃ সোম — ৬/১১/৯
 অপি জীবাত্ত — ২/৬/১৮
 অপি তেবু — ১০/৯/৭
 অপি দক্ষানি — ৬/৮/২
 অপি নানা — ১২/১০/২
 অপি পহ্যম — ২/৫/৯
 অপি বা — ২/১৫/১২; ৪/৮/২৮; ৬/৫/১৫; ৬/৬/৪;
 ৯/৭/২৪; ১০/৫/২৩
 অপি বা ক্রিয়া — ২/৯/৫
 অপি বান্যত্র — ১২/৮/৩৭
 অপি বান্যস্য — ২/১৪/২৩
 অপি বান্যং — ১/৫/৫০
 অপি বা প্রায় — ৩/১৩/১৮
 অপি বা সর্ব্ববু — ৯/৭/২৪
 অপি বৈকা — ১২/৭/১২
 অপি বৈতেষেব — ৬/৬/১৭
 অপি বোত্থানং — ৬/১০/২৭
 অপি বোত্তরস্য — ১১/৭/২১; ১২/৫/১৬
 অপি বোলাস্তাদ্ — ৭/১১/১৭
 অপি বোধং — ১১/৭/২০
 অপি হি দেবা — ২/৯/৪
 অপূৰ্ণা — ৮/৭/২৮
 অপোহৃত্যব — ৩/১০/২৩
 অপোহুবনি — ২/৩/২২
 অপ্যত্যন্তং — ৩/১৪/৫
 অপ্টেকে — ৬/৬/১২
 অশবাত্তশ্ — ৮/৩/৬
 অশ্বেষিতো — ৪/৭/১০
 অশু চেৎ — ৩/১৪/২১; ১২/৬/৯
 অশুমাত্তো — ৬/১৩/৬
 অশ্বমে — ২/১৩/৪
 অশ্বমিত্তো — ২/৭/১৪
 অশ্বশাস্ত্ৰ — ৫/৬/২৫
 অতি কয়েস — ৩/৮/১৬
 অতিক্রম্ — ৯/৮/২৩
 অতিশিষ্ট — ১১/২/২৩

অভিজিৎবৃহৎ — ৮/৪/১
 অভিতপ্ত — ১২/৮/১৪
 অভি ত্যং — ৮/১/২২; ১০/১০/৯
 অভি ত্বা — ২/১৬/২; ৫/১২/৯; ৫/১৫/২; ৮/৯/৬
 অভিন্নব — ৭/৫/১; ৮/৫/১০; ১০/৩/২০, ৪০; ১১/১/১৩
 অভিমুশ্লে — ৫/১৩/২১
 অভিমুশ্য — ১/১১/৫
 অভি যো — ৩/১২/১০
 অভিবৃষ্টে — ৩/১১/২২
 অভিবেচনীয়ে — ৯/৪/৩
 অভিহিব — ১/৪/৮
 অভূদ্ সেবঃ — ৫/১৮/২
 অভ্যাক্ষাবিতে — ৩/১৩/১২
 অভ্যাসিতে — ৩/১২/১৯
 অমাবস্যাম্ — ২/৬/১
 অমুখ্যা — ৩/৬/২৪
 অমুং মা — ১/১২/৩৭
 অমৃতাহতি — ২/২/৪
 অন্নম্ এমেকাহো — ১১/১/২
 অন্নং জায়ত — ৮/১/১০
 অন্নং ত ইন্দ্র — ৬/৪/১১
 অন্নং তে — ৩/১০/৫
 অন্নান্তমিহ — ৩/৬/১১
 অন্নান্তরীদ — ৫/৫/৩২
 অন্নাক্রিতি — ৫/৫/৩৩
 অন্নাবিত্তা — ২/১৯/৩৭
 অন্নান্তামে — ১/১১/১২
 অবূপকান্ — ৯/২/৩
 অন্নাক্ষ — ৮/১৩/২১
 অর্ধর্চন ইতন্নাম্ — ৫/২০/৪
 অর্ধর্চনো বাশি — ৫/১৪/১৪
 অর্ধর্চঃ — ৭/৩/১৩
 অর্ধর্চশ্ — ৭/১১/৩৭
 অর্ধর্চ্য চৈব — ১২/৯/৮
 অর্ধা বৃদ্ধাসু — ৫/১৪/২৫
 অর্ধাশ্যো — ১২/৬/২৩
 অর্ধাশ্ অতি — ২/৬/৯

অর্বাণ্ যথো — ২/২০/২
 অর্বুদম্ — ৫/১২/২৪
 অলাবুনি — ৮/৩/২০
 অবকীর্ণিনং — ১২/৮/২৩
 অবকুব্যেক — ৮/২/২৯
 অবজ্জামা — ৬/১২/৫
 অবজ্জেদম্ — ৬/১০/৭
 অবতিষ্ঠত — ৪/১১/৪
 অব তে হেষ্টো — ৬/১৩/৯
 অবদান — ৩/১৪/৭
 অব ম্রলো — ৮/৩/৩৬
 অবভূথেহন্যত্র — ৩/৬/২৬
 অবভূথেষ্টা — ৬/১৩/৩
 অবসানে — ৫/৯/৮
 অব সিদ্ধুং — ৩/৭/১৫
 অবস্থিতেহনসি — ৪/৪/৫
 অবহতান্ — ২/৬/৮
 অবান্তরেভায়া — ২/৯/১০
 অবান্তরেভাং — ৫/৬/১৫
 অবিতাসীত্থা — ৭/১২/১০
 অবীবৃষতেতি — ৬/১১/৫
 অবোধ্যমিঃ — ৪/১৩/৯; ৪/১৫/৭
 অব্যক্তো — ১১/১/৪
 অশেষে পুনন্ — ৩/১৪/৩
 অশ্বখাচ্ ছমী — ২/১/১৬
 অশ্বম্ উত্সৃজ্য — ১০/৬/৮
 অশ্বম্ উত্স্রক্ষ্যম্ — ১০/৬/২
 অশ্বঃ প্রস্তোভুঃ — ৯/৪/১১
 অশ্বিনাবর্তি — ৪/১৫/৬
 অশ্বোহজস্ তূপ — ১০/৯/১৬
 অশ্বো মাধ্যম্নিনে — ৯/৫/১৬
 অষ্টকানাং — ১২/১৪/৮
 অষ্টমেহহনি — ১০/৭/৮
 অষ্টাক্রিংশদ — ১১/৪/১৫
 অষ্টাদশ — ৮/৩/১৫; ১১/২/২১
 অষ্টাদশো — ৮/৮/৬
 অষ্টাব্ অষ্টো — ৯/৪/৫

অষ্টাবিংশতি — ১১/৩/২১
 অষ্টো বৈরাজ — ২/১১/৫
 অষ্টাদষ্টং — ১২/১১/৮
 অসমাম্নাতা — ২/১৪/১৬
 অসাব্ অভ্য — ২/৭/৫
 অসাবি সোম — ৬/২/২
 অস্তজ্জাদ্ — ৪/১০/৭
 অস্তম্-ইতে — ২/২/৯
 অন্না রক্ষঃ — ৩/৩/২
 অম্পৃষ্টা — ৩/৬/৩০
 অম্মা ইদু — ৭/৪/৯
 অহতস্য — ৬/১০/৬
 অহর্ অহন্ — ৮/১২/১১
 অহর্বিপ — ৯/৬/৬
 অহচ্ কৃষ্ণং — ৮/৮/১৩
 অহং মনু — ৯/৭/২
 অহীনসূক্ত — ৭/৫/২০
 অহীনসূক্তানি — ৭/৪/১৩; ৯/১০/৫
 অহীনানাং — ৪/৮/২১
 অহীনেষু — ১১/১/৫
 অহ উত্তমে — ৭/১/১২
 অহাং তু — ১০/৫/১৯
 অংগুরংগুটে — ৪/৫/১০

আ

আখ্যায় বেত — ১২/৮/২২
 আখ্যাসম্ — ১০/৬/১৩
 আগতম্ — ৫/১/১৪
 আগূর্ব পঞ্চমে — ১/৫/২৮
 আগূর্ব রাজ্যাদিন্ — ১/৫/৪
 আগুঃপ্রপব — ২/১৫/১৩
 আগ্নাবৈকবী — ৩/১/৪
 আয়িং ন — ৭/১১/৮, ১৫, ১৯
 আদীগ্রম্ অহ — ১/৩/৩০
 আদীগ্রং হৈকে — ২/১৮/১৭
 আদীগ্রীয় উপ — ৮/১৩/২
 আদীগ্রীয়ং — ১২/৬/৬

আম্রীক্ৰীয়াচ্ — ৪/১২/৬
 আম্রীক্ৰীয়ে — ৪/১০/৪
 আম্রেয়ং — ২/৮/১৪; ১২/৭/৪
 আম্রেরীভিন্ চ — ২/৩/২৮
 আম্রেরী বা — ৩/১/৩
 আম্রেয়োহ্মি — ৫/৩/৩
 আম্রেয়ো বৈজ্রাব — ১২/৭/৩
 আম্রেয়্যা — ২/১০/১৩
 আম্রেয়্যাব্ — ২/১৪/৩৫
 আম্রেয়্যোত্রা — ৯/২/২৪
 আগ্রয়ণ — ১২/৮/২৪
 আগ্রয়ণং — ২/৯/১
 আ ঘা যে — ২/৯/১৫
 আগ্নিরস — ১২/১২/৫
 আগ্নিরসং স্বর্গ — ১০/২/১
 আচম্যাহা — ১/১৩/৩
 আচার্যবদ্ — ৮/১৪/২৩
 আজ্যপাত্তম্ — ১/৬/৮
 আজ্যপ্রউগে — ৭/৬/১১
 আজ্যভাগ — ৬/১৪/২০; ৯/৯/৯
 আজ্যম্ অশেবে — ৩/১১/১৪
 আজ্যং পানিতলে — ১/১০/৯
 আজ্যাদ্যরো — ৮/৩/৩১
 আজ্যাদ্যাং — ৫/৯/২০
 আজ্যোনাহ্মনি — ৩/১৩/২৫
 আজ্যনাভ্যজ্ঞন — ২/৬/১১
 আজ্যনাভ্যজ্ঞনীয়া — ১১/৬/৫
 আভঃ সমানং — ৪/১৩/৩; ১২/৬/১০
 আ তু ন — ২/১৮/২৫
 আতো মজ্জেশ — ১/৫/২৯
 আতোহর্ষর্চং — ৫/১৪/৯
 আতো বাগ্ভবম — ১/৫/৪৫
 আ ঙ্খা রথং — ৫/১৪/৫; ৮/১২/২০
 আদন্ বসত্ — ৩/৪/১৫, ৩/৮/২৭
 আদান্ — ৫/১২/১২
 আদায়ৈনন্ — ৫/৭/১০

আদিত্যগ্রহেণ — ৫/১৭/২
 আদিত্যন্ অগ্রে — ৫/৩/১৪
 আদিত্যানাম্ অয়নেনা — ১২/২/১
 আদিত্যানামব — ৩/৮/১২; ৫/১৭/৩
 আদিত্যা হ — ৮/৩/২৫
 আ দেবো — ৩/৭/১৪
 আদৌ নিবিদ্ — ৫/১০/২০
 আদ্যং মৈত্রা — ৭/১১/৪০
 আদ্যাভ্যাং — ১১/৭/৫
 আদ্যা বা — ২/১/৩৯
 আদ্যাংস্ — ৫/৬/২৯; ৯/১০/১৩
 আলো তু — ৭/১২/২১
 আদ্যো ভবতো — ৮/৬/১২
 আদ্যোত্তময়োন্ — ২/১৬/৩১
 আদ্যোত্তমে বৈব — ২/১/৩৮
 আদ্যো বা — ৮/৫/১৩
 আদ্যৌ তু — ৫/৩/২৮
 আধানম্ উক্তা — ২/৩/২৫
 আধানাদ্ দ্বাদশ — ২/১/৪২
 আধানাদ্ যদ্যা — ২/৮/৪
 আধিপত্য — ৯/৫/৪
 আ ধেনবঃ — ৫/১/১১
 আনন্তর্বে — ২/২/১২
 আ ন ইহ্মা — ২/১১/২০
 আ নো মিত্রা — ২/১৪/১১; ৫/১০/৩৪; ৭/২/২
 আ নো যজ্ঞং — ৭/১২/৭
 ঔপ্তিচ্ চ — ১/১২/২৬
 ঔপ্য্যতো — ১/৫/৪৯
 আ পক্ষাতান্ — ৩/৮/১৫
 আপো দেবতে — ৫/১০/২২
 আপো রেবতীঃ — ৪/১৩/৭; ৭/১১/৭
 আপ্যায়ব — ১/১০/৫; ৫/৬/২৮; ৫/১২/১৫
 আপ্যায়িতাৎ — ৫/৬/৩১
 আপ্যায়ামানে — ৫/১২/১৭
 আগ্ন্যাব্যান্ — ৬/৯/২
 আভাত্যগ্নিন্ — ৪/১৫/৪

আ মার্জনাৎ — ১/১২/১৮
 আয়ং লৌঃ — ৬/১০/১৭; ৮/১৩/৬
 আ যাদ্বিত্তো — ৭/৫/১৮
 আ যাহি তপসা — ৩/১২/২৯
 আ যাহি — ৫/১০/৩৫; ৭/২/৩; ৮/৭/৩১
 আয়ুর্ গৌর্ — ৯/৮/১৯
 আয়ুর্ দীর্ঘ — ১০/১/৬
 আয়ুর্ষে ত্বা — ২/৪/৭
 আয়ুর্ষমেষ্ঠ্যাং — ২/১০/২
 আয়ুষ্টি — ২/১০/৪
 আরজ্জলীয়াঃ — ৭/১/১৫
 আরাদ্ অগ্নিত্যো — ২/৫/৬
 আরোহণং — ১২/৮/৯
 আর্ষেষ্ ঠেকে — ৫/১০/৩৩
 আর্ষেয়ানি — ৪/১/১৮
 আর্ষ্টিযেণানাং — ১২/১০/৮
 আবর্তয়েদ্ — ৪/১/২১
 আবর্ভুতী — ৫/১/৯
 আবহ দেবান্ — ৫/৩/৭
 আবাপ উক্তো — ৭/৫/১৬
 আবাপিকান্তম্ — ১/৯/৫
 আ বায়ো — ২/২০/৫; ৮/৯/৩
 আবাহনে পত — ৩/১/১৬
 আবাহনেহপি — ২/১৮/১২
 আবাহ্য — ১/৩/২৩
 আ বাং মিত্রা — ৩/৮/২
 আ বাং রাজানা — ৮/২/২০
 আ বিশ্বসেবাং — ২/৬/১৩
 আবৃত্তা বা — ৬/৮/৩
 আবৃত্তাস্ তুস্তরে — ১১/৪/৮
 আবৃত্তাঃ — ৮/৬/২৯; ১১/৭/১০
 আবৃত্ত্য য়েবে — ২/১৯/৩৮
 আ বৃত্তহণা — ৩/৭/১৩
 আশানাম্ — ২/১০/২০, ২১

আশান্তেহয়ং — ৪/২/১০
 আশিরদুযো — ১২/৮/৩২
 আ শুভ্রা — ৮/১২/৪
 আশ্রাবয়িত্বা — ১/৩/২৫
 আশ্বিনসার — ৩/৯/২
 আশ্বিনস্য — ৫/৫/১৪
 আশ্বিনং যথা — ৫/৬/১১
 আশ্বিনায়ৈক — ৬/৬/৮
 আশ্বিনেন — ৬/৫/২৩
 আশ্বিনান্ — ৯/২/২৯
 আ সত্যো — ৭/৪/১০
 আসনং বা — ১/১/২৫
 আসিচ্যামানে — ৫/১২/২০
 আসীতান্যত্র — ১/১২/৭
 আসীনঃ — ২/১৭/৪
 আহবনীয়ম্ — ৩/১০/৯
 আহবনীয়ং — ২/৫/২; ২/১৯/৩৯
 আহবনীয়ো — ২/৪/২০; ২/৫/১৩; ৩/১২/২৩; ৪/১৩/২;
 ৬/১২/৩
 আহাৰ্যস্ তু — ২/১৫/১৫
 আহাৰ্যেণা — ৬/১০/৯
 আহিতামির্ — ২/৩/১১, ২৪
 আহতিশ্চেদ্ — ৩/১৩/২০
 আহ্নয়োত্তময়া — ৫/৯/২৫
 আহ্নতম্ উয়েত্রা — ৬/১২/১
 আহ্নতং যোডশি — ৬/৩/২০
 আহ্নতং সৌম্যং — ৫/১৯/৪
 আহ্নানঞ্ চ — ৫/৯/১৯

ই

ইজা চ — ২/৮/১০
 ইজ্যানু — ৬/১১/১০
 ইজ্যাভক্ষি — ৫/১৩/৩
 ইতরশ্ চ — ১/৫/১৪
 ইতরশি — ২/১৯/৫
 ইতরেবাং — ১০/৯/১৭
 ইতরৈর্ বা — ৬/১২/৮

ইতি ক্রতু — ৫/৩/৪
 ইতি গবাম্ — ১১/৭/২২
 ইতি চতু — ১০/২/৩১
 ইতি তিস্রঃ — ২/১/৩৭
 ইতি তিস্রস্ ত্রয়া — ২/১০/২৩
 ইতি ত্র্যহাঃ — ১০/২/১৬
 ইতি দশ — ১০/৩/৪১
 ইতি দিশঃ — ৮/১৪/১৮
 ইতি দ্বাদশাহাঃ — ১০/৫/১২
 ইতি দ্ব্যহাঃ — ১০/২/৫
 ইতি নবরাত্রাঃ — ৮/৭/১৬
 ইতি নবরাত্রৌ — ১০/৩/২৭
 ইতি নিষ্ক্রে — ৮/৬/১৮
 ইতি নু — ৮/২/২১; ৮/৭/৩২; ১১/৭/৬; ১২/৬/১৪
 ইতি নু গতয়ঃ — ১২/৬/২৮
 ইতি নু পূর্বং — ৪/৬/১২
 ইতি ষেক — ১১/৭/১৫
 ইতি পঞ্চ — ১০/২/৩৭
 ইতি পৰ্বায়াঃ — ৬/৪/১৩
 ইতি পশবঃ — ৩/৮/১৯
 ইতি পশুতন্ত্রম্ — ৩/৬/৩৬
 ইতি পৃথক্ভম্ — ১০/৫/১৪
 ইতি পৃষ্ঠাঃ — ৮/৪/২২; ৮/৮/১৪
 ইতি প্রথমঃ — ১/৫/১৯
 ইতি মধ্যান্নিনঃ — ৭/৬/৬
 ইতিমাত্রৈ — ২/১/৪১
 ইতি রাজসূয়াঃ — ৯/৪/১
 ইতি রাক্ষিসত্রাণি — ১১/৬/১৯
 ইতি বাজপেয়ঃ — ৯/৯/২৭
 ইতি বৈশ্বদেবম্ — ৮/১/২৮
 ইতি শস্যম্ — ১২/৬/৪১
 ইতি সত্রাণি — ১২/৫/৯
 ইতি হোতু — ১/১১/১৫
 ইত্যতিরাত্রাঃ — ১০/১/৯
 ইত্যন্ত — ৬/১/৩
 ইত্যন্তোহ্মি — ৫/২০/১০
 ইত্যন্তিল্লবঃ — ৭/৭/১৪

ইত্যাগন্তকা — ৯/৭/৭
 ইত্যায়ৈয়ঃ — ৪/১৩/১৪
 ইত্যাপসদঃ — ৪/৮/১৮
 ইত্যাবস্যঃ — ৪/১৪/৯
 ইত্যেকাদশিনাঃ — ৩/৭/১৬
 ইত্যেকাহাঃ — ১০/১/১১
 ইত্যেভেবাং — ৪/১৫/৯
 ইদমহমবর্বা — ১/৩/৩৭
 ইদম্-আদি মদন্তীন্ — ৪/৫/৯
 ইদম্-আদীডায়াং — ৪/২/৮
 ইদম্-আদ্য — ৫/৫/৫
 ইদমাণঃ — ৩/৫/৩; ৮/১২/৬
 ইদম্-ইত্থা — ৮/১/২৪
 ইদং তে সোম্যং — ৫/৫/২৩
 ইদংপ্রভৃতি — ৪/১/২৫
 ইদং বিষ্ণুর্বিচ — ৪/৫/৫
 ইদং শ্রেষ্ঠং — ৪/১৪/৪
 ইদং হ্যমো — ৬/৪/১২
 ইদম্ অণ — ১/১/৫
 ইদ্র ঋতুভির্ — ৫/৫/২৫
 ইদ্র ত্রিধাতু — ৭/৩/১৮
 ইদ্র নরো — ৩/৭/১১
 ইদ্র নেদীয় — ৫/১৪/৬
 ইদ্রমহারতা — ১/৩/৩১
 ইদ্র মরুত — ৫/১৪/২; ৯/৫/৮
 ইদ্রমিদ — ৭/৩/২০
 ইদ্রবজ্রং — ১০/৪/৫
 ইদ্র যোডশি — ৬/৩/২৩
 ইদ্র সোমমেতা — ৯/৮/১৬
 ইদ্র সোমম্ — ৯/৭/২৬; ৯/৮/২১
 ইদ্র সোমং — ৭/৬/৫
 ইদ্রস্য দ্বা — ১/১৩/৪
 ইদ্রস্য নু — ৫/১৫/২২
 ইদ্রং নরো — ৩/৭/১১
 ইদ্রং পূর্বং — ২/১১/১৬
 ইদ্রং মহেদ্রং — ১/৩/১১
 ইদ্রং বা — ২/১১/১৭
 ইদ্রঃ সুরো — ২/১১/৮

ইন্দ্রাণী — ২/১৭/১৬; ৫/১০/৩৬; ৭/২/৪

ইন্দ্রাণ্যোঃ অয়নম্ — ১২/৬/২১

ইন্দ্রাণ্যোঃ — ৯/৭/২৯

ইন্দ্রায় দাত্রে — ২/১০/১৮

ইন্দ্রাবিবেগন্ — ৯/৭/৩৭

ইন্দ্রো বিশ্বস্য — ৮/২/২৫

ইমমাণুগুণী — ২/১৪/৩৪

ইমম্ এবৈ — ১০/৫/১০

ইমং নু — ৮/৮/২

ইমং মহে — ২/১৭/৮

ইমা উ দ্বা — ৯/৭/২৮, ৩৮

ইমা উ বাময়ং — ৪/১৫/৫

ইমা উ বাং — ৭/৯/২

ইমানি বাং — ৮/২/১৬

ইমাশ্ চাদিষ্ট — ৯/৪/৯

ইমাং মে অয়ে — ৪/৮/১৫

ইমে সোমাস — ৬/৫/২৪

ইয়ং বেদিঃ — ১০/৯/১১

ইত্যম্ অয়ে — ৩/৫/১০

ইডাম্ উপ — ১/১০/১০; ৩/৬/১২

ইত্যাম্পদং — ২/২/১৭

ইন্তো অয় — ১/৫/২৬

ইন্তোপনুতা — ১/৭/৭

ইন্টির্ উভ — ৩/১/২

ইন্টিশ্ চ — ৩/১২/৬

ইন্টিশ্ তু রাজঃ — ২/৯/৬

ইহ তাক্যম্ — ৮/৬/১৬

ইহেত্থ — ৮/৩/১৯

ইহেজ্জাণী — ৭/৫/১৭

ঈ

ঈতই — ৮/৩/৩৩

ঈকিতঃ — ২/১৯/১৭

ঈন্ডে দ্যাভা — ৯/১১/২০

ঈন্ডেদ্যাধীয়ম্ — ৪/১৫/১৭

উ

উত্তপ্রকৃতয়ো — ৯/১/১

উত্তম্ অগ্নি — ৩/১/৭, ১৩; ৪/৮/৩৬

উত্তম্ অগ্ন — ৪/১০/১০

উত্তম্-আদাপনং — ৩/৪/২

উত্তম্ উত্তমে — ৩/৬/১৮

উত্তম্ উপাংশোঃ — ১/৯/৪

উত্তং জীব — ৬/১২/১০

উত্তং তৃতীয় — ৮/৭/১৩

উত্তং দ্বিতীয়ে — ৩/২/৩

উত্তং পর্ব — ২/৪/২১

উত্তং বহট্ — ৮/১৩/২০

উত্তং সর্গণম্ — ৫/১২/২৬

উত্তঃ সোমভক্ষ — ৫/৬/২৩

উত্তঃ স্কৃত — ৬/১০/২৮

উক্তা দীক্ষোপ — ৭/১/২

উক্তা দেবতাস্ — ১/৬/১

উক্তানি চাতু — ৯/২/১

উক্তা মরু — ৭/৫/২২

উক্তে ব্রাহ্মণা — ৮/৭/৮

উক্তো দশ — ১০/৫/৩

উক্তো নৃশ্বঃ — ৭/১১/১০

উক্তো রথ — ৭/৩/১৬

উক্খপাত্রম্ অগ্নে — ৫/৯/২৯

উক্খপাত্রং চমসাং — ৭/৩/২৩

উক্খং বাতি — ৫/৯/২৭; ৫/১০/১২; ৫/১৮/১৫

উক্খং বাসি — ৫/১০/২৭, ২৯, ৩০; ৫/১৪/২৯; ৫/১৫/২৪;

৫/১৮/১৫; ৫/২০/৮

উক্খ্যন্তোত্রি — ৯/৬/৪

উক্খ্যঃ পক্ষ — ৯/৮/১২

উক্খ্যান্ — ৮/৭/১৮

উক্খ্যে তু — ৬/১/১

উক্খ্যেবু — ৭/৭/১৬

উক্খ্যো বৃহৎ — ৯/৩/৮

উচখ্যানাম্ — ১২/১১/২

উচ্চৈর্ নিবিনং — ৫/৯/১২

উচ্চৈস্তরাম্ — ১/৫/৭

উচ্চুরব — ৩/১/৯

উত দ্বাম্ — ২/১/৩৪; ৩/৮/৭

উত নঃ — ২/১২/৭

উত নো থিয়ো — ৯/১১/১৯

উত ক্রবন্ত — ২/১৬/৭; ২/১৮/২০

উত্তমনং — ৫/১/১৫

উত্তকরদেশে — ৮/১৩/৩১

উত্তময়া পরি — ৪/৬/১১

উত্তময়ানু — ৫/১/১৯

উত্তময়োগ — ৮/১২/২৫

উত্তমস্ — ৬/১১/৪; ৮/৬/১৩

উত্তমস্য — ৭/১১/৪; ১১/১/১৬; ১২/১/৬; ১২/২/৫

উত্তমস্যোত্তমাং — ৬/২/৩

উত্তমা বৈশ্ব — ৮/৮/১০

উত্তমান্য — ৬/৪/৫

উত্তমায়াম্ — ৬/৩/১০

উত্তমাং ন — ৫/১০/৯

উত্তমে চৈনং — ২/১৯/১০

উত্তমেন — ১/৫/৩২; ৫/৯/১৫; ৫/২০/৭

উত্তমেনা — ৮/৬/২৩

উত্তমেহৃচ — ৭/১০/৭; ৮/১/১৫

উত্তমে প্রাণ্ — ৪/৭/২৩

উত্তর আজ্যেনত্যা — ৩/৬/২৩

উত্তর আপূর্ব — ৯/৩/২৪, ২৭

উত্তরতঃ স্থাল্যাঃ — ২/৩/১০

উত্তরতোহক্ষর্যুঃ — ৬/১০/১৫

উত্তরম্ অগ্নিং — ২/১৭/৭

উত্তরয়োর ঐশ্রং — ২/১৪/৯

উত্তরয়োঃ সব — ৫/৫/২২

উত্তরবেদেস্ — ২/১৭/১০

উত্তরবেদ্যাম্ আদত্ত — ৪/১১/২

উত্তরবেদ্যাম্ একে — ৬/১৪/৯

উত্তরস্যাহঃ — ৯/২/১৩

উত্তরস্যাং — ২/১৮/৪

উত্তরাপানম্ — ১/২/১৩

উত্তরাস্ তিস্ — ৫/১৮/৯

উত্তরাবিতরান্ — ৬/৩/১৩

উত্তরেণ সর্বান্ — ৫/৩/২২

উত্তরেণামী — ৪/১০/৫; ৫/৩/১৮

উত্তরেণার্থর্চেন — ৪/৬/১০

উত্তরোহক্ষর্যুঃ — ৬/১০/১৫

উত্ততিষ্ঠতা — ৮/১২/৯

উত্তপন্নানং — ৩/৬/৭

উত্তসর্গম্ — ১২/৪/২০

উত্তসর্গেহপ — ২/২/১

উদগ্-অয়নে — ৮/১৪/৩

উদয়ে -- ৩/১২/৩২

উদয়নীয়ো — ১২/৩/৬

উদাত্তানুদাত্ত — ১/২/১০

উদাত্তৌ — ৭/১১/১২

উদায়ুধেতো — ১/১০/৪

উদিত্তে প্রাত — ৮/৬/২

উদীরতাম্ — ২/১৯/২৬

উদু ব্রহ্মা — ৭/৪/১১

উদু যা দেবঃ — ৭/৪/১৪; ৯/৫/৯

উদ্-এত্যা — ১২/৬/৩২

উদ্ভূত্যা চোত্তমং — ৮/১/২৩

উদ্ভূত্যাদেশ — ৫/৪/৬

উদ্ভ্রিয়মাণ — ২/২/৩

উদ্ভিদিবল — ৯/৮/২০

উদ্ যদ্ ব্রহ্মস্য — ৬/২/৫

উদ্ বয়ং — ৬/১৩/১৯

উন্নীয়মানে — ৫/৫/১৭

উত্তোতক্ — ৬/১৩/১৮

উদ্ভেতেনান্ — ৬/১৩/১৭

উদ্ভেদ্যমাণা — ৫/১৩/১৭

উপপ্রযত্ত — ৭/১০/৩

উপমন্নানাং — ১২/১৫/২

উপরিষ্টাত্ — ৮/১/৬

উপবিশ্য দেব — ১/৪/৭

উপবিশ্যাতি — ৫/৩/৬

উপবিস্তম্ অতি — ১/১২/১২

উপবিস্তে ব্রহ্মা — ৫/৭/১১

উপবিস্তেহ — ৪/৭/২

উপশদস্য — ৯/৮/২৫

উপসত্তসু — ১১/৬/৩

উপসদ্যায় — ৪/৮/৫

উপসন্তনু — ৬/৫/১২

উপসন্তানস্ — ৫/৯/১৮

উপসমস্যোদ্ — ৭/৩/১৯

উপসমাধারোভৌ — ২/৬/৪

উপহৃতস্ — ৬/৫/৫

উপহিতাংশ্ চানু — ৫/৩/২০

উপহৃত ইত্য — ৫/৭/৬

উপহৃতঃ প্রত্যঙ্গা — ৫/৭/৭

উপহৃতোহয়ং — ৪/২/৯

উপহুয়াবাত্তরে — ১/৭/৯

উপহুয়ে — ৪/৭/৪

উপাতীতাসু — ৫/১/১৭

উপায় — ২/৬/১৯

উপাংস্তব — ৫/২/৩

উপাংস্তং হুয় — ৫/২/১

উপাংস্ত — ৬/৯/৩

উপোত্ত্বানম্ — ৪/১২/৮

উপোত্ত্বায়ো — ২/৩/২৭

উপোদয়ং — ২/৪/২৫

উপোদয়চ্ছতি — ৫/৬/১৪

উভয়দোষ — ৩/১০/২৮

উভয়সামা — ৮/৫/২

উভয়সামানৌ — ৯/৮/১১

উভয়ং — ৭/৩/১৭

উভযোর্ — ৯/৬/৩

উভে বা — ৩/১/৫

উভৌ লোকাব্ — ১১/৪/৬

উভৌ সূর্যম্ — ১২/৮/১২

উরু বিবেগ — ৮/১২/১০

উরুণসা — ৬/১০/২১

উশনস — ৯/৫/১

উশনা যত্ — ৯/৫/২

উশত্ত্বা — ২/১৯/৬

উষত্তিহ — ৪/১৪/৬

উষা অপ বসু — ৮/১২/৩

উষো ভদ্রেতি — ৪/১৪/৩

উষিহো — ৬/৩/৭

উ

উর্ধ্বম্ অনু — ৭/২/১০

উর্ধ্বম্ আরম্ভ — ৭/৪/৮

উর্ধ্বম্ আবাপাত্ — ৭/২/১২

উর্ধ্বম্ আশ্বিনাদ্ — ৯/১১/১৪

উর্ধ্বম্ ইডায়ঃ — ৩/৫/১১

উর্ধ্বং চ — ১/৫/৩০; ৫/১০/২৮

উর্ধ্বং দর্শপূর্ণ — ৪/১/২

উর্ধ্বং দশরাত্রাদ্ — ১১/১/৯

উর্ধ্বং দ্যাব্যাকা — ৫/১৫/১৮

উর্ধ্বং পত্নী — ৮/১২/৩৬

উর্ধ্বং প্রথমায় — ৪/১/২৮

উর্ধ্বং বা — ১/১২/১৬

উর্ধ্বং শংযুবাকাদ্ — ৬/১১/৮

উর্ধ্বং স্তোত্রিয়ানু — ৬/৩/২, ১৪; ৬/৬/৫; ৭/৪/৬

ঋ

ঋকৃতশ্ চেদ্ — ১/১২/৩৩

ঋকৃশঃ — ৮/২/৮

ঋকৃণাম্ — ১২/১১/৯

ঋগ্-আবানং — ৫/৯/১২

ঋচম্ ঋচম্ — ৪/৬/২

ঋচং পাদ — ১/১/১৭

ঋচোহনুচ্য — ২/১৩/৯

ঋচৌ যাজ্ঞে — ২/১২/৫

ঋতসত্যশীলঃ — ২/১/৫

ঋতসত্যাভ্যাং — ২/২/১১

ঋতস্য পহাম্ — ১/৩/২৯

ঋতস্য হি — ৯/৭/৪০

ঋতাবানং — ৮/১০/৪

ঋতুযাজ্ঞে — ৫/৮/১

ঋতুজনিত্রী — ৮/৪/৪

ঋতুনাং — ১০/৩/১

ঋতৌ ভার্যাম্ — ২/১৬/২৯

ঋত্বিজাম্ এক — ২/৪/৩

ঋত্বিকামানং — ১১/২/২

ঋত্বকণম্ — ৮/১২/২৮

ঋষতে — ২/১৮/১৫

ঋষুভেগ — ৯/৭/৩১

ঋষভৈক — ১২/৬/৩৫

ঋষভো — ৯/৪/১৯

ঋষিসপ্ত — ১০/৩/৭
ঋষিস্তোমা — ৯/৮/২৮

।।

একচত্বারিংশৎ — ১১/৪/১৮
একত্রিকোণ — ৯/৫/১৯
একত্রিংশৎ — ১১/৩/২৬
একদক্ষিণ — ৬/৮/১৪
একধা ষড়্ — ৩/৩/৩
একপাতিন্য উত্তমঃ — ৮/১১/৩
একপাতিন্যঃ প্রথমঃ — ৭/১১/২৬
একপাতীনি — ১২/৬/২৬
একভূয়সীঃ — ৫/১৪/২২
একয়া ষাভ্যাং — ৭/১২/৪
একযুক্তং — ৯/৪/২২
একরাত্রম্ — ৮/১৪/৮
একবষ্টি — ১১/৬/১৪
একস্তোত্রিয়েম্ — ৭/২/৭
একাদবচনে — ১/১/১২
একা চেতত্ — ৩/৭/৬
একা তিস্রো বা — ৪/২/১৯
একাদশ — ৩/২/১
একাদশেহ — ৩/৬/১৪
একাদশৈকা — ৯/৫/১৪
একান্-ন-চত্বা — ১১/৪/১৬
একান্-ন-ত্রিংশৎ — ১১/৩/২২
একান্-ন-বিংশতি — ১১/২/২৪
একাল্লীয়সীর্ — ৭/৫/১২
একা বা — ২/১৪/৬
একাহব্রতৃত্বা — ৪/২/১৫
একাহেন — ৯/১১/৩
একাহেযু — ৬/১০/২৯
একাহেযেক — ৭/৫/১৩
একাং তুচে — ৫/১৪/২৪
একাং মহা — ৮/২/২৬
একাং শিষ্টা — ৫/১৪/২৬
একেন ষাভ্যাং — ৮/১/১১
একেন্নাস্ত্রে — ৮/১/১৯

একে ষমি — ৬/১১/৬
একৈকস্য — ৭/৫/২১
একৈকং — ১/৫/৩; ১/৮/৬; ৭/৩/৫
একৈকা চানু — ২/১৯/৩২
একৈকেন — ১২/৫/২২, ২৪
একৈকেন্নার্থ — ১২/৫/২৬
এত এবা — ৪/১/৯
এতত্ তীর্থম্ — ১/১/৭
এতত্ ত্ৰি — ৪/১/২৬
এতত্ সাংব — ৩/১৪/২২
এতদ্ অবসানম্ — ১/২/১২
এতদ্ আ হোমাত্ — ৩/১১/১৫
এতদ্ দুরো — ৮/২/১৯
এতদ্ মোহনাদ্যা — ৩/১১/১০
এতদ্ ধোতুঃ — ১/১/২৪
এতদ্ ধোত্র — ৮/৬/২১
এতদ্ ব্রহ্মাসনং — ৪/১০/১৩
এতদ্ যাজ্ঞা — ১/৫/২৩
এতদ্বিদং — ৮/১৪/১
এতদ্ বোত্ — ১২/৬/৩৪
এতয়াম্নেয়ং — ৬/৫/৭
এতয়াবৃত্তা — ৫/৩/২৬; ৬/১৩/১৬
এতয়োর্ নিত্য — ১/১৩/১৩
এতস্মিন্ কালে — ৫/৭/১; ৫/১২/১; ৫/১৩/১৫
এতস্মিন্ এবা — ৪/৮/৩৩
এতস্মিন্ ঐন্দ্রীং — ৮/৬/১৫
এতস্য তুচম্ — ৭/৫/১০
এতা অথা — ৮/৩/১৪
এতা উ ত্যা — ৪/১৪/৭
এতা এব — ১০/১০/১৬; ১১/৬/৬
এতান্যেব — ৮/২/২৩
এতাবত্ সাত্ৰং — ৮/১৩/৩৩
এতাবন্ মার্জনং — ৩/৫/৪
এতাসাম্ — ৫/১২/১৬; ১১/৬/৭, ৯, ১৫
এতাবনু — ৫/৪/১১
এতে এব — ৪/২/৬
এতে এবৈতি — ৮/৫/৬

এতে কামা — ৯/৮/২৭
 এতে চন্দ্রারঃ — ১০/৩/১১
 এতেন চেত্ — ১২/৭/১০
 এতেন নিবিদ — ৫/৯/১৬
 এতেন নিষ্ক্রম্য — ৫/১১/৩, ৪
 এতেন ভক্ষিণো — ২/৯/১২
 এতেন বর্ত — ১২/৮/৩৯
 এতেন শত্রু — ১/২/২৪
 এতেনাগ্নে — ৪/১/২৪
 এতেনাদ্যাঃ — ৫/৯/২৩
 এতেনাহা — ৭/১/৩
 এতে নিরসনো — ১/৩/৩৮
 এতেভ্য এবা — ৮/১৩/৩৮
 এতেষাম্ — ১২/৩/৭
 এতেষাং কস্মিৎ — ২/১/১১
 এতেষাং ত্রয়াণাং — ৯/৮/১০
 এতেষাং সপ্তানাম্ — ৯/৫/২১
 এতেহহীনৈকা — ৪/১/৮
 এতৈর্ এব — ১২/৩/৫; ১২/৫/২১, ২৩, ২৫
 এতৈর্ বোপ — ৮/৪/২৪
 এতৈশ্ চতুর্ভিঃ — ১০/৩/৩২
 এতৌ বার্কদৌ — ১/৫/৪০
 এত্যাধ্বৰ্যুঃ — ৫/৫/৩১
 এত্যাগতিষ্ঠ — ৩/৬/৩৩
 এনা বো — ৪/১৩/১০
 এন্ম যাত্যপ — ৮/১/২১
 এভিনো — ২/৮/১৫
 এমা অগ্নন্ — ৫/১/২০
 এবম্ অধ্বৰ্যুর্ — ২/১৬/২৪
 এবম্ অনধা — ৩/১০/৭
 এবম্ অনা — ২/৭/১৮
 এবম্ অপরয়া — ৫/৩/২৩
 এবম্ অযুজাসু — ৫/১৪/২৩
 এবম্ অব — ৩/১৪/১১
 এবম্ আবর্ত — ১২/৬/২০
 এবম্ ইতরে — ৫/৬/১৯
 এবম্ উক্খানি — ৮/৪/৫
 এবম্ উত্তরয়োশ্ — ৮/৯/৫

এবম্ উত্তরা — ১/৬/৭
 এবম্ উত্তরাঃ — ১/৯/২
 এবম্ উত্তরে — ৫/৫/১০; ৫/৬/৪
 এবম্ উর্ধ্বম্ — ৫/১৫/২০
 এবম্ এতত্ — ৫/১৫/১০; ১০/৭/১১
 এবম্ এব — ৫/৩/১৭; ৮/১/৩, ৮
 এবম্ এবান্নি — ১০/১০/১২
 এবম্ এবাপ — ৪/৭/৮
 এবম্ভূতো — ১/১১/১১
 এবয়ামরুচ্ — ৯/১০/১৭
 এবং কুহ — ৭/১১/৩৩
 এবং দ্বিতীয় — ৪/১/১৯
 এবং নিষ্ক — ১০/১০/৮
 এবংন্যারা — ১১/১/১৮
 এবং পূর্বে — ৯/১০/৬
 এবং প্রাতর্ — ২/২/৫
 এবং প্রাতঃ — ২/৪/২৪
 এবংপ্রায়শ্ — ৯/১/৬
 এবং মরু — ৭/৩/৬
 এবং বনস্পতি — ৩/৪/১১
 এবং ব্যতিমর্শম্ — ৮/২/১৩, ১৪
 এবংহিতান্ — ৭/৩/৪
 এবা হ্যেবা — ৬/২/৬; ৬/৩/১৭
 এব আহাবঃ — ৫/৯/২
 এব এবাব — ৬/১০/৩২
 এব ভয়োঃ — ৮/১৪/২২
 এব ব্রাহ্মজপঃ — ১/১২/১০
 এব বহট্ — ৮/১৩/১৮
 এব সমান — ২/১/২৫
 এবা প্রকৃতিঃ — ১১/১/৭
 এবা যাজ্যা — ৮/১৩/১৭
 এবাবৃত্ — ৫/১১/৫
 এবৈতি শ্রোত — ৫/১০/২
 এবৈব কপালে — ৩/১৩/১১
 এবৈবার্ভ্যা — ৩/১২/১৭
 এবৈবাপ — ৪/৮/১৪
 এবো উবাঃ — ৪/১৫/২
 এবোহত্য — ১১/১/৩

এবোহিহিকারঃ — ১/২/৪

এহু যু — ৬/১/২; ৭/৮/১

ঐ

ঐকাদশি — ১২/৭/৬

ঐকাহাৎ — ১০/১/১৪

ঐকাহিকস্ তথা — ৭/২/৮

ঐকাহিকা — ৯/২/৭

ঐকাহিকোহু — ১০/১০/৬, ১০

ঐকাহিকো — ৮/৬/২৪; ৮/৭/১০, ১৪

ঐতুবসূর্ বিদ্য — ৫/৫/১৩

ঐতুবসূঃ সংযদ — ৫/৫/১৫

ঐন্দ্রম্ অতা — ১০/৩/১৭; ১১/৬/৮

ঐন্দ্রম্ এবো — ৩/১০/৩০

ঐন্দ্রায়বম্ — ৫/৬/১

ঐন্দ্রসাবিত্র — ৩/৯/৩

ঐন্দ্রং বৃহত্ — ১২/৭/৫

ঐন্দ্রাবাহ — ২/১১/১, ১৯

ঐন্দ্রামারুতীং — ২/১১/১৩

ঐন্দ্রাবৈষ্ণব্যোতি — ৬/৭/৬

ঐন্দ্রীম্ অনুচ্য — ২/১১/১৫

ঐন্দ্র্যা যজ্ঞেহ — ৬/৭/৪

ঔ

ঔৎ চ মে — ১/১১/১৪

ঔতঔ/২ মসে — ৭/১১/১৬, ২০; ৮/৪/৩

ঔধামো — ৮/৩/১১

ঔদৃচঃ পব — ১/১২/২৩

ঔম্ ইতি বৈ — ৯/৩/১২

ঔম্ ইত্যুচঃ — ৯/৩/১১

ঔগাধাবাপি — ১/৩/২২

ঔ স্বধেত্যা — ২/১৯/২২

ঔং হ জরি — ৮/৩/২৬

ঔং হোতস্ — ৮/১৩/৮

ঔ

ঔত্পন্নানং — ৩/৬/৭

ঔপবজ্ঞে — ৪/১২/৫

ঔপবসণ্য — ৪/৮/২৪

ক ইদং — ৫/১৩/২০

কক্ষীবতাম্ — ১২/১১/১০

কধরথ — ৯/৮/১৪

কধানাম্ — ১২/১৩/১

কতরা — ৭/৭/১২

কতানাং — ১২/১৪/১০

কধতাং হানে — ৮/৪/১৭

কন্যাৎ চ — ৫/১৩/২২

কপালং ভিন্নম্ — ৩/১৪/১০

কপীনাম্ — ১২/১৩/৩

কপুন্ নরো — ৮/৩/৩২

করা নশিত্র — ৭/৪/২; ৮/১২/২২

করা শুভা — ৯/৯/৭, ৯/১০/৩

করাশুভীয়স্য — ৭/৭/৮

করা শুভেতি — ৬/৬/১৪; ৭/৩/৩

কর্ণাভ্যাং দ্বিহো — ৫/৬/১২

কর্ণে চেন্ — ৩/১৪/১৯

কর্মচোদনারাং — ১/১/১৪

কর্মচারস্ — ৪/২/১৮

কর্মিশো — ৪/৭/১৮; ৬/১৪/২১

কলাপী — ৯/৭/১৬

কল্যাপানাম্ — ১২/১৪/১৪

কঃ দ্বিপেকাকী — ১০/৯/২

কাধীম্ অপ — ৪/৭/১২

কাধীং দ্বৈবো — ৪/৭/১৪

কাপিবনং — ১০/২/৪

কা রাধন্ — ৪/৬/৮

কার্পাসং — ৯/৪/২০

কাল উত্তমরোহ — ৪/১৫/১৮

কালাত্যয়েন — ৩/১২/২১

কালৈয়রৈবতে — ৯/১১/১০

কালৈয়স্যোচ্চা — ৮/৭/৯

কাল্যাপাসিতে — ১২/১৪/১৮

কিং বিহ — ১০/৯/৪

কুণ্ডপাণি — ১২/৪/১; ১২/৬/১২

কুণ্ডিনানাং — ১২/১৫/৪

কুবিদগ্ — ৮/১০/২
 কুসুমবিন্দু — ১০/৩/৩৩
 কুহ শ্রুত — ৭/১১/৩১
 কুহুমহং — ১/১০/৮
 কুহ্মাণ্ চ — ৪/১/১৬
 কৃতাকৃতং বেদ — ৩/৬/২৭
 কৃতাকৃতাব্ — ৩/১/১৫
 কুস্তিকাসু — ২/১/১০
 কৃষ্ণজিন উলু — ২/৬/৭
 কৃষ্ণজিনানি — ৫/১৩/১৬
 কেশশাষ্ণ — ৬/১০/২
 কেশান্ নিবর্ত — ২/১৬/২৭
 কেষত্বঃ — ১০/৯/৮
 কো অদ্য — ৪/১২/৪
 ক্রতুপশবো — ১২/৭/২
 ক্রিয়া দ্বেব — ১২/৪/২১
 ক্রিয়াম্ আশ্ব — ৫/১৩/১৩
 ক্রীতে রাজনি — ৬/৮/১
 ক্রীষ্ণং বঃ — ২/১৮/২১; ৮/১০/৪
 কস্য বীর — ৯/৭/৩৪
 কামনষ্ট — ২/১৪/২৬
 কামাভাবে — ৩/১২/২৪
 কামায়াগার — ৩/১৩/৪
 কামে শিষ্টেনে — ৩/১৪/২
 কুম্বকতাপ — ১২/৫/৯
 ক্ষৌমীবরাসী — ৯/৪/২১

খ

খল উত্তর — ৯/৭/১২
 খলিবালী — ৯/৭/১৩

গ

গগত্রিরাত্র — ১০/২/১৭
 গগত্রিরাত্রং — ১০/২/৮
 গর্গণাম্ — ১২/১২/৪
 গর্ভকারং — ৯/১১/৪
 গবা গবাং — ১২/৬/৪০
 গবাম্-অন্ননং — ১২/৫/৭

গবাম্-অন্ননো — ১২/১/১
 গবিত্তিরাণাম্ — ১২/১৪/২
 গায়ত্রৌ — ৬/১৩/৭
 গায়ত্র্যঃ পঙ্ক্তিভিঃ — ৬/৩/৫
 গায়ত্র্যাবতী — ২/১৪/২১
 গার্ত্তসমদং — ৭/৬/৩
 গার্হপত্য উদয় — ৬/১৪/১
 গার্হপত্যম্ — ২/১৪/৪০
 গার্হপত্যাদ্ — ২/২/১৪
 গার্হপত্যাহবনীয় — ৩/১০/১৬; ৩/১৩/৭
 গার্হপত্যাহবনীয়াব্ — ২/৫/৩, ১৪
 গার্হপত্যো — ৮/১৩/১
 গার্হপত্যং যদ — ২/৭/১১
 গাং বিশ্ব — ১১/৭/১৯
 গৃহপতি — ১২/৬/৩৭, ৩৯; ১২/১০/৩
 গৃহমেধাস — ২/১৮/৮
 গৃহান্ দ্বৈক্যতা — ২/৫/১৯
 গো আয়ুধী — ৯/১/৪; ১১/৭/১৮; ১২/৫/২
 গো আয়ুধীভ্যাম্ — ১২/৬/২২
 গোতমস্তোমম্ — ৯/৬/১
 গোতমস্তোমঃ — ১০/৮/২
 গোতমস্তোমেন — ৯/৫/২০
 গোসব — ৯/৮/১৫
 গোস্তোম — ৯/৫/৩
 গৌতমানাম্ — ১২/১১/১
 গৌর্ অভিজিহ্ — ১০/১/৪
 গৌর্ উভয় — ১০/১/৫
 গ্রহাঙ্কর-উক্ণাশ্ — ৯/৬/২
 গ্রাম্যেণ — ৩/১৩/৮
 গ্রীষ্মবর্ষা — ২/১/১৩

ঘ

ঘর্মে চ — ৬/৩/২১
 ঘৃতযাজ্ঞ্যাম্ — ৪/১/১৫
 ঘৃতবতী — ৭/৭/৯
 ঘৃতাহবনো — ৫/১৯/৩
 ঘোরম্ উ — ১২/১৩/২

চ

চক্রাভ্যাং তু — ৯/৩/৫
 চক্রীবত্তি — ১২/৬/৫
 চতুশ্রো বৈশ্ব — ৫/১৮/৮
 চতুরক্ষরম্ — ৬/৩/৮
 চতুরক্ষরাণি — ৬/৪/৬
 চতুরহার্থে — ১১/১/১৪
 চতুর্ণাং — ১১/৪/৫; ১১/৫/৯
 চতুর্ধ্বস্তৌ — ৫/১৫/৬
 চতুর্ধ্বস্যোগ্রো — ৭/৭/৪
 চতুর্ধ্বং পৃষ্ঠা — ১০/১০/১৩
 চতুর্ধ্বং জং — ১০/২/২৬
 চতুর্ধ্বেন — ৮/১২/৩২
 চতুর্ধ্বং হনি — ৭/১১/১; ১০/৭/৪
 চতুর্ধ্বং হন্যা — ৮/৮/৪
 চতুর্দশাভি — ১১/৬/১৮
 চতুর্দশ্যাম্ — ৮/৩/১২
 চতুর্মাত্রোহব — ১/২/১৫
 চতুর্বিংশতিঃ — ৪/৮/২২
 চতুর্বিংশে — ৭/২/১
 চতুর্বিংশেন — ৮/৭/২
 চতুর্বিংশো — ১০/৩/১৬
 চতুষ্টোমস্ — ১০/৩/৩১
 চতুষ্টিংশদ্ — ১১/৪/৯
 চতুঃশব্দাঃ — ৬/৪/৭
 চত্বারস্ — ৪/১/৫; ১২/২/৪
 চত্বারি চত্বারি — ৯/৪/৬
 চত্বারি তাপ — ১২/৫/৮
 চত্বারি পক্ষ — ১১/২/১১
 চত্বারিংশদ্ — ১১/৪/১৭
 চরোঃ প্রাণ ভক্ষ — ২/৭/৩
 চাতুর্মাস্যানি — ২/১৫/১; ২/২০/৭
 চাতুর্বিংশিকং — ৭/৬/৯; ৮/৫/৯
 চাফালং চাফা — ১/১/৬
 চাফালে মার্জ — ৫/৩/১৩
 চিকিত্ত গালব — ১২/১৪/৩

চিব্রবতীষু — ৯/৯/১৫

চিত্রং দেবানাম্ — ৩/৮/৪

চেষ্টাশ্বমজ্ঞাসু — ১/১২/৫

চৈত্ররথম্ — ১০/২/২

ছ

ছন্দোগপ্রভায়াং — ৮/১৩/৩৬

ছন্দোংগৈর্ — ১০/৫/২১

ছন্দোমপব — ১০/২/১৪; ১০/৩/৯, ১৫

ছন্দোমবস্তং — ১০/৩/৩৫

ছাগস্থান — ৩/৪/১০

ছিন্দম্ ইব — ৯/৭/৯

জ

জনকসপ্ত — ১০/৩/১৯

জনস্য গোপা — ৪/১৩/১২

জনিতা উগ্র — ৫/১৪/২১; ৯/২/৬

জনীয়স্তো — ৩/৮/১৮

জপানুমন্ত্রণ — ১/১/২০

জরারোধ — ৯/১১/১৫

জাঘনীং পত্নীভ্যো — ১২/৯/৬

জাতবেদসে — ৭/১/১৪

জাতং শ্রদ্ধা — ২/১৬/৫

জান্যং তুত্ — ১২/৬/৩৮

জামদগ্নম্ অম্বা — ১০/৩/১০

জামদগ্নং পৃষ্টি — ১০/২/২৭

জামদগ্না — ১২/১০/৬

জীবাভুম্যস্তৌ — ২/১৯/১৮

জুমাণো অগ্নির্ — ১/৫/৩৫

জুমাণঃ সোম — ১/৫/৩৬

জুস্তৌ দম্বনা — ২/১১/৯; ২/১২/১০; ২/১৮/২২

জুস্তৌ বাচে — ৩/১/১৮

জুহুয়াজ্ — ২/৬/২২

জুহোতি জগতীতি — ১/১/১৬

জ্যোতির অজি — ১০/১/১

জ্যোতির্ গাম্ — ১০/৩/৩৮

জ্যোতির্ গৌর্ — ১০/১০/১৪; ১২/৫/১৩

জ্যোতির্ দ্বাদশী — ১২/৫/৪

ত

ত উর্ধ্বম্ — ৮/২/২
 তত আচম্যা — ৬/১৩/১৫
 তত আচামস্তি — ৬/১৩/১৩
 তত ইষ্টিক্ — ৩/১২/২৮
 ততশ্ চমসাং — ৫/৯/৩০
 ততো মহাব্রতম্ — ১০/৪/৭
 ততো বিচারঃ — ১/৫/৪২
 ততঃ সমিধোহত্যা — ২/৫/১২; ৩/৬/৩৪
 ততঃ সংহাজপঃ — ৩/৬/৩৫
 তত্ কালশ্ — ১২/৪/১৫
 তত্ প্রত্যপ্ — ১/১১/৪
 তত্র ইষ্টিক্ — ৩/১২/৯
 তত্র দশদশৈ — ৯/৩/১৮
 তত্র প্রতিগর — ৬/৩/১৫
 তত্র শ্রেষে — ৩/৬/৩
 তত্র যত্ পরি — ৩/১১/৮
 তত্র স্থানাত্ — ২/১৭/৫
 তত্রাক্ষবর্ষবঃ — ২/১৯/৪৩
 তত্রানধরান্ — ৮/১৩/২৫
 তত্রাবভৃষে — ২/১৭/১৯
 তত্রাবাপ — ১১/১/৮
 তত্রাক্ষাং — ১০/১/১৭
 তত্রৈকরাত্র — ১১/৪/২১
 তত্রোপজনস্ — ৯/১/১৫
 তত্রোপস্থানং — ৯/২/২২
 তত্রোপাংগু — ৩/৮/২৫
 তত্ সবিভূর্ — ৫/১৮/৬; ৮/১২/২৭
 তত্ জ্যোত্রায়োপ — ৫/২/৭
 তথাগুর্ — ২/১৫/১৬
 তথাগ্রয়ণে — ২/১৫/১৪
 তথা ততঃ সাক — ২/১৮/১
 তথা দৃষ্টদ্বাত্ — ৩/৬/৫
 তথা ধাত্যে — ৩/১/১৪
 তথানুমত্ৰণং — ১/৫/২২
 তথানুবৃষ্টিঃ — ২/৮/৯
 তথায়ুক্তাত্যাং — ৩/১/২১

তথা সতি — ২/১/৪০; ৬/৬/১৩
 তথা সত্য — ৯/৭/২৫
 তথোত্তরেন্ — ১/৩/২০
 তদ্ অকৃত্ত্বং — ১০/৫/২০
 তদ্ অঞ্জলিনা — ৫/১২/৭
 তদ্ অনুপ — ১২/৪/১০
 তদ্ অপি নিদ — ৭/১১/৬, ১৪, ১৮; ৮/৩/১০
 তদ্-অহঃ — ৪/৩/১
 তদ্দিনাসেতি — ৭/৩/২২
 তদ্ উক্তং বোড — ৮/২/৫
 তদ্ উক্তং সোম — ৪/৯/২
 তদ্ এষাতি — ২/১২/১৩; ৫/৫/২৮; ৮/১৩/৩৪
 তদ্ গৃহীয়াদ্ — ৫/৫/৮
 তদ্ দেবস্যা — ৭/৭/২
 তদ্ দেবতম্ — ৭/২/১৪
 তদ্ যৈক — ১২/৪/৯
 তদ্ যে কেচন — ৮/১৩/৩৫
 তদ্ বো গায় — ৯/১১/২২
 তনুনগাদ্ — ১/৫/২৪
 তনুগৃষ্ঠো — ৮/৪/২৭
 তন্ত্রধরানি — ২/১৫/১৭
 তন্ নিদশয়ি — ৫/৯/২১
 তপস্বিনে — ২/১/৪
 তম্ অতিনীল — ৩/১২/৩
 তম্ অযক্ষ — ৫/৩/২৪
 তম্ অভিজুহ — ১/১২/৩৯
 তম্ অভিতো — ১০/৫/৫
 তম্ অবহিতম্ — ১০/৮/৬
 তসিঞ্জং — ৯/১১/১৭
 তম্ এব কালং — ৮/১৪/১০
 তমোর্ অক্রিয় — ৭/৩/১০
 তমোর্ অব — ৭/১২/২২
 তমোর্ অব্যতি — ২/৩/৬
 তমোর্ আপী — ১/৫/৮
 তমোর্ আবৃষ্ট — ১১/৬/১৬
 তমোর্ উক্তং — ৯/১০/১৮
 তমোর্ ঐকা — ৮/৫/৫

তয়োঃ নানর্চা — ৮/২/১১
 তয়োঃ পৃথক্ — ৩/১০/২৯
 তয়োভির্বে — ৭/৪/৪
 তন্নে বোধকে — ১১/২/৮
 তব বায় — ৩/৮/৬
 তবমে — ১০/৯/১৫
 তন্মাদ্ উর্ধ্বম্ অতি — ৯/৯/১৭
 তন্মাদ্ উর্ধ্বম্ কুজা — ৮/৩/৭
 তন্মাদ্ বো — ৯/৩/১৩
 তস্মিন্ পূর্বস্য — ৬/৮/১৫
 তস্মিংশ্ চৈবো — ৫/৮/১০
 তস্মৈ তস্মৈ — ২/৬/১৬
 তস্য গবাং — ৯/৯/২৩
 তস্য চক্ষারঃ — ১২/৫/১০, ১৫
 তস্য চাচ্ছা — ৭/১১/৪২
 তস্য তস্য চোপ — ৭/১১/৩
 তস্য তস্যোত্তরে — ৪/১/৬
 তস্য তৃচাঃ — ৯/৫/৫
 তস্য দ্বাদশ — ১২/৫/১৮
 তস্য নিত্যাঃ — ১/১/৮
 তস্য পশ্চাচ্ — ৬/১০/১৬
 তস্য পুরো — ১০/২/২৮
 তস্য মধ্যম — ১০/২/৯
 তস্যর্জিজঃ — ৪/১/৪
 তস্য রাঙ্কিম্ — ১২/১০/৪
 তস্য বিভাগম্ — ১২/৯/১
 তস্য বিশেষান্ — ১০/১০/১
 তস্য বীর — ১০/২/১৯
 তস্য শস্যম্ — ৯/৭/৩৬
 তস্য সমানং — ৯/১০/৮
 তস্য সৌত্যাঃ — ১২/৫/১২
 তস্যা অগ্নি — ৪/৫/২
 তস্যগ্নি — ৭/৭/১৫
 তস্যানিত — ৮/৩/৮
 তস্যান্যং — ৫/২০/৩
 তস্যান্তং — ৬/১১/১৬
 তস্যান্তাপক্তিঃ — ১/২/১৬
 তস্যান্তি — ১০/২/২৪

তস্যাম্ অশ্বাং — ১২/৬/৩৩
 তস্যারস্মিনা — ৫/৬/১০
 তস্যার্থচর্চন — ৮/৩/৩
 তস্যার্থচর্চনঃ — ৮/১/২৬
 তস্য বিবাসে — ২/১৮/১৪
 তস্য পিণ্ডান্ — ২/৬/১৫
 তস্য পিতৃয়া — ৪/৮/২
 তস্য প্রীতি — ২/১৩/২
 তস্য প্রযাজান্ — ২/৮/৫
 তস্য প্রাকি — ২/১৯/৪
 তস্যৈকাহি — ১০/১০/৩
 তস্যৈকাং শব্দা — ৮/৬/১৭
 তস্যোক্তম্ — ৫/১২/২; ৫/১৩/২
 তস্যোক্তমাদি — ৭/১১/৪১
 তস্যোক্তমার্বজং — ৭/১১/৯
 তস্যোপরি — ৩/৬/২৯
 তং কালম্ — ৮/১৪/১১
 তং গৃহীয়াৎ — ১/১০/৩
 তং ঘটযাজ্ঞা — ৫/১৯/২
 তং যেমিত্থা — ৪/৭/১১
 তং তমিদ্ — ৭/১০/১০
 তং নিদর্শ — ৫/৯/২১
 তং জা — ৭/১১/২৭
 তং পক্ষম্ — ১২/৬/১৮
 তং পুরাতাদ্ — ৬/৬/৯
 তং প্রত্নধেতি — ৯/৯/২০; ৯/১০/২
 তং প্রবক্ষ্যতসু — ৪/৪/২
 তং বো দশ — ৭/৪/৩
 তং হোতাভি — ১০/৮/১১
 তা অধ্যর্থ — ৭/১২/১২
 তা অন্তরেণ — ৮/৭/১১
 তা অস্য সূদ — ২/৩/২৬
 তা একক্ৰতি — ১/২/৯
 তানি পৃথক্ — ৩/৪/৫
 তানি সর্বানি — ৭/১/১৬
 তান্ যে তিস্র — ৫/১৫/৫
 তান্ হোতান্ — ৫/২/৮

তান্যদক্ষিণানি — ১২/১৫/১০
 তাভিঃ পুরীষ — ৭/১২/১৩
 তাভ্য উর্ধ্বম্ — ৭/৩/১৫
 তাভ্যশ্ চোত্তরাঃ — ৬/৫/১৩
 তাভ্যাং তু — ৯/১০/১০
 তাভ্যাং পরি — ২/৪/২২
 তাম্ অভ্যক্ষ্য — ২/৬/১০
 তাম্ উপরি — ২/১৭/২০
 তাক্ষ্যং হৈকে — ১২/১২/২
 তাক্ষ্যৈগৈক — ৮/১২/২৪
 তাবদ্ এষ ত্রিভি — ১২/৮/২৯
 তাব্ অন্তরেণ — ১১/১/৬
 তাব্ অন্তরেণেতরে — ৫/২/৫
 তাব্ আগুৰ্যা — ১/৫/৩৭
 তা বা এতাঃ — ১২/৯/১০
 তাসাম্ আদ্যাঃ — ২/১১/৬
 তাসাম্ উত্তমেন — ২/১৯/৮; ৪/৮/৭
 তাসাম্ উর্ধ্বম্ — ৭/১১/৩৯
 তাসাং নিগদাদি — ৫/১/২
 তাসাং যাম্ — ৬/১১/২
 তাসাং বিধানম্ — ৭/৩/১৪
 তাস্বধ্বৰ্যো — ৫/১/১৬
 তা হি মধ্যং — ৭/২/১৯
 তাং বা এতা — ১২/৯/১১
 তাং হোতাভি — ১০/৮/১১
 তাঃ পঞ্চদশ — ১/২/২৩
 তাঃ সামিধেয়াঃ — ২/১৯/৭; ৪/৮/৬
 তাঃ সূক্তবাক্যে — ৫/৩/১১
 তিষ্ঠত্‌সমুপৈ — ২/১৭/১৩
 তিষ্ঠত্‌সু বিসৃষ্ট — ৪/৮/৩০
 তিষ্ঠদ্ ধোমাস্ চ — ১/১২/৬
 তিষ্ঠা সু কং — ৬/১১/১১
 তিষ্ঠা হরী — ৯/৭/২১, ৩০
 তিস্র এতা — ৮/৩/২৯
 তিস্রশ্ চ — ২/১৩/৬
 তিস্রস্ তিস্র — ৩/৬/৩১

তীর্থদেশে — ৫/১/১৩
 তীর্থেন নিষ্ক্রম্যামি — ৩/৬/২৮
 তীর্থেন নিষ্ক্রম্যাসী — ৩/৫/৫
 তীত্রসোমেন — ৯/৭/৩৩
 তুভ্যং তা — ২/১০/১৫; ৩/১০/৪
 তুভ্যং হিষানো — ৮/১/৯
 তুরায়ণম্ — ২/১৪/৪
 তৃক্ষীন্ উত্তরম্ — ৫/৫/৩০
 তৃক্ষীন্ সমিধম্ — ২/৪/৮, ১০
 তৃচ আহ্বানম্ — ৫/১০/১০
 তৃচাঃ প্রউগে — ৭/১/১০
 তৃচাঃ প্রতিপদ — ৫/১৪/৮
 তৃণং দ্বিতীয়ম্ — ২/৭/২১
 তৃতীয়চতুর্থে — ৮/২/৭
 তৃতীয়পঞ্চমৌ — ৫/১৫/৮
 তৃতীয়সবন — ৬/৭/১০
 তৃতীয়সবনানি — ৭/১০/২
 তৃতীয়স্যা — ৭/৭/১; ১১/২/১৭
 তৃতীয়স্যা — ৮/১১/১
 তৃতীয়স্যোদ্রেঃ — ৮/৭/২৯
 তৃতীয়স্যাং সামি — ২/১/২৯
 তৃতীয়াদিষু — ৭/৫/৪
 তৃতীয়ে ধানঃ — ৫/৪/৪
 তৃতীয়েনাভি — ৭/১০/৯; ৯/৯/১৪
 তৃতীয়ে যুক্তা — ৭/১০/৫
 তৃতীয়েষু — ৮/৩/৯
 তৃতীয়েহুহনি — ১০/৭/৩
 তৃতীয়েহন্যুপাং — ৯/২/১৯
 তে চৈব — ৬/১৪/৫
 তে তরৈব — ১২/৬/৩
 তেন চরিত্বা — ৩/৫/৬
 তেন চোপ — ৫/৯/৩
 তেন তেনৈব — ৫/৮/৪
 তেনেষ্টা — ৯/৯/২৮
 তেজ্যশ্ চান্যদ্ — ৫/১০/১৯
 তেহ্মাবাস্যাম্ — ১২/৬/১৭

তে মাসি — ১২/৪/৩
 তে যমুনায়াং — ১২/৬/৩১
 তে যোনিঃ — ৮/৭/৬
 তে বা এতৎ — ৮/১৩/১০
 তেষাম্ অস্তে — ১২/১৫/১১
 তেষাম্ আদ্যাস্ — ১০/১/১০
 তেষাম্ উভ — ১২/১৩/৫
 তেষাং চতুর — ৫/১০/১৫
 তেষাং চেত্ — ১২/৮/২১
 তেষাং চিত্তিঃ — ৮/১৩/৯
 তেষাং তৃচাঃ — ৫/১০/২৩
 তেষাং ত্রীংস্ — ১০/২/৩৯
 তেষাং দক্ষিণত — ২/৩/২১
 তেষাং দ্বাদশো — ১২/৪/৪
 তেষাং প্রৈবাস্ — ৩/৬/১৩
 তেষাং প্রৈবাঃ — ৩/২/২; ৫/৮/২
 তেষাং ফান্দুচ্য — ২/১৪/৩
 তেষাং যথা — ৭/৫/৫
 তেষাং যস্মিন্ — ৭/২/৫
 তেষাং বাজ্যানু — ৩/৭/২
 তেষাং বিসংস্থিত — ৫/৩/২৯
 তেষাং ব্রত্যানি — ১২/৮/২৬
 তেষাং সমা — ৪/১/১০
 তেষাং সলিঙ্গাঃ — ৩/৪/৮
 তেষাং স্তোত্রিয়া — ৮/৫/১২
 তেষাং হোত্রম্ — ২/২/১৬
 তেষাং যোময়োঃ — ৩/৪/৯
 তৈন্ অগ্ন্যনতি — ৭/১২/২
 তৈন্ অমাবাস্যায়াং — ২/১/২
 তৈন্ আশ্বনা — ১০/৫/১৩
 তৈন্ আদ্যাবীত — ৮/১৪/২৫
 তৌ চেদ্ অগ্নি — ৮/৪/৮
 ত্যাং সু মেবং — ৮/৬/৭
 ত্রয়ঃ — ১/৮/৫
 ত্রয়ন্ এতত্ — ৪/৮/৩৪
 ত্রয়ন্ ত্রিবৃত্তঃ — ১২/৫/২০
 ত্রয়শাম্ — ১১/৩/৩
 ত্রয়শাং — ১০/৩/৩৪

ত্রয়োবিংশতিম্ — ৮/২/২৭
 ত্রয়োবিংশতিরাত্রং — ১১/৩/৮
 ত্রাতারম্ — ৬/৯/৫
 ত্রিককুন্ — ১০/৩/২৮
 ত্রিকল্পকা অতি — ১০/৩/১৮
 ত্রিকল্পকাঃ পূর্ত্যা — ১০/৩/২৬
 ত্রিকল্পকেষু — ১০/১০/৫
 ত্রিকল্পকৈঃ — ১২/৬/২৪
 ত্রিভিন্ন অব — ৮/১/১২
 ত্রিরাত্রং বা — ৮/১৪/৯
 ত্রিবৃত্তস্ — ১২/২/২
 ত্রিবৃত্তা মাসং — ১২/৩/৩; ১২/৪/২২
 ত্রিবৃত্তাং — ১১/৫/৪
 ত্রিষ্টুৰ্বতী — ২/১৪/২২
 ত্রিংশদ্রাশম্ — ১১/৩/২৩
 ত্রিঃ প্রথমোক্তমে — ১/২/২০
 ত্রীণি চতুর্দশ — ১১/২/৫
 ত্রীণি ত্রয় — ১১/৪/১
 ত্রীণি ষষ্টি — ৬/৬/১০
 ত্রীণি সূত্র্যানি — ১০/৮/১
 ত্রীন্ অতি — ১১/৭/৪, ১৩
 ত্রৈবর্ষিকং — ১২/৫/৬, ১১
 ত্রৈষ্টুভান্যোবাং — ৮/৮/৩
 ত্র্যহকৃষ্টে — ৮/৭/২০
 ত্র্যহাণাং — ৯/১/৫
 ত্র্যহার্ধে — ১১/১/১২
 ত্রয়মে — ৩/১৩/১৪; ৪/১১/৬; ১০/২/১১; ১০/৬/৬
 ত্রয়মে বসুং — ৪/১৩/৮
 ত্রয়মে ব্রতভুজু — ৩/১২/১৬
 ত্রয় ইন্দ্র — ৮/৩/২৮
 ত্রয় নো অগ্নে — ৬/১৩/১১
 ত্রয় ভূবঃ — ৯/৫/২২
 ত্রয় সোম — ৩/৭/৭; ৫/১৯/১
 ত্রয় সোমাসি — ১/৫/৩৪
 ত্রয় হি কৈত — ১০/২/৭
 ত্র্যমীকৃত্তে — ৯/৯/১১
 ত্র্যং চিত্র — ১০/৬/৭

দ্বিষ্যপচিৎতোঃ — ৯/৮/২৪

দ্বৈষম্ ইত্থা — ৬/৭/১২

দ্ব

দক্ষিণ আয়ীত্র — ২/১৯/২০

দক্ষিণতন্ চ — ১/১২/২৮

দক্ষিণতোহ্মি — ২/৬/৫

দক্ষিণপুরস্তাদ্ — ১২/৬/৭

দক্ষিণম্ অধিক্যা — ৫/৩/৩০

দক্ষিণস্য তু — ৪/৯/৩

দক্ষিণস্য হবির্ — ৮/১৩/২৮

দক্ষিণং দ্বৈষ — ২/২/১৩

দক্ষিণায়ের্ — ২/৬/২; ২/১৯/১

দক্ষিণায়েরো — ৫/৩/২৭

দক্ষিণাদান — ৩/১৪/৯

দক্ষিণাবতা — ১২/১৫/১৩

দক্ষিণা শ্রোণির্ — ১২/৯/৩

দক্ষিণো হোতৃ — ৩/১/২৪

দক্ষিণৌ পাদৌ — ১২/৯/৫

দত্তপ্রদানে — ৪/১/১৩

দত্তং প্রদায় — ৪/১১/৩

দদাতীতি — ১/১/১৫

দদানীত্যনি — ৫/১৩/১৮

দধিঞারো — ২/১২/৯; ৬/১২/১২; ৮/৩/৩৪

দধিষ্মর্ষণ — ৫/১৩/১

দধি তৃতীয় — ৬/৮/১১

দর্শপূর্ণমাসরোর্ — ১/১/৪

দর্শপূর্ণমাসাত্যাং — ৪/১/১

দর্শপূর্ণমাসাব্ — ২/৮/১

দর্শপূর্ণমাসৌ — ১/১/৩

দশমেহ্মনি — ১০/৭/১০

দশরাত্রৈ — ৮/৭/২২

দশসহস্রানি — ৯/৮/১৭

দশসূক্তেষু — ৩/২/৯

দশান্তে — ৯/৯/২৪

দাক্ষায়ণ — ২/১৪/৭

দিবাক্ষীর্ভেত্যা — ১/৫/২১

দীক্ষাদি — ৪/২/১৪; ১২/৮/২

দীক্ষাদান — ৪/১/১১

দীক্ষাশীয়ায়াং — ৪/২/১

দীক্ষান্তে রাজ — ৪/২/২০

দীক্ষিতন্ চেন — ৫/২/৯

দীক্ষিতস্ তু — ৪/৮/৩৭

দীক্ষিতস্ হৌপ — ১২/৮/১১

দীক্ষিতানাম্ উপ — ৬/৯/১

দীক্ষিতানাং সঞ্চারো — ৪/২/১৩

দীক্ষিতান্তি — ১২/৮/১০

দীক্ষিতো — ৫/৬/১৬

দীক্ষোপসত্সু — ১২/৮/২৫

দীর্ঘতমসাম্ — ১২/১১/১১

দুন্দুভিমা — ৮/৩/১৮

দুহ্যমানে — ৫/১২/১৯

দৃতিবাত — ১২/৩/১

দৃশ্যমানেষু — ৮/১৩/২৬

দেবতলক্ষণা — ২/১৪/২০

দেবতাম্ আদিশ্য — ২/১৪/৩২

দেবতান্ চৈবেক — ৩/৬/২১

দেবতে অনু — ৩/১৩/২২

দেবত্বম্ — ১০/৩/২২; ১১/২/১২

দেবস্য জ্ঞা — ১/১৩/২

দেবং জ্ঞা — ২/২/২

দেবং বর্হি — ১/৮/৭

দেবং বর্হিরগ্নে — ২/৮/১৬

দেবাসয়োরহনু — ১/৮/৩

দেবা বা অক্ষবর্ষোঃ — ৮/১৩/৭

দেবীনাঞ্ চেত্ — ৬/১৪/১৭

দেবেকো যজিচ্ — ১/৩/৬

দেবো বনস্পতি — ৩/৬/১৬

দৈবতেন — ৫/১৮/১১; ৭/১/৯

দৈবতেন পশু — ৩/৭/৪

দৈবং জ্ঞাতব্য — ১০/২/৩৩

ঈম্ব্যোঃ শ্রিতার — ৩/৩/১

দোবো আগাহ্ — ৮/১১/৪

দ্যাবাণ্ডিযো — ২/১৪/১৪

দৌর্নয় ইন্দ্রে — ৮/৪/১১
 দ্রবপ্রাশন — ৭/১/৬
 দ্রবশ্চক্রেতি — ৫/২/৬
 দ্রব ইব — ৯/৭/১০
 দ্রোণকলাশাদ্ — ৫/৬/২২; ৬/১২/৪
 দ্রয়োন্ দুর্ধ্বেন — ৩/১২/১২
 দ্রয়োন্ মাস — ২/১৭/২১; ৯/৩/২৫
 দ্বাত্রিংশদ্ — ১১/৩/২৭
 দ্বাদশ পঠীহো — ৯/৪/১৬
 দ্বাদশবর্ষিকং — ১২/৫/১৪
 দ্বাদশাহ — ৪/২/১৭
 দ্বার্ষে সংমৃশ্যে — ৫/৩/১৯
 দ্বার্ষে স্থপে — ৪/১৩/৫
 দ্বাব্ অতি — ১১/৫/৭
 দ্বাবিশতি — ১১/৩/৭
 দ্বাব্ একবিংশ — ১১/৩/১
 দ্বিতীয়ম্ আতি — ৮/৭/১৯
 দ্বিতীয়তৃতীয় — ৬/৩/১২
 দ্বিতীয়য়া পঠীম্ — ৪/৬/৭
 দ্বিতীয়স্য — ৭/৬/১; ৮/৭/২৭; ১১/২/১৫
 দ্বিতীয়স্যায়িৎ — ৮/১০/১
 দ্বিতীয়স্যাহঃ — ১০/৮/৩
 দ্বিতীয়স্যাহো — ৯/২/১৮
 দ্বিতীয়স্যায় — ২/১/২৬
 দ্বিতীয়ঃ স্বরম্ — ৭/১১/২
 দ্বিতীয়াদিবু — ৭/১/১৩
 দ্বিতীয়াদ্ বা — ৭/১১/২২
 দ্বিতীয়ঃ প্রউপে — ৫/১০/৬
 দ্বিতীয়েনাতি — ১০/৫/২২
 দ্বিতীয়েহহনি — ১০/৭/২
 দ্বিসেবৈত্যম্ — ৫/৫/১
 দ্বিপদা একা — ৮/৮/৭
 দ্বিপদাম্ চতুর্থা — ৬/৩/৯
 দ্বিপদীকং — ৮/১২/৩১
 দীক্ষিতম্ চেত্ — ৫/২/৯
 দ্বিত্ব ইতি — ১/৩/৩৯
 দ্বিবত্ পাত্রা — ২/৭/২০

দ্বিবত্তিরাত্র — ১১/৪/২০
 দ্বিঃ পচ্ছো — ৫/১৮/১৪
 দ্বৈ চৈক — ৮/১/১৪
 দ্বৈ দ্বৈ অনু — ২/১৯/২১
 দ্বৈ দ্বৈ তু — ২/১/৭
 দ্বৈ প্রথমম্ — ১/২/২২
 দ্বৈষ্টে দ্বিহ — ৩/১৪/৮
 দ্বৌ চতুর্বিংশতি — ১১/৩/৯
 দ্বৌ চেদ্ দ্বৌ — ৬/৬/৩
 দ্বৌ ত্রয়োদশ — ১১/২/১
 দ্বৌ পৃষ্ঠ্যাব্ — ১১/২/৭
 দ্বৌ বেতরতস্ — ১২/১৩/৬
 দ্ব্যহপ্রভৃতয়ো — ১০/১/১৩
 দ্ব্যহার্থে — ১১/১/১১
 দ্ব্যহাস্ ত্র্যহাস্ — ৯/১/৮

ধ

ধনঞ্জয়ানাং — ১২/১৪/৫
 ধাতা দদাতু — ৬/১৪/১৬
 ধানঃ করন্তঃ — ১২/৮/৩১
 ধানাবত্তং — ৫/৪/২
 ধাত্ব্যম্ চ — ৭/৩/৮
 ধাত্ব্যম্ চায়ে — ৫/১৮/১২
 ধাত্ব্যে অতিধি — ৪/৫/৩
 ধাত্ব্যে ইতুক্ষে — ২/১/৩০
 ধাত্ব্যে ছেবৈকে — ২/১৪/১৯
 ধাত্ব্যে বিরাজৌ — ২/১৬/৯
 ধারয়ন্ত — ৪/২/৫
 ধেনুঃ প্রতি — ৯/৪/১২
 ধ্রুব ইন্দ্রে — ৭/৩/৭
 ধ্রুবাঃ শত্ৰুপাম্ — ৭/১/৭

ন

ন কদ্রুচন — ৫/৬/৬
 ন চ পূর্ব — ১/২/৬
 ন চাপুর্ — ২/১৬/২০
 ন চাত্র — ৪/২/১১
 ন চেত্ সুপব্য — ১০/৮/৫

ন চেদ্ দ্বৈবচনঃ — ১/৫/১১
 ন চৈনান্ — ১২/৮/১৮
 ন চোপসস্তানঃ — ৫/৯/১৪
 ন জপঃ প্রাগ্ — ১/২/২৬
 ন জাগতং — ৪/১৫/১৩
 ন জীবাস্তন্ — ২/৬/২১
 ন তু তেবাং — ৩/৫/৮
 ন তু পক্ষেহা — ৬/৫/১৬
 ন তু যাজ্ঞা — ২/১৪/২৪
 ন তু সৌমিকে — ১/১২/৩০
 ন তে গিরো — ৭/১১/৩৮
 ন তে বিবেগ — ৩/৮/৮
 ন ত্রৈষ্টুভং — ৪/১৫/১২
 ন দ্বত্র — ৮/৭/২৪
 ন দ্বন্যত্রা — ১/২/২৫
 ন দ্বিহাশ্বিন্ — ৩/১২/২২
 ন দ্বৈতান্যনোপ্যা — ৭/১২/৩
 ন দ্বৈনয়োঃ — ৫/৬/৫
 ন দ্বৈবৈকা — ১২/৭/৯
 ন দধ্যাধি — ২/২/১৮
 ন পঞ্চানাম্ — ১২/১৩/৭
 ন পত্নীসাংযা — ১/৪/৫
 ন পরেভ্যো — ২/৬/২০
 ন পূর্বস্য — ১১/৭/৮
 ন প্রাবিত্রং — ৫/৩/৯
 ন বর্হিষ্মজৌ — ২/১৯/১৩
 ন মনোভা — ৩/৪/৭
 নমঃ প্রবক্ষে — ১/২/১
 ন মার্জনম্ — ২/১৯/১৫
 নমো ব্রহ্মণে — ১২/১৫/১৫
 নম্রাভ্যাং — ২/১৪/৩৩
 নরাশংসো — ১/৫/২৫
 নলদমালাং — ৬/১০/৪
 নলদেনানু — ৬/১০/৩
 নবখাসঃ — ৯/৩/২২
 নব প্রবাজাঃ — ২/১৬/১০
 নবমেহহনি — ১০/৭/৯
 নবরাত্রম্ — ১০/৩/২৪

নবরাত্রস্যাভি — ১১/৩/৫
 নববর্গাণাং — ১১/৫/১০
 নবসপ্ত — ১০/১/২
 ন বা — ৬/৫/২২; ৭/১০/৮; ৮/১/১৬
 নবাদ্যানি — ৮/৩/১৬
 নবানুযাজাঃ — ২/১৬/১৪
 ন ব্যঞ্জনেনোপ — ৮/১২/১৬
 ন সূক্তবাকে — ২/১৯/১৬
 ন হোকাহী — ৮/১৪/১৬
 নাকসদ — ৯/৮/২৯
 নাভ্রোপ — ৫/১২/৪
 নানা হি বাং — ৩/৯/৮
 নানুবষট্ — ৮/১৩/১৯
 নাভ্যাদ্ ধারি — ৫/৩/৮
 নান্যত্র হোতুর্ — ১/৪/৬
 নান্যেবাম্ — ৩/৫/৯
 নান্যৈর্ আশ্রয়ং — ৪/১৫/১১
 নাভানেদিষ্ঠস্ — ৯/১০/১৬
 নাভির্ উপমা — ৩/২/২০
 নাভিহিকারা — ১/২/২৭
 নামাদেশম্ — ৫/৫/১৯
 নামান্যবিদ্বাংস্ — ২/৬/২৪
 নারস্তুণীয়া — ৭/৫/১৪
 নাবচ্ছেদাদৌ — ১/২/২৮
 নাবাহয়েদ্ — ৪/৮/৮
 নাস্পৃষ্টৌ — ৫/৭/৯
 নাস্মি অহনি — ৮/১২/১৩
 নাস্যা আহানম্ — ৫/৯/১৩
 নাস্যাম্ ইভা — ৬/১৩/৫
 নিগদানুবচনাভি — ১/৫/৪৭
 নিত্য ইহ — ৭/১১/৩৫
 নিত্যম্ আচমনম্ — ২/২/১০
 নিত্যম্ আপ্যা — ৪/৮/১৩
 নিত্যশিল্পং — ৮/৪/৬
 নিত্যস্ তুস্তরে — ২/৮/১৩
 নিত্যস্ দ্বিহ — ৮/১৩/৩২

নিত্যং নিয়নম্ — ২/৭/৪
 নিত্যং পূর্বং — ২/৮/১১
 নিত্যং মকারে — ১/৫/১৭
 নিত্যঃ সর্বকর্ম — ১/১২/৩
 নিত্যানি দ্বিপদা — ৮/৯/৭
 নিত্যানি পর্বাণি — ৯/৩/৪
 নিত্যানি হোতুর্ — ৭/১/২০
 নিত্যা নৈমিত্তিকা — ৯/১/১৩
 নিত্যান্ প্রসংখ্যায়ে — ৯/৩/১৯
 নিত্যাঃ শ্রুতয়ঃ — ২/১৯/২৪
 নিত্যে পূর্বে — ২/১৪/৮
 নিত্যে মূর্ধ — ২/১০/১৪
 নিত্যে যাজ্ঞো — ১/৫/৪৩
 নিত্যোত্তরা — ২/৪/৯, ১১
 নিত্যো ডক্ষজ্ঞপঃ — ৭/৩/২৪
 নিধায় সত্ত্বং — ৩/৫/২
 নিধায় পুরো — ৫/৭/৮
 নিধায় হোতৃ — ৫/৩/১৩
 নিষ্কবানাং — ১২/১৪/১৫
 নিপ্তান্ — ২/৭/১
 নির্মহ্যোন — ৬/১০/২৫
 নির্মিত — ৩/৮/২১
 নির্ভাস এবৈ — ৬/৬/৬
 নিষ্কবল্যস্য — ৫/১৫/১
 নিষ্কবল্যস্যোত্তমে — ৭/৬/৭
 নিষ্পুরীষম্ — ৬/১০/৫
 নিহিতেহ্মৌ — ২/১৭/১১
 নুনং সা — ৭/৪/১২
 নৃণাম্ স্বা — ৮/৬/১৪
 নৃত্যগীত — ১২/৮/১৬
 নেদম্-আদিষু মার্জ — ৪/২/৭
 নেদম্ আদিষু — ৪/১২/৯
 নেদিত্তিনং — ৬/১০/২৬
 নেভায়ং — ২/১৯/১৪
 নেষ্টারং বিসং — ৫/১৯/৮

নেহ প্রাদেশঃ — ২/১৯/১২
 নৈকে কক্কন — ১/৩/১৪
 নৈতং গ্রহম্ — ৫/১৭/৪
 নো এবাত্তা — ১২/৮/২০
 নোদক্যান্ — ১২/৮/১৯
 নোষিঙ্ — ২/১৪/২৫
 নৌধসবৈরাপে — ৯/১১/৮
 নৌধসস্য — ৮/৬/২০
 ন্যায়কুণ্ড — ১১/২/৪, ১০, ১৮
 ন্যায়কুণ্ডাশ্ — ৯/৪/২

প

পঙ্কজিলাংসং — ৮/৩/৫
 পঙ্কজিষু — ৫/১৪/১৩
 পঙ্কজীনাং তু — ৬/৩/৬
 পচ্ছঃ শস্যগতাং — ৫/১৪/১৫
 পচ্ছো দ্বিপদাঃ — ৬/৫/১১
 পচ্ছোহন্যত্ — ৫/১৪/১৭
 পঞ্চত্রিংশদ্ — ১১/৪/১১
 পঞ্চভির্ বা — ৩/১/১১
 পঞ্চমস্য — ৭/৭/৭
 পঞ্চমস্যোম — ৭/১২/৬
 পঞ্চমস্যোদু — ৮/৮/৮
 পঞ্চমং — ৫/৮/৩
 পঞ্চমীং কুশ — ২/৪/১৪
 পঞ্চমেন — ১০/৯/১৯
 পঞ্চমেহ্মনি — ৭/১১/৪৪
 পঞ্চমেহ্মন্য — ১০/৭/৫
 পঞ্চম্যাং গৌর্গ — ২/১৭/১; ২/২০/১
 পঞ্চবিংশ — ১১/৩/১৮
 পঞ্চাশারদীয়া — ১০/২/৩৮
 পঞ্চাশারদীয়াং — ১০/২/৩৪
 পঞ্চাশারদীয়েন — ৯/৮/৯
 পঞ্চ সপ্তদশে — ৭/৫/১১
 পঞ্চদ্ব্যন্তঃ — ১০/৯/৯
 পঞ্চাঙ্করূপঃ — ৭/১২/১৪
 পঞ্চাঙ্করূপেণ — ৮/১২/১৯

পঞ্চাশদ্রা — ১১/৪/১৯
 পঞ্চাশদ্রা — ৫/১০/১৬
 পঞ্চাশদ্রা — ১১/১/১৫
 পঞ্চাশদ্রা — ১/৫/২
 পঞ্চাশদ্রা — ৪/৬/৬
 পঞ্চাশদ্রা — ৬/১০/১০
 পঞ্চাশদ্রা — ৮/৩/২৪
 পঞ্চাশদ্রা — ৭/১/৫
 পঞ্চাশদ্রা — ৬/১০/১
 পঞ্চাশদ্রা — ২/৭/১৩
 পঞ্চাশদ্রা — ৭/১১/৭
 পঞ্চাশদ্রা — ৪/৩/২; ৬/১৪/৩
 পঞ্চাশদ্রা — ২/৩/১
 পঞ্চাশদ্রা — ১২/৮/২৭
 পঞ্চাশদ্রা — ১/৩/২
 পঞ্চাশদ্রা — ৫/১/৩
 পঞ্চাশদ্রা — ১০/২/১৫
 পঞ্চাশদ্রা — ৫/৩/১
 পঞ্চাশদ্রা — ৬/১১/১২
 পঞ্চাশদ্রা — ১২/১৫/৩
 পঞ্চাশদ্রা — ২/৪/১৭
 পঞ্চাশদ্রা — ৮/১২/৮
 পঞ্চাশদ্রা — ৯/২/৪
 পঞ্চাশদ্রা — ৫/১৫/১৫
 পঞ্চাশদ্রা — ৫/৩/৫
 পঞ্চাশদ্রা — ২/৬/৬
 পঞ্চাশদ্রা — ১/৮/২
 পঞ্চাশদ্রা — ৫/১/১
 পঞ্চাশদ্রা — ৩/১/২৬
 পঞ্চাশদ্রা — ৬/৪/১৪
 পঞ্চাশদ্রা — ৮/৪/২৬
 পঞ্চাশদ্রা — ৫/২/৪
 পঞ্চাশদ্রা — ২/১২/১
 পঞ্চাশদ্রা — ১০/১/৭
 পঞ্চাশদ্রা — ১১/৪/১০
 পঞ্চাশদ্রা — ৬/১৪/১৪
 পঞ্চাশদ্রা — ৩/৬/২২

পঞ্চাশদ্রা — ৩/১/১
 পঞ্চাশদ্রা — ১/১৩/৭
 পঞ্চাশদ্রা — ৪/৮/২৭
 পঞ্চাশদ্রা — ৩/১/৮
 পঞ্চাশদ্রা — ৪/৮/৩২
 পঞ্চাশদ্রা — ৮/১৪/১৩
 পঞ্চাশদ্রা — ৫/৮/৭
 পঞ্চাশদ্রা — ২/১৭/৯
 পঞ্চাশদ্রা — ২/২/১৫
 পঞ্চাশদ্রা — ২/১৭/২
 পঞ্চাশদ্রা — ৬/১০/১৪
 পঞ্চাশদ্রা — ১২/৪/১১
 পঞ্চাশদ্রা — ৬/১৪/১৯
 পঞ্চাশদ্রা — ৮/১২/২৯
 পঞ্চাশদ্রা — ৬/৫/১৭
 পঞ্চাশদ্রা — ৭/১২/২০
 পঞ্চাশদ্রা — ৭/১২/১৯
 পঞ্চাশদ্রা — ৬/১২/১১
 পঞ্চাশদ্রা — ৩/১০/৬
 পঞ্চাশদ্রা — ৩/১৪/১৮
 পঞ্চাশদ্রা — ৪/৮/১৭
 পঞ্চাশদ্রা — ৬/৩/৩
 পঞ্চাশদ্রা — ৫/১৪/১৮
 পঞ্চাশদ্রা — ৬/৪/১০
 পঞ্চাশদ্রা — ৯/৭/২০
 পঞ্চাশদ্রা — ২/১২/৩
 পঞ্চাশদ্রা — ৪/৭/১৫
 পঞ্চাশদ্রা — ২/১০/৫
 পঞ্চাশদ্রা — ২/১৯/২৫
 পঞ্চাশদ্রা — ৯/৩/২১
 পঞ্চাশদ্রা — ২/১৫/১০
 পঞ্চাশদ্রা — ১/৬/৫
 পঞ্চাশদ্রা — ৮/৫/৩
 পঞ্চাশদ্রা — ৫/৫/২৪
 পঞ্চাশদ্রা — ৯/৮/৬
 পঞ্চাশদ্রা — ৮/৫/৪

শিবা সোমবিজ্ঞ — ৫/১৫/২৫; ৮/১/৫
 পুত্রকামেষ্ট্যাম্ — ২/১০/১০
 পুত্রমিষ — ৩/৯/৬
 পুনর্ আশিত্যং — ৮/১৪/১৯
 পুনর্ উত্‌স্পো — ৪/১৫/১৯
 পুনর্ উন্নীরা — ৩/১১/১৩
 পুনর্ জলতা — ২/৩/৭
 পুনর্ হোমং — ৩/১১/১৮
 পুনর্ ত্রিগদ্যা — ৮/২/১৮
 পুনঃ পুটানু — ৮/১৪/১৬
 পুরাত্ন কাঙ্ক্ষায়াঃ — ৯/৩/২
 পুরা গ্রহগ্রহণাত্ — ৬/১০/১৩
 পুরাত্ন ইতি — ৩/৩/৪
 পুরাভিচরন্ — ১০/৩/৩৭
 পুরোডাশদগুণ্ড — ৫/৭/২
 পুরোডাশনিগমেযু — ৩/৪/১৩
 পুরোডাশং — ৩/১০/২৭
 পুরোডাশাশু — ৫/১৩/১৪
 পুরোরুপ্ত্য — ৫/১০/৭
 পুরোহিত — ১২/১৫/৭
 পুষ্টিমত্বান্ অশ্বিনা — ২/১/৩১
 পুষ্টিমত্বো — ২/১৮/৯; ২/১৯/৪৫
 পুথেন্ মিথুনে — ৩/২/১২
 পুরণবারি — ১২/১৪/৯
 পূৰ্ণঃ পূৰ্ণশ্ — ১১/১/২০
 পূৰ্ণম্ অকরং — ৭/১১/৫
 পূৰ্ণা ভাৱা — ৫/১২/৩
 পূৰ্ণৈব গৃহ — ৫/১১/৬
 পূৰ্ণমোক্তে — ২/১০/৯
 পূৰ্ণস্য ব্ৰহ্ম — ৮/২/১০
 পূৰ্ণিন্ বা — ৯/৯/২৫
 পূৰ্ণম্ আকৃতিং — ২/৩/১৭
 পূৰ্ণাভ উভ — ৩/১৪/১৫
 পূৰ্ণাশং — ৬/৩/৪
 পূৰ্ণিষ্ট ইয়ো — ৭/২/১৮
 পূৰ্ণেণ গার্হ — ২/১৯/৪২
 পূৰ্ণেণ সন্মো — ৬/১০/৩১

পূৰ্বেতৌদু — ৫/৩/২৫
 পূৰ্বে ছ পূৰ্ — ২/৪/২৩
 পূৰ্বেদ্যুস্ — ২/১৮/২
 পূৰ্বো স্যাতাম্ — ১২/২/৬
 পূৰ্বস্য বৃক্কে — ৭/৪/১৫; ৭/৭/১০; ৮/৬/২৬
 পূৰ্ব্যমি দ্বা — ১০/৯/৬
 পূৰ্বশ্ অশ্ববৃহ — ৫/৮/৯
 পূৰ্ব্বিবাং — ২/১০/২৩
 পূৰ্ব্বপাজা — ৮/৬/৩
 পূৰ্বদধানাম্ — ১২/১১/৭
 পূৰ্ণেন পূৰ্ণং — ৮/১৪/১৫
 পূৰ্ণো এবৈকৈ — ৭/৩/২১
 পূৰ্ণ্যং হৃদ্যোমাংস্ — ১১/২/৩
 পূৰ্ণ্যশ্চহঃ — ১০/৩/৬
 পূৰ্ণ্যপকাহ — ১০/২/৪১
 পূৰ্ণ্যপকাহো — ১০/৩/৪
 পূৰ্ণ্যম্ অভিতস্ — ১১/২/৯
 পূৰ্ণ্যভোমশ্ — ১০/৪/২
 পূৰ্ণ্যভোমশ্ — ১১/৩/১৪
 পূৰ্ণ্যভোমো — ১০/৩/২১
 পূৰ্ণ্যভোমিরা — ৭/৩/১২
 পূৰ্ণ্যম্ ত্রিক — ১০/৩/২৫
 পূৰ্ণ্যচ্যো — ১০/৪/৬
 পূৰ্ণ্যচ্যোতি — ৭/১০/১
 পূৰ্ণ্যঃ সমুদ্রো — ১০/৩/২
 পূৰ্ণ্যঃ বডহঃ — ৮/৭/২৩
 পূৰ্ণ্যাদয়শ্ — ১২/২/৩
 পূৰ্ণ্যাকলশ্চা — ১০/৩/৩৬
 পূৰ্ণ্যাকলশ্চ — ১০/৩/৩
 পূৰ্ণ্যাহশ্ — ১২/৬/২৭
 পূৰ্ণো সন্মো — ৮/৪/২০
 পূৰ্ণো মধ্য — ১০/৩/১২, ২৩
 পৌত্তল্লিকম্ — ১০/৪/১
 পৌনরাথেরিক্যবি — ৬/১৪/২৪
 পৌনরাথেরিকী — ২/১৫/১১; ৭/৭/১০; ৮/৬/২৬
 পৌরোহিত্যান্ — ১/৩/৩
 পৌৰ্ণমাসেন্দ্রা — ২/১৪/১৫
 পৌৰ্ণমাসেনোতি — ২/১/১

গৌৰ্ণমাসেনেষ্টি — ২/১৬/২৬
 গৌৰ্ণমাসেনোস্তরং — ১২/৬/১৯
 গৌৰ্ণমাস্যাং — ৯/৩/৩
 গৌৰ্ণী দ্বিতীয়া — ১০/৬/৫
 প্রউগত্‌চৈবিকা — ১০/১০/৪
 প্রকাশকামা — ১২/৫/৫
 প্রকৃতিভাবে — ৫/১/৭
 প্রকৃতৌ — ৩/২/১৭
 প্রকৃত্যাগদে — ৬/৯/৭
 প্রকৃত্যা গাণ — ৩/৬/৬
 প্রকৃত্যাত — ২/১৯/৩০
 প্রকৃত্যাত্য — ৪/২/১২
 প্রকৃত্যা বা — ১/৬/৯
 প্রকৃত্যা সম্পত্তি — ২/১১/১৮
 প্রকৃত্যা সংযোজ্যে — ৬/১৪/৬
 প্রকৃত্যোহো — ৪/৮/৪
 প্রক্ষাল্য — ১/১৩/৫
 প্রগাধতৃচ — ৭/১/২২
 প্রগাধা এতে — ৫/১৫/৪
 প্রগাধান্ — ৭/১২/৮
 প্রগাধাভেষু — ৮/২/২৪
 প্রগাধেভ্যসু তু — ৯/৫/১২
 প্রজাকামো — ১০/২/৩০
 প্রজাভিকামাঃ — ১১/৩/১০
 প্রজাপতিং — ২/৩/১৯
 প্রজাপতে ন — ২/১৪/১৩; ৩/১০/২৪
 প্রজাপতেন্ — ৩/১১/১১; ১২/৫/১৯
 প্রণব উত্তমঃ — ৮/৩/২৭
 প্রণবানুষ্ঠেঃ — ১/১২/১৫
 প্রণবান্তঃ প্রণবে — ৭/১১/৩৬
 প্রণবান্তো বা — ৫/৯/৯
 প্রণবে — ৫/৯/৭
 প্রণীতেহন্ — ৩/১২/৩০
 প্র তত্ তে — ৯/৯/১৮
 প্রতাপ্যাত্ত্ব — ২/৪/১৬
 প্রতিকামং — ৯/১০/৭
 প্রতিগৃহ্য দক্ষিণ — ৫/৫/৯

প্রতিগৃহ্যামী — ৫/১৩/২৪
 প্রতিগৃহ্যোস্ত — ৩/১/২২
 প্রতিচোদনম্ — ১/৩/১৮
 প্রতিধুক্ — ৬/৮/৯
 প্রতিনিষিধপি — ৩/২/১৯
 প্রতিপদে — ৬/৫/২০
 প্রতিপ্রযচ্ছেদ — ৫/১১/১৩
 প্রতিপ্রহাতা — ২/১৭/১৭
 প্রতি প্রিয় — ৪/১৫/৮
 প্রতিভক্তিতং — ৫/৬/৩
 প্রতি যদাপো — ৫/১/১০
 প্রতিলোমম্ — ২/১১/৪
 প্রতিবর্ষট্ — ৫/৫/২৯
 প্রতিষ্ঠাকামানাং — ১১/৩/২; ১১/৪/২
 প্রতি য্যা — ৪/১৪/২
 প্রতিহার — ৫/১০/৩
 প্রতিহোমম্ — ২/৫/১৮
 প্রত্যক্ষম্ উপাংস্ত — ১/৩/১৭
 প্রত্যসিদ্ধা — ৮/১২/১৭
 প্রত্যাধানা — ৫/১৫/৯
 প্রত্যালকাম্ — ১/৭/৬
 প্রত্যাভাবয়েন্ — ১/৪/১৪
 প্রত্যা অদর্শি — ৪/১৪/৫
 প্রত্যোতা সূৰ্ণ — ৫/৭/৫
 প্রত্যোতা তীর্থ — ৬/১২/৬
 প্রত্যোত্যানিত্য — ২/১৯/৪৪
 প্রত্যোত্যাঃ — ৬/১০/১১
 প্রত্যোবরা — ৮/৪/১২
 প্রথমধিতীয়াভ্যাং — ৮/২/১২
 প্রথমবজ্জে — ৪/৮/২৩
 প্রথমস্য চতু — ১১/২/১৩
 প্রথমস্য দ্বান্দো — ৮/৭/২৫
 প্রথমস্য তৃত্ত — ১০/২/৬
 প্রথমস্য তুর্ধ্বং — ১১/৬/২
 প্রথমস্যাম্ — ৪/৮/২৫
 প্রথমঃ স্বং — ১/৫/১৬
 প্রথমাদ্ অর্ঘো — ৭/১১/২১

প্রথমান্ ঘোতা — ৬/৬/২

প্রথমায়াম্ — ২/১/১৯

প্রথমায়াম্ অগ্নিঃ — ২/১৮/৩

প্রথমাং সমস্তাম্ — ২/৪/১৯

প্রথমে পর্যায়ে — ৬/৪/২

প্রথমে প্রথমস্যো — ২/১০/২৪

প্রথমেহহনি — ১০/৭/১

প্রদানানাম্ — ৩/৭/১

প্র সেবত্রা — ৫/১/৮

প্র সেবং — ২/১৭/৩

প্রদেপিন্যাঃ — ১/৭/১

প্রদোবাষ্টো — ৩/১২/১

প্রধানহবীরবি — ২/১৫/৯

প্র নুনং — ৫/১৪/৭

প্রপদ্যাক্ষরেন — ৪/১৩/৬

প্রপদ্যতি — ১/১/২৩

প্রপাদ্যমানং — ৪/১০/৬

প্রপাদ্যমানে — ৪/৪/৬

প্রবজ্যব — ৭/৭/১৩

প্রবাজা আজ্য — ৪/৮/১২

প্রবাজাদ্যানু — ৬/১৩/৪

প্রবাজেন্ — ১/৫/১

প্র ব ইন্দ্রায় — ৫/১৪/২০

প্রবত্স্যন্ — ২/৫/১

প্রবরাহ্মাব — ১২/১০/৫

প্র বাম্ — ৬/৫/২৬

প্র বীরয়া — ৮/১১/২

প্রবৃণানং — ১/৩/২৬

প্রবৃত্তান্তীন্ — ৫/৩/১২

প্র বো গ্রাবান — ৫/১২/২৫

প্র বো বাজা — ১/২/৮

প্রব্রজেৎ অন — ২/৫/৫

প্রবাজা — ৫/৫/২০; ৫/১০/১৪

প্রবাজারং — ৩/১/২০

প্রসঙ্গান্ অন — ১/১/২২

প্রসৃণ্ত যোতা — ১/৪/৩

প্রহিতবাক্যানু — ৫/৫/২৭

প্রাকৃতান্ — ৩/২/১৮

প্রাক্ চ ছন্দারসি — ৫/১৪/১১

প্রাক্ প্রবাজেভ্যো — ১/১২/৩৬

প্রাক্ যিষ্ট — ৩/১৪/৬

প্রাগ্ অপি — ৪/১/৩

প্রাগ্ আজ্যপেভ্যঃ — ৫/৩/১০

প্রাগ্ আবাবা — ৩/১৪/৪

প্রাগ্ উত্তমাহ্ — ২/১৬/১১

প্রাগ্ উত্তমাহ্ — ৩/৬/১৫

প্রাগ্ উত্তমারা — ৪/৬/৯; ৫/১২/১০

প্রাগ্ উণো — ৮/১/২৫

প্রাগ্ দশ — ১১/১/১০

প্রাচি হোমি — ৫/১৩/১৯

প্রাচীনাবীজীযাম্ — ২/৬/১২

প্রাজাপত্য ইভা — ২/১৪/১২

প্রাজাপত্য উপাংস্ত — ৩/৮/২৩

প্রাজাপত্যং — ১০/৩/৮

প্রাজাপত্যে তু — ৩/২/৮

প্রাজাপত্যে ত্বমি — ৩/৪/১২

প্রাক্ষম্ উপ — ১০/৯/১০

প্রাণভক্ষোহত্র — ৩/৯/১০

প্রাণসত্ততং — ২/১৭/৬

প্রাণাপানো — ১/১৩/৯

প্রাতঃসব — ৫/১/৪; ৯/২/৯, ২৭

প্রাতঃসবনেহতি — ৬/৭/২

প্রাতন্ অনভ্যান — ৬/১০/১২

প্রাতরনুবাক্যন্যায়েন — ৬/৫/৮

প্রাতরনুবাক্যাদ্যন্ত — ১/১২/২০

প্রাতরনুবাক্যাদ্যদব — ৭/১/৪

প্রাতন্ ইতিঃ — ৩/১২/১৪

প্রাতন্ বৈশ্ব — ২/১৬/১

প্রাতন্ চা — ৪/১০/১৪

প্রাদেশোপ — ৪/৮/৩

প্রাণ্য বরান্ — ৮/১৩/২৯

প্রাণ্য হবিন্ — ৪/১০/১১; ৪/১৩/৪

প্রাণীরচহ্ — ১১/৭/২

প্রাণীরাবহ্ — ৪/১/২৭

ধানসীমোহতি — ১২/৩/২
 ধানসীমোদর — ১২/৭/৭
 ধানশিঙা — ৬/৮/৭
 ধানশিঙিক্যঃ — ২/১৫/৫
 ধানিশ্রম — ১/১৩/১
 ধান্য প্রতি — ৫/৭/১২; ৫/১৩/২৫; ৫/১৭/৮; ৬/৫/৪
 ধান্যাজ — ৬/৫/৩
 ধেনু ব্রহ্মোদ্রো — ৭/১২/১৮
 ধেনো অঙ্গ — ২/১/৩৫
 ধেন্বিতো অঙ্গতি — ১/১/২৭
 ধেন্বিতো বজ্রতি — ৪/৭/৫
 ধৈহি ধৈহি — ৬/১০/২০
 ধৈতু ব্রহ্মণ — ৪/১০/৩
 ধৈবন্ ধাতে — ৮/১/৭
 ধৈবানিস্ — ৩/৮/২৬
 ধৈবেবু — ৪/১/১৪
 ধৈবৌ চোত্তর — ৫/৫/৬
 ধোথ্য ধ্বমেন — ৬/১৩/১৪
 ধোথ্য ভূরো — ২/৫/১৬
 ধানকং ধ্ববধং — ১২/৬/৩০
 ধূতাঃ ধ্বমো — ৭/১১/১৩
 ধূতানি — ৫/৯/৩

ক

কাঙ্ক্ষানাঢ্য — ৮/১৪/২৪

ক (খ)

কক্করমুদ্রা — ৩/৬/২০
 কক্কিগম — ১/৫/২৭
 কক্কি বেলি — ১/১২/৪
 কক্কিপব — ১/৪/২
 কক্ক চৈতন্যঃ — ২/১৮/১৩
 কক্কু বহুনা — ২/১/৬
 কাঙ্ক্ষাত্যেব — ৮/৪/৯
 কাঙ্ক্ষান্ ব্রহ্মণ — ৬/৫/৯
 কাঙ্ক্ষাত্য — ১২/৮/৩৫
 কাঙ্ক্ষাত্যান্ — ৯/২/১১
 কান্দ্য — ১২/১০/৯
 কুজিব — ২/৮/৮

কুহুত্রে — ৮/৭/১৫
 কুহুত্রে — ৫/১২/২১
 কুহুতন্ চ গাণ — ৮/১২/২৩
 কুহুতন্ চ বোনিং — ৮/৭/৪
 কুহুতীকরন্ চেত্ — ৫/১৫/৭
 কুহুতীকরন্ ইত — ৫/১৫/১১
 কুহুপুতং — ৭/৩/৯
 কুহুপুতানী — ৭/৫/৩
 কুহুসাব — ৬/৫/২১
 কুহুনিজার — ৭/৩/২
 কুহুদুখানাম্ — ১২/১১/৬
 কুহুদ্রথ — ৫/১৫/১২
 কুহুদ্রৈয়াজাত্যঃ — ৯/১১/৬
 কুহুপতিস্ ব্রহ্মা — ১/১২/৯
 কুহুপতিসমেনা — ৯/১০/৯
 কুহুপতিসমেনা — ১২/১/৪
 কুহুপতিঃ ধ্ব — ৯/৯/১০
 কুহুপতে অতি — ৬/৫/১৯
 কুহুপতে বা — ৩/৭/৯
 কুহুপতে ব্ — ৯/৯/২১

কান্দ্যাজী — ৮/১৪/১৪

কান্দ্যাজানং — ৪/৬/৩; ৯/৯/১৯

কান্দ্যপঃ — ১/১২/১৩

কান্দ্য এহা — ১/১৩/১০

কান্দ্য ভোধ্যামঃ — ৫/২/১১

কান্দ্যবর্টসকাম — ১০/১/৮

কান্দ্যবর্টসকামা — ১১/২/১৪; ১১/৩/৪; ১১/৪/৪

কান্দ্যজিতিকর — ৪/৮/৩৫

কান্দ্য বহু — ৪/৭/৭

কান্দ্যবন্ এব — ৪/১০/৮

কান্দ্যোদ্যং চ — ৮/১৩/১৩

কান্দ্যোদ্যং বজ্রতি — ১০/৯/১

কান্দ্যোদ্যে — ১/৪/১

কান্দ্যপাত — ৩/১৪/১৬

কান্দ্যপাতসিন ইহা — ৮/৩/১

কান্দ্যপাতসিন সুরাণ — ৭/৫/১৫

ভকরিহাণাম — ৫/৬/২৭
 ভকরিহাণাম — ২/৪/১২
 ভকরিহেতত্ — ৫/১৪/৩
 ভকরেন্দ্র — ৫/৬/২৬
 ভকেন্দ্র গ্রাণ — ২/১৯/৩৪; ৬/১০/২২
 ভবান্ নঃ — ২/৯/১১
 ভবধাজারি — ১২/১১/১২
 ভবনা — ৩/১০/১৫
 ভাবধাজো — ৭/৬/৮
 ভাসন্ চ — ৮/৬/২৫
 ভিন্নসিদ্ধান্তি — ৩/১০/২২
 ভিন্নং সিদ্ধং — ৩/১১/৬
 ভূতবস্তু — ৮/১৪/৬
 ভূমিত্যতি — ৮/৩/২১
 ভূব ইতি — ৫/২/১৩
 ভূবা ভাভূবা — ৯/৫/১৭
 ভূতিকাশ — ৯/৮/২৬
 ভূতিকামো — ৯/৭/২৭
 ভূগতয়ে নমো — ১/৪/৯
 ভূমিপূর্ব — ১০/১০/১৫
 ভূমি উল — ৮/১৪/২০
 ভূমিটং ভূটি — ২/৩/২০
 ভূম্ অগ্নি — ৫/৯/১১
 ভূম্ ইন্দ্রবজ্র — ৫/২/১২
 ভূর্ভুবাঃ স্বম্ — ১/২/৫
 ভূর্ভুবাঃ স্বরিজ — ৫/২/১৫

ম

মধিহা — ৩/১২/২৫
 মধ্যকিন — ৭/৫/১৯
 মধ্যবকরণে — ৫/১২/৮
 মধ্যমনি — ৪/১/২৯
 মধ্যমে — ১/৫/৩১
 মধ্যপতিয়া — ১/৭/৩
 মধ্যপদবর্ধন — ৮/১৩/২২

মন্সেতোকে — ৩/১৩/২৪
 মনোহা — ২/৭/৮
 মনোভাঞ্ চ — ৩/৪/৬
 মনোভায়ে — ৩/৬/১
 মনোগুণাত — ২/১৫/১৮
 মনোগু চ কর্ম — ১/১/২১
 মনোভার — ১২/১২/৭
 মনোমে বর্চ — ৬/৬/১৬
 মনি ভাণি — ৫/১৩/৮
 মনস্তঃ সাত্ত — ২/১৮/৫
 মনস্তো বস্য — ২/১১/১৪
 মনস্ততীরসো — ৮/৫/৮
 মনস্ততীরেন — ৫/১৪/১
 মনস্ততীরে মৈত্ৰ — ৭/৩/১
 মনস্তা ইজ — ৯/৭/৩২
 মনস্তাঃ কীভিত্য — ২/১৮/১৯
 মনস্তো গৃহ — ২/১৮/৭
 মনী ইয়ো — ৬/৭/৩
 মহাব্রিকব্ — ১০/৩/২৯
 মহানিবা — ৮/৬/৮
 মহানারী — ৮/১৪/২
 মহারোপেণ — ২/৭/১৭
 মহাবাল — ৭/২/১৬
 মহাব্রতম্ — ১০/৪/৭; ১১/৫/১১
 মহিমা — ১০/৯/১২
 মহী দ্যাবা — ৩/৮/১৩
 মহে নো — ৪/১৪/৮
 মা চিসম্য — ৫/১২/২২
 মাধুহবল — ৫/১০/১১
 মাধ্যমিনস্ত — ৫/৪/৩
 মাধ্যমিসে — ৮/৯/৪
 মাধ্যমিসে তু — ৯/১/১৪
 মাধ্যমিসে গ্রন্থা — ৫/১০/২৪
 মাধ্যমিসে ক্ — ৬/৭/৮
 মাধ্যমিসে লিঙ্গ — ৯/১১/২
 মাধ্যমিসেহু — ৯/২/২০

মাধ্যমিনে সূক্তে — ৮/৯/৪
 মানসেবু — ৮/১৩/২৩
 মানুষ ইত্য — ১/৩/২৭
 মারুতবারুলৌ — ৯/২/১৪
 মার্জয়িত্বানু — ১/৮/১
 মার্জয়িত্বা যুবং — ৩/৯/৪
 মার্জয়িত্বান্নিন্ — ১/১৩/৬
 মাসং দর্শ — ১২/৪/৬
 মাসং দীক্ষিতা — ১২/৪/২
 মাসং বৈশ্ব — ১২/৪/৭
 মাসাশ্ চ — ১২/১/৩
 মাসি মাসি — ১২/৬/১৩
 মিত্রযুবাং — ১২/১০/১২
 মিত্রবিশ্বা — ২/১১/১
 মিত্রং বয়ং — ৭/৫/৯
 মিত্রাবরুণয়োন্ — ১২/৬/১১
 মিথশ্ চেদ্ — ৩/১৩/৬
 মুখ্যচমসাদ্ — ৫/৬/২১
 মুখ্যান্ বা — ৫/৬/১৮
 মুদগলানাম্ — ১২/১২/১
 মুর্ধানং — ৮/৬/২৭
 মুগতীর্থম্ — ৫/১১/২
 মুজ্যামানে — ৫/১২/১৮
 মুক্তা নো — ৩/৮/১৪
 মেক্ষণম্ অনু — ২/৬/১৪
 মেথ্যোন্ উপ — ৪/৯/৬
 মেধপতীম্ — ৩/২/১৩
 মেধায়াং — ৩/২/১৪
 মেধো রতীমান্ — ৩/৪/১৪
 মৈত্রাবরুণম্ অমা — ২/১৪/১০
 মৈত্রাবরুণম্ এব — ৫/৬/৭
 মৈত্রাবরুণশ্ চ — ৩/৩/৬
 মৈত্রাবরুণস্ ত্রয়শ্ — ৬/৩/২২
 মৈত্রাবরুণস্য — ৭/৭/১৭
 মৈত্রাবরুণস্যাগ্নেঃ — ৮/২/৩
 মৈত্রাবরুণস্যায়ং — ৫/৫/১২

মৈত্রাবরুণ্যন্ — ৯/২/১৫
 মৌসলাঃ — ৯/৭/৬
 য ইন্দ্র — ৮/১২/২৬
 য ইমা বিশ্বা — ১০/৬/১০
 য ইমে দ্যাবা — ৩/৮/১০
 যচ্ চ কিঞ্ চ — ১/১২/২৪
 যচ্ চ প্রগাথ — ৮/৬/২২
 যজমানস্যার্বে — ১/৩/১
 যজমানঃ প্রত্যক্ষম্ — ২/১৬/২৫
 যজমানা ইতি — ৫/৬/১৭
 যজমানোঃ দীক্ষি — ৪/৮/২৬
 যজামহ — ৭/১১/৪৩
 যজ্ঞায়জ্ঞীয়স্যা — ৭/৫/৭
 যজ্ঞোপবীত — ১/১/১০
 যত্ কিঞ্ চ মত্ৰ — ১/১২/২৪
 যত্ কিঞ্ চাপ্রে — ১/১১/১০
 যত্ পাঞ্চজন্যয়া — ৭/১২/৯
 যত্র ক চৈক — ২/১৬/১৯
 যত্র ঙ্মিঃ — ১/১২/২৭
 যত্র যত্র — ৫/৯/১০
 যত্র বেত্ধ — ৩/১১/২৩
 যত্রাগ্নেয়াভ্যস্য — ৩/৬/১০
 যত্রৈকতন্ত্রে — ৩/১/১০
 যথ ঋষি — ৩/২/৭
 যথাকর্ম — ১/১২/১৪
 যথাগ্রহণম্ — ৫/১০/২৫
 যথা নিত্য — ৯/১/১৮
 যথামাবাস্যায়াম্ — ১২/৬/১৬
 যথার্থম্ উত্থবম্ — ৩/২/১৫
 যথা বা — ৭/১১/২৪
 যথাসনম্ — ৬/৯/৪
 যথাসভক্ষং — ৫/৬/২০
 যথাহানং — ৪/১৫/১৫
 যথাবম্ — ৯/৩/১৬
 যথা হি পশি — ১০/৫/১৭

যথেষ্টং প্রত্যেত্য — ২/৫/৪, ১৫
 যদত্র শিষ্টং — ৩/৯/৯
 যদদ্য কচ্ চ — ৯/১১/১৬
 যদদ্য হু — ৪/১৫/৩
 যদ অস্যা — ৮/৩/৩০
 যদ অহর — ১২/৪/৮
 যদা বর্ষস্য — ২/৯/৩
 যদি ভ্রুগ্ৰেণ — ৪/১০/১৫
 যদি ভ্রুতীয়া — ৩/১০/১০
 যদি ভ্রুধবর্ষ — ৬/১৪/১২, ৯/৯/১২
 যদি ভ্রুধারাত্যানি — ৩/৫/৭
 দি ভ্রুষ্টিয়স্ — ২/১/১৮
 যদি দেবসূনাং — ৪/১১/৫
 যদি নাধীয়াত্ — ৯/১১/২১
 যদি পর্যায়ান্ — ৬/৬/১
 যদি পাণ্ডো — ৩/১০/৮
 যদি পুরো — ৩/১৪/১৩
 যদি বৃহদ্রথ — ৮/৬/১০
 যদি সাম — ৯/৯/১৩
 যদি সাগং — ৩/১২/৪
 যদি হোতারং — ২/১৮/১৮
 যদুপ্রিয়া — ৪/৭/৯
 যদুদেবতো — ৫/৩/২
 যদ্যদ্বীষোদ্বীষ — ১/৬/৩
 যদ্যনুযজ্যে — ৬/১৪/১৫
 যদ্যপ্যন্যদ — ৬/৯/৬
 যদ্যাহবনীয়ম্ — ৩/১২/১৮
 যদ্যাহিতামিহ — ৩/১০/১৯
 যদ্যু বৈ বৃহৎ — ৫/১৫/৩
 যদ্যু বৈ যজ্ঞা — ৯/৬/৬
 যদ্যু বৈ সর্ব — ৪/১২/১
 যদ্যেভস্য — ৬/৫/২৭
 যদ বাণ বদন্ত্য — ৩/৮/১৭
 যদ বাবানেতি — ৫/১৫/২১
 যন্ মে রোভঃ — ২/১৬/২৩
 যমগ্ধে — ১০/২/২০

যম্যতিরাত্রং — ১১/৫/৬
 যর্হি ক্ষতং — ৮/১৩/৪
 যবাপুর্ন ওদনো — ২/৩/২
 যবাধা পয়সা — ২/৪/২
 যক্ষবাহৌলি — ১২/১০/১০
 যজ্ঞজ্ঞাত — ৭/৯/৩; ৯/৫/৭
 যজ্ঞিগ্ধঃ ক্ষুঃ — ৭/২/৬
 যজ্ঞিন্ কন্মিগ্ধ — ২/১/১৪
 যজ্ঞৈ ভং — ২/১০/১১
 যস্য পশবো — ৯/১১/১
 যস্য ভাৰ্য্যা — ৩/১৩/১৫
 যস্য বাগন্ত — ২/৭/১৬
 যস্যামিহোক্তা — ৩/১১/১, ৭
 যস্যোক্তঃ — ৫/১/১৮
 যং ভং — ৮/১/১৮
 যং যিষ্যবতাং — ৫/১৩/৯
 যঃ কাময়েত — ৯/৭/৩৯
 যাজ্ঞাজ্ঞৎ চ — ১/৫/৯
 যাজ্ঞান্তানি — ৫/১০/২৬
 যাজ্ঞাভ্যঃ পূর্বে — ৬/৪/৯
 যাজ্ঞায়া অন্তরা — ৩/৬/৮
 যাজ্ঞাং জপেনোপ — ৬/৩/১৬
 যা তে ধামানি — ৪/৪/৭
 যানি নো — ২/১০/১৯
 যামীশ্চ — ৬/১০/১৯
 যাবতো — ৮/৫/৭
 যাবতোহনন্ত — ৪/১/২০
 যা বিশ্বাসাং — ৬/৭/৯
 যান্তে পুষ্পাবো — ৩/৭/৮
 যাঃ কাশ্ চ — ২/১৩/৩
 যাঃ বিষ্টকৃতম্ — ২/১/২৪
 যুজ্ঞতে মন — ৭/৫/২৩
 যুজ্ঞে বাং — ৪/৯/৪
 যুপাদিত্যা — ৫/৩/১৫
 যে তাতৃষ্ — ২/১৯/২৮
 যে দ্বাহিহতো — ৫/১৪/৩০
 যেহন্যো তদ — ১/৩/১৬

যেত যজ্ঞামহ ইত্যা — ১/৫/৫
 যেত যজ্ঞামহেংমিৎ — ১/৬/৬
 যেত যজ্ঞামহে সমি — ১/৫/১৮
 যে ভূয়াৎস — ৯/১/৯
 যে মাতৃতঃ — ৯/৩/২০
 যেৎর্বাৎ — ৯/১/১৭
 যে বর্চসা — ১১/৬/৪
 যেষু বান্যেযু — ৬/৫/১০
 যে স্বধেত্যাগুরু — ২/১৯/২৩
 যো অগ্নিঃ — ২/১৯/৩৩
 যো অদ্য — ৫/১২/৫
 যো অশ্বখঃ — ২/১/১৭
 যো জাত এব — ৬/৬/১৫
 যোনিহান এবৈ — ৫/১৫/১৭
 যোনিহানে — ৭/১২/১৬
 যো বা পুষ্যো — ১০/২/২
 যোৎসৗ পুত্রঃ — ২/৩/১৪

২

রথন্তরপৃষ্ঠান্য — ৭/৫/২
 রথন্তরস্য — ৮/৬/১১
 রথন্তরেশাগ্রে — ৯/১১/৫
 রথুগণানাম্ — ১২/১১/৩
 রাকামহং — ১/১০/৭
 রাজক্রয়াদ্য — ৪/৮/২০
 রাজভৌ — ৯/৪/১৫
 রাজন্য চামি — ২/১/৩
 রাজর্ষীন্ বা — ১/৩/৪
 রাজানং ক্রীণন্তি — ৪/৪/১
 রাজ্যো যসেন — ২/২/৬
 রুক্মো হোতুঃ — ৯/৪/১৮
 রেণুনাং — ১২/১৪/১২
 রেণোদ্যব — ১/২/১৯
 রেভাপাং — ১২/১৪/১৬
 রৈবত্যাং চেত্ — ৮/১/২০
 রোহিণানাং — ১২/১৪/৭

৩

লক্ষণম্ অপি — ২/১৪/২৮
 লিঙ্গৈঃ পদান্ — ৬/২/৪
 লুপ্তজপা — ২/১৯/৩
 লুপ্যতেহরৈষী — ১/৫/১৫
 লোকেষ্টিঃ — ২/১০/২২

৪

বচনান্ অন্যত্ — ১/১/২৬
 বহুবিধশ্চা — ৯/৯/৫
 বত্‌সতর্ঘু — ৯/৪/২৪
 বত্‌সানাং — ৩/১০/৩১
 বনস্পতিনা — ৩/৬/৯
 বপাপুরা — ৩/৪/৪
 বপায়াং শ্রপ্য — ৩/৪/১
 বয়ং য ছা — ৮/৫/১৪
 বরণশ্রবাস — ৯/২/১২
 বর্ষকামেষ্টিঃ — ২/১৩/১

বশা মৈত্রা — ৯/৪/১৭
 ববটকর্থে — ৫/৯/৩১
 ববট্‌কারক্রিয়া — ২/১৯/৩১
 ববট্‌কারোহত্যঃ — ১/৫/৬
 ববট্‌কৃতে — ৫/১৮/৩
 বসনেহংতযু — ৪/৪/৮
 বসন্তে পর্বণি — ২/১/১২
 বাগোজঃ — ১/৫/২০
 বাচস্পতিনা — ১/৭/২
 বাজপেয়েনা — ৯/৯/১
 বাজিনভক্ষম্ — ২/১৬/২১
 বাজিনবর্জং — ২/২০/৩
 বাজিনাষ — ২/১৮/২৩
 বাজিনেন — ৪/৭/১৬
 বাপনং সর্বেষু — ২/১৬/৩০
 বামদেবানাম্ — ১২/১১/৫
 বামদেব্যম্ অগ্নি — ৮/১২/৩৩
 বামদেব্যশাক — ৯/১১/৭
 বামদেব্যস্য — ৮/৭/৭

বায়ব ইন্দ্র — ৫/৫/২
 বায়বা রাহি — ৫/১০/৫; ৭/১০/৬
 বায়ব্যঃ পতঃ — ৯/২/২৮
 বায়ুরগ্ৰেগা — ২/১২/৮; ৫/১০/৮
 বারো ভূষ — ৩/৮/৫
 বারো যে — ৭/৬/২
 বারো শুক্লো — ৭/১১/২৫
 বায়বজীয়ম্ — ১০/২/১০
 বাক্ষণং হবিঃ — ৬/১৩/৮
 বাক্ষণীং — ৩/১১/১৬
 বাবরং — ১০/২/৩৬
 বাবাতাং — ১০/৮/১৩
 বাশ্যমানায়ৈ — ৩/১১/৮
 বাসিষ্ঠেতি — ১২/১৫/১
 বাসো দদ্যাদ্ — ২/৭/৬
 বিকর্ণঞ্ চেদ্ — ৮/৬/১৯
 বিঘনেনাভি — ৯/৭/৩৫
 বিচারি বা — ৯/৭/২৩
 বিচ্ছন্দস — ৬/৫/১৪
 বিজ্ঞায়তে পুয়তি — ৫/৪/১২
 বিজ্ঞায়তেভ্যম্ — ২/৫/২১
 বিততো — ৮/৩/১৭
 বিদিতম্ অগ্য — ২/৫/২০
 বিদিতো ব্রত — ৮/১৪/৪
 বিদ্বত্ত্ব — ১১/৫/৫
 বিদ্যপরাধে — ৩/১০/১
 বি ন ইন্দ্র — ২/১০/১৭
 বিনুত্যাভি — ৯/৮/২২
 বিপরিহরেদ্ — ৮/২/১৫
 বিপরীতান্ চ — ৬/১৪/৪
 বিপরীসেৎস্ব — ১/১২/৩২
 বিপরীসো যাজ্ঞা — ৪/৮/১৬
 বি পাশ্বনা — ১১/৫/২
 বিদ্যাত্ বৃহত্ — ৮/৬/৯; ৯/৯/২২
 বিমতানাং প্রসব — ৬/৬/১১
 বিমতানাং সংমত্যা — ২/১১/১০

বিরাজাব্ ইত্যুক্ত — ২/১/৩৬
 বিরাজাং মধ্য — ৭/১১/৩৪
 বিরাজৌ সংযাজ্যে — ২/১৮/১০; ১০/৬/৪
 বিবিচ্য সন্ধ্যা — ১/৫/১০
 বিবৃত — ১২/৮/৫
 বিশো বিশো — ৯/৮/১৩
 বিশ্বকর্মণ — ৩/৮/৯
 বিশ্বজিহ্ চ — ৮/৪/৭
 বিশ্বজিতোহম্মিং — ৮/৭/১
 বিশ্বজিদ্ — ৯/৯/৬
 বিশ্বসেব — ৯/৮/৮
 বিশ্বানরস্য — ৭/৬/৪
 বিশ্বা রূপানি — ৪/৯/৫
 বিশ্বে অদ্য — ৩/৭/১০
 বিশ্বে দেবাঃ — ৫/১৮/১৬
 বিশ্বেতিঃ সোম্যং — ৫/১০/১৩
 বিশ্বো দেবস্য — ৭/৬/১০
 বিবমে চেন্ — ১২/৬/৮
 বিশ্ববৃহস্পোমো — ১০/১/৩
 বিশ্ববান্ — ৮/৬/১
 বিশ্ববৃহদানাম্ — ১২/১২/৩
 বিশ্বঃ — ৪/৫/৪
 বিশ্বোণু কং — ৭/৯/৪
 বিবাম্পমানং — ৩/১০/২৫; ৩/১১/২০
 বিসর্জনীয়ো — ১/৫/১৩
 বিহারাদ্ — ১/১/১১
 বিহাতস্যেচ্চ — ৬/৩/১
 বিহাতেষু — ৫/১৯/৭
 বিংশতিরাত্রাং — ১১/২/২৫
 বীতবত্পদাত্তাঃ — ১/৮/৪
 বীমে দেবা — ৮/৩/২৩
 বীরং মে — ২/৭/১২
 বৃষভান্ — ১/৫/৪৪
 বৃষমিচ্চ — ৮/১/২
 বৃষ্টিকামস্য — ৫/১/৬
 বৃষ্টিরসি — ২/৩/২৩

বেত্থা হি — ৩/১০/১২
 বেদতৃণান্য — ১/১১/৮
 বেদম্ অস্মৈ — ১/১০/২
 বেদশিরসা — ১/১১/২
 বেদং পশ্যে — ১/১১/১
 বৈকলিকান্য — ৭/১/১৭
 বৈদম্মিরাত্রং — ১০/২/১২
 বৈদ্যুতেনাপু — ৩/১৩/৯
 বৈভীতক — ৯/৭/৭
 বৈমুখ্য — ২/১০/১৬
 বৈরাজ্ঞঃ চেত্ — ৭/১১/৩০
 বৈরাজ্ঞঃ তু — ৮/৭/৩
 বৈরাজ্ঞঃ ত্বমি — ২/১৪/১৮
 বৈরাপবৈরাজ — ৭/৩/১১
 বৈরাপং চেত্ — ৭/১০/১১
 বৈরাপাদীনাম্ — ৮/৪/২৫
 বৈবস্বতায় — ২/১৯/২৭
 বৈশ্বদেবম্ একে — ১২/৮/৩৪
 বৈশ্বদেবঃ — ৯/২/১০
 বৈশ্বদেবাগ্নি — ৫/১৮/৭
 বৈশ্বদেবী — ১০/৯/১৮
 বৈশ্বদেব্য — ৯/২/৫
 বৈশ্বানরপার্জন্যে — ৯/২/৮
 বৈশ্বানরস্য — ৮/৮/৫
 বৈশ্বানরং মনসা — ৯/৫/১০
 বৈশ্বানরং মনসেতি — ৭/৭/৬
 বৈশ্বানরায় শিষণং — ৭/৭/৩
 বৈশ্বানরায় পৃথু — ৫/২০/৬
 বৈশ্বানরায় বিমতা — ৩/১৩/১০
 বৈশ্বানরীয়াং — ৪/১২/৩
 বৈশ্বানরো অজী — ২/১৫/২; ৮/৯/৮
 বৈশ্বানরো ন — ৮/১১/৫
 বৈশ্বামিত্রং — ১০/২/২৯
 বৈশ্ববতে — ৮/৭/২৬
 বৈকবং বামনম্ — ১২/৭/১১
 বৈকব্য বা — ৬/৭/৫
 ব্যক্তে তু — ২/১৪/২৭

ব্যঙ্কনাক্তো বা — ১/৫/১২
 ব্যতিনীর — ১২/৮/২৮
 ব্যতিমর্শং — ৮/২/৯
 ব্যবায়ৈ ত্বন — ৩/১০/১৪
 ব্যাপন্নানি — ৩/১০/২১
 ব্যাহতিভির্ — ২/১৪/৩২
 ব্যাপরমং — ৭/১১/২৩
 ব্যাঢ়ং চেত্ — ৮/৮/১
 ব্যোন্নামাদ্য — ৯/৮/৭
 ব্রজত্বম্ — ৪/৮/২৯
 ব্রজন্তঃ সান্নো — ৬/১৩/২
 ব্রতবতস্ তু — ১০/২/৪০
 ব্রতবত্তম্ — ১০/২/৩৫
 ব্রতং তু — ১০/৩/১৩
 ব্রতং বিশ্ববত্ — ১২/৩/৪
 ব্রতাপিত্তো — ৩/১৩/২
 ব্রতোদয়নীয়াভ্যাং — ১১/৭/১৪
 ব্রতোদয়নীয়ে — ১১/৭/১৭

শ

শং নো ভবন্ত — ২/১৬/১৭
 শব্দুবাক্য — ১/১০/১
 শব্দুবাকো ভবেন্ — ১/১০/১১
 শব্দুত্তেরম্ — ৪/৩/৫
 শংসিহান্ — ৬/৫/২
 শচীপতে — ৭/১২/২৩
 শতিলানাং — ১২/১৪/১৭
 শতং প্রতি — ৯/৩/১৫
 শতব্রতৃত্য — ৪/১৫/১০
 শতরাত্রম্ — ১১/৬/১৭
 শতানি বা — ৯/৫/১৫
 শরময়ং — ৯/৭/৫
 শলী — ১০/৩/৩৯
 শত্রুরঃ — ৫/৯/৪
 শত্রেবেব — ১/২/২৯
 শাক্তো বা — ১২/১২/৯
 শাকরং চেত্ — ৭/১২/১১

শামিত্ৰাহ — ৪/১২/৭
 শালফায়ন — ১২/১৪/১৩
 শিঃ সূত্ৰা — ১২/৯/৯
 শিষ্টাভাবে — ৩/১০/২
 শিষ্টেনোত্তৰাম্ — ২/১৬/৬
 শিষ্টে শব্দা — ৮/১/২৭
 শিষ্টে সম — ৬/৪/৩
 শুক্লং চান্দ্র — ৯/৮/২
 শুচয়ে — ৩/১৩/৫
 শুচী বো হব্য — ৩/৭/১২
 শুদ্ধিকামো — ২/১২/১২
 শুনকানং — ১২/১০/১৩
 শূত্ৰং মাধ্য — ৬/৮/১০
 শেষং নিষায় — ১/১১/৯
 শেষেণ জুহোত — ৩/১১/১২
 শেষোৎসৰ্গঃ — ৮/৩/১৩
 শেষো বৃহ — ৯/৭/৩
 শোণিতং — ৩/১১/৫
 শোণোমো — ৫/৯/৫
 শাক্ৰাণি বাপ — ২/১৬/২৮
 শ্যাবাকেষ্ট্যাং — ২/৯/৮
 শ্যোজিরাভ্যাম্ — ৯/৭/১
 শ্যৈতবৈরাগে — ৯/১১/৯
 শ্যৈতানং — ১২/১০/১১
 শ্ৰপরিহা — ২/৭/১৯
 শ্ৰাতং মন্য — ৫/১৩/৬
 শ্ৰাতং হবির্ — ৫/১৩/৫
 শ্ৰামতীৰম্ একে — ৬/৮/১৩
 শ্ৰামতীৰং ব্ৰহ্ম — ৬/৮/১২
 শ্ৰবী হবন্ — ৭/১১/২৮
 শ্ৰবীহবীৰস্য — ৭/১১/৩২
 শ্ৰৌমত — ১২/১৪/৪
 শ্ৰা জরিতয়ো — ৮/৩/২২
 শ্বেতন্ চান্দ্র — ৯/১১/২৪

বডহক্ৰুণ্ডে — ৮/৭/২১
 বডহন্ — ১১/২/২২; ১১/৩/১১, ২৪
 বডহাভাঃ — ১১/১/১৯
 বডহার্ধে — ১১/১/১৭
 বড্ উৰ্ধ্বং — ২/১৬/১৫
 বড্ বা — ৪/৮/২০
 বড্ৰবিশ্ৰুতি — ১১/৩/১৯
 বদ্বাং পক্ষ — ১১/৪/৭
 বদ্বিশ্চাক্ষ — ১/৩/২৮
 বৰ্চস্য গ্রাতঃ — ৮/১/১
 বৰ্চস্য সাবিত্ৰা — ৭/৭/১১
 বৰ্চস্যোদু — ৮/৮/১২
 বৰ্চীং পশ্চাদ্ — ২/৪/১৫
 বৰ্জেহহনি — ১০/৭/৬
 বৰ্জেহহনী — ৭/১১/৪৫
 বৰ্জে দেব — ৮/৪/১৪
 বৰ্চ্যাং ত্ৰির্ — ৫/১০/৮
 বাণ্মাস্যঃ — ৩/৮/২২
 বোডশ্ৰাৱঃ — ১১/২/১৯
 বোডশ বোডশ — ৯/৪/৪
 বোডশিনোক্তঃ — ৮/২/২৮
 বোডশিপাৱেণ — ৭/৩/২৫
 বোডশিমহ্ — ১০/২/২৩
 বোডশী দ্বিহ — ৯/৯/১৬
 বোডশৈকাহাঃ — ৯/৮/১৮

স

স ঙ্গং বহীং — ৯/৮/৪
 স এব হেতুঃ — ১২/১৫/১৪
 সন্ধুন্ ময়োন — ১/৩/৩৩
 স কপঃ পৰি — ৭/২/১৭
 সখ্য — ৮/১২/২১
 সগুণানং — ১২/৪/১৭
 স চেদ্ জব — ১০/৮/৪
 সত্ৰস্ৰোপ — ১১/২/২৩; ১১/৩/১২, ২৫; ১১/৪/১৩
 সত্যকতাভ্যং — ২/৪/২৬
 সত্যবিরং — ৯/৭/৪২
 সত্যং সূৰ্যসমং — ১০/৯/৫

বট্ৰিশ্ৰিপদ্বাৱে — ১১/৪/১২
 বট্ৰিশ্ৰিপদ্বৰ্বিকং — ১২/৫/১৭

সত্যেন — ৯/৭/৪১	সমাপ্তৌ প্রণবেনা — ১/২/১৪
সত্রাশাম্ — ৭/১/১	সমাপ্য প্রদীপ্ত — ১/৪/১০
সত্রাণি ভবেয়ুর্ — ১০/৫/২	সমাপ্য প্রৈবম্ — ৩/৬/২৫
সত্রা মদাসো — ৮/৭/১২	সমাপ্য সংখীল্য — ৮/১৪/৭
স ত্বেব — ৭/২/১৩	সমাপ্য সামি — ১/২/২
সদস্যোকে — ৬/১৪/৮	সমাপ্য সোমেন — ২/২০/৬
সদঃ প্রসূপ্যমান — ৮/১৩/৩	সমাপ্যোপ — ১/১২/২৯
সদঃ প্রসূপ্য স্বাহা — ১০/৮/১৫	সমারাক্টেবু — ৩/১২/৩৪
সদা সুগঃ — ২/৫/৭	সমাবত্ — ৯/১/১০
সদো হবিঃ — ১২/৪/১৩	সমাসম্ উত্তমে — ৫/১৪/১৬
সদ্যক্রিয়া — ৯/৫/১৮	সমিত্ পাণির্ — ২/৫/১০
সত্তানম্ — ৫/২০/৫	সমিদ্দিশা — ৪/১২/২
সননদ্ধা — ৯/৭/৪	সমিদ্ধমগ্নিঃ — ৮/১২/৩০
সমাসূক্ত — ৫/১/২১	সমিদ্ধো অগ্নির্ — ৩/২/৬
সম্নেবু — ৫/১৭/৬	সমিধম্ আধায় — ২/৩/১৬
স পূর্ব্যা — ৮/১/১৭	সমিধঃ সমিথো — ২/৮/৬
সপ্তত্রিংশদ্ — ১১/৪/১৪	সমিধাগ্নিঃ — ২/৮/৭
সপ্তদশ দীক্ষা — ৯/৯/২	সম্-উদত্তং — ২/৩/৮
সপ্তদশম্ অহর্ — ৬/১০/২৩	সমুদ্রাদুর্নির্ — ৮/৬/৬; ৮/৯/২
সপ্তদশরাত্রং — ১১/২/২০	সমূঢ়স্ ত্রিক — ১০/৩/৩০
সপ্তদশ সপ্ত — ৯/৯/২৬	সমূঢ়ো দশ — ১২/১/৭
সপ্তদর্শং দ্বিতীয়ে — ১০/৩/১৪	সমূঢ়ো ব্যূঢ়ো — ১০/৫/৪
সপ্তদশাপ — ৯/৯/৩	সম্পাতবত্সু — ৮/৪/১৮
সপ্তমস্য — ১২/১/৫	সম্পাতসূক্ত — ৮/৪/১৫
সপ্তমেহহন্য — ১০/৭/৭	সম্ভার্বম্ — ১০/৩/৫
সপ্তবিংশতি — ১১/৩/২০	সম্ভার্বরোন্ — ১০/৫/৬
সপ্তৈকাম — ১১/৫/১	স যদ্যুত্তয় — ৫/১৫/১৬
স ভদ্রম্ — ৫/৫/৩৪	সরণম্ — ১২/৮/৪
সমন্যা — ৫/৯/১২	সরণতী — ১২/৬/২৫
সমসিদ্ধান্তাঃ — ১২/৮/১৩	সরণত্যাঃ — ১২/৬/২
সমস্তপাল্য — ১/১২/৮	সর্গাপাম্ — ১২/৫/১
সমানম্ অত — ৬/১৩/২০	সর্গেচ্ চোক্ত — ৫/২/১০
সমানম্ অনাত্ — ৫/১২/২৩; ৬/৩/১৮; ৮/২/৩০	সর্বকর্মাণি — ২/৬/৩
সমানং তৃতীয় — ৯/১০/১৫	সর্বকোহবিজ্ঞা — ১/১২/৩৫
সমানাং দেবজ্ঞাং — ১/৩/২১	সর্বত্র চাব — ৭/৫/৬
সমাপ্তাসু — ১০/৬/১১	সর্বত্র চৈবম্ — ৫/১৩/২৩
সমাপ্তেহ্মিন্ — ১/৪/১৩; ৫/৭/৪	

সর্বত্র দেবতা — ২/১/২৩

সর্বত্র ব্যাধি — ২/১৫/৭

সর্বত্রাত্মা — ৫/৬/৩০

সর্বত্রাত্মা — ৮/৮/১১

সর্বত্রৈব — ১/৩/৩৪

সর্বত্রোক্তমাং — ২/১৬/৮

সর্বম্ অন্যান্য — ৫/১৪/১৪

সর্বশশ্চ — ১২/৮/৩

সর্বশস্ত্র — ৫/৯/২৬

সর্বসাম্যে — ১২/৮/১৫

সর্বস্তোম — ৭/২/১১

সর্বস্ব — ১২/৬/৩৬

সর্বহতং — ২/৬/২৩

সর্বং প্রত্যক্ষ — ১১/৬/১২

সর্বা আশিষ্য — ১/৩/১৯

সর্বাশেষশ্চ — ৯/৭/২২

সর্বাণি বা — ৭/১২/১৫

সর্বা দিশো — ৫/১৮/৪

সর্বান্ কামান্ — ১০/৬/১

সর্বান্ বান্ — ১২/৮/৩৬

সর্বাশ্চ চানু — ১/৫/৩৮

সর্বাশ্চ চৈবা — ৫/১৪/১২

সর্বাঙ্গগণেশ্ব — ৭/১/১১

সর্বাংশ্ চৈব — ৩/১২/৩৩

সর্বৈহ্মি — ৮/৭/১৭

সর্বৈ চ পদ — ৫/৯/১৭

সর্বৈশ্চ — ১২/৪/২৩

সর্বৈ তু — ৪/৭/১৯; ৬/১৪/২২, ২৩

সর্বৈ ত্রিভুজো — ১০/২/১৩

সর্বৈ ত্বতি — ১২/১/২

সর্বৈশ্চ এব — ২/৬/১৭

সর্বৈ বা — ১১/৭/২৩

সর্বৈশ্চ অগ্রে — ৩/৭/৩

সর্বৈশ্চ চৈব — ২/৯/৭

সর্বৈশ্চ মানবৈতি — ১/৩/৫

সর্বৈশ্চ দীক্ষিতৈশ্চ — ৪/৭/২০

সর্বৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ — ৩/২/১৬

সর্বৈ সমান — ১২/১০/১

সর্বৈ সর্বাঙ্গ — ৬/৪/৪

সর্বৈ সংস্থা — ১/১৩/১৪

সবনীমানাং — ৫/১৩/১১

সবনীমৈশ্চ এব — ৬/১১/৭

সবিতা সত্য — ১০/৬/৯

সবিতুঃ — ১১/৫/১২

সব্যম্ উপ — ১২/৯/৪

সব্যাবৃত আত্মী — ৫/১৭/৭

সব্যাবৃত্তঃ — ৫/৩/১৬

সব্যাবৃত্তৌ — ৩/৩/৭

সব্যাবৃত্ত — ২/৭/২

সব্যেন ত্বপি — ৫/৫/১১

সব্যেন পানি — ৫/৬/৯

সব্যোস্তবু — ২/১৯/১৯

সস্যং নাম্বীয়াৎ — ২/৯/২

সহ ভাস্বানং — ৩/১২/২৭

স হব্যবাস্ত — ২/১/২১

সহস্রম্ আখ্যাত্রে — ৯/৩/১৪

সহস্রসাব্যম্ — ১২/৫/২৯

স হোতারম্ — ৪/১০/৯

সংকৃতি — ১২/১২/৮

সংগবাস্তঃ — ৩/১২/২

সং চ হে — ৮/৭/৩০

সং জাগ্ৰদভিত্তি — ৪/১৫/১৬

সংজ্ঞপ্তম্ — ১০/৮/৯

সংজ্ঞেবিত্তঃ — ৪/৭/২১

সংজ্ঞেবিত্ত — ৬/১৪/১৩

সংজ্ঞাগ্ৰতীপৈশ্চ — ১/৩/৩২

সংজ্ঞাগ্ৰে — ৩/১/১৭

সংজ্ঞাজ্যে ইতুস্তে — ২/১/২২

সংবত্ সন্নকামান্ — ১১/৬/১০

সংবত্ সন্নপ্রবাহং — ১০/৫/৭

সংবত্ সন্নসমিতা — ১১/৩/৬; ১১/৬/১৩

সংবত্ সন্ন — ৪/২/১৬

সংবত্ সন্নাস্তে দীক্ষিত — ১০/৭/১২

সংবত্সরান্তে সন্ম — ৯/৩/৭

সংবত্সরে — ২/৪/১

সং বাং কর্মণা — ৬/৭/৭

সংশয়ে — ৮/১২/১৪

সংসদাম্ — ১১/৩/১৭

সংসীদন্ — ৪/৬/৪

সংসূপেষ্টি — ৯/৩/১৭

সংসূপেষ্টিনাং — ৯/৪/৭

সংস্থাজপেনোপ — ৬/১৩/২১

সংস্থিতায়াম্ — ৪/৩/৭

সংস্থিতায়াম্ আজ্যং — ৪/৫/৭

সংস্থিতায়াম্ — ২/১৩/১০; ২/১৯/৩৫; ৩/১২/১১;

৬/১৩/১২; ৬/১৪/৭

সংস্থিতে জঘন্য — ১/১৩/১১

সংস্থিতে তীর্থেন — ৬/১০/১

সংস্থিতেপা — ৬/১০/৩০

সংস্থিতে মরু — ৯/৩/৯; ৯/৯/৮

সংস্থিতেবত্ — ৬/১০/২৪

সংস্থিতে বসন্তী — ৪/১২/১০

সংস্থিতেষু — ৫/১১/১

সংস্থিতেষাম্ — ৬/৫/১

সংহার্য উলু — ১২/৬/৪

সাকমেধ — ৯/২/১৭

সান্নাব্ অগ্নি — ৩/১৩/৩

সান্নিচিভ্যে ত্রীণ্য — ৪/২/৪

সান্নিচিভ্যেযু — ৪/১/২২

সান্নৌ ষট্রোপ — ১/১২/১১

সান্নো গ্রাব — ৯/৪/২৫

সান্নাহীনিকা — ১১/২/১৬

সান্নাক্ষেবুর্বরা — ৯/৭/১১

সান্নপনা — ২/১৮/৬

সান্নায্যবদ্ — ৩/১১/২১

সান্ন প্রায়ণী — ৬/১৪/২

সান্ন ব্রহ্মাণ — ১০/৮/১৪

সান্নতঃ স্ব — ১/১২/৩৪

সান্নসূক্তানি চ — ৯/১০/১২

সান্নসূক্তানি সপ্রণা — ৮/৪/১৯

সান্নানন্তর্যেণ — ৯/১১/১১

সান্নিষেদীনাং — ১/২/৩০

সান্নকামিকং — ১১/২/৬

সান্নসেনং — ১০/২/৩২

সান্নিত্রাণ — ২/১৫/৮

সান্নিত্রসৌর্য — ৩/৮/২৪

সান্নিত্রাণ — ৫/১৮/১

সান্ন শংযুক্তা — ২/১৯/২

সান্নশশ্ চ — ১০/১/১৫

সান্নশাস্তি — ৯/১/৭

সান্নশো দশ — ৯/৪/৮

সান্ন হোতারং — ১০/৮/১২

সান্নান্ বিন্ধা — ২/১/২৮

সান্নান্যে পুর — ৩/১৩/১৬

সান্নবত্সরিকা — ২/১৪/২

সান্নবত্সরিকানাং — ১২/৪/১৬

সান্নানি স্বহানি — ১০/৫/১৮

সান্নে তু শস্যে — ৯/৭/১৯

সান্নৈরহো — ৯/১/২

সান্নীবালা — ৮/১২/১২

সান্নীর্তিং — ৮/৪/১০

সান্নাসো — ৮/৩/৩৫

সান্নার্থান্যে — ১২/৪/১৪

সান্নাসু হবির্ — ১২/৮/৩০

সান্নাসুত্ — ৬/৮/৮

সান্নপূর্বাণ্ — ৪/৮/১৯

সান্নপ্পাণ্যা — ১২/৪/১৮

সান্নতঃ স্বয়ং — ১০/৯/১৩

সান্নভয় — ৩/১৩/১৩

সান্নতকৃতঃ — ২/৩/৯

সান্নমুখীয়ে — ৯/৩/২৩

সান্নমোন্ অত্তরো — ৫/১২/১১

সান্নবাক্যে — ৩/৬/১৯

সান্নবাক্য — ১/৯/১

সূক্তবাকে চাপি — ২/১৯/১১
 সূক্তং সূক্তাদৌ — ১/১/১৮
 সূক্তানাম্ — ৭/৮/৪
 সূক্তানাং — ৫/১৮/১০; ৮/২/৬
 সূক্তান্যেব — ৭/১/৮
 সূক্তেষু চান্ড্যম্ — ১০/১০/৭
 সূক্তেষু চৈকা — ১০/১০/১১
 সুবসাদ্ — ৪/৭/২২
 সূৰ্য একাকী — ১০/৯/৩
 সূৰ্যজ্ঞতা — ৯/৮/৫
 সূর্যো নো — ৬/৫/১৮
 সেদগ্নিরমী — ৪/৩/৪
 সৈবা সংবত্‌স — ২/১২/১১
 সোম আসীনো — ৩/১/২৭
 সোম এবৈকে — ৩/১/১৯
 সোমচমসো — ৯/৭/৪৩
 সোমাপুষণা — ৩/৮/১১
 সোমম্ উপ — ১২/৪/৫
 সোম যাস্তে — ২/৯/৯; ৪/৪/৪
 সোমরাজকী — ১২/১১/৪
 সোমবাহো — ১২/১৫/৬
 সোমস্যাগ্নে — ৫/৫/২৬
 সোমাত্তিরেকে — ৬/৭/১
 সোমাহিগমে — ৬/৮/১৬
 সোমান্ বক্ষ্যামঃ — ৯/২/২
 সোমাপৌষে — ৮/৬/৫
 সোমে ঘর্মাদি — ১/১২/১৯
 সোমেন যক্ষ্য — ২/১/১৫
 সোমোমণ্যাম্ — ৩/৯/১
 সৌমিকীভ্যাশ্ চ — ১/৫/৩৯
 সৌমিক্যঃ — ২/১৫/৪
 সৌম্যাশ্ চ — ৩/৮/২০
 সৌম্যং বা — ১২/৮/৩৩
 সৌর্যঃ সবনীর — ৮/৬/৪
 সৌর্যানুবজ্যা — ৯/২/২৫
 সৌবগী — ৯/৪/১০
 স্বচ্যাপ্ চ — ১২/৯/৭

স্তনয়িত্বৌ — ২/১৮/১৬
 স্তম্বে চেন্ — ৩/১৪/২০
 স্তীর্ণং বহির্ — ৮/১/১৩
 স্তত আৰ্তবে — ৫/১৭/৫
 স্তত দেবেন — ৫/২/১৬
 স্ততে মাথা — ৫/১২/২৭
 স্ততে হোতা — ৬/১০/১৮
 স্তোকসূক্তস্য — ৮/১২/৫
 স্তোত্রম্ অগ্নে — ৫/১০/১
 স্তোত্রিয়ানুরূপাণাং — ৭/৪/৫
 স্তোত্রিয়ানুরূপাঃ — ৫/১৪/১০
 স্তোত্রিয়ানুরূপেভ্যঃ — ৫/১০/১৭
 স্তোত্রিয়ায় — ৬/৩/১৯
 স্তোত্রিয়ে যথা — ৮/৫/১৫
 স্তোত্রিয়েণানু — ৫/১০/৩২
 স্তোত্রেঘতি — ১/১২/২২
 স্তোমা এক — ১১/৩/১৫
 স্তোমে বর্ধমানে — ৭/৯/১; ৭/১২/১
 স্ত্যভিহাসম্ — ১২/৮/৬
 স্থানং চেন্ — ৬/৬/১৮
 স্থানিনীম্ — ৩/১৩/২৩
 স্থায়ীনেত্যানি — ৮/৫/১৬
 স্থালীম্ অভিমুশ্য — ২/৩/১৫
 সুবান্ধুগীয়য়া — ২/১১/৭
 স্পর্শেষু স্ববর্গ্য — ১/২/১৭
 স্পৃষ্টোদকম্ অঞ্জলি — ১/৭/৪
 স্পৃষ্টোদকম্ উদঙ্ — ২/৪/৫
 স্পৃষ্টোদকং নিহ — ৪/৫/১১
 স্পৃষ্টোদকং প্রবর্গ্যেণ — ৪/৬/১
 স্পৃষ্টোদকং রাজা — ৪/৫/৮
 স্পৃষ্টোদকং হোতৃ — ১/৩/৩৫
 স্ফাগ্রো যুগঃ — ৯/৭/১৪
 স্তত্ পুরজিহ্ — ৬/১৪/১৮
 যুগ্-আদাপনে — ১/৪/৪
 যুবেণ প্রতি — ২/৩/৫
 যথা পিত্রে — ৬/১২/৯
 যভ্যগ্রম্ — ৫/২০/২

স্বয়ং বটে — ৫/৮/৬
 স্বরসামো — ১১/৭/১১
 স্বরাণি স্থিহ — ৮/৫/১১
 স্বরাদিম্ ঋগন্তম্ — ১/২/১১
 স্বরাদিন্ অন্ত — ৭/১১/১১
 স্বর্ ইতি — ৫/২/১৪
 স্বর্গে লোকে — ১১/৩/১৩
 স্বস্তয়ন্যাং — ২/১০/৬
 স্বস্তি নঃ — ৪/৩/৩
 স্বস্তি নো — ২/১০/৮
 স্বাদোরিত্থা — ৭/১২/১৭
 স্বানাং শ্রৈষ্ঠ্য — ১১/৫/৮
 স্বাহাকারেণ — ২/৬/১৩
 ষিষ্টকৃদ্-আদি — ৪/৮/১১

হ

হনু সজ্জিহে — ১২/৯/২
 হরিতকুত্ভস — ১২/১২/৬
 হরিততৃণানি — ৬/১২/৭
 হরিবতস্তে — ৬/১২/২
 হরিবতোহনু — ১/১২/২১
 হবিরমে — ৫/৪/১০
 হবিরুধানে — ৪/৯/১
 হবিষা চরস্তি — ৩/৬/২
 হবিষাং — ২/১৭/১৫; ২/১৮/২৪; ২/২০/৪; ৩/১০/২০
 হবিষাং স্বরম্ — ৩/১৩/১৯
 হবিষি দৃশুতে — ৩/১৪/১
 হবিষ্পাত্তং — ৮/৮/৯
 হংসঃ শুচিষদ্ — ৮/২/১৭
 হানৌ তত এবো — ৯/১/১৩
 হানৌ বৈশ্বা — ১০/১/১৯
 হিতম্ ইতি — ১/২/৩
 হিরণ্ময়ে — ১০/৬/১২
 হিরণ্যকশিপাব্ — ৯/৩/১০
 হিরণ্যকেশো — ২/১৩/৭
 হিরণ্যগর্ভঃ — ৩/৮/৩
 হিরণ্যপাণিম্ — ৮/১০/৩
 হিরণ্যপ্রাকশাব্ — ৯/৪/১৪

হিরণ্যপ্রজ — ৯/৯/৪
 হৃতবতে — ৩/১৩/২১
 হৃতং হবির্মধু — ৪/৭/১৭
 হৃতায়ান্ বপায়ান্ — ৩/৫/১; ৬/১৪/১০
 হৃদা ত্বপি — ৩/১৪/১৭
 হৃদা প্রাতর্ — ৩/১২/৭
 হৃদা সংস্থা — ১/১১/১৩
 হৃদাহিতং — ৮/১৪/৫
 হৃদ্বতদ্ — ৫/৫/৭
 হোতবর্দম্ব — ৫/১৩/৪
 হোতাক্ষর্য — ৫/৮/৫
 হোতা মৈত্রা — ৪/১/৭; ৫/৩/২১
 হোতা যক্ষত্ প্রজা — ১০/৯/১৪
 হোতা যক্ষদ্ অগ্নিং পুরো — ৫/৪/৯
 হোতা যক্ষদ্ অগ্নিং স্বাহা — ৩/৪/৩
 হোতা যক্ষদ্ অশ্বিনা — ৩/৯/৫; ৬/৫/২৫
 হোতা যক্ষদ্ অসৌ — ৫/৪/৭
 হোতা যক্ষদ্ ইন্দ্রং প্রাতঃ — ৫/৫/১৮
 হোতা যক্ষদ্ ইন্দ্রং হরি — ৫/৪/৫
 হোতা যক্ষদ্ বায়ু — ৫/৫/৩
 হোতা যজত্যাঙ্গী — ৩/২/৫
 হোতারং চিত্র — ৪/৫/৬
 হোতারং বা — ১/১৩/১২
 হোতুর্ অপি — ৫/১০/১৮
 হোতুর্ আদ্যম্ — ৬/৪/৮
 হোতুর্ বষট্ — ৫/৬/২৪
 হোতৈবয়া — ৮/৪/১৩
 হোতুবর্জম্ — ৬/৬/৭
 হোত্রকা — ৯/৫/১১; ৯/১০/৪, ১১
 হোত্রকাণাম্ — ৭/১/২১; ৭/৪/১
 হোত্রকাণাং — ৫/১৬/১; ৮/২/১; ৮/৭/৫
 হোত্রকাশ্ চ — ৫/১৫/১৩
 হোত্রকাঃ পশু — ৭/৫/৮
 হোত্রাচমন — ১/১২/২
 হোত্রা শেবঃ — ১/১২/২৫
 হো হোতুর্ — ৮/১৩/৫; ১০/৬/১৪
 হুমায়মি — ৭/৭/৫

পরিশিষ্ট — ৩

সূত্রস্থ বিশেষ শব্দের তালিকা

অ

অক্ষিরস্ — ৫/১২/৩
 অগ্নিপুচ্ছ — ৪/৮/৩২; ৪/১০/১২
 অগ্নিপ্রণয়ন — ৩/১/৭; ৩/১৩/৩; ৪/২/১৩; ৪/৮/৩৬;
 ১২/৪/৮, ১১
 অগ্নিপ্রণয়নীয়া — ২/১৭/২; ৪/১/২৮
 অগ্নিমহু — ২/১৭/১৪; ৩/১/১৩; ৪/৫/২
 অগ্নিমহুনীয়া — ২/১৬/১
 অগ্নিস্টোমায়ন — ৭/১/১৮
 অগ্নিষ্ঠ — ২/৬/৫
 অগ্নীবোমপ্রণয়ন — ১২/৪/১৩
 অগ্রতঃ — ৩/১২/১৯; ৪/১০/৯; ৪/১১/৩; ৬/১৪/১০
 অগ্রে — ৩/৫/৭; ৪/১২/৮; ৫/৬/৮, ২৪; ৭/১/১৩;
 ৮/১৪/২; ৯/১/১৫
 অগ্রেণ — ১/১২/৮; ২/৪/১৮; ৪/৪/৬; ৪/১০/১১, ১৫
 অক — ১/১/৯, ২৩; ১/৩/৩০
 অঙ্গার — ১/১২/৩৬; ২/২/১৫; ২/৩/৯; ৪/১২/৫;
 ৫/১২/২৭; ৫/১৩/৯; ৫/১৭/৫
 অঙ্গুলি — ১/১/২৩; ১/৭/৪-৬; ২/৩/১৬, ২১; ৫/৫/৯;
 ৫/৬/১০
 অঙ্গুষ্ঠ — ১/৩/৩৬; ১/৭/৫, ৬; ১/১২/৮; ১/১৩/২, ৯;
 ৫/১৯/৬
 অঙ্ঘ্রাবাক — ৪/১/৭, ১৭; ৫/৩/১২, ১৭; ৫/৫/২১;
 ৫/৭/১; ৫/১০/১৪; ৬/৪/৬; ৬/৬/২; ৭/২/৪,
 ১৯; ৭/৪/৪; ৭/৫/১৭; ৭/৮/৩; ৭/৯/৪;
 ৭/১১/৪২; ৮/৪/১, ১১; ৮/৭/৯; ৮/১২/৭;
 ৯/৪/২২; ৯/১১/১০; ১২/৯/৪
 অজস্র — ২/১/৪২
 অজ্জলি — ১/৭/৪; ১/৮/২; ১/১১/৭; ১/১৩/২;
 ৫/১২/৭; ৮/১৪/৬
 অতিগ্রাহ্য — ৭/৩/২৩
 অতিচ্ছন্দস্ — ৬/২/২

অতিবিমল — ৪/৫/৩
 অতিদেশ — ৯/১/২, ৩
 অতিপ্রীত — ২/৬/৯; ২/৭/১৫; ২/১৯/৩৬; ৯/২/২২;
 ১২/৪/১২
 অতিশ্রেষ — ১/১২/১৯; ৬/১১/১৩; ৭/১/১১, ১৯
 অতিরিক্ত — ৫/১০/১৫; ৯/৯/১৭; ৯/১১/১৪
 অতিশংসন — ৭/১২/৩
 অতিসর্জন — ১/১২/২২; ২/৪/২৬
 অর্থবন — ১০/৭/৩
 অর্থ্য — ১/২/২০-২২, ২৫; ২/১৯/২১; ৫/১/৫;
 ৬/৫/২৬; ৭/১২/১২; ৮/১/৪; ১০/৩/২৮, ৩১;
 ১০/৪/৪
 অধ্যাস — ৪/১৫/১৪; ৮/৮/১০, ১১
 অপ্রিণ্ড — ৩/২/১১, ১৫
 অধ্বর্নু — ১/৩/২৭, ২৯; ১/৪/১৩; ১/১০/২; ১/১১/১;
 ১/১২/৩৭; ২/১৪/১৭; ২/১৬/২৪, ২/১৯/২০,
 ৪৩; ৩/২/৪; ৪/১/৭; ৪/৬/৩; ৪/৭/২;
 ৫/১/১৪; ৫/২/৬; ৫/৫/৭, ১৬, ৩১; ৫/৬/১,
 ১১; ৫/৭/৪; ৫/৮/৫, ৭, ৯; ৫/৯/১;
 ৫/১২/৬; ৬/১০/১৫; ৬/১৪/১২; ৭/১১/২১;
 ৮/১৩/৮, ১১, ২১, ২২, ২৬, ৩৭; ৯/৪/১৪;
 ৯/৭/১৮; ৯/৯/১২; ১০/৬/১২; ১০/৯/২, ৪;
 ১০/১০/১৫; ১২/৯/৩
 অধ্বর্নুপথ — ৫/৩/১৩; ৮/১৩/২৭
 অনতিপ্রীতচর্যা — ২/১৯/৩৬
 অনবান — ১/৬/৮; ১/৮/৭; ২/১৬/১৭; ২/১৯/৬, ২১;
 ৩/৬/১৭; ৪/৬/২; ৪/৮/৫; ৫/১/১৬; ৫/৫/২-
 ৫; ৬/৫/২৬; ৮/১/১, ৪, ৭; ৮/২/১৭
 অনশন — ৩/১১/১৭
 অনূচর — ৫/১০/১৭; ৫/১৪/৫, ৮, ১০; ৫/১৮/৬;
 ৭/৬/৪, ১০, ১১; ৭/১০/১০; ৭/১১/২৭;
 ৭/১২/৯; ৮/১/১৭, ২২; ৮/৬/২৪; ৮/৭/১৪;
 ১০/১০/৬, ১০

অনুদিতহোমী — ২/২/৮

অনুদেশ — ২/১/৬

অনুপরিক্রমণ — ৬/৯/৪

অনুমন্ত্রণ — ১/১/২০; ১/৫/২২; ২/১৯/৩; ৮/১৩/২০

অনুযাজ — ১/৫/৪; ১/৮/১, ৩; ২/৮/৫; ২/১৫/১১;
২/১৬/১৪, ১৬; ২/১৯/১৩, ৩৫; ৩/৬/১২;
৬/১১/৩; ৬/১৩/৪

অনুরূপ — ৫/১০/১৭, ২৩, ৩২, ৩৫; ৫/১৪/১০; ৫/১৫/২,
১৩, ১৬; ৫/১৬/১; ৫/২০/৬; ৬/২/২; ৬/৩/১,
২, ১৪; ৬/৪/২; ৬/৬/৫; ৬/৭/২, ৮; ৭/২/৬,
৭, ১০, ১৬; ৭/৪/২, ৫, ৬; ৭/৫/৭; ৭/৭/১৬;
৭/১০/১১; ৭/১১/৩০; ৭/১২/১৭; ৮/১/২০;
৮/২/২, ৩; ৮/৩/১; ৮/৪/১; ৮/৫/১৪, ১৫;
৮/৬/৯, ১৯, ২৬, ২৮; ৮/৭/১৫; ৮/১২/৩৪;
৯/৫/১১; ৯/৬/৪, ৫; ৯/৭/২২; ৯/৯/১৫, ১৮;
৯/১১/৪, ১৮, ১৯, ২২

অনুবচন — ১/২/২৪; ১/৫/৪৭; ৫/৫/১৬; ৬/১০/১২

অনুবধট্কার — ২/১৬/১৮; ৩/৯/৭; ৪/৭/৬; ৫/৫/২৬;
৫/১৩/৭

অনুবাক — ১০/৭/২

অনুবাক্য — ১/৫/৩৩, ৩৮, ৪৬; ১/৬/১, ৫; ১/১০/১,
৭; ২/১/৭; ২/১৪/২০, ২১; ২/১৫/১৫;
২/১৮/১৮; ২/১৯/২১, ৩২; ২/২০/৫;
৩/১/২৫; ৩/৬/৯; ৩/৭/২, ৩; ৩/৯/৪;
৩/১৩/২২; ৪/১/১২; ৪/৮/১৬; ৫/৪/২, ৮,
১১; ৫/৫/২, ৫; ৬/৫/২৪; ৬/১১/১০, ১২;
৬/১৪/৪; ৯/৮/৩

অনুসবন — ১/১২/২১; ২/১৪/৫; ২/১৮/২; ৫/৪/১, ৫,
৮; ৫/৫/১৭, ১৮; ৯/২/১৮; ৯/৫/১৩;
১১/৬/৩; ১২/৮/৩৬

অনুবন্ধা — ৪/১২/৯; ৬/১৪/৭, ১৫, ১৯; ৯/২/১৫, ২৩,
২৫, ২৯

অজ — ১/২/১১; ২/১/১৭; ২/১৮/৭; ২/১৯/২;
৩/১১/২০; ৩/১২/১, ২; ৪/২/২০; ৪/৩/৫;
৪/৫/১; ৫/৯/১০; ৫/১০/২৬; ৫/১৪/১৮;
৫/১৭/৫; ৬/৪/৪; ৬/১১/২, ১৬; ৬/১৩/৪;
৬/১৪/২০; ৭/১/৪, ৫; ৭/৪/১২; ৭/১১/১৩,
৩৬; ৮/২/২৪; ৮/৩/৬; ৯/৩/৭; ৯/৯/৯;
১০/১/১৭; ১১/১/১৯; ১২/৪/২১; ১২/১৫/১১

অজরা — ১/৫/৪৬; ৩/৬/৮; ৪/২/১৩; ৪/৯/৩;
৫/১২/১১; ১১/২/৩; ১১/৩/৩; ১১/৪/৫

অজর-উক্খা — ৯/৬/১

অজরেন — ১/৩/১২; ১/৫/৩৯; ১/৭/৫; ৩/১০/১৪;
৪/৪/২, ৩; ৪/১৩/৬; ৪/১৫/১৯; ৫/২/৫;
৮/৭/১১; ৯/২/২১; ১১/১/৬

অজরবেদি — ২/৪/১৬; ৩/২/১০; ৮/১২/১৫

অজহিত — ৬/৬/১১, ১২

অজোবাসী — ২/৪/৪

অন্য — ১/৩/১৫, ১৬; ১/৫/৩৮, ৪৮; ২/১৯/৩১;
৮/৪/২৩; ৮/৫/৫; ৮/৬/১২, ২৮; ১২/৪/১৬

অন্যত্র — ১/৪/৬; ১/৫/২৪; ১/১২/৭, ৩১; ২/১৬/৩;
২/১৭/১২; ২/১৮/১১; ৩/৬/৪, ২৬; ৫/৯/১৮;
৫/১১/৩; ৫/১৪/২৮; ৫/১৫/১৭; ৭/১/১৬;
৭/২/১৫; ৭/৫/৬; ৭/৭/৮; ৮/২/২৮;
৮/১৩/৩৩; ৯/৪/২; ৯/৬/৫; ১২/৩/৮

অবক — ৫/২/৪; ৫/৩/২৪

অবায়াত্যা — ১/৫/৩৮; ২/১৫/৬; ৩/৫/৭

অবাহার্য — ১/১৩/৮

অপ — ১/৮/২; ২/৩/১৬, ২২, ২৩; ২/৪/১২; ২/৭/১৪;
৩/৬/২৯; ৩/১০/২৩; ৩/১৪/১০, ১২, ১৬, ২১;
৪/৫/৯; ৫/১/১৩; ৬/৫/৩; ৬/৯/১; ১২/৬/৯;
১২/৮/৮

অপরগক — ৩/১০/১৯

অপরাজিতা — ৮/১৪/১২, ১৩

অপরেন — ১/১/৪, ৫; ৪/১০/৮, ১১; ৫/৩/২২, ২৫

অপবাদ — ১/১/২২

অগোনপ্তীয়া — ৫/১/১

অপসুমহ — ২/১৩/৩; ৬/১৩/৬

অগ্রতিরথ — ৪/৮/৩৫

অভিগরিহার — ৪/১২/৫

অভিমুখ — ২/২/৪, ৫; ৪/৪/৫; ৫/১/২১; ৫/২/৭;
৫/১২/৩

অভিষ্টবন — ১/২/২৪; ১/৫/৪৭; ৬/১০/১২

অভিহিকার — ১/২/৪, ২৭, ২৯; ২/১৯/৩; ৪/৪/২

অভ্যাস — ১/৩/৩২; ১/৭/১; ১/১৩/৫; ২/৪/১২;
৫/৫/১৩; ৬/১২/১১

অভ্যাসন — ১/১১/১১

অভ্যাস — ১/২/২৭; ৩/১/১২; ৬/১০/১২; ৭/১/১১,
১৯; ৭/১০/৭; ৮/১/১৫

অভ্যাহত — ৪/১৫/১৯

অমাবাস্যা — ১/৩/১০, ১৩; ১/৫/৪৪; ২/১/২; ২/৬/১;
২/১৪/৭, ৮, ১০, ১৫; ৩/১০/১০; ১২/৬/১৬-১৯

অরুণি — ২/১/১৬; ২/২/১; ৩/১০/৫, ৮; ৩/১২/২৪, ৩৪

অরুণি — ৫/৬/১০; ৬/৫/৪

অর্ধচন্দ্র — ১/২/১১; ২/১৬/২, ৭; ২/১৭/৩; ৩/১/৮, ৯;
৩/৬/৮; ৪/৪/৪; ৪/৬/১০; ৪/৯/৪; ৪/১০/৩,
৫; ৫/১/৭; ৫/১০/৮; ৫/১৪/৯, ১৮; ৭/৩/১৩;
৭/১১/১, ৩২

অর্ধচন্দ্রঃ — ৫/৯/২০; ৫/১৪/১৪; ৫/১৮/১৪; ৫/২০/৪;
৬/৩/৩; ৭/১১/৩৭; ৮/১/১২, ২৬; ৮/২/৭,
১৭, ২৩; ৮/৩/৩, ১৩

অর্ধাক্ষ — ২/৬/৯; ২/২০/২; ৩/১০/৯; ৪/২/৭;
৪/১২/৯; ৯/১/৬, ১৭

অর্ধাক্ষ — ৫/১২/৯, ১৬, ২৪

অবকীর্ণা — ১২/৮/২৯

অবনমন — ৫/২০/৭

অবতৃপ্ত — ২/১৭/১৮, ১৯; ২/১৮/২৩; ৩/৬/২৫, ২৬;
৬/১০/১, ২৪, ৩০, ৩২; ৬/১৩/১, ৩;
১২/৬/৩১

অবসান — ১/২/১২, ১৪, ১৫; ২/১৬/৪; ৫/৯/৬, ৮;
৬/৩/১২; ৭/১২/২২; ৮/১/১২; ৮/৩/৬, ১৮

অবাত্তবেড়া — ১/৭/৪, ৯; ২/৯/১০; ৫/৬/১৫

অবিবাক্য — ৮/১২/১৩; ১২/৭/১১

অ(আ)বেক্ষণ — ৫/৬/৮

অভ্রুপাত — ৩/১২/১৭

অসুরবিদ্যা — ১০/৭/৭

অহত — ৬/১০/৬; ৮/১৪/১০

অহরহঃশস্য — ৭/১/১৫; ৭/৪/৮, ১১; ৮/৪/১৪, ১৬

অহীনসুষ্ঠ — ৭/৪/৯, ১০, ১৩; ৭/৫/২০; ৮/৪/১৭, ১৮;
৯/১০/৫, ১৩

আ

আ — ১/৫/২৯, ৩১; ৪৫, ৪৭; ১/১২/১৭-২৩; ২/২/৭, ৮,
১৪ (এই সূত্রে 'মর্বাণা' অর্থে) ২/১৪/১৫;
২/১৬/২, ৪; ৩/১/২২; ৩/৫/৫; ৩/১১/১৫,

১৭; ৪/২/১৩, ১৫; ৪/৮/৩৫; ৪/১০/১৪;
৪/১১/২; ৪/১৩/৩; ৫/৩/৫; ৫/১৩/১৪;
৫/১৪/৯; ৫/১৭/৫; ৬/৩/১৪; ৬/১১/৩;
৬/১৩/২০

আকাশ — ১/১/২৩; ৫/৫/৯; ৫/৬/১০

আগম — ২/১/২৩

আগারদাহ — ৩/১৩/৪

আগ্ন — ১/৫/৪, ৫; ২/১৫/১৩, ১৬; ২/১৬/২০;
৩/৮/২৬; ৪/২/৮; ৫/৪/৭; ৫/৫/৪

আগ্নিমারুত — ৫/২/১৫; ৫/১৮/৭; ৫/২০/২; ৭/১/১৪;
৭/৪/১৫; ৭/৭/৩, ৬, ১০; ৮/৪/১৩; ৮/৮/৫,
৯, ১৩; ৮/৯/৮; ৮/১০/৪; ৮/১১/৫; ৮/৫/১০;
৯/৬/২; ৯/১০/১৭; ১০/১০/১২

আগ্নীধ — ১/৩/৩০; ১/৪/১৪; ১/১২/৩৭; ২/১৬/২৪;
২/১৮/১৭; ২/১৯/২০; ৩/১৩/২০; ৪/১/৭;
৫/৩/২৬; ৫/৫/২০, ২২; ৫/১৯/৭; ৬/১১/১৬;
৯/৪/২৩; ১২/৯/৪

আগ্নীধ্রীয — ১/১২/৩৩; ৪/১০/১, ৪, ৫; ৪/১২/৬;
৪/১৩/১; ৫/৩/১৭, ১৮, ২৬; ৫/৭/১, ১১;
৫/১৩/১৭, ২৪; ৫/১৭/৭; ৬/৫/২; ৬/১২/২,
১২; ৮/১৩/২; ১২/৪/১৩; ১২/৬/৬

আগ্নিরস — ১০/২/১; ১০/৭/৪

আচমন — ১/১২/২; ২/২/১০

আজ্য — ১/১০/৪, ৯; ২/৫/১৬; ২/৬/১০; ৩/১০/২০;
৩/১১/১৪; ৩/১২/৩, ১৯, ২০; ৩/১৩/২২, ২৫;
৫/৯/১৫, ২০; ৫/১৯/৬; ৬/১৪/১২; ৭/২/১;
৭/৬/১, ১১; ৭/১০/৩, ৫; ৭/১১/৮; ৭/১২/৬;
৮/১/১০; ৮/৩/৪, ৩১; ৮/৬/৬; ৮/৭/১;
৮/৯/২; ৮/১০/১; ৮/১১/১; ৮/১২/১৮;
৯/৫/৬; ৯/৮/১৩; ৯/৯/৬; ৯/১০/৯;
১০/২/৭, ১১, ১৯, ২০; ১০/১০/২

আজ্যপ — ১/৬/৮; ২/১৯/১০; ৫/৩/১০

আজ্যভাগ — ১/৩/৮; ১/৫/৩৩; ২/১/২৪; ২/৮/৭;
২/১৮/৭; ২/১৯/৩১; ৩/১/১৫; ৩/৬/১০, ১৯,
২৩; ৪/৩/৬; ৪/৮/১২; ৬/১৪/২০; ৯/৯/৯

আজ্ঞাত্যজ্ঞানীর — ১১/৬/৫

আতান — ৭/১/৭

আতিথ্য — ৪/৫/১

আত্মের — ১২/৯/৪

আদাপন — ৩/৪/২

আদি (প্রভৃতি) — ১/১২/১৫, ১৯, ২০, ২২, ২৬, ২৯;
২/১৮/৭; ৪/১/২৫, ২৯; ৪/২/৭, ৮, ১৪;
৪/৫/৯; ৪/৮/১১; ৪/১২/৯; ৫/৩/১৩;
৫/৭/৯; ৫/৯/২; ৫/১০/২৩; ৫/১৭/৫;
৫/১৮/৫, ৭; ৬/৯/৫; ৬/১১/৩; ৬/১৩/৪;
৬/১৪/১১, ২০; ৭/১/৪, ১৩, ১৫; ৭/৫/৪;
৭/১১/৩২, ৩৫; ৮/৪/২৫; ৯/৯/৯; ১২/৪/৮;
৯; (প্রথম) ১/১/১৮; ১/৩/৬; ১/৫/৮;
১১/১/২

আদেশ — ১/১/১৩; ১/৩/৬ (ক্রি); ১/৫/৩৭ (ক্রি);
১/১২/১৪; ২/১/৮; ২/১৬/১৬; ২/১৯/১৬;
৩/১/২৪; ৪/২/১১; ৫/৪/৬; ৫/৫/১৯,
৬/১৪/১৩

আধান — ২/১/৪২; ২/৩/২৫; ২/৮/৪; ৩/১১/২২

আপত্তি — ১/১/১; ১/২/১৬; ১/১২/২৬

আপেক্ষাপূর্ত্য — ৮/৪/২৬

আপূর্যমাণপক্ষ — ৯/৩/২৪, ২৭

আপ্যায়ন — ১/১/২০; ৪/৮/৯

আত্মী — ৩/২/৫; ৩/৪/৩; ১২/১০/১

আময়াবী — ২/৮/৪

আম্নায় — ৩/৬/৭

আরম্ভণীয়া — ৭/১/১৫; ৭/২/১০, ১৬; ৭/৪/৭, ৮;
৭/৫/১৪; ৭/১১/৩৯; ৮/৪/৮, ১৬

আর্বেয় — ১/৩/১; ৪/১/১৮; ১২/১০/৬

আবাপ — ৭/২/১২; ৭/৫/৮, ১৬; ১১/১/৮, ১৮;
১২/১০/৫

আবাপিকা — ১/৩/২২; ১/৯/৫

আবাহন — ১/৩/১৮; ২/১৮/১১, ১২; ৩/১/১৬; ৩/৫/৯;
৩/১৪/৪; ৪/৮/৯; ৬/৬/১৩

আবৃত্ত — ৫/৩/২৬; ৫/১১/৪, ৫; ৬/৮/২, ৩; ৬/১৩/১৬

আত্মাষণ — ২/১৯/২২

আশ্বিন — ৫/৫/২৭; ৫/১৪/১৪; ৭/৫/৬; ৯/১১/১৪

আসন — ১/১/২৫; ১/১২/৫; ২/১৭/১১; ৪/৮/৩৩;
৪/১৫/১০; ৬/৯/৪; ৬/১০/২১, ২৯; ৭/২/১৫;
৯/৩/১৬

আসীন — ৩/১/২৭; ৪/১০/১; ৫/২/৮; ৯/৩/৯, ১০;
১০/৬/১১, ১২

আস্তাব — ৫/৩/১৬; ১০/৮/৩

আহনস্যা — ৮/৩/৩০

আহবনীয়া — ১/১/৪; ১/১১/৮, ৯; ১/১২/৮, ৩৪; ২/২/১,
১৩, ১৪; ২/৩/১৫; ২/৪/১৮, ২০; ২/৫/২, ৩,
৪, ১০, ১১, ১৩, ১৪; ২/১৯/৩৪; ৩/১০/৯,
১৬, ১৭; ৩/১১/২০; ৩/১২/৮, ১৮, ২৩, ২৫,
২৭; ৩/১৩/৭; ৪/২/১৩; ৪/১০/১১; ৪/১৩/২;
৫/৩/১৫; ৬/১২/৩; ৯/৩/৯; ১০/৬/১১;
১২/৬/৭

আহাব — ৫/৯/২, ৫, ৭; ৫/১০/১৫, ১৬, ২১; ৫/১৪/৪;
৫/১৮/৫; ৬/৩/১৯; ৬/৫/২০; ৭/৫/৭;
৮/৬/২২

আহিতামি — ২/২/৭; ২/৩/১১, ২৪; ২/৫/১৯; ২/৭/১৮;
৩/১০/৭, ১৯; ৪/১/৯; ৬/১০/৯

আহান — ৫/৯/১৩, ১৯; ৫/১০/১০, ১৭; ৫/১৫/১৯;
৫/২০/৬; ৮/৬/২২; ৯/৬/৩

ই

ইজ্যা — ২/৮/১০; ৩/১০/২০; ৫/৪/৬; ৫/৫/৫;
৫/১৩/৩; ৬/১১/১০

ইডা — ১/৭/৪, ৬; ১/১০/১০; ১/১২/২১; ২/১৬/২১;
২/১৮/৭; ২/১৯/১৪; ৩/৫/১১; ৩/৬/১২;
৪/২/৮, ১২; ৪/৫/১; ৫/৬/১৩; ৫/৭/২;
৫/১৭/৫; ৬/১২/১; ৬/১৩/৫; ৯/৯/৯;
১২/৯/৯

ইতিহাস — ১০/৭/৯

ইয়া — ১/১/৫; ১/৪/১০; ২/৬/৪, ১২; ৯/৭/৭

ইয়াসন্নহন — ১/৪/১৪

ইন্দুমত্ — ২/৮/৮

ইন্দ্রনিহব — ৫/১৪/৬; ৫/১৫/১০, ২০; ৭/৩/৭

উ

উদাসন্তরীয়া — ৪/১/২২

উক্কে — ১/৩/১৫, ১৬; ১/৭/৮; ১/১২/১৫; ২/১৫/১৩,
১৭; ৫/২/১৬; ৫/৯/১, ১২; ৮/১৩/১৬, ৩৭

উক্কস্তর — ১/৫/৭

উত্কর — ১/১/৪; ১/৪/১৪; ৫/৩/১৬; ৮/১৩/৩১

উক্কম — ১/৫/৩২; ৪/১৫/১৯; ৫/১৭/১

উত্তরতঃ — ১/১২/৩৭; ২/৩/১০, ১৮; ৮/১৪/১২

উত্তরবেদি — ২/১৭/১০; ৪/১১/২; ৫/৮/৭; ৬/১৪/৯;
৯/৭/২২

উত্তরেশ — ৩/১/২২; ৪/৬/১; ৪/১০/১; ৪/১১/৩;
৪/১২/৬; ৫/৩/১৮, ২২, ২৯; ৫/৫/১৫;
৫/৭/১

উত্থান — ৬/১০/২৭; ৮/১৩/৩৭; ১২/৬/২৯ ৩০, ৩৪

উত্সর্গ — ২/২/১; ২/৭/২০

উদক — ১/৩/৩৫; ১/৭/৪; ১/১১/৬; ২/২/১১, ১৪;
২/৪/৫; ২/৬/১৪; ৪/৫/৮, ১১; ৪/৬/১;
৫/৬/১৩; ৫/৭/৮, ৯; ৫/১১/৪; ৬/১২/৭;
৬/১৩/১২; ১১/২/৮; ১২/৬/২; ১২/৮/১৯

উদগয়ন — ৮/১৪/৩

উদয়নীয় — ১১/১/৩; ১১/৭/১৪, ১৭; ১২/৩/৬

উদয়নীয়া — ৪/২/৭; ৬/১৪/১

উদপাত্ত — ৩/১১/৩

উদবসানীয়া — ৬/১৪/২৩; ৭/১/৪

উদ্গাতা — ৪/১/৭; ৫/২/৭; ৫/৬/২৪; ৫/১০/২;
৫/১৯/৪; ৯/৪/১০; ১০/৯/৮; ১০/১০/১৫;
১২/৯/৪

উম্মেতা — ৪/১/৭; ৬/১২/১; ৬/১৩/১৭; ৯/৪/২৪;
১২/৯/৭

উন্মার্জন — ২/৪/২৬

উপকনিষ্ঠিকা — ১/৩/৩৬; ১/১৩/২, ৯; ৫/১৯/৬

উপগাতা — ১২/৯/৪

উপজন — ৯/১/১৫; ১১/২/১৭; ১১/ ৩/৭, ৮, ১২, ১৮-
২২, ২৫-২৭; ১১/৪/৯, ১১, ১৩-১৭, ২১;
১১/৬/১৮; ১২/৪/১৭

উপতাপ — ৬/৯/১

উপরিষ্টাৎ — ১/১১/৪; ২/১৬/১৬; ২/১৭/২০; ৩/৬/২৯;
৫/১০/৪; ৫/১২/১১; ৫/১৩/১১; ৫/১৯/৩;
৭/১১/৩; ৭/১২/১; ৮/১/৬; ১০/৯/১২;
১০/১০/৩; ১১/৪/৩

উপবেশন — ১/৩/৩৮; ১/১২/১১, ২৯; ৪/৮/৩; ৫/১২/৪

উপসদ — ২/১৫/১০; ৪/২/১৭, ১৯; ৪/৫/৯; ৪/৮/১,
১৮, ২৫; ৭/১/২; ৮/১৩/৩৪; ১০/২/২৮;
১১/৬/৩; ১২/৪/৪, ৯, ২০; ১২/৫/৯;
১২/৬/৩; ১২/৮/১১, ২৫, ২৮

উপসত্তান — ৫/৯/৩, ১৪, ১৮; ৮/২/২৪; ৮/১২/২৫

উপহ — ১/৩/৩৭; ২/১৯/১৯; ৪/৮/৪; ৫/১৯/৮;
৬/৫/৪, ৫

উপস্থান — ১/১/২০; ১/১১/১১; ৫/১২/২; ৯/২/২২

উপহার — ৫/২/৯

উপহব — ২/১৬/২১; ৪/১/১৭; ৫/৭/৪; ৫/৮/১০;
৫/১৩/৯; ৬/১২/১; ১২/৮/২২

উপহিত — ৮/১২/১৬

উপহান — ৫/৬/৩; ৮/১৩/২৩

উপাকরণ — ১০/৮/৩, ৬

উপাংগ — ১/১/২০; ১/৩/১২, ১৫-১৭; ১/৬/৩; ১/৭/৭;
১/৯/৪, ৫; ২/১৫/৩ (হবিঃ), ১৭, ১৮;
২/১৭/৪; ৩/৩/২; ৩/৮/২৩, ২৭; ৪/৮/২৭;
৫/৯/১; ৫/১৯/২, ৩, ৭; ৬/১০/১৭; ৮/১৩/৬,
১২, ৩৭; (গ্রহঃ) ৫/২/১, ৩; ৯/২/১৯

উপোত্থান — ৪/১২/৮

উপোদয় — ২/৪/২৫

উভয়সামা — ৫/১৫/১৬; ৮/৫/২; ৯/৩/৮; ৯/৮/৯;
১০/১/৫; ১১/৩/১৬

উন্মুক — ২/৬/২

উন্মীষ — ৫/১২/৬, ১১; ৮/১৪/১৭; ৯/৭/৪

উ

উক — ৫/৫/৯; ৫/৬/১০; ৬/৫/৪; ১০/৮/৯; ১২/৯/৪

উর্গাস্তকা — ২/৭/৬

উর্ধ্ব — ১/৪/৮; ১/৫/৩০; ১/১২/১৬, ১৭; ২/২/৭;
২/৭/৬; ২/১১/১৭; ২/১৬/১৫; ২/১৯/৩০,
৩১; ৩/২/১৫; ৩/৫/৯, ১১; ৪/১/২; ৪/২/১২;
৫/২/১৫; ৫/৩/৮; ৫/১০/২৮; ৫/১৫/১৮, ২০;
৬/৩/১৪; ৬/৬/৫; ৬/১১/৮; ৬/১৩/২০;
৭/২/১০, ১২, ১৬; ৭/৩/২, ১৫; ৭/৪/৮;
৭/১১/৩৯; ৮/২/২; ৮/৩/৭; ৮/৪/৮;
৮/৬/১৯; ৯/৫/১১; ৯/১০/৪, ১১; ৯/১১/১৪;
১১/১/৯; ১১/২/২৬; ১১/৬/২; ১১/৭/২০

উর্ধ্বজানু — ১/৩/২৩

উর্ধ্বজু — ২/১৬/১৪

উবধ্যগোহ — ৫/৩/১৬

উই — ৩/৪/১০-১৫; ৫/৪/১২

ঋক্শ — ৮/২/৮, ১৪

ঋগাবান — ৪/৬/১; ৫/১/৫; ৫/৯/২২; ৫/১৩/২;
৫/২০/৩; ৮/২/২৪; ৮/১২/২৪

ঋতু — ১/১/১৭; ১/২/১১; ২/১৩/৯; ২/১৬/৩;
৪/৬/২; ৫/৪/১২; ৬/৪/২, ৪; ৭/১০/৬;
৮/১/৬, ৭, ১৫; ৭/১২/১; ৮/১/৬; ৯/৩/১১;
৯/৯/১৩

ঋতুযাজ — ৫/৮/১; ৮/১/৬

এ

একধনা — ৫/১/৯

একপদা — ৪/১৫/১৪; ৬/৫/১২; ৮/২/২৪, ২৮, ২৯;
৮/১২/২৪; ১২/৯/১০

একপাতিনী — ৫/১৮/১২; ৬/৫/৬; ৭/১১/২৬; ৮/১/১৪;
৮/৯/৩; ৮/১০/২; ৮/১১/৩; ১২/৬/২৬

একপাত্র — ৫/৬/৩০; ৫/৯/৩১

একপ্রদানা — ১/৩/১৯; ২/১১/২, ১১

একপ্রতি — ১/২/৯, ১০

একাদশিন্ — ৩/৭/১৬; ৬/১৪/১০; ৯/২/২৪; ১২/৭/৬,
৮, ৯, ১০, ১২

এবয়্যামরুত — ৮/৪/২, ১৩; ৯/১০/১৭

উ

উবধি — ৬/৮/৬; ৬/৯/১

ঊ

ঊদুম্বরী — ৪/৮/৩৫; ৫/৩/২৫; ৫/১১/১; ৮/১৩/২৪

ঊগযজ — ৪/১২/৫

ঊগবসথ্য — ৪/১/২৮; ৪/৮/২৪

ক

কদান্ — ৭/১/১৫; ৭/৪/৬, ৭; ৮/৪/১৬, ১৭; ৮/৭/১১

করাত্তীর — ৯/৮/২৫; ৯/১০/৩; ১০/৫/২৩

কর্মকরণ — ১/১/২১

কার — ১/২/২০, ২৫; ৫/১/৫; ৫/১৫/৫, ৭, ১১; ৬/২/২;
৬/৩/১৩; ৭/২/১৬; ৭/১২/১২; ৯/১১/৪, ১১

কারগচব — ১২/৬/৩১

কুডাপ — ৮/৩/৭

কুশ — ১/১২/৮; ১/১৩/২, ৭; ২/৩/১৫, ১৭, ২০;
২/৪/১৩, ১৪

কুশা — ৮/৫/৭

কুহলতীর — ৭/১১/৩৩, ৩৬

ক্রতু — ৪/১৩/১৪; ৪/১৪/৯; ৮/১২/২, ৪

ক্রতুপত্ত — ৫/৩/৪; ১২/৭/২

ক্লেমাচার — ৪/১০/৭

খ

খর — ৪/৬/১; ৫/৩/১৭

গ

গতত্রী — ২/১/৪৩

গরগীর্ণ — ৯/৫/১

গাথা — ৯/৩/১১

গার্হপত্য — ১/১০/৪; ১/১১/৪, ৮; ১/১২/৩৩; ২/২/১,
১৩-১৫; ২/৩/১৫, ১৭; ২/৪/৮, ১৫, ২০;
২/৫/২, ১৩; ২/৭/১১; ২/১৯/৪০, ৪২;
৩/১০/৫, ১৬; ৩/১১/৫; ৩/১২/২৩, ২৭;
৩/১৩/৭; ৪/২/১৩; ৫/৮/৭; ৬/১৪/১, ১০;
৮/১৩/১; ১১/৬/৩; ১২/৬/৭; ১২/৮/৩৭

গৃহপতি — ৪/১/৯, ১৮; ৪/৭/২০; ৪/১০/১১; ৫/৮/৫,
৭; ৫/১২/৬; ৬/১০/২৭; ১২/৬/৩৯; ১২/৯/৪,
৫; ১২/১০/৩

গোত্র — ৪/১/২০; ১২/১০/১-৩

গ্রহ — ৩/৯/৪; ৫/৫/৬; ৫/১৭/৪; ৬/৫/২৩; ৬/১০/১৩;
৮/১৩/১০, ২২

গ্রহাভ্র-উকথ্য — ৯/৬/২

গ্রাবস্তত্ — ৪/১/৭; ৫/১২/১; ৯/৪/২৫; ১২/৯/৭

ঘ

ঘর্ম — ১/১২/১৯; ৪/১/২৯; ৪/৮/২৩; ৫/১৩/১, ২;
৬/৩/২১; ১২/৪/৮

ঘর্মদূহ — ৪/৭/২

ঘৃতযাজ্ঞা — ৪/১/১৫; ৫/১৯/২; ৮/১২/১০; ৯/২/২১

চ

চক্র — ৯/৩/৫; ১২/৬/৫

চতুর্গৃহীত — ২/৫/১৬; ৩/১২/৩, ১৯

চতুর্হোতৃ — ৮/১৩/৬, ৯

চমস — ৫/১/১৩, ৫/৬/৩, ৯, ১৩-১৫, ২১, ২৪, ২৬, ২৮,
৩১; ৫/৭/৮; ৫/৯/৩০; ৫/১৭/৬; ৬/১২/৬, ৭,
১১; ৭/৩/২৩; ৯/৩/১৮; ৯/৭/৪১, ৪৩

চমাল — ৯/৭/১৫, ১৬

চামাল — ১/১/৬; ৩/৫/১; ৫/৩/৫, ১৩, ১৬

ছন্দোগ — ৫/২/৪; ৫/১২/৬; ৬/৩/২২; ৬/১০/১৬;
৮/১৩/৩৬; ১০/৫/২১

জ

জগ — ১/১/২০; ১/২/৬, ২৬; ১/৫/৪৭; ২/৯/১০;
২/১২/৩; ৪/৮/২; ৫/১০/২৭; ৬/৩/১৬

জাতবেদঙ্গা — ৭/১/১৪

জানু — ১/৩/২৩; ১/৪/৮; ২/৩/১৫; ৬/৫/২, ৪

জীবাছুম্ভ — ২/১০/২; ২/১২/১৮

ঝ

ভদ্রাদাসী — ৯/৮/২৫; ৯/১০/৩; ১০/৫/২৩

ভনুপুষ্ঠা — ৮/৪/২৭

ভস্র — ১/১/৩; ১/১২/১০; ২/১/৪১; ২/১১/৫;
২/১৪/১৬; ২/১৫/১০, ১২, ১৭, ১৮; ৩/১/১০;
৩/৬/৩৬; ৪/১/১০; ১০/৬/৮; ১১/১/২০;
১১/২/২৩; ১১/৩/১২, ২৫; ১১/৪/১৩;
১২/৬/৩২; ১২/১০/২

ভানুপত্র — ৪/৫/৭

ভাণ্ডিত — ৪/২/১৭; ১২/৫/৮, ৯, ১১, ১৪, ১৭

ভাষ্যমানরূপ — ৭/১/১১

ভাৰ্গ্য — ৬/৯/৫; ৭/১/১৩; ৮/৬/১৬; ৮/১২/২৪;
৯/১/১৫

ভীৰ্ঘ — ১/১/৭; ১/১১/১৩; ৩/১/২০; ৩/৫/৫;
৩/৬/২৮; ৪/১০/১; ৪/১৩/১; ৫/১/১৩;
৫/২/৬; ৬/১০/১, ১৩, ২১; ৬/১২/৬; ৮/১৩/
২৬; ৯/৯/১২

ভূকীম্ — ১/৩/৩৩; ২/৩/১৮, ১৯, ২১; ২/৪/৮, ১০;
৩/১০/১৮; ৫/৫/৩০; ৫/১১/৪

ভূকীলেন্স — ৫/৯/১, ১১

ভূচ — ১/১/১৯; ৩/২/৯; ৩/৮/১; ৪/১৫/২; ৫/৭/২;
৫/১০/৪, ৫, ১০, ২২, ২৩; ৫/১২/১৫;
৫/১৪/৮, ২৪; ৫/১৫/১২; ৬/১/২; ৬/২/১;
৬/৫/৯; ৬/৬/৫; ৭/১/১০, ২২; ৭/২/১২, ১৫,
১৬; ৭/৫/৯, ১০, ১৪; ৭/৬/২; ৭/৭/৯;
৭/১১/৩২, ৩৯, ৪১; ৭/১২/১৭; ৮/১/১৩, ২৭;
৮/৮/১; ৮/১০/৩; ৮/১১/৪; ৮/১২/২, ৪, ৭,
৩০; ৯/১/১৭; ৯/৫/৫, ১১; ৯/১০/৯, ১৩,
১৬; ১০/১০/৪, ৫, ৯

ভূণ — ১/৩/২৩, ৩২; ১/১১/৪, ৬, ৮; ২/৭/২১; ৪/৭/৪;
৫/১/২১; ৫/১২/৩; ৬/১২/৭; ৮/১৪/১৩, ১৪

ভূতীয়সবন — ৫/২/১৪; ৫/৪/৪; ৫/৫/২৫; ৫/৬/২৯;
৫/১০/১৫; ৫/১৪/২৬; ৫/১৭/১; ৫/১৮/৫;
৬/৭/১০; ৬/৮/১১; ৭/৬/৯; ৭/১০/২; ৮/৫/৯;
৮/৬/২৩; ৮/৭/১৩; ৮/৮/৩; ৯/৯/১৪;
৯/১০/১, ১৫; ৯/১১/১৩; ১০/২/৬; ১১/১/১৬

ভৈরোঅক্ষ্য — ৫/৫/২৭

ভিক্রক — ১০/৩/১৮, ২৫, ২৬; ১১/১/১৩; ১১/২/৯;
১২/৬/২৪

ঝ

দক্ষিণ (অগ্নি) — ১/১২/৩৩; ২/২/১, ১৩; ২/৪/১০, ২০;
২/৫/২, ১৩; ২/৬/২, ৪, ৮; ২/১৯/১, ৩৫;
৩/১২/২৬

দক্ষিণতঃ — ১/৭/৬; ১/১২/৩, ৮, ২৮, ৩৭; ২/৩/১১,
২১; ২/৬/৫, ১০; ৩/১/২৪; ৪/৮/৩৫;
৪/১০/৮, ১১; ৫/১৭/৬; ৬/১০/৮; ৯/৩/৯

দক্ষিণা — ২/১৯/৪; ৩/১০/১৩; ৩/১৪/৮, ৯; ৫/১৩/১৫,
১৬; ৬/৮/১৪, ১৫; ৮/১৩/৩৭; ৯/১/৩, ৬,
১০; ৯/২/৩০; ৯/৪/২, ৯; ৯/৫/১৩; ৯/৭/৪৩;
৯/৮/১৭; ৯/৯/২৩, ২৪; ৯/১১/২৩;
১০/১/১৫; ১০/১০/১৫; ১২/১৫/১০, ১১-১৩

দক্ষিণাবৃষ্ — ১/১/৪; ২/১৯/৩৫; ৩/৩/৫; ৫/৩/১৭

দক্ষিণেন — ৩/১/২২; ৪/১২/৭; ৫/৫/১৩; ৫/৬/৮;
৫/১১/১

দন্ত — ৩/১/২০, ২২, ২৪; ৩/২/১০; ৩/৫/২; ৩/৬/২৫;
৪/১/১৩; ৪/১১/২, ৩; ৫/৩/৫

দধিঘর্ম — ৫/১৩/১

দধিঘল — ৬/১২/১২

দর্ভ — ৩/১২/১৮; ৩/১৪/১৬

দিবাকীৰ্ত্তা — ১/৫/২১; ৮/৬/১

দীক্ষণ — ৪/১/১১; ৪/২/১৪; ১২/৮/২

দীক্ষণীয়া — ৪/২/১

দীক্ষা — ৪/২/১৪, ১৯, ২০; ৭/১/২; ৮/১৩/৩৭; ৯/৯/২;
১০/১/১৩; ১২/৫/৯; ১২/৬/৩; ১২/৮/২৫, ২৭

দীক্ষিত — ২/১৬/২৫; ৪/২/১৩; ৪/৭/২০; ৪/৮/২৫, ২৬,
৩৭; ৪/১২/১০; ৫/২/৫, ৯; ৫/৬/১৬, ২০;
৫/১৩/১০, ১৬; ৬/৯/১; ৬/১৩/১৬;
৬/১৪/২২, ২৩; ১২/৪/২; ১২/৮/১০, ১১, ২৩

দুরোধণ — ৮/২/১৬, ১৯; ৮/৪/১৪; ৮/৬/১৭; ৯/৯/২০

দৃগুড (স্ত) — ৫/৭/২, ৮

দেবসুহৃদিঃ — ৪/১১/৫

দেবিকাছবিঃ — ৬/১৪/১৫

দ্রাক্ষাশন — ৭/১/৬

দ্রোণকলশ — ৫/৬/২২; ৬/১২/১, ২, ৪

দ্বার্য — ৪/১৩/৫; ৪/১৫/১৯; ৫/১/২১; ৫/৩/১৯;
৫/১১/৪

দ্বিগদা — ৪/১৫/১৪; ৬/২/২; ৬/৩/৯; ৬/৫/১১, ১৮;
৭/৩/১৮, ১৯; ৮/২/১; ৮/৪/৫, ৮; ৮/৭/৩১;
৮/৮/৭; ৮/৯/৭; ৮/১২/৩, ২৯; ৯/১১/১৩

ধায়া — ২/১/৩০, ৪০; ২/৯/১৩; ২/১৩/২; ২/১৪/১৯;
২/১৬/৯; ২/১৯/৪৫; ৩/১/১৪; ৪/২/১;
৪/৫/৩; ৫/১০/১৭; ৫/১৪/১৯; ৫/১৫/১৮,
২১; ৫/১৮/১২; ৭/৩/৮; ৮/৬/৩

ধিক্য — ৪/১১/৩; ৫/৩/১৩, ২২, ২৫, ২৭, ২৯, ৩০;
৫/৭/১, ১০; ৫/১৩/৯; ৬/৫/৪

নম্র — ২/১৪/৩৩

নবভোজন — ২/৯/১২

নাভাক — ৭/২/১৬

নাগাশল্য — ৫/৬/৩১; ৫/১৩/১৪; ৫/১৭/৫

নিগদ — ১/২/২৪, ৩০; ১/৪/১০, ১৩; ১/৫/৪৭;
২/১৮/১০; ৩/২/১৬; ৪/১/১৭; ৫/১/২, ১৫;
৫/৭/৪

নিগম — ১/৩/২০, ২১; ২/১১/১৬; ৩/২/১৭; ৩/৪/১৩;
৩/৫/৮; ৩/৬/১৯; ৫/৩/৭

নিষ্ঠা — ১/১/৮; ১/৫/১৭, ৪৩; ১/১২/৩; ১/১৩/১৩;
২/১/৮, ২৩; ২/২/১০; ২/৩/১; ২/৪/৯, ১১;
২/৭/৪, ১৮; ২/৮/১১, ১৩; ২/৯/১০;
২/১০/১৪; ২/১৪/৮; ২/১৯/২৪; ৪/৮/১৩;
৫/২/৪; ৫/৫/১৬; ৭/১/২০; ৭/৩/১, ২, ২৪;
৭/৫/১০; ৭/১১/৩৫; ৮/২/২০; ৮/৩/৩৭;
৮/৪/৪, ৬, ১৭; ৮/৯/৭; ৮/১৩/৩২; ৮/১৪/৯;
৯/১/১৩, ১৮; ৯/৩/৪, ১৯

নিযন — ৬/১৩/২

নিয়ন — ২/৭/৪

নির্ঘ — ৭/১১/৯, ১১, ১৭

নিপাত — ৬/১৪/১৪

নিরসন — ১/৩/৩৮

নিরুদ্র — ২/১৪/৩৫

নিরিত্ত — ৩/৮/২০, ২১

নির্যহা — ৫/৩/১৫; ৬/১০/২৫

নিরুদ্র — ৬/৬/৪

নিরুদ্র — ৬/৬/৬

নিবিদ্ — ৪/১/১৪; ৫/৯/১২, ১৬, ১৯; ৫/১৪/২২;
৫/১৫/২২; ৫/১৮/৭; ৬/২/৩; ৬/৩/১৯;
৬/৬/১৭, ১৮; ৬/৯/৬; ৭/১১/২৯; ৮/৬/১৫;
৮/৮/১; ৮/৯/৪; ৯/১/১৮; ১০/১০/৭, ১১

নিবিদধান — ৭/৭/৮; ৮/৭/২৬; ৯/৩/২২; ১০/৫/২৩

নিবিদধানীয় — ৫/১০/২০

নিবেধ, বর্জন — ১/২/২৫-২৮; ১/৪/৫, ৬; ১/৫/৪;
১/১০/১; ২/১/১৫, ১৬; ২/২/১৮; ২/৫/২০;
২/৬/২০, ২১; ২/৯/২; ২/১৪/২৪-২৬;
২/১৫/৭; ২/১৬/২০, ২৮; ২/১৮/২৩;
২/১৯/৩, ১২-১৬, ৩৬; ২/২০/৩; ৩/১/২২,
২৩; ৩/৪/১৩; ৩/৫/৯; ৩/৬/৩০; ৩/১২/২২;
৪/২/৭, ১১; ৪/৩/৬; ৪/৭/৩; ৪/৮/৮, ৯;
৪/১২/৯; ৪/১৫/১১-১৩; ৫/৩/৫; ৫/৬/৫, ৬;
৫/৭/৯; ৫/৯/১৩, ১৪, ৩১; ৫/১০/৯;
৫/১২/৪; ৫/১৩/১০, ১৪; ৫/১৭/৪; ৬/৪/২,
১৪; ৬/৫/১৬; ৬/৬/৭; ৬/১৩/৫; ৬/১৪/১১;
৭/২/৭; ৭/৫/১৪; ৭/১১/৯, ৩৭; ৭/১২/২, ৩,
৮; ৮/১/১৬; ৮/৩/৬; ৮/৪/১৬; ৮/৭/২৪;
৮/১২/১৩; ৮/১৩/১৯, ২৫; ৮/১৪/১, ১১;
৯/১/১৫; ৯/১১/২, ১১; ১০/১০/১৫;
১১/৭/৮; ১২/১/৩; ১২/৪/১৬; ১২/৭/৯;
১২/৮/৩, ১৮-২০; ১২/১৩/৭

নিবেদ্য — ৫/১৫/১; ৬/৬/১৫; ৭/১/১৩; ৭/৩/২৩;
৭/৫/১৮; ৭/৭/৪; ৭/১১/৩১; ৭/১২/১৮, ২০,
২৩; ৮/১/২১; ৮/৫/৭; ৮/৬/১৮; ৮/৭/২৮,
৩০; ৮/১২/২৬; ৯/১/১৪; ৯/১০/৯;
১০/১০/৮

নিরুদ্র — ৪/৮/১৩, ১৭

নৃত্যগীতবাসিত — ১২/৮/১৬

নেতা — ৪/১/৭; ৫/৩/২১; ৫/৫/২০; ৫/১৯/৮;
৯/৪/২১; ১২/৯/৪

নৃত্য — ৭/১১/১, ৯, ১০

প

পক — ৪/৪/৫; ৯/৩/৬, ৭, ২৪, ২৭; ১১/৭/৬, ৮, ৯,
১৫, ২১; ১২/২/৩; ১২/৩/৫; ১২/৫/১৬;
১২/৬/১৮

পচ্ছ — ৫/১৪/১৫, ১৭; ৫/১৮/১৪; ৫/২০/৩; ৬/২/২;
৬/৫/৬, ১১, ১৬; ৮/১/১৯; ৮/২/৬, ১৭ ২৩;
৮/৪/১৩; ৮/১২/৩

পটল — ৪/৬/১২

পট্টী — ১/১২/৩৭; ২/৬/৭; ২/৭/১৩; ৩/১২/১১;
৪/৬/১০; ৬/১০/১০; ১০/৮/৯; ১২/৬/৬;
১২/৯/৬

পট্টীশালা — ৪/১০/১; ১২/৬/৬

পট্টীসংযাজ — ১/৪/৫; ১/৫/৩৯; ১/১০/৫; ৬/১৩/১;
৭/১/৫; ৮/১২/৩৬

পরিধানীয়া — ২/১৬/৮; ৫/১/১; ৫/৯/২৬; ৬/২/৫;
৬/৩/১৯; ৬/৫/১৯, ২০; ৭/১/১২; ৯/৬/২;
৯/৯/২১; ৯/১১/১৫-১৭, ২০

পরিধি — ১/১২/৩৬; ৩/১০/২৫; ৩/১৩/২০; ৬/১২/৫;
৯/২/৪; ৯/৭/৬

পরিব্যয়গীমা — ৫/৩/৬

পরিশিষ্ট — ৩/১১/৮; ৭/২/১০; ৭/৫/৮

পরিসমূহন — ২/৪/২২

পরিষ্করণ — ১/৮/২

পরোক — ১/৩/১৬

পরোকপৃষ্ঠ — ৮/৪/২৩

পর্বমি — ৩/১/২৬; ৩/২/৯

পর্বাস — ৫/৯/২; ৫/১০/১৫; ৬/৪/১, ২, ৭, ১৩; ৬/৬/১

পর্বাস — ৬/৪/৯, ১০, ১৪; ৭/১/১৫; ৭/২/১২, ১৩;
৭/৫/১৪

পর্বক — ২/৪/২১, ২৩, ২৬

পর্ব — ১/৭/১; ২/১/১২; ২/৪/২; ২/১৬/৩০; ৯/২/২;
৯/৩/৪, ৫

পলাশ — ৩/১০/২৪

পতকেতন — ৩/৬/২৮

পতপুত্রোভাশ — ৩/৪/১২; ৩/৯/৩; ৫/১৩/১১; ৬/১১/৬,
৭; ৯/২/৮, ২৩

পতাত — ১/৭/৪; ১/১০/৪; ১/১৩/৭; ২/২/১৫;
২/৪/১৫; ২/১৬/১; ২/১৭/২, ৯; ৩/১/৮;

৪/৪/২, ৫; ৪/৬/১; ৪/৮/২৭, ৩২; ৪/১০/১;
৪/১১/৩; ৫/৩/২২; ৫/৭/১০; ৫/৮/৭;
৫/১৩/৯; ৬/৫/৪; ৬/১০/১৪, ১৬; ৮/১৩/৩৮;
৮/১৪/১৩, ১৪

পানি — ১/১/২৩; ১/৩/২৯; ১/৭/৪; ১/১০/৯;
১/১২/৮; ২/৫/১০; ২/৬/১৫; ২/৯/১০;
৩/১/২০; ৩/১০/৬, ৮; ৩/১৪/১৬, ১৮;
৪/৫/১১; ৪/৮/১৭; ৫/৬/৯; ৬/১২/৭, ১১;
৮/১৩/২৫

পারিগ্রব — ১০/৬/১১

পারুজেশী — ৭/১২/১; ৮/১/১২, ১৯

পার্বী — ১/১/২৩; ৪/৪/২

পিত্তী — ২/১৩/৬; ৫/১৭/৬

পিত্তা — ২/১৫/১০; ২/১৯/১; ৪/৮/২; ৯/২/২১

পিশাচবিদ্যা — ১০/৭/৬

পূরুজাত — ১/৬/৭; ১/১১/৪; ১/১২/৩৭; ৩/১/৬;
৩/১২/২০; ৫/১২/১১; ৫/১৩/১১; ৫/১৯/৩;
৬/৫/৯; ৬/৬/৯, ১৪, ১৮; ৭/৩/৩, ২২;
৮/১/১; ৮/৪/১৩; ৮/৫/৫; ৮/৭/৩১; ৯/৩/২;
৯/৬/২; ৯/৯/১৯; ১০/৯/১২; ১২/৬/৭

পূরুগবিদ্যা — ১০/৭/৮

পূরীষপদা — ৭/১২/১৩, ১৬; ৮/২/২৭; ৮/১৪/১৬

পূরীষ্যচিতি — ৪/৮/২৫

পূরোভাশ — ৩/৪/৪; ৩/৫/৫, ১০; ৩/১০/২৭; ৩/১৪/১৩;
৫/৪/১, ৯; ৫/১৩/১৪; ৫/১৭/৫, ৬; ৬/৫/২৭;
৬/১১/৫, ৬; ৯/২/৬, ১৩, ২৭; ১২/৬/৯

পূরোরক — ৫/১০/৪, ৭

পুষ্টিমত — ২/১/৩১; ২/১৮/৯; ২/১৯/৪৫

পূর্ণপাত্র — ১/১১/৪, ৬, ৭; ৩/১৩/২১

পূর্ণাচিতি — ২/১/১৭; ৩/১৩/১৮

পূর্বগক — ৩/১০/১৯; ৮/১৪/৩

পূর্বপ — ১/১/৪; ২/১৯/৪২; ৫/৩/২৫; ৫/৭/১

পূষদালা — ৬/১০/৫

পৃষ্ঠ — ৫/১৫/২, ১০, ১১; ৬/১০/২৩; ৭/৩/৯; ৭/৫/২,
৩; ৭/১০/১১; ৭/১১/৩০; ৭/১২/১১;
৮/১/২০; ৮/৪/১৯, ২০; ৮/৫/১, ৬, ১১;
৮/৬/৮; ৮/৭/৩, ৫, ১১; ৮/১২/২২;
৮/১৩/৩৬; ৮/১৪/১৫; ৯/১/১২; ৯/৩/৮, ২৪;
৯/৮/১৪; ৯/১০/৬; ১০/২/৯, ২৪; ১০/৫/১৯;
১২/৭/৪, ৫

পৃষ্ঠা — ৫/৮/৬; ৭/৩/৪, ১২, ২১; ৭/৫/১, ৪; ৭/১০/১;
৮/৪/২২; ৮/৫/৬; ৮/৭/২৩; ৮/৮/১, ১৪;
৮/১৩/৩৬; ৯/১/৫; ১০/২/৪১; ১০/৩/২, ৪,
৬, ১২, ২১, ২৩, ২৫, ২৮, ৩৪, ৩৬; ১০/৪/৪,
৬; ১০/৯/১৯; ১১/২/৩, ৭, ৯; ১১/৬/১৫;
১১/৭/২, ৪, ১১; ১১/৩/৫; ১১/৫/৩, ৯;
১২/১/৩, ৬; ১২/২/৩-৫; ১২/৪/১৬

পোতা — ৪/১/৭; ৫/৩/২১; ৫/৫/২০; ৯/৪/২০;
১২/৩/৪

পৌর্ণমাস — ২/১৮/১৪; ৯/২/১৯

পৌর্ণমাসী — ১/৩/৯, ১৩; ১/৫/৪০; ২/১/২; ২/১৪/৩,
৭, ৯, ১৫; ২/১৬/২৬; ২/১৭/১; ২/২০/১;
৩/১০/১০; ৪/১/২৬; ৯/৩/২, ৩; ১২/৬/১৯

পুণ্ড্র — ৫/১০/৬, ১১; ৭/১/১০; ৭/৬/৩, ১১; ৭/১০/৬;
৭/১১/২৫; ৭/১২/৭; ৮/১/১৩; ৮/৯/৩;
৮/১০/২; ৮/১১/২; ১০/১০/৪

পুষ্টি — ৩/২/১৭; ৫/১/৭; ৯/১/১; ১১/১/৭;
১২/১৫/১৪

পুষ্টি — ১/২/২৭; ১/৬/৯; ২/১১/১৮; ২/১৯/৩০;
৩/৬/৬; ৪/২/১২; ৪/৮/৪; ৫/১/৬; ৬/৯/৭;
৭/৬/৮; ৭/১২/১২; ৮/৪/৮; ৯/৬/৬

পুণ্ড্র — ৫/১০/১৭, ২৪; ৫/১৪/৮, ১০, ২০; ৫/১৫/২,
৪, ৬, ১৩, ২০; ৫/১৬/২; ৫/২০/৬; ৬/১/২;
৬/৫/৯, ১৮, ২১; ৬/৭/৮; ৭/১/২২; ৭/৩/৪;
৭/৪/৬; ৭/১০/১১; ৭/১২/৮; ৮/২/২৪;
৮/৪/১৭, ১৯; ৮/৬/২২; ৯/৫/১২; ৯/১০/৪,
৮, ১১; ৯/১১/১১

পুণ্ড্র — ১/১২/৩০; ৪/২/১৩

পুণ্ড্র — ১/২/১৪, ৩০; ১/১০/১; ১/১২/১৫, ১৬;
২/১৫/১৩, ১৫; ২/১৬/৫; ২/১৭/৪, ৫;
২/১৯/৮; ৪/৭/৪; ৪/৮/৭, ২৭; ৪/১০/৪;
৫/১/১৩; ৫/৫/২; ৫/৭/৩; ৫/৯/১, ৬, ৭, ৯,
১০; ৭/১১/৩৬; ৮/১/১২; ৮/৩/৬, ১৯, ২০,
২৭

পুণ্ড্র — ১/১/৪

পুণ্ড্র — ৫/৯/৪, ১০; ৫/২০/৬; ৬/৩/১৫; ৭/১১/১৬,
২০, ৩৫; ৮/২/২৪; ৮/৩/৬, ১১, ১৮, ২০, ২২,
২৪, ২৬, ৩৩; ৮/৪/৩; ৯/৩/১১

পুণ্ড্র — ৬/৮/৩

পুণ্ড্র — ৩/২/১৯; ৩/১০/২

পুণ্ড্র — ২/১৯/৮

পুণ্ড্র — ৫/৯/২৩; ৫/১০/১৭; ৫/১৪/৫, ৮, ১০;
৫/১৮/৬; ৬/৫/৬, ২০; ৭/৬/৪, ১০, ১১;
৭/১০/১০; ৭/১১/১, ২৭; ৭/১২/৯; ৮/১/১৭,
২২; ৮/৬/২৪; ৮/৭/১৪; ১০/১০/৫, ৯

পুণ্ড্র — ২/১৭/১৭; ৪/১/৭; ৯/৪/১৫; ১২/৯/৪

পুণ্ড্র — ৪/১/৭; ৯/৪/১২; ১২/৯/২

পুণ্ড্র — ৫/১০/৩

পুণ্ড্র — ১/১১/৯; ২/৬/৪; ৮/১৪/১২

পুণ্ড্র — ১/৩/১৭; ২/৬/২০; ২/১৬/২৫

পুণ্ড্র — ৮/৪/২২

পুণ্ড্র — ২/১৯/২২

পুণ্ড্র — ৪/১/১৭

পুণ্ড্র — ৮/৪/১২

পুণ্ড্র — ২/৫/৪; ৬/১২/৮; ৮/১৪/১০, ১৪

পুণ্ড্র — ৩/৪/৪; ৩/৭/১

পুণ্ড্র — ১০/৫/১৬

পুণ্ড্র — ১/৭/১

পুণ্ড্র — ১/১/২৩; ৪/৪/২

পুণ্ড্র — ১/১/২; ২/১৫/৩; ২/১৮/৭

পুণ্ড্র — ১/৫/১; ১/১২/৩৬; ২/৮/৫; ২/১৬/১০;
২/১৯/১০, ১৩; ৩/২/১; ৪/৮/১২; ৬/১৩/৪;
১২/১০/১

পুণ্ড্র — ১২/১০/৫, ১৩; ১২/১৩/৭

পুণ্ড্র — ৪/৬/১; ৫/১৩/১

পুণ্ড্র — ২/৫/৮

পুণ্ড্র — ৩/১/১৭; ৫/৩/১২

পুণ্ড্র — ৩/১/২০; ৫/৫/২০; ৫/১০/১৪; ৫/১১/১

পুণ্ড্র — ১/১/২২

পুণ্ড্র — ৪/৫/১১

পুণ্ড্র — ৪/১/৭; ৯/৪/১১; ১২/৯/২

পুণ্ড্র — ৫/৫/১৮, ২৩, ২৭; ৮/১/১

পুণ্ড্র — ২/১৬/১১; ২/১৯/১০; ৩/১৪/৪, ৬; ৪/১/৩;
৪/৭/২৩; ৪/১৩/১; ৫/৭/১১; ৫/১৪/১১;
৮/১/২৫, ২৬; ১১/১/১০

পুণ্ড্র — ১/১/৪; ২/৩/১৮; ২/৪/১৩; ২/৬/৪;
৫/১২/৩

পুণ্ড্র — ২/৬/২

পুণ্ড্র — ৩/১১/১০

প্রাচীনাবীজী — ২/৩/২১; ২/৬/১২, ১৪; ২/১৯/১৯
 প্রাণভক্ষ — ২/৭/৩; ২/১৬/২৩; ২/১৯/৩৪; ৩/৯/১০;
 ৬/১০/২২; ৬/১২/২, ১১

প্রাণরন্থাক — ১/১২/২০; ৪/১৩/১, ৬; ৪/১৫/৯;
 ৬/৫/৮; ৬/৯/১; ৭/১/৪; ৭/১১/১; ৮/৬/২
 প্রাণস্বকন — ৫/১/৪; ৫/২/১২; ৫/৪/২; ৫/৫/৫, ২৩;
 ৫/৯/২; ৫/১০/২, ১৫, ২৭; ৬/৭/২; ৬/৮/৯;
 ৭/১২/৪; ৮/১/১; ৯/২/৯, ১৩, ১৯, ২৭;
 ৯/১০/১

প্রাণেশ — ১/৩/২৩; ২/১৯/১২; ৪/৮/৩
 প্রাণবীজ — ৮/১৩/৩৪; ১১/১/২; ১১/২/১৫, ১৭;
 ১২/৩/২; ১২/৬/৩; ১২/৭/৭

প্রাণসীমা — ৪/১/২৭; ৪/৩/১; ৬/১৪/২, ৫

প্রাণিপ্রহরণ — ১/১৩/১, ৫

প্রোতালকার — ৬/১০/১

প্রেমিত — ১/১/২৭; ১/৫/৩; ১/৮/৬; ১/৯/১; ১/১০/১;
 ১/১১/১০; ২/১৭/২; ৩/১/৮; ৩/২/৪, ৯;
 ৩/৪/১; ৩/৬/১; ৪/৬/১; ৪/৭/৫; ৪/৮/২৫;
 ৪/১০/১; ৪/১৩/৬; ৫/৮/৪; (সম)- প্রেম-
 ২/১৬/২, ১৯; ২/১৭/১৩; ২/১৯/২২;
 ৩/১/২২, ২৪, ২৫; ৩/২/২-৫, ১০; ৩/৪/৩, ৮,
 ১১; ৩/৬/৩, ৯, ১৩, ১৯, ২৫; ৩/৭/১;
 ৩/৮/২৬; ৩/৯/৫; ৪/১/১৪; ৪/৭/২; ৫/৪/৫,
 ৭, ৯; ৫/৫/৩, ৬, ১৬; ৫/৮/২-৪; ৬/৫/২৫;
 ৬/১১/৪; ৬/১৪/১৩; ৮/১/৭; ৯/৭/১৯;
 ১০/৯/১৪

প্রাকপ্রসব — ১২/৬/৩০

বহি — ১/১/২৩; ১/৪/৮; ২/১৯/৩০; ৩/১৪/১৩;
 ৯/৭/৫

বহির্ববেদি — ১/১২/৪, (৩৬); ৪/৮/৩৫; ৬/১০/৮;
 ৮/১২/১৪; ১০/৮/৩; ১২/৮/১৮

বীতভূস — ৩/১০/২১; ৩/১১/২১

বুদ্ধিমত্ — ২/৮/৮

ব্রহ্মজল — ১/১২/১০, ৩০

ব্রহ্ম — ১/১/১৬; ১/৪/১; ১/১২/১, ৩৭; ১/১৩/৬, ৯
 (ভাণ); ২/১৬/২৪; ৩/৩/৭; ৩/৫/১; ৪/১/৭;
 ৪/৭/৭; ৪/৮/৩৫; ৪/১০/৮, ১৩; ৪/১৩/৩;
 ৫/২/৪, ১২; ৫/৩/২৩; ৫/৬/২৪; ৫/৭/১১;
 ৬/৯/১; ৯/৪/১৬; ৯/৯/১২; ১০/৮/১৩, ১৪;
 ১০/৯/১; ১০/১০/১৫; ১২/৬/৭; ১২/৯/৩

ব্রহ্মাসন — ৪/১০/১৩

ব্রহ্মোদ্য — ৮/১৩/১৩; ১০/৯/১

ব্রহ্মোদন — ১/৪/১

ব্রহ্মাণস্পত্য — ৫/১৪/৭; ৫/১৫/১০; ৭/৩/১, ৫

ব্রহ্মাণাহসী — ৪/১/৭; ৫/৩/২১; ৫/৫/২০; ৫/১০/১৪;
 ৬/৬/২; ৭/২/৩, ১৮; ৭/৪/৩; ৭/৫/১৫;
 ৭/৮/২; ৭/৯/৩; ৭/১১/৪১; ৮/৩/১; ৮/৪/১০;
 ৮/৬/১৯; ৮/৭/৮; ৯/৪/১৯; ৯/১১/৮; ১২/৯/৩

ভক্ত — ২/১/৪

ভক্ষ — ২/৯/১২; ২/১৬, ২১; ২/১৯/১৪, ৩৪; ৪/৭/১৫;
 ৫/৬/৫; ৬/১০/২২; ৮/১৩/২২, ২৩;
 ১২/৮/৩৮

ভক্ষণ — ২/১৯/১৪; ৫/৫/১১, ২৯; ৫/৬/২৫; ৮/১৩/২৩

ভক্ষজল — ৩/৯/৯; ৫/৬/২৩; ৫/১৩/৮; ৬/৩/২৩;
 ৭/৩/২৪

ভকিন্ — ২/৯/১২; ৫/১৩/৩; ৬/৩/২১; ৭/৩/২৫

ভগ্ন — ৩/১০/১৫, ১৬; ৩/১১/২০; ৩/১২/২৪, ২৭

ভূতেশ্বর — ৮/৩/৮

মদ্যী — ৪/৫/৯

মধ্যমিন — ৭/৫/১৯; ৭/৬/৬; ৭/৭/১, ৭; ৭/১০/৯;
 ৮/৫/৪, ৭; ৮/৭/২, ২৫; ৮/৮/১; ৯/২/৬;
 ৯/৫/৮; ৯/৭/২, ২১, ২৬, ২৮, ৩০-৩২, ৩৪,
 ৩৮; ৯/৮/৬, ১০, ১৬, ২১; ৯/৯/৭; ৯/১০/৩

মধ্যম — ১/৫/৩১; ৪/১/২৯; ৪/৮/৩২; ৪/১৫/১৮;
 ৫/১২/৮

মনোতা — ৩/১/২৬; ৩/৪/৬, ৭; ৩/৬/১; ৫/১৭/৫

ময় — ১/৫/২৯; ২/১৫/১২, ১৮; ৪/৮/২৮; ৪/১৩/৬;
 ৫/১/৩

মন্যুসূক্ত — ৯/৮/২২

মরুতীয় — ৫/৫/২৭; ৫/১৪/৩, ৫; ৬/৬/১৪; ৭/৩/১-
 ৩, ৬; ৭/৫/১৮, ২২; ৭/৬/৪; ৭/১০/১০;
 ৭/১১/২৭, ২৮; ৭/১২/৯, ১০, ১৯, ২২;
 ৮/১/১৭; ৮/৫/৮; ৮/৬/৭; ৮/৭/২৭, ২৯;
 ৮/১২/২১; ৯/৩/৯; ৯/৯/৮; ৯/১০/৯;
 ১০/১০/৫; (বিবিধ) ৫/১৪/২০, ২২; ৭/৩/২

মহানিবাসীজী — ৮/৬/৮

মহানাদী — ৭/১২/১১; ৮/২/২৭; ৮/১৪/২, ১৫

ମହାନାୟ — ୮/୫/୧

ମହାଶ୍ରୋତ — ୨/୧/୧୧; ୩/୧/୨୨

ମହାବ୍ରତ — ୮/୧୫/୧

ମହାବାଳକ୍ତି — ୧/୨/୧୬; ୮/୨/୨୨

ମହିମ୍ନ — ୫/୫/୨୧; ୧୦/୫/୧୨

ମାନ୍ୟ — ୫/୧୫/୧୫

ମାନ୍ୟାମ୍ନି — ୫/୨/୧୩; ୫/୫/୩; ୫/୫/୨୫; ୫/୧୦/୧୬,
୨୫, ୨୬; ୫/୧୨/୮, ୨୧; ୫/୧୫/୫, ୨୩;
୫/୧୧/୮, ୧୧; ୫/୮/୧୦; ୮/୧/୩; ୮/୫/୮;
୮/୫/୫; ୫/୧/୧୫; ୫/୨/୨୦; ୫/୫/୧୨, ୧୬;
୫/୧୧/୨

ମାନସ — ୮/୧୩/୩, ୨୩

ମାର୍ଜନ — ୧/୮/୨; ୧/୧୨/୧୮; ୨/୧୫/୧୫; ୩/୫/୫;
୫/୨/୧; ୫/୩/୫

ମାର୍ଜାଣୀୟ — ୫/୩/୧୧; ୫/୧୦/୨୨; ୫/୨/୨୧

ମୁଖ — ୧/୧/୫; ୧/୩/୩; ୧/୫/୧୫; ୨/୫/୧୮; ୩/୧୧/୩;
୩/୧୨/୨୦; ୫/୧/୫; ୫/୨/୫; ୫/୫/୨୧;
୫/୧୨/୧; ୮/୧୩/୨୫; ୮/୧୫/୧୦; ୧୧/୧/୧୧

ମୂର୍ଦ୍ଧବତ୍ — ୨/୧୦/୧୫

ମୃଗତୀର୍ଥ — ୫/୧୧/୨

ମେଘ — ୨/୫/୫, ୧୨, ୧୫

ମେଧୀ — ୫/୫/୫

ମୈତ୍ରାବରଣ — ୩/୨/୫, ୫; ୩/୩/୫; ୩/୫/୨; ୫/୧/୧;
୫/୧୧/୩; ୫/୧୨/୧; ୫/୨/୫, ୧୬; ୫/୩/୨୧;
୫/୩/୨୨; ୫/୫/୨; ୫/୧୧/୧୩; ୧/୨/୨, ୧୩,
୧୧; ୧/୫/୨, ୫, ୧୦; ୧/୫/୧୦, ୧୬; ୧/୧/୧୧;
୧/୫/୨; ୧/୧୧/୫୦; ୮/୨/୩; ୮/୫/୫, ୧୫;
୮/୧/୧; ୫/୫/୧୧; ୫/୧୧/୧; ୧୨/୫/୫

ସ

ସଞ୍ଜମାନ — ୧/୧/୧୫; ୧/୩/୧; ୧/୧୨/୩୧; ୧/୧୩/୧
(ଜାଗ); ୨/୧୬/୨୫; ୩/୩/୧; ୫/୮/୨୫; ୫/୩/୧;
୫/୫/୨୫; ୫/୧୨/୧୧; ୫/୧୦/୨୫; ୧୦/୮/୫;
୧୨/୫/୩

ସଞ୍ଜର୍ବେନ — ୧୦/୧/୨

ସଞ୍ଜପୁର — ୫/୧୧/୨

ସଞ୍ଜୋପବିତ — ୧/୧/୫, ୧୦; ୧/୧୨/୨; ୨/୫/୧୩

ସଞ୍ଜୋପବିତ — ୫/୫/୧୨; ୧/୧୨/୧୫, ୧୬; ୮/୩/୨୧

ସାଞ୍ଜା — ୧/୨/୨୫; ୧/୫/୫, ୧, ୫, ୨୩, ୩୫, ୫୫;
୧/୫/୧; ୧/୧୦/୧; ୨/୧/୧; ୨/୧୫/୨୦, ୨୨

୨୫; ୨/୧୫/୧୫; ୨/୧୫/୧୧; ୨/୧୮/୧୮;
୨/୧୫/୨୧; ୨/୨୦/୫; ୩/୫/୩; ୩/୫/୮, ୫;
୩/୧/୨, ୩; ୩/୧୩/୨୨; ୫/୧/୧୨; ୫/୮/୧୫;
୫/୫/୧୦; ୫/୫/୫, ୧୬; ୫/୫/୨୫, ୩୦;
୫/୧୦/୧୩, ୨୫, ୩୫; ୫/୧୫/୩୦; ୫/୧୫/୨୫;
୫/୧୫/୧; ୫/୧୮/୧୫; ୫/୧୫/୧; ୫/୨୦/୫;
୫/୧/୨; ୫/୩/୧୫; ୫/୫/୫-୧୨; ୫/୫/୨୫;
୫/୧/୫, ୧୨; ୫/୧୫/୫; ୮/୧୩/୧୧; ୫/୮/୩;
୫/୫/୨୨; ୫/୧୧/୧୫-୧୧, ୨୦, ୨୧; ୧୦/୫/୧୫

ସାଧୀ — ୫/୧୦/୧୫

ସୁଗନ୍ଧ — ୫/୧୩/୫

ସୁଗ — ୩/୧/୮; ୫/୩/୧୫; ୫/୧/୧୩, ୧୫; ୧୨/୫/୫

ସୋଞ୍ଜ — ୧/୧୧/୩, ୧

ସୋଗାମ୍ନି — ୧/୧/୧

ସୋନି — ୫/୧୫/୧୫; ୫/୫/୨୧; ୧/୩/୧୦, ୧୨; ୧/୫/୫-
୧; ୮/୫/୧୦, ୧୫; ୮/୧/୫, ୫, ୧୦; ୮/୧୨/୨୨;
୫/୫/୫; ୫/୧୧/୨

ସୋନିହାନ — ୫/୧୫/୧୧, ୧୮; ୧/୧୨/୧୫; ୮/୫/୨୧

ର

ରକ୍ତିବତ୍ — ୨/୧୦/୫

ରମାଣୀ — ୫/୫/୫; ୫/୧୩/୫

ରାଜା — ୧/୩/୩, ୫; ୨/୫/୫; ୫/୨/୨୦; ୫/୫/୧, ୫, ୫, ୧;
୫/୫/୫; ୫/୮/୨୦; ୫/୧୦/୫, ୫, ୧୧; ୫/୧/୨୧;
୫/୧୨/୩; ୫/୮/୧, ୫; ୫/୩/୫, ୧୩; ୫/୫/୨୫;
୧୦/୫/୧୧; ୧୨/୧୫/୧

ରାମିସର — ୧୧/୫/୧୫

ରେଖୀ — ୧/୫/୧୫-୧୫

ସ

ସନ୍ତାପନ — ୩/୫/୫

ସମା — ୩/୫/୧, ୫; ୩/୫/୧; ୫/୧୦/୧୫; ୫/୧୫/୧୦;
୧୦/୫/୧୨

ସମୀକ — ୩/୧୦/୨୫

ସଞ୍ଜକର୍ତ୍ତା — ୫/୩/୧୨; ୫/୮/୮; ୫/୫/୩୧

ସଞ୍ଜକାର — ୧/୫/୫, ୧୮, ୨୦, ୨୧; ୧/୧୨/୫, ୨୨;
୨/୧୫/୧୩, ୧୫; ୨/୧୫/୧୩; ୨/୧୫/୩, ୨୩, ୩୧;
୫/୫/୧; ୫/୫/୫, ୨୫; ୫/୫/୨୫; ୮/୧୩/୧୮,
୧୬

ସଞ୍ଜକର୍ତ୍ତା — ୫/୧୨/୧୦; ୧୨/୫/୧୩

ସଞ୍ଜକାର — ୩/୫/୫

বসোখালা — ৪/৮/৩৭
 বাগ্‌যমন — ১/৫/৪৫; ১/১২/১৭, ২৭
 বাগ্‌বিসর্গ — ২/১৭/১৩; ৮/১৩/৩২
 বাহু — ৮/১৩/৩০, ৩১
 বাজিন — ২/১৬/১৬, ১৮; ২/১৭/১৭; ২/১৮/২৩;
 ২/২০/৩; ৬/১৪/২০, ২১
 বার্ম — ১/৫/৪০; ২/১৮/২০
 বালবিলা — ৮/২/৪; ৮/৪/৮
 বিকল্প — (১/১/২৫); ১/৩/৪, ১১, ১৬, ৩০; ১/৫/১২,
 ৫৩; ১/৬/৩; ১/৭/৬, ৯; ১/৮/৭; ১/১০/১১;
 ১/১১/৬; ১/১২/৩, ৫, ১৬, ৩২; ১/১৩/১২;
 ২/১/২, ৩২, ৩৮, ৩৯; ২/২/১, ১২, ১৭; ২/৩/৫,
 ১৮, ২১; ২/৪/৪, ৬, ১০, ১৭; ২/৬/১৩; ২/৭/৬,
 ১৫-১৭; ২/৮/৪; ২/৯/৫; ২/১০/১৮, ২০;
 ২/১১/১৬, ১৭; ২/১৩/১০; ২/১৪/৩, ৬, ১৭,
 ২৩, ২৮, ৩১, ৩৩; ২/১৫/১২; ২/১৬/১৬, ১৮,
 ৩১; ২/১৭/১৯; ২/১৮/১৬, ২৪; ২/১৯/১৭,
 ২৫; ২/২০/২, ৪, ৭; ৩/১/২-৫, ১১, ১৫, ২২;
 ৩/২/৭, ১০, ১৪; ৩/৬/২৭; ৩/৮/২২; ৩/৯/২;
 ৩/১০/১০, ২৪, ২৭; ৩/১১/৩, ৯; ৩/১২/২৭,
 ৩৩; ৩/১৩/১২, ২২; ৩/১৪/১৩, ২২; ৪/১/২১;
 ৪/২/৪, ৬, ১৯; ৪/৪/৮; ৪/৭/৬; ৪/৮/২০, ২৮;
 ৪/১০/৭, ১১; ৪/১১/৫; ৫/১/৬; ৫/৬/১৭, ১৮,
 ২২; ৫/৯/৯; ৫/১৩/৭, ১১; ৫/১৫/১৯, ২৩
 ৬/৫/৯, ১০, ১৫, ২১, ২২; ৬/৬/৪, ১১, ১৭;
 ৬/৭/৫, ১২; ৬/৮/১, ৩, ৬, ৭; ৬/৯/১;
 ৬/১০/২২, ২৫, ২৬, ২৭; ৬/১১/১২; ৬/১২/৮;
 ৬/১৩/১৬; ৭/১/১৭, ১৮; ৭/২/৭, ১৫-১৭;
 ৭/৩/৯; ৭/৪/১৬; ৭/৫/১২, ১৩; ৭/১০/৮;
 ৭/১১/১৭, ২২, ২৪; ৭/১২/৪, ১৫; ৮/১/১৬;
 ৮/২/৯; ৮/৩/১৫; ৮/৪/১৮; ৮/৫/৫, ৭, ১৩;
 ৮/৬/৫; ৮/৭/২৭; ৮/১২/১৬, ১৯; ৮/১৩/৩৫;
 ৮/১৪/৯; ৯/১/৫; ৯/৩/৬; ৯/৫/১৪, ১৫, ১৮,
 ১৯; ৯/৬/৪; ৯/৭/৭, ২০, ২৩, ২৪, ২৭;
 ৯/৯/৩, ১২, ২৫; ৯/১০/৫; ৯/১১/৬, ৯, ১৯;
 ১০/২/৩, ২৬; ১০/৩/২; ১০/৪/২, ৪;
 ১০/৫/২, ৪, ৬, ১৩; ১০/৮/৪, ৮; ১০/১০/১৪;
 ১১/২/৮; ১১/৭/১৮, ২০, ২১; ১২/৪/৫, ১৭;
 ১২/৬/৩৫, ৩৭; ১২/৭/২-৪, ৬-৮, ১২;
 ১২/৮/৯, ১৪, ২২, ৩৩, ৩৬-৩৮; ১২/১০/১২,
 ১৩; ১২/১২/৫, ৯; ১২/১৩/৬; ১২/১৪/১৮;
 ১২/১৫/১২

বিগ্রহ — ৮/১/১১; ৮/৩/৮, ১২;
 বিচার — ১/৫/৪২
 বিচারি — ৯/৭/২৩
 বিজান — ১/১/১
 বিষ্ণুতি — ১১/৫/৫
 বিজ্ঞমোহ — ১/২/১৩
 বিজ্ঞমোহ — ৫/২/৬
 বিমত — ২/১১/১০, ৩/১৩/১০; ৬/৬/১১
 বিরাজ — ২/১/৩৬, ৪০; ২/৯/১৩; ২/১৪/১৮; ২/১৬/৯;
 ২/১৮/১০; ২/১৯/৪৫; ৪/২/১; ৭/১১/৩৪,
 ৩৮; ৮/৮/৬; ৯/৮/২৪; ১০/৬/৪; ১১/৪/১৭
 বিবাস — ৪/১৩/১
 বিশাল — ১১/৩/১৫
 বিষয়িতা — ১০/৭/৫
 বিসংহিত — ৫/৩/২৯; ৫/১৯/৮; ৬/৫/২
 বিহার — ১/১/৪, ১১; ২/৫/১৫; ৩/১/২৩, ৩/১০/১০;
 ১২/৬/৭
 বিহৃত — ৬/৩/১, ১৩
 বৃষত — ১/৫/৪৪; ২/১/২৫; ২/১৮/৪
 বৃষকপি — ৮/৩/৪; ৮/৪/২, ১০
 বেস — ১/১০/২; ১/১১/১, ২, ৪, ৮; ৩/৬/২৭;
 ৪/১২/৮; (মজ্জ, গ্রহ) ১০/৭/১-১০
 বেদি — ১/৩/২৩; ১/১২/৪; ২/৩/১১; ২/৪/১৬;
 ২/১৭/২, ৯; ৩/১/৮, ২৪; ৩/২/১০; ৪/৮/৩৫;
 ৪/১০/৮; ৫/১১/৪; ৯/৭/১১; ১০/৮/৩;
 ১২/৮/১৮
 বেসিপ্রোশি — ১/১/২৩; ৫/১১/১; ৬/১০/২২
 বৈকর্ত — ১২/৯/৭
 বৈতানিক — ১/১/২
 বৈজ্ঞানিক — ২/১/৪১; ২/১১/৫; ২/১৪/১৮; ১০/৬/৮;
 ১২/৬/৩২
 বৈশ্বসেব — ৫/১৮/৩, ৬-৮, ১৩; ৬/৯/৬; ৭/৪/১৪;
 ৭/৫/২৩; ৭/৬/১০; ৭/৭/২, ৫, ৯, ১২;
 ৮/১/২২, ২৮; ৮/৭/৩১; ৮/৮/৪, ৮, ১২;
 ৮/৯/৬; ৮/১০/৩; ৮/১১/৪; ৯/৫/৯;
 ৯/১০/২, ১৩; ১০/১০/৯; (যিহি) ৬/৬/১৬;
 ৮/৭/৩১; ৮/৮/৭; ৯/২/৫; ১২/৪/৭

ব্যঞ্জন — ৮/১২/১৬
 ব্যাভিচার — ২/৩/৬
 ব্যতিমর্শ — ৮/২/৯, ১৩, ২৩
 ব্যাভ্যাস — ৯/৮/১৯
 ব্যাধায় — ৩/১০/১৪
 ব্যাবৃষ্টি — ১/১/১১
 ব্যাবিত — ২/৪/২৫
 ব্যাট — ৮/৮/১; ৮/১২/৩২; ১০/৩/২; ১০/৫/৪;
 ১০/৯/১৯; ১১/১/৬; ১২/১/৫
 ব্রতদৃষ্ — ১২/৮/২৫

শ

শকল — ৬/১২/৩
 শনৈস্তর — ৪/১/২৫; ৫/১/১, ২
 শম্যাপরাস — ৩/১০/৯
 শম্যাপ্রাস — ১২/৬/৩
 শম্যাব্যাস — ৫/৫/২৭; ৫/৯/৩০
 শব্দব্যাক — ১/৫/৩০; ১/১০/১, ১১; ২/১৬/১৬;
 ২/১৯/২; ৪/৩/৫; ৬/১১/৩, ৮
 শাসিত — ৪/১২/৫; ৫/৩/১৬
 শালাক — ৫/১৯/৭
 শালামুখী — ৪/১০/১, ৮
 শিরঃ — ৫/১২/৭; ৫/২০/৬; ৮/১৪/১০; ১২/৯/৯
 শির — ৮/২/২; ৮/৪/৬, ৮; ৯/১০/১১; ৯/১১/২
 শৌনশেপ — ৯/৩/৯, ১৩
 শরণ — ৩/৫/৫
 শ্রমীহবী — ৭/১১/৩২
 শ্রমসূত্যা — ৬/১১/১৬; ১২/৪/১১; ১২/৯/৯

শ

বভহস্তোত্র — ৭/২/২, ১৩; ৭/৪/১৩

শ

সকৃৎ-আজিহ — ২/৬/৪, ১০
 সব্যবিসর্জন — ৭/১/৬
 সঙ্গ — ৩/১২/২
 সঙ্কর — ৪/২/১৩; ৫/৩/২৯; ৫/১৯/৮; ৬/৫/২;
 ৬/১৪/১০
 সঙ্গ — ৪/১০/১; ৪/১১/৩; ৫/৩/১৮, ২১; ৫/৭/১, ১০;
 ৫/১১/৪; ৬/৮/২; ৬/১০/৩১; ৬/১৪/৮;
 ৮/১৩/৩; ১০/৮/১৫; ১২/৪/১৩; ১২/৬/৫

সদস্য — ১২/৯/৪
 সঙ্গত — ১০/৬/৬
 সঙ্কত — ১/২/৯, ১১; ২/১৭/৬
 সঙ্কান — ৫/১৪/১৮; ৫/২০/৫; ৭/১২/১৬
 সঙ্ক্যকর — ১/৫/১০
 সঙ্গরতঃ — ১/৩/১০
 সমবস্ত্রহোম — ৩/৪/১৩
 সমাপ্রায় — ১/১/১; ৫/৯/১৭; ৬/৫/৮
 সমাবাপ — ৪/১/১০
 সমাস — ৫/১৪/১৬; ৮/৪/১৩
 সমিধ — ১/১৩/১০; ২/৩/১৫, ১৬, ২৫; ২/৪/৮, ১০,
 ১৮, ২৬ (আধান); ২/৫/১০-১২; ৩/৬/৩০, ৩৪;
 ৩/১১/২২
 সমুদ — ৮/৭/৩২; ১০/৩/২, ৩০; ১০/৫/৪; ১২/১/৭
 সম্পাত — ৭/৫/২০; ৮/৪/১৫, ১৭, ১৮; ৯/২/৭;
 ৯/১০/৪
 সঙ্কর — ৮/১৪/২১
 সম্মিত — ১/১/২৩; ১/৭/৬; ২/৩/১৫
 সর্গ — ৫/২/৪; ৫/১২/২৬
 সর্বত্র — ১/১/১৯, ২৫; ১/৩/৩৪; ১/৫/৬; ১/১২/১৩;
 ২/১/২৩; ২/৩/১৯; ২/৯/১২; ২/১৫/৭, ১৩;
 ২/১৬/৮; ৫/৬/২, ২৩, ৩০; ৫/৯/২;
 ৫/১০/২৩; ৫/১৩/২৩; ৫/১৪/১০, ২২;
 ৫/১৬/১; ৫/১৮/১৩; ৭/১/১৬; ৭/৫/৬;
 ৮/২/১৫; ৮/৮/১১; ৯/২/৭
 সর্বপৃষ্ঠ — ৪/১২/১; ৭/২/১১; ৮/৪/১৯
 সর্বপ্রায়শ্চিত্ত — ১/১১/৯; ১/১৩/১১
 সর্বহোম — ৭/২/১১; ৮/৪/১৮; ৯/৩/২৬; ১০/১/৫;
 ১০/৩/১৮; ১০/১০/১৪; ১১/২/৩; ১১/৪/৫;
 ১১/৫/৭; ১১/৬/২, ৭, ৯
 সর্বনমাস — ১১/৭/২০; ১২/৫/১৬
 সর্বনী — ৫/৩/১; ৬/১১/৬, ৭; ৮/৬/৪; ১০/২/৩৮;
 ১২/৭/১; ১২/৮/২৪
 সবিতৃকল্প — ১১/৫/১২
 সব্যাবৃ — ২/৭/২; ২/১৯/৪২; ৩/৩/৭; ৫/৩/১৬;
 ৫/১৭/৭; ৬/১২/৬
 সহস্রাব্য — ১২/৫/২৯
 সমোপ — ১/৩/৩২; ৩/১/১৭

সংযোজ্য — ২/১/২২, ২৮, ৩৫; ২/৮/১৫; ২/১০/৫, ৯,
১২; ২/১১/৩; ২/১৩/৮; ২/১৮/১০, ২২;
২/১৯/৩৩; ৪/৩/৪; ৪/৫/৬; ৬/৫/২৭;
৬/১৪/৬; ৯/৯/১১; ১০/৬/৪, ৭

সংবত্সরসম্মিত — ১১/৩/৬; ১১/৬/১৩

সংশয় — ১/৩/৫; ৮/১২/১৪; ১০/৫/১৯; ১২/৪/১৯

সংসব — ৬/৬/১১

সংজ্ঞাবন — ১/২/২৪; ৬/১০/১২

সংস্থা — ৬/৭/১০; ৬/১১/১; ৮/৪/২০; ৮/১৩/৩৬, ৩৭;
৯/১/১২; ১০/৫/১০, ১৯; ১২/৩/৮

সংস্থাজ্ঞাপন — ১/১১/১৩, ১৪; ১/১৩/১৪; ৩/৬/৩৫;
৬/১৩/২০, ২১

সামিতিভ্য — (স + অমি - চিত্য) — ৩/৪/১২; ৪/১/২২;
৪/২/৪; ৪/৮/৩৪; ৪/১০/১২

সাম্রাট্য — ৩/১০/২৪; ৩/১১/২১; ৩/১৩/১৬; ১২/৬/১৭

সামগ্রীগণ — ৫/১৫/২১; ৭/৩/১৫; ৮/৫/৩; ৮/৬/১৩;
৮/৭/১০

সামসূক্ত — ৮/৪/১৯; ৮/৭/১২; ৯/১০/১২

সামিধেনী — ১/২/২, ৭, ৩০; ২/১/২৯; ২/১৬/১;
২/১৯/৭; ৪/৮/৬, ১৫; ৮/৬/৩

সূকীর্তি — ৮/৩/২; ৮/৪/১০

সূর্যপাণ্য — ৪/১/৭; ৯/৪/১৩; ১২/৯/৯

সূক্ত — ১/১/১৮; ১/১২/২৮; ২/৫/৫; ২/১৩/১০;
২/১৬/৪; ২/১৯/৪২; ৩/১/২৬; ৩/৮/১;
৪/১৩/৭; ৪/১৪/৪; ৪/১৫/৩; ৫/১০/২০;
৫/১২/১১; ৫/১৮/৭, ১০, ১১; ৬/৪/১১;
৬/৬/১৪, ১৬, ১৮; ৬/৯/১; ৭/১/৮, ১৩, ২২;
৭/২/১৫; ৭/৩/৩, ২২; ৭/৫/১৫; ৭/৮/৪;
৭/৯/৩, ৪; ৭/১১/২৯; ৭/১২/১৯; ৮/১/২৩;
৮/২/৬, ১৫, ২৩; ৮/৪/৯; ৮/৫/৭; ৮/৭/১২,
৩১; ৮/৮/৭, ১০; ৮/৯/৪, ৭; ৮/১২/৩২;
৯/১/১৫, ১৭; ৯/৫/৫; ১০/৭/১; ১০/১০/৭,
১১

সূক্তমুখীয়া — ৯/৩/২৩; ৯/৫/২, ৭, ২২; ৯/৭/৪০;
৯/৮/৪

সূক্তবাক — ১/৯/১; ২/১৬/১৬; ২/১৯/১১, ১৬;
৩/৪/১১; ৩/৬/১৯; ৪/২/৮; ৫/৩/১১;
৬/১১/৪

সোমভিরেক — ৬/৭/১

সোমধবহন — ৪/১/২৭; ৪/৯/২

সৌমিকী — ১/৫/৩৯; ২/১৫/৪

সৌর্য — ৬/৫/১৭

স্টোকসূক্ত — ৮/১২/৫

স্টোত্রিয় — ৫/১০/১৭, ২৩, ৩২, ৩৫; ৫/১৪/১০;
৫/১৫/২, ১৩; ৫/১৬/১; ৫/২০/৬; ৬/২/২;
৬/৩/১, ২, ১৪, ১৯; ৬/৪/২; ৬/৫/৯; ৬/৬/৫,
৮; ৬/৭/২, ৮, ১১; ৬/১০/১৮; ৭/২/২, ৫, ৭;
৭/৩/১২; ৭/৪/২, ৫, ৬, ১৩; ৭/৭/১৬;
৭/১০/১১; ৭/১১/৩০; ৭/১২/১১; ৮/১/২০;
৮/২/৩; ৮/৩/১; ৮/৪/১; ৮/৫/১২, ১৫;
৮/৬/৯, ২৬; ৮/৭/১০, ১৫; ৮/১২/৩৪;
৮/১৩/৩৬; ৯/৫/১১; ৯/৬/৪, ৫; ৯/৭/২২;
৯/৯/১৫, ১৮; ৯/১১/৪, ১৮, ২২

স্থান — ১/১/২৪; ১/১২/৫; ২/১৬/১; ২/১৭/৫;
৬/৬/১৮; ১১/১/৮; ১১/৬/৯

স্থানিনী — ৩/১৩/২৩, ২৫

স্থানে — ১/৩/১০; ২/১/২৪; ২/১৭/১৫; ২/১৮/২৪;
২/১৯/৯, ১১; ২/২০/৪; ৩/৪/৯, ১০;
৩/৮/২৬; ৩/১০/২৭; ৩/১৩/১৮; ৪/২/৮;
৫/৪/৭; ৬/৮/১২; ৬/১৪/১৯; ৭/১/৮;
৭/২/১৪; ৭/৫/৫, ১৪, ২০; ৮/৪/১৭; ৮/৫/২;
৮/৬/২৫; ৮/১২/২, ৫-৮, ২০, ২৭; ৯/১/১৭;
৯/২/২, ৫, ১২, ১৬, ১৭, ২৬; ৯/৫/৫;
১০/২/৪০; ১০/১০/৫, ৯; ১১/১/৮; ১১/২/১৭;
১১/৬/৭; ১২/১/৪, ৫; ১২/৩/৪; ১২/৫/৪

স্থালী — ১/১১/৯; ২/৩/১০, ১৫; ২/৬/৪, ৫, ১০;
৮/১৪/৩

স্থালীগক — ২/৬/১০; ৮/১৪/৩, ৫

স্থ্য — ১/৪/১৪; ২/৬/৪, ৯

স্থূ — ১/৪/১০; ২/৩/৯, ১০, ১৫, ২০; ২/৪/১২

স্থূ-আদাপন — ১/৪/৪; ৩/৪/২

স্থব — ১/১১/৯; ১/১২/৩৬; ২/৩/৫, ১২; ২/৬/৪

স্থভ্যগ্র — ৫/২০/২

স্থাধ্যায় — ৮/১২/১৪; ৮/১৪/২২; ১০/৮/৭

স্থিষ্টকৃত — ১/৫/৩১; ২/১/২২, ২৪; ৩/৪/১১; ৩/৫/৬,
১০; ৩/৬/১১; ৩/১৪/৬; ৪/৮/১১; ৫/৪/৮;
৬/৫/২৭; ৬/১৩/১০

হবিঃ — ১/১/৪; ১/৩/১২; ১/৫/৩১; ২/৮/১৩, ১৪;
২/১১/৬; ২/১৪/৬; ২/১৫/৯; ২/১৭/১৫;
২/১৮/২৪; ২/১৯/১৯; ২/২০/৪; ৩/২/২০;
৩/৪/৪, ১৩; ৩/৬/২; ৩/১০/১০, ২০, ২১;
৩/১৩/১৯, ২২; ৩/১৪/১; ৫/৭/১১; ৫/১৭/৭;
৬/১৩/৮; ৬/১৪/৩; ৮/১৩/৩৭; ৯/২/৯, ২৭

হবির্ধান — ৪/৯/১, ৩; ৪/১০/১১; ৪/১১/৩; ৪/১৩/৪;
৫/১২/৩; ৬/৮/২; ৮/১৩/২৮; ১২/৪/১৩;
১২/৬/৫

হারিষোজ্ঞ — ৫/৩/৮; ৫/৫/২৭; ৬/১১/৮

হিরণ্যকশিপু — ৯/৩/৯, ১০; ১০/৬/১১

হৃদয় — ১/১/২৩; ৫/৬/২৭

হৃদয়শূল — ৩/৬/২৮; ৪/১২/৯; ৬/১৩/২০

হোতা — ১/১/৪, ১৪, ২৪; ১/৪/৩, ৬; ১/১১/১, ১৫;
১/১২/২, ২৫, ৩৭; ১/১৩/১২; ২/১৮/১৮;
৩/১/২২; ৩/২/৪, ৫, ১১; ৪/১/৭; ৪/৭/১০;
৪/৮/২৫; ৪/১০/৯; ৪/১১/৩; ৪/১২/৬;

৫/২/৮; ৫/৩/২১; ৫/৫/১৮, ৩৪; ৫/৬/২৪;
৫/৭/৪; ৫/৮/৫; ৫/১০/১৮; ৫/১১/১;
৫/১৮/৩; ৬/৪/১, ২, ৮; ৬/৫/৩; ৬/৬/২, ৭;
৬/১০/১৪, ১৮; ৬/১৪/১২; ৭/১/২০; ৭/৬/৮;
৮/৩/৪; ৮/৪/১৩, ২৭; ৮/১৩/৩৩, ৩৫;
৯/১/১৪; ৯/২/৭; ৯/৪/১৮; ৯/৭/১৯;
৯/৯/৫; ৯/১১/২৪; ১০/৮/১১, ১২; ১০/৯/২;
১০/১০/১৫; ১২/৯/৩, ৯

হোতৃবন্দন — ১/৩/৩৫, ৩৬; ৩/১/২৪

হোত্রক — ১/২/২৯; ৫/৬/১৮; ৫/১০/১৪; ৫/১৫/১৩;
৫/১৬/১; ৬/১/১; ৬/৪/১; ৭/১/১৫, ২১;
৭/৪/১; ৭/৫/৮; ৮/২/১; ৮/৬/২১; ৮/৭/৫;
৯/৫/১১; ৯/১০/৪, ১১; ১০/১০/১৬

হোম — ১/১১/১১; ১/১২/৬; ১/১৩/১৩; ২/২/৭-৯;
২/৩/১, ১৯; ২/৪/২৬; ২/৫/১৭, ১৮;
৩/৪/১৩; ৩/১১/১৫, ১৭, ১৮; ৩/১২/১, ৩০;
৪/১০/১৪

হৌতিন — ৮/২/২১

হৌত্রামর্শ — ৮/১৩/৩৫

পরিশিষ্ট — ৪

সূত্রস্থ বিশেষ ক্রিয়াপদের তালিকা

√ অঙ্ — ১/৭/১; ৪/৬/৫; ১১/৬/৩
 অতি-ইয়াত্ (= অতীয়াত্) — ৩/১০/১০
 অতি-ক্রম্ — ২/৫/১; ৩/১০/১৪; ৪/৭/৪
 অতি-নী — ৩/১২/৩
 অতিপ্রণীয় — ২/৭/১৯; ২/১৯/১
 অতি-ব্রজ্ — ২/৩/১১; ৩/১/২২; ৪/১০/১, ৫, ৮, ১১;
 ৪/১১/৩
 অতিশয়া — ৬/৭/৩
 অতি-সৃজ্ — ১/১২/১২, ১৩; ২/৩/৯-১১; ৫/২/১১;
 ৫/১১/১
 অতিহরেত্ — ৬/৬/১৮
 অত্যাবণেত্ — ৪/১৫/১১
 অধিবৃদ্ধিঃ — ৯/৫/১৭
 অধিশ্রীত — ৩/১৪/২০
 অধি-ই (= অধী) — ২/১৯/৪৩; ৯/৯/১৩; ৯/১১/২১;
 ১২/৯/১১
 অধি-প্রি — ২/২/১৬, ১৮; ১২/৮/৩৭
 অনধিগচ্ছন্ — ২/১৪/২৯
 অনভিহিঙ্কৃত্য — ২/১৬/১; ৩/১/১০; ৪/৭/৩; ৫/১/১;
 ৫/৯/১
 অনবানন্তঃ — ৮/১/১
 অনবেক্ষমাণঃ — ২/১/১৬; ২/৫/৫; ৩/৬/৩০
 অনগ্নন্ — ৩/১২/১১
 অনাবাহ্য — ২/১৬/১৬; ৩/১৩/২৩
 অনাকৃত্য — ২/১৯/৩৬
 অনিরস্য — ৪/৭/৪; ৫/১/২১
 অনিষ্টা — ৫/১৩/১০
 অনীক্ষমাণাঃ — ৫/৩/২০
 অনু-ক্রম্য — ১/৬/৮
 অনু-গম্ — ৩/১০/১৭; ৩/১২/৮, ২৩
 অনুজ্ঞস্য — ২/১৭/৫
 অনুজানীয়াত্ — ১/১৩/১০

অনু-ক্র — ১/৫/২৮; ১/৯/৫; ৬/১০/১৮; ৮/১৩/১২
 অনু-নির্-বণেয়ঃ — ৬/১৪/১৫
 অনু-প্র-কম্প্য — ২/৩/২০
 অনু-প্র-পদ্ — ৪/১০/৬; ৫/১/১৯; ৫/১৯/৮
 অনু-প্র-সর্গয়েয়ঃ — ৯/৩/১৯
 অনু-প্র-হা — ১/১২/৩৮; ২/৬/১৪; ২/১৯/৩৪; ৩/৬/২৫
 অনু-প্রাণ্যাত্ — ৫/২/১
 অনু-প্রেশুঃ — ১০/২/৩
 অনু-ব্রু (আহ) — ১/২/২, ৯, ২০; ২/১৬/১; ২/১৭/৪,
 ১২; ৩/২/৯; ৩/৪/১; ৩/৬/১; ৪/৪/২;
 ৪/৮/২৫; ৪/১০/১; ৪/১৩/৬; ৫/১/১;
 ৫/৫/১৭; ৫/৭/২, ৭; ৫/১৩/৫; ৮/১৪/১৬
 অনু-মস্ত্র — ১/৩/২৫; ১/৫/২০; ২/৩/২৪; ২/৭/১;
 ২/১৬/১৯; ৩/৬/২৮; ৫/২/১, ২, ৮;
 ৫/১৩/২০
 অনু-মৃজেত্ — ৬/৯/২
 অনু-মৃজ্য — ৮/১৪/১
 অনু-লিম্পস্তি — ৬/১০/৩
 অনু-বক্ষ্যামাণে — ৮/১৪/১২
 অনু-বর্তয়েত — ৫/৩/১১
 অনু-ববট্করোতি — ৮/১৩/১৯
 অনু-বীক্ষমাণ — ২/৫/১৯
 অনু-ব্রজ্ — ২/১৭/৭, ১২; ৪/৪/৩; ৪/৭/৪; ৪/৮/২৯;
 ৪/১০/২; ১২/৬/৩
 অনু-শংসেত্ — ৪/৮/৩১
 অনু-সংব্রজেত্ — ৪/৪/৬
 অনুচ্য — ২/১১/১৫; ২/১৩/৯; ৮/১৪/১৭
 অনুত্-তিষ্ঠেত্ — ৪/৭/৪
 অনুত্-ধায় — ৪/১০/৯
 অন্তর্-ইয়াত্ — ৩/১০/১০
 অন্তর্-ধায় — ১/৮/২
 অবাচামেত্ — ১/১৩/৩
 অবাধাতয়েত্ — ৪/১১/৫; ৯/২/৮, ১৩, ২৩, ২৭
 অবা-রজ্ — ১/৩/২৯; ৮/১৩/২৪

অবলগারন — ১/১৩/১১
 অবা-বর্ত্ত — ৫/১/১৭
 অবা-হাত্য — ৩/১২/২৬
 অণ-গূৰ্ব — ৯/৭/৮
 অণ-গূৰ্ব — ১২/৮/২৩
 অণ-ব্রজতি — ৮/১৩/১১
 অ-গণ্য — ৫/৩/২০; ৫/১৩/৫
 অণা-কূৰ্ব — ১২/৬/১৭
 অণি-বা — ৫/৫/৯, ১১; ৫/৬/১০
 অপোচ্ছাদ্য — ৫/৫/৯, ৫/৬/১০
 অপোচ্ছাদ্য — ২/২/১৫
 অ-শ্রুণ — ৬/১০/১৮; ১০/৮/৬
 অ-শ্রাণ — ২/৭/২
 অতি-ক্রম — ১/৩/২৯; ২/৫/১০; ৪/৪/৫
 অতি-ঘর্ষ — ২/৬/১০
 অতি-চরন — ২/১১/৭; ৯/৭/৩৫; ৯/৮/২৩; ১০/৩/৩৭
 অতি-ভুৎসাত — ২/৩/১৬
 অতি-নি-মথ্যাত — ১/১২/৩৬
 অতি-নিঃ-সগতি — ৫/১১/১
 অতি-পরি-হ — ৪/১২/১০
 অতি-পরি-বৃত্ত — ২/৭/২
 অতি-সহ — ১/৩/৩৫; ৩/১০/৩২; ৩/১১/১, ৬;
 ৩/১৪/১৩
 অতি-মূল — ১/১১/৫; ২/৩/১৫; ২/৯/১০; ৩/১১/৭;
 ৩/১৩/১৯; ৪/১৩/৮; ৫/২/৩; ৫/৩/১৮;
 ৫/৬/২৭; ৫/১১/৮; ৫/১৩/২১; ৬/১২/১১
 অতি-মেধতি — ১০/৮/১১
 অতি-বি-হ — ৫/১৩/৯
 অতি-ব্যুৎসেহ — ৬/৬/১
 অতি-শব্দরহস্য — ৬/১০/২৪
 অতি-মুগ্ধ — ৬/৮/৮
 অতি-সম-আ-বর্ত্তি — ২/১৩/৪১
 অতি-সম-ইচ্ছাশাস্ত্র — ৮/১৪/৭, ১০, ১৩, ১৪
 অতি-সং-গূৰ্ব — ১/৭/৬
 অতি-স্ত — ৪/৬/১; ৫/১২/৭
 অতি-সং-নমেহ — ৯/৭/২৪
 অতি-বিকৃত্য — ২/১৬/১; ৪/৮/২৭, ৩২

অতি-হ — ১/১২/৩৯; ২/৩/১৬
 অভ্যঙ্গীকরণ — ১১/৬/৩
 অভ্যাপন্যাত — ৫/২/২
 অভ্যব-হরেষু — ৩/১০/২৩; ৩/১৪/১০
 অভ্যাসিত্য — ৫/১৫/৬
 অভ্যাস-ইয়াৎ — ৩/১২/১৮, ৩৩; ১২/৮/২০
 অভ্যাস্যেহ — ৮/১২/১২; ৯/৯/২৫
 অভ্যা (অতি-আ)-বা — ২/৫/১২; ৩/৬/৩৪; ৬/১২/৩
 অভ্যা-শ্রাবয়েষু — ১২/৮/১৮
 অভ্যাক্য — ২/৬/১০
 অভ্যাক্ষরন — ৬/১৩/১৬
 অভ্যাস-ইয়াৎ — ৩/১২/৩৩; ৯/১/১৮; ১২/৮/২০
 অমা-কূৰ্বারন — ৬/১০/৭
 অর্চয়েত — ২/৬/১৬
 অব-কৃষ্য — ১/২/১; ৮/২/২৯; ১২/১৩/২
 অব-স্তা — ১/১৩/৯; ৫/৬/২; ৬/১২/৫; ১০/৮/৪
 অব-জিহ্বা — ৬/১০/৬
 অব-জলয়েত — ২/৩/৩
 অব-সাপরীত — ১/৭/৪; ১/১০/৯
 অব-বা — ৫/১২/১৬; ৬/৩/১১; ৬/৯/১; ৬/১২/১১;
 ৬/১৩/১২
 অব-নী — ২/৩/২২; ৩/১২/১৩; ৫/৬/৩
 অব-মৃত্য — ২/৩/২০
 অব-সম-ভস্মাশ্রয় — ১১/২/২৪
 অব-সম — ২/৫/৭
 অব-স্তা — ৩/১/২৪
 অব-সুমেহ — ৫/৬/৬
 অব-স্তীৰ্ঘ — ২/৬/১০
 অব-হা — ১/১/৪; ১/১১/৯; ২/১৬/১; ২/১৭/৯;
 ৩/১২/২৪; ৪/৪/২, ৫; ৪/৭/৪; ৪/৮/২৭;
 ৪/১১/৪; ৫/১/১৬; ৫/১২/৩; ১০/৮/৩
 অব-স্যা — ১/২/১১, ২১, ৩০; ১/৩/৬; ১/৪/১১;
 ১/৯/১; ২/১৭/৫; ৪/৬/২; ৫/৯/১০, ১১;
 ৫/১০/৮; ৫/১৪/১৩, ১৮; ৫/১৫/৬; ৬/৪/২;
 ৮/১/১৯; ৮/২/১২, ১৭
 অব-হন্যাত — ২/৬/৭
 অব-বি-মূল — ১/১১/৮
 অবোহ (অব-ইচ্ছ) — ১/১৩/৮; ২/৩/১৭; ২/৫/৫;
 ৪/৭/৪; ৫/১৩/৪; ৬/১২/১, ৪

ଅ-ବାନୀକମାଳା — ୧/୭/୨୦

ଅ-ବାବରତ — ୭/୭/୨୪

ଅ-ବୀରାହ — ୨/୭/୨

ଅ-ବ — ୧/୭/୧; ୨/୧/୭୪, ୫୦; ୭/୭/୫; ୮/୧/୧;
୮/୧/୨/୧୧; ୮/୧/୫/୫; ୭/୧/୨୦; ୭/୭/୭;
୭/୧/୧୭, ୨୨; ୧୦/୨/୭; ୧୦/୧/୨୦; ୧୦/୧/୧-
୧୦; ୧୧/୧/୨୧, ୨୩; ୧୨/୧/୭; ୧୨/୨/୧, ୭;
୧୨/୭/୧୭; ୧୨/୧/୧୨; ୧୨/୮/୭୦; ୧୨/୭/୮;
୧୨/୧୦/୧, ୨

ଅ-ସନ୍-ତବନ୍ — ୧/୭/୧; ୮/୭/୧୭

ଅ-ସ-ମରତ — ୧/୭/୧୦; ୨/୧୫/୮

ଅ-ସ-ମ-ମରତ — ୭/୭/୭୦

ଅ-ମ-ମରତ — ୫/୫/୨

ଅ-ମ-ମରତ — ୭/୭/୭୦; ୧/୧/୭

ଅ-ସ-ମ — ୮/୧୫/୧୦

ଅ-ସ-ମ — ୨/୭/୨; ୭/୧୦/୧

ଆ

ଆ-କା-କା-କା — ୫/୧/୧୧

ଆ-କା-କା — ୧/୧/୨୦

ଆ-କା — ୭/୭/୧୭; ୧୦/୭/୧୭; ୧୨/୮/୨୨

ଆ-କା — ୧/୧/୨୪, ୭୧

ଆ-କା — ୧୦/୮/୭

ଆ-କା — ୭/୭/୭, ୧୦; ୧୦/୭/୧୧; ୧୦/୧/୮, ୭, ୧୧

ଆ-କା — ୧/୧/୫; ୧/୧/୭/୭, ୨/୭/୧୧; ୨/୧/୧; ୨/୭/୧୧;
୧/୭/୭, ୧୧; ୭/୧/୭; ୭/୧/୭/୧୭, ୧୧

ଆ-କା — ୧/୧୨/୭୨; ୨/୭/୧୧; ୫/୧୭/୧; ୭/୧/୨

ଆ-କା — ୧/୧୨/୭

ଆ-କା — ୨/୭/୫

ଆ-କା — ୧୨/୮/୨୧

ଆ-କା — ୧/୫/୧୦, ୧୫; ୧/୧/୧; ୧/୧୧/୭; ୨/୨/୧୧;
୨/୭/୧୧; ୫/୧/୫; ୧/୭/୭; ୧/୧/୧୦; ୧/୧୨/୧୨

ଆ-କା — ୧/୭/୭, ୧୭; ୧/୭/୭; ୧/୭/୧; ୨/୧୧/୫;
୨/୧୫/୭୨

ଆ-କା — ୨/୧/୧୨, ୧୫; ୨/୭/୧୧, ୧୭; ୨/୫/୮, ୧୦, ୧୮

ଆ-କା — ୨/୨/୧; ୭/୧୫/୧୫; ୧/୭/୭; ୧୦/୮/୭

ଆ-କା — ୧୦/୭/୨୨; ୧୦/୧/୧୧; ୧୦/୭/୧; ୧୧/୨/୧୭;
୧୧/୫/୭; ୧୧/୭/୧୦

ଆ-କା — ୧/୧/୫୫; ୨/୧/୮

ଆ-କା — ୫/୧/୮; ୧/୧୨/୧୧; ୭/୧୨/୨; ୮/୧୭/୧୫

ଆ-କା (୧୫) — ୭/୭/୧, ୨; ୭/୧୭/୧୧

ଆ-କା — ୧/୧/୫୧; ୨/୮/୧; ୭/୮/୧

ଆ-କା — ୨/୧୭/୨, ୧; ୨/୧୧/୭; ୭/୧/୮, ୭; ୭/୭/୮;
୫/୫/୫; ୫/୫/୫; ୫/୧୦/୭, ୧

ଆ-କା — ୨/୭/୧; ୭/୭/୧୨

ଆ-କା — ୧/୧୧/୨; ୧/୧୭/୫; ୨/୭/୧୧; ୧/୧/୭;
୧୦/୨/୭୭; ୧୨/୧/୧, ୭, ୧୦

ଆ-କା — ୨/୧/୨୭; ୨/୧୭/୫, ୧୧; ୭/୭/୧୧; ୫/୭/୭;
୫/୧/୨୭; ୧/୨/୧୦, ୧୭; ୧/୭/୧; ୧/୫/୧୭;
୧/୧/୧୦; ୧/୮/୫, ୧/୧୧/୭୭; ୧/୧୨/୧, ୨;
୮/୧/୨୧; ୭/୭/୨; ୧୦/୮/୮

ଆ-କା — ୧/୭/୭, ୨୨; ୨/୧୭/୭; ୭/୧୭/୨୭; ୫/୮/୧,
୮; ୧/୭/୧୦

ଆ-କା — ୨/୫/୧; ୨/୧/୨; ୨/୧୭/୭୭; ୭/୭/୧, ୧;
୭/୫/୧; ୫/୧/୨୧; ୫/୧୧/୧୧; ୧/୭/୫;
୭/୭/୧୨; ୧୧/୧/୨୧; ୧୨/୭/୧୨, ୨୦;
୧୨/୧୦/୧

ଆ-କା — ୫/୨/୧୦

ଆ-କା — ୧/୭/୨୧; ୧/୫/୧୭; ୫/୧୧/୧୭; ୭/୧/୮

ଆ-କା — ୧/୧୨/୧, ୧୧; ୭/୧/୧; ୫/୧/୭; ୫/୮/୭୧;
୮/୧୫/୧୧

ଆ-କା — ୨/୭/୧୦; ୨/୭/୧୦; ୧/୧/୨୧; ୭/୧୦/୨୧;
୧୨/୫/୧

ଆ-କା (ନିକ୍) — ୧/୮/୨; ୫/୧/୫; ୧/୧୨/୨୦

(ଅବ)ଆ-କା-କା-କା — ୧୦/୮/୭

ଆ-କା — ୧/୧/୨; ୧/୧୦/୧; ୧/୧୭/୫; ୭/୧୧/୧୭;
୮/୧୫/୧, ୧୦

ଆ-କା — ୧/୧୭/୧; ୨/୧/୧୭; ୫/୧/୫; ୧/୧/୧;
୮/୨/୨୭; ୮/୧୭/୨୨

ଆ-କା — ୫/୧/୨; ୫/୭/୧, ୨୧; ୧/୧୦/୨, ୧; ୮/୨/୧୭;
୮/୧୭/୫, ୭୧; ୭/୭/୫; ୭/୭/୨୦; ୧୦/୭/୧୭

ଆ-କା — ୧/୧୧/୮; ୧/୧/୭୧; ୧/୧୭/୧୭; ୧୦/୧/୧୭;
୧୧/୭/୫

ଆ-କା — ୨/୭/୧୭; ୨/୧୭/୨୧; ୧/୧୭/୭; ୭/୧୨/୧;
୧୦/୧/୧୭; ୧୧/୫/୧୭; ୧୧/୧/୭

ଆ-କା — ୧/୧/୨୭; ୧/୧୭/୧; ୨/୭/୨୧; ୨/୧/୭, ୧୦, ୧୫,
୧୭; ୭/୭/୭୦; ୫/୭/୧୦; ୧/୧୧/୫; ୮/୧୫/୧୧

ଆ-କା — ୧/୧/୨୭; ୧/୧୭/୧; ୨/୭/୨୧; ୨/୧/୭, ୧୦, ୧୫,
୧୭; ୭/୭/୭୦; ୫/୭/୧୦; ୧/୧୧/୫; ୮/୧୫/୧୧

ଆ-କା (୧୫) — ୧୦/୭/୨୨; ୧୧/୨/୧୨

উষ্ণ — ১/২/২১; ১/৫/২০; ১/৬/৬; ২/৩/২৫;
২/৩/১০; ৩/২/১০; ৪/৬/২; ৪/৭/১৫;
৫/১/১৬; ৫/৬/২, ১৫; ৬/৪/২; ৭/১/১২;
৮/১/৭; ৮/২/১৭;

উত্থ-সুজ্যেত — ৫/৬/৩

উত্থ-সুশা — ৪/১৫/১৮, ১৯

উত্থ-হা — ১/৩/২৭, ২৮; ৩/১১/২; ৪/৭/৪; ১২/৬/৩৮

উদ্-অব-সায় — ৬/৮/১৪

উদ্-আ-হা — ৫/৬/৩; ৭/১১/৬, ১৪; ৮/৩/১০

উদ্-উষ্ণ — ১/১১/৬

উদ্-উপা — ৪/৪/২

উদ্-এতা — ৬/১৩/১৯; ১২/৬/৩২

উদ্-গ্রন্থা — ১০/৮/৯

উদ্-ধৃ (উত্থ-জ) — ২/২/১-৩; ৩/১২/২৭; ৪/১৩/৭;
৫/৪/৬; ৫/১২/১৬; ৫/১৬/১; ৬/৪/১০;
৬/৫/১৪; ৬/৬/১৭; ৬/১০/২০; ৭/১/২২;
৭/৫/৮, ৯; ৮/১/২৩; ৮/৮/১২; ১১/৬/৯;
১১/৭/২০; ১২/১/৬; ১২/৬/৮

উদ্-বহা — ৫/৭/২

উদ্-বাসয়েত — ২/৩/৮

উন্ (< উত্থ)-নী — ২/৩/১২, ১৪; ৩/১১/১৩; ৫/৫/১৭;
৫/৭/৭; ৫/১৩/১৭; ৬/১৩/১৭, ১৮

উন্-মুচ্য — ৮/১৪/১৭

উপ-জায়তে — ১১/৪/১২

উপ-শিতি — ১০/৭/১-১০

উপ-ধা — ১/৭/৪; ২/৫/১১; ৬/৩/১২; ১০/৫/৬

উপ-ধৃ — ৯/১১/১

উপ-নমেত — ১২/৮/২১

উপ-নয়েত — ২/৬/১৪

উপ-নহা — ১২/৪/৫

উপ-নি-গত — ১০/৮/১০

উপ-যতি — ৬/১১/২; ৬/১৩/২; ১১/৭/২, ১১; ১২/৪/২৩

উপ-রমেত — ৪/১০/৪; ৫/১/১৩

উপ-সক্য — ১/১২/৩২

উপ-বর্তেত — ১০/৮/৪

উপ-বি-শৃঙ্খ — ১২/৮/৩১

উপ-বিপ্ — ১/৩/২৩, ৩৭; ১/৪/৮; ১/১০/৪; ১/১২/৮,
৯; ২/২/১৫; ২/৩/১১; ২/৫/১৫; ২/১৭/২,

১১; ২/১৯/১৭; ৩/১/৮; ৩/১২/২০; ৪/৬/১;
৪/৭/৪; ৪/৮/৭, ৩২; ৪/১০/১, ৮, ১১;
৪/১১/৩; ৪/১৩/৬; ৫/১/২১; ৫/২/৭;
৫/৩/৬, ২২, ২৫; ৫/৭/১, ১০; ৫/৮/৭;
৫/১৩/৯; ৫/১৯/৮; ৬/৫/৪; ৮/১৪/১৩, ১৪

উপ-ব্রতয়েন্ন — ১২/৮/৩৭

উপ-সন্-ভন — ১/৬/৬; ১/৯/১; ২/১৬/৫; ৪/১৫/১৮;
৫/৭/৩; ৫/৯/(১৪), ১৫, (১৮); ৬/৫/৭, ১২;
৭/১২/১৩

উপ-সম্-অস্ — ৭/৩/১৯; ৮/৮/১১

উপ-সম্-আ-ধায় — ২/৬/৪, ১২

উপ-সর্পেত — ৪/৮/৩৭

উপ-সং-গৃহ্য — ৮/১৪/১৪

উপ-সংশস্য — ৮/৮/১; ৮/১২/২৪; ১০/১০/৭

উপ-সাদ্য — ২/৩/১৫; ৩/১২/৫

উপ-হা — ১/১১/১৩; ১/১৩/১৪; ২/৫/১, ৪, ৮, ১১,
২১; ২/৭/৭; ২/১৩/১০; ২/১৯/৩৫; ৩/৬/৩৩;
৩/১০/১৭; ৩/১২/২৫; ৫/৩/১৩, ১৯; ৫/৭/১০;
৫/১১/৪; ৬/১৩/২১; ৮/১৪/৬

উপ-সুজ্যেত — ৬/৩/১৬

উপ-স্পৃশ — ১/৪/৮; ২/৩/১৬, ২৩; ৩/৬/২৯; ৪/৪/৭;
৫/১৮/১৪; ৫/২০/৬; ৬/৫/৩; ৮/১৪/২০

উপ-হয়েত — ২/১/৪

উপ-বহু — ১/৭/৬, ৮; ১/১০/১০; ৩/৬/১২; ৫/৬/১৩;
৫/৭/৬

উপাসীত — ৩/১২/১১

উপাস্যেয় — ৫/১৭/৬

উপ-স্মৃ (উপ-ই) — ২/১৬/২৬, ২৯; ৬/৭/১০; ১০/৫/১০,
১৩; ১১/৬/৪; ১২/৫/৫; ১২/৬/১৩, ১৮, ১৯, ৩১

উপোত্থ-হা — ১/১০/৪; ২/৩/২৭; ৩/১৩/২৩

উপোদ্-গৃহ (< গৃহ) — ৩/১১/৩

উপোদ্-যজ্ — ৫/৬/১২, ১৪

উপোন্নয়ান — ৩/৬/২৮

উপ-লিমেত — ২/৬/৯

১

উহ — ৩/২/১১; ৫/৪/১২

এতি — ৫/৫/৩১

এলহুজ — ১০/৫/১৩

ওণা — ৫/১২/১১

কব্বন্ — ২/৩/৮

কাঙ্ক — ২/৩/২৭; ৫/১/৭; ৫/৭/৪; ৫/২০/৭

ক — ১/২/১১; ১/৩/২৩; ১/৭/৪, ৬; ১/১১/৪;
২/৩/২১; ২/৬/৭, ১০; ২/৯/১০; ৩/৬/৩০;
৪/১১/৩; ৪/১২/৮; ৫/১১/৪; ৫/১২/১৪;
৫/১৭/৫; ৬/৩/৭, ১৩; ৬/৫/৪; ৬/৮/২;
৬/৯/১; ৬/১০/১, ৫; ৬/১১/৬; ৬/১৪/৫, ১০-
১২; ৭/২/১৪; ৮/১/১; ৮/১৩/২৫, ৩৫;
৯/৬/১; ১০/৫/২১; ১০/৭/৭; ১১/৭/১১, ২০;
১২/৪/৮, ৯; ১২/৬/৩

কীণতি — ৪/৪/১; ১২/৪/৩

গ

গন্ (> গজ) — ২/৭/১৭; ৬/১০/২৪, ৩০; ১১/১/২০

গৈ — ৫/৫/২৮; ৮/১৩/৩৪; ৯/৯/১২

গৃহীয়া — ১/১১/৮; ১/১৩/৯; ৫/৬/১; ৫/১৯/৪;
৬/১২/৪; ৮/১৩/২২

গৃহীয়াত্ — ১/১০/৩; ৪/১২/৮; ৫/৫/৮

চ

চন্ — ১/৫/১; ১/৮/১; ২/১৯/১৯, ৪৪; ৩/৫/৬, ৭;
৩/৬/২, ৯, ১২; ৩/১০/২৬; ৪/৬/১; ৪/১১/১;
৫/৩/১; ৫/৪/১; ৫/৫/১; ৫/৮/১; ৫/১৩/১,
১১; ৫/১৪/১; ৫/১৭/২; ৫/১৮/১; ৬/৫/২৩,
২৭; ৬/১৩/১, ৩; ৬/১৪/১, ১০; ৮/১৪/১;
৯/৩/৫, ১৭; ১০/৮/১৫; ১০/৯/১২

চেলরেজ — ২/১১/২০; ২/১৮/১৮

ছ

ছিন্ — ৯/৭/৯

জ

জন্ — ১/১/১৬, ২৭; ১/২/৩, ৫, ৬; ১/৪/৮, ১১;
১/৫/৪৯; ১/১২/৯, ১৩, ২৮; ১/১৩/১০;

২/২/১১; ২/৫/৫; ২/১৯/৪১; ৩/৩/৫;
৩/১১/৭, ১৬; ৩/১২/৫; ৪/৮/৩৫; ৫/২/১২,
১৬; ৫/৩/২১, ২২; ৫/৫/৩৪; ৫/৯/১, ২৭;
৫/১০/১২; ৫/১৩/৯, ১৬; ৫/১৪/২৯; ৫/১৫/২৪;
৫/১৮/১৫; ৫/২০/৮; ৬/২/৬; ৬/১৩/১৮;
৮/১৩/২৬; ৯/৯/১৩; ১২/৮/২১

জানীরন্ — ১১/৬/৪

জাপয়েজ — ৯/৯/৮

জাপয়েজ — ২/৫/২০

জলতঃ — ২/৫/১০; ৩/১২/১১

ঝ

তনয়ঃ — ২/১/১৮

দ

দহ — ৬/১০/৮, ২৫, ৩১

দা — ১/১/১৫; ২/৭/৬; ৩/১/২০; ৩/১৩/২১, ২২;
৩/১৪/৮, ৯; ৬/৮/১৫; ৯/৩/১৪; ১০/১০/১৫;
১২/৬/৩৩; ১২/৯/৬, ৮

দীক্ষ — ৪/১/৯; ৬/১০/২৬; ১০/৭/১২; ১২/৬/২, ১৬;
১২/৮/২৩

দুহ — ৩/১১/৩, ৭; ৫/১২/১৯

দৃশ্যমানোজ — ৮/১৩/২৬

দ্রবন্ — ৯/৭/১০

ধ

ধা — ৬/৬/১৭, ১৮; ৬/৯/৬; ৮/৮/১; ৮/৯/৪;
১০/১০/১১

ধু — ৫/১৩/১৬; ১০/৮/৯

ধু — ১/১/২৩; ২/২/১; ৩/১২/২৩

ধ্যা (< য়ো) — ২/৩/১৯; ৫/১৪/২৭; ৫/১৮/৪

ণ

নিখায় — ৬/১০/২৫

নিগমেজ — ১০/৭/১-৬

নিগমরেজ — ২/১৯/১০

নিদর্শনবিদ্যায় — ৫/৮/২১

নিধা — ১/১/২৩; ১/১১/৪, ৭, ৯; ১/১৩/২৬, ৯; ২/২/৪;
২/৩/৮; ২/৪/১৬; ২/৬/৬; ৩/২/১০; ৩/৫/২;
৩/১২/২৭; ৩/১৪/১৩; ৪/৫/১১; ৫/৬/১৩;
৫/৭/৮

নির্ভা — ৮/৩/৮-৯

নির্ভীকসেত — ৯/১১/১

প্রত্যাহ — ৫/৫/৩৩; ৮/১৩/২১; ১০/৩/৩, ৫, ৭, ৯, ১১
 প্রত্যা-স্বত — ১/৭/৬
 প্রভেজ — ১/৪/২; ২/৫/৪, ৯, ১৫, ২১; ২/১৯/৪৪;
 ৬/১০/১১; ৬/১২/৬
 প্রভোয়াহ — ২/৭/১০; ৪/১০/১৫
 প্র-না — ১/১০/২; ১/১১/১; ২/৪/১৭; ৩/১/২০;
 ৩/১১/৪; ৪/১০/১১; ৪/১১/৩; ৫/১২/৬;
 ৫/১৯/৬
 প্র-নী — ১/১২/২৭; ২/২/৩, ৬; ২/৬/২; ৩/১০/১৭;
 ৩/১২/৮, ১৮, ২৫, ২৬, ৪/১০/১, ৯
 প্র-নু — ২/১৪/৩২; ৪/৬/২; ৬/৩/৬; ৬/৪/৩, ৪; ৭/১/১২;
 ৮/১/১৯; ৮/২/১২, ১৭; ৮/৮/১১; ১০/৮/৬
 প্র-পদ — ১/১/৪, ২৩; ২/৫/১৯; ৩/১/২০; ৪/৪/৬;
 ৪/১০/১, ৬, ৮, ১৫; ৪/১১/৩; ৪/১৩/১, ৬;
 ৫/৭/১; ৫/১২/১, ৩; ৬/১০/২১
 প্র-ব — ৮/১৪/১; ১২/৯/৯
 প্র-সীমিত — ৩/১০/১৯
 প্র-সুখতি — ৯/৩/১২
 প্র-বভেদন — ৪/১২/৫
 প্র-সুখতি — ৯/৩/৩
 প্র-বোধ্যমান — ২/১৫/১
 প্র-বাক্যত্ব — ৪/৪/২
 প্র-বস — ২/৫/১, ২১
 প্র-বাহন — ২/৭/৯
 প্র-ব — ১/৩/১, ২৬; ৪/১/১৮; ১২/১৫/৮
 প্র-বৃ — ৪/৯/১; ৭/১/১১
 প্র-ব্রহ্ম — ২/৫/৫
 প্র-নিবোধ — ১২/৯/৫
 প্র-সীমিত — ৬/১০/১৪
 প্র-সংখ্যায় — ৯/১/৯; ৯/৩/১৯
 প্র-সুখ — ১২/৪/৮
 প্র-সুখান — ২/১৮/১৩
 প্র-সু — ১/৪/৩; ৫/৩/২১; ৫/৭/১০; ৮/১৩/৩;
 ১০/৮/১৫
 প্র-সুখ — ১২/৬/৭
 প্র-পা — ৪/১০/১১; ৪/১৩/৪; ৫/৩/১৮; ৫/৭/১১;
 ৫/১৩/২৪; ৫/১৭/৭; ৮/১৩/২৯; ১২/৬/৩০

প্রাণ (প্র-জা) — ১/৭/৯; ১/১০/১০; ১/১৩/২; ২/৭/১৩,
 ১৬, ১৭; ২/৯/১১; ৫/৬/১৫; ৫/৭/১০-১২;
 ৫/১৩/২৪, ২৫; ৫/১৭/৭; ৬/৫/৩, ৪; ৬/১২/১২
 প্রাণিভাষ্য — ১/৪/১
 প্রাহ — ৬/১১/১৬
 প্রেযতি — ৩/২/৪; ৩/৬/১৭
 প্রেযোহ — ৮/১/৭
 প্রোথ — ৬/১৩/১৪
 প্রোপূর্ব — ৬/১০/৬
 প্রোথ — ২/৫/১৬
 প্রাব(প্র-ব্র) — ১/৩/৬; ১/৪/১৪; ১/৫/৮

প্র

প্র — ৩/১/২৪; ৩/২/১০; ৪/৬/২; ৪/৮/৩০; ৫/১/১৫;
 ৫/৬/১৫; ৬/১১/৬; ৮/১৪/১৫; ১২/১২/২, ৭;
 ১২/১৩/২

প্র

প্র — ২/৪/৫, ১২; ২/৭/৩; ২/১৬/২৩; ২/১৯/৩৪;
 ৪/৭/১৮; ৫/৬/২, ১৫, ২৪, ২৬, ২৭; ৫/৭/৮;
 ৫/৮/৮; ৫/৯/২৯; ৫/১৪/৩; ৫/১৯/৮;
 ৬/৩/২০; ৬/১০/২২; ৬/১২/২, ১১; ৬/১৪/২১;
 ৭/৩/২৩; ৯/৩/১৮; ৯/৭/৪১

প্রাহ — ১১/৬/৪

প্র — ১/৫/২; ৫/৬/৩১; ৫/৭/১১; ৫/১৫/৪; ৬/১০/২৩;
 ৭/১২/১২; ৮/৬/১২; ১০/১/৫; ১০/৩/১৭;
 ১০/৫/১, ২, ১৩; ১০/৮/১; ১১/১/১; ১১/৬/৮;
 ১২/৪/২, ৪, ১৩; ১২/৯/৫; ১২/১০/১

প্রোথ — ৩/১৪/১

প্র

প্র — ৬/৮/৮; ৭/১১/২৪; ৯/৫/১; ১২/৮/৩৩
 প্র — ২/২/১; ৩/১০/৮; ৩/১২/২৩-২৫; ৬/১৪/২৩
 প্র — ১/৮/১; ১/১৩/৬; ৩/৫/১; ৩/৯/৪; ৫/৩/১৩;
 ৫/১২/১৮; ৫/১৪/২৭
 প্র — ১/৫/৩, ৪৭; ১/৬/৮; ১/৮/৬; ১/১০/৪, ৬;
 ১/১১/১০; ২/১/২, ১৫; ২/৮/৫; ২/৯/৩, ৪;
 ২/১১/৪, ৭, ১৫; ২/১৩/৯; ২/১৪/৭, ৩২;
 ২/১৬/২৬; ২/২০/৬; ৩/২/৫; ৩/৬/১৭;
 ৩/১০/১০; ৩/১৩/২৫; ৩/১৪/২; ৪/১/১, ৮;

৪/৭/৫; ৪/৮/৩০; ৫/৪/৭; ৫/৫/১৮; ৫/৭/৭;
 ৫/৮/৪; ৫/১৩/৬; ৫/১৯/৭; ৬/২/৬; ৬/৭/৪;
 ৬/৮/১৪; ৬/১০/২৫; ৬/১৪/২৩; ৮/১/১, ৮;
 ৯/৩/২, ১৭; ৯/৫/১, ৪, ১৭; ৯/৭/১, ৪, ২০,
 ২৫, ৩৯; ৯/৮/১, ২৩; ৯/৯/৪, ২৮; ৯/১১/১;
 ১০/৩/৩২; ১০/৫/১৩; ১০/৬/১, ২; ১২/৪/৬, ২৩

যতি — ১২/৯/১০

যম্ — ৮/১৩/২৪; ৮/১৪/৭

■

রবালে — ২/১৮/১৫

রাবরতি — ২/১৮/১৭

রিফতে — ১/৫/১৩

রোহেৎ — ৮/২/১৬; ৮/৪/১৪; ৮/৬/১৭; ৯/৯/২০

রোক্যড: — ১১/৩/১৩

■

লীলেত — ১২/৮/২২

লুপ্যতে — ১/৫/১৫; ৪/৮/১১

■

বক্যাম: — ১/১/১; ৩/৮/২৫; ৯/২/২; ১০/৫/১৬;
 ১০/১০/১; ১১/১/১; ১১/২/২৩; ১১/৩/১২,
 ২৫; ১১/৪/১৩; ১২/৯/১

বর্স্যড: — ১১/৫/২

ক্ — ২/১৮/১৭; ১০/৯/১; ১২/৪/৯

বর্জ — ২/১৪/২৬; ২/১৬/২৮; ৬/৪/২; ১২/১/৩;
 ১২/৮/৩

বর্ডয়েয়: — ১২/৮/৩৯

বর্ডতে — ৬/১১/৭

ববর্কুর্বাৎ — ৯/৭/৯

ববতি — ১২/৯/১০

বাচ্ — ১/১১/১, ৫-৭; ৪/৬/১১; ১০/৮/৫

বাপ্ — ২/১৬/২৮; ৬/১০/২

বিচুতেৎ — ১/১১/৩

বিজিলীবমাল: — ৯/৭/৩১; ১০/৬/১; ১১/৩/২২

বিদ্ — ২/১৬/৮; ৯/৭/১৮; ১০/৮/৪; ১২/৯/১১

বি-নিঃসৃপ্য — ৬/১২/২

বিপল — ১১/৬/৩

বি-পরি-হ — ৩/১৩/২২; ৮/২/১৫; ৮/৯/৪

বি-ভজতি — ১২/৯/১০

বি-মধ্বীনরন্ — ১২/৯/১০

বি-মুজ্য — ৬/১২/৭

বি-বর্ষ্যড: — ১১/৫/২

বি-বাচ্য — ৮/১২/১৩

বি-বিচ্য — ১/৫/১০

বি-সূজ্ — ২/৫/৬, ১৫; ২/১৭/১১; ৫/২/৩; ৬/১২/১২;
 ৮/১৩/২৯, ৩৩

বি-হ — ৫/১২/২৭; ৫/১৭/৫; ৬/৩/২; ৮/২/৪, ৯, ২৩;
 ১১/৭/১৮; ১২/৬/৮

বৃদ্ধা — ৮/১৩/২৯

বেদরীত — ৮/১৪/৩

বেদ্যম্ — ৫/১২/১১

বেষ্টরিয়া — ৫/১২/৭; ৮/১৪/১০

ব্যতি-সীয় — ১২/৮/২৮

ব্যধেরন্ — ২/৮/৪

ব্যগোহতি — ৫/১২/৭

ব্যবধায় — ৬/৩/৩

ব্যবেরাৎ — ৩/১/২৩; ৩/১০/১০

ব্যশিষ্যন্ — ১০/৬/১

ব্যখ্যাস্যাম: — ১/১/৩; ২/১৭/২০; ৬/২/৪; ৮/১৩/৩৮

ব্যচকীত — ৮/১৩/৬

ব্য-সিচ্য — ৩/১০/২৬

বৃহা — ১/৩/২৩

ব্রজ্ — ১/১২/৩, ৪, ২৮; ২/১৭/৭, ১৮; ২/১৯/৪২;
 ৪/৮/২৯; ৪/১০/৯; ৫/২/৯; ৬/১২/৬;
 ৬/১৩/১, ২; ৬/১৪/১০; ১২/৬/১২, ১৯, ২০

■

শবরেনন্ — ১২/১৫/১৩

শনন্ — ৫/৯/১, ২০, ২৭; ৫/১০/৪, ৯, ১২, ২৭; ৫/১৪/৩,
 ২২, ২৯; ৫/১৫/৫, ১৭, ২৪; ৫/১৮/৩, ৪, ১৫;
 ৫/২০/৮; ৬/৩/৩, ১৩; ৬/৫/২, ৫, ৮, ৯;
 ৬/৬/৫, ৯, ১৪, ১৮; ৭/২/১৫, ১৬; ৭/৩/৩,
 ১০, ২২; ৭/৫/৫, ৭; ৮/১/২৭; ৮/২/২, ২৪,
 ২৯; ৮/৩/৪, ৮; ৮/৪/৮, ১৪, ১৭; ৮/৫/৫;
 ৮/৬/১০, ১৫, ১৭, ১৯; ৮/৭/৬; ৮/১২/২২;
 ৮/১৩/৬; ৯/৫/১১; ৯/১০/৪, ১১;

শরীত — ২/১৬/২৮; ৬/১০/২৯

শিষ্টা — ২/৩/২০; ২/১৬/২; ৫/১৪/২৬; ৬/২/৩; ৭/৮/৪;
৯/৯/২০

ঋণ — ২/৬/৮; ২/৭/১৯; ৩/৪/১; ৮/১৪/৩

ঋদ্ধা — ১/৩/২৭; ১/১২/১৩; ১/১৩/১০; ২/৩/১১;
২/৫/১০; ২/১৬/৫; ৬/১১/১৬

শ্রোয়ান্ — ৮/১৪/৩

সঙ্ক-তিতা — ৬/১০/২১

সত্যস্বঃ — ১১/৩/১৩

সন্-ধার — ৮/১৪/১৫

সন্-অগ্নিহাভ — ৮/১৪/৭

সন্-অর্থরতি — ৯/৩/১০

সন্-অসিদ্ধা — ৬/৪/৩

সন্-আনীয় — ৬/৯/১

সন্-আপ্ — ১/৪/১০, ১২; ১/১২/২৯; ২/১৯/৪২;
২/২০/৬; ৩/৬/২৫; ৩/১০/২০; ৪/৭/৪;
৪/১০/৪; ৫/১/১৩; ৬/১০/১১, ২১; ৬/১৪/১২;
৮/১৪/৭, ২১; ১০/৭/১১; ১২/৪/৮

সন্-আ-রোপ্ — ৩/১০/৪; ৬/১০/৮; ৬/১৪/২৩

সন্-উত্-ধাপ্য — ৪/৬/১১

সন্-ঊন্-অভ্যম্ — ২/৩/৮

সন্-ওপা — ৪/১/৯

সন্ (= সন্) তনুয়াভ্ — ৩/১০/১৬

সন্ (= সন্)-তিষ্ঠত্বে — ১২/৭/১০

সন্ (= সন্)-ধা — ৩/১৪/১০; ৮/১৪/১৫

সন্ (= সন্, সন্)-সন্নতঃ — ১/৩/১১

সন্-ত্ — ৬/৬/১; ১১/৭/৩

সন্-স্পৃশ্ — ৩/১০/৮

সাদ্ (সন্ + লিহ্) — ২/৩/১৭; ২/৬/৪; ৫/৫/৯; ৫/৬/১০,

৩১

সৃণ্ — ৫/২/৬, ১০

স্বপ্নয়েত্ — ৩/১১/৭

স্ব — ৩/১/১০; ১০/৮/৬

স্বা — ১/৪/১৪; ২/৪/১৮; ৪/৪/২; ৪/৮/৩০; ৬/১৩/৩

স্পন্দেত — ৩/১১/৭

স্পৃশ্ — ১/৩/৩৫; ১/৭/৪; ৩/১/২২; ৩/৬/৩০;
৪/৫/৮, ১১; ৪/৬/১; ৫/৬/১৩; ৫/৭/৮

স্তুটেত্ — ৩/১৪/১৩

স্নয়েত্ — ২/১৪/১৭

হিং-ক্ — ১/২/৩, ৫

হ — ১/১/১৬; ১/১১/৯, ১৩; ১/১২/৩২; ১/১৩/১১;
২/১/৩, ৫; ২/৩/১৭; ২/৪/২, ৬; ২/৫/১৬;
২/৬/১২, ২২; ২/৭/১৯; ২/৯/৪; ২/১৮/১৪;
৩/১/১৭; ৩/১০/১৮, ২৪; ৩/১১/৫, ৮, ১২,
১৬; ৩/১২/৩, ৫, ৭, ১২, ২০; ৩/১৩/১৮, ২০,
২২; ৩/১৪/১৪, ২৩; ৪/১৩/১; ৫/২/১, ৬;
৫/৩/১২; ৫/৫/৭; ৫/১৩/১৭; ৫/১৭/৪;
৬/৫/২; ৬/৮/৭; ৬/৯/১; ৬/১২/২; ৮/১২/১৭;
৮/১৩/১; ৮/১৪/৪, ৫; ৯/২/১৯; ৯/৭/১০;
১২/৪/৫

হা — ২/২/১৪; ২/৩/১৫; ৩/১/২২; ৩/১০/১৯;
৩/১২/১৮, ১৯; ৫/৫/১৩, ১৫; ১২/৯/৬

পরিশিষ্ট — ৫

সূত্রে উদ্ধৃত মন্ত্রের সূচী

(যে মন্ত্রগুলি ঋকসংহিতা থেকে উদ্ধৃত)

অ

অঙ্গশ্রমমণি (খ. ১০।৪৫।৪)* — আ. ৩/১৩/১৪**

অগ্ন্য মহা (৭/১২) — ৪/১৫/১৫; ৮/১১/২

অগ্ন আ বাহি (৬/১৬/১০-১২, ১০) — ১/২/৮; ৩/১৩/১৪

অগ্ন আ বাহ্মিভির্ (৮/৬০) — ৪/১৩/১০

অগ্ন আয়ুর্বে (৯/৬৬/১৯, ১৯-২১, ১৯) — ২/১/২০;
২/৩/২৯; ২/৮/১২

অগ্ন ইক্ষ্ম (৩/২৫/৪) — ৫/৯/২৮

অগ্ন ইন্ডা (৩/২৪/২ ৫) — ৪/১৩/৭

অগ্না বো মর্ত্যো (৬/১৪) — ৪/১৩/৮; ১০/২/২১

অগ্নিনাগ্নিঃ (১/১২/৬) — ২/১৬/৭; ৩/১৩/১৪

অগ্নিনা রয়ি (১/১/৩) — ২/১/৩১

অগ্নিনোম্বেশ (৮/৩৫) — ৯/১১/১৫

অগ্নিশীন্তে পুরো (১/১/১; ১/১) — ২/১/২৮; ৪/১৩/৭

অগ্নিরগ্নি জথনা (৩/২৬/৭) — ৪/৮/৩২

অগ্নিরীশে (৪/১২/৩) — ৪/১/২৪

অগ্নির্বেষু (৫/২৫/৪-৬) — ৯/৫/৬

অগ্নির্নেতা (৩/২০/৪) — ৫/১৪/১৯

অগ্নির্দুর্ধা (৮/৪৪/১৬) — ১/৬/২

অগ্নির্ব্রাহ্মি ((৬/১৬/৩৪) — ১/৫/৩৩; ৪/৮/১০

অগ্নির্হোতা গৃহপতিঃ (৬/১৫/১৩; ১৩-১৫) — ১/১০/৫;
৬/৫/৬; ৮/৮/৯

অগ্নির্হোতা নো (৪/১৫/১-৩) — ৩/২/৯; ৪/১৩/৭

অগ্নির্হোতা ন্যসীদন্ (৫/১/৬) — ৩/১৩/১৪

অগ্নির্হোতা পুরোহিতঃ (৩/১১/১; ৩/১১) — ২/১/২১;
৪/১৩/৭

অগ্নিধ্বজাঃ পিতর (১০/১৫/১১) — ২/১৯/২৬

অগ্নিস্তবিশ্রব (৫/২৫/৫, ৬) — ২/১০/১২

অগ্নিং তং মন্যো (৫/৬/১; ৫/৬; ১-৩; ৫/৬) ২/১৯/৪০;
৪/১৩/১৩; ৭/৮/১; ১০/১০/২

অগ্নিং দূতং (১/১২/১; ১/১২; ঐ) — ১/২/৮; ৪/১৩/৭;
৭/১০/৪

অগ্নিং নরো (৭/১; ঐ; ১-৩; ১-৬; ৭/১) — ৮/৭/১;
৮/৮/৫; ৮/১২/২, ৩৪; ১০/২/১২

অগ্নিং বো সেবন্ (৭/৩-১২; ৩) — ৪/১৩/৯; ৮/১০/১

অগ্নিং বো বৃধন্তন্ (৮/১০২/৭-৯) — ৭/৮/১

অগ্নিং সুদীতিং (৩/১৭/৪) — ৯/৯/১১

অগ্নিং হিষন্ত (১০/১৫৬) — ৪/১৩/৭

অগ্নিং হোতারং (১/১২৭/১) — ৮/১/২

অগ্নিঃ প্রত্নেন (৮/৪৪/১২) — ১/৫/৪৪

অগ্নিঃ শুক্রিততম (৮/৪৪/২১) — ২/১/২৭

অগ্নী রক্ষাসি (৭/১৫/১০) — ২/১২/৪

অগ্নীবোমা বো অদ্য (১/৯৩/২) — ১/৬/৩

অগ্নীবোমাবিমং সু (১/৯৩/১-৩) — ৩/৮/১

অগ্নে কদা ত (৪/৭/২-৬) — ৪/১৩/৮

অগ্নে বৃতস্য (৮/১০২/১৬) — ৮/১২/৫

অগ্নে জুবব নো (৩/২৮/১) — ৫/৪/৮

অগ্নে জুবব প্রতি (১/১৪৪/৭) — ৪/১০/৪

অগ্নে তমদ্যাপং (৪/১০/১; ঐ; ৪/১০) — ২/৭/১০;
২/৮/১৫; ৮/১২/১৮

অগ্নে কৃতীরে (৩/২৮/৫) — ৫/৪/৮

অগ্নে ব্রহ্মবদ (১/১৮৯/৩) — ৩/১৩/১৪

অগ্নে স্বং নো (৫/২৪; ৫/২৪/১-৩) — ২/১৯/৪১; ৮/২/৩

অগ্নে স্বং পানর্য (১/১৮৯/২) — ২/১০/৫

অগ্নে দা দাতবে (৩/২৪/৫) — ৩/১৩/১৭

* বঙ্গবীর অঙ্গশ্রম সংখ্যাগুলি ঋকসংহিতায় এই মন্ত্রের অবস্থান সূচিত করেছে।

** জন দিকের সংখ্যাগুলি আকলায়ন-শ্রীতসূত্রে এই মন্ত্রের অবস্থান চিহ্নিত করেছে।

অগ্নে নয় (১/১৮৯/১-২; ১; ১/১৮৯) — ৩/৭/৫;
৪/৩/৩; ৪/১৩/৯

অগ্নে পত্নীম্ ইহা (১/২২/৯) — ৫/৫/২৩

অগ্নে পবন (৯/৬৬/২১) — ২/১/২০

অগ্নে পানক (৫/২৬/১; ৫/২৬) — ২/১/২৭; ৪/১৩/৭

অগ্নে বাধন (১০/৯৮/১২) — ২/১৩/৮

অগ্নে ভব সুমিখা (৭/১৭/১-৩) — ৮/২/৩

অগ্নে মরুদ্ভিঃ (৫/৬০/৮) — ৫/২০/৯

অগ্নে মুচ্চ মর্হী (৪/৯) — ৮/১০/৪

অগ্নে যদন্য (৬/১৫/১৪) — ১/৬/৮

অগ্নে বং যজ্ঞমখননং (১/১/৪-৬) — ৭/৮/১

অগ্নে যাহি (৭/৯/৫) — ৩/৭/১০

অগ্নে রক্ষা গো (৭/১৫/১৩) — ২/১০/৬

অগ্নে বাজস্য (১/৭৯/৪-৬) — ৪/১৩/১১

অগ্নে বিবরদ্ (১/৪৪/১-২; ঐ) — ৪/১৩/১০; ৬/৬/৮;
৯/৯/১৫

অগ্নে বিধেভিঃ (৬/১৫/১৬) — ২/১৭/৩

অগ্নে বৃথান (৩/২৮/৬) — ৬/৫/২৭

অগ্নে নর্ষ (৫/২৮/৩) — ২/১১/৯; ২/১২/১০; ২/১৮/২২

অগ্নে হংসি (১০/১১৮; ঐ; ১০/১১৮/১) — ২/১৬/৪;
৪/১৩/৭; ৮/১২/৮

অগ্রং শিবা মধুনং (৪/৪৬/১-২) — ৫/৫/৪

অগ্নে বৃহদুদাসাম্ (১০/১/১; ১০/১-৮) — ৩/১২/৩২;
৪/১৩/৯

অগ্নো নঃ শীর (৮/৭১/১০-১৫; ১০-১২) — ৪/১৩/১০;
৮/১২/৭

অগ্নো ম ইন্দ্রং (১০/৪৩) — ৬/১/২; ৮/৩/৩৭

অগ্নোয়ং (৭/৩৬/৯) — ৬/১২/১১

অগ্নোবদ ভবনং (৫/৮৩/১-৪) — ২/১৩/১০

অগ্নো বো অগ্নিম্ (৫/২৫/১-৩) — ৫/৭/২

অগ্নিভি দ্বাম্ (৩/৮/১) — ৩/১/৮

অগ্নিভি বং (৫/৪৩/৭) — ৪/৬/৫

অতান্নম্ (৭/৭৩) — ৪/১৫/১৫

অতো সেবা (১/২২/১৬; ১৬-১৭; ১৬-২১; ঐ) —
১/৫/৪৯; ১/১১/১২; ৬/৭/৩/ ৯/১১/১৮

অত্যাশো (৭/৫৬/১৬) — ২/১৮/২১

অত্রাহ গো (১/৮৪/১৫) — ৯/৮/৩

অদর্শি গাতু (৮/১০৩/১-৭) — ৪/১৩/১০

অদিতিপৌর (১/৮৯/১০) — ৩/৮/৭; ৫/১৮/১৩

অদিতির্যজ্ঞনিষ্ট (১০/৭২/৫) — ৩/৮/৭

অদ্যা নো সেব (৫/৮২/৪-৬) — ৫/১৮/৫

অধা হীম্ (৮/৯৮/৭-৯) — ৬/১/২

অধা হ্যগ্নে (৪/১০/২) — ২/৮/১৪

অধি স্বরোরদধা (১/৮৩/৩) — ৪/৬/৬; ৪/৯/৪

অধুক্ষদ্ পিপুযীম্ (৮/৭২/১৬) ৪/৭/৪; ৫/১২/১৫

অধ্বববো ভরতেদ্রায় (২/১৪/১) — ৬/৪/১০

অনমীবাস (৩/৫৯/৩) — ৪/১১/৬

অনথো জাতঃ (৪/৩৬) — ৭/৭/২

অনু তে দায়ি (৬/২৫/৮) — ২/১৮/২৫; ৯/৫/২২

অনু ত্রাহিয়ে (৬/১৮/১৪) — ৯/৫/২২

অনোহো ন (৮/৬৭/১২) — ৩/৮/৭

অন্তঃ প্রাণা (৮/৪৮/২) — ৪/১০/৬

অপ ত্যং (৬/৫১/১৩-১৫) — ৭/১১/২৫

অপ গ্রাচ (১০/১৩১/১; ১০/১৩১) — ৭/৪/৭; ৮/৩/২

অপশ্যামস্য মহন্তঃ (১/৭৯-৮০) — ৪/১৩/৯

অপশ্যং গোপাম্ (১/১৬৪/৩১) — ৪/৬/৬

অপশ্যং দ্বা (১০/১৮৩) — ৪/৬/৭

অপাদু শিপ্রাক্সঃ (৮/৯২/৪-৬) — ৬/৪/১০

অপাম সোমং (৮/৪৮/৩) — ৫/৬/২৭

অপাং নপাশা হ্যহাদু (২/৩৫/৯) — ১২/৬/৯

অপায্যাস্যা (২/১৯/১) — ৬/৪/১১

অপাঃ পূর্ববার (১০/৯৬/১৩) — ৬/২/৬

অপাঃ সোমম্ (৩/৫৩/৬) — ৬/১১/৯

অপি পহাম্ (৬/৫১/১৬) — ২/৫/৯

অপূর্ব্যা পুরুতমা (৬/৩২) — ৮/৭/২৮

অপ্সু দৃতস্য (১০/১০৪/২) — ৬/৪/১০

অপ্সু মে (১০/৯/৬) — ২/১৩/৪

অপ্সুগ্নে (৮/৪৩/৯) — ২/১৩/৪; ৩/১৩/১৪

অবোধমির্জা (১/১৫৭) — ৪/১৫/৭

অবোধমিঃ সবিধা (৫/১-৪) — ৪/১৩/৯

অভি অদ্বজ (৭/২১/৬) — ৩/৮/১৬

অভি তট্টেব (৩/৩৮) — ৭/৪/১১

অভি ত্যং দেবং (বিদ্য ৩/২২/৪) — ৮/১/২২; ৮/১২/২৭;
১০/১০/৯

অতি তাং মেঘম্ (১/৫১) — ৬/৪/১০; ৮/৬/১৪
 অতি ত্বা দেব (১/২৪/৩) — ২/১৬/২; ৪/৭/৪; ৫/১২/৯;
 ৮/৯/৬
 অতি ত্বা পূর্ব (৮/৩/৭-৮) — ৫/১৫/২
 অতি ত্বা বৃষভা (৮/৪৫/২২-২৪) — ৬/৪/১১; ১০/২/২৪
 অতি ত্বা শূর (৭/৩২/২২-২৩) — ৫/১৫/২; ৬/৫/১৮
 অতি ঞ্ গোপতিং (৮/৬৯/৪-৬) — ৬/৪/১১
 অতি প্রয়াসি (৩/১১/৭-৯) — ৭/৮/১
 অতি প্র বঃ (৮/৪৯/১-২) — ৭/৪/৩; ৮/৬/১৯
 অতি যো মহিনা (৩/৫৯/৭) — ৩/১২/১০
 অতৃদিসং (১/১৮২) — ৪/১৫/৭
 অতৃদ দেবঃ (৪/৫৪/১) — ৫/১৮/২, ৬
 অতৃয়েকঃ (৬/৩১) — ৮/১/২১; ৮/৭/১২
 অত্রাতৃব্যো অনা (৮/২১/১৩-১৪) — ৭/৮/২
 অমেব নঃ (২/৩৬/৩) — ৫/৫/২৫
 অশ্বায়ো যজ্ঞধর্মিন্ (১/২৩/১৬-১৮) — ৫/১/১৮
 অশ্বিতমে (২/৪১/১৬-১৮) — ৭/১১/২৫
 অরমমিঃ সহ (৮/৭৫/৪) — ১/৬/২
 অরমমিঃ সুবীর্ষ্যে (৩/১৬) — ৪/১৩/১০
 অরমিহ (৪/৭/১) — ২/১৭/৮
 অরং কৃষ্ণ (৮/৭৯/১) — ২/১৮/২০
 অরং জায়ত (১/১২৮) — ৮/১/১০
 অরং ত ইক্ষ সোমো (৮/১৭/১১-১৩) ৬/৪/১১
 অরং তে অস্ত (৩/৪৪/১-৩) — ৬/২/২
 অরং তে মানবে (৮/৬৪/১০-১২) — ৬/৪/১১
 অরং তে যোনি (৩/২৯/১০) — ৩/১০/৫
 অরং দেবার (১/২০/১-৩) — ৮/৯/৬
 অরং যজ্ঞো (১/১৭৭/৪) — ৬/১১/১১
 অরং বাম্ (১/৪৭) — ৪/১৫/৫
 অরং বাং ভাগো (৮/৫৭/৪) — ৯/১১/২০
 অরং বাং মিত্রা (২/৪১/৪; ৪-৬; ঐ; ৪-৮) — ৫/৫/১২;
 ৭/২/২; ৭/৫/৯; ৭/৬/২
 অরং যেনন্ (১০/১২৩/১) — ৪/৬/৬; ৫/১৮/৬
 অরং সু তুভ্যং (৭/৮৬/৮) — ৩/৭/১৫
 অরং সোম ইক্ষ (৭/২৯/১-৩) ৮/১১/২
 অরং হ যেন (৮/৭৬/৪-৭) — ৮/৮/২
 অরা বাজং (৬/১৭/১৫) — ৮/৩/১

অরা ইবেন (৫/৫৮/৫) — ২/১৭/১৬; ৩/৭/১২
 অরাধি হোতা (১০/৫৩/২) — ১/৪/৯
 অরানবন্ (৯/৮৩/৩) — ৪/৬/৯
 অর্চত প্রাচত (৮/৬৯/৮-১০) — ৬/২/২
 অর্চত্বা (৫/১৩-১৪) — ৪/১৩/৭
 অর্চামি তে (৪/৪/৮) — ৪/১/২৪
 অর্বাঙেহি সোম (১/১০৪/৯) — ৫/৫/২৪
 অব তে হেস্তো (১/২৪/১৪-১৫) — ৬/১৩/৯
 অব ব্রপ্সো (৮/৯৬/১৩-১৫) — ৮/৩/৩৬
 অব যত্ব জ্বং (১০/১৩৪/৪-৬) — ৭/৪/৪
 অবর্মহ ইক্ষ (১/১৩৩/৬-৭) — ৮/১/১৩
 অব সিদ্ধং (৭/৮৭/৬) — ৩/৭/১৫
 অবা নো অন্ন (১/৭৯/৭-১২) — ৪/১৩/৭
 অবিভাসি সুব্রতো (৮/৩৬) — ৭/১২/১০
 অশ্যাম তং (৬/৫/৭) — ২/১০/১৫
 অশ্বায়তো (১০/১৬০/৫) — ২/২০/৫
 অশ্বাবতি (১/৮৩) — ৬/৪/১১
 অশ্বিনা যজ্ঞরী (১/৩/১-৩) — ৪/১৫/২
 অশ্বিনাবর্তি (১/৯২/১৬-১৮) — ৪/১৫/৬
 অশ্বিনাবেহ গচ্ছতং (৫/৭৮/১-৩) — ৪/১৫/৬; ৭/১০/৬
 অশ্বান্তহং (১/৯১/২১) — ৩/৭/৭
 অসাবি দেবং (৭/২১) — ৫/৫/১৭
 অসাবি সোম (১/৮৪/১-৬; ১-৩) — ৬/২/২; ৭/৮/৩
 অতভ্রাদ্ দ্যাম্ (৮/৪২/১; ১-৩; ঐ) — ৩/৭/১৫; ৪/১০/৭;
 ৬/১/২
 অতি সোমো — (৮/৯৪/৪-৬) — ৬/৭/২
 অস্ত শ্রৌবট্ (১/১৩৯/১) — ৮/১/১৩
 অস্তেব সু প্রতরং (১০/৪২) — ৭/৯/৩
 অস্তা ইদু প্র (১/৬১) — ৭/৪/৯
 অস্তে ইন্দ্রোহপতী (৪/৪৯/৪) — ২/১১/২০
 অস্য পিব (৬/৪০/২) — ৬/৪/১১
 অস্য পিবতন্ (৮/৫/১৪) — ৪/৭/৯
 অস্য মদে পূর (৬/৪৪/১৪) — ৬/৪/১০
 অস্য মে দ্যাবা (২/৩২/১-৩) — ৭/৭/৫
 অহন্ত কৃকং (৬/৯) — ৮/৮/১৩

অহং দাং গুণতে (১০/৪৯) — ৬/৪/১১

অহং ভুবং বসুনঃ (১০/৪৮) — ৬/৪/১১; ৮/৭/৩০

অহং মনুজভবং (৪/২৬) — ৯/৭/২

আ

আ কলশেষু ধাবতি পবিত্রে (৯/১৭/৪) — ২/১২/৫;
৫/১২/১৫

আ কলশেষু ধাবতি শ্যেনো (৯/৬৭/১৪-১৫) — ৫/১২/১৫

আগন্ দেব (৪/৫৩/৭) — ৪/৪/৪

আ গোমতা (৭/৭২/১-৪; ১-৩) — ৩/৮/১৫; ৮/৯/৩

আম্বিরগামি (৬/১৬/১৯-২১) — ৬/১/২; ৭/৮/১

আম্বিং ন (১০/২১) — ৭/১১/৮

আমে কুরং রয়িং (১০/১৫৬/৩-৫) — ৭/৮/১

আ ঘা যে (৮/৪৫/১; ১-১৭; ১-৩) — ২/৯/১৫;
৬/৪/১২; ৭/৮/১

আ চিকিতান (৫/৬৬/১-৩) — ৭/১১/২৫

আ তু ন ইজ্র ক্ষুদ্রজন্ (৮/৮১/১; ১-৩) — ৫/১২/৯;
৬/৪/১১

আ তু ন ইজ্র মদ্রাগ্ (৩/৪১-৪২) — ৬/৪/১১

আ তু ন ইজ্র ব্রহ্মহন (৪/৩২/১) — ২/১৮/২৫

আ তে অম্ব ইধীনহি (৫/৬/৪-৫) — ৭/৮/১

আ তে পিতর (২/৩৩/১) — ৩/৮/১৪

আ তে বড়সো (৮/১১/৭-৯) — ৭/৮/১

আম্বাষমতো (৯/৭৪/৪) — ৪/৭/৪

আ ত্বশত্রবা (৮/৮২/৪-৬) — ৬/৪/১২

আ ত্বা গিরো (৮/৯৫/১-৩) — ৭/৮/৩

আ ত্বা রথং (৮/৬৮/১-৩) — ৫/১৪/৫

আ ত্বা বহুত (১/১৬; ১-৩) — ৫/৫/১৭; ৬/২/২

আ ত্বা সহস্রমা (৮/১২৪-২৬) — ৭/৪/৩

আ ত্বোতা (১/৫/১-৩) — ৬/৪/১২

আ দবিক্রাঃ (৪/৩৮/১০) — ২/১২/৯

আ দশভির্বিষ (৮/৭২/৮) — ৪/৭/৪; ৫/১২/১৫

আদহ স্বধামনু (১/৬/৪-৫) — ৭/২/৩

আদিত্যানামকলা (৭/৫১/১) — ৩/৮/১২; ৫/১৭/৩

আদিত্যাসো (৭/৫১/২) — ৫/১৭/৩

আদিত্যা হ বিল (৫/২০/১-৫) — ৮/৩/২৫

আ সেবানামসি (১০/২/৩) — ৩/১০/১২; ৪/৩/৩

আ সেবো বাতু (৭/৪৫/১; ৭/৪৫; ১) — ৩/৭/১৪;
৮/৮/৪; ১০/৬/১০

আ দ্যাং তনোবি (৪/৫২/৭) — ৬/১৪/১৮

আ ধুর্ধমে (৭/৩৪/৪) — ৬/২/২

আ ধেনবা (৫/৪৩/১) — ৫/১/১১

আ ন ইজ্র (৪/২০) — ৭/৫/১৮

আ ন ইজ্রাবৃক্ষপতী (৪/৪৯/৩) — ২/১১/২০

আ নুনমশিনা (৮/৯) — ৯/১১/১৭

আ নুনমশিনোস্ (৮/৯/৭) — ৪/৭/৪

অ নো অমে (১/৭৯/৯) — ২/১০/২

আ নো গজং (৫/৭১/১-৩) — ৫/১০/৩৪

আ নো দিবো (৫/৪৩/১১) — ৮/১১/২

আ নো দেব (৭/৩০/১-৩) — ৮/৯/৩

আ নো দেবানাম্ (১০/৩১/১) — ৩/৭/১০

আ নো নিম্বুভিঃ (৭/৯২/৫)* — ৩/৮/৫; ৮/৯/৩

আ নো ভদ্রাঃ (১/৮৯/১-৯) — ৫/১৮/৬

আ নো মিত্রাবরুণা যুতৈর্ (৩/৬২/১৬; ১৬-১৮; ঐ; ঐ) —
২/১৪/১১; ৫/১০/৩৪; ৭/২/২; ৭/৫/৯

আ নো মিত্রাবরুণা হব্যজুষ্টিং (৭/৬৫/৪) — ৩/৮/২

আ নো বজ্রং (৮/১০১/৯-১০) — ৭/১২/৭

আ নো বারো (৮/৪৬/২৫) — ৭/১২/৭

আ নো বিশ্ব আত্মা (১/১৮৬/২) — ৩/৭/১০

আ নো বিশ্বভির্ (৮/৮; ৮/৮/১-৩; ৮/৮) — ৪/১৫/৩;
৭/১১/২৫; ৯/১১/১৬

আন্যং দিবো (১/৯৩/৬) — ১/৬/৩

আ পশ্চাতান্ (৭/৭২/৫) — ৩/৮/১৫

আপূর্নো অস্য (৩/৩২/১৫) — ৫/৫/২৪

আপো অদ্যাব (১/২৩/২৩) — ৩/৬/৩৩

আপো অন্নান্ (১০/১৭/১০) — ৬/১৩/১৫; ৮/১২/৬

আপো ন দেবীকরণ (১/৮৩/২) — ৫/১/১৩

আপো রেবতীঃ (১০/৩০/১২) — ৪/১৩/৭

আপো হি ঋ (১০/৯/১-৩) — ৫/২০/৬

আ প্যায়স সমেতু (১/৯১/১৬; ঐ; ঐ; ১৬-১৮) —
১/১০/৫; ৪/৫/৩; ৫/৬/২৮; ৫/১২/১৫

আ প্র দ্বব (৮/৮২/১-৩) — ৬/৪/১১
 আ ভরতং (১/১০২/৭) — ৩/৭/১৩
 আ ভাত্যমি (৫/৭৬; ৫/৭৬-৭৭; ৫/৭৬) — ৪/৬/৮;
 ৪/১৫/৪; ৯/১১/১৫
 আভিষ্টে (৪/১০/৪) — ২/৮/১৪
 আ বিদ্রে (৫/৭২/১-৩) — ৭/১০/৬
 আ মে হবং (৮/৮৫) — ৪/১৫/২
 আয়মরঃ (৫/৫৩/৬) — ২/১৩/৭
 আয়ং পৌঃ (১০/১৮৯/১-৩) — ৮/১৩/৬
 আ যং হস্তে ন (৬/১৬/৪০) — ২/১৬/৭
 আ যাতং (৭/৬৬/১৯) — ৫/১০/৩৪
 আ যাতং মিত্রাবরুণা (৬/৬৭/৩) — ৩/৮/২
 আ যাক্ষিষ্ণোহবসে (৪/২১) — ৭/৫/১৮
 আ যাক্ষিষ্ণঃ স্বপতির্ (১০/৪৪) — ৭/৯/৩
 আ যাহি বনসা (১০/১৭২) — ৮/৭/৩১
 আ যাহি সুমুয়া (৮/১৭১/১-৩; ১-৩) — ৫/১০/৩৫;
 ৭/২/৩
 আ যাহীম (৮/২১/৩) — ৭/৮/২
 আ যাহ্যিষ্ণিঃ (৫/৪০/১-৩) — ৭/১০/৬
 আ যাহ্যাবীর্ষ (৩/৪৩) — ৭/১২/১
 আরে অশ্বদ্ (৪/১১/৬) — ২/১০/৮
 আ ব স্বল্পসে (১০/৭৬) — ৫/১২/১০
 আবর্কৃতী (১০/৩০/১০) — ৫/১/৯
 আবহতী (১/১১৩/১৫) — ৬/১৪/১৮
 আ বায়ো ভূষ (৭/৯২/১) — ২/২০/৫; ৩/৮/৫; ৮/৯/৩
 আ বায় মিত্রাবরুণা (১/১৫২/৭) — ৩/৮/২
 আ বায় রথম্ (১/১১৯) — ৪/১৫/৭
 আ বায় রাজানাব্ (৭/৮৪) — ৬/১/২; ৮/২/২০
 আ বিশ্বসেবং (৫/৮২/৭; ঐ; ঐ; ৭-৯) — ২/১৬/১৩;
 ৪/৩/৩; ৪/১১/৬; ৭/৬/১০
 আ বিশ্ববারা (৭/৭০/১-৩) — ৮/১১/২
 আ বৃহৎ (৬/৬০/৩) — ৩/৭/১৩
 আ বৃষ (৮/৬১/৩-৪) — ৭/৪/৪
 আ বো বহত্ (১/৮৫/৬) — ৫/৫/২৫
 আ বো হোতা (৭/৫৬/১৮) — ৩/৭/১২
 আ ভজা কাতমসি (৭/৬৮/১-৩) — ৮/১২/৪
 আভঃ শিশানো (১০/১০৩) — ১/১২/২৮; ৪/৮/৩৫
 আক্রত্বর্ক (১/১০/৯-১১) — ৭/৮/৩

আশ্বিনাবধাবত্যা (১/৩০/১৭-১৯) — ৪/১৫/২
 আ সত্যো যাতু (৪/১৬) — ৭/৪/১০; ৮/৭/৩০
 আ সবং (৮১০২/৬) — ২/৮/৩
 আ সুতে সিদ্ধত (৮/৭২/১৩) — ৪/৭/৪
 আহং পিতৃন্ (১০/১৫/৩) — ২/১২/২৬; ৫/২০/৬
 আ হোতা (৩/১৪-২৩) — ৪/১৩/৯

ই

ইচ্ছতি দ্বা (৩/৩০) — ৭/৫/২০
 ইত্থা হি সোম (২/৮০/১-৩; ১/৮০; ১/৮০/১) —
 ৭/৪/৪; ৭/১২/১০; ৯/৫/২২
 ইন্সপাঃ (১/২৩/২২) — ৩/৫/৩; ৬/১৩/১৫
 ইন্সমিত্থা সৌম্যং (১০/৬১) — ৮/১/২৪
 ইন্সমু ত্যত্ (৪/৫১) — ৪/১৪/৪
 ইন্স ত একং (১০/৫৬/১) — ৩/১০/৯
 ইন্স তে সোম্যং (৮/৬৫/৮) — ৫/৫/২৩
 ইন্স ত্যত্ পাত্রম্ (৬/৪৪/১৬) — ৬/৪/১২
 ইন্স পিতৃভ্যো (১০/১৫/২) — ২/১৯/২৬; ৫/২০/৬
 ইন্স বসো (৮/২/১-৩) — ৫/১৪/৫; ৬/৪/১১; ৭/১১/২৭
 ইন্স বিকৃদ্ বিচক্রমে (১/২২/১৭) — ১/৬/২; ৩/১০/১৫;
 ৪/৫/৫; ৪/৮/১০
 ইন্স স্রোষ্টং (১/১১৩) — ৪/১৪/৪
 ইন্স হ্যমোজসা (৩/৫১/১০-১২) — ৬/৪/১২
 ইন্স ইত্ সোমপা (৮/২/৪-৬) — ৭/৬/৪; ৭/১২/৯
 ইন্স ইবে (৮/৯৩/৩৪) — ৮/১১/৪
 ইন্স ঋতুভির্ (৩/৬০/৫; ৫-৭; ঐ) — ৫/৫/২৫; ৭/৭/৯;
 ৯/৫/৯
 ইন্স ক্রতুবিদং (৩/৪০/২) — ৫/১০/৩৫
 ইন্স ক্রতুং ন (৭/৩২/২৬, ২৭) — ৬/৫/১৮; ৭/৪/৩
 ইন্স জ্যোষ্টং ন (৬/৪৬/৫, ৬) — ৭/৪/৩
 ইন্স ত্রিধাতু (৬/৪৬/৯-১০) — ৭/৩/১৮
 ইন্স বা বৃষভং (৩/৪০/১; ৩/৪০) — ৫/৫/২৩; ৫/১০/৩৫
 ইন্স নেদীম (৮/৫৩/৫-৬) — ৫/১৪/৬
 ইন্স নিব তুভ্যং (৬/৪০/১; ৬/৪০) — ৬/৪/১০; ৭/১২/১০
 ইন্স মরুত ইহ (৩/৫১/৭; ৭-৯; ঐ) — ৫/১৪/২; ৮/১/১৮;
 ৯/৫/৮

ইব্রাহিম্ গাথিনো (১/৭/১-৩) — ৬/৪/১০; ৭/২/৩
 ইব্রাহিম্ সেবতাতয় (৮/৩/৫-৬) — ৭/৩/২০
 ইব্রাহিম্ ইমে (১/২/৪) — ৫/৫/২
 ইব্রাহিম্ বারবেবাং সুতানাং (৫/৫১/৬-৭) ৭/১০/৬
 ইব্রাহিম্ বারবেবাং সোমানাং (৪/৪৭/২-৪) — ৭/১১/২৫
 ইব্রাহিম্ সোমাং (৪/৫০/১০) — ৫/৫/২৫
 ইব্রাহিম্ সোমাং সোমপতে (৩/৩২) — ৭/৬/৫; ৯/৭/২৬;
 ৯/৮/১৬, ২১
 ইব্রাহিম্ নু শীর্বাণি (১/৩২) — ৫/১৫/২২; ৮/৬/১৪
 ইব্রাহিম্ নরো নেম (৭/২৭/১-৩) — ৩/৭/১১
 ইব্রাহিম্ বিখা (১/১১/১-৩) — ৭/৮/৩; ৭/১২/১৭
 ইব্রাহিম্ বো বিখত (১/৭/১০) — ৬/৫/২; ৭/২/১০
 ইব্রাহিম্ জ্বা (১০/৮৯) — ৯/৭/২৬; ৯/৮/৬
 ইব্রাহিম্ পুর্তিদাতিরদ্ (৩/৩৪) — ৫/১৬/১; ৭/৫/২০;
 ৯/৮/২১
 ইব্রাহিম্ সুতেবু (৮/১৩/১-৩) — ৬/৪/১২
 ইব্রাহিম্ স্বাহা পিবতু (৩/৫০) — ৮/৭/২৯
 ইব্রাহিম্ কো বাং (৪/৪১-৪২) — ৭/৯/২
 ইব্রাহিম্ অপসম্পরি (৩/১২/৭-৯) — ৫/১০/৩৬
 ইব্রাহিম্ অবসা (৭/৯৪/৭) — ১/৬/২; ২/১৭/১৬
 ইব্রাহিম্ আ গতং (৩/১২/১-৩; ৫; ৩/১২) — ৫/১০/৩৬;
 ৭/২/৪; ৭/৫/১৭
 ইব্রাহিম্ যুবাম্ (৬/৬০/৭-৯) — ৭/২/৪
 ইব্রাহিম্ মদ্বনে (৮/৯২/১৯-২১) — ৬/৪/১০
 ইব্রাহিম্ সাম (৮/৯৮/১-৩) — ৭/৮/২
 ইব্রাহিম্ সোমাং (৩/৩৬/২) — ৫/৫/২৪
 ইব্রাহিম্ হি দৌন্ (১/১৩১; ১-৬) — ৭/১১/৪৫; ৮/১/৫
 ইব্রাহিম্ রুপা মধুমন্তস্য (৬/৬৮/১১) — ৬/১/২
 ইব্রাহিম্ রুপা (৭/৮২) — ৬/১/২
 ইব্রাহিম্ সুতগাবিমং (৬/৬৮/১০) — ৫/৫/২৫
 ইব্রাহিম্ পিবতং (৬/৬৯/৭) — ৫/৫/২৫
 ইব্রাহিম্ মদনতী (৬/৬৯/৩) — ৬/১/২
 ইব্রাহিম্ অগ্না (৭/৯৪/৪-৬) — ৭/২/৪
 ইব্রাহিম্ সগ হি (১/৬/৭) — ৭/২/৩
 ইব্রাহিম্ মতস্য (১/৯/১-৩) — ৬/৪/১১
 ইব্রাহিম্ অভ (২/৪১/১০-১২) — ৬/৪/১০
 ইব্রাহিম্ দবীচো (১/৮৪/১৩-১৫) — ৭/২/৩

ইব্রাহিম্ মদায় (১/৮১/১-৩; ১/৮১; ১/৮১/১) — ৭/৪/৩;
 ৭/১২/১৮; ৯/৫/২২
 ইব্রাহিম্ (১/৮৪/৪-৬) — ৭/৮/৩
 ইব্রাহিম্ বু বো (৬/১৫/১-৯) — ৪/১৩/১২; ৭/১২/৬
 ইব্রাহিম্ নু মায়িনং (৮/৭৬/১-৩) — ৮/৮/২
 ইব্রাহিম্ নো (৩/২১) — ৩/৪/১
 ইব্রাহিম্ মহে (৩/৫৪/১) — ২/১৭/৮
 ইব্রাহিম্ মে (১/২৫/১৯) — ২/১৭/১৬
 ইব্রাহিম্ যম (১০/১৪/৪-৫; ৪) — ২/১৯/২৬; ৫/২০/৬
 ইব্রাহিম্ স্তোমমহতে (১/৯৪; ১; ১/৯৪) — ৪/১৩/১২;
 ৫/৫/২৫; ৭/৭/১৩
 ইব্রাহিম্ স্তোমং সক্রতবো (২/২৭/২) — ৩/৮/১২
 ইব্রাহিম্ অভি প্র (৮/৬/৭-৯) — ৭/৮/১
 ইব্রাহিম্ উ দ্বা (৬/২১) — ৮/৭/২৯; ৯/৭/২৮, ৩৮
 ইব্রাহিম্ উ বাং দিবিস্টয় (৭/৭৪; ৭/৭৪/১-৩) — ৪/১৫/৫;
 ৭/১২/৭
 ইব্রাহিম্ উ বাং ভুময়ো (৩/৬২/১-৩) — ৭/৯/২
 ইব্রাহিম্ গির আদিত্যো (২/২৭/১) — ৩/৮/১২
 ইব্রাহিম্ জুহানা (৭/৯৫/৫) — ২/১২/৭
 ইব্রাহিম্ বাং (৮/৫৯/১; ৮/৫৯) — ৭/৯/২; ৮/২/১৬
 ইব্রাহিম্ নু কং (১০/১৫৭/১-৫; ১০/১৫৭) — ৮/৩/১;
 ৮/৭/৩১
 ইব্রাহিম্ বু প্রভৃতিং (৩/৩৬) — ৫/১৬/১; ৭/৫/২০
 ইব্রাহিম্ বিয়ং লিক (৮/৪২/৩) — ৪/৪/৭
 ইব্রাহিম্ বিয়ং সপ্ত (১০/৬৭) — ৭/৯/৩
 ইব্রাহিম্ মে অগ্নে (২/৬/১-৩; ২/৬-৮) — ৪/৮/১৫; ৪/১৩/৭
 ইব্রাহিম্ বিপ্রস্য (৮/৪৩-৪৪) — ৪/১৩/৭
 ইব্রাহিম্ অগ্ন (৭/১/১৮) — ২/১/৩৫
 ইব্রাহিম্ মদদায় (৬/৬১/১ ৩) — ৮/১/১৩
 ইব্রাহিম্ ইব্র (৮/১৩/৪-৬) — ৬/১/২
 ইব্রাহিম্ বাবস্য (৭/৯৪/১-৯; ১-৩; ১-১১) — ৫/১০/৩৬;
 ৭/২/৪; ৭/৫/১৭
 ইব্রাহিম্ বেদিং পরো (১/১৬৪/৩৫) — ১০/৯/১১
 ইব্রাহিম্ (৭/৯৯/৩) — ৩/৮/৮
 ইব্রাহিম্ অগ্নে (৩/১/২৩) — ৩/৫/১০
 ইব্রাহিম্ (৩/২৯/৪) — ২/১৭/৩
 ইব্রাহিম্ দ্বীয়ারম্ (১/১৩/১০) — ১/১০/৫

ইহেল্লামী (১/২১) — ৫/১০/৩৬; ৭/৫/১৭

ইহেহ বঃ (৭/৫৯/১১) — ২/১৬/১৩

ইহেহ বো (৩/৬০/১-৪) — ৭/৫/২৩

ইহোপ ষাত (৪/৩৫) — ৫/৫/১৭

ঈ

ঈন্ধ্যস্তীরপ (১০/১৫৩) — ৬/৪/১১

ঈতিষা হি (৮/২৩) — ৪/১৩/১১

ঈতে অমিৎ (৫/৬০/১) — ২/১৩/২

ঈতে দ্যাবাপৃথিবী (১/১১২) — ৪/৬/৮; ৪/১৫/৭, ১৫, ১৭;
৯/১১/২০

ঈতেহনো (৩/২৭/১৩-১৫) — ১/২/৮

ঈশানায় (৭/৯০/২) — ২/২০/৫; ৩/৮/৬

ঊ

উক্খমিল্লায় (১/১০/৫-৭) — ৭/৮/৩

উক্কামায় (৮/৪৩/১১) — ৫/৫/২৩

উগ্গো জজ্জো (৭/২০) — ৭/৭/৪; ৯/২/৬

উচ্ছন্নবসঃ (৭/৯০/৪) — ৮/১০/২

উচ্ছন্নবন (৩/৮/৩) — ৩/১/৯

উত দ্বামদিত্তে (৮/৬৭/১০) — ২/১/৩৪; ৩/৮/৭

উত নঃ শ্রিয়া (৬/৬১/১০; ১০-১২) — ২/১২/৭; ৭/১০/৬

উত নো থিয়ো (১/৯০/৫) — ৯/১১/১৯

উত নোহির্বিদ্যাঃ (৬/৫০/১৪) — ৫/২০/৬

উত ক্রবন্ত (১/৭৪/৩) — ২/১৬/৭; ২/১৮/২০

উত স্যা নঃ (৭/৯৫/৪; ৪-৬) — ৩/৭/৬; ৮/১০/২

উত্তিত্তাবপশ্যত (১০/১৭৯/১) — ৫/১৩/৪

উত্তিত্তমোজসা (৮/৭৬/১০-১২; ১০) — ৭/২/৩; ৮/১২/৯

উত্তিত্ত ব্রহ্মণপ্পতে (১/৪০/১; ১-২) — ৪/৭/৪; ৭/৩/১

উদগ্গে শুচয় (৮/৪৪/১৭) — ২/১/২৭; ৩/১২/৩২

উদগ্গতো ন (১০/৬৮) — ৬/১/২

উদ্দিন্ বস্যা (৭/৩২/১২-১৩) — ৫/১৬/১

উদীরতামবর (১০/১৫/১) — ২/১৯/২৬; ৫/২০/৬

উদীরয় কবিতমং (৫/৪২/৩) — ৩/৭/১৪

উদীরয়ণা (৫/৫৫/৫) — ২/১৩/৭

উদীরাতাম্ম ঋতা (৮/৭৩) — ৪/১৫/২

উদু ত্যাদ্ দর্শতং (৭/৬৬/১৪-১৫; ১৪/১৬) — ৬/৭/৮;
৭/৪/৩

উদু ভাং জাত (১/৫০/১-৯) — ৬/৫/১৮

উদু ত্যো মধু (৮/৩/১৫-১৬; ১৫-১৭) — ৫/১৬/১;
৭/৪/৩

উদু ব্রহ্মাণ্যৈরত (৭/২৩) — ৫/১৬/১; ৭/৪/১১

উদু শ্রিয় উবাসো (৬/৬৪-৬৫) — ৪/১৪/৪

উদু বা দেবঃ সবিতা দম্না (৬/৭১/৪-৬) — ৮/৮/৮

উদু বা দেবঃ সবিতা সবায় (২/৩৮) — ৮/৮/১২

উদু বা দেবঃ সবিতা হিরণ্যয়া (৬/৭১/১; ১-৩; ঐ; ঐ) —
৪/৭/৪; ৭/৪/১৪; ৮/৮/৮; ৯/৫/৯

উদ্ যেদতি (৮/৯৩/১-৩; ৮/৯৩; ১-৩) — ৫/১০/৩৫;
৬/৪/১১; ৯/১১/১৬

উদ্ যদ্ ব্রহ্মস্য (৮/৬৯/৭) — ৬/২/৫

উদ্বয়ং তমস (১/৫০/১০) — ৬/১৩/১৯

উপ ক্রময়া ভর (৮/৮১/৭-৯) — ৬/৪/১১

উপ তে স্তোমান্ (১/১১৪/৯) — ৪/১১/৬

উপ ত্বায়ে (১/১/৭-৯) — ৪/১০/৩

উপ নো রাজা (৪/৩৭/১-৪) — ৮/৮/১২

উপ নো হরিভিঃ (৮/৯৩/৩১-৩৩) — ৭/১২/১৭; ৮/৮/২

উপ প্র জিহ্ন (১/৭১-৭৩) — ৪/১৩/৯

উপপ্রযত্তো (১/৭৪-৭৫; ১/৭৪) — ৪/১৩/৭; ৭/১০/৩

উপ প্রাগচ্ ছসনং (১/১৬৩/১২-১৩) — ১০/৮/৮

উপ শ্রিয়ং (৯/৬৭/২৯) — ৪/১০/৩

উপসদ্যায় যীত্বহষ (৭/১৫/১-৩; ৭/১৫) — ৪/৮/৫;
৪/১৩/৭

উপ সর্প (১০/১৮/১০-১৩) — ৬/১০/২০

উপহুতাঃ (১০/১৫/৫) — ২/১৯/২৬

উপ হয়ে (১/১৬৪/২৬-২৭) — ৪/৭/৪

উপো যু শৃগুহি (১/৮২/১) — ৬/২/২

উভয়ং শৃণবন্ত (৮/৬১/১-২) — ৭/৩/১৭; ৭/৪/৪

উভা উ নুনং (১০/১০৬) — ৯/১১/২০

উভা দেবা (১/২৩/২-৩) — ৭/৬/২

উভা পিষতমশ্বি (১/৪৬/১৫) — ৪/৭/৫; ৬/৫/২৬

উভা বাম্ ইন্দ্রাণী (৬/৬০/১৩) — ৩/৭/১৩

উভে যমিঙ্গ (১০/১৩৪/১-৩) — ৭/৪/৪

উভে সুচ্ছন্দ্র (৫/৬/৯) — ৭/৮/১; ৮/১২/৫

উভা নো লোকমনু (৬/৪৭/৮) — ৩/৭/১১; ৫/৩/২১;
৭/৪/৭

উরাগসা (১০/১৪/১২) — ৬/১০/২১

উশনা যত্ (৫/২৯/৯) — ৯/৫/২
 উশন্তক্কা (১০/১৬/১২) — ২/১৯/৬
 উশন্তা দূতা (৭/৯১/২) — ৮/১০/২
 উশনু য় (৪/২০/৪) — ৫/১৬/১
 উষন্তস্টিগ্রমা (১/৯২/১৩-১৫) — ৪/১৪/৬
 উষা অপ (১০/১৭২/৪) — ৮/১২/৩
 উষাসানজা (১০/৩৬) — ৭/৭/১২
 উষো ভদ্রেভির (১/৪৯) — ৪/১৪/৩
 উষো বাজেনেদম্ (৩/৬১) — ৪/১৪/৪

উ

উতী শচী (১০/১০৪/৪) — ৬/৪/১২
 উর্ধ্ব উ য় ৭ উতয়ে (১/৩৬/১৩-১৪) — ৩/১/৯;
 ৪/৭/১০

উর্ধ্ব উ য় ৭ সদস্য (৪/৬) — ৪/১৩/৯
 উর্ধ্বো অগ্নিঃ (৭/৩৯/১-৩) — ৮/১০/২

উ

ঋতুনীতী নো (১/৯০/১) — ৭/২/১০
 ঋত্বীষী বজ্রী (৫/৪০/৪) — ৫/১৬/১
 ঋতস্য হি শুরুথঃ (৪/২৩/৮-৯) — ৯/৭/৪০
 ঋতং দিবে তদ (১/১৮৫/১০-১১) — ৩/৮/১৩
 ঋতুজনিত্রী (২/১৩) — ৬/১/২; ৮/৪/৪
 ঋতুকণো (৭/৪৮) — ৮/১২/২৮
 ঋতুর্বিজ্ঞা (৪/৩৪) — ৮/৮/৮

ঋ

একস্য চিন্ মে (১/১৬৫/১০) — ৯/৫/২২
 একং নু হা (৫/৩২/১১) — ৯/৫/২২
 একা চেতত্ (৭/৯৫/২) — ৩/৭/৬
 এতমু ত্যং (৯/১৫/৮) — ৫/১২/১৫
 এতা উ ত্যা (১/৯২/১-৪) — ৪/১৪/৭
 এতান্নামোপ (১/৩৩) — ৯/৮/১৬
 এতেন্নায়ে (১/৩১/১৮) — ৪/১/২৪
 এতো বিজ্ঞং (৮/২৪/১৯-২১) — ৭/৮/২
 এতো বিজ্ঞং (৮/৮১/৪) — ৬/৪/১০
 এত্ মথো (৮/২৪/১৬-১৮) — ৭/৮/২
 এনা বো অগ্নিঃ (৭/১৬) — ৪/১৩/১০

এস্ত্র নো গমি (৮/৯৮/৪-৬) — ৭/৮/২
 এস্ত্র যাত্তপ (১/১৩০) — ৮/১/২১
 এস্ত্র সানসিং (১/৮/১) — ১/৬/২; ৬/৪/১০
 এভিনো (৪/১০/৩) — ২/৮/১৫
 এমা অগ্নন্ (১০/৩০/১৪-১৫) — ৫/১/২০
 এমেনং প্রত্যেতন (৬/৪২/২-৪) — ৮/৫/১২
 এবা স্বামিত্রো (৪/১৯) — ৫/১৬/১; ৭/৫/২০
 এবা ন ইস্ত্রো (৪/১৭/২০) — ৫/২০/৬
 এবা পিত্রে (৪/৫০/৬) — ৩/৭/৯; ৫/১৮/৬
 এবা বন্দ্য (৮/৪২/২) — ৩/৭/১৫
 এবা বয় (৪/২১/১০) — ৩/৮/১৬
 এবা হ্যসি বীরয় (৮/৯২/২৮-৩০) — ৭/৮/২
 এবা হ্যস্য স্নুতা (১/৮/৮-১০) — ৭/৮/২
 এষ প্র পূর্বা (১/৫৬) — ৮/৬/১৫
 এষ স্য (৪/৪৫) — ৪/১৫/৭
 এষো উষা অপূর্বা (১/৪৬) — ৪/১৫/২
 এহু য় (৬/১৬/১৬; ১৬ ১৮; ঐ) — ২/৮/৭; ৬/১/২;
 ৭/৮/১

ঐ

ঐভিরগ্নে সরথং (৩/৬/৯) — ৫/১৯/৭
 ঐভিরগ্নে দুবো (১/১৪) — ৮/৯/৬

ঐ

ও ত্যম্ (৮/২২/১-৭) — ৪/১৫/৫
 ও য় শো অগ্নে (১/১৩৯/৭) — ৮/১/২, ১৩

ও

(ও)ঐবধিসূক্ত (১০/৯৭) — ৬/৯/১

ঐ

ক ঈং বেদ সূতে (৮/৩৩/৭-৯) — ৭/৪/৩
 ক ঈং ব্যক্তা (৭/৫৬) — ৮/৮/৫
 ক উ শ্রবদ্ (৪/৪৩-৪৪) — ৪/১৫/৪
 কতরা পূর্বা (১/১৮৫) — ৭/৭/১২
 কথো মহামব্ধত্ (৪/২৩) — ৭/৫/২০
 কথো নু তে (৫/২৯/১৩-১৪) — ৯/৫/২২
 কদা চন প্র যুক্তসি (৮/৫২/৭-৯) — ৭/৪/৪
 কদা চন স্তরীরসি (৮/৫১/৭-৯) — ৭/৪/৪
 কদু থিয়ায় (৫/৪৮) — ৭/৭/৯

কদ্‌ বসন্ (৮/৬৬/২-১০) — ৭/৪/৬
কল্পবো অতসীনাং (৮/৩/১৩-১৪) — ৭/৪/৬
কপ্‌ নরো (১০/১০১/১২) — ৮/৩/৩২
কমা স্ব ন উত্যা (৮/৯৩/১৯-২১) — ৫/১৬/১; ৭/৪/২
কমা নশ্চিৎ (৪/৩১/১; ১-৩; ঐ; ঐ; ঐ) — ২/১৭/১৬;
৫/১৬/১; ৭/৪/২; ৮/১২/২২; ৮/১৪/২০
কমা শুভা সবসসঃ (১/১৬৫) — ৬/৬/১৪; ৭/৩/৩;
৭/৭/৭-৮; ৮/৬/৭; ৯/৮/১০, ২৫; ৯/৯/৭;
৯/১০/৩; ১০/৫/২৩

কন্‌ উব (১/৩০/২০-২২) — ৪/১৪/২
কন্‌মিষ্ট (৭/৩২/১৪-১৫) — ৫/১৬/১; ৭/৪/৬
কা ত উপেতিন্‌ (১/৭৬-৭৭) — ৪/১৩/৯
কা রাখন্‌ যোত্রা (১/১২০/১-৯) — ৪/৬/৮
কাযোভিন্নদাত্যা (৭/৬৬/১৭-১৯) — ৭/৫/৯
কিনু শ্রেষ্ঠঃ (১/১৬১/১-১৩) — ৮/৮/১২
কিং ত্রিদাসীদধি (১০/৮১/২) — ৩/৮/৯
কুবিৎ সু নো (৮/৭৫/১১) — ৩/১৩/১৪
কুবিদন্‌ নমসা (৭/৯১/১) — ৩/৮/৬; ৮/১০/২
কুহ কন্‌ ইষ্টঃ (১০/২২) — ৭/১১/৩১
কপুৰ (৪/৪/১-৫) — ৪/৬/৬
কৃষ্ণ নিয়ানং (১/১৬৪/৪৭) — ২/১৩/৭
কো অন্‌ নর্যো (৪/২৫) — ৭/১২/১
কো অন্‌ বৃহত্তে (১/৮৪/১৬-১৭) — ৪/১২/৪
ক্ৰীড়ং বঃ শর্যো (১/৩৭/১; ১/৩৭) — ২/১৮/২১;
৮/১০/৪

কস্য বীরঃ কো (৫/৩০) — ৯/৭/৩৪
কেন্স পতিনা (৪/৫৭/১) — ৯/১১/১৫
কেন্স পতে (৪/৫৭/২) — ৯/১১/১৬

গপানং স্বা (২/২৩) — ৪/৬/৬
গন্ধৰ্ব ইত্থা (৯/৮৩/৪) — ৪/৭/৪
গন্ধকানো অমী (১/৯১/১২) — ৪/৮/১০
গর্ভে নু সন্নবেদ্যম (৪/২৭) — ৯/৭/২
গায়ত্‌ সাম নমন্তং (১/১৭৩) — ৮/৭/২৯
গায়তি স্বা (১/১০/১-৩) — ৭/৮/৩
গীর্ভিবিষ্টঃ (৭/৯৩/৪) — ১/৬/২; ৩/৭/১৩
গুণানা জঘদগ্নিনা (৩/৬২/১৮) — ৫/৫/১২
গৃহসেবান (৭/৫৯/১০) — ২/১৮/৮

গোমদু বৃ (২/৪১/৭-৯) — ৪/১৫/২
গৌরমীমেদন্‌ (১/১৬৪/২৮) — ৪/৭/৪
গৌর্যতি মরুতাং (৮/৯৪/১-৩) — ৬/৭/২
গ্রাবামেব তদি (২/৩৯) — ৪/৬/৮; ৪/১৫/৪

গৃতবতী ভুবনা (৬/৭০/১-৩) — ৭/৭/৯; ৯/৫/৯
গৃতেন দ্যাভা (৬/৭০/৪-৬) — ৭/৭/২

চন্দ্রাণি বাক্‌ (১/১৬৪/৪৫) — ৩/৮/১৭
চৰ্ণীধৃতম্‌ (৩/৫১/১-৩) — ৬/১/২
চিত্র ইচ্ছিশোন্‌ (১০/১১৫) — ৪/১৩/১২
চিত্রং দেবানাম্‌ (১/১১৫/১; ১-৫; ১/১১৫/১) —
২/২০/৫; ৩/৮/৪; ৬/৫/১৮; ৯/৮/৩

জনন্য গোপা (৫/১১) — ৪/১৩/১২; ৭/৭/৬
জনিতা উগ্র (১০/৭৩) — ৫/১৪/২১; ৯/২/৬
জনীয়তো বগ্নবঃ (৭/৯৬/৪-৬) — ৩/৮/১৮
জরমাণঃ সমিখাসে (১০/১১৮/৫-৭) — ৯/১১/১৫
জর্যাবোধ (১/২৭/১০-১২) — ৯/১১/১৫
জাতবেদসে সুন (১/৯৯) — ৭/১/১৪
জাতো জারতে (৩/৮/৫) — ৩/১/৯
জুযব নঃ সমিধ (৭/২) — ৩/২/৬
জুযব সন্নব (১/৭৫/১) — ৩/৪/১
জুহো দম্বনা (৫/৪/৫) — ২/১১/৯; ২/১২/১০;
২/১৮/২২

ত আবিজ্ঞানঃ (২/২৭/৩) — ৩/৮/১২
তন্‌-রথং (১/১১১) — ৫/১৮/৬
তচ্ছংযোরা (বিলা ৫/১/৫) — ১/১০/১
তত্তং মে অল (১/১১০) — ৭/৭/৫
তত্‌ ত ইচ্ছিন্নং (১/১০৩) — ৮/৭/৩০
তত্‌ স্বা বামি ব্রহ্মণা (১/২৪/১১; ১১-১২) — ২/১৭/১৬;
৩/৭/১৫
তত্‌ স্বা বামি সুবীৰ্ঘ (৮/৩/২-১০) — ৫/১৬/১; ৭/৪/৩
তত্‌ সুবিদুৰ্ভ্রোণাম্‌ (৩/৬২/১০-১১) — ৭/৬/১০; ৮/১/২২
তত্‌ সুবিদুৰ্ভ্রমহে (৫/৮২/১-৩) — ৫/১৮/৬

তদন্ত বাচ্য (১০/৫৩/৪) — ১/২/১; ১/৪/৯
 তদন্ত নব্যমি (২/১৭) — ৬/৪/১১
 তদন্ত মিয়বতি (১/১৫৪/৫) — ৪/৫/৫
 তদন্ত (১০/১২০) — ৭/৩/২২; ৯/৮/১০, ২৫; ৯/৯/৭;
 ৯/১০/৩; ১০/৫/২৩
 তদন্ত প্রবন্ধ (১/৬২/৬) — ৪/৭/৪
 তদন্ত (৪/৫৩) — ৭/৭/২
 তদন্ত বো গার (৬/৪৫/২২-২৪) — ৯/১১/২২
 তদন্ত তদন্ত (১০/৫৩/৬) — ১/১১/৮; ২/২/১৫;
 ৩/১০/১৬; ৫/২০/৬
 তদন্ত প্রাপ্ত (৩/৪/৯) — ১/১০/৫; ৩/৮/১০
 তদন্ত দ্যাবা (১০/১১৩/১) — ৮/৭/২৭
 তদন্ত রাজা (১/১৫৬/৪) — ৪/১০/৫
 তদন্ত জোহীমি (৮/৯৭/১৩) — ৭/৪/৩
 তদন্ত বাজরা (৮/৯৩/৭-৯) — ৮/৮/২; ৯/১১/১৭
 তদন্ত ইহি বো (৬/১৮) — ৮/৫/৪; ৯/৭/৩০
 তদন্ত (১/১১০/২) — ৩/৭/৯
 তদন্ত (৮/১৫/১-৩) — ৭/৮/২
 তদন্ত নিম্ন (৭/৩২/২০-২১) — ৫/১৬/১; ৭/৪/৪
 তদন্ত বিবর্তিত (১/৫০/৪) — ২/২০/৫; ৯/৮/৩
 তদন্ত বিবর্তিত (৮/৬৬/১-২) — ৫/১৬/১; ৭/৪/৪
 তদন্ত বারবৃত (৮/২৬/২১) — ৩/৮/৬
 তদন্ত লোম (৩/৩৫/৬) — ৫/৫/২৪
 তদন্ত বেমি (৮/৬৯/১৭) — ৪/৭/১১
 তদন্ত তে মল (৮/১৫/৪-৬) — ৭/৮/২
 তদন্ত বা বজ্জিত (৮/৬৮/১০-১২) — ৭/১১/২৭
 তদন্ত তদন্ত (৮/৬৮/৭-৯) — ৭/১০/১০
 তদন্ত প্রাপ্ত (৫/৪৪/১-১৩) — ৯/৯/২০; ৯/১০/২
 তদন্ত বজ্জিত (৮/৪৮/৮) — ২/১৬/৭
 তদন্ত বা মল (৪/৪৪) — ৯/১১/১৭
 তদন্ত বো মল (৮/৮৮/১-২) — ৫/১৬/১; ৭/৪/৩; ৮/৬/১৯
 তদন্ত সুবর্তিত (৬/১৫/১০-১৫) — ৪/১৩/৯
 তদন্ত (৮/৬৯/৩) — ২/৩/২৬
 তদন্ত (১০/১৭৮) — ৬/৯/৫
 তদন্ত হি মল (৮/৪০/৩-৫) — ৭/২/১৯
 তদন্ত মল (৬/৬০/৪-৬; ৫-১২) — ৭/২/৪; ৭/৫/১৭
 তদন্ত সু বজ্জিত (১০/৫৪) — ৮/৭/২৮

তিষ্ঠা সু কর (৩/৫৩/২) — ৬/১১/১১
 তিষ্ঠা হরী (৩/৩৫/১; ৩/৩৫; ৫; ৫) — ৬/৪/১২;
 ৮/৭/২৯; ৯/৭/২১, ৩০
 তিষ্ঠা কুমিয়ার (২/২৭/৮) — ৩/৮/১২
 তিষ্ঠা (১০/১৬০) — ৯/৭/৩৪
 তিষ্ঠা লোম (১/২৩/১) — ৭/৬/২
 তিষ্ঠা বা মল (৮/৪৩/১৮) — ২/১০/১৫; ৩/১০/৪
 তিষ্ঠা বিবর্তিত (২/৩৬-৩৭) — ৮/১/৯
 তিষ্ঠা মল (৩/৫২/৬) — ৫/৪/৪
 তে নো মল (১/২০/৭-৮) — ৮/১১/৪
 তে মল (৭/৯০/৫-৭) — ৮/১১/২
 তে হি মল (১/১৬০/১; ১/১৬০) — ৬/৫/১৮; ৭/৪/১৪
 তে মল (৩/১২/৪-৬) — ৫/১০/৩৬
 তদন্ত বা মল (৮/৯২/৭-৩৩; ৭-৯; ৫) — ৬/৪/১০;
 ৮/৮/২; ৯/১১/২২
 তদন্ত বো মল (৬/৪৪/৪-৬) — ৭/১১/২৫
 তদন্ত সু মল (১০/১৭৮) — ৭/১/১৩; ৮/৬/১৫
 তদন্ত মল (১০/১৪৩) — ৪/১৫/৩
 তদন্ত সু মল (১/৫২) — ৮/৬/৭
 তদন্ত ইমল (৮/২/৭-৯) — ৭/১০/১০; ৮/১/১৭
 তদন্ত ইমল (৬/৪৭/১১) — ২/১০/৪; ৬/৯/৫
 তদন্ত মল (২/২২/১-৩; ১; ৫) — ৬/২/২১;
 ৮/১২/২০; ১০/১০/৫
 তদন্ত মল (১/১৪৬-১৪৮) — ৪/১৩/৯
 তদন্ত পৃথিবী (৭/১০০/৩) — ১/৬/২; ৩/৮/৮
 তদন্ত মো (১/৩৪) — ৪/১৫/৭
 তদন্ত মো (১/২২/১৮) — ৪/৮/১০
 তদন্ত মল (৫/২৯; ২৯/১) — ৭/৭/১; ৯/৫/২২
 তদন্ত মল (৪/১১/৩) — ২/১৯/২৮
 তদন্ত মল (৬/২/৯) — ২/১৩/৭
 তদন্ত মল (১০/১৫/১২) — ২/১৯/৩০
 তদন্ত মল (২/১-২) — ৪/১৩/১২
 তদন্ত মল (১/৩১) — ৪/১৩/১২; ৭/৭/৩
 তদন্ত মল (৮/১০২/১; ১-১৮) — ৩/১৩/১৪;
 ৪/১৩/৭
 তদন্ত মল (৬/১৬; ৬/১৬/১-৬) — ৪/১৩/৭;
 ৮/৭/১৫

স্বময়ে বসুন্ধিহ (১/৪৫) — ৪/১৩/৮; ১০/২/১১
 স্বময়ে ক্রতপা (৮/১১/১; ৮/১১) — ৩/১৩/১৪; ১২/৮/২১;
 ৪/১৩/৭
 স্বময়ে সত্রাধা (৫/১৩/৪) — ৩/১০/১৭; ১০/৬/৬
 স্বময়ে সুহবো (৭/১/২১-২৫) — ৪/১৩/৯
 স্বমণো যদবে (৫/৩১/৮) — ৯/৫/২
 স্বমিহ্ন প্রতীতি (৮/৯৯/৫-৬) — ৭/৩/১৮; ৭/৪/৩
 স্বমিহ্ন যশা (৮/৯০/৫-৬) — ৭/৪/৩
 স্বমিহ্ন শর (বিল ৫/২১/১-৩) — ৮/৩/২৮
 স্বয়া মন্যো (১০/৮৪) — ৯/৭/২
 স্বয়া হি নঃ (৯/৯৬/১১) — ২/১২/২৬
 স্বং চ সোম (১/৯১/৬) — ৪/১১/৬
 স্বং ন ইদ্রা ভর (৮/৯৮/১০-১২) — ৭/৮/২
 স্বং নশ্চিহ্ন (৬/৪৮/৯-১০) — ৯/৯/১৫
 স্বং নঃ সোম বিধ্বংস (১/৯১/৮) — ২/১০/৬
 স্বং নঃ সোম বিধ্বংসো বয়োধা (৮/৪৮/১৫) — ৩/৭/৭
 স্বং নো অগ্নে মহোভিঃ (৮/৭১/১-৯) — ৪/১৩/৭
 স্বং নো অগ্নে বরুণস্য (৪/১-৪; ৪/১/৪-৫) — ৪/১৩/৯;
 ৬/১৩/১১
 স্বং ভুবঃ প্রতিমানং (১/৫২/১৩) — ৯/৫/২২
 স্বং মহী ইদ্র তৃত্যং (৪/১৭/১; ৪/১৭) — ৩/৮/১৬;
 ৮/৭/২৮
 স্বং মহী ইদ্র যো (১/৬৩) — ৮/৭/২৮
 স্বং বিধো সুমতিং (৭/১০০/২) — ৩/৮/৮
 স্বং সন্যো অপিবো (৩/৩২/১০) — ৯/৫/২২
 স্বং সোম ক্রতুভিঃ (১/৯১/২) — ৫/১৪/১৯
 স্বং সোম নো (১/৯১/৬) — ৪/১১/৬
 স্বং সোম পিতৃভিঃ (৮/৪৮/১৩) — ২/১২/২৬; ৫/১২/১
 স্বং সোম ধ (১/৯১/১; ১-২; ১) — ২/১২/২৬; ৩/৭/৭;
 ৪/৩/৩
 স্বং সোম মধে (১/৯১/৭) — ২/১০/২
 স্বং সোমাসি (১/৯১/৫) — ১/৫/৩৪; ৪/৮/১০
 স্বং হি কৈতবন্ (৬/২) — ৪/১৩/৮; ১০/২/৭
 স্বং হায়ে অগ্নিনা (৮/৪৩/১৪) — ২/১৬/৭; ৩/১৩/১৪
 স্বং হায়ে প্রথম (৬/১; ৬/১-৬) — ৩/৬/১; ৪/১৩/৯
 স্বং হোহি (৮/৬১/৭-৮) — ৫/১৫/৩
 স্বাময় কতারবা (৫/৮) — ৪/১৩/১২
 স্বাময়ে পুরুষাদিহি (৬/১৬/১৩-১৫) — ২/১৬/২

স্বাময়ে মনীষিণঃ (৩/১০) — ৪/১৩/১১
 স্বাময়ে মানুযীন্ (৫/৮/৩) — ৩/১৩/১৪
 স্বাময়ে হবিষ্যন্তঃ (৫/৯-১০) ৪/১৩/৮
 স্বামিহ্নবস্পতে (৮/৬/২১) — ৯/৯/১৯
 স্বামিহ্না হো (৮/৯৯/১-২) — ৭/৪/৪
 স্বামিহ্নি হবা (৬/৪৬/১-২) — ৫/১৫/৩
 স্বামিহ্নতে (৭/১১/২) — ৯/৯/১১
 স্বাং চিত্রবসন্তম (১/৪৫/৬) — ১০/৬/৭
 স্বাং হি সূক্তর (৮/২৬/২৪-২৫) — ৩/৮/৬
 স্বেবমিত্থা (১/১৫৫/২) — ৬/৭/১২

■

দধিক্রান্তো (৪/৩৯/৬) — ২/১২/৯; ৬/১২/১২; ৮/৩/৩৪
 দধ্যাং হ মে (১/১৩৯/৯) — ৮/১/২
 দিবশ্চিন্স (১/৫৫) — ৬/৪/১০; ৮/৪/১৫; ৮/৭/২৮
 দিবস্পরি (১০/৪৫-৪৬) — ৪/১৩/৯
 দিবি ক্ষয়জা (৭/৬৪/১-৩) — ৮/১১/২
 দিব্যং সুপর্ণং (১/১৬৪/৫২) — ২/৮/৩; ৩/৮/১৮
 দীর্ঘন্তে অহু (৮/১৭/১০) — ৩/১৩/১৭
 দুহতি সৈষ্টকাম্ (৮/৭২/৭) — ৪/৭/৪; ৫/১২/১৫
 দুতং বো বিশ্ব (৪/৮-৯; ৪/৮) — ৪/১৩/৭; ৮/৯/৮
 দুদ্রাসিহ্নেব (৮/৫) — ৪/১৫/২
 দুহত্বা চিন্ যা (৫/৮৪/৩) — ৬/১৪/১৮; ৯/৫/৩
 দেব স্বষ্ট্যক (১০/৭০/৯) — ৩/৮/১০
 দেবস্বষ্টা সবিতা (৩/৫৫/১৯) — ৩/৮/১০
 দেবং দেবং বো (৮/২৭/১৩-১৫) — ৭/১২/৭
 দেবানামিহ্নো (৮/৮৩) — ৮/১০/৩
 দেবানং পশীন্ (৫/৪৬/৭-৮) — ১/১০/৫; ৫/২০/৬
 দেবান্ জবে (১০/৬৬) — ৭/৫/২৩
 দেবীং বাচমজন্ (৮/১০০/১১) — ৩/৮/১৭
 দেবেভ্যো বস্পতে (বিল ৫/৭/২) — ৯/৫/৩
 দেবো বো হবি (৭/১৬/১১-১২) — ৫/২০/৬
 দেব্যো হোতার (১০/৬৬/১৩) — ৯/১১/২০
 দ্যুতদ্যামানং (৫/৮০) — ৪/১৪/৪
 দ্যুতী বাং জোমো (৮/৮৭) — ৪/১৫/৫
 দ্যৌর্ন ব ইদ্রাভি (৬/২০) — ৮/৪/১১; ৯/৭/৩৮

ব্রহ্মচন্দ্র (১০/১৭/১১-১২) — ৫/২/৬
ব্রহ্মঃ সমুদ্রমণ্ডি (১০/১২৩/৮) — ৪/৭/১০
যে বিরামে (১/৯৫-৯৬) — ৪/১৩/৯

ধানাবস্ত্র (৩/৫২/১) — ৫/৪/২
ধামন্ তে বিধা (৪/৫৮/১১) — ২/১৩/৭
ধারয়ন্ত আদিত্যাসো (২/২৭/৪,৫) — ৪/২/৫
ধারাবরা মরুত (২/৩৪) — ৭/৭/৩
ধূনেতর (৪/৫০/২) — ৯/৫/৭
ধেনুঃ প্রব্রুত (৩/৫৮; ১-৩) — ৪/১৫/৪; ৮/১০/২

নকিরিমে (৪/৩০) — ৬/৪/১২
নকিষ্টঃ কর্মণা (৮/৩১/১৭-১৮) — ৭/৪/৪
নকিঃ সুদাসো (৭/৩২/১০-১১) — ৭/৩/২
ন তা অর্বা (৬/২৮/৪) — ৬/১৪/১৮; ৯/৫/৩
ন তা নশক্তি (৬/২৮/৩) — ৬/১৪/১৮; ৯/৫/৩
ন তে গিরো (৭/২২/৫-৮) — ৭/১১/৩৮
ন তে বিধো (৭/৯৯/২) — ৩/৮/৮
ন জা বৃহজো (৮/৮৮/৩-৪) — ৭/৪/৪
ন দক্ষিণা বি (২/২৭/১১) — ৩/৮/১২
ন প্রমিমে (৪/৫৪/৪) — ৪/১১/৬
নমসেদুপ (৯/১১/৬) — ৪/৭/৪
নমো মহাজ্যো (১/২৭/১৩) — ১/৪/৯
নমো মিত্রস্য (১০/৩৭; ১০/৩৭/১-৩) — ৬/৫/১৮; ৮/৬/৯
নবধাসঃ (৫/২৯/১২) — ৯/৩/২২
নবো নবো ভবতি (১০/৮৫/১৯) — ৯/৮/৩
ন দ্যন্যঃ (৮/৮০/১-৮) — ৬/৪/১১
নাকে সুপর্ণধূপ (১০/১২৩/৬) — ৪/৭/৪
নালজ্যাত্যঃ (১/১১৬-১১৮) — ৪/১৫/৪
নিবৃহজো (৫/৫৪/৮) — ২/১৩/৭
নি যোতা (২/৯/১-২; ২/৯-১০) — ২/১৭/১১; ৪/১৩/৯
নু চিত্ সযোজা (১/৫৮/১-৫; ১/৫৮) — ৪/১৩/১২;
৭/৭/১০
নুন সা জে (২/১১/২১) — ৭/৪/১২
নু মর্ত্যো দরতে (৭/১০০) — ৬/১/২
নু তিরং (১/৬৪/১৫) — ৩/৭/১২

ন্য য় বাচ (১/৫৩) — ৬/৪/১০
নৃশাসু জা (৩/৫১/৪-৬) — ৮/৬/১৪; ৯/৫/৮

পতঙ্গমস্তং (১০/১৭৭/১-২) — ৪/৬/৬
পতঙ্গো বাচ (১০/১৭৭/২) — ৩/৮/১৭
পথশ্লথঃ (৬/৪৯/৮) — ৩/৭/৮
পনাব্যং তদধিনা (৮/৫৭/৩) — ৯/১১/১৭
পরা যাহি (৩/৫৩/৫) — ৬/১১/১২
পর্যবতো য (১০/৬৩) — ৭/৭/২
পরি জা গির্বশো (১/১০/১২) — ৪/৬/৬; ৪/৯/৬
পরি জ্যয়ে (১০/৮৭/২২) — ৫/১৩/৯
পরেম্বিবাসং (১০/১৪/১) — ২/১৯/২৬
পরো মাত্রা (৭/৯৯/১; ৭/৯৯) — ৩/৮/৮; ৭/৯/৪
পর্জন্যায় প্র (৭/১০২/১) — ২/১৫/২
পর্বতশ্চিন্ (৫/৬০/৩) — ২/১৩/৭
পবিত্রং তে (৯/৮৩/১-২) — ৪/৬/৬
পঞ্চা ন তাবুং (১/৬৫) — ৮/১২/২৯
পাতা সুতমিহো (৬/৪৪/১৫) — ৬/৪/১১
পাত্তবা বো (৮/৯২/১-৩) — ৬/৪/১০
পাবকশোচে (৩/২/৬) — ৪/৭/১৫
পাবকা নঃ সর (১/৩/১০) — ২/৮/৩
পাবীরবী (৬/৪৯/৭) — ২/৮/৩; ৩/৭/৬; ৫/২০/৬
পাহি নো অঙ্গে (১/১৮৯/৪) — ২/১০/৫; ৩/৭/৫
পিষজ্যপ (১/৬৪/৬) — ৫/১৪/১৯
পিষ্ট্রীহি (১০/২/১) — ১/৬/৫
পিবা বর্ষহ (৩/৩৬/৩) — ৫/১৬/১
পিবা সুত্য (৮/৩/১-২; ১-৩) — ৫/১৫/২১; ৭/১২/৭
পিবা সোমমণ্ডি যন্ (৬/১৭/১-৩; ৬/১৭) — ৫/৫/২৪;
৮/৫/৪; ৮/৭/২৭
পিবা সোমমণ্ডীজ্যং (৩/১৭) — ৯/৮/৬
পিবা সোমমিহ মনত্ব (৭/২২/১; ১-৬) — ৫/১৫/২৫;
৭/১১/৩০
পিবা সোমমিহ সুবানন্ (১/১৩০/২) — ৮/১/৫
পিষলজ্যপঃ (২/৩/৯) — ৩/৮/১০
পীণিবাসং (৭/৯৬/৬) — ২/৮/৩
পীবো জ্যো (৭/৯১/৩) — ৩/৮/৫; ৮/১০/২
পূরমিষ পিতরা (১০/১৩১/৫) — ৩/৯/৬

পুনীয়ে বাম্ (৭/৮৫) — ৭/৯/২
 পুরাণমোকঃ (৩/৫৮/৬-৯) — ৯/১১/২১
 পুরাণ ভিন্দুর্ভুবা (১/১১/৪-৬) — ৭/৮/৩
 পুরীষ্যাসো (৩/২২/৪) — ৪/৮/২৭
 পুরু দ্বা দাখান্ (১/১৫০) — ৪/১৩/১১
 পুরাণ্যমে (৬/১/১৩) — ৪/১/২৪
 পুরাকলা (৫/৭০/১-৩) — ৭/২/২
 পুরোক্তা অমে (৩/২৮/২) — ৬/৫/২৭
 পুরো বো মজ্জং (৬/১০-১৩) — ৪/১৩/৯
 পূর্বীষ্ট ইন্দ্রোপ (৮/৪০/৯-১১) — ৭/২/১৮
 পূবন্ তব ব্রতে (৬/৫৪/৯) — ২/১৬/১৩
 পূষা দ্বৈতশ্চাব (১০/১৭/৩-৬) — ৬/১০/২০
 পূষোমা আশা (১০/১৭/৫) — ৩/৭/৮
 পূক্ষ্য বৃকো (৬/৮; ৬/৮/১-৬) — ৭/৪/১৫; ৭/৭/১০;
 ৮/৬/২৬
 পৃচ্ছামি (১/১৬৪/৩৪) — ১০/৯/১০
 পৃথুপাজা (৩/২৭/৫-৬; ৫-১০) — ২/১/২৯; ৮/৬/৩
 পৃষ্ রথো (১/১২৩-১২৪) — ৪/১৪/৪
 পৃষ্টো দিবি (১/৯৮/২) — ২/১৫/২
 প্র ঋতুভ্যো দূত (৪/৩৩) — ৮/৮/৪
 প্র কারবো (৩/৬/১) — ৩/৭/৫
 প্র কৃতান্যুজীবিণঃ (৮/৩২/১-৩) — ৬/৪/১০
 প্র কোদসা (৭/৯৫/১; ১-৩) — ৩/৭/৬; ৮/৯/৩
 প্র মা বস্য (২/১৫; ২/১৫/১) — ৮/১/২১; ৯/৫/২২
 প্র চবণিভ্যঃ (১/১০৯/৬) — ৩/৭/১৩
 প্র চিত্রমর্কং (৬/৬৬/৯) — ২/১৬/১৩; ৩/৭/১২
 প্রজাপতে ন (১০/১২১/১০) — ২/১৪/১৩; ৩/১০/২৪
 প্র তত্ তে (৭/১০০/৫; ৫-৭; ৫) — ৩/১৩/১৭; ৬/৭/১১;
 ৯/৯/১৮
 প্র তন্ বিকৃ (১/১৫৪/২-৪) — ৬/৭/১১; ৯/৯/১৮
 প্র তবাসীং (১/১৪৩) — ৫/২০/৬
 প্রতি ত্যং (১/৯১/১) — ২/১৩/২
 প্রতি ত্রিমতম্ (৫/৭৫) — ৪/১৫/৮
 প্রতি যদাশো (১০/৩০/১৩) — ৫/১/১০
 প্রতি বাং রথং (৭/৬৭-৭৩) — ৪/১৫/৩
 প্রতি বাং সুর উদিতো মিত্রং (৭/৬৬/৭-৯) — ৭/২/২, ১২
 প্রতি বাং সুর উদিতো সুতৈর্ (৭/৬৫/১-৩) — ৮/১০/২

প্রতি শ্রুতায় (৮/৩২/৪-১৮; ১০-১২) — ৬/৪/১০;
 ৮/১২/৭
 প্রতি য্যা সুনরী (৪/৫২) — ৪/১৪/২
 প্র তে মছে (১০/৯৬/১-৩; ১০/৯৬) — ৬/২/২; ৬/৪/১২
 প্রত্যগ্নিকবস (৩/৫-৭) — ৪/১৩/৯
 প্রত্যর্চি (১/৯২/৫-১২) — ৪/১৪/৪
 প্রত্যগ্নৈ দিগীষতে (৬/৪২) — ৫/৭/৭
 প্রত্যা অদর্শি (৭/৮১) — ৪/১৪/৫
 প্র ত্বক্ষসঃ (১/৮৭) — ৫/২০/৬
 প্র ত্বা মুক্ষামি (১০/৮৫/২৪) — ১/১১/৩
 প্রথমভাজং (৬/৪৯/৯) — ৩/৮/১০
 প্রথচ্চ যস্য (১০/১৮১) — ৪/৬/৬
 প্র-দেবত্রা (১০/৩০/১-৯) — ৫/১/৮
 প্র দেবং দেববীতয়ে (৬/১৬/৪১-৪২) — ২/১৬/৭
 প্র দেবং দেব্যা (১০/১৭৬/২-৪) — ২/১৭/৩
 প্র দ্যাবা যজ্ঞৈঃ পৃথিবী নমোভিঃ (৭/৫৩/১-২; ৭/৫৩) —
 ৩/৮/১৩; ৮/৮/৪
 প্র দ্যাবা যজ্ঞৈঃ পৃথিবী ঋতা (১/১৫৯/১; ১/১৫৯) —
 ৩/৮/১৩; ৫/১৮/৬
 প্র নুনং ব্রহ্মণ (১/৪০/৫-৬) — ৫/১৪/৭
 প্রপথে পথাম্ (১০/১৭/৬) — ৩/৭/৮
 প্র পূর্ব জে (৭/৫৩/২) — ২/৯/১৫
 প্র প্র বস্তুভূতম্ (৮/৬৯/১-৩) — ৬/২/২
 প্রা গ্রায়ময়ির্ (৭/৮/৪) — ৪/৫/৬
 প্র বজ্রবে (২/৩৩/৮-১০) — ৩/৮/১৪
 প্র বাহবা (৭/৬২/৫) — ৩/৮/২
 প্র বুধ্যা (৭/৫৬/১৪) — ২/১৮/৮
 প্র ব্রহ্মাণো (৭/৪২/১-৩) — ৮/১১/২
 প্র মন্দিনে পিতৃ (১/১০১) — ৮/৭/২৯
 প্র মংহিষ্ঠায় গায়ত (৮/১০৩/৮-৯) — ৭/৮/১
 প্র মংহিষ্ঠায় বৃহতে (১/৫৭) — ৬/১/২; ৮/৬/১৫
 প্র মিত্রয়ো (৭/৬৬/১-৯; ১-৬) — ৫/১০/৩৪; ৭/৫/৯
 প্রবজ্রাবো (৫/৫৫) — ৭/৭/১৩
 প্র যন্ বস্তুভূতং (৮/৭) — ৮/৯/৮
 প্র যন্ বাং (৬/৬৭/৯-১১) — ৮/৯/৩
 প্র যজ্ঞ বাজা (৩/২৬/৪-৬) — ৯/৫/১০
 প্র যান্তির্ন যাসি (৭/৯২/৩) — ৩/৮/৫; ৮/৯/৩

প্র বে শুভ্রত্রে (১/৮৫) — ৭/৭/৬
 প্র ব ইন্দ্রায় বৃহতে (৮/৮২/৩,৪) — ৫/১৪/২০
 প্র ব ইন্দ্রায় মানবং (৭/৩১/১-৩) — ৬/৪/১০
 প্র বঃ শুক্রায় (৭/৪/১) — ৩/৭/৫
 প্র বঃ সভায় (২/১৬) — ৬/৪/১২
 প্র বাতা বাত্তি (৫/৮৩/৪) — ২/১৫/২
 প্র বামদ্ব্যসি (৭/৬৮/২) — ৬/৫/২৬
 প্র বায়ুমচ্ছা (৬/৪৯/৪) — ৩/৮/৫
 প্র বায়ু মহি (৪/৫৬/৫-৭) — ৮/১১/৪
 প্র বীরয়া (৭/৯০/১-৩) — ৮/১১/২
 প্র বেধসে (৫/১৫) — ৪/১৩/৯
 প্র বো গ্রাবাণঃ (১০/১৭৫) — ৫/১২/১০, ২৫
 প্র বো দেবায়াময়ে (৩/১৩) — ৪/১৩/৮; ৫/২/১৫
 প্র বো মরুতস্ (৫/৫৪/২) — ২/১৩/৭
 প্র বো মহে (৭/৩১/১০-১২) — ৭/১১/৩৮
 প্র বো মিত্রায় (৫/৬৮; ৫/৬৮-৭১) — ৫/১০/৩৪; ৭/৫/৯
 প্র বো যজ্ঞেবু (৭/৪৩/১-৩) — ৮/৯/৩
 প্র বো যহুং (১/৩৬) — ৪/১৩/১০
 প্র বো বাজা (৩/২৭/১-৩; ৩/২৭; ১-৩) — ১/২/৮;
 ৪/১৩/৭; ৭/৮/১
 প্র বো বায়ুং (৫/৪১/৬) — ৩/৮/৬
 প্র শর্ষায় (৫/৫৪/১) — ২/১১/১৪
 প্র শুক্রৈনু দেবী (৭/৩৪) — ৮/৮/৪
 প্র স মিত্র (৩/৫৯/২) — ৩/১২/১০; ৪/১১/৬
 প্র সত্রাজন্ (৮/১৬) — ৬/৪/১১
 প্র সসাহিবে (১০/১৮০/১) — ১/৬/২; ৩/৭/১১;
 ৪/১১/৬
 প্র সু শ্রুতং (৮/৫০/১-২) — ৭/৪/৩
 প্র সো অয়ে (৮/১৯/৩০-৩১) — ৭/৮/১
 প্র সোভা জীরো (৭/৯২/২) — ৮/৯/৩
 প্রায়মে বৃহতে (৫/১২) — ৪/১৩/৯
 প্রায়মে বাচন্ (১০/১৮৭-১৮৮; ১৮৭) ৪/১৩/৭; ৮/১১/৫
 প্রাতর্যাবতিন্ (৮/৩৮/৭) — ৫/৭/৭
 প্রাতর্যাবাণা (৫/৭৭) — ৯/১১/১৬
 প্রাতর্যজ্ঞা বি (১/২২/১-৪;১) — ৪/১৫/২; ৫/৫/১৪

প্রোতাং যজ্ঞস্য (২/৪১/১৯-২১) — ৪/৯/৪; ৮/৯/৬
 প্রোদং ব্রহ্ম (৮/৩৭) — ৭/১২/১৮
 প্রোদো অগ্ন (৭/১/৩) — ২/১/৩৫
 প্রোষ্ঠং বো অতিথিং (৮/৮৪; ১-৩) — ৪/১৩/৭; ৭/৮/১
 প্রোহি প্রোহি (১০/১৪/৭-১১) — ৬/১০/২০
 প্রোহু ব্রহ্মণস্পতিঃ (১/৪০/৩; ঐ; ৩-৪) — ৪/৭/৪;
 ৪/১০/৩; ৭/৩/১
 প্রোহু বদন্ত (১০/৯৪) — ৫/১২/৯
 প্রোগ্রাণ পীতিং (১০/১০৪/৩) — ৬/৪/১১
 প্রো দ্রোণে (৬/৩৭/২) — ৬/৪/১২
 প্রো ঘটৈ পুরো (১০/১৩৩/১-৩) — ৬/২/২

ব

বন্ মহী অসি (৮/১০১/১১-১২) — ৬/৫/২; ৭/৪/৩
 বভুরেকো বিযুণঃ (৮/২৯) — ৮/৭/৩১
 বর্হিবদঃ (১০/১৫/৪) — ২/১৯/২৬
 বভিত্ত্বা (৫/৮৪/১) — ৬/১৪/১৮; ৯/৫/৩
 বহবঃ সুরচক্ষসো (৭/৬৬/১০-১১; ১০-১২)* — ৬/৫/১৮;
 ৭/১২/৭
 বৃহদিত্রায় (৮/৮৯/১-২) — ৭/৩/২
 বৃহন্ গায়িবে (৭/৯৬/১-৩) — ৭/১২/৭
 বৃহন্ বরোঃ (৫/১৬-২৫) — ৪/১৩/৮
 বৃহস্পতিঃ প্রথমং (৪/৫০/৪) — ৯/৯/১০
 বৃহস্পতিঃ সমজয়ন্ (৬/৭৩/৩) — ৯/৯/১০
 বৃহস্পতে অতি (২/২৩/১৫) — ৩/৭/৯; ৬/৫/১৯
 বৃহস্পতে প্রথমং বাচো (১০/৭১/১) — ৪/১১/৬
 বৃহস্পতে বা পরমা (৪/৫০/৩-৪) — ৩/৭/৯
 বৃহস্পতে যুবন্ (৭/৯৭/১০) — ৬/১/২; ৯/৯/২১
 ব্রহ্ম চ তে (১০/৪/৭) — ৪/১/২৪
 ব্রহ্ম জজ্ঞানং (খিল ৩/২২/১) — ৯/৯/১৯
 ব্রহ্মাণা তে ব্রহ্মা (৩/৩৫/৪) — ৭/৪/৭
 ব্রহ্মন্ বীর (৭/২৯/২) — ৬/২/২
 ব্রহ্মাণ ইন্দ্রোপ (৭/২৮/১-৩) — ৮/১০/২
 ব্রহ্মা দেবানাম্ (৯/৯৬/৬) — ৪/১১/৬

ক

ভগৎ বিয়ং (২/৩৮/১০-১১) — ৩/৭/১৪
 ভগ্নং কণ্ঠেভিঃ (১/৮৯/৮) — ৫/১২/৫; ৮/১৪/২০
 ভগ্নং তে অগ্নে (৪/১১-১২) — ৪/১৩/৯
 ভগ্না তে হস্তা (৪/২১/৯) — ৩/১৩/১৭
 ভগ্নো নো অগ্নিরা (৮/১৯/১৯-২০) — ৭/৮/১
 ভগ্না নো অগ্নে (৩/১৮/১-২) — ৪/৬/৬
 ভগ্না মিহো ন (১/১৫৬; ১) — ৬/১/২; ৮/১২/১০
 ভিক্ষি বিখা অপ (৮/৪৫/৪০-৪২) — ৭/২/৩
 ভুবনমিত্র (১০/৫০/৪) — ১/৬/২; ৪/১১/৬; ৯/৫/২২
 ভূবো যজ্ঞস্য (১০/৮/৬) — ১/৬/২; ২/১০/১৪
 ভূয় ইদ বাবুধে (৬/৩০) — ৫/১৬/১

খ

মতস্য পায়ি তে (১/১৭৫/১-৩) — ৮/৫/১২
 মসে মসে হি নো (১/৮১/৭-৯) — ৭/৪/৩
 মধুমতীরোষধীন্ (৪/৫৭/৩) — ৯/১১/১৭
 মধ্বো বো নাম (৭/৫৭) — ৮/৮/১৩
 মনো (১০/৫৭/৩-৫) — ২/৭/৮
 মন্যাস্ত (১০/৮৪, ৮৩)* — ৯/৮/২২
 মম দ্বা সূর (৮/১/২৯-৩১) — ৭/৪/৩
 মমাস্তে বর্চ (১০/১২৮) — ৬/৬/১৬
 মরুতো যস্য হি (১/৮৬/১; ঐ; ঐ; ১/৮৬) — ২/১১/১৪;
 ২/১৭/১৬; ৫/৫/২৩; ৮/১১/৫
 মরুদ্বী ইন্দ্রে মীলু (৮/৭৬/৭-৯) — ৮/৮/২
 মরুদ্বী ইন্দ্রে বৃষভো (৩/৪৭) — ৭/১১/২৮; ৮/১২/২১;
 ৯/৭/৩২
 মহচ্চিত্ত্ব মিত্র (১/১৬৯) — ৮/৭/২৭
 মহী ইন্দ্রো নৃকন্ (৬/১৯/১; ৬/১৯) — ৬/৭/৮; ৮/৭/২৭
 মহী ইন্দ্রো য (৮/৬/১; ১-৩; ১-৪৫; ১-৩) — ১/৬/২;
 ৬/৪/১২; ৬/৭/৩; ৯/১১/১৭
 মহী দ্যাবা পৃথিবী (৪/৫৬/১; ১-৪) — ৩/৮/১৩; ৮/৮/৮
 মহী দ্যোঃ পৃথিবী চ (১/২২/১৩; ঐ; ঐ; ঐ; ১৩-১৫) —
 ২/৯/১৫; ২/১৬/২; ৩/১০/২৫; ৩/১১/২০;
 ৮/১০/৩
 মহে নো অদ্য (৫/৭৯) — ৪/১৪/৮

মা চিন্ অন্যদ (৮/১/১; ঐ; ১-২) — ৫/১২/৯, ২২; ৭/৪/২
 মাতঙ্গী কৈবর্ত্যমো (১০/১৪/৩) — ৫/২০/৬
 মা তে অমা (৮/২১/১৫-১৬) — ৭/৮/২
 মা তে অস্যাং (৭/১৯/৭) — ২/১০/৪
 মাধ্যমিনস্য (৩/৫২/৫) — ৫/৪/৩
 মাধ্যমিনে সবনে (৩/২৮/৪) — ৫/৪/৮
 মা নো অগ্নিন্ মধবন্ (১/৫৪/১) — ৬/৪/১০
 মা নো অগ্নিন্ মহাধনে (৮/৭৫/১২) — ৩/১৩/১৪
 মা নো মিত্র (১/১৬২) — ১০/৮/৮
 মা প্র গাম (১০/৫৭) — ২/৫/৫; ২/১৯/৪১; ৬/৬/১৮
 মিত্রস্য চবণী (৩/৫৯/৬-৯) — ৭/৫/৯
 মিত্রং বয়ং হবা (১/২৩/৪; ৪-৬; ঐ) — ৫/৫/২৩; ৭/২/২;
 ৭/৫/৯

মিত্রং ধ্রুবে (১/২/৭-৯) — ৭/২/২; ৭/৫/৯
 মিত্রো জনান্ যাত (৩/৫৯/১) — ৩/১১/২২
 মূর্ধা দিবো নাভি (১/৫৯/২-৪) — ৮/৬/২৭
 মূর্ধানং দিবো অরতিং (৬/৭/১-৩) — ৮/৬/২৭
 মৃগো ন ভীমঃ (১০/১৮০/২) — ২/১০/১৭
 মৃজতি দ্বা নশ (৯/৮/৪) — ৫/১২/১৫
 মৃজ্যমানঃ সুহৃদ্য (৯/১০৭/২১) — ৫/১২/১৫
 মৃদ্বা নো রুদ্রোত (১/১১৪/২-৩) — ৩/৮/১৪
 মৈনময়ে (১০/১৬/১-৬) — ৬/১০/২০
 মো যু দ্বা বাঘত (৭/৩২/১-২) — ৭/৩/১৮
 মো যু বো অশ্বদতি (১/১৩৯/৮) — ৮/১/২

গ

য ইন্দ্রে চমসেধা (৮/৮২/৭-৯) — ৬/৪/১২
 য ইন্দ্রে সোমপাতমো (৮/১২/১-৩; ঐ; ১-৬) — ৬/৪/১২;
 ৭/৮/২; ৮/১২/২৬
 য ইমা বিখা (৫/৮২/৯) — ৪/৩/৩; ১০/৬/১০
 য ইমে দ্যাবা (১০/১১০/৯) — ৩/৮/১০
 য উগ্র ইন্ (৬/১৬/৩৯) — ৪/৮/১০
 য এক ইন্ ধব্য (৬/২২) — ৭/৫/২০; ৯/৭/২৮
 য এক ইন্ বিদয়তে (১/৮৪/৭-৯) — ৭/৮/২
 যজিচ্ছি তে বিশ (১/২৫) — ৭/৫/৯
 যজিচ্ছি দ্বা জনা (৮/১/৩-৪) — ৭/৪/২

বচিচ্চি সত্যসোমণা (১/২৯) — ৭/১১/৪৪
 বজ্রমহ ইন্দ্র (১০/২৩) — ৭/১১/৪৩
 বজিষ্ঠ স্বা (৮/১৯/৩-৪) — ৭/৮/১
 বজ্জ জায়ধা (৮/৮৯/৫-৭) — ৮/৫/১২; ১০/২/২৬
 বজ্জস্য বো রথ্যং (১০/৯২) — ৭/৪/১৪
 বজ্জস্য হি হু (৮/৩৮/১-৩; ৮/৩৮) — ৭/২/৪; ৭/৫/১৭
 বজ্জা যজ্ঞা বো (৬/৪৮/১-২) — ৫/২০/৬
 বজ্জো দিবো নৃবলো (৭/৯৭-৯৮) — ৭/৯/৩
 বজ্জেন বজ্জম্ (১/১৬৪/৫০) — ২/১৬/৭
 বজ্জেন বর্ষত (২/২) — ৭/৪/১৫
 বজ্জেন বাচঃ (১০/৭১/৩-৪) — ৩/৮/১৭
 বত ইন্দ্র ভরামহে (৮/৬১/১৩-১৪) — ৭/৪/৪
 বত্ কিঞ্চিদং (৭/৮৯/৫) — ৪/১১/৬
 বত্ তে পিতৃসু (৫/৩৯/৩) — ৯/৯/১৯
 বত্ তে পবিত্রং (৯/৬৭/২৩) — ২/১২/৫
 বত্ পাঞ্চজন্যয়া (৮/৬৩/৭-৯) — ৭/১২/৯
 বত্ বেত্ব বনস্পতে (৫/৫/১০) — ৩/১১/২৩
 বত্ সোম আ সুতে (৭/৯৪/১০) — ৭/২/১০
 বত্ হো দীর্ঘ (৮/১০) — ৪/১৫/৫
 বথা গোঁরো (৮/৪/৩-৪) — ৭/৪/৪
 বথা বিহস্য (১/৭৬/৫) — ৩/৭/৫
 বদক্রন্দ (১/১৬৩/১-১১) — ১০/৮/৬
 বদয়ে দিবিজা (৮/৪৩/২৮) — ৩/১৩/১৪
 বদ্য্য হুঃ পরা (৫/৭৩-৭৪) — ৫/১৫/৩
 বদ্য্য কচ্ চ (৮/৯৩/৪-৬) — ৯/১১/১৬
 বদস্য্য অংগভেদ্য্যঃ (বিলা ৫/২২) — ৮/৩/৩০
 বদিস্তে চিত্র (৫/৩৯/১-৩) — ৭/৮/৩
 বদিস্তে পৃথন্যো (৮/১২/২৫-২৭) — ৬/২/২
 বদিস্তে গ্রাণ্ (৮/৪/১-২) — ৭/৪/৪/
 বদিস্তে যাবতস্ (৭/৩২/১৮-১৯) — ৭/১০/১১
 বদিস্তাহং (৮/১৪) — ৬/৪/১২
 বদী যুতেভিস্ (৮/১৯/২৩-২৪) — ৭/৮/১
 বদ্ দ্যাব ইন্দ্র (৮/৭০/৫-৬) — ৭/১০/১১
 বদ্ধ প্রাচীরজ (১০/১৫৫/৪) — ৮/৩/৩২
 বদ্ বহিষ্ঠং (৫/৬২/৯) — ২/১৪/১১; ৩/৮/২
 বদ্ বাণ্ বদ্য্য (৮/১০০/১০) — ৩/৮/১৭
 বদ্ বাধান পূর (১০/৭৪/৬) — ৫/১৫/২১

বদ্ বাহিষ্ঠং (৫/২৫/৭) — ১০/৬/৭
 বদ্ বো দেবাণ্ (১০/৩৭/১২) — ৬/১২/৩
 বদ্ বো বরং (১০/২/৪) — ৩/১৩/১৪
 বদ্ ইন্দ্রো জুজুমে (৪/২২) — ৭/৫/২০
 বদমে বাজসা (৫/২০) — ১০/২/২০
 বমে ইব যতমানে (১০/১৩/২) — ৪/৯/৪
 বদ্য্যস্ত (৪/৫০/১) — ৭/৯/৩; ৯/৫/৭
 বদ্য্যস্তসো (৭/১৯) — ৭/৫/২০; ৭/৭/৭; ৮/৬/১৪
 যন্তে মন্যোহবিধা (১০/৮৩) — ৯/৭/২
 যন্তে সাধিষ্ঠো (৫/৩৫/১-৩; ১-৬) — ৭/৮/৩; ৮/৫/১৪
 যন্তে জনঃ (১/১৬৪/৪৯) — ৩/৭/৬; ৪/৭/৪
 যজ্ঞা হাদা (৫/৪/১০) — ২/১০/১১
 যন্তে স্বং সুকৃতে (৫/৪/১১) — ২/১০/১১
 যাং স্বং রথমিহ (১/১২৯) — ৮/১/১৮
 যাং স্বা (১০/৯৮/৮) — ২/১৩/৮
 যাং কক্কুতো (৮/৪১/৪-৬) — ৭/২/১৭
 যাং সত্রাহা (৬/৪৬/৩-৪) — ৭/৪/৪
 যাং সমিধা (৮/১৯/৫-৬) — ৭/৮/১
 যা ইন্দ্র তুজ (৮/৯৭/১-২) — ৭/৪/৩
 যা ত উতি (৬/২৫) — ৭/৬/৫
 যা তে ধামানি দিবি (১/৯১/৪) — ২/৯/৯; ৩/৭/৭; ৪/৩/৩
 যা তে ধামানি পরমানি (১০/৮১/৫) — ২/১৮/২৫; ৩/৮/৯
 যা তে ধামানি হবিষা (১/৯১/১৯) — ৩/৭/৭; ৪/৪/৭
 যান্ বো নরো (৩/৮/৬-১১) — ৩/১/১০
 যাবত্ তরস্ত্রয়ো (৭/৯১/৪-৫) — ৮/১০/২
 যা বঃ শর্ (১/৮৫/১২) — ৩/৭/১২
 যা বাং শতং (৭/৯১/৬) — ৮/৯/৩
 যা বিশ্বাসাং (৬/৬৯/২) — ৬/৭/৯
 যান্তে পূবন্ (৬/৫৮/৩-৪) — ৩/৭/৮
 যুক্তা হি (৮/৭৫) — ৪/১৩/৭; ৭/১০/৫
 যুজো বাং ব্রহ্ম (১০/১৩/১) — ৪/৯/৪
 যুজতে মন (৫/৮১/১; ৫/৮১) — ৫/১২/৯; ৭/৫/২৩
 যুজন্তি ব্রহ্ম (১/৬/১-৩) — ৬/৪/১২
 যুজস্য তে (৩/৪৬) — ৭/১১/৩১; ৮/১২/২৬; ৯/৭/৩২
 যুনজি (১/৮২/৬) — ৬/১১/৯
 যুবসেতানি (১/৯৩/৫; ৫-৭) — ১/৬/২; ৩/৮/১
 যুবং তমিজা (১/১৩২/৬) — ৮/১৩/২৬

যুবক দেবা ক্রতুনা (৮/৫৭/১) — ৯/১১/১৫
 যুবক বক্রানি (১/১৫২/১) — ৩/৮/২
 যুবক সুরামমখিনা (১০/১৩১/৪) — ৩/৯/৪
 যুবানো পিতরা (১/২০/৪-৬) — ৮/১০/৩
 যুবা সুবাসাঃ (৩/৮/৪) — ৩/১/৯
 যুবাং দেবাক্রয় (৮/৫৭/২) — ৯/১১/১৬
 যুবাং নরা (৭/৮৩) — ৭/৯/২
 যুবাং স্তোমেভির্ষেব (১/১৩৯/৩-৫) — ৮/১/১৩
 যুবো রজাংসি (১/১৮০-১৮৪) — ৪/১৫/৪
 যুবোক্ত যু রথং (৮/২৬/১-১৫) — ৪/১৫/৬
 যে অগ্নিদম্বা (১০/১৫/১৪) — ২/১৯/২৬
 যে কে চ (৬/৫২/১৫) — ২/৯/১৫; ৩/৭/১০
 যে চেহ (১০/১৫/১৩) — ২/১৯/২৬
 যে তাত্ত্বর (১০/১৫/৯) — ২/১৯/২৮
 যে ত্রিংশতি (৮/২৮) — ৮/১১/৪
 যে দ্বাহিহত্যে (৩/৪৭/৪) — ৫/১৪/৩০
 যে দেবাসো দিব্যোকা (১/১৩৯/১১) — ৮/১/১৩
 যেতোয়া মাতা (১০/৬৩/৩) — ৫/১৮/৬
 যে যজ্ঞেন (১০/৬২) — ৮/১/২৫
 যে ব্যাব (৭/৯২/৪) — ৮/৯/৩
 যো অগ্নিঃ দেব (১/১২/৯) — ৩/১৩/১৪
 যো অগ্নিঃ (১০/১৬/১১) — ২/১৯/৩৩
 যো অগ্নিভিত্তি (৬/৭৩) — ৭/৯/৩
 যোগে যোগে তব (১/৩০/৭-৯) — ৬/৪/১২
 যো জাত এব (২/১২) — ৬/৬/১৫; ৭/৭/১; ৮/৭/১২;
 ৯/৭/২১
 যো ধারমা (৯/১০১/২) — ২/১২/৪
 যো ন ইন্দ্রিদ্ (৮/২১/৯-১০; ৯) — ৬/১/২; ৭/৮/২
 যো নঃ পিতা (১০/৮২/৩) — ৩/৮/৯
 যো নঃ সনুতো (৬/৫/৪-৫) — ৪/৬/৬
 যো নো মরুতো (৭/৫৯/৮) — ২/১৮/৬
 যো রাজা চবর্ণীনাং (৮/৭০/১-২) — ৭/৪/৪
 যো বাৎ পরিজয়া (১০/৩৯-৪১) — ৪/১৫/৭
 যো ব্যাভীরকশ (৮/৬৯/১৩-১৫) — ৬/২/২

৯

য়ায়ে নু যং (৭/৯০/৩) — ৩/৮/৫
 য়েবতীর্নঃ সধ (১/৩০/১৩-১৫) — ৮/১/২০
 য়েবী ইন্ য়েবতঃ (৮/২/১৩-১৫) — ৮/১/২০

৯

যনস্পতে রশনরা (যিল ৫/৭/২) — ৯/৫/৩
 যনস্পতে হবীযি (যিল ৫/৭/২) — ৯/৫/৩
 যনে ন ব্যায়ে (১০/২৯) — ৭/১২/১
 যনোতি হি সূমন্ (১/১৩৩/৭) — ৮/১/২
 যপূর্ন তচ্চিকি (৬/৬৬) — ৮/৮/৯
 যয়মিহ (৭/৩১/৪-৬) — ৬/৪/১০
 যয়মু দ্বা তদি (৮/২/১৬-১৮) — ৬/৪/১০
 যয়মু দ্ব্যমপূর্বা (৮/২১/১-২) — ৬/১/২; ৭/৮/২
 যয়মেনমিলা (৮/৬৬/৭-৮) — ৭/৪/৪
 যয়ং য দ্বা (৮/৩৩/১-৩) — ৭/৪/৩; ৮/৫/১৪
 যবট্ তে (৭/৯৯/৭) — ৩/১৩/১৭
 যসিমা (১/২৬-২৭) — ৪/১৩/৭
 যসুং ন দ্বি (১০/১২২) — ৪/৩/১২
 যহিষ্ঠেভির্ (৪/১৩/৪) — ২/১৩/৭
 যহিং যশসম্ (১/৬০) — ৪/১৩/৯
 যাজে যাজে (৭/৩৮/৮) — ২/১৬/১৭
 যামমদ্য সবিতন্ (৬/৭১/৩) ২/১৬/১৩
 যায়বা যাহি দর্শত (১/২/১; ১/২-৩) — ৫/৫/২; ৫/১০/৫
 যায়বা যাহি বীতয়ে (৫/৫১/৫) — ৭/১০/৬
 যায়ুরগ্রেণা (যিল ৫/৬/১) — ২/১২/৮
 যায়ো যাহি (৮/২৬/২৩-২৪) — ৭/১০/৬
 যায়ো যে তে (২/৪১/১-২) — ৭/৬/২
 যায়ো শতং (৪/৪৮/৫) — ৭/১১/২৫
 যায়ো শুক্লো (৪/৪৭/১) — ২/১২/৮; ৭/১১/২৫
 যার্জহত্যার (৩/৩৭) — ৬/৪/১০
 যাবুধানা শুভস্পতী (৮/৫/১১) — ৫/৫/১৪
 যাজেব (১/৩৮/৮) — ২/১৩/৭
 যাহিষ্ঠো বাৎ (৮/২৬/১৬-১৯) — ৪/১৫/২
 যি চক্রমে পৃথিবী (৭/১০০/৪) — ৩/৮/৮
 যি তে বিদম্ (৬/৬/৩) — ৩/১৩/১৪
 যির্দুন্ মহসো (৫/৫৪/৩) — ২/১৩/৭
 যি ন ইন্ (১০/১৫২/৪) — ২/১০/১৭

বিলাড় বৃহৎ (১০/১৭০/১-৩; ১) — ৮/৬/৯; ৯/৯/২২
 বিশোবিশো বো (৮/৭৪) — ৯/৮/১৩
 বিশ্বকর্মন হবিষা (১০/৮১/৬; ৬-৭) — ২/১৮/২৫; ৩/৮/৯
 বিশ্বকর্মা বিমনা (১০/৮২/২) — ৩/৮/৯
 বিশ্বজন্য (৭/১০০/৪) — ৩/৮/৮
 বিশ্বজিতে (২/২১) — ৬/৪/১২
 বিশ্বানরায় (৮/৬৮/৪-৬) — ৭/৬/৪
 বিশ্বা রূপাণি প্রতি (৫/৮১/২) — ৪/৯/৫
 বিশ্বাঃ পূতনা (৮/৯৭/১০-১১) — ৭/৪/৩
 বিশ্বে অদ্য (১০/৩৫/১৩) — ৩/৭/১০
 বিশ্বে সেবাস (২/৪১/১৩) — ২/৯/১৫
 বিশ্বে দেবাঃ শাস্তন (১০/৫২/১) — ১/৪/৯
 বিশ্বে দেবাঃ শূনুতেমং (৬/৫২/১৩) — ৩/৭/১০; ৫/১৮/১৬
 বিশ্বেভিঃ সোম্যং (১/১৪/১০) — ৫/১০/১৩
 বিশ্বো দেবস্য (৫/৫০/১) — ৭/৬/১০
 বিশ্বেগ্নু কং (১/১৫৪/১; ঐ; ১/১৫৪-১৫৫) — ৫/২০/৬;
 ৬/৭/৮; ৭/৯/৪
 বিহি হোত্রা (৪/৪৮/১) — ৭/১১/২৫
 বীমে সেবা (বিল ৫/১৯/১) — ৮/৩/২৩
 বৃষমিত্র বৃষ (১/১৩৯/৬) — ৮/১/২, ১৩
 বৃষা মদ ইন্দ্রে (৬/২৪) — ৮/৬/১৫
 বৃষা হুসি (৫/৩৫/৪-৬) — ৭/৮/৩
 বৃক্ষে শর্খায় (১/৬৪) — ৭/৪/১৫; ৭/৭/১০
 বেতুধা হি বেধো (৬/১৬/৩) — ৩/১০/১২
 বেদিবদে শ্রিয় (১/১৪০-১৪৫) — ৪/১৩/১২
 বৈশ্বানরায় সুমতৌ (১/৯৮) — ৮/৮/৫
 বৈশ্বানরায় মনসা (৩/২৬/১-৩) — ৭/৭/৬; ৯/৫/১০
 বৈশ্বানরায় বিবণাম্ (৩/২) — ৭/৭/৩
 বৈশ্বানরায় পৃথু (৩/৩) — ৫/২০/৬
 ব্যক্তিরিকমতির (৮/১৪/৭-৯) — ৭/২/১২
 ব্যুধা আবো দিবিজা (৭/৭৫-৮০) — ৪/১৪/৪

৯

শং ন ইন্দ্রাঙ্গী (৭/৩৫) — ৮/১৪/২০
 শং নঃ করত্যা (১/৪৩/৬) — ৫/২০/৬
 শং নো ভব চক্ষসা (১০/৩৭/১০) — ৩/৮/৪
 শং নো ভবন্ত (৭/৩৮/৭) — ২/১৬/১৭

শং নো ভব হ্রদ (৮/৪৮/৪) — ৫/৬/২৭
 শংসা মহামিত্রং (৩/৪৯) — ৮/৭/২৭
 শাসদ্ বহি (৩/৩১) — ৭/৪/৯; ৭/৫/২০
 শুক্রস্যাশ্ব (২/৪১/৩) — ৭/৬/২
 শুক্রং তে অন্যদ্ (৬/৫৮/১) — ২/১৬/১৩; ৩/৭/৮; ৪/৬/৬
 শুচিং নু স্তোমং (৭/৯৩/১) — ৩/৭/১৩
 শুটী বো হব্য (৭/৫৬/১২) — ৩/৭/১২
 শুনং নঃ (৪/৫৭/৮) — ২/২০/৫
 শুনং ছবেম (৩/৩০/২২) — ২/২০/৫
 শুনাসীরা (৪/৫৭/৫) — ২/২০/৫
 শুশ্রিষ্যমং ন (৩/৩৭/৮-১০) — ৭/৪/৩
 শ্রাবদ্ বৃষমুত (৬/৬০/১) — ২/১৭/১৬
 শ্রাবাশ্বস্য সুব্রতো (৮/৩৮/৮-১০) — ৭/২/১২
 শ্যোনো ন যোনিং (৯/৭১/৬) — ৪/৭/২১; ৪/১০/৬
 শ্রু তে দধামি (১০/১৪৭) — ৬/৪/১২
 শ্রাতং মন্য উধনি (১০/১৭৯/৩) — ৫/১৩/৬
 শ্রাতং হবিষ (১০/১৭৯/২-৩) — ৫/১৩/৫
 শ্রায়ন্ত ইব সূর্যং (৮/৯৯/৩-৪) — ৭/৪/৩
 শ্রুধী হবমিত্র (২/১১) — ৭/১১/২৮
 শ্রুধী হবং তিরশ্চ্যা (৮/৯৫/৪-৬) — ৭/৮/৩
 শ্রুধী বাং যজ্ঞো (৬/৬৮) — ৭/৯/২
 শ্রেষ্ঠং যবিষ্ঠ (২/৭/১-৩) — ৭/৮/১

১০

স ঙ্গে মহীং (২/১৫/৫) — ৯/৮/৪
 স ঙ্গঃ পুরি (৮/৪১/৩-৫) — ৭/২/১৭
 সখায় আ শিবামহি (৮/২৪/১-৩) — ৭/৮/২; ৮/১২/২১
 সখায়ত্বা (৩/৯) — ৪/১৩/১০
 সখায়ঃ সং (৫/৭) — ৪/১৩/৮
 সখা হ মর (৩/৩৯/৫) — ৯/৩/২২
 সখে সখায়মত্যা (৪/১/৩) — ৪/৭/১০
 স যা নো দেবঃ (৭/৪৫/৩-৪) — ৩/৭/১৪; ১০/৬/১০
 স চিত্র চিত্রং (৬/৬/৭) — ৪/১/২৪
 সজুর্বিধেভির্নু (৫/৫১/৮-১০) — ৭/১০/৬
 সজোবা ইন্দ্রে (৩/৪৭/২) — ৫/১৪/২
 সত্রা তে অনু (৪/৩০/২-৪) — ৯/১১/২২
 সত্রা মদাসত্ত্ব (৬/৩৬) — ৭/১২/১৮; ৮/৭/১২

সত্রাহণ (৪/১৭/৮) — ৩/৮/১৬
 সদা সুগঃ (৩/৫৪/২১) — ২/৫/৭
 সদ্যো হ জাতো (৩/৪৮; ঐ; ৩/৪৮/১) — ৫/১৬/১;
 ৭/৪/৮; ৯/৫/২২
 স নঃ (৩/১০/৮) — ২/১/২৭
 স নো নব্যেতি (১/১৩০/১০) — ৬/৪/১০
 স নো রাধাস্যো (৭/১৫/১১) — ২/৮/৩
 স পূর্বো (৮/৬৩/১-৩) — ৮/১/১৭
 স শ্রদ্ধা (১/৯৬/১; ১/৯৬) — ২/১৯/২৮; ৮/৮/১৩
 সমন্য যত্ন্য (২/৩৫/৩) — ৫/১/১২; ১২/৬/৯
 সমস্য মন্যবে (৮/৬/৪-৪৫) — ৬/৪/১২
 সমিক্ষমি (৬/১৫/৭-৯) — ৮/১২/৩০; ৯/৫/১০
 সমিক্ষ্য (৩/৮/২) — ৩/১/৯
 সমিদ্ধো অথ (৫/২৮/৫-৬) — ১/২/৮
 সমিদ্ধো অগ্নি (২/৩) — ৩/২/৬
 সমিদ্ধো অদ্য (১০/১১০) — ৩/২/৬
 সমিধায়ি (৮/৪৪/১) — ২/৮/৭; ৪/৫/৩
 সমিধায়ানো (৩/২৭/৪) — ১/২/৮
 সমী বত্‌সং (৯/১০৪/২) — ৪/৭/৪
 সমু ত্যো মহতী (৮/৭/২২) — ৪/৭/৪
 সমুদ্রাদুর্মিষুনিয়তি (১০/১২৩/২) — ৪/৭/১০
 সমুদ্রাদুর্মিষুয়ী (৪/৫৮) — ৮/৬/৬; ৮/৯/২
 স যজ্ঞা বিদ্র (৩/১৩/৩) — ৩/১৩/১৭
 স যো বুধা (১/১০০) — ৮/১/১৮
 সরস্বতীং দেব (১০/১৭/৭) — ৮/১১/২
 সরস্বত্যতি নো (৬/৬১/১৪) — ৩/৭/৬; ৮/১১/২
 সর্বে নন্দতি (১০/৭১/১০) — ৪/৪/৪
 স বাবুধে নর্যো (৭/৯৫/৩) — ৩/৮/১৮
 সসস্য (৪/৭/৭-১১) — ৪/১৩/৯
 সহানুং (৩/৩০/৮) — ৩/৮/১৬
 সহ বাসেন (১/৪৮) — ৪/১৪/৫
 স হব্যাক্তমর্ত্য (৩/১১/২) — ২/১/২১
 সং চ য়ে জম্বু (৬/৩৪-৩৫) — ৮/৭/৩০
 সং আগুবন্তি (১০/৯১) — ৪/১৩/১২; ৪/১৫/১৬
 সং জানান (১/৭২/৫) — ৪/৭/৪
 সং তে পয়সি (১/৯১/১৮) — ১/১০/৫; ৫/৬/২৮
 সং ন মাতৃভিঃ (৯/১০৫/২) — ৪/৭/৪

সং যং জ্ঞাতো (১/১৯০/৭) — ৩/৭/৯
 সং বত্‌স ইব (৯/১০৫/২) — ৪/৭/৪
 সং বাৎ কর্মণা (৬/৬৯; ১) — ৬/১/২; ৬/৭/৭
 সং সীদয় (১/৩৬/৯) — ৪/৬/৪
 সাধ্বীমকর্ষে (১০/৫৩/৩) — ৩/১৩/১৪
 সাত্তপনা (৭/৫৯/৯) — ২/১৮/৬
 সাহান্ বিধা (৩/১১/৬) — ২/১/২৮
 সিনীবালি (২/৩২/৬-৭) — ১/১০/৭
 সীদ হোতঃ (৩/২৯/৮) — ২/১৭/১১
 সুকর্মাণঃ (৪/২/১৭) — ২/৯/১৫
 সুগবাং নো (১/১৬২/২২) — ১০/৮/৫
 সুত ইত্‌ জ্ব (৬/২৩) — ৮/৬/১৫
 সুতাসো মধু (৯/১০১/৪-৬) — ৮/৩/৩৫
 সুত্ৰামাণং পৃথিবীং (১০/৬৩/১০) — ৩/৮/৭; ৪/৩/৩
 সুত্ৰপক্‌ত্বমু (১/৪/১; ১-৩; ১/৪-৯) — ৫/১৮/৬; ৭/৪/৩;
 ৭/৫/১৫
 সুব্রুহা যাতমগ্রিভি (১/১৩৭/১; ১-৩) — ৮/১/২, ১৩
 সুসন্দৃশং (১/৮২/৩; ৩-৪) — ২/১৯/৩৯; ৬/২/২
 সুয়বসাদ্ (১/১৬৪/৪০) — ৩/১১/৪; ৪/৭/২২
 সূর্যো নো দিব (১০/১৫৮/১; ১০/১৫৮) — ১/৪/৯;
 ৬/৫/১৮
 সুজ্জি (৮/৭/৮) — ২/১৩/৭
 সেদয়ি (৭/১/১৪-১৫) — ৪/৩/৪
 সৈনানীকেন (২/৯/৬) — ২/১৮/৩
 সোম একেভ্যঃ (১০/১৫৪) — ৬/১০/২০
 সোম গীর্তিষ্টা (১/৯১/১১) — ১/৫/৪৪
 সোম যান্তে (১/৯১/৯; ৯-১১; ৯) — ২/৯/৯; ৪/৪/৪;
 ১০/৬/৬
 সোমস্য মা তবসং (৩/১) — ৪/১৩/৯
 সোমাপূষণা (২/৪০/১-৬) — ৩/৮/১১
 সোমো জিগতি (৩/৬২/১৩-১৫) — ৪/১০/৫
 সোমো ধেনুং (১/৯১/২০) — ২/১৯/২৬
 সীর্ণং বহির্কপ (১/১৩৫/১-৬) — ৮/১/১৩
 স্তত ইজ্জো মঘবা (৪/১৭/১৯) — ৩/৮/১৬
 স্তবে জনং (৬/৪৯; ৬/৪৯/১) — ৮/৮/৮; ৮/১৪/২০
 স্তবে নরা দিবো (৬/৬২-৬৩) — ৪/১৫/৪
 স্তবীজং বাশ্ববত্‌ (৮/২৪/২২-২৪) — ৭/৮/২

জোত্রমিহ্মায় (৮/৪৫/২১-২৩) — ৯/১১/২২
 অত্ পুরজিন (৮/৩৪/৬-৭) — ৬/১৪/১৮
 সোনা পৃথিবী (১/২২/১৫) — ৮/১৪/২০
 শ্রুত স্রলস্যাং (৯/৭৩) — ৪/৬/৬
 স্বদন হব্য (৩/৫৪/২২) — ৩/৫/১০
 স্বপ্নেনাভ্যাপ্য (২/১৫/৯) — ৯/৮/৪
 স্বত্তয়ে বাক্তিভিষ্ট (৩/৩০/১৮) — ৩/৭/১১
 স্বস্তি নঃ পথ্যাসু (১০/৬৩/১৫-১৬) — ৪/৩/৩
 স্বস্তি নো দিবো (১০/৭/১) — ২/১০/৮
 স্বস্তি নো মিমীতাম্ (৫/৫১/১১-১৩) — ৮/১/২৭; ৯/৫/৯
 স্বাদুজিলায়ম্ (৬/৪৭/১-৪) — ৫/২০/৬
 স্বাদোরিত্থা বিষ্ (১/৮৪/১০-১২) — ৭/৪/৪; ৭/১২/১৭

হ

হবিন্ হবিষ্টো (৯/৮৩/৫) — ৪/৭/২৩

হবিল্পাভ্যং (১০/৮৮) — ৮/৮/৯
 হব্যবাক্তি (৫/৪/২) — ১/১০/৫; ৪/১১/৬
 হংসঃ শুচিবদ্ (৪/৪০/৫) — ৮/২/১৭
 হংসৈরিব (১০/৬৭/৩) — ৪/১১/৬
 হিনোতা নো (১০/৩০/১১) — ৫/১/৮
 হিরণ্যকেশো (১/৭৯/১-২; ১-৩) — ২/১৩/৭; ৪/১৩/৯
 হিরণ্যগর্তঃ (১০/১২১/১; ১-৬) — ২/১৭/১৬; ৩/৮/৩
 হিরণ্যস্বজ্জ (৫/৭৭/৩) — ৩/৮/১৫
 হিরণ্যপানিম্ (১/২২/৫-৮) — ৮/১০/৩
 হ্রবে বঃ সুদ্যো (২/৪) — ৪/১৩/৯
 হোতাজ্জনিষ্ট (২/৫) — ৪/১৩/৮; ৭/২/১
 হোতা দেবো অমর্তাঃ (৩/২৭/৭-৯) — ৪/১০/৩
 হোতারং চিত্র (১০/১/৫) — ৪/৫/৬
 হুমাম্যমিমস্য (১/৩৫) — ৭/৭/৫

পারিশিষ্ট — ৬

সূত্রে প্রদত্ত মন্ত্রের তালিকা (মন্ত্রগুলি প্রচলিত স্বক্সসংহিতার বহির্ভূত)

অ

অগ্ন্য বিধ — ২/৫/১৩
অগ্ন ইচ্ছা — ৮/১৪/২০
অগ্নয়ঃ — ৫/৩/১৫
অগ্নয়ে গৃহ — ২/৪/৮
অগ্নয়ে সংবেশ — ২/৪/১০
অগ্নাবয়ি — ৮/১৪/৪
অগ্নাবিকু মহি — ৫/১৯/৩
অগ্নাবিকু সজো — ২/৮/৩
অগ্নি রত্নী — ৬/৫/২
অগ্নির্গৃহ — ৮/১৩/১৫
অগ্নিহুৎ — ৪/২/৩
অগ্নিহোতা বেষু — ১/৪/১১
অগ্নিচ বিকো — ৪/২/৩
অগ্নিষ্টে তেজো — ২/৩/৪
অগ্নিঃ ষিষ্টকৃতম্ — ১/৬/৬
অগ্নিঃ হোত্রান্নাবহ — ২/১৯/৯
অগ্নিঃ প্রত্নেবু — ৮/১০/৪
অগ্নিঃ প্রথমো — ২/১১/১২
অগ্নিঃ সোমো — ২/১১/৩
অগ্নে মরুত্বিন্ — ৯/৬/২
অগ্নে মহী অগ্নি — ১/২/৩০
অগ্নে সজ্ঞাস্তিবে — ৩/১২/২৫
অগ্নেঃ সমিদসি — ৩/৬/৩২, ৩৪;
অগ্নেহ্যাস্যেন — ১/১৩/২
অগ্ন্যবাক — ৫/৭/২
অজেনয়ি — ৩/২/১০
অতিরাক্ষত্ব — ৮/১৩/৩৪
অত্র পিতরো — ২/৭/১; ৫/১৭/৬
অম্বপিতৃ — ২/৫/২
অম্বর্ষ্যো বেল সোহয়ম্ — ১০/৭/৩
অমিত্রির্ভাতা — ১/৩/২৪

অধিষ্ঠিতমধ্য — ২/২/১৬
অধিগো শরীষম্ — ১০/৮/৮
অধ্বনাশ্ — ৫/৩/১৪
অধ্বর্ষ অরাত্তম্ — ৮/১৩/১৬
অধ্বর্ষ উপ — ২/১৬/২২; ৫/৬/১৫
অধ্বর্ষো শোশোং — ৫/১৮/৫
অনাধুষ্ট — ৪/৫/৭
অনীকবস্ত্রমূতরে — ২/১৮/৩
অনু নোহ্যো — ৪/১২/২
অভ্রিতং রক্ষো — ২/৩/৭
অমাদা চান্য — ৮/১৩/১৪
অমাদ্যাহ্বা — ২/৪/৭
অধিদমন্ — ৪/১২/২
অপহতা অসুরা — ২/৬/৯
অপামিদং — ২/১২/২
অপানং বাহু — ৫/২/২
অপি তেবু ত্রিষু — ১০/৯/৭
অপসু দৃতস্য — ৬/১২/১১
অভয়ং যো — ২/৫/২১
অভি ত্য (বিল) — ৪/৬/৩; ৮/১/২২; ৮/১২/২৭;
১০/১০/৯
অভিমো ঘর্ষো — ৩/১৪/১০
অভিহিহ হোতঃ — ১/৪/৮
অমীমদন্ত — ২/৭/২
অমুং মা হিনৌর্ — ১/১২/৩৭
অমৃতাস্তি — ২/২/৪
অমোহসি — ২/৯/১১
অরমজির্গৃহ — ২/৫/১৩
অরমজিঃ পুরীষো — ২/৫/১৩
অরম্ পীত — ৬/১২/২
অরম্ বাজং — ৮/১৪/৪

অযাধিতা — ২/১৯/৩৭
 অয়াপ্তায়ে — ১/১১/১২
 অয়াস্তমিরণে — ৩/৬/১১
 অবেরণঃ — ৫/১/১৪
 অর্বুদঃ কান্ধ — ১০/৭/৫
 অলাবুনি — ৮/৩/২০
 অশ্বিনাবস্থিতৌ — ৬/৫/২
 অসাব্যক্ত্যঙ্কন — ২/৭/৫
 অসিতো ধাষস্ — ১০/৭/৭
 অসুরবিদ্যা — ১০/৭/৭
 অসুয়ন্ত্যে — ৮/১৪/৪
 অহে পৈথি — ১/৩/৩৫
 অংগুরংগুট্টে — ৪/৫/১০

আ

আগ্ররগণ্ডে — ৬/৯/৩
 আজিরসো বেদঃ — ১০/৭/৪
 আশ্বকৃতসৈন — ৬/১২/৩
 আ দ্বা বিশক্ত — ৬/৩/১
 আশত পিতরো — ২/৭/১৩
 আ নো যাহি — ৩/১২/২৯
 আপূর্যা হ্যমা — ৬/১২/৪
 আ যশ্বিন্ — ৪/৭/২১
 আরাহি তপসা — ৩/১২/২৯
 আহুরাশাস্ত্রে — ১/৯/৫
 আয়ুর্লো অয়ে — ২/১০/৪
 আয়ুবে দ্বা — ২/৪/৭
 আয়ুটে বিশ্বতো — ২/১০/৪
 আয়হ সেবান্ পিতৃন — ২/১৯/৮
 আয়হ সেবান্ সূর্যতে — ৫/৩/৭
 আবির্ভবা আ — ৯/৯/১২
 আশান্মাশা — ২/১০/২১
 আশাত্তেহরং — ৪/২/১০
 অশ্রাবঃ বজ্রং — ১/৩/২৫
 আকিন্তে — ৬/৯/৩
 আসন্যান্ মা — ৪/১৩/১
 আশ্মাত্রং জুহুন্ — ১/৩/৬
 আহং বজ্রং যযে — ১/১২/৩৮

ইতো জজ্ঞে — ৩/১২/২৪
 ইদমহমবা — ১/৩/৩৭
 ইদমহং মাং — ৫/১৩/১৬
 ইদং জনা উপ — ৮/৩/১০
 ইদং দ্যাভা — ১/৯/১
 ইদং রাধো — ৬/১২/২
 ইদং হবি — ১/৯/১
 ইন্দ্র জঠরং — ৬/৩/১
 ইন্দ্র জুবব — ৬/৩/১
 ইন্দ্রমহারভা — ১/৩/৩১
 ইন্দ্র বোক্তশিমোজ — ৬/৩/২৩
 ইন্দ্রস্তরাধান্ — ৬/৩/১
 ইন্দ্রস্য দ্বা জঠরে — ১/১৩/৪
 ইন্দ্রং বরং শুনা — ২/২০/৫
 ইন্দ্রং বসুমত্ — ৫/৩/১০
 ইন্দ্রঃ সূরঃ প্রথমো — ২/১১/৮
 ইন্দ্রঃ সূরো অতরন্ — ২/১১/৮
 ইন্দ্রো বিশ্বস্য গোপতিঃ — ৮/২/২৫
 ইন্দ্রো বিশ্বস্য চেততি — ৮/২/২৫
 ইন্দ্রো বিশ্বস্য ভূপতিঃ — ৮/২/২৫
 ইন্দ্রো বিশ্বস্য রাজতি — ৮/২/২৫
 ইমমমুং — ৬/৯/১
 ইমমান্শুধী — ২/১৪/৩৪
 ইমান্ মে মিত্রা — ২/৫/৩, ১৪
 ইমে সোমাস — ৬/৫/২৪
 ইরং শিবে রাষ্ট্রো — ৪/৬/৩
 ইত্যারাম্পদং — ২/২/১৭
 ইতো ভাগং জুবব — ১/৭/৯
 ইতো অগ্ন আভ্যাস্য — ১/৫/২৬
 ইতো অগ্নিনা — ২/৮/৬
 ইত্যোপহৃত্য সহ — ১/৭/৭
 ইত্যোপহৃতোপ — ১/৭/৮
 ইহ মদ — ৬/১১/১৩
 ইহ রসেহ — ৮/১৩/১
 ইহেত্ গোপ — ৮/৩/১৯
 ইহেব ক্ষেভ্য — ৩/১২/৮
 ইহেব সন্ তত্র — ২/৫/৮

ই কিম্বদন্ত — ৮/৩/৩০

উক্খং বাচি যোবার — ৫/২/২৭

উক্খং বাচি শ্রোকার — ৫/১০/১২

উক্খং বাচিপ্রায় — ৫/১৪/২৪

উক্খং বাচিপ্রায় দেবেভ্য — ৫/১৮/১৫; ৫/২০/৮

উক্খং বাচিপ্রায়োপ — ৫/১৫/২৪

উক্খ্যন্তেহানি — ৬/৯/৩

উগ্রা শিশামতি — ৪/১২/২

উত্তেমননমুর্ — ৫/১/১৫

উদহ্বাদ্ সেব্য — ৩/১১/২

উদাম্বা — ১/৩/২৭; ১/১০/৪

উদ্গ্রিয়মাণ — ২/২/৩

উদ্ভেতরুরো — ৬/১৩/১৮

উপস্রব পরসা — ৪/৭/৪

উপস্রব ধরণ — ৮/১৩/২

উপহুতোহয়ং — ৪/২/৯

উপাংসুবন — ৬/৯/৩

উপাংখত — ৬/৯/৩

উভা কবী — ৬/১২/১২

উরু বিষ্ণো — ৫/১২/৩

উর্বভরিকং — ৪/১৩/৪; ৪/৩/১৮

উবা অস্থি — ৬/৫/২

উবাসানভা — ২/১৬/১১

উবাঃ কেতুনা — ৩/১২/২০

উর্ধ্বং এনমুর্ — ১০/৮/১৪

উর্ধ্বং এনাম্ — ১০/৮/১৩

উর্ধ্বং শিশাং — ৪/১২/২

কজে কোঃ — ১০/৭/১

কতসত্যাক্যং — ২/২/১১

কতস্য পহাৎ — ১/৩/২৯

কতাবানং — ৮/১০/৪

কতুভ্যঃ বাহা — ২/৪/১৩

একরা চ — ৫/১৮/৬

এতত্ তেহসৌ — ২/৬/১৫

এতন্ বা শিতরো — ২/৭/৬

এতং কালম্ — ৮/১৪/১০

এতং স্থানীপাকং — ৮/১৪/৫

এথোহস্যেধি — ৩/৬/৩২

এনস এনসো — ৬/১২/৩

এবা হোবা — ৬/২/৬

এব ব্রহ্মা য — ৬/২/২

এব বসুঃ পুরা — ৫/৬/১

এব বসুর্বিদদ্বসু — ৫/৬/৭

এব বসুঃ সংযদ্ — ৫/৬/১১

এষ্টা রায় — ৪/৫/১১

ঐতুবসুর্বিদদ্ — ৫/৫/১৩

ঐতুবসুঃ পুরা — ৫/৫/৮

ঐতুবসুঃ সংযদ্ — ৫/৫/১৫

ঐতুবসুনাং — ৫/৬/৯

ঐতুবসুবসু — ৬/৯/৩

ঔ চ মে — ১/১১/১৪

ঔ মদেদধ — ৭/১১/১৬

ঔ মদে মদোন্ — ৮/৪/৩

ঔ প্রতিষ্ঠ — ১/১৩/১০

ঔ হ জরিতম্ — ৮/৩/২৬

ওমবতী তে — ১/২/১; ৫/৩/৯

ওম্ উদেধ্যামি — ২/৪/২৬

ওমোথামোদেব — ৭/১১/২০

ক ইলং কমা — ৫/১৩/২০

কঃ বিদেধ্যমী — ১০/৯/২

কিসুকপতসি — ৩/১৪/১৩

কিসুকিত্ — ১০/৯/৪

কুবেরো কৈব — ১০/৭/৬

কুহুংহাং — ১/১০/৮

কুর্সেবানাম্ — ১/১০/৮
কেশবঃ পুরুষ — ১০/৯/৮

গ

গর্ভং অবস্ত — ৩/১০/৩২
গারজ্যো জা শতা — ৩/১৪/১০
গৃহানহং সুমনসঃ — ২/৫/১৯
গৃহ মা বিতীতো — ২/৫/১৯
গোশফো জরি — ৮/৩/২২

ঘ

ঘৃতবতীমবর্ষো — ১/৪/১২
ঘৃতািবনো — ৫/১৯/৩

ঙ

জাতবেদো রমরা — ১/২/১
জ্বাশঃ সোম — ১/৫/৩৬
জ্বাশো অগ্নিঃ — ১/৫/৩৫
জুটো বাচে — ৩/১/১৮
জীবানামহতা — ৬/৯/১
জীবিকানামহতা — ৬/৯/১

চ

চক্ষঃ (বিল্য) — ১/১০/১
চথা হ জরি — ৮/৩/২৬
চনুনপাদম — ১/৫/২৪
চনুনপাদমিহম — ২/৮/৬
চণ্ডো বাঃ ঘর্ষো — ৪/৭/৫
চমু ইহ্যভঃ — ৮/১/২২
চবেমে — ২/১৪/১৩; ১০/৯/১৫
চাক্যো বৈশিষ্টতস্ — ১০/৭/৯
চাক্ষবর্ষো — ৫/১/১৬
চিত্রো দেবীরম — ২/১৬/১১
চেন ব্রহ্মণা — ২/৩/২৫
চে বা একং — ৮/৩/১০
চেবাং চিত্তিঃ — ৮/১৩/৯
চমসে ব্রত — ৩/১২/১৬
চুটায় সরবর্জী — ২/১১/৪
চং কবিদ্যং — ৪/৪/২

চং ব্রতানাং — ৮/১৪/৬
ছমিত্ত শর্ষ (বিল) — ৮/৩/২৮
ছামিচ্ছবস — ৬/২/২
ছাং নটবান্ — ৪/১১/৬

জ

জদানীত্যয়িন্ন — ৫/১৩/১৮
জবিষ্মস্যাগে — ৫/১৩/৭
জমুনা সেবঃ — ৫/১৮/২
জিবি পুটো অরো — ৮/১০/৪
জিবে জাত — ২/৩/৮
জীকিত্তা উপ — ৫/৬/১৬
জুদ্ভুতিমাহন — ৮/৩/১৮
জুরো অথ আজ্যস্য — ২/১৬/১১
জৈবকৃতস্যো — ৬/১২/৩
জৈব বর্হিঃ — ১/৪/৭
জৈব সবিত — ১/৩/২৬
জৈবস্য জা — ১/১৩/২
জৈবং জা — ২/২/২
জৈবং বর্হিরগে — ২/৮/১৩
জৈবং বর্হিবসু — ১/৮/৭
জৈবং বর্হিবগ্নি — ৩/৬/১৬
জৈবা আজ্যপা — ১/৯/৫
জৈবাজ্যনাম্ — ৩/১৩/১৯
জৈবা সৈব্যা হোতারো — ২/১৬/১৫
জৈবানামাজ্য — ১/৬/৮
জৈবা বা অথ — ৮/১৩/৭
জৈবী আজ্যপা — ১/৩/২২
জৈবী উবানো — ২/১৬/১৫
জৈবী উর্জাবতী — ২/১৬/১৫
জৈবী জেহ্নী — ২/১৬/১৫
জৈবী ষায়ে — ৪/১৩/৫
জৈবীষারো বসু — ২/১৬/১৫
জৈবীজিহ — ২/১৬/১৫
জৈবোহো..... হব্যবহিঃ — ১/৩/৬
জৈবো অগ্নিঃ — ১/৮/৭
জৈবো নরাশবসো — ১/৮/৭
জৈবো নরাশবসোহটৌ — ২/৮/১৬

দেবো বনস্পতির্ — ৩/৬/১৬
 দেহি মে দদামি — ২/১৮/১৮
 দৈব্যাঃ শমিতার — ৩/৩/১
 দৈব্যা হোতারা — ২/১৬/১১
 দোষাবস্তনমঃ — ৩/১২/৪
 দোষো আগাদ্ — ৮/১/২২; ৮/১১/৪
 দ্বীপে রাজ্ঞো — ৩/৬/২৯

খ

ধর্ত্বী দিশাং — ৪/১২/২
 ধর্ম ইন্দ্রস্ — ১০/৭/১০
 ধাতা দদাতু — ৬/১৪/১৬
 ধাতা প্রজ্ঞানাম্ — ৬/১৪/১৬
 ধান্য সোমা — ৬/১১/৯
 ধান্নো ধান্নো — ৩/৬/২৯
 ধ্রুবস্ত আয়ুঃ — ৬/৯/৩
 ধ্রুবা দিশাং বিষ্ণু — ৪/১২/২

ন

নমস্তেহস্ত — ২/৫/১০
 নমস্তে হরসে — ২/১২/২
 নমঃ প্রবক্ত্রে — ১/২/১
 নমো বরুণায়ান্তি — ৬/১৩/১২
 নরাশংসো অগ্ন — ১/৫/২৫
 নর্থ — ২/৫/২
 নানা হি বাং — ৩/৯/৮
 নিরন্তঃ পরা — ১/৩/৩৬

প

পঞ্চবস্ত্রঃ — ১০/৯/৯
 পঙ্কী যীযজতে — ৮/৩/২৪
 পরেতন পিতরঃ — ২/৭/৯
 পর্ণশস্যো — ৮/৩/২২
 পশুভ্যস্তা — ২/৩/২০
 পশুন্ মে — ২/৩/১৭
 পারিপ্লব — ১০/৭/১-১০
 পিতৃকৃতস্মোন — ৬/১২/৩
 পিতৃণাং সমিদ্মি — ৩/৬/৩৪
 পিশাচবিদ্যা — ১০/৭/৬

পুনর্ন ইন্দ্রো — ২/১০/১৯
 পুরাণবিদ্যা — ১০/৭/৮
 পুরীষপদ — ৮/২/২৭
 পুষ্টিপতে — ৬/৯/১
 পূর্ণমসি পূর্ণং — ১/১১/৫
 পূর্ণা দর্বি পরা — ২/১৮/১৮
 পৃচ্ছামি ত্বা — ১০/৯/৬
 পৃথিবীং মাতরং — ২/১০/২৩
 পৃথিব্যাম্ অমৃতং — ২/৪/১৪
 পৃথিব্যাত্মা নাতৌ — ১/১৩/২
 প্রচেতন প্র — ৬/২/২
 প্রজাপতয়ে — ২/৯/১০
 প্রজপতেভাগো — ১/১৩/৮
 প্রজাপতের্বিশ্ব — ৩/১১/১১
 প্র গু ব ইন্দ্রায় — ৮/৪/১
 প্রত্যবরোহ — ৩/১০/৮
 প্রত্যুপ্তিং রক্ষঃ — ২/৩/৯
 প্রত্যোতা সুবন্ — ৫/৭/৫
 প্রদাত্রে স্বাহা — ৮/১৪/৪
 প্র বো দেবায় — ৫/৯/২১
 প্রাচি হ্যেধি — ৫/১৩/১৯
 প্রাচী দিশাং — ৪/১২/২
 প্রাচ্যাং দিশি — ১/১১/৬
 প্রাণাপানৌ — ১/১৩/৯
 প্রাণন্ অমৃতে — ২/৪/১৫
 প্রাণং যচ্ছ — ৫/২/১
 প্রাতর্বস্তনমঃ — ৩/১২/৪
 প্রাবিত্রং সাধু — ১/৪/১১; ৫/৩/৯
 প্রিন্না ধামান্যায়াদ্ — ১/৬/৬
 প্রৈবসূক্ত — ৩/২/২; ৩/৬/১৩; ৫/৮/৩

ব

বহির্গম আজ্যস্য — ১/৫/২৭
 বহির্গমিরম — ২/৮/৬
 বৃহত্‌সাম ক্ষত্র — ৪/১২/২
 বৃহস্পতিব্রহ্মা — ১/১২/৯; ১/১৩/১০

ব্রহ্ম জন্মানং — ৪/৬/৩; ৯/৯/১৯

ব্রহ্মদেপঃ — ১/১২/১৩

ব্রহ্মান্ প্রহা — ১/১৩/১০

ভ

ভক্ষস্যাব — ৬/১৩/১৩

ভক্ষং কৃতস্যা — ৬/১৩/১৩

ভক্ষিতস্যা — ৬/১৩/১৩

ভদ্রাদভি — ৪/৪/২

ভদ্রান্ নঃ — ২/৯/১১

ভৃগু ইত্যতি — ৮/৩/২১

ভূতে ভবিষ্যতি — ১/২/১

ভূপতয়ে নমো — ১/৪/৯

ভূমির্ভূমিম — ৩/১৪/১২

ভূমিভ্যোতি — ৫/৯/১১

ভূরিজ — ৫/২/১২

ভূরিষ্ঠা — ২/৩/১২

ভূর্ভবঃ স্বঃ — ১/২/৩, ৫; ১/১২/১৩; ১/১৩/১০;
২/৩/১৬, ২৭; ২/৪/২৬; ২/৫/১৫; ২/১৭/১১;
৩/১২/৫

ভূঃ স্বাহা — ১/১১/১২

ম

মভস্যঃ সাংমদন্ — ১০/৭/৮

মনসম্পত্তিনা — ১/৭/৩

মনুর্বেবতস্ — ১০/৭/১

মনুষ্যকৃতশ্যৈন — ৬/১২/৩

মনোভ্যোতির্ভূষ — ২/৫/১৬

মম নাম তব — ২/৫/১১

মম নাম প্রথমং — ২/৫/৪

ময়ি ত্যদি — ৫/১৩/৮

ময়ি বাণো — ৩/৬/২৯

মহানামী — ৭/১২/১১

মহানামীন্ তো — ৮/১৪/১৫

মহান্ মহী — ৪/৬/৩

মহাব্রত — ৮/২/২৬

মহীন্ যু — ২/১/৩৪; ৩/৮/৭; ৪/৩/৩

মা ভপো — ১/১২/৩৬

মাতা চ তে — ১০/৮/১১, ১২

মাহং প্রজাং পরা — ১/১১/৭; ৬/১২/১১

মা হিংসীর্দেব — ৩/১৪/১৩

মিত্রস্য স্বা চক্ষুষা — ১/১৩/১; ৮/১৪/১৭, ১৯

মিত্রাবরুণয়ো..... প্রযচ্ছামি — ৩/১/২০

মিত্রাবরুণয়ো..... ভূয়াসন্ — ৩/১/২১

মৈত্রাবরুণস্তে — ৬/৯/৩

য

যজমান হোতন্ — ৫/৭/৩

যজুর্বেদো বেদঃ — ১০/৭/২

যত্ তে চক্ষুর্দৃশিবি — ৫/১৯/৪

যজ্ঞোন্নৈরাজ্যস্য — ৩/৬/১০

যদগ্নে পূর্বং — ৩/১০/১৭

যদত্র শিষ্টং — ৩/৯/৯

যদদ্য দুর্জং — ৩/১১/৭

যদ্ অন্তরিক্ষং — ২/৭/১১

যদস্যা অংহ (বিল) — ৮/৩/৩০

যদিশোনমকর্ম — ৮/১৩/২৯

যদুস্মিরাব্রতং — ৪/৭/৯

যদ্ বো দেবা — ৩/১৩/২২

যন্ মে রেতঃ — ২/১৬/২৩

যমো বৈবস্বতস্ — ১০/৭/২

যয়োরোজসা — ৫/২০/৬

যজ্ঞাদ্ ভীষা — ৩/১১/১

যয়ে স্বা কাম — ৮/১৪/৪

যস্য ব্রতে — ৩/৮/১৮

যস্যোক্তঃ পীত্বা — ৫/১/১৮

যা তিরস্শী — ৮/১৪/৪

যা তে অগ্নে — ৩/১০/৬

যানি নো ধনানি — ২/১০/১৯

যে যজ্ঞা ১/৫/১৮; ১/৬/৬; ২/১১/৪

যে রূপাণি — ২/৬/২

যো অদ্য সৌম্যো — ৫/৩/২২

যো অখ্যাত — ২/১/১৭

যো সেবানামিহ — ৫/২/৮

র

রত্নতাং দ্ব্যমি — ২/৩/১৫

রত্নতরং সামতিঃ — ৪/১২/২

বরণ অসিত্যস্ — ১০/৭/৩

বর্ম মে — ২/১০/২৩

বাগশ্রেণা — ৪/১৩/২

বগৈতু — ৮/১৩/৩০

বাগোজঃ সহ — ১/৫/২০

বাগ্ দেবী সোমস্য — ৫/৬/২

বাচস্পতিনা — ১/৭/২

বাচং দেবীং — ৪/১৩/২

বাহুরশ্রেণা (পুরুষোক্ত) — ২/১২/৮; ৫/১০/৪

বিদ্যুদসি — ২/৩/১৬

বি ন ইহ... নর — ২/১০/১৭

বি বহু পবিত্রং — ৪/৬/৬

বিশ্বদামীয়া — ২/৫/১০

বিশ্বস্য দেবীন্ — ৬/৫/১৮

বিশ্বং বিভর্তি — ২/১০/২৩

বিশ্বা আশা দক্ষিণ — ৪/৭/৭

বিশ্বা আশা মধুনা — ২/১০/২১

বিববিদ্যা — ১০/৭/৫

বিটম্বো দিবো — ৪/১২/২

বিনুতরো বধা — ৬/২/২

বীষে সেবা — ৮/৩/২৩

বীরং মে দত্ত — ২/৭/১২

বৃষা পাবক — ৮/৩/৮

বৃষ্টিরসি — ২/৩/২৩

বেদোহসি বিত্তি — ১/১১/১

বেদোহসি বেদো — ১/১০/৩

বৈরাজে সাধ্যমি — ৪/১২/২

বৈরাজে সামগ্রিহ — ৪/১২/২

বৈশ্বানরো অসিরোভ্য — ৮/১১/৫

বৈশ্বানরো অজী — ২/১৫/২; ৮/৩/৮

বৈশ্বানরোন আগমন্ — ৮/১১/৫

বৈশ্বানরো ন উত্তরে — ৮/১১/৫

ব্যানার দ্বা — ৫/২/৩

ব্রতানি বিজদ্ — ৩/১২/১৬

শ

শমিতারো যদ্র — ৩/৩/৫

শস্য পশুন্ মে — ২/৫/২

শান্তিরস্যমৃতং — ২/৩/৫

শিবং শম্বান্ — ২/৫/১৯

শুগসি — ৩/৬/২৮

শুকতাং পিতরঃ — ২/৬/১৪

শ্রুতী হবং ন — ৬/৩/১

শঃ সূত্যাং বা — ৬/১১/১৬

শা জয়িতব্ — ৮/৩/২২

শড়বিশ্ণুতিরস্য — ১০/৮/৮

শষ্টিশ্চাক্ষর্যো — ১/৩/২৮

স

স যা নো — ৮/১/২২

স বিশ্বং প্রতি — ৮/৩/৮

সত্যাতাত্য্যং — ২/৪/২৬

সত্যম্ ইয়ং — ৯/৭/৪২

সত্যং সূর্য — ১০/৯/৫

সত্যেন দ্ব্যতি — ১/১৩/৩

সদ্বৃত্তিমিত্র — ২/১০/১৭

স ভদ্র — ৫/৫/৩৪

সমগ্নির্বসুতি — ২/১১/১২

সমিদসি সমেধি — ৩/৬/৩২

সমিদ্ শিশাম্ — ৪/১২/২

সমিধঃ সমিধোহমে — ২/৮/৬

সমিধঃ সমিধো — ১/৫/১৮

সমিদ্ধো অগ্নিরগ্নি — ৪/৭/৪

সমিদ্ধো অগ্নির্ববশা — ৪/৭/৪

সুদ্রব্যং বঃ — ৩/১১/৬

সুদ্রব্যাব্যম্ — ৩/১১/১৯

সদ্যচ্ শিশাম্ — ৪/১২/২

সপ্নসেবকনেভ্য — ২/৪/১২

সহস্রশৃঙ্গো — ১/১২/৩৯
 সংজীবানামহতা — ৬/৯/১
 সংজীবিকানামহতা — ৬/৯/১
 সংমার্গোহসি — ১/৩/৩২
 সাধুর্ন গৃধ্ — ৬/৩/১
 সামবেদো বেদঃ — ১০/৭/১০
 সাবীর্হি সেন্য — ৪/১০/১
 সূক্তঃ স্বয়ম্ভুঃ — ১০/৯/১৩
 সুমত্ পদ্ বগ্ — ৫/৯/১
 সুমিত্রা ন আপ — ৩/৫/৩; ৩/৬/২৯; ৬/১৩/১৫
 সুমতকৃতঃ — ২/২/১৫; ২/৩/৯
 সূর্য একাকী — ১০/৯/৩
 সোমস্য সমিদসি — ৩/৬/৩৪
 সোমস্যামে বীহি — ৫/৫/২৬
 সোমায় পিতৃমতে — ২/৬/১২
 সোমো বৈষ্ণবস্ — ১০/৭/৪
 স্তীর্ণং বহির্নানু — ২/১৪/৩৪
 স্তম্ভং মেঘেন — ৫/২/১৬
 স্তোম ত্রয়ত্রিশে — ৪/১২/২
 স্বধা পিতা — ৬/১২/৯
 স্বধা পিত্রে — ৬/১২/৯
 স্বধা প্রপিতা — ৬/১২/৯
 স্ববর্তী সুদুহা — ৪/১২/২

বাহ্যকৃতঃ তচিদ্ — ৪/৭/১০
 বাহ্য দেবা আজ্যগা — ১/৫/২৮

হরিশীং হা — ২/৪/২৬
 হবিরমে বীহি — ৫/৪/১০
 হারিবতস্তে — ৬/১২/২
 হস্তং হবির্মধু — ৪/৭/১৭
 হাদিস্পৃক্ — ৫/১৯/৫
 হোতা বন্ধত্ প্রজা — ১০/৯/১৪
 হোতা বন্ধদগ্নিঃ — ৩/৫/১০; ৫/৪/৯
 হোতা বন্ধদগ্নিনা নাসত্যা — ৫/৫/১৪
 হোতা বন্ধদগ্নিনা সর — ৩/৯/৫
 হোতা বন্ধদগ্নিনা সোমা — ৬/৫/২৫
 হোতা বন্ধদগ্নিত্যান্ — ৫/১৭/৩
 হোতা বন্ধদগ্নিবাহু — ৫/৫/৩
 হোতা বন্ধদগ্নিঃ মরু — ৫/১৪/২
 হোতা বন্ধদগ্নিঃ মাধ্য — ৫/৫/১৮
 হোতা বন্ধদগ্নিঃ হরিবী — ৫/৪/৫
 হোতা বন্ধদ্ দেবং — ৫/১৮/২
 হোতা বন্ধদ্ মিত্র — ৫/৫/১২
 হোতারদ্ব্য অব্ধাঃ — ১/৪/১১
 হোতা বিষ্টী — ৮/৩/২৪
 হোত্রকা উপ — ৫/৬/১৮

পরিশিষ্ট — ৭

নির্বাচিত শব্দের সাধারণ তালিকা

অমিটিয়া — ৩/৪/১২; ৪/১/২২
 অমিহুত — ৩/৭/২০; ১১/২/১৫, ১৭
 অমিসর — ১২/৫/২৭
 অমিহোত্র — ২/২-৪
 অমীষোমীর পত্নবাণ — ৪/১১/১; ৫/৩/৫; ৯/২/৬
 অম্যামের — ২/১/৯
 অমিরস-অরন — ১২/২/১
 অজির — ৩/৭/১
 অতিজ্ঞানস — ৬/২/২
 অতিপ্রাণন — ২/১৯/১
 অতিমূর্তি — ৯/৮/১
 অতিরাজ — ৬/৪
 অতিসর্জন — ৫/২/১১
 অত্রিচতুর্বার — ১০/২/১৮
 অনিরক্ত — ৯/১০/১
 অনীকবতী — ২/১৮/৩
 অনুকী — ৯/৫/১৮
 অনুষ্টপকার — ৬/৩/১৩
 অনুবদ্যা — ৬/১৪/৭
 অন্তর্বসু — ১০/২/১৪
 অধারভনীয়া — ২/৮/১
 অপটিতি — ৯/৮/২৪
 অগোনপ্তীয়া — ৫/১/১
 অস্তোবাণ — ৯/১১/১
 অভিধারণ — ২/৬/১০
 অভিহিত — ৮/৫; ১০/১/৪
 অভিগ্রব — ৭/৫/১
 অভিভূতি — ৯/৮/২২
 অভিষেকনী — ৯/৩/৮
 অভিষ্টন — ৪/৬, ৭

অভিহখন — ৪/৮/৩৫
 অভ্যাসজ — ১০/৩/৪
 অর্বমা-অরন — ১২/৬/২৩
 অবকাম — ৩/১২/২৩
 অবদান — ৩/১৩/২২
 অবভূষ — ২/১৭/১৮; ৬/১৩/১
 অবরোহণ — ৩/১০/৮
 অবস্তরণ — ২/৬/১০
 অবিকৃত শিল্প — ৮/৪/৮
 অবিলম্ব — ৬/২/২
 অশ্বমেধ — ১০/৬/১
 অশ্রুগাত — ৩/১২/১৭
 অষ্টরাত্র — ১০/৩/২২
 অহীন — ১০/২-৫

আ,

আমিয়ারত — ৫/২০
 আয়েয় ব্রত — ৪/১৩/১৪
 আমেরী ইটি — ২/১০/১৩ (মূর্খবান্ অমি, কাম অমি);
 ৩/১৩/১
 আগ্ররণ-ইটি — ২/৯
 আজিআলেন্যা — ৮/৩/১৯ (ব্যাখ্যা)
 আতিথ্যা ইটি — ৪/৫
 আদিত্য-ইটি — ২/১৯/৪৪
 আদিত্য গ্রহ — ৫/১৭/২
 আদিত্যারন — ১২/১/১
 আয়ু — ৮/৭/১৯-২১; ১০/১/৬
 আবুফান-ইটি — ২/১০/২
 আশাপাল-ইটি — ২/১০/২০
 অরবিন ব্রত — ৪/১৫/১
 অমিন গ্রহ — ৫/৫/১৪

আখিনশর — ৬/৫/১

আহার্য — ৬/১০/৯

ই.

ইচ্ছাস্ব — ২/১৪/১২

ইচ্ছাবল — ১০/৪/৫

ইচ্ছাত্ত — ৯/৭/২৫

ইচ্ছাসিকুলার — ৯/৭/২৯

ইচ্ছাবিকুল-উত্তরগতি — ৯/৭/৩৭

ইচ্ছ — ৯/৮/২২

ইচ্ছারন — ২/১৪

উ

উক্খা — ৬/১

উত্তরাস্তি — ২/৩/১৮

উত্তরগতিময় — ৮/১৩/৭ (ব্যাখ্যা)

উত্তরবন — ২/৬/১০

উদয়নীয়া — ৬/১৪/১

উত্তি — ৯/৮/২০

উদ্ভাসন — ৩/১৩/১১

উন্নয়ন — ৫/৫/১৭

উপকূট — ২/১/১৩

উপবল — ৪/১২/৫

উপবল্য — ৪/১/২৮

উপশদ — ৯/৮/২৫

উপসদ — ৪/৮

উপহব্য — ৯/৭/২৭

উপনসত্তোম — ৯/৫/১

খ

খতপের — ৯/৭/৩৯

খতুভহ — ১০/৩/১

খতুভোম — ৯/৮/২৯

খবত — ৯/৭/৩১

খবিসত্তোর — ১০/৩/৭

খবিভোম — ৯/৮/২৮

এ

একত্রিক — ৯/৫/১৯

একানশর — ১০/৪

একান — ৯/৭, ১০/১/১১

ঐক্যজ্ঞতা — ১/২/১০

ঐতন্যলাপ — ৮/৩/১৪ (ব্যাখ্যা)

ঐশ্র — ১০/৩/১৭

ঐশ্রনিবিধান — ৫/১৫/২২

ঐশ্রবায়বগ্রহ — ৫/৫/২

ঐশ্রবাহ্মণ্য — ২/১১/১৯

ঐশ্রবাহ্মণী — ২/১১/১৩

ঔপদেশিক — ৬/১/৩ (ব্যাখ্যা)

ঔপবল্য — ৪/১/২৮

ককুপকার — ৫/১৫/৮

কাপিবন — ১০/২/৪

কারীরা ইতি — ২/১৩

কুণ্ডপারী-অয়ন — ১২/৪

কুসুমবিনু — ১০/৩/৩৩

কুহ — ৩/১৩/১৬ (ব্যাখ্যা)

কেশবণীয় — ৯/৩/২৪

ক্রীড়িনেতি — ২/১৮/১৯

করস্য ধৃতি — ৯/৩/২৭

করিয় — ২/১/১৩

কুমকতাপনিত — ১২/৫/৯

গ

গগদ্রিয়ার — ১০/২/৭

গর্তকার — ৯/১১/৪-৬

গবামরন — ১১/৭/১

গারজীকার — ৭/২/১৩

গার্হসময় ঐউগ — ৭/৬/৩

গণবিকার — ৬/১/৩

গৃহমেধীরা — ২/১৮/৭

গো — ৮/৭/১৯

গোতমভোম — ৯/৫/২০

গোসব — ৯/৮/১৫

গোভোম — ৯/৫/৩

গৌ — ১০/১/৫
 গ্রহমন্ত্র — ৮/১৩/১০
 গ্রাবস্তোত্র — ৫/১২/৭

চ

চতুরহ — ১০/২/৩১
 চতুর্বিংশ — ৭/২/১
 চতুষ্ঠোম ত্রিকুপ — ১০/৩/৩১
 চতুর্মাস্য — ২/১৬-২০; ৯/২
 চিতি — ৪/১/২২
 চৈত্ররথ — ১০/২/২

ছ

ছন্দোম — ৮/৭/২৩
 ছন্দোমপবমান — ১০/২/১৪
 জনকসপ্তরাত্র — ১০/৩/১৯
 জামদগ্ন — ১০/২/২৭; ১০/৩/১০
 জ্যোতিঃ — ১০/১/১

ত

তনু — ৮/১৩/১২, ১৪
 তীত্রসোম — ৯/৭/৩৩
 তুরায়ণ — ২/১৪/৪
 ত্রিকুপ — ১০/৩/২৮
 ত্রৈবর্ষিক — ১২/৫/৬
 ত্র্যম্বকযাগ — ২/১৯/৪২
 ত্র্যহ — ১০/২/১৬
 ত্র্যক — ৯/৫/১৯
 ত্র্যষ্টপদ — ৬/১৪/১৩
 ত্রিবি — ৯/৮/২৪

দ

দর্শপূর্ণমাস — ১/১-১৩
 দশপেয় — ৯/৩/১৭
 দশরাত্র — ৮/৭/২২; ৮/৯-১৩; ১০/৩/৪১
 দাক্ষায়ণ — ২/১৪/৭
 দাক্ষী — ২/১০/১৮
 দিক্‌সঙ্কার — ৮/১৪/১৮
 দিক্‌স্তোম — ৯/৮/২৯

দীক্ষণীয়া — ৪/২
 দূশাশ — ৯/৮/১ (ব্যাক্য)
 দৃতিবাতবহু — ১২/৩/১
 দেবনীধ — ৮/৩/২৫ (ব্যাক্য)
 দেবভূত — ২/৪/৪ (ব্যাক্য)
 দেবসূচ্য — ৪/১১/৫
 দেবীযাগ — ৬/১৪/১৭
 দেব — ১০/২/৩৩
 দ্বাদশাহ — ১০/৫/১২
 দ্বাদশবর্ষিক — ১২/৫/১৪
 দ্বাদশসংবসর — ১২/৫/১৯
 দ্ব্যহ — ১০/২/৫

ধ

ধ্রুব — ৭/৩/৭, ৮

ন

নম্র — ২/১৪/৩৪
 নবরাত্র — ৮/৭/১৬; ১০/৩/২৭
 নবসপ্তদশ — ১০/১/২
 নাকসদ্ — ৯/৮/২৯
 নাতানেদিষ্ঠ — ৯/১০/১৬
 নারায়ণসী — ৮/৩/১০ (ব্যাক্য)
 নিরূঢ়(নির্মিত) পতবহু — ৩/৮/২১
 নিরুসি — ৬/৬/৬
 নিবিদ-অতিপত্তি — ৬/৬/১৮ (ব্যাক্য)
 নিবিদ-অতিহার — ৬/৬/১৮

প

পঞ্চশারদীয় — ৯/৮/৯; ১০/২/৩৪
 পঞ্চরাত্র — ১০/২/৩৭
 পঞ্চিকৃৎ — ৩/১০/১১
 পরাক(ক)ছন্দোম — ১০/২/১৫
 পরিত্রী — ৯/৫/১৮
 পবমানোষ্টি — ২/১
 পবিত্র — ২/১২; ৯/৩/২
 পত্ততন্ত্র — ৩/৬/৩৬
 পঞ্চদ্ব্যবর্ত — ৫/১৯/৭
 পাবকবহু — ২/১২/৩

পিতৃপিতৃযজ্ঞ — ২/৬/১
 পিতৃভূত — ২/৪/৪ (ব্যাখ্যা)
 পুত্রকাম ইষ্টি — ২/১০/১০
 পুনরাধেশা — ২/৮/৪
 পুত্র — ১০/৩/৩৭
 পূর্বপটল — ৪/৬/১২
 পূর্বস্থিতি — ২/৩/১৭
 পৃষ্ঠাশ্লোম — ৮/৪/২৫; ১০/৩/২১
 পৃষ্ঠাবলম্ব — ১০/৩/৩০
 পৌণ্ডরীক — ১০/৪/১
 প্রজাপতিতনু — ৮/১৩/১২, ১৪
 প্রজাপতিবাদনসংবৎসর — ১২/৫/১৯
 প্রতিরাধ — ৮/৩/২১ (ব্যাখ্যা)
 প্রবল্লিকা — ৮/৩/১৭ (ব্যাখ্যা)
 প্রবল্লন — ৪/৬/১ (ব্যাখ্যা)
 প্রাজাপত্য — ১০/৩/৮
 প্রাণসন্ধান — ২/১৭/৬; ৫/৯/১
 প্রাতর্দোহ — ৩/১০/২৬ (ব্যাখ্যা)

বহুবর্গ — ৯/৮/১ (ব্যাখ্যা)
 বাইপ্পত্য ইষ্টি — ৯/৯/৮
 বীভতস — ৩/১০/২১; ৩/১১/২১
 বৃহতীকার — ৫/১৫/৭
 বৃহস্পতিসব — ৯/৫/৪
 ব্রহ্মসাম — ৮/৬/১৯
 ব্রাহ্মণ — ২/১/৪; ১২; ৩/১৪/১৬; ৪/১৫/১১; ৯/৯/২৮

ভরতবাদশাহ — ১০/৫/৯
 ভূ — ৯/৫/১৭
 ভূমিশ্লোম — ৯/৫/৩
 ভূসংস্কার — ২/২/১১ (ব্যাখ্যা)

মনুষ্যভূত — ২/৪/৪ (ব্যাখ্যা)
 মন্ত্র — ১/১/২১
 মরার — ৯/৮/২৫

মহাতাপশ্চিত — ১২/৫/১৭
 মহাবীর — ৪/৬/১ (ব্যাখ্যা)
 মহাব্রত — ৮/১৪/১
 মহাবৈরাগী — ২/১১/১
 মাধুচ্ছন্দস — ৫/১০/১১
 মাহেশ্বরী ইষ্টি — ২/১৮/২৩
 মিত্রাবিন্দা — ২/১১/১
 মিত্রাবরণ-অয়ন — ১২/৬/১১

যজ্ঞগুচ্ছ — ৬/১১/২
 যোনিশংসন — ৫/১৫/১৬

রাজসূয় — ৯/৩/৪
 রাজন্য, রাজা — ১/৩/৩; ১/৫/২৪; ২/১/৩; ২/৯/৬;
 ২/১৭/৮; ৪/১৫/১২; ৯/৩/৯; ৯/৯/২৮;
 ১২/১৫/৭

রাঢ় — ৯/৮/২৪
 রাশি — ৯/৮/২৫

লোকেষ্টি — ২/১০/২২

বজ্র — ৯/৮/২২
 বনস্পতিসব — ৯/৫/৩
 বরুণপ্রদাস — ২/১৭
 বলভিদ্ — ৯/৮/২০
 বসিষ্ঠসংসর্গ — ১০/২/৩০
 বাজপেয় — ৯/৯/১
 বাজিসাম — ৯/৯/১২
 বাক্রনী ইষ্টি — ৩/১২/৬
 বাবর — ১০/২/৩৬
 বিঘন — ৯/৭/৩৫
 বিধৃতি — ১১/৫/৫
 বিনিঃস্পৃহাষ্টি — ৬/১২/২
 বিনুতি — ৯/৮/২২
 বিপর্বাস — ৩/১৩/২২
 বিরাদ্ — ৯/৮/২৪
 বিবধ — ৯/৮/১৫

বিগ্রহহোম — ৫/২/৬
 বিশ্বজিত — ৮/৭/১; ১০/১/৭
 বিশ্বজিতশিল্প — ৯/১০/৭
 বিশ্বদেবজ্ঞত্ব — ৯/৮/৮
 বিশ্বসৃজ-সহস্রসংবতসর — ১২/৫/২৫
 বিশ্ববত্স্তোম — ১০/১/৩
 বিশ্বুবান্ — ৮/৬/১
 বৈদজিরাত্র — ১০/২/১২
 বৈমৃষী ইষ্টি — ২/১০/১৬
 বৈশ্য — ১/৩/৩; ২/১/১৩; ২/১৭/৮; ৪/১৫/১৩
 বৈশ্বদেবপর্ব — ২/১৬/১
 বৈশ্বানরপার্জন্যা — ২/১৫/১
 বৈশ্বানর-ইষ্টি — ৪/৮/৩৩
 বৈশ্বামিত্র — ১০/২/২৯
 বৈসর্জনহোম — ৪/১০/১ (ব্যাখ্যা)
 ব্যুষ্টিদ্ব্যহ — ৯/৩/২৫
 ব্যোম — ৯/৮/৭
 ব্রতভূত — ৩/১২/১৫
 ব্রাত্যস্তোম — ৯/৮/২৮

শ

শতসংবতসর — ১২/৫/২৩
 শদ — ৯/৮/২৪
 শরাব — ৩/১০/২৮; ৩/১৪/১
 শাক্য ষট্‌ত্রিংশদ — ১২/৫/২১
 শুনাসীরীয়া — ২/২০/১
 শ্যেন — ৯/৭/১

ষ

ষট্‌ত্রিংশদবর্ষিক — ১২/৫/২১

স

সত্র — ১১/১-৭; ১২/১-৬
 সত্রীসের আচরণবিধি — ১২/৮
 সদ্যজ্ঞী — ৯/৫/১৮
 সপ্তরাত্র — ১০/৩/৭-১১
 সঙ্ক — ৫/৬/২০
 সমিত্তপাণি — ২/৫/১০

সমুটত্রিককুপ — ১০/৩/৩০
 সম্রাট্ — ৯/৮/২৪
 সরস্বতীপরিসর্পণ — ১২/৬/২৫
 সর্পায়ণ — ১২/৫/১
 সবনদেবতা — ৫/৩/১০
 সবনীয়পণ্ড — ৫/৩/৪; ১০/৯/১৬; ১২/৭/৯
 সবিতৃককুপ — ১১/৫/১২
 সহস্রসংবত্‌সর — ১২/৫/২৫
 সহস্রসাব্য — ১২/৫/২৯
 সাক্ষেধ — ২/১৮/১
 সাদ্যক্ — ৯/৭/১১
 সাধ্যশতসংবত্‌সর — ১২/৫/২৩
 সান্তপনী ইষ্টি — ২/১৮/৫
 সায়াংদোহ — ৩/১০/২৬ (ব্যাখ্যা)
 সারস্বত সত্র — ১২/৬
 সার্বসেন — ১০/২/৩২
 সাবিত্রী ইষ্টি — ১০/৬/৮
 সুপর্ণসূক্ত — ৮/২/১৬ (ব্যাখ্যা)
 সুমন্ত্রতন্ত্র — ২/১৫/১২
 সূর্যস্তুত — ৯/৮/৫
 সোমাতিরেক — ৬/৭/১
 সৌত্রামণী — ৩/৯/১
 সৌম্য চরুযাগ — ৫/১৯/১
 সৌর্য — ৬/৫/১৭
 সৌর্যচাক্ষমসী — ৯/৮/১
 স্তোক — ৩/৪/১
 স্তোমনির্ভাস — ৬/৬/৪
 স্তোমবুদ্ধি — ৭/১২/১
 স্তোমহানি — ৯/১/১৬
 স্তোমাতিশংসন — ৭/৫/১১; ৭/১২/৩
 সুবান্ধুরীয়া — ২/১১/৭
 স্বরসাম — ৮/৫/১০
 স্বরট্ — ৯/৮/২৪
 স্বজ্যয়নী ইষ্টি — ২/১০/৬

হ

হবিধান-প্রবর্তন — ৪/৯

পরিশিষ্ট — ৮

সূত্রে উদ্ধৃত বিভিন্ন মতবাদী

অনুব্রাহ্মণ — ৫/৯/২৪; ৫/১৫/২৩

অনুব্রাহ্মণী — ২/৮/১১

আচক্ষতে — ১/১/৭; ২/৮/৮; ৫/১০/১১; ৫/১১/২;
৭/৬/৩; ৮/৪/১২; ৮/১২/১৩; ১১/১/১৩;
১১/৩/৬, ১৭; ১১/৫/৫, ১২; ১১/৬/৫, ১৩;
১২/৫/২৯

আচার্য — ৩/৪/১২

আলেক্সন — ৬/১০/৩০

আশ্বরত্থ্য — ৫/১৩/১৩; ৬/১০/৩১

একে — ১/৩/১৩, ১৪; ২/২/১; ২/২/১৮; ২/৫/১৮;
২/৯/৭; ২/১৩/৯; ২/১৪/১৯; ২/১৫/৯;
২/১৮/১৭; ৩/১/১২, ১৯; ৩/৩/৪; ৩/৪/৭,
১২; ৩/১০/৩০; ৩/১২/২৬; ৩/১৩/২৪;
৪/১/২, ৩, ২২; ৪/৮/৮, ২৩, ৫/৪/১১,
৫/১০/৯, ৩৩; ৫/১২/২৪, ২৫ ৫/১৩/১২;
৬/৬/৭; ১২; ৬/৮/১৩; ৬/১০/৫, ২৪;
৬/১১/৬; ৬/১৪/৮, ৯; ৭/১১/২৩; ৭/১২/৮;
৮/৭/১৮; ৮/১২/১২, ১৫; ৮/১৩/২৭, ২৮;

৯/২/৩; ৯/৩/২১; ৯/৬/৩; ১০/৫/১৯;
১০/৮/৭; ১২/৪/৯, ১৪, ২০; ১২/৮/৩৪, ৩৫;
১২/১১/৮; ১২/১২/২, ৭; ১২/১৩/২

ঐতরেয়ী — ১/৩/১২; ৩/৬/৩; ১০/১/১৪

কৌত্স — ১/২/৫; ১/৪/৬; ৭/১/১৯

গাণগারি — ২/৬/১৬; ৩/৬/৬; ৩/১১/১৮; ৫/৬/২৬;
৫/১২/১৪; ৬/৭/৬; ৭/১/২১; ৮/১২/২৩;
১২/১০/১

গিরিজ বাসব্য — ১২/৯/১১

গৌতম — ১/৩/৩৯; ২/৬/১৮; ৫/৬/২৪; ৭/১/২০;
৮/৫/৬

ভৌষলি — ২/৬/১৭; ৫/৬/২৫

দেবভাগ — ১২/৯/১১

যজ্ঞগাথা — ২/১২/১৩; ৫/৫/২৮; ৮/১৩/৩৪

বিজ্ঞায়তে — ২/২/১৩; ২/৫/২১; ২/১৭/৬; ৩/১৩/১৮;
৫/৪/১২; ৬/৫/৩; ১২/১৫/১৩

শৌনক — ১২/৮/৩৩; ১২/১০/২; ১২/১৫/১৫

[বিশেষ কিছু যাগের হোত্বকর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ]

অগ্ন্যাধার

কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, ফল্গুনী, বিশাখা অথবা উত্তর ভাদ্রপদে 'অগ্ন্যাধার' করতে হয়। ব্রাহ্মণ বসন্তে, ক্ষত্রিয় গ্রীষ্মে, বৈশ্য বর্ষায়, তক্ষক শরদে অগ্ন্যাধান করবেন। সোমযাগের উদ্দেশ্যে এবং আপৎকালে যে-কোন ঋতুতে ও নক্ষত্রে অগ্ন্যাধান করা চলে।

আধানের পর সকলকে ১২ দিন এবং ধনীর ক্ষেত্রে আমরণ তিন অগ্নিকে নিত্যপ্রজ্জ্বলিত রাখতে হয়।

অরণি-সংগ্রহ [শমীগর্ভ অশ্বখ বৃক্ষ থেকে]

পূর্ণাঙ্ঘতি [মন্ত্র:- 'যো-' (সু.)।

পূর্বদিন প্রাতঃকালে অরণি-প্রস্তুতি। পার্থিব সম্ভার এবং বানস্পত্য সম্ভার সংগ্রহ করে তিনটি পৃথক পৃথক কুণ্ড ও কুণ্ডগৃহ নির্মাণ করে ক্ষৌরকর্ম করতে হয়। অপরাত্নে গার্হপত্য কুণ্ডের পিছনে ঔপাসন অগ্নি থেকে অর্ধেক অগ্নি নিয়ে সেই অগ্নিতে ব্রহ্মোদন অর্থাৎ চারশরা চাল পাক করতে হয়। পাকের পর পাত্রটি নামিয়ে নিয়ে ঐ পাকের অগ্নিতেই ব্রহ্মোদনের অন্ন নিয়েই 'দর্বাংহোম' করতে হয়। এর পর ঋত্বিকদের মধ্যে ঐ ব্রহ্মোদন ভাগ করে দিতে হয়। অথর্ব্য নিজের অংশে আজ্য মিশিয়ে ঐ অন্নকে তিনটি সমিৎ দিয়ে বেঁটে নিয়ে সমিৎগুলি ঐ অগ্নিতেই ফেলে দেন। তার পর ঋত্বিকের ব্রহ্মোদন ভক্ষণ করেন।

পরের দিন পাকায়িতে অরণি-স্থাপন, পাকায়ির নির্বাণ, প্রত্যেক কুণ্ডে অঙ্গার-স্থাপন, নির্বাণিত পাকায়ির সামনে অশ্ববন্ধন করে অরণি-মহন, গার্হপত্যের আধান, প্রজ্জ্বলন, গার্হপত্যের উদ্ধরণ, ব্রাহ্মার সামগান, আয়ীধ্র কর্তৃক লৌকিক অথবা গার্হপত্য অগ্নি থেকে অগ্নি নিয়ে দক্ষিণায়ির আধান, আহবনীয় কুণ্ডের দিকে অশ্ব-সমেত অগ্নির শ্রণয়ন, ব্রাহ্মার তিনবার রথচক্রস্রামণ, অশ্বের পূর্বদিক্ হতে আহবনীয়-লজ্জমন, আহবনীয়ের আধান, ব্রাহ্মার সামগান, তিন অগ্নিতে আজ্যাহোম, প্রত্যেক কুণ্ডে তিনটি করে অশ্বখ এবং তিনটি করে শমীকাষ্ঠের সমিধের স্থাপন, বিনামন্ত্রে অগ্নিহোত্র, পূর্ণাঙ্ঘতি, তিন অগ্নির উপস্থান।

পবমানেষ্টি

(১নং এবং ৩নং অথবা শুধু ১নং ইষ্টিটি করলেও চলে।

সে-ক্ষেত্রে প্রথম ইষ্টির সঙ্গে সমানতন্ত্রে ২নং এবং ৩নং ইষ্টি করতে হয়)

(১) [ক] প্রকৃতিবৎ প্রধানযাগের (অগ্নি) অনুবাক্য ও যাজ্য

[খ] প্রধানযাগের (পবমান অগ্নি)

অনুবাক্য: 'অগ্ন-' (৯/৬৬/১৯)

যাজ্য: 'অগ্নে-' (৯/৬৬/২১)

অনুবাক্য: 'স হবা-' (৩/১১/২) - বিষ্টকৃতের

যাজ্য: 'অগ্নি-' (৩/১১/১) - "

(২) অনুবাক্য: 'অগ্নি-' (৮/৪৪/১২) - বৃধদান-আজ্যভাগের

'সোম-' (১/৯১/১১) - "

যাজ্য: - প্রকৃতিবৎ

[ক] অনুবাক্য: 'স-' (৩/১০/৮) - প্রধানযাগের (পাবক অগ্নি)

যাজ্য: 'অগ্নে-' (৫/২৬/১) - "

[খ] অনুবাক্য: 'অগ্নি-' (৮/৪৪/২১) - " (স্তুতি অগ্নি)

যাজ্য: 'উদগ্নে-' (৮/৪৪/১৭) - "

অনুবাক্য: 'সাহান-' (৩/১১/৬) - বিষ্টকৃতের

যাজ্য: 'অগ্নি-' (১/১/১) - "

(৩) 'পৃথু-' (৩/২৭/৫,৬) -

সামিধেনীতে 'সমিধ্য-' মন্ত্রের পরে পাঠ্য দুই শাখা।

অনুবাক্য: 'অগ্নিনা-' (১/১/৩) - পুষ্টিমান্ - আজ্যভাগের

'গয়-' (১/৯১/১২) - "

প্রকৃতিবৎ [ক] অগ্নি- সোম/ইন্দ্র-অগ্নি/বিকু দেবতার প্রধানযাগের অনুবাক্য ও যাজ্য।

[খ] অনুবাক্য: 'উত-' (৮/৬৭/১০) - প্রধানযাগে (অদিতির)

যাজ্য: 'মহী-' (সু.) - "

অনুবাক্য: 'প্রোক্ষো-' (৭/১/৩) - বিষ্টকৃতে (বিরাজ)

যাজ্য: 'ইমো-' (৭/১/১৮) - "

অগ্নিহোত্র

(পূর্বদিনে যজ্ঞমান স্বয়ং দুধ বা যবাগু দিয়ে আঙ্ঘতি দেবেন। অন্যান্য দিনে আঙ্ঘতি দেবেন ঋত্বিক অথবা শিষ্য)

অপরাত্নে গার্হপত্যকে প্রজ্জ্বলিত করে ঐ গার্হপত্য থেকে অথবা বৈশ্য অথবা ধনী ব্যক্তির গৃহ থেকে অগ্নি এনে অথবা অরণি মহন করে সেই অগ্নিকে দক্ষিণায়ির নিজকুণ্ডে স্থাপন করতে

অথবা কুণ্ডে বর্তমান দক্ষিণ অগ্নিকেই প্রজ্জ্বলিত করতে হয়।
গার্হপত্যের উদ্ধরণ [মন্ত্র: 'দেবং-' (সৃ.)]

প্রায়ন [মন্ত্র: 'উজ্জি-' (সৃ.) - অপরাহ্নে। সন্ধ্যার মন্ত্র: 'রাত্র্যা-' (সৃ.)]

আহবনীয়ে অঙ্গারস্থাপন [সূর্যের দিকে মুখ করে 'অমৃত্য'- (সৃ.)
মন্ত্রে স্থাপন করতে হয়। তিন কুণ্ডে ইক্ষুপ্রদান ও পরিস্তরণ,
সোহন। ব্রতপালন [এখন থেকে হোম পর্যন্ত]

আচমন [দর্শপূর্ণমাসের মতোই]

পরিসমূহন [প্রত্যেক কুণ্ডে তিনবার বিনা মন্ত্রে]

পর্যক্ষণ [অপরাহ্নে প্রত্যেক কুণ্ডে তিন বার 'ঋত-' (সৃ.) মন্ত্রে।
প্রাতঃকালে 'সত্য-' (সৃ.) মন্ত্রে।

জলক্ষারণ [গার্হপত্য থেকে আহবনীয় পর্যন্ত 'তত্ত্বং-'
(১০/৫৩/৬) মন্ত্রে]

গার্হপত্যের অঙ্গারের অপসারণ— উত্তর দিকে কিছু অঙ্গার
(বাঘুকোণে) অপসারণ করা হয়। মন্ত্র: 'সুহৃত-' (সৃ.)।

অগ্নিহোত্র-দ্রব্যের পাক [মন্ত্র: 'অমি-' (সৃ.) অথবা 'ইক্সা-' (সৃ.)।
দধি পাক না করলেও চলে, দধিকে 'অমি-' (সৃ.) মন্ত্রে উক
করবেন।]

অবজ্বলন = আছতিদ্রব্যকে উত্তপ্ত করা।

পাকপাত্রের জলসেক [সু ব দ্বারা 'শান্তি-' (সৃ.) মন্ত্রে জলসেক-
বিকল্পিত।

অঙ্গারের পরিব্রাজণ [পাত্রের চারপাশে অঙ্গার নিয়ে ঘোরাতে
হয়। মন্ত্র: 'অন্ত-' (সৃ.)]

পাকপাত্রের উত্তরণ [উত্তর দিকে 'দেবে-' (সৃ.) মন্ত্রে নামিয়ে
রাখতে হয়।]

যে অঙ্গারে দুধ গরম করা হল সেই অঙ্গারগুলির গার্হপত্যে
প্রক্ষেপ [মন্ত্র: 'সুহৃত-' (সৃ.)]

[অগ্নিহোত্রহবনী] সুক্ ও সুবার উত্তাপন।

[মন্ত্র: 'প্রত্যাষ্টং-' (সৃ.)]

উন্নয়ন - অগ্নিহোত্রহবনীর উত্তর দিকে অগ্নিহোত্রহবনী রেখে 'ওম্
উন্নয়ানি' মন্ত্রে আহিত্যগ্নির কাছে অনুমতি প্রার্থনা। সন্ধ্যার মন্ত্র:
'ওম্ উন্নয়ানি'। আহিত্যগ্নি আচমন করে পিছন দিক দিয়ে বেদি
অতিক্রম করে ডান দিকে এসে বসে 'ওম্ উন্নয়' বলে অনুমতি
দেন। 'ভূরিক্তা', 'ভুব ইক্সা', 'বরিক্তা', 'বৃথ ইক্সা' এই চার মন্ত্রে
চারবার অগ্নিহোত্রের পাকপাত্র থেকে সুবের সাহায্যে দুধ নিয়ে
অগ্নিহোত্রহবনীতে সেই দুধ ঢালতে হয়।

সুক্-সমিৎ-স্থাপন [গার্হপত্যের উপর দিয়ে আহবনীর কাছে
নিয়ে এসে নাকে কাছের ধরেন।

অগ্নিহোত্রহবনীর উপর একটি, দুটি অথবা তিনটি সমিৎ রেখে
গার্হপত্যের উপর দিয়ে তা আহবনীর কাছে নিয়ে আসতে
হয়।

আহবনীয়ে সমিৎ-স্থাপন। কুশের উপর ডান হাঁটু পেতে
'রজতাং-' (সৃ.) মন্ত্রে আহবনীয়ে সমিৎটি স্থাপন করতে হয়।
প্রাতঃকালের মন্ত্র: 'হরিণীং-' (সৃ.)]

অনুমন্ত্রণ ['তেন-' (সৃ.)]

জলস্পর্শ [মন্ত্র: 'বিদ্যা-' (সৃ.)]

পূর্বাছতি [মন্ত্র: 'ভূর্ভূবঃ-' (সৃ.)। হাঁটু পেতেই সমিৎের মূল থেকে
দু-আঙুল দূরে এই আছতি দিতে হয়। আছতির পর কুশে হবনীটি
রেখে দেবেন।

প্রাতঃকালের মন্ত্র: 'ভূ-' (সৃ.)]

অনুমন্ত্রণ [মন্ত্র: 'তা-' (৮/৬৯/৩)]

গার্হপত্য-ঈক্ষণ [মন্ত্র: 'পশুন-' (সৃ.)]

উত্তরাছতি— বিনা মন্ত্রে পূর্বাছতির সঙ্গে সংস্পর্শ না ঘটিয়ে
উত্তর-পূর্ব অথবা উত্তর দিকে পূর্বাছতির অপেক্ষায় বেশী
পরিমাণ দ্রব্য আছতি দেবেন। এ ছাড়া অগ্নিদেবতার কমপক্ষে
তিনটি মন্ত্রে এবং বছরে বছরে 'অম-' (৯/৬৬/১৯-২১) মন্ত্রেও
অনুমন্ত্রণ করতে হবে।

অনুমন্ত্রণ [কটাক্ষ করে 'ভূ-' (সৃ.) মন্ত্রে]

অগ্নিহোত্রহবনীর লেপ [হস্ত দ্বারা], সংমার্জন এবং কুশে 'পশুভ্য-'
(সৃ.) মন্ত্রে হস্তঘর্ষণ। কুশের ডান দিকে বিনা মন্ত্রে অথবা 'ঋধা
পিতৃভ্যঃ' মন্ত্রে আঙুলগুলি চিৎ করে রেখে হাতে জল ঢালতে
হয়। 'বৃষ্টি-' (সৃ.) মন্ত্রে সেই জল স্পর্শ করতে হয়।

ইড়াভক্ষণ [অপর দুই অগ্নিতে আছতি দেওয়ার পরে ভক্ষণ
করলেও চলে। মন্ত্র দুই দেবতার ইড়ায় যথাক্রমে 'আমুবে-'
(সৃ.), 'অম্মা-' (সৃ.)।]

গার্হপত্যে সমিৎ-স্থাপন (বিনা মন্ত্রে)

পূর্বাছতি [মন্ত্র: 'অগ্নয়ে-' (সৃ.)]

উত্তরাছতি [আহবনীয়ে প্রাপ্ত দ্বিতীয় আছতির মতোই]

দক্ষিণাগ্নিতে সমিৎ-স্থাপন (বিনা মন্ত্রে)

পূর্বাছতি [মন্ত্র: 'অগ্নয়ে-' (সৃ.)]

উত্তরাছতি [আহবনীয়ে প্রাপ্ত দ্বিতীয় আছতির মতোই]

ইড়াভক্ষণ

জলক্ষারণ [আম্বাভিমুখে অগ্নিহোত্রহবনীর সাহায্যে 'সর্প-' (সৃ.)
মন্ত্রে তিন বার জল ঢালতে হবে]

(= অগ্নিহোত্রহবনী) সুক্-সংমার্জন

জলক্ষারণ [সুকে চার বার জল নিয়ে 'ঋতুভ্যঃ স্বাহা' এবং
'দিশ্ভ্যঃ স্বাহা' মন্ত্রে দু-বার পূর্ব দিকে; 'সপ্তঋষিভ্যঃ স্বাহা' এবং

ইতরজনেভ্যঃ স্বাহা' মন্ত্রে দু-বার উত্তর দিকে তা টেলে দিতে হয়। চারবারই উত্তর-পূর্ব দিকে ঢালা যায়। পঞ্চম বার জল নিয়ে কুশে 'পৃথিব্যাম্-' (সু.) এবং ষষ্ঠ বার 'প্রাণম্-' (সু.) মন্ত্রে গার্হপত্যের পিছনে জল ঢালতে হয়। সুক্কে অন্ন উত্তপ্ত করে বেদির মধ্যে রেখে দেবেন অথবা কোন কর্মচারীকে দিয়ে দেবেন।

সমিৎ-স্থাপন [আহবনীয়ের পূর্ব দিক দিয়ে ডান দিকে গিয়ে উত্তরমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে একবার 'দীদিহি স্বাহা-' মন্ত্রে এবং দু-বার বিনা মন্ত্রে সমিৎ স্থাপন করতে হবে। গার্হপত্যের ডান দিকে এসে ঐভাবে দাঁড়িয়ে একবার 'দীদ্যায় স্বাহা' মন্ত্রে এবং দু-বার বিনা মন্ত্রে সমিৎ দেওয়া হবে। দক্ষিণাগ্নির ডান দিকে এসে ঐভাবেই দাঁড়িয়ে একবার 'দীদ্যায় স্বাহা' এবং দু-বার বিনামন্ত্রে সমিৎ-স্থাপন।

পরিসমূহন (পূর্ববৎ)।

পর্যুক্ষণ (ঐ)।

দর্শপূর্ণমাস

প্রীতি-প্রণয়ন, হবির্নির্বাণ, হবিঃপ্রোক্ষণ, অবহনন, ফলীকরণ, পেষণ, কপাল-উপাধান, পুরোডাশ-প্রণয়, বেদিনির্বাণ, সুক্-সংমার্জন, পত্নী-সম্বহন, আজ্যগ্রহণ, বর্হিঃ-আন্তরণ, আজ্যস্থাপন, আত্মতিলব্য-স্থাপন, সামিথেনী ইত্যাদি। অধ্বর্যুকর্তৃক 'হোতরেহি' (বৈ. শ্রৌ. ৫/৯) বাক্যে আমন্ত্রিত হয়ে উত্কর ও প্রীতিতার মধ্য দিয়ে হোতার যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ এবং হোতৃবদনে অবস্থান।

'নমঃ..... মায্' (সু.) + নিজ নামের উল্লেখ 'তুতে... বহ (সু.)-দুই হাতের পরস্পর সংলগ্ন আঙুলগুলির অগ্রভাগ বিচ্ছিন্ন করে + 'জাত.... ময়ি' (সু.) - দুই হাতের আঙুলগুলি আবার পরস্পর সংযুক্ত করবেন + 'তদল্য-' (১০/৫০/৪)

হি০ম্ তুর্ভূবঃ বরো০ম্ (= অতিহিকার)

[কৌতুসের মতে পূর্ববর্তী জগতি - x। তুধু তুর্ভূবঃ বঃ হি০ম্]

সামিথেনী

ঐ-৩/২৭/১) - তিনবার পাঠ্য

'অন্ন -' (৬/১৬/১০-১২)

'ঐন্ডে -' (৩/২৭/১০-১৫)

'অয়িং-' (১/১২/১)

'সমিধ্য -' (৩/২৭/৪)

'সমিদ্ধো -' (৫/২৮/৫, ৬) - শেষ মন্ত্রটি তিনবার পাঠ্য

[একপ্রতি, সত্তত, অধ্যর্ষকর; প্রতিমন্ত্রের শেষ ওম্-এই অংশের মকারের পরিবর্তন অর্থাৎ ম-কারের স্থানে বর্গীয় পঞ্চম বর্ণ/অনুনাসিক অন্তর/অনুস্বার, প্রথম ও শেষ মন্ত্রের অধ্যর্ষকার, অবশ্যে চার মাত্রার ওম্; প্রত্যেক মন্ত্রের প্রণবের শেষে একটি করে সমিৎ স্থাপন, সামিথেনীর পরে প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে

আহবনীয়ে বায়কোণ থেকে অয়িকোণ পর্যন্ত এবং ইন্ডের উদ্দেশে নিখতি কোণ থেকে ঈশান কোণ পর্যন্ত ব্রুব দ্বারা আজ্য প্রদান করতে হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম 'আদ্যার'। এর পর আয়ীগ্র কর্তৃক স্ম্য দ্বারা তিন পরিধির সংমার্গ-করণ।

'অগ্নে মই অসি ব্রাহ্মণ ভারত' (নিগদ-সামিথেনীর শেষে)

আর্ষেরবরণ

-রাজার ক্ষেত্রে পুরোহিত বা রাজর্ষির এবং বৈশ্যের ক্ষেত্রে পুরোহিত বংশের ঋষিদের বরণ। অজ্ঞাত ও সম্ভেদহীন 'মনব' শব্দে ঋষির উল্লেখ। বরণ হবে যে ক্রমে প্রবর-অধ্যায়ে উল্লেখ আছে সেই ক্রমে ধেমন-ভার্গব, চ্যাবন, আশ্ববান, ঔর্ব, জামদগ্ন্য। 'দেবেদ্ধো যজমানার' (প্রতিপত্তি)

আবাহন

-আজ্যভাগের দেবতাদের

+

ঐশান্যভাগের দেবতাদের

+

প্রযাজ-অনুযাজের দেবতাদের (মন্ত্রঃ 'সেবী আজ্যপী আবহ')

+

ষিষ্টকুতের দেবতাদের

(মন্ত্রঃ 'অয়িং হোত্রারাবহ স্বং মহিমানম্ আবহ')

[প্রত্যেক দেবতার নামে দ্বিতীয়া বিভক্তি এবং 'আবহ' শব্দের আকারের দ্বিতি। শেষ দুই হলে দ্বিতি হবে না।]

উর্ধ্বজানু হয়ে উপবেশন, উত্তর দিকে তৃণপসারণ এবং প্রাদেশকরণ

[প্রাদেশের মন্ত্রঃ 'অসিতি-' (সু.)]

আজ্যবণকারীর উদ্দেশে অনুমন্ত্রণ

মন্ত্রঃ 'আজ্যাবর-' (সু.)]

অধ্বর্যুর উদ্দেশে অনুমন্ত্রণ

মন্ত্রঃ 'সেব-' (সু.)। অধ্বর্যুর আজ্যবণের পরে অধ্বর্যু যজমানের প্রবরপাঠ এবং হোতার বরণ করতে থাকলে এই অনুমন্ত্রণ করতে হয়।

হোতার 'উদা-' (সু.) মন্ত্রে উত্থান এবং 'বস্তিষ্ট-' (সু.) মন্ত্রের পাঠ। 'কতস্য-' (সু.) মন্ত্রে অগ্রসর হয়ে 'ইজ্জ-' (সু.) মন্ত্রে অধ্বর্যুকে ও আয়ীগ্রকে স্পর্শ

[অধ্বর্যুকে পার্শ্ব দক্ষিণ পাশি এবং আয়ীগ্রকে পার্শ্ব বাম পাশি অথবা কটদেশ দ্বারা বা উত্তর দ্বারা স্পর্শ]

মুখসংমার্জন—তিনবার

মন্ত্রঃ 'সংমার্গো-' (সু.)।

সংমার্গতৃণ দিয়ে মার্জন করতে হয়]

জলস্পর্শ

হোতৃবদনের অভিযন্ত্রণ

[মন্ত্র : 'অহ্-' (সু.)]

নিরসন - উপবেশন

[তৃণনিরসনের মন্ত্র : 'নিরস্তঃ-' (সু.)]

উপবেশনের মন্ত্র : 'ইদম-' (সু.)।

দক্ষিণ-পশ্চিমে তৃণ নিক্ষেপ করে

দক্ষিণোক্তরী হয়ে উপবেশন ॥

'দেব-' (সু.) মন্ত্রের পাঠ

জানু দ্বারা তৃণ স্পর্শ

[মন্ত্র : 'অভি-' (সু.)]

জপ

['ভূপতয়ে-' (সু.), 'সূর্যো-' (১০/১৫৮/১), 'নমো-' (১/২৭/১৩), 'বিদ্যে-' (১০/৫২/১), 'অরাধি-' (১০/৫৩/২), 'তদন্ত-' (১০/৫৩/৪)]

সূক্-আদাপন (আহবনীয়ের ইন্দ্ৰ প্রদীপ্ত হলে কর্তব্য)

['অগ্নি... অগ্নিম্' (সু.) + 'হোতারম্-' (সু.) জপ + 'মৃত-' (সু.)।

অধ্বৰ্যু কর্তৃক সূক্-গ্রহণ। হোতার মুখে 'মৃতবতী' শব্দটি উচ্চারিত হতে শুনে এই সূক্-গ্রহণ এবং তারপরে আশ্রাবণ ও প্রত্যাশ্রাবণ।

প্রযাজ্ঞের আগে অধ্বৰ্যু যজ্ঞমানের আর্ষের বরণ এবং হোতৃবরণ করেন।

প্রযাজ্ঞ [৫; প্রথম থেকে এই পর্বন্ত সব মন্ত্র মন্ত্রধরে উচ্চারণ]

(১) 'সমিধঃ-' (সু.)

(২) 'তনুনপাদ্-' (সু.)

অথবা 'নরাশংসো-' (সু.)-গোত্র বসিষ্ঠ, তনক, অগ্নি, বজ্রাশ্র হলে বা জাতিতে বজ্রমান রাজ্য হলে।

(৩) 'ইষ্টো-' (সু.)

(৪) 'বর্হি-' (সু.)

(৫) 'স্বাহা অমৃম্-' (সু.)

(তথু আজ্যভাগ ও প্রধানসেবতার উদ্দেশে স্বাহাকার হবে)

'স্বাহা সেবা আজ্যাপা জুবাশা অগ্ন আজ্যস্য স্বাহা'—

[যাজ্ঞা-মন্ত্রের আগে আগু এবং শেষে ববট্কার থাকবে। আগু এবং ববট্কারের আগিতে এবং যাজ্ঞার শেষে দ্রুতি হবে। যাজ্ঞার শেষ বর প্রণ্য না হলে অথবা যাজ্ঞান বর্ষ পরে না থাকলে সত্যাকরকে ডেকে নিয়ে অকারের দ্রুতি করতে হবে। যাজ্ঞার শেষে 'রেকী' বিসর্গ থাকলে তার স্থানে রকার হবে। রেকী না হলে ঐ বিসর্গ লোপ পাবে। শেষ বর্ষ প্রথম বর্ষ হলে তৃতীয় বর্ষে পরিবর্তিত হবে। রকার হলে 'ব' বলতে হবে।

ববট্কারের শেষে 'বাগোজঃ-' (সু.) মন্ত্রে অনুমজ্ঞা করতে হবে। আজ্যভাগ (এখন থেকে বিষ্টকৃত পর্বন্ত মধ্যম বর এবং প্রথম থেকে এই পর্বন্ত বাকসংযম)

(১) অনুবাক্যঃ 'অগ্নি-' (৬/১৬/৩৪) (বর্হিঃ)

অথবা 'অগ্নিঃ-' (৮/৪৪/১২) (বৃহদান্)

যাজ্ঞাঃ 'জুবাশো-' (সু.)

(২) অনুবাক্যঃ 'স্বং-' (১/৯১/৫) (বর্হিঃ)

অথবা 'সোম-' (১/৯১/১১) (বৃহদান্)

যাজ্ঞাঃ 'জুবাশঃ-' (সু.)

যাজ্ঞায় সর্বত্র আগুর পরে দ্বিতীয়া বিভক্তিতে সেবতার নাম উল্লেখ করতে হয়। তবে অনুবাক্যবিহীন সপ্তম যাজ্ঞায় এবং ৪/৮/৩৪-৬/১৩/১ সূত্রের অন্তর্গত সৌমিকী সেবতাদের ক্ষেত্রে যাজ্ঞায় নাম উল্লেখ করতে হয় না।

প্রধানবাগ

(১) অনুবাক্যঃ (অগ্নি) 'অগ্নি-' (৮/৪৪/১৬)

যাজ্ঞা (ঐঃ) 'জুবাশো-' (১০/৮/৬)

অথবা 'অগ্নম্-' (৮/৭৫/৪)

(২) অনুবাক্যঃ 'ইদম্-' (১/২২/১৭) (বিষ্ণু-উপাংগ)

যাজ্ঞাঃ 'ত্রি-' (৭/১০০/৩) (১১)

অনুবাক্যঃ 'অগ্নী-' (১/৯৩/২) (অগ্নি-সোম-উপাংগ)

যাজ্ঞাঃ 'আন্যং-' (১/৯৩/৬)

(৩) অনুবাক্যঃ 'অগ্নী-' (১/৯৩/৯) (অগ্নি-সোম)

যাজ্ঞাঃ 'যুবম্-' (১/৯৩/৫)

অথবা

অনুবাক্যঃ 'ইন্দ্রাগ্নী-' (৭/৯৪/৭) (ইন্দ্র-অগ্নি)

যাজ্ঞাঃ 'গীর্ভি-' (৭/৯৩/৪)

অথবা

অনুবাক্যঃ 'এজ্জ-' (১/৮/১)

যাজ্ঞাঃ 'শ্-' (১০/১৮০/১) (ইন্দ্র)

অথবা

অনুবাক্যঃ 'মহী-' (৮/৬/১)

যাজ্ঞাঃ 'ভুব-' (১০/৫০/৪) (মহেন্দ্র)

প্রধানবাগের পরে তৈত্তিরীয়রা পার্বণহোম এবং নারিষ্ঠহোম করেন।

বিষ্টকৃত [অগ্নির উত্তর-পূর্বার্ধে কর্তব্য]

অনুবাক্যঃ 'শিখীহি-' (১০/২/১)

যাজ্ঞাঃ 'অগ্নিঃ বিষ্টকৃতমরাক্ষিঃ' + 'অমুকস্য ত্রিা থামান্যরাই' (তথু আজ্যভাগ ও প্রধান সেবতাদের নাম বতী বিভক্তিতে

উদ্রেক্য) + 'দেবানামা-' (সূ.) + 'অগ্নে-' (৬/১৫/১৪)

[সমগ্র যাজ্ঞ্য একনিঃশ্বাসে অথবা স্বাভাবিকভাবে পাঠ করতে হবে। এর পর ব্রহ্মার প্রাণিগ্রহণভক্ষণ]

ইড়াভক্ষণ [এখান থেকে উত্তমস্বর]

তজনীর উপরের দুই পর্বে আভ্যালেপন এবং ওঠে ঐ আজ্যের লেপন —

'বাচ-' (সূ.) মস্ত্রে উর্ধ্ব ওঠে আভ্যালেপন

'মন-' (সূ.) মস্ত্রে নিম্ন ওঠে লেপন

জলস্পর্শ

ইড়াগ্রহণ ও ইড়াপাত্রের বাম হস্তে স্থাপন এবং দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিকে পাত্রের পশ্চাতে উত্তরমুখী করে স্থাপন; ইড়া ও অবাভ্যরেড়ার গ্রহণ

[ইড়া দেবেন অধ্বর্যু এবং অবাভ্যরেড়া হোতা স্বয়ং অঙ্গুষ্ঠ এবং অন্যান্য অঙ্গুলির মধ্যস্থান দিয়ে ভেঙে নেবেন]

ইড়া-উপহান

[ডান দিকে ইড়া নিয়ে মুখ অথবা নাকের কাছে ধরে উপহান করতে হয়। মন্ত্রঃ- 'ইকো-' (সূ.) - উপাংত; 'ইকো-' (সূ.) - উচ্চস্বরে। 'ইকো-' (সূ.) - ভক্ষণ]

মার্জন (পরিস্ফারণের তলায় নিজ অঞ্জলি রাখেন; অধ্বর্যু তার উপর জল ঢালেন)

আগ্নেয় পুরোডাশের চতুর্ধাকরণ এবং আদীশ্রকে ষড়বস্ত্র দান করতে হয়। এ ছাড়া এই সময়ে অধ্বর্যুও দান করতে হয়।

অনুযাজ্ঞ [তিনটি]

(১) 'সেবাং-' (সূ.)

(২) 'সেবো-' (সূ.)

(৩) 'সেবো-' (সূ.) একনিঃশ্বাসে

সূক্তব্যাক [এই সময়ে প্রস্তরের অগ্রভাগ দিয়ে জুহু, মধ্যভাগ দিয়ে উপভূত এবং মূলভাগ দিয়ে ধ্রুবাপাত্রকে মেজে প্রস্তরের মূল জুহুতে রেখে একটি তৃণ ঐ প্রস্তর থেকে আহবনীয়ে নিক্ষেপ করতে হয়।]

'ইদং..... আবিরি' এবং

'অমুকঃ ইদং হবিরজুবতাবীবৃথত মহো জ্যায়োংকৃত' (শুধু আজ্যভাগ ও প্রধানদেবতাদের নাম প্রথমার উদ্রেক্য) +

'সেবা..... যজমানায়' (সূ.) + যজমানের দুই নাম উদ্রেক্য + 'আয়ু-' (সূ.)

শংযুবাক

এই সময়ে আহবনীয়ে তিনটি পরিধিকে ফেলে দিতে হয়।

'তচ্ছ-' (খিল ৫/১/৫) - অনুবাক্যার মতোই পাঠ্য, কিন্তু গ্রন্থবর্ণন। অধ্বর্যুর হোতাকে বেদ প্রদান

হোতার বেদ-গ্রহণ [মন্ত্রঃ - 'বেদো-' (সূ.)। এখান থেকে মন্ত্রব্রহ্ম]

হোতার উত্থান [মন্ত্রঃ- 'উদায়ুবা-' (সূ.)]

শংযুবাকের পরে সংস্রাব হোম এবং হবিশেষভক্ষণ

পত্নীসংযাজ্ঞ (৪-৬ সন্ধানার্থীর পক্ষে; গার্হপত্যে অনুষ্ঠেয়)

(১) অনুবাক্যঃ 'আপ্যা-' (১/৯১/১৬)

যাজ্ঞ্যঃ 'সং-' (১/৯১/১৮)

(২) অনুবাক্যঃ 'ইহ-' (১/১০/১০)

যাজ্ঞ্যঃ 'তন্ন-' (৩/৪/৯)

(৩) অনুবাক্যঃ 'দেবানাং-' (৫/৪৬/৭)

যাজ্ঞ্যঃ 'উত-' (৫/৪৬/৮)

(৪) অনুবাক্যঃ 'রাক্-' (২/৩২/৪)

যাজ্ঞ্যঃ 'হাভে-' (২/৩২/৫)

(৫) অনুবাক্যঃ 'সিনী-' (২/৩২/৬)

যাজ্ঞ্যঃ 'বা সুভাভ-' (২/৩২/৭)

(৬) অনুবাক্যঃ 'কুহু-' (সূ.)

যাজ্ঞ্যঃ 'কুহুর্সেবা-' (সূ.)

(৭) অনুবাক্যঃ 'অগ্নি-' (৬/১৫/১৩)

যাজ্ঞ্যঃ 'হব্য-' (৫/৪/২)

শংযুবাক (বিকল্পিত)

আজ্যইড়া-ভক্ষণ

অধ্বর্যু হোতার হাতে আজ্য দেন।

হোতা উপহান করে সবটা খেয়ে নেন; এখানে আবার বিকল্পে শংযুবাকের অনুষ্ঠান হতে পারে।

এর পর সংপত্নীয় হোম, দক্ষিণাশ্রিতে ইক্ষুপ্রস্তর-চন্দন হোম, চতুর্গৃহীত আজ্যের সঙ্গে ফলীকরণ-হোম, তারপর পিষ্টলেপ-হোম।

যজ্ঞমানের পত্নীকে বেদ-প্রদান। পত্নীর 'বেদো-' (সূ.) মন্ত্র পাঠ। সন্ধানার্থিনী হলে বেদের মাথাটি নিজ নাভিতে স্পর্শ করাবেন।

যোক্ত্রমোচন [মন্ত্রঃ 'অ-' (১০/৮৫/২৪)]

গার্হপত্যের পিছনে যোক্ত্রকে দ্বিগুণিত এবং প্রাক্-পাশ করে রেখে বেদের তৃণগুলি তার উপর উত্তরমুখী করে রাখেন। বেদতৃণের সঙ্গে সংলগ্ন করে সামনে পূর্ণপাত্র রাখা হয়।

পত্নীর পূর্ণপাত্র-স্পর্শ [মন্ত্রঃ 'পূর্ণ-' (সূ.)]

পূর্ণপাত্রের জল হোতা এবং পত্নী কর্তৃক চতুর্দিকে প্রক্ষেপ [মন্ত্রঃ 'প্রাচ্যং-' (সূ.)]

যোক্ত্রের তলায় পত্নীর অঞ্জলি ও নিজের বাঁ হাত রেখে সেখানে পূর্ণপাত্রের জল ঢালতে হয়।

বেদস্তরূপ [মন্ত্র: 'তুং'- (১০/৫৩/৬)]। গার্হপত্য থেকে আহবনীয় পর্যন্ত বা হাত দিয়ে ছড়াতে হয়। অবশিষ্ট কিছু তৃণ বেদিতে রেখে দিতে হয়।]

সর্বপ্রায়শ্চিত্তহোম :

- (১) 'অয়া-' (সু.)
- (২) 'অতো-' (১/২২/১৬)
- (৩) 'ইদং-' (১/২২/১৭)
- (৪) 'ভূঃ স্বাহা'
- (৫) 'ভুবঃ স্বাহা'
- (৬) 'স্বঃ স্বাহা'
- (৭) 'ভূভুবঃ স্বঃ স্বাহা'

সংহাজপ

['ওঙ্কার' (সু)]। জপের পর তীর্থপথ ধরে বেরিয়ে আসতে হয়। এরপর অশ্ববর্য কর্তৃক প্রায়শ্চিত্তহোম, তিনটি সমিষ্টযজুর্হোম, বেদিতে আতীর্ণ কুশের আহবনীয়ের অগ্নিতে নিক্ষেপ, বেদিতে প্রণীতাক্ষারণ এবং কপালের উদ্ভাসন।

আগ্রয়ণ ইষ্টি

আগ্রয়ণ ইষ্টি করে তবে নূতন শস্য খেতে হয়। অজ্ঞত নূতন শস্য দিয়ে অগ্নিহোত্র করে তবে তা খাবেন। যে গরুর দুধ দিয়ে অগ্নিহোত্র হয় সেই গরুকে নূতন শস্য ঝাইয়ে তার দুধে অগ্নিহোত্র করতে হয়।

শ্যামাকের আগ্রয়ণ (বর্ষায় কর্তব্য)

দেবতা - সোম; দ্রব্য - চরু।

অনুবাক্য: 'সোম-' (১/৯১/৯) - প্রধানযোগের।

যাজ্ঞ্য: 'যা-' (১/৯১/৪) - প্রধানযোগের।

ইড়া-উপহান ও ইড়াভক্ষণমন্ত্র - প্রকৃতিযোগের মতো।

বাঁ হাতে ইড়াপাত্র নিয়ে 'প্রজা-' (সু.) মন্ত্রে ডান হাতে স্পর্শ। ইড়াভক্ষণ [মন্ত্র: 'ভদ্রান্-' (সু.)]- স্নানাস্পর্শ [মন্ত্র: 'অমোহসি-' (সু.)]

ব্রীহি-যবের আগ্রয়ণ (সমানতন্ত্রে)

দেবতা — অগ্নি - ইন্দ্র / ইন্দ্র-অগ্নি, বিশ্বসেবাঃ, দ্যাবাপৃথিবী [সমানতন্ত্রে শ্যামাকের আগ্রয়ণ হলে দ্যা-পৃ. দেবতার আগে সোম দেবতার উদ্দেশে আচ্ছতি।

দ্রব্য - ব্রীহি, যব (যবের আগ্রয়ণ বিকল্পিত, তবে রাজার পক্ষে তা অবশ্যকর্তব্য)]

অনুবাক্য: 'আ-' (৮/৪৫/১) - অগ্নি-ইন্দ্রের

যাজ্ঞ্য: 'সু-' (৪/২/১৭) - "

অনুবাক্য: 'বিশ্বে-' (২/৪১/১৩) - বিশ্বসেবাঃ-র

যাজ্ঞ্য: 'যে-' (৬/৫২/১৫) - "

অনুবাক্য: 'মহী-' (১/২২/১৩) - দ্যা-পৃ.

যাজ্ঞ্য: 'প্র-' (৭/৫৩/২)

অধারভূমীয়া ইষ্টি

দর্শপূর্ণমাসের প্রারম্ভে কর্তব্য।

দেবতা— অগ্নি-বিশ্ব, সরস্বতী, সরস্বান, ভগী অগ্নি।

অনুবাক্য: 'অগ্না-' (সু.) - অগ্নি-বিশ্ব

যাজ্ঞ্য: 'অগ্না-' (সু.) - "

অনুবাক্য: 'পাবকা-' (১/৩/১০) - সরস্বতী

যাজ্ঞ্য: 'পাবী-' (৬/৪৯/৭) - "

অনুবাক্য: 'পীলি-' (৭/৯৬/৬) - সরস্বানের

যাজ্ঞ্য: 'দিব্যং-' (১/১৬৪/৫২) - "

অনুবাক্য: 'আ সর্ব-' (৮/১০২/৬) - ভগীর

যাজ্ঞ্য: 'স-' (৭/১৫/১১) - "

চাতুর্মাস্য

প্রথমে চতুর্দশীতে অধারভূমীয়া অথবা বৈশ্বানর-পার্জন্য ইষ্টি। দ্রব্য-বৈশ্বানরের দ্বাদশ কপাল পুরোডাশ, পর্জন্যের চরু।

(১) বৈশ্বসেবপর্ব (ফাল্গুনী বা চৈত্রী পূর্ণিমায়) দেবতা - অগ্নি, সোম, সবিতা, সরস্বতী, পৃষা, স্বতবঃ মরুত্ব, বিশ্বসেবাঃ, দ্যাবাপৃথিবী। সোম, সরস্বতী, পৃষার চরু, বিশ্বসেবাঃ-র পরস্যা। প্রাতঃকালে অশ্ববর্য 'অগ্নয়ে মধ্যমানানানুর্ ওহি' এই প্রৈষ পেয়ে সাধারণত যেখানে দাঁড়িয়ে সামিধেনী পড়া হয় তার এক পা দূরে দাঁড়াবেন।

অগ্নিমহনীয় (ঃ অগ্নিমহনের সময়ে পাঠ্যঃ)

'অভি-' (১/২৪/৩)

'মহী-' (১/২২/১৩)

'স্বাম-' (৬/১৬/১৩-১৫)

- শেষ মন্ত্রটির প্রথমার্ধে থেমে যাবেন।

'অগ্নে-' (১০/১১৮) - মছন সন্তো অগ্নি উৎপন্ন না হলে বার বার পড়তে হবে।

'তমু-' (৬/১৬/১৫) মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্ধ [অগ্নি উৎপন্ন হলে 'জাতায়ানুর্ ওহি' প্রৈষের পরে পাঠ্য]

'উত-' (১/৭৪/৩)

'আ-' (৬/১৬/৪০) [প্রথমার্ধে থামবেন। দ্বিতীয়ার্ধ পাঠ করবেন 'অগ্নয়ে বহ্নিম্যামানানুর্ ওহি' এই প্রৈষ পেলো]

'প্র-' (৬/১৬/৪১, ৪২)

'অগ্নিনা-' (১/১২/৬)

'স্বং-' (৮/৪৩/১৪)

‘তৎ-’ (৮/৮৪/৮)

‘যজ্ঞেন-’ (১/১৬৪/৫০)

সামিধেনী

পবমানেন্তির মত ধাত্বা থাকবে।

প্রযাজ (৯টি)

-প্রথম চারটি প্রকৃতিবৎ

‘দুরো-’ (সু.)

‘উবাসা-’ (সু.)

‘সৈব্যা-’ (সু.)

‘ভিনো-’ (সু.)

অভিন্ন প্রযাজ-প্রকৃতিবৎ।

প্রধানবাগ

অগ্নি - প্রকৃতিবৎ

সোম - ১

অনুবাক্য্যঃ ‘আ-’ (৫/৮২/৭) - সবিতার

যাজ্ঞ্যঃ ‘বাম-’ (৬/৭১/৬) - ”

সরস্বতীর - অধারত্বপীয়ার মতো

অনুবাক্য্যঃ ‘পূবন্-’ (৬/৫৪/৯) - পূবার

যাজ্ঞ্যঃ ‘ভুক্ত-’ (৬/৫৮/১) - ”

‘ইহে-’ (৭/৫৯/১১) - স্বতঃ মরুতের।

‘ঋ-’ (৬/৬৬/৯) - ”

বিষেদেবাঃ - আগ্রমণবৎ

দ্যাবাপৃথিবী - ”

প্রধানবাগের শেব আখতির সময়ে মধু, মাধব, তুজ এবং ততি এই চার মাসের নামেও আখতি দিতে হয়।

অনুবাজ (৯টি)

প্রথম অনুবাজ - প্রকৃতিবৎ

‘সেধী-’ (সু.)

‘সেধী উবাসা-’ (সু.)

‘সেধী জোয়ী-’ (সু.)

‘সেধী উজ্জ্বলী-’ (সু.)

‘সেধা সৈব্যা-’ (সু.)

‘সেধীভিন-’ (সু.)

শেব দুটি অনুবাজ - প্রকৃতিবৎ

বাজিনবাগ— অনুবাজ, সূক্তবাক অথবা সংস্রুবাকের পরে অনূর্ভেদ।

সেবতা-বাকী; ব্রহ্ম-বাজিন। আধাহন নিবিন্দ।

‘শং-’ (৭/৩৮/৭) - অনুবাক্য্য।

‘বাজে-’ (৭/৩৮/৮) - যাজ্ঞ্য (উর্ধ্বজানু হয়ে পাঠ্য)।

‘অমে বীহি’ বা ‘বাজিনস্যামে বীহি’- অনুববট্কার (আগু বাস)।

অনুমন্ত্রণ- দুই ববট্কারেই।

বাজিনের উপহব [মন্ত্র ‘অধব-’ (সু.)। উপহবের ক্রম- (হোতা) অধবর্ষ, ব্রহ্মা, অগ্নীত্ব, যজমান।

ব্রহ্ম্যপহব [মন্ত্র উপহৃত্য]

বাজিনের প্রাণভক্ষ [‘বন্-’ (সু.)।

ক্রম-হোতা, অধবর্ষ, ব্রহ্মা, অগ্নীত্ব, যজমান।

বাজিনের সাক্ষাৎ ভক্ষণ [কেবল যজমান এবং অন্যান্য দীক্ষিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই সাক্ষাৎ ভক্ষণ। ভক্ষণ হবে অগ্নীধের প্রাণভক্ষের পরে।]

পৌর্ণমাসবাগ (প্রতিপদে)

ব্রতপালন চুলা কাটা, দাড়ি কামান; নীচে শোওয়া, মাংস, লবণ, ‘কেশচর্চা’ এবং ঋতুকাল ছাড়া অন্য সময়ে স্ত্রী-সন্তোষ বজ্রনীয়।]

(২) বরুণপ্রবাসপর্ব

(আবাটী বা জ্বাকী পূর্ণিমায়)

(সেবতা-অগ্নি, সোম, সবিতা, সরস্বতী, পূষা, ইন্দ্র-অগ্নি, মরুত্ব, বরুণ, ক। দক্ষিণবেদিতে সপ্তম বাগটি করার সময়ে মেধী এবং উত্তরবেদিতে অষ্টমবাগের সময়ে মেঘ আখতি শেওরা হয়। শেষবাগের সময়ে নভ্য, নভস্য, ইব এবং উজ্জ্ব এই চার মাসের উদ্দেশেও আখতি দিতে হয়।

অগ্নিপ্রসন্নীয়া (দর্পপূর্ণমাসীর বেলির পিছনে বসে প্রথম মন্ত্রটি এবং যেতে যেতে অপর মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হয়। আহবনীয়ে ইহা প্রজ্জলিত করে নয়, সমগ্র আহবনীরকেই নিঃশেষে উজ্জ্বল করে দুই বেদিতে দু-ভাগ করে রেখে দিতে হয়।)

‘ঋ-’ (১০/১৭৬/২-৪)

- প্রথম মন্ত্রটি বসে বসে সমানপ্রশবিশিষ্ট করে উল্লংঘ্য হয়ে পাঠ্য। করিরের ক্ষেত্রে প্রথম মন্ত্র : ‘ইমং-’ (৩/৫৪/১), মৈন্তের ক্ষেত্রে ‘অর-’ (৪/৭/১)

‘ইত্যায়-’ (৩/২৯/৪)

‘অমে-’ (৬/১৫/১৬)- প্রথম অর্ঘ্যের নামেতে হবে। অবশিষ্ট অর্ঘ্য পাঠ করবেন উত্তরা বেলির পিছনে দাঁড়িয়ে।

‘সীদ-’ (৩/২৯/৮) - কুণ্ডে অগ্নি স্থাপিত হলে পাঠ্য।

‘নি-’ (২/৯/১,২)

বাক্সবের ত্যাগ নিজ আসনে কিংবে এসে ‘হু-’ (সু.) মন্ত্রে বাক্সবের ত্যাগ।

যব স্ত্রীর পরিবারের লোকসংখ্যার অপেক্ষার একটি বেদী কীর্তপার তৈরী করতে হয়। এ ছাড়া অধবর্ষ একটি মেঘ এবং প্রতিপ্রহাতা একটি মেধী তৈরী করেন। সেব-মেধীর পায়ে কুশ

বা সোম লাগাতে হয়। অগ্নিমহনের সমাপ্তি। বৈশ্বসেবক দক্ষিণ
বেগিতে শূর্ণের সাহায্যে কর্তৃপক্ষের আশ্রিত।

প্রধানবাগ

অনুবাক্যঃ 'ইন্দ্রাঙ্গী' (৭/৯৪/৭) - ইন্দ্র-অগ্নির

বাক্যঃ 'বধু' (৬/৬০/১) - "

'মরুতো' (১/৮৬/১) - মরুতের

'অরা' (৫/৫৮/৫) - "

'ইমং' (১/২৫/১৯) - বরুণের

'তত্' (১/২৪/১১) - "

'কমা' (৪/৩১/১) - ক-সেবতার

'হিরণ্য' (১০/১২১/১) - "

বাক্যনিবাগ

উপহবের ক্রম-(হোতা), অধ্বর্ষ, ব্রহ্মা, প্রতিগ্রহাতা, অগ্নীত্,
যজমান।

ভকণের ক্রম - হোতা, অধ্বর্ষ, ব্রহ্মা, প্রতিগ্রহাতা, অগ্নীত্,
যজমান

অবতৃথ (বিকল্পিত)

ঐন্দ্রাঙ্গ পশুবাগ (ভাদ্রী/আম্বিনী পূর্ণিমার)

(৩) সাক্ষেমপর্ব (কার্তিকী/অগ্রহায়ণী চতুর্দশী পূর্ণিমার)

সেবতা-অগ্নি, সোম, সবিতা, সরস্বতী, পুশা, ইন্দ্র-অগ্নি,
ইন্দ্র/বৃহত ইন্দ্র/মহেন্দ্র, বিশ্বকর্মা। অনুষ্ঠান বরুণপ্রদানেরই
মতো।

চতুর্দশী :-

অনীকবতী ইষ্টি (পূর্বাহ্নে) - সূর্যোদয়ের আগে বা সময়ে
সেবতা-অনীকবান্ অগ্নি।

অনুবাক্যঃ 'অনীক' (সু.)

বাক্যঃ 'সৈনা' (২/৯/৬)

সাতপনী ইষ্টি (মধ্যাহ্নে দ্ব্য - চর)

আজ্যভাগ - বৃথান্ ময় অনুবাক্য।

অনুবাক্যঃ 'সাত' (৭/৫৯/৯)

বাক্যঃ 'বে' (৭/৫৯/৮)

পূহসেবীরা ইষ্টি (অপরাহ্নে)

আজ্যভাগ - তৃতীর পবনোদতির মতো অনুবাক্য।

অনুবাক্যঃ 'পূহ' (৭/৫৯/১০) - প্রানবাগে

বাক্যঃ 'প্র' (৭/৫৬/১৪) - "

বিটকৃত - তৃতীর পবনোদতির মত, তবে সাতা হলে নিগদবিধি।

অবসান (মানে)

ঐন্দ্রাঙ্গ প্রোম (শেব রাত্র/বীত তাকলে/সেব তাকলে)

অনুবাক্যঃ 'পূহী' (সু.)

বাক্যঃ 'সেহি' (সু.)

পূর্ণিমার :-

ঐন্দ্রাঙ্গোষ্টি (সকালে সূর্যোদয়ের সময়ে)

আজ্যভাগ

অনুবাক্যঃ 'উত' (১/৭৪/৩) - পরোক্ষ বার্ষ

বাক্যঃ 'অর' (৭/৫৬/১৬)

প্রানবাগ -

অনুবাক্যঃ 'ঐন্দ্রাঙ্গ' (১/৩৭/১)

বাক্যঃ 'অভ্যাসো' (৭/৫৬/১৬)

বিটকৃত -

অনুবাক্যঃ 'জুটো' (৫/৪/৫)

বাক্যঃ 'অয়ে' (৫/২৮/৩)

মাহেন্দ্রী ইষ্টি বা মহাহবিঃ

অগ্নিপ্রদান, অগ্নিমহন ইত্যাদি এবং বাক্যনিবাগ কর্তব্য

অনুবাক্যঃ 'আ' (৪/৩২/১) - বৃহত-র

বাক্যঃ 'অনু' (৬/২৫/৮) - "

অনুবাক্যঃ 'বিশ্ব' (১০/৮১/৬) - বিশ্বকর্মা

বাক্যঃ 'যা' (১০/৮১/৫) - "

শেব প্রানবাগের সময়ে সাত, সাত্য, তপ্ত; এবং তপস্য মানে
উদ্দেশ্যে আশ্রিত।

অবতৃথ - xx।

পিত্রা ইষ্টি (সেবতা-সোমবান্ পিতৃ / পিতৃবান্ সোম, বর্হিবদ্
পিতৃ, অগ্নিবান্ পিতৃ, বম/বৈবস্বত)

এই ইষ্টি দক্ষিণাধি থেকে অগ্নি নিয়ে 'অতিপ্রসীত' নামে অগ্নিতে
করতে হয়।

পার্ব্ববাক্যেই অনুষ্ঠানের শেব। 'হোতারম্ অব্ধাঃ', অনুমজ্ঞা,
অতিহিকার ছাড়া অন্য-সব জগ ময় সোপ পায়। দক্ষিণ দিককে
পূর্ব দিক ধরে অনুষ্ঠান হয়। 'ও বধা' আজ্যাব, 'অন্ত বধা'
প্রত্যাশ্রাব, 'অনুবধা/বধা' প্রৈব, 'বে বধা/বে বধামহে' আগু,
'বধা নমঃ' বর্হিকর। স্তুতি হবে প্রকৃতিবাগের মতোই বধাহুয়ে।

সামিধেয়ী - 'উশত্' (১০/১৬/১২) ময় একনিঃশ্বাসে
তিনবার। 'আবহ' (সু.) এই 'প্রতিপত্তি' মন্ত্রের পাঠ।

আবাহন - বিটকৃতির সেবতার হানে 'অগ্নি কথ্যবাহনমত
ক' বলবেন।

প্রবাহ - পঞ্চম প্রবাহে আজ্যপ-সের আগে অগ্নি কথ্যবাহনের
উদ্দেশ্যে 'বাহ' বলবেন। চতুর্থ প্রবাহ - xx।

উর্ধ্বজানু ময় উপকেন - xx। প্রদেশ - xx।

নিগদ-উপকেন - সত্যোত্তরী উপন, দক্ষিণ ময় অব্ধা 'সীম
হোতার' কথা হলে।

আজ্যভাগ - আয়ুতাম ইটির মতো অনুবাক্য।

প্রধানবাগ - বা পা উপরে রেখে প্রাচীনাধীতী হয়ে

অনুবাক্য: 'উদী-' (১০/১৫/১) - } সোমবান্ পিতৃগণের

'দ্বরা-' (৮/২৬/১১) -

যাজ্য: 'উপ-' (১০/১৫/৫)

হয়-কপালের পুরোভাগ-কাত্যায়ন

অনুবাক্য: 'দ্বং-' (১/২১/১) - } পিতৃমান্ সোমের

'সোমো-' (১/২১/২০) -

যাজ্য: 'দ্বং-' (৮/৮৮/১৩) -

বর্হিবদ পিতৃগণের অনুবাক্য: 'বর্হি-' (১০/১৫/৪) }

'আহং-' (১০/১৫/৩)

যাজ্য: 'ইদং-' (১০/১৫/২)

[দ্রব্য-] ধান-কাত্যায়ন

অনুবাক্য: 'অগ্নি-' (১০/১৫/১১) } অগ্নিহোতারের

'যে-' (১০/১৫/১৩)

যাজ্য: 'যে-' (১০/১৫/১৪) -

[দ্রব্য-] মধু-কাত্যায়ন

অনুবাক্য: 'ইমং-' (১০/১৪/৪,৫) - যমের

যাজ্য: 'পরে-' (১০/১৪/১) -

অনুবাক্য: 'ইমং-' (১০/১৪/৪) } বৈবস্বত যমের

'পরে-' (১০/১৪/১)

যাজ্য: 'অগ্নি-' (১০/১৪/৫) -

বিষ্টকৃৎ (সেবতা-অগ্নি কব্যবাহন) —

অনুবাক্য: 'যে-' (১০/১৫/৯) + }

'দ্বদ-' (৪/১১/৩)

যাজ্য: 'সগ্র-' (১/২৬/১) -

অথবা (বর্হটকার দিগে অনুষ্ঠানে)

অনুবাক্য: 'যো-' (১০/১৬/১১)

যাজ্য: 'দ্বম-' (১০/১৫/১২)

অগ্রদক্ষিণমুখে বেদির পরিবেশ, আহুতিশিষ্ট দ্রব্যে পিতৃ প্রস্তুত করে পূর্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিণ কোণে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহকে অর্পণ। পিতৃগণের এবং গার্হপত্যের উপস্থান। পিতৃগণকে শব্দ্য, বহ্ন, উপবর্হণ, অজ্ঞান প্রভৃতি প্রদান।

ইড়াভকণ - গ্রাণভকণমাত্র, তারগণে ইড়া মুখে রেখে নিতে হয়।

মার্জন - xx।

অনুবাক্য

- প্রথম অনুবাক্য - xx।

দুই অনুবাক্যের আগে অথবা ইটি শেষ হলে ডান দিকে ঘুরে (অতিপ্রাচীণতর্য না হলে না-ঘুরে) দক্ষিণাধির উপস্থান

- মন্ত্র: 'অরা-' (সু.)।

ঘুরে আহবনীরকে 'সু-' (১/৮২/৩) মন্ত্রে উপস্থান।

ঘুরে গার্হপত্যকে 'অগ্নিং-' (৫/৬/১) মন্ত্রে উপস্থান।

'মা-' (১০/৫৭), 'অগ্নে-' (৫/২৪) সূক্ত জপ করতে করতে গার্হপত্যের দু-পাশে গমন। গার্হপত্যের পূর্ব দিকে এসে মন্ত্রপাঠ শেষ করবেন।

সূক্তবাক - সমিষ্টবহু এবং পত্নীসংযাজ বাদ যাবে। যজ্ঞমানের নাম উল্লেখ করতে হবে না।

'অগ্নিহোতার-' অংশে সেবতার নামের স্থানে কব্যবাহনকে উল্লেখ করবেন।

ত্র্যম্বক ইটি (শিরা ইটির পেবে বা দিকে ঘুরে বাইরে গিরে) অনুষ্ঠান হবে অধ্বন্যুদের নির্দেশমত।

আপিত্য ইটি (যজ্ঞস্থলে ফিরে এসে করণীয়। দ্রব্য-চক)

সামিধেনী - ধাওয়ামন্ত্র (২টি) - পবনোষ্টির মতো

আজ্যভাগ - পুষ্টিমান্ মন্ত্র (২টি) -

বিষ্টকৃৎ - বিরাড্ মন্ত্র (২টি) -

(৪) তনাসীর পর্ব (ফাঙ্কনী/চৈত্রী পূর্ণিমা/ আগে যে-কোন সময়ে)

সেবতা - অগ্নি, সোম, সবিতা, সরস্বতী, পূবা, নিবুহান্ বায়ু/ বায়ু, তনাসীর/তনাসীর ইজ্র/তন ইজ্র, সূর্য। অনুষ্ঠান বৈশ্বসেব পর্বেরই মতো। প্রধানবাগের সময়ে সসেপ নামে মাসের উদ্দেশে আহুতি। বাল্ দ্রব্য দুখ বা যবাণু।

বাজিন -

প্রধানবাগ—

অনুবাক্য: 'আ-' (৭/৯২/১) - নিবুহানের

যাজ্য: 'গ্র-' (৭/৯২/৩) -

অনুবাক্য: 'স-' (৮/২৬/২৫) - বায়ুর।

যাজ্য: 'ঈশা-' (৭/৯০/২) -

অনুবাক্য: 'তনা-' (৪/৫৭/৫) - তনাসীরের

যাজ্য: 'তনং-' (৪/৫৭/৮) -

অনুবাক্য: 'ইজ্রং-' (সু.) - তনাসীর ইজ্রের

যাজ্য: 'অখা-' (১০/১৬০/৫) -

অনুবাক্য: 'তরনি-' (১/৫০/৪) - সূর্যের

যাজ্য: 'চিহ্নং-' (১/১১৫/১) -

তনাসীর পর্বের পেবে সোমবাগ অথবা পত্নবাগ অথবা চাতুর্ভাস্য বাগ করতে হয়।

পত্নবাগ

পত্নবাগের আগে অথবা পরে অগ্নি বা অগ্নি-বিহু সেবতার উদ্দেশে একটি ইটিবাগ করতে হয়। আবার পত্নবাগের আগে একটি ইটি করে পেবে অপর সেবতার উদ্দেশে একটি ইটিও করা যেতে পারে।

অগ্নিপ্রশসীরা (বরশপ্রদানের মতো)

দ্বাদশ-গৃহীত আত্মা পূর্ণাঙ্গি এবং অবটনির্মণ।

যুগাঙ্কন

[মন্ত্র 'অজতি-' (৩/৮/১)- তিনবার পাঠ্য, তৃতীয়বারে প্রথমার্ধে বিরতি।]

যুগ-উচ্চারণ

'উচ্চ-' (৩/৮/৩)

'সমি-' (৩/৮/২)

'উচ্চ-' (১/৩৬/১৩, ১৪)

'জাতো-' (৩/৮/৫) - প্রথমার্ধে বিরতি।

যুগে চবাল-স্থাপন।

যুগ-পরিব্যয়

[যজ্ঞমানের নান্দিত-সম্মিত স্থানে প্রদক্ষিণক্রমে তিনবার বেটন করতে হয়।]

'যুবা-' (৩/৮/৪)

'যান্-' (৩/৮/৬-১১)

[সমানতয়ে বহু পত ও বহু যুগ থাকলে এই পাঁচ বা ছয় মন্ত্রে যুক্তি। যুগের কাছে পতর উপাকরণ]

অগ্নিমহন (কৈবশসেবপর্বের মতো)

সামিধেনী (যাযা)- কৈবশসেবপর্বের মতো।

আবাহন— পতসেবতার আবাহনের পরে বনস্পতি দেবতার নাম উল্লেখ্য। দর্শপূর্ণমাস হতে অনুবৃত্ত নিগমতলিতেই এই নিয়ম। কলে সূক্তবাক্যপ্রবে বনস্পতির নাম উল্লেখ করতে হবে না। পতর বন্দনা ও পতর যুগে নিয়োজন, পতকে প্রোক্ষণ এবং যুব দ্বারা পতর অঙ্গে আচ্ছাদন।

প্রবৃত্তান্তি— সমাগ্নি দ্বারা মার্জন করার পর অনুষ্ঠের। মতান্তরে এই অনুষ্ঠান না করলেও চলে। মন্ত্র: 'জুটো-' (সু.), 'বাহ্য বাচে-', 'বাহ্য বাচস্পত্যে-', 'বাহ্য সরবটো-', 'বাহ্য সরবটো-', 'মহোভ্যঃ সমহোভ্যঃ বাহ্য' মন্ত্রে মোট ছটি হোম।

প্রশান্তার তীর্থপথে প্রবেশ, অগ্নিবুর্জ কর্তৃক (দীক্ষিত যজ্ঞমানের) দণ্ড-প্রদান, প্রশান্তা কর্তৃক ডান হাত উপরে রেখে দুই হাতে 'মিত্রা-' (সু.) এই মন্ত্রে দণ্ডের গ্রহণ, হোতার উত্তর দিক দিয়ে পশ্চিম দিকে এগিয়ে গিয়ে পাতক বেদির উত্তর প্রান্তের নিম্নে হোতৃবদনের ডান দিকে নিজের কসার স্থানে তিনি যাবেন। দণ্ডটি হোতার ডান দিক দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। প্রথম প্রথম পাঠ না করা পর্বত ঐ দণ্ড নিজের এবং অপসের গায়ে স্পর্শ করবেন না। এর পর নিজ আসনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দণ্ডহস্তে অনুবাক্য এবং প্রৈবমন্ত্র প্রয়োজনমত পাঠ করবেন। পর্বতিকরণ, যোজননুকন, মনোতা এবং উদীরমান সূক্তও তিনিই পাঠ করেন। সোমবাগে

বসে বসে অন্য-কিছু কাজও তাঁকে করতে হয়। (তুমুর কাঠের তৈরী এই দণ্ডের উচ্চতা হবে যজ্ঞমানের যুগ পর্বত)।

প্রযাজ (১০টি)

(১) 'হোতা বন্ধনিত্-' প্রৈব-প্রৈবসূক্ত - ১/১

অগ্রীসূক্ত	(২/৩/১)	-	যাজ্ঞা	-	ভনক	
বা	"	(৭/২/১)	-	"	-	বসিষ্ট
বা	"	(১০/১১০/১)	-	"	-	সকলের
বা 'সুসমিহো'	(১/১৩/১)	-	যাজ্ঞা	-	ব্রাহ্মণ	
বা 'সমিহো'	(১/১৪২/১)	-	"	-	কবরিত্তিকদিস	
বা	"	(১/১৮৮/১)	-	"	-	অগস্ত্য
বা	"	(২/৩/১)	-	"	-	ভনক
বা 'সমিত্'	(৩/৪/১)	-	"	-	-	নিবাসি
বা 'সুসমিহো'	(৫/৫/১)	-	যাজ্ঞা	-	অগ্নি	
বা 'জুবব'	(৭/২/১)	-	"	-	-	বসিষ্ট
বা 'সমিহো'	(৯/৫/১)	-	"	-	-	কণ্যপ
বা 'ইমাং'	(১০/৭০/১)	-	"	-	-	ব্রাহ্মণ
বা 'সমিহো অদ্য'	(১০/১১০/১)	-	"	-	-	অন্য অগ্নিদগ্নির

[প্রাজাপত্য পতয়োগে কিন্তু সকলের ক্ষেত্রেই শেষ সূক্তটি যাজ্ঞা]

(২) 'হোতা বন্ধত্ ডনুনপাতম্' অথবা 'হোতা বন্ধরানশসম্' - প্রৈবসূক্ত ১/২, ও প্রৈব

আত্মীসূক্ত - যাজ্ঞা

(৩) 'হোতা বন্ধত্ অগ্নিমিত্-' প্রৈবসূক্ত ১/৪ - প্রৈব

আত্মীসূক্ত - যাজ্ঞা

(৪) 'হোতা বন্ধত্ দূর-' প্রৈবসূক্ত ১/৫ - প্রৈব

আত্মীসূক্ত - যাজ্ঞা

(৫) 'হোতা বন্ধত্ উবাসানতা - ' প্রৈবসূক্ত ১/৬ - প্রৈব

আত্মীসূক্ত - যাজ্ঞা

(৬) 'হোতা বন্ধত্ উবাসানতা-' প্রৈবসূক্ত ১/৭ - প্রৈব

আত্মীসূক্ত - যাজ্ঞা

(৭) 'হোতা বন্ধত্ সৈব্যা হোতার-' প্রৈবসূক্ত ১/৮ - প্রৈব

আত্মীসূক্ত - যাজ্ঞা

(৮) 'হোতা বন্ধত্ তিহো-' প্রৈবসূক্ত ১/৯ - প্রৈব

আত্মীসূক্ত-যাজ্ঞা

(৯) 'হোতা বন্ধত্ স্বষ্টারম্-' প্রৈবসূক্ত ১/১০ - প্রৈব

আত্মীসূক্ত-যাজ্ঞা

(১০) 'হোতা বন্ধত্ বনস্পতিম্-' প্রৈবসূক্ত ১/১১ - প্রৈব

আত্মীসূক্ত - যাজ্ঞা

(আহবনীনের উপস্থিতি নিয়ে আত্মীসূক্তকে পর্বতিকরণ করতে হয়।)

পরিচয়

‘অগ্নি-’ (৪/১৫/১-৩)

যুগ থেকে পতকে মুক্ত করা হয় (ভা. শ্রী.)

অগ্নিত্রৈবের শ্রৈব -

অগ্নিত্রৈব (হোতার পাঠ)

যজ্ঞ : ‘সেব্যঃ শমিতারঃ’ (সূ.)। এই যজ্ঞ অনুসারে পণ্ডর অঙ্গবাচী, সেবতাবাচী এবং পতবাচী শব্দে উহ হয়। ত্রী ও পুংস্ব পত দুইই অর্থতি নিলে পতবাচী শব্দে পুংলিঙ্গ, সেবতা ত্রী হলেও ‘সেবপতি’ শব্দে পুংলিঙ্গ, ত্রী পত আর্থতি সেওয়া হলে ‘সেব’ শব্দে বিকল্পে পুংলিঙ্গ বা ত্রীলিঙ্গ হবে। অন্যান্য শব্দে লিঙ্গ-বচনের প্রয়োজনমত উহ হবে। সমস্ত যজুর্বেদীয় নিগদযজ্ঞেই উহ হয়। অগ্নিত্রৈবের ‘অগ্না রক্ষঃ সংসৃজতাৎ’, ‘শমিতারঃ’, ‘অপাণ’ এই তিনটি পদ উপাংশুপাঠ্য। দুই বা অধিক পত আর্থতি সেওয়া হলে ‘একবা’ এবং ‘বহুবিশেষিতঃ’ পদের দু-বার আবৃত্তি। কোন কোন মতে ‘পুয়া’, ‘অজঃ’ পদকে দু-বার করে পড়তে হয়। অগ্নিত্রৈবের অগ্নিগো.... অপাণ’ পর্বত অংশ তিনবার পাঠ করতে হয়।

‘শমিতারো-’ (সূ.) অগ্নি, হোতা ও মৈত্রাবরুণের ডান দিকে আবর্তন পতসংস্পর্শনের পর ব্রহ্মা এবং যজ্ঞবানের বাম দিকে আবর্তন। অগ্নিবর্ষ কর্তৃক শামিত্রতুমিতে বপাকর্তন, আহবনীয়ে বপান্নাশন।

ভোক্তানুচন (বপাণাকের সময়ে)

‘জুবব-’ (১/৭৫/১)

‘ইম-’ (৩/২১)

সুখ-আপাণ

অগ্নি প্রবাহ (একানপতম)

‘হোতা বক্ষত্-’ (শ্রৈবসূক্ত ১/১২) - শ্রৈব

আত্মসূক্ত - বাজ্য

আজ্যভাগ - বিকরিত।

(১) ‘হোতা বক্ষত্-’ শ্রৈবসূক্ত ২/২ - শ্রৈব

(২) ‘হোতা বক্ষত্-’ শ্রৈবসূক্ত ২/৩ - শ্রৈব

ভিন্ন ভিন্ন সেবতার উদ্দেশে ভিন্ন ভিন্ন পত আর্থতি দিতে হলে প্রত্যেকের উদ্দেশে পৃথক পৃথক এবং পত-অঙ্গের যোগ হয়। সেবতা এক হলে অথবা তা হয় না। একবার করেই এ যাপতী হয়।

বপাণাশন

‘আ-’ (৬/৬০/৩) - অনুবাক্য

‘হোতা বক্ষত্-’ (শ্রৈবসূক্ত) - শ্রৈব

‘ততিং-’ (৭/৯৩/১) - বাজ্য

মার্জন (চাখালে)

‘ইদম্-’ (১/২৩/২২)

‘সুমিধ্যা-’ (সূ.)

মৈত্রাবরুণ বেদিতে দণ্ড রেখে দিয়ে মার্জন করবেন। মার্জনের স্থান হচ্ছে চাখাল।

নিষ্ক্রমণ (তীর্থপথে নিষ্ক্রমণ এবং পুরোডাশ-পাকের পরে পুনঃ প্রবেশ)

পতপুরোডাশমাণ

নির্বাণের সময়ে শামিত্র অগ্নিতে উথাগানে পত-অঙ্গের পাক।

‘আ-’ (১/১০৯/৭) - অনুবাক্য

‘হোতা বক্ষত্-’ (শ্রৈবসূক্ত ২/৫) - শ্রৈব

‘সীর্ষি-’ (৭/৯৩/৪) - বাজ্য।

অধারাত্যবাণ (যদি অধারাত্য বিহিত থাকে)

পুরোডাশের বিটকৃত

‘ইতা-’ (৩/১/২৩) - অনুবাক্য

‘হোতা-’ (সূ.) - শ্রৈব

‘বদব-’ (৩/৫৪/২২) - বাজ্য

পত-পুরোডাশের ইড়াভক্ষণ।

মনোতা (পুরোডাশের ইড়াভক্ষণের পরে) ‘স্বং-’ (৬/১)

প্রধানবাণ

‘উতা-’ (৬/৬০/১৩) - অনুবাক্য

‘হোতা বক্ষত্-’ (শ্রৈবসূক্ত ২/৬) - শ্রৈব

‘প্র-’ (১/১০৯/৬) - বাজ্য

বসাহোম (প্রধানবাণের বাজ্যের দুই মস্তার্কে মাঝে)।

নারিটহোম

বনস্পতিবাণ (স্বয়-পূবদাত্য)

‘সেবেতো-’ (শ্রৈবসূক্ত ২/৭) - অনুবাক্য

‘হোতা বক্ষত্-’ (” ২/৮) - শ্রৈব

‘বনস্পতে-’ (” ২/৯) - বাজ্য

আজ্যভাগ হয়ে থাকলে শ্রৈবে

‘বক্ষত্..... হবিষ্য ভিন্না ধাবানি’ করতে হবে।

প্রধানবাণের বিটকৃত

‘অরাত-’ (সূ.) - শ্রৈব

আজ্যভাগের অনুষ্ঠান হয়ে থাকলে শ্রৈবে ‘অরাতমি..... আজ্যশ্চ অগ্নিঃ ভিন্না ধাবানি’ করতে হবে।

‘ইদ্রাক (ইড়া-উপহাসের পরে) - ১১টি

(১) ‘সেব বর্ষি-’ (শ্রৈবসূক্ত ৩/১) - শ্রৈব

বৈকরণ পর্বের মতো-বাজ্য

(২) 'সেবীর্ষারঃ' (ধ্রু. ৩/২) - শ্রেব

বৈশ্বসেবপর্বের মতো- বাজ্যা

(৩) 'সেবী উবাসানস্তাঃ' (ধ্রু. ৩/৩) - শ্রেব

বৈশ্বসেবপর্বের মতো - বাজ্যা

(৪) 'সেবী জোষ্টী' (ধ্রু. ৩/৪) - শ্রেব

বৈশ্বসেবপর্বের মতো - বাজ্যা

(৫) 'সেবী উজ্জাহতী' (ধ্রু. ৩/৫) - শ্রেব

বৈশ্বসেবপর্বের মতো - বাজ্যা

(৬) 'সেবা-সৈব্যা' (ধ্রু. ৩/৬) - শ্রেব

বৈশ্বসেবপর্বের মতো - বাজ্যা

(৭) 'সেবীজিহ্বা' (ধ্রু. ৩/৭) - শ্রেব

বৈশ্বসেবপর্বের মতো - বাজ্যা

(৮) 'সেবো নরাশসে' (ধ্রু. ৩/৮) - শ্রেব

বৈশ্বসেবপর্বের মতো - বাজ্যা

(৯) 'সেবো বনস্পতি' (ধ্রু. ৩/৯) - শ্রেব

'সেবো' (সু.) - বাজ্যা

(১০) 'সেবং বর্হি' (ধ্রু. ৩/১০) - শ্রেব

'সেবং' (সু.) - বাজ্যা

(১১) 'সেবো অগ্নিঃ' (ধ্রু. ৩/১১) - শ্রেব

বৈশ্বসেবপর্বের মতো - বাজ্যা

প্রত্যেক স্থলেই খাস না নিয়ে শ্রেব এবং বাজ্যা মন্ত্র পাঠ করতে হয়। শ্রেব অনুব্রাহ্মে অবশ্য সর্পপূর্ণিমাসের মতো একনিষ্ঠাশ্রমে অথবা বিরামসম্মত পাঠ করলেও চলে। এই সময়ে প্রতিপ্রহাতা পতর অত্রকে এগার বণ্ড করে শাখিরের অগ্নি নিয়ে এসে (আনেন অরীত্) বেদির উত্তর কোণে রেখে প্রত্যেক অনুব্রাহ্মের সময়ে সেই অগ্নিতে একটি করে বণ্ড আর্হতি দেন। এই অনুষ্ঠানের নাম 'উপবাজ' বা 'উপবজ'।

সূক্তবাক্যশ্রেব

'অগ্নিমন্ত্' (প্রৈখাম্যার ২/১১)। আত্মতাপের অনুষ্ঠান হয়ে থাকলে শ্রেবে 'পুণ্ডরর আত্মং পুণ্ড্ সোমরাজ্যং' অংশটি পাঠ করবেন। ব্রহ্মসূত্রে অনুম্ অংশে সেবতা ওপতর নাম উল্লেখ করতে হয়। সেবতা ত্রিঃ কিন্তু পত ত্রিঃ-জাতীর না হলে সেবতার নামই তম্ বারে বারে উল্লেখ করতে হবে। সেবতা অতির কিন্তু পত ত্রিঃজাতীর না হলে পতবতী শব্দটিতে পতর নব্বো অনুষ্ঠান করবার পরিবর্তন ঘটতে হবে। সেবতা অতির কিন্তু পত ত্রিঃজাতীর হলে পততলির নামই তম্ পৃথক পৃথক উল্লেখ করতে হবে। সেবতা ত্রিঃ এবং পতত ত্রিঃজাতীর হলে বারে বারে 'স্বাসসূত্রে অনুম্' বলতে হবে।

শব্দবাক্যের পরে পতর পুঙ্খ নিয়ে পতীসংবাজ।

নতনিকপ

- পতবাগে আহবনীয়ে এবং সোমবাগে অবতৃৎস্থানে নতটি কেলে দিতে হয়।

বেদভরণ

- বিকল্পিত।

হৃদয়শূল-অনুমন্ত্রণ

অগ্নি এবং পতবাগের উপকরণগুলির মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি না করে তীর্থপথে বেড়িয়ে গিয়ে শুক এবং আর্য ভূমির সন্ধিস্থলে অবশ্য কর্তৃক প্রোথিত হৃদয়শূলকে 'ওগনি' (সু.) এই মন্ত্রে অনুমন্ত্রণ।

জলসর্প [মন্ত্রঃ 'হীপে' (সু.), 'ধামো' (সু.), 'মরি' (সু.), 'সুবিজ্যা' (সু.)]

বিহারে প্রত্যাগর্তন

সমিঃগ্রহণ [প্রত্যেকে 'অগ্নেঃ' (সু.), 'এবো' (সু.), 'সমি' (সু.) মন্ত্রে এক একটি সমিঃ নেবেন]

উপহান [আপো' মন্ত্রে অগ্নির]

সমিঃ-অভ্যাখান সংহাজপ ['অগ্নেঃ', 'সোমস্য', 'শিতু পাং' মন্ত্রে অগ্নিতে তিন সমিঃের স্থাপন]

অগ্নিস্তোত্র

চতুর্থ দিনের মধ্যরাতে দুই শকটের মাঝে এসে দুই জোয়ারের বিলের মাঝে মাটিতে বসে অবশ্যুর শ্রেব গেয়ে মন্ত্রবরে 'প্রাতরনুবাক'- পাঠ।

আগ্নের ব্রহ্ম, উবস্তু ব্রহ্ম এবং আধিন ব্রহ্মতে গারবী, অনুষ্টপ, ত্রিষ্টপ, বৃহতী, উকিক, জপতী, পত্টি ছপের নির্দিষ্ট মন্ত্রাবলী। + মাদলসূক্ত। আঁখার না-কাটা পর্বত 'মিষ্টে' (১/১১২) সূক্তের পুনরাবৃত্তি। + আসন থেকে সামনে উঠে এসে স্বরের আরোহক্রমে অগ্নিসেবতার পত্টি ছপের 'প্রতি' (৫/৭৫) সূক্ত পাঠ। এই সূক্তের শেষ মন্ত্রটি আরোহক্রমে উত্তম্বরে পাঠ। বজাসন হয়ে উঠে হবির্ভানমতপের পূর্বভাগের মধ্যস্থলে এসে ঐ 'প্রতি' সূক্তের শেষ মন্ত্রটি একনিষ্ঠাশ্রমে শেষ করবেন।

অগোনিপূরীয়া (পঞ্চম দিন)

নিগ্ন থেকে প্রসর্পণ পর্বত মন্ত্রগুলি উত্তম্বরের তৃতীর প্রকৃতি বসে অথবা মধ্যম্বরে পাঠ। নিগ্নের আগের মন্ত্রগুলি উত্তম্বরের চতুর্থ বসে এবং প্রসর্পণের পর মন্ত্রগুলি মন্ত্রবরে পাঠ। প্রাতঃসম্বনের সব মন্ত্র মন্ত্র হয়ে পাঠ। অগোনিপূরীয়ার প্রথম মন্ত্র অধ্যর্থ এবং অন্যান্য মন্ত্র ঋণাবান করে অথবা সরিষেনীর মতোই পাঠ করবেন। 'প্র-', 'হিনেত'- ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ। অবশ্যুৎকে প্র - 'অবেরপত'?

অক্ষবর্ষ উত্তর পেরে হোতার হবির্ধান-মণ্ডপ থেকে নিষ্কমণ এবং 'তাব'- (সু.) এই নিগম একনিষ্ঠাশ্রমে পাঠ। এছাড়া আরও কিছু মন্ত্র পাঠ করে হবির্ধান-মণ্ডপে পুনঃপ্রবেশ। পূর্ববারের উত্তর দিকের খুঁটির কাছে এসে তৃণ না কেলে উপবেশন।

উপান্তেগ্রহের অনুমন্ত্রণ ও শাস্ত্যাগ।

অন্তর্ধানগ্রহের অনুমন্ত্রণ ও শাস্ত্যাগ।

উপান্তেস্তবন স্পর্শ ও বাক্সংবহ ত্যাগ।

তীর্থের দিকে প্রসর্পণ

এই সময়ে হোতার হবির্ধান-মণ্ডপের পূর্ববারের উত্তরদিকের খুঁটির কাছেই বসে অনুমন্ত্রণ। সত্রবাগে হোতা অনুমন্ত্রণ করে যজ্ঞমানরাগে চাঞ্চালেও উপহার করতে যাবেন। পরের দুই সর্বনে তিনি প্রসর্পণও করবেন।

হোতার জন্য ব্রহ্মা ও হ্রশাক্তার অনুমতিদান।

সবনীর পণ্ডবাগ

শ্রাতঃসর্বনে বপাহোম, মাধ্যমিনে পণ্ডপুরোডাশ এবং তৃতীয় সর্বনে পণ্ড-অঙ্গের আহুতি পর্বন্ত অনুষ্ঠিত হয়।

অগ্নিটোমে অগ্নি; উক্খ্যে অগ্নি এবং ইন্দ্র-অগ্নি, বোড়নীতে অগ্নি, ইন্দ্র-অগ্নি এবং ইন্দ্র, অতিরাগ্রে অগ্নি, ইন্দ্র-অগ্নি, ইন্দ্র এবং সরস্বতী হচ্ছেন পণ্ডর দেবতা। পণ্ডপ্রদান - ××।

পরিব্যাস-চন্দ্রালমার্জন—নিরুক্ত পণ্ডবাগের মতোই। পরিব্যাসদ্বীপ মন্ত্রটি তিনবার পাঠ করতে হবে। দর্শপূর্ণিমাশ হতে অনুবৃষ্ত আবাহন প্রকৃতি মন্ত্রে যজ্ঞমান-শব্দের আগে অতিরিক্ত 'সূবত্' এই শব্দটি একই বিভক্তিতে উল্লেখ্য। শেব হারিবোজনের পরে সূবত্ শব্দ পাঠ করতে হবে না।

সূক্-আলাপনের এবং সূক্তবাকের নিগদনম্বে 'সূবত্' শব্দ পাঠ করতে হয় না। আচ্চপ দেবতাসের আগে আবাহনে সবন-দেবতাসের 'ইন্দ্রং'- (সু.) মন্ত্রে আবাহন করতে হবে। এই সবন-দেবতাসের আবার সূক্তবাক উল্লেখ করবেন, কিন্তু পক্ষম প্রবাজে এবং বিটুকুতে কেন উল্লেখ করবেন না।

প্রবৃত্তাবুতি

বীসের ববটিকার উচ্চারণ করতে হয় তাঁদের মধ্যে আচ্চ্যবাক ছাড়া বাকী সকলকেই আহবনীয়ে এই হোম করতে হয়। প্রত্যেকে যেটি দুটি করে হোম করবেন।

উপহান

চাঞ্চাল-মার্জনের পরে হবির্ধানমণ্ডপ এবং আদীতীর মণ্ডপের মাঝে দাঁড়িয়ে আনিত্য, বৃণ, আবার আনিত্য, আহবনী, অগ্নিহোমনহান এবং বী দিকে ঘুরে শমির, উবধ্যপোহ, চাঞ্চাল, উক্কর, আভ্যবকে উপহান করবেন। ডান দিকে ঘুরে আদীতীর, আভ্যবাকবান, দক্ষিণ মার্জালীর এবং ধরকে উপহান করবেন।

আদীতীরের উত্তর দিক দিয়ে সোমমণ্ডপের পূর্ববারে এসে মণ্ডপকে স্পর্শ করবেন। তার পর মণ্ডপের দ্বারকে স্পর্শ করে পশ্চিম দিকে অগ্নিতলিকে উপহান করবেন। আবার উপহিত এবং অনুপহিত বিকৃতগুলির দিকে না তাকিয়ে বা তাকিয়ে উপহান করবেন।

সদঃপ্রসর্পণ

হোতা, ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণাচ্ছসী, গোতা এবং নেতা পূর্ববার দিয়ে 'উক্'- মন্ত্র জপ করতে করতে প্রবেশ করবেন। তার পর প্রত্যেকে বিকৃতগুলির উত্তর দিক দিকে গিয়ে নিজ নিজ বিকৃতের পিছনে বসে 'বো'- (সু.) মন্ত্র জপ করবেন। বধ্যক্রমে নেতা, গোতা, ব্রাহ্মণাচ্ছসী, হোতা এবং মৈত্রাবরুণ আসন গ্রহণ করেন। বিনি পরে বসেন তিনি যারা আগে বসেছেন তাঁদের পিছন দিক দিয়ে গিয়ে বসবেন। ব্রহ্মা প্রবেশ করেন সদঃমণ্ডপের পশ্চিম দ্বার দিয়ে এবং তিনি মৈত্রাবরুণের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বসেন। দশপেরবাগে অন্য ঋত্বিকদেরও এই পথেই ব্রহ্মার পিছন পিছন আসতে হয়। আদীতীর প্রবেশ করেন আদীতীর বিকৃত। বিকৃত আসার পর যজ্ঞ শেব না হওয়া পর্যন্ত নিজ নিজ বিকৃতের উত্তর দিক দিয়ে বাতারাতে করতে হয়। বিকৃতহীন ঋত্বিকদের ক্ষেত্রে তাঁদের ডান দিকে যে বিকৃত থাকবে সেই বিকৃতের উত্তর দিক দিয়ে বাতারাতে করতে হবে। সম = স্থাপিত, উপবিত্ত।

সবনীর পুরোডাশ

'যান'- (৩/৫২/১) - অনুবাক্য।

মৈত্রাবরুণের প্রৈব।

এ প্রৈবই বাজ্য (বিতীর্ণা বিতক্তি ছাড়া)।

'অমে'- (৩/২৮/১) - অনুবাক্য।

মৈত্রাবরুণের প্রৈব

'হবি'- (সু.) - বাজ্য

ঐন্দ্রবারবগ্রহ

'বারবা'- (১/২/১)

'ইন্দ্র'- (১/২/৪)

'হোতা'- (সু.)

'হোতা'- (সু.)

'অগ্রং'- (৪/৪৬/১, ২) - বাজ্য-পৃথক্ পৃথক্ ববটিকার এবং এক-নিষ্ঠাশ্রমে পাঠ্য।

আপু একবারই। ঐন্দ্রবারব গ্রহ থেকে শ্রাতঃসর্বনে সর্বম অনুবাক্য এবং বাজ্য একনিষ্ঠাশ্রমে পঠ্যে হয়। পূর্ববর্তী দুটি গ্রহের প্রৈবও একনিষ্ঠাশ্রমে পাঠ্য। ঐন্দ্রবারব গ্রহের জ্ঞানন ও 'ঐতু'- (সু.) মন্ত্রে গ্রহণ। পরপর অসংখ্য অঙ্গুলিসমূহ দ্বারা ডান উত্তর উপর স্থাপিত গ্রহের আচ্চপন।

মৈত্রাবল্লভগ্রন্থ 'অন্নং' (২/৪১/৪) - অনুবাক্য।

'হোতা' (সু.) - প্রৈব একনিম্বাসে

'সূপান' (৩/৬২/১৮) - বাজ্য

মৈত্রাবল্লভগ্রন্থের আনয়ন, 'ঐতু-' (সু.) মন্ত্রে গ্রহণ। ঐত্ববারব গ্রহের ডান দিক দিয়ে নিয়ে এসে নিজের আরও কাছে এনে রাখতে হয়। বাঁ হাত দিয়ে আচ্ছাদিত করে গ্রহণ করতে হয়।

আগ্নিনব্রহ্ম

'প্রতি-' (১/২২/১) - অনুবাক্য।

'হোতা' (সু.) প্রৈব - একনিম্বাসে

'বাব্-' (৮/৪/১১) - বাজ্য

আগ্নিন গ্রহের আনয়ন, 'ঐতু-' (সু.) মন্ত্রে গ্রহণ। গ্রহণের পর অপর দুই গ্রহের ডান দিকে এসে মাথার উত্তর দিক দিয়ে ঘুরিয়ে সামনে নিয়ে এসে অপর দুই গ্রহ-পারের অপেক্ষায় নিজের কোলের আরও কাছে রাখতে হয়। হাত দিয়ে আচ্ছাদিত করে গ্রহণ করতে হয়।

উদীয়মান-অনুবচন

প্রতিবাক্য।

- হোতা, মৈত্রাবল্লভ, ব্রাক্ষাঙ্ঘসী, পোতা, নেট্টা, আগ্নীত্র এবং আচ্ছাবাকের পাঠ্য। পরের দুই সবনে আগে আচ্ছাবাক, তার পরে আগ্নীত্র প্রতিবাক্য পাঠ করেন। প্রতিবাক্য, শত্রুবাক্য, মরুশতীরগ্রহ, হারিবোজনগ্রহ, মহিষগ্রহ এবং আগ্নিনশব্দে অনুবচিকার করতে হয়।

দু-বার বব্ধিকার হলে তক্ষণও হবে দু-বার। তার মধ্যে বিতীর তক্ষণটি বিনামন্ত্রে করতে হবে। বিশেষত্বগ্রহের আধতি আগে হয়ে থাকলেও তক্ষণ হবে এখন। ঐত্ববারব গ্রহের উত্তরাংশ ধরে অক্ষবুর্গের উদ্দেশে 'এব-' (সু.) মন্ত্রে পাঠটি এগিয়ে দেবেন। 'অক্ষব্ উপহব' মন্ত্রে উপহব করে গ্রহের আঙ্গণ এবং 'বাপ-' (সু.) মন্ত্রে তক্ষণ। সর্বত্র তক্ষণের মন্ত্র এইটিই। অক্ষবুর্গ প্রতিতক্ষণ এবং হোতৃচমসে অন্ন সোমব্রহ্মসংকারণ। আবার উপহব, আঙ্গণ, তক্ষণ, প্রতিতক্ষণ এবং হোতৃচমসে সোমব্রহ্মসংকারণ। এর পর গ্রহপাঠটি ত্যাগ করা হয়। দু-বার বব্ধিকার থাকার দু-বার তক্ষণ ও দু-বার প্রতিতক্ষণ।

মৈত্রাবল্লভ এবং আগ্নিনগ্রহের কেন্দ্রে সার একবার তক্ষণ ও প্রতিতক্ষণ। গ্রহ এগিয়ে যেওয়ার মন্ত্র: 'এব-' (সু.)। গ্রহকে দুই চোখ দিয়ে দেখতে হয়। এর পর হোতৃচমসে কিছুটা সোমব্রহ্মসংকারণ করে গ্রহপারের পরিত্যাগ। গ্রহণ ও তক্ষণ বাঁ হাতে করতে হয়।

বাঁ হাতে 'ঐতু-' (সু.) মন্ত্রে হোতৃচমস নিয়ে বাঁ উত্তর কাপড়

সরিরে সেখানে পরস্পর অঙ্গবৃত্ত আত্মলতলি দিয়ে চমসটি ঢেকে রাখবেন।

আগ্নিনগ্রহকে যেমনভাবে অন্য গ্রহের তেমনভাবে ফিরিয়ে নিয়ে যথাস্থানে রেখে নিয়ে অক্ষবুর্গ কাছে 'এব-' (সু.) মন্ত্রে তা এগিয়ে দেবেন। গ্রহকে কাশ পর্বত তুলে ধরবেন। এর পর গ্রহের উপহব, তক্ষণ ও প্রতিতক্ষণ। অধশিটি অপনের হোতৃচমসে কারণ। গ্রহণ ও তক্ষণ বাঁ হাতে করতে হয়।

সবনীর পত্রবাণের ইড়াভক্ষণ

সবনীর পুরোভাণের উপহবান ও তক্ষণ

পুরোভাণের আধতি আগে হয়ে থাকলেও তক্ষণ হবে বিশেষত্ব-গ্রহের তক্ষণের পর। উপহবানের সময়ে চমসীরা বা চমসাধবুর্গা চমসগুলি ইড়ার কাছে তুলে ধরেন। অধাতুরেড়া-তক্ষণের পরে ইড়াভক্ষণ না করে আচমন করে উপহব চেয়ে হোতৃচমস তক্ষণ। উপহব অক্ষবুর্গ কাছে অথবা ব্রহ্ম দীক্ষিত হলে অন্য দীক্ষিতদের কাছে 'দীক্ষিতা উপহবব্রহ্ম' বা 'বজ্রমানা উপহবব্রহ্ম' অথবা 'অক্ষব্ উপহবব্রহ্ম', 'ব্রহ্মসূহবব্রহ্ম', 'উদ্গাতারূপহবব্রহ্ম', 'হোত্রক উপহবব্রহ্ম'- এই বাক্যে চাইবেন।

চমসপান

সমস্ত চমস পান করে 'অগাম-' (৮/৪৮/৩) মন্ত্রে মুখ এবং 'নং-' (৮/৪৮/৮) মন্ত্রে বুক স্পর্শ করবেন।

চমসের আশ্রয়ান

প্রথম দুই সবনে আশ্র-উপাস্ত চমসগুলির এবং তৃতীয় সবনে আশ্র চমসগুলির আশ্রয়ান এবং 'নারাশংসে' সংজ্ঞা।

আচ্ছাবাকের বিহারে প্রবেশ।

আগ্নীত্রীর উত্তর দিক দিয়ে এসে সোমামণ্ডলের পূর্ব দিকে সোমামণ্ডলের বাইরে নিজ বিজের অঙ্গুরে বসবেন। এর পর অক্ষবুর্গের পুরোভাণকে ইড়ার মতো তুলে ধরে 'অচ্ছ-' (৫/২৫/১-৩) ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র এবং 'বজ্র-' (সু.) এই নিগদ পাঠ করেন। পাঠ শেষ হলে অক্ষবুর্গ আচ্ছাবাকের জন্য 'প্রত্যেতা-' (সু.) মন্ত্রে হোতার কাছে উপহব চান। হোতা উপহব বসে উপহব নেন। তার পর উদীয়মান চমসের উদ্দেশে 'প্রত্যেতা-' (৬/৪২) এই প্রতিবাক্য পাঠ করেন। সবনীর পুরোভাণের পুরোভাণখণ্ডটি রেখে জল স্পর্শ করে আচ্ছাবাক নিজ চমসপান করেন।

পুরোভাণখণ্ডটি আবার হাতে নিয়ে আশ্রিত্য প্রকৃতি বিজকে উপহবান করে পশ্চিমদিক দিয়ে সোমামণ্ডলে এসে নিজ বিজের নিম্নে বসে পুরোভাণখণ্ড তক্ষণ করবেন।

আগ্নীত্রীর মণ্ডলে সকলের সবনীর-পুরোভাণ-তক্ষণ। তক্ষণের পর সোমামণ্ডলে প্রত্যাবর্তন।

ঋতুযাজ

১২ জন ঋত্বিক মৈত্রাবরুণের পৃথক পৃথক শ্রেণি পেয়ে পৃথক পৃথক যাজ্ঞা পাঠ করেন। শেষ দুটি যাজ্ঞা অবশ্য অধ্বর্যু-প্রতিপ্রস্থাতা এবং যজ্ঞমান পাঠ করেন না, করেন হোতা। তার আগে তাঁকে 'হোতারেতদ্ যজ্ঞ' বলা হয়। পৃষ্ঠ্যের ষষ্ঠ দিনে অবশ্য তাঁরা নিজেরাই তা পাঠ করেন। এর পর সবশেষে আত্মতীক্ষ্ণ্যে ঋতুযাজের সোম পান করা হয়। প্রতিভক্ষণও করতে হয় আত্মতীক্ষ্ণ্যেই, একসাথে নয়। উপহব চাওয়া হবে সকলের কাছে নয়, প্রতিভক্ষণকারীর কাছেই।

আজ্ঞাপত্র

'সুমত্-' (সু.) মন্ত্র জপ। অভিহিকার না করে উচ্চস্বরে 'শোংসাবোম্' এই আহাব + উপাংশু স্বরে সমান-প্রণববিশিষ্ট 'তৃষীংশংস' মন্ত্র থেমে থেমে পাঠ। অধ্বর্যু হোতার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালে এই-সব করতে হয়। আহাবের সঙ্গে তৃষীংশংস একনিঃশ্বাসে, কিন্তু বিনা-সন্ধিতে পাঠ করতে হয় এবং তৃষীংশংসের পদগুলি থেমে থেমে প্রণবান্ত করে পড়তে হয় + 'অগ্নিদেবেদ্ধ.....' ইত্যাদি নিবিদ্ (আহাব হবে না)।

জপ + আহাব + তৃষীংশংস + নিবিদ্ + 'প্র-' (৩/১৩) + আহাব + পরিধানীয়া + জপ + যাজ্ঞা [সূক্তের প্রথম মন্ত্রটি অর্ধমন্ত্রে থেমে থেমে অথবা ঋগাবান করে তিনবার পাঠ করবেন।]

উক্খপাত্রের সোমরস-পান (সমস্ত শব্দের শেষে এবং সমস্ত শব্দযাজ্ঞার শেষে উক্খপাত্র ছাড়া চমসীদের চমসপান করতেও হয়। বষট্কর্তা আদিত্য ও সাবিত্র গ্রহ ছাড়া সমস্ত একপাত্রের সোমপান করেন।)

প্রটগপত্র :

এক একটি পুরোরুক্ + 'বায়-' (১/২, ৩) ইত্যাদি দুটি সূক্তের এক একটি তৃচ + জপ + যাজ্ঞা (১/১৪/১০)।

প্রত্যেক পুরোরুক্ আহাব। শেষ পুরোরুক্ পাঠ না করলে সপ্তম তৃচে আহাব করতে হবে। মন্ত্রটির তিনবার আবৃত্তি হবে। মৈত্রাবরুণশব্দ :

'আ-' (৩/৬২/১৬-১৮)

'আ-' (৫/৭১/১-৩)

'প্র-' (৫/৬৮)

'প্র-' (৭/৬৬/১-৯)

'আ-' (৭/৬৬/১৯)- যাজ্ঞা

সোমপান

ব্রাহ্মণাচ্ছন্দী-শব্দ :

'আ-' (৮/১৭/১-৬)- স্তোত্রিয়-অনুরাগ

'আ-' (৮/১৭/৭-১৩)

'ইন্দ্র-' (৩/৪০)

'উদ্-' (৮/৯৩/১-৩)

'ইন্দ্র-' (৩/৪০/২) - যাজ্ঞা

সোমপান।

অচ্ছবাকপত্র

'ইন্দ্র-' (৩/১২/১-৩)

'ইন্দ্র-' (৩/১২/৭-৯)

'তোশা-' (৩/১২/৪-৬)

'ইহে-' (১/২১)

'ইয়ং-' (৭/৯৪/১-৯)

'ইন্দ্র-' (৩/১২/১)- যাজ্ঞা

সোমপান।

সবনভেদে হোত্রিকদের শব্দে জপমন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন।

প্রত্যেক সবনের শেষে এবং অতিরাত্রি বোড়শী গ্রহের অনুষ্ঠানের পরে অধ্বর্যু গ্রহণের জন্য মৈত্রাবরুণের কাছে অনুমতি চান - 'প্রশান্তঃ প্রসূহি'। মৈত্রাবরুণ 'সর্গত' বলে গ্রহণের অনুমতি দিলে হোতা ঐদৃক্ষরীর ডান দিক দিয়ে এবং অপরোয়া নিজ নিজ যিক্ষ্যর সোজাসুজি সদোমণ্ডলের পশ্চিম দ্বার দিয়ে বেদির উত্তর প্রাণির দিকে গ্রহণ করেন। এই গ্রহণপথকে 'মৃগতীর্থ' বলে। শম্যাগ্রাসের অর্থাৎ কাঠি-ছোঁড়ার বেশী দূরে কিন্তু কেউ যাবেন না এবং শৌচকর্ম প্রভৃতি এই সময়ে সেরে নেবেন।

মাধ্যদিনসবন (মাধ্যমস্বরে)

সোমরস নিষ্কাশন এবং গ্রহে সোমরসগ্রহণ।

সদঃপ্রসর্পণ

শৌচকর্ম সেরে বেদিতে এসে সমস্ত যিক্ষ্যকে উপস্থান করে সদোমণ্ডলের পশ্চিমদ্বার দিয়ে প্রবেশ করে প্রাতঃসবনের মতো মণ্ডলের দুই খুঁটিকে মন্ত্রসমেত স্পর্শ করে বিনামন্ত্রে মণ্ডলের ভিতরে প্রবেশ করবেন। যজ্ঞমান অবশ্য প্রবেশ করবেন পূর্ব দ্বার দিয়ে।

গ্রাবজ্ঞাতের প্রবেশ। তিনি হবির্ধানমণ্ডলের পূর্বদ্বার দিয়ে প্রবেশ করে ডান দিকের শকটের উত্তর অক্ষশিরা থেকে ভূণ নিয়ে দক্ষিণ হবির্ধানশকটের উত্তর-পূর্ব দিকে ঐ ভূণ মন্ত্রসমেত ফেলে দিয়ে সোমের দিকে মুখ করে দাঁড়ান। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই 'যো-' (সু.) মন্ত্র পাঠ করেন। গ্রাবজ্ঞাতকে অধ্বর্যুর উক্খীষপ্রদান, গ্রাবজ্ঞাতের উক্খীষ গ্রহণ এবং যাজ্ঞাকে প্রদক্ষিণাক্রমে বেটন। অভিস্টবন (গ্রাবস্তোত্র)

যজ্ঞমানকে উষ্ণীয় প্রত্যার্ণ

দধিঘর্ম (যমনীষ্ঠানের মতোই)

মন্ত্রপাঠ, আর্হতিদান ও ভক্ষণ। অধ্বৰ্যু 'হোতর্বদস যত তে বাদ্যম্' বললে হোতা 'উষ্টি-' (১০/১৭৯/১) মন্ত্র পাঠ করেন। তার পর 'শ্রাতং হবিঃ' বলা হলে 'শ্রাতং-' (১০/১৭৯/২) এই অনুবাক্য বলেন। যাজ্ঞা- 'শ্রাতং-' (১০/১৭৯/৩)। অনুবট্কার 'অগ্নে বীহি-' বা 'দধি-' (সৃ:)। ভক্ষণের জপমন্ত্র 'ময়ি-' (সৃ:)। আ. ৭/৩/২৫ অনুযায়ী এই ভক্ষণ প্রাণভক্ষণ মাত্র।

সবনীয় পশুপুরোডাশ

সবনীয় পুরোডাশের আগে অথবা পরে কর্তব্য। কেউ কেউ পশুপুরোডাশ করার কোন প্রয়োজন নেই বলে মনে করেন।

সবনীয় পুরোডাশ-নরাশসে স্থাপন

- প্রাতঃসবানের মতোই

দক্ষিণাদান

সঙ্গে দীক্ষিতেরা নিজেরাই কৃষ্ণাজিন ঝাড়তে ঝাড়তে 'ইদম-' (সৃ:) মন্ত্রে দক্ষিণার পথে যান।

দক্ষিণাগ্রহণের আগে শালাধার্যে দুটি এবং আয়ীত্ৰীয়ে দুটি আর্হতি-প্রদান। মন্ত্র যথাক্রমে 'দদানি-' (সৃ:), 'প্রাচি-' (সৃ:)। দক্ষিণার দ্রব্য যজ্ঞভূমি থেকে চলে গেলে 'ক-' (সৃ:) মন্ত্রে প্রাণীলব্যাণ্ডলির অনুমন্ত্রণ। অপ্রাণীগুলিকে বিনামন্ত্রে স্পর্শ করবেন। বিবাহের উদ্দেশ্যে কন্যাদান করা হলে সেই কন্যাকে স্পর্শ করবেন।

হবিঃশেষভক্ষণ [আয়ীত্ৰীয়ে ভক্ষণ]

(সবনীয়-পুরোডাশ-ভক্ষণ, দক্ষিণাদান, চাছালে কৃষ্ণবিবাহের নিক্ষেপ, আয়ীত্ৰীয়ে পাঁচটি বৈশ্বকর্মণ হোম)

মরুত্বীয় গ্রহ [মণ্ডপে প্রবেশ করে]

'ইন্দ্র-' (৩/৫১/৭) - অনুবাক্য

'হোতা-' (সৃ:) - প্রৈব

'সজোষা-' (৩/৪৭/২) - যাজ্ঞা

'ইন্দ্র-' (সৃ:) - ভক্ষণমন্ত্র।

মরুত্বীয় গ্রহ তিনটি। তার মধ্যে এটি প্রথম। আর্হতি দেন অধ্বৰ্যু। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মরুত্বীয় গ্রহ আর্হতি দেওয়া হয় একই সাথে শত্রুপাঠের পরে। একটি আর্হতি দেন অধ্বৰ্যু এবং অপরটি প্রতিপ্রস্থাতা-কাত্যায়ন। আপস্তম্বের মতে অধ্বৰ্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা দুই মরুত্বীয় গ্রহ আর্হতি দিলে অধ্বৰ্যু নিজ গ্রহপাত্রে আবার সোমরস নিয়ে রেখে দিয়ে দ্বিতীয় মরুত্বীয়ের সোমপানে প্রবৃত্ত হন। শত্রুপাঠে তৃতীয় মরুত্বীয়ের আর্হতি হয়।

মরুত্বীয়শত্রু :

'আ-' (৮/৬৮/১-৩) - প্রতিপদ

'ইদং-' (৮/২/১-৩) - অনুচর

'ইন্দ্র-' (৮/৫৩/৫, ৬) - ইন্দ্রনিহবপ্রগাথ

(প্রগাথকে তৃচে পরিণত করতে হয়)

'প্র-' (১/৪০/৫, ৬) - ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথ

আজ্ঞাশত্রু থেকে এই পর্যন্ত সব মন্ত্র অর্ধর্চণ: পাঠ্য। স্তোত্রিয়, অনুরূপ, প্রতিপদ, অনুচর, প্রগাথ, গায়ত্রী থেকে পংক্তি পর্যন্ত সমস্ত ছন্দের মন্ত্র, অ-চতুষ্পদ সমস্ত মন্ত্র সর্বত্র অর্ধর্চণ: পাঠ্য। পংক্তি ছন্দের মন্ত্রে প্রত্যেক দ্বিতীয় পাদে ধামবেন। অশ্বিনশস্ত্রে পংক্তি ছন্দের মন্ত্রে বিকল্পে অর্ধর্চণ: ধামবেন। পাদে পাদে যেমে পড়তে হবে এমন মন্ত্রসমূহের অন্তর্গত হলে কিন্তু পচ্ছ: পাঠ করবেন। শেষদুটি পাদ অবশ্য একসঙ্গে পড়তে হয়। অন্যান্য মন্ত্র (ত্রিষ্টুপ, জগতী, অক্ষরপংক্তি, বিপদা) পচ্ছ: পাঠ করবেন। পচ্ছ: পাঠ করার সময় অর্ধর্চের শেষাংশের সঙ্গে পরবর্তী পদকে একসঙ্গে পাঠ করবেন।

'অগ্নি-' (৩/২০/৪)

'স্বং-' (১/৯১/২)

'পিষত্যা-' (১/৬৪/৬)

} ধায্যা

'প্র-' (৮/৮৯/৩, ৪) - মরুত্বীয় প্রগাথ

'জনিষ্ঠা-' (১০/৭৩) - নিবিদ্বান সূক্ত

অর্ধেকের অপেক্ষায় একটি মন্ত্র বেশী পাঠ করে নিবিদ্ বসাতে হয়। তৃচে একটি মন্ত্র পড়ে এবং যুগ্মসংখ্যক মন্ত্র আছে এমন সূক্তে অর্ধেক সংখ্যক মন্ত্র পড়ে নিবিদ্ বসাতে হয়। তৃতীয় সবনে সূক্তের একটি মাত্র মন্ত্র বাকী রেখে নিবিদ্ বসাবেন। দুই চোখ মুছতে মুছতে নিজের পাশ স্মরণ করতে করতে শত্রু-পাঠ শেষ করবেন।

'উক্ণং-' (সৃ:) - জপ।

'যে-' (৩/৪৭/৪) - যাজ্ঞা।

সোমপান।

নিষ্কবল্যাশত্রু

এই শস্ত্রের শেষে মাহেন্দ্র গ্রহের আর্হতির সময়ে প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্ঠা এবং উমোতা যথাক্রমে আগ্নেয়, ঐন্দ্র এবং সৌর্য নামে তিন 'অতিগ্রাহ্য' গ্রহেরও আর্হতি দেন।

'অভি-' (৭/৩২/২২, ২৩) স্তোত্রিয় (স্তোত্রে রথস্তর গীত হলে)

'অভি-' (৮/৩/৭, ৮) - অনুরূপ (")

'হামিচ্ছি-' (৬/৪৬/১, ২) - স্তোত্রিয় (স্তোত্রে বৃহৎ গীত হলে)

'স্বং-' (৮/৬১/৭, ৮) - অনুরূপ (")

স্তোত্রে বিনা আবৃত্তিতে প্রগাথকে তৃচে পরিণত করা হলে

‘দমনা-’ (সূ.) - যাজ্ঞা

বৈশ্বদেবশত্ৰুঃ

দিক্-ধ্যান (যে দিকে শত্রু সেই দিক ছাড়া সর্ব দিকে ধ্যান)

‘তত্-’ (৫/৮২/১-৩) - প্রতিপদ

‘অদ্যা-’ (৫/৮২/৪-৬) - অনুচর

‘অভূদ-’ (৪/৫৪) - সাক্ষি নিবিদ্বান

‘একমা-’ (সূ.)।

‘প্র-’ (১/১৫৯) - দ্যা. পৃ. নিবিদ্বান

‘সূ-’ (১/৪/১)

‘তক্ষ-’ (১/১১১) - আর্ভব নিবিদ্বান

‘অয়ং-’ (১০/১২৩/১)

‘যোভ্যা-’ (১০/৬৩/৩)

‘এবা-’ (৪/৫০/৬)

‘আ-’ (১/৮৯/১-৯) - বৈশ্বদেব নিবিদ্বান

অগ্নিহুত্যাগে শত্রে ভিন্ন দেবতার মন্ত্র পড়তে হলে নিবিদের দেবতাবাটী পদে উহ করিতে হবে। কোন যাগে শত্রে একই দেবতার একাধিক সূক্ত থাকলে সবগুলিকে একটি সূক্ত ধরে সেই অনুযায়ী নিবিদ্ব বসাতে হবে।

‘অদিতি-’ (১/৮৯/১০) - সমাপ্তি।

এই মন্ত্রটি ভূমি স্পর্শ করে থেকে দু-বার পড়ঃ এবং একবার অর্ধচন্দ্রঃ পাঠ করবেন।

‘উকথং-’ (সূ.) - জপ।

‘বিশ্বে-’ (৬/৫২/১৩) - যাজ্ঞা।

সোমপান।

সৌম্য চর্যাগ ও দ্বৃতযাজ্ঞা

‘দ্বুতা-’ (সূ.) - দ্বুতহোমের যাজ্ঞা।

‘স্বং-’ (৮/৪৮/১৩) - সৌম্যচরুর যাজ্ঞা।

‘উরু-’ (সূ.) - দ্বুতহোমের যাজ্ঞা।

একটি দ্বুতহোম হলে যাজ্ঞা হবে ‘অগ্না-’ (সূ.) এই মন্ত্র।

অধ্বৰ্যু চরু নিয়ে এলে উদ্গাতারা স্পর্শ করার আগে হোতা ‘যত্-’ (সূ.) মন্ত্রে চরুকে দেখবেন। চরুতে নিজ দেহের প্রতিবিম্ব দেখতে না পেলে ‘বেমি-’ (সূ.), ‘ভদ্রং-’ (১/৮৯/৮) মন্ত্র পাঠ করবেন। তার পর অজুত ও অনামিকার সাহায্যে আজ্য নিয়ে দুই চোখে তা লেপে উদ্গাতাদের উদ্দেশে ঐ চরু অধ্বৰ্যুদের হাতে দেবেন।

বিষ্ণু-নিবপন এবং আদীতীরে হোম।

পাদীত্রস্ত গ্রহ

- শলাকর অগ্নি বিষ্ণুগুলিতে স্থাপিত হলে এই গ্রহের অনুষ্ঠান।

‘ঐতি-’ (৩/৬/৯) - যাজ্ঞা।

(উপাংশু স্বরে আদীত্রে কর্তৃক পাঠ্য)

‘বিসংহিত সক্ষর’ দিয়ে নেটার পিছন পিছন এসে (সদোমণ্ডলে) তাঁর কোলে বসে আদীত্রে গ্রহাবশেষ ভক্ষণ।

যেমনভাবে এসেছেন তেমনভাবে আদীত্রে থেকে সদোমণ্ডলে (১) ফিরে গিয়ে অগ্নিমারুত শত্ৰু খুব দ্রুত পাঠ করবেন।

আগ্নিমারুতশত্ৰু :

- খুব দ্রুত পাঠ্য।

‘বৈশ্বা-’ (৩/৩) - বৈশ্বানর নিবিদ্বান। প্রথম মন্ত্র ঋগাবান করে পাঠ্য। পছত্ শস্য হলে পাদে পাদে ধামবেন, কিন্তু ঋস নেবেন ঋকেরই শেষে। অর্ধচন্দ্রঃ হলে অর্ধচন্দ্রঃ-ই পড়বেন, কিন্তু ঋস নেবেন না। শেষ আবৃত্তির সঙ্গে দ্বিতীয় মন্ত্রের কিন্তু সংযোগ ঘটাতে হবে।

‘শং-’ (১/৪৩/৬)

‘প্রত্-’ (১/৮৭) - ‘মারুত নিবিদ্বান’

‘যজ্ঞা-’ (৬/৪৮/১,২) - জ্যোতিয়।

‘সেবো-’ (৭/১৬/১১, ১২) - অনুরূপ।

‘প্র-’ (১/১৪৩) - জাতবেদস্য নিবিদ্বান।

‘আপো-’ (১০/৯/১-৩) - জল স্পর্শ করে থেকে ধোমে ধোমে পাঠ করবেন।

এইখান থেকে প্রত্যেক প্রতীকে আহাব হবে।

‘উত-’ (৬/৫০/১৪)

‘দেবানাং-’ (৫/৪৬/৭, ৮)

‘রাকা-’ (২/৩২/৪,৫)

‘পানী-’ (৬/৪৯/৭)

‘ইমং-’ (১০/১৪/৪)

‘মাতলী-’ (১০/১৪/৩)

‘উদী-’ (১০/১৫/১)

‘আহং-’ (১০/১৫/৩)

‘ইদং-’ (১০/৫/২)

‘বাদু-’ (৬/৪৭/১-৪) - ভিন্ন প্রতিগর

‘যন্নো-’ (সূ.)

‘বিকো-’ (১/১৫৪/১)

‘তন্তং-’ (১০/৫৩/৬)

‘এবা-’ (৪/১৭/২০) - ভূমি স্পর্শ করে পাঠ্য।

সোমপান।

কর্তব্যানের মতে বৈশ্বাবরুণের অনুমতি নিয়ে ঋকিদের গ্রহান।

উদ্ধৃতি

মৈত্রাবরূপশত্ৰু :

'এম্বু-' (৬/১৬/১৬-১৮)

'আমি-' (৬/১৬/১৯-২০)

'চব্বী-' (৩/৫১/১-৩)

'অন্ত-' (৮/৪২/১-৩)

'ইন্দ্রা-' (৭/৮২)

'আ-' (৭/৮৪)

'ইন্দ্রা-' (৬/৬৮/১১) - যাজ্ঞা।

ব্রাহ্মণাচ্ছসী শত্ৰু :

'বয়মু-' (৮/২১/১,২)

'যো-' (৮/২১/৯, ১০)

'প্র-' (১/৫৭)

'উদ-' (১০/৬৮)

'অচ্ছা-' (১০/৪৩)

'বৃহ-' (৭/৯৭/১০) - যাজ্ঞা।

অচ্ছাবাকশত্ৰু :

'অধা-' (৮/৯৮/৭-৯)

'ইয়ং-' (৮/১৩/৪-৬)

'অতু-' (২/১৩)

'নু-' (৭/১০০)

'ভবা-' (১/১৫৬)

'সং-' (৬/৬৯)

'ইন্দ্রা-' (৬/৬৯/৩) - যাজ্ঞা।

ষোড়শী

'অসাবি-' (১/৮৪/১-৬) - স্তোত্রিয় ও অনুরূপ

অবিক্রত :

'ইন্দ্র-' (সু.)

'ইন্দ্র-' (সু.)

'ইন্দ্র-' (সু.)

স্তোত্রিয়

[বিক্রত]

'প্রদী-' (সু.)

'আ-' (সু.)

'যা-' (সু.)

অনুরূপ

[বিক্রত]

'আ-' (১/১৬/১-৩)- গায়ত্রী

'উপো-' (১/৮২/১) + 'সু-' (১/৮২/৩,৪)- পংক্তি

'যদি-' (৮/১২/২৫-২৭) - উকিষ্ক

'অয়ং-' (৩/৪৪/১-৩) - বৃহতী

'আ বৃহ-' (৭/৩৪/৪) - দ্বিপদা

'ব্রহ্মান-' (৭/২৯/২) - ত্রিষ্টুপ

'এব-' (সু.) - দ্বিপদা

'কিমু-' (সু.) - "

'হামি-' (সু.) - "

'প্র-' (১০/৯৬/১-৩) - জগতী

'ত্রিক-' (২/২২/১-৩) - অতিচ্ছন্দঃ

'প্রোষ-' (১০/১৩৩/১-৩) - "

'প্রচেতন-' (সু.) - অনুষ্টুপ (কৃত্রিম)

'প্র-' (৮/৬৯/১-৩) - অনুষ্টুপ (অকৃত্রিম)

'অর্চতং-' (৮/৬৯/৮-১০) - " (")

'যো-' (৮/৬৯/১৩-১৫)- নিবিধানসূক্ত [শেষ মন্ত্রের আগে নিবিদ্]

'উদ্-' (৮/৬৯/৭) সমাপ্তি

'এবা-' (সু.) - জপ।

'অপাঃ-' (১০/৯৬/১৩) - যাজ্ঞা।

বিহরণে গায়ত্রী + পংক্তি, উকিষ্ক + বৃহতী, ত্রিষ্টুপ (১টি) + দ্বিপদা (১টি), জগতী (৩টি) + দ্বিপদা (৩টি), অতিচ্ছন্দঃ + কৃত্রিম অনুষ্টুপ, উকিষ্কের শেষ পাদকে দ্বিখণ্ডিত করে বিহরণ করতে হয়। প্রথম খণ্ডে থাকে চার অক্ষর এবং পরের খণ্ডে আট অক্ষর। ত্রিষ্টুপের সঙ্গে বিহরণের সময়ে দ্বিপদাকে চার খণ্ডে ভাগ করে ত্রিষ্টুপের প্রত্যেক পাদের সঙ্গে এক এক খণ্ড যোগ করতে হয়। জগতীর সঙ্গে দ্বিপদার বিহরণের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম। অতিচ্ছন্দের সঙ্গে কৃত্রিম অনুষ্টুপের বিহরণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অতিচ্ছন্দের তৃতীয় পাদের শেষে কৃত্রিম অনুষ্টুপের প্রথম পাদে প্রচেতন এবং তৃতীয় অতিচ্ছন্দের তৃতীয়পাদের শেষে 'প্রচেতয়' অংশ যোগ করবেন। চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অতিচ্ছন্দঃ মন্ত্রের পঞ্চম পাদের পরে কৃত্রিম অনুষ্টুপের যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ পাদ পাঠ করতে হয়।

বিক্রত ষোড়শীতে যাজ্ঞ্যকে জপের সঙ্গে মিশিয়ে পাঠ করবেন। এ ছাড়া স্তোত্রিয়, নিবিদ্ এবং পরিধানীয়ার উদ্দেশ্যে আহাব হবে।

ষোড়শী গ্রন্থের ভক্ষণ—

'ইন্দ্র-' (সু.)- ভক্ষণের মন্ত্র।

ধর্ম যীরা যীরা ভক্ষণ করেছেন এখানে তাঁরা তাঁরাই ভক্ষণ করবেন। মৈত্রাবরূপ এবং সামবেদীয় তিন ঋত্বিকও ভক্ষণ করবেন।

অতিরিক্ত

প্রথম পর্বায়ে স্তোত্রিয় ও অনুরূপের প্রত্যেক মন্ত্রে প্রথম পাদের, মধ্যম পর্বায়ে মধ্যম পাদের এবং তৃতীয় পর্বায়ে শেষ পাদের পুনরাবৃত্তি করতে হয়। হোতাকে কেবল প্রথম পর্বায়ে প্রথম মন্ত্রের প্রথম পাদে কোন পুনরাবৃত্তি করতে হয় না। শেষ পর্বায়ে

অচ্ছাবাককে গায়ত্রী ছন্দের মত্রে শেষ পাদকে এবং উচ্ছিক্ ছন্দের মত্রে শেষ চার অক্ষরকে পুনরাবৃত্তি করতে হয়।

তিন পর্যায় :

আশ্বিনশব্দ :

শব্দের আগে হোতা 'বিসংহিতসঙ্কর' দিয়ে বাইরে গিয়ে আশ্বিনীয়ে ছটি মত্রে ছটি আশ্বতি দেবেন, আজ্যাবশেষ ভক্ষণ করে জল স্পর্শ করবেন, কিন্তু আচমন করতে হবে না। তারপরে জম্বা এবং উরু সংযুক্ত করে দুই কনুই এবং হাঁটু দিয়ে কোল পেতে নিজ বিষয়ের পিছনে বসে শব্দপাঠ শুরু করবেন। শব্দের প্রতিপদ এখানে অর্ধচন্দ্র পাঠ করবেন। এই প্রতিপদের সঙ্গে প্রাতরনুবাকের গায়ত্রী ছন্দের মন্ত্রগুলি জুড়ে নেবেন। প্রাতরনুবাকের প্রথম 'আপো-' এই মন্ত্রটি অবশ্য এখানে বাদ যাবে। কমপক্ষে এক হাজার মন্ত্র প্রাতরনুবাক থেকে নিয়ে পাঠ করতে হবে।

'এনা-' (৭/১৬/১,২; ৭/৮১/১,২; ৭/৭৪/১,২) ইত্যাদি বৃহতী ছন্দের মন্ত্রগুলিকে সেখানে দেবতা ও ছন্দ অনুযায়ী আগে পাঠ করতে হবে।

সূর্য উঠলে প্রাতরনুবাকের পংক্তি ছন্দের মত্রে সঙ্গে সূর্যদেবতার মন্ত্রগুলি জুড়ে নেবেন। সূর্যদেবতার মন্ত্রগুলি হল 'সূর্যো-' (১০/১৫৮), 'উদু-' (১/৫০/১-৯), 'চিহ্ন-' (১/১১৫), 'নমো-' (১০/৩৭), 'ইহ্ন-' (৭/৩২/২৬, ২৭) ইত্যাদি।

'বৃহত্-' (২/২৩/১৫) — সমাপ্তি।

সন্ধিছোত্রের বৃহত্সাম পাওয়া হলে ঐ সামের যোনিকে সৌর্যকণ্ডের অর্থাৎ সূর্যদেবতার মন্ত্রগুলির দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় প্রগাথরূপে পাঠ করতে থাকেন।]

'ইমে-' (সূ.) — অনুবাক্য

'হোতা-' (সূ.) — প্রৈষ

'প্র-' (৭/৬৮/২) } যাজ্ঞা

'উভা-' (১/৪৬/১৫) } (একনিঃশ্বাসে অর্থ করে পাঠা)

দ্বিষ্টকৃতের অনুষ্ঠান হলে 'পুরো-' (৩/২৮/২), 'অয়ে-' (৩/২৮/৬) যথাক্রমে দ্বিষ্টকৃতের অনুবাক্য এবং যাজ্ঞা হবে। পর্যায় শুরু করার আগে অথবা পর্যায় চলার সময়ে ভোর হয়ে এলে প্রথম পর্যায় থেকে হোতা, দ্বিতীয় পর্যায় থেকে মৈত্রাবরূপ ও ব্রাহ্মণাচ্ছসী এবং তৃতীয় পর্যায় থেকে অচ্ছাবাক নিজ নিজ শব্দ নিয়ে তিনটির পরিবর্তে একটিমাত্র পর্যায় সংগঠিত করবেন। দুটি পর্যায় বাকী থাকলে প্রথম দু-জন দ্বিতীয় এবং অপর দু-জন তৃতীয় পর্যায় থেকে নিজ নিজ শব্দ নিয়ে পাঠ করবেন। বিকল্পে হোতার সংশ্লিষ্ট ছোত্র দ্বারা সর্বত্র স্তোম নির্ভাস করা যেতে পারে। একটি মাত্র পর্যায় বাকী থাকলে অবশ্য স্তোমনির্ভাসই করতে হয়। একদলের মতে সর্বত্র (১) হোতা ছাড়া অপরদের ক্ষেত্রে স্তোমনির্ভাসই হবে। ভোর হয়ে এলে

শুধু 'অয়ে-' (১/৪৪/১, ২) এই একটিমাত্র ছোত্রিয়ই পাঠ করতে হবে। এটি পাঠ করতে হবে প্রাতরনুবাকের অগ্নিদেবতার বৃহতী ছন্দের মন্ত্রগুলির আগে, এ ক্ষেত্রে মাসল, প্রতিপদ ও সৌর্যকণ্ডসমত মত্রে মোট সংখ্যা হবে ৩৬০।

যজ্ঞপুচ্ছ :

সবনীয় পণ্ডয়ান

[পরিমিশ্রহরণ পর্যন্ত]

অনুবাক্য-শংযুবাক

- দর্শপূর্ণমাসের মতো উত্তমস্থরে পাঠ্য

হারিযোজ্ঞ

[শংযুবাকের অপেক্ষাও উচ্চস্থরে পাঠা]

'অপাঃ-' (৩/৫৩/৬) — অনুবাক্য।

'ধানা-' (সূ.) — প্রৈষ।

'যুজ্জি' (১/৮২/৬) — যাজ্ঞা।

[অহর্গণে অস্তিম দিনে ঐ মন্ত্রগুলিই প্রযোজ্য। অন্য দিনগুলিতে 'তিষ্ঠা' (৩/৫৩/২) - অনুবাক্য।

'অয়ং-' (১/৭৭/৪) - যাজ্ঞা।

বিকল্পে 'পরা-' (৩/৫৩/৫) হবে অনুবাক্য।]

অনুবাক্যের আগেই মৈত্রাবরূপ 'ইহ-' (সূ.) এই 'অতিপ্রৈষ' নামে মন্ত্র পাঠ করবেন। অহর্গণে অতিরিক্তে ঐ অতিপ্রৈষের 'ঋঃ' শব্দের স্থানে 'অদ্য' শব্দ এবং 'ঋঃসূতাম্' শব্দের স্থানে 'অদ্য সূতাম্' শব্দ পাঠ করবেন।

অতিপ্রৈষ শেষ হলে আশ্বিনীকে 'ঋঃ-' (সূ.) এই 'ঋঃ সূতাম্' নামে মন্ত্র উত্তমস্থরে পাঠ করতে হয়। এই মন্ত্র অতিপ্রৈষের মতো অনুবাক্যকারের আগেই পাঠ্য।

দর্শপূর্ণমাসের মতো হারিযোজ্ঞনের ইডার গ্রহণ + উপহব-প্রার্থনা। নিরীক্ষণ করে 'হারি-' (সূ.) মত্রে আশ্রাণ করে গ্রহের প্রত্যর্পণ এবং আগায়ান। যেমনভাবে এসেছিলেন তেমনভাবে সদোমগুণ বা হবির্ধানমগুণ থেকে ঋত্বিকদের নিষ্করণ।

বিনিঃসুপ্তোহম

- আশ্বিনীয়ে 'অয়ং-' (সূ.) এবং 'ইদং-' (সূ.) মত্রে দুটি হোম।

শকল-অভ্যাধান

- আহবনীর 'দেব-' (সূ.), 'পিভু-' (সূ.), 'মনুষ্য-' (সূ.), 'আশ্ব-' (সূ.), 'এনস-' (সূ.), 'যদু-' (১০/৩৭/১২) মত্রে ছটি শকল স্থাপন করতে হয়। প্রোণকল্পণ থেকে ভাজা যব নিয়ে 'আপূর্য্য-' (সূ.) মত্রে সকলে তা দেখে আশ্রাণ করে পরিধির মাঝে ডেলে দেবেন।

আহবনীয় থেকে চমসীরা সব্যাবৃত্ত হয়ে তীর্থে স্থাপিত চমসগুলির দিকে যান। সবুজ ঘাস পিবে চমসের জলে মিশিয়ে চমসীরা সেই জল নিজেদের চার দিকে ডান অথবা বাঁ হাত

সিহ্নে তিনবার অক্ষয়কিভাবে হিটসে সেন। মন্ত্র : 'বখা-' (সু.), 'বখা-' (সু.)।

পিত্তদান

দুর্বারস-মিশ্রিত জলে চমসীরা ডান হাত ডুবিয়ে 'অকু-' (সু.) মন্ত্রে প্রাণতক্ষণ করে 'মাহু-' (সু.) মন্ত্রে সেই জল নিজেদের অভিমুখে মাটিতে ঢেলে দেবেন।

দধি-শলতক্ষণ

[আমিষ্টারীয়ে 'দধি-' (৪/৩৯/৬) মন্ত্রে দধি-তক্ষণ করে পরম্পরের হাত ধরে 'উভা-' (সু.) মন্ত্রে সখ্য-বিসর্জন করতে হয়।

সবনীর-পশুবাণ

- পশুসংযাজ-বেদস্তরণ, হৃদরশূল-উদ্ভাসন ইত্যাদি (সংযাজপ ছাড়া)।

প্রায়শ্চিত্ত হোম

অবতৃণ (প্রধানসেবতা-বরুণ)

প্রযাজ-অনুবাজ পর্বত অংশ অনুষ্ঠেয়

তৃতীয় প্রযাজ — $x \times$

ইড়াভক্ষণ — $x \times$

প্রথম-অনুবাজ — $x \times$

আজ্যভাগে অশুমান্ মন্ত্র অনুবাক্য।

'অক-' (১/২৪/১৪) — অনুবাক্য।

'উসু-' (১/২৪/১৫) — যাজ্য।

'হুং-' (৪/১/৪) — অনুবাক্য।

'স হুং-' (৪/১/৫) — যাজ্য।

হিটের শেষে তীরে 'নমো-' (সু.) মন্ত্রে পা রেখে 'ভক-' (সু.),

'ভকি-' (সু.), 'ভকুং-' (সু.) মন্ত্রে তিনবার আচমন। প্রথমবার

ফুলকুটি, পরের দু-বার পান। তার পর আবার আচমন করে

'আপো-' (১০/১৭/১০), 'ইদম্-' (১/২৩/২২), 'সুমিত্রা-'

(আ. ৩/৫/৩) মন্ত্রে ডুব দেন। স্নানান্তে উল্লেক্তা টেনে ফুললে

'উসেতা-' (সু.) মন্ত্র জপ করতে হয়। জল থেকে উঠে এসে

'উবরুং-' (১/৫০/১০) মন্ত্র পাঠ করবেন। এর পর পশুবাণের

মতো বেদিতে প্রত্যাবর্তন থেকে সমিৎ-অভ্যাহান পর্বত সব-

কিছু করে সংযাজপ করতে হয়।

উদরনীরা ইটি (গার্হপত্যে কর্তব্য)

— অনুষ্ঠান প্রারম্ভের মতোই। সেবতার ক্রমঃ অগ্নি, সোম,

সমিতা, পথ্যা বহি এবং অনিতি। প্রারম্ভের অনুবাক্য এখানে

বাজ্য এবং সেবানের বাজ্য এখানে অনুবাক্য। বিটকুতে কিন্তু

কোন বিপর্যাস ঘটবে না।

অনুবাক্য [হৃদয় সন্মোহন বা উত্তরবেনি। সেবতার মন্ত্র-বরুণ।

হিটের পশুবাণে একজনমিত্র অনুষ্ঠান হয়ে থাকলে অগ্নি-সোম-

প্রায়শ্চিত্ত পথ ধরে ঐষ্টিক বেদিতে গিয়ে হৃষ্টিপত্যাগ করতে হবে। এই বাণে হৃদ্যাজন থেকে পবিত্রকরণ পর্বত সব-কিছু করে পতকে উৎসর্গ করতে হবে। অধবর্ষা আজ্য গিরে বাগটি শেষ করতে চাইলে হোতারও তাই করবেন। অনুবাক্যবাণের পতপুরোভাণের পরে (বপন) সেবিকাবাণ অছারাত করা চলে। সেবিকাবাণের পরিবর্তে সেবীবাণও করা চলে। আনুষ্ঠানের বিকল্প — মিত্র-বরুণের উদ্দেশে আমিকাবাণ। এই বাণ আজ্যভাগে তরু, বাজিনে শেষ। এর পর দীক্ষভাগ করে সেববজনের উত্তর দিকে উদবসানীরা ইটি। (বিকৃতিবিহীন পুনরাবেরের মতো)।

চতুর্বিংশ

(বৃহৎপূর্ত/রথতর পূর্ত; অগ্নিটোম/উকৃৎ)

হাতটসদন

আজ্যশত্রু : 'হোতা-' (২/৫)

জোত্রিয়, অনুরূপ, আরভগীরা, পরিশিট, পর্বাস ছাড়া মূল সংহার কোন মন্ত্রই এখানে পাঠ করতে হবে না।

মৈত্রাবরুণশত্রু :

'আ-' (৩/৬২/১৬-১৮)

'মিত্রং-' (১/২৩/৪-৬)

'মিত্রং-' (১/২/৭-৯)

'অরুং-' (২/৪১/৪-৬)

'পূরা-' (৫/৭০/১-৩)

'প্রতি-' (৭/৬৬/৭-৯)

এগুলি 'বড়হুজোত্রিয়'।
এগুলির মধ্যে জোত্র বে
তৃচে গাওরা হবে বা
হরয়ে সেই তৃচটিই হবে
জোত্রিয় [সিহ্নে প্রতিদিনই
তা-ই]

অনুরূপ^১ — আগামীকাল বে তৃচে পান হবে। উপরূপরি করেকলিন একই তৃচে পান হলে পরমর্জী বৈদিন ভিন্ন তৃচে পান হবে সেটিই পূর্ববর্তী সব-কটি দিনের অনুরূপ হবে। প্রত্যহ একই তৃচে পান হলে মূল সংহার তৃচই হবে অনুরূপ। শেষ দিনের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম।

আরভগীরা^২ - 'কর্কু-' (১/৯০/১)

অনুরূপের পর একাধিপালের কোন মন্ত্র পাঠ না করে তবু আরভগীরাই পাঠ করতে হয়। আরভগীরা পরেও পরিশিটই পাঠ্য, একাধিক মন্ত্রগুলি নয়। পরিশিট চতুর্বিংশ, মহরত, অভিজিৎ, বিবজিৎ এবং বিবুবান্ দিনে পাঠ্য।

'প্রতি-' (৭/৬৬/৭-৯) - পর্বাস।

পরিশিটের পরে পর্বাসই পাঠ্য, একাধিক মন্ত্র নয়। বড়হুজোত্রিয় এবং পর্বাস অভির তৃচ হলে 'বদ্য-' (৭/৬৬/৪-৬) হবে জোত্রিয়। 'তানতিপা-' (৭/৬৬/৩-৫) অনুরূপ হলে জোত্রিয় হবে 'কাকোতিস-' (৭/৬৬/১৭-১৯)।

(১৩) তৃতীয়স্থান অধিকারিত্ব পাঠ করতে হলে প্রথম অনুরূপ অথবা আরভগীরা পরে 'স-' (১/৪১/৩-৫) অথবা 'স-' (১/৪১/৪-৬) এই 'সত্যক' তৃচ পাঠের আদরে পড়তে হবে।

ব্রাহ্মপাণ্ডুসী-শব্দ :

‘আ-’ (৮/১৭/১-৩)

‘ইন্দ্র-’ (১/৭/১-৩)

‘ইন্দ্রেশ-’ (১/৬/৭)

+

‘আদ-’ (১/৬/৪, ৫)

‘ইন্দ্রো-’ (১/৮৪/১৩-১৫)

‘উক্তি-’ (৮/৭৬/১০-১২)

‘ভিকি-’ (৮/৪৫/৪০-৪২)

অনুরূপঃ

আরভগীয়াঃ ‘ইন্দ্র-’ (১/৭/১০)

পরিশিষ্ট [চতুর্বিংশ, মহাভূত, অভিজিৎ, বিখজিৎ, বিদুবান্ নিদে পাঠ্য]

‘ব্যত-’ (৮/১৪/৭-৯) - পর্বাস

মাত্রাবিকল্পঃ :

‘ইন্দ্রা-’ (৩/১২/১-৩)

‘ইন্দ্রে-’ (৭/৯৪/৪-৬)

‘ভা-’ (৬/৬০/৪-৬)

‘ইন্দ্র-’ (৭/৯৪/১-৩)

‘ইন্দ্রা-’ (৬/৬০/৭-৯)

‘যজ্ঞ-’ (৮/৩৮/১-৩)

অনুরূপঃ

আরভগীয়াঃ [‘যজ্ঞ-’ (৭/৯৪/১০)]

পরিশিষ্ট [চতুর্বিংশ, মহাভূত, অভিজিৎ, বিখজিৎ, বিদুবান্ নিদে পাঠ্য]

‘শ্যাবা-’ (৮/৩৮/৮-১০) - পর্বাস

মাত্রাবিকল্পঃ

মন্ত্রসংস্করণঃ :

ইন্দ্রনিহবঃ প্রগাথ যবাহানেই পড়তে হয়।

‘ইন্দ্র-’ (১/৪০/৩, ৪) - ব্রাহ্মপাণ্ডু প্রগাথঃ

+ ‘উক্তি-’ (১/৪০/১, ২) - ”

+ ঐক্যিক ব্রাহ্মপাণ্ডু প্রগাথঃ (‘এ-’)

ঐক্যিক মন্ত্রসংস্করণঃ

+ ‘বৃহদ-’ (৮/৮১/১, ২)

+ ‘নকি-’ (৭/৩২/১০, ১১)

‘করা-’ (১/১৬৫) - নিবিজ্ঞান

+ ঐক্যিক নিবিজ্ঞান (‘অনিষ্ঠা-’)

নিবেদ্যল্যপ্তঃ :

অক্রিয়মাণ বৃহৎ/রথস্বরের যোনিশংসেন; বৈরাণ, বৈরাণ, শাকর ও সৈবত সামের যোনিশংসেন [অর্ধচন্দ্রঃ পাঠ্য]

সামপ্রগাথঃ

যে সাম প্রযুক্ত হয় সেই সামের প্রগাথ পাঠ্য।

বৃহতের ‘উভয়-’ (৮/৬৬/১, ২)

রথস্বরের ‘লিবা-’ (৮/৩/১, ২)

বৈরাণের ‘ইন্দ্রে-’ (৬/৪৬/৯)

বৈরাণের ‘স্বমি-’ (৮/৯৯/৫)

শাকরের ‘মো যু-’ (৭/৩২/১-৩)

অন্যতলির ‘ইন্দ্র-’ (৮/৩/৫, ৬)

‘ভনি-’ (১০/১২০)

ঐক্যিক নিবিজ্ঞান

‘ইন্দ্রস্য-’

উক্তপাঠ্য এবং চম্বসের সোম পান করার মাথে অভিজ্ঞাত্যের সোম আত্মপের মাধ্যমে পান করতে হয়। সন্নে প্রতিদিনই এই নিয়ম প্রযোজ্য। যীরা বোড়শী গ্রহ পান করেন তাঁরাই অভিজ্ঞাত্য পান করবেন, তবে এই পান ‘বাগ্‌সেবী-’ মন্ত্রে আত্মপমাধ্য।

মৈত্রাবরণপত্রঃ :

‘করা-’ (৪/৩১/১-৩) - ছোত্রির

‘করা-’ (৮/৯০/১৯-২১) - অনুরূপ

‘মা-’ (৮/১/১, ২) - ছোত্রির

‘বকি-’ (৮/১/৩, ৪) - অনুরূপ

‘ক-’ (৭/৩২/১৪, ১৫) - কয়ান

‘অপ-’ (১০/১৩/১) - আরভগীয়া

‘আ-’ (৪/১৬) - অহীন সূক্ত

(২) কৃত্রিম সন্নে মন্ত্রকলিত পাঠ্য হলে অনুরূপ অথবা আরভগীয়ার পর ‘পূর্ব-’ (৮/৪০/১-১১) এই মন্ত্রক কৃত পড়তে হবে।

(৩) ঐ মন্ত্র ‘জ-’ (৮/৪০/৩-৫) এই মন্ত্রক কৃত পাঠ্য।

(৪) মন্ত্রকলি ও কৃত্রিম সন্নে প্রত্যেক মন্ত্রের বেদিতে পান হয় সেই মন্ত্রে সন্নিবিষ্ট কলিকল ছোত্রির এবং অকলি হলে অনুরূপ।

(৫) বৃহৎও প্রতিদিন এই ক্রমে একটি করে ব্রাহ্মপাণ্ডু প্রগাথ পাঠ করতে হবে।

(৬) বৃহৎও প্রতিদিন এই ক্রমে একটি করে মন্ত্রসংস্করণ প্রগাথ পাঠ করতে হবে।

(৭) পূর্বাষাধনে এই সাকতলি পাঠ করা না হলেও প্রতিদিন একটি করে মন্ত্রসংস্করণ পাঠ্য।

(৮) ৪ নং পাঠ্যকল হই।

(৯) একটিমাত্র হলে কয়ান, আরভগীয়া, অরভগীয়া কল নিতে হয়।

(১০) অহীনসূক্তের হলে বৃহৎ সম্প্রদায়ক পাঠ্য।

অহীনসূক্ত চতুর্বিংশ, মহাব্রত, অভিজিৎ, বিজিৎ এবং বিশ্ববতে পাঠ্য।

ব্রাহ্মণাচ্ছরসী-শব্দ :

'তৎ-' (৮/৮৮/১, ২) - স্তোত্রিয় ^{১১}	}
'তত্-' (৮/৩/৯, ১০) - অনুরূপ	
'অভি-' (৮/৪৯/১, ২) - স্তোত্রিয় ^{১১}	}
'প্র-' (৮/৫০/১, ২) - অনুরূপ	
'বয়ং-' (৮/৩৩/১-৩) - স্তোত্রিয় ^{১১}	}
'ক-' (৮/৩৩/৭-৯) - অনুরূপ	
'বিশ্বা-' (৮/৯৭/১০-১২) - স্তোত্রিয় ^{১১}	}
'তমি-' (৮/৯৭/১৩) - অনুরূপ	
+ 'যা-' (৮/৯৭/১, ২) - অনুরূপ	}
'ইন্দ্রো-' (১/৮১/১-৩) - স্তোত্রিয় ^{১১}	
'মদে-' (১/৮১/৭-৯) - অনুরূপ	}
'সুরূপ-' (১/৪/১-৩) - স্তোত্রিয় ^{১১}	
'শুখি-' (৩/৩৭/৮-১০) - অনুরূপ	}
'শায়-' (৮/৯৯/৩, ৪) - স্তোত্রিয় ^{১১}	
'বণ-' (৮/১০১/১১, ১২) - অনুরূপ	}
'উদু-' (৭/৬৬/১৪-১৬) - স্তোত্রিয় ^{১১}	
'উদু-' (৮/৩/১৫-১৭) - অনুরূপ	}
'তমি-' (৮/৯০/৫, ৬) - স্তোত্রিয় ^{১১}	
'তমি-' (৮/৯০/৫, ৬) - অনুরূপ	}
'ইন্দ্র-' (৭/৩২/২৬, ২৭) - স্তোত্রিয় ^{১১}	
'ইন্দ্র-' (৬/৪৬/৫, ৬) - অনুরূপ	}
'আ-' (৮/১/২৪-২৬) - স্তোত্রিয় ^{১১}	
'মম-' (৮/১/২৯-৩১) - অনুরূপ	}

সঙ্গে	{	'কম-' (৮/৩/১৩, ১৪) - কথান্
প্রতি		'ব্রহ্ম-' (৩/৩৫/৪) - আরম্ভণীয়া
দিনই		'অস্মা-' (১/৬১) - অহীনসূক্ত ^{১২}
পাঠ্য		'উদু-' (৭/২৩) - অহরহংশস্য

অচ্ছাবাকশব্দ :

'তরোভি-' (৮/৬৬/১, ২) - স্তোত্রিয় ^{১৩}	}
'তর-' (৭/৩২/২০, ২১) - অনুরূপ	

(১১) মাধ্যমিন ও তৃতীয় সর্বনে প্রত্যেক জোড়ার মধ্যে যেটিতে গান হবে সেটি হবে সংশ্লিষ্ট ঋত্বিকের স্তোত্রিয় এবং অপরটি হবে অনুরূপ।

(১২) অহীনসূক্তের স্থানে বড়হে সম্প্রদায়ের পাঠ্য।

(১৩) ১১নং পালটিকা হ.।

'হামি-' (৮/৯৯/১-২) - স্তোত্রিয় ^{১৩}	}
'বয়-' (৮/৬৬/৭, ৮) - অনুরূপ	
'যো-' (৮/৭০/১, ২) - স্তোত্রিয় ^{১৩}	}
'যঃ-' (৮/৪৬/৩, ৪) - অনুরূপ	
'হাদো-' (১/৮৪/১০-১২) - স্তোত্রিয় ^{১৩}	}
'ইত্থা-' (১/৮০/১-৩) - অনুরূপ	
'উভে-' (১০/১৩৪/১-৩) - স্তোত্রিয় ^{১৩}	}
'অব-' (১০/১০৪/৪-৬) - অনুরূপ	
'নকি-' (৮/৩১/১৭, ১৮) - স্তোত্রিয় ^{১৩}	}
'ন-' (৮/৮৮/৩, ৪) - অনুরূপ	
'উভ-' (৮/৬১/১, ২) - স্তোত্রিয় ^{১৩}	}
'আ-' (৮/৬১/৩, ৪) - অনুরূপ	
'কদা-' (৮/৫১/৭-৯) - স্তোত্রিয় ^{১৩}	}
'কদা-' (৮/৫২/৭-৯) - অনুরূপ	
'যত-' (৮/৬১/১৩, ১৪) - স্তোত্রিয় ^{১৩}	}
'যথা-' (৮/৪৪/৩, ৪) - অনুরূপ	
'যদি-' (৮/৪/ ১, ২) - স্তোত্রিয় ^{১৩}	}
'যথা-' (৮/৪/৩, ৪) - অনুরূপ	

সঙ্গে	{	'কমু-' (৮/৬৬/৯-১১) - কথান্
প্রতি		'উরুং-' (৬/৪৭/৮) - আরম্ভণীয়া
দিনই		'শাসদ্-' (৩/৩১) - অহীনসূক্ত ^{১৪}
পাঠ্য		'অভি-' (৩/৩৮) + 'নুনং-' (২/১১/২১) } অহরহংশস্য

সঙ্গে প্রতিদিনই মাধ্যমিনসর্বনে হোত্রকদের স্তোত্রিয়-অনুরূপ হবে উল্লিখিত এই মন্ত্রগুলিই।

তৃতীয়সর্বন

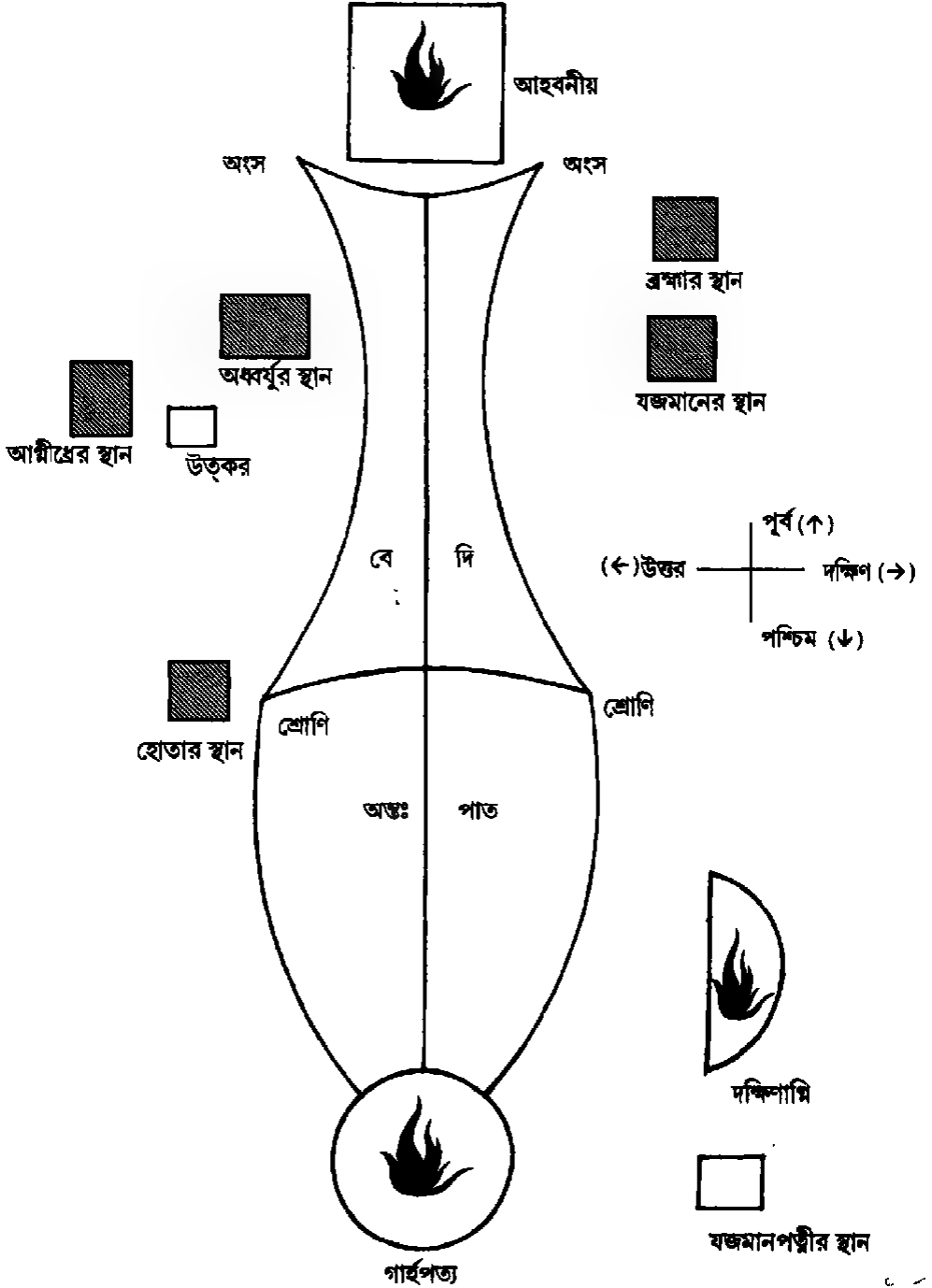
বৈশ্বদেবশব্দ :

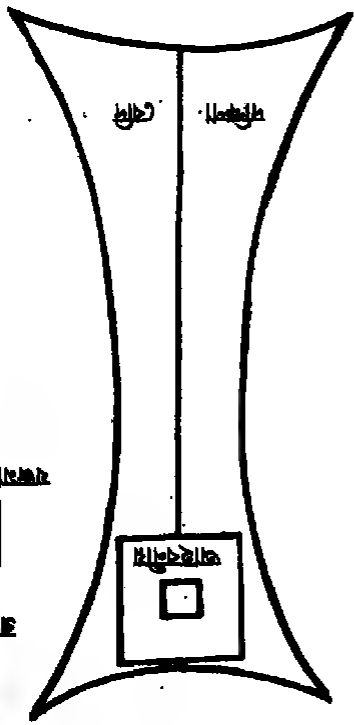
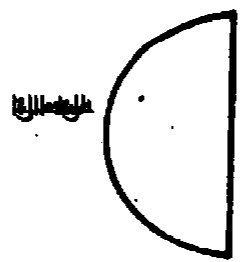
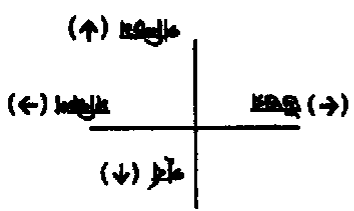
'উদু-' (৬/৭১/১-৩) - সাবিত্রি নিবিজ্ঞান
'তে-' (১/১৬০) - দ্যা. পৃ. নিবিজ্ঞান
'যজস্য-' (১০/৯২) - বৈশ্বদেব নিবিজ্ঞান
আগ্নিমারুতশব্দ
'পৃক্ষস্য-' (৬/৮) - বৈশ্বানর নিবিজ্ঞান।
'বৃক্ষে-' (১/৬৪) - মারুত নিবিজ্ঞান।
'যজ্ঞেন-' (২/২) - জাতবেদস্য নিবিজ্ঞান।

(১৪) ১২ নং পালটিকা হ.।

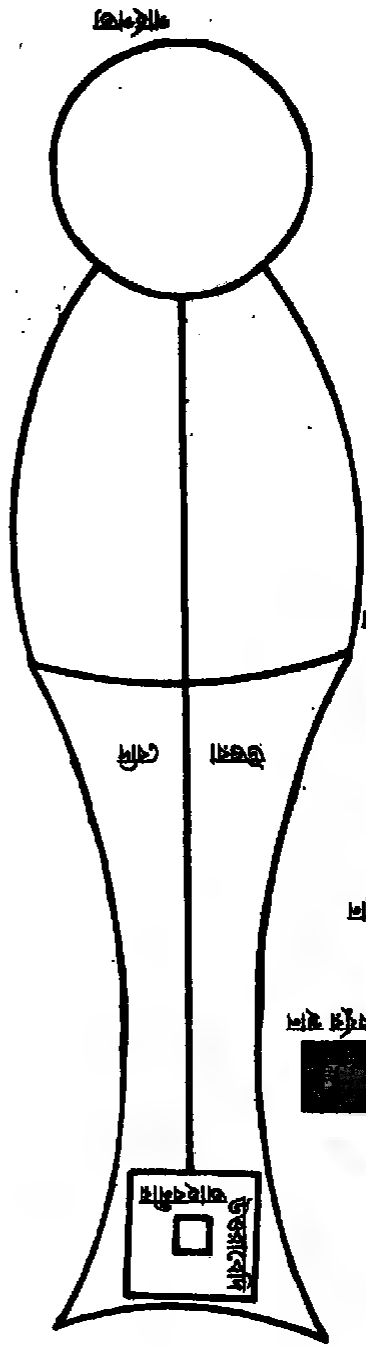
চিত্র — ১

অগ্নিহোত্র ও ইন্দিয়ালের বেদি



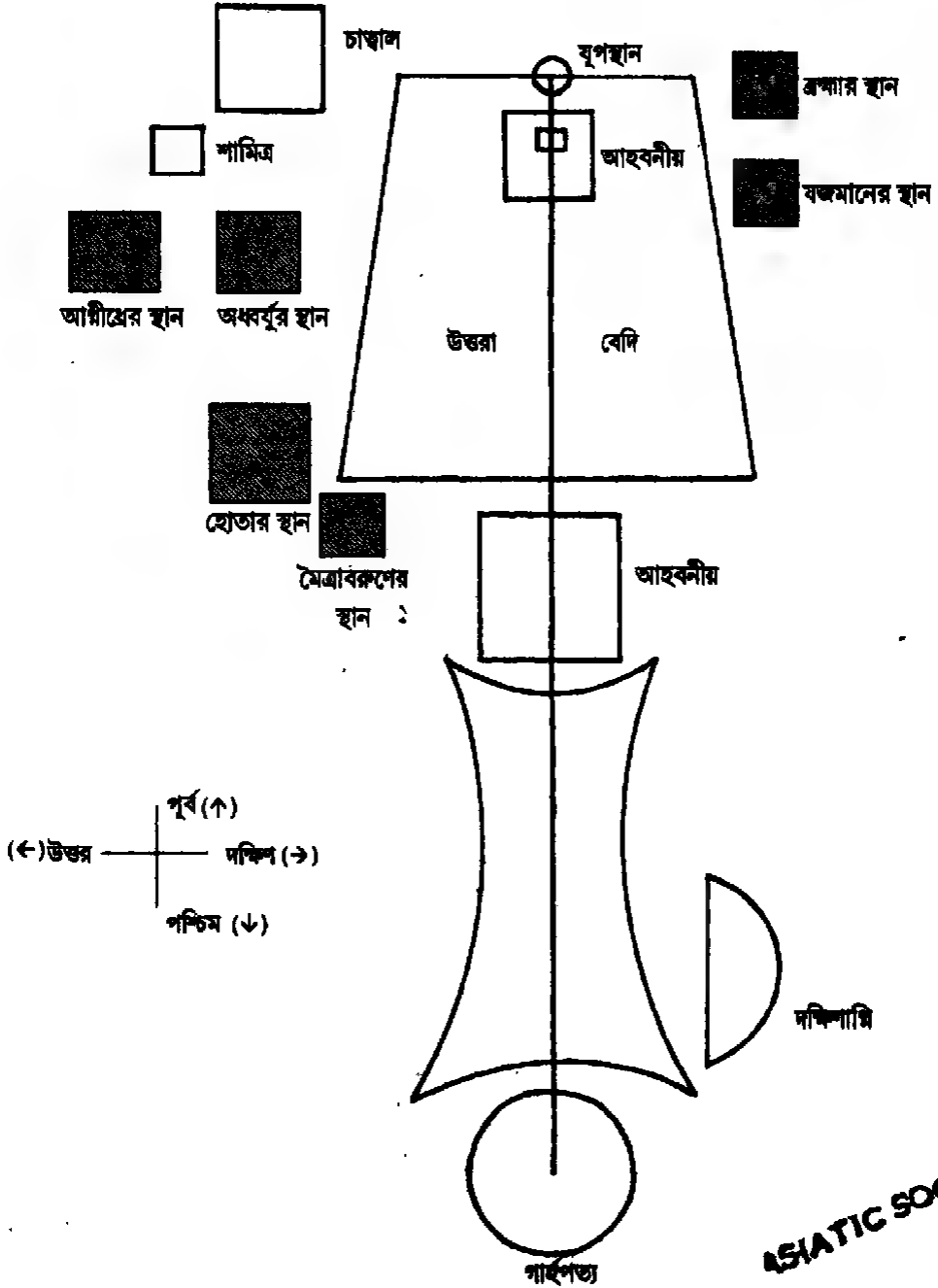


ଫୁଲ ଫାଟି ଫାଟି ଫାଟି
ଫୁଲ ଫାଟି ଫାଟି ଫାଟି
ଫୁଲ ଫାଟି ଫାଟି ଫାଟି

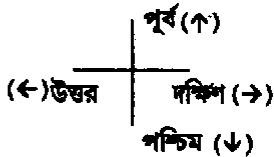


ଫୁଲ ଫାଟି ଫାଟି ଫାଟି
ଫୁଲ ଫାଟି ଫାଟି ଫାଟି
ଫୁଲ ଫାଟି ଫାଟି ଫାଟି

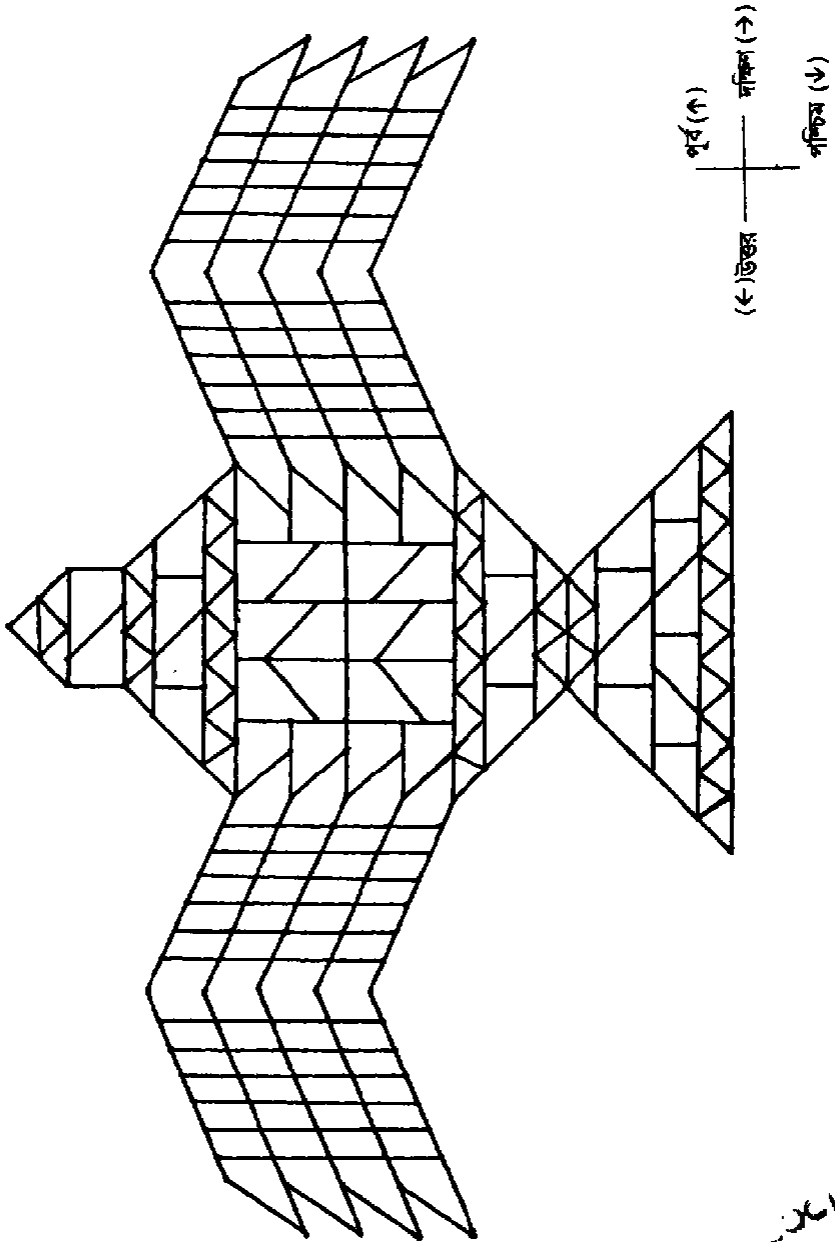
চিত্র — ৩
বহুস্তম্ভ পশুবাগের বেদি



সোমবাগের বেদি



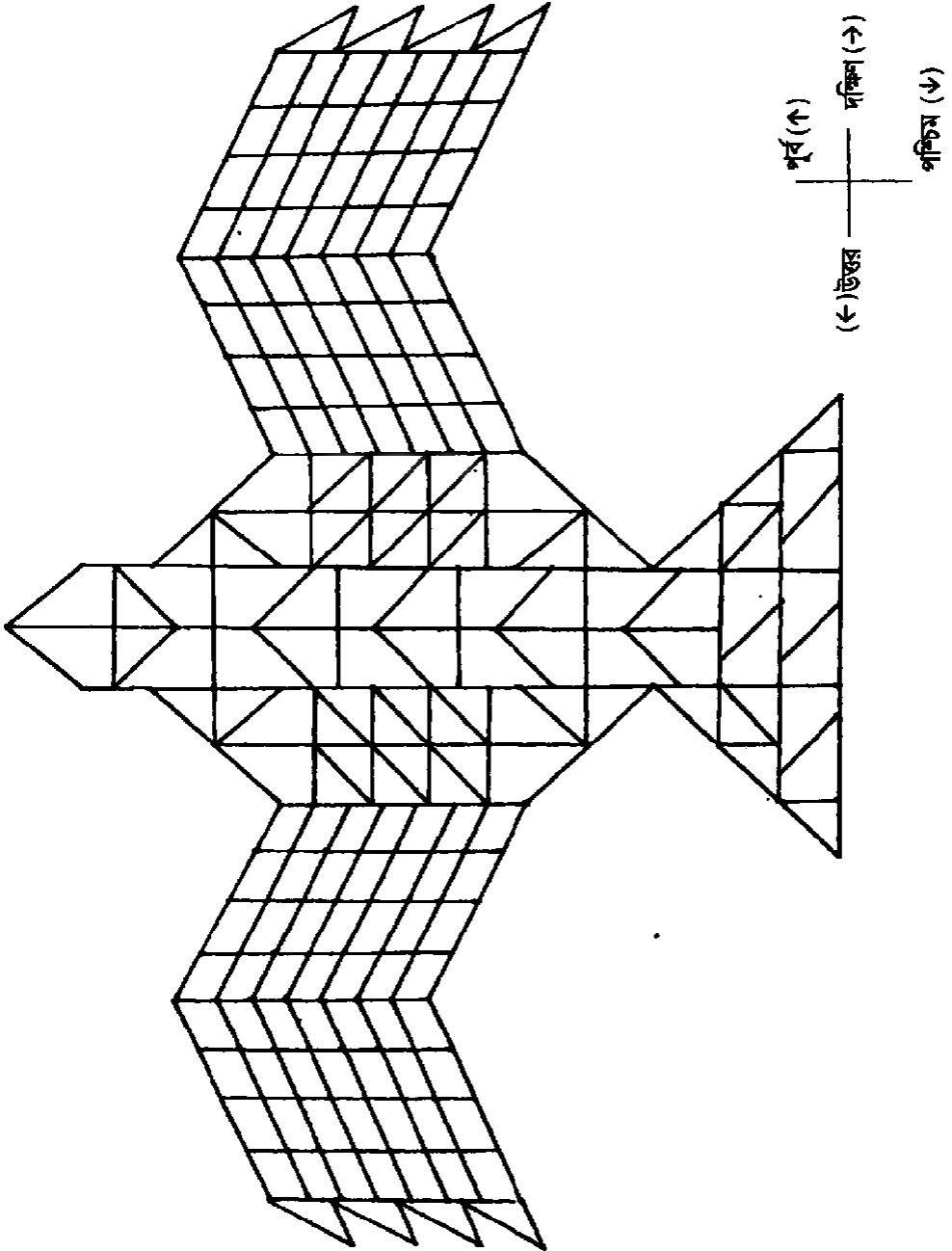
চিত্র — ৫
 শ্যেনচিতির প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম প্রকার



শ্যেনচিতি

চিত্র — ৬

শোনচিত্রের দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রস্তার

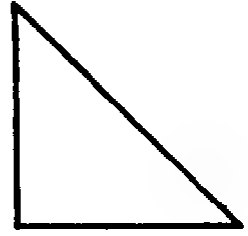
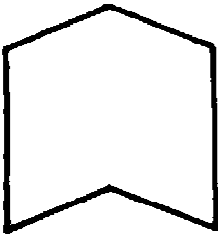


চিত্র — ৭

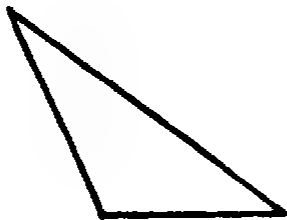
চিহ্ননির্মাণের উপযোগী বিভিন্ন আকৃতির ইট
(কৃষ্ণযজুর্বেদ অনুসারে)



পক্ষা



পক্ষমধ্যা

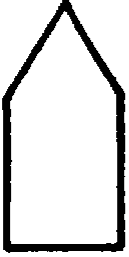


সত্যিকারের

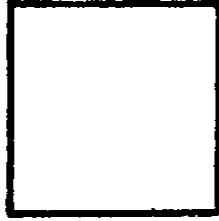
শ্রী — ৮

চিহ্ননির্মাণের উপযোগী বিভিন্ন আকৃতির ইট

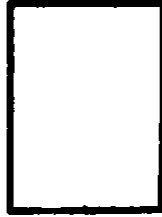
(গুরুত্বজুবেদ অনুসারে)



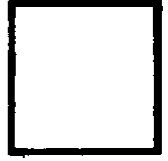
বক্স



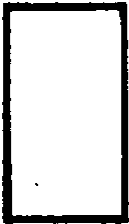
বৃহতী



ত্রিগাহিনী



অত্মায়াত্রী



অর্ধবৃহতী



অধ্যর্ধা



পদ্যা



পাদোনা



অর্ধপদ্যা



পাদভাগা



অর্ধপাদভাগা



চতুর্ভুজা



অর্ধোত্তমো



পূর্ণোত্তমো



অরস্বি

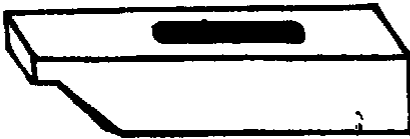
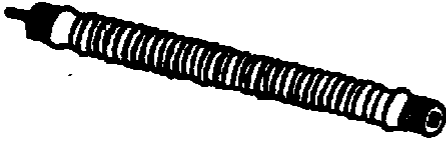
ચિત્ર — ૩
અગ્નિ, ગમિય



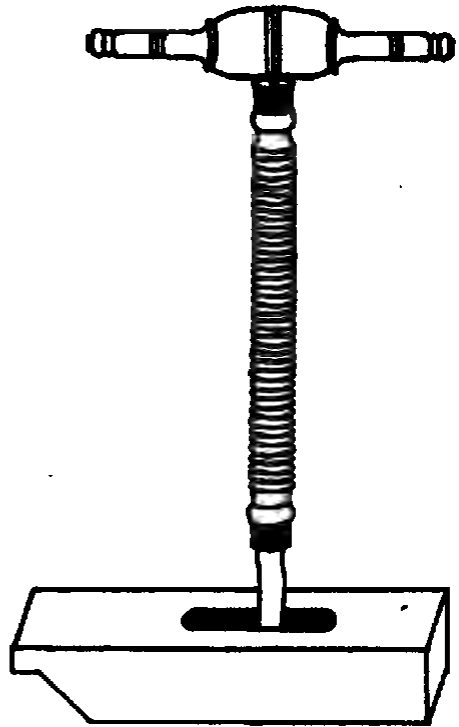
ગદ



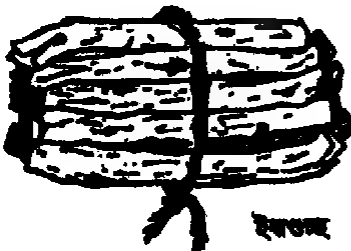
ઉગમદ



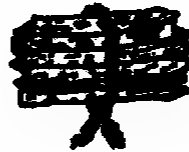
દેશ



ગમિય(દ)



દેશગદ



ગમિયગદ

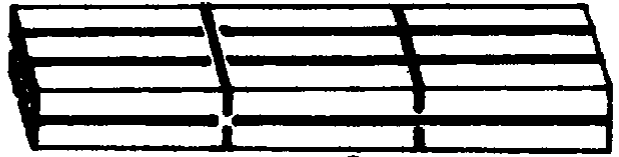
ASIATIC SOCIETY

চিত্র — ১০

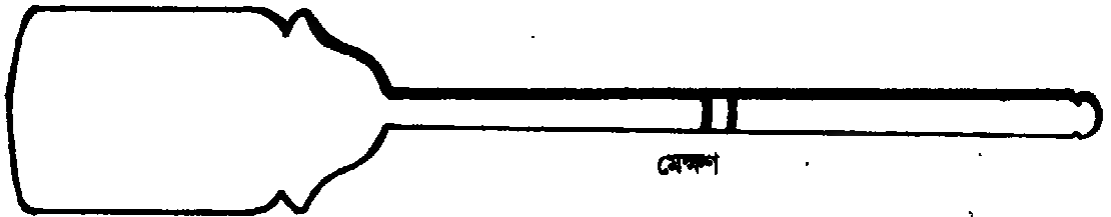
বিভিন্ন পাত্র



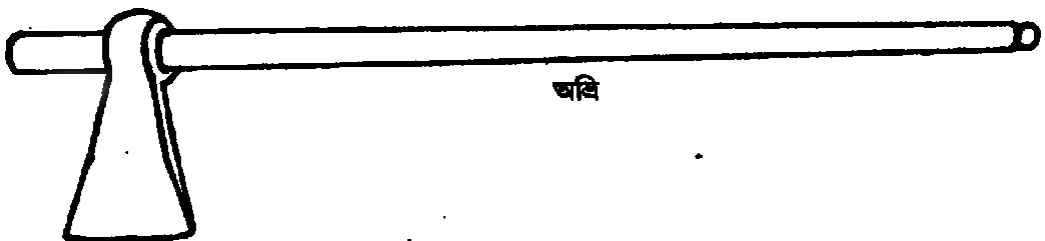
শস্য



অরশি



মেসলা



অখি

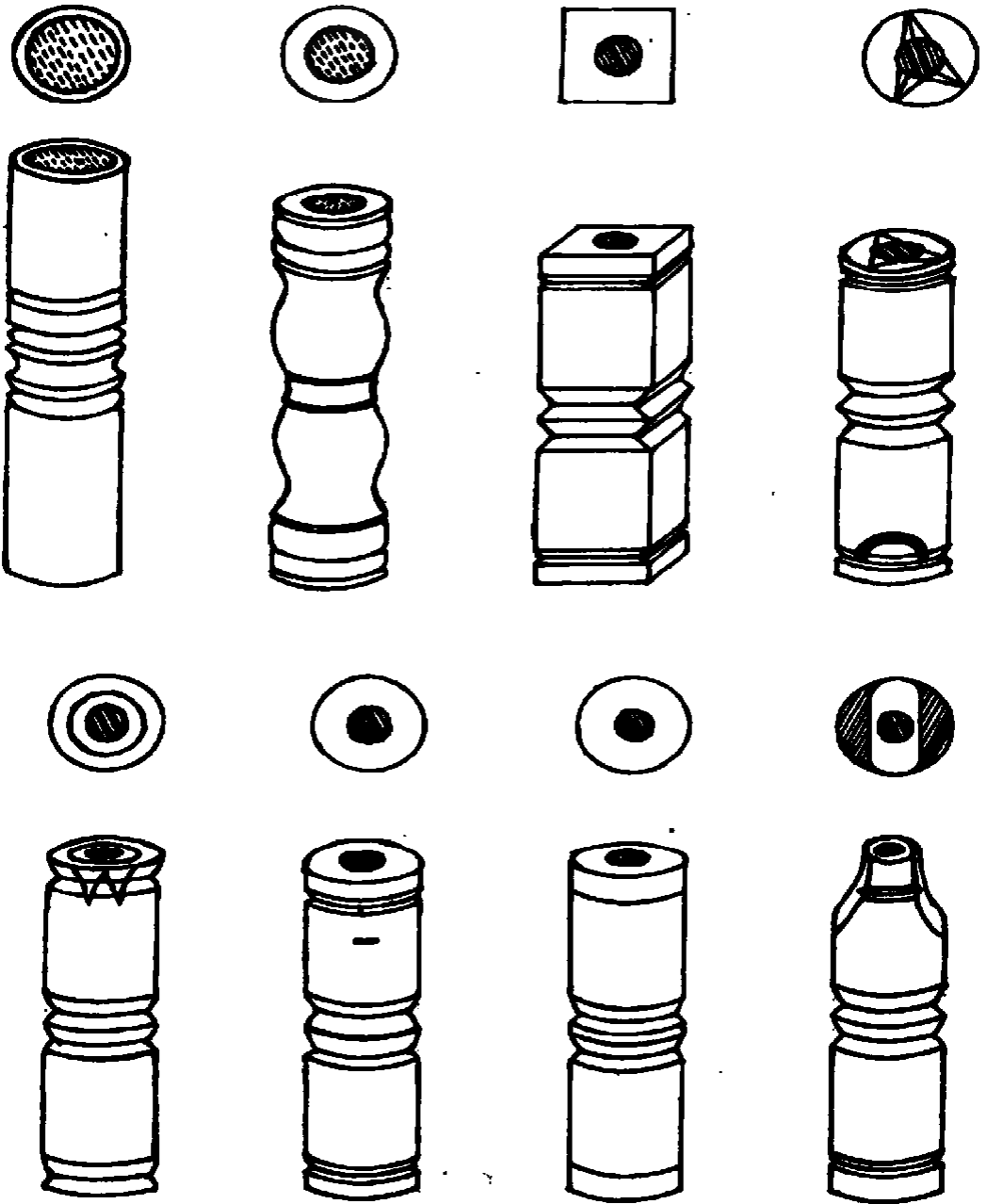


विभिन्न भाषा



DATE RECEIVED

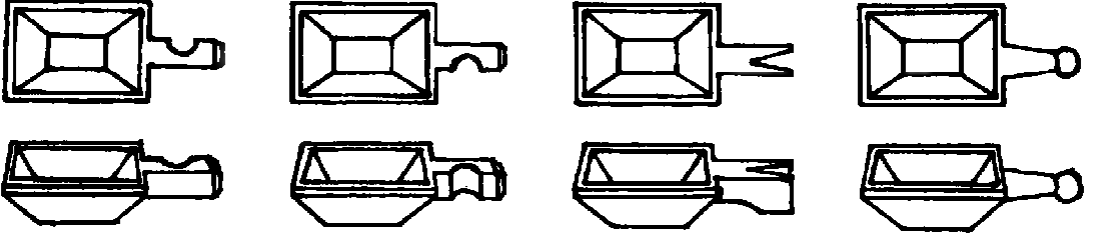
চিত্র — ১২
বিভিন্ন গ্রহণাত্র
(মুখগুলির বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়)



চিত্র — ১৩

বিভিন্ন চমস

(হাতলগুলির বৈচিত্র্য লক্ষ্যীয়)



(এই দুই সারিতে একই চমসগুলিকে দু-পাশ থেকে দেখান হয়েছে)

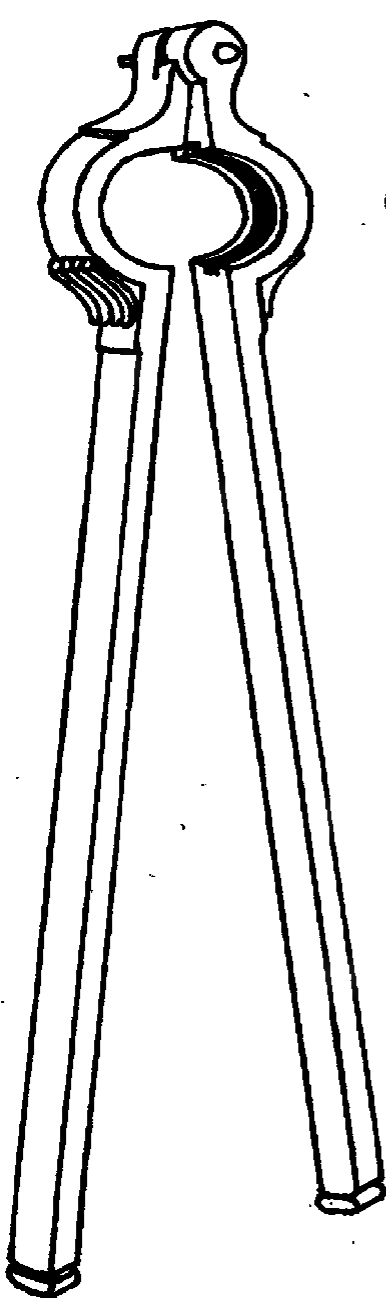


বডবস্তুপাত্র

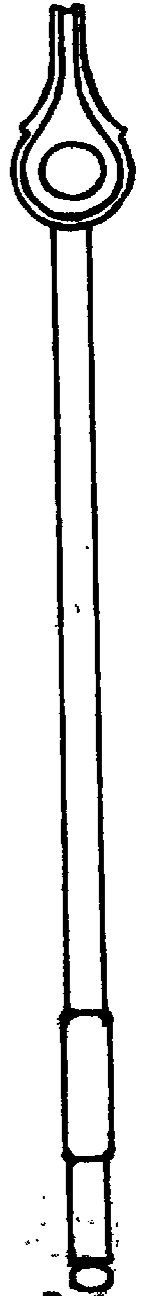
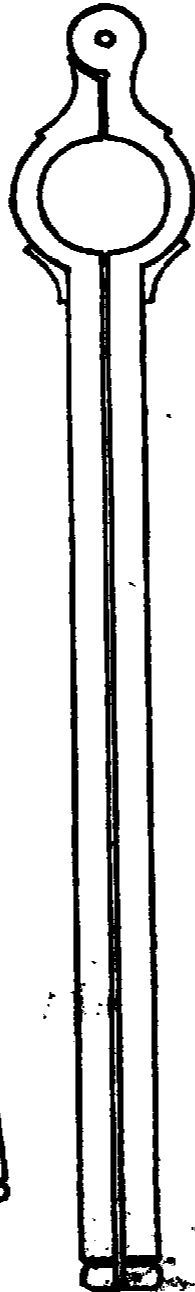
উদচন

ইড়াপাত্র

চিত্র — ১৪
সোমবাঙ্গের বিশেষ পাত্র

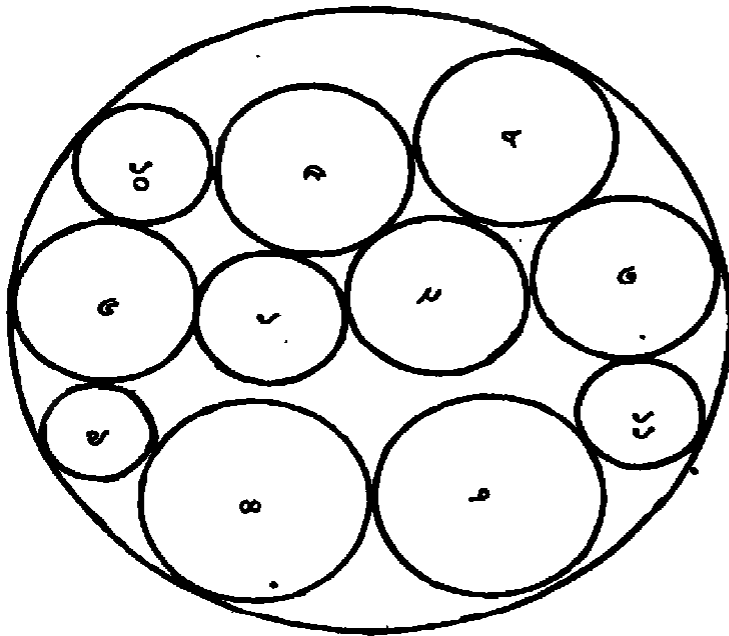


শক / সমরঙ্গ

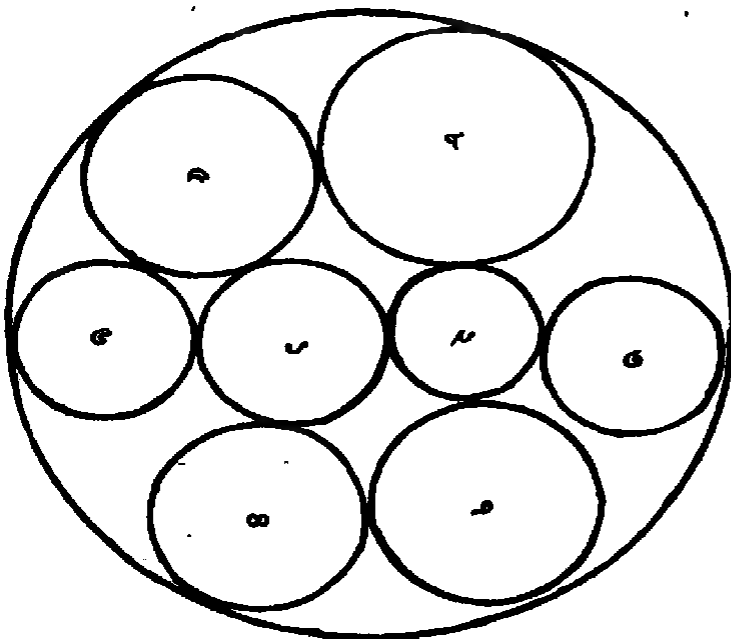
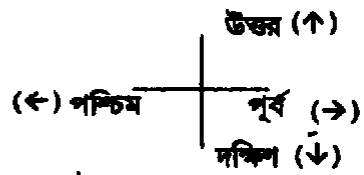


উপকরণ

সি — ১৫
কণাল-স্থাপনের রীতি



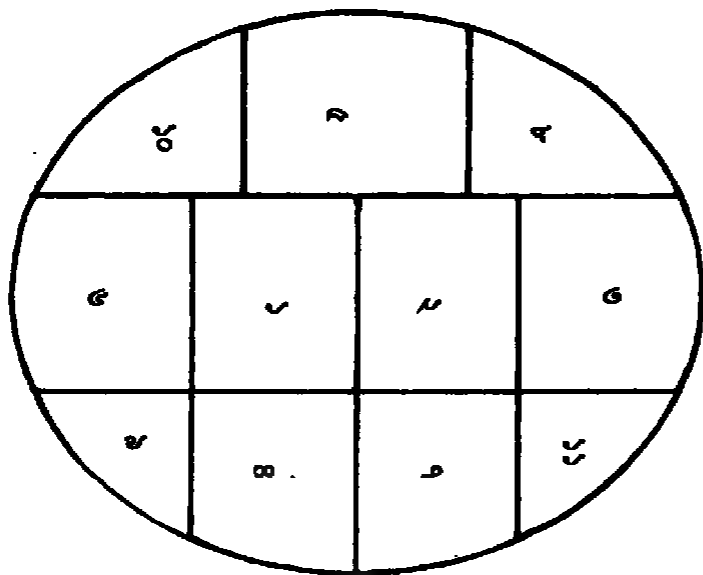
একাদশ কণাল



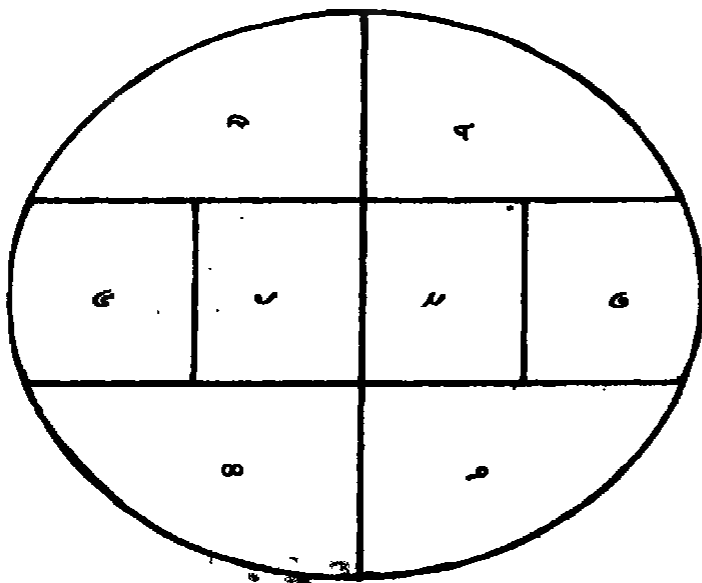
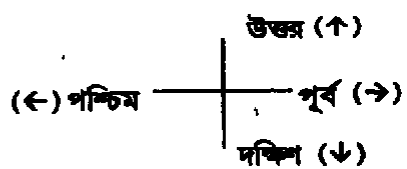
অষ্ট কণাল

ছবি — ১৬

কপাল-স্থাপনের বিকল্প রীতি



একাদশ কপাল



অষ্ট কপাল

গ্রন্থপঞ্জী (সংক্ষিপ্ত তালিকা)

অম্বিষ্টোমপদ্ধতি — ডাঃ বনেন্দ্রনাথ শর্মা : চৌখা স্যানস্ক্রিট
সিরিজ অফিস, বারাণসী (১৯৩৭)

অথর্ববেদসংহিতা — অর্থসাহিত্য মণ্ডল : অজমের (১৯৫৭)
অষ্টাধ্যায়ী (কাশিকা-সমিত) — ব্রহ্মদত্ত জিজ্ঞাসু : মোতীলাল
বনারসীদাস, লিপি (১৯৫২)

আপভ্রংশ-শ্রৌতসূত্র — রত্নধামী অয়েজার : গভ: ওরিয়েন্টাল
লাইব্রেরি, মহীশূর (১৯৪৪)

আপভ্রংশ-শ্রৌতসূত্র — এ. চিত্রধামী শাস্ত্রী ও পি. শাস্ত্রী : বরোদা
ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট (১৯৬৩)

আবেশকর — বি. আর. শর্মা : ডি. ডি. আর. আই.,
হোশিয়ারপুর (১৯৭৬)

আখ্যায়ন-শ্রৌতসূত্র — রামনারায়ণ বিদ্যারণ্য : এশিয়াটিক
সোসাইটি, কোলকাতা (১৯৮৯)

আখ্যায়ন-শ্রৌতসূত্র — আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, পুণা (১৯১৩)

আখ্যায়ন-শ্রৌতসূত্র (সিদ্ধান্তিতাধ্য) — মঙ্গলদেব শাস্ত্রী :
বিদ্যাবিলাস প্রেস, বারাণসী (১৯৩৮)

আখ্যায়ন-গৃহ্যসূত্র — গণপতরায় যামবরায় নাহু : আনন্দাশ্রম
মুদ্রণালয়, পুণা (১৯৭৮)

আখ্যায়নসূত্রত্রয়োদশাঙ্গিকা (মহান্যাস) — সোমনাথোপাধ্যায়:
চৌখা সংস্কৃত বুক ডিপো (১৯০৭)

ঋত্বাক্ষতিশাস্ত্র — মঙ্গলদেব শাস্ত্রী : দ্য ইন্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড,
এলাহাবাদ (১৯৩১)

ঋগ্বেদসংহিতা — F. Max Müller : চৌখা স্যানস্ক্রিট
সিরিজ অফিস, বারাণসী (১৯৬৬)

ঋগ্বেদসংহিতা — এন. এস. সোনটেক এবং সি. জি. কশীকর:
বৈদিক সংশোধনমণ্ডল, পুণা (১৯৪৬)

ঋগ্বেদীয় গৃহ্যসূত্র — অমরকুমার চট্টোপাধ্যায় : সংস্কৃত পুস্তক
ভান্ডার, কোলকাতা (২০০১)

ঐতরেয় আরণ্যক — গঙ্গাধর বাগ্‌রায় কালে : আনন্দাশ্রম
মুদ্রণালয়, পুণা (১৯৫৯)

ঐতরেয়ব্রাহ্মণ — সত্যব্রত সামজ্যমী : সত্যব্রহ্মালয়,
কোলকাতা (১৮৯৬ খৃঃ)

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ — গণপতরায় যামবরায় নাহু : আনন্দাশ্রম
মুদ্রণালয়, পুণা (১৯৭৭)

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ — রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী : বঙ্গীয় সাহিত্য
পরিষৎ, কোলকাতা (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ)

কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্র — বিদ্যাবর শর্মা : অহ্যতগ্রন্থমালা
কার্যালয়, কাশী (১৯৮৭ সংবৎ)

গোভিল-গৃহ্যসূত্র — চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার : এশিয়াটিক
সোসাইটি, কোলকাতা (১৮০২)

গোপথ-ব্রাহ্মণ — বিজয়পাল বিদ্যাবারিধি : সাবিত্রী দেবী
বাগোডিয়া ট্রাষ্ট, কোলকাতা (১৯৮০)

ভাণ্ড্য ব্রাহ্মণ — আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাসী : চৌখা সংস্কৃত
প্রতিষ্ঠান, বারাণসী (১৯৮৯)

তৈত্তিরীয় আরণ্যক — হরিনারায়ণ আপটে : আনন্দাশ্রম
সিরিজ, পুণা (১৮৯৮)

তৈত্তিরীয় ঋতিশাস্ত্র — ডি. ডেক্টরারশর্মা : মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি
প্রেস (১৯৩০)

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ — নারায়ণ শাস্ত্রী : হরিনারায়ণ আপটে : পুণা
(১৮৯৮)

তৈত্তিরীয়সংহিতা — এ. দ্বাদশশাস্ত্রী এবং কে. রত্নাচার্য :
মোতীলাল বনারসীদাস (১৯৮৬)

দর্শপূর্ণমাসপ্রকাশ — বিনায়ক গণেশ আপটে : আনন্দাশ্রম
মুদ্রণালয়, পুণা (১৯২৪)

নিরুক্ত — দুর্গাচার্যের টীকাসমিত : গুরুমণ্ডল সিরিজ,
কোলকাতা (১৯৫৩)

নিরুক্ত — অমরেশ্বর ঠাকুর : কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬০)

ভারবাহ-শ্রৌতসূত্র — সি.জি. কশীকর : বৈদিক সংশোধন
মণ্ডল, পুণা (১৯৬৪)

বনুসংহিতা — সতীশচন্দ্র সুখোপাধ্যায় : বনুমতী সাহিত্য মন্দির,
কোলকাতা (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ)

মীমামসোপনিষদ — ভূতনাথ সপ্তভীষ : বনুমতী সাহিত্য মন্দির,
কোলকাতা (সন ১৩৪৫)

যজ্ঞকথা — রামেন্দ্রসুন্দর দ্বিবেদী : বলীয় সাহিত্য পরিষৎ,
কোলকাতা (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ)

যজ্ঞতত্ত্বপ্রকাশ — চিত্রবাহী শাস্ত্রী : মাস্তাজ ল' জর্জাল প্রেস
(১৯৫৩)

লটায়ন-শ্রৌতসূত্র — আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ : মুকীরাম
মনোহরলাল, দিল্লি (১৯৮২)

বাকসনেয়ী সংহিতা — শ্রীপাদ দামোদর সাতবলেকর :
বাধ্যায়মণ্ডল, সুরাট (১৯৫৭)

পতপথ ব্রাহ্মণ — A. Weber : চৌবছা স্যানস্ক্রিট সিরিজ
অফিস (১৯৬৪)

পতপথ ব্রাহ্মণ — J. Eggeling : SBE (12, 26, 41, 43,
44 vols.) : মোতীলাল বনারসীদাস, দিল্লি (১৯৭৯)

শাখ্যায়ন ব্রাহ্মণ — হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য : সংস্কৃত কলেজ,
কোলকাতা (১৯৭০)

শাখ্যায়ন-শ্রৌতসূত্র — A. Hillebrandt : মেহের চাঁদ
লছমনদাস পাবলিকেশন্স, দিল্লি (১৯৮১)

শাখ্যায়ন-শ্রৌতসূত্র — W. Caland : মোতীলাল বনারসীদাস,
দিল্লি (১৯৮০)

শ্রৌতপদার্থনিবচনম্ — বিশ্বনাথ শাস্ত্রী ও প্রভুদত্ত অগ্নিহোত্রী :
পৃথিবী প্রকাশন, বারাণসী (১৯৮৭)

সামবেদ-সংহিতা — শ্রীপাদ দামোদর সাতবলেকর :
বাধ্যায়মণ্ডল, সুরাট (১৯৫৭)

সিদ্ধান্তকৌমুদী — মোতীলাল বনারসীদাস, বারাণসী (১৯৬১)

The Age of the Kalpasutras — Ramgopal Motilal
Banarasidass, Delhi (1959)

The Religion and Philosophy of the Veda and
Upanishads — A. B. Keith : Motilal
Banarsidass, Delhi (1976)

The Skt.-Eng. Dictionary — M. Monier-Williams :
Oxford Clarendon Press (1960)

A Vedic Concordance — M. Bloomfield : Harvard
University Press, U. S. A. (1906)

Vedic Index — Keith & Macdonell : Motilal
Banarsidass, Delhi (1982)

